উপনিষদ

উপনিষদ

অখণ্ড সংস্করণ

ঈশ, ‘কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর,
ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি এই বারখানি বৈদিক উপনিষদের
অন্বয়, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও মন্তব্য তৎসহ গ্রন্থপঞ্জি,
মন্ত্রসূচি, পরিচিতিপঞ্জি ও নির্দেশপঞ্জি

অতুল চন্দ্র সেন
সীতানাথ তত্ত্বভূষণ
মহেশচন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭, ফোন : ২৪১৬৮৯৮

THE UPANISHADS
Edited in Bengali by :
Professor Atul Chandra Sen

Published by :
HARAF PRAKASHANI
A-126, College St. Market
Calcutta : 700007
Phone : 2416898

Price : 160.00 Only

প্রথম খণ্ড : অক্টোবর ১৯৭২
দ্বিতীয় খণ্ড : জানুয়ারী ১৯৭৬
অখণ্ড সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮০
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৯৪, ১৯৯৮

মুদ্রণ :
স্বদেশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫৮এ/বি লোয়ার রেঞ্জ
কলকাতা-৭০০০১৯

প্রকাশনা :
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭
ফোন : ২৪১৬৮৯৮

প্রচ্ছদ শিল্পী : সুধীর মৈত্র

সূচিপত্র

বিষয়সূচি

প্রকাশকের নিবেদন

উপনিষদের বাণী চিরন্তন, এর আবেদন শাশ্বত। কালপ্রবাহে এর ক্ষয় নেই, লয় নেই। উপনিষদের বাণীতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন আত্মাটি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির আকর-গ্রন্থ এই উপনিষদ। তাই এ-গ্রন্থের প্রকাশ এবং প্রচার আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এই আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি বারোটি বৈদিক উপনিষদের এক অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

এ ছাড়া আরো কিছু কারণ রয়েছে। আমাদের প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত লিপিবদ্ধ। বেদ, উপনিষদ, গীতা সংস্কৃত রচিত। সংস্কৃত ভাষায় এ সকল গ্রন্থের যে ব্যাপক আলোচনা ও ভাষ্য রচিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় তার এক শতাংশও হয়নি। ফলে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ বাঙালীর কাছে এই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার অর্গলরুদ্ধ হয়েই আছে। তাই প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থগুলির অনুবাদ, টীকা ও ব্যাখ্যা রচিত ও প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং এ-কাজ যত অধিক পরিমাণে সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল। মাতৃভাষায় উপনিষদের বর্তমান খণ্ডটি প্রকাশ করার পিছনে এই কারণটিও বিশেষরূপে ক্রিয়াশীল ছিল।

এছাড়া আমার শঙ্কিত মনের কোণে আরও একটি উদ্দেশ্য সভয়ে আত্মগোপন করে আছে। ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ—বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে তার বর্তমান ঐতিহ্যমণ্ডিত রূপটি গড়ে উঠেছে। হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছে, কখনো কখনো সে মতপার্থক্যের ফলশ্রুতি বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, অনেক হিন্দু তাঁর নিজের ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানেন না, অধিকাংশ মুসলমানের স্বীয় ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করুন, 'বেদ, উপনিষদ পড়েছেন?' উত্তর পাবেন 'না'। একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করুন, 'কোরান পড়েছেন? হাদিস জানেন?' এখানেও আসবে একই উত্তর। অর্থাৎ যে ধর্মকে কেন্দ্র করে আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধ অমিত্রসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিই, সেই ধর্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও আমাদের নেই। আমরা আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে জানি না, চিনি না। বেদ, উপনিষদ বা গীতার মহান আদর্শে আমাদের চিন্তাধারা ও জীবনাচরণ গড়ে উঠলে কখনই আমরা পাপকে আশ্রয় দিতে পারব না; জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবেই। কোরান ও হাদীসের চিরন্তন ঐশ্বর্যভাণ্ডারের সন্ধান পেলে আমাদের মধ্যকার অশুভ পাশবিক শক্তির অপমৃত্যু ঘটবেই। সুতরাং প্রথমেই প্রয়োজন আপনাপন ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে নিজেকে চেনা ও জানা, নিজের ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা। তারপর অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে সে ধর্মের সত্যসার উপলব্ধি করা। তাহলেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারব। আমাদের পরস্পরের মধ্যকার অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব দূর হবে। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আমাদের মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিপথ আলোকিত হবেই।

এই উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি স্বল্পমূল্যে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। অতুলচন্দ্র সেনের গীতা,

বালগঙ্গাধর তিলকের গীতারহস্য, ভাগবত, ধম্মপদ, কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ এই মহান গ্রন্থগুলি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। নয়টি উপনিষদ নিয়ে উপনিষদের প্রথম খণ্ড এবং অবশিষ্ট তিনটি উপনিষদ নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই গ্রন্থ দুটির মূল্য ছিল চুয়াল্লিশ টাকা। ইচ্ছে থাকলেও, এই অর্থ (বর্তমান বাজার-মূল্য অনুযায়ী যদিও এ-মূল্য কম) ব্যয় করে গ্রন্থ দুটি সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এদিকে লক্ষ করে আমরা অখণ্ড উপনিষদের মূল্য যথাসম্ভব কম করলাম। আশা করি গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে বর্তমানে আর কারো কোন অসুবিধা হবে না।

আজকাল উপনিষদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানান প্রশ্ন উঠেছে— এখানে সে বিষয়ে আমি কিছু আলোকপাত করতে চাই। শঙ্করাচার্য তাঁর বিভিন্ন ভাষ্যে চৌদ্দটি উপনিষদের কথা উল্লেখ করেছেন, সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদার-হৃদয় দারাশিকোহ্ ফারসীতে যে উপনিষদগুলির অনুবাদ করান তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ। মুক্তিক উপনিষদ হতে মোট একশো আটখানি উপনিষদের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্প্রতি একশো বারখানি উপনিষদের সংকলন প্রকাশ করেছেন বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রী বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে। এখন স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এত উপনিষদ থাকতে আমরা মাত্র বারটি উপনিষদ বেছে নিলাম কেন?

যত দিন যাচ্ছে উপনিষদের সংখ্যা ততই বেড়ে চলেছে। মোগল আমলেও অনেক-গুলি উপনিষদ রচিত হয়েছে। হয়ত আরো কিছুদিন পর উপনিষদের সংখ্যা দ্বিশতাধিক দাঁড়াবে। এ উপনিষদগুলি আর যাই হোক বৈদিক যুগের উপনিষদ নয়। যে উপনিষদগুলি চারটি বেদের কোন না কোন অংশের সঙ্গে যুক্ত তাদের সংখ্যা বারখানি। এগুলি প্রাচীন, এগুলি বৈদিক উপনিষদ। সুতরাং এই বারটি উপনিষদকে আমরা মূল উপনিষদ বলে ধরেছি। এই বারখানির মধ্যে কৌষীতকি ছাড়া অন্যান্য এগার-খানির ভাষ্য শঙ্করাচার্য রচনা করে গিয়েছেন। আমরা বর্তমান সংস্করণে কৌষীতকি সহ মোট বারটি উপনিষদের অনুবাদ, ব্যাখ্যা প্রকাশ করলাম।

বর্তমান খণ্ডের বারটি উপনিষদের মধ্যে প্রথম দিকের নয়টি উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন স্বর্গত অতুলচন্দ্র সেন এবং শেষদিকের তিনটি (ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি) উপনিষদের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা হলেন স্বর্গত মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সমগ্র গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন শ্রীরণব্রত সেন। সম্পাদনা ছাড়াও ভ্রম-সংশোধন এবং অঙ্গ-সজ্জার সকল দায়-দায়িত্ব তিনি একাই বহন করেছেন। সুতরাং এঁর সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান গ্রন্থটিকে এভাবে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। প্রুফ দেখার ব্যাপারে এঁকে আর যে দুজন সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন সর্দার আবদুল কাদের এবং সেখ নুরুল হুদা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীসুধীর মৈত্র।

অনেক অপাঠ্য, এমন কি মূল্যবান, বইয়ের ভিড়েও যে এই অমূল্য গ্রন্থখানি যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে, শঙ্কিত মনে সেই আশাটুকু পোষণ করছি।

ইতি—

রাজীবপুর, ২৪ পরগণা
১ বৈশাখ ১৩৮৭

প্রস্তাবনা

অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন ১৯৩২ সালে কঠোপনিষদের সরল বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের জন্য প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে ১৯৪৮ সালের মধ্যে তিনি মোট নয়খানি উপনিষদের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তিনি শুধু 'কঠ' ও 'কেন' উপনিষদ প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন ; বাকি সাতটির পাণ্ডুলিপি রেখে যান। গ্রন্থকারের প্রয়াণের দীর্ঘ ২৫ বছর পরে এই নয়খানি উপনিষদের পাণ্ডুলিপি সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে 'অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি'র উদ্যোগে 'উপনিষৎ নবক' নামে প্রকাশিত হয়। পরে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন হরফ প্রকাশনী।

অতুলচন্দ্র সেন সম্পাদিত নয়খানি উপনিষদের অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণ্যক' ও 'কৌষীতকি'—এই তিনখানি বৈদিক উপনিষদের অনুরূপ প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য বহু পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ আসে। তাঁদের এই আগ্রহের ফলস্বরূপ সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ পণ্ডিতদ্বয়ের অনূদিত ও সম্পাদিত 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যক' এবং প্রফুল্লকান্ত বসুর 'কৌষীতকি'—এই তিনটি উপনিষদ একত্র স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই বারোখানি উপনিষদই প্রাচীন ও বৈদিক বলে স্বীকৃত। এই বারোখানির মধ্যে শংকরাচার্য 'কৌষীতকি' বাদে বাকি এগারখানির ভাষ্য রচনা করে গেছেন। কৌষীতকির ভাষ্য রচনা না করলেও শংকর তাঁর বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ঐ উপনিষদ থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বৈদিক পরবর্তী কালে, বিশেষ করে পৌরাণিক যুগে অবশ্য আরো বহু উপনিষদ রচিত হয়, তবে সেগুলি বেদ সংশ্লিষ্ট বলে স্বীকৃত না হওয়ায় তাদের প্রতিষ্ঠা ঐ বারোখানির সমতুল্য নয়। বাংলা ভাষায় এ যাবৎ উপনিষদের যেসব অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সবকটিই স্বীকৃত ঐ দ্বাদশ উপনিষদ অবলম্বন করে খণ্ডাকারে রচিত।

মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা সহ হরফ প্রকাশনী কর্তৃক দুখণ্ডে প্রকাশিত বারোটি উপনিষদ পাঠকসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। দুটি খণ্ডেরই প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়ে গেলে বারোটি উপনিষদ একত্র করে একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বৈদিক উপনিষদা-বলীর একখানি অখণ্ড প্রামাণ্য সংস্করণ এই প্রথম পাঠকসমাজে পরিবেশন করতে পেরে আজ আমরা নিঃসন্দেহে আনন্দ অনুভব করছি।

এই উপনিষদগুলির বর্তমান অখণ্ড সংস্করণে পূর্বপ্রকাশিত সংস্করণের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ আছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে এই অখণ্ড সংস্করণকে স্বাগত জানিয়ে একটি ভূমিকা লিখে যান। এই মূল্যবান ভূমিকাটি ছাড়া ড. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'উপনিষদের দর্শন' নামে একটি বহুমুখী আলোচনার অবতারণা করেছেন। আর ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন 'উপনিষদ ও ভারতীয় মনীষা'। উপনিষদের পরিচিতি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধ দুটি সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই উপযুক্ত বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই গ্রন্থের কলেবর যাতে অতিমাত্রায় স্ফীত না হয় তার জন্য পূর্ব সংস্করণের কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমার্জন পরিবর্জন করা আবশ্যক হয়েছে। মন্তব্য ও ব্যাকরণ ঘটিত পরিহার্য অংশগুলি বর্জিত হয়েছে। ভূমিকাংশের কয়েকটি প্রবন্ধও স্থানাভাবের জন্য বাদ গেছে। মূলানুগ রেখেও অনুবাদের ভাষা আমরা যথাসম্ভব সরল করার চেষ্টা করেছি। এই পরিমার্জনাদির ফলে গ্রন্থের হানি যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পুস্তকের সম্পাদনার ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর শ্রীমিহির গুপ্ত ও শ্রীশীতাংশু চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া শ্রীমিহির গুপ্ত ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি এই তিনখানি উপনিষদের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। আর যাঁদের কাছে আমরা নানাভাবে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ তাঁরা হলেন রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু, অধ্যাপক শুকদেব সেনগুপ্ত এবং তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের জামাতা ও কন্যা শ্রীমণীন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্তা সুখময়ী রায়। এঁদের সকলকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বিরাট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন ও প্রুফ দেখার ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা সত্ত্বেও স্থানবিশেষে মুদ্রণপ্রমাদ কি অন্য কোন ভুল-ভ্রান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। আমাদের অনুরোধ সুধী পাঠকবর্গ যেন এসব ভুলভ্রান্তি আমাদের গোচরে এনে পরবর্তী সংস্করণকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করেন।

পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশকের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। হরফ প্রকাশনীর কর্ণধার বন্ধুবর আবদুল আজীজ পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ, উদার ও সংস্কারমুক্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য হল—ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প ও ধর্মবিষয়ক অমূল্য গ্রন্থরাজি যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পেঁছে দেওয়া। এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় তিনি যে অনেকাংশে সফল হয়েছেন তাঁর প্রকাশিত প্রতিটি পুস্তকই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

রণব্রত সেন

কলিকাতা
বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৮৭
৩০ এপ্রিল ১৯৮০

ভূমিকা

বেদ যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মূল উৎস একথা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করেন। কিন্তু অনেকে বেদের একটি সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন। বস্তুত বেদ কোন গ্রন্থ বিশেষের নাম নহে। ইহা একটি সমগ্র সাহিত্য সূচিত করে। এই সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও তাহার প্রণালী, উদ্দেশ্য, ফলশ্রুতি ও দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। উপনিষদে এ সকলের কিছুই নাই। যে উচ্চ অধ্যাত্মজ্ঞান হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—ইহাতে তাহারই আলোচনা আছে। কালক্রমে যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও নানা দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি যেমন সাধারণ হিন্দুধর্মের বিশেষ অঙ্গে পরিণত হইল, তেমনি আত্মা, ভগবান প্রভৃতি সম্বন্ধে সংসারত্যাগী সাধু-সন্তের বহু সাধনালব্ধ জ্ঞান হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিল। বস্তুত বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণে যে সকল যাগ-যজ্ঞের বিধি আছে তাহার অনুষ্ঠান হিন্দুদের মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত নাই। কিন্তু উপনিষদে যে তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়া গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে যে সমুদয় ধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহা এই উপনিষদের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ই যে বেদের যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম অনুষ্ঠানের পরিবর্তে উপনিষদের দ্বারাই বেশী প্রভাবিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে ভগবদ্গীতা কেবল বৈষ্ণবদের নহে, আজ সমগ্র হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হয় তাহা উপনিষদ গ্রন্থাবলীর সারমাত্র বলিয়া মনে করা হয়। একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—বহু উপনিষদ-রূপ গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার সারাংশ দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া হিন্দুর বিশিষ্ট ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছেন।

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেও ইহাতে দার্শনিক চিন্তার ধারা অপরিস্ফুটভাবে দেখা যায়, এবং ইহা প্রধানত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। কিন্তু যে উপনিষদে দার্শনিক চিন্তা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছে ক্ষত্রিয়গণই ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন, এবং স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির লোকও যে এই উচ্চ দার্শনিক চিন্তার ধারক ও বাহক ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

সাংসারিক জীবনের ধন, মান, প্রতিপত্তির প্রতি বীতস্পৃহ এবং সম্পূর্ণ উদাসীন এক শ্রেণীর লোকই জীবনের প্রকৃত গূঢ় অর্থ নির্ধারণে উৎসুক হইয়া সংসার ত্যাগপূর্বক এ-বিষয়ে অরণ্যে বসিয়া গভীর ধ্যান-ধারণা করিতেন, তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত উক্তিগুলিই উপনিষদে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতেন এবং নিজেরাও গুরুর নিকট লব্ধ জ্ঞানের ও সাধনার অনুশীলন করিয়া এই চিন্তাধারার উৎকর্ষ সাধন করেন। এইরূপেই ক্রমে ক্রমে বহু-সংখ্যক উপনিষদের সৃষ্টি হয়। অরণ্যে উক্ত বলিয়া এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রথমে 'আরণ্যক' নামে অভিহিত হইত এবং সাধারণতঃ বেদের 'ব্রাহ্মণ' ভাগের পরিশিষ্টরূপে সঙ্কলিত হইত। চিন্তাধারার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য ও পদ্যে রচিত এই শ্রেণীর গ্রন্থ স্বাতন্ত্র্য

লাভ করে এবং উপনিষদ নামে পরিচিত হয়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদগুলি কোন না কোন বেদের সঙ্গে সংযুক্ত।

উপনিষদ নামে পরিচিত বহুসংখ্যক গ্রন্থ এখনও প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে ছয়খানি উপনিষদ—'ঐতরেয়', 'বৃহদারণ্যক', 'ছান্দোগ্য', 'তৈত্তিরীয়', 'কৌষীতকি' এবং 'কেন'—সর্বপ্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হয় এবং বেদান্ত-দর্শনের আদি ও অকৃত্রিম রূপ ইহাদের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'কঠ বা 'কাঠক', 'শ্বেতাশ্বতর', 'ঈশ', 'মুণ্ডক', 'মাণ্ডূক্য' ও 'প্রশ্ন'—এই ছয়খানি-উপনিষদে বেদান্ত দর্শনের প্রাধান্য থাকিলেও ইহাতে সাংখ্য ও যোগ-দর্শনের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন উপনিষদের ক্রমিক রচনাকাল ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে পণ্ডিতগণের অনেকে পূর্বোক্ত বারোখানি উপনিষদই প্রাচীন ও প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রানাডে 'মৈত্রী' উপনিষদকেও প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। ইহা ছাড়াও দুই শতের বেশী উপনিষদ আছে। এগুলি পরবর্তী কালে রচিত। বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা ছাড়াও এগুলির মধ্যে প্রধানত যোগ ও সন্ন্যাস এবং বিষ্ণু, শিব ও শক্তির মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনতম উপনিষদের তারিখ রাধাকৃষ্ণনের মতে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব, কিন্তু অন্যান্য অনেকের মতে ৭০০ খ্রীঃ পূঃ। এ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'ঈশ', 'কেন', 'কঠ', 'প্রশ্ন', মুণ্ডক', 'মান্ডূক্য', 'তৈত্তিরীয়', 'ঐতরেয়' ও 'শ্বেতাশ্বতর'—এই নয়খানি প্রাচীন উপনিষদের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা আছে। গীতা ও উপনিষদ যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ ইহা উপলব্ধি করিয়াই স্বদেশবাসীর তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মজীবনের উন্নতিকল্পে ৺অতুলচন্দ্র সেন এই গ্রন্থগুলির বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ সমুদয় অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন (১৯৪২ সালে) যে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অতি নৃশংস ও বীভৎস যুদ্ধের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার যে নগ্নরূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহার ফলে বিশ্বের বহু মনীষী ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেই শান্তির সন্ধান খুঁজিতেছেন; এই কারণে আমাদের ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থের আদর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অল্প জানেন বা আদৌ জানেন না তাঁহারাও যাহাতে উপনিষদসমূহের মর্ম সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি উপনিষদগুলির অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ইহার রচনাপ্রণালী গ্রন্থকার নিজেই তাঁহার ভূমিকায় বিবৃত করিয়াছেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যে আশা লইয়া তিনি এই অনুবাদকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে সর্বোচ্চ জ্ঞানের এই ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া ৺অতুলচন্দ্র সেন তাঁহার কর্মময় জীবনে একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তাহাতে তাঁহার নিজের জীবনেও যে তিনি গীতা ও উপনিষদের আদর্শ অনুসরণ করিতেন তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণ্যক' ও 'কৌষীতকি'—এই তিনখানি প্রাচীন উপনিষদের সটীক বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনুবাদ (টীকা ও মন্তব্য সহ) ৺মহেশ চন্দ্র ঘোষ (বেদান্তরত্ন) কৃত। ৺সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় ঐ গ্রন্থদ্বয়

প্রকাশিত হয় প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে। কৌষীতকি উপনিষদের অন্বয় সহ অনুবাদ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ স্বয়ং করিয়াছেন। এই দুই আত্মমগ্ন মানবপ্রেমিক সাধক ও জ্ঞানতপস্বীকে আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। এই তিনটি উপনিষদের অনুবাদ হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা তাঁহাদের জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিব।

উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবনবিমুখ করে না, ইহা world and life negation-এর কথা বলে না; বলে এক পরিপূর্ণ জীবনের কথা, যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত সর্বদাই যুক্ত। উপনিষদের শিক্ষাকে এইভাবে জীবনে প্রয়োগ করার কথাই আমরা শুনিতে পাই রামমোহন হইতে অরবিন্দ পর্যন্ত আধুনিক কালের মনীষীদের কণ্ঠে। বর্তমান গ্রন্থের বারোটি উপনিষদের ব্যাখ্যাতে এই সিদ্ধান্তই প্রকট হইয়াছে।

উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ দু'টি গ্রন্থটিকে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

গ্রন্থের প্রকাশক আবদুল আজীজ আল্ আমান সকল ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। তাই একাধারে যেমন তিনি কোরান, হাদীসের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি অপর দিকে বেদ, উপনিষদ ও গীতার অনুবাদও মুদ্রিত করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থাবলী সহজ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া তিনি সকল ধর্মের মধ্যে যাহা উদার ও বিশ্বজনীন তাহার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে প্রয়াসী। আমি তাঁহার এই শুভ প্রয়াসের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

কলিকাতা
২৮ মে, ১৯৭৮

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থকার পরিচিতি

অতুলচন্দ্র সেন (১৮৭৫-১৯৪৮)

অতুলচন্দ্র সেনের জন্ম হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাহেরক গ্রামে। অতুলচন্দ্রের পিতা ৺কালীপ্রসন্ন সেন ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে এসে এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও উদারতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। মাতা উমাসুন্দরী ছিলেন উদারপ্রকৃতির রমণী ; পরের উপকার করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। পিতার চরিত্রগত উদারতা ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং মাতার সারল্য ও পরোপকার-প্রবণতা উত্তরাধিকার-সূত্রে অতুলচন্দ্র লাভ করেছিলেন।

অতুলচন্দ্র ১৮৯৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। পরে ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংস্কৃত ও দর্শনে যুগ্ম অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। পরের বছর ঐ কলেজ থেকেই দর্শনে এম. এ. পাশ করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত স্বর্ণগ্রামে রাধানাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানশিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ১৯০৩ সালে সিটি কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরের বছর কুমিল্লা জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাঁর উচ্চ নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব না হওয়ায় তিনি তা পরিত্যাগ করেন। ১৯০৭ সালে অতুলচন্দ্র হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন ; পরে ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে থাকাকালীন ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন।

হেতমপুর কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়বার পর ১৯১১ সালে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। পরে ১৯১৪ সালে তিনি রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। এখানেই তাঁর চাকুরীজীবনের সর্বাপেক্ষা বেশি সময় কাটে। পরে ১৯২১ সালে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়। পরে আর তিনি কোন চাকরি গ্রহণ করেন নি।

অতুলচন্দ্রের কর্মদক্ষতা বহুবিস্তৃত ছিল। তিনি যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেইখানে তার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন—কোথাও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, কোথাও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে, কোথাও বা অন্য কোন কর্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কাশী, মধুপুর, মুন্সিগঞ্জ (ঢাকা) প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি অনেক শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালে ১০ জুন ৭৩ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

অতুলচন্দ্রের প্রতিভা যেমন বহুমুখী ছিল তাঁর রচনাবলীও তেমনি অজস্র খাতে প্রবাহিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে তাঁর ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ভগবদ্‌গীতার একখানি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি 'কঠ' ও 'কেন' উপনিষদের সরল বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন ; তাছাড়া সাতখানি উপনিষদের পাণ্ডুলিপি রেখে যান। স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করে 'School Essays & Letters'। তাঁর সমগ্র বাংলা রচনাবলী সংকলিত হয়ে 'শতাব্দীর সাধনা' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে।

মনস্বী অতুলচন্দ্র সেন কেবলমাত্র গীতা ও উপনিষদের ব্যাখ্যাই রচনা করেন নি, এই গ্রন্থসমূহের বাণী তিনি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ, কিন্তু তা বলে আচারসর্বস্ব ধর্মকে কখনো প্রশ্রয় দেন নি। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বর আরাধনার প্রথম ও শেষ সোপান হল ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের প্রতি মমত্ববোধ। তিনি তাঁর গভীর জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলেন নিরলস কর্মস্পৃহা এবং একনিষ্ঠ মানবসেবার অনুশীলন। শিক্ষক, সমাজসেবী এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক অতুলচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন অনুধাবন করলে আমরা তাঁর চরিত্রে এমন কতকগুলি উপাদান দেখতে পাই যা বর্তমান তামসিকতার যুগে একান্ত বিরল।

ব্রতব্রত সেন

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ (১৮৫৬-১৯৪৫)

শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার মাংঘর গ্রামে ১২৬২ বঙ্গাব্দের ২৮ মাঘ (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী) সীতানাথ দত্তের জন্ম হয়। বাল্যকালে কয়েক বৎসর তিনি শ্রীহট্টের নিকটবর্তী গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি যান ঢাকায় শিক্ষালাভের জন্য। পরে শ্রীহট্ট শহরে দুই বৎসর বিদ্যালয়ে পাঠ করার পর তিনি ১৮৭১ সালে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসে তিনি কেশবচন্দ্রের বাড়িতে ও মন্দিরে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করেন। আর নিয়মিত যান মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাদি শুনতে। এই দুই মনীষীর প্রভাব সীতানাথের সাহিত্য ও ধর্মজীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা করে।

১৮৭৪ সালে সীতানাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরের বছর তিনি ভর্তি হন জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে। কিন্তু ঐ বৎসরই তাঁর পিতার মৃত্যু ও নানা বাধাবিঘ্নের ফলে তিনি সেবার এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না।

নিরতিশয় দারিদ্র্যের সম্মুখীন হওয়ায় তাঁকে চাকুরী গ্রহণ করতে হল। ধর্ম, সাহিত্য ও দার্শনিক গ্রন্থাদি পাঠে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। চাকুরী করতে করতে একই সঙ্গে পরীক্ষার পড়া চালানো এবং ধর্ম ও দার্শনিক সাহিত্য আলোচনা তাঁর পক্ষে দীর্ঘ দিন সম্ভব হল না। পরীক্ষা দেবার আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হল। তাঁর দার্শনিক মন চেয়েছিল ভগবৎপ্রেমকে জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। তদানীন্তন ব্রাহ্মসাহিত্য পর্যালোচনা করে তাঁর মন তৃপ্ত হল না। তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গ্রন্থাদি পাঠে মনোনিবেশ করলেন ; সেই সঙ্গে চলতে থাকল ভারতীয় শাস্ত্র আলোচনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন বেদের অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নিকট তিনি দেশীয় শাস্ত্র পাঠ করতে আরম্ভ করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনি সুসংহত দার্শনিক প্রণালীর সন্ধান পেলেন। সেই প্রণালী অবলম্বন করে দেশীয় শাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে ভারতীয় ঋষিদের রচনার মধ্যেও আছে সুস্পষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারা।

সীতানাথ দত্তের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী লক্ষ করে পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁকে 'তত্ত্বভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সীতানাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে 'তত্ত্বভূষণ জীবনী' নামে তাঁর জীবনালেখ্য ও চিন্তাধারা সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

তিনি তিরিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'দশোপনিষদ', 'শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ', 'krishna and the Gita', 'krishna and the Puranas', 'Sree Bhagavad Gita,' 'The Vedanta and its Relation to Modern Thought' ইত্যাদি প্রধান। তাঁর রচিত আত্মচরিত তিনি ১৯৩২ সালে সম্পন্ন করেন। ১৯৪৫ সালের ১৯ আগষ্ট, ৮৯ বৎসর বয়সে তত্ত্বভূষণ মহাশয় পরলোকগমন করেন।

সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০)

মহেশচন্দ্র ঘোষ একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তি—কিন্তু আজ বিস্মৃতচরিত্র। তিনি ছিলেন আত্মমগ্ন দার্শনিক। বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাদান ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন ; আর জ্ঞান আহরণ ছিল জীবনের তপস্যা।

মহেশচন্দ্র ১৮৬৮ সালে পাবনায় (বর্তমান বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে তিনি বড় ভাই ডাক্তার রাধাচরণ ঘোষের দ্বারা লালিত পালিত হতে থাকেন। কিন্তু তিনি বি. এ. পাশ না করতেই তাঁর দাদার মৃত্যু ঘটল এবং সংসারের ভার এসে পড়ল তাঁরই উপর। জীবিকার জন্য শিক্ষকতা অবলম্বন করে মহেশচন্দ্র প্রথমে রামপুরহাট, পরে বাঁকুড়া এবং আরও পরে হাজারিবাগ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এই হাজারিবাগেই তাঁর দীর্ঘকাল কাটে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে মহেশচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় বহু বৎসর ধরে। রামানন্দ লিখেছেন—"মহেশচন্দ্র ছিলেন মানব-প্রেমিক ও সাধক। সত্যের সন্ধানে তাঁহার জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, তাঁহার লাইব্রেরি ছিল তাহারই পরিচয়।" আমরা জানি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অর্ডার দেওয়া বই বিলাত থেকে এসেছিল। যাহোক, তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসংগ্রহ তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরিতে দিয়ে যান এবং অবশিষ্ট গ্রন্থাদি দান করেন হাজারিবাগ ইউনিয়ন ক্লাবকে।

তিনি ছিলেন অকৃতদার, অত্যন্ত মিতব্যয়ী, স্বল্পাহারী। তাঁর আয়ের বেশির ভাগটাই বই কেনাতে ব্যয়িত হত। বস্তুত তিনি ছিলেন গ্রন্থপ্রেমিক। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সাহচর্যে তিনি 'বৃহদারণ্যক' ও 'ছান্দোগ্য' উপনিষদ সম্বন্ধে যে-কাজ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে পাণ্ডিত্যের প্রভায় সমুজ্জ্বল। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধেও মহেশচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ঐ সব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু অতি পরিতাপের কথা যে তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ থেকে আজ লোকচক্ষুর অগোচর। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে 'বুদ্ধ-প্রসঙ্গ' নামক একটি পুস্তক ব্যতীত মহেশচন্দ্র ঘোষের কোন গ্রন্থের কথা কেউ জানে না। ১৯৩০ সালে ৬২ বৎসর বয়সে এই মনস্বীর মৃত্যু হয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

উপনিষদের দর্শন

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১

প্রাথমিক কথা

বৈদিক যুগের শেষভাগে বেদকে আশ্রয় করে উপনিষদগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। বেদের সংহিতা অংশে তার জন্ম, আরণ্যক অংশে তার পরিবর্ধন। বেদের যজ্ঞকে কেন্দ্র করে যে আনুষ্ঠানিক পর্ব গড়ে উঠেছে তা থেকে উপনিষদকে পৃথক করবার জন্য তাকে কর্মকাণ্ড বলে সূচিত করে উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়েছে। বেদের মধ্যেই যেন দুটি ধারা পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল—একটি বৈদিক দেব-দেবীর স্তুতি নিবেদনে ব্যাপৃত, অন্যটি বিশ্ব-রহস্যকে ভেদ করবার আকুতি হতে সঞ্জাত তীব্র জ্ঞানতৃষ্ণা। এই জ্ঞানতৃষ্ণাই পরবর্তীকালে আরণ্যকের যুগে প্রাধান্য পেয়েছিল এবং বিশুদ্ধ দার্শনিক জ্ঞানের অন্বেষণে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিল। তারই পরিণতি হল উপনিষদ।

উপনিষদের অর্থ কি তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ডয়সেন বলেন—তা হল রহস্যগত জ্ঞান।[১] ম্যাক্সমুলর বলেন—গুরুর নিকট বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করা হত বলে তার এই নাম।[২] বলা বাহুল্য, ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা আরও সহজ হতে পারে। বেদের প্রান্তে বেদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল বলেই তাকে উপনিষদ বলা হয়। বেদান্তকে উপনিষদের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে : পুরাকালে পরম গুহ্য এই তত্ত্বটি প্রচারিত হয়েছে।[৩]

কর্মকাণ্ড হতে পৃথক করবার জন্য উপনিষদকে পরা বিদ্যাও বলা হয়েছিল ; মুণ্ডক উপনিষদে পরা ও অপরা বিদ্যার কথা বলা হয়েছে।[৪] তারপর অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় পড়ে চারটি বেদ এবং ছয়টি বেদাংগ। বেদাংগের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে তারা কাজে লাগে। সুতরাং অপরা বিদ্যা বলতে বৈদিক কর্মকাণ্ড এবং তার আনুষঙ্গিক বিদ্যাকে বোঝায়। অনুরূপভাবে পরা বিদ্যার একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : পরা বিদ্যা হল সেই বিদ্যা যার দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায়।[৫] 'অক্ষর' অর্থ হল যার ক্ষয় নাই, যা স্থান কালের অতীত, অর্থাৎ তা ব্রহ্মের

---

১ Deussen, Philosophy of the Upanishads, P 14-15.

২ Maxmueller, Sacred Books of the East, vol. I, P ixxxi.

৩ বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।২২

৪ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—
পরা চৈবাপরা চ ॥ মুণ্ডক ১।১।৪

৫ যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে ॥ মুণ্ডক ১।১।৫

সমার্থবোধক। সুতরাং যা বেদের কর্মকাণ্ড হতে সরে এসে উপনিষদ বা বেদান্তে আশ্রিত ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত তাই পরা বিদ্যা।

এই উপনিষদের বৈদিকযুগে অভাবনীয় প্রতিপত্তি এবং মর্যাদা ছিল। উপনিষদেই কাহিনী আছে যে রাজর্ষি জনক এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উপনিষদে মৌলিক বচনগুলি অভ্রান্ত সত্য বলে গৃহীত হত। তাই দেখি ষড়্‌দর্শনের যুগে তাদের একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং আপ্তবচন হিসাবে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের সমর্থনে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে মনে হয় উপনিষদের আলোচনা শিথিল হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। বাদরায়ণ উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বকে সূত্রাকারে স্থাপন করার জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। সুতরাং যাঁরা বেদান্ত পাঠে আগ্রহী তাঁরা ব্রহ্মসূত্র পাঠেই মনোনিবেশ করতেন। তবে উপনিষদগুলি তখনও পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনে হয় পুরাণের যুগেও তাদের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নি। তা না হলে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের মানুষ হয়েও শংকরাচার্য কেন প্রাচীন উপনিষদগুলির ওপর ভাষ্য লিখবেন? তারপরে শংকরাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের প্রতিপত্তির ফলে তার পৃথক আলোচনায় আগ্রহী মানুষ বিশেষ ছিল না। মধ্যযুগে ভক্তিবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দার্শনিকদের একমাত্র আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবু মনে হয় উপনিষদের স্বকীয় দ্যুতি বিশেষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত। তার সুন্দর নিদর্শন সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোর উপনিষদের প্রতি আকর্ষণ। উপনিষদগুলি তাঁকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তাদের ফারসী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এই অনুবাদ সম্পাদিত হয় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে। তার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ সুদীর্ঘ কাল পরে হলেও সেই অনুবাদের সূত্র ধরেই উপনিষদের বহির্বিশ্বে আত্মপ্রকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। আঁকেতিল দ্যূ পেরঁ নামে এক ফরাসী পর্যটক সেই পুঁথি দেশে নিয়ে যান এবং তাকে অবলম্বন করে তার এক লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮০১-২ খৃষ্টাব্দে।[১] তা হতেই শোপেনহাউএর তাঁর সাথে পরিচিত হন। তিনি এই অনুবাদকে পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অধিকার বলে দাবি করেন। দার্শনিক শেলিংও উপনিষদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ম্যাক্সমূলর শেলিং-এর মুখে উপনিষদের প্রশংসা শুনে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন।[২] পরবর্তী কালে তিনি সব ক'টি প্রাচীন উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করে ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষের নিকট তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। তার ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারেও তার বাণী বিদগ্ধ মানুষের মনকে আলোড়িত করেছিল। মার্কিন কবি দার্শনিক র‍্যালফ্ ওয়াল্ডো ইমার্সনের উপর মনে হয় তার চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর বিশ্ব-আত্মাতত্ত্ব (world soul) উপনিষদের 'আত্মা অন্তর্যামী' তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত বলে অনেকের বিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীতেও উপনিষদের বাণীর আকর্ষণ শিথিল হয় নি। টি. এস্. ইলিয়ট-এর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' (Waste Land) শীর্ষক

---

১ Oupnekhat ou Theologia et Philosophia

২ Sacred Books of the East, Vol. 1, Preface

কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় উপনিষদে প্রচারিত তিনটি 'দ'-এর (দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্) কাহিনীর প্রতিধ্বনি পাই।

বাংলাদেশে নূতন করে উপনিষদ-চর্চার প্রবর্তন করেন রামমোহন রায়। উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচয় ও ইংরাজী শিক্ষার ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি ইংরাজী শিক্ষিত মানুষের আকর্ষণ শিথিল হয়। এই অবস্থায় রামমোহন বিগ্রহ-বর্জিত উপাসনা-রীতির সন্ধানে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রহ্মসূত্রকে ভিত্তি করেই তিনি নিরাকার উপাসনা-রীতির সমর্থন করেন এবং 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙালীকে উপনিষদের বাণীর সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য তিনি পাঁচটি ছোট উপনিষদের (ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য) বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মধর্মের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর সাধন-জীবনের আরম্ভই হয় 'ঈশ' উপনিষদের প্রথম পংক্তি নিয়ে। তিনি উপনিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অবশ্য বিভিন্ন উপনিষদগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে তাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ খানিকটা শিথিল হয়ে যায়। তার কারণ ছিল দুটি। প্রথম, এমন উপনিষদ আছে যা পৌরাণিক দেবতার মহিমা বর্ণনা করে। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন উপনিষদে এমন বচন আছে যা জড় এবং জীবকে ব্রহ্মের অঙ্গরূপে কল্পনা করে। এগুলি তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করত না; কারণ তিনি ব্যক্তিরূপী সৃষ্টি হতে পৃথক নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতি শ্রদ্ধা তিনি হারান নি। তিনি যে উপনিষদকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তা বোঝা যাবে তাঁর আচরণ হতে। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ রচনা করেন উপনিষদ হতে নির্বাচিত বচনই তার মূল উপাদান। তার প্রথম খণ্ডের নামও দেন তিনি 'ব্রাহ্মী উপনিষদ'। পৈত্রিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর সাধনজীবনে উপনিষদের নির্বাচিত বচনগুলি ছিল তাঁর প্রধান প্রেরণা। শান্তিনিকেতন ভাষণমালায়ও তার প্রচুর উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে।

আর এক সূত্রে বাংলা ভাষায় উপনিষদের চর্চার পথ সুগম হয়েছিল। তার প্রেরণা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-তত্ত্বের প্রচারে আত্মনিয়োগে। অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে উপনিষদের বাণীর নিবিড় সংযোগ আছে। সেই সূত্রে রামকৃষ্ণ মিশন হতে প্রাচীন উপনিষদগুলির ব্যাখ্যা ও অনুবাদ-গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে। ফলে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ মানুষেরও উপনিষদ চর্চার সুযোগ মিলেছে। এভাবে উপনিষদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দেশে একটি রীতি প্রচলিত ছিল যে, কোন শ্রেণীর গ্রন্থ অত্যধিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি বিশেষ নিজের বিশিষ্ট মতকে সহজে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে সেই নামে তাকে প্রচার করত। আরও এক উপায় ছিল বিশেষ গ্রন্থকে নিজের প্রচারিত তত্ত্বের অনুকূলে ব্যাখ্যা করে একই উদ্দেশ্য সাধন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের সুন্দর উদাহরণ মেলে ব্রহ্মসূত্র ও গীতার সম্পর্কে। উভয় গ্রন্থেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশেষ দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের যেমন অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা আছে, তেমন বৈষ্ণব মতের অনুমোদিত ব্যাখ্যাও আছে। গীতার ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য আরো বেশী। উপনিষদের ক্ষেত্রে প্রথম রীতিটি অবলম্বিত হয়েছিল। ফলে দেখা যায় যেমন প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নিবেদিত উপনিষদ আছে, তেমন যোগদর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত সন্ন্যাসবাদ উপনিষদ নামে

প্রচারিত হয়েছে। আবার ভক্তিতত্ত্বমূলক নানা উপনিষদ আছে। সন্ন্যাসবাদের প্রচারক হিসাবে 'মহ' এবং 'নারদ পরিব্রাজক' উপনিষদের উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌরাণিক ভক্তিবাদের সমর্থক হিসাবে 'মহানারায়ন' উপনিষদের কথা বলা যেতে পারে। সেখানে ভক্তিমার্গকে দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই সব দেখেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ নামে প্রচারিত গ্রন্থগুলি পাঠ করে বলেছিলেন যে, অবস্থাটি এমন বিভ্রান্তিকর যে এ যেন 'কণ্টকারণ্য'। এই পরিস্থিতি উপনিষদের আলোচনায় একটি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে সাধারণ দর্শন যেভাবে লিখিত হয়ে থাকে উপনিষদের দর্শন সেভাবে গড়ে ওঠে নি। দর্শনের আলোচনারীতি হওয়া উচিত তথ্যভিত্তিক। নানা তথ্যকে অবলম্বন করে যুক্তির প্রয়োগে সেখানে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা হয়। চিন্তাগুলিও যতখানি সম্ভব সুসংবদ্ধভাবে সাজানো হয়। উপনিষদগুলি কিন্তু এইভাবে রচিত হয় নি। তার কারণ উপনিষদের ঋষি ছিলেন খানিকটা কবি, খানিকটা দার্শনিক। তিনি সমস্যা-গুলিকে পৃথক করে নিয়ে তথ্যগুলিকে যুক্তি হিসাবে সাজিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি স্থাপন করেন নি। বিশ্বের নানা সমস্যা তাঁর মনকে আলোড়িত করেছে; তিনি তাদের সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন; তার পর যা উপলব্ধি করেছেন তা কবিসুলভ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ঋষিদের প্রচারিত বিভিন্ন বাণীগুলির পরস্পরের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই; সেখানে বিভিন্ন বস্তুর পৃথক আলোচনাও নেই। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মনীষী যা উপলব্ধি করেছেন উপনিষদের পাতায় বিক্ষিপ্ত আকারে তা ছড়িয়ে আছে। তবে একথা ঠিক এই চিন্তা-কণিকাগুলির মধ্যে ভাবধারার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের পরিপূর্ণ রূপটিকে এক জায়গায় সাজান অবস্থায় আমরা পাব না। ভাবধারার ঐক্যের সূত্রকে ধরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দার্শনিক তত্ত্বের কণাগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে আমাদের সে দর্শনটিকে গড়ে তুলতে হবে। উপনিষদের এও এক আনুষঙ্গিক সমস্যা।

২

আলোচ্য উপনিষদের নির্বাচন

উপনিষদের সংখ্যাবাহুল্য হেতু উপনিষদের নির্বাচন যে একটি আনুষঙ্গিক সমস্যা হয়ে পড়ে একটু আগেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতে দার্শনিক চিন্তাধারা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। একে সূচিত করতে আমাদের দেশে তিনটি শ্রেণীর চিন্তার কথার উল্লেখ আছে—শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান ও স্মৃতিপ্রস্থান। প্রথমটি বৈদিক সাহিত্যের অংগ হিসাবে যে দার্শনিক চিন্তা গড়ে উঠেছিল তাকে সূচিত করে। ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের যুগে যে দার্শনিক চিন্তা গড়ে উঠেছিল তাকে বলা হয় ন্যায়প্রস্থান। পরবর্তীকালে পৌরাণিক যুগে যে ভক্তিবাদী চিন্তা গড়ে উঠেছিল তাই হল স্মৃতিপ্রস্থান। সুতরাং বিভিন্ন যুগের চিন্তাধারার পার্থক্য এইভাবে স্বীকৃত। এখন প্রাচীন উপনিষদগুলিই আমাদের আলোচনার বিষয়। অথচ দেখা যায় যতগুলি গ্রন্থ উপনিষদ নামে প্রচারিত আছে তাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর চিন্তাই বর্তমান।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল প্রাচীন উপনিষদগুলি চিহ্নিত করে নেওয়া; কারণ তাদের উপর ভিত্তি করেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব কি ছিল। ইতিমধ্যে যেটুকু আলোচনা হয়েছে তা থেকেই একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে উপনিষদগুলিও তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। তারা হল: (১) প্রাচীন বা ব্রহ্মবাদী উপনিষদ (এগুলি শ্রুতিপ্রস্থানে পড়ে); (২) যোগ বা সন্ন্যাসবাদী উপনিষদ (এগুলি ন্যায়প্রস্থানে পড়ে) এবং (৩) ভক্তিবাদী বা পৌরাণিক দেবতাপন্থী উপনিষদ (এগুলি স্মৃতিপ্রস্থানে পড়ে)। যত সময় অতিবাহিত হয়েছে উপনিষদের সংখ্যা তত বেড়ে গেছে। ডয়সেন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে শংকরাচার্য তাঁর বিভিন্ন ভাষ্যে যতগুলি উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করেছেন তার সংখ্যা ছিল চোদ্দ।[1] সম্ভবত তাঁর কালে চোদ্দটি উপনিষদ প্রচারিত ছিল। সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো যে উপনিষদগুলির ফারসী অনুবাদ করান তার সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। মুক্তিক উপনিষদে একশ আটখানি উপনিষদের উল্লেখ আছে। বোম্বাই-এর নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যে উপনিষদ সংকলন প্রকাশ করেছেন তাতে একশ বারখানি উপনিষদ স্থান পেয়েছে। এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে এদের মধ্য হতে সেই উপনিষদগুলি নির্বাচন করে নেওয়া যেগুলি একেবারে প্রথম যুগের উপনিষদ, অর্থাৎ ব্রহ্মবাদী উপনিষদ।

সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে এরকম দুটি অনুকূল অবস্থা বর্তমান। প্রথম হল, প্রাচীন উপনিষদগুলি বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং যেগুলি বৈদিক সাহিত্যের অংগ হিসাবে গড়ে উঠেছে তাদের চিহ্নিত করে আমরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। দ্বিতীয়ত, দার্শনিক চিন্তার রূপ যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার সাহায্যেও আমরা তাদের পৃথক করে নিতে পারি। তার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন সংস্কৃতির ছাপ দেখে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভোগ্য বা ব্যবহার্য দ্রব্যকে যে ভাবে চিহ্নিত করে নেন উপনিষদগুলিকে সেইভাবে আমরা চিহ্নিত করে নিতে পারি। একে প্রত্নতাত্ত্বিক রীতি বলা যেতে পারে। প্রাচীন বসতি যেখানে ছিল তার ঢিপির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সংস্কৃতির যুগের মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্য দিয়ে বিভিন্ন যুগ চিহ্নিত করা যায়। যেটি সবার নীচের স্তরের সেটি সব থেকে প্রাচীন। এখানেও সেই রীতি অবলম্বিত হতে পারে। প্রাচীনতম যুগের অর্থাৎ বেদের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদের যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে যে উপনিষদের চিন্তাধারা মিলে যাবে তা এই প্রাচীন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। আমরা দুই রীতিই অবলম্বন করব।

প্রথমত, বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্কের ভিত্তিতে উপনিষদগুলির প্রাচীনতা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আমরা জানি বেদের চারিটি অংশ ছিল: সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা অংশে বৈদিক দেবতাদের প্রশস্তি বা দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ক রচনা আছে। প্রতি রচনাকে সূক্ত বলা হয়, তা পদ্যে লিখিত। এই প্রশস্তিগুলি কি ভাবে নানা যজ্ঞে ব্যবহৃত হবে সে সম্বন্ধে যে নির্দেশ প্রয়োজন তাই পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ অংশে। তারপর আসে আরণ্যক। সেখানে কর্মকাণ্ড থেকে মন সরে গিয়ে যজ্ঞাদি বিষয়ক এবং তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবিষ্ট হত। অরণ্যে সে আলোচনা চলত বলেই তা আরণ্যক। তার পরে আসে উপনিষদ। সেখানে আলোচনা কেবল মাত্র ব্রহ্মতত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকত। এখন আমরা দেখব প্রাচীন উপনিষদগুলির

---

১ Deussen, The System of the Vedanta.

বেশীর ভাগ বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংযুক্ত আছে – কোথাও সংহিতা অংশের সঙ্গে, কোথাও ব্রাহ্মণের সঙ্গে, কোথাও বা আরণ্যকের সঙ্গে। যেখানে এমন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে একটি ঐতিহ্য আছে যে তা বিশেষ বিশেষ বেদের সঙ্গে সংযুক্ত। নীচের তালিকায় কিভাবে প্রাচীন উপনিষদগুলিকে বেদের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় তা দেখানো হল ঃ

উপনিষদের নাম	কোন্ বেদের কোন্ অংশের সঙ্গে যুক্ত
(১) ঈশ	শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার অংশ।
(২) ঐতরেয়	ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের অংশ।
(৩) কৌষীতকি	ঋগ্বেদের শাংখায়ন আরণ্যকের অংশ।
(৪) তৈত্তিরীয়	কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অংশ।
(৫) বৃহদারণ্যক	শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অংশ।
(৬) ছান্দোগ্য	সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ।
(৭) কেন	সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের অংশ।
(৮) কঠ (৯) শ্বেতাশ্বতর	ঐতিহ্য অনুসারে কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত।
(১০) মুণ্ডক	ঐতিহ্য অনুসারে অথর্ববেদের অংশ।
(১১) প্রশ্ন	অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত।
(১২) মাণ্ডূক্য	ঐতিহ্য অনুসারে অথর্ববেদের অংশ।

সুতরাং এদের প্রাচীন বলে গ্রহণ করা যায়। শংকরাচার্য উপরের তালিকার কৌষীতকি উপনিষদ ছাড়া বাকি এগারখানির উপর ভাষ্য লিখেছিলেন।

এই উপনিষদগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক রীতি প্রয়োগের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়। বেদের যুগে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ভাবধারা প্রচলিত ছিল এই উপনিষদগুলিতে সেই ভাবধারা বর্তমান। আমাদের এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করবার জন্য ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় বিভিন্নকালে যে বিশেষ ভাবধারা প্রচারিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

মোটামুটি দেখা যায় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা চারটি অবস্থার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে ঃ (১) প্রাকৃতিক শক্তির ওপর দেবত্ব আরোপ, (২) একটি মাত্র নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তিরূপে গ্রহণ, (৩) জ্ঞানমার্গে মুক্তির অন্বেষণ ও (৪) ভক্তিমার্গে মুক্তির অন্বেষণ। প্রথমটি পাই বেদের সংহিতা অংশে, দ্বিতীয়টি পাই উপনিষদের অংশে, তৃতীয়টি পাই ছয়টি হিন্দু দর্শনে, চতুর্থটি পাই বিভিন্ন পুরাণে। এবার এই চারটি যুগের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে।

বেদের সংহিতা অংশে আমরা দেখি প্রকৃতির মধ্যে যেখানে কোন শক্তির ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে বা বিশেষ সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে সেখানে তার ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে অগ্নি, বরুণ, মরুৎ, উষা প্রভৃতি দেবতা কল্পিত হয়েছেন। অগ্নিতে আহুতি দিয়ে এই সব দেবতাকে স্মরণ করে নানা প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে। তাদের উপাদান করেই বেদের সংহিতা অংশ গড়ে উঠেছে।

কিন্তু বেদ তো শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, দার্শনিক গ্রন্থও বটে। একদিকে যেমন যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ধর্ম গড়ে উঠেছে, অপর দিকে তেমনি পাশাপাশি ঋষির জিজ্ঞাসু মনোভাবও প্রবল হয়ে উঠেছে। কাজেই নানা সূক্তের মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন, এই সৃষ্টি কোথা হতে এল? দেবতা এক বা

বহু? এই সব প্রশ্নের মীমাংসা বিভিন্ন সূক্তে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নাসদীয় সূক্ত (ঋগ্বেদ ১০।১২৯, পুরুষ সূক্ত (ঋগ্বেদ ১০।৯০) এবং আত্মাসূক্ত (ঋগ্বেদ ১০।১২৫) উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দার্শনিক চিন্তার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বহুদেবতা-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের পরিকল্পনা থেকে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে, বিশ্ব একটি মাত্র নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাকে পুরুষ বলা হয়েছে, আত্মা বলা হয়েছে, সৎ বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের এই সূক্তটির উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ১।১৬৪।৪৬

এই চিন্তাধারাই প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে। সেখানে ঋষির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠে তিনি বিশ্বসত্তার পরিচয় পেতেই বেশী উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। সেখানে যে প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে তা বলে, বিশ্বস্রষ্টা ঋষিকে এমন ধীশক্তি দান করুন যাতে তাঁর বরেণ্য প্রকাশকে ধারণা করা যায় (ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ)। এই জিজ্ঞাসার ফলে যে দর্শন গড়ে উঠেছে তাতে বিশ্বসত্তা পরিকল্পিত হয়েছেন এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে। সকল মানুষ, সকল জীব, সকল বস্তুকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন বলেই তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্মের ধ্বনিগত অর্থও তাই। ভারতীয় দর্শনে পরবর্তী যে যুগটি এসেছিল তা জিজ্ঞাসু অবস্থারই পরিবর্তিত রূপ। সেটি হল ষড়্দর্শনের যুগ। আগের মত এখানেও জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ; তবে তার প্রেরণা এসেছে ভিন্ন পথে। উপনিষদের যুগে সে প্রেরণা এসেছিল বিশুদ্ধ কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য। এখন এসেছে একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনে। এই যুগে কর্মফল ভোগ এবং তার জন্য জন্মান্তরের বন্ধন বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। সঙ্গে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে, এই জন্মবন্ধন সুখকর নয়। কাজেই পরজন্ম হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার উপায় হিসাবে জ্ঞানমার্গকেই অবলম্বন করা হয়েছে। তার ফলে বিভিন্ন দর্শন গড়ে উঠেছে। এই কথা যেমন হিন্দুর ষড়্দর্শন সম্বন্ধে খাটে তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সম্বন্ধেও খাটে।

প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি যা একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার ভারতে জন্ম হয় আরো অনেক পরে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। ষড়্-দর্শনের অধিকাংশ দর্শনও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব ছিল। যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু তিনি সেখানে বিশ্বের অনেকগুলি মৌলিক তত্ত্বের একটি মাত্র। ন্যায়সূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন নি। তারপর একদিন দেখি ঈশ্বরকে বিশ্বতত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে তাঁর ওপর সকল মৌলিক শক্তি আরোপ করে তাঁকে ব্যক্তিসত্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং ঈশ্বরে ভক্তিই একমাত্র প্রকৃত সাধনমার্গ বলে প্রচারিত হয়েছে। এইভাবে ভারতের দার্শনিক তথা ধর্মসম্পর্কিত চিন্তাধারা চতুর্থবার পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং ভারতীয় দর্শনে আমরা চারটি চিন্তার স্তর পাই ঃ বেদের সংহিতা অংশে বহু দেবতাবাদ, বেদের উপনিষদের অংশে সর্বেশ্বরবাদ, ষড়্দর্শনের যুগে জ্ঞানমার্গে মুক্তিবাদ এবং সর্বশেষে পুরাণের যুগে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে ভিত্তি করে ভক্তিবাদ।

এখন যে উপনিষদগুলির ভাবধারা দ্বিতীয় স্তরের চিন্তার সঙ্গে মিলে যাবে তাদের আমরা প্রাচীন উপনিষদের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। সে পরীক্ষাও সমর্থন করে যে, যে বারোখানি উপনিষদের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি তারাই প্রকৃত প্রাচীন উপনিষদ। সুতরাং আমাদের আলোচনা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে অর্থাৎ উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃতি কি তা নিরূপণ করতে এদের ওপরই নির্ভর করব।

৩

উপনিষদে বর্ণিত বিশ্বতত্ত্ব

উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মবাদের প্রকৃতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এরিস্টটল বর্ণিত যে চারটি কারণের উল্লেখ আছে তার দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে। এ কারণগুলি বিজ্ঞান-নির্দেশিত কারণ হতে স্বতন্ত্র। সেখানে ঘটনা-পরম্পরাকে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত করে জানার চেষ্টা হয়েছে। দুটি অব্যবহিত ঘটনার মধ্যে যদি শর্তবিহীন অব্যবহিত এবং সর্বকালীন সংযোগ থাকে তাহলে প্রথমটিকে কারণ বলা হয়। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি অবস্থার উৎপাদনে যে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাকে বোঝবার চেষ্টা। একটি উদাহরণ প্রয়োগ করলেই বুঝতে সুবিধা হবে। এরিস্টটল-এর বিশ্লেষণ অনুসারে কারণ চার প্রকার ঃ উপাদান-কারণ, নিমিত্ত-কারণ, রূপ-কারণ এবং উদ্দেশ্য-কারণ (material cause, efficient cause, formal cause and final cause)। আমাদের দেশের দর্শনে প্রথম দুটি কারণের প্রয়োগ আছে, শেষের দুটির উল্লেখ নেই। এখন মানুষের সৃষ্ট একটি ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনের কথা ধরা যাক। একটি মৃৎপাত্র সম্পর্কে এই সব ক'টি কারণের প্রয়োগ মিলবে। মৃৎপাত্রের উপাদান-কারণ হল মাটি, তার নিমিত্ত-কারণ হল কুম্ভকার, তার রূপ-কারণও হল কুম্ভকার—যে তার হাতের নিপুণ স্পর্শে চাকায়-ঘোরা অবস্থায় মৃৎপিণ্ড-কে রূপ দেয়, এবং সর্বশেষে উদ্দেশ্য-কারণ হল যে উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করা হয়।

বিশ্ব হল সৃষ্টি এবং ব্রহ্ম হলেন স্রষ্টা। এঁদের সম্বন্ধ উপনিষদের পরিকল্পনায় এমন নিবিড় যে ব্রহ্মের ওপর একসঙ্গে এই সবগুলি কারণত্ব আরোপ করা যায় অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার তাৎপর্য হল বিশ্বের মধ্যে বিশ্বশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। সেই শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং সেই শক্তিই সমগ্রভাবে বিশ্বকে একত্বমণ্ডিত করেছে। বিশ্বশক্তি বিশ্বের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে —এই হল উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মূল সুর। ব্রহ্ম সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন, ব্রহ্ম সব কিছু ধারণ করে আছেন এবং সব কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠান করছেন—উপনিষদের নানা বাণীতে এই কথাই বার বার উল্লিখিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এর সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝানো হয়েছে এই বলে যে, এই সব কিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, পুষ্টি এবং বিলয়।[১]

এখন আমরা একে একে ব্রহ্মের ওপর এরিস্টটল পরিকল্পিত চারটি কারণ কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তা বোঝাতে চেষ্টা করব। প্রথম ধরা যাক ব্রহ্মের উপাদান

---

১ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি ॥ ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

কারণত্ব। ব্রহ্মই যে বিশ্বের উপাদান কারণ উপনিষদে এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তাই যেন ব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধের নিগূঢ়ত্ব প্রমাণ করে। এই কথাটি বোঝাতে একটি উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে। মানুষের নির্মিত বস্তুর মধ্যে দুটি জিনিস লক্ষণীয়—একটি তার বিশেষ রূপ এবং অপরটি তার উপাদান। যেমন মৃণ্ময় পাত্রের উপাদান মৃত্তিকা এবং পাত্ররূপে তার প্রকাশ। এখানে মূল তত্ত্ব হল উপাদান এবং গৌণ তত্ত্ব হল তার বিভিন্ন রূপে প্রকাশ। উপাদানের বিকার হতেই বিশেষ রূপের বা গৌণ তত্ত্বের প্রকাশ এবং তাকে পৃথক করতে তাকে নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১] সেইরূপ বিশ্বের মূলতত্ত্ব হল ব্রহ্ম, তাঁর উপাদান বিভিন্ন রূপে প্রকট হয়ে নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশ হয়েছে।

এই বচন থেকে মনে হতে পারে ব্রহ্মের রূপ-কারণত্বের ওপর এখানে তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। যেন ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে উপাদান যখন এক তখন তার পৃথক পৃথক রূপের তেমন মূল্য নেই। কিন্তু উপনিষদে এমন বচনও আছে যেখানে বিশ্বসত্তার বহুরূপে প্রকাশকে গৌণ প্রকাশ বলে নির্দেশ করা হয় নি। কঠ উপনিষদে আছে যে, একই ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান আছেন।[২] বহুকে ব্যাপ্ত করেই তাঁর একত্ব। কথাটি পরিস্ফুট করবার জন্য একটি উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে একই অগ্নির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হলেও অগ্নি বলেই তাকে আমরা চিনি। সেই রকম একই আত্মা বিভিন্ন জীবের রূপে প্রকট হয়েও তিনি তাদের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছেন। একই শক্তির বিশ্বে বহুরূপে প্রকাশ ঘটেছে।[৩]

নিমিত্ত কারণের লক্ষণ হল তা সৃষ্টির নিয়ামক শক্তি। ব্রহ্ম যে বিশ্বের অভ্যন্তরে থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন এ বিষয়ে উপনিষদে সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়। এখানেই মানুষের কারণত্বের সঙ্গে বিশ্বশক্তির কারণত্বের পার্থক্য। যখন মানুষ নিমিত্ত-কারণ হিসাবে কাজ করে তখন সে যাকে নির্মাণ করল তার বাইরে রয়ে যায়; তাকে নিয়ন্ত্রিতও করে বাইরে থেকে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে নিয়ন্ত্রক শক্তি এমনভাবে কাজ করে না; কারণ সে শক্তি প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত নয়। অণুর মধ্যে যে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন সংহত হয়ে থাকে তার নিয়ামক শক্তি তাদের অভ্যন্তরেই স্থিত। যে প্রাণশক্তি দেহের নিয়ন্ত্রণ করে তাও তার অভ্যন্তরেই স্থিত। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিশ্বে দুই ভাবে কাজ করেন। প্রথমত তাঁর প্রশাসনে সমগ্র বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত। সূর্য-চন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী, নিমেষ-মুহূর্ত, অহোরাত্র, ইত্যাদি তাঁরই প্রশাসনে ধৃত হয়ে আছে।[৪] দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে তিনি বিভিন্ন জীবের অন্তরে বর্তমান থেকে তাদের অজানিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। সকল ভূত তাঁর শরীর

---

১ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ছান্দোগ্য ৬।১।৪

২ একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ॥ কঠ ২।২।১২

৩ অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ কঠ ২।২।৯

৪ এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯

স্বরূপ এবং তাদের অন্তরে থেকে তাদের নিয়মিত করেন বলেই তিনি অন্তর্যামী। দেহ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তার নিয়ামক শক্তি নিত্য এবং তাই অমৃত।[১]

বাকি রয়ে গেল ব্রহ্মের উদ্দেশ্য-কারণত্ব। উপনিষদের ঋষিগণ বিশ্বের সামগ্রিক ভাবে একটি উদ্দেশ্য-কারণও আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে এই উদ্দেশ্য-কারণ হল 'রসের' আস্বাদন। এই 'রস' অর্থে কি বোঝায় তারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম রসস্বরূপ, কারণ তিনি রস অনুভব করে আনন্দ পান।[২] এই আনন্দ হল শিল্পরসিকের আনন্দ। এখানে যখন ব্রহ্ম সব জড়িয়ে সব নিয়ে আছেন তখন শিল্পী, শিল্পরসিক এবং শিল্পকর্ম একই সত্তারূপে পরিকল্পিত। তাই বিশ্বসত্তাও রসস্বরূপ হয়ে পড়েন। এখন আনন্দ জিনিসটি কি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তা সুখ নয়, তা হতে আরো ব্যাপক। তা সুখ-দুঃখকে জড়িয়ে নিয়ে পরিস্ফুট হয়, যেমন নাটকের অভিনয়ে। এর ঠিক সমার্থবোধক ইংরাজী প্রতিশব্দ নেই। যে পারিভাষিক কথাটি সব থেকে তার কাছে যায় তা হল 'শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি' (aesthetic emotion)। শিল্পরসিক ক্লাইভ বেল এই কথাটির প্রবর্তন করেন। এই আনন্দ কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত নয়, তা অহৈতুক। উপনিষদ বলতে চেয়েছে বিশ্বসত্তা শিল্পরসিক; তাই তিনি শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করে আনন্দ পান। এই চিন্তা যুক্তিসম্মত। কারণ বিশ্বশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকতে পারে না, তা থাকে বন্ধজীব মানুষের। এখন উপনিষদে কিভাবে বিশ্বশক্তির উদ্দেশ্য-কারণত্বকে প্রতিপাদন করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

রস উপলব্ধি করতে চাই দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির সত্তা; কারণ বিশুদ্ধ একত্বের মধ্যে রসের উপলব্ধির অবকাশ নেই। তার জন্য প্রয়োজন দ্বৈত বোধের, চাই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের জগৎ, চাই তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য মন। দুয়ের জানাজানি, দুয়ের পরিচয়, প্রীতি—এদের অবলম্বন করেই তো রসের ধারা প্রবাহিত হয়। সেইজন্য আদিতে একক-সত্তা অবস্থায় ব্রহ্ম তাঁর একাকিত্ব উপভোগ করলেন না। তাই রসের উপলব্ধির জন্য তিনি বহু ও বিচিত্র রূপে প্রকট হলেন; একাকী থেকে আনন্দ পেলেন না বলে তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন।[৩]

ব্রহ্মের অহৈতুকী তৃপ্তির জন্যই এমন ঘটল। তা না হলে তাঁর আনন্দ-রূপটি প্রকাশ হয় না যে! তাই তো বিশ্বে দ্বৈত সঙ্গীতের ধারা ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে, ভোক্তা ও ভোগ্যের ভিত্তিতে বিশ্বসত্তার আপন মাধুরী আপন চক্ষে ধরা পড়ল। তখন মানুষের মনের সামনে বিশ্বের সুন্দর রূপটি ফুটে উঠল। তাই উপনিষদের ঋষি বললেন: বাতাসে মধু প্রবাহিনীতে মধু।[৪] তিনি বললেন: এই পৃথিবী সকল প্রাণীর নিকট মধুস্বরূপ এবং এই পৃথিবীর কাছে সকল প্রাণী

১ যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতি॥ বৃহদারণ্যক ৩।৭।১৫

২ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয় ২।৭

৩ আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।…স বৈ নৈব রেমে।…স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ॥ বৃহদারণ্যক ১।৪।১ ও ১।৪।৩

৪ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥ বৃহদারণ্যক ৬।৩।৬

মধুস্বরূপ।[১] ব্রহ্মের বিশ্বরূপে যে মূর্ত অভিব্যক্তি তাকে তিনি অভিবাদন জানালেন আনন্দরূপ এবং অমৃত বলে।[২]

সুতরাং উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্ব একটি অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গীরূপে পরিকল্পিত; তা বিশুদ্ধভাবে এক নয়, সকলকে জড়িয়ে এক। তাতে বহু ও পৃথক পদার্থের সমাবেশ আছে, কিন্তু তারা একই ব্যাপক সত্তার মধ্যে বিধৃত। সেই সত্তা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে (তাই তা অন্তর্যামী) এবং দ্বৈতভাবে চিহ্নিত হয়ে বিচিত্ররূপে প্রকট হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতে তার রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়ে। উপনিষদে পরিকল্পিত ব্রহ্মবাদের একটি সুন্দর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যাংশে (স্মরণ) ধরা পড়েছে। সেটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন-ঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ, গন্ধ, গীত করিছে রচনা।

৪

মায়াবাদ কি উপনিষদে সমর্থিত ?

আমরা জানি প্রাচীন উপনিষদগুলিকে ভিত্তি করে বেদান্তদর্শন গড়ে উঠেছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র তার মূলগ্রন্থ। উপনিষদের আপ্ত বচনগুলিকে অবলম্বন করেই তা সূত্রাকারে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে তার মর্যাদা খুব বেশী। কাজেই তার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণী পৃথক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, ঈশ্বরকে বিশ্বের সঙ্গে একীভূতরূপে দেখে। অপর শ্রেণী স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করে ভক্তিবাদের পথ প্রশস্ত করে দেয়। প্রথমটির প্রবর্তক শংকরাচার্য। তিনি বিশ্বসত্তাকে অবিভাজ্য এবং একরূপে কল্পনা করেন বলে তাঁর স্থাপিত মতকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়। অপর শ্রেণীর মতবাদগুলি একমত যে বিশ্বে স্রষ্টা ও সৃষ্টি পৃথক এবং স্রষ্টার সঙ্গে ভক্তির সূত্রে সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়। সুতরাং এগুলি মূলত একেশ্বরবাদী এবং ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট রূপে বর্ণনা করে। এদের বৈষ্ণবপন্থী বেদান্ত বলে। রামানুজ, মধ্ব, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক এবং বলদেব এই মতের সমর্থনে ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য লিখেছেন। এঁরা উপনিষদগুলির পৃথক ব্যাখ্যায় বিশেষ আত্মনিয়োগ করেন নি, তবে প্রাচীন উপনিষদগুলির বচন উদ্ধৃত করে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারও একেশ্বরবাদের (দ্বৈতবাদ) সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছেন। স্পষ্টতই দেখা যাবে যে উপরে উপনিষদগুলির আলোচনা হতে ব্রহ্মবাদের যে রূপটি চিত্রিত হয়েছে তার সঙ্গে অদ্বৈতবাদের মিল নেই। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা কি উপনিষদে সমর্থিত হয়নি? সেই প্রশ্নের উত্তর এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হবে।

১ ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু॥ বৃহদারণ্যক ২।৫।১

২ তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ মুণ্ডক ২।২।৮

শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদও বলা হয়। তার কারণ মায়াতত্ত্বও তাঁর স্থাপিত দর্শনের একটি অবিভাজ্য অংশ। দুটিকে একই দর্শনের এ-পিঠ এবং ও-পিঠ হিসাবে ধরে নিতে পারি। প্রথমেই তাঁর দর্শনটি সংক্ষেপে স্থাপন করা প্রয়োজন। স্থানাভাবে তাকে সংকুচিত আকারে স্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছি।

সাধারণত একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে মায়াবাদ বলে ঃ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; কিন্তু তা ঠিক নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগৎ দেখি তাকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন ঃ ব্রহ্ম হতে তা পৃথক নয়, তাকে ভুল করে আমরা বহু আকারে দেখি। তাঁর মতে ব্রহ্ম সকল অবস্থাতেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আক্ষরিক অর্থে একমাত্র এবং অদ্বিতীয়, কোন অবস্থাতেই তিনি বহু হন না। আপাতদৃষ্টিতে এখানে একটি অসম্ভব অবস্থা এসে পড়ে। ব্রহ্ম যদি সকল অবস্থাতেই এক থাকেন তা হলে বিশ্বে আমরা এই যে বহু ও নানা বস্তুর সমাবেশ দেখি তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিশুদ্ধ একক রূপের সঙ্গতি ঘটাব কি করে ?

তার উত্তরে তিনি বলেন ঃ দৃশ্যমান জগৎ নিশ্চয় ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হতে তা ভিন্ন নয়। তবে বিশ্বের মধ্যে আমরা যে বহু সত্তাকে দেখি সেইটি ভুল। ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বকে তিনি ঠিক মিথ্যা বলেন না তবে বলেন সে দেখাটা ভুল দেখা, যা এক তাকে ভ্রান্তি-বশত বহুরূপ দেখি। ইংরাজীতে যাকে illusion বলা হয় আমাদের দেশে তাকে সালম্বন ভ্রম বলা হয়। ভারী সুন্দর পরিভাষা। ভ্রান্ত দর্শন বা উপলব্ধি দুভাবে ঘটে। এক, যা একেবারেই নেই তাকে দেখা যেমন স্বপ্ন, আর যা আছে তাকে ভুল করে দেখা, যেমন রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করা বা শুক্তিকে রজতখণ্ড বলে ভুল করা। প্রথমটি নিরালম্বন ভ্রমের উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি সালম্বন ভ্রমের উদাহরণ। শংকরের মতে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যা দেখে তা ব্রহ্মই, তবে তাকে বহুরূপে দেখা ভুল। যা প্রকৃতই এক তাকে বহুরূপে দেখি। তিনি বলেন, এই যে দেখার ভ্রান্তি ঘটে তার কারণ হল মায়া—যেমন রজ্জুকে সর্প বলে ভুল করবার কারণ হল আলোকের অভাব। 'মায়া' শক্তিটির এমন ক্ষমতা আছে যা আসল জিনিসটির প্রকৃত রূপকে আবৃত করে রাখে এবং তার বিকৃত রূপকে প্রকট করে। ফলে আমরা প্রকৃত রূপের পরিচয় পাই না, তাকে বিকৃত রূপে দেখি। যা এক তাকে বহুরূপে দেখি। কাজেই এই নানার জগৎ, বহুর জগৎ একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা চলে না। তা এক রকম আছে আবার নেই ; তাই তাকে তিনি 'সদসৎ' বলেছেন। সুতরাং দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তা ব্রহ্মই, কিন্তু তাকে দেখার ভুলে আমরা বহুরূপে দেখি।

এই হল সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ। এখন প্রশ্ন হল প্রাচীন উপনিষদের বাণীর মধ্যে তার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। আমরা সংক্ষেপে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। আমরা দেখব উপনিষদে প্রত্যক্ষভাবে মায়াবাদের সমর্থক বাণী পাওয়া যায় না, তবে পরোক্ষভাবে তা আছে। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ঃ

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই উক্তিটি আছে—ইন্দ্র মায়ার সাহায্যে বিরাট আকার ধারণ করেছেন ; তাঁর রথের অশ্বের সংখ্যা দশ শত।[১] শংকরাচার্য এই বচনটির

---

[১] ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি ॥ বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯

রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ এখানে ইন্দ্রের স্থলে ব্রহ্মকে ধরে নিয়েছেন। এর পেছনে বিশেষ সবল যুক্তি আছে কিনা বলা যায় না। কারণ এই বচনটি ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের সাতচল্লিশ সংখ্যক সূক্ত হতে উদ্ধৃত এবং সেখানে নিশ্চিত তা সহজ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দ্র সেখানে নানা দেবতার অন্তর্ভুক্ত একটি দেবতা। তবে সত্যই উপনিষদে এমন বাণী আছে যা মায়াবাদের পরোক্ষভাবে সমর্থন করে।

অনুভূতিকে সম্ভব করতে দুটি ভিন্নধর্মী সত্তার প্রয়োজন। একটি জানবার বা উপভোগ করবার ক্ষমতা রাখবে এবং অপরটি জ্ঞাত হবার বা ভোগ্য হবার ক্ষমতা রাখবে। এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় এবং ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধের ভিত্তিতেই বহু ও বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশ হিসাবে বিশ্ব মানুষের মনের নিকট প্রকট হয়। একে বলা হয় দ্বৈতভাব। এই দ্বৈতভাব না থাকলে বিশ্বের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ নেই। এখন বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুই স্থানে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে এই দ্বৈতভাব বিশ্বের স্বাভাবিক প্রকৃতি নয় তা একটি কৃত্রিম অবস্থার মত ঃ 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি' ইত্যাদি।[১] এখানে এই 'দ্বৈতমিব' কথাটির ব্যবহার খুব তাৎপর্যপূর্ণ। উক্তিটি যাজ্ঞবল্ক্যের। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় এবং ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধে যে বিশ্ব বহুরূপে প্রকট হয় তা ব্রহ্মের কৃত্রিম রূপ, বিকৃত রূপ এবং যেখানে তার লোপ হয় সেখানে তাঁর অদ্বৈতরূপ বর্তমান থাকে এবং সেইটিই তাঁর প্রকৃত রূপ।

এই উপনিষদের (বৃহদারণ্যকের) অন্যত্র ব্রহ্মের দুটি রূপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—মূর্ত এবং অমূর্ত রূপ।[২] সেখানে মূর্তরূপের কৃত্রিমতার কথা অবশ্য ইঙ্গিত করা হয় নি। তবে অমূর্তরূপ যে অদ্বৈত রূপ হয়ে দাঁড়ায় তা বোঝা যায়। এই অদ্বৈতরূপের একটি বর্ণনা কঠ উপনিষদে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে সেই অবস্থায় তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অনাস্বাদেয়, নিত্য এবং অগন্ধ।[৩]

এই বাণীগুলির মধ্যেই মায়াবাদের পরোক্ষ সমর্থন আছে বলে মনে হয়। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে প্রাচীন উপনিষদগুলির বচনের মধ্যে মায়াবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই। উপনিষদের মূল ভাবধারা বলে যে বিশ্ব-শক্তির স্বাভাবিক গতিই হল বিশুদ্ধ একক অবস্থা হতে বহু ও বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করা, কারণ তিনি নিজেকে দুই করে বহু করে আনন্দ পান ; তিনি শিল্পী, বিশ্বের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশ না নিলে তাঁর শিল্পরচনা সার্থক হয় না, তাঁর আনন্দের মহাকাব্য রচিত হয় না। তার জন্যই তো তিনি বিশ্বরূপ হয়ে আনন্দরূপ হয়ে প্রকাশ নেন। পূর্বের অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে সবিস্তারে সমর্থক বচন উদ্ধৃত করে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তাঁর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। আমাদের এই সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে না যে উপনিষদের মূল ভাবধারা মায়াবাদকে সমর্থন করে না ; উপনিষদে মায়াবাদের বীজ আছে, কিন্তু তা পরিস্ফুট আকারে রূপ পেয়েছে শংকরাচার্যের নিজস্ব চিন্তায়।

আমাদের দেশের মধ্যযুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক চৈতন্যদেবও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে (সপ্তম

---

[১] বৃহদারণ্যক ॥ ২।৪।১৪ ও ৪।৫।১৫
[২] দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং ঢৈবামূর্তং চ ॥ বৃহদারণ্যক ২।৩।১
[৩] অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবৎ চ যৎ ॥ কঠ ১।৩।১৫

পরিচ্ছেদে) তার উল্লেখ আছে। সেকালে অদ্বৈতবাদের দারুণ প্রতিপত্তি ছিল, অথচ তিনি ছিলেন ভক্তিবাদী। বর্ণনায় পাই এই পরিস্থিতিতে বেদান্তবাদের সমর্থকদের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়। তিনি সেখানে এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শংকরাচার্য যা স্থাপন করেছেন তা ঠিক উপনিষদের মুখ্য ভাবধারার সংগে সংগতি রক্ষা করে না। তাঁর মন্তব্যের প্রাসংগিক অংশটি এই ঃ

উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণাবৃত্তে যে ব্যাখ্যা করিলা আচার্য।

তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়। ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের দর্শনের সংকলন-গ্রন্থ। তার ব্যাখ্যা করতে হবে উপনিষদের যে ভাবধারা মুখ্যস্থানীয়, যে ভাবধারা মূল স্থান অধিকার করে আছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। অপর পক্ষে গৌণ ভাবধারাকে অবলম্বন করলে ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য হবে না। তাঁর আক্ষেপ হল এই যে শংকরাচার্য ঠিক তাই করেছেন এবং ফলে মুখ্য অর্থকে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। তাই তিনি আরো বলেছেন শংকরাচার্য 'গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া'।

৫

উপনিষদের উপর লিখিত ভাষ্য

ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্যের অতিরিক্তভাবে যাঁরা প্রাচীন উপনিষদগুলির উপর ভাষ্য লিখেছেন তাঁদের বিষয় কিছু উল্লেখ করা দরকার। যাঁদের ভাষ্য এখন পাওয়া যায় তাঁদের ভাষ্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা যে উপনিষদগুলিকে প্রাচীন বলে নির্বাচন করেছি শংকরাচার্য (৯ম শতাব্দী) তাদের মধ্যে কৌষীতকি বাদে বাকি এগারখানির ওপর ভাষ্য লিখেছেন। মধ্বাচার্য (১৩শ শতাব্দী) দশটি উপনিষদের ওপর ভাষ্য রেখে গেছেন। প্রবাদ আছে বলদেবও (১৮শ শতাব্দী) দশটি উপনিষদের ওপর ভাষ্য লিখেছিলেন; কিন্তু তাঁর রচিত ঈশ উপনিষদের ওপর ভাষ্য ব্যতীত অন্যগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। রামানুজের (১২শ শতাব্দী) অনুগামী শ্রী-সম্প্রদায়ের রংগরামানুজও দশখানি প্রাচীন উপনিষদের ওপর ভাষ্য লিখেছেন।

যে সব দার্শনিক ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রেখে গেছেন বর্তমান প্রসংগে তাঁদের ভাষ্যগুলির সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। তবে যাঁরা উপনিষদের ভাষ্য লিখেছেন তাঁদের ভাষ্যের কথা প্রসংগত এসে পড়ে। এই ভাষ্যগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদিকে পড়ে শংকরাচার্য লিখিত ভাষ্যগুলি। সেগুলি তাঁর প্রচারিত অদ্বৈতবাদের সংগে সংগতি রক্ষা করে; সুতরাং তাদের অদ্বৈতবাদী ভাষ্য বলতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে বাকি ব্যাখ্যা; সেগুলিকে ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা বলতে পারি। মধ্বাচার্য, রঙ্গরামানুজ এবং বলদেব সকলেই ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করেছেন এবং ভক্তের সংগে তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভব বলে ধরে নিয়েছেন। বর্তমান প্রসংগে এর বেশী তাঁদের স্থাপিত বিভিন্ন তত্ত্বগুলির সহিত বিস্তারিত পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

এখন প্রশ্ন ওঠে আমরা এই দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যাকে প্রাচীন উপনিষদের সঠিক ব্যাখ্যা বলে ধরে নিতে পারি কিনা। তাদের গুণাগুণ বিচারের এক্ষণে প্রশ্ন আসে না। এই প্রশ্নের সত্যের অনুরোধে আমাদের উত্তর দিতে হবে।

শংকরাচার্য স্থাপিত অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ সম্বন্ধে এ বিষয় আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত যা হয়েছে তা উপনিষদের মূল ভাবধারা দ্বারা সমর্থিত নয়; তবে একটি গৌণ চিন্তাধারা তাকে সমর্থন করে। এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

এখন আমরা ভক্তিবাদী ব্যাখ্যাগুলি আলোচনা করতে পারি। প্রাচীন উপনিষদে ভক্তিবাদের অবকাশ ছিল না, কারণ তখন ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপী ভক্তির পাত্ররূপে কল্পনা করার রীতি গড়ে ওঠে নি। প্রাচীন উপনিষদে ভক্তির মনোভাব ছিল না এবং মানুষের মন জিজ্ঞাসু মনোভাব প্রণোদিত হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হত।

প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে একমাত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত আর কোথাও যে ভক্তির কথা উল্লিখিত হয় নি[১] তার কারণও খুঁজে পাওয়া যায়। এটি প্রাচীন উপনিষদগুলির মত কোন সংহিতা বা ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অংগীভূত নয়। কেবল ঐতিহ্য অনুসারে তাকে কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। অপর পক্ষে তার বচনে সাংখ্য দর্শনের তত্ত্ব প্রতিফলিত এবং দেবে ভক্তির কথারও উল্লেখ আছে। এই সব অভ্যন্তরীণ প্রমাণের ইংগিত হল তা তুলনায় অপ্রাচীন এবং সম্ভবত ষড়্দর্শনের যুগে বা আরও পরে রচিত হয়েছে।

৬

উপনিষদে স্বীকৃত জ্ঞানের রীতি

আমাদের দেশে মীমাংসা দর্শনে জ্ঞানের বিভিন্ন রীতির সব থেকে ব্যাপক তালিকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের আলোচনা সেই তালিকার ভিত্তিতেই শুরু করা যেতে পারে। সেই তালিকায় ছটি রীতি পাই ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দপ্রমাণ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাথে আমরা পরিচিত। উপমান হল তুলনার ভিত্তিতে অনুমান। একটি বিশেষ অবস্থা হতে যা অনুমান করা যায় তাই অর্থাপত্তি। তাকে অবস্থাঘটিত প্রমাণ বলা যায়; যেমন পথ-ঘাট ভিজে দেখে অনুমান করা যায় বৃষ্টি হয়েছিল। বোঝাই যায় অনুপলব্ধি নেতিবাচক জ্ঞান।

শব্দপ্রমাণের ভারতীয় দর্শনে একটি মর্যাদার স্থান আছে। তার অর্থ হল কোনো শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত বা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ যে জ্ঞানবাক্য আছে তাকে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে গ্রহণ করা। তাকে আপ্তবাক্য বলে। তা বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে আসছে দেখে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়। ভারতীয়

---

১ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩

দর্শনে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তার মূল কারণ বৈদিক যুগের পরবর্তী ভারতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তার স্রোত স্তিমিত হয়ে পড়েছিল এবং কতকগুলি গোষ্ঠী কর্তৃক নির্ধারিত ধারায় দার্শনিক আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকত। কাজেই তা রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল এবং পূর্বসূরিদের বচনকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে গ্রহণ করত।

উপনিষদে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে বিশ্বকে জানবার রীতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তার কারণ উপনিষদে যে দর্শন বিকশিত হয়েছে তা বলে, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে মণ্ডিত বিশ্বের যে পরিচয় আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি এনে দেয় তা হতে বিশ্বসত্তা অভিন্ন।[১]

পরোক্ষ বা অনুমানলব্ধ জ্ঞান সঞ্চিত হয় মনের সাহায্যে। উপনিষদে বলে আমরা মনের দ্বারা মনন করি অর্থাৎ অনুমান করি।[২] পরবর্তী কালে মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে গ্রহণ করা হত। উপনিষদে কিন্তু মনকে ইন্দ্রিয় বলে গ্রহণ করা হয় নি। এই প্রসঙ্গে কঠ উপনিষদে 'ভোক্তার' যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা স্মরণ করা যেতে পারে। ব্যক্তি মানুষের ইন্দ্রিয় আছে। তাদের সাহায্যে নানা বস্তুর সাথে সে পরিচিত হয়, অর্থাৎ তাদের জানে এবং ভোগ করে। প্রতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেমন জানি তেমন ভোগও করি। তারপর তাদের পরিচালিত করতে এবং তাদের দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতা হতে অনুমানের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করতে একটি মনও আছে। অতিরিক্ত ভাবে একটি আত্মা আছে যা মানুষকে বিশেষ ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করে। তাকে ভিত্তি করেই মানুষের অহংবোধ ফুটে ওঠে। তাই ভোক্তা বা ব্যক্তি-বিশেষের কঠ উপনিষদ তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেছে ঃ আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং মন।[৩]

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য পরম্পর আলোচনা রীতির ব্যবহার দেখা যায়। তা প্লেটোর ডায়ালগ-এর (Dialogue) অনুরূপ। একে অনুমান ভিত্তিক যুক্তিমার্গ বলা যায়। কয়েকটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পিতা আরুণি ও পুত্র শ্বেতকেতুর আলোচনা আছে। একই উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎকুমারের আলোচনা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীর আলোচনা আছে। প্রশ্ন উপনিষদে নানা দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা আছে।

বিশ্বের মূল সত্তা উপনিষদে ব্রহ্ম বা অক্ষর বা আত্মা বা ভূমা বলে বর্ণিত হয়েছেন। তাঁকে জানা যায় কি ভাবে এ বিষয়েও উপনিষদে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে যে মতগুলি উপনিষদের বাণীতে লিপিবদ্ধ আছে তাদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, তিনি অবাঙ্‌ মনসো-গোচর। কেন উপনিষদে এই কথা বলা হয়েছে। তার প্রতিপাদ্য হল, তিনি বিদিতও নন, অবিদিতও নন।[৪]

---

[১] যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্‌ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্‌।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ কঠ ২।১।৩

[২] যন্মনসা ন মনুতে ॥ কেন ১।৬

[৩] আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ কঠ ১।৩।৪

[৪] অন্যদেব তদ্‌ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ॥ কেন ১।৪

(২) 'বিধাতার প্রসাদ ভিন্ন তাঁকে জানা যায় না।'[১] কঠ উপনিষদে এই বচনটি পাই। এখানেই পরে একটি অনুরূপ প্রকৃতির মত পাই। সেখানে বলা হয়েছে আলোচনার মধ্য দিয়ে বা প্রখর বুদ্ধি দিয়ে বা অনেক তত্ত্বকথা শুনে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। যাকে তিনি বরণ করেন তার কাছেই তিনি প্রকট হন।[২] এ বচনটি যেন দিব্য অনুভূতির মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম লাভের ইঙ্গিত করে।

অপর পক্ষে জ্ঞানমার্গে বা বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে যে ব্রহ্মকে জানা যায় এমন একাধিক উক্তি উপনিষদে পাওয়া যায়। কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে আত্মা প্রকট নন, কারণ জীবের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান ; অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োগেই তাঁকে জানা যায়।[৩]

মুণ্ডক উপনিষদ বলে, তাঁকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, আলোচনার দ্বারা পাওয়া যায় না, দেবতাদের সন্তুষ্ট করে বা তপস্যা করে বা কর্ম করে তাঁকে পাওয়া যায় না, মনকে বিশুদ্ধ করে জ্ঞানের প্রসাদেই চিন্তা করে তাঁকে পাওয়া যায়।[৪]

কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আর একটি বচন পাই যার তাৎপর্য খুব গভীর। তার পাঠে কিছু ইতরবিশেষ আছে। যে পাঠটি বেশী যুক্তিসম্মত মনে হয় তা হল এই, পরম সত্তাকে পাওয়া যায় যদি কোনো মনীষী তাঁকে হৃদয় ও মন দিয়ে গ্রহণ করেন।[৫] এখানে অনুভূতি ও মননশক্তির যুগপৎ প্রয়োগের উপদেশ দেওয়া। শুধু মন দিয়ে জানা নয়, হৃদয় দিয়ে তাঁকে অনুভব করতে হবে।

এতগুলি বিভিন্ন মত কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তবে পরম সত্তার প্রসাদের প্রয়োজনীয়তা বেশীর ভাগ বচনই অনুভব করেনি। সহজেই বোঝা যায় যে, উপ-নিষদে মননরীতির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। বার বার বলা হয়েছে ঃ ব্রহ্মের অখণ্ডতা মন দিয়েই উপলব্ধি করতে হবে।[৬] উপনিষদের ঋষির ধীশক্তির উপর যে গভীর আস্থা ছিল তা গায়ত্রী মন্ত্রের প্রার্থনা প্রমাণিত করে।

৭

উপনিষদের নীতি

মানুষের মনে নানা ইচ্ছা জাগে। তাদের প্রকৃতি চিহ্নিত করতে উপনিষদে প্রেয় ও শ্রেয় শব্দ দুটির ব্যবহার করা হয়েছে। প্রেয় সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা ব্যক্তির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি হতে তার আকর্ষণ বেশী ;

---

[১] তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ ॥ কঠ ১।২।২০

[২] নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ……॥ কঠ ১।২।২৩

[৩] দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ কঠ ১।৩।১২

[৪] জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ মুণ্ডক ৩।১।৮

[৫] হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো……॥ কঠ ২।৩।৯

[৬] মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ কঠ ২।১।১১

তাই তা প্রেয়। দেহের তৃপ্তির আকর্ষণ মনের তৃপ্তির আকর্ষণ হতে বেশী; তাই তা প্রেয়। সমাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থ গোষ্ঠীর স্বার্থ হতে বেশী আকর্ষণ করে; তাই তা প্রেয়। অপর পক্ষে শ্রেয় ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্যাপকভাবে দেখলে দেহ ও মন নিয়ে সমগ্র ব্যক্তির কল্যাণ এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি নিয়ে সমগ্র সমাজের কল্যাণই মঙ্গল আনতে পারে। সামগ্রিক কল্যাণ আনে বলেই তা শ্রেয়। আপাত-দৃষ্টিতে তা আকর্ষণের বস্তু নয়। তাই উপনিষদে বলে: 'শ্রেয় ও প্রেয় ভিন্ন জিনিস। তারা মানুষকে বিপরীতভাবে আকর্ষণ করে। তাদের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করলে কল্যাণ হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে কল্যাণ হতে ভ্রষ্ট হয়।'[১]

এই শ্রেয়বাদ সন্ন্যাসবাদ হতে পৃথক। উপনিষদ কৃচ্ছ্রসাধন বা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে উপদেশ দেয় নি। তাতে বলা হয়েছে ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে সত্য; কিন্তু তাই বলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের প্রয়োজন নেই। আমাদের আদর্শ হবে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে তারা প্রেয়ের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে শ্রেয়ের পথে চলে। ইন্দ্রিয়দমনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের।

কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়গুলি অশ্বের মত এবং বিষয়গুলির প্রতি তাদের ভীষণ আকর্ষণ। শ্রেয়ের পথে তাদের পরিচালিত করতে হলে তাদের ভাল সারথির মত নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যার নীতিজ্ঞান পরিস্ফুট নয়, ইন্দ্রিয়গুলি তার বশে থাকে না; যেমন দুষ্ট অশ্বগুলি দুর্বল সারথির বসে থাকে না। আর যার শ্রেয়ের জ্ঞান পরিস্ফুট ইন্দ্রিয়গুলি তার বশে থাকে; যেমন ভাল অশ্ব দক্ষ সারথির বশে থাকে।[২]

সেক্সপীয়ার প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে সদুপদেশ খুঁজে পেয়েছিলেন (Sermons in stones)। উপনিষদের ঋষি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে নীতিগর্ভ বাণী খুঁজে পেতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গল্প আছে, প্রজাপতি সমাবর্তনের দিনে তিন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন: দ দ দ; অর্থাৎ আত্মদমন কর, দান কর, দয়া কর। তাই নাকি আকাশের বুকে যখন বিদ্যুৎ খেলা করে তখন বজ্ররবে মেঘ প্রজাপতির সেই উপদেশ বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুঃ'। কি বলে? না, 'দ দ দ অর্থাৎ আত্মদমন কর, দান কর এবং দয়া কর।' 'দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্ ইতি'। তাই ঋষি বলছেন, এই তিনটি সদ্গুণ অভ্যাস করা উচিত—'তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি'।[৩]

সেকালে আত্মদমনের জন্যই শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ ছিল। তা সন্ন্যাসের প্রস্তুতি নয়, গৃহস্থজীবনের প্রস্তুতি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, আচার্য সমাবর্তনের দিনে অন্তেবাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন: 'সত্যকথা বলবে।

---

১ তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ কঠ ১।২।১

২ যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ কঠ ১।৩।৬

৩ বৃহদারণ্যক ৫।২।৩

ধর্ম আচরণ করবে। বেদপাঠ হতে বিরত থাকবে না। আচার্যকে প্রিয় উপহার দেবে। বংশধারাকে অব্যাহত রাখবে।'[১]

এখানে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার আদর্শটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শিষ্য ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থানের পর আদর্শ সংসারীরূপে সংসারধর্ম পালনের উপযুক্ত হয়েছে। তাই আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন সংসার-আশ্রমে ফিরে গিয়ে বিবাহ করে বংশধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। ভোগের জন্যই কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন, যেমন শস্যের জন্য ভূমিকর্ষণের প্রয়োজন। জীবনে ত্যাগেরও স্থান আছে, ভোগেরও স্থান আছে। শুধু ভোগ বা শুধু সন্ন্যাস সামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী।

এখন প্রশ্ন ওঠে: সামগ্রিক কল্যাণ কোন কর্মদ্বারা সাধিত হয়? কোন কর্ম শ্রেয়ের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, তা নির্ধারণ করবার জন্য উপনিষদে একটি নীতিও স্থাপিত হয়েছে। তাও পাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত সমাবর্তনের দিনে আচার্যের উপদেশ হতে। তিনি বলছেন, যা অনবদ্য কর্ম তাই হল কর্তব্য কর্ম; অন্য প্রকৃতির কর্ম বর্জন করে সেই কর্মই করা উচিত।[২]

এখানে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন একটি নীতি স্থাপিত হয়েছে যা সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে। তাই হল অনবদ্য কর্ম, যার কোনো দৃষ্টিভঙ্গি হতেই দোষ ধরা যায় না। তা একাধারে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেহ ও মনের এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়েরই কল্যাণ সাধন করে। কর্মের উৎকর্ষ পরীক্ষা করবার জন্য এই নীতি কান্ট স্থাপিত অনুরূপ নীতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সম্ভবত উপনিষদের স্থাপিত নীতি আরও সরল এবং আরও উৎকৃষ্ট।

উপনিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তা হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করেনি, হৃদয়বৃত্তির প্রসারের সাহায্যে স্বার্থ ও পরার্থের মীমাংসা করেছে। এই সমাধানে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়কেই ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। ঠিক বলতে কি তাদের পরস্পরের পরিপূরকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির বিকাশ চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির বিকাশের সাহায্যে স্বার্থ ও পরার্থের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ পাই স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার বিস্তারে। এই প্রীতির বিস্তার সংঘটনে স্বার্থ পরিশোধিত হতে পারে; কারণ, সকল মানুষের মধ্যেই স্বার্থ ও পরার্থবোধ উভয়েই অল্পবিস্তর ক্রিয়াশীল। সন্তানের জন্য মা আত্মত্যাগ করে, প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্বত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

এমন যে হয় তার কারণ এই সব ক্ষেত্রে প্রীতির বিস্তার ঘটেছে। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি ছোট মেয়েকে হয়ত কেউ ভালবেসে লজেন্স দিয়েছে। কোনো প্রতিবেশী বালক-বালিকা যদি তার ভাগ চেয়ে বসে, হয়ত সে দেবে না; কিন্তু বাড়ীতে এসে নিজের ভাই-বোনকে সে না চাইতে দিয়ে দেবে। তার কারণ প্রতিবেশীদের মধ্যে তার ততখানি প্রীতির সম্বন্ধ নেই যতখানি ভাই-বোনের সঙ্গে আছে।

উপনিষদ এই পথেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। তা বলে যখন বিশ্বের সকল জীবকে ব্যাপ্ত করে একই মহাসত্তা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান, তখন

---

১ প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ॥ তৈত্তিরীয় ১।১১।১

২ যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি ॥ তৈ ১।১১।২

সকলেই সকলের আত্মীয়। এইভাবে অখণ্ডবোধ হতে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বোধ পরিস্ফুট হবে। তখন সকলের মনে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। ফলে স্বার্থের সংঘাত থাকবে না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, জায়ার নিকট যে পতি প্রিয় হয় তা পতির কারণে নয়; পতির নিকট যে জায়া প্রিয় হয়, তা জায়ার কারণে নয়; মায়ের কাছে যে পুত্র প্রিয় হয়, তা পুত্রের কারণে নয়। তিনি বলেছেন, তারা প্রিয় হয়, তার কারণ সকলকে ব্যাপ্ত করে একই আত্মা আছেন। বিশ্ব আত্মার কারণেই তারা প্রিয় হয়।[১] এখানে 'আত্মা' শব্দটি ব্রহ্মের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, জীবাত্মার নয়। এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই; কারণ পরের বাক্যেই বলা হয়েছে, এই সব কিছুই হল সেই আত্মা।[২]

ঈশ উপনিষদে এই তত্ত্বটি অবলম্বন করে মানুষকে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে স্বার্থপরের মত একলা ভোগ করতে নেই, ত্যাগের সহিত ভোগ করতে হয়, ভাগ করে ভোগ করতে হয়। 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। কেন করব? তার যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে বিশ্বে যা কিছু আছে সবই তো সেই এক মহাসত্তার দ্বারা পরিব্যাপ্ত; 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। কাজেই সকলেই সকলের আপনজন। কাজেই কারও জিনিসও অপহরণ করতে নেই। 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'। আপনজনের জিনিস অপহরণ করা যায় নাকি?

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার মধ্যে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়:

ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরি নে॥
(গীতাঞ্জলি, ৯২)

৮

ব্রহ্মবাদ ও পাশ্চাত্য চিন্তা

বিশ্বের মৌলিক শক্তির সহিত বিশ্বের সম্পর্ক কি ধরনের হতে পারে এটির দার্শনিক তথা ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তায় দুটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। একটি বলে, বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে তার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে তাকে সৃষ্টি করেছে এবং নিয়ন্ত্রিত করছে। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে বলা হবে ঈশ্বর বিশ্ব হতে পৃথক নয়, তিনি বিশ্বের মধ্যেই ক্রিয়াশীল এবং বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন। মূল সত্তা এবং বিশ্ব এখানে একীভূত হয়ে গেছেন, সুতরাং ঈশ্বর এই পরিকল্পনার নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। একে তাই সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। অপর সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে যে, মৌলিক শক্তি বিশ্ব হতে পৃথক থেকে তাকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত

১ আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি॥ বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

২ ইদং সর্বং যদয়মাত্মা॥ বৃহদারণ্যক ৪।৫।৭

করেন। এই ধারণায় ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপী কল্পনা করা যায় এবং তার ফলে তাঁর সঙ্গে একটি ভক্তির সম্বন্ধ গড়ে তোলা যায়। একে তাই একেশ্বরবাদ বলা হয়ে থাকে। প্রথমটির আবেদন বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি এবং দ্বিতীয়টির আবেদন হৃদয়বৃত্তির প্রতি।

উপরে উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে দার্শনিক তত্ত্বটি স্থাপিত হল তাকে 'ব্রহ্মবাদ' বলা হয়ে থাকে, কারণ তাতে বিশ্বের মৌলিক শক্তিকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে এবং কল্পনা করা হয়েছে যে প্রকট বিশ্বের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় তা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এবং তাকে সর্বেশ্বরবাদের সমর্থক বলে গ্রহণ করা যায়। পাশ্চাত্য চিন্তায় তার সমস্থানীয় ভাব কতখানি পাওয়া যায় আমরা এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

পশ্চিমের মানুষের মনে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব বিশেষ ক্রিয়াশীল এবং সেই কারণে সাধারণত তাদের আকর্ষণ একেশ্বরবাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবে বেশী। এককালে একেশ্বরবাদের প্রভাব এত প্রবল ছিল যে খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ-ভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব সমগ্র দার্শনিক চিন্তাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। তাকে তাই 'স্কলাস্টিক যুগ' বলা হত। তা সত্ত্বেও সর্বেশ্বরবাদের প্রতি আকর্ষণ বিশিষ্ট মানুষের রচনায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক কেউ বাদ পড়েন নি।

প্রথমে সাহিত্যিকের কথাই ধরা যাক। যে কবি আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে গভীরে প্রবেশ করেছেন তিনিই সর্বেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। যেমন আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটেছে। ইংরাজী সাহিত্যে সব থেকে আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ কবি ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আমরা দেখি তাঁর চিন্তায় বিশ্ব-শক্তির রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি একটি অলৌকিক শক্তির প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি বিশ্বের সর্বত্র অনুভব করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক কাব্যাংশটি এই:

.........And I have felt
A presence that disturbs me with joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean, and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man ;
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.
—Tintern Abbey

কবি কীট্‌স-এর অকাল মৃত্যুতে শেলি যে শোক-সংগীত রচনা করেন সেখানে তিনি শোকের আঘাতে গভীরভাবে অন্তর্মুখী হয়েছেন। এর প্রভাবে তাঁরও এই অনুভূতি জেগেছে যে বিশ্বে একটি প্রচ্ছন্ন নিয়ামক শক্তি বিদ্যমান। এই কাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশটি আমাদের এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে উদ্ধৃত হল:

Spreading itself where'er that Power may move
Which has withdrawn his being to its own ;
Which wields the world with never-wearied love
Sustains it from beneath, and kindles it from above.
—Adonais XLII

পদার্থবিজ্ঞান স্বভাবতই বিশ্বতত্ত্বের আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে থাকে। ফলে যাঁরা

পদার্থবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন, দেখা যায়, তাঁরা দার্শনিক তত্ত্বে জড়িত হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে এডিংটন ও জীন্‌স্‌-এর নাম উল্লেখযোগ্য। অনুরূপ কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও দার্শনিক চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিন্তায়ও বিশ্বের মৌলিক শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণাটি গড়ে উঠেছে তাও সর্বেশ্বরবাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্যটি এই :

……Certain it is that a conviction akin to religious feeling, of the rationality or intelligibility of the world lies behind all scientific work of a high order.

This firm belief bound up with a deep feeling in a superior mind that reveals itself in the world of experience, represents my coception of God. In common parlance this may be described as pantheistic.

—Ideas and Opinions, Scientific Truth.

বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তায় সর্বেশ্বরবাদের ছায়াপাত কোন কোন দার্শনিক পরিকল্পিত দর্শনে লক্ষ করা হয়। যাঁরা এইভাবে ব্রহ্মবাদের অনুরূপ চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ইতালীয় দার্শনিক জিয়োর্দানো ব্রুনো, ফরাসী দার্শনিক মালেব্রাঁশ, ওলন্দাজ ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজা এবং জার্মান দার্শনিক শেলিং। তাঁদের দার্শনিক তত্ত্বের বিবরণ নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

জিয়োর্দানো ব্রুনো ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর চিন্তা খ্রীষ্টধর্ম-পরিপন্থী হওয়ায় তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় তাঁর দার্শনিক মত ছিল এই যে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং তার প্রত্যেক অংশ ঈশ্বর কর্তৃক সঞ্জীবিত। তবে তাঁর মতে ঈশ্বরই একমাত্র তত্ত্ব নন; তাঁর অতিরিক্তভাবে বিশ্বে অনেক নিত্য খণ্ড সত্তা আছে, মানুষের আত্মা তাদের অন্যতম। তাদের প্রত্যেকেই মনাড (monad) রূপে পরিকল্পিত। ঈশ্বর বৃহত্তম মনাড। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এখানে সর্বেশ্বরবাদ পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠে নি। তাঁর দর্শন ততটা সর্বেশ্বরবাদের দিকে ঝোঁকেনি যতটা একেশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকেছে।

মালেব্রাঁশ ছিলেন ফরাসী ধর্মযাজক। তাঁর ধারণায় মানুষের মন ও বহির্জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ এবং তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে—বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান কি করে সম্ভব হয়? তার উত্তরে তিনি বলেছেন মন ও বহির্জগতের বাইরে একটি তৃতীয় পদার্থই তা সম্ভব করেন, আর তিনিই হলেন ঈশ্বর। তিনি সমস্ত বস্তু দর্শন করছেন। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ পরস্পর পৃথক হলেও তিনি উভয়কে ধারণ করে আছেন। বলা বাহুল্য এখানে সর্বেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদ যেন খানিকটা কি রকম মিশ্রিত হয়ে গেছে। মোটামুটি তাঁর বেশী আকর্ষণ দ্বৈতবাদের প্রতি।

স্পিনোজার দর্শন সর্বেশ্বরবাদের আরো কাছে ঘেঁষে। তিনি বিশ্বের মৌলিক সত্তা (substance) হিসাবে ঈশ্বরকে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের নানা সম্ভাব্য গুণের মধ্যে দুটি গুণ (attribute) আছে এবং এই দুই গুণের অসংখ্য বিকার (modes) আছে। ঈশ্বরের একটি গুণ ব্যাপ্তি ও অন্যটি চেতনা। তাদের পরস্পরের সংযোগ নেই, তবু তাদের মধ্যে ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ঘটে একই মূল বস্তুর তারা বিভিন্ন দিক বলে। এই দুই গুণের বিকার হতে বিশ্বে নানা বস্তুর সমাবেশ

ঘটে, তাদের সমাবেশেই প্রকৃতি। তাঁর ধারণায় প্রকৃতির মধ্যেও ঈশ্বর ক্রিয়াশীল, তবে অংশত। প্রকৃতির মধ্যে বিশ্লেষণ করে তিনি দুটি অংশ পেয়েছেন। একটির নাম দিয়েছেন 'সৃষ্টিধর্মী প্রকৃতি' (Natura naturans) এবং অপরটি 'জড়ধর্মী প্রকৃতি' (Natura naturata)। প্রথমটিকেই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলেছেন। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর জড়ধর্মী যে প্রকৃতি তাকে তিনি ঈশ্বর হতে পৃথক করে রেখেছেন। তিনি বলেছেন উৎপাদক-কারণ হিসাবে তিনি ঈশ্বরকে প্রকৃতি হতে পৃথক ভাবেন না; সেখানে তিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকেই ক্রিয়া করেন (I hold that God is immanent and not extraneous cause of all things, Epistle 31)। তবে প্রকৃতির জড়রূপ ও সৃষ্টিধর্মীরূপ যে একই বস্তু তা তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং স্পিনোজার দর্শনও যেন সর্বেশ্বরবাদের দ্বারপ্রান্তে এসে থেমে গেছে। ঈশ্বর যে বিশ্বকে প্রচ্ছন্নভাবে, সমগ্রভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছেন তা তিনি পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।

একমাত্র জার্মান দার্শনিক শেলিং-এর প্রকৃতি-বিষয়ক দর্শনে এমন একটি পরিকল্পনার পরিচয় পাই যার মধ্যে প্রকৃতই সর্বেশ্বরবাদের লক্ষণ বর্তমান আছে। এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

প্রকৃতির ব্যাখ্যায় শেলিং তিনটি তত্ত্বের ব্যবহার করেছেন। তার একটি হল জৈব প্রকৃতি। এখানে প্রকৃতি সৃষ্টিধর্মী, কিন্তু এই সৃষ্টি খুব ধীর গতিতে চলেছে। তা হতে অনুমান করা যায় এই সৃষ্টির আকৃতি একটি বিরোধী শক্তির সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই শক্তি কি তা তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। এই সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের সংযোগ দেখা যায় (Adaptation of means to an end)। সেই পথেই বিভিন্ন জাতির প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ, নিম্ন শ্রেণীর জীব এবং উদ্ভিদ এর অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্ব হল জড়-প্রকৃতি। তা জৈব প্রকৃতির বিপরীতধর্মী। তা সৃষ্টিধর্মী নয় এবং বহু উপাদানের সমষ্টিমাত্র। জড়বস্তুর পরস্পরের সঙ্গে কোন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ নেই; কেবল স্থানের কাঠামোতে পরস্পরের সান্নিধ্যে অবস্থিত। যে শক্তি এইভাবে তাদের একত্র স্থাপিত করে রেখেছে তা হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এইভাবে জড় প্রকৃতি জৈব প্রকৃতি হতে ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। জড়ের মধ্যেও কিছু ক্রিয়াশীলতার লক্ষণ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি জীবের প্রজনন-ক্রিয়ার সঙ্গে দুই বা তার অধিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার তুলনা করেছেন; জীবের উত্তেজনশীলতার সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনা করেছেন এবং জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়ার সঙ্গে জড়ের চৌম্বক শক্তির তুলনা করেছেন।

তাঁর তৃতীয় তত্ত্ব হল সজীব ও নির্জীব বা জড় প্রকৃতির মধ্যে পরস্পরের ক্রিয়া আছে। জড়ের উপরে নির্ভর করেই জৈব শক্তির বিকাশ সম্ভব। জৈব প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটি উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া দেখা যায় জড় প্রকৃতির মধ্যেও শক্তির সুবিন্যস্ত অভিব্যক্তি (Dynamical order) দেখা যায়। এই অবস্থা হতে তিনি অনুমান করেছেন যে উভয়ই একই উৎস হতে উৎসারিত হয়েছে। জড় ও জৈব জগৎকে ধারণের জন্য এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এইভাবে একটি তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এই তৃতীয় শক্তিকে তিনি 'বিশ্বাত্মা' রূপে (World Soul) কল্পনা করেছেন। এই বিশ্বাত্মাই বিশ্বকে ধারণ করে এবং জৈব ও জড় প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ সাধন করে। উভয়েই সেই বিশ্বশক্তির প্রকাশ। তিনি অঙ্গী,

এরা তাঁর অঙ্গ। জড় এবং জৈব প্রকৃতি এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত বলেই আমরা দেখি একই প্রজ্ঞা উভয়ের মধ্যে প্রতিফলিত। তাই দেখি মানসিক চিন্তাকে যে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত করে প্রকৃতির ক্রিয়াকেও তা নিয়ন্ত্রিত করে। তাই দেখি যা একটি বিশেষ পদার্থের গুণ তাই ইন্দ্রিয়োপলব্ধির রূপ নেয়, যা দেহী তা মনের উপলব্ধির বিষয় হয়। এভাবে সেখানে জড় ও জৈব প্রকৃতি জুড়ে এক অভিন্ন প্রজ্ঞা বিরাজ করছে মনে হবে। এই কথাগুলি উপনিষদের একটি বচন স্মরণ করিয়ে দেয় যা বলে প্রজ্ঞার মধ্যেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত এবং সেই প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম।[১]

সুতরাং আমরা দেখি যে শেলিং-এর চিন্তায় যে সর্বেশ্বরবাদ-তত্ত্ব রূপ নিয়েছে তার সঙ্গেই কেবল উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের তুলনা চলে। অন্য দার্শনিকদের চিন্তায় সর্বেশ্বরবাদের আংশিক ছায়াপাত হয়েছে, কিন্তু পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পায় নি। সম্ভবত উপনিষদের চিন্তার দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। অন্তত তিনি যে উপনিষদগুলির সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে।

---

১ সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ঐতরেয় উপনিষদ ৩।১।৩

উপনিষদ ও ভারতীয় মনীষা

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

ভারত-জননীকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান-ধর্ম কত কাব্যকাহিনী।

বাস্তবিক তপোবন থেকেই প্রথম ভারতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল। আর বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তথা অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে ভারতের এই তপোবন-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে বৈদিক উপনিষদসমূহ। উপনিষদে মর্মবাণীর ভেতর ভারতের সেকালের ও একালের অনেক আচার্যই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের সাধকরাও যে উপনিষদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তারই পরিচয় পাই আমরা সে যুগের কতিপয় শ্রেষ্ঠ মনীষীর চিন্তার জগতে।

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রীঃ)

নবযুগের প্রবর্তক, প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনের উদ্গাতা, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম এই পুরাণ ও তন্ত্রপ্লাবিত দেশে নতুন করে উপনিষদের মহিমা প্রচার করেন। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'-এ তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, উপনিষদের পঠন-পাঠন শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যেই বিহিত নয়, গৃহিগণও উপনিষদের আলোচনার দ্বারা পরম কল্যাণ লাভ করতে পারেন। মহানির্বাণ-তন্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কি কর্তব্য, তার উল্লেখ আছে। এই তন্ত্রে বলা হয়েছে :

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

এই আদর্শই রাজা রামমোহনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' তিনি এ যুগে নতুন করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র, আরবী ভাষায় কোরান ও হিব্রু ভাষায় বাইবেল অধ্যয়ন করে নানা ধর্মের মধ্যে মূলগত ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামে যে সর্বজনীন উপাসনা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ট্রাস্ট ডীড্ থেকে জানা যায়, রামমোহন এক উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মের ছায়াতলে সমগ্র ভারতবাসীকে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয় সাধনার শেষ স্তর হচ্ছে ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি, নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা ও সর্বভূতে আত্মানুভূতি। আবার রামমোহনের মতে যথার্থ ইসলামধর্মে আছে জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়, তাই সুফী সাধকদের প্রেমধর্ম ও মোতাজেলাদের যুক্তিবাদ রামমোহনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আবার সেন্ট ম্যাথিউ প্রভৃতি সন্তগণের কল্যাণবাণীর ভেতরে তিনি খ্রীস্টধর্মের মর্মবাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন।[১]

---

১ দ্রষ্টব্য, Precept of Jesus—A Guide to Peace and Happiness.

প্রখর যুক্তিবাদী, দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে রত সব্যসাচী রামমোহন উপনিষদের সঙ্গে অবিরোধে পুরাণ ও তন্ত্রের বচনসমূহ গ্রহণ করেছেন এবং নিম্নাধিকারীর জন্যে প্রতীকোপাসনা বা প্রতিমা-পূজার সার্থকতা স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেছেন, ভারতের হিন্দুগণ উপনিষদের ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের ভেতর জাতীয় ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপনিষদসমূহের ব্যাখ্যানে ও বিশ্লেষণে রাজা রামমোহন ছিলেন প্রধানত আচার্য শংকরের অনুগামী, যদিও 'ভগবান ভাষ্যকারের' মায়াবাদ তিনি গ্রহণ করেন নি। অদ্বৈতানুভূতিকেই তিনি ব্রহ্মসাধনার শেষ স্তর বলে মনে করতেন। এই ব্রহ্ম শুদ্ধ নিরাকার নন, নির্গুণও বটে, যদিও সাধনার একটি বিশেষ স্তরে সাধককে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করতে হয়। রাজা রামমোহন ছিলেন প্রধানত জ্ঞান-যোগী যদিও তাঁর অন্তরে ভক্তির ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবাহিত হতো। তাঁর রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতেও জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সুরই ধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও উপনিষদের ব্যাখানে প্রধানত আচার্য শংকরেরই অনুসরণ করেছেন।

রামমোহন শ্রুতিপ্রস্থান বা উপনিষদ, স্মৃতিপ্রস্থান বা ভগবদ্‌গীতা ও ন্যায়প্রস্থান বা বেদান্তের ওপর ভিত্তি করে যে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, তা ছিল শাস্ত্র ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

বালক দেবেন্দ্রনাথ একদিন রামমোহনের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রচণ্ড পৌরুষের যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তা তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হননি। মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি একদিন বিশ্বাস করতেন, জগতের কাছে ভারতীয় চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মসাধন। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তিনি যে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তারও উদ্দেশ্য ছিল 'সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার'।

দেবেন্দ্রনাথ যখন তরুণ, তখন খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে বালকগণকে বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করতে আরম্ভ করেন। সেকালের অনেক মনস্বী, কিন্তু আত্মবিস্মৃত বাঙালী, স্বধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে পরধর্ম গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাত্যাভিমান অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাই তিনি একদিকে উপনিষদ অবলম্বন করে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারকে বাধা দেন এবং এই উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন, অপর দিকে তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা, অবৈতনিক হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করে এদেশের বালকগণকে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের দিকে আকৃষ্ট করেন। দেবেন্দ্রনাথ যে 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রতিষ্ঠিত করেন, তাকে তিনি ও তাঁর অনুগামী ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের মার্জিত রূপ বলেই মনে করতেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমি এই হিন্দুস্থানের স্বকীয় হিন্দুজাতির মমতাতে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি।'

কিন্তু পরিণত বয়সে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচেতনায়ও আমরা একটা পরিবর্তন লক্ষ করি। পিতামহীর মৃত্যুর পর তরুণ দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় যখন নানা সংশয়ে সমাচ্ছন্ন, তখন ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্নপত্রের অর্থ উপলব্ধি করে তিনি জীবন-পথে

চলার নির্দেশ পান। কিন্তু উপনিষদ বা ব্রহ্মসূত্র যে আদ্যোপান্ত ভ্রম-প্রমাদ-রহিত, পরিণত বয়সে দেবেন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মতো বেদান্তের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করেন নি, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ মেনে নেন নি, বেদান্তের নির্বাণমুক্তির পরিবর্তে আত্মার অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার প্রধান কথা—ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ-রসপান, তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। উপনিষদের নির্বাণ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্বাণমুক্তির তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল।' সুতরাং তিনি উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেন না, তিনি বললেন—আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ধর্মের উৎস। তথাপি দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপনিষদ থেকে বাণী চয়ন করে 'ব্রাহ্মধর্ম' (প্রথম খণ্ড: উপনিষদ) প্রকাশ করলেন। এই সংকলন-কার্যে তিনি সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় খণ্ড হচ্ছে অনুশাসন। তাই বলতে হয়, দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-চেতনায় উপনিষদের প্রভাব অতি বিপুল। দেবেন্দ্রনাথের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের বীজ হচ্ছে: 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি', 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্', 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'।

দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী রাজনারায়ণ বসু ইংরেজীতে উপনিষদের অনুবাদ করেন। আবার আলেকজাণ্ডার ডাফ 'India and Indian Missions' গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ বা বেদান্তকে অবলম্বন করেই তার জবাব দেন।[১] রামমোহনের মতো দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর প্রচারিত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় একদিন নিখিল ভারতবাসী মিলিত হবে। তিনি লিখেছেন: 'যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বেকার শক্তি ও বিক্রম জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।'

অবশ্য পরিণত চিন্তার ফলে উপনিষদের অভ্রান্ততা সম্পর্কে মহর্ষির বিশ্বাস শিথিল হয়েছিল, উপনিষদসমূহে হীরক ও অঙ্গার একসঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে। তথাপি তিনি কখনও উপনিষদসমূহ বর্জন করেন নি। উপনিষদই ছিল তাঁর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি। এ বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর [illegible] ছিল। অক্ষয়কুমার বলেছেন: 'অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। [illegible] আমাদের আচার্য।' বাস্তবিক, অক্ষয়কুমার কোনো ধর্মশাস্ত্রকেই [illegible] বলে বিশ্বাস করতেন না। অনেকে মনে করেন, দেবেন্দ্রনাথের [illegible] ধর্মচিন্তার যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি, তার মূলে অক্ষয়কুমারের [illegible]

তথাপি দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় উপনিষদের ঋষিগণের ও [illegible] বিশেষত হাফিজের প্রভাব ছিল বিপুল। ভারতীয় [illegible] ব্রহ্মোপাসনার মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, আবার প্রকৃতির [illegible] তিনি অরূপের রূপের লীলা প্রত্যক্ষ করতেন, [illegible] তন্ময় হয়ে থাকতেন। বিশ্ব-বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ [illegible] উত্তরাধিকারী।

---

১ The Vedantic Doctrines Vindicated

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২ খৃীঃ)

এ যুগের বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় উপনিষদের প্রভাব ছিল বিপুল। বিবেকানন্দ একাধারে ছিলেন কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী ও ভক্তি-যোগী। কিন্তু তিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদের ওপরে নতুন আলোকপাত করেছিলেন এবং বেদান্তকে কি করে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে হয়, তাও আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর মত দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ধর্মসাধনার তিনটি স্তর, আর 'তত্ত্বমসি' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'ই হচ্ছে উপলব্ধির শেষ কথা। এইখানেই বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বামিজীর পার্থক্য। বৈষ্ণবগণ বলেন, উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে কখনো পরিপূর্ণ অভেদ হতে প্যার না; অদ্বৈতবাদী বলেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই। উপনিষদে অদ্বৈত ভাবের প্রতিপাদক অনেক বচন আছে; ব্রহ্ম যে নির্গুণ এবং সৃষ্টি যে মায়া-কল্পিত, এ-কথাও বলা হয়েছে। তাই স্বামিজী উপনিষদের নানা বচন উদ্ধৃত করে নিজের বক্তব্য প্রতিপাদন করেছেন। উপনিষদের 'অভীঃ' মন্ত্রই স্বামিজী দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম-সাধনার প্রধান লক্ষণই হচ্ছে—ভয়শূন্য হওয়া।

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানও আত্মার অমরতার কথা বলে অর্জুনকে ক্লৈব্য পরিহার করার ও ভয়শূন্য হবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কঠোপনিষদের বীর্যবান ও শ্রদ্ধাবান নচিকেতার চরিত্রই স্বামিজীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, পিতার যজ্ঞকালে বালক নচিকেতার শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল। স্বামিজী বলেছেন, এই 'শ্রদ্ধা' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাই অন্য কোনো ভাষায় শব্দটির অনুবাদ করা চলে না। এখানে 'শ্রদ্ধা' বলতে বোঝায়, সংকল্পসাধনে দৃঢ় ও অবিচলিত নিষ্ঠা যা মানুষকে সহস্র প্রলোভন জয় করতে শিক্ষা দেয়, আর যে নিষ্ঠার ফলে মানুষ ধর্মের পথ থেকে, সত্যের পথ থেকে, কুশলের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় না। (অবশ্য, শ্রদ্ধা বলতে প্রাচীন আচার্যেরা বুঝেছেন, 'গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ')। নচিকেতা যখন মৃত্যুরাজের কাছে পরলোকের রহস্য জানতে চাইলেন, তখন মৃত্যুরাজ তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বালক কোনো প্রলোভনেই বিচলিত হন নি। তখন যম তাঁকে বলেছিলেন—'তুমি বালক হয়েও যে প্রেয়ের পথকে পরিহার করে শ্রেয়ের পথ বেছে নিয়েছ, সে জন্যে তুমি প্রশংসার যোগ্য।' তারপর যম নানাভাবে আত্মতত্ত্ব ও আত্মলাভের উপায় বিবৃত করে বললেন ঃ

> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১।৩।১৪

তোমরা উত্থিত হও, মোহ-নিদ্রা ত্যাগ করে জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে গমন করে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হও; যাঁরা ক্রান্তদর্শী তাঁরা বলেন—আত্মজ্ঞানের পথ ক্ষুরধারের মতো দুর্গম, দুরতিক্রমণীয়। স্বামিজী-প্রবর্তিত মাসিকপত্র 'উদ্বোধন'-এর মটো ছিল ঃ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'। স্বামিজী তাঁর বক্তৃতার অনেক স্থলে এ বচনটি উদ্ধৃত করে ইংরাজীতে এর ভাবানুবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'Awake, arise and stop not till the goal is reached'।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের যে উপদেশ আছে তাতে অমৃতত্ব লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৈত্রেয়ীর যে জিজ্ঞাসা

—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্—তা তো ভারতাত্মারই চিরন্তনী জিজ্ঞাসা। আর এই জিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই বাইবেলে ঃ What profits us if we gain the world but lose our own soul ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, সংসারে যা কিছু আমাদের প্রিয়, তা আত্মার জন্যই (আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি)। এই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, আত্মার কথাই শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারাই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানা যায়। এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন (ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি)। এই অদ্বৈত বেদান্তেরও সিদ্ধান্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকৃত, বৈদান্তিকগণও সেই জীবন্মুক্তির কথাই বলেছেন। স্বামিজীও এই ত্রিবিধ সাধনের দ্বারা আত্মোপলব্ধির কথা প্রচার করেছেন। ঈশোপনিষদের মতো বৃহদারণ্যক উপনিষদেও অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র রয়েছে ঃ

> …নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্ ॥ ২।৫।১৮

এমন কিছু নেই যা ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত নয়, এমন কিছু নেই যাতে ঈশ্বর অনুপ্রবিষ্ট নন।

স্বামিজী উপনিষদের বাণীর ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি শিখিয়েছেন ঃ উপনিষদ বা বেদান্ত আমাদের শুধু প্রজ্ঞাবান করে না, আমাদের বীর্যবান ও শক্তিমান করে তোলে। আর যিনি বৈদান্তিক, তিনিই যথার্থ কর্মযোগী হতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬২-১৯৪১ খৃীঃ)

আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনায়ই উপনিষদের বিপুল প্রভাব লক্ষ করি না, তাঁর সমাজ-চিন্তা, ইতিহাস-চিন্তা, শিক্ষা-চিন্তা—এক কথায়, তাঁর অখণ্ড ব্যক্তিসত্তা উপনিষদের সত্যদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের শাশ্বত কল্যাণবাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। অবশ্য, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী-ভাবনা, বাউলের মানবতাবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রস-সাধনা ও মধ্যযুগের 'মরমিয়া' সাধকগণের প্রেমধর্ম রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাকে পরিপুষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে একটি মূল সুর নানাভাবে ধ্বনিত হয়েছে। সে সুরটি হচ্ছে ঃ 'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।' এখানে কবীর, নানক, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি ভগবৎপ্রেমিকগণের প্রেম-সাধনার উত্তরাধিকারী হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। আবার রবীন্দ্রনাথ প্রধানত তাঁর পিতৃদেবের নিকট থেকে ব্রহ্মসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'শান্তি-নিকেতন', 'ধর্ম', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গদ্য রচনাবলী গভীরভাবে আলোচনা করতে হয়।

উপনিষদের ঋষিদের মতো ও মহর্ষিদের মতো রবীন্দ্রনাথও ছিলেন শান্তরসের উপাসক। আমরা অনেক সময়ে ভাবোন্মত্ততাকে ভক্তি বলে ভ্রম করি। প্রেমের যে সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করলে প্রেমিকের দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ পায়, সে স্তরটি আমাদের প্রায় সকলের পক্ষেই অনধিগম্য। তাই অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ও দুর্বল মানুষের ভেতরও অশ্রু, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি প্রকাশিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ। (নৈবেদ্য)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : উপনিষদ আমাদের 'অভী' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এই অভয়ের সাধনাই করেছেন। পদে পদে ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়াই যে এদেশের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ, তাও তিনি উপলব্ধি করেছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যাংশে তিনি বলেছেন :

..............অভয়মন্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

পুনশ্চ :

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিষদের ঋষি দেখেছেন, 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও আমরা ঋষিবাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই :

অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশে বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত। (নৈবেদ্য)

উপনিষদের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেছেন : 'আমি সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে জেনেছি। আর একমাত্র তাঁকে জেনেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতে পারে।' ঋষির এই দিব্যচেতনা ও দিব্যানুভূতি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। 'নৈবেদ্য'-এ তিনি লিখেছেন :

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি'।

বাজসনেয় সংহিতায় ঋষি বলেছেন : 'মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি—হে মন্যুস্বরূপ, তুমি আমায় অন্যায়দ্রোহী কর।' একালের জোসেফ ম্যাট্‌সিনিও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : 'যখন তুমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করবে, তখনই তুমি কর্তব্যভ্রষ্ট হবে।' 'নৈবেদ্য'-এর আর একটি কবিতায়ও আমরা ঋষির এই প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই :

......ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

আমরা দেখেছি, বৃহদারণ্যকে (১।৪।৮) ঋষি বলেছেন : 'যে পরমাত্মা সর্বাপেক্ষা অন্তরতম তিনি পুত্রের চাইতে প্রিয়, বিত্তের চাইতে প্রিয়, আর আর সকল বস্তুর চাইতে প্রিয়।' যে-সকল ঋষি এই দিব্যচেতনা লাভ করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অন্ত নেই :

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা-কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার। (নৈবেদ্য)

ভারতের ঋষিগণ ধ্যানদৃষ্টিতে যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রামাণ্য উপনিষদ-সমূহে সেই সব শাশ্বত সত্যই বিধৃত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঋষিদের হৃদয়কন্দর থেকে নিঃসৃত এই সব বাণীর ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। ঋষিগণ দেখেছেন, প্রকৃতির রাজ্যে আছে নিয়মের রাজত্ব বা ঋত (heteronomy); মানুষের জীবন কিন্তু এক দিকে নিয়মের অধীন, অপর দিকে স্বাধীন। ব্রহ্ম একদিকে সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, অপরদিকে আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ। প্রকৃতিতে যিনি নিয়মরূপে প্রকাশিত, তিনিই মানুষের আত্মার আনন্দরূপে উদ্ভাসিত। উপনিষদের আধুনিক ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন : 'ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।'

'ছিন্ন পত্রাবলী'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে, আমরা আনন্দ কেন পাই (সে আনন্দ যতই ক্ষুদ্র, যতই চঞ্চল হোক)—তার একটিমাত্র সদুত্তর হচ্ছে—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। এ কথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার জো নেই।'

বাস্তবিক, ব্রহ্ম যে 'আনন্দরূপমমৃতম্', এ উপলব্ধির বস্তু। এই সত্য উপলব্ধি করেই 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হল, ধন্য হল মানব-জীবন।

এই আনন্দবাদ উপনিষদের ঋষিগণের চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই

আনন্দের মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত, যিনি আনন্দস্বরূপকে জেনেছেন, তিনি অভয় ও অশোক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায় এই কথা বারংবার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রীঃ)

শ্রীঅরবিন্দ এ যুগের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, যোগী ও দার্শনিক। প্রথম জীবনে তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন; ফলে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর নির্জন কারাবাস হয়। পরে জেল থেকে বেরোবার পর তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় এবং তিনি পণ্ডিচেরিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। দার্শনিক ও ঋষি অরবিন্দ তাঁর দিব্যজীবনের তত্ত্বসমূহ 'The Life Divine' নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত 'Essays on the Gita' গীতাসাহিত্যের এক অনবদ্য অবদান।

পণ্ডিচেরী থাকাকালীন ১৯১৪ সালে তিনি পল ও মীরা রিশারের সঙ্গে একযোগে 'আর্য' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বের করেন। এই কাগজে তিনি ধারাবাহিকভাবে বেদ ও উপনিষদের রহস্য, গীতার উপদেশ, যোগ-সমন্বয়, দিব্যজীবনতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতেই বেদ ও উপনিষদ পড়েন। ভারতীয় সভ্যতায় উপনিষদের স্থান খুব উচ্চে—এই তাঁর মত ছিল। অরবিন্দের আসল কথা হল দিব্য-জীবন—যা প্রত্যেক মানুষেই লাভ করতে পারে। কারণ মানুষমাত্রই স্বরূপত ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'জীব অণুপরিমাণ-বিশিষ্ট, তিনিই আবার স্বরূপত অনন্ত (৫।৯)।' এই অদ্বৈত উপলব্ধির জন্য চাই সাধনার ঐকান্তিকতা ও ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরতা। বিবেকানন্দের মত তিনিও ছিলেন ভক্তি-প্রধান অদ্বৈতবাদী।

শ্রীঅরবিন্দ আটখানি প্রধান উপনিষদ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, যথাঃ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয়। শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের অনুবাদ তিনি করেন নি। এছাড়া তাঁর 'ঈশ' উপনিষদের ব্যাখ্যা কলকাতা থেকে ১৯২১ সালে এবং 'কেন' উপনিষদের ব্যাখ্যা পণ্ডিচেরী থেকে ১৯৫২ সালে (তাঁর মৃত্যুর পর) প্রকাশিত হয়। এই দুটি গ্রন্থে তিনি উপনিষদ দর্শনের ওপর এক নতুন আলোক সম্পাত করেন। প্রাচীন ভাষ্যকারদের মতবাদ বাদ দিলে আধুনিক কালে শ্রীঅরবিন্দই স্বকীয় দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যাখ্যায় তিনি শঙ্করের মায়াবাদকে পরিহার করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে জাগতিক জীবনের প্রতি বিমুখ না হয়ে জীবনকে গ্রহণ করেই মানুষকে দিব্যজীবনের সাধনা করতে হবে। তিনি মনে করতেন, ভারতের অধ্যাত্ম উপলব্ধির শেষ কথা ঋষিগণ এই উপনিষদ-মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে উপনিষদের ঋষিগণ দিব্যজীবন লাভের পন্থা নির্দেশ করে অতিমানসিক অধ্যাত্মসত্যের সঙ্গে মানব জীবনের সমন্বয় কিরূপ হবে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ ঃ

শ—শংকরাচার্য

উ—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

অ—অরবিন্দ

শংকরাচার্য—(৭৮৮-৮২০) দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অদ্বৈতবাদের জনক না হলেও এর প্রধান প্রবক্তা। এগারখানি উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্র—এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করে তিনি অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা ও বেদান্তধর্মের পুনরুজ্জীবন করেন।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়—(১৮৪১-১৯১২) কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁকে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা নিযুক্ত করেন এবং 'উপাধ্যায়' উপাধি দেন। তাঁর রচিত 'বেদান্ত সমন্বয়' গ্রন্থে তিনিই প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনিষদের বাংলা ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীঅরবিন্দ—(১৮৭২-১৯৫০) বিশিষ্ট যোগী ও দার্শনিক। তাঁর রচিত 'Essays on the Gita' গ্রন্থটি ধর্মজগতে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। তিনি 'ঈশ', 'কেন', 'কঠ' প্রভৃতি আটটি বৈদিক উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাছাড়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে 'ঈশ' ও 'কেন' উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। এই দুটি গ্রন্থে তিনি শংকরের মায়াবাদ পরিহার করে উপনিষদ দর্শনের উপর এক নতুন আলোক-সম্পাত করেন।

মুখবন্ধ

আজকাল আমাদের দেশীয় বহু শিক্ষিত লোকের হৃদয়ে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অতি নৃশংস ও বীভৎস যুদ্ধের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার নগ্নরূপ এরূপভাবে প্রকটিত হইয়াছে যে মনীষী লোকেরা এক্ষণে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেই শান্তির সন্ধান খুঁজিতেছেন। এই কারণে আমাদের ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থের আদর দেশে এবং বিদেশে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণের মধ্যে এই সকল গ্রন্থের বহুল প্রচার হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ও উহার ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি প্রায় সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই হেতু যাঁহারা সংস্কৃত অল্প জানেন অথবা মোটেই জানেন না তাঁহাদের পক্ষে এই সকল গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। উপরোক্ত অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা প্রাচীন ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থসকল সহজ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সহিত সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। ইতিমধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার একটি বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।

এই গ্রন্থে প্রতি শ্লোকের মূল, অন্বয় ও সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্থানবিশেষে দুরূহ শব্দের অর্থ ও বিশদ ব্যাখ্যা সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যায় আমি অনেক স্থলে ভাষ্যকার শংকরের মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। আচার্য শংকর স্বীয় দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উপনিষদের অনেক শ্লোকের যে কষ্টকল্পিত অর্থ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি প্রাচীন ও আধুনিক অনেক গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি। আচার্য শংকরের ভাষ্য ছাড়া উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের কৃত 'বেদান্ত-সমন্বয় ভাষ্য', মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহ, শ্রীঅরবিন্দের 'ঈশ উপনিষৎ', পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত উপনিষৎসমূহের সংস্করণ এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত 'উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী' হইতে আমি বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। সকলের নিকটই আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

যাঁহারা অল্প সংস্কৃত জানেন অথবা আদৌ জানেন না তাঁহারাও যাহাতে বেদের সারভাগ উপনিষৎসমূহের মর্ম সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তজ্জন্য আমি এই গ্রন্থে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অতুলচন্দ্র সেন

কলিকাতা
১৯৪২ সাল

ঈশ উপনিষদ

সূচনা

'ঈশা' এই উপনিষদের প্রথম শব্দ ; সেজন্য একে ঈশোপনিষদ বলা হয়। এই উপনিষদ শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার শেষ অধ্যায় বলে এটি বাজসনেয়ী সংহিতোপনিষদ নামেও আখ্যাত হয়। ঈশোপনিষদ ব্যতীত অন্যান্য সকল উপনিষদই বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অংশ। অনেক পণ্ডিতের মতে উপনিষদের গদ্যাংশ পদ্যাংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর। যদিও উপনিষদখানি পদ্যে লিখিত তথাপি এটি সংহিতার অংশ বলে আবার, অনেকে একে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করেন। কারণ, এ প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত যে, বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশ সংহিতা অংশের পরবর্তীকালে রচিত।

এই উপনিষদখানি ভাবগৌরবে সর্বোৎকৃষ্ট উপনিষদগুলির অন্যতম। মাত্র আঠারটি মন্ত্রে উপনিষদের মূলতত্ত্বের অবতারণা এবং আপাতবিরুদ্ধ বিষয়সমূহের (যথা, এক ও বহু, জ্ঞান ও কর্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি) সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ঈশ উপনিষদের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেন '...আমি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যদি সমস্ত উপনিষদাবলী ও সমস্ত শাস্ত্রাদি অকস্মাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায় আর শুধু এই মন্ত্রটি রক্ষা পায়, তাহলে এই মন্ত্রটির জন্য হিন্দুধর্ম হিন্দুদের মনে চিরদিন সজীব হয়ে থাকবে।' এই মন্ত্রটির ভাবধারা আকস্মিকভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মজীবনেরও আমূল পরিবর্তন এনে দেয়।

প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে আচার্য শংকর, মধ্ব ও রামানুজপন্থী নারায়ণ এই উপনিষদখানির ভাষ্য লিখেছেন। আধুনিক কালে এই উপনিষদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শ্রীঅরবিন্দ ও রাধাকৃষ্ণন এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ এ-উপনিষদের কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা করেছেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্‌ সর্বপ্রথম এই উপনিষদখানির ইংরাজী অনুবাদ করেন।

এই উপনিষদটি সংক্ষিপ্ত হলেও বৈদান্তিক সাহিত্যে এর স্থান উচ্চে। প্রথমে বলা হয়েছে ঈশ্বর-চৈতন্য দ্বারা সব কিছু উদ্ভাসিত দেখতে হবে। ত্যাগ আর ভোগের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন হেয় নয়। কর্ম করে যেতে হবে, কিন্তু নির্লিপ্ত হয়ে। বস্তুত এই উপনিষদের প্রথম দুটি মন্ত্রে গীতার সারমর্মই প্রতিফলিত হয়েছে। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম অচল, অথচ মনের চেয়েও বেগবান, ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি লভ্য নন। তিনি অন্তরে ও বাইরে সকলের পরিচালক হয়ে আছেন। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, স্বয়ম্ভূ। যিনি ব্রহ্মের এই স্বরূপ বুঝতে পারেন, তিনি সর্বভূতে নিজেকে প্রতিফলিত দেখেন অর্থাৎ সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। তিনি কাউকে হিংসা বা ঘৃণা করতে পারেন না।

বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুভবকে বলা হয়েছে 'বিদ্যা'। আর বহুত্বকে যদি তার মৌলিক একত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে তা 'অবিদ্যা'য় পর্যবসিত হয়।

আবার যা কিছু জন্মেছে বা নির্মাণ করা হয়েছে তাকে বলে 'সম্ভূতি', আর যা কিছু শাশ্বত বা সনাতন তাই হল 'অসম্ভূতি' বা 'বিনাশ'। প্রকৃতিতে জন্মের গ্রন্থি হল অহংজ্ঞান। এই অহংজ্ঞান বিনষ্ট হলে মানুষ অসম্ভূতির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কারণে অসম্ভূতিকে বলা হয়েছে বিনাশ। ব্রহ্ম একদিকে বিদ্যা, অপর দিকে অবিদ্যা ; একদিকে অসম্ভূতি, অপরদিকে সম্ভূতি। মুক্ত পুরুষের পক্ষে সম্ভূতি ও অসম্ভূতি তাঁর সত্তার বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মানুষ তার জন্মগত অহংজ্ঞান কাটিয়ে উঠতে পারলেই সম্ভূতিকে আত্মার অধীন প্রকৃতির ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করে ; আত্মাকে প্রকৃতির অধীন করে না। তখন সে মুক্ত দিব্য সম্ভূতির দ্বারা অমৃতত্ব ভোগ করে।

শেষে উপনিষদের ঋষি সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করেছেন যে জগতের পোষক সূর্য যেন তাঁর হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত সত্যের মুখ উন্মোচন করেন, যাতে তিনি সেই পুরুষের কল্যাণময় রূপ দেখতে পান। শেষ দুই শ্লোকে মানুষের মৃত্যুর প্রাক্‌কালীন চিন্তা ও অগ্নিস্তব আছে। মুমূর্ষু ব্যক্তি তার সমস্ত কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি করে অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থণা জানাচ্ছে তিনি যেন তাকে সমস্ত পাপ থেকে বিমুক্ত করে কল্যাণের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যান।

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অন্বয়ঃ অদঃ (উহা, ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (সর্বব্যাপী, অনন্ত) ইদং (এই সোপাধিক কার্যব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী) পূর্ণাৎ (কারণব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (কার্যব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্‌গত হন)। পূর্ণস্য (কার্যব্রহ্মের) পূর্ণম্ (পূর্ণত্ব) আদায় [বিদ্যাসহায়ে] (গ্রহণ করিলে, বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকৃত ভেদ দূর করিয়া পরব্রহ্মের সহিত আপনার একত্ব সম্পাদন করিলে) পূর্ণম্ এব (কেবল পূর্ণব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন, স্বরূপে অবস্থান করেন)।

সরলার্থঃ উহা (পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহা (নামরূপে স্থিত ব্রহ্ম) পূর্ণ ; এই সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উদ্‌গত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আর সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম হইতে পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ত্রিবিধ বিঘ্নের (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) শান্তি হউক।

ভাবার্থঃ ব্রহ্ম জগদতীত এবং জগদ্‌ব্যাপী ; জন্ম বা সৃষ্টি ব্রহ্মের একত্বের বা পূর্ণত্বের কোন পরিবর্তন করে না।

ঈশ উপনিষদ

১. ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ জগত্যাম্ (এই গতিশীল বিশ্বে) যৎ কিঞ্চ জগৎ (যাহা কিছু চলমান, গতিশীল প্রপঞ্চভূত) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) ঈশা বাস্যম্ (ঈশ্বরের বাসের নিমিত্ত অথবা ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত), ত্যক্তেন (ত্যাগের সহিত) তেন ভুঞ্জীথাঃ (তাহা দ্বারা ভোগ করিবে), ; কস্যস্বিদ্ ধনম্ (কাহারও ধনে) মা গৃধঃ (লোভ করিও না, ধনাকাঙ্ক্ষা করিও না)।

সরলার্থঃ এই গতিশীল বিশ্বে যাহা কিছু চলমান বস্তু আছে তাহা ঈশ্বরের বাসের নিমিত্ত মনে করিবে (অথবা, ঈশ্বর দ্বারা এই জগতের বস্তুসমূহ আচ্ছাদিত মনে করিবে)। ত্যাগের সহিত ভোগ করিবে ; কাহারও ধনে লোভ করিও না।

ব্যাখ্যাঃ এই বিশ্ব গতিশীল, চলমান। সর্বদাই চলিতেছে, সর্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে। এক মুহূর্তের জন্য ইহার স্থিরতা নাই, এই জন্য ইহার নাম জগৎ। এই জগতের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সেই জাগতিক প্রত্যেক বস্তুই গতিশীল, চলমান। কিন্তু এই চলমান জগৎ একটি অচল সত্তারই অভিব্যক্তি মাত্র। কারণ এক অচঞ্চল, গতিহীন নিত্য সত্তাকে আশ্রয় না করিলে জগতের চঞ্চল প্রবাহ সম্ভবই হইত না। এই অচঞ্চল নিত্য সত্তাই সমগ্র বিশ্বকে এবং বিশ্বের অন্তর্গত প্রতিটি বস্তুকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এই অচঞ্চল স্থির সত্তাই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর সমগ্র জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন ; অথবা বলা চলে তিনি সকল বস্তুর অন্তরে বাস করিতেছেন এবং সকলের অন্তরে থাকিয়া সব কিছুকেই তিনি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছেন। তিনিই এই বিশ্বের অন্তরে থাকিয়া বিশ্বজগতের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। মানুষকে এই অন্তর্যামী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে ঈশ্বরের সত্তা-নিরপেক্ষ কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সর্বভূতে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। এই প্রকারের অনুভূতি যাঁহার হইয়াছে তাঁহার পক্ষে এই জগতের কোন বস্তুর উপরই কোনরূপ আসক্তি বা মোহ থাকিতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার মনে আসে অনাসক্তি। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠে। তখন তিনিই পারেন সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সকলকে ভালবাসিতে, সব কিছুকে ভোগ করিতে !

কিন্তু যেখানে ত্যাগ নাই, আছে মোহ, আছে আসক্তি সেখানে দেখা দিবে দুঃখ, দৈন্য ও অশান্তি। যিনি আসক্তিহীন তিনিই স্বাধীন। মানুষকেও এইভাবে কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া জগৎকে ঈশ্বরের প্রকাশ মনে করিয়া ভোগ করিতে হইবে। এই ভাবে যিনি ভোগ করিতে পারেন তিনিই আনন্দ লাভ করেন। তাই ঋষি প্রথম মন্ত্রেই বলিয়াছেন, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। ধন বা সম্পত্তি—তাহা নিজেরই হউক বা অপরেরই হউক—তাহার প্রতি লোভ করিও না।

ভাষ্যকার শংকরের মতে এই জগৎ মিথ্যা। জগৎ অসত্য হইলেও সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকে বলিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বস্তুতঃ

পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ ঈশ্বরের উপর অধ্যস্ত বা ভ্রমরূপে কল্পিত। এইরূপ সত্য ভাবনা দ্বারা জগতের সত্যতা-রূপ ভ্রম দূর করিবে। অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাবনা দ্বারা জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইলে পুত্র, বিত্ত, এমন কি স্বর্গাদির কামনাও ত্যাগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ত্যাগ ও বৈরাগ্য দ্বারা পরামাত্মাকে পালন করিবে।

কিন্তু শংকরের উপরোক্ত মত আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মূল শ্লোকে তো জগৎকে মিথ্যা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে জগৎ চলমান, পরিবর্তনশীল, অনিত্য। এই অনিত্য জগৎ একটি নিত্য সত্তাকে আশ্রয় করিয়া আছে। কারণ এক অচঞ্চল, গতিহীন, নিত্য সত্তাকে আশ্রয় না করিলে জগতের গতি চলিতেই পারে না।

মন্তব্য ঃ 'বাস্যম্' শব্দের বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, যথা ঃ (১) আচ্ছাদনীয়, (২) পরিচ্ছদরূপে পরিধেয়, (৩) বাস্তব্য বা বাস করার যোগ্য। আচার্য শংকর প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম অর্থে, ব্রহ্ম দ্বারা এই বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। দ্বিতীয় অর্থে, ব্রহ্মের পরিচ্ছদ অর্থাৎ ব্রহ্ম এই বিশ্বের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশিত করিতেছেন। তৃতীয় অর্থে, এই বিশ্ব ব্রহ্মের বাসের জন্য; এই বিশ্বরূপ গৃহে তিনি বাস করিতেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থে ব্রহ্ম এই বিশ্বের ভিতরেই অনুস্যূত আছেন। আর প্রথম অর্থে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—এই বাক্যটিরও বিবিধ অর্থ করা হইয়া থাকে, যথা ঃ (১) তেন [সেই হেতু; যেহেতু জাগতিক বস্তুসমূহ অনিত্য, সেই হেতু], ত্যক্তেন [ত্যাগের সহিত] ভুঞ্জীথাঃ [উহাদিগকে ভোগ করিবে]; (২) তেন [সেই অনিত্য বস্তু দ্বারা], ত্যক্তেন [ত্যাগের সহিত], ভুঞ্জীথাঃ [ভোগের কার্য নির্বাহ করিবে]; (৩) তেন [সেই ঈশ্বর কর্তৃক], ত্যক্তেন [বিসৃষ্ট, প্রদত্ত বস্তুসমূহ দ্বারা], ভুঞ্জীথাঃ [ভোগের কার্য নির্বাহ করিবে]; (৪) তেন ত্যক্তেন [সেই ত্যাগের দ্বারা], ভুঞ্জীথাঃ [আত্মাকে পালন করিবে]। শংকর সর্বশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

২. কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥ ২

অন্বয় ঃ [নরঃ] কর্মাণি কুর্বন্ এব (মানুষ কর্মসকল করিয়াই) ইহ (এই জগতে) শতং সমাঃ (শত বৎসর) জিজীবিষেৎ (জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে), এবং (এই প্রকার) ত্বয়ি নরে (মানুষ তোমাতে) কর্ম ন লিপ্যতে (কর্মে লিপ্ত হইবে না); ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যথা ন অস্তি (অন্য কোনও পথ নাই)।

সরলার্থ ঃ এই সংসারে যথাবিহিত কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াই মানুষ শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে। হে মনুষ্য, এই প্রকারে কর্ম করিলে তুমি কর্মবন্ধনে লিপ্ত হইবে না। ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। ভোগ অর্থ আনন্দ উপভোগ। দুঃখভোগ কখনও কাহারও কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিই প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে পারে। যে লোক কামনার দাস সে পরাধীন। সে তৃষ্ণার দ্বারা চালিত হইয়া অন্ধের মত ছুটিয়া বেড়ায়। সে

সংসারের পঙ্কিলতায় আবদ্ধ হইয়া দুঃখ পায়। সুতরাং আনন্দ লাভ করিতে হইলে মানুষকে আসক্তির ঊর্ধ্বে উঠিয়া কাজ করিতে হইবে। যে ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে সে-ই স্বাধীন, এইরূপ স্বাধীন পুরুষই আনন্দের অধিকারী। তাই প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। আর দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া যথাযথ কর্তব্য কর্ম কর। এইরূপ ভাবে কর্ম করিলে কোন কর্মবন্ধনে লিপ্ত হইতে হইবে না। এইরূপ কর্মদ্বারা উন্নত জীবন যাপন করিয়া মানুষ প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে।

ভাষ্যকার শংকরাচার্যের মতে প্রথম মন্ত্রটি আত্মজ্ঞানে অধিকারী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে তাঁহারা ত্যাগ ও নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিবেন। কিন্তু যাহারা আত্মজ্ঞানে অনধিকারী, যাহারা সাধারণ মানুষ তাহাদের জন্য এই দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; এখানে বলা হইয়াছে যে সাধারণ মানুষ শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিয়াই মানুষের নির্ধারিত আয়ু শত বৎসর জীবিত থাকিবে। শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান না করিলে অশুভ কর্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। বলা হইয়াছে—জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ সুবিদিত, জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ 'পর্বতবৎ অকম্প্য' অর্থাৎ সুদৃঢ়। অতএব জ্ঞানের পথ সন্ন্যাসীর জন্য (প্রথম মন্ত্র), আর কর্মের পথ জ্ঞানলাভে অসমর্থ সাধারণ মানুষের জন্য (দ্বিতীয় মন্ত্র)।

কিন্তু আচার্যের উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আমরা মনে করি দুইটি মন্ত্রই একই ব্যক্তির বা সকল মানুষের জন্য। প্রথম মন্ত্রে যে ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে তাহা কর্মত্যাগ নহে, কামনা ও বাসনা ত্যাগ মাত্র। কামনা ত্যাগ করিয়া নিরাসক্ত ভাবে মানুষ যথাযথ কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া জীবনধারণ করিবে। মানুষ কর্মত্যাগ করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না, কর্ম মানুষকে করিতেই হইবে। কিন্তু সেই কর্ম সম্পূর্ণরূপে কামনা-বাসনাহীন হওয়া চাই।[1]

মন্তব্য ঃ কর্মাণি কুর্বন্ এব—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াই (শ); যথাযথ কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াই (উ)।

৩. অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩

অন্বয় ঃ অসূর্যাঃ নাম (সূর্যবিহীন) অন্ধেন তমসাবৃতাঃ (অন্ধকার দ্বারা (আবৃত) তে লোকাঃ (সেই লোকসমূহ) যে কে আত্মহনঃ জনাঃ (যাহারা আত্মার হননকারী অর্থাৎ আত্মঘাতী) তে (তাহারা) [ইমং দেহং] প্রেত্য (এই দেহ ত্যাগ করিয়া) তান্ অভিগচ্ছন্তি (সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ পরলোকে যে সকল অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত লোক আছে, আত্মার স্বরূপ যাহারা বুঝিতে পারে না তাহারা মৃত্যুর পর সেই সকল লোকে গমন করে।

---

[1] তুলনীয় ঃ ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ গীতা, ৫।১০
বস্তুতঃ ১ম ও ২য় মন্ত্র দুটিতে গীতার সারাংশই পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ মৃত্যুতে দেহের নাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা বিভিন্ন লোকে অবস্থান করে। মৃত্যুর পরপারে বিভিন্ন লোকের অস্তিত্ব উপনিষদ স্বীকার করিয়াছেন। এই লোকগুলির কোন কোনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষাদময়, আবার কোন লোক আলোকময়, আনন্দময়। এই লোকগুলিকে চৈতন্যেরই বিভিন্ন স্তর বলা যাইতে পারে। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাহারা দেহ এবং ইন্দ্রিয় ভিন্ন পৃথক চৈতন্যময় আত্মা স্বীকার করে না। আত্মার অস্তিত্ব যাহারা অস্বীকার করে, যাহারা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করিয়া কামনার দাস হইয়া জীবনযাপন করে, তাহাদিগকে বলা হইয়াছে 'আত্মহনঃ' অর্থাৎ আত্মঘাতী। এইরূপ আত্মঘাতী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষাদময় লোকে প্রবেশ করে। এই সব অজ্ঞ লোক জানে না যে আত্মা স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাহারা পৃথিবীতে যত শক্তি ও বিত্তেরই অধিকারী হউক না কেন, মৃত্যুর পরে তাহাদের গতি সেই বিষাদময় সূর্যবিহীন লোকে।

মন্তব্য ঃ অসূর্যাঃ—সূর্যবিহীন, জ্যোতির্বিহীন (অ)। আচার্য শংকর 'অসূর্যা' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার অর্থ অসুরযোগ্য। অদ্বৈতভাব গ্রহণে অসমর্থ দেবগণকেও শংকর অসুর নামে অভিহিত করিয়াছেন। এরূপ অসুরগণের বাসযোগ্য যে লোক তাহাই 'অসূর্য লোক'।

৪. অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ একং অনেজৎ (ব্রহ্ম এক এবং অচল হইয়াও) মনসঃ জবীয়ঃ (মন হইতে অধিকতর বেগবান), দেবাঃ (দেবতাগণ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল) পূর্বম্ অর্ষৎ এনৎ (পূর্বগামী ইহাকে) ন অপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হন না), তৎ তিষ্ঠৎ (ইহা স্থিত থাকিয়াও অর্থাৎ বিকারশূন্য হইয়াও) ধাবতঃ অন্যান্ (দ্রুতগামী অন্যসকলকে) অতি-এতি (অতিক্রম করিয়া যায়); অস্মিন্ (তাহাতে) মাতরিশ্বা (জীবনপতি বা বায়ু) অপঃ দধাতি (জলসমূহকে ধারণ করে)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্ম এক ও গতিহীন হইয়াও মন হইতে অধিকতর বেগবান, দেবতা বা ইন্দ্রিয়সকল ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। কারণ ইনি সকলের পূর্বে গমন করেন। এই ব্রহ্ম বা আত্মা অপর সকল দ্রুতগামী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যান। এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণশক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে ধারণ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে—যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে তাহারা তমসাবৃত লোকে প্রবেশ করে। এই মন্ত্রে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। আত্মা স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না, আত্মা গতিহীন ও নিশ্চল। কিন্তু আত্মা যেমন নিশ্চল তেমনি আবার মন অপেক্ষাও বেগবান। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি নিশ্চল তিনি আবার গতিশীল এরূপ বিরুদ্ধ কথা বলা কি করিয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার (শংকরাচার্য) বলিয়াছেন—ব্রহ্মের দুইটি ভাব আছে। একটি ব্রহ্মের নিরুপাধিক ভাব আর একটি সোপাধিক ভাব। নিরুপাধিক রূপে আত্মা সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। নিরুপাধিক আত্মা স্বয়ংসম্পূর্ণ—ইনি কিছু করেন না, ইঁহার কোন পরিবর্তন নাই। এই নিরুপাধিক আত্মা নিশ্চল ও গতিহীন। মনকে আত্মার উপাধি বলা যাইতে পারে। এই মন-সমন্বিত আত্মা সোপাধিক আত্মা। এ সোপাধিক আত্মাকে বলা

হইয়াছে বেগবান। মন দেহের মধ্যে থাকিলেও ইচ্ছামাত্র মুহূর্ত মধ্যে ব্রহ্মলোকাদি স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মন যেখানেই যায়, গিয়া দেখে সেখানে আত্মা আগেভাগে উপস্থিত। কারণ কোন কিছুই ব্রহ্ম বা আত্মার অধিষ্ঠান ভিন্ন থাকিতে পারে না। তাই মন যখন সর্বত্র গিয়া আত্মাকে দেখিতে পায় তখন মনেরও যেন মনে হয় আত্মা তাহার চেয়ে দ্রুত ছুটিয়া সেখানে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে আত্মা মন অপেক্ষাও বেগবান।

নিজেকে প্রকাশ করাই দেবতাদের স্বভাব। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও জ্ঞানের প্রকাশক। এই প্রকাশ-ধর্মের সাদৃশ্য থাকায় ইন্দ্রিয়গণকেও 'দেব' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মনের সঙ্গে যুক্ত না হইলে ইন্দ্রিয়গণ কোন জ্ঞানই দিতে পারে না; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন। আবার মন হইতেও যখন আত্মা বেশী বেগবান, তখন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আত্মা যে অনেক বেশী দ্রুতগতি-সম্পন্ন তাহা বলাই বাহুল্য। তাই বলা হইয়াছে কোন দেবতা বা ইন্দ্রিয়ই তাহাকে অর্থাৎ এই আত্মাকে ধরিতে পারে না।

আত্মা বিভিন্ন দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া আমাদের ধারণা হইতে পারে যে মনের সুখ-দুঃখাদি দ্বারা আত্মাও ক্লিষ্ট হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। মনের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মনেরই বিকার। আত্মাকে এই সকল স্পর্শ করিতে পারে না। তাই আত্মা সকল কিছুর মধ্যে থাকিয়াও সব কিছুই অতিক্রম করিয়া যান এবং স্বয়ং ধীর, স্থির, বিকারহীন ভাবে বিরাজ করেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই প্রাণের মূলে রহিয়াছে বায়ু। এই বায়ু সর্বদা গমন করে। তাই বায়ুকে বলা হইয়াছে 'মাতরিশ্বা' (মাতরি 'অন্তরিক্ষে' শ্বয়তি 'গমন করে')। কিন্তু এই প্রাণবায়ু প্রাণকে ধরিয়া রাখিতে পারে যদি উহা আত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকে। স্বতন্ত্রভাবে বায়ুর ঐরূপ কোন ক্ষমতা নাই। আত্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত বায়ুকে বলা হইয়াছে মাতরিশ্বা বা হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা। আত্মচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াই এই মাতরিশ্বা বা প্রাণশক্তি জীবের প্রাণধারণের সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করে। 'ইহারই বলে আগুন জ্বলে, মেঘ জলদান করে, সূর্যের কিরণ বিশ্ব প্রকাশ করে। এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে'—এইরূপ কথা অন্য শ্রুতিতেও (কঠ ঃ ২।৩।৩) পাওয়া যায়। সহজ কথায় এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে যে শক্তি তাহারও মূলে রহিয়াছে এই আত্মা বা ব্রহ্ম।

মন্তব্য ঃ অনেজৎ—ন এজৎ (এজ্ অর্থ কম্পিত হওয়া), যাহা কম্পনহীন বা অচঞ্চল। যাহা কম্পনহীন, যাহা স্থির তাহার নিজের অবস্থা হইতে বা স্বরূপ হইতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মা বা ব্রহ্মেরও পরিবর্তন হয় না (শ)॥ মাতরিশ্বা—মাতরি (অন্তরীক্ষে) শ্বয়তি (গমন করে)। যিনি আকাশে গমন করেন তিনি বায়ু। বায়ুই সকল প্রাণের ধারক। এই মাতরিশ্বাকে বলা হইয়াছে 'সূত্রাত্মা', ইহাকেই বলা হইয়াছে 'হিরণ্যগর্ভ'। ইনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন (শ)॥ অপঃ দধাতি—'অপঃ' সাধারণ অর্থে জল, 'দধাতি' বিভাগ করেন বা ধারণ করেন। কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে যে বায়ু বা প্রাণশক্তি বা জীবনপতি মেঘের বর্ষণ, অগ্নির দহন, সূর্যের প্রকাশ প্রভৃতি সকল ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বা আত্মার উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়াই প্রাণশক্তি সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। ব্রহ্মের এই শক্তিকেই মাতরিশ্বা বা হিরণ্যগর্ভ বলা যাইতে পারে।

৫. তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ তদ্ এজতি (সেই ব্রহ্ম চলেন), তদ্ ন এজতি (তিনি চলেন না), তৎ দূরে (তিনি দূরে), তৎ উ অন্তিকে (তিনি নিকটেও), তৎ (তিনি) অস্য সর্বস্য অন্তঃ (এই সমস্তের অভ্যন্তরে), তৎ উ (তিনিই) অস্য সর্বস্য বাহ্যতঃ (এই সমস্তের বাহিরে)।

সরলার্থঃ তিনি চলেন, তিনি চলেন না। তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন। তিনি এই সমুদয়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই সমুদয়ের বাহিরেও আছেন।

ব্যাখ্যাঃ পরমাত্মাকে অনুভব করিতে হইবে। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, বাহিরে যে চঞ্চল প্রকৃতির লীলা চলিতেছে তাহা ব্রহ্ম ; আবার যে অচঞ্চল স্থির সত্তার উপর আশ্রয় করিয়া এই লীলা চলিতেছে তাহাও ব্রহ্ম। চঞ্চলতা ও অচঞ্চলতা, গতি ও স্থিতি, লীলা ও লীলার আশ্রয়—দুই-ই ব্রহ্মে একসঙ্গে মিলিত হইয়া আছে। তাই বলা হইয়াছে—তিনি চলেন ও চলেন না।

এই দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সমস্ত জগৎ, কাছের ও দূরের সমস্ত বস্তু, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছু ঘটনা—সমস্তই এক ব্রহ্মের বিকাশ। এই জন্য বলা হইয়াছে—তিনি দূরে এবং তিনি অন্তিকে। তিনি যেমন এই জগতের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছেন, তেমনি বিশ্বের বাহিরেও আছেন। তিনি একাধারে বিশ্বানুগ এবং বিশ্বাতিগ।

অজ্ঞানীর কাছে তিনি দূরে, তিনি অজানা, তমসাবৃত। জ্ঞানীর কাছে তিনি অন্তরে—তিনি নিজেকেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে বুঝিতে পারেন। অ-সাধকের কাছে তিনি কঠিন, তিনি দুর্গম ; আবার ভক্ত সাধকের কাছে তিনি সহজ, তিনি অন্তরতম।

৬. যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬

অন্বয়ঃ যঃ তু (কিন্তু যিনি) আত্মনি এব (স্বীয় আত্মাতেই) সর্বাণি ভূতানি এব অনুপশ্যতি (সর্বভূতকে দর্শন করেন), সর্বভূতেষু চ (এবং সর্বভূতে) আত্মানম্ [অনুপশ্যতি] (নিজ আত্মাকে দর্শন করেন) ততঃ (সেই দর্শন হেতু) [সঃ] ন বিজুগুপ্সতে (তিনি আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না)।

সরলার্থঃ যিনি ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত ভূতকে নিজের আত্মাতেই দর্শন করেন অর্থাৎ আত্মার অতিরিক্ত বা আত্মা হইতে পৃথক দেখেন না, এবং সমস্ত ভূতের মধ্যে নিজের আত্মাকেই দর্শন করেন, তিনি এই প্রকার দর্শনের পর আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না, অথবা (কাহারও নিকট হইতে আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না।)

ব্যাখ্যাঃ জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের আত্মাকেই সর্বাত্মারূপে উপলব্ধি করেন। তিনি দেখেন বিশ্বের সব কিছু তাঁহারই অন্তরে রহিয়াছে, বাহিরে কিছু নাই। তিনি আরও দেখেন যে, তাঁহার আত্মাই বিশ্বাত্মারূপে জগতের সর্বভূতে অনুস্যূত, সকলের

অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত। কাজেই তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, কাহারও নিকট হইতে তিনি সরিয়া থাকেন না।

মন্তব্যঃ 'যঃ' শব্দ দ্বারা ভাষ্যকার শংকরাচার্য মুক্তিকামী সন্ন্যাসী বুঝিয়াছেন। কিন্তু যে কোন সাধক, যে কোন আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই এই মন্ত্রটি সমগ্রভাবে প্রযোজ্য। আর 'বিজুগুপ্সা' শব্দের দুইটি অর্থ—'ঘৃণা' এবং 'আপনাকে গোপন রাখার ইচ্ছা'। এই উভয় অর্থেই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা হইতে পারে। ভেদবুদ্ধি হইতে ঘৃণা, বিদ্বেষ, সঙ্কোচ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। যিনি সাধক তাঁহার কাছে আত্ম-পর ভেদ থাকে না, নিন্দাস্তুতিকে তিনি সমজ্ঞান করেন। জগতের সকল জীবই তাঁহার নিকট সমানভাবে প্রিয়। তাই তিনি কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন না বা কাহারও নিকট হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখার চেষ্টা করেন না।

সর্বাণি ভূতানি এব অনুপশ্যতি—অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত বস্তুকেই স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত দেখেন, কোন বস্তুকেই আত্মার অতিরিক্ত বা পৃথক কিছু দেখেন না (শ)॥ সর্বভূতেষু চ আত্মানম্—'অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত ভূতেরও আমিই আত্মা' ঃ এইরূপে সর্বভূতে নির্বিশেষ আত্মভাব দর্শন করেন (শ) ; স্বীয় আত্মাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তৎপর তৎস্বরূপ জানিয়া সেই অনুসারে উভয়কে এক বলিয়া জানেন (উ)॥ ততঃ ন বিজুগুপ্সতে—তদ্রূপ দর্শন হেতু তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। ইহা কোন বিধিবাক্য নহে, ইহাই মুক্ত পুরুষের স্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখ মাত্র। সাধারণতঃ কাহাকেও নিজ হইতে পৃথক এবং দোষযুক্ত দেখিলেই তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মে। কিন্তু যিনি নিজের আত্মাকে সর্বদা বিশুদ্ধ দর্শন করেন এবং আত্মা হইতে পৃথক কোন বস্তু দর্শন করেন না, তাঁহার কোন বস্তুতেই ঘৃণা হইতে পারে না (শ)।

৭. যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ যস্মিন্ (যে কালে বা যাহাতে) আত্মা এব (আত্মাই) সর্বাণি ভূতানি অভূৎ (সমস্ত ভূত হইয়াছে), তত্র (সেই কালে বা তাহাতে) বিজানতঃ (এই প্রকার জ্ঞানবানের) একত্বম্ অনুপশ্যতঃ (সর্বত্র একত্ব-দর্শনকারীর) কঃ মোহঃ (মোহ কি) কঃ শোকঃ (শোক কি)।

সরলার্থঃ যিনি এই প্রকার জানিয়াছেন যে, তাঁহার আত্মাই এই সমস্ত হইয়াছে এবং যিনি সর্বত্র একই আত্মাকে দর্শন করেন, সেই জ্ঞানী পুরুষের শোক বা মোহ হইবে কোথা হইতে ? অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার শোক বা মোহ হইতে পারে না।

ব্যাখ্যাঃ সর্বভূতে এক আত্মা এবং এক আত্মায় সর্বভূত—এরূপ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। জ্ঞানের সঙ্গে চাই সাধনা ও সাধনালব্ধ অনুভূতি। দ্রষ্টা যাহা দেখিতে পায় তাহাই তাহাকে হইতে হইবে। সমগ্র জীবনকে এমনভাবে চালিত করিতে হইবে যেন বুদ্ধিদ্বারা আমরা যাহা উপলব্ধি করি এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাহা দেখিতে পাই তাহা যেন সত্তার অংশে প্রতিভাত হয়।

জীবাত্মা যখন একত্বের দৃষ্টিদ্বারা ভূমার মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করে এবং সত্যের উপলব্ধি দ্বারা বস্তুসমূহের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধের জ্ঞানলাভপূর্বক নিজের চিন্তা, ভাব ও অনুভূতিসমূহকে তদনুসারে নিয়মিত করিতে পারে, তখনই সে দিব্যচৈতন্যের অধিকারী হয়। চৈতন্যলাভ করিলে সে উপলব্ধি করে যে এক

চিরন্তন স্বয়ম্ভূ আত্মা এই জগৎ-প্রপঞ্চে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছেন, এক আত্মাই সমস্ত হইয়াছেন—'সর্বাণি ভূতানি আত্মৈব অভূৎ'।

আমাদের মানবীয় অহং-জ্ঞানময় দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাই ভগবানের দৃষ্টি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা মনে করি যে, এই বিশ্বে বহু বিভিন্ন জীব বাস করে; ইহাদের সকলে স্বতন্ত্র এবং পরস্পর হইতে পৃথক। প্রত্যেকেই জগতের এবং অপরের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিতে সচেষ্ট। ভগবান কিন্তু বিশ্বকে এইভাবে দেখেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র সত্তা, তিনি যে অসংখ্য বস্তুতে বাস করেন তাহারাও তিনিই। তিনি সকলকে ধারণ করেন, সকলকে সমভাবে সাহায্য করেন। তিনিই অনাদি কাল হইতে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে এই সৃষ্টিকে ক্রমবিকাশের পথে, একটি ভাগবতী সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইতেছেন। এই সিদ্ধির শেষ সোপান 'সচ্চিদানন্দ' বা 'অমৃত'। আত্মা ঈশ্বররূপে সমস্ত সৃষ্টিতে বাস করিতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিগত আত্মাকে মানবীয় সীমাবদ্ধ দৃষ্টি পরিবর্তন করিয়া পূর্ণ সার্বভৌম ভাগবত দৃষ্টি লাভ করিতে হইবে এবং সেই উপলব্ধির মধ্যে বাস করিতে হইবে। জীবনকে উপলব্ধি করিতে হইবে—তিনিই আমি। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়াই জীবচৈতন্য নিজেকে বিশ্বের মধ্যে বিস্তার করিতে পারিবে এবং জগতে বহুর সঙ্গে নিজের একাত্মা অনুভব করিতে পারিবে।

ইহাই ঈশোপনিষদের আদেশ—বিদ্যা ও অবিদ্যার, এক ও বহুর একত্র মিলন—এই সংসারে বাস করিয়াও মৃত্যুকে অমৃতে পরিণত করা।[১] কিন্তু কেবল বুদ্ধি-দ্বারা ইহা হয় না। মানুষের পরিপূর্ণ সত্তা দিয়া ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। এইরূপ উপলব্ধি হইতেই আমাদের হৃদয় সকলের প্রতি প্রেমে ও আনন্দে পূর্ণ হইবে। তখন আমরা বুঝিতে পারিব সর্বত্র একই ঈশ্বর, একই আত্মা বিরাজিত। আপন-পর ভেদ তখন লোপ পাইবে। 'আমিই এই সকল' এবং 'এই সকলই আমি'—এইরূপ অনুভবের তখন উপলব্ধি হইবে। এই উপলব্ধিই পরম আনন্দের অবস্থা। এই অবস্থায় আর কোন শোক-দুঃখ, কোন মোহ, কোন বিতৃষ্ণা থাকিবে না।

সৃষ্টির অন্তরালে স্থিত পরম পুরুষকে উপলব্ধি করিলে জগতের উপর কোনও আসক্তি থাকিবে না। মানুষ তখন জগতের কোন পদার্থকেই নির্বিশেষে মূল্য দিবে না। কোন জিনিসেরই নিজস্ব কোন মূল্য নাই, কোন জিনিসই শুধু উহার জন্যই প্রার্থনীয় নয়। জগতের বিষয়সমূহের একমাত্র মূল্য যে উহারা আত্মার বা ঈশ্বরের বিকাশ।[২] এই প্রকার দৃষ্টি লাভ করিলে মানুষের চিত্ত হইতে বাসনা ও মোহ দূরীভূত হয়, মোহের স্থানে জ্ঞানের উদয় হয়; সার্বভৌম অধিকারের যে পরম আনন্দ তাহাই মোহের স্থান অধিকার করে। এই অবস্থাতে সচ্চিদানন্দের দর্শন সম্ভব হয়। সকল বস্তুর মধ্যেই সেই পরম আনন্দময় সত্তা প্রকাশমান। এই আনন্দময় সত্তার দর্শন হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জগতের দুঃখের রূপ ধরিয়া যাহারা আসে তাহারা দুঃখময় নয়। দুঃখ ও বেদনার অন্তরালে আছে আনন্দের প্রস্রবণ। এই আনন্দের ধারায় নিজেকে ডুবাইয়া দিতে হইবে। সচ্চিদানন্দের দর্শন লাভ হইলে দুঃখ আর দুঃখ থাকে না। তখন উপলব্ধি হয় জগৎ সত্যই মধুময়।

---

[১] দ্রষ্টব্য ঃ কঠ, ২।৩।১৪ শ্লোক ॥ [২] ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ॥ বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫ মন্ত্র।

মন্তব্য ঃ সর্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ—পূর্বোক্ত ভূতনিচয় পরমার্থ দর্শনের ফলে আত্মস্বরূপ সম্পন্ন হইয়া যায় (শ)॥ কঃ শোকঃ কঃ মোহঃ—অজ্ঞান হইতে কামনা, কামনা হইতে দুঃখ ঃ এই তত্ত্ব যিনি জানেন না তিনিই দুঃখ পান। জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ অবিদ্যাজনিত শোক বা মোহ থাকে না। যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন তাঁহার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়; কাজেই শোক, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি মূল কারণ দূরীভূত হয় (শ)।

৮. স পর্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮

অন্বয় ঃ সঃ পর্যগাৎ (সেই পরমাত্মাই সর্বত্র গিয়াছেন), [সঃ] (তিনিই) শুক্রম্ (জ্যোতিষ্মান্), অকায়ম্ (শরীরহীন), অব্রণম্ (ক্ষতহীন), অস্নাবিরম্ (স্নায়ুহীন), শুদ্ধম্ (পবিত্র), অপাপবিদ্ধম্ (পাপদ্বারা অবিদ্ধ), কবিঃ (দ্রষ্টা), মনীষী (মনের নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ), পরিভূঃ (সর্বোপরি বিদ্যমান), স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়ংস্থিত); [সঃ] (তিনি) শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (নিত্যকাল ব্যাপিয়া) অর্থান্ (বিষয়সকল) যাথাতথ্যতঃ ব্যদধাৎ (লোকের যথাযথ কর্মফল ও সাধনা অনুযায়ী বিধান করিয়াছেন)।

সরলার্থ ঃ তিনি সর্বত্র গিয়াছেন, তিনি জ্যোতির্ময়, অশরীরী, ক্ষতরহিত, স্নায়ু-হীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বোপরি বিদ্যমান এবং স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকাল ব্যাপিয়া লোকের যথাযথ কর্মফল ও সাধনা অনুসারে বিষয়সমূহের বিধান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী মন্ত্রসমূহে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে এখানে তাঁহারই স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই আত্মা শুক্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও জ্যোতির্ময় এবং চৈতন্য-স্বরূপ। চৈতন্য সব কিছু প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞানময়, আলোময়। তাই ব্রহ্ম বা আত্মার প্রসঙ্গ উঠিলেই শ্রুতি তাঁহাকে জ্যোতির্ময়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আত্মা অ-কায় অর্থাৎ ইঁহার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনরকম শরীরই নাই; তাই স্বভাবতঃ তিনি অ-ব্রণ বা ক্ষতরহিত ও শিরাশূন্য। যখন তাঁহার শরীর নাই তখন ব্রণ বা শিরার কথাই উঠিতে পারে না। তবুও এ কথা বলার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই যে শারীরিক ক্ষমতাবলে আমরা যেরূপ কার্য সম্পাদন করি তিনি সেভাবে করেন না। স্নায়ুর শক্তিতেই সাধারণ মানুষ কাজ করে। আত্মা বা ব্রহ্ম কোন শক্তি প্রয়োগ করেন না। ব্রহ্মের 'মাতরিশ্বা' বা সৃজনশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত; ইনি নিজের গতিতে, সহজ ছন্দে সৃষ্টির প্রবাহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। অপাপবিদ্ধ—পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে তিনি বিরাজ করেন। তিনি কবি—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানদর্শী। তিনি মনীষী, মনেরও প্রভু। তিনি পরিভূ—সকলের উপরে বিরাজমান। তিনি সকলের যথাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেন; তিনি সকলকে কর্মফল যথাযথভাবে দান করেন। মোক্ষলাভের জন্য যাহার যাহা উপযুক্ত তাহাকে তাহাই দান করেন।

মন্তব্য ঃ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মন্তব্যাবলী উধৃত হইল।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঃ

সঃ পর্যগাৎ—তিনি সর্বত্র গিয়াছেন। প্রথম মন্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা বলা

হইয়াছে, তিনিই সর্বত্র গমন করিয়াছেন অর্থাৎ বিশ্বরূপে আপনার বিস্তার সাধন করিয়াছেন ; এই আত্মবিস্তারে পরমেশ্বরের দুইটি ভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। একটি তাঁহার শুদ্ধ, অনন্ত, নির্বিশেষ, অচল, অবিকারী ভাব ; অপরটি এই সৃষ্টিতে ব্যক্ত, দেশকালাবচ্ছিন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চ—যাহা কার্যকারণ-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়া ক্রিয়াশীল হইয়াছে।

পরমেশ্বরের অখণ্ড অবিকারী ভাব প্রকাশের নিমিত্ত উপনিষদে কয়েকটি ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে—উজ্জ্বল, অশরীরী, ক্ষতহীন, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। আবার নির্বিশেষেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ও তন্মধ্যস্থ প্রত্যেক বস্তুর কারণ, আধার ও অধিকারী প্রভু—এই ভাবটি প্রকাশের নিমিত্ত উপনিষদ চারিটি পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা ঃ কবি, মনীষী, পরিভূ ও স্বয়ম্ভূ।

পরিভূঃ—যিনি সর্বত্র সমস্ত হইয়াছেন, তিনিই পরিভূ। এক ব্রহ্মই সর্বত্র সমস্তরূপে আপনার বিস্তারসাধন করিয়াছেন, তিনিই সমস্ত হইয়াছেন। এইজন্য বলা হইয়াছে তিনি পরিভূ, তিনি বিরাট। স্বয়ম্ভূঃ—যিনি সমস্ত হইয়াছেন তিনি আপনা আপনি বর্তমান। তিনি সমস্তের কারণ, কিন্তু তাঁহার কোন কারণ নাই।

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে উহার ভবনের নিয়ম অনাদিকাল হইতে নিয়ত বর্তমানরূপে নিহিত আছে। কাজেই সমগ্র বস্তুজগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধে উহাদের অন্তঃস্থ অধিবাসী স্বয়ম্ভূ কর্তৃকই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। পরমেশ্বর এক এবং সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। প্রত্যেক বস্তুর যে অন্তঃস্থ সত্য তাহা সেই ঈশ্বরেরই আত্মদর্শন, প্রত্যেক বস্তু সেই ঈশ্বরেরই আত্মভবন। কাজেই বস্তুসমূহের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে যেরূপ হওয়া উচিত, সেই-রূপই তাহারা হইয়া থাকে। আপাতদৃশ্যমান ব্যক্তিগত পার্থক্য এবং বিরোধসমূহ সমগ্রের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। এই বিশ্ব যদি কেবল কতকগুলি ব্যক্তিগত রূপ ও শক্তিপুঞ্জ হইত, প্রত্যেক রূপ ও শক্তি যদি উহার সত্তায় সেই স্বয়ম্ভূ সমগ্র না হইত এবং সমগ্র দ্বারা ধৃত না হইত তাহা হইলে বস্তু-সমূহের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ জন্মিয়া সৃষ্টিকে সঙ্গতিহীন, সামঞ্জস্যহীন কতকগুলি এলোমেলো বস্তুপুঞ্জে পরিণত করিত।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ঃ

তিনি দীপ্তিমান—'তাঁহারই দীপ্তিতে এই সকল দীপ্তিমান' এই জন্য দীপ্তিমান। শরীররহিত—'এই সকলই ব্রহ্ম', একথা বলাতে মনে হয় তিনি যখন সর্বস্বরূপ তখন দৃশ্যমান শরীরসমুদয় তাঁহারই শরীর। শরীরে অবস্থিত তিনি শরীর নহেন—ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন ঃ তিনি শরীররহিত।

ক্ষতরহিত—অপূর্ণতাশূন্য। স্নায়ুরহিত—'শরীররহিত' একথা বলাতেই স্নায়ুরহিত একথাও আসিতেছে, অথচ স্নায়ুরহিত বিশেষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন তাঁহার শরীর নাই, তেমনি স্নায়ুর জন্য যে সুখদুঃখাদি বোধ জন্মায় তাহাও তাঁহার নাই ; তিনি সুখ-দুঃখবোধের অতীত।

অর্থসকল বিধান করিতেছেন—এস্থলে পরব্রহ্মে যে সকল বিশেষণ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহাদ্বারা তাঁহাতে যে অণুমাত্র বৈষম্য নাই তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। যদি তিনি আমাদের ন্যায় শরীরী হইতেন, অপূর্ণ হইতেন, অল্পজ্ঞান হইতেন, সর্বোপরি বিদ্যমান না থাকিতেন, পরাপেক্ষী হইতেন, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ না হইতেন তাহা

হইলে তাঁহার জীববৎ পক্ষপাতদোষ সম্ভবপর ছিল। নিত্যকাল ব্যাপিয়া মানুষকে তার সাধনার জন্য ক্রমে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকে তিনি তাহাই দেন। এ বিষয়ে তিনি বৈষম্যরহিত, সর্বনিরপেক্ষ। তিনি যাহা দেন তাহাতে জীব অজ্ঞানতাবশত সন্তুষ্ট না থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণ অনুধ্যান করে এবং তাঁহার স্বরূপ অবগত হয় সে আপনার অল্পজ্ঞত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহা ব্রহ্ম বিধান করেন, তাহাই তাহার পক্ষে প্রয়োজন ইহা জানিয়া সন্তুষ্টমনা থাকে।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য ঃ

স পর্যগাৎ—পূর্বোক্ত আত্মাই সর্বত্র গিয়াছেন অর্থাৎ তিনি আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী। অকায়ম্—শরীরহীন, লিঙ্গশরীর বর্জিত। অব্রণম্ অস্নাবিরম্—অক্ষত ও শিরাবিহীন। এই শব্দ দুইটি দ্বারা স্থূলশরীর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—নিত্যকালস্থায়ী সমা অর্থাৎ বৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে। যাথাতথ্যতো ব্যদধাৎ—সর্বজ্ঞতা হেতু তিনি যাহার যাহা প্রাপ্য, যাহার যাহা কর্মফল তাহাই দান করেন।

৯. অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ যে অবিদ্যাম্ উপাসতে (যাহারা অবিদ্যার অর্থাৎ কর্মের উপাসনা করে) [তে] অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি (তাহারা আত্মদর্শন প্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে), যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ [কর্মপরিত্যাগ করিয়া] (যাহারা কেবল বিদ্যাতে রত) তে ততঃ ভূয়ঃ ইব তমঃ [প্রবিশন্তি] (তাহারা তাহা হইতেও যেন অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে)।

সরলার্থ ঃ যাহারা অবিদ্যার অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্মের উপাসনা করে তাহারা অদর্শনাত্মক অজ্ঞান অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা বিদ্যাতে অর্থাৎ দেবতার উপাসনায় রত তাহারা উহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে, যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যাহারা বিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। কথাটি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। অবিদ্যার উপাসনা দোষাবহ হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যার উপাসনা অধিকতর দোষাবহ হইবে কেন ? ইহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে মনে রাখা দরকার 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' শব্দ দুইটি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অবিদ্যা'র অর্থ জ্ঞানরহিত কর্ম, আর 'বিদ্যা'র অর্থ কর্মরহিত শুদ্ধই দেবতার উপাসনা। দেবতার অর্থ এখানে পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম নহেন ; দেবতা বলিতে ঈশ্বর অপেক্ষা ন্যূন বিভিন্ন কর্মের ফলদাতা দেবতা বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানরহিত যে কর্ম শুধু কামনা-বাসনা তৃপ্তির জন্যই করা হয়, তাহার ফলে দুঃখশোক আসিতে বাধ্য। কামনা-তাড়িত হইয়া অন্ধের মত যাহারা জ্ঞানরহিত সকাম কর্মে নিমজ্জিত হয় তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আত্মজ্ঞান তাহদের কাছে সুদূর-পরাহত। আবার যাহারা কর্মত্যাগ করিয়া শুধুই বিভিন্ন দেবতার উপাসনায় রত হয়, তাহারা ততোধিক অন্ধ। জীবনধারণের জন্য কর্ম করিতেই হইবে। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ'—কর্ম

করিয়াই জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করিবে। এখানে কর্ম অর্থ নিষ্কাম কর্ম। শাস্ত্র বলেন—বিভিন্ন দেবতার উপাসনা ও কর্ম একই সঙ্গে করিতে হয়। শুধুই কর্ম বা শুধুই দেবতার উপাসনা বিধিসম্মত নয়। তবে এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল দেবতা-উপাসনা কর্মের সহিত অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত আছে তাহাতে কখনই আত্মজ্ঞান হইতে পারে না।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা বা বিদ্যার উপাসনায় দেবলোক প্রাপ্তি হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞানের ফল মোক্ষপ্রাপ্তি। দেবলোক প্রাপ্তির জন্য যে উপাসনা তাহাই এখানে 'বিদ্যা' নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার বিদ্যা উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম অবশ্যই করিতে হইবে। এখানে শুধুই কর্ম বা শুধুই দেবতার উপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে। যাহারা কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া শুধুই দেবতার উপাসনা করে তাহারা পাপে লিপ্ত হয় ও অধিকতর অন্ধকার-লোকে প্রবেশ করে। সহজ কথায়, মোক্ষলাভের জন্য দেবতার উপাসনা বা কর্ম কোনটিরই দরকার হয় না। অন্যথায় দেবতা-উপাসনা অর্থাৎ বিদ্যার উপাসনার সঙ্গে কর্ম করিতে হইবে।

মন্তব্য : 'বিদ্যা' শব্দ দ্বারা আচার্য শংকর 'দেবতাজ্ঞান' বুঝিয়াছেন, আর 'অবিদ্যা' শব্দ দ্বারা তিনি 'কর্ম' বুঝিয়াছেন।

১০. অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০

অন্বয় : বিদ্যয়া অন্যৎ এব [ফলং ভবতি] (বিদ্যাদ্বারা পৃথক ফল হয়) [ইতি পণ্ডিতাঃ] আহুঃ (এই কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন), অবিদ্যয়া অন্যৎ [ফলং ভবতি] (অবিদ্যা দ্বারা পৃথক ফল হয়) [ইতি পণ্ডিতাঃ] আহুঃ (একথাও পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন); যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে (যাঁহারা আমাদিগকে সেকথা বলিয়াছেন) ধীরাণাং (সেই পণ্ডিতগণের নিকট হইতে) ইতি শুশ্রুম (আমরা এইরূপ শুনিয়াছি)।

সরলার্থ : যে সকল বিদ্বান ব্যক্তি এই (বিদ্যা ও অবিদ্যার) বিষয় আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে বিদ্যার ফল পৃথক, অবিদ্যার ফলও পৃথক।

ব্যাখ্যা : বিদ্যা ও অবিদ্যাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি কেবল বিদ্যা বা কেবল অবিদ্যায় রত হওয়া যায় তবে তাহার কি ফল হয় তাহা নবম মন্ত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া উহাদের একত্র অনুসরণ করিলে উপরোক্ত মন্ত্রে প্রদত্ত ফল হইতে পৃথক ফল হয়। কি ফল হয় তাহা পরবর্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে।

১১. বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১১

অন্বয় : যঃ (যিনি) বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ (বিদ্যা ও অবিদ্যা) তৎ উভয়ং সহ বেদ (এই উভয়কে এক সঙ্গে জানেন), [সঃ] (তিনি) অবিদ্যয়া (অবিদ্যা দ্বারা) মৃত্যুং তীর্ত্বা (মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া) বিদ্যয়া (বিদ্যাদ্বারা) অমৃতম্ অশ্নুতে (অমৃতত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ : যিনি দেবতাজ্ঞান ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম উভয়কে একই ব্যক্তির একসঙ্গে অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি শাস্ত্রীয় কর্মের দ্বারা মৃত্যু (অজ্ঞানীর অবিশুদ্ধ কর্ম) অতিক্রম করিয়া দেবতাজ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব (অর্থাৎ দেবাত্মভাব) লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : (৯ম-১১শ মন্ত্র) সৃষ্টিতে ঈশ্বরের যে প্রকাশ তাহার দুইটি দিক—বিদ্যা (একত্বের জ্ঞান) ও অবিদ্যা (বহুত্বের জ্ঞান)। ইহারা অনাদি পরমপুরুষের আত্মজ্ঞানের দুইটি বিভিন্ন দিক। একত্বই চিরন্তন মৌলিক সত্য, একত্বের জ্ঞান ব্যতীত বহুত্বের জ্ঞান অবাস্তব একটা ভ্রমমাত্র ; এই কারণে একত্বের জ্ঞানকে বলা হয় বিদ্যা। বহুত্ব একত্বেরই লীলা—বহুরূপে একেরই আত্মপ্রসারণ। বহুত্ব একত্বের মধ্যে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে নিহিত। এই বহুত্বকে বাদ দিলে একত্ব শূন্যগর্ভ, অসৎ। কিন্তু বহুত্বের জ্ঞানকে যদি উহার অন্তঃস্থিত মৌলিক একত্বের জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, বিভিন্ন জীব যদি বিভক্ত রূপ ও সীমাবদ্ধ কর্মের সহিত আপনাকে একীভূত করিয়া ফেলে তাহা হইলে সেই প্রকারের জ্ঞানই হয় ভ্রম ও মোহ। মানুষের মধ্যে বহুত্বের জ্ঞান এইপ্রকার রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কারণে এই বহুত্বের জ্ঞানকে বলা হয় অবিদ্যা।

এই জগতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল বিদ্যা বা কেবল অবিদ্যা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। যাহারা কেবল বহুত্বের জ্ঞানের মধ্যে বাস করে, একত্বের ধারণা করিতে পারে না, তাহারা অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা বহুর জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া বিচারহীন একত্বের জ্ঞানে রত হয় তাহারা তদপেক্ষাও গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

যদিও বহুত্ববিহীন একত্বের জ্ঞান একত্ববিহীন বহুত্বের জ্ঞান হইতে উচ্চস্তরের, তথাপি বলা হইয়াছে যে, প্রথমোক্ত জ্ঞান মানুষকে গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন করে। কারণ যদিও একত্ববিহীন বহুত্বের জ্ঞান জ্ঞানেরই একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা, তথাপি এই অবস্থা হইতে পুনর্গঠন সম্ভবপর, কিন্তু বহুত্ববিহীন একত্বের জ্ঞান একটা শূন্যের, একটা অসতের প্রতি আসক্তি। এই অবস্থা হইতে আত্মার বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন অসম্ভব। যদি অত্যন্ত আসক্তির সহিত কেবল বিদ্যা বা কেবল অবিদ্যার পথ অনুসরণ না করা হয় তবে প্রত্যেক পথদ্বারাই মানবাত্মার বিকাশের কতকটা সাহায্য হয় ; কিন্তু কোন পথই একক মানুষকে পূর্ণতা দান করিতে পারে না।

ব্রহ্ম তাঁহার সৃষ্টিতে বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে একসঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সৃষ্টিতে আত্মবিকাশের জন্য, সৃষ্টিকার্য সম্পাদন ও উহার উদ্দেশ্য সাধনার্থ উভয়েরই প্রয়োজন আছে। বিদ্যা অবিদ্যাকে ধারণ ও পোষণ করে বলিয়াই অবিদ্যা থাকিতে পারে, আবার আত্মার পক্ষে সেই মহান একত্বের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং তদভিমুখে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্ত বিদ্যা অবিদ্যার উপর নির্ভর করে। একটিকে ছাড়িয়া অপরটি তিষ্ঠিতে পারে না। কারণ একটি যদি লুপ্ত হয় তবে উভয়ই এমন অবস্থায় পৌঁছিবে যাহা বিদ্যাও নহে অবিদ্যাও নহে, যাহা সমস্ত প্রকাশের অতীত, যাহা কল্পনা করা যায় না, বাক্যদ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। অবিদ্যার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। বিদ্যা অবিদ্যাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।

'মৃত্যু' বলিতে এমন একটি ধ্বংসশীল অবস্থা বুঝায় যে অবস্থায় জীব সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল, সত্য-মিথ্যা, প্রেম-অপ্রেম, হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দ্বারা আবদ্ধ

হইয়া সসীম সঙ্কীর্ণ 'আমি' রূপে বার বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয় ; এই স্বল্পাধীন অবস্থাই মৃত্যু। অমৃতত্ব বলিতে শুধু ইহাই বুঝায় না যে দেহের ধ্বংসের পর আত্মা বিদ্যমান থাকিবে। আত্মা দেহপাতের পর সর্বদাই বিদ্যমান থাকে, কারণ দেহগ্রহণের পূর্বেও উহা বিদ্যমান ছিল। অমৃতত্ব বলিতে বুঝায় সেই চৈতন্য যাহা জন্ম-মৃত্যুর অতীত, অধীনতা ও সীমাবন্ধনের অতীত, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত, স্বাধীন আনন্দময় চৈতন্যে আত্মসংস্থ। অমৃতত্ব হইতেছে ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের পূর্ণজ্ঞান।

অবিদ্যা যদি মৃত্যুর কারণ হয়, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার উপায়ও অবিদ্যার মধ্যেই আছে। ব্যক্তিত্বের সীমাবন্ধন এজন্যই সৃষ্ট হইয়াছে যেন ব্যক্তি প্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্যে স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রকৃতিকে অধিকার, অতিক্রম ও উহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। কাজেই মানুষের প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ হইতেছে স্বীয় আমিত্বের সীমার মধ্যে জ্ঞানে, আনন্দে, শক্তিতে স্বীয় সত্তার বিস্তার সাধন—যেন সে এমন একটি বস্তুর ধারণা করিতে পারে যাহা এই সকলের মধ্য দিয়া জীবনে উত্তরোত্তর প্রকাশিত হয় এবং যাহা ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চারপূর্বক প্রকৃতির বিরোধসমূহকে পর্যুদস্ত করিয়া মানুষের মধ্যে অজ্ঞান, দুঃখ ও দুর্বলতাকে জ্ঞানে, আনন্দে ও শক্তিতে পরিবর্তিত করিতে পারে, এমন কি মৃত্যুকে প্রশস্ততর জীবনলাভের উপায়-স্বরূপ করিয়া তুলিতে পারে।

এই আত্মপ্রসারণ দ্বারা এমন একটা আদর্শের ধারণা নিজের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যাহা স্বীয় ব্যক্তিগত প্রকাশের অতীত। মানুষের স্বীয় আত্মার ধারণাকে এমনভাবে প্রসারিত করিতে হইবে যেন সে সকলকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সকলের মধ্যে দেখিতে পায়। তাহাকে দেখিতে হইবে যে এই 'আমি'—যাহা প্রকৃতপক্ষে সমস্তকে অন্তর্ভূত করিয়া ও সমস্তের অন্তর্ভূত হইয়া বর্তমান, সেই 'আমি' ব্যক্তি আমি নহে ; সেই 'আমি' এক সার্বভৌম বিশ্বব্যাপী আত্মা। নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র 'আমি'-কে সেই বিশ্বাত্মার অধীন করিতে হইবে, সেই বিশ্বাত্মাকে স্বীয় প্রকৃতিতে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তাহাকে সেই বিশ্বাত্মা হইতে হইবে। সেই বিশ্বাত্মাকেই তাহার আত্মভূত করিয়া উহার সমস্ত রূপ ও গতির মধ্যে ভোগ করিতে হইবে। তাহাকে দেখিতে হইবে যে, এই পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত একমাত্র সত্তা। এই বিশ্ব, ইহার সমস্ত রূপ, ক্রিয়া এবং সমস্ত জীবাত্মা সেই সত্তারই ভবন বা ভূতি। এই বিশ্ব সেই পরমাত্মার ভবন যিনি দেশ ও কালের মধ্যে দেহ, মন ও প্রাণের ক্রমবিকাশ দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যিনি সমস্ত ভূতির অতীত, দেশ ও কালের অতীত, দেহ-মন-প্রাণের অতীত।

এই প্রকারে বিদ্যা অবিদ্যার সহিত একীভূত হইয়া যায়। এক আত্মা সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশের কালে বহুত্বের সীমাবন্ধন ও বিভাগের মধ্যে প্রথমে যে মৃত্যু, দুঃখ, অজ্ঞান, দুর্বলতার সম্মুখীন হয়, অবিদ্যা দ্বারাই সেই সকল সে অতিক্রম করে এবং বিদ্যা দ্বারা এই প্রকাশের মধ্যেই সে অমৃতত্ব লাভ করে।

আচার্য শংকর এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ ঃ যেহেতু বিদ্যা ও কর্মের পৃথক অনুষ্ঠান দোষাবহ, অতএব যে লোক দেবতাচিন্তা ও বিহিত কর্ম উভয়ের একত্র অনুষ্ঠান করেন তিনি অবিদ্যারূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্মদ্বারা স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা অর্থাৎ দেবতার জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব (দেবত্বভাব) লাভ করেন।

কিন্তু আচার্যের এই ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। প্রথমতঃ ভাষ্যকার আগেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হয় না। এই কারণে তিনি 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' শব্দেরই মত 'মৃত্যু' ও 'অমৃত' শব্দ দুইটির সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'মৃত্যু' অর্থ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম এবং 'অমৃত' অর্থ দেবত্বভাব প্রাপ্তি। কিন্তু এই প্রকার সঙ্কীর্ণ অর্থ শ্রুতির অভিপ্রেত কিনা বিবেচ্য। দ্বিতীয়তঃ কর্ম ও দেবতার আরাধনা যদি একসঙ্গে অনুষ্ঠান করা যায় তবে কর্মদ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যাদ্বারা দেবলোক প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু উভয়ের একসঙ্গে প্রাপ্তি কখনও সম্ভবপর নহে। যদি বলা যায় প্রথমে পিতৃলোক পরে দেবলোক প্রাপ্তি হইবে তাহাও সম্ভব নয়। কারণ পিতৃলোক হইতে দেবলোকে যাওয়ার কোন পথ নাই। কর্মের ফল ভোগান্তে পিতৃলোক হইতে ফিরিয়া পুনরায় মনুষ্যলোকে আসিতে হইবে। তৃতীয়তঃ যদি অবিদ্যা অর্থ 'অজ্ঞানমূলক কর্ম' ধরা যায় তবে এই অজ্ঞানমূলক কর্মদ্বারা কি প্রকারে মৃত্যু (স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান) অতিক্রম করা যায় তাহাও দুর্বোধ্য।

১২. অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২

অন্বয় ঃ যে অসম্ভূতিম্ উপাসতে (যাহারা অসম্ভূতির উপাসনা করে) [তে] অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি (তাহারা দৃষ্টিহীন অন্ধকারে প্রবেশ করে), যে উ সম্ভূত্যাং রতাঃ (যাহারা কেবল সম্ভূতির উপাসনায় রত) তে (তাহারা) ততঃ ইব (তাহা হইতেও যেন) ভূয়ঃ তমঃ [প্রবিশন্তি] (অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে)।

সরলার্থ ঃ যাহারা অসম্ভূতি বা অব্যক্ত প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা দৃষ্টিহীন অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা কেবল সম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জাত হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আরও অধিক অন্ধকারময় দেশে গমন করে।

ব্যাখ্যা ঃ যেখানে দুইটি বস্তুর একসঙ্গে উপাসনা হইতে পারে সেখানে একটিকে ছাড়িয়া অন্যটির উপাসনা নিন্দনীয়। 'অসম্ভূতি' অর্থ যাহার সম্ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তি নাই। যাহা জগতের মূল কারণ তাহাকেই এখানে বুঝান হইয়াছে। ইহা অব্যাকৃত মূল প্রকৃতি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহাই সম্ভূতি। মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে জাত প্রথম যে সৃষ্টি তাঁহাকেই এখানে সম্ভূতি বলা হইয়াছে। ইহার অপর নাম সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানাত্মিকা, জীবের কাম-কর্মের বীজভূত অদর্শনাত্মিকা মূল প্রকৃতির পৃথকভাবে উপাসনা করে, সে তদনুরূপ অদর্শনাত্মক অন্ধকারময় লোকে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রকৃতি হইতে জাত হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্মের উপাসনা করে সে ব্যক্তি তদপেক্ষাও অধিকতর তমসাচ্ছন্ন লোকে গমন করে।

মন্তব্য ঃ অসম্ভূতিম্—যাহার উৎপত্তি আছে তাহার নাম সম্ভূতি, যাহার উৎপত্তি নাই তাহার নাম অসম্ভূতি। অসম্ভূতি অর্থ অব্যাকৃত [যাহা নামরূপে বিভক্ত হয় নাই] প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ, এই প্রকৃতিতেই জীবের কর্মের বীজ নিহিত আছে (শ) ; প্রকৃতি (উ)॥ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি—তাহারা তদনুরূপ অদর্শনাত্মক [অজ্ঞানাত্মক] অন্ধকারে প্রবেশ করে (শ)। সম্ভূত্যাং রতাঃ—প্রকৃতি হইতে জাত হিরণ্যগর্ভের (কার্যব্রহ্মের) নাম সম্ভূতি। এই হিরণ্যগর্ভের যাহারা উপাসনা করে (শ) ; ঐশ্বর্যে রত (উ)।

১৩. অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩

অন্বয় ঃ সম্ভবাৎ (সম্ভূতি হইতে) অন্যৎ এব [ফলং ভবতি] (এক প্রকার ফল হয়) [ইতি পণ্ডিতাঃ] আহুঃ (এ কথা পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন), অসম্ভবাৎ (অসম্ভূতি হইতে) অন্যৎ (অন্য প্রকার ফল হয়) [ইতি পণ্ডিতাঃ] আহুঃ (এ কথাও পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন), যে, (যাহারা) নঃ তৎ বিচচক্ষিরে (আমাদিগকে ইহা বলিয়াছেন) [তেষাম্] ধীরাণাম্ (সেই ধীমানদিগের নিকট) ইতি শুশ্রুম (আমরা এইরূপ শুনিয়াছি)।

সরলার্থ ঃ পণ্ডিতেরা সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনার পৃথক পৃথক ফল বলিয়াছেন। যে সকল ধীমান ব্যক্তি আমাদিগকে এই বিষয়ে বলিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইহা শুনিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ আচার্য শংকর ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ ঃ

পূর্ব শ্লোকে অব্যাকৃত প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভাদি কার্যব্রহ্মের পৃথক উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখন উভয় প্রকার উপাসনার সমুচ্চয় হইলে প্রত্যেকটি হইতে কি ফল হয় তাহাই বলা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল পৃথক—ইহা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভ হয়। আর অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনায় ফল হয় পূর্বোক্ত অন্ধ-তমে (অজ্ঞানান্ধকারে) প্রবেশ। ইহার আরও একটি ফল আছে—পৌরাণিকদের মতে প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্তি হয়।

মন্তব্য ঃ সম্ভবাৎ অন্যৎ—কার্যব্রহ্মের বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিরূপ যে ফল লাভ হয় তাহা পৃথক (শ); ঐশ্বর্য হইতে (উ)। অসম্ভবাৎ অন্যৎ—অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনায় যে ফল লাভ হয় তাহা পৃথক।

১৪. সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) সম্ভূতিং চ বিনাশং চ (সম্ভূতি এবং বিনাশ) তৎ উভয়ং সহ বেদ (সেই উভয়কে একযোগে জানেন); [সঃ] (তিনি) বিনাশেন (বিনাশ দ্বারা) মৃত্যুং তীর্ত্বা (মৃত্যু অতিক্রম করিয়া) সম্ভূত্যা অমৃতম্ অশ্নুতে (সম্ভূতি দ্বারা অমৃত লাভ করেন)।

সরলার্থ ঃ যিনি অসম্ভূতি (মূল প্রকৃতি) এবং বিনাশ (হিরণ্যগর্ভাদি) উভয়কে একযোগে জানেন, তিনি বিনাশ দ্বারা (হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা দ্বারা) মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতি দ্বারা (মূল প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা) অমৃত (প্রকৃতিতে লয়রূপ অমৃত) লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ আচার্য শংকর এই মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা 'সরলার্থ' প্রকরণে দেওয়া হইল। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বলেন ঃ

ভগবান ও তাঁহার প্রকৃতি, এই উভয়কে পৃথক জ্ঞান করিয়া প্রকৃতির বশবর্তী হইলে অন্ধতা উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কোন ঐশ্বর্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় লোকে তাহারই অনুসরণ করে, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্যলোভে লুব্ধ ব্যক্তির তদপেক্ষা অধিকতর অন্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে। (৯ম মন্ত্র)। অজ্ঞানতাবশতঃ লোকে প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া

লয়। প্রকৃতি যে ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন—একথা একেবারে বিস্মৃত হয়। এই বিস্মৃতিবশতঃ ঈশ্বরসহ অভিন্ন প্রকৃতি যে নিয়ত তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব অভিব্যক্ত করিতেছেন তাহাও তাহারা ভুলিয়া যায়। 'হে সূর্য, তুমি হিরন্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম। আমার দর্শনের নিমিত্ত সে সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহায়তায় আবরণ উন্মোচনপূর্বক ভগবৎশক্তি প্রকৃতি ও ভগবান—এই উভয়ের মধ্যে ভেদ অপসারিত করিয়া দিলে, প্রকৃতি আর অজ্ঞানতায় বন্ধ করিবার কারণ থাকেন না, তিনিই অমৃতলাভের হেতু হন। ঐশ্বর্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ঐশ্বর্য যখন ভগবদৈশ্বর্য বলিয়া প্রতীত হয় তখন ঐশ্বর্যের সঙ্গে লোক যে পাপ-বাসনা অনুস্যূত করিয়া লয় তাহা আর থাকিতে পারে না। (বেদান্ত-সমন্বয়)

এই মন্ত্র ও তৎসহ পূর্ববর্তী দুটি মন্ত্রের (১২-১৪শ মন্ত্র) শ্রীঅরবিন্দের ভাবসমন্বিত ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

প্রকৃতির বাহিরে আত্মার ভূতি বা চলন হয় না। আত্মা অপরিবর্তনীয় ও সনাতন। প্রকৃতির মধ্যে আত্মার চলন হয়—আত্মা বিভিন্ন নামরূপে ও বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশিত হয়। কালের পর্যায়ে বিবিধ নামরূপ গ্রহণই প্রকৃতিতে আত্মার ভবন বা জন্ম। আত্মার দুইটি অবস্থা—একটি সর্বগত, অপরটি সর্বাতীত; একটি প্রকৃতিতে গতিশীল, অপরটি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আত্মার এই দুইটি অবস্থা আছে বলিয়াই মানবীয় চেতন সত্তার দুইটি ভাব দৃষ্ট হয়। একটি জন্ম বা 'সম্ভূতি', অপরটি অজন্ম বা 'অসম্ভূতি'। মানুষ জন্মের বিক্ষুব্ধ অবস্থা হইতেই যাত্রা করে এবং ক্রমে সে এই গতি হইতে মুক্ত হইয়া চেতন সত্তার যে নিষ্ক্রিয় শান্ত অবস্থা তাহাতেই পৌঁছায়—ইহাই অসম্ভূতি। প্রকৃতিতে জন্মের গ্রন্থি হইতেছে অহংজ্ঞান। এই অহংজ্ঞান বিনষ্ট হইলে মানুষ অসম্ভূতির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কারণে অসম্ভূতিকে বলা হইয়াছে 'বিনাশ'।

সম্ভূতি ও অসম্ভূতি স্বরূপতঃ মানুষের দৈহিক অবস্থা নহে। ইহারা আত্মিক অবস্থা। কোন লোক অহংজ্ঞানের গ্রন্থি ছেদন করিয়াও জড়দেহে বিরাজ করিতে পারে। কিন্তু সে যদি অহংজ্ঞানের বিনাশের উপর চিত্তকে সমাহিত করিতে পারে তবে আর তাহার জড়দেহে জন্ম হয় না। প্রকৃতির যে প্রেরণায় বর্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে তাহা নিঃশেষিত হইলে সে মুক্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সম্ভূতিতেই আসক্ত হয় তবে তাহার অহং-সত্তা সর্বদাই আপনাকে নূতন নূতন দৈহিক ও মানসিক রূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে।

সম্ভূতি বা অসম্ভূতি কোন অবস্থাতেই আসক্ত হওয়া আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট পথ নহে। কারণ সর্বপ্রকার আসক্তিই অবিদ্যা হইতে জাত এবং সত্যের বিপর্যয়। ইহার পরিণতি অজ্ঞান ও অন্ধতমসরূপ অবস্থা। একমাত্র অসম্ভূতির উপর আসক্তি আমাদিগকে নির্বিশেষে প্রকৃতি অথবা নাস্তি-শূন্যে বিলীন করে। এই উভয়ই অন্ধ-তমসের অবস্থা। কারণ শূন্য বা নাস্তিত্বের প্রতি আসক্তির মধ্যে জন্মের অবস্থাকে অতিক্রম করিবার কোন চেষ্টা নাই, আছে উহাকে বিনাশের চেষ্টা; সসীম সত্তা হইতে অসীমে প্রবেশের কোন চেষ্টা নাই, আছে সত্তা হইতে সত্তাহীনতায় প্রবেশের চেষ্টা। অস্তিত্বের বিপরীত অবস্থা কেবল নাস্তিত্বের অন্ধকার—ইহাও একপ্রকার অজ্ঞানের অবস্থা; অজ্ঞান হইতে মুক্তির অবস্থা নহে।

পক্ষান্তরে এই দেহে সম্ভূতি বা জন্মের অবস্থার উপর আসক্তির অর্থ আত্মাকে ক্রমাগত সীমাবদ্ধ করা এবং আমিত্ব-বোধের নিম্ন হইতে নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ। এই অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থা অথবা মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কোন কোন দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহা পূর্বোক্ত অজ্ঞানান্ধকার হইতে গভীর, কারণ এই অবস্থায় মুক্তির যে প্রেরণা তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সত্যকে ধরিতে যাইয়া ভ্রমের পথে যাত্রা নহে, অজ্ঞানান্ধকারের অবস্থাতেই চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট থাকা। ইহাতে আর কোন উচ্চতর অবস্থা লাভের সম্ভাবনাও থাকে না। কারণ এই অবস্থায় পুরুষ স্বপ্নেও কোন উচ্চতর অবস্থার কল্পনা করে না।

সম্ভূতি বা অসম্ভূতির প্রতি যে প্রেরণা তাহা যদি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে প্রত্যেকেই নিজস্ব ফল প্রদান ও হিতসাধন করে। অসম্ভূতিকে যদি সম্ভূতির লক্ষ্য বা গম্যস্থান এবং তাহা অপেক্ষা একটি উচ্চতর, সম্পূর্ণতর অবস্থারূপে গ্রহণ ও অনুসরণ করা হয়, তবে উহাদ্বারা আমরা সর্বাতীত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে অথবা অসতের শুদ্ধ, মুক্ত স্বাধীনতাতে স্থিতি লাভ করিতে পারি। সম্ভূতিকে যদি উন্নতি ও আত্মপ্রসারণের উপায়রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে তাহাদ্বারা মহত্তর পূর্ণতর জীবনলাভের সাহায্য হয় এবং উহাই ক্রমে চরম লক্ষ্যসাধনের সোপান হইয়া উঠে। পূর্বে যে দুই প্রকার পরিণতির কথা বলা হইয়াছে উহার কোনটিই স্বয়ং-পূর্ণাঙ্গ অথবা মানুষের পরম কাম্য নহে। ইহাদের একটি অপরটি দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই মানুষের প্রকৃত ও পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হয়।

ব্রহ্ম একদিকে বিদ্যা, অপরদিকে অবিদ্যা; একদিকে সম্ভূতি, অপরদিকে অসম্ভূতি। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত দিব্যজীবন লাভ করিতে হইলে আত্মাকে জন্মহীন মৃত্যুহীনরূপে উপলব্ধি করিয়া অনন্ত সর্বাতীত সত্তার মধ্যে জন্মমৃত্যুর দ্বন্দ্বাতীত যে সাম্যাবস্থা তাহাই লাভ করিতে হইবে। একটি অপরটির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অক্ষর ব্রহ্মের যে শুদ্ধ একত্ব তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারিলেই এই চলমান প্রকৃতির স্রোতে ডুবিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে না। এই প্রকারে মুক্ত হইয়া মানুষ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় যাঁহার নিকট সম্ভূতি ও অসম্ভূতি তাঁহার সত্তার বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। তখন সাধক প্রকৃতির মোহ দ্বারা আবদ্ধ না হইয়া প্রকৃতির মধ্যেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন। জন্মের আর তখন প্রয়োজন থাকে না, কারণ উঁহার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সম্ভূতি বা জন্মের যে স্বাধীনতা তাহা বর্তমান থাকে। কারণ পরমপুরুষে তাঁহার চিরন্তন সত্তার স্বাধীনতা এবং সম্ভূতির স্বাধীনতা উভয়ই তিনি একসঙ্গে এবং সমভাবে ভোগ করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে আমিত্বেরও জন্মের প্রতি আসক্তির বিনাশদ্বারা আত্মা মৃত্যুকে অতিক্রম করে এবং সর্ববিধ দ্বন্দ্বের সীমাবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই প্রকার মুক্তিলাভের পর জীব সম্ভূতিকে আত্মার অধীন প্রকৃতির ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করে, আত্মাকে প্রকৃতির অধীন করে না এবং এই মুক্ত দিব্য সম্ভূতি দ্বারা অমৃতত্ব ভোগ করে।

মন্তব্য : বিনাশেন—যে কার্যের বিনাশই ধর্ম তাহাও বিনাশ নামে অভিহিত, এই কারণে 'বিনাশ' শব্দে এস্থলে বিনাশধর্মী হিরণ্যগর্ভাদিকেই বুঝাইতেছে। তাহাদ্বারা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা দ্বারা (শ); নশ্বর ঐশ্বর্য দ্বারা (উ)।

মৃত্যুং তীর্ত্বা—অনৈশ্বর্য অধর্ম-কামাদি দোষজাত মৃত্যু অতিক্রম করিয়া।

অমৃতম্—অব্যক্ত প্রকৃতির উপাসনা দ্বারাই প্রকৃতিতে লয়রূপ ফল লাভ করা যাইতে পারে এবং উক্তরূপ লয়কেই এখানে অমৃত বলা হইয়াছে (শ)।

সম্ভূত্যা—শংকরের মত ছন্দের অনুরোধে 'অসম্ভূতি' শব্দের স্থলে 'সম্ভূতি' করা হইয়াছে, অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা। সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ—এস্থলেও 'সম্ভূতি' শব্দের পূর্বে অ-বর্ণের লোপ হইয়াছে। অসম্ভূতি [অব্যাকৃত প্রকৃতি] ও বিনাশ [হিরণ্যগর্ভ] এই উভয়কে (শ); প্রকৃতি এবং বিনাশ [নশ্বর ঐশ্বর্য], এই উভয়কে (উ)।

সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি বা বিনাশ শব্দের যে অর্থ শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা উপরে তাঁহার ব্যাখ্যার মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

১৫. হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫

অন্বয় : পূষন্ (হে জগৎ-পোষক, সূর্য), হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (সুবর্ণময় অথবা জ্যোতির্ময় মণ্ডলরূপ পাত্রের দ্বারা) সত্যস্য মুখম্ অপিহিতম্ (সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে); সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে (সত্যধর্মা আমার দৃষ্টির নিমিত্ত) ত্বং তৎ অপাবৃণু (তুমি তাহা অপসারিত কর)।

সরলার্থ : হে জগতের পোষক সূর্য, তোমার জ্যোতির্ময় মণ্ডলরূপ পাত্র দ্বারা সত্যস্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যস্বরূপ তোমার উপাসনার ফলে সত্যধর্মা আমার উপলব্ধির জন্য তুমি উক্ত আবরণ অপসারিত কর।

ব্যাখ্যা : এই মন্ত্রে শাংকর ব্যাখ্যার তাৎপর্য দেওয়া হইল :

মানুষবিত্ত (পশু, ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি) এবং দৈববিত্ত (দেবতা-চিন্তা প্রভৃতি) —এই উভয় প্রকার বিত্ত দ্বারা শাস্ত্রের কর্ম সম্পাদন করিলে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ফল হইবে প্রকৃতিতে লয়। কিন্তু সেই সমস্ত ফলই সংসার-সম্বন্ধীয় সুতরাং ধ্বংসশীল। ইহাদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস বা জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন করিলে সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণাত্মক উভয় প্রকারের বেদার্থই এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে লোক অপর ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার সহিত মৃত্যু পর্যন্ত বিহিত কর্মসকল সম্পাদন করিয়া জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার জন্য দশম মন্ত্রে অবিদ্যা (অগ্নিহোত্রাদি) দ্বারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্বক বিদ্যা (দেবতাজ্ঞান) দ্বারা অমৃতলাভের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকারের অমৃত আপেক্ষিক। তবে কোন পথে প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ করা যায় তাহাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। অন্য উপনিষদে আছে—'এই আদিত্যই সত্যপুরুষ; সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ—এই উভয়ই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম।' যে লোক এই ব্রহ্মপুরুষের উপাসনা এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মৃত্যুকালে সত্যাত্মা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করেন।

সত্যের মুখ যেন একটি সুবর্ণপাত্র দ্বারা আবৃত আছে। 'আবৃত' অর্থ মানবীয় চৈতন্য হইতে লুক্কায়িত। কারণ আমরা মনোময় রাজ্যের জীব। আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান 'নাম' এবং 'রূপ' (concept and percept)-এর মধ্যেই আবদ্ধ। ইহারাও

জ্ঞানলাভের উপায়, সত্যের রশ্মি। কিন্তু ইহারা কেবল নামরূপেরই জ্ঞান দেয়, নামরূপের অন্তর্নিহিত যে সত্য আছে তাহার সন্ধান দেয় না। ইহাদের দ্বারা আমরা নামরূপের যে জ্ঞান লাভ করি তাহা হইতে অন্তর্নিহিত সত্য অনুমান করিয়া লই। নামরূপের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়; সত্তার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আমরা প্রকৃত সত্যে পৌঁছিতে পারি যদি সূর্য (সত্যদ্রষ্টা) আমাদের চেতনা হইতে নাম ও রূপের জ্ঞান (হিরণ্ময় পাত্র) দূরীভূত করিয়া তৎপরিবর্তে আত্মদৃষ্টি ও সমগ্রের দৃষ্টি দান করেন।

কিন্তু এই আত্মজ্ঞান, এই দৃষ্টি লাভের জন্য আমাদের মধ্যে সত্যের ধর্ম ও ক্রিয়া প্রকাশিত হওয়া দরকার। বস্তুসমূহ প্রকৃত যাহা, আমরা প্রকৃত যাহা—তাহা আমাদিগকে জানিতে হইবে। বর্তমানে আমরা যে সকল কর্ম করি তাহাতে আমাদের আত্মজ্ঞান যেন খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া দেখা দেয়। আমরা প্রথমেই একটি মিথ্যা জ্ঞান নিয়া আরম্ভ করি যে অন্য সকল হইতে আমাদের পৃথক একটা সত্তা আছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে প্রকৃতই পৃথক করিয়া এইগুলির মধ্যে পারস্পরিক এক একটা সম্বন্ধ বাহির করিবার চেষ্টা করি। এই প্রকারে যে জ্ঞান লাভ করি তাহা খণ্ডিত জ্ঞান মাত্র। এই খণ্ডিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা ব্যক্তিগত (খণ্ডিত 'আমি'র) সুবিধা লাভের জন্য কর্ম করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত সত্য তখনই আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করিবে যখন আমরা অন্য সমস্ত পৃথক সত্তাকে আমাদের অন্তর্ভূত করিয়া দেখিতে পারিব, সমগ্রের ক্রিয়াদ্বারা বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃত রূপ নির্ধারিত করিতে পারিব। তখন সমগ্রের ক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সমন্বিত হইবে। এই অবস্থায় আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কর্মসমূহ স্বাভাবিক ও সাক্ষাৎভাবে আমাদের আত্মসত্তা হইতে, বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্য হইতে নিঃসৃত হইবে। তখন আর আমাদের কর্মসমূহ কোন ভ্রমাত্মক ধারণা হইতে উদ্ভূত হইয়া আমাদের বিপথে চালিত করিবে না।

মন্তব্য : সত্যস্য মুখম্ অপিহিতম্—সত্যের [আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্রহ্মের] মুখ [দ্বার] আচ্ছাদিত (শ); সত্যের মুখ্য স্বরূপ আচ্ছাদিত। এখানে জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলকে আবরকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই আবরণ অপসারিত করিয়া মহান সত্যপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন (উ)॥ সত্যধর্মায়—সত্যস্বরূপ তোমার উপাসনার জন্য সত্যই আমার ধর্ম অথবা যথাভূত ধর্মের অনুষ্ঠাতা আমার জন্য (শ)॥ দৃষ্টয়ে—সত্যাত্মা তোমার উপলব্ধির নিমিত্ত (শ); দর্শনের নিমিত্ত (উ)।

১৬. পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬

অন্বয় : পূষন্ (হে জগৎপোষক সূর্য), একর্ষে (হে একর্ষি), যম (হে যম), সূর্য (হে সূর্য), প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতিতনয়), রশ্মীন্ ব্যূহ (তোমার রশ্মিসমূহ সংহত কর) সমূহ তেজঃ (তেজ সঙ্কুচিত কর), যৎ তে কল্যাণতমং রূপম্ (তোমার যে কল্যাণময় রূপ) তে তৎ পশ্যামি (তোমার সেই রূপ আমি দেখিতেছি); যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ) সঃ অহম্ অস্মি (আমিই তিনি)

সরলার্থ : হে জগতের সূর্য, হে একর্ষি (একাকী গমনশীল), হে যম (সংযমনকর্তা), হে সূর্য, হে প্রজাপতি-তনয়, তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ সঙ্কুচিত কর, তোমার যে কল্যাণতম অতি শোভন রূপ তাহাই আমি দর্শন করিতেছি; ঐ যে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ আমিই তিনি।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন :
সূর্য যখন রশ্মিসমূহে পরিপুষ্ট হন তখন তাঁহার নাম পূষা, তিনি একা আকাশপথে গমন করেন এজন্য তাঁহার নাম একর্ষি, তাঁহার অস্তময় অবস্থায় তিনি যম নামে অভিহিত হন। আকাশে সূর্যের আরোহণ যজ্ঞ-প্রভাবে। উষাকে যে কারণে সূর্যের জননী বলা হইয়াছে যজ্ঞকেও সেই কারণে সূর্যের জনক বলা যাইতে পারে। যজ্ঞের একটি নাম প্রজাপতি। সূর্যকে প্রজাপতির অপত্য বলিবার অর্থ এই যে, যজ্ঞ হইতেই তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে। অঙ্গির প্রজাপতিগণ মধ্যে গণ্য। অঙ্গিরগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে সূর্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই কারণেও সূর্যকে প্রজাপতি-তনয় বলা হইয়াছে।[1]

সূর্য-মধ্যে অধিষ্ঠিত কল্যাণই কল্যাণতম রূপ। সূর্যে কল্যাণের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই উহা হইতে কল্যাণ হয়। সূর্য স্বয়ং কল্যাণ বিধানে অসমর্থ, তদধিষ্ঠিত পুরুষ হইতে কল্যাণ নিঃসৃত হয়। সুতরাং সেই পরমপুরুষই কল্যাণময়। অধিষ্ঠাতা পুরুষ কল্যাণ-গুণসম্পন্ন, এজন্য তাহার সাধকও তাঁহার স্বরূপের সহিত একতাবশত কল্যাণগুণ সম্পন্ন হন। 'এই পুরুষ যাহা আমিও তাহা'—স্বরূপের একতা উপলক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে।

মন্তব্য : পূষন্—পোষক বা বর্ধক। সূর্য পৃথিবীকে পোষণ ও বর্ধন করে, তাই সূর্যের নাম পূষন্। সূর্য আলো বা জ্ঞানের প্রতীক। এই অর্থে সূর্য আমাদের প্রকৃত জ্ঞান, সমগ্রের জ্ঞান দান করে (অ)।

একর্ষি—একা যিনি গমন করেন, বা 'এক'কে যিনি দেখিতে পান। সূর্য আকাশে একা গমনশীল, তাই তিনি একর্ষি। আবার তিনিই প্রকৃত জ্ঞান দান করেন, এই বহুর মধ্যে যে একের প্রকাশ, সেই একত্বের দৃষ্টি তিনিই দিতে সক্ষম (অ)।

যম—ধর্মের নিয়ামক। জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে যম বলিতে এখানে সূর্যকেই বুঝাইতেছে। তিনি আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের সাহায্যে সংযত ও নিয়মিত করেন ও সৎপথ প্রদর্শন করেন (অ)।

প্রাজাপত্য—প্রজাপতির শক্তি। প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ এক সচ্চিদানন্দ পুরুষ পরমেশ্বরেরই আত্মপ্রকাশ (অ)।

ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ—সূর্যের দৃষ্টি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইলে আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি। এই জ্ঞানলাভের ব্যাপারে পরপর দুইটি ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সূর্যের কিরণমালার 'ব্যূহ' বা বিন্যাস। ইহা দ্বারা আমাদের নামরূপের জ্ঞানের পশ্চাতে লুক্কায়িত সত্যসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশিত এবং তাহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ বিন্যস্ত হয়। এই প্রকারে আমরা বোধিজাত সমগ্রের জ্ঞান লাভ করি। তৎপর সমগ্রকেও অতিক্রম করিয়া একত্বে পৌঁছিতে পারি। ইহাই হইতেছে সূর্যের তেজের 'সমূহ' বা একত্রীকরণ। আমাদের মানবমনের প্রকৃতির দরুনই এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার

[1] দ্রষ্টব্য : ঋগ্বেদ, ১০।৬২।৩ মন্ত্র।

প্রয়োজন হয়, কারণ আমাদের মন প্রথমেই সমগ্রকে গ্রহণ করিতে ও ভিতর হইতে উহার অন্তর্ভূত বস্তুনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। 'এক' ভাবিতে গেলেই আমরা 'বহু'র সমবায় অথবা শূন্য ভাবিয়া থাকি। কাজেই মনকে উহার নিজস্ব চিন্তাপ্রণালী দ্বারা এমন জ্ঞানে পৌঁছিতে হইবে যাহা উহাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান (অ)।

যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ পশ্যামি তে। যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি —উক্ত প্রকারে সূর্যের ক্রিয়াদ্বারা আমরা সেই পরম জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হই। আমাদের বোধিজাত সমগ্রের জ্ঞান একমাত্র সৎপুরুষের স্বপ্রকাশ আত্মজ্ঞানে পরিণত হয়—যে পুরুষ তাহার আত্মবোধের অনন্ত জটিলতার মধ্যেও তাহার একত্ব অথবা আত্মজ্যোতি হারায় না। ইহাই সূর্যের কল্যাণতম রূপ, কারণ ইহাই পরম জ্যোতি, পরম সংকল্প এবং পরম আনন্দ। ইনিই ঈশ্বর, পুরুষ, আত্মজ্ঞ সত্তা। এই দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে আমাদের অখণ্ড আত্মবোধ জন্মে; ইহাই পূর্ণদৃষ্টি। এই দৃষ্টিই উপনিষদের 'সঃ অহম্' তিনিই আমি—এই মহাবাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিয়া বহুরূপের মধ্যে বাস করিতেছেন। কিন্তু সমস্ত বহুর মধ্যে যিনি বাস করিতেছেন তিনি এক। আত্মজ্ঞ পুরুষ নিজের মনোময় ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ 'আমি'কে অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। তিনি তখন নিজেকে সেই পরমপুরুষের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন; উপলব্ধি করিতে পারেন যে তিনিই পরমাত্মা, তিনিই সমস্ত ও সমস্তের অতীত, তিনি সসীমকে ছাড়াইয়া অসীম অনন্তে পরিব্যাপ্ত (অ)।

যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি—ঐ যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, ব্যাহৃতি [ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ] রূপ অবয়বসম্পন্ন এবং পুরুষের মত আকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়া অথবা প্রাণবুদ্ধি রূপে তাঁহা দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত বলিয়া অথবা হৃৎপদ্মরূপ পুরে বাস করেন বলিয়া যিনি পুরুষ নামে অভিহিত। আমিই সেই পুরুষ অর্থাৎ আমি তাঁহার অবয়বস্বরূপ (শ)।

১৭. বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭

অন্বয় : অথ [আমার মৃত্যুকালে] (ইদানীং) বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অমৃতম্ অনিলং [গচ্ছতু] (নিত্যকালস্থায়ী মহাবায়ুস্বরূপ সূত্রাত্মাকে প্রাপ্ত হউক), ইদং শরীরং ভস্মান্তং [ভূয়াৎ] [অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া] (এই শরীর ভস্মসাৎ হউক), ওঁ (ব্রহ্মস্মরণ) ক্রতো (হে ক্রতু, সংকল্পাত্মক মন), স্মর (স্মরণ কর) কৃতং স্মর (কৃতকর্ম-সমূহ স্মরণ কর), ক্রতো (হে ক্রতু), স্মর (স্মরণ কর) কৃতং স্মর (কৃতকর্মসমূহ স্মরণ কর)।

সরলার্থ : আমার প্রাণবায়ু নিত্যকালস্থায়ী মহাবায়ুতে মিলিত হউক, তারপরে প্রাণহীন এই দেহ ভস্মে পরিণত হউক। ওঁ (ব্রহ্মের স্মরণ) হে সংকল্পাত্মক মন, তোমার স্মরণীয় সকল বিষয় স্মরণ কর, তোমার পূর্বানুষ্ঠিত কর্মসকলও স্মরণ কর।

ব্যাখ্যা : যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ও পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের মৃত্যুকালীন প্রার্থনা এই মন্ত্রে ও পরবর্তী মন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে।

মৃত্যুকালে মানুষের মনে যে ভাব প্রবল থাকে তাহার দ্বারা তাহার পারলৌকিক গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মনে যদি সদ্ভাব প্রবল হয় তবে তাহার সদ্গতি হইয়া থাকে। এই কারণে মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রার্থনা করিতেছেন—হে সংকল্পাত্মক মন, যে সকল বিষয় স্মরণ করা কর্তব্য তাহাই এখন স্মরণ কর, বিষয়চিন্তার পরিবর্তে আত্মচিন্তা জাগ্রত হউক। তুমি যে সকল সৎকার্য সম্পাদন করিয়াছ তাহাও স্মরণ কর, আত্মার স্বরূপ চিন্তা কর, পরমেশ্বরকে চিন্তা কর যেন শোভন পথে (দেবযানে) তোমার আত্মার গতি হইতে পারে।

মন্তব্য : অনিলম্ অমৃতম্—দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আমার প্রাণবায়ু নিত্য-কালস্থায়ী অমৃতময় মহাবায়ুতে মিশিয়া যাউক; বায়ুর অধিদেবতা সর্বাত্মক সূত্রাত্মাকে প্রাপ্ত হউক, জ্ঞান ও কর্মের সংস্কারযুক্ত এই লিঙ্গশরীর স্থূলশরীর হইতে উৎক্রান্ত হউক (শ), নিত্যকালস্থায়ী বাহ্য বায়ুতে মিলিত হউক (উ)॥ ওঁ—উপাসনাকালে প্রথমেই 'ওম্' এই প্রণবের ব্যবহার হয় বলিয়া এ স্থলেও সত্যরূপী অগ্নি ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ সর্বাত্মবোধক প্রণবের প্রথমে প্রয়োগ করা হইয়াছে (শ); সত্যব্রহ্ম (উ)॥ ক্রতো—হে সংকল্পাত্মক মন (শ); হে যজ্ঞ, হে কর্ম (উ)। কৃতং স্মর—এ পর্যন্ত যাহা ভাবিয়াছ এবং শৈশবকাল হইতে এ পর্যন্ত যে কাজ করিয়াছ তাহাও স্মরণ কর (শ); তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম স্মরণ কর (উ)।

১৮. অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮

অন্বয় : অগ্নে (হে অগ্নি), রায়ে (সম্পৎলাভের জন্য, কর্মফল ভোগের নিমিত্ত), অস্মান্ সুপথা নয় (আমাদিগকে শোভন পথে অর্থাৎ উত্তরমার্গে লইয়া যাও), দেব (হে দেব), বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান্ [ত্বম্] (আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান ও কর্মের জ্ঞাতা তুমি); অস্মৎ (আমাদের হইতে) জুহুরাণম্ এনঃ (কুটিল বঞ্চনাত্মক পাপরাশি) যুযোধি (বিযুক্ত কর, নাশ কর); তে (তোমাকে) ভূয়িষ্ঠাং নমঃ উক্তিম্ (বহুতর নমস্কার-বাক্য) বিধেম (বিধান অর্থাৎ উচ্চারণ করিতেছি)।

সরলার্থ : হে অগ্নি, সম্পৎ (পরমসম্পদ মুক্তি) লাভের জন্য তুমি আমাদিগকে শোভন উত্তরমার্গে (দেবযানে) লইয়া যাও। আমাদের (অন্তরের) সমস্ত চিন্তা, আমাদের সমস্ত কৃতকর্ম সবই তুমি (অন্তর্যামী) জান; আমাদিগকে কুটিল পাপ হইতে বিমুক্ত কর। আমরা বারংবার নমস্কার-বচন দ্বারা তোমার অর্চনা করিতেছি।

ব্যাখ্যা : প্রার্থনাকারী সাধক অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। অগ্নিই তাঁহার প্রধান দেবতা। এই কারণে পারলৌকিক সদ্গতির জন্য তিনি অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

মৃত্যুর পর পরলোকে জীবের গতির দুইটি প্রধান পথের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—একটির নাম দেবযান বা উত্তরমার্গ, অপরটির নাম পিতৃযান বা দক্ষিণমার্গ। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও পঞ্চাগ্নির জ্ঞান-সম্পন্ন গৃহস্থগণ মৃত্যুর পর দেবযান বা উত্তরমার্গে গমন করেন। ইঁহারা প্রথমে অগ্নিলোকে গমন করেন; তৎপর দিবস, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাস উত্তরায়ণ, দেবতা, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি বিবিধ লোক ভ্রমণ করিয়া সর্বশেষে ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকে উপস্থিত হন। তথায় আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ

করেন। তাঁহাদিগকে আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহার নাম ক্রমমুক্তি।

আর যে সকল গৃহস্থ সংসারে থাকিয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং ইষ্টপূর্তাদি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা পিতৃযাণ বা দক্ষিণমার্গে গমন করিয়া চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা পূর্বজন্মের অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করেন। ভোগান্তে সমস্ত পুণ্যকর্ম নিঃশেষিত হইলে পুনরায় মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকারে তাঁহাদের এই সংসারে পুনঃপুনঃ যাতায়াত হইয়া থাকে।

এই মন্ত্রে মুমুর্ষু সাধক অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি যেন দেবযান পথে গমন করিয়া মুক্তিলাভ করেন, আর যেন তাঁহাকে এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে না হয়।

ঈশোপনিষদের এই শেষ মন্ত্রটি মানুষের অন্তিমকালের শেষ প্রার্থনা। মানুষের ভবলীলা শেষ হইয়াছে। এখন সে পরপারের যাত্রী। এই শেষ মুহূর্তের প্রার্থনা—হে অগ্নি, হে অন্তর্যামী, হে পরমেশ্বর, তুমি ত আমার ভাল ও মন্দ সবই জান। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর, আমার সব মলিনতা দূর কর। তুমি আমাকে আলোর পথে লইয়া চল, আমাকে মুক্তির পথে লইয়া চল, আমাকে আনন্দময় লোকে লইয়া চল। হে বিশ্বদেব, আমার এই শেষ মুহূর্তে আর আমি কি করিতে পারি? আমি একান্তভাবে শুধু তোমাকে নমস্কার করি, তোমাকে নমস্কার করি, তোমাকে নমস্কার করি।

মন্তব্য : রায়ে—ধন বা সম্পৎলাভের নিমিত্ত। এস্থলে মোক্ষকেই সম্পৎ বলা হইয়াছে এবং দেবযান পথে মুক্তিলাভরূপ সম্পদের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান্—অগ্নিদেব জীবের সমস্ত মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা অবগত আছেন। তিনি অন্তর্যামী এবং এই জন্য তাঁহার অপর নাম জাতবেদা।

জুহুরাণম্ এনঃ—পাপের পথ কুটিল এবং ধর্মের পথ সরল, ইহা প্রসিদ্ধ।

যুযোধি—অগ্নি পাবন, ইনি সমস্ত মালিন্য দগ্ধ করিয়া সকলকে পবিত্র করেন। এ জন্য অগ্নির নিকট পাপমোচনের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইতেছে। পাপমোচন না হইলে দেবযান পথে গমন হইতে পারে না।

ভূয়িষ্ঠাং নম-উক্তিং বিধেম—আমরা এক্ষণে মুমূর্ষু বলিয়া তোমার পরিচর্যা করিতে পারি না, কাজেই নমস্কার-বচন দ্বারা তোমার অর্চনা করিতেছি (শ)।

কেন উপনিষদ

সূচনা

এই উপনিষদের প্রথম শব্দ 'কেন'; এই কারণে একে কেনোপনিষদ বলা হয়। সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় বলে এটিকে তলবকার উপনিষদও আখ্যা দেওয়া হয়। এটি চার খণ্ডে বিভক্ত—প্রথম দু' খণ্ড পদ্যে ও শেষ দু'খণ্ড গদ্যে লিখিত। অনেক পণ্ডিতের মতে গদ্যাংশ পদ্যাংশের অনেক পূর্বে রচিত।

ঈশোপনিষদের ন্যায় কেনোপনিষদের উদ্দেশ্যও অমৃতত্ব লাভ এবং ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের ও জীবনের সম্বন্ধ স্থাপন। কিন্তু ঈশোপনিষদের ন্যায় এই উপনিষদের বিষয় এত ব্যাপক নয়; এর বিষয় জীব-সংবিদের (consciousness) সঙ্গে ব্রহ্ম-সংবিদের সম্বন্ধ স্থাপন। প্রথমে শিষ্য-আচার্য সংবাদের মাধ্যমে ও পরে একটি রূপকের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে শংকর, রঙ্গরামানুজ ও মধ্ব এর ভাষ্য লিখেছেন। আধুনিক কালে রামমোহন সর্বপ্রথম এটির বঙ্গানুবাদ করেন এবং শ্রীঅরবিন্দ বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করেছেন।

উপনিষদটি শুরু হয়েছে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করে। প্রশ্নগুলো হল : কার ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হয়ে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করে? এদের প্রকৃত কর্তা কে? উত্তরে বলা হল—লোকে যা দেখে, শোনে, আঘ্রাণ করে বা বাক্য উচ্চারণ করে তাই সত্য বলে মনে করে, কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না। এদের প্রেরয়িতা ও বোধয়িতারূপ স্বতন্ত্র চেতন পুরুষ আছেন; তিনিই ব্রহ্ম।

অগ্নি যেমন সব কিছু দহন করে, কিন্তু নিজেকে দহন করতে পারে না, সে রকম আমাদের সব ইন্দ্রিয়ই তাদের অন্তরের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে নানা বিধিবদ্ধ কাজ করে, কিন্তু ব্রহ্মের এই শক্তিকে জানতে পারে না।

পরে একটি রূপকের সাহায্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের জয় হওয়াতে তাঁরা মনে করলেন যে এ বিজয়গৌরব তাঁদেরই। ব্রহ্ম যক্ষরূপে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলে তাঁরা তাঁকে চিনতে না পেরে অগ্নিকে তাঁর কাছে পাঠালেন—এই যক্ষ কে তা জেনে আসতে। অগ্নি যক্ষের কাছে এসে গর্বভরে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনিই জাতবেদা অগ্নি। যক্ষ তাঁর সামনে একটি তৃণ রেখে তা পোড়াতে বললেন। অগ্নি শত চেষ্টা করেও তাতে সমর্থ হলেন না। বায়ুও সগর্বে যক্ষের সমীপবর্তী হয়ে অশেষ চেষ্টা করেও এক গুচ্ছ তৃণ উড়াতে পারলেন না। সর্বশেষে নিরহংকার ইন্দ্রের নিকট উমারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হল।

রূপকটির তাৎপর্য অনুধাবন করলে জানা যায় যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি—যাঁরা দেবতা নামে আখ্যাত—তাঁদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই, ব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান। ব্রহ্মই সকল শক্তির উৎস।

এই উপনিষদের একটি শ্রেষ্ঠ কথা হল ঃ 'আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতম্'। অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান থেকেই বীর্য লাভ হয়, বিষয়ের জ্ঞান থেকে নয়, এই আত্মবিদ্যালব্ধ বীর্য অমৃতত্ব লাভের সহায়ক। আত্মার জ্ঞান কি ? আত্মজ্ঞান হলে জীব বুঝতে পারে বিভিন্ন জীবের আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নয়। পরমাত্মাই বিভিন্নরূপে সর্বভূতে প্রকাশ পান। এই যে একত্বের জ্ঞান এরই নাম বিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারাই উপলব্ধি হয় যে, যা কিছু সসীম বা সীমাবদ্ধ- তা সেই অন্তরের অসীম শক্তির আংশিক প্রকাশরূপে সত্তাবান। জ্ঞানীরা এইভাবে সব বস্তুতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ॥

অন্বয় ঃ মম অঙ্গানি (আমার অঙ্গসমূহ) বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলম্ (বাগিন্দ্রিয়, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ এবং বল) সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি চ (এবং সকল ইন্দ্রিয়) আপ্যায়ন্তু (পুষ্টিলাভ করুক)। সর্বম্ ঔপনিষদং ব্রহ্ম (সমস্তই উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)। অহম্ ব্রহ্ম মা নিরাকুর্যাম্ (আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি)। ব্রহ্ম মা মা নিরাকরোৎ (ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন), অনিরাকরণম্ অস্তু (ব্রহ্মের নিকট আমার অপ্রত্যাখ্যান হউক), মে (আমার নিকট) [ব্রহ্মণঃ] অনিরাকরণম্ অস্তু (ব্রহ্মের অপ্রত্যাখ্যান হউক), উপনিষৎসু (উপনিষদসমূহে) যে ধর্মাঃ [সন্তি] (যে সকল ধর্ম আছে) তে (তাহারা) তৎ-আত্মনি নিরতে ময়ি (সেই আত্মাতে নিরত আমাতে) সন্তু (হউক), তে ময়ি সন্তু (তাহারা আমাতে হউক)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সরলার্থ ঃ আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ম, বল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সমস্তই উপনিষদ প্রতিবাদিত ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার (নিরাকৃত) না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান (নিরাকৃত) না করেন। তাঁহার ও আমার নিয়ত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকুক। উপনিষদে যে সকল ধর্মের কথা বলা হইয়াছে আত্মনিষ্ঠ আমাতে সেই ধর্মসমূহ প্রকাশ লাভ করুক। আমাদের বিঘ্নসমূহের (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) শান্তি হউক।

প্রথম খণ্ড

১. কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি (যুক্তঃ)
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১

অন্বয় : মনঃ (মন) কেন ইষিতং প্রেষিতং [সৎ] (কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া) পততি (স্ববিষয়ে গমন করে), প্রথমঃ প্রাণঃ (মুখ্য প্রাণ) কেন যুক্তঃ (কাহাদ্বারা নিযুক্ত হইয়া) প্রৈতি (স্বকার্যের প্রতি গমন করে), কেন ইষিতাম্ (কাহার ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া) ইমাং বাচম্ (এই বাক্য) [লোকাঃ] বদন্তি (লোকসকল বলে) কঃ উ দেবঃ (কোন্ দেবতাই বা) চক্ষুঃ শ্রোত্রং যুনক্তি (চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন) ।

সরলার্থ : মানুষের মন কাহার ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া স্বীয় বিষয়ের প্রতি গমন করে অথবা কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন অভিলষিত বিষয়ের প্রতি গমন করে ? সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রথমে উৎপন্ন (অথবা মুখ্য) প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় ? লোকসকল কাহার ইচ্ছায় বাক্য উচ্চারণ করে ? কোন দেবতা (জ্যোতিষ্মান পুরুষ) চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন ?

ব্যাখ্যা : এই মন্ত্রে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক পরে ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম প্রশ্ন এই যে কাহার ইচ্ছাদ্বারা প্রেরিত হইয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করে ? আমরা সাধারণত মনে করি যে, আমাদের মন স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ, উহার কোনও পরিচালক বা প্রেরক নাই। ইহা আপনা হইতেই চিন্তা-সংকল্পাদি কার্য করে। মনই আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ; অথবা মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত যে দেহ তাহাই সমস্তের পরিচালক। আমরা আরও মনে করি যে, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি উহারাই সেই জ্ঞানের উৎপাদক।

প্রশ্নকর্তা এই সাধারণ বিশ্বাসে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া উপরোক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ স্বাধীনভাবে তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না। ইহারা নিজেদের বোধশক্তির উৎপাদকও নহে। ইহাদের প্রেরয়িতা এবং বোধয়িতারূপে ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র চেতন পুরুষ আছেন। সেই পুরুষ কে তাহাই প্রশ্নকর্তা জানিতে চাহিয়াছেন।

২ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২

অন্বয় : যৎ (যিনি) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ (কর্ণের কর্ণ) মনসঃ মনঃ (মনের মন), বাচঃ হ বাচম্ (বাক্যেরও বাক্য), সঃ উ (তিনিই) প্রাণস্য প্রাণঃ (প্রাণের প্রাণ), চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (চক্ষুর চক্ষু), [অতঃ শ্রোত্রাদৌ আত্মবুদ্ধিম্] অতিমুচ্য (অতএব শ্রোত্রাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া) ধীরাঃ (পণ্ডিতগণ) অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (এই জীবনের ঊর্ধ্বে প্রস্থান করিয়া) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমৃতত্ব লাভ করেন)। অথবা—যৎ (যেহেতু) সঃ উ (তিনিই) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ (কর্ণের কর্ণ) ইত্যাদি।

সরলার্থ : যাঁহার শক্তিতে কর্ণ শ্রবণ করে, মন মননকার্য করে, বাগিন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে, তাঁহারই শক্তিতে প্রাণ প্রাণনকার্য করে এবং চক্ষু দর্শন করে। ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া (অর্থাৎ এই সকলে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক এই প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া) অমৃতত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্ব মন্ত্রে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল এই মন্ত্র ও পরবর্তী কয়েক মন্ত্রে তাহার উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা শ্রবণ-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করি, এজন্য শ্রবণেন্দ্রিয়কে শ্রোত্র বলা হয়। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণজ্ঞান লাভের একটি উপায় বা যন্ত্রমাত্র। বাহির হইতে স্পন্দন আসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে আঘাত করিলেই শ্রবণজ্ঞান জন্মে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় জ্ঞানের কর্তা নহে। উহা জড় পদার্থ, কাজেই জ্ঞানপ্রকাশে অসমর্থ। আমাদের অন্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিই শ্রবণজ্ঞানের মূলে অবস্থিত, উহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়কে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের জ্ঞানপ্রকাশক বলিয়া উহাকেই শ্রোত্রেরও শ্রোত্র বলা হইয়াছে। অন্যান্য শ্রুতিতে এই ভাবের অনেক কথা আছে, যথা 'এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতেই প্রকাশ পায়।'[১]

এই আত্মা যেমন কর্ণেরও কর্ণ তেমনি মনেরও মন। এখানে মন ও বুদ্ধিকে এক করিয়া মন বলা হইয়াছে। তিনি মনেরও মন—ইহার অর্থ এই যে, এই আত্মচৈতন্য-জ্যোতিতে দীপ্তিমান না হইলে মন স্ববিষয়ক অর্থাৎ সংকল্প বা অধ্যবসায়াদি কার্য করিতে সমর্থ হয় না। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও জড়, আত্মার চৈতন্যে চৈতন্যসম্পন্ন হইলেই মনের মনন-শক্তি জন্মিয়া থাকে। এজন্যই আত্মাকে মনেরও মন বলা হইয়াছে।

আমাদের প্রাণবৃত্তির কার্যও এই আত্মার সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে, কারণ আত্মার অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কোনও প্রাণ-ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য আত্মাকে প্রাণের প্রাণ বলা হইয়াছে। অন্য শ্রুতিও বলেন—'যদি আনন্দস্বরূপ এই আত্মা না থাকিতেন তবে কেই বা বাঁচিত, কেই বা প্রাণ ধারণ করিত।'[২]

এই প্রকারে সেই আত্মা বাক্যেরও বাক্য, চক্ষুরও চক্ষু। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে বাগিন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা উপরোক্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা মনে করে তাহাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিই চেতন, উহারাই জ্ঞানের উৎপাদক। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি বিশিষ্ট দেহই আত্মা। এই প্রকারে দেহ-ইন্দ্রিয়-মনে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাহারা মোহে পতিত হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানী লোকেরা দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে আত্মাকে পৃথক বলিয়া জানেন। তাঁহারা জানেন যে দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় অথবা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সমন্বিত দেহ আমাদের আত্মা নহে। ইহাদিগকে যে সচেতন বলিয়া মনে হয় তাহা ভ্রম। এক চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সকলের মূলে থাকিয়া উহাদিগকে চৈতন্য দান করিতেছেন। ইহা জানিয়া তাঁহারা দেহাদি অনাত্ম পদার্থে আসক্ত হন না। তাঁহারা সুখদুঃখ, দ্বন্দ্ববিরোধ, অজ্ঞান-মৃত্যুময় এই প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতময় মুক্ত দিব্য জীবন লাভ করেন।

---

[১] তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ কঠ ২।২।১৫

[২] রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ॥ তৈঃ ২।৭।২

৩-৪. ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩-৪

অন্বয় ঃ তত্র (যেস্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মে) চক্ষুঃ ন গচ্ছতি (চক্ষু গমন করে না), বাক্ ন গচ্ছতি (বাগিন্দ্রিয় গমন করে না), নো মনঃ (মনও গমন করে না), [বয়ম্ তৎ] ন বিদ্মঃ (আমরা তাঁহাকে জানি না), যথা এতৎ অনুশিষ্যাৎ (যে প্রকারে ইহার উপদেশ দিতে হয়), ন বিজানীমঃ (তাহাও জানি না)। তৎ (সেই ব্রহ্ম) বিদিতাৎ অন্যৎ এব (সমস্ত বিদিত পদার্থ হইতে পৃথক), অথো অবিদিতাৎ অধি (অবিদিত বিষয়েরও উপরে), যে (যাঁহারা) নঃ তৎ ব্যাচচক্ষিরে (আমাদিগকে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছেন), পূর্বেষাম্ [তেষাম্] (সেই পূর্বাচার্যগণের) ইতি (এই কথা) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি)।

সরলার্থ ঃ সেই ব্রহ্মে চক্ষু গমন করে না অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা তাহাকে দেখা যায় না। বাগিন্দ্রিয় তথায় গমন করে না অর্থাৎ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে প্রকাশিত করা যায় না। মনও সেই ব্রহ্মে যায় না অর্থাৎ মনদ্বারাও তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না। আমরা তাঁহাকে জানি না অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর। যে প্রকারে আচার্য শিষ্যকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দেন তাহাও জানি না। এই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা বিদিত সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বিষয়েরও উপরে। যে সকল পূর্বগামী আচার্য ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই কথাই আমরা শুনিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, এমন কি মনও আমাদের বস্তু-জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-মনের অন্তরালে যে প্রকাশস্বরূপ আত্মা আছেন তিনিই সমস্ত জ্ঞানের উৎপাদক। এই প্রকাশময় আত্মা কিরূপ এখানে তাহাই বলা হইয়াছে।

এই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না—চক্ষুর সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। দেশকালাবচ্ছিন্ন স্থূল বস্তুকেই আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পারি। কিন্তু যিনি দেশকালের অতীত, আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাঁহাকে চক্ষু দেখিবে কিরূপে? তারপর আত্মাই দর্শনজ্ঞানের প্রকাশক; কাজেই যাহা চক্ষুর জ্ঞানের প্রকাশক তাঁহাকে চক্ষু কি প্রকারে জানিবে? মানুষের বাক্যও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা উপলব্ধি করি অথবা মনদ্বারা যাহা চিন্তা করি, বাক্যদ্বারা তাহাই প্রকাশ করি। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়-মনেরও অতীত তাঁহাকে বাক্যদ্বারা কি প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে? এজন্যই বলা হইয়াছে—আত্মার প্রতি বাক্যের গতি নাই। ব্রহ্ম মনেরও আত্মস্বরূপ, অতএব মন অন্য বিষয়ে সংকল্প ও অধ্যবসায় করিতে পারিলেও ব্রহ্ম বিষয়ে তাহা করিতে পারে না। সুতরাং আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কিংবা মনের কোনও ব্যাপার দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারি না। যেভাবে আমরা বাহিরের বস্তুসকল জানিয়া থাকি সেভাবে আত্মাকে জানা অসম্ভব।

তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মা যদি বাক্য ও মনের অগোচর হয়, তবে আচার্যগণ কিরূপে শিষ্যদিগকে আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন? তাহাও আমরা বলিতে পারি না। এই আত্মা বিদিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু হইতে পৃথক, আমরা মনের চিন্তা বা অনুমানাদি দ্বারা জানিয়া থাকি আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন। আত্মা যে কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অতীত তাহা নহে; যে সকল

সূক্ষ্ম পদার্থ ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, যাহা ব্যক্তরূপে জগতে প্রকাশিত নহে, কাজেই যাহা আমাদের অবিদিত, আত্মা তাহার উপরে—একথা আচার্যগণ বলিয়াছেন। যাঁহারা সম্যগ্দর্শী, যাঁহারা নির্মল বুদ্ধিযোগে আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই একথা বলিয়া থাকেন। আরো প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মা যদি সমস্ত বিদিত ও অবিদিত বস্তুর অতীত হন তবে কি আত্মা অজ্ঞেয়? না, তাহা নহে। আত্মা অজ্ঞেয় নহে। তবে আমরা আমাদের মলিন ইন্দ্রিয়-মন দ্বারা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। ইন্দ্রিয় ও মন শুদ্ধ ও নির্মল হইলে যে বোধি বা অন্তর্দৃষ্টি (Intuitive perception) জাগ্রত হয় তাহাদ্বারা আত্মাকে জানা যাইতে পারে। আত্মা যে কেবল জ্ঞেয় তাহাই নহে, আত্মাই আমাদের উপাস্য। পরবর্তী কয়েক শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ বাক্ ন গচ্ছতি—বাক্য সেই ব্রহ্মে যায় না, কারণ বাক্যদ্বারা শব্দ উচ্চারিত হইয়া কোনও অর্থ প্রকাশ করিলে ঐ শব্দ স্বীয় অর্থের প্রতিগমন করে ঃ এরূপ বলা হয়। ব্রহ্ম যখন সেই শব্দ এবং শব্দের উৎপাদক শ্রবণেন্দ্রিয়ের আত্মস্বরূপ, তখন স্বীয় আত্মার প্রতি শব্দ গমন করিতে পারে না, যেমন অগ্নি অন্য পদার্থের দাহক ও প্রকাশক হইলেও নিজেকে দগ্ধ অথবা প্রকাশিত করিতে পারে না, তদ্রূপ (শ)। (দ্রঃ যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ তৈঃ ২।৪।১)।

৫. যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫

অন্বয় ঃ যৎ বাচা অনভ্যুদিতম্ (যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না), যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে (যাহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়), তৎ এব ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও), যৎ ইদং [লোকাঃ] উপাসতে (লোকে এই যে দৃশ্যমান অনাত্ম বাহ্য পদার্থের উপাসনা করে), ইদং ন (ইহা নহে অথবা ইহাকে নহে)।

সরলার্থ ঃ যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, পরন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্য প্রকাশ পায় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। লোকে 'ইহাই ব্রহ্ম' বলিয়া যে দৃশ্যমান অনাত্ম বাহ্য বস্তুর উপাসনা করে উহা ব্রহ্ম নহে, তোমরা উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না।

ব্যাখ্যা ঃ গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন—বাক্ (বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত শব্দ) যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু যে নিত্য-চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার জ্যোতিকে বাক্ (শব্দ) উদ্ভাসিত, উচ্চারিত এবং প্রকাশিত হয় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। মানুষের হৃদয়ে যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের বোধয়িতা ও প্রেরয়িতা রূপে বিরাজমান সেই আত্মাই সমগ্র জগতের অন্তর্ভাবক পরমাত্মা। নিরতিশয় (সর্বাধিক) বৃহত্ত্ব নিবন্ধন ইঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। এই ব্রহ্মই আমাদের উপাস্য। কিন্তু অজ্ঞ লোকে বিবিধ অনাত্ম পরিচ্ছিন্ন দৃশ্যমান বাহ্য পদার্থকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। এই সকল উপাস্য বস্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে এবং ইহাদের উপাসনাদ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হয় না।

এই শ্লোকটির মর্ম এই—যে এক সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় চেতন পুরুষ জগৎ ব্যাপিয়া আছেন তিনিই আত্মস্বরূপে আমাদের সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক। এই ব্রহ্মই উপাস্য। আমরা যে সকল ইন্দ্রিয়গোচর অনাত্ম বাহ্য বস্তু বা

ব্যক্তির উপাসনা করি উহারা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে। সুতরাং উহাদের উপাসনা দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হয় না। লোকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে দেবদেবীর উপাসনা করে তাহাও ব্রহ্মোপাসনা নহে। উহারাও বাহ্য অনাত্ম বস্তু। এক অদ্বিতীয় অনন্ত নিরাকার সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনাই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা। তবে ব্রহ্মের কোনও প্রকাশরূপে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিয়া তাহার উপাসনাও নিরর্থক নহে। এই কারণে অগ্নি প্রভৃতিতে ব্রহ্মদর্শন বেদান্তেও বিহিত হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ তৎ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—তুমি জানিও তিনিই আত্মস্বরূপ ও নিরতিশয় বৃহত্ত্ব নিবন্ধন ব্রহ্ম। সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত আত্মাই ব্রহ্ম, ইহাই 'এব' শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে (শ)॥ ন ইদং যৎ ইদম্ উপাসতে—'ইদম্' রূপে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধি বিশিষ্টরূপে লোকে যে অনাত্ম ঈশ্বরের উপাসনা করে উহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে (শ); লোকে যে বাহ্য দ্রব্যসমূহের উপাসনা করে (উ)।

৬. যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৬

অন্বয় ঃ যৎ (যাহাকে) [লোকঃ] মনসা ন মনুতে (লোকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারে না), যেন মনঃ মতম্ (মন যাহাদ্বারা ব্যাপ্ত বা প্রকাশিত হয়), [ব্রহ্মবিদঃ] আহুঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ এরূপ বলেন), তৎ এব (তাহাকেই) ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও), যৎ ইদম্ (এই যে দৃশ্যমান অনাত্ম বস্তু) [লোকাঃ] উপাসতে (লোকসকল উপাসনা করে), ন ইদং (ইহা নহে অথবা ইহাকে নহে)।

সরলার্থ ঃ মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, পরন্তু মন যাঁহার দ্বারা মত (ব্যাপ্ত, প্রকাশিত) অথবা বিদিত, জ্ঞাত হয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। যে অনাত্ম বাহ্য দৃশ্যমান পদার্থকে লোকে 'ইহাই ব্রহ্ম' বলিয়া উপাসনা করে উহা ব্রহ্ম নহে অথবা উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না।

ব্যাখ্যা ঃ এস্থলে মন বলিতে সমস্ত অন্তঃকরণকেই বুঝাইতেছে। কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা প্রভৃতি এই অন্তঃকরণের বৃত্তি। এই বৃত্তিসম্পন্ন মন দ্বারা চৈতন্য-জ্যোতির্ময় আত্মাকে মনন করা যায় না। মনন করার অর্থ চিন্তা করা, ধারণা করা, নিশ্চিত করা। ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আমাদের যে বিষয়ানুভূতি হয় সেই অনুভূতিগুলিই মন মনন করিতে পারে, কিন্তু মন কখনও স্ব-স্বরূপ আত্মাকে মনন বা প্রকাশ করিতে পারে না।

তারপর মনের নিজস্ব কোন মনন বা জ্ঞানোৎপাদক শক্তি নাই। আত্মার চৈতন্য-জ্যোতি দ্বারা সমুদ্ভাসিত হইলেই মনের মনন-সামর্থ্য জন্মে। এই কারণে ব্রহ্মবিদ্ মনকে আত্মাদ্বারা মত (ব্যাপ্ত, প্রকাশিত) বলিয়া থাকেন; অথবা আমাদের মনের সমস্ত কার্য ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানের বিষয়ীভূত বা অন্তর্ভূত। তিনিই অন্তর্যামী-রূপে আমাদের মনের সমস্ত মনন-ক্রিয়া জানেন। এজন্যই বলা হইয়াছে আমাদের মন তাঁহাদ্বারা মত (জ্ঞাত, বিষয়ীভূত)।

মন্তব্য ঃ যৎ মনসা ন মনুতে—'মন' শব্দে এখানে অন্তঃকরণ বুঝিতে হইবে, কারণ বুদ্ধি ও মনকে এখানে এক বলিয়াই ধরা হইয়াছে। যাহাদ্বারা মনন বা চিন্তা করা হয় তাহার নাম মন; সুতরাং 'মন' শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বাচক। কামনা, সংকল্প, বিচিকিৎসা [সংশয়], ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, ধী [বুদ্ধিবৃত্তি], ভয় ঃ এই সমস্তই মনের বৃত্তি। কামনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণকেই মন বলা হয়। এই কামাদি বৃত্তি-

বিশিষ্ট মনের দ্বারা মনের প্রকাশক চৈতন্যজ্যোতিকে মনন বা সংকল্প করা যায় না, নিশ্চিত করা যায় না, কারণ সেই ব্রহ্মজ্যোতিই মনকে উদ্ভাসিত করে (শ):

৭. যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৭

অন্বয় ঃ [লোকঃ] চক্ষুষা যৎ ন পশ্যতি (লোকে চক্ষুদ্বারা যাহাকে দেখিতে পায় না), যেন চক্ষূংষি পশ্যতি (যাহাদ্বারা লোকে চক্ষুর বিষয়সমূহ দর্শন করে), তৎ এব (তাঁহাকেই) ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও), যৎ ইদম্ (যে দৃশ্যমান অনাত্ম বস্তু), [লোকাঃ] উপাসতে (লোকসকল উপাসনা করে), ন ইদম্ (ইহা নহে অথবা ইহাকে নহে)।

সরলার্থ ঃ চক্ষুদ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু লোকে চক্ষুর বিষয়সমূহ যাঁহার দ্বারা দর্শন করে অর্থাৎ যে আত্মজ্যোতি দ্বারা চাক্ষুষ বৃত্তিসমূহ অনুভূত হয়, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। 'ইহাই ব্রহ্ম'—বলিয়া লোকে যে সকল অনাত্ম বস্তুর উপাসনা করে উহারা ব্রহ্ম নহে, অথবা উহাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে মনদ্বারা আত্মাকে মনন করা যায় না, এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না; পরন্তু আত্মার আলোকে আলোকিত হইয়াই ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয়ের জ্ঞান জন্মায়। এই আত্মাই ব্রহ্ম। লোকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে যে সকল অনাত্ম, বাহ্য, দৃশ্যমান পদার্থের উপাসনা করে উহারা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে এবং উহাদের উপাসনাকে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা বলা যায় না।

৮. যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮

অন্বয় ঃ [লোকঃ] শ্রোত্রেণ যৎ ন শৃণোতি (লোকে কর্ণদ্বারা যাঁহাকে শুনিতে পারে না), যেন ইদং শ্রোত্রং শ্রুতম্ (যাহাদ্বারা এই শ্রুতির বিষয়সমূহ শ্রুত হইয়া থাকে), তৎ এব (তাঁহাকেই) ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও)। যৎ ইদম্ (এই যে দৃশ্যমান বস্তু) উপাসতে (লোকসকল উপাসনা করে), ন ইদম্ (ইহা নহে অথবা ইহাকে নহে)।

সরলার্থ ঃ কর্ণ দ্বারা যাঁহাকে শুনা যায় না, পরন্তু কর্ণের বিষয় যাঁহাদ্বারা শ্রুত হয় অর্থাৎ যাহাদ্বারা শ্রুত বিষয়সমূহের উপলব্ধি হয় অথবা যাহা দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ বিষয়ীকৃত বা জ্ঞাত হয় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। লোকে ইহাই ব্রহ্ম' বলিয়া যে সকল দৃশ্যমান অনাত্ম বস্তুর উপাসনা করে উহারা ব্রহ্ম নহে অথবা উহাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না।

৯. যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৯

অন্বয় ঃ [লোকঃ] প্রাণেন যৎ ন প্রাণিতি (লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে পারে না), যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে (যাহাদ্বারা ঘ্রাণ আঘ্রাত হয়); তৎ এবং ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও), যৎ ইদম্

উপাসতে (যে বাহ্য অনাত্ম বস্তুকে লোকে উপাসনা করে), ন ইদম্ (ইহা নহে অথবা ইহাকে নহে)।

সরলার্থ : লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) দ্বারা যাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে পারে না, পরন্তু যাঁহাদ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ আঘ্রাত হয় অর্থাৎ যে আত্মচৈতন্য-জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া ঘ্রাণবৃত্তিসমূহের উপলব্ধি হয় অথবা যিনি প্রাণদ্বারা প্রাণবান নহেন, প্রাণ যাঁহাদ্বারা স্বকার্যে প্রেরিত হয় তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। কিন্তু লোকে 'ইহাই ব্রহ্ম' বলিয়া যে অনাত্ম বস্তুর উপাসনা করে উহা ব্রহ্ম নহে অথবা উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না।

ব্যাখ্যা : ৩য়-৮ম শ্লোকে 'চক্ষু তাঁহাকে পায় না' ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মকে অবিজ্ঞেয় বলিয়া শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়েরও অতীত, সুতরাং তৎসম্বন্ধে উপদেশ অসম্ভব। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে পূর্বাচার্যগণ এইপ্রকার অবিজ্ঞেয় বিষয়ের উপদেশ দিলেন কিরূপে? যদিও তিনি ইন্দ্রিয়গোচর বা ইন্দ্রিয়ের গোচর বিষয়সমূহের মত নহেন, তথাপি তিনি সর্ববিষয়ের প্রেরকরূপে আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অগ্নি প্রভৃতি যে সকল দৃশ্যমান পদার্থসমূহের লোকে পূজা করিয়া থাকে, সে সকল কখনও ব্রহ্ম নহে। কিন্তু ইহারা যাঁহার প্রেরণায় স্ব স্ব কার্য নির্বাহ করে তিনি ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় খণ্ড

১০. যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥ ১

অন্বয় : যদি [ত্বং] মন্যসে (যদি তুমি মনে কর) [অহং] সুবেদ ইতি (আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি), [তদা] ত্বম্ (তাহা হইলে তুমি) নূনম্ (নিশ্চয়ই) ব্রহ্মণঃ রূপম্ (ব্রহ্মের রূপ) দভ্রম্ এব অপি বেত্থ (অতি অল্পই জানিয়াছে), ত্বম্ অস্য যৎ (তুমি ইহার যাহা অর্থাৎ যে রূপ), দেবেষু অস্য যৎ [রূপং] (দেবগণের মধ্যে ইহার যে রূপ) [তৎ অপি দভ্রম্ এব] (তাহাও অল্পই), অথ নু (সুতরাং) তে মীমাংস্যম্ এব (ব্রহ্ম তোমার বিচার্য)। মন্যে (আমার মনে হয়) বিদিতম্ (ব্রহ্মকে জানিয়াছি), [অথবা] তে বিদিতম্ (তুমি যাহা জানিয়াছ), মীমাংস্যম্ এব (তাহা বিচারের যোগ্য বলিয়া) [অহং] মন্যে (আমি মনে করি)।

সরলার্থ : আচার্য শিষ্যকে বলিলেন—যদি তুমি মনে কর ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছ তবে তুমি ব্রহ্মের রূপ অতি অল্পই জানিয়াছ। কারণ তুমি ইহার যাহা অর্থাৎ তোমার মধ্যে ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক রূপ এবং দেবগণের মধ্যে ইহার যাহা অর্থাৎ ব্রহ্মের যে আধিদৈবিক রূপ তাহা অল্পই বটে ; অতএব ব্রহ্ম এখনও তোমার বিচার্য।' আচার্যের কথা শুনিয়া শিষ্য বিচার করিয়া বলিলেন—'আমার মনে হয় আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি।' আচার্য বলিলেন—'তোমার বিদিত ব্রহ্ম মীমাংসার যোগ্য মনে করি।'

ব্যাখ্যা : শিষ্যকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আচার্য তাহাকে বলিলেন—যদি তুমি মনে কর যে ব্রহ্মকে সম্যক্ জানিয়াছ তাহা হইলে ইহা তোমার ভ্রম। কারণ মানুষের মধ্যে, এমন কি দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাহা পরিচ্ছিন্ন, উপাধিগত। এই প্রকাশরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। ব্রহ্মের যে প্রকাশরূপ তাহা অনন্ত অসীম। তিনি অনন্তরূপে বিশ্বে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম উপাধিযোগে, এমন কি দেবতাদের মধ্যে অধিদৈবত রূপে যে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপ অবগত হইয়াছ তাহাদ্বারা ব্রহ্মের অতি অল্প জ্ঞানই লাভ করিয়াছ। সুতরাং আমি মনে করি যে ব্রহ্মের প্রকৃত বা সমগ্র রূপ তোমার পক্ষে এখনও বিচারের বিষয় রহিয়াছে।

এই প্রকারে আচার্যের কথা শুনিয়া বিচারপূর্বক শিষ্য বলিলেন—আমার মনে হয় এখন ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি।

মন্তব্য : দভ্রম্ এব নূনং বেত্থ ব্রহ্মণঃ রূপম্—তুমি ব্রহ্মের যে রূপটি জানিয়াছ তাহা নিশ্চয়ই দভ্র অর্থাৎ অতি অল্প বা ক্ষুদ্র। ব্রহ্মের নামরূপ উপাধিকৃত বহুতর রূপ আছে, কিন্তু উহারা তাঁহার স্বরূপ নহে। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বর্জিত, অব্যয় ও নিত্য (শ) ॥ যৎ অস্য ত্বম্—দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম পরিচ্ছিন্নরূপে তোমার মধ্যে উঁহার যে রূপ জানিয়াছ (শ) ; তুমি ইহার যাহা (উ)।

১১. নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২

অন্বয় : অহং [ব্রহ্ম] সুবেদ (আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি) ইতি

ন মনো (ইহা আমি মনে করি না), নো ন বেদ (তাঁহাকে জানি না এমন নহে), [নো] বেদ চ (অথবা তাঁহাকে জানি এমনও নহে), নঃ (আমাদের মধ্যে) যঃ (যিনি) নো ন বেদ বেদ চ ইতি (তাঁহাকে জানি না তাহাও নহে অথবা জানি তাহাও নহে) তৎ বেদ (ইহা বুঝেন) [সঃ] তৎ বেদ (তিনি তাঁহাকে জানেন)।

সরলার্থ : শিষ্য বলিলেন—আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি এরূপ মনে করি না। আমি তাঁহাকে জানি না তাহা নহে, জানি যে তাহাও নহে। আমাদের (শিষ্যদের) মধ্যে যিনি এইটি বুঝেন তিনিই তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানেন।

ব্যাখ্যা : আচার্যের প্রশ্নের উত্তরে শিষ্য বলিলেন—আমি যে ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি, তাহা নহে, কারণ ব্রহ্মের যে স্বরূপ, যাহা আমাদের মন-বুদ্ধির অতীত সেই স্বরূপ আমি অবগত হই নাই, আবার ব্রহ্মকে যে একেবারে জানি না তাহাও নহে, কারণ আমাদের জ্ঞানের বোধয়িতা, প্রেরয়িতারূপে তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি। কাজেই ব্রহ্ম আমাদের সুবিজ্ঞাত তাহাও নহে, একেবারে অবিজ্ঞাত তাহাও নহে।

বেদ অধ্যয়নকারী শিষ্যদিগের মধ্যে যিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম তাঁহার নিকট সম্যক্ বিদিতও নহে, একেবারে অবিদিতও নহে—তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

মন্তব্য : যঃ নঃ তৎ বেদ নো ন বেদ—আমরা যে সকলে একত্র অধ্যয়ন করি সেই ব্রহ্মচারীদের মধ্যে আমার বক্তব্য যে তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারিয়াছে সেই তাঁহাকে জানে। সেই বাক্যটি কি তাহা 'নো ন বেদেতি বেদ চ ইতি' বাক্যে বলা হইয়াছে। আচার্য 'বিদিত হইতে পৃথক, অবিদিতেরও উপরে' বলিয়া যে বস্তুর নির্দেশ করিয়াছেন সেই বস্তুকেই অনুমান ও অনুভূতি যোগে শিষ্য আচার্যের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। মন্দমতি লোকেরা ইহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ (শ)।

১২. যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৩

অন্বয় : [ব্রহ্ম] যস্য অমতম্ (যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না) তস্য [তৎ] মতম্ (বস্তুতঃ ব্রহ্ম তাঁহারই জ্ঞাত), [ব্রহ্ম] যস্য মতম্ (আর যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিয়াছি), সঃ ন বেদ (তিনি তাঁহাকে জানেন না), বিজানতাম্ অবিজ্ঞাতম্ (সমস্ত জ্ঞানবানদের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত), অবিজানতাম্ বিজ্ঞাতম্ (অজ্ঞ লোকদের নিকট তিনি বিজ্ঞাত)।

সরলার্থ : যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই' বস্তুতঃ তিনিই তাহাকে জানিয়াছেন ; আর যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি', প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। কারণ জ্ঞানবান ব্যক্তিদের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানীরা মনে করেন যে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অগোচর, অতএব তিনি অবিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে অজ্ঞানীদের নিকট তিনি জ্ঞাত অর্থাৎ অজ্ঞানীরা মনে করে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির গোচর, অতএব তাহারা তাঁহাকে জানিয়াছে।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মকে জানিয়াছি—এরূপ যাঁহার নিশ্চিত ধারণা তিনি ব্রহ্মকে জানেন নাই। কারণ ব্রহ্ম আমাদের প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। আমরা পরিমিত দেশ-কালাবচ্ছিন্ন বস্তুকে যেমন ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারি, ব্রহ্মকে সেইরূপ

জানা যায় না। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, অসীম, দেশকালাতীত। কাজেই যিনি ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বাহ্য বস্তুর ন্যায় বিদিত বলিয়া মনে করেন, তিনি ভ্রান্ত—অজ্ঞতাবশতঃ কোনও সৃষ্ট পরিমিত বস্তুকে ব্রহ্ম মনে করিয়া বলেন, 'ব্রহ্মকে জানিয়াছি'।

পক্ষান্তরে যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন নাই—কারণ ব্রহ্ম আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিষয় নহে, আমরা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যেমন পরিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের জ্ঞান লাভ করি ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেইরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, কাজেই ব্রহ্ম আমাদের অজ্ঞাত—বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারাই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্ম অনন্ত, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এবং দেশ-কালের অতীত বলিয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অগোচর।

উপরের উক্তির সমর্থনার্থ সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিশেষজ্ঞদের (বিজানতাম্) অজ্ঞাত এবং অবিশেষজ্ঞদের (অবিজানতাম্) জ্ঞাত। এস্থলে যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্ম দেশকালাবচ্ছিন্ন পরিমিত বস্তুর ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিষয় নহেন, তিনি অনন্ত, অসীম, দেশকালাতীত—তাঁহাদিগকে বিশেষজ্ঞ বলা হইয়াছে। আর যাহারা ভ্রমবশতঃ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতেই ব্রহ্মদর্শন করিয়া মনে করে যে অন্যান্য পরিমিত স্থূল পদার্থের ন্যায় ব্রহ্ম আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির গ্রাহ্য তাহারাই অবিশেষজ্ঞ।

মন্তব্য : শিষ্যাচার্য সংবাদ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রুতি এক্ষণে সমস্ত সংবাদের নিবৃত্তির জন্য নিজরূপেই পূর্বোক্ত তত্ত্ব বলিতেছেন। বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্—যাহারা অসম্যগ্‌দর্শী, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতেই যাহারা আত্মদর্শন করে তাহাদের নিকট ব্রহ্ম বিদিত, কিন্তু একেবারে অব্যুৎপন্ন লোকদিগের নিকট নহে। কারণ তাহাদের মনে 'আমরা ব্রহ্মকে জানিয়াছি' : এরূপ বুদ্ধি কখনও উৎপন্ন হয় না। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি উপাধিতে যাহারা আত্মদর্শন করে তাহারা কখনও ব্রহ্মকে উপাধি-বিযুক্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না, পক্ষান্তরে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকে জানিয়াই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে বলিয়া ভ্রম করে (শ) ; 'আমরা জানি' : ইহাই অজ্ঞদের বুদ্ধি (উ)।

১৩. প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ৪

অন্বয় : [যদা ব্রহ্ম] প্রতিবোধবিদিতম্ (যখন ব্রহ্মকে প্রত্যেক বিষয়-প্রতীতির মধ্যে জানা যায়) [তদা] মতম্ (তখনই সম্যগ্‌জ্ঞান হয়), [তস্মাৎ] অমৃতত্বং হি বিন্দতে (তাহা হইতেই বিদ্বান অমৃতত্ব লাভ করেন), আত্মনা বিন্দতে বীর্যম্ (আত্মজ্ঞান দ্বারা তিনি বল লাভ করেন), বিদ্যয়া (বিদ্যা অর্থাৎ একত্বের জ্ঞানদ্বারা) অমৃতং বিন্দতে (অমৃতত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ : প্রত্যেক বুদ্ধিপ্রত্যয়ের মধ্যে যখন ব্রহ্মকে জানা যায় তখনই সম্যক্ দৃষ্টি বা প্রকৃত জ্ঞান হয়। এই প্রকারের সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। আত্মার জ্ঞানদ্বারা পুরুষ বীর্য লাভ করেন এবং বিদ্যা অর্থাৎ একত্বের জ্ঞানদ্বারা তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : ঘটপটাদি বিষয়ে আমাদের যে সকল বোধ বা প্রতীতি জন্মে উহারা আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে উৎপন্ন হইলেও ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি উহাদের

বোধয়িতা বা প্রকাশক নহে। কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি জড়, উহাদের স্বকীয় কোন প্রকাশশক্তি নাই। আত্মাই ঐ সকল জ্ঞানের প্রকাশক ও বোধয়িতা। আত্মার আলোকে আলোকিত হইয়াই বস্তুসকল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞলোকে এই সকল অনুভূতির সঙ্গে আত্মার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করে না। কারণ ইহারা দেহেতেই আত্মবুদ্ধি মনে করে, দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণা করিতে পারে না।

পক্ষান্তরে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রত্যেক বোধ বা প্রতীতির সঙ্গে উহার বোধয়িতা বা প্রকাশক এবং দ্রষ্টারূপে আত্মার বিদ্যমানতাও উপলব্ধি করেন। তিনি ইহাও বুঝিতে পারেন যে, প্রতীতিগুলি বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হইলেও উহাদের বোধ-প্রকাশক এবং দ্রষ্টা আত্মা এক, অখণ্ড, ধ্বংসহীন এবং নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। এক আত্মাই সমস্ত প্রতীতিগুলিকে ধারণ করিয়া আছে। এই প্রকারে প্রত্যেক বোধ বা প্রতীতির সঙ্গে আত্মার যে উপলব্ধি—ইহাই হইল যথার্থ জ্ঞান বা সম্যগ্‌দর্শন (মতম্)। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে যিনি ব্রহ্মকে অনুভব করেন তাঁহার জীবন ব্রহ্মময় হইয়া যায় এবং তিনি বিশ্বময় ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। এজন্যই ইহাকে সম্যগ্‌দর্শন বলা হইয়াছে। এই সম্যগ্‌দর্শন হইতেই অমৃতত্ব লাভ হয় এবং এই প্রকারে সম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তিই শোক-দুঃখ-অজ্ঞান-মোহময় পার্থিব জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতময় আনন্দময় জীবন লাভে সমর্থ হন। কি প্রকারে হন তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

আত্মার জ্ঞান হইতেই বীর্য লাভ হয়। এস্থলে 'বীর্য' শব্দের অর্থ—অমৃতত্ব লাভের সামর্থ্য। বিষয়ের জ্ঞান হইতে যে বীর্যলাভ হয় তাহা আমাদিগকে অমৃতত্ব দিতে পারে না. আমাদিগকে শোকদুঃখের অতীত করিয়া তুলিতে পারে না, মৃত্যুভয় নিবারণ করিতে পারে না। একমাত্র আত্মার জ্ঞান হইতেই এই সামর্থ্য লাভ হইয়া থাকে। কারণ আত্মার জ্ঞান লাভ করিলে মানুষ বুঝিতে পারে—'আমি ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিবিশিষ্ট দেহ নহি, আমি আত্মা, আমি জন্ম-মৃত্যুহীন, আমি চৈতন্যস্বরূপ, আমি দেহাদির ন্যায় ধ্বংসশীল, জড় পদার্থ নহি।' এই জ্ঞান হইতে যে বীর্য লাভ হয় তাহাদ্বারাই শোকদুঃখ জয় করা যায়, মৃত্যুভয় নিবারিত হয়। অন্য শ্রুতিতেও পাই—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'[1]

বিদ্যা হইতে অমৃতত্ব লাভ হয়। আত্মজ্ঞান হইলে জীব বুঝিতে পারে যে, বিভিন্ন জীবের আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে। বিভিন্ন জীব একই আত্মার বিভিন্ন প্রকাশ, এক পরমাত্মা আপনাকে বিভিন্ন জীবে, বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই যে একত্বের জ্ঞান—ইহাই বিদ্যা। এই বিদ্যালাভ হইলে মানুষ বুঝিতে পারে যে, তাহার আত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই বটে। সমগ্র বিশ্বে যে পরমাত্মা আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন তিনি স্বরূপতঃ জীবের আত্মা হইতে অভিন্ন। এইরূপে সমগ্র বিশ্বের সহিত, সমস্ত জীবের সহিত তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। তখন তাঁহার আর শোকদুঃখের কারণ থাকে না। তিনি সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, মৃত্যু-মোহময় এই প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতময়, আনন্দময়, মুক্ত, দিব্য জীবন লাভ করেন। ইহাই অমৃতত্ব লাভ। অন্যত্র বলা হইয়াছে—'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।'[2]

মন্তব্য ঃ ব্রহ্ম কি প্রকারে সম্যক্‌ বিদিত হন তাহাই বলা হইতেছে ঃ প্রতিবোধবিদিতম্—'বোধ' শব্দে বুদ্ধিজনিত প্রত্যয়কে বুঝায়। সমস্ত বুদ্ধিজনিত প্রত্যয়েই আত্মার বিষয়ীভূত অর্থাৎ আত্মাদ্বারা প্রকাশিত হয়, সুতরাং ঘটপটাদি বিষয়ক

[1] মুণ্ডক উপঃ ৩।২।৪ শ্লোক। [2] ঈশ-১১ শ্লোক।

সমস্ত বুদ্ধি-প্রত্যয়েই আত্মা প্রকাশরূপে বর্তমান আছেন, কাজেই প্রত্যেক প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী ও প্রকাশক আত্মা একইভাবে পরিজ্ঞাত হন। উক্তপ্রকার বোধই আত্মার পরিজ্ঞানের একমাত্র দ্বার বা উপায়. অন্য দ্বার বা উপায় নাই (শ); প্রত্যেক বোধে বোধয়িতৃরূপে জ্ঞাত (উ)।

আত্মনা বিন্দতে বীর্যম্—নিজের স্বরূপজ্ঞান দ্বারাই সাধক বল, সামর্থ্য লাভ করেন। ধন, সহায়, মন্ত্র, ওষধি, তপস্যা, যোগ দ্বারা যে বীর্যলাভ হয় তাহা মৃত্যু-ভয়কে অভিভূত করিতে পারে না, কারণ সেই বীর্য অনিত্য বস্তু হইতে উৎপন্ন। আত্মবিজ্ঞানজনিত সামর্থ্য স্বয়ং আত্মা হইতে লব্ধ, অন্য কিছু হইতে নহে। সুতরাং অন্য কোনও সাধনের অপেক্ষা করে না বলিয়া আত্মজ্ঞানলব্ধ বীর্যই মৃত্যুকে পরাজিত করিতে পারে (শ)॥ বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতম্—যেহেতু এই আত্মবিদ্যালব্ধ বীর্য আত্মাদ্বারাই লাভ করা যায়, সেইহেতু আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয় (শ); ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করে (উ)।

১৪. ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৫

অন্বয় ঃ ইহ (এই লোকে) [কশ্চিৎ] চেৎ (ব্রহ্ম) অবেদীৎ (কেহ যদি ব্রহ্মকে জানিতে পারে) অথ (তাহা হইলে) সত্যম্ অস্তি (তাহার সত্য লাভ হয়), ইহ চেৎ ন অবেদীৎ (আর ইহলোকে যদি ব্রহ্মকে জানিতে না পারে), মহতী বিনষ্টিঃ (তাহা হইলে মহান বিনাশ হয়); [অতঃ] ধীরাঃ (এই হেতু পাণ্ডিতগণ) ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য (প্রতি বস্তুতে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (এই সংসার হইতে উপরত হইয়া) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমৃত হন)।

সরলার্থ ঃ মানুষ যদি ইহলোকেই ব্রহ্মকে জানিতে পারে তবে তাহার সত্য অর্থাৎ জীবনের সফলতা, পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, আর যদি এই আত্মাকে জানিতে না পারে তবে তাহার বিনাশ হয় অর্থাৎ সে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া সুখ-দুঃখ জরা-মৃত্যুর অধীন হয়। অতএব জ্ঞানিগণ সর্বভূতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া এই প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ব্রহ্মকে সম্যক্‌ জানিয়া ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি অর্থাৎ অমৃতময়, আনন্দময়, মুক্ত, স্বাধীন জীবন লাভ করাই মানব-জীবনের পরম পুরুষার্থ। সুতরাং যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যেক বুদ্ধির প্রত্যয়ে ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করেন, প্রত্যেক ভূতে যাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয়, তিনি সত্যকে ইহজন্মেই লাভ করেন, তাঁহার জীবন কৃতার্থ হয়। তিনি এই সংসারে শোক-দুঃখ, জরা-মৃত্যু, অজ্ঞান-মোহ অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারে না তাহার বিষম দুর্গতি হয়। সে সংসারের শোক-দুঃখ জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া বারংবার জন্ম-মরণাদি গতি প্রাপ্ত হয়।

এই শ্লোকে মানুষকে ইহজীবনেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে বলা হইয়াছে। কারণ মানবজীবনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে সম্যক্‌ উপযোগী। এ জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে পরবর্তী জীবন হয়ত ইহা অপেক্ষাও অধম হইবে এবং সেই জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ আরও দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

তারপর প্রত্যেক জীবের জীবনই ক্রমোন্নতিশীল। এই জীবন পরবর্তী উন্নত জীবন লাভের সোপান মাত্র। কিন্তু মানুষ যদি ইহজীবনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা না করিয়া অনাত্ম বিষয়ে আসক্ত হইয়া দৈহিক সুখভোগে মত্ত হয়, তবে তাহার ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইবে। দেহান্তে সে উন্নত জীবন ধারণ না করিয়া অন্ধকারময় দুঃখবহুল লোকে গমন করিবে। ইহাকে এস্থলে মহা বিনাশ (মহতী বিনষ্টিঃ) বলা হইয়াছে। 'অজ্ঞানী বিষয়াসক্ত লোকেরা আত্মঘাতী এবং মৃত্যুর পর উহারা সূর্যবিহীন তমসাচ্ছন্ন লোকে গমন করে।'[1]

অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে আমার মধ্যে যে আত্মাকে বোধয়িতা ও প্রেরয়িতারূপে অনুভব করিতেছি সেই আত্মাই সমগ্র বিশ্বের সমস্ত ভূতেরও আত্মা—ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। অজ্ঞানী লোকে বিভিন্ন ভূতকে পরস্পর হইতে পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষগণ (ধীরাঃ) সমস্ত ভূতে একই আত্মার প্রকাশ এরূপ চিন্তা করেন (ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য)। ইহাই হইল একত্বের জ্ঞান। এই একত্বের জ্ঞানকে বিদ্যা বলা হয়। বিদ্যালাভ হইলেই মানুষ অমৃত হয়, সে সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বমোহাত্মক প্রাকৃত জীবনের উর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতময়, আনন্দময়, মুক্ত, স্বাধীন জীবন লাভ করে—ইহাই অমৃতত্ব।

মন্তব্য : অথ সত্যম্ অস্তি—তবে এই মনুষ্যজন্মেই সত্যলাভ হয়। এস্থলে সত্য অর্থ অবিনাশ, অর্থবত্তা [পুরুষার্থ লাভ], সদ্ভাব [যথার্থ সত্যতা] অথবা পরমার্থতা (শ); সে সদ্ভাবাপন্ন হয় (উ)॥ ন চেদ্ ইহ অবেদীৎ—আর ইহ-জীবনে অধিকারী হইয়াও যদি মানুষ আত্মাকে জানিতে না পারে (শ)॥ মহতী বিনষ্টিঃ—তবে তাহার অনন্ত বিনাশ অর্থাৎ জন্ম-জরা-মরণাদি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহময় সংসার-গতি প্রাপ্তি ঘটে (শ); মহাদুর্গতি প্রাপ্ত হয় (উ)॥ ধীরাঃ ভূতেষু ভূতেষু—অতএব এই প্রকার গুণদোষাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ চরাচর সর্বভূতে এক আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মকে জানিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিয়া (শ); বোধয়িতৃরূপে প্রেরয়িতৃরূপে ধ্যান করিয়া (উ)॥ অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য—'আমি, আমার' ভাবময় অবিদ্যারূপ এই সংসার হইতে উপরত হইয়া (শ); ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া (উ)॥ অমৃতাঃ ভবন্তি—সমস্তই এক আত্মা, এই অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন : 'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।'[2] (শ); সম্পন্ন হন (উ)।

---

[1] অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ। ঈশ-৩

[2] যে কেহ এই পরম ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই (ব্রহ্মভূত) হন।—মুণ্ডক উপনিষদ, ৩।২।৯

তৃতীয় খণ্ড

১৫. ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে, তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১

অন্বয় : ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ বিজিগ্যে (ব্রহ্মই দেবতাদের জন্য জয় করিলেন), তস্য ব্রহ্মণঃ হ বিজয়ে (সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে), দেবাঃ অমহীয়ন্ত (দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন), তে ঐক্ষন্ত (তাঁহারা দেখিলেন), অস্মাকম্ এব অয়ং বিজয়ঃ (আমাদেরই এই বিজয়), অস্মাকম্ এব অয়ং মহিমা ইতি (এই মহিমাও আমাদেরই)।

সরলার্থ : একদা দেবতাদের গৌরব-বর্ধনার্থ দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্ম অসুরদিগকে জয় করিলেন। ব্রহ্মের এই বিজয়ে দেবতারাই মহিমান্বিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন—এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।

ব্যাখ্যা : এই অখ্যায়িকা কেন দেওয়া হইল তৎসম্বন্ধে তিন প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমতঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিজ্ঞদের অজ্ঞাত, অজ্ঞেরা তাঁহাকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে। সাধারণত দেখা যায় যাহা বিজ্ঞাত তাহাই সৎ অর্থাৎ সত্তাবান, আর যাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে তাহা অসৎ, সত্তাহীন। কাজেই অল্পবুদ্ধি লোকেরা মনে করিতে পারে ব্রহ্ম যখন অজ্ঞাত তখন ব্রহ্ম নাই। তাহাদের এই সন্দেহ দূর করার নিমিত্ত এই আখ্যায়িকার অবতারণা। যে ব্রহ্ম সর্বপ্রকারে সকলের শাসনকর্তা ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, দেবতাগণের পরমদেবতা, দেবগণের জয়ের এবং অসুরগণের পরাজয়ের হেতু—সেই ব্রহ্ম নাই একথা কি প্রকারে বলা যায়? পরবর্তী বাক্যসমূহ এই অর্থেরই অনুকূল।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির নিমিত্তই এই আখ্যায়িকা বলা হইয়াছে। কারণ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানবশতই অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানের বলেই ইন্দ্র আবার অগ্নি প্রভৃতি দেবতা হইতেও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ব্যাখ্যা : ব্রহ্ম দুর্বিজ্ঞেয়—এই আখ্যায়িকা দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ অতি তেজস্বী হইয়াও অতি ক্লেশেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইন্দ্র দেবতাদের অধিপতি হইয়াও অতি কষ্টে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। অতএব উপনিষদ-পদবাচ্য ব্রহ্মবিদ্যার বিধানার্থ অথবা ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত প্রাণিগণের সমস্ত কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমান মিথ্যা, যেমন দেবতাদের জয়ের অভিমান—ইহা প্রদর্শনের নিমিত্তই আখ্যায়িকার অবতারণা।

১৬. তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ, তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব, তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২

অন্বয় : [ব্রহ্ম] (সেই ব্রহ্ম) এষাং তৎ হ [মিথ্যেক্ষণম্] বিজজ্ঞৌ (ইহাদের সেই মিথ্যা ইক্ষণ জানিতে পারিলেন), তেভ্যঃ হ প্রাদুর্বভূব (এবং তাঁহাদের সমীপে প্রাদুর্ভূত হইলেন), তৎ কিম্ ইদম্ যক্ষম্ (এই যক্ষ কে?) ইতি [দেবাঃ] ন ব্যজানত (দেবতারা তাহা জানিতে পারিলেন না)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যা অভিমান জানিতে পারিয়া তাঁহাদের মঙ্গলার্থ তাঁহাদের সমীপে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু দেবগণ এই আবির্ভূত রূপ দেখিতে পাইয়াও ঐ পূজনীয় মূর্তিটি কে তাহা জানিতে পারিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ দেবতাদের নিকট যে ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার উদ্দেশ্য উঁহাদের মিথ্যা অহংকার চূর্ণ করিয়া উঁহাদিগকে জ্ঞান দান করা। কিন্তু দেবতারা ব্রহ্মের আবির্ভাব জানিতে বা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ দেবতাদের অজ্ঞানপ্রসূত অহংকার।

ব্রহ্ম এইভাবে মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হন তাহার অহংকার দূর করিয়া তাহাকে জ্ঞান দেওয়ার নিমিত্ত। কিন্তু অহংকারযুক্ত মানুষ ব্রহ্মের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। অজ্ঞানের মোহ এবং অহংকার মানুষের চিত্তকে যতদিন অধিকার করিয়া থাকে ততদিন তাহার পক্ষে ব্রহ্মের আবির্ভাব উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে।

১৭. তেঽগ্নিমব্রুবন্—জাতবেদ, এতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তে অগ্নিম্ অব্রুবন্ (তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন), জাতবেদঃ (হে জাতবেদ) এতৎ বিজানীহি (তুমি ইহা বিশেষরূপে জান) কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি (এই পূজনীয় মূর্তিটি কে)। [অগ্নিঃ উবাচ] তথা ইতি (অগি বলিলেন, তাহাই হউক)।

সরলার্থ ঃ তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন—হে জাতবেদ (সর্বজ্ঞকল্প অগ্নিদেব), সম্মুখস্থ এই যক্ষ অর্থাৎ পূজনীয় মূর্তিটি কে তাহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হও। অগ্নি বলিলেন—তাহাই হউক।

ব্যাখ্যা ঃ দেবতারা যে আবির্ভূত যক্ষকে জানিবার জন্য একে একে তাঁহার সম্মুখে গিয়াছিলেন ইহাতে বোঝায় তাঁহাদের মনে শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহারা শ্রদ্ধালু ও জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহারা পরে ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছিলেন।

মানুষও এই প্রকারে যখন শ্রদ্ধাবান ও জিজ্ঞাসু হয় অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জিজ্ঞাসার ভাব জাগিয়া উঠে, তখন সে জ্ঞানলাভের যোগ্যতা অর্জন করে, এবং অবশেষে ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু অধিকাংশ লোক এরূপ অজ্ঞানে অন্ধ এবং অহংকারে মত্ত যে তাহাদের চিত্তে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা কখনও জাগ্রত হয় না। কাজেই ভগবান সম্বন্ধে তাহারা চিরদিনই অজ্ঞ থাকে।

১৮. তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীৎ
জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ [অগ্নিঃ] তৎ অভ্যদ্রবৎ (অগ্নি তাঁহার নিকটে গেলেন), [যক্ষম্] তম্ অভ্যবদৎ (যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন), কঃ অসি ইতি (তুমি কে), [অগ্নিঃ] অব্রবীৎ (অগ্নি বলিলেন), অহম্ অগ্নিঃ বৈ অস্মি ইতি (আমি অগ্নি), অহং জাতবেদাঃ বৈ অস্মি ইতি (আমিই জাতবেদা)।

সরলার্থ ঃ অগ্নি ঐ যক্ষের নিকটে গেলেন। যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে?' অগ্নি বলিলেন—'আমি প্রসিদ্ধ অগ্নি, আমিই প্রসিদ্ধ জাতবেদা।'

ব্যাখ্যা ঃ যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে অতিশয় গর্বের সহিত অগ্নি বলিলেন—আমি প্রসিদ্ধ দেবতা অগ্নি, আমি জাতবেদা।

'জাতবেদা' শব্দের অর্থ সমস্ত জাত অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থকে যিনি জানেন—সর্বজ্ঞ। 'আমি জাতবেদা', বলিয়া অগ্নি আপনার জ্ঞানের অহংকার প্রদান করিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম সৃষ্টির অতীত, এই কারণে অগ্নি জাতবেদা হইয়াও ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন না।

জীবেরও এই অবস্থা ঘটে। জীব তাঁহার ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা জাগতিক ব্যাপারে যে জ্ঞান লাভ করে তাহাদ্বারাই নিজেকে জ্ঞানী মনে করিয়া অহংকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এই প্রকার জ্ঞান যতই অধিক হউক না কেন তাহাতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। যখন সে তাহার জ্ঞানের ও শক্তির অহংকার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয় তখনই সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

১৯. তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি। অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং
পৃথিব্যামিতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ [যক্ষম্ উবাচ] (যক্ষ বলিলেন) তস্মিন্ ত্বয়ি (সেই প্রসিদ্ধ তোমাতে) কিং বীর্যম্ ইতি (কি শক্তি আছে), [অগ্নিঃ অব্রবীৎ] (অগ্নি বলিলেন) পৃথিব্যাং যৎ ইদম্ ইতি (পৃথিবীতে এই যাহা কিছু আছে), ইদং সর্বম্ অপি দহেয়ম্ ইতি (তৎ সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্ম বলিলেন—'এমন প্রসিদ্ধ নাম ও গুণযুক্ত তোমাতে কি শক্তি আছে?' অগ্নি বলিলেন—'এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি।'

ব্যাখ্যা ঃ অগ্নি যে বলিলেন—'এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি', ইহাতেই তাঁহার অহংকার প্রকাশ পাইল। তাঁহার মনের ভাব এই যে, তিনি যে শক্তির অধিকারী তাহা অতি বিপুল এবং উহা তাঁহার নিজস্ব শক্তি। ইহাই তাঁহার গর্বের হেতু।

মন্তব্য ঃ যৎ ইদং পৃথিব্যাং ইতি—পৃথিবীতে স্থাবরাদি যাহা কিছু আছে। এস্থলে 'পৃথিবী' শব্দ উপলক্ষণার্থক। অন্তরীক্ষে যাহা আছে তাহাও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় (শ)।

২০. তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাক
দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ এতৎ দহ ইতি [উক্ত্বা] (ইহা দগ্ধ কর, এই কথা বলিয়া) [যক্ষং] তস্মৈ তৃণং নিদধৌ (যক্ষ তাঁহার নিকট একটি তৃণ স্থাপন করিলেন)। [অগ্নিঃ] সর্বজবেন তৎ উপপ্রেয়ায় (অগ্নি অতি উৎসাহে সবেগে ঐ তৃণসমীপে গমন করিলেন), তৎ দগ্ধুং ন শশাক (কিন্তু উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না), সঃ ততঃ এব নিববৃতে (তিনি সেই যক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন), [অব্রবীৎ চ] (এবং বলিলেন) ন এতৎ অশকম্ বিজ্ঞাতুম্ (আমি ইহা জানিতে পারিলাম না) যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি (যাহা এই যক্ষ)।

সরলার্থ : 'ইহা দগ্ধ কর'—এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম অগ্নির নিকট একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি পূর্ণ উৎসাহে সবেগে উহার নিকটে গেলেন কিন্তু উহা দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৃণ দগ্ধ করিতে না পারিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং দেবগণকে বলিলেন—'এই পূজনীয় স্বরূপ কে তাহা জানিতে পারিলাম না।'

ব্যাখ্যা : যক্ষ অগ্নির সমীপে একটি ক্ষুদ্র তৃণ রাখিলেন। তৃণ রাখিবার উদ্দেশ্য এই—অগ্নি যেন বুঝিতে পারেন যে তাঁহার নিজস্ব এতটুকু শক্তি নাই যাহাদ্বারা তিনি ক্ষুদ্র তৃণগাছাকেও দগ্ধ করিতে পারেন—তাঁহার শক্তির অহংকার যেন সমূলে বিনষ্ট হয়।

অতিশয় উৎসাহের সহিত ক্ষিপ্রবেগে অগ্নি তৃণের সমীপবর্তী হইলেন। তাঁহার উৎসাহের কারণ এই যে তিনি মনে করিলেন—'তৃণ অতি তুচ্ছ, আমি অনায়াসে ইহাকে পোড়াইতে সমর্থ হইব।' কিন্তু সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অগ্নি ঐ ক্ষুদ্র তৃণটিকে পোড়াইতে পারিলেন না। এই প্রকারে তাঁহার সমস্ত অহংকার চূর্ণ হইল।

২১. অথ বায়ুমব্রুবন্—বায়বেতদ্ বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ৭

অন্বয় : অথ (অনন্তর) [দেবাঃ] বায়ুম্ অব্রুবন্ (দেবগণ বায়ুকে বলিলেন), বায়ো (হে বায়ু), এতৎ যক্ষম্ কিম্ ইতি (এই যক্ষ কে) এতৎ বিজানীহি (ইহা অবগত হও), [বায়ুঃ উবাচ] তথা ইতি (বায়ু বলিলেন—তাহাই হউক)।

সরলার্থ : অতঃপর দেবতারা বায়ুকে বলিলেন—'হে বায়ু, সম্মুখস্থ পূজনীয় স্বরূপ যক্ষ কে তাহা বিশেষভাবে জানিয়া আসিও।' বায়ু বলিলেন—'তাহাই হউক।'

২২. তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীৎ মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮

অন্বয় : [বায়ুঃ] তৎ অভ্যদ্রবৎ (বায়ু তাঁহার নিকটে গেলেন), [ব্রহ্ম] তম্ অভ্যবদৎ (ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন), কঃ অসি ইতি (তুমি কে), [বায়ু] অব্রবীৎ (বায়ু বলিলেন), অহম্ বায়ুঃ বৈ অস্মি ইতি (আমিই বায়ু), অহং মাতরিশ্বা বৈ অস্মি ইতি (আমিই মাতরিশ্বা)।

সরলার্থ : বায়ু সেই যক্ষের নিকটে গেলেন। যক্ষ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে?' বায়ু বলিলেন—'আমি প্রসিদ্ধ বায়ু, আমি প্রসিদ্ধ মাতরিশ্বা।'

মন্তব্য : বায়ুঃ—'বা' ধাতুর অর্থ গমন বা গন্ধ-গ্রহণ, তাহা করে বলিয়া বায়ু, আর অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বলিয়া উহার নাম মাতরিশ্বা (শ)।

২৩. তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি। অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯

অন্বয় : [যক্ষম্ উবাচ] (যক্ষ বলিলেন) তস্মিন্ ত্বয়ি (প্রসিদ্ধ সেই তোমাতে) কিং বীর্যম্ ইতি (কি শক্তি আছে), [বায়ু বলিলেন] পৃথিব্যাং যৎ ইদম্ ইতি (পৃথিবীতে এই যাহা কিছু আছে) অপি ইদং সর্বম্ আদদীয় (সেই সমস্ত আমি গ্রহণ করিতে পারি অর্থাৎ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি)।

সরলার্থ : ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন—'এমন প্রসিদ্ধ নাম ও গুণযুক্ত তোমাতে কি

শক্তি আছে?' বায়ু বলিলেন—'পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে অর্থাৎ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি।'

২৪. তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০

অন্বয় : এতৎ আদৎস্ব ইতি (ইহা গ্রহণ কর), [এতৎ উক্তা] (এই কথা বলিয়া) তস্মৈ তৃণং নিদধৌ (যক্ষ তাঁহার নিকট একটি তৃণ রাখিলেন), [বায়ুঃ] সর্বজবেন তৎ উপপ্রেয়ায় (বায়ু উৎসাহপূর্ণ বেগে উহার নিকটে গেলেন), তৎ আদাতুং ন শশাক (কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না)। সঃ ততঃ এব নিববৃতে (তিনি সে স্থান হইতে ফিরিয়া গেলেন), [অব্রবীৎ চ] যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি (এবং বলিলেন, এই পূজনীয় স্বরূপ যে যক্ষ) এতৎ বিজ্ঞাতুং ন অশকম্ (তাহা জানিতে পারিলাম না)।

সরলার্থ : ব্রহ্ম তাঁহার নিকট একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন—'ইহা গ্রহণ কর।' বায়ু পূর্ণ উৎসাহে বেগের সহিত উহার নিকটে গেলেন, কিন্তু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা উড়াইতে পারিলেন না। তখন সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেবগণকে বলিলেন, 'এই যক্ষ কে তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।'

২৫. অথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাত্তিরোদধে ॥ ১১

অন্বয় : অথ (অনন্তর) [দেবাঃ] ইন্দ্রম্ অব্রুবন্ (দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন)—মঘবন্ এতৎ বিজানীহি (হে ইন্দ্র, ইহা বিশেষভাবে অবগত হউন), কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি (এই যক্ষ কে), [ইন্দ্র উবাচ] (ইন্দ্র বলিলেন) তথা ইতি (তাহাই হউক), [ইন্দ্রঃ] তৎ অভ্যদ্রবৎ (ইন্দ্র তাহার নিকটে গেলেন), [যক্ষম্] তস্মাৎ তিরোদধে (ইন্দ্রের নিকট হইতে যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন)।

সরলার্থ : অনন্তর দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন—'হে ইন্দ্র, আপনি বিশেষভাবে জানিয়া আসুন, এই যক্ষ কে?' ইন্দ্র বলিলেন—'তাহাই হউক।' এই কথা বলিয়া ইন্দ্র যক্ষের নিকটে গেলেন, কিন্তু যক্ষ তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ব্যাখ্যা : যক্ষ যে ইন্দ্রের নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন তাহার কারণ এই যে, ইন্দ্র যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, এই কারণে ব্রহ্ম ইন্দ্রকে আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করা আবশ্যক মনে করিলেন না। কিন্তু চিত্তে বিদ্যা বা নির্মল বিবেকবুদ্ধির উদয় না হইলে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই হেতু ব্রহ্ম ইন্দ্রের নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন এবং উমারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের হৃদয়ে নির্মল বিবেকবুদ্ধির উদয় হইল।

২৬. স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ—কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২

অন্বয় : সঃ (সেই ইন্দ্র) তস্মিন্ এব আকাশে (সেই অন্তরীক্ষ প্রদেশে) স্ত্রিয়ম্

(স্ত্রীরূপা) বহুশোভমানাং হৈমবতীম্ উমাং (অতি সৌন্দর্যশালিনী হৈমবতী উমার নিকট) আজগাম (উপস্থিত হইলেন), তাং হ উবাচ (তাঁহাকে বলিলেন), কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি (এই যক্ষ কে)।

সরলার্থ : ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিণী বহু শোভায় শোভান্বিতা হৈমবতী (স্বর্ণালংকারভূষিতা) উমাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই যক্ষ (পূজনীয় রূপ) কে ?'

ব্যাখ্যা : ব্রহ্ম তিরোহিত হইলেও ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় ফিরিয়া গেলেন না। তিনি যথার্থ জিজ্ঞাসু ছিলেন ; অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় তিনি অহংকারদৃপ্ত ছিলেন না, তাঁহার চিত্ত নির্মল ছিল। কাজেই তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মকে জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেন। তাঁহার এই একাগ্রতার ফলে বিদ্যারূপিণী উমা তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের হৃদয়ে নির্মল বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইল।

এস্থলে ব্রহ্মবিদ্যাকে বহুশোভমানা স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা উমা বলা হইয়াছে। এই বিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ। এই অধ্যাত্মজ্ঞানই ব্রহ্মকে জানিবার উপায়। নির্মলচিত্ত সাধক যখন যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন তখনই তাঁহার চিত্তে এই ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূত হয়। এই জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিজাত জ্ঞান নহে, বিচার বিতর্ক দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। চিত্ত নির্মল হইলে তর্ক-বিতর্কের কোলাহল থামিয়া গেলে সাধকের হৃদয়ে বোধি বা অন্তর্দৃষ্টি (intuitive perception) জাগ্রত হয় এবং তাহাদ্বারাই তিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারেন।

মন্তব্য : বহুশোভমানাং হৈমবতীম্ উমাম্—ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে : (১) উমা অর্থে বিদ্যা, বহু স্বর্ণাভরণযুক্তা এবং সর্বাপেক্ষা শোভনা তত্ত্ববিদ্যা ; সুতরাং ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থা। (২) হৈমবতী অর্থে হিমালয়-দুহিতা ভগবতী, সর্বদা মহাদেবের সঙ্গে থাকেন বলিয়া সবজ্ঞা ; অতএব উত্তরদানে সমর্থা (শ) ; শোভাময়ী উমাকে দেখিতে পাইলেন (উ)।

চতুর্থ খণ্ড

২৭. সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।
ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১

অন্বয় : সা উবাচ হ (সেই উমা বলিলেন) [এতৎ] ব্রহ্ম ইতি (ইনি ব্রহ্ম), ব্রহ্মণঃ বৈ এতৎ বিজয়ে (ব্রহ্মের এই বিজয়ে) [যূয়ম্] মহীয়ধ্বম্ ইতি (তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ,) ততঃ হ এব (সেই উমাবাক্য হইতেই) [এষঃ] (এই ইন্দ্র) [এতৎ] ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (ইনিই ব্রহ্ম—ইহা জানিতে পারিলেন)।

সরলার্থ : উমা ইন্দ্রকে বলিলেন—'ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমরা এই প্রকার মহিমান্বিত বোধ করিতেছ।' তাঁহার কথা হইতেই ইন্দ্র জানিলেন যে ইনি ব্রহ্ম।

ব্যাখ্যা : ইন্দ্রের হৃদয়ে যে উমারূপিণী বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল তাহার সাহায্যে তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন। ইন্দ্র ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, দেবতাদিগের বিজয় প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই বিজয়, দেবতারা নিমিত্তমাত্র। ব্রহ্মই সকল শক্তির উৎস। ব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁহারা শক্তিমান। ব্রহ্মের গৌরবেই তাঁহারা গৌরবান্বিত।

এই প্রকারে সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে তিনি প্রতি কার্যে ব্রহ্মের প্রেরণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার অহঙ্কার দূরীভূত হয়, তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার নিজস্ব কোন শক্তি নাই, নিজের কোনও গৌরব নাই। সমস্ত শক্তি, সমস্ত গৌরব ব্রহ্মের। ব্রহ্মের শক্তিতেই তিনি শক্তিমান, ব্রহ্মের গৌরবেই তাঁহার গৌরব।

মন্তব্য : ব্রহ্মণঃ বৈ এতদ্ বিজয়ে মহীয়ধ্বম্ ইতি—ঈশ্বর কর্তৃকই অসুরসকল বিজিত হইয়াছে, তোমরা তাঁহার নিমিত্তমাত্র। সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমরা এইরূপ মহিমা অনুভব করিতেছ। সুতরাং, 'আমাদের এই বিজয়, আমাদেরই এই মহিমা' : তোমাদের এই প্রকারের অভিমান মিথ্যা (শ)।

২৮. তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ তে
হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২

অন্বয় : যৎ (যেহেতু) অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ (অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র) তে হি (ইহারাই) এনৎ (এই ব্রহ্মকে) নেদিষ্ঠং পস্পৃশুঃ (নিকটতম স্পর্শ করিয়াছিলেন), [যৎ] তে হি (যেহেতু ইঁহারাই) এনৎ প্রথমঃ ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (প্রথম বা প্রধান হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেই হেতু) এতে বৈ দেবাঃ (এই সকল দেবতা) অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব (অন্যান্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন)।

সরলার্থ : যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটবর্তী হইয়া ইঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং যেহেতু প্রথমে ইন্দ্র, তারপর অগ্নি ও বায়ু প্রধান (অগ্রণী) হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই হেতু ইঁহারা অন্য দেবতাদিগকে ঐশ্বর্যগুণে অতিক্রম করিয়াছিলেন অর্থাৎ অন্যান্য দেবতা হইতে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা : ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু—ইঁহারা ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। এস্থলে যে স্পর্শের কথা বলা হইয়াছে তাহা দৈহিক স্পর্শ নহে, দর্শন ও কথোপকথন-জনিত অথবা আন্তরিক স্পর্শ, জ্ঞানের স্পর্শ। ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন, অন্যান্য দেবতা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। এই কারণে ইঁহারা অন্যান্য দেবতা হইতে উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। এস্থলে যে উৎকর্ষের কথা বলা হইয়াছে তাহা জ্ঞানের উৎকর্ষ। জ্ঞানের উৎকর্ষ হইলে বীর্যের উৎকর্ষ হয় এবং চিত্ত নানা সদ্‌গুণে ভূষিত হয়। অন্যত্রও বলা হইয়াছে—'আত্মনা বিন্দতে বীর্যম্।' কাজেই ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু জ্ঞান, বীর্য ও বিবিধ সদ্‌গুণে অন্যান্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

২৯. তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্। স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ
স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩

অন্বয় : হি (যেহেতু) সঃ এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ (ইন্দ্র নিকটতম এই ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন), হি (যেহেতু) সঃ এনৎ প্রথমঃ ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (সেই ইন্দ্র প্রথম বা অগ্রণী হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন), তস্মাৎ বৈ (সেই হেতু) ইন্দ্রঃ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব (ইন্দ্র অন্যান্য দেবতা হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন)।

সরলার্থ : যেহেতু ইন্দ্র নিকটতমরূপে ইঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি অগ্রণী হইয়া অথবা প্রথমে ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, এই কারণে তিনি অন্যান্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা : ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ুর মধ্যে ইন্দ্র জ্ঞানে, বীর্যে ও বিবিধ সদ্‌গুণে অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, ইন্দ্রের চিত্তে তত্ত্ববিদ্যার উদ্ভব হওয়াতে তিনি ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন; কাজেই ব্রহ্মের সহিত তাঁহার স্পর্শ ছিল সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ও নিকটতম। অগ্নি ও বায়ু ইন্দ্রের নিকট শুনিয়াই ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞান ছিল পরোক্ষ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের স্পর্শও ঘনিষ্ঠ ছিল না। এই কারণে ইন্দ্র জ্ঞানে, বীর্যে ও বিবিধ সদ্‌গুণে অগ্নি ও বায়ুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

এইখানেই দেবতাদের আখ্যায়িকার সমাপ্তি হইল। এই আখ্যায়িকাটি একটি রূপক কল্পনামাত্র। এই রূপকের তাৎপর্য কি তাহা অনুধাবন করা দরকার :

(১) এই জগতে দেবতাগণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তাঁহারাই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির প্রভু ও পরিচালক। কিন্তু দেবতাদের নিজস্ব কোন শক্তি নাই। ব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁহারা শক্তিমান। ব্রহ্মই সকল শক্তির উৎস।

(২) এই জগতে দুইটি বিরোধী শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। একটি জগৎকে রক্ষা করে, জগৎকে কল্যাণের পথে, উন্নতির পথে লইয়া যায়—ইহাই দৈবী শক্তি। অপরটি জগৎকে অকল্যাণের পথে, ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে—ইহাই আসুরী শক্তি। এই দুই বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ ও বিরোধ সর্বত্রই চলিতেছে। ইহাই দেবাসুরের সংগ্রাম নামে কথিত। এই সংগ্রামে যে দেবগণের জয় হয় তাহা ব্রহ্মেরই জয়, দেবগণ নিমিত্তমাত্র। ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারা জয়লাভ করেন।

জগতের ন্যায় জীবের মধ্যেও দৈবী ও আসুরী—এই দুই শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। জীবের সুপ্রবৃত্তিসমূহ দেবী শক্তি, ইহারা জীবকে কল্যাণের পথে, উন্নতির পথে লইয়া যায়। জীবের কুপ্রবৃত্তিসমূহ আসুরী শক্তি, ইহারা তাহাকে অকল্যাণের পথে, ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিতে চেষ্টা করে। ইহাই জীবের মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই জীব আসুরী বৃত্তিগুলিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়।

অজ্ঞানী, অহঙ্কারপরায়ণ জীব কিন্তু মনে করে যে নিজের শক্তিবলেই সে আসুরী শক্তিগুলির উপর জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যতক্ষণ তাহার চিত্তে এই অহঙ্কার বর্তমান থাকে ততক্ষণ সে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন। এই প্রকারে অহঙ্কারের ভাব অপগত হইলে জীব যখন জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে উৎসুক হয় তখন তাহার হৃদয়ে বিদ্যা অর্থাৎ নির্মল বিবেক-বুদ্ধি উদিত হইয়া তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করে। জীব তখন বুঝিতে পারে যে তাহার নিজস্ব কোনও শক্তি নাই, ব্রহ্মের শক্তিতেই সে শক্তিমান। এই প্রকারে যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হন তাঁহারাই জ্ঞানে, বীর্যে, বিবিধ সদ্‌গুণে অজ্ঞানীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

৩০. তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্যমীমিষদা
ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪

অন্বয় : তস্য এষঃ আদেশঃ (তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের সম্বন্ধে ইহা একটি আদেশ অর্থাৎ উপমামূলক উপদেশ), যৎ এতৎ (এই যে) বিদ্যুতঃ ব্যদ্যুতৎ (বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল) আ (ইহারই সদৃশ), ইতি (ইহারই সেই আদেশ), ইৎ (আরও একটি আদেশ এই যে) ন্যমীমিষৎ (চক্ষুর নিমেষ হইল) আ (ইহারই সদৃশ), ইতি অধিদৈবতম্ (ইহা ব্রহ্মের দেবতা-বিষয়ক আদেশ)।

সরলার্থ : সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহা একটি আদেশ অর্থাৎ উপমামূলক উপদেশ, এই যে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—ইহারই সদৃশ। আর একটি উপমা এই যে চক্ষুর নিমেষ হইল—ইহারই সদৃশ। ইহা ব্রহ্মের দেবতা-বিষয়ক উপদেশ।

ব্যাখ্যা : নিরুপম ব্রহ্মকে কোনও জাগতিক বস্তুর সহিত তুলনা দ্বারা প্রকাশের চেষ্টার নাম আদেশ। এই শ্রুতিতে এইরূপ একটি আদেশের কথা বলা হইয়াছে। বিদ্যুৎ যেমন ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পাইয়া পুনরায় তিরোহিত হয়, চক্ষু যেমন ক্ষণকালের জন্য উন্মীলিত হইয়া পুনরায় নিমীলিত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ জীবের হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তিরোহিত হন। প্রত্যেক বিষয়-প্রতীতির সঙ্গে ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়ে নিমগ্নতা ও চিত্তের মালিন্যের জন্য জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তবে হৃদয়ে জিজ্ঞাসার ভাব প্রবল এবং চিত্ত নির্মল ও বিশুদ্ধ হইলে জীবও ব্রহ্মের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

এই আদেশটি বিদ্যুৎ এবং চক্ষুর দৃষ্টান্ত অবলম্বনে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'অধিদৈবত আদেশ' বলা হইয়াছে। বৈদিক শাস্ত্রে বিদ্যুৎ এবং চক্ষু (দর্শনেন্দ্রিয়) উভয়েই দেবতা। ব্রহ্মের প্রকাশের সহিত উহাদের সাদৃশ্য এই যে, বিদ্যুতের চমক এবং চক্ষুর দৃষ্টি উভয়ই যেমন প্রকাশময়, ব্রহ্মের আবির্ভাবও তেমনি

প্রকাশময়। তারপর বিদ্যুতের প্রকাশ এবং চক্ষুর নিমেষ উভয়ই ক্ষণিক। অজ্ঞানী
জীবের হৃদয়ে ব্রহ্মের প্রকাশও তেমনি ক্ষণিক।

এই অংশটির এইরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে : দেবতাদের আখ্যায়িকা অবলম্বনে
এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহাকে অধিদৈবত বলা হইল। বিদ্যুতের চমক
এবং চক্ষুর নিমেষের মত দেবতাদের নিকট ব্রহ্ম ক্ষণকালের নিমিত্ত আবির্ভূত
হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজেদের অহংকার ও চিত্তের মালিন্যবশতঃ দেবগণ ব্রহ্মকে
চিনিতে পারেন নাই। এই প্রকারে ব্রহ্ম জীবের হৃদয়েও ক্ষণকালের জন্য আত্মপ্রকাশ
করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বিষয়-প্রতীতির সঙ্গে ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে (প্রতিবোধ-
বিদিতম্), কিন্তু অজ্ঞানী জীবের হৃদয় দেবতাদের মত মোহ ও অহংকার দ্বারা
আচ্ছন্ন বলিয়া সে ব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে পারে না।

মন্তব্য : যৎ এতৎ বিদ্যুৎ—লোকে প্রসিদ্ধ বিদ্যুতের প্রকাশ যেরূপ, ব্রহ্মের প্রকাশও
তদ্রূপ; তিনি একবার বিদ্যুতের মত প্রকাশ পান। ব্রহ্ম বিদ্যুতের মত আপনাকে
একবার দেখাইয়া দেবতাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অথবা তিনি
যেন বৈদ্যুতিক তেজের মত একবার প্রকাশ পাইয়াছিলেন (শ)।

৩১. অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং
সংকল্পঃ ॥ ৫

অন্বয় : অথ অধ্যাত্মম্ (অনন্তর আত্মবিষয়ক আদেশ) যৎ (এই যে), মনঃ এতৎ
গচ্ছতি ইব চ (মনও যেন এই ব্রহ্মের নিকট গমন করে), চ (এবং) অনেন (এই মন
দ্বারা) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ). উপস্মরতি (নিকটবর্তীরূপে
স্মরণ করে), [এষঃ] সংকল্পঃ (ইহাই মনের ব্রহ্মবিষয়ক সংকল্প)।

সরলার্থ : অতঃপর ব্রহ্মের অধ্যাত্ম-বিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই যে মন
যেন ব্রহ্মে গমন করে বলিয়া বোধ হয় এবং সেই কারণে সাধক মনদ্বারা ব্রহ্মকে পুনঃ
পুনঃ ঘনিষ্ঠভাবে স্মরণ করেন—ইহাই মনের ব্রহ্মবিষয়ক সংকল্প (চিন্তন)।

ব্যাখ্যা : এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আর একটি আদেশ বলা হইয়াছে। মানুষের
অন্তঃস্থ হৃদয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে এই আদেশ বলিয়া ইহা অধ্যাত্ম উপদেশ।

মানুষ স্বীয় মনোবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে বলিয়া তাহার মনে হয়।
সে মনে করে তাহার মন যেন ব্রহ্মকে ধরিতে পারিল, তাহার মন যেন ব্রহ্মে প্রবিষ্ট
হইল। এই কারণে সে ব্রহ্মকে মন দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। ইহাই তাহার
ব্রহ্মবিষয়কে সংকল্প (চিন্তা)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাহার মনোবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে
ধরিতে অর্থাৎ বিষয়ীকৃত করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি এই প্রকারে ব্রহ্মের স্মরণ ও চিন্তন নিরর্থক নহে। কারণ মনই
ব্রহ্মের অভিব্যক্তি-স্থান। প্রত্যেক বিষয়-প্রতীতির সঙ্গে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। কিন্তু
বিষয়ে নিমগ্নতা ও চিত্তের মলিনতাহেতু জীব ব্রহ্মের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে
পারে না। ব্রহ্মবিষয়ে যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া বারংবার তাঁহার স্মরণ ও চিন্তন দ্বারা
চিত্ত নির্মল হইলে জীবের হৃদয়ে বোধি বা অন্তর্দৃষ্টি (intuitive perception)
জাগ্রত হইয়া উঠে। তাহার সাহায্যে জীব ব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ
হয়। মানুষ যে মনে করে 'ব্রহ্ম আমার মনে প্রবেশ করিল, ব্রহ্মকে যেন আমি
ধরিলাম' এবং ব্রহ্মের চিন্তন ও স্মরণ করে—তাহার কারণ প্রত্যেক বিষয়-প্রতীতির

সঙ্গে ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্ম যদি এইভাবে আপনাকে প্রকাশ না করিতেন তবে মানুষ
কখনও 'তাঁহাকে যেন পাইলাম'—এরূপ মনে করিতে পারিত না, ব্রহ্মের চিন্তন এবং
পুনঃপুনঃ স্মরণও সে করিত না।

পূর্ব শ্রুতিতে বিদ্যুৎ ও চক্ষুর নিমেষের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আদেশ (আধ্যাত্মিক
তত্ত্ব) বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের প্রকাশ ক্ষণিক। আর এই শ্রুতিতে প্রত্যেক মনোবৃত্তির
সঙ্গে ব্রহ্মের অভিব্যক্তি—এই আদেশটি মানুষের ব্রহ্মচিন্তন ও ব্রহ্মস্মরণের দৃষ্টান্ত দ্বারা
বিবৃত হইয়াছে।

এই শ্রুতিটির অন্য প্রকার অর্থ করা হয়, যথা : 'অনেন' অর্থাৎ এই ব্রহ্ম দ্বারাই
মন বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, বিষয়ের পুনঃপুনঃ স্মরণ এবং সংকল্প (চিন্তন)
করে।

মন্তব্য : সংকল্পঃ—মনের ব্রহ্ম-বিষয়ক সংকল্প, মনই ব্রহ্মের উপাধি বলিয়া মনের
সংকল্প, স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারাই ব্রহ্ম যেন বিষয়ীকৃত হইয়া অভিব্যক্ত হন।
এই কারণে ইহাই ব্রহ্মের অধ্যাত্ম আদেশ। বিদ্যুৎ ও নিমেষের ন্যায় ব্রহ্মও অতি দ্রুত
এবং ক্ষণকালের জন্য প্রদর্শিত হন : ইহাই অধিদৈবত আদেশ, আর মনোবৃত্তির সঙ্গে
সঙ্গে আত্মার অভিব্যক্তি হয় : ইহাই অধ্যাত্ম উপদেশ। এই প্রকারের আদেশ দ্বারা
ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধি লোকদেরও বুদ্ধিগম্য হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের আদেশ উপদিষ্ট
হইল। অন্যথা মন্দবুদ্ধি লোকের পক্ষে নিরুপাধিক ব্রহ্মকে বোধগম্য করা সম্ভবপর
নহে (শ); পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মস্মরণে সাধকের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, এই জন্য তিনি ব্রহ্ম-
স্মরণে কৃতসংকল্প (উ)।

৩২. তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদাভি হৈনং
সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬

অন্বয় : তৎ হ তদ্বনম্ নাম (সেই ব্রহ্মই—'তদ্বন' অর্থাৎ প্রাণিবর্গের ভজনীয়—এই
নামে প্রসিদ্ধ), [তস্মাৎ] তদ্বনম্ ইতি উপাসিতব্যম্ (অতএব 'তদ্বন' এই নামেই
তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে), সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ এবং বেদ (এই ব্রহ্মকে
এইরূপে জানেন) এনম্ (তাঁহাকে) সর্বাণি ভূতানি হ অভিসংবাঞ্ছন্তি (সকল প্রাণীই
প্রার্থনা করে)।

সরলার্থ : এই ব্রহ্ম নিখিল প্রাণিবর্গের ভজনীয়, এজন্য তিনি 'তদ্বন' নামে প্রসিদ্ধ।
'তদ্বন' শব্দ তাঁহার গুণব্যঞ্জক বলিয়া এই নামেই তাঁহার উপাসনা ও চিন্তা কর্তব্য।
যিনি এই ব্রহ্মকে যথোক্ত গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানেন সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে পাইতে
ইচ্ছা করে।

ব্যাখ্যা : এই শ্রুতিতে ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা, বিধি ও ফল বলা হইয়াছে।
'উপাসনা' শব্দের অর্থ উপ (সমীপে) আসনা (অবস্থান)। সাধক যখন ব্রহ্মের
সঙ্গে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন তখনই তাঁহার নিকটে স্থিতি হয়।
কিন্তু কোন প্রকার নাম গুণযুক্ত না হইলে কাহারও সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে
পারে না। এই কারণে নামহীন, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, সগুণ
ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়।

এখন কোন্ প্রকারের নাম ও গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা প্রশস্ত—শ্রুতি এই শ্লোকে
তাহাই বলিয়াছেন। ব্রহ্ম সকল প্রাণীর ভজনীয় বলিয়া 'তদ্বন' (অর্থাৎ সেই
প্রিয়বস্তু) নামে প্রসিদ্ধ। তিনি সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ, সকল জ্ঞানের

প্রকাশক, সকল শক্তির প্রেরয়িতা, সর্বজীবের পিতা, পাতা ও পরিত্রাতা ; এই কারণে তিনি সকলের ভজনীয়। অতএব সাধক 'তদ্বন' নামে সর্বপ্রাণীর ভজনীয়রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। অবশ্য ব্রহ্মের অসংখ্য নাম ও গুণ আছে, অতএব অন্য নাম ও গুণযুক্ত ব্রহ্মেরও উপাসনা হইতে পারে ; কিন্তু 'তদ্বন' নামে উপাসনাই প্রশস্ত।

এই উপাসনার কি ফল হয় তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম পিতা, পাতা, জ্ঞান ও শক্তিদাতারূপে কেবল যে উপাসকেরই সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাহা নহে, নিখিল প্রাণিবর্গের সহিতও তাঁহার ঐ প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এইভাবে ব্রহ্মের চিন্তন, মনন ও উপাসনা করিলে নিখিল প্রাণিবর্গের সহিত উপাসকের একাত্মতা স্থাপিত হয়। তিনি সকল প্রাণীর সহিত আত্মীয়তা উপলব্ধি করেন, কাজেই সকলেই তাঁহার প্রিয় এবং তিনিও সকলের প্রিয় হন, সকলে তাঁহাকে পাইতে চায়।

মন্তব্য : তং হ তদ্বনম্—সেই ব্রহ্মই 'তদ্বন' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার [নিখিল প্রাণিবর্গের] বন [আত্মস্বরূপ বলিয়া ভজনীয়], এই কারণে তাঁহাকে 'তদ্বন' বলা হয়। 'তদ্বন' শব্দ ব্রহ্মের গুণব্যঞ্জক বলিয়া এই নামেই তাঁহাকে উপাসনা ও চিন্তা করা কর্তব্য (শ)।

৩৩. উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত
উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭

অন্বয় : [শিষ্যঃ উবাচ] (শিষ্য বলিলেন) উপনিষদম্ ব্রূহি ইতি (ভগবান, আমাকে উপনিষৎ বলুন), [আচার্যঃ উবাচ] (তদুত্তরে আচার্য বলিলেন) তে উপনিষৎ উক্তা (তোমাকে উপনিষৎ বলা হইয়াছে), বাব (নিশ্চয়) তে ব্রাহ্মীম্ উপনিষদম্ অব্রূম ইতি (তোমাকে ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ বলিয়াছি)।

সরলার্থ : শিষ্য বলিলেন—'ভগবান, আমায় উপনিষৎ বলুন।' এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য বলিলেন—'তোমাকে ত উপনিষৎ বলা হইয়াছে, তোমাকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ বলিয়াছি।'

ব্যাখ্যা : শিষ্য আচার্যের কথিত সকল কথা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যাহা বলা হইয়াছে তাহা উপনিষৎ কি না। তিনি মনে করিয়াছিলেন উপনিষৎ একটি রহস্যবিদ্যা। এই রহস্যবিদ্যা তাঁহাকে বলা হইয়াছে কি না শিষ্য তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আচার্যকে বলিলেন—'আমাকে উপনিষৎ বলুন।' অথবা শিষ্য স্থির করিতে পারেন নাই যে তাঁহাকে সমগ্র উপনিষৎ বলা হইয়াছে, না আরও কিছু বক্তব্য আছে।

উত্তরে আচার্য বলিলেন—'তোমাকে উপনিষৎই বলিয়াছি, ইহাই ব্রাহ্মী বাক্, ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক উপনিষৎ।' ইহা যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত 'উপনিষৎ বলিয়াছি'—এই কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার শংকরাচার্য এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় সম্বন্ধে বলেন :

শিষ্যের অভিপ্রায় এই—পূর্বে যে উপনিষৎ বলা হইয়াছে তাহার কোনও সহকারী সাধনের অপেক্ষা আছে কি না। অন্য সহকারী সাধনের অপেক্ষা থাকিলে তাহা আমাকে বলুন। আর যদি অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা না থাকে তাহা হইলে বলুন যে ইহার পর আর কিছু নাই (নাতঃপরমস্তি)।

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে আচার্য পরবর্তী শ্রুতিতে তপ, দম, কর্ম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐসকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহকারী সাধন নহে। ব্রহ্মবিদ্যার কোন সহকারী সাধন নাই। উহারা ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায় মাত্র। এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায়স্বরূপ বেদ ও বেদাঙ্গ পাঠের সহিত তপস্যা প্রভৃতির নির্দেশ করা হইয়াছে। বেদ ও বেদাঙ্গসমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ বা সহকারী সাধন নহে।

তারপর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফল বিষয়ক সর্ববিধ ভেদবুদ্ধি নিবারিত হয়। কাজেই ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে কোন প্রকার সহকারী সাধনের সম্বন্ধ থাকা সঙ্গত নহে, বিশেষতঃ পরমাত্মার জ্ঞানেই ব্রহ্মবিদ্যার পরিসমাপ্তি এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ)। কাজেই কর্মসমূহ কখনও ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ সহকারী সাধনরূপে ঈপ্সিত হইতে পারে না। এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাই মুক্তি লাভের সাধনীভূত উপনিষৎ, ইহাতে অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা নাই।

ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা সমীচীন কিনা তাহা পরবতী শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোচিত হইবে।

৩৪. তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা, বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্ ॥ ৮

অন্বয় : তপঃ (তপস্যা), দমঃ (ইন্দ্রিয়সংযম), কর্ম (কর্ম) ইতি (এই সকল) তস্যৈ প্রতিষ্ঠা (সেই উপনিষদের প্রতিষ্ঠা), বেদাঃ সর্বাঙ্গানি (চারি বেদ তাঁহার অঙ্গসমূহ), সত্যম্ আয়তনম্ (সত্য তাঁহার শরীর)।

সরলার্থ : তপস্যা (দেহ, মন. ইন্দ্রিয়ের সমাধান), দম (অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম), কর্ম (নিষ্কাম কর্ম)—এই সকল উপনিষদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পদস্বরূপ। চারি বেদ উহার বিভিন্ন অঙ্গ, সত্য উহার আয়তন (শরীর বা আশ্রয়)।

ব্যাখ্যা : তস্যৈ—সেই উপনিষদের। 'উপনিষৎ' বলিতে এখানে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যাই প্রধানতঃ বুঝাইতেছে, উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহও উহার গৌণ অর্থ।

তপঃ—তপস্যা, শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের সাধন অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা।

দমঃ—অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম।

কর্ম—শংকর 'কর্ম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম। কিন্তু এই সকল কর্ম সকাম। এস্থলে 'কর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত বৈদিক ও লৌকিক নিষ্কাম কর্ম।

ইতি—শংকর বলেন ইতি' শব্দ উপলক্ষণার্থক ; ইহার অর্থ 'ইত্যাদি' অর্থাৎ এই সকল এবং এই প্রকারের অন্যান্য ধর্ম, যেমন অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব ইত্যাদি। কিন্তু এস্থলে 'ইতি' শব্দের অর্থ এই সকল, ইহারা।

প্রতিষ্ঠা—চিত্তের একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান : এই সকল উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পদস্বরূপ। এস্থলে ব্রহ্মবিদ্যাকে মানুষরূপী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। লোকে যেমন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, পা না থাকিলে দাঁড়াইতে পারে না,

সেইরূপ উপনিষৎ (ব্রহ্মবিদ্যা) ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাদের অভাবে ব্রহ্মবিদ্যাও থাকিতে পারে না ॥

শংকর পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সমুচ্চয় হয় না অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হইলে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম রহিত হইয়া যায়। একথা সমীচীন কি না তাহা বিবেচ্য। কারণ, জ্ঞান ও কর্ম যদি আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পরের বিরোধী হয় তবে কর্মকে কখনও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে না। অন্ধকার কখনও আলোকের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

বেদাঃ সর্বাঙ্গানি—শংকর ইহার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন : (১) তপ, দম, কর্ম ও সর্বাংগযুক্ত (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত এই ছয়টি বেদাঙ্গ) চতুর্বেদ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা [পদস্বরূপ], (২) বেদাঙ্গ-সমন্বিত চতুর্বেদ ব্রহ্মবিদ্যার শির প্রভৃতি বিবিধ অঙ্গ। এই দ্বিতীয় অর্থই সমীচীন মনে হয়। চক্ষু, কর্ণ ও মস্তকাদি অঙ্গসমূহ মানবদেহের বহিঃসংস্থান, তদভ্যন্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। বেদসমূহ মানুষরূপী ব্রহ্মবিদ্যার বহিঃসংস্থান, তাহার অভ্যন্তরে প্রাণস্থানীয় উপনিষদ (ব্রহ্মবিদ্যা) প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদ বেদসমূহের প্রাণস্বরূপ সারভাগ হইলেও এই সকল অঙ্গ হইতে উপনিষদকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই কারণে উপনিষদের জ্ঞানলাভের পক্ষে স্বাধ্যায়ের (বেদপাঠাদির) আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে।

সত্যম্ আয়তনম্—শংকর 'সত্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন অমায়িকতা ; বাক্য, মন ও শরীরগত কুটিলতার অভাব। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যালাভের পক্ষে এই সকল গুণের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি এস্থলে 'সত্য' শব্দে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। এই সত্যকে (truth) মানুষরূপী ব্রহ্মবিদ্যার আয়তন (শরীর, আধার ও আশ্রয়) বলা হইয়াছে।

৩৫. যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে
প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

অন্বয় : যঃ বৈ (যে কেহ) এতাম্ এবং বেদ (এই ব্রহ্মবিদ্যাকে এইরূপে জানেন), [সঃ] (তিনি) পাপ্মানম্ অপহত্য (পাপ বিনাশ করিয়া) অনন্তে জ্যেয়ে স্বর্গে লোকে (অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে) প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন)।

সরলার্থ : যে ব্যক্তি যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা এই প্রকারে অবগত হন তিনি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে অর্থাৎ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন।

ব্যাখ্যা : এই শ্রুতিটিতে ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মোপাসনার ফল বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে আচার্য যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া যিনি তদনুরূপ সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি অজ্ঞান ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন, আর তাঁহার পতন হয় না।

কঠ উপনিষদ

সূচনা

এই উপনিষদখানি কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার কঠ বা কাঠক ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলে কঠোপনিষদ নামে পরিচিত। এটি শংকরের বিন্যাস অনুসারে দু' অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতি অধ্যায়ে তিনটি করে বল্লী আছে। মধ্বাচার্য একে অধ্যায়গত ভাবে ভাগ না করে ছটি বল্লীতে বিভক্ত করেছেন। সেজন্য মন্ত্র-সংখ্যার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ডঃ ওয়েবর ও ডঃ রোয়ের মনে করেন যে, এই উপনিষদে প্রথমে এক অধ্যায় ও তিন বল্লী মাত্র ছিল। পরবর্তী অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের বিস্তাররূপে পরে যুক্ত হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, উপনিষদসমূহে যে সব কথা বলে শেষ করা হয়, প্রথম অধ্যায় সেভাবে শেষ করা হয়েছে। তাছাড়া দুটি অধ্যায়ের ভাষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং প্রথম অধ্যায়ের অনেক বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুনরুক্ত হয়েছে। এঁদের মতে এই উপনিষদখানি সর্বোৎকৃষ্ট উপনিষদসমূহের অন্যতম। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন। এর দু'বছর পরে তাঁর ইংরাজী-অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

এই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির নিমিত্ত একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়েছে, যম ও নচিকেতার কথোপকথনের মাধ্যমে। এই প্রকারে কোন পরিচিত আখ্যায়িকার ভেতর দিয়ে কথোপকথনচ্ছলে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হয়েছে। শ্রাদ্ধবাসরে কঠোপনিষদের পাঠ উপদিষ্ট হওয়াতে এর জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

নচিকেতার উপাখ্যানটি অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদে অনুরূপ একটি উপাখ্যানের বর্ণনা দৃষ্ট হয় (১০ম মণ্ডল ১৩৫ সূক্ত)। তাছাড়া তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এ-উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। তবে এতে কঠোপনিষদের উপাখ্যান হতে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

একটি আখ্যায়িকার মাধ্যমে এই উপনিষদের বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে। ঋষি বাজশ্রবস এক যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে দানের জন্য যে গাভীগুলি আনা হয়েছিল সেগুলি ছিল অস্থিচর্মসার, বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য। বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতা তা দেখে পিতাকে প্রশ্ন করলেন যে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র নচিকেতাকে কাকে দান করবেন। কারণ যাজ্ঞিকের প্রিয়বস্তু দান করাই এ-যজ্ঞের রীতি, এবং নচিকেতা তাঁর পিতার প্রিয়তম সন্তান। নচিকেতা বারবার এই প্রশ্ন করাতে পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'তোমাকে মৃত্যুর রাজা যমকে দিলাম।' নচিকেতা পিতাকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের অনুরোধ জানিয়ে যমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে যমের কাছ থেকে তিনি তিনটি বর লাভের প্রতিশ্রুতি পেলেন এবং প্রথম দুটি বরে যথাক্রমে পিতার ক্ষমালাভ ও স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করে নচিকেতা সহজেই তা' লাভ করলেন। তৃতীয় বরে আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান জানতে চাওয়ায় যম নানারকম আপত্তি করলেন এবং তাঁর এই বর লাভের যোগ্যতা আছে কিনা তা'

পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখালেন ও অন্য কোন বর নিতে অনুরোধ জানালেন কিন্তু নচিকেতার দৃঢ় সংকল্প দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন।

'নচিকেতা' নামটির অর্থ 'যে জানেনি'। অথচ বিদ্যার অভীপ্সা তার মধ্যে আছে। যজ্ঞে গোদানে পিতার ছলনা দেখে তার কিশোর মন পীড়িত হল, তার মাঝে ঘটল শ্রদ্ধার আবেশ। সমস্ত প্রলোভন তুচ্ছ করে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাই তার কাছে একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। যম-নচিকেতা উপাখ্যানের একটি প্রধান শিক্ষা হল এই যে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার আগে মানুষ যে যজ্ঞ বা ঈশ্বরের উপাসনাদি করে, তা যদি কেবল একটা সামাজিক আচাররূপে না করে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করে, তবে তাতে তার চিত্তশুদ্ধি ও হৃদয়ে ভাগবত ভাব সঞ্চারিত হওয়ায় সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হতে পারে।

যম নচিকেতাকে আত্মতত্ত্বের যে উপদেশ দিয়েছেন তার সার-সংগ্রহ বলা যায় এই উপনিষদের (২।৩।১৭) সংখ্যক শ্লোকটিকে। শ্লোকটির বক্তব্য বিষয় এরূপ ঃ

(১) সকল মানুষের হৃদয়ে যে অন্তরাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন তিনি এক, তিনি পুরুষ অর্থাৎ সমস্ত পূর্ণ করে বর্তমান। এক আত্মাই জীবের হৃদয়ে এবং সমগ্র বিশ্বে স্থিত।

(২) ধানের খোসার মধ্যে ইষীকা (মধ্যের শাঁস) যেমন গোপনভাবে অবস্থান করে, সেরূপ জীবের আত্মা দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার দ্বারা আবৃত হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। লোকে যেমন ধান থেকে খোসা ছাড়িয়ে তার সারাংশকে পৃথক করে, সেরূপ মুমুক্ষু পুরুষও দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক জ্ঞানে দেহের কোন শক্তি বা ক্রিয়াকে আত্মা বলে ভুল করে না। তিনি মনে করেন—এই দেহ আমার আত্মা নয়, আমি দেহ নই, আমিই আত্মা ; অপর পক্ষে অজ্ঞানী জীব দেহকেই আত্মা মনে করে, দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণা সে করতে পারে না।

(৩) জীবের অন্তরস্থ এই আত্মাই স্বরূপত পরমাত্মা। ইনি শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি অমৃত, দেশ-কালের অতীত। তাঁর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই।

(৪) মরণশীল মানুষ স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা বলে সম্যক উপলব্ধি করলে তাঁর স্বভাবের পরিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে তিনি অমৃত হন এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন।

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অন্বয় ঃ নৌ সহ অবতু [ব্রহ্ম] (ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমানভাবে রক্ষা করুন), নৌ সহ ভুনক্তু (আমাদের উভয়কে সমানভাবে বিদ্যাফল ভোগ করান), বীর্যম্ সহ করবাবহৈ (আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে বিদ্যালাভের উপযুক্ত বীর্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি), নৌ অধীতম্ তেজস্বি অস্তু (আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হউক), মা বিদ্বিষাবহৈ (আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আমাদের বিঘ্নসমূহের শান্তি হউক)।

সরলার্থ ঃ আচার্য ও শিষ্য আমাদের উভয়কে ব্রহ্ম তুল্যভাবে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে বিদ্যাফল যেন তুল্যভাবে ভোগ করান, আমরা উভয়ে যেন সমভাবে বিদ্যালাভের উপযুক্ত বীর্য-সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি। আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হউক অর্থাৎ আমাদের লব্ধ বিদ্যা সফল হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

১. উশন্‌ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১

অন্বয় ঃ বাজশ্রবসঃ হ বৈ (পুরাকালে বাজশ্রবস নামক ঋষি) উশন্‌ (যজ্ঞফল কামনা করিয়া) [একস্মিন্‌ যজ্ঞে] (কোনও যজ্ঞে) সর্ববেদসং দদৌ (সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন)। তস্য হ নচিকেতাঃ নাম পুত্রঃ আস (তাঁহার নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল)।

সরলার্থ ঃ বাজশ্রবস নামক মুনি যজ্ঞফল কামনা করিয়া পুরাকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক সেই যজ্ঞে তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। সেই বাজশ্রবস মুনির নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল।

মন্তব্য ঃ বাজশ্রবসঃ—বাজ অর্থ অন্ন, অন্নদানের নিমিত্ত শ্রব [যশ] যাঁহার ঃ ইতি বাজশ্রবস্‌, তাঁহার পুত্র বাজশ্রবস। অথবা এটি একটি অর্থহীন নাম মাত্র (শ)।

২. তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥ ২

অন্বয় ঃ তং হ সন্তং কুমারম্‌ (সেই সাধুচিত্ত কুমারে) দক্ষিণাসু [গোষু] নীয়মানাসু (যখন দক্ষিণার নিমিত্ত গাভীসকল নেওয়া হইতেছিল) শ্রদ্ধা আবিবেশ (তখন শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল) সঃ অমন্যত (তিনি মনে করিলেন)।

সরলার্থ ঃ যজ্ঞ সম্পাদনের পরে ঋত্বিক্‌ ও সদস্যগণকে দক্ষিণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন গাভীসকল বিভিন্ন ভাগে নেওয়া হইতেছিল তখন সাধুচিত্ত কুমার নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল, এবং শ্রদ্ধাবশত তিনি মনে করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হইলে ঋত্বিক্‌ ও সদস্যদিগকে দক্ষিণা দেওয়ার বিধি আছে। যাঁহারা ব্রতী হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন তাঁহাদিগের নাম ব্রতী বা ঋত্বিক্‌, আর যাঁহারা যজ্ঞকার্য বিধিমত সম্পন্ন হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করেন তাঁহাদিগকে সদস্য বলা হয়। ঋত্বিক্‌ ও সদস্যদিগকে দক্ষিণা দেওয়া না হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ ও সফল হয় না। বাজশ্রবস মুনি যজ্ঞশেষে তাঁহার গাভীগুলি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন। গাভীগুলি যখন যজ্ঞভূমিতে নেওয়া হইতেছিল তখন নচিকেতা উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। উহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে শ্রদ্ধাভাবের উদয় হইল।

এস্থলে 'শ্রদ্ধা' শব্দে বুঝায় ধর্ম ও সত্যের প্রতি অনুরাগ, শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং পূজ্য পিতার হিতাকাঙ্ক্ষা। নচিকেতার মনে যে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল উহা তাঁহার স্বভাবজ বৃত্তি। কারণ তিনি ছিলেন কুমার, সাধুচিত্ত বালক-ব্রহ্মচারী এবং পিতৃভক্ত পুত্র। দক্ষিণার নিমিত্ত যখন কতকগুলি অতি বৃদ্ধ অকর্মণ্য গাভী

নেওয়া হইতেছিল তখন তাঁহার মনে হইল যে এই গাভীগুলির দানের দ্বারা প্রকৃত দান হইতেছে না, কারণ এইগুলির কোনও মূল্য নাই। কাজেই এই দান শাস্ত্রসম্মত এবং প্রকৃত দান না হওয়াতে ইহা দ্বারা পিতার স্বর্গলাভ হওয়া দূরে থাকুক, পরলোকে তাঁহার অধোগতিই হইবে।

৩. পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্‌ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩

অন্বয় ঃ [যাঃ] পীতোদকাঃ (যাহাদের জলপান শেষ হইয়াছে), জগ্ধতৃণাঃ (যাহাদের তৃণ ভক্ষণ শেষ হইয়াছে), দুগ্ধদোহাঃ (যাহাদের দুগ্ধ-দোহন শেষ হইয়াছে), নিরিন্দ্রিয়াঃ (যাহারা ইন্দ্রিয়শক্তিহীন এবং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ) তাঃ দদৎ (সেই সকল গাভী দান করিয়া) সঃ (সেই দাতা) অনন্দাঃ নাম তে লোকাঃ ('অনন্দ' নামক আনন্দহীন লোকসমূহ) তান্‌ গচ্ছতি (তথায় গমন করে)।

সরলার্থ ঃ এই সকল গাভী জন্মের মত জলপান করিয়াছে, আর করিবে না ; জন্মের মত তৃণ ভোজন করিয়াছে, আর করিবে না ; জন্মের মত ইহাদের দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে, আর হইবে না। ইহারা ইন্দ্রিয়শক্তিহীন এবং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ। এই প্রকারের গাভী যে যজমান দক্ষিণাস্বরূপ দান করেন তিনি মৃত্যুর পর 'অনন্দ' নামক আনন্দহীন লোকসমূহে গমন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে গাভীগুলি যজ্ঞের দক্ষিণার্থ নেওয়া হইতেছিল সেগুলি ছিল অতি বৃদ্ধ ; এত বৃদ্ধ যে উহাদের জলপান, তৃণ-ভক্ষণ বা দুগ্ধদানের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। উহাদের ইন্দ্রিয়-শক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল, প্রজনন-শক্তি লোপ পাইয়াছিল। উহারা ছিল অকর্মণ্য, নিষ্ফল, দানের অযোগ্য। সুতরাং এগুলিকে দেখিয়া নচিকেতা ভাবিলেন যে, এই সকল গাভী দান করিয়া পিতার স্বর্গলাভ তো হইবেই না, বরং তিনি আনন্দ-হীন দুঃখবহুল লোকে গমন করিবেন। কারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শ্রদ্ধাহীন দানে পুণ্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রত্যবায় (পাপ) হয়।

মৃত্যুর পর মানুষ স্বীয় কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে বিবিধ লোকে গমন করে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। এই লোকসমূহের মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানের আলোকে আলোকিত, কতকগুলি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; কতকগুলি সুখ-সমৃদ্ধি দ্বারা পূর্ণ, কতকগুলি আনন্দহীন দুঃখকর। অশ্রদ্ধায় নিষ্ফল বস্তু দান করিলে দাতা এই আনন্দহীন লোকেই গমন করে।

৪. স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ পিতরম্‌ উবাচ হ (তিনি পিতাকে বলিলেন), তত (হে পিতা), কস্মৈ মাং দাস্যসি ইতি (আমায় কাহাকে দিবেন), দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্‌ [অপি এতৎ বচঃ উবাচ] (দ্বিতীয় তৃতীয়বারও এই কথা বলিলেন), [অতঃ তস্য পিতা] তং হ উবাচ (তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন), ত্বা মৃত্যবে দদামি ইতি (তোমায় যমকে দিলাম)।

সরলার্থ ঃ নচিকেতা পূর্বোক্তরূপ চিন্তার পর পিতার অনিষ্ট ফল আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি আমাকে কোন্‌ ঋত্বিকের উদ্দেশ্যে দান করিবেন ?' এইরূপে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও তিনি ঐ কথা বলিলেন। তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে বলিলেন, 'তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করিলাম।'

ব্যাখ্যা ঃ নচিকেতা ভাবিলেন—এই বৃদ্ধ অকর্মণ্য গাভীগুলিকে দান করার ফলে যজ্ঞের যে অসম্পূর্ণতা বা অঙ্গহীনতা হইয়াছে সেইহেতু পিতা তাঁহার অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবেন না, পরন্তু অনিষ্ট ফল হইবে। আমি তাঁহার পুত্র, আমার পক্ষে প্রাণ দিয়াও যজ্ঞের পূর্ণতা-সাধনপূর্বক সেই অনিষ্ট নিবারণ করা উচিত। বিশেষত পিতা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দান করিতেছেন তখন আমাকেও তাঁহার দান করা কর্তব্য। কারণ পুত্রও ত পিতারই সম্পত্তি।

এইরূপ মনে করিয়া নচিকেতা পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'পিতা, আমাকে দক্ষিণারূপে কোন্ ঋত্বিককে দান করিবেন ?' নচিকেতার প্রথমবারের প্রশ্নে পিতা কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার ঐ প্রশ্ন করিলেন, তখনও পিতা নিরুত্তর। তারপর নচিকেতা যখন তৃতীয়বার ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাঁহার পীড়াপীড়ি ও অবালকোচিত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা বলিলেন, 'তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করিলাম।'

৫. বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ বহূনাম্ প্রথমঃ এমি (আমি বহু শিষ্য বা পুত্রের মধ্যে প্রথম), বহূনাম্ মধ্যমঃ এমি (বহু শিষ্য বা পুত্রের মধ্যে আমি মধ্যম), যমস্য কিংস্বিৎ কর্তব্যম্ [অস্তি] (যমের এমন কি করণীয় আছে), যৎ (যাহা) ময়া অদ্য করিষ্যতি (আমাদ্বারা আজ করিবেন) [আমাকে দান করিয়া পিতা অদ্য সম্পন্ন করিবেন]।

সরলার্থ ঃ পিতার বাক্য শুনিয়া নচিকেতা ভাবিলেন, 'পিতার উত্তম শিষ্য বা পুত্রদের মধ্যে পুত্র বা শিষ্যোচিত আচরণে আমি প্রথম (শ্রেষ্ঠ), প্রথম না হইলেও বহু শিষ্য বা পুত্রের মধ্যে আমি মধ্যম, কখনও অধম নহি। তথাপি যমের এমন কি করণীয় আছে যাহা পিতা আজ আমাকে দান করিয়া সম্পন্ন করিবেন ?'

ব্যাখ্যা ঃ পিতার নিকট হইতে যমালয়ে যাওয়ার আদেশ পাইয়া নচিকেতা ভাবিলেন—পিতা নিশ্চয়ই আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার ক্রোধের কারণ কি? লোকে সাধারণত অশিষ্ট, অবাধ্য বা অযোগ্য পুত্র বা শিষ্যের উপরই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং অধম পুত্র বা শিষ্যকেই যমের বাড়ী যাইতে বলে ; কিন্তু আমি ত পিতার বহু শিষ্য বা পুত্রের মধ্যে গুরু-শুশ্রূষা ও শিষ্টাচারাদিতে সর্বোত্তম, অন্তত মধ্যম, কদাপি অধম নহি। তবে পিতা আমাকে যমের বাড়ী পাঠাইতে চান কেন ? আমাকে দিয়া যমের এমন কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? নিশ্চয়ই পিতা কোনও প্রয়োজনের কথা না ভাবিয়াই আমাকে যমালয়ে যাইতে বলিলেন। যাহা হউক আমি পিতার বাক্য পালন করিব।

সেবার আন্তরিকতা অনুসারে শিষ্য ও পুত্রদিগকে সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) উত্তম, (২) মধ্যম ও (৩) অধম। যাহারা গুরু বা পিতার উদ্দেশ্য বুঝিয়া এবং আদেশের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করে তাহারা উত্তম। যাহারা গুরু বা পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়াও আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোনও কাজ করে না, তাহারা মধ্যম। আর যাহারা গুরু বা পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং তাঁহার আদেশ পাইয়াও তাহা পালন করে না তাহারা অধম।

৬. অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ পূর্বে (পূর্বপুরুষগণ) যথা [বৃত্তাঃ] (যেরূপ আচরণ করিয়াছেন) [তৎ] অনুপশ্য (তাহা আলোচনা করুন), তথা অপরে [যথা বর্তন্তে] (বর্তমান সজ্জনগণ যেরূপ আচরণ করেন) [তৎ] প্রতিপশ্য (তাহাও আলোচনা করুন), মর্ত্যঃ শস্যম্ ইব পচ্যতে (মরণশীল মানুষ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করে), শস্যম্ ইব (শস্যের ন্যায়) পুনঃ আজায়তে (পুনরায় জন্মগ্রহণ করে)।

সরলার্থ ঃ মনে মনে উক্ত প্রকার চিন্তার পর নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, 'আপনার পূর্বপুরুষগণ কিরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। বর্তমান কালে সাধুসজ্জনগণ কিরূপ আচরণ করেন তাহাও বিচার করুন। বিচার করিয়া তাঁহাদের আচরণ অনুসরণ করাই আপনার কর্তব্য। মরণশীল মানুষ শস্যের ন্যায় সময় হইলেই মরিয়া যায়, আবার শস্যের মত পুনরায় উৎপন্ন হয়।'

ব্যাখ্যা ঃ নচিকেতার যমালয়ে যাওয়াতে পুত্রবিচ্ছেদবশত পিতার মনে পাছে কোনও দুঃখ হয় এবং সেইজন্য তাঁহাকে যাইতে অনুমতি না দেন, এই আশঙ্কায় তিনি পিতাকে বলিলেন, 'পিতা, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কিরূপ আচরণ করিয়াছেন এবং বর্তমানকালে সাধুজনগণ কিরূপ আচরণ করেন তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা প্রিয়জনের বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইয়া কখনও সত্যভঙ্গ করেন নাই। কারণ এ সংসারে মানবজীবন অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর। মানুষ শস্যের ন্যায় বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। কাজেই মানবজীবনের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া পূর্বপুরুষ ও বর্তমান সাধু-সজ্জনগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক আমার বিয়োগে শোক করিবেন না, আমাকে যমালয়ে যাইতে অনুমতি দিয়া আপনার বাক্য প্রতিপালন করুন।' পিতাকে সত্যপালনে উৎসাহিত করিবার নিমিত্তই নচিকেতা এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। নচিকেতার উপরোক্ত উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, জীবনের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার চিত্তে বাল্যকালেই জন্মিয়াছিল। এই কারণেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ পুনঃ আজায়তে—মরিয়া শস্যের ন্যায় পুনরায় আবির্ভূত হয়, কাজেই এই অনিত্য জীবনে মিথ্যাচরণের প্রয়োজন কি ? সত্য পালন করুন, আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন (শ)।

৭. বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্ ॥ ৭

অন্বয় ঃ ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ [সন্] (ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া) বৈশ্বানরঃ [ইব] (অগ্নির ন্যায়) গৃহান্ প্রবিশতি (গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করেন), তস্য এতাং শান্তিং কুর্বন্তি (লোকে অগ্নিরূপ সেই ব্রাহ্মণের এইরূপ শান্তি করিয়া থাকে), বৈবস্বত (হে সূর্যপুত্র) উদকং হর (পাদ্যের জন্য জল আনয়ন কর)।

সরলার্থ ঃ নচিকেতা যমের গৃহে উপস্থিত হইয়া যমের অনুপস্থিতি কালে তিন দিন সেখানে অনাহারে রহিলেন। তারপর যমরাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় গৃহস্থের

গৃহে প্রবেশ করেন, কাজেই গৃহস্থগণ পাদ্য ও আসনাদি দ্বারা তাঁহার বিশ্রামশান্তি করিয়া থাকে। হে সূর্যপুত্র, তুমিও ইঁহার পাদ-প্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন কর।'

ব্যাখ্যা : পিতার অনুমতি লইয়া নচিকেতা যমভবনে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে, যমরাজ গৃহে নাই। তিনি যমের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় তিন দিন সেখানে অনাহারে বাস করিলেন। তিন দিন পরে যমরাজ গৃহে ফিরিলে আসিলে যমের অমাত্য বা আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে বলিলেন, 'তেজস্বী ব্রাহ্মণ-অতিথি অগ্নির ন্যায় গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করেন। এরূপ অতিথিকে অভ্যর্থনা না করিলে পাছে কোনও অমঙ্গল হয় এই আশঙ্কায় গৃহস্থ যথাবিহিত পাদ্য ও আসনাদি দ্বারা তাঁহার বিশ্রাম ও শান্তিবিধান করেন। অতএব হে যম, তুমি পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন কর, নচেৎ তোমার নিশ্চয় অমঙ্গল হইবে।'

যদিও এস্থলে সাধারণভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অতিথির কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষভাবে নচিকেতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ নচিকেতা ছিলেন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-বালক। তাহা ছাড়া শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়াতে তিনি ব্রহ্মতেজে দীপ্ত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় যমের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

মন্তব্য : বৈশ্বানরঃ—সাক্ষাৎ অগ্নিরূপ (শ) ; জগজ্জীবনেতা (উ)।

৮. আশাপ্রতীক্ষে সংগতং সূনৃতাঞ্চ ইষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্ বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮

অন্বয় : যস্য গৃহে (যাহার গৃহে) ব্রাহ্মণঃ অনশ্নন্ বসতি (অতিথি ব্রাহ্মণ অনাহারে বাস করেন), [তস্য] অল্পমেধসঃ পুরুষস্য (সেই অল্পবুদ্ধি পুরুষের আশা-প্রতীক্ষা আশা এবং প্রতীক্ষার বিষয়), সঙ্গতং সূনৃতাং চ (সাধুসঙ্গ ও প্রিয়বাক্যের ফল), সর্বান্ পুত্রান্ পশূন্ ইষ্টাপূর্তে (যজ্ঞ ও জলাশয় খননাদি পুণ্যকার্যের ফল), সর্বান্ পুত্রান্ পশূন্ চ (সমস্ত পুত্র ও পশু) এতৎ (ব্রাহ্মণের অনশনরূপ এই পাপ) বৃঙ্‌ক্তে (বিনাশ করে)।

সরলার্থ : যে গৃহস্থের ঘরে অতিথি ব্রাহ্মণ অনাহারে বাস করেন, সে অল্পবুদ্ধি পুরুষের আশা (অপ্রত্যাশিত অনিশ্চিত বিষয়-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা) ও প্রতীক্ষা (প্রত্যাশিত ও নিশ্চিত বিষয়-প্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা) এবং তাহার সাধুসঙ্গ ও প্রিয়বাক্য কথনের ফল নষ্ট হয়। সে যদি কোনও যজ্ঞ সম্পাদন করে অথবা কূপ পুষ্করিণী ইত্যাদি খননরূপ কোনও পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করে তাহার ফলভাগী হয় না। তাহার পুত্র, পশু সমস্তই অতিথি ব্রাহ্মণের অনশনরূপ পাপে নষ্ট হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা : গৃহস্থবাটিতে সমাগত ব্রাহ্মণ-অতিথি অনাদৃত হইয়া অনাহারে থাকিলে গৃহস্থের কি অমঙ্গল হয় এই মন্ত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। যে লোক এইভাবে ব্রাহ্মণ অতিথিকে অনাদর করে সে নিশ্চয়ই অল্পবুদ্ধি। এই প্রকারের অল্পবুদ্ধি লোক যেসকল বস্তু ভবিষ্যতে পাইবে বলিয়া আশা করে, যাহা নিশ্চিত পাইবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পুত্রাদি প্রিয়জন গবাদি পশু সমস্তই বিনষ্ট হয়। কেবল তাহাই নহে, সাধুসঙ্গ, উত্তম ও প্রিয় বাক্য কথন, যজ্ঞ ও লোকহিতকর কাজ করিয়া সে যে পুণ্যসঞ্চয় করে তাহারও ফল লাভ করিতে পারে না।

প্রাচীনকালে অতিথিসৎকার গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কর্তব্য যথাবিধি পালিত না হইলে গৃহস্থের অত্যন্ত অমঙ্গল হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। এবিষয়ে শাস্ত্রেও অনেক উপদেশ আছে, যথা : 'প্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্নাতি, যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি।' অর্থাৎ যে অতিথির পূর্বে ভোজন করে সে প্রকৃতপক্ষে গৃহের জ্ঞান ও সৌভাগ্যই ভোজন করে। 'সর্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽর্চিতো বসন্।' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অতিথি অনাদৃত হইয়াও কাহার গৃহে বাস করিলে সে তাহার সমস্ত পুণ্যরাশি গ্রহণ করে।

মন্তব্য : আশাপ্রতীক্ষে—আশা [অনির্জ্ঞাত প্রাপ্য ইষ্টবস্তুর প্রার্থনা] ও প্রতীক্ষা [নির্জ্ঞাত প্রাপ্য ইষ্টবস্তুর প্রত্যাশা] এই উভয় (শ)। ইষ্টাপূর্তে—ইষ্ট [যজ্ঞাদি সম্পাদনজনিত ফল] ও পূর্ত [জলাশয়-খননাদি পুণ্যকার্যের ফল] (শ)। ইষ্ট—অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদের অনুপালন, আতিথ্য, বিশ্বের সমস্ত জীবের সেবা ; পূর্ত—বাপী, কূপ, পুষ্করিণী খনন, দেবমন্দির নির্মাণ, অন্নপ্রদান, উদ্যানস্থাপন।

৯. তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯

অন্বয় : ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ) তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার), মে স্বস্তি অস্তু (আমার মঙ্গল হউক), ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ) যৎ (যেহেতু) [ত্বম্] নমস্যঃ অতিথিঃ (তুমি নমস্কারযোগ্য অতিথি হইয়াও) মে গৃহে (আমার গৃহে) অনশ্নন্ (আহার না করিয়া) তিস্রঃ রাত্রীঃ অবাৎসীঃ (তিন রাত্রি বাস করিয়াছ), তস্মাৎ (সেই হেতু) প্রতি [তিস্রঃ রাত্রীঃ] (তিন রাত্রির জন্য) ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব (তিনটি বর প্রার্থনা কর)।

সরলার্থ : এই কথা শুনিয়া যম নচিকেতাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার অতিথি এবং ব্রাহ্মণ, কাজেই আমার নমস্কারের যোগ্য। তোমাকে প্রণাম করি, আমার মঙ্গল হউক। যেহেতু তুমি আমার গৃহে তিন রাত্রি অনাহারে যাপন করিয়াছ, সেই কারণে প্রতি রাত্রির জন্য একটি করিয়া মোট তিনটি বর প্রার্থনা কর।'

ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণতনয় নচিকেতা অতিথিরূপে যমের গৃহে আসিয়া তিন দিন অনাহারে রহিয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া যমরাজ প্রথমে নচিকেতাকে নমস্কার ও পূজা করিলেন। তারপর বলিলেন, 'আমার গৃহে তুমি তিন রাত্রি অনাহারে বাস করিয়াছ, সেই জন্য আমার যে অপরাধ হইয়াছে তোমার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই তাহার উপশম হইয়া আমার মঙ্গল হইবে। তথাপি তোমার আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে তুমি উপবাসে যে কয়রাত্রি যাপন করিয়াছ তাহার প্রত্যেক রাত্রির নিমিত্ত একটি করিয়া মোট তিনটি বর তোমাকে দিতেছি। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রার্থনা কর।'

১০. শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্ বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০

অন্বয় : [নচিকেতাঃ উবাচ] (নচিকেতা বলিলেন) মৃত্যো (হে মৃত্যু) গৌতমঃ (আমার পিতা গৌতম) শান্ত-সংকল্পঃ (শান্তসংকল্প), সুমনাঃ

(প্রসন্নচিত্ত), মা অভি বীতমন্যুঃ (আমার প্রতি বিগতক্রোধ) যথা স্যাৎ (যাহাতে হন), প্রতীতঃ [সন্] (আমাকে চিনিতে পারিয়া) ত্বৎ-প্রসৃষ্টং মা অভিবদেৎ (তোমার প্রেরিত আমাকে সম্ভাষণ করেন), এতৎ (ইহাই) ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে (বরত্রয়ের মধ্যে প্রথম বর প্রার্থনা করি)।

সরলার্থ : যমের কথা শুনিয়া নচিকেতা বলিলেন, 'হে যম, আমাকে যমালয়ে পাঠাইয়া পিতার যে দুশ্চিন্তা হইয়াছে তাহা প্রশমিত হউক, তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হউক, আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ যেন দূর হয়। তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার পূর্বস্মৃতি যেন জাগিয়া উঠে এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া যেন সাদর সম্ভাষণ করেন। বরত্রয়ের মধ্যে আমি ইহাই প্রথম বর প্রার্থনা করিতেছি।'

ব্যাখ্যা : যমের প্রতিশ্রুত বরের কথা শুনিয়া পিতৃভক্ত নচিকেতার প্রথমেই পিতার কথা মনে পড়িল। পুত্রকে যমালয়ে পাঠাইয়া পিতা না জানি কতই উদ্বেগে দিন কাটাইতেছেন, তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা হয়তো নষ্ট হইয়াছে। তাই তিনি প্রার্থনা করিলেন, 'হে যমরাজ, আমাকে যমালয়ে পাঠাইয়া পিতার মনে যে দুশ্চিন্তা হইয়াছে তাহা দূর হউক, তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হউক, আমার প্রতি তাঁহার যে ক্রোধ হইয়াছে তাহা প্রশমিত হউক। আমাকে প্রেতমূর্তি মনে করিয়া তিনি যেন ভয় না পান, আমার কথা যেন তাঁহার স্মরণপথে উদিত হয় এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া তিনি যেন পূর্বের মত আদর-সম্ভাষণ করেন।'

নচিকেতার এই প্রথম বর প্রার্থনায় তাঁহার পিতৃভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পিতা যদিও ক্রোধবশত তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রথম বরেই নিজের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পিতার মানসিক শান্তি ও প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন।

মন্তব্য : শান্তসংকল্পঃ—শান্ত [উপশান্ত] সংকল্প [যমালয়ে যাইয়া আমার পু কি করিবে : এই প্রকার দুশ্চিন্তা] যাহার (শ)॥ প্রতীতঃ—লব্ধস্মৃতি, সে আমার পুত্র উপস্থিত এইরূপ আমাকে চিনিয়া (শ)।

১১. যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥ ১১

অন্বয় : [যমঃ উবাচ] (যম বলিলেন) আরুণিঃ ঔদ্দালকিঃ (তোমার পিত অরুণের অপত্য উদ্দালক) মৎ-প্রসৃষ্টঃ [সন্] (আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রতীতঃ [সন্] (তোমাকে চিনিতে পারিয়া) যথা পুরস্তাৎ (পূর্বে যেরূপ ছিলেন [তথা] ভবিতা (এখনও সেইরূপ হইবেন), [সঃ] (তিনি) ত্বাং মৃত্যুমুখা প্রমুক্তং দদৃশিবান্ (তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত দেখিয়া) বীতমন্যুঃ [সন্ (বিগতক্রোধ হইয়া) সুখং রাত্রীঃ শয়িতা (সুখে রাত্রি যাপন করিবেন)।

সরলার্থ : নচিকেতার প্রথম বরের প্রার্থনা শুনিয়া যম বলিলেন—তোমার পিত অরুণের পুত্র উদ্দালক তোমার উপর পূর্বে যেরূপ স্নেহময় ছিলেন আমার আদে তোমাকে চিনিতে পারিয়া তিনি তোমার উপর পূর্বের মতই প্রীতিসম্পন্ন থাকিবেন তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত দেখিয়া তাঁহার সকল ক্রোধ দূর হইবে এবং আগা রাত্রিসকল তিনি সুখে নিদ্রায় কাটাইবেন।

মন্তব্য : যথা পুরস্তাৎ—পূর্বে তোমার প্রতি পিতার যেরূপ স্নেহ-সমন্বিত বু

ছিল (শ)॥ ঔদ্দালকিঃ—উদ্দালকই ঔদ্দালকি। তিনি অরুণের পুত্র অথবা উদ্দালক ও অরুণ একজনের ঔরস পুত্র এবং অপরের পুত্রিকা-পুত্র (শ)।

১২. স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চ নাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২

অন্বয় : স্বর্গে লোকে (স্বর্গলোকে) কিঞ্চ ভয়ং ন অস্তি (কোনও ভয় নাই), তত্র ত্বম্ ন [অসি] (আপনি সেখানে নাই) [লোকঃ] তত্র জরয়া ন বিভেতি (লোকে যেখানে জরা হইতে ভয় পায় না), অশনায়া-পিপাসে উভে তীর্ত্বা (ক্ষুধা ও পিপাসা উভয় অতিক্রম করিয়া) শোকাতিগঃ (শোকাতীত হইয়া) স্বর্গলোকে মোদতে (স্বর্গলোকে আনন্দ অনুভব করে)।

সরলার্থ : প্রথম বরপ্রাপ্তির পর দ্বিতীয় বর প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নচিকেতা বলিলেন, 'হে মৃত্যু, স্বর্গলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই, আপনারও সেখানে কোন অধিকার নাই, বার্ধক্যজনিত জরার ভয়ও সেখানে নাই। সেখানে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কোনও কষ্ট পান না, সমস্ত শোক ও মানসিক দুঃখ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আনন্দ ভোগ করেন।'

ব্যাখ্যা : নচিকেতা প্রথম বরে পিতার মানসিক শান্তি ও তাঁহার সহিত মিলনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এখন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া দ্বিতীয় বরে মৃত্যুর পর নিজের স্বর্গলোক গমনের প্রার্থনা জানাইলেন। তিনি কেন স্বর্গলোকে যাইতে চান এই মন্ত্রে তাহাই বলা হইয়াছে।

মর্তলোকে নানাবিধ ভয়ের কারণ আছে—রোগের ভয়, অনশনের ভয়, শোক-দুঃখের ভয়, জরামৃত্যুর ভয়। স্বর্গে এই প্রকারের কোনও ভয় নাই। স্বর্গ-বাসিগণ জরামরণহীন, অতএব সেখানে বার্ধক্যজনিত জরা অথবা মৃত্যুর ভয় নাই। তারপর ক্ষুধা-পিপাসার যে কষ্ট তাহাও স্বর্গবাসীরা ভোগ করেন না, প্রিয়জনের বিয়োগজনিত অথবা অন্য প্রকারের মানসিক দুঃখও তাঁহাদের হয় না। ভয় ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গবাসিগণ নিরতিশয় সুখ ভোগ করেন। অবশ্য স্বর্গবাসীদের সুখ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তুলনীয় নহে।

১৩. স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩

অন্বয় : মৃত্যো (হে মৃত্যু), সঃ ত্বম্ (সেই আপনি) স্বর্গ্যম্ অগ্নিম্ অধ্যেষি (স্বর্গীয় অগ্নিকে জানেন), শ্রদ্দধানায় মহ্যম্ (শ্রদ্ধাবান আমাকে) ত্বং প্রব্রূহি (সেই অগ্নির কথা বলুন), [যেন] স্বর্গলোকাঃ অমৃতত্বং ভজন্তে (যাহা দ্বারা স্বর্গবাসিগণ অমৃতত্ব লাভ করেন), দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বর দ্বারা) এতৎ বৃণে (ইহাই প্রার্থনা করি)।

সরলার্থ : নচিকেতা বলিলেন—হে মৃত্যু, যে অগ্নির চয়নদ্বারা লোক স্বর্গে গমন করে, সেই অগ্নির বিষয় আপনি সম্যক্ অবগত আছেন। শ্রদ্ধাবান আমাকে তাহা সবিস্তারে বলুন। যাঁহারা মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে গমন করেন তাঁহাদের অমৃতত্ব লাভ হয়, এই কারণে স্বর্গলাভের অভিলাষী হইয়া আমি দ্বিতীয় বরে স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নি-বিদ্যা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, যমরাজ স্বর্গসাধনভূত অগ্নি বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি, কারণ তিনি নিজেই অগ্নিচয়ন করিয়া স্বর্গলোকে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। তারপর নচিকেতাও যোগ্য শিষ্য, কারণ তিনি শ্রদ্ধাবান। শ্রদ্ধাবান না হইলে কেহ কোনও জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।[১] শ্রদ্ধাহীন শিষ্যকে গুরু কোনও উপদেশ দেন না, এজন্য নচিকেতা বিদ্যাগ্রহণের পূর্বেই নিজের শ্রদ্ধার বিষয় যমরাজকে বলিলেন।

স্বর্গবাসীরা যে অমৃতত্ব লাভ করেন তাহা আপেক্ষিক অমরতা। সাধারণ লোকের মত তাঁহাদের মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু কল্পান্তে তাঁহাদেরও লোপ হয়। পরমাত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে যে অমৃতত্ব লাভ হয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা পাওয়া যায় না।

মন্তব্য ঃ স্বর্গ্যম্ অগ্নিম্—এইপ্রকার গুণবিশিষ্ট স্বর্গলোকের প্রাপ্তিসাধনভূত অগ্নিকে (শ)॥ স্বর্গলোকাঃ অমৃতত্বং ভজন্তে—যে অগ্নিচয়ন দ্বারা [যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া] যজমানগণ স্বর্গলোকে গিয়া অমরত্ব লাভ করেন (শ)।

১৪. প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্॥ ১৪

অন্বয় ঃ নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজানন্ (স্বর্গসাধনভূত অগ্নির বিষয় সম্যক্ অবগত থাকিয়া) [অহম্] তে প্রব্রবীমি (আমি তোমাকে বলিতেছি), তৎ উ মে নিবোধ (আমার সেই বাক্য সম্যক্ উপলব্ধি কর), ত্বম্ (তুমি) এতম্ (এই অগ্নিকে) অনন্তলোকাপ্তিম্ (অনন্ত লোকপ্রাপ্তির সাধন), অথো প্রতিষ্ঠাম্ (জগতের আশ্রয়) গুহায়াং নিহিতম্ (এবং গুহাতে নিহিত) বিদ্ধি (জানিও)।

সরলার্থ ঃ যম বলিলেন—নচিকেতা, স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ যে অগ্নিবিদ্যা তাহা আমি সম্যকরূপে জানিয়া তোমাকে বিস্তারিত বলিতেছি। আমার বাক্য একাগ্রমনে শ্রবণ করিয়া উপলব্ধি কর। তুমি জানিও এই অগ্নিই অনন্ত লোক অর্থাৎ অনন্তকাল ব্যাপিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তির উপায়, বিরাটরূপে সর্বজগতের প্রতিষ্ঠা (ধারণকর্তা) বিদ্বানগণের বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা ঃ এই মন্ত্রে অগ্নির স্তুতি করা হইয়াছে। এস্থলে অগ্নি বলিতে স্থূল অগ্নি বুঝাইতেছে না। সর্বজীবের বুদ্ধি-গুহাস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিকে বুঝাইতেছে। যম এই অগ্নিবিদ্যার বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন। কারণ এই অগ্নির উপাসনা করিয়াই তিনি স্বর্গলোকে যমপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাই তিনি অগ্নির স্তুতি করিতেছেন।

এই অগ্নির উপাসনা দ্বারা সাধক স্বর্গলোকে গমন করিয়া তথায় দীর্ঘকাল দেবতাদের সঙ্গে বাস করেন। এস্থলে 'অনন্ত' শব্দ দ্বারা 'দীর্ঘকালস্থায়ী' এই অর্থ বুঝাইতেছে, কারণ দেবতারাও চিরস্থায়ী নহেন। অগ্নিই প্রথমজাত শরীরী বা বিরাট পুরুষ। ইহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, এজন্য এই অগ্নিকে জগতের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় এবং সর্বলোকের আদি বলা হইয়াছে। এই বিরাটরূপী অগ্নি সাধারণ লোকের সহজবোধ্য নহে। ইহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, এমন কি মনের কোনও বৃত্তিদ্বারাও ইহাকে ধরা যায় না। ইহা জ্ঞানীদের বুদ্ধিরূপ গুহাতে

---

[১] শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্॥ গীতা, ৪।৩৯

অবস্থিত অর্থাৎ জ্ঞানবান লোকেরা তাঁহাদের নির্মল বুদ্ধিদ্বারাই এই অগ্নির তত্ত্ব সম্যক্-রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ বলেন ঃ

> এস্থলে পার্থিব বৈদিক অগ্নিকে কেবল অক্ষয়লোক-প্রাপ্তির সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু সর্বলোকের আশ্রয় বলিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক হইতে বৈদান্তিক জ্ঞানে আরোহণ সর্বথা সিদ্ধ হইয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যখন বলা হইয়াছে, এই অগ্নি হৃদয়ে নিহিত তখনই বেদ হইতে বেদান্তে প্রবেশ ঘটিয়াছে, কেননা বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশই বেদান্তের পন্থা (বেদান্ত-সমন্বয় ভাষ্য)।

১৫. লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫

অন্বয় ঃ [যমঃ] তস্মৈ লোকাদিম্ তম্ অগ্নিম্ উবাচ (যম তাঁহাকে এই সমস্ত লোক বা সৃষ্টির আদি সেই অগ্নির বিষয় বলিলেন), যাঃ যাবতীঃ বা ইষ্টকাঃ (যদ্রূপ বা যতখানা ইষ্টক) [অগ্নিচয়নায় প্রযুক্তাঃ] (অগ্নিচয়নের জন্য আবশ্যক), যথা বা [অগ্নিঃ চীয়তে] (অথবা যে প্রকারে অগ্নিচয়ন করিতে হয়), সঃ চ অপি (তিনিও) যথোক্তং তৎ প্রত্যবদৎ (যাহা উক্ত হইল তাহার পুনরুক্তি, প্রত্যুচ্চারণ করিলেন), অথ (অনন্তর) মৃত্যুঃ (যম) অস্য তুষ্টঃ [সন্] [নচিকেতার প্রত্যুচ্চারণে] (উহার উপর তুষ্ট হইয়া) পুনঃ এব আহ (পুনরায় বলিলেন)।

সরলার্থ ঃ অতঃপর যমরাজ নচিকেতাকে লোকসমূহের আদি, জগতে কারণীভূত অগ্নির বিষয়, ঐ অগ্নির চয়নার্থ যে প্রকারের এবং যতখানা ইষ্টক দরকার হয়, যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয় তাহাই বলিলেন। নচিকেতাও মৃত্যুকথিত সমস্ত যথাযথরূপে পুনরাবৃত্তি করাতে যমরাজ তাঁহার উপর তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন—।

ব্যাখ্যা ঃ অগ্নিই বৈশ্বানর, বিরাট পুরুষ, প্রথম শরীর, এজনা সর্বজগতের আদি। 'স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে, আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত' —এই স্মৃতিবচন হইতে জানা যায়, অগ্নিরূপ বিরাট পুরুষই সৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি। এই জগৎ-প্রপঞ্চ অগ্নিরূপী বিরাট পুরুষ হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। অগ্নিচয়ন করিবার কতকগুলি বিধি নির্দিষ্ট আছে। অগ্নিতে হোম করিবার নিমিত্ত ইষ্টকদ্বারা বেদী বা কুণ্ড নির্মিত হয়। এই বেদী বা কুণ্ড নির্মাণে কিরূপ ইষ্টক, কতখানা ইষ্টক ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে অগ্নিচয়ন করিতে হয় তাহা সম্যক্ না জানিলে অগ্নিচয়ন হয় না এবং বিধিমত অগ্নিচয়ন না হইলে উহার ফলও পাওয়া যায় না। এই কারণেই যমরাজ এইসব বিধি সম্বন্ধে নচিকেতাকে উপদেশ দিলেন।[১] নচিকেতা যমের কথাগুলি একাগ্রমনে শ্রবণ করিয়া উহাদের পুনরাবৃত্তি করিলেন। যমরাজ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার শিষ্য অতীব মেধাবী এবং একাগ্রচিত্ত।

মন্তব্য ঃ লোকাদিম্ অগ্নিম্—প্রথমশরীরী বা প্রথমোৎপন্ন বলিয়া লোকসমূহের আদি (শ); সৃষ্টির পূর্বে প্রাদুর্ভূত (উ)।

---

[১] পরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬. তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ মহাত্মা (মহাত্মা যম) প্রীয়মাণঃ (সন্তুষ্ট হইয়া) তম্ অব্রবীৎ (তাঁহাকে বলিলেন), ইহ (এই বিষয়ে) অদ্য (আজ) তব ভূয়ঃ বরং দদামি (তোমাকে পুনরায় বর দিতেছি), অয়ম্ অগ্নিঃ (এই অগ্নি) তব এব নাম্না ভবিতা (তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হইবে) ; ইমাম্ অনেকরূপাং সৃঙ্কাম্ চ গৃহাণ (এই বিচিত্র শব্দবতী রত্নমালা গ্রহণ কর) ।

সরলার্থ ঃ নচিকেতার প্রত্যুচ্চারণে তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া মহাত্মা যম তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমাকে এ বিষয়ে এখন আর একটি (চতুর্থ) বর দিতেছি। এই যে অগ্নির কথা তোমাকে বলিলাম তাহা তোমারই নামে নাচিকেত অগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। অধিকন্তু এই বিচিত্র শব্দময়ী রত্নমালা গ্রহণ কর।'

ব্যাখ্যা ঃ শিষ্যের মেধা এবং একাগ্রতায় প্রীত হইয়া উদারহৃদয় যমরাজ নচিকেতাকে যে কেবল একটি অতিরিক্ত বর দিতে চাহিলেন তাহা নহে, অধিকন্তু তাঁহাকে একটি বিচিত্র শব্দময় রত্নমালাও দিতে চাহিলেন। কিন্তু নচিকেতা তাহা গ্রহণ করেন নাই। কারণ ধনরত্নাদিতে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল।

মন্তব্য ঃ ইমাং সৃঙ্কাম—এই শব্দবতী রত্নময়ী মালা অথবা কুৎসিত কর্মময়ী গতি (শ)। অনেকরূপাম্—বিচিত্র (শ)।

১৭. ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যূ।
ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭

অন্বয় ঃ ত্রিভিঃ (মাতা, পিতা ও আচার্যের সহিত) সন্ধিম্ এত্য (মিলিত হইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশ পাইয়া) ত্রিণাচিকেতঃ (যিনি তিনবার অগ্নি-চয়ন করিয়াছেন), ত্রিকর্মকৃৎ (এবং যিনি যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ঃ এই ত্রিবিধ কর্ম করেন), [সঃ] জন্মমৃত্যূ তরতি (তিনি জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করেন) ; ঈড্যম্ (স্তবনীয়) ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবম্ (ব্রহ্ম হইতে জাত ও সর্বজ্ঞ দেবতাকে) বিদিত্বা (শাস্ত্র হইতে জানিয়া) নিচায্য (ও আত্মভাবে দেখিয়া) ইমাং শান্তিম্ (এই প্রত্যক্ষদর্শনজনিত শান্তি) অত্যন্তম্ এতি (বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন) ।

সরলার্থ ঃ যে ব্যক্তি পিতা, মাতা ও আচার্যের সহিত মিলিত হইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে, অথবা বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজনের আচরণ অনুযায়ী তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন অর্থাৎ আরাধনা করিয়াছেন, অথবা অগ্নিবিদ্যার অধ্যয়ন, অর্থবোধ ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং দান, যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন। আর ব্রহ্ম হইতে জাত সর্বজ্ঞ এবং স্তবনীয় অগ্নিদেবকে শাস্ত্রোপদেশ হইতে জানিয়া এবং আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রত্যক্ষ দর্শনজনিত যে নিরতিশয় শান্তি তাহাই লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'ত্রিণাচিকেত' শব্দে বোঝায় যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিয়াছেন অথবা নাচিকেত অগ্নি-বিদ্যার অধ্যয়ন, অনুভূতি ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই অগ্নির চয়ন বা অর্চনা করিতে হইলে পিতা, মাতা ও আচার্যের নিকট শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ, অথবা বেদ, স্মৃতি বা শিষ্টজনের উপদিষ্ট বিধির পালন, অথবা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের অনুসরণ করিতে হয়।

যিনি এই প্রকারে পিতা, মাতা ও আচার্য কর্তৃক অথবা অন্য উপায়ে উপদিষ্ট হইয়া বিধিপূর্বক তিনবার নাচিকেত অগ্নিবিদ্যার অধ্যয়ন, অনুভূতি ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যজ্ঞ, দান ও বেদাধ্যয়ন কার্যের নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন তিনি বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। তিনি দেবতাদের সাযুজ্য ও সলোক প্রাপ্ত হন।

যে অগ্নিতে বৈদিক যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় সেই অগ্নির উল্লেখপূর্বক তাহাতে ব্রহ্মদর্শন প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্বাশ্রয়, জ্ঞানিগণের বুদ্ধিস্থ, শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া শ্রুতি এই অগ্নিকে ভৌতিকাগ্নি হইতে ভিন্ন করিয়াছেন। এই অগ্নিই সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময় দেব, সর্বজগতের পূজনীয়। শাস্ত্র ও আচার্য-মুখে ইহাকে জানিয়া এবং আত্মভাবে অনুভব করিয়া সাধক নিরতিশয় শান্তি লাভ করেন এবং এই পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি-উদ্বেগ তাঁহাকে আর ভোগ করিতে হয় না।

নাচিকেত অগ্নির চয়নদ্বারা দেবতাদের সহিত যে সাযুজ্যলাভ ঘটে তৎসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে। অগ্নির মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঋগ্বেদেও পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই বৈদিক দেবতাতে ব্রহ্মদর্শনের ভাব উপনিষদে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যথা 'অগ্নি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সত্যমন্ত্র দ্বারা আকাশকে দৃঢ়বদ্ধ রাখিয়াছেন'[1] 'অগ্নি শ্রেষ্ঠ পুষ্টির হেতু', 'স্বর্গদাতা', 'লোকসকলের রক্ষক', 'দ্যুলোক ও পৃথিবীর উৎপাদক' ইত্যাদি।[2]

মন্তব্য ঃ ত্রিণাচিকেতঃ—তিনবার যিনি নাচিকেত অগ্নির চয়ন অর্থাৎ আরাধনা করিয়াছেন অথবা যিনি অগ্নিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, অর্থ বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহাকেই ত্রিণাচিকেত বলা হয়। ত্রিভিঃ এত্য সন্ধিম্—মাতা, পিতা ও আচার্য ঃ এই তিনের সহিত সন্ধি [সম্বন্ধ] স্থাপন করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশ যথাযথরূপে প্রাপ্ত হইয়া ; অথবা বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজন, কিংবা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ঃ এই তিনের অনুশাসনের অনুসরণপূর্বক চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া (শ) ॥ ব্রহ্মজ-জ্ঞম্—ব্রহ্ম [হিরণ্যগর্ভ] হইতে জাত এবং জ্ঞ [সর্বজ্ঞ] (শ) ; ব্রহ্ম হইতে জাত সমস্তই যিনি জানেন, সর্বজ্ঞ (উ) ॥ ঈড্যম্—জ্ঞানাদি গুণবান অতএব স্তবনীয় (শ) ॥ এতি—জ্ঞান ও কর্মের একসঙ্গে অনুষ্ঠানের ফলে বৈরাজ পদ প্রাপ্ত হন (শ) ।

১৮. ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮

অন্বয় ঃ ত্রিণাচিকেতঃ যঃ বিদ্বান্ (তিনবার অগ্নিচয়নকারী যে জ্ঞানী ব্যক্তি) এতৎ ত্রয়ম্ বিদিত্বা (এই তিন বিষয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও অগ্নি-চয়নপ্রণালী জানিয়া) এবং নাচিকেতং চিনুতে (এই প্রকারে নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন), সঃ (তিনি) পুরতঃ (শরীরপাতের পূর্বেই) মৃত্যুপাশান্ প্রণোদ্য (অধর্ম, অজ্ঞান, রাগদ্বেষাদি লক্ষণযুক্ত মৃত্যুর বন্ধনসমূহ ছেদন করিয়া) শোকাতিগঃ (শোকাতীত হইয়া) স্বর্গলোকে মোদতে (স্বর্গলোকে আনন্দ অনুভব করেন) ।

সরলার্থ ঃ যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও অগ্নিচয়ন প্রণালী সম্যক্ অবগত হইয়া যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন এবং ঐ অগ্নিকে আত্মস্বরূপে

---

[1] ১ম ৬৭ সূ ৩ ঋক্। [2] ১ম ৯৬ সূ ৪ ঋক্

জানিয়া উঁহার আরাধনা করেন তিনি শরীরপাতের পূর্বেই অজ্ঞান ও রাগদ্বেষাদি লক্ষণাত্মক মৃত্যুপাশ ছিন্ন করিয়া এবং মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার দুঃখবর্জিত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ অনুভব করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই মন্ত্রে অগ্নিবিজ্ঞান, অগ্নিচয়নের ফল বর্ণন এবং এই প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে।

'ত্রিণাচিকেত' বলিতে বোঝায় যিনি বিধিমত তিনবার অগ্নির চয়ন বা আরাধনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কেবল বাহ্যিক অগ্নির সেবা নহে। শান্তিপ্রদ, ও মুক্তিপ্রদ স্বীয় বুদ্ধিতে স্থিত এই অগ্নিকে নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া উঁহার ধ্যান করিতে হইবে। এই সর্বজ্ঞ বরণীয় অগ্নিই হইতেছেন প্রাণরূপে, জ্যোতিরূপে ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। এজন্য ইনি লোকাদি জগতের প্রতিষ্ঠা। ইঁহাকে যিনি স্বীয় আত্মারূপে বুদ্ধিতে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন তিনি এই জীবনেই মৃত্যুর সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এস্থলে মৃত্যুর বন্ধন বলিতে বোঝায় অধর্ম, অজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ, বাসনা-কামনার বশ্যতা। ইহারাই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং এই বন্ধনের জন্যই জীব বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। অহঙ্কার হইতেই অজ্ঞান ও রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি। কাজেই যিনি নিজের অহঙ্কারকে ডুবাইয়া সমস্ত বিশ্বের প্রাণরূপী ও সমগ্র জীবের বুদ্ধিতে স্থিত এই অগ্নিকে নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি সংসারের সর্বপ্রকার দুঃখ ও শোক এই জীবনেই অতিক্রম করেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করেন।

১৯. এস তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯

অন্বয় ঃ নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), তে (তোমাকে) এষঃ স্বর্গ্যঃ (এই স্বর্গসাধনভূত) অগ্নিঃ [দত্তঃ] (অগ্নিসম্বন্ধী বর প্রদত্ত হইল), যম্‌ দ্বিতীয়েন বরেণ অবৃণীথাঃ (যাহা তুমি দ্বিতীয় বরদ্বারা প্রার্থনা করিয়াছিলে), জনাসঃ (লোকসকল) এতম্‌ অগ্নিম্‌ (এই অগ্নিকে) তব এব [নাম্না] প্রবক্ষ্যন্তি (তোমারই নামে অভিহিত করিবে); নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), তৃতীয়ং বরং বৃণীষ্ব (তৃতীয় বর প্রার্থনা কর)।

সরলার্থ ঃ নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বর দ্বারা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে স্বর্গলোক প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সেই অগ্নিবিদ্যা তোমাকে দান করিলাম। লোকে এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করিবে। তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

২০. যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্‌ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০

অন্বয় ঃ [নচিকেতাঃ উবাচ] (নচিকেতা বলিলেন), প্রেতে মনুষ্যে (মৃত ব্যক্তির বিষয়ে) যা ইয়ং বিচিকিৎসা [অস্তি] (এই যে সংশয় আছে), অস্তি ইতি একে [কথয়ন্তি] (কেহ কেহ বলেন ইহা অর্থাৎ আত্মা আছে), ন অয়ম্‌ অস্তি ইতি চ একে [কথয়ন্তি] (কেহ কেহ বলেন ইহা অর্থাৎ আত্মা নাই), ত্বয়া অনুশিষ্টঃ (আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া) অহং এতৎ বিদ্যাম্‌ (আমি ইহা জানিতে চাই); বরাণাম্‌ এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ (বরসমূহের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর)।

সরলার্থ ঃ যমরাজের কথা শুনিয়া নচিকেতা বলিলেন, 'কেহ কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন আত্মা থাকে না। পরলোক সম্বন্ধে মানুষের মনে এই যে সন্দেহ বিদ্যমান আপনার উপদেশে সেই আত্মার তত্ত্ব আমি সম্যক্‌ জানিতে ইচ্ছা করি। বরসমূহের মধ্যে ইহাই আমার প্রার্থনীয় তৃতীয় বর।

ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় বরে নচিকেতা যে অগ্নিবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন তাহাদ্বারা স্বর্গলোকে গমন করিয়া বৈরাজ পদ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পরমপুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয় না। সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ না হইলে কেহই মোক্ষ লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারে না। এজন্য নচিকেতা তৃতীয় বরে আত্মার জ্ঞান প্রার্থনা করিয়া যমকে বলিলেন—হে যম, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা এ সম্বন্ধে মানুষের মনে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। কেহ কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি হইতে পৃথক আত্মা আছে এবং মৃত্যু দ্বারা দেহের বিনাশ হইলে উহা পরলোকে গমন করে। আবার কেহ কেহ বলেন, ঐ প্রকার আত্মা নাই বা থাকিতে পারে না। এই তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ বা অনুমান কোন প্রকারেই আমাদের জানিবার উপায় নাই। অথচ পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভের জন্য আত্মার জ্ঞানলাভ একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই আপনার উপদেশে আমি এই তত্ত্বটি জানিতে চাই।

দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা এবং মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা এ বিষয় জানিতে হইলে আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান আবশ্যক। এই কারণে যমরাজ নচিকেতাকে আত্মার স্বরূপ ও পারলৌকিক গতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ অস্তি ইতি একে—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত দেহান্তরসম্বন্ধী আত্মা আছেন ঃ ইহা কেহ কেহ মনে করেন (শ)।

২১ দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্‌ ॥ ২১

অন্বয় ঃ [যমঃ উবাচ] (যম বলিলেন) অত্র (এবিষয়ে) দেবৈঃ অপি পুরা বিচিকিৎসিতম্‌ (দেবগণও পূর্বে সন্দেহ করিয়াছেন), হি (যেহেতু) (এষঃ ধর্মঃ অণুঃ (এই আত্মাখ্য ধর্ম অতি সূক্ষ্ম), [তর্হি এতং] ন সুবিজ্ঞেয়ম্‌ (সেই হেতু ইহা সহজবোধ্য নহে); নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) অন্যং বরং বৃণীষ্ব (তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর), মা মা উপরোৎসীঃ (আমাকে উপরোধ করিও না), মা এনম্‌ অতিসৃজ (আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিও না)।

সরলার্থ ঃ যম বলিলেন—নচিকেতা, তুমি যে বিষয়ে বর প্রার্থনা করিয়াছ সে বিষয়ে দেবতারাও পূর্বে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাকৃত লোকে সহজে ইহা জানিতে পারে না, কারণ এ আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। আমাকে এ বিষয়ে আর উপরোধ করিও না, আমার নিকটে এই বর প্রার্থনা ত্যাগ কর।

ব্যাখ্যা ঃ নচিকেতা এই মোক্ষ-সাধন আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যমরাজ তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যে বিষয় জানিতে চাহিয়াছ তাহাতে কেবল যে মানুষের সন্দেহ আছে তাহা নহে, দেবতারাও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নহেন। কারণ এই আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং দুর্জ্ঞেয়। কাজেই যাহা

সহজবোধ্য এবং যাহার ফল নিশ্চিত এরূপ কোনও বর প্রার্থনা কর। এই বরের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিও না, আমার নিকট এই প্রার্থনা ত্যাগ কর।

মন্তব্য ঃ ন হি সুবিজ্ঞেয়ম্—প্রাকৃত লোকে পুনঃপুনঃ শুনিয়াও ইহা উত্তমরূপে জানিতে পারে না (শ)। মা এনম্ অতিসৃজে—এই প্রকারে আত্মার সূক্ষ্মত্ব ও দুর্জ্ঞেয়ত্ব বর্ণনা করিয়া যমরাজ নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক বর প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

২২. দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২

অন্বয় ঃ [নচিকেতা উবাচ] (নচিকেতা বলিলেন) মৃত্যো (হে মৃত্যু), অত্র (এ বিষয়ে) দেবৈঃ অপি কিল বিচিকিৎসিতম্ (দেবতারাও পূর্বে সন্দেহযুক্ত ছিলেন) যৎ (যেহেতু) ত্বং চ আত্থ (আপনি বলিতেছেন) ন সুবিজ্ঞেয়ম্ [আত্মতত্ত্ব] (সহজবোধ্য নহে), অস্য বক্তা চ (ইহার বক্তাও) ত্বাদৃক্ অন্য ন লভ্যঃ (আপনার মত আর কাহাকেও পাওয়া যাইবে না), এতস্য তুল্যঃ (ইহার সমান) অন্যঃ কশ্চিৎ বরঃ নঃ [অস্তি] (আর কোন বরও নাই) [কারণ এই বরই মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু]।

সরলার্থ ঃ যমরাজের কথা শুনিয়া নচিকেতা বলিলেন, 'হে মৃত্যু, দেবতারাও পূর্বে এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—এ কথা আপনার নিকটই শুনিলাম। আপনিও বলিয়াছেন যে আত্মতত্ত্ব সহজে বোধগম্য হয় না। আপনার মত উপদেষ্টাও আর পাওয়া যাইবে না। তাছাড়া এমন আর কোনও বর নাই যাহা ইহার তুল্য হইতে পারে।'

ব্যাখ্যা ঃ আত্মতত্ত্ব সহজে বোধগম্য নহে—একথা শুনিয়াও নচিকেতা নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন—হে যম, আপনি যে বলিলেন আত্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় এবং দেবতারাও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নহেন, এই কারণেই আমি ইহা জানিতে চাই। আত্মতত্ত্ব যদি সহজবোধ্য হইত এবং এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ না থাকিত তবে আমি এই বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতাম না। তারপর আপনি পরলোকের অধীশ্বর, আত্মার তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার মত পণ্ডিত উপদেষ্টা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। সুতরাং আপনার নিকট আসিয়া আমি আত্মতত্ত্ব জানিবার যে সুযোগ পাইয়াছি তাহা আমার ত্যাগ করা উচিত নহে। সর্বশেষে আমি আপনার নিকট যে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক বর চাহিয়াছি, অন্য কোনও বরই ইহার তুল্য নহে। কারণ অন্য সকল বরের ফলই অনিত্য, একমাত্র আত্মজ্ঞান দ্বারাই পরম পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। সুতরাং এই বরই আমার প্রার্থনীয়।

২৩. শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩

অন্বয় ঃ [যমঃ উবাচ] (যম বলিলেন) শতায়ুষঃ পুত্র-পৌত্রান্ বৃণীষ্ব (শতায়ু পুত্র-পৌত্র প্রার্থনা কর), বহূন্ হস্তি-হিরণ্যম্ অশ্বান্ পশূন্ (বহু হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি পশু এবং স্বর্ণ), ভূমেঃ মহৎ আয়তনম্ (ভূমির বিস্তীর্ণ খণ্ড) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর), স্বয়ং চ (নিজেও) যাবৎ শরদঃ [জীবিতুম্] ইচ্ছসি (যত

শরৎ ঋতু অর্থাৎ যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর) [তাবৎ] জীব (তত বৎসর জীবন ধারণ কর)।

সরলার্থ ঃ যম বলিলেন, 'নচিকেতা, তুমি শতবর্ষ পরমায়ু-বিশিষ্ট পুত্র ও পৌত্রগণ, বহুসংখ্যক গবাদি পশু, হস্তি ও অশ্ব এবং বহু পরিমাণ স্বর্ণ প্রার্থনা কর। বিস্তীর্ণ আয়তনবিশিষ্ট ভূমি অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর, তুমি নিজেও যত বৎসর ইচ্ছা বাঁচিয়া থাক।'

ব্যাখ্যা ঃ যম যখন দেখিলেন যে, আত্মতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়ত্ব জানিয়াও নচিকেতা তাঁহার তৃতীয় বর প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, তখন তিনি বিবিধ প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি নচিকেতাকে শতায়ু, পুত্র-পৌত্র, গো-মেষাদি বহু পশু, হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি বাহন, স্বর্ণ এবং বিস্তীর্ণ রাজ্য অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখভোগের উপকরণ, যাহা কিছু লোভনীয় ও স্পৃহণীয় তৎসমস্তই দিতে চাহিলেন। কিন্তু অল্পায়ু হইলে এ সমস্ত ভোগ নিরর্থক। এজন্য বলিলেন, 'তুমি এই সকল ভোগের জন্য যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে চাও ততদিন সমগ্র ইন্দ্রিয়সম্পন্ন দেহ ধারণ কর।'

২৪. এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং, বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪

অন্বয় ঃ যদি [অন্যম্] বরম্ (যদি অন্য বর) এতত্তুল্যং মন্যসে (ইহার তুল্য মনে কর) [যথা] বিত্তং চিরজীবিকাং চ (যেমন বংশানুক্রমে জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং প্রভূত বিত্ত), [তদা তম্] বৃণীষ্ব (তবে তাহা প্রার্থনা কর), নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), ত্বং মহাভূমৌ [রাজা] এধি (তুমি বিস্তীর্ণ ভূমিতে রাজা হও), ত্বা কামানাং কামভাজং করোমি (তোমাকে সমস্ত কাম্য পদার্থের কামভোগ্য করিতেছি)।

সরলার্থ ঃ আমি তোমাকে যে বর দিতে চাহিলাম যদি অন্য কোনও বর ইহার তুল্য মনে কর—যেমন প্রভূত বিত্ত এবং বংশানুক্রমে জীবিকা-নির্বাহের উপায় অথবা চিরজীবন—তবে তাহাই প্রার্থনা কর। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমি রাজা হও, আমি তোমাকে স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত কাম্য বস্তুর ভোক্তা করিতেছি।

ব্যাখ্যা ঃ যমরাজ আরও বলিলেন—নচিকেতা, আমি যে সব ভোগ্যবস্তু তোমাকে দিতে চাহিলাম যদি তাহা তোমার মনঃপূত না হয় এবং ইহারই তুল্য আর কোন বর চাও তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি। বিত্ত-ধন, বংশানুক্রমে জীবিকা নির্বাহের উপায়, দীর্ঘজীবন এবং বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য—যাহা তুমি চাও তাহাই পাইবে। অধিক বলিয়া লাভ কি। এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে মানুষ অথবা দেবতার উপভোগ্য যাহা কিছু কামনার বস্তু আছে সমস্তই তোমাকে দিতেছি, কিন্তু ঐহিক এবং পারত্রিক সুখভোগের বস্তু ব্যতীত পারমার্থিক তত্ত্ব তোমাকে দিতে পারিব না।

২৫. যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫

অন্বয় ঃ যে যে কামাঃ (যে সকল কাম্যবস্তু) মর্ত্যলোকে দুর্লভাঃ (এই

মর্ত্যলোকে দুর্লভ) সর্বান্ [তান্] কামান্ (সেই সমুদয় কাম্য পদার্থ) ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব (ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর), ইমাঃ সরথাঃ সতূর্যা রামাঃ [বর্তন্তে] (এই রথস্থ ও বাদ্যাদি-সমন্বিত রমণীসকল রহিয়াছে), ঈদৃশাঃ মনুষ্যৈঃ ন হি লম্ভনীয়াঃ (এরূপ রমণীগণ মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নহে) ; নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), মৎপ্রত্তাভিঃ আভিঃ [রামাভিঃ] পরিচারয়স্ব (আমার প্রদত্ত এই সকল রমণী দ্বারা তোমার সেবা করাও), মরণং না অনুপ্রাক্ষীঃ (মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না) ।

সরলার্থ ঃ যম বলিলেন, 'এই পৃথিবীতে যে সকল কাম্যপদার্থ অতি দুর্লভ সেই সমস্ত তুমি ইচ্ছামত প্রার্থনা কর। এই যে রথারূঢ় ও বাদ্যযন্ত্র-সমন্বিত রমণীসকল রহিয়াছে, ইহাদের মত রমণী লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। আমার প্রদত্ত এই সকল রমণী দ্বারা তোমার সেবা-পরিচর্যা করাও ; কিন্তু হে নচিকেতা, মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।'

ব্যাখ্যা ঃ পার্থিব ভোগসুখে যদি নচিকেতা প্রলুব্ধ না হন এই আশঙ্কায় যমরাজ তাঁহাকে যে সকল কাম্যবস্তু মানুষের পক্ষে এই পৃথিবীতে লাভ করা সম্ভবপর নহে, যাহা কেবল স্বর্গবাসী দেবতারাই ভোগ করিবার অধিকারী—যেমন বাদ্যযন্ত্র-সমন্বিত রথারূঢ় পরম রমণীয়া অপ্সরাগণ—তাহাও নচিকেতাকে দিতে চাহিলেন। যমরাজ বলিলেন, 'নচিকেতা, পার্থিব বা স্বর্গীয় যে কোন সুখভোগ তুমি চাও তাহাই পাইবে, কিন্তু মরণের পর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিও না। এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক।

২৬. শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ২৬

অন্বয় ঃ [নচিকেতা উবাচ] (নচিকেতা বলিলেন) অন্তক (হে মৃত্যু), [ভবদুক্তাঃ ভোগাঃ] শ্বোভাবাঃ (আপনার কথিত ভোগসকল কাল থাকিবে কি না সন্দেহ), মর্ত্যস্য সর্বেন্দ্রিয়াণাং যৎ এতৎ তেজঃ (মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এই যে তেজ) [তৎ এতে] জরয়ন্তি (তাহা এই সকল ভোগে ক্ষয় করে), অপি সর্বং জীবিতম্ অল্পম্ এব (অধিকন্তু সমগ্র জীবনও অতি অল্প), বাহাঃ তব এব (এই সকল বাহন তোমারই থাকুক), নৃত্যগীতে তব [এব] [সন্তু] (নৃত্যগীতও তোমারই হউক) ।

সরলার্থ ঃ নচিকেতা বলিলেন, 'হে যমরাজ, আপনি যে সকল ভোগ্যবস্তু আমাকে দিতে চান সে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী—আজ আছে, কাল থাকিবে কিনা সন্দেহ। ইহারা মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষয় করে। আর আপনি যে দীর্ঘজীবন আমাকে দিতে চান, তাহা অনন্তকালের তুলনায় নিতান্তই অল্প। অতএব এই রথ, অশ্ব প্রভৃতি বাহন, নৃত্যগীত সমস্ত আপনারই থাকুক, আমি ইহাদের কিছুই চাহি না।'

ব্যাখ্যা ঃ যমরাজের প্রতিশ্রুত লোভনীয় বস্তুসমূহ দ্বারাও নচিকেতা প্রলুব্ধ হইলেন না। মহাসমুদ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধ থাকিয়া সমস্ত উপেক্ষা করিলেন এবং তাহার তিনটি কারণও প্রদর্শন করিলেন। প্রথমত, এই সকল সুখ ভোগ অতি অল্পক্ষণস্থায়ী, আজ আছে ত কাল নাই। দ্বিতীয়ত, এই সকল ভোগের দ্বারা মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি, তাহার ধর্ম, বীর্য, তেজ প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হয়। তৃতীয়ত,

যে দীর্ঘজীবন যমরাজ দিতে চাহিয়াছেন, তাহাও অতি অল্প। অনন্তকালের তুলনায় ব্রহ্মার জীবনও যখন অতি অল্প, তখন মানুষের আর কথা কি ?

২৭. ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং, বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭

অন্বয় ঃ মনুষ্যঃ বিত্তেন ন তর্পণীয়ঃ (বিত্তদ্বারা মানুষের তৃপ্তি হয় না), ত্বা চেৎ অদ্রাক্ষ্ম (আপনাকে যখন দেখিয়াছি) [তর্হি] বিত্তং লপ্স্যামহে (তখন বিত্ত পাইব), ত্বং যাবৎ ঈশিষ্যসি (এবং যতদিন আপনি প্রভু থাকিবেন) [তাবৎ বয়ং] জীবিষ্যামঃ (ততদিন বাঁচিয়া থাকিব), তু সঃ বরঃ এব মে বরণীয়ঃ (কিন্তু সেই বরই আমার প্রার্থনীয়) ।

সরলার্থ ঃ বিত্ত বা ধন দ্বারা মানুষের তৃপ্তিলাভ হইতে পারে না, বিশেষত আপনাকে যখন দেখিয়াছি তখন নিশ্চয়ই বিত্তলাভ করিব ; আর যতদিন আপনি যমরাজ্যে প্রভুপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ততদিন আমরা নিশ্চয়ই জীবনধারণ করিব। ইহার জন্য কোনও বর প্রার্থনার দরকার নাই। কাজেই আত্মার তত্ত্ববিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ নচিকেতা কেন যমরাজের প্রতিশ্রুত ভোগসুখাদি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন তাহার আরও কারণ দেখাইয়া বলিলেন—হে যম, মানুষ কখনও ধনরত্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার চিত্ত উচ্চতর বস্তুলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়। তারপর ধনরত্নের কথা যে আপনি বলিতেছেন তাহাও আমার দুষ্প্রাপ্য নহে। কারণ আমি যখন ভাগ্যক্রমে আপনার ন্যায় দেবতার দর্শনলাভ করিয়াছি তখন আমার সৌভাগ্যলাভ নিশ্চিত। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে যে অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন তাহার সাহায্যে আমি স্বর্গলোকে আপনার সঙ্গে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিব। কাজেই এ সকল বস্তু আমার প্রার্থনীয় হইতে পারে না। একমাত্র আত্মার তত্ত্ববিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয়।

২৮. অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮

অন্বয় ঃ ক্বধঃ-স্থঃ (স্বর্গাদি লোক অপেক্ষা নিম্নতর কু অর্থাৎ পৃথিবী স্থিত) কঃ জীর্যন্ মর্ত্যঃ (কোন জরামরণশীল মানুষ) অজীর্যতাম্ অমৃতানাম্ উপেত্য (জরাবিহীন অমরদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া), প্রজানন্ (সম্যক্ জানিয়া), বর্ণরতি-প্রমোদান্ অভিধ্যায়ন্ (বর্ণ অর্থাৎ শরীরশোভা, রতি অর্থাৎ ক্রীড়া বা প্রণয় তজ্জনিত প্রমোদসমূহের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া) অতিদীর্ঘে জীবিতে রমেত (অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দ অনুভব করিবে) ।

সরলার্থ ঃ নচিকেতা বলিলেন, 'হে মৃত্যু, আকাশের নিম্নভাগে স্থিত এই পৃথিবীর অধিবাসী জরামরণশীল কোন্ মানুষ জরাহীন অমর দেবতাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাদের নিকট উৎকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ইহা সম্যক্ জানিয়া এবং শারীরিক শোভা, ক্রীড়া-কৌতুকজনিত সুখসকলের অসারতা চিন্তা করিয়া অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দ অনুভব করে ?

ব্যাখ্যা ঃ নচিকেতা বলিলেন—হে যমরাজ, আমি জানি যে, আমি এই পৃথিবীবাসী জরামরণশীল মানুষ, কাজেই জরাব্যাধি, শোকদুঃখের অধীন। পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর

মধ্য দিয়া আমাকে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমি আরও জানি যে, এই সংসারের ভোগ্যবস্তুসমূহ সমস্তই অনিত্য। এই সকল অনিত্য বস্তু আমাকে জরামরণাদি দুঃখ হইতে ত্রাণ করিতে পারিবে না। ভাগ্যক্রমে আমি আপনার ন্যায় জরামরণহীন দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আপনাদের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে ইহা উপলব্ধি করিয়া আমার পক্ষে কোনও অনিত্য ভোগ্য পদার্থ প্রার্থনা করা অসম্ভব। আপনি যখন আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন তখন আমার এমন বরই প্রার্থনা করা উচিত যাহাতে আমি জরামরণাদি দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইতে পারি। যে সকল অজ্ঞ লোক এই সংসারে সার পদার্থ জানে না তাহারাই এই সকল ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করে। আমি যখন এই সকল বস্তুর অনিত্যতা ও অসারতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি তখন আপনার প্রস্তাবিত ভোগ্য বস্তুসমূহ আমি কিছুতেই গ্রহণ করিব না।

তারপর আপনি যে দীর্ঘজীবন আমাকে দিতে চাহিয়াছেন তাহাও আমার প্রার্থনীয় নহে। কারণ শরীর-শোভা, ক্রীড়া-কৌতুক, অপ্সরা প্রভৃতি বস্তুকে অসার জানিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই উহাদের ভোগের জন্য দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে পারে না।

২৯. যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯

অন্বয়ঃ মৃত্যো (হে মৃত্যু), যস্মিন্ (যে প্রেতবিষয়ে) [লোকাঃ] ইদং বিচিকিৎসন্তি (লোকে আছে কি নাই এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে), মহতি সাম্পরায়ে (সেই মহান পরলোক বিষয়ে) যৎ (যে জ্ঞান) তৎ নঃ ব্রূহি (তাহা আমাকে বলুন); অয়ং যঃ বরঃ (এই যে বর) গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টঃ (নিগূঢ় ও অন্তঃপ্রবিষ্ট), তস্মাৎ অন্যং [বরম্] (তদ্ভিন্ন অন্য কোনও বর) নচিকেতাঃ ন বৃণীতে (নচিকেতা প্রার্থনা করে না)।

সরলার্থঃ নচিকেতা বলিলেন, "হে মৃত্যু, যে প্রেতাত্মা সম্বন্ধে 'ইহা আছে কি নাই' বলিয়া লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং পরলোক বিষয়ে যে আত্মার স্বরূপ-বিজ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় সেই আত্মতত্ত্ব আমাকে বলুন। যেই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বর প্রার্থনা করিতেছি সেই তত্ত্ব অতি গূঢ় এবং চিন্তাদ্বারা দুষ্প্রাপ্য; কাজেই সেই বর ছাড়া অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না।"

ব্যাখ্যাঃ নচিকেতা তাঁহার সমস্ত বক্তব্যের উপসংহারে দৃঢ়তার সহিত স্বীয় সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 'অনিত্য বিষয়ে প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আমি আপনার নিকট আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি। তাহার কারণ এই যে, মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মা থাকে কি না এ বিষয়ে লোকের মনে একটা সন্দেহ আছে। অথচ এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান পারলৌকিক বিষয়ে একান্ত প্রয়োজনীয়। তারপর এই আত্মতত্ত্ব অতি গূঢ়, সাধারণের বোধগম্য নহে। এই কারণেই আমি আপনার নিকট এই বিষয়ের বর প্রার্থনা করিতেছি। এই বর ব্যতীত অন্য কোনও বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না।'

এ স্থলে নচিকেতা যে নিজের নাম উল্লেখ করিলেন ইহা অহংকারসূচক নহে। ইহা দ্বারা তাঁহার দৃঢ় সংকল্প সূচিত হইয়াছে। অথবা ইহার অর্থ হইতে পারে যে শেষ অংশটুকু নচিকেতার কথা নহে, ইহা শ্রুতিরই কথা।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

৩০. অন্যৎ শ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১

অন্বয়ঃ শ্রেয়ঃ অন্যৎ (শ্রেয় অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ এক), উত (তথা) প্রেয়ঃ অন্যৎ এব (প্রেয় আর এক), তে উভে (উহারা উভয়ে) নানার্থে (বিভিন্ন প্রয়োজনে) পুরুষং সিনীতঃ (পুরুষকে আবদ্ধ করে), তয়োঃ (উহাদের মধ্যে) শ্রেয়ঃ আদদানস্য (যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন) সাধু ভবতি (তাঁহার মঙ্গল হয়), যঃ উ প্রেয়ঃ বৃণীতে (যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন) [সঃ] অর্থাৎ হীয়তে (তিনি পুরুষার্থ বা মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হন)।

সরলার্থঃ শ্রেয় (কল্যাণকর বস্তু) এবং প্রেয় (প্রীতিকর বস্তু) পরস্পর বিভিন্ন। উহাদের প্রয়োজনও বিভিন্ন। শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভে, প্রেয়ের প্রয়োজন ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগে। উভয়ই পুরুষকে আবদ্ধ করে। এই দুইটির মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন।

ব্যাখ্যাঃ শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া এবং তার যোগ্যতা বুঝিতে পারিয়া যমরাজ তাহাকে আত্মতত্ত্ব বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমেই শ্রেয় এবং প্রেয়—এই উভয়ের পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সুখকর যেমন রূপ-রসাদি, যাহা হৃদয়ের প্রীতিকর যেমন স্ত্রী-পুত্রাদি, যাহা পরলোকে বাঞ্ছনীয় যেমন স্বর্গাদি—ইহারাই আমাদের প্রেয়। ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটি পুরুষার্থকেই প্রেয় বলা হয়।

আর সংসারের ভোগ্য পদার্থে আসক্ত না হইয়া আত্মার জ্ঞানলাভের দ্বারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া সংসারের জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করাই শ্রেয়। ইহাই মোক্ষ।

মানুষ হয় শ্রেয়, না হয় প্রেয়—ইহার একটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংসারে বাস করে। এজন্য প্রত্যেক মানুষকে শ্রেয় বা প্রেয় দ্বারা আবদ্ধ বলা হইয়াছে। যাঁহারা সংসারে শ্রেয়কে অবলম্বন করেন তাঁহাদের মঙ্গল হয়, তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারের দুঃখ-শোক ও জরা-মৃত্যু অতিক্রমপূর্বক অমৃতত্ব লাভ করেন। পক্ষান্তরে যাহারা প্রেয় বস্তুতে আসক্ত হইয়া সংসারে মগ্ন হয় তাহারা পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহারা ভগবানকে লাভ করিতে পারে না—শোক-দুঃখ, জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া বারংবার সংসারে যাতায়াত করে।

মন্তব্যঃ নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ—বিভিন্ন প্রয়োজনে বর্ণাশ্রমাদি-বিশিষ্ট পুরুষকে বন্ধন করে। সকল লোকেই বিদ্যা বা অবিদ্যা, শ্রেয় বা প্রেয় দ্বারা নিযুক্ত হইয়া কর্তব্যে প্রবৃত্ত হন। যিনি মোক্ষপ্রার্থী তিনি শ্রেয় পথে, আর যিনি অভ্যুদয়প্রার্থী অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের আকাঙ্ক্ষী তিনি প্রেয়ের পথে প্রবৃত্ত হন। অতএব শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রয়োজনে লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সমস্ত লোককে

উহাদের দ্বারা আবদ্ধ বলা হইয়াছে (শ) ॥ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু ভবতি—শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া একই পুরুষ কর্তৃক উহাদের একসঙ্গে অনুষ্ঠান অসম্ভব। কাজেই যিনি প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রেয় গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয় (শ)।

৩১. শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২

অন্বয় : শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ (শ্রেয় এবং প্রেয়) মনুষ্যম্ এতঃ (উভয়েই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়), ধীরঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি) তৌ সম্পরীত্য (ইহাদের সম্যক্ বিচার করিয়া) বিবিনক্তি (উহাদিগকে পৃথক করেন), ধীরঃ (বিবেকবান ব্যক্তি) প্রেয়সঃ (প্রিয় বস্তু হইতে) শ্রেয়ঃ হি অভিবৃণীতে (শ্রেয়কে উত্তম জানিয়া বরণ করেন)। মন্দঃ (অল্পবুদ্ধি) যোগক্ষেমাৎ (শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের নিমিত্ত) প্রেয়ঃ (প্রিয় বস্তু) বৃণীতে (বরণ করেন)।

সরলার্থ : শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পর বিভিন্ন হইলেও উহারা উভয়েই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। বিবেকবান পুরুষ সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক এই দুইটিকে পৃথক করিয়া প্রেয় হইতে শ্রেয়কে বাছিয়া লন। আর অজ্ঞানী ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণার্থ প্রেয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে শ্রেয় ও প্রেয় যে দুই পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে, এই উভয় পথই মানুষের নিকট উন্মুক্ত আছে। সে ইচ্ছা করিলে শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে প্রেয়কেও বরণ করিতে পারে। তবে বহু লোক যে শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়কে গ্রহণ করে, ইহার কারণ তাহাদের অজ্ঞান বা বিবেক-হীনতা।

অবিবেকী লোক কোন্‌টি প্রকৃত শ্রেয় তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। সে প্রেয়কেই শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করে। কাজেই আপাতরমণীয় দৈহিক সুখভোগে মত্ত হইয়া পশু, পুত্র, বিত্তাদির রক্ষণ ও অর্জন, শরীরের রক্ষা ও বৃদ্ধি প্রভৃতিকে শ্রেয় বলিয়া বরণ করিয়া লয় এবং সমস্ত জীবন উহাদের অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় ও শ্রেয় উভয় পথের দোষগুণ বিবেচনা করিয়া শ্রেয়কেই প্রার্থনীয় রূপে গ্রহণ করেন। তিনি জানেন যে, তাঁহার দেহ আত্মা নহে। জাগতিক সমস্ত পদার্থ অনিত্য জানিয়া নিত্য বস্তু যে পরমাত্মা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই তিনি প্রয়াসী হন এবং দৈহিক সুখভোগে আসক্ত না হইয়া অমৃতত্ব ও বিমলানন্দ লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করেন।

মন্তব্য : ধীরং তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি—হংস যেমন জল হইতে দুগ্ধকে পৃথক করিয়া গ্রহণ করে, তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও শ্রেয় ও প্রেয় পদার্থকে মনে মনে সম্যক্ আলোচনা করিয়া উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করেন (শ) ॥ মন্দঃ—অল্পবুদ্ধি, সদসৎ নির্ণয়ে অসমর্থ ব্যক্তি (শ) ॥ যোগক্ষেমাৎ —যোগ [অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি] ও ক্ষেম [প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা] লাভের নিমিত্ত, শরীরাদির বৃদ্ধি ও রক্ষণ নিমিত্ত (শ)।

৩২. স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩

অন্বয় : নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) সঃ ত্বম্ (সেই তুমি) প্রিয়ান্ প্রিয়রূপান্ চ

(প্রীতিপদ ও দৃশ্যতঃ রমণীয়) কামান্ (কাম্যবস্তুসমূহের) অভিধ্যায়ন্ (সম্যক আলোচনা করিয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (উহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ), বিত্তময়ীম্ এতাং সৃঙ্কাম্ (বিত্তময়ী এই রত্নমালা) ন অবাপ্তঃ (তুমি গ্রহণ কর নাই), যস্যাম্ (যাহাতে) বহবঃ মনুষ্যাঃ মজ্জন্তি (অনেক লোক মগ্ন হয়)।

সরলার্থ : নচিকেতা, তুমি মানুষের প্রিয় এবং আপাতরমণীয় ও অভিলষিত বিষয়সমূহের অনিত্যতা আলোচনা করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ। তুমি এই বহুমূল্য রত্নমালা অথবা কুৎসিত ধনবহুল পথ গ্রহণ কর নাই। যে ধনাদির লাভের কুৎসিত পথে বহু লোক নিমগ্ন হয় তাহা তুমি অবলম্বন কর নাই।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া যমরাজকে বলিতেছেন যে নচিকেতা পুনঃপুনঃ প্রলুব্ধ হইয়াও পুত্রাদি প্রিয়জন এবং মনোহর অপ্সরা ও ধনরত্নাদি কাম্যবস্তুর অনিত্যতা ও অসারত্ব দেখিয়া উহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি শ্রেয়ঃপ্রার্থী, কাজেই আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য ব্যক্তি। বহুলোক এই বিত্তধনের প্রলোভনে একেবারে মগ্ন হয় অর্থাৎ ডুবিয়া যায়। তাহাদের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না ; আপাতরমণীয় ধনরত্নাদির অর্জন ও রক্ষণকে জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে। তাহার প্রধান কারণ অজ্ঞান বা অবিবেক। সংসারের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞানী, এই জন্যই ধনলোভে প্রলুব্ধ লোকের সংখ্যা অধিক বলা হইয়াছে।

৩৩. দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪

অন্বয় : যা অবিদ্যা (যাহা অবিদ্যা বা অবিবেকস্বরূপ), [যা] চ বিদ্যা ইতি জ্ঞাতা (এবং যাহা বিবেকস্বরূপ বলিয়া বিদ্যা নামে জ্ঞাত), এতে দূরং বিপরীতে বিষূচী (ইহারা অত্যন্ত বিপরীত এবং ভিন্নগতি) ; নচিকেতসং বিদ্যাভীপ্সিনং মন্যে (নচিকেতাকে বিদ্যাভিলাষী বলিয়া মনে করি,), [যতঃ] বহবঃ কামাঃ (যেহেতু বহু কাম্য বস্তু) ত্বা ন অলোলুপন্ত (তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই)।

সরলার্থ : বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া বর্ণিত বিষয় দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং উহাদের গতি এবং ফলও পৃথক। কিন্তু নচিকেতা তোমাকে বিদ্যাপ্রার্থী বলিয়াই মনে করি, কারণ বহু কাম্যবস্তুও তোমাকে প্রলুব্ধ বা বিচলিত করিয়া শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

ব্যাখ্যা : পূর্বে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা জ্ঞানবান তাঁহারা শ্রেয়োলাভের জন্য ইচ্ছুক হন, আর অজ্ঞানী লোকেরা প্রেয়কে বরণ করে। এই জ্ঞানই বিদ্যা এবং অজ্ঞানই অবিদ্যা। এই বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

অজ্ঞানী লোকেরা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণা করিতে পারে না ! বিভিন্ন দেহবিশিষ্ট লোকের আত্মাও বিভিন্ন—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। পক্ষান্তরে জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে, জীবের দেহ আত্মা নহে। আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহ ভিন্ন হইলেও বিভিন্ন দেহে এক আত্মাই বিরাজমান। দেহ পরিবর্তনশীল, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয়। দেহের বিনাশ হইলেও আত্মা বর্তমান থাকে।

তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে বিত্ত,

পশু, স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত বিষয় একেবারে ত্যাগ করা আবশ্যক কিনা। সংসারে বিচরণ করিয়াও ভগবানকে লাভ করা যায় কিনা, নতুবা শ্রেয়োলাভার্থীর পক্ষে এই সংসার ত্যাগ করাই একান্ত আবশ্যক।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে ত্যাগের যে প্রয়োজন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্যাগী না হইলে কেহ ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই ত্যাগ বাহ্যিক নহে, আন্তরিক ত্যাগ। আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। বিষয়ে আসক্ত হইবে না, বিষয়ে লোভ ত্যাগ করিবে, বিষয়কে বরণীয় বা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিবে না—ইহাই হইল শ্রেয়োলাভের মূল কথা। আসক্তির ত্যাগ হইলে বিষয়ের বাহ্যিক ত্যাগ না করিলেও চলিতে পারে। অনাসক্ত পুরুষ বিষয়ে বিচরণ করিয়াও ভগবানকে লাভ করিতে পারেন। ইহাই যে শ্রুতির অভিপ্রায় তাহা অন্যত্রও বলা হয়েছে।[১]

নচিকেতার উপাখ্যান হইতেও এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। যমরাজ বহু কাম্য-বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া শ্রেয়ের পথ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভের সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। কারণ এই সকল প্রেয় বস্তুর প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না, ইহাদিগকে বরণীয় বা প্রার্থনীয় বলিয়া তিনি কখনও মনে করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আয়ু, ধন প্রভৃতি বিষয় বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন—এ কথা বলা যায় না। কারণ পূর্বে তিনি যমরাজকে বলিয়াছিলেন, 'মানুষ কখনও বিত্তাদি দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না, আপনাকে যখন দেখিয়াছি তখন বিত্তাদি অবশ্যই পাইব এবং আপনি যতদিন যমপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ততদিন বাঁচিয়া থাকিব। কিন্তু এসব আমার প্রার্থনীয় নহে, আত্মজ্ঞান লাভই আমার বরণীয়।'[২]

নচিকেতার অভিপ্রায় এই যে, যথাপ্রাপ্ত আয়ু ও ধন তাঁহার বর্জনীয় নহে, তবে ঐ সকল বস্তুর প্রতি তাঁহার আসক্তি নাই এবং এই সকল বস্তুকে তিনি প্রার্থনীয় বা বরণীয় বলিয়া মনে করেন না।

মন্তব্য ঃ দূরম্ এতে বিপরীতে—বিদ্যা ও অবিদ্যা মহৎ ব্যবধান দ্বারা পরস্পর বিপরীত। একটি বিবেকস্বরূপ অপরটি অবিবেকস্বরূপ বলিয়া আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট (শ)॥ বিষূচী—একটি সংসার ও অপরটি মোক্ষ ফল প্রদান করে বলিয়া উহাদের বিভিন্ন গতি ও পৃথক ফল (শ)।

৩৪. অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ (যাহারা অজ্ঞানের অভ্যন্তরে বাস করে), স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (অথচ নিজেরাই আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে), মূঢ়াঃ (সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ) দন্দ্রম্যমাণাঃ (কুটিল নানারূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া) পরিযন্তি (ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে), অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অন্ধাঃ (অন্ধ কর্তৃক চালিত অন্ধ) যথা (যেরূপ ভ্রমণ করে)।

---

[১] তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ (ঈশ-১)। [২] কঠ ১।১।২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সরলার্থ ঃ যে সকল মূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিয়াও আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে তাহারা অন্ধের দ্বারা চালিত অপর অন্ধের ন্যায় নানা কুটিল পথে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও গম্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন অজ্ঞানী লোকদের অবস্থা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। সংসারাসক্ত লোক অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারে স্ত্রী, পুত্র, পশু, বিত্ত প্রভৃতি শত শত তৃষ্ণাপাশে আবদ্ধ হইয়া বাস করে; অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করে। ইহারা মনে করে যে, এ সকলই শ্রেয়ের পথ, অথচ নিজেরা যে অজ্ঞানী ও ভ্রান্ত তাহা বুঝিতে পারে না। মনে করে তাহারা যাহা বুঝিয়াছে তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, তাহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহাই প্রকৃত পথ। এই সকল মূঢ় লোক সংসারের নানা কুটিল পথে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও গম্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না। ইহারা শ্রেয়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসারে বিবিধ দুঃখ ভোগ করে এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়; কখনও অমৃতময়, আনন্দময় জীবন লাভ করিতে পারে না।

এই কথাটি একটি উপমা দ্বারা বোঝান হইয়াছে। এক অন্ধ অপর অন্ধ কর্তৃক চালিত হইলে যেমন প্রকৃত পথ ত্যাগ করিয়া এদিক ওদিক ভ্রমণ করে, কখনও গম্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না, সেইরূপ এই সংসারের অজ্ঞানী লোকেরাও অপর অজ্ঞানীদের দ্বারা চালিত হইয়া কেবল বিপথে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও গম্যস্থান বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে পারে না।

মন্তব্য ঃ অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ—যে সকল সংসারী লোক ঘনীভূত অন্ধকারের ন্যায় অবিদ্যার মধ্যে পুত্র, পশু প্রভৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষারূপ শত শত পাশ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করে॥ পরিযন্তি—জরামরণ রোগাদি দুঃখ পরিবৃত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে (শ)।

৩৫. ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬

অন্বয় ঃ প্রমাদ্যন্তম্ (সর্বদা প্রমাদকারী) বিত্তমোহন মূঢ়ম্ (ধনমোহে মূঢ়), বালং প্রতি (বিবেকহীন লোকের নিকট) সাম্পরায়ঃ ন ভাতি (পরলোক তত্ত্ব বা সাধন প্রতিভাত হয় না), অয়ং লোকঃ অস্তি (এই লোকই আছে), পরঃ ন অস্তি (পরলোক নাই), ইতি মানী (এরূপ যে মনে করে) পুনঃ পুনঃ (বারে বারে) মে বশম্ আপদ্যতে (সে আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ যে ব্যক্তি বালকের ন্যায় বিবেকহীন, বিষয়ে আসক্তি হেতু যে পরমার্থে অনবহিত, যাহার চিত্ত ধনমোহে আচ্ছন্ন তাহার নিকট পরলোকতত্ত্ব বা উহার সাধন স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না। ইহলোকই আছে, পরলোক নাই—এরূপ যে ব্যক্তি মনে করে সে বারংবার আমার অধীন হয় অর্থাৎ তাহার পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ অনেক লোক আছে যাহারা বালকের ন্যায় বিচারবুদ্ধিহীন। বালকেরা যেমন স্থূল বস্তুই উপলব্ধি করে সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা করিতে পারে না, সম্মুখে যাহা দেখে তাহাদ্বারাই মুগ্ধ হয়, পরিণামের বিষয় চিন্তা করে না, সেইরূপ এই স্থূলবুদ্ধি লোকেরাও আপাতরমণীয় ধনজনাদি বিষয়ের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়, পরিণামের বিষয়

চিন্তা করে না। ইহারা বিবেকবুদ্ধি-বর্জিত, পরমার্থ বিষয়ে অজ্ঞ ও ভ্রান্ত। ইহাদের নিকট পরলোকতত্ত্ব বা উহার সাধন কিছুই প্রকাশ পায় না। ইহারা দৃশ্যমান ইহলোককেই সমস্ত বলিয়া মনে করে, ইহার পর আত্মা যে থাকিবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই প্রকারের ইহসর্বস্ব দেহাত্মবাদী লোকেরা পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া এই সংসারে বিচরণ করে, কখনও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দ এবং অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না।

মন্তব্য ঃ সাম্পরায়ঃ—দেহত্যাগের পর যাহা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম সম্পরায় (পরলোক)। সম্পরায় অর্থাৎ পরলোক-প্রাপ্তির যে শাস্ত্রীয় সাধন তাহার নাম সাম্পরায় (শ)।

৩৬. শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭

অন্বয় ঃ যঃ (যাহা) শ্রবণায় অপি (শ্রবণের নিমিত্তও) বহুভিঃ ন লভ্যঃ [অবিশুদ্ধাত্মা বলিয়া] (বহু লোকের লভ্য নহে), শৃণ্বন্তঃ অপি (শ্রবণ করিয়াও) বহবঃ যং ন বিদ্যুঃ (বহুলোক যাহাকে জানিতে পারে না), তস্য বক্তা আশ্চর্যঃ (ইহার বক্তা আশ্চর্যভূত অর্থাৎ সুদুর্লভ), [অস্য] লব্ধা কুশলঃ ইহার লাভকারী ব্যক্তি নিপুণ), কুশলানুশিষ্টঃ (সুনিপুণ ব্যক্তি অর্থাৎ আচার্য দ্বারা উপদিষ্ট) জ্ঞাতা আশ্চর্যঃ (জ্ঞাতাও দুর্লভ)।

সরলার্থ ঃ যে আত্মার বিষয় বহু লোকে শুনিতেও পায় না, শুনিয়াও যাঁহাকে বহুলোকে জানিতে পারে না, সেই আত্মার বিষয়ে বক্তাও সুদুর্লভ। এই আত্মার জ্ঞান অতি নিপুণ লোকই লাভ করিতে পারে ; এবং নিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়াছে এরূপ ব্যক্তিও সচরাচর দৃষ্ট হয় না।[1]

ব্যাখ্যা ঃ অজ্ঞানী লোকের নিকট পরলোকতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব কেন প্রকাশিত হয় না তাহার আরও কারণ দেখান হইয়াছে। বহু লোকের চিত্তে আত্মতত্ত্ব জানিবার কোনও আকাঙ্ক্ষাই জন্মে না, যদিও বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে তথাপি আত্মতত্ত্ব শুনিবার কোনও সুযোগ তাহারা পায় না, কারণ এ বিষয়ের বক্তা অতি দুর্লভ। আবার অনেকে এই আত্মার কথা শুনিয়াও তৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কারণ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে বিচারবুদ্ধি ও চিত্তের নির্মলতা দরকার তাহা তাহাদের নাই।

তারপর এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে পারে এরূপ আচার্যও বিরল। কারণ যিনি আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করেন নাই তিনি এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন না। এই প্রকারে আত্মার অপরোক্ষ-জ্ঞানসম্পন্ন লোক এক আশ্চর্য পুরুষ, সাধারণ লোক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাজেই সুদুর্লভ। যদিও বা যোগ্য বক্তা পাওয়া যায় তথাপি কেবল নিপুণ ও দক্ষ শ্রোতারাই বক্তার উপদেশের অর্থ সম্যক্ বুঝিয়া আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে, অপরে তাহা পারে না। সুতরাং আত্মনৈপুণ্য বিনা যখন উপদেশ পাইয়াও আত্মার উপলব্ধি সম্ভব নহে, তখন উপদেশ পাইয়া যিনি আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হন তিনি যে অদ্ভুত ব্যক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

---

[1] দ্রষ্টব্য, ভগবদ্গীতা ২ ২৯ শ্লোক।

৩৭. ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮

অন্বয় ঃ অবরেণ নরেণ প্রোক্তঃ (হীন ব্যক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে) এষঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ ন [ভবতি] (এই আত্মা সম্যক্‌রূপে জানা যায় না); [যতঃ] বহুধা চিন্ত্যমানঃ (যেহেতু নানাভাবে ইহাকে চিন্তা করা হয়), অনন্যপ্রোক্তে (হীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক কথিত হইলে) অত্র (এই বিষয়ে) গতিঃ ন অস্তি (প্রবেশলাভ হয় না), হি (যেহেতু) [সঃ] অণুপ্রমাণাৎ অণীয়ান্ (সেই আত্মা অণুপ্রমাণ হইতেও অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম), [অতঃ] অতর্ক্যম্ (অতএব তর্কের বিষয় নহে)।

সরলার্থ ঃ হীন প্রাকৃতবুদ্ধি লোকের উপদেশে এই আত্মাকে সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। কারণ ইঁহাকে বিবিধ লোকে নানাভাবে চিন্তা করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট না হইলে ইঁহাকে জানা যায় না। এই আত্মা অণুপ্রমাণ (সূক্ষ্ম) হইতেও অণুতর (সূক্ষ্মতর) ; সুতরাং ইঁহা তর্কের বিষয় নহে।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মার জ্ঞান দুর্লভ কেন এই শ্লোকে তাহার আরও কারণ দেখান হইয়াছে। আত্মা সম্বন্ধে লোকে বহুভাবে চিন্তা করিয়া থাকে। আবার কেহ বলে আত্মা আছে, কেহ বলে নাই ; কেহ বলে কর্তা, কেহ বলে অকর্তা ; কেহ বলে সাকার, কেহ বলে নিরাকার। এমন কি যাঁহারা আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাঁহাদের চিন্তাও নানা পথে ধাবিত হয়। যাঁহারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই এ বিষয়ে সন্দেহ দূর করিতে পারেন।

সুতরাং অপরোক্ষ জ্ঞানবিশিষ্ট আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট না হইলে আত্মার সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় না। তাহার কারণ আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং তর্কের বিষয় নহে। আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য জগতের যে জ্ঞান লাভ করি অথবা মন দ্বারা যাহা চিন্তা করি, আমাদের যুক্তি-তর্ক তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ইন্দ্রিয়-মন দ্বারা আমরা স্থূল বিষয়েরই জ্ঞানলাভ করিতে পারি এবং ঐ সকল স্থূল বস্তুই আমাদের তর্কের বিষয় হইয়া থাকে। কাজেই যাহা অতি সূক্ষ্ম, যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তা দ্বারাও যাহাকে জানা যায় না তাহাকে তর্ক দ্বারা কি প্রকারে পাওয়া যাইবে ?

মন্তব্য ঃ বহুধা চিন্ত্যমানঃ—বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ কর্তৃক এই আত্মা আছে বা নাই, কর্তা বা অকর্তা, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ-ইত্যাদি বহুরূপে চিন্তিত হইয়া থাকে (শ) ; অনিয়ত প্রকারে চিন্ত্যমান (উ) ॥ অনন্যপ্রোক্তে—অনন্য অর্থাৎ সর্বত্র অভেদ-দর্শী [যিনি ব্রহ্ম ও আত্মার কোনও ভেদ দর্শন করেন না এরূপ] আচার্য কর্তৃক কথিত হইলে (শ) ; অনন্যভাবে কথিত হইলে (উ) ॥ গতিঃ অত্র নাস্তি—এই কথাটির বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, যথা ঃ (১) এই আত্মাতে 'আছে, নাই' ইত্যাদি রূপ বহুবিধ চিন্তার উদ্ভব হয় না, কারণ সর্বপ্রকার বিকল্প বা ভেদজ্ঞানের অভাবই আত্মার স্বরূপ, (২) অনন্য বা অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে পর অপর কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না, কারণ অন্য জ্ঞেয় বস্তুই নাই, (৩) সংসারগতি আর হয় না অর্থাৎ আর পুনরায় জন্ম হয় না, কারণ আত্মা ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অভিন্ন এই জ্ঞান জন্মিলে মোক্ষলাভ সেই জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল, (৪) যে আচার্য ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে পাইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে আর অনবগতি বা জ্ঞানের অভাব থাকে না, অর্থাৎ শিষ্যও আচার্যের ন্যায় 'আমি ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহি' এই জ্ঞান লাভ করেন। অতএব শাস্ত্রজ্ঞানবান আচার্য কর্তৃক অনন্যরূপে

অভিহিত হইলে এই আত্মা সুবিজ্ঞেয় হয়, নচেৎ নহে (শ)। অণীয়ান্ হি অণুপ্রামাণৎ—অন্যথা আত্মা অণুপ্রমাণ হইতে সূক্ষ্ম [দুর্বিজ্ঞেয়] হইয়া পড়ে (শ)। অতর্ক্যম্—স্বীয় বুদ্ধিপ্রসূত তর্কদ্বারা বিচার্য নহে। কারণ কেহ তর্ক দ্বারা অণু প্রমাণিত করিলে, অপরে তদপেক্ষা অণুতর, অণুতম সাব্যস্ত করিতে পারে। কারণ তর্কের কখনও শেষ-মীমাংসা হয় না (শ); বিবিধ পথগামী চিন্তা দ্বারা অলভ্য (উ)।

৩৮. নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯

অন্বয়ঃ প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম), যাম্ [মতিম্] ত্বম্ আপঃ (যে মতি পাইয়াছ), সা তর্কেণ ন আপনেয়া (তাহা স্বীয় বুদ্ধিজাত তর্ক দ্বারা পাওয়া যায় না), অন্যেন প্রোক্তা (অন্য কর্তৃক অর্থাৎ আত্মজ্ঞ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে) [এষা] সুজ্ঞানায় [ভবতি] (ইহা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উৎপাদক হয়), নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), [ত্বম্] বত সত্যধৃতিঃ অসি (তুমি নিশ্চয় সত্যাবধারণক্ষম), নঃ ত্বাদৃক্ প্রষ্টা ভূয়াৎ (আমরা যেন তোমার মত জিজ্ঞাসু হই)।

সরলার্থঃ হে প্রিয়তম, তুমি যে মতি (আস্তিক্যবুদ্ধি বা সদ্‌বুদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্কদ্বারা পাওয়া যায় না। অতার্কিক, আত্মজ্ঞানী আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে এই প্রকার সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই আত্মার বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সত্যকে যথার্থরূপে ধারণ করিতে তুমি সক্ষম। নচিকেতা, তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসু শিষ্য যেন আমরা লাভ করিতে পারি।

ব্যাখ্যাঃ নচিকেতা যে ধনরত্নাদির অভিলাষ ত্যাগ করিয়া আত্মার জ্ঞান লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন উহা তাঁহার সদ্‌বুদ্ধি বা আস্তিক্যবুদ্ধি-প্রসূত। এই প্রকারের সুবুদ্ধি যুক্তি-তর্ক দ্বারা জন্মে না। চিত্তে মালিন্য না থাকিলেই এই প্রকারের বুদ্ধির উদয় হয় (তারপর যাঁহারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এরূপ দ্র... আচার্যগণের উপদেশ পাইলেই এই প্রকারের সদ্‌বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক আত্মার সম্যক্ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চাই বিবেক-সম্পন্ন, সত্যাশ্রয়ী নির্মল বুদ্ধি; আর চাই অপরোক্ষ জ্ঞানবিশিষ্ট আচার্যের উপদেশ। এই সুবুদ্ধি ও সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা আচার্যের উপদেশ না পাইলে যুক্তি-তর্ক দ্বারা আত্মার জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে। কারণ কেহ যুক্তিতর্ক দ্বারা আত্মার পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিলেও উহার নিশ্চয়তা থাকে না, অপর কোন প্রবলতর যুক্তি দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইতে পারে।

নচিকেতা ছিলেন আজন্ম-ব্রহ্মচারী, নির্মল বুদ্ধিসম্পন্ন, সরল বালক; তদুপরি যমরাজের দর্শনে ও তাঁহার প্রদত্ত বরে ঐ বুদ্ধি আর নির্মল হইয়াছিল। কাজেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল সত্যের দিকে এবং সত্য ধারণা করিবার শক্তিও তাঁহার জন্মিয়াছিল। এই কারণে তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞান লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি

মন্তব্যঃ এষা মতিঃ—অনন্য অর্থাৎ অভেদ-দর্শী আচার্য কর্তৃক প্রোক্ত হইলে আগম-প্রতিপাদ্য যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় (শ)। অন্যেন প্রোক্তা সুজ্ঞানায় ভবতি—এই যে আগম-প্রসূতা বুদ্ধি ইহা তার্কিক অপেক্ষা আগমাভিজ্ঞ আচার্য কর্তৃক উক্ত হইলেই সম্যক্ জ্ঞান জন্মায় (শ)। সত্যধৃতিঃ—সত্য-বিষয়ক ধৃতি যাঁহার অর্থাৎ যে ধৃতি বা ধারণাশক্তি যথার্থ বিষয়ে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ যিনি (শ)।

বত অসি—এ শব্দ দুইটির প্রয়োগে যমরাজ নচিকেতার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশপূর্বক বলিতেছেন (শ)।

৩৯. জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ শেবধিঃ অনিত্যম্ (বিত্তধন বা যজ্ঞফল অনিত্য), ইতি অহং জানামি (ইহা আমি জানি), হি (যেহেতু) অধ্রুবৈঃ ধ্রুবং তৎ ন প্রাপ্যতে (অধ্রুব বস্তুদ্বারা সেই ধ্রুব বস্তুকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না), ততঃ (সেই হেতু) ময়া (আমাদ্বারা) অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ (অনিত্য দ্রব্যসমূহের দ্বারা) নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ [সন্] (নাচিকেত অগ্নি চয়ন করাতে) নিত্যং প্রাপ্তবান্ অস্মি (আমি আপেক্ষিক নিত্য এই যমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি)।

সরলার্থঃ আমি জানি যে ধনরত্ন, এমন কি যজ্ঞফল, সমস্তই অনিত্য। এই অনিত্য পদার্থের সেবা দ্বারা সেই নিত্য বস্তু পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। এই কারণে ইহা জানিয়াও অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করাতে আমি এই আপেক্ষিক নিত্য যমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ব্যাখ্যাঃ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নির্মল বুদ্ধি ও যোগ্য আচার্যের উপদেশ প্রয়োজন—এই কথা নচিকেতাকে বুঝাইয়া দিয়া তারপর যমরাজ বলিলেন—আমি জানি ধনরত্ন ও যজ্ঞোপকরণাদি সমস্তই অনিত্য পদার্থ। আমরা যজ্ঞাদিরূপ যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করি তাহার ফলও অনিত্য। ইহাদের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা পরম ধ্রুব যে ব্রহ্মপদ তাহা লাভ করা যায় না। ইহা জানিয়াও আমি অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিয়াছি এবং তাহার ফলে এই আপেক্ষিক নিত্য যে যমাধিকার তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু পরম ধ্রুব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই।

যমরাজের কথার মর্ম ইহাও হইতে পারেঃ পার্থিব ধনসম্পত্তি অনিত্য—ইহা জানিয়া তিনি উহাদের ভোগ করেন নাই, ঐ অনিত্য পদার্থ দ্বারা নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিয়া অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ যজ্ঞাদি কার্যে বিনিয়োগ করিয়া তাহারই ফলস্বরূপ আপেক্ষিক নিত্য এই যমরাজ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪০. কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), কামস্য আপ্তিম্ (অভিলষিত বিষয়ের পরাকাষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি), জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্ (এই জগতের প্রতিষ্ঠা), ক্রতোঃ অনন্ত্যম্ (যজ্ঞের বা উপাসনার অনন্ত ফল হিরণ্যগর্ভপদ), অভয়স্য পারম্ (অভয়ের পার), স্তোমমহৎ উরুগায়ম্ (স্তবনীয় মহতী বিস্তীর্ণা গতি), প্রতিষ্ঠাম্ (সর্বলোকজয়) দৃষ্ট্বা (এই সকল দেখিয়া) [ত্বম্] ধৃত্যা ধীরঃ (তুমি ধৈর্যগুণে সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (এই সকল ত্যাগ করিয়াছ)।

সরলার্থঃ নচিকেতা, তুমি ধৈর্যগুণে ও সুবুদ্ধিদ্বারা সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি, সমস্ত জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্ত ফল, সমস্ত ভয়ের নিবৃত্তি, স্তবনীয় ও ঐশ্বর্যাদি গুণসমন্বিত সুদূর বিস্তীর্ণ গতি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাধিকার সর্বলোকজয়রূপ প্রতিষ্ঠা—এই সকল বিচার করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে যমরাজ বলিয়াছেন যে, তিনি নাচিকেত অগ্নির চয়ন দ্বারা যমপদ লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বরে নচিকেতাকে এই অগ্নিবিদ্যার ফলস্বরূপ বৈরাজ পদ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নচিকেতা তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। ইহাতে নচিকেতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আত্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

যে বৈরাজ পদ যমরাজ নচিকেতাকে দিতে চাহিয়াছিলেন সেই পদ প্রাপ্ত হইলে মানুষের সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি হয়, আর কিছু কাম্য বস্তু থাকে না। ইহাই সমস্ত জগতের আশ্রয়, ইহাই যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানরূপ উপাসনার অনন্তকালস্থায়ী ফল। এই পৃথিবীতে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি হইতে যে ভয় জন্মে, এই পদ লাভ করিলে তাহা সমস্তই অন্তর্হিত হয়। এই পদ সকলের স্তবনীয়, অণিমাদি ঐশ্বর্যযুক্ত, বিস্তীর্ণগতি এবং সর্বলোকজয়রূপ প্রতিষ্ঠার হেতু। যে বুদ্ধি দ্বারা সত্যাবধারণ করা যায় তাহাই ধৃতি। নচিকেতা এইরূপ ধৃতিসম্পন্ন এবং ধৈর্যশীল ছিলেন বলিয়াই যমরাজের প্রস্তাবিত বৈরাজপদ লাভের প্রলোভনও জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

৪১. তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২

অন্বয় ঃ দুর্দর্শং (অতিকষ্টে দর্শনযোগ্য), গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টং (দুর্জ্ঞেয়রূপে সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট), গহ্বরেষ্ঠং (ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গমস্থানে স্থিত), গুহাহিতম্ (জীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত), পুরাণং (সনাতন) তং দেবম্ (সেই দেবকে) অধ্যাত্মযোগাধিগমেন মত্বা (অধ্যাত্মযোগের উপলব্ধি দ্বারা মনন করিয়া) ধীরঃ (জ্ঞানী) হর্ষশোকৌ জহাতি (হর্ষশোক ত্যাগ করেন)।

সরলার্থ ঃ অতিকষ্টে দর্শনযোগ্য, গূঢ়ভাবে সর্বভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট, বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত, ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গমস্থানে স্থিত, সনাতন, প্রকাশময় আত্মাকে অধ্যাত্মযোগের অনুশীলন দ্বারা মনন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোকদুঃখকে অতিক্রম করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে নাচিকেত অগ্নিচয়নের ফল বর্ণনা করিয়া এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের কি অবস্থা হয় তাহাই বলা হইয়াছে।

আত্মা সহজে দর্শনীয় নহে, অনেক কষ্ট, অনেক আয়াস এবং অনেক সাধনার পর তাঁহার দর্শনলাভ হয়। আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য বস্তুকে যেরূপ ভাবে দেখিতে পারি আত্মাকে সেইরূপ ভাবে দেখা যায় না। বহু সাধনায় বুদ্ধি নির্মল হইলে সেই নির্মল বুদ্ধিতে আত্মার জ্ঞান প্রতিভাত হয়। আত্মা যে সহজে দর্শনীয় নহেন তাহার কারণ তিনি অতি গূঢ়ভাবে জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। পরিবর্তনশীল জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে বহুর অন্তরালে এক অদ্বিতীয় অপরিবর্তনীয় চিন্ময় সত্তারূপে তিনি অবস্থিত। ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গমস্থানে বুদ্ধিরূপ গুহাতে তিনি নিহিত। ইহার অর্থ এই যে, আমরা কেবল বুদ্ধি দ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি; ইন্দ্রিয় মনের ক্রিয়া সংযত হইলে যে নির্মল বুদ্ধির উদয় হয় তাহাদ্বারাই এই আত্মা গ্রাহ্য। বিষয়মোহে হতচেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন প্রকারে জানিতে পারে না। কাষ্ঠে যেরূপ অগ্নি গোপন আছে সেইরূপ তিনি সমস্ত

বস্তুতে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছেন। বিশুদ্ধসত্ত্ব, নিষ্ঠাবান ব্যক্তির নির্মল জ্ঞানে সেই পরম দেবতা দগ্ধদারুনিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হন। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা, তিনি আমাদের আত্মাতে সর্বদা অবস্থিত।

প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মা যদি এতই দুর্জ্ঞেয় হয় তবে তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন যে, একমাত্র অধ্যাত্মযোগের অভ্যাস দ্বারাই আত্মাকে পাওয়া যাইতে পারে। বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে স্থাপন করার নাম অধ্যাত্মযোগ। এই অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলেই আত্মাকে লাভ করা যায়, তাঁহাকে দেখা যায়।

যিনি এই প্রকারের যোগের সাহায্যে আত্মাকে লাভ করেন তিনি সুখ-দুঃখের অতীত হন। অনাত্ম বিষয়ে আসক্ত অজ্ঞানী লোকের চিত্তেই সুখ বা দুঃখের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন তিনি সুখেও উৎফুল্ল হন না, দুঃখেও অভিভূত হন না। তিনি সর্বাবস্থায় শান্ত, নির্বিকার ও অচঞ্চল থাকেন।[1]

৪২. এতৎ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥ ১৩

অন্বয় ঃ এতৎ শ্রুত্বা (এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া) সম্পরিগৃহ্য (এবং সম্যক্ গ্রহণ করিয়া) মর্ত্যঃ (মরণশীল মানুষ) প্রবৃহ্য (প্রবুদ্ধ বা সম্পন্ন হইয়া), ধর্ম্যম্ (ধর্ম হইতে অনপেত), অণুম্ (এবং সূক্ষ্ম) এতম্ আপ্য (ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া) মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা (এবং মোদনীয়কে লাভ করিয়া) সঃ মোদতে (তিনি আনন্দিত হন), নচিকেতসং [প্রতি] (নচিকেতার প্রতি) সদ্ম (ব্রহ্মভবন) বিবৃতম্ (উন্মুক্তদ্বার) মন্যে (মনে করি)।

সরলার্থ ঃ যে আত্মতত্ত্বের কথা তোমাকে বলিতেছি আচার্যের নিকট তাহা শ্রবণ করিয়া এবং আত্মসংস্থ হইয়া ধর্ম হইতে অনপেত সূক্ষ্ম আত্মাকে যিনি প্রাপ্ত হন তিনি সেই আনন্দময় পুরুষকে লাভ করিয়া স্বয়ং আনন্দ অনুভব করেন। এই ব্রহ্মভবন নচিকেতার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ নচিকেতা মোক্ষলাভের যোগ্য হইয়াছেন—ইহাই আমি মনে করি।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মজ্ঞ লোক হর্ষশোকের অতীত হন। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—কেবল তাহাই নহে, তিনি অক্ষয় বিমলানন্দ অনুভব করেন।

মানুষ মরণধর্মী, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াই তাহার প্রকৃতি। কিন্তু সে যখন আচার্যের নিকট পরমাত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া ঐ পরমাত্মাকে নিজের আত্মারূপে গ্রহণ করে এবং যখন সমস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্র-স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম আত্মাকে প্রাপ্ত হয় তখন সে সম্পন্ন হয় এবং নিজের মহিমা উপলব্ধি করিয়া প্রবুদ্ধ হয়।

পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দময়কে লাভ করিয়া সাধক নিজেও অক্ষয় বিমলানন্দ অনুভব করেন। আমরা ইন্দ্রিয়-মনের ক্রিয়া দ্বারা যে সুখ ভোগ করি

---

[1] গীতা, ২।৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তাহা ব্রহ্মানন্দ নহে। ব্রহ্মানন্দে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা প্রতিক্রিয়া নাই—ইহা শান্ত স্থির। এই আনন্দের মধ্যেই অমৃতত্ব নিহিত আছে—এই ব্রহ্মানন্দে স্থিতিলাভ করাই সাধকের চরমাবস্থা। ব্রহ্ম যে আনন্দময় এবং ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীবও যে আনন্দময় হয় তাহা অন্য উপনিষদে বলা হইয়াছ ঃ যিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পান।[১] তিনি রসস্বরূপ ; এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দবান হন।[২]

নচিকেতার চিত্ত আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের অভিমুখী হওয়াতেই যমরাজ বলিতেছেন, 'তোমার জন্য ব্রহ্মভবনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হইয়াছ বলিয়া মনে করি।'

যতদিন মানুষ আত্মতত্ত্ব অনবগত থাকে ততদিন পর্যন্ত আপনার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না ; যখন বোঝে তখন সম্পন্ন হয়, আত্মার যে মহত্ত্ব তৎসম্পন্ন হয়। আত্মতত্ত্ব শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মসহ জীবের একত্বপ্রাপ্তি হয়। এজন্য এস্থলে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। সে তখন ব্রহ্মভবনে প্রবেশ করিবার যোগ্য হয়। তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। সে এ-সংসারে বাস করিলেও তাহার আত্মা ব্রহ্মতেই বাস করে। —(বেদান্ত সমন্বয়, উপাধ্যায়)।

মন্তব্য ঃ প্রবৃহ্য—শরীরাদি হইতে পৃথক করিয়া (শ) ; সম্পন্ন বা প্রবৃদ্ধ হইয়া (উ)।

৪৩. অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ [নচিকেতা বলিলেন], ধর্মাৎ অন্যত্র (ধর্মের অতীত) অধর্মাৎ অন্যত্র (অধর্মের অতীত), অস্মাৎ কৃত-অকৃতাৎ অন্যত্র (এই দৃশ্যমান কার্যকারণের অতীত), ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ অন্যত্র (ভূত ও ভবিষ্যতের অতীত), তৎ যৎ পশ্যসি (আপনি যাহা দেখেন), তৎ বদ (তাহা বলুন)।

সরলার্থ ঃ নচিকেতা বলিলেন, 'হে যমরাজ, ধর্মের অতীত, অধর্মের অতীত, এই দৃশ্যমান কার্যকারণের অতীত, ভূত ভবিষ্যৎও বর্তমানরূপ কালবিভাগের অতীত যাহা আপনি দেখিতেছেন (অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে জানেন) তাহা আমাকে বলুন।'

ব্যাখ্যা ঃ নচিকেতা পূর্বে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এখন আত্মার স্বরূপ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

পরমাত্মার দুটি ভাব—একদিকে তিনি সর্বগত, অপর দিকে তিনি সর্বাতীত ; কিন্তু যিনি সর্বাতীত তিনিই আবার সর্বগত। যিনি প্রকৃতিতে বা সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই আবার প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতির কার্যের মধ্যেই ধর্ম ও অধর্ম, কারণ ও কার্য, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই কালাদি বিভাগ বর্তমান। প্রকৃতির অতীত পরমাত্মায় এই সকল ভেদ নাই। এই সর্বাতীত পরমাত্মার বিষয়ই নচিকেতা জানিতে চাহিয়াছিলেন।

ধর্ম—বিধি, অধর্ম—নিষেধ ; ধর্ম ও অধর্মের অতীত—বিধি ও নিষেধের অতীত। পরমাত্মা স্বয়ং বিধি ও নিষেধের প্রবর্তয়িতা ; সুতরাং এই দুইয়ের

[১] আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥
[২] রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ তৈঃ ২।৭

অতীত, তিনি কখনও এই দুইয়ে আবদ্ধ নহেন। কার্য ও কারণের অতীত—জগতের সমুদায় বিষয় কার্য ও কারণের শৃংখলে আবদ্ধ। যিনি কারণের কারণ তিনিই কেবল সেই শৃংখলের অতীত। যাহা অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অতীত—পরাত্মা কালের প্রবর্তক, সুতরাং তিনি কালাতীত।—(বেদান্ত সমন্বয়, উপাধ্যায়)।

৪৪. সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যংচরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ [যম বলিলেন] সর্বে বেদাঃ (সকল বেদ) যৎ পদম্ আমনন্তি (যে পদকে বা প্রাপ্তব্য বস্তুকে কীর্তন করে) সর্বাণি তপাংসি চ (সমস্ত তপস্যা) যৎ বদন্তি (যাঁহাকে ব্যক্ত করে), যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া) [ব্রহ্মজ্ঞানার্থিনঃ] ব্রহ্মচর্যং চরন্তি (ব্রহ্মজ্ঞানার্থিগণ ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করেন), তে তৎপদম্ (তোমায় সেই পদ) [অহম্] সংগ্রহেণ ব্রবীমি (আমি সংক্ষেপে বলিতেছি) ওম্ ইতি এতৎ (ওম্ই সেই পদ)।

সরলার্থ ঃ যম বলিলেন—সমস্ত বেদ যে পদকে (স্বরূপকে) প্রাপ্তব্য বলিয়া কীর্তন করে, যাঁহার উদ্দেশ্যে সমস্ত তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে পাইবার বাসনায় সাধকগণ ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করেন আমি সংক্ষেপে সেই ব্রহ্মের পদ বা স্বরূপ তোমাকে বলিতেছি—সেই পদ হইল 'ওম্'।

ব্যাখ্যা ঃ নচিকেতার প্রশ্ন শুনিয়া যমরাজ প্রথমেই পরমাত্মার বাচক ও প্রতীক যে 'ওম্' তাহারই ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ প্রথমেই স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া প্রতীক দ্বারা বুঝাইলে বিষয়টি সহজে বোঝা যায়। এ স্থলে 'ওম্' এই অক্ষরে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। সমুদয় তপস্যায় যাঁহার মনন হয় তিনিই ওংকারবাচ্য ব্রহ্ম। বেদান্তে তপস্যা মননপ্রধান। যে তপস্যার সংগে ব্রহ্মের মনন নাই সে তপস্যা বেদান্ত সমুচিত নহে।

বেদে 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্' প্রভৃতি পদদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্তন করা হইয়াছে। 'ওম্' অতি সংক্ষেপে এই সকল স্বরূপবাচক পদের অর্থ প্রকাশ করে,সুতরাং 'ওম্' শব্দ ব্রহ্মস্বরূপেব সংক্ষিপ্ত বাচক বা অর্থ-প্রকাশক। ওংকার ব্রহ্মের বাচক বা জ্ঞাপক বলিয়া উহাকে শব্দব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সংযমিগণ এই ওংকারবাচ্য ব্রহ্মপদ লাভ করিবার নিমিত্তই গুরুগৃহে বাস, বীর্যধারণ প্রভৃতি কঠোর ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করেন।

৪৫. এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ এতৎ এব হি অক্ষরং ব্রহ্ম (এই অক্ষরই সেই ব্রহ্ম), এতৎ এব হি অক্ষরং পরম্ (এই অক্ষরই সেই পরব্রহ্ম), এতৎ এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা (এই অক্ষর অর্থাৎ ওংকারকেই জানিয়া), যঃ যৎ ইচ্ছতি (যে যাহা ইচ্ছা করে), তস্য তৎ হি [ভবতি] (তাহার তাহাই হয়)।

সরলার্থ ঃ এই অক্ষরটিই (ওংকার) সর্বগত ব্রহ্ম, এই অক্ষরটিই (ওংকার) সর্বাতীত ব্রহ্ম, এই অক্ষরটিকে (ওংকারকে) জানিয়া যে যাহা চায় সে তাহাই পায়।

ব্যাখ্যা ঃ ওম্—এই অক্ষরই অপর অর্থাৎ সর্বগত ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর অর্থাৎ সর্বাতীত ব্রহ্ম। ওঙ্কার ব্রহ্মের এই উভয়বিধ ভাবেরই জ্ঞাপক। ব্রহ্ম একমাত্র সত্য। পর ও অপর, সর্বাতীত এবং সর্বগত—ইহার দুইটি ভাবমাত্র। যিনি সর্বগত, তিনিই সর্বাতীত।

ওঙ্কার ব্রহ্মের এই উভয়বিধ ভাবেরই জ্ঞাপক বলিয়া ওঙ্কারের তত্ত্ব জানিতে পারিলে ব্রহ্মকেই সম্যক্ জানা হয়। যিনি এইভাবে ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার আর অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। অথবা, সর্বগত ব্রহ্ম কি সর্বাতীত ব্রহ্ম—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই প্রাপ্ত হন।

মন্তব্য ঃ ব্রহ্ম—অপর ব্রহ্ম (শ), সর্বগত (উ) ॥ পরম্—পরব্রহ্ম ; এই অক্ষর পর ও অপর ব্রহ্ম ঃ উভয়ের প্রতীক (শ); সর্বাতীত ব্রহ্ম (উ) ॥ অক্ষরং জ্ঞাত্বা—ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া (শ)।

৪৬. এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

অন্বয় ঃ এতৎ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ (এই উপায়েই শ্রেষ্ঠ), এতৎ আলম্বনং পরম্ (এই উপায়ই প্রকৃষ্ট), এতৎ আলম্বনং জ্ঞাত্বা (এই আশ্রয়কে জানিয়া) [সাধকঃ] ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (সাধক ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হন)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্মকে লাভ করিবার যত আলম্বন (উপায়, আশ্রয়) আছে তন্মধ্যে ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ, এইটি ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক। ইহাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও ব্রহ্মের জ্ঞাপক জানিতে পারিলে সাধক ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হন।

ব্যাখ্যা ঃ ওঙ্কার ব্রহ্মস্বরূপের বাচক বা জ্ঞাপক বলিয়া ব্রহ্মোপাসনার একটি আলম্বন বা আশ্রয়। এই প্রকার কোনও আলম্বন বা আশ্রয় যোগে ব্রহ্মের উপাসনার নাম প্রতীকোপাসনা। ব্রহ্মোপাসনার যত আলম্বন বা প্রতীক আছে তন্মধ্যে ওঙ্কারই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাই ব্রহ্মস্বরূপের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক। ব্রহ্মের সর্বগতি এবং সর্বাতীত উভয় ভাবই ওঙ্কার দ্বারা সূচিত হয়। ওঙ্কার ব্রহ্মের সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম।

এই ওঙ্কারস্বরূপ আলম্বনকে জানিয়া অর্থাৎ ইহা যে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকৃষ্টজ্ঞাপক এবং ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠ সাধন—ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া যিনি ওঙ্কারযোগে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হন এবং ব্রহ্মোপাসকদের মধ্যে পূজনীয় হন।

৪৭. ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮

অন্বয় ঃ বিপশ্চিৎ (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) ন জায়তে ম্রিয়তে বা (জন্মেও না, মরেও না), অয়ম্ কুতশ্চিৎ ন বভূব (এই আত্মা কোন কিছু হইতে হয় নাই), কশ্চিৎ ন [বভূব] (ইহা হইতেও কোন কিছু হয় নাই), অয়ম্ (এই আত্মা) অজঃ (জন্মরহিত), নিত্যঃ (নিত্য) শাশ্বতঃ (অবিনাশী), পুরাণঃ (চিরবিদ্যমান), শরীরে হন্যমানে (শরীর হত হইলেও) [অয়ং] ন হন্যতে] (এই আত্মা হত হয় না)।

সরলার্থ ঃ এই আত্মা জন্মেও না মরেও না ; এই আত্মা কোন কিছু হইতে হয় নাই, কোন কিছুও ইহা হইতে হয় নাই। এই আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত (অপরিবর্তনীয়), পুরাণ (চিরবিদ্যমান)। দেহ নিহিত হইলেও এই আত্মা হত হয় না।[১]

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে কয়েকটি মন্ত্রে ওঙ্কার অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা বলিয়া এই শ্লোকে যমরাজ আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন ঃ

এই পরমাত্মা চৈতন্যস্বরূপ, সর্বজ্ঞ ; ইহার জ্ঞানস্বভাব কখনও বিলুপ্ত হয় না। এজন্য আত্মাকে বিপশ্চিৎ বলা হইয়াছে। এই আত্মা জন্মায় না। নূতন উৎপন্ন হওয়ার নাম জন্ম ; আত্মার কখনও নূতন উৎপত্তি হয় না। আত্মা মরেও না, আত্মা অবিনাশী, চিরন্তন।

আত্মা কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; যেহেতু, যাহা কারণ হইতে কার্যরূপে উৎপন্ন হয় তাহাই বিনাশশীল। ব্রহ্ম সকল কারণের কারণ, উহার আর কোনও কারণ নাই। আত্মা হইতেও কিছু জন্মায় না ; কারণ বিকারশীল বস্তু হইতেই অন্য বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে। দুধের বিকার বা পরিণাম হইলে যেভাবে দধি উৎপন্ন হয় সেই ভাবে আত্মা হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, যেহেতু আত্মার কোনরূপ বিকার বা পরিণাম নাই। এই আত্মা নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই একরূপ, ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ইহা শাশ্বত—সর্বদা সমভাবাপন্ন—ইহার অপক্ষয় অসম্ভব। আত্মা পুরাতন অথচ চিরনবীন। দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না।

নচিকেতা যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা, এস্থলে তাহার উত্তর দেওয়া হইল।

মন্তব্য ঃ ন জায়তে ম্রিয়তে বা—উৎপন্ন হয় না বিনষ্টও হয় না। উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই ছয় প্রকার বিকার হয়, তন্মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু এই দুইটি বিকারের প্রতিষেধেই সমস্ত বিক্রিয়া প্রতিষিদ্ধ হইল (শ) ॥ বিপশ্চিৎ—সর্বজ্ঞ, চৈতন্যস্বরূপ, যেহেতু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বভাব কখনও বিলুপ্ত হয় না (শ) ॥ শাশ্বতঃ—অপক্ষয়বর্জিত, ক্ষয়রহিত, যাহা অশাশ্বত তাহারই ক্ষয় হয় (শ) ॥ পুরাণঃ—প্রাচীন হইয়াও নূতন, অবয়ব বৃদ্ধি পাইয়া যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাই এখন নূতন, যেমন কলসাদি। আত্মা উহার বিপরীত, পুরাণ, বৃদ্ধিরহিত (শ) ॥ ন হন্যতে—আকাশ যেরূপ নিহত হয় না তদ্রূপ আত্মাও নিহত হয় না (শ)।

৪৮. হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

অন্বয় ঃ হন্তা চেৎ হন্তুম্ মন্যতে (হন্তা যদি মনে করে—আমি অপরকে হনন করিব), হতঃ চেৎ [আত্মানম্] হতম্ মন্যতে (হত ব্যক্তি যদি আত্মাকে হত মনে করে), উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ (তাহারা উভয়েই জানে না), অয়ং ন হন্তি (এই আত্মা অপরকে হনন করে না) ন হন্যতে (ইহা হতও হয় না)।

সরলার্থ ঃ হননকারী ব্যক্তি যদি মনে করে সে হনন করিবে, হত ব্যক্তি যদি মনে

---

[১] দ্রঃ গীতা, ২।২০ শ্লোক।

করে সে হত হইল, তবে সেই দুইজনের কেহই আত্মার স্বরূপ জানে না। কারণ এই আত্মা হননও করে না, হতও হয় না।[১]

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে ঃ

নির্বিকার আত্মার কর্তৃত্ব নাই, কর্মত্বও নাই। আত্মা কাহাকেও হনন করে না, কাহারও দ্বারা হতও হয় না।

হননকারী ব্যক্তি যদি মনে করে যে সে অর্থাৎ তাহার আত্মা অপর আত্মাকে হনন করিতেছে, আর হত ব্যক্তি যদি মনে করে সে অর্থাৎ তাহার আত্মা হত হইল, তবে উহাদের উভয়ই ভ্রান্ত। আত্মা হননও করে না, হতও হয় না। জীব অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া দেহে আত্মাভিমান করে। সে মনে করে— এই দেহই আমি। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ বলিয়াই দেহের কার্য, প্রকৃতির কার্যকেই সে আত্মার কার্য বলিয়া মনে করে, এজন্যই তাহার কর্তৃত্ববোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মা অনাসক্ত, নির্লিপ্ত এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। আত্মার যেমন কর্তৃত্ব নাই, তেমন কর্মত্বও নাই। আত্মা হত হয় না, দেহই হত হয়, আত্মা অবিনাশী। তবে যে লোকে মনে করে 'আমি হত হইলাম', তাহার কারণও দেহে আত্মাভিমান। দেহেতেই তাহার আত্মবুদ্ধি হয় বলিয়া দেহের বিনাশেই সে মনে করে 'আমি বিনষ্ট হইলাম'।

মন্তব্য ঃ হন্তা—দেহকেই যে আত্মা মনে করে ঈদৃশ হননকারী ব্যক্তি (শ)। চেৎ মন্যতে হন্তুম্— যদি হনন করিবে মনে করে অর্থাৎ 'আমি ইহাকে হনন করিব' ঃ এইরূপ চিন্তা করে বা ইচ্ছা করে (শ)। হতঃ চেৎ মন্যতে হতম্— অন্য যে ব্যক্তি হত হইয়াছে সে যদি আত্মাকে হত মনে করে অর্থাৎ 'আমি হত হইলাম' ঃ এরূপ মনে করে (শ)। ন অয়ং হন্তি— বিকারহীনতা হেতু এই আত্মা কাহাকেও হনন করে না (শ)। ন হন্যতে— আকাশের ন্যায় অবিকারী বলিয়া এই আত্মা কাহারও দ্বারা হত হয় না। অতএব আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেই এই ধর্ম ও অধর্মাদি লক্ষণাত্মক সংসার, ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে নহে ; কারণ শ্রুতিবাক্য এবং ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে আত্মাতে ধর্মাধর্মাদিময় সংসার উৎপন্ন হয় না (শ)।

৪৯. অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্, আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০

অন্বয় ঃ অণোঃ অণীয়ান্ (অণু হইতেও অণু), মহতঃ মহীয়ান্ (মহৎ হইতেও মহান) আত্মা (আত্মা) অস্য জন্তোঃ (এই জীবের) গুহায়াং নিহিতঃ (হৃদয়গুহাতে নিহিত আছে), অক্রতুঃ (কামনারহিত) বীতশোকঃ (শোকমুক্ত ব্যক্তি) ধাতুপ্রসাদাৎ (মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাবশতঃ) আত্মনঃ (আত্মার) তৎ মহিমানম্ পশ্যতি (সেই মহিমা দর্শন করেন)।

সরলার্থ ঃ এই আত্মা পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও সূক্ষ্মতর, আকাশাদি মহৎ পদার্থ হইতেও মহত্তর। আত্মা প্রসিদ্ধ এই জীবের হৃদয়গুহাতে জীবাত্মারূপে নিহিত আছে। বিষয়ে অনাসক্ত ও শোকদুঃখবর্জিত ব্যক্তি মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের

১. দ্রঃ গীতা, ২।১৯ শ্লোক।

ও ধাতুসকলের প্রসন্নতাবশতঃ আত্মার মহিমা (মহত্ত্ব) প্রত্যক্ষ করিয়া বিগতশোক হন।[১]

ব্যাখ্যা ঃ এই বিশ্বে অণু বা বৃহৎ যে কোন বস্তু আছে তাহা সকলের আত্মার সত্তায় সত্তাবান। বস্তুতঃ এই আত্মাই সমস্ত বস্তু হইয়াছেন। এজন্যই বলা হইয়াছে আত্মা অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহৎ।

যে আত্মা বিশ্বে প্রকাশমান তাহাই জীবের হৃদয়ে জীবাত্মারূপে দেহ-মন-প্রাণের ক্রিয়া দ্বারা আবৃত্ত হইয়া গুহাস্থিত বস্তুর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা জীবের বুদ্ধিদ্বারাই লভ্য, এই বুদ্ধির স্থান হৃদয়। যোগিগণ এই হৃদাকাশে আত্মাকে জ্যোতিরূপে দর্শন করেন বলিয়া হৃদয়কে আত্মার বাসস্থান বলা হইয়াছে।[২]

এই আত্মা অতি সূক্ষ্ম এবং গোপনভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রাকৃত লোকে ইহাকে জানিতে পারে না। কেবল কামনা-বাসনা ও শোক-দুঃখহীন ব্যক্তিই এই আত্মাকে দেখিতে পান। কামনার অতৃপ্তি হইতেই চিত্তে শোক-দুঃখের উৎপত্তি হয়। যাহার চিত্তে কামনা নাই তাহার দুঃখও জন্মে না। কামনা, বাসনা ও শোকদুঃখজনিত বিক্ষোভই চিত্তের মালিন্যের হেতু। এই মালিন্য অপগত হইলে জীবের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রসন্ন ও নির্মল হয়। বুদ্ধি নির্মল হইলে সেই নির্মল বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। সাধক তখন আত্মার মহিমা উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার আত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা ; তিনি আর ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন শোক-দুঃখময় জীব নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। এই প্রকার জ্ঞান হইলে শোক-দুঃখের অবসর থাকে না, সাধক আনন্দস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেও আনন্দময় হন।

মন্তব্য ঃ অক্রতুঃ—নিষ্কাম, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বাহ্য বিষয় হইতে যাহার বুদ্ধি উপরত হইয়াছে (শ)। ধাতুপ্রসাদাৎ—পুরুষ নিষ্কাম হইলে শরীরের ধারণাহেতু মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও ধাতুসকল প্রসন্ন হয়, সেই প্রসন্নতা হেতু (শ) ; শোণিতাদির বৈগুণ্য অপনীত হইলে (উ)।

৫০. আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১

অন্বয় ঃ [অয়ম্ আত্মা] আসীনঃ দূরং ব্রজতি (এই আত্মা এক স্থানে থাকিয়াও দূরে ভ্রমণ করেন), শয়ানঃ সর্বতঃ যাতি (শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র গমন করেন), তং মদামদং দেবম্ (সেই মদ ও অমদ দেবকে) মৎ অন্যঃ কঃ জ্ঞাতুম্ অর্হতি (আমি ছাড়া আর কে জানিতে পারে)।

সরলার্থ ঃ এই আত্মা স্থির (অচল, গতিহীন) হইয়াও দূরে ভ্রমণ করেন, তিনি শায়িত (ক্রিয়ারহিত) হইয়াও সর্বত্র গমন করেন, অর্থাৎ সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই হর্ষবান ও হর্ষাতীত দেবকে (পরমাত্মাকে) আমি (আমাদের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক) ব্যতীত আর কে জানিতে পারে?[৩]

১ দ্রষ্টব্য, শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৩।২০
২ কঠ, ১।২।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।
৩ দ্রষ্টব্য, ঈশোপনিষৎ-৪ শ্লোক।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে আত্মার যে মহিমার কথা বলা হইয়াছে এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে সেই মহিমাই বিবৃত করা হয়েছে।

পরমাত্মার দুইটি ভাব (aspects) এক ভাবে আত্মা নিশ্চল, নিষ্পন্দ, গতিহীন ; অপর ভাবে আত্মা চলমান, ক্রিয়াশীল ও দূরগামী। একদিকে হর্ষবান, অপরদিকে হর্ষাতীত। সৃষ্টিতে আত্মার যে ভাব প্রকাশিত তাহাই চলমান, সক্রিয়, গতিশীল ও সহর্ষ। কিন্তু এই সচলতার পশ্চাতে আছে এক বিরাট অচলতা। এই অচলতার উপরই সচল বিশ্বের ক্রিয়া চলিতেছে। এই অচলতা ও সচলতা, নিষ্ক্রিয়তা ও ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ-ধর্মবিশিষ্ট আত্মাকে অজ্ঞানী লোকেরা তাহাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিতে পারে না। কেবল যমরাজের ন্যায় সংস্কৃত ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই আত্মাকে জানিতে পারেন। ইহা দ্বারা আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ মদামদম্—সহর্ষ ও অহর্ষ ঃ এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট, অতএব দুর্জ্ঞেয় (শ)।

৫১. অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্‌
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২

অন্বয় ঃ শরীরেষু অশরীরম্ (বিভিন্ন দেহে দেহবিহীন), অনবস্থেষু অবস্থিতম্ (অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য), মহান্তম্ বিভুম্ (মহান ও ব্যাপক) আত্মানং মত্বা (আত্মাকে মনন করিয়া) ধীরঃ ন শোচতি (ধীর ব্যক্তি শোক করেন না)।

সরলার্থ ঃ সকল শরীরে অবস্থিত, অথচ নিজে শরীরহীন, অস্থায়ী চঞ্চল জগৎপ্রপঞ্চে স্থায়ী সত্তারূপে অবস্থিত, মহান সর্বব্যাপী এই আত্মাকে মনন করিয়া অর্থাৎ 'আমিই সেই আত্মা' এইরূপ চিন্তা করিয়া বিবেকবান ব্যক্তি শোক করেন না ; কারণ তিনি শোকদুঃখের অতীত।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে আত্মার মহিমা আরও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিশ্বের অসংখ্য শরীরে বাস করেন যে আত্মা তাঁহার নিজস্ব শরীর নাই। তিনি নিরাকার, দেহহীন (অকায়ম্)। শরীর বহু হইলেও তন্মধ্যে বাস করেন যে আত্মা তিনি এক। এই শরীরসমূহ অস্থায়ী, ধ্বংসশীল, কিন্তু ইহাদের অধিবাসী আত্মা স্থায়ী, নিত্য (অবস্থিতম্)। কাজেই শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মার ধ্বংস হয় না—তিনি শাশ্বত, চিরন্তন। তিনি মহান, অসীম ; জাগতিক বস্তুর ন্যায় সসীম পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি প্রকৃতির অতীত (transcendent), আবার তিনি বিভু, সর্বব্যাপী (all-pervading)। এই নিরাকার, নিত্য, সর্বব্যাপী, মহান আত্মাকে যিনি মনন করেন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি শোক-দুঃখের অতীত হন।

এস্থলে 'মনন করা' অর্থ কেবল মনদ্বারা চিন্তা করা নহে। 'আমার আত্মাই সেই মহান, অবিনাশী, সর্বব্যাপী সকলের অন্তরস্থ আত্মা'—এইরূপ উপলব্ধি করা। এই প্রকারে সাধক যখন পরমাত্মার সহিত একাত্মভাব উপলব্ধি করেন, তখন তিনি সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেও আনন্দময় হন। তখন সংসারের শোক-দুঃখ আর তাঁহাকে পীড়া দিতে পারে না।

মন্তব্য ঃ বিভুম্—সর্বব্যাপী (শ); দেহাদির অতীত (উ)॥ আত্মানম্—'আত্মা' শব্দে মুখ্যতঃ প্রত্যগাত্মাকেই বোঝায়। জীব যে স্বভাবতঃই ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে তাহা বুঝাইবার জন্যই এস্থলে 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে (শ)।

৫২. নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) প্রবচনেন ন লভ্যঃ (বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না), মেধয়া ন (মেধাদ্বারাও লাভ করা যায় না), বহুনা শ্রুতেন ন (বহু শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না), যম্ এব এষঃ বৃণুতে (ইনি যাঁহাকে বরণ করেন), তেন লভ্যঃ (তাঁহার দ্বারা ইনি লভ্য), তস্য (তাঁহার নিকটে) এষঃ আত্মা (এই আত্মা) স্বাং তনূং বিবৃণুতে (স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন)।

সরলার্থ ঃ উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, মনের ধারণা বা চিন্তাশক্তি অথবা বহু লোকের নিকট শ্রবণদ্বারাও ইঁহাকে পাওয়া যায় না। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন (যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন) তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। তাঁহারই নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।[১]

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে যে মহান অশরীরী আত্মার কথা বলা হইয়াছে তাহাকে কি প্রকারে পাওয়া যায় এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

এই মহান আত্মাকে বেদ-অধ্যয়ন দ্বারা জানা যায় না। মেধা অর্থাৎ মানসিক ধারণা, চিন্তাশক্তি (intellect) এবং যুক্তি-তর্ক দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। বহু লোকের নিকট আত্মার কথা শুনিয়াও আত্মা সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে না। এই সকল উপায় দ্বারা আত্মার বিষয়ে একটা পরোক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে, কিন্তু আত্মার অপরোক্ষ অনুভূতি হয় না। যে আত্মা বিশ্বের সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই আত্মাই আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাকে চালিত করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমার আত্মাই সেই আত্মা—এই প্রকারের উপলব্ধি বেদপাঠাদি দ্বারা জন্মে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে কি উপায়ে পরমাত্মাকে লাভ করা যাইতে পারে ? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় শ্রুতি দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন — এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন অর্থাৎ যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহার হৃদয়েই তিনি স্বীয় তনু প্রকাশিত করেন। এস্থলে আত্মার 'তনু' বলিতে তাঁহার স্বরূপ, মহিমা, ঐশ্বর্য—সমস্তই বুঝাইতেছে।

মন্তব্য ঃ প্রবচনেন—বহু বেদাধ্যয়ন দ্বারা (শ)॥ মেধয়া—পঠিত গ্রন্থের অর্থাবধারণ-শক্তি দ্বারা (শ)॥ যম্ এব—স্বীয় আত্মাকে (শ); যে সাধককে (উ)॥ এষঃ—এই সাধক (শ), এই পরমাত্মা (উ)॥ বৃণুতে—প্রার্থনা করে (শ); অনুগ্রহ করেন (উ)॥ তেন লভ্যঃ—নিষ্কাম ব্যক্তি আত্মাকেই প্রার্থনা করেন এবং আত্মা দ্বারা আত্মাই লব্ধ হয় (শ)॥ বিবৃণুতে তনূং স্বাম্—স্বীয় পারমার্থিকী তনু অর্থাৎ স্বকীয় যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করেন (শ)।

৫৩. নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪

অন্বয় ঃ দুশ্চরিতাৎ অবিরতঃ ন [আপ্নুয়াৎ] (অশুভ কর্ম হইতে যে বিরত নহে সে এই আত্মাকে পায় না), অশান্তঃ ন (ইন্দ্রিয়াধীন ব্যক্তিও ইহাকে পায় না),

---

[১] মুণ্ডক, ৩।২।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অসমাহিতঃ ন (চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিও ইহাকে পায় না), অশান্তমানসঃ বা অপি ন (অশান্তমন লোকও ইহাকে পায় না,) প্রজ্ঞানেন এনম্ আপ্নুয়াৎ (প্রজ্ঞান দ্বারাই ইহাকে পাইতে হইবে)।

সরলার্থ : যে ব্যক্তি দুষ্কার্য হইতে বিরত নহে, ইন্দ্রিয়-লোলুপতা হেতু যাহার চিত্তে শান্তি নাই, যে ব্যক্তি একাগ্রতাহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃ যাহার মন সর্বদা অশান্ত, সেই ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। একমাত্র প্রজ্ঞান দ্বারাই ইঁহাকে পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহারই নিকট নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—কে তাঁহাকে পায়? যে ব্যক্তি দুষ্কার্য হইতে বিরত, সংযতেন্দ্রিয়, কর্মফলে বীতস্পৃহ এবং প্রশান্তমনা—তিনিই আত্মাকে প্রাপ্ত হন। কি উপায়ে পান? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, একমাত্র প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। 'প্রজ্ঞান' শব্দের অর্থ পরমাত্মার প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এক পরমাত্মাই সমস্ত জীবের হৃদয়ে বর্তমান এবং 'আমার আত্মাও স্বরূপতঃ সেই পরমাত্মাই বটে'—এই প্রকারের অনুভূতিই প্রজ্ঞান। কিন্তু মলিন অসমাহিত চিত্তে আত্মার এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। চিত্ত নির্মল, বিশুদ্ধ হইলে তাহাতে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। সুতরাং আত্মাকে লাভ করিতে হইলে আমাদের সমগ্র জীবনকে গঠিত করিতে হইবে, সর্বপ্রকার পাপ চিন্তা, পাপ কার্য হইতে দূরে থাকিতে হইবে। বিষয়ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেন চিত্ত বিচলিত ও বিভ্রান্ত না হয়। দিব্য ভাগবত জ্ঞান লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইবে। ঊর্ধ্ব হইতে জ্ঞানের আলোক পাওয়ার জন্য নিজের আত্মাকে পরমাত্মার নিকট খুলিয়া ধরিতে হইবে, তাঁহার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে হইবে।

এই প্রকারে যিনি পরমাত্মাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহার নিকট সমস্ত সমর্পণ করেন, যাঁহার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযত সংস্কৃতও নির্মল যাঁহার আধারটি শুদ্ধ, পরমাত্মা তাঁহাকেই বরণ করেন। তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ ও মহিমা প্রকটিত করেন এবং তাঁহার হৃদয়কে জ্ঞানে, প্রেমে পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া দেন। তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায় তিনি দিব্য ভাগবতজীবন লাভ করেন।

মন্তব্য : প্রজ্ঞানেন—ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা (শ) ; স্বরূপমাত্র জ্ঞান দ্বারা (উ)।

৫৪. যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫

অন্বয় : যস্য (যে পরমাত্মার) ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে) ওদনঃ ভবতঃ (খাদ্য অন্ন হয়), মৃত্যুঃ যস্য উপসেচনম্ (মৃত্যু যাঁহার ব্যঞ্জনরূপ উপকরণ), সঃ যত্র (তিনি যেখানে অবস্থিত), ইত্থা কঃ বেদ (তাহা এই প্রকারে কে জানে)।

সরলার্থ : মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই যাঁহার ভোজ্য অন্ন, সর্ব-সংহারক মৃত্যু যাঁহার ভোজনের উপকরণ সেই সর্বভোক্তা নিজ মহিমায় যে স্থানে বিদ্যমান তাহা প্রাকৃত মন বুদ্ধি দ্বারা (যথার্থ জ্ঞানীর ন্যায়) কে জানিতে পারে?

ব্যাখ্যা : এখানে পরমাত্মা পরমেশ্বরের মহিমা আরও বলা হইয়াছে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ তপঃপ্রভাবে এবং ক্ষত্রিয় রাজাগণের আধিক্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এস্থলে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র বলিতে সমগ্র মানবজাতিই বুঝাইতেছে। মৃত্যু সর্বসংহারক ও সর্বগ্রাসী বলিয়া মৃত্যু বলাতে জগতের সমস্ত বিনাশশীল বস্তুই গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভুক্তদ্রব্যমাত্রই যেরূপ ভোক্তার মধ্যে স্থান পায়, তারপর ভোক্তার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়,[১] সেইরূপ সমগ্র জীব ও জড়জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত থাকায় তাঁহার মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম সমগ্র জগৎকে অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান। কাজেই ইনি যেখানে আছেন তাহা এই প্রকারে (অর্থাৎ আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা জাগতিক পদার্থ যে প্রকারে জানিতে পারি সেই প্রকারে) কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে? যে সকল বস্তু দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সসীম, যাহাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান তাহাদের কোনটি কোথায় তাহা আমরা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারি। কিন্তু যিনি সমস্ত অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান, যিনি অনন্ত, অসীম, যাঁহাতে সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত তাঁহার কোনও নির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করা অসম্ভব।

তারপর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিমান। সর্ব-সংহারক মৃত্যু জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু ইহাদের শক্তি ব্রহ্মের শক্তির নিকট কিছুই নয়। তিনি সর্বশক্তিমান। এই সর্বব্যাপী, সর্বশক্তি-মান, সর্বপ্রকার উচ্চনীচ ভেদশূন্য ব্রহ্ম জাগতিক বস্তুর ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের গ্রাহ্য নহেন। তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে হইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।[২]

---

[১] তৈত্তিরীয় উপঃ ৩।১০।১ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।
[২] কঠ, শ্লোক ১।২।২৩-২৪ দ্রষ্টব্য।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

৫৫. ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ [যম বলিলেন] লোকে (এই জগতে) সুকৃতস্য ঋতং পিবন্তৌ (স্বকৃত কর্মের ফল-রস-পানকারী), পরমে পরার্ধে (পরম হৃদয়াকাশে) [যৌ] গুহাম্ প্রবিষ্টৌ (যে দুইজন বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রবিষ্ট আছেন), ব্রহ্মবিদঃ [তৌ] ছায়াতপৌ বদন্তি (ব্রহ্মবিদ্‌গণ উঁহাদিগকে ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত বলেন) যে চ (যাঁহারা) পঞ্চাগ্নয়ঃ (পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উপাসক) ত্রিণাচিকেতাঃ (এবং যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নিচয়নকারী) [তেঽপি বদন্তি] (তাঁহারাও ঐরূপ বলেন)।

সরলার্থ ঃ জগতে স্বকৃত কর্মের ফলরূপ রসপানকারী যে দুইজন পুরুষ পরব্রহ্মের উৎকৃষ্ট উপলব্ধি স্থান বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রবিষ্ট আছেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত বলেন। যাঁহারা পঞ্চাগ্নিক গৃহস্থ কিংবা ত্রিণাচিকেত তাঁহারাও এইরূপ বলেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববল্লীর সহিত এই বল্লীর সম্বন্ধ এইরূপ। নানাপ্রকার বিভিন্ন ফলপ্রদ বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু ফলের সঙ্গে উহাদের সম্বন্ধ যথাযথরূপে নির্ণীত হয় নাই। ইহার নির্ণয়ের জন্যই রথরূপের কল্পনা, কারণ এই প্রকার রূপক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার সুবিধা হয়। এই কারণে প্রাপক ও প্রাপ্য, গন্তা ও গন্তব্য—এই দুয়ের পার্থক্য প্রদর্শনের নিমিত্ত রথরূপক দ্বারা দুইটি আত্মার কথা বলা হইয়াছে, যথা ঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে সুকৃত বলা হয়। শ্রুতিও বলেন—তিনি আপনাকে আপনি করিলেন ; এজন্য তাঁহার নাম সুকৃত।[1] জগতে যে ভগবৎ-ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহাই সুকৃত (শোভনকর্ম)। ইহার ফল রস বা আনন্দ। এই রস বা আনন্দকেই এস্থলে ঋত বলা হইয়াছে। ভগবানই এই আনন্দের ভোক্তা। পরমাত্মা আনন্দময়, তিনি নিজের আনন্দে নিত্য আনন্দিত, তাঁহার শোভনক্রিয়াই তাঁহার বিশ্বব্যাপী আনন্দ। জীব যখন ভগবানের সহিত যুক্ত থাকে তখন সেও ভাগবত আনন্দ লাভের অধিকারী হয়। কিন্তু জীব যখন ভগবান হইতে বিচ্যুত হইয়া অহং-অভিমানে কর্ম করে, তখন উহার ফলস্বরূপ তাহার সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। এই কর্মফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া উহাও 'ঋত' শব্দবাচ্য। এই কারণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কে ঋতপানকারী বলা হইয়াছে।

এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই মানুষের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মবাসের যোগ্য পরম আকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে বাস করেন। যোগিগণ হৃদাকাশে আত্মাকে জ্যোতিরূপে দর্শন করেন বলিয়াই ইহাকে আত্মার আবাসস্থান বলা হইয়াছে। পরমাত্মা অবশ্য

---

[1] তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে ॥ তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৭

সর্বত্র আছেন, কিন্তু মানুষের নির্মল বুদ্ধিতে তিনি প্রতিফলিত হন। মানুষ এই নির্মল বুদ্ধিদ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন। এই কারণে মানুষের বুদ্ধিই আত্মার আবাসস্থান বলিয়া কথিত হয়।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা এই জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াছেন। ছায়া বস্তুত রৌদ্রই বটে, তবে উহা আবৃত ও খণ্ডিত। জীবাত্মাও স্বরূপত পরমাত্মাই বটে, তবে দেহ-মনের ক্রিয়াদ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপনাকে ছায়ার ন্যায় খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন মনে করে।

তারপর রৌদ্রকে আশ্রয় করিয়াই ছায়া বর্তমান থাকে ; সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয় বর্তমান। রৌদ্র ব্যতীত ছায়ার অস্তিত্ব নাই ; পরমাত্মা-নিরপেক্ষ জীবাত্মার অস্তিত্বও অসম্ভব।

মন্তব্য ঃ ঋতম্—সত্য ; কর্মের ফলও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সত্য, এজন্য এস্থলে 'ঋত' শব্দের অর্থ কর্মফল (শ) ; ক্রিয়াফল রূপরস (উ) ॥ পিবন্তৌ—পানকারীদ্বয় ; এক জীবাত্মাই কর্মফল ভোগ করে, কিন্তু জীবাত্মার সাহচর্যবশতঃ পরমাত্মাকেও কর্মফলভোগী বলা হইয়াছে (শ) ॥ লোকে—এই শরীরে (শ) ; এই জগতে (উ) ॥ পরমে—বাহ্য ভৌতিক আকাশ ও দেহস্থ অধ্যাত্মাকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ (শ) ॥ পরার্ধে—পর অর্থাৎ ব্রহ্মের অর্ধ [স্থান] তথায়, হৃদাকাশে। এই স্থানে পরমব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, এই কারণে পরমাত্মাকে সেই হৃদাকাশে প্রবিষ্ট বলা হইয়াছে (শ) ॥ ছায়াতপৌ - সেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় বিভিন্ন, কারণ একজন সংসারী, অপরটি অসংসারী (শ) ; ছায়াতপের ন্যায় নিত্য-সংযুক্ত (উ) ॥ ত্রিণাচিকেতাঃ—যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন (শ) ॥ পঞ্চাগ্নয়ঃ—পঞ্চাগ্নির উপাসক গৃহস্থগণ (শ), এস্থলে পঞ্চাগ্নি বলিতে গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সত্য ও আবসথ্য—এই পাঁচটি অগ্নিকে বুঝাইতেছে ; অথবা দ্যুলোক, পর্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী)—এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার কথা বলা হইয়াছে।

৫৬. যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২

অন্বয় ঃ ঈজানানাম্ যঃ সেতুঃ (যিনি যাজ্ঞিকগণের সেতুস্বরূপ) [তং] নাচিকেতং (সেই নাচিকেত অগ্নিকে) [বয়ং জ্ঞাতুম্] শকেমহি (আমরা জানিতে সক্ষম হইতে পারি), তিতীর্ষতাম্ অভয়ং পারম্ [সংসার-সাগর] (উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের অভয়পারস্বরূপ) যৎ অক্ষরং পরং ব্রহ্ম (যাহা অক্ষর পরব্রহ্ম) [তৎ চ বয়ং জ্ঞাতুং শকেমহি] (তাহাও আমরা জানিতে পারি)।

সরলার্থ ঃ যজ্ঞকারিগণের দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার সেতুস্বরূপ বিরাট যে নাচিকেত অগ্নি সেই অগ্নিকে আমরা জানিতে ও চয়ন করিতে সমর্থ। আর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া উহার অভয়-পারে যাইতে ইচ্ছুক জ্ঞানার্থিগণের পরম আশ্রয় যে অক্ষর ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা ঃ এই পৃথিবীর রোগ, শোক, দুঃখ যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে গমনপূর্বক যাঁহারা স্বর্গসুখ ভোগের অভিলাষী তাঁহাদের প্রধান উপায় নাচিকেত অগ্নির চয়ন। এই নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াই যমরাজ যমের পদ লাভ

করিয়াছিলেন এবং এই অগ্নিবিদ্যাই তিনি নচিকেতাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আর যাঁহারা এই সংসারে ভয়সংকুল মৃত্যুময় জীবন অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের অভয় পদ ও অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম। এই অভয় পদ পাইতে হইলে চাই আত্মজ্ঞান।

যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা স্বর্গলাভ এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের অভয় পদ লাভ—উভয়ই পুরুষের সাধ্যায়ত্ত। স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ নাচিকেত অগ্নি কি প্রকারে চয়ন করিতে হয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পরবর্তী কয়েক শ্লোকে এই সংসারকে একটি পথ কল্পনা করিয়া ঐ পথ অতিক্রমপূর্বক উহার অভয়-পারস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্মকে কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে তাহাই বলা হইবে।

মন্তব্য : শকেমহি—তাহাও জানিতে সমর্থ হই। ব্রহ্মবিদ্‌গণের আশ্রয় পরব্রহ্ম এবং কর্মিগণের আশ্রয় অপর ব্রহ্ম—উভয়ই জ্ঞাতব্য। পূর্বে 'ঋতং পিবন্তৌ' বলিয়া এই পরাপর ব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে (শ)।

৫৭. আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩

অন্বয় : আত্মানং রথিনং বিদ্ধি (আত্মাকে রথী বলিয়া জানিও), শরীরং রথম্ এব তু [বিদ্ধি] (এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিও), বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি (বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া জানিও), মনঃ প্রগ্রহম্ এব চ [বিদ্ধি] (এবং মনকে অশ্বের লাগাম জানিও)।

সরলার্থ : শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মাকে (জীবকে) রথী বলিয়া জানিও, জীবের শরীরকে রথ বলিয়া জানিও, বুদ্ধিকে রথচালক সারথি বলিয়া জানিও এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া জানিও।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে আমরা পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম একান্ত আবশ্যক। এই কারণে এই মন্ত্র ও পরবর্তী কয়েকটি মন্ত্রে রথ ও রথীর রূপক কল্পনাদ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের আবশ্যকতা ও অসংযমের অনিষ্টকর ফল বর্ণিত হইয়াছে।

জীবের দেহ একটি রথের মত। রথ দ্বারা যেমন বিবিধ কর্ম সম্পন্ন হয়, তেমনি দেহ দ্বারাই মানুষ বিবিধ কাজ করিয়া থাকে। প্রত্যেক রথেরই একজন স্বামী বা রথী থাকে। পূর্বোক্ত কর্মফলভোক্তা সংসারী আত্মাই হইল দেহরথের রথী বা স্বামী। রথীর প্রয়োজনে যেমন রথ দ্বারা বিবিধ কর্ম সম্পন্ন হয়, সেইরূপ জীবের প্রয়োজনেই দেহদ্বারা বিবিধ কর্ম হইয়া থাকে।

রথকে সঠিক পথে চালাইবার জন্য প্রত্যেক রথে একজন সারথি থাকে। সারথিই রথের প্রধান চালক; সারথিই রথের গতি নির্ধারণ করে, রথকে ঠিক পথে চালাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। দেহরথের সারথির নাম বুদ্ধি। বুদ্ধিই মানবজীবনের লক্ষ্য নির্দেশ করে এবং বুদ্ধিই মানুষকে উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত পথে চালাইয়া নেয়। মানুষের মনে স্বভাবতঃই বিবিধ সংকল্প-বিকল্প উপস্থিত হয়। মনের এই সংকল্প-বিকল্প বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুদ্ধি একটিকে শ্রেয় বলিয়া ঠিক করিয়া দেয় এবং তদনুসারে কর্ম হইয়া থাকে। এই কারণে বুদ্ধিকে সারথি বলা হইয়াছে।

মন্তব্য : আত্মানম্—পূর্বোক্ত ঋতপানকারী সংসারলিপ্ত আত্মাকে (শ)। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি—শরীরের চালকদের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান বলিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া জানিও। সারথি যেমন রথের প্রধান চালক, তেমনি শরীরের প্রধান চালক বুদ্ধি, কারণ দেহদ্বারা যত কার্য সম্পন্ন হয় তন্মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধি দ্বারা কৃত হইয়া থাকে (শ)॥ মনঃ প্রগ্রহম্ এব চ—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে রসনা [লাগাম] বলিয়া জানিও, কারণ মন দ্বারা চালিত হইয়াই চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্বীয় কর্মে প্রবৃত্ত হয় (শ)।

৫৮. ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪

অন্বয় : মনীষিণঃ (জ্ঞানী ব্যক্তিগণ) ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ (ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া থাকেন), তেষু বিষয়ান্ (ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে গৃহীত রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়সমূহকে) গোচরান্ [আহুঃ] (ইন্দ্রিয়গণের সঞ্চরণস্থান বলিয়া থাকেন), আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্ [আত্মানম্] (দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাকে) [অয়ং] ভোক্তা ইতি আহুঃ (ইনিই ভোক্তা—এইরূপ বলিয়া থাকেন)।

সরলার্থ : মনীষিগণ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে দেহরথের অশ্ব, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়ের বিচরণ-ভূমি এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা : ইন্দ্রিয়গণই দেহরথের অশ্ব। এই অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বড়ই উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল—ইহারা সর্বদাই সুখকর বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা বোঝে না। এই উদ্দাম ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত আছে লাগামরূপী মন। মনই ইন্দ্রিয়সমূহকে উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না, উহারা বিপথে চলিতে উদ্যত হইলে উহাদিগকে সংযত করিয়া রাখে। রথের অশ্বগুলির একটি বিচরণ-পথ থাকে। দেহরথের অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গুলির বিচরণ-ভূমি হইল রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়সমূহ। ইন্দ্রিয়গণ এই সকল বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে—দেহরথ দ্বারা জীব যে কর্ম সম্পাদন করে তাহার ভোক্তা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়, মন ও শরীর-সংযুক্ত যে আত্মা সে-ই হইল ভোক্তা। এই আত্মাই জীব নামে অভিহিত। জীবই অসংখ্য কামনা ও বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা বিবিধ কর্ম সম্পাদন করে এবং ঐ সকল কর্মের 'আমি কর্তা' এরূপ অভিমান করিয়া উহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে।

মন্তব্য : ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ—শরীর ও রথের মধ্যে আকর্ষণরূপ সাদৃশ্য থাকায় রথকল্পনায় নিপুণ পণ্ডিতগণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অশ্ব বলিয়াছেন (শ)। বিষয়ান্ তেষু গোচরান্—রূপাদি বিষয়সমূহকে অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়গণের গোচর অর্থাৎ পরিচালন পথ বা ক্ষেত্র বলিয়াছেন (শ)॥ ভোক্তা ইতি মনীষিণঃ আহুঃ—পণ্ডিতগণ ভোক্তা বা সংসারী বলিয়াছেন। নিরুপাধি আত্মার কোনও ভোক্তৃত্ব নাই, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইলেই আত্মার ভোক্তৃত্ব হয়।

৫৯. যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ যঃ তু (যে বুদ্ধি-সারথি) অযুক্তেন মনসা [সহ] (অসংযত মনের সহিত) সদা (সর্বদা) [যুক্ত সন্] (যুক্ত হইয়া) অবিজ্ঞানবান্ ভবতি (অবিবেকী হয়), সারথেঃ দুষ্টাঃ অশ্বাঃ ইব (লৌকিক সারথির দুষ্ট অশ্বসমূহের ন্যায়) তস্য ইন্দ্রিয়াণি (তাহার ইন্দ্রিয়সকল) অবশ্যানি [ভবন্তি] (বশের অযোগ্য হয়)।

সরলার্থঃ যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি বিবেকহীন এবং সর্বদা অসংযত মনের সহিত যুক্ত তাহার ইন্দ্রিয়সকল সাধারণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় তাহার বশে থাকে না।

ব্যাখ্যাঃ অবিজ্ঞানবান্—'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ সত্যাবধারণ, সত্যের উপলব্ধি। যে বুদ্ধি কোনটি সৎ, কোনটি অসৎ তাহা নির্ধারণ করিতে পারে না সেই বুদ্ধিকেই বিজ্ঞানহীন বা বিবেকহীন বলা হয়। বিবেকহীন বুদ্ধি সদসৎ নির্ণয় করিতে না পারিয়া মনের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সঙ্গেই সায় দেয় এবং মনের প্রভু না হইয়া উহার অধীন হইয়া পড়ে।

'অযুক্ত মন' অর্থ অসংযত মন। যে মন বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত নহে সেই মন বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া কামনা-বাসনা দ্বারাই পরিচালিত হয়। মন অসংযত হইলে উহা ইন্দ্রিয়দমনে অসমর্থ হয় এবং ইন্দ্রিয়সকল ঐ প্রকার মনের বশে না থাকিয়া উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে এবং জীবকে বিপথে লইয়া গিয়া নানাবিধ পাপকার্যে লিপ্ত করে।

৬০. যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ যঃ তু (কিন্তু যে বুদ্ধি-সারথি) সদা (সর্বদা) যুক্তেন মনসা [সহ] (সংযত মনের সহিত যুক্ত হইয়া) বিজ্ঞানবান্ ভবতি (বিবেকবান্ হন,) তস্য ইন্দ্রিয়াণি (তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল) সারথেঃ সদশ্বাঃ ইব (লৌকিক সারথির সৎ অশ্বের ন্যায়) বশ্যানি [ভবন্তি] (বশযোগ্য হয়)।

সরলার্থঃ যে বুদ্ধি-সারথি সর্বদা সংযত মনের সহিত যুক্ত থাকিয়া বিবেকবান হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সকল সাধারণ সারথির শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় সর্বদা বশে থাকে; কখনও উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিপথগামী হয় না।

মন্তব্যঃ যিনি পূর্বোক্ত সারথির বিপরীত ভাবাপন্ন তাঁহার কি ফল হয় তাহাই এখানে বলা হইতেছে। বিজ্ঞানবান্—নিপুণ, বিবেকবান (শ)। যুক্তেন মনসা—প্রগৃহীতমনা, সমাহিতচিত্ত (শ)। তস্য ইন্দ্রিয়াণি—তাহার অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়সকলকে (শ)।

৬১. যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥ ৭

অন্বয়ঃ যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ (যে ব্যক্তির বুদ্ধি-সারথি বিবেকহীন), অমনস্কঃ (যাহার মন অসংযত) সদা অশুচিঃ (সর্বদা অপবিত্র) ভবতি (হয়), সঃ (সেই

রথী) তৎ পদম্ ন আপ্নোতি (সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় না), সংসারম্ চ অধিগচ্ছতি (পরন্তু সংসারকে প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থঃ যে ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেকহীন অর্থাৎ সদসৎ নির্ণয়ে অসমর্থ, যাহার অসংযত মন ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম এবং সেই হেতু সর্বদা অপবিত্র সেই ব্যক্তি কখনও অক্ষর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না; বরং জন্ম-মরণ প্রভাবিত সংসারকেই প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যাঃ ইন্দ্রিয়গণ অবশীভূত হইলে তাহার কি ফল হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তির বুদ্ধি সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সদসৎ নির্ণয়ে অসমর্থ হয় তাহার মন কখনও সংযত হয় না। মন অসংযত হইলে উহার ইন্দ্রিয়দমনের শক্তি থাকে না। ফলে ইন্দ্রিয়সকল দুর্দমনীয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সেই পুরুষকে নানা পাপ-কার্যে লিপ্ত করে। ফলতঃ তাহার দেহ মন অপবিত্র হয়, এবং সে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না।[১] ব্রহ্মকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই ব্যক্তি সংসারকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সুখ-দুঃখ,দ্বন্দ্ব-বিরোধ, অজ্ঞান-মৃত্যুময় প্রাকৃত জীবন যাপন করে। এ প্রকার জীবনকেই এস্থলে সংসার বলা হইয়াছে।

৬২. যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮

অন্বয়ঃ যঃ তু (কিন্তু যে রথী) বিজ্ঞানবান্ (বিজ্ঞানসম্পন্ন, বিদ্বান) সমনস্কঃ (সংযতমনা) সদা শুচিঃ ভবতি (এবং সর্বদা পবিত্র হন), সঃ তু তৎপদম্ আপ্নোতি (তিনি সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন), যস্মাৎ ভূয়ঃ ন জায়তে (যে স্থান হইতে তিনি আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না)।

সরলার্থঃ যে রথীর বুদ্ধি সদসৎ নির্ণয়ে সমর্থ, যাঁহার মন সংযত, অন্তঃকরণ সর্বদা পবিত্র তিনি বিষ্ণুর সেই পরমপদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তথা হইতে চ্যুত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়-সংযমের ফল বলা হইয়াছে। যাঁহার বুদ্ধি সদসৎ নির্ণয়ে সমর্থ, যাঁহার মন সংযত এবং ইন্দ্রিয়গণের দমনে সক্ষম তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাঁহাকে দুষ্কার্যে লিপ্ত করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার দেহ মন সর্বদা পবিত্র থাকে। এই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন এবং এই সংসারের ঊর্ধ্বে উঠিয়া দিব্য জীবন লাভ করেন। এই ব্রহ্মপদ হইতে চ্যুত হইয়া তাঁহাকে সংসারের মলিন পথে, প্রাকৃত শোকদুঃখময় জীবনে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

৬৩. বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ যঃ নরঃ তু বিজ্ঞান-সারথিঃ (যে মানুষ বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত), মনঃ-প্রগ্রহবান্ (মনরূপ বল্গাসমন্বিত), সঃ (তিনি) অধ্বনঃ পারম্ আপ্নোতি (পথের পরপার প্রাপ্ত হন); তৎ (তাহাই) বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ (বিষ্ণুর পরম পদ)।

---

[১] শ্লোক ১।২।২০ ও ১।১২।২৪ দ্রষ্টব্য।

সরলার্থ : সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধি যে পুরুষের দেহরথের সারথি এবং যাঁহার বল্গারূপী মন সংযত এবং ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে সমর্থ তিনি সংসার-মার্গের অপর-পারস্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে রথ-রথী রূপক-কল্পনার উপসংহার করা হইয়াছে :

বিজ্ঞানসারথিঃ—যাঁহার সারথিস্থানীয় বুদ্ধি সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন, বিবেকবান তিনিই বিজ্ঞান-সারথি। এই প্রকারের বিবেকবান পুরুষের বুদ্ধি মনের প্রবৃত্তির সঙ্গে সায় না দিয়া সদসৎ নির্ণয়পূর্বক মনকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়।

মনঃপ্রগ্রহবান্‌—যাঁহার বল্গাস্থানীয় মন বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ তিনিই মনঃ-প্রগ্রহবান, সংযতমনা, সমাহিতচিত্ত, অতএব শুচিতাসম্পন্ন।

এস্থলে এই সংসারকে একটি পথরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই পথের এপারে অজ্ঞান-সুখদুঃখ-মৃত্যুময় মানবজীবন ; অপর পারে বিষ্ণুর পরম পদ, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মধাম। এই ব্রহ্মধামে পেঁছানই মানুষের লক্ষ্য, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে পেঁছিবার প্রধান উপকরণ জীবনের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। ইহাদের সাহায্যে তাহাকে এই সংসার-পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মধামে পেঁছিতে হইবে। তাহার বুদ্ধি যদি বিবেকহীন, মন অসংযত এবং ইন্দ্রিয়গণ উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে উহারা তাহাকে ব্রহ্মধামে না লইয়া মৃত্যুময় সংসারে পাতিত করিবে ; কিন্তু তাহার বুদ্ধি যদি বিজ্ঞানবান, মন সংযত এবং ইন্দ্রিয়গণ মনের বশীভূত হয় তবে এই সংসারই তাহার পক্ষে দিব্যধাম হইবে, এখানে থাকিয়াই সে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে পাইবে এবং অমৃতময় আনন্দময় জীবন লাভ করিবে। এই কারণেই উপরোক্ত কয়েকটি শ্লোকে রথ-রথীরূপক কল্পনাদ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে।

৬৪. ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌ পরঃ ॥ ১০

অন্বয় : ইন্দ্রিয়েভ্যঃ অর্থাঃ হি পরাঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে উহাদের বিষয়সমূহ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ), অর্থেভ্যঃ চ মনঃ পরম্‌ (বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ), মহান্‌ আত্মা বুদ্ধেঃ পরঃ (মহান আত্মা বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ)।

সরলার্থ : কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা উহাদের বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, এই সকল বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, জীবের বুদ্ধি হইতে সমস্ত জীবের সমষ্টি বুদ্ধিরূপ মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ।

৬৫. মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১

অন্বয় : মহতঃ অব্যক্তম্‌ পরম্‌ (মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ), অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ (অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ), পুরুষাৎ কিঞ্চিৎ ন পরম্‌ (পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই), সা কাষ্ঠা (তিনিই পরাকাষ্ঠা), সা পরা গতিঃ (তিনিই শ্রেষ্ঠ গতি)।

সরলার্থ : সর্বজগতের বীজভূত অব্যক্ত (প্রকৃতি) মহান আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ, ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পুরুষ (পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ

নাই; তিনিই কাষ্ঠা (অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও আত্মত্বভাবের চরম সীমা)। সেই পুরুষই জীবের সর্বোত্তম গতি বা গন্তব্য স্থান।

ব্যাখ্যা : (১০ম ও ১১শ শ্লোক)—নবম শ্লোকে যে পরমপদ প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা কিরূপে লাভ করিতে হইবে তাহাই পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বলা হইতেছে। পরমপুরুষকে লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে জ্ঞানের নিম্নস্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চস্তরে, স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে, ব্যাপ্য হইতে ক্রমশঃ ব্যাপকে, কার্য হইতে কারণে উঠিতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানের এই বিকাশ সাধন করিতে হইলে কোন তত্ত্বটি স্থূল কোনটি তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, কোনটি ব্যাপ্য কোনটি ব্যাপক, কোনটি কার্য কোনটি কারণ, কোনটি অপর কোনটি পর—তাহা জানা আবশ্যক। এই কারণে জ্ঞানের সোপান ও জ্ঞেয় তত্ত্বগুলিকে সূক্ষ্মত্ব, ব্যাপকত্ব, কারণত্ব হিসাবে নিম্ন হইতে ক্রমে উচ্চস্তরে সাজান হইয়াছে।

শব্দাদি বিষয়সমূহ (সূক্ষ্মভূত) নিজেদের প্রকাশিত করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মভূতগুলি কারণ এবং ইন্দ্রিয়গুলি উহাদের কার্য। কার্য অপেক্ষা কারণ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বলিয়া কার্য হইতে কারণ পর (শ্রেষ্ঠ)। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপাদনের কারণ যে সূক্ষ্মভূত শব্দাদি বিষয়সমূহ তাহা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা পর (শ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও কারণাত্মক।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। আমরা মন দ্বারাই বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করি, এই কারণে মন ভূতসমূহ হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; কারণ বুদ্ধিই মনের নিয়ন্তা। মানুষের মনে যে সংকল্প-বিকল্প উপস্থিত হয় বুদ্ধিই ইহাদের একটিকে স্থির করিয়া দেয় এবং সেই অনুসারে কর্ম হয়। বুদ্ধিকৃত অধ্যবসায় বা নিশ্চয় না থাকিলে মনের সংকল্প-বিকল্প কোন কাজেই আসে না। তারপর বুদ্ধিজাত জ্ঞান মনের দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। এই কারণে মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা (great soul, vast self) শ্রেষ্ঠ। এই মহান আত্মাকে বেদে 'সত্যম্‌, ঋতম্‌, বৃহৎ' বলা হইয়াছে। এই আত্মা বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞান অর্থ সত্যদৃষ্টি, বোধি (intuition)। জীবের বুদ্ধি নামরূপের অন্তরস্থ সত্য দর্শন করিতে পারে না, সমগ্রের ধারণাও প্রাকৃত জীববুদ্ধির অতীত। কিন্তু বিজ্ঞান বা বোধি নামরূপের অন্তরালে স্থিত সত্যকে দর্শন করিতে সমর্থ ; সমগ্রের ধারণাও এই বিজ্ঞানেরই বিষয়। এই কারণে জীবের বুদ্ধি অপেক্ষা বিজ্ঞানময় মহান আত্মা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ।

মহান আত্মা হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি (unmanifested nature) শ্রেষ্ঠ। এস্থলে 'অব্যক্ত' শব্দে সৃষ্টিতে অনভিব্যক্ত ব্রহ্মের প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের এই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব বা অভিব্যক্তি, ইহাই সৃষ্টির কারণ বা মূল। এই অব্যক্ত পরা প্রকৃতি মহান আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ।

এই জগতের উৎপাদক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পরমপুরুষ শ্রেষ্ঠ। কারণ পুরুষই প্রকৃতির প্রভু ও নিয়ন্তা। এই পুরুষ আত্মারূপে সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া আছেন এবং বিশ্বের অতীতও তিনি। এই কারণে ইনি প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও মহান ; সুতরাং শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, ইহার অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। এই পুরুষই সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও প্রত্যগাত্মত্ব প্রভৃতি ধর্মের

পরিসমাপ্তি। ইনিই মানবের চরম গতি। মানুষ জ্ঞানের সোপানে ক্রমশঃ আরোহণ করিয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইলেই তাহার লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থলে পেঁছান হইল।

৬৬. এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২

অন্বয় : এষঃ আত্মা (এই আত্মা) সর্বেষু ভূতেষু (সকল ভূতে) গূঢ়ঃ (প্রচ্ছন্ন), ন প্রকাশতে (সুতরাং প্রকাশিত হয় না) ; সূক্ষ্মদর্শিভিঃ তু (সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ কর্তৃক) অগ্র্যয়া সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা (শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা) [এষঃ] দৃশ্যতে (ইনি দৃষ্ট হন)।

সরলার্থ : যে পুরুষকে জীবের সর্বোত্তম গতি বলা হইয়াছে তিনি আত্মারূপে সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ পান না অর্থাৎ সকলে ইঁহাকে স্বীয় আত্মারূপে জানিতে পারে না। যে সকল জ্ঞানীলোকের বুদ্ধি সাধনা দ্বারা বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনের যোগ্য হইয়াছে সেই সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নির্মল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে পরমপুরুষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যিনি মানুষের পরম গতি, তাঁহাকে কি প্রকারে দেখা যায় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

এই পরমপুরুষ সমস্ত ভূতের আত্মারূপে দেহ, মন, প্রাণের ক্রিয়াদ্বারা আবৃত হইয়া অতি গোপনভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে খুঁজিতে দূরে যাইতে হইবে না। তিনি আমাদের হৃদয়েই আছেন। অজ্ঞানী মানুষের জ্ঞান প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির ক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ। সে স্থূল বিষয় ব্যতীত সূক্ষ্মকে ধারণা করিতে পারে না, কাজেই তাহার নিকট সেই সূক্ষ্ম, গূঢ়ভাবে অবস্থিত আত্মা প্রকাশ পায় না, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অতীত যে অতিমানস সত্তা আছে তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে না।

কেবল সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণ তাঁহাদের অগ্র্য (সংস্কৃত) ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা পরম পুরুষকে নিজের আত্মারূপে দর্শন করিতে সমর্থ হন। 'অগ্র্য' শব্দের অর্থ অগ্রবর্তী অথবা অগ্রে জাত (শ্রেষ্ঠ)। অগ্র্য বুদ্ধি অর্থ সংস্কৃত, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি যাহা ইন্দ্রিয় মনের বিকার ও চঞ্চলতাজনিত মালিন্য হইতে মুক্ত। যে বুদ্ধি স্বচ্ছ ও নির্মল এবং সত্যদৃষ্টিক্ষম তাহাই অগ্র্য বা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি। 'সূক্ষ্ম বুদ্ধি' অর্থ যে বুদ্ধি সূক্ষ্ম বস্তুসকল ধারণা করিতে পারে। আত্মা সকল সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম। কাজেই সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত অপরে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই অগ্র্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক আত্মা দৃষ্ট হন।

এই যে দর্শন ইহাই সত্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান বা উপলব্ধি। আমাদের প্রাকৃত মন-বুদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা প্রাতিভাসিক (representative)। কিন্তু সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে চাই বিজ্ঞান বা বোধি (intuitive perception)। বুদ্ধি নির্মল ও সূক্ষ্ম হইলেই এই বোধি বা বিজ্ঞানের বিকাশ হয় এবং তাহা দ্বারা আত্মা দৃষ্ট হন।

৬৭. যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩

অন্বয় : প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) বাক্‌ মনসি যচ্ছেৎ (বাগিন্দ্রিয়কে) মনে অর্পণ

করিবেন অর্থাৎ অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন), তৎ (উক্ত মনকে) জ্ঞানে আত্মনি যচ্ছেৎ (প্রকাশরূপ আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন), জ্ঞানম্‌ (উক্ত বুদ্ধিকে) মহতি আত্মনি নিযচ্ছেৎ (মহান আত্মাতে সমর্পণ করিবেন), তৎ (উক্ত মহান আত্মাকে) শান্তে আত্মনি (শান্ত পরমাত্মাতে) যচ্ছেৎ (সমর্পণ করিবেন)।

সরলার্থ : বিবেকী পুরুষ বাগিন্দ্রিয় সমেত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশস্বভাব বুদ্ধিরূপ আত্মাতে অর্পণ করিবেন, উক্ত বুদ্ধিকে আবার মহান আত্মাতে অর্পণ করিবেন, সেই মহান আত্মাকে শান্ত নির্বিকার নিষ্ক্রিয় পরমাত্মাতে নিয়োজিত করিবেন।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ আত্মার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। কি উপায়ে পুরুষ স্থূল তত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

আত্মজ্ঞান-লাভার্থী ব্যক্তিকে জ্ঞানের নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে হইবে—স্থূল তত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম তত্ত্বে পেঁছিতে হইবে। এই আরোহণের উপায় হইল নিম্ন বৃত্তিগুলিকে উচ্চ বৃত্তিতে, স্থূল তত্ত্বকে সূক্ষ্ম তত্ত্বে লয় করা। এই প্রক্রিয়াই সাধারণতঃ যোগ নামে অভিহিত হয়।

সর্বপ্রথমে স্থূল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃ বহির্মুখী। এই ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিয়া মনেতে স্থাপন করিবে। তখন কেবল মনের ক্রিয়া বর্তমান থাকিবে। কিন্তু মনও সংশয়াত্মক, বিবিধ সংকল্প-বিকল্প, কামনা-বাসনা দ্বারা বিক্ষুব্ধ। এই চঞ্চল মনের ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া উহাকে প্রকাশস্বভাব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে স্থাপন করিবে। কিন্তু জীবের বুদ্ধিও নামরূপের অন্তরালে স্থিত সত্যের উপলব্ধি অথবা সমগ্রের ধারণা করিতে পারে না। কাজেই ব্যষ্টি জীবের বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে অর্থাৎ সত্য, ঋত ও বৃহৎ ধর্মাত্মক বিজ্ঞানময় মহান আত্মাতে লয় করিবে। সর্বশেষে এই মহান আত্মা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া নির্বিকার, নিষ্পন্দ, পরম শান্ত, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাতে উক্ত মহত্তত্ত্বকে লয় করিবে। এইরূপে জ্ঞানের নিম্নস্তর হইতে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষের পরা গতি লাভ হয়।[১]

৬৮. উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪

অন্বয় : উত্তিষ্ঠত (হে জীবগণ, উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও) জাগ্রত (জাগো), বরান্‌ প্রাপ্য (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রাপ্ত হইয়া) নিবোধত (আত্মার সম্যক জ্ঞান লাভ কর)। ক্ষুরস্য নিশিতা ধারা (ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ) [যথা] দুরত্যয়া (যেরূপ দুরতিক্রমণীয়), [তথা] তৎ পথঃ (তদ্রূপ সেই পথকে) কবয়ঃ (বিবেকবান ব্যক্তিগণ) দুর্গং বদন্তি (দুর্গম বলেন)।

সরলার্থ : হে জীবগণ, তোমরা উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও, তোমরা মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নিকট গমন করিয়া আত্মার সম্যক্‌

১ এই উপনিষদের ১।১।১০ ও ১।১।১১ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান লাভ কর। বিবেকবান ব্যক্তিগণ বলেন যে ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুরতিক্রমণীয় আত্মজ্ঞান লাভের পথও সেইরূপ দুর্গম।

ব্যাখ্যা : পরমাত্মাকে কি প্রকারে লাভ করিতে হইবে তাহার উপায় নির্দেশ করিয়া মাতৃস্থানীয়া শ্রুতি এখন জগতের নরনারীকে আত্মার জ্ঞানলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন—হে মনুষ্যগণ, তোমরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের লালসায় যে জীবনের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছ তাহা হইতে উঠ, উচ্চ জ্ঞান ও উন্নত জীবন লাভের জন্য সচেষ্ট হও। তোমরা যে অজ্ঞান ও মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত আছ তাহা হইতে জাগো, জাগিয়া আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা কর।

কিন্তু কেমন করিয়া তোমরা উঠিবে, কেমন করিয়া তোমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে? তাই শ্রুতি বলিতেছেন—নিরাশ হইও না। তোমরা নিজের চেষ্টায় হয়ত উঠিতে পারিবে না, জাগিতে পারিবে না, অন্য অজ্ঞলোকের দ্বারাও তোমাদের কোনও সাহায্য হইবে না। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা জীবনের উন্নতস্তরে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট যাও, তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ কর। এই আত্মজ্ঞান লাভের পথ অতি দুর্গম। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের উপর দিয়া পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া যেরূপ দুঃসাধ্য তত্ত্বজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়াও সেইরূপ কষ্টসাধ্য। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানার্থীকে দৃঢ়চিত্ত হইয়া অতি সাবধানতার সহিত ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে।[১]

মন্তব্য : নিবোধত—আচার্যগণের উপদিষ্ট সর্বান্তরবর্তী আত্মাকে 'আমিই এই আত্মা' এইরূপে অবগত হও। ইহা উপেক্ষণীয় নহে : এই কথাই শ্রুতি মাতার ন্যায় বলিতেছেন, কারণ এই আত্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়, কাজেই সূক্ষ্মবুদ্ধির বিষয় (শ)।

৬৯. অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

অন্বয় : যৎ (যে আত্মা) অশব্দম্ (শব্দগুণবিহীন), অস্পর্শম্ (স্পর্শ গুণহীন), অরূপম্ (রূপহীন), অব্যয়ম্ (ব্যয় বা বিকারহীন), তথা অরসম্ (এবং রসগুণবর্জিত), নিত্যম্ (নিত্য), অগন্ধবৎ (গন্ধগুণবিহীন), অনাদি (আদিহীন), অনন্তম্ (অন্তহীন), মহতঃ পরম্ (মহত্তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ), ধ্রুবম্ (নিশ্চল), তম্ (সেই আত্মাকে) নিচায্য (জানিয়া) [জীবঃ] মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে (জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়)।

সরলার্থ : যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণ-বর্জিত, যিনি নিত্য অব্যয়, যিনি আদিহীন অন্তহীন, যিনি মহত্তত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই আত্মাকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে জীব মৃত্যুর অধিকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মার সম্যক্ জ্ঞান লাভ অতি দুঃসাধ্য এবং উহার পথ অতি দুর্গম। কারণ আমরা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি গুণযুক্ত স্থূল সসীম পদার্থেরই জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু আত্মাতে শব্দ,

১ গীতা, ৩।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ নাই, আত্মা অনাদি অনন্ত এবং মহত্তত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ। কাজেই অতি সূক্ষ্ম এবং অনাদি অনন্ত আত্মার জ্ঞান লাভ সহজসাধ্য নহে।[১]

এই আত্মাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর অধিকার হইতে মুক্ত হয়। আমরা এই সংসারে সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, কামনা-বাসনাময় যে জীবন যাপন করি তাহাই মৃত্যু। আত্মবিৎ ব্যক্তি এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতময় আনন্দময় জীবন লাভ করেন।

মন্তব্য : অব্যয়ম্—এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয়, কারণ যাহা শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট তাহারই ব্যয় [বিকার] হয়, আত্মার শব্দাদি-গুণ নাই বলিয়া উহা অব্যয় (শ) ॥ নিত্যম্—যাহার ব্যয় হয় তাহাই অনিত্য, আত্মার ব্যয় নাই, অতএব উহা নিত্য (শ) ॥ অনাদি—ন [অবিদ্যমান] আদি [কারণ] যাহার তাহাই অনাদি। যাহার আদি বা কারণ আছে সেই অনিত্য কার্য-কারণে লয় হয়, যেমন পৃথিবী ইত্যাদি। এই আত্মা সকলের কারণ বলিয়া কার্য নয়, কার্য নয় বলিয়া নিত্য, ইহার এরূপ কোনও কারণ নাই যাহাতে ইহা লয় পাইতে পারে (শ) ॥ অনন্তম্—ন (অবিদ্যমান) অন্ত (বিনাশ) যাহার তাহাই অনন্ত (শ) ॥ মহতঃ পরম্—বুদ্ধিসংজ্ঞক মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন বা শ্রেষ্ঠ; কারণ তিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্বভূতের আত্মা বলিয়া সর্বসাক্ষী ও সর্বান্তর্যামী (শ) ॥ ধ্রুবম্—কূটস্থ নিত্য, পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় ইহার নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে (শ) ॥ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে—অবিদ্যাকামকর্ম লক্ষণাত্মক মৃত্যুর গোচর (অধিকার) হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় (শ)।

৭০. নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬

অন্বয় : মৃত্যুপ্রোক্তম্ (যম কর্তৃক কথিত) নাচিকেতম্ (নচিকেতা সম্বন্ধীয়) সনাতনম্ উপাখ্যানম্ (সনাতন উপাখ্যান) উক্ত্বা শ্রুত্বা চ (বলিয়া এবং শুনিয়া) মেধাবী (বিবেকবান ব্যক্তি) ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হন)।

সরলার্থ : বিবেকবান ব্যক্তি যমরাজের কথিত এবং নচিকেতা কর্তৃক শ্রুত এই চিরন্তন বৈদিক উপাখ্যান অপরের নিকট বিবৃত করিয়া এবং নিজেও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাত্মস্বরূপ হইয়া সকলের দ্বারা পূজিত হন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে উপনিষৎ শ্রবণ ও শ্রাবণের ফল বর্ণিত হইয়াছে। নচিকেতার উপাখ্যানটিকে বলা হইয়াছে সনাতন। তাহার কারণ উহা বেদোক্ত এবং যাহা বেদোক্ত তাহাই সনাতন, অথবা এই উপাখ্যানে যে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা সনাতন অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত। যমরাজ এই চিরন্তন আত্মতত্ত্বই নচিকেতার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কেবল বিবেকবান ব্যক্তিগণই এই উপাখ্যান শ্রবণ ও শ্রাবণের যোগ্য, বিবেকহীন ব্যক্তির পক্ষে আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। যে বিবেকবান ব্যক্তি আচার্যের নিকট এই উপনিষদ শ্রবণ করিয়া উহার অর্থ উপলব্ধিপূর্বক অপরকে তাহা শ্রবণ

১ কি প্রকারে এই আত্মাকে পাইতে হইবে তাহার উপায় ১৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

করান তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ রূপে গৌরবান্বিত এবং আত্মস্বরূপ হইয়া সকলের পূজনীয় হন।

৭১. য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পতে ইতি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ যঃ (যিনি) প্রযতঃ [সন্] (সংযত-চিত্ত হইয়া) পরমং গুহ্যম্ (পরম গুহ্য) ইমং [গ্রন্থম্] (এই উপাখ্যানরূপ গ্রন্থ) ব্রহ্মসংসদি শ্রাদ্ধকালে বা (ব্রাহ্মণদের সভায় অথবা শ্রাদ্ধকালে) শ্রাবয়েৎ (শ্রবণ করান), তৎ (ঐ প্রকার শ্রাবণ) আনন্ত্যায় কল্পতে (অনন্ত ফল প্রদানে সমর্থ হয়)।

সরলার্থঃ যিনি সংযতচিত্ত হইয়া পরম গুহ্য এই উপাখ্যানরূপ গ্রন্থ ব্রাহ্মণদের সভায় অথবা শ্রাদ্ধকালে সমবেত ব্যক্তিদিগকে শ্রবণ করান তাঁহার সেই কার্য অনন্ত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই উপনিষদে যে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা অতি গূঢ় ও রহস্যপূর্ণ। প্রাকৃত লোকে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কাজেই ইহা সর্বস্থানে সর্বলোকের নিকট বক্তব্য নহে। কোন স্থান এবং কোন সমাজ ইহার পাঠের উপযোগী তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যেস্থানে ব্রহ্মজ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণ আত্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য সমবেত হন তাহাই ব্রহ্মসংসদ্। ইহা কেবল ব্রাহ্মণজাতির সভা নহে। ব্রহ্মজ্ঞানার্থী জনগণের সম্মিলন স্থান। এই প্রকারের ব্রহ্মসংসদ্ই এই উপনিষদ পাঠের পক্ষে উপযোগী। দ্বিতীয়তঃ শ্রাদ্ধবাসরও এই উপনিষদ পাঠের উপযুক্ত স্থান। কারণ শ্রাদ্ধে প্রেতাত্মার তর্পণ করা হয়। কঠোপনিষদে আত্মার স্বরূপ, জীবের পারলৌকিক গতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই শ্রাদ্ধবাসরে কঠোপনিষদ পাঠ একান্ত ফলপ্রদ। কিন্তু শ্রাবয়িতাকে অতি পবিত্র ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া উপনিষদ শ্রবণ করাইতে হইবে, নচেৎ উহার ফল হইবে না।

উপরোক্ত প্রকারে ব্রহ্মসংসদ্ অথবা শ্রাদ্ধবাসরে এই উপনিষদ পঠিত হইলে তাহা অনন্ত ফল প্রদান করে, কারণ ইহাদ্বারা বক্তা এবং শ্রোতা সকলেই অনন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রতিষ্ঠিত হন। কাজেই ইহার ফল যজ্ঞাদি কর্মের ফলের ন্যায় অনিত্য নহে, এই ফল অনন্তকাল স্থায়ী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

৭২. পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১

অন্বয়ঃ স্বয়ম্ভূঃ (পরমেশ্বর, যিনি সর্বদা স্বতন্ত্র পরতন্ত্র নহেন) খানি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) পরাঞ্চি ব্যতৃণৎ (বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন), তস্মাৎ (সেই হেতু) [জীবঃ] (জীব) পরাঙ্ পশ্যতি (বাহ্য বিষয়সমূহ দর্শন করে) অন্তরাত্মন্ ন (অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না), কশ্চিৎ ধীরঃ (কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি) অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্ (অমৃতত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষী হইয়া) আবৃত্তচক্ষুঃ [সন্] (বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করিয়া) প্রত্যক্ আত্মানম্ (স্ব-স্বরূপ আত্মাকে) ঐক্ষৎ (দর্শন করেন)।

সরলার্থঃ স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বর জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কারণে জীব অনাত্মভূত বাহ্য বস্তুসমূহই দর্শন করে, অন্তঃস্থিত আত্মাকে দেখিতে পায় না। কোনও (অতিদুর্লভ) জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষী হইলে বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।

ব্যাখ্যাঃ ইন্দ্রিয়সকলই মানুষের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। কিন্তু ইহাদের স্বাভাবিক গতি বাহিরের দিকে। বাহির হইতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শাদি সংগ্রহ করাই ইহাদের কাজ। সুতরাং ইন্দ্রিয়দ্বারা মানুষ বাহিরের জ্ঞানই লাভ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-দ্বারগুলি বাহিরের দিকে খোলা থাকিলেও ভিতরের দিকে অবরুদ্ধ। কাজেই আমাদের ভিতরে যে অন্তরাত্মা আছেন ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা তাঁহার কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। ফলে অজ্ঞানী জীব অন্তরস্থ আত্মার সন্ধান না পাইয়া এই সংসারে কেবল বাহিরের খেলাই খেলিয়া থাকে। সে দেহকেই আত্মা মনে করিয়া তাহার সেবাতেই মত্ত হয় এবং বিবিধ কামনা-বাসনা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া অজ্ঞান ও মৃত্যুময় জীবন যাপন করে।

কিন্তু যখন কোনও বিবেকবান পুরুষের হৃদয়ে এই শোক-দুঃখ-মৃত্যুময় জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতময় আনন্দময় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তখন তিনি ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখী গতি ফিরাইয়া উহাদিগকে অন্তর্মুখী করিবার প্রয়াস পান। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখ হইলে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়। তখন তিনি অন্তরাত্মাকে দেখিতে পান। কারণ ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখ গতি অবরুদ্ধ হইলে বাহ্যবস্তুর প্রতি মনের কোনও আসক্তি থাকে না। মনের আসক্তি বিদূরিত হইলে বুদ্ধিও নির্মল হয় এবং সেই নির্মল বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই প্রকারের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোক সংসারে অতি দুর্লভ।

ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিয়া কি প্রকারে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে হয় তাহার উপায় পূর্বে বলা হইয়াছে।[১]

---

[১] কঠ, শ্লোক ১।৩।১৩ দ্রষ্টব্য।

মন্তব্য ঃ পরাঞ্চি খানি—বাহিরে গমনকারী শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল। এই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বাহ্য বিষয়কে প্রকাশিত করিবার নিমিত্তই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (শ)॥ ব্যতৃণৎ —হিংসা বা হনন করিয়াছেন (শ); সৃষ্টি করিয়াছেন (উ)॥ পরাঙ্ পশ্যতি—ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখ বলিয়া জীব বাহ্য অর্থাৎ অনাত্মভূত শব্দাদি বিষয়সমূহই উপলব্ধি করে (শ)॥ প্রত্যক্ আত্মানম্—প্রত্যক্‌স্বরূপ আত্মাকে, স্বীয় স্বভাবকে। এই কারণে 'আত্মা' শব্দটি 'প্রত্যক্' (ব্যাপক চৈতন্য) অর্থেই প্রসিদ্ধ। 'প্রত্যগাত্মানম্' শব্দে প্রত্যক্‌স্বরূপ আত্মা অর্থই বুঝিতে হইবে (শ)। আবৃত্তচক্ষুঃ—আবৃত্ত [অশেষ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে] চক্ষুঃ [চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাঁহার] (শ)।

৭৩. পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২

অন্বয় ঃ বালাঃ (অল্পবুদ্ধি লোকেরা) পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি (বহিঃস্থিত কাম্য পদার্থসমূহের অনুসরণ করে), [তস্মাৎ] (সেই হেতু) তে (তাহারা) বিততস্য মৃত্যোঃ পাশং যন্তি (সর্বত্র ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়), অথ (এই কারণে) ধীরাঃ (বিবেকী ব্যক্তিগণ) ধ্রুবম্ অমৃতত্বং বিদিত্বা (নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া) ইহ (এই পৃথিবীতে) অধ্রুবেষু [কিঞ্চিদপি] ন প্রার্থয়ন্তে (অনিত্য বিষয়ের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না)।

সরলার্থ ঃ বালকের ন্যায় অবিবেকী যে সকল ব্যক্তি বাহিরের কাম্য বিষয়সমূহের অনুসরণ করে তাহারা সর্বত্র বিস্তৃত অবিদ্যার কামকর্মাত্মক মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। এই কারণে বিবেকী ব্যক্তিগণ নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া এই জগতের অনিত্য বিষয়-সমূহের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহির্মুখ। এই কারণে ইন্দ্রিয়-সুখকর বাহ্য বিষয়ের প্রতি চিত্তের একটা আকর্ষণ জন্মে। এই আকর্ষণ হইতেই আমাদের মনে বিবিধ কামনা-বাসনার উদয় হয়। যে সকল অল্পবুদ্ধি লোক এই সকল কামনা-বাসনার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্য বস্তুনিচয়ের পশ্চাতে ধাবমান হয় তাহারা এ-সংসারে সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, আশা-নিরাশাময় প্রাকৃত জীবন যাপন করে; ইহাই মৃত্যু। এই মৃত্যুর জাল সংসারের সর্বত্র বিস্তৃত আছে। কিন্তু বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোকেরাই এই মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়, বিবেকবান পুরুষ আবদ্ধ হয় না।

তিনি জানেন যে এই সংসারের মৃত্যুময় জীবনের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মভাবে স্থিতিরূপ আর একটি আনন্দময়, অমৃতময়, স্থায়ী অবস্থা আছে। তাহাই মানুষের চরমগতি এবং সেই প্রকারের দিব্য জীবন লাভ করাই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি ইহাও জানেন যে এই সংসারের সমস্ত পদার্থই অনিত্য এবং এই সকল অনিত্য পদার্থের ভোগদ্বারা চিরস্থায়ী যে অমৃতত্ব তাহা লাভ করা যায় না। এই কারণে তিনি এই সংসারের অনিত্য পদার্থসমূহের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না, কোন বস্তুর প্রতিই আসক্ত হইয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হন না। ইহাই ত্যাগ বা বৈরাগ্য। কিন্তু এই ত্যাগ বাহ্যিক ত্যাগ নহে, ইহা আন্তরিক ত্যাগ—আসক্তির ত্যাগ।

৭৪. যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৩

অন্বয় ঃ যেন এতেন এব (যে এই আত্মাদ্বারা) রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) মৈথুনান্ (এবং মিলনজনিত সুখানুভব) [লোকঃ] বিজানাতি (লোক বিশেষভাবে জানিতে পারে); অত্র (এই সংসারে অথবা এই আত্মজ্ঞান বিষয়ে) কিং পরিশিষ্যতে (আর কি জানিবার অবশিষ্ট থাকে)। এতৎ বৈ তৎ (ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মা)।

সরলার্থ ঃ এই যে বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাদ্বারা জীব রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং মৈথুনজনিত সুখানুভবসমূহ জানিয়া থাকে সেই আত্মার অজ্ঞেয় আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে অর্থাৎ সেই আত্মার অজ্ঞেয় কিছুই নাই; অথবা ইহা জানা হইলে আত্মজ্ঞানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মতত্ত্ব অতি দুরূহ। আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান প্রথমেই লাভ করা যায় না। এই কারণে এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে যমরাজ বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থে এবং বিবিধ শক্তির উৎসরূপে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অসীম, নির্বিকার হইলেও তিনি সৃষ্টিতে আপনাকে বিবিধভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টিতে যে সকল ক্রিয়া করিতেছে তাহা ব্রহ্মের শক্তি, যে সকল বস্তু সৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতেছে তাহা ব্রহ্মেরই প্রকাশরূপ। এই সকল শক্তির প্রকাশেও বিবিধ সৃষ্ট পদার্থে ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিয়া যমরাজ পরে বলিয়াছেন, 'নচিকেতা, ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা।' প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির মধ্যে ব্রহ্মকে দেখাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান।

এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির (sensation) অনুভবিতা রূপে ব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। আমরা বহির্জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ, রস, শব্দাদি গ্রহণ করি। কিন্তু এগুলি অনুভব করে কে? ইহারা কাহার অনুভূতি? সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে ইন্দ্রিয়গণই এই সকল অনুভূতির কর্তা। যেমন লোকে বলে 'চক্ষু দেখে', 'কর্ণ শোনে' ইত্যাদি। অথবা দেহেন্দ্রিয়ের সংঘাতরূপী যে 'আমি' সেই 'আমি-ই' এই সকল শব্দস্পর্শাদির অনুভবকারী। কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় সমস্তই অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ, উহারা জ্ঞাতা হইতে পারে না। দেহেন্দ্রিয়াদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির যদি ভূতসমূহকে জানিবার সম্ভাবনা থাকিত তবে দৃশ্য-রূপাদি বিষয়ও পরস্পরকে জানিতে পারিত। কাজেই শব্দস্পর্শাদির জ্ঞাতা দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত অপর কিছু—ইহাই আত্মা।

মন্তব্য ঃ বিজানাতি—বিস্পষ্টভাবে জানে। দেহাদি লক্ষণাত্মক রূপাদি ও দেহাদি হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বভাব আত্মাদ্বারাই লোকে জানিয়া থাকে; যেরূপ 'লৌহ দগ্ধ করে' বলিলে লৌহস্থিত অগ্নিই দগ্ধ করে এরূপ বুঝিতে হইবে (শ)। কিম্ অত্র পরিশিষ্যতে—এই সংসারে আত্মার অবিজ্ঞেয় আর কি অবশিষ্ট থাকে। সমস্তই আত্মার বিজ্ঞেয়, যে আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছু অবশিষ্ট থাকে না সেই আত্মা সর্বজ্ঞ (শ)।

৭৫. স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ স্বপ্নান্তম্ (স্বপ্ন-বিজ্ঞেয় বিষয়) জাগরিতান্তং চ (এবং জাগ্রতাবস্থার

বিজ্ঞেয় বিষয়) উভৌ (এই উভয় বিষয়ই) [লোকঃ] যেন অনুপশ্যতি (লোকে যাহা দ্বারা দেখে), [তম্] মহান্তং বিভুম্ আত্মানম্ (সেই মহান বিভু আত্মাকে) মত্বা (মনন করিয়া) ধীরঃ ন শোচতি (জ্ঞানী ব্যক্তি শোক করেন না)।

সরলার্থ ঃ স্বপ্নকালে ও জাগ্রত অবস্থায়—এই উভয় অবস্থায় বিজ্ঞেয় বস্তুসকল যাহার দ্বারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় সেই মহান ব্যাপক আত্মাকে মনন করিয়া অর্থাৎ আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি আর শোক করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে মানসিক জ্ঞানের বোধারূপে আত্মদৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। জাগ্রতাবস্থায় আমরা বস্তু বা ঘটনার যে জ্ঞান লাভ করি তাহা মনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গণ শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির যে সকল অনুভূতি মনের নিকট উপস্থিত করে মন সেই সকল অনুভূতিকে দেশ-কালে বিন্যস্ত করিয়া বস্তু বা ঘটনার জ্ঞান (perception) জন্মায়। নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইলে আমরা স্বপ্নাবস্থায় যে সকল দৃশ্য দর্শন করি তাহাও মনেরই ক্রিয়া। মনই পূর্বের অনুভূত দৃশ্যগুলিকে নূতনভাবে বিন্যস্ত করিয়া নূতন নূতন কল্পিত দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

জাগ্রতাবস্থায়ই হউক কি স্বপ্নাবস্থায়ই হউক আমরা যে সকল বস্তু বা ঘটনার জ্ঞান লাভ করি তাহাদের জ্ঞাতা মন নহে। কারণ মনও ইন্দ্রিয়সমূহের মত অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ। সুতরাং উহা কখনও জ্ঞাতা হইতে পারে না। মন ব্যতীত অপর কিছু ইহাদের জ্ঞাতা। ইহাই আত্মা। এই আত্মা কোন ব্যষ্টি-জীবে আবদ্ধ নহে, ইহা সর্বভূতে বর্তমান।

এই সর্বব্যাপী মহান আত্মাকে যে জ্ঞানী ব্যক্তি মনন করেন তাঁহার সমস্ত শোক-দুঃখ বিদূরিত হয়। এস্থলে মনন করার অর্থ সর্বভূতস্থ আত্মাকে নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করা। এইরূপ উপলব্ধি যখন হয় তখন সাধক সর্বাত্মময় হন এবং অমৃত-স্বরূপ আনন্দস্বরূপকে লাভ করিয়া তিনিও অমৃতময় আনন্দময় হন। এই অবস্থায় তাঁহার কোনও শোক দুঃখ থাকিতে পারে না।

৭৬. য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৫

অন্বয় ঃ যঃ (যে ব্যক্তি) মধ্বদম্ (মধুভোজী) ইমং জীবম্ আত্মানম্ (এই জীবরূপী আত্মাকে) ভূত-ভব্যস্য ঈশানম্ (ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তারূপে) অন্তিকাৎ (অতি নিকটে) বেদ (জানিতে পারেন), [সঃ] ততঃ ন বিজুগুপ্সতে (তিনি তৎপর কিছুই গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না); এতৎ বৈ তৎ (ইহাই সেই আত্মা)।

সরলার্থ ঃ যিনি এই মধুভোজী অর্থাৎ কর্মফলভোক্তা ও প্রাণাদির ধারয়িতা জীবাত্মাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই সর্বকালের নিয়ন্তা বলিয়া অতি নিকটে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি উক্ত জ্ঞানলাভের পর নির্ভয়তা হেতু আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে জীবে ব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। জীব এই সংসারে বিবিধ কর্ম করিয়া আসক্তিবশতঃ সুখ-দুঃখাত্মক ফল ভোগ করে। কিন্তু সুখাত্মকই হউক কি দুঃখাত্মকই হউক এই বিচিত্র অনুভূতিগুলি তাহার নিকট মিষ্ট বোধ হয়। এই কারণে জীবকে মধুভোজী বলা হইয়াছে।

এই কর্মফলভোক্তা জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই বটে। এক অদ্বিতীয় দেশকালাতীত পরমাত্মা সৃষ্টিতে আপনাকে জীবরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। জীব ব্রহ্মেরই প্রকাশরূপ। যেমন সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গ সমুদ্রই বটে, বিভিন্ন তরঙ্গগুলি সমুদ্রেরই বিভিন্ন রূপ, সেইরূপ বিভিন্ন জীবাত্মাও এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ। কাজেই যিনি জীবরূপে আমার দেহে অবস্থিত থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন তিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, স্বয়ং কালাতীত, কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিন কালের নিয়ন্তা।

যে বিদ্বান ব্যক্তি আপনার আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে অন্তরস্থ পরমাত্মা বলিয়াই জানিয়াছেন তিনি কোন কিছু হইতে সঙ্কুচিত হন না। 'জুগুপ্সা' বলিতে বিকর্ষণের ভাব বুঝায় (feeling of repulsion)। ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ, ঘৃণা বিরোধ ইত্যাদি ভাবই জুগুপ্সা। এই সকল ভাবদ্বারা অভিভূত হইলেই লোক আপনাকে গোপন করিতে অর্থাৎ অপর হইতে সরিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির জুগুপ্সা নাই। কারণ তিনি জানেন—তাঁহার আত্মাই সকলের আত্মা এবং সকলের আত্মাই তাঁহার আত্মা; সুতরাং কাহার নিকট হইতে তিনি দূরে সরিয়া থাকিবেন?

মন্তব্য ঃ মধ্বদম্, জীবম্—কর্মফলভোক্তা ও প্রাণাদি সমুদায়ের ধারয়িতা জীবাত্মাকে (শ) ॥ ন বিজুগুপ্সতে—আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না, কেন না তিনি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। যতক্ষণ জীব ভয়ের মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে অনিত্য মনে করে ততক্ষণ সে আত্মাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে। যখন নিত্য অদ্বৈত আত্মাকে অবগত হয় তখন কে কাহার নিকট হইতে কি গোপন করিতে ইচ্ছা করিবে? (শ)।

৭৭. যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৬

অন্বয় ঃ যঃ (যে পুরুষ) অদ্ভ্যঃ পূর্বম্ (জলের পূর্বে, পঞ্চভূতের পূর্বে) অজায়ত (জন্মিয়াছেন , পূর্বং তপসঃ জাতম্ (প্রথমে চিৎশক্তি হইতে জাত) গুহাং প্রবিশ্য (এবং সর্বভূতের হৃদয়-গুহাতে প্রবেশ করিয়া) ভূতেভিঃ সহ তিষ্ঠন্তম্ (পঞ্চভূতের সহিত অবস্থিত) [তম্] (সেই পুরুষকে) যঃ ব্যপশ্যত (যিনি বিশেষভাবে দেখেন) [সঃ তৎ এব পশ্যতি] (তিনি সেই ব্রহ্মকেই দেখেন)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্মের চিৎশক্তি হইতে যিনি সর্বপ্রথমে জন্মিয়াছেন, জল প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তির পূর্বে যাঁহার জন্ম, সর্বপ্রাণীর হৃদয়-গুহাতে প্রবেশ করিয়া পঞ্চভূতের পরিণাম দেহেন্দ্রিয়ের সহিত অবস্থিত সেই পুরুষকে যে মুমুক্ষু ব্যক্তি বিশেষভাবে দর্শন করেন, তিনি পূর্বোক্ত ব্রহ্মকেই দর্শন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে সমষ্টি-জীব ব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের চিৎ-তপস্ (creative consciousness) হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি। এজন্য শ্রুতিতে অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ চিৎ-তপস্ দ্বারা ব্রহ্ম সৃষ্টিতে আপনাকে বিস্তার করেন।[1]

এই চিৎ-তপস্ হইতে সর্বপ্রথমে যিনি সৃষ্ট হন তিনিই সমষ্টি-জীব বা বিশ্বজীব

---

[1] তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ॥ মুণ্ডক, ১।১।৮

(totality of jivas or universal jiva)। ইঁহাকেই বেদান্তে হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সমষ্টি-জীব জল প্রভৃতি পঞ্চভূত সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পঞ্চভূতাত্মক দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যষ্টি-জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি প্রত্যেক ব্যষ্টি-জীবের হৃদয়-গুহাতে জীবাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন।

যে মুমুক্ষু পুরুষ পঞ্চভূতজাত, দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সহিত একত্রে অবস্থিত, জীবের হৃদয়-গুহাস্থিত এই সমষ্টি-জীবকে বা বিশ্বজীবকে সম্যক্ দর্শন করেন তিনি পূর্বোক্ত ব্রহ্মকেই দেখেন।

মন্তব্য : তপসঃ জাতম্—জ্ঞানাদি-লক্ষণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ (শ), চিৎশক্তি হইতে জাত (উ)॥ অদ্ভ্যঃ পূর্বম্—জলের পূর্বে ; কেবল জল নহে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ : এই পঞ্চভূতের পূর্বে।

৭৮. যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭

অন্বয় : যা দেবতাময়ী অদিতিঃ (সর্বদেবতাত্মিকা যে অদিতি) প্রাণেন সম্ভবতি (প্রাণরূপে সম্ভূত) যা ভূতেভিঃ ব্যজায়ত (যিনি পঞ্চভূতসমন্বিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছেন), গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্ (সর্বভূতের গূঢ় প্রদেশে প্রবেশপূর্বক অবস্থিত)। তাং যঃ ব্রহ্ম এব পশ্যতি সঃ ব্রহ্ম এব পশ্যতি (তাঁহাকে যিনি দেখেন তিনি ব্রহ্মকেই দেখেন)। এতদ্বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা)।

সরলার্থ : সর্বদেবতাময়ী অদিতি (সর্বজগতের ভোক্তী) প্রাণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তিনি সর্বভূত-সমন্বিত হইয়া প্রকটিত হইয়াছেন এবং সর্বভূতের গূঢ় প্রদেশে প্রবেশপূর্বক অবস্থিত আছেন। যে মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মারূপে দর্শন করেন তিনি সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। ইনিই সেই আত্মা।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে অদিতিরূপা প্রাণশক্তিতে ব্রহ্মদর্শন বিহিত হইয়াছে। প্রাণ-রূপে এই বিশ্বে যিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন তিনিই অদিতি। 'অদিতি' শব্দের অর্থ যাহা শব্দাদি ভোজন করে। প্রাণই পঞ্চভূতকে ভোজন করে—প্রাণ অত্তা (ভোক্তা), ভূতসমূহ অন্ন (ভোজ্য)। এই কারণেই প্রাণকে অদিতি বলা হইয়াছে।

এই অদিতি দেবতাময়ী—দেবতাত্মিকা, কারণ দেবতাগণ প্রাণশক্তির বিশেষ আধার এবং প্রাণশক্তির বলেই তাঁহারা জগতের সমস্ত কার্য সম্পাদন করেন। এই অদিতি বা প্রাণশক্তি পঞ্চভূতের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই জগতে জড়ের যত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই প্রাণশক্তির বিকাশ। জীবের দৈহিক কর্ম-সমূহও এই প্রাণশক্তির বলেই সম্পন্ন হয়। কাজেই প্রাণ ও ভূত সর্বদাই একত্র থাকে, একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না, প্রাণ না থাকিলে পঞ্চভূতের কোন কার্য হইতে পারে না। আবার ভূত (matter) না থাকিলে প্রাণ (force. life) কার্য করিবে কাহার উপর ? এজন্যই বলা হইয়াছে ভূতগণের সঙ্গেই প্রাণের আবির্ভাব।

সমগ্র জড় ও জীব জগতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত এই প্রাণাত্মিকা অদিতিকে যিনি দেখিয়াছেন অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি ব্রহ্মকেই দেখিয়াছেন। ইনিই সেই আত্মা।

মন্তব্য : দেবতাময়ী—সর্বদেবতাত্মিকা (শ) ; তেজ, অপ্ ও অন্নাদিরূপা (উ)। প্রাণেন সম্ভবতি—প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে পরব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হন (শ) ; প্রাণ অর্থাৎ সমষ্টি-জীবের সহিত প্রাদুর্ভূত হন (উ)॥ অদিতিঃ—শব্দাদি ভোজন [ভোগ] করেন বলিয়া উঁহার নাম অদিতি (শ) ; সমষ্টি-জগদ্রূপা অদিতি (উ)। গুহাং প্রবিশ্য—জীবের হৃদয়-গুহাতে প্রবেশ করিয়া (শ) ; সর্বভূতের গূঢ়প্রদেশে প্রবেশ করিয়া (উ)।

৭৯. অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

অন্বয় : গর্ভিণীভিঃ গর্ভঃ ইব সুভৃতঃ (গর্ভিণীদের দ্বারা সুভৃত গর্ভের ন্যায়) অরণ্যোঃ নিহিতঃ (অগ্নি-প্রজ্বলন কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত) জাতবেদাঃ অগ্নিঃ (জাতবেদা অগ্নি) জাগৃবদ্ভিঃ হবিষ্মদ্ভিঃ মনুষ্যেভিঃ (জাগরণশীল যজ্ঞোপকরণবান লোকদের দ্বারা) দিবে দিবে (প্রতিদিবস) ঈড্যঃ (পূজিত হন)।। এতৎ বৈ তৎ (এই অগ্নিই সেই ব্রহ্ম)।

সরলার্থ : গর্ভিণীগণ কর্তৃক সুন্দররূপে পোষিত গর্ভের ন্যায় উত্তর ও অধর—এই দুইটি অরণির মধ্যে যজ্ঞ-হবির ভোক্তা যে অগ্নি নিহিত থাকেন এবং জাগরণশীল (তত্ত্বজ্ঞানী) ও যজ্ঞোপকরণবান লোকদের দ্বারা প্রতিদিন যে অগ্নি পূজিত হন সেই সর্বজ্ঞ বিরাটরূপী অগ্নিই ব্রহ্ম। ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে প্রতিদিন হবনীয় বিরাটরূপী অগ্নিতেই ব্রহ্মদর্শন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

যাজ্ঞিকগণ দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করেন এবং উক্ত কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যেই ঐ অগ্নিকে অতি যত্নে রক্ষা করেন। এই কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের নাম অধর অরণী। যেটি উপরে থাকে সেটির নাম উত্তর অরণী, যেটি নিম্নে থাকে তার নাম অরণী। এস্থলে 'অগ্নি' শব্দে এক পক্ষে যজ্ঞীয় অগ্নি, অপর পক্ষে অগ্নিরূপী বিরাট পুরুষকে বুঝাইতেছে। 'জাতবেদা' শব্দের এক অর্থ অগ্নি, অপর অর্থ সমস্ত জাত বস্তুকে যিনি জানেন সেই সর্বজ্ঞ বিরাট পুরুষ। যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞীয় অগ্নিকে রক্ষা করেন, প্রতিদিবস উহাতে হোম করেন, অগ্নির স্তব ও আরাধনা করেন।

যোগিগণ হৃদয়ে অগ্নিরূপী বিরাট পুরুষের ধ্যান করেন ও স্তবাদি দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন। যাজ্ঞিকগণ যে অগ্নির পূজা করেন, আর যোগিগণ যে বিরাট পুরুষের ধ্যান, স্তব করেন—উভয়েই এক। অগ্নিই সেই বিরাট পুরুষ এবং উহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

৮০. যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯

অন্বয় : যতঃ (যাঁহা হইতে, সেই প্রাণ হইতে) সূর্যঃ (সূর্য) উদেতি (উদিত হন) যত্র চ (এবং যাঁহাতে) অস্তম্ গচ্ছতি (অস্তমিত হন) তম্ (তাঁহাতেই, সেই প্রাণরূপী আমাতে) সর্বে (সকল) দেবাঃ (দেববৃন্দ) অর্পিতাঃ (প্রবেশিত রহিয়াছেন) ; তৎ (তাঁহাকে) কঃ চন (কেহই) ন উ অত্যেতি (কখনই অতিক্রম করিতে পারে না), এতৎ বৈ তৎ (তিনিই সর্বাত্মক ব্রহ্ম)।

সরলার্থ ঃ যাঁহা হইতে সূর্যদেব উদিত হন, যাঁহাতে সূর্য অস্ত যান তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত দেবতা স্থিত আছেন, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হইতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

ব্যাখ্যা ঃ দেবতাগণ যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র নহেন, পরন্তু ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মতেই আশ্রিত তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

প্রাণরূপী আত্মাই সূর্যের পরিচালক। প্রাণ হইতেই সূর্যের উদয় এবং প্রাণেই উহার অস্তগমন। সূর্যের নিজস্ব কোনও শক্তি নাই। কেবল সূর্য নয়, সমস্ত দেবতা আত্মার প্রাণশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিতেছেন। এই প্রাণরূপী আত্মা সর্বাত্মক বা সর্বময়। রথ-নাভিতে অরসমূহ যেমন অর্পিত অর্থাৎ অনুপ্রবিষ্ট থাকে সেই রকম প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল সমস্ত দেবতা সেই প্রাণরূপী আত্মাতে অর্পিত বা অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না। এই প্রাণই সেই আত্মা।

মন্তব্য ঃ দেবা সর্বে অর্পিতাঃ—দেবাধিকারে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ও দেহাধিকারে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ অর্পিত আছে অর্থাৎ অবস্থিতিকালে রথ-নাভিতে প্রবিষ্ট অরসমূহের ন্যায় তাহারি মধ্যে প্রবেশিত রহিয়াছে। সেই প্রাণও ব্রহ্মই বটে (শ)। তৎ উ ন অত্যেতি কশ্চন—তাঁহাই এই সর্বাত্মক ব্রহ্ম, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ তদাত্মকতা ত্যাগ করিয়া তাঁহা হইতে পৃথক হইতে পারে না (শ)।

৪১. যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০

অন্বয় ঃ যৎ এব ইহ (যাহাই এখানে) তৎ অমুত্র (তাহা সেখানে), যৎ অমুত্র (যাহা সেখানে, যাহা ঐ আত্মাতে স্থিত) তৎ অনু ইহ (এখানেও তাহারই অনুরূপ), যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি (যে ব্যক্তি এখানে 'যেন ভিন্ন' এরূপ দেখে) সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি (সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ যাহাই এখানে তৎসমস্তই সেখানে যাহা সেখানে, এখানে তদনুরূপই বটে। যে লোক এখানে 'যেন ভিন্ন' এইরূপ দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র নহে এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। এই জগতে (ইহ) যাহা আছে তাহা সমস্তই ব্রহ্মে (অমুত্র) বর্তমান অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞানে স্থিত ; যাহা ব্রহ্মে বা ব্রহ্মের জ্ঞানে স্থিত এই বিশ্ব তাহারই অনুরূপ। এই জগৎ ব্রহ্মেরই ভবন বা ভূতি (becoming of God) কাজেই ইহাতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত বা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নাই।

যে অজ্ঞানী ব্যক্তি এই জগৎকে ব্রহ্ম হইতে 'যেন পৃথক' (নানা ইব) এইরূপ দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হইতে জগতের পৃথক কোনও সত্তা নাই, কিন্তু অজ্ঞানী জীব ভ্রমবশতঃ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে। ইহা অজ্ঞান-প্রসূত বলিয়াই 'ইব' বলা হইয়াছে।

মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়—ইহার অর্থ এই যে, সেই পৃথগ্‌দর্শী অজ্ঞানী জীব দৈহিক মৃত্যু হইতেও বিনাশকর যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু তাহাই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই সংসারে সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, কামনা-বাসনাময় জীবন যাপন করে। ইহাই

মৃত্যু। অজ্ঞানী জীব যে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় তাহার কারণ এই যে সে জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোন যোগ স্থাপন করিতে না পারিয়া ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হয় এবং এই জগৎকেই সার পদার্থ মনে করে। ফলে বিষয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া এই সংসারে মৃত্যুময় জীবন যাপন করে এবং বিষয়ে আসক্তি নিবন্ধন পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়।

মন্তব্য ঃ যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি—যে অজ্ঞ ব্যক্তি উপাধি-সম্বন্ধ ও ভেদদৃষ্টির কারণ অবিদ্যা দ্বারা মোহিত হইয়া এই অভিন্ন ব্রহ্মে 'আমি অপর হইতে ভিন্ন', 'আমা হইতে পরব্রহ্ম ভিন্ন' এই প্রকারে 'যেন নানা, যেন ভিন্ন' এরূপ উপলব্ধি করে (শ)। সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি—সে মৃত্যুর পর মৃত্যু অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এরূপ ভেদদৃষ্টি করিবে না, পরন্তু আমি 'আকাশবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই বটে ঃ এইরূপ দর্শন করিবে (শ)।

৪২. মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১১

অন্বয় ঃ মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্ (মনদ্বারাই ইহা প্রাপ্তব্য), ইহ ন কিঞ্চন নানা অস্তি (এখানে কিছুই পৃথক নাই), যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি (যে এখানে 'যেন ভিন্ন' এইরূপ দেখে) স মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ গচ্ছতি (সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ এই জগতে ব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছুই নাই, এই তত্ত্বটি সংস্কৃত মন দ্বারাই উপলব্ধি করিতে হইবে। যে ব্যক্তি এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে 'যেন পৃথক' এরূপই দেখে সে মৃত্যু হইতে মুক্তি পায় না।

ব্যাখ্যা ঃ এই জগতে (ইহ) এমন কিছুই নাই যাহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র। কারণ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান। এই সত্যটি প্রাকৃত মনদ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। কারণ প্রাকৃত মত কেবল ভেদই দর্শন করে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র মনে করে। কিন্তু শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ ও সাধনার দ্বারা মন বিশুদ্ধ এবং সংস্কৃত হইলে সেই সংস্কৃত মন দ্বারা জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে তাহা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু যে অজ্ঞানী ব্যক্তি জগৎ ব্রহ্ম হইতে 'যেন পৃথক' এইরূপ মনে করে সে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়।[১]

মন্তব্য ঃ কেহ কেহ এই শ্লোকের 'ইদম্' ও 'ইহ' শব্দে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সাধারণতঃ 'ইদম্' ও 'ইহ' শব্দে জগৎকেই বোঝায়। যদি 'ইদম্' ও 'ইহ' শব্দ ব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত হয় তবে এই শ্লোকের অর্থ হইবে যে সংস্কৃত মন দ্বারাই ব্রহ্মকে পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মে কোন প্রকারের নানাত্ব বা বহুত্ব (multiplicity) নাই। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁহার দ্বিতীয় বা তাঁহার অতিরিক্ত কিছুই নাই। 'নানা' শব্দের দুইটি অর্থ ঃ (১) পৃথক, ভিন্ন (separate, different), (২) বহু (many, multiple)। এই দুইটি শ্লোকে উভয় অর্থই সূচিত হইয়াছে। কারণ জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইলে ব্রহ্মের একত্ব বিনষ্ট হইয়া উহাতে বহুত্ব (multiplicity) দোষ বর্তে।

---

[১] কঠ,শ্লোক ২।১।১০ দ্রষ্টব্য।

৮৩. অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১২

অন্বয়ঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ) মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি (শরীর মধ্যে বাস করেন), [সঃ] ভূতভব্যস্য ঈষানঃ (তিনিই ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা), ততঃ (এই জ্ঞান জন্মিলে) [সাধকঃ] ন বিজুগুপ্সতে (সাধক আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা)।

সরলার্থ ঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন। ইনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের নিয়ন্তা। ইঁহাকে জানিতে পারিলে পর সেই জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইনিই সেই আত্মা।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকে জীব যে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে তাহাই বলা হইয়াছে।

যোগিগণ আত্মাকে হৃৎপদ্ম মধ্যবর্তী আকাশে জ্যোতিরূপে দর্শন করেন। এই হৃদাকাশের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ বলিয়া জীবাত্মাকেও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা হইয়াছে। এই জীবাত্মাই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াই সমস্ত জগৎ পূর্ণ করিয়া আছেন এবং স্বয়ং কালাতীত হইলেও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের প্রভু বা নিয়ন্তা। এই ত্রিকাল-নিয়ন্তা পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ 'আমার আত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা'—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে জীব আর আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না।[১]

৮৪. অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ (সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ) অধূমকঃ জ্যোতিঃ ইব (নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় প্রকাশমান), ভূতভব্যস্য ঈশানঃ (তিনিই ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা) সঃ এব অদ্য (তিনিই আজ বর্তমান আছেন), সঃ উ শ্বঃ (কালও তিনি বর্তমান থাকিবেন)।

সরলার্থ ঃ পূর্বোক্ত অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় যোগীদের হৃদয়ে প্রকাশমান হন। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালের নিয়ন্তা। ইনি আজও আছেন, কালও অর্থাৎ সর্বকালে থাকিবেন। ইনিই সেই আত্মা।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের (জীব) কথা বলা হইয়াছে তিনি নির্ধূম জ্যোতিরূপে হৃদাকাশে যোগিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকেন। জীবাত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ; এজন্যই উহাকে নির্ধূম (নির্মল, বিশুদ্ধ) বলা হইয়াছে। এই পুরুষই স্বয়ং কালাতীত ; কিন্তু তিনি আবার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের প্রভু। এই আত্মা চিরন্তন—তিনি এখনও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। তিনি কালাতীত—কালের পরিবর্তনে তাঁহার কোনও পরিবর্তন হইবে না।

নচিকেতা, পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রুতি নিজবাক্যে তাহা নিরস্ত করিলেন।

মন্তব্য ঃ সঃ এব অদ্য—সেই নিত্য কূটস্থ পুরুষ ইদানীং সমস্ত প্রাণীতে বর্তমান (শ)।

[১] কঠ, ২।১।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সঃ উ শ্বঃ—তিনি কালও বর্তমান থাকিবেন, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে ভিন্ন আর কেহ জন্মিবে না। 'নায়মস্তীতি চৈকে' এই বাক্যটি যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অসম্ভব হইলেও শ্রুতি এইস্থলে স্বীয় উক্তিদ্বারা উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, ক্ষণভঙ্গবাদও [বৌদ্ধদের মত] নিরাকৃত হইল (শ)।

৮৫. যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ দুর্গে (দুর্গম প্রদেশে) বৃষ্টম্ (সিক্ত) উদকম্ (জল) যথা (যেরূপ) পর্বতেষু (পার্বত্যপ্রদেশসমূহে) বিধাবতি (বিকীর্ণ হইয়া প্রবাহিত হয়), এবং (এইরূপে) ধর্মান্ (গুণসমূহকে) পৃথক্ পশ্যন্ (প্রতি জীবে পৃথক্ দর্শন করিয়া) তান্ এব অনুবিধাবতি (তাহাদেরই অনুগমন করে)।

সরলার্থ ঃ পর্বতের কোনও উচ্চতম দুর্গম প্রদেশে বৃষ্টি হইলে তাহা যেমন নানা ধারায় বিকীর্ণ হইয়া পর্বতের নিম্নপ্রদেশে ধাবিত হয় সেইরূপ যে ব্যক্তি বিভিন্ন দেহের ধর্মানুসারে আত্মাকেও পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে সে ঐ সকল ধর্মের অনুসরণ করে।

ব্যাখ্যা ঃ জীবকে যাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা পৃথক দর্শন করে তাহাদের কি অবস্থা হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

পর্বতের উচ্চ দুর্গম প্রদেশে যে বৃষ্টি পতিত হয় তাহা অতি নির্মল এবং একধারাবিশিষ্ট। কিন্তু ঐ জল যখন নিম্নদিকে পর্বতের নিম্নপ্রদেশে অবতরণ করে তখন বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত এবং গৈরিকাদির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়। সেই প্রকার এক পরমাত্মা দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু দৈহিক ধর্মগুলি বিভিন্ন হইলেও জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই বটে। বিভিন্ন জীব এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু যে অজ্ঞানী লোক সমস্ত জীবের মধ্যে এই একত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দৈহিক ধর্মভেদে বিভিন্ন দেহস্থ জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক এবং পরস্পর বিভিন্ন মনে করে সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে চ্যুত হইয়া ঐ সকল দৈহিক ধর্মেরই অনুসরণ করে এবং পরিণামে উহাদেরই মত বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইয়া শোকদুঃখ-মৃত্যুময় জীবন যাপন করে।

মন্তব্য ঃ তান্ এব অনুবিধাবতি—বিভিন্ন শরীরগত সেই সকল পৃথক ভেদের অভিমুখে ধাবিত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় (শ)।

৮৬. যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৫

অন্বয়ঃ গৌতম (হে গৌতম), যথা (যেরূপ) শুদ্ধম্ উদকম্ (শুদ্ধ জল) শুদ্ধে (নির্মল জলে) আসিক্তম্ (নিক্ষিপ্ত হইলে) তাদৃক্ এব ভবতি (সেইরূপই হয়), বিজানতঃ মুনেঃ আত্মা (জ্ঞানী মননশীল ব্যক্তির আত্মা) এবং (এই প্রকার) ভবতি (হয়)।

সরলার্থ ঃ হে গৌতম, শুদ্ধজলে শুদ্ধ জল প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা শুদ্ধ জলই থাকে। জ্ঞানবান মননশীল ব্যক্তির আত্মাও ঐ প্রকারই হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে ভেদ-দর্শী অজ্ঞানী জীবের কথা এবং এই শ্লোকে অভেদ-দর্শী জ্ঞানীর কথা বলা হইয়াছে। অজ্ঞানী জীবের চিত্ত মলিন ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। এই মলিন চিত্তে আত্মার জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু সাধনা দ্বারা সাধকের চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্মল ও বিশুদ্ধ হইলে সেই নির্মল চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। সাধক তখন উপলব্ধি করিতে পারেন যে তাঁহার আত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা। দুইটি বস্তু সমভাবাপন্ন না হইলে উহাদের সম্পূর্ণ মিলন হয় না। কাজেই ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব স্থাপন করিতে হইলে মানুষকেও একান্ত বিশুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। এজন্যই ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই প্রকারে যে মননশীল বিশুদ্ধচিত্ত আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব উপলব্ধি করেন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মেরই মত হইয়া এ সংসারে আনন্দময় অমৃতময় জীবন যাপন করেন।

মন্তব্য : 'তাদৃক্' শব্দে বোঝায় যে সাধক ঠিক ব্রহ্ম হন না, কিন্তু ব্রহ্মের মত হন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

৮৭. পুরমেকাদশদ্বারম্ অজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

অন্বয় : অজস্য অবক্রচেতসঃ [আত্মনঃ] (জন্মরহিত ও কুটিলতাহীন আত্মার) একাদশদ্বারং পুরম্ (একাদশ-দ্বার-বিশিষ্ট পুরকে) অনুষ্ঠায় (তাঁহার অধীনভাবে নিযুক্ত করিয়া, পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া) [সাধকঃ] ন শোচতি (সাধক শোক করেন না), বিমুক্তঃ চ (অহঙ্কারাদি বন্ধন মুক্ত হইয়া) বিমুচ্যতে (সংসার হইতে বিশেষভাবে মুক্তি লাভ করেন), এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা)।

সরলার্থ : একাদশ-দ্বার বিশিষ্ট পুরস্বরূপ এই দেহটি নিত্য অপরিবর্তনীয়, চৈতন্যস্বরূপ জন্মরহিত আত্মার আবাসস্থান। এই পুরস্বামী আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া সাধক বীতশোক হন এবং অহঙ্কার ও দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

ব্যাখ্যা : এই শ্রুতিতে জীবের দেহকে একটি পুররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বাহিরে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক পুরে যেমন কতকগুলি দ্বার থাকে, সেইরূপ দেহ-পুরেরও একাদশটি দ্বার আছে। এই সকল দ্বারপথেই বহির্জগতের সহিত দেহ-পুরের আদান-প্রদান চলে। ইন্দ্রিয়গণই এই সকল দ্বারের রক্ষক। প্রত্যেক পুরের যেমন একজন স্বামী বা অধিপতি থাকে সেইপ্রকার দেহপুরেরও একজন স্বামী আছেন। জীবের আত্মাই এই দেহপুরের স্বামী। এই আত্মাই দেহের প্রভু, ইঁনি বিদ্যমান আছেন বলিয়াই দেহের সমস্ত কার্য চলিতেছে। জীবের জ্ঞান ও প্রাণশক্তির সমস্ত ক্রিয়ার মূলে এই আত্মা।

এই আত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কাজেই ইহা অজ (জন্মরহিত); ইহার চৈতন্য জ্যোতি কখনও বক্র বা ম্লান হয় না, সর্বদা একরূপ থাকে। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ দেহে আত্মাভিমান করিয়া জীব আপনাকে ক্ষুদ্র ও বদ্ধ মনে করে, এবং অসংখ্য কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া আসক্তিবশতঃ বিবিধ কর্ম সম্পাদনপূর্বক তাহার ফলস্বরূপ এ-সংসারে দুঃখ ভোগ করে।

এই জীবই যখন আবার চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যান (মনন) করে, অহং জ্ঞান লোপ করিয়া এই দেহদ্বারা পরমেশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করে, তাঁহারই ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে তখন সে সমস্ত শোক-দুঃখের অতীত হয়। কারণ সর্বদুঃখ-ভয়হারী পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে আর দুঃখ বা ভয় হইবে কোথা হইতে? এইরূপে পরমেশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব দেহেন্দ্রিয় ও মনের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় এবং স্বাধীনতা ও স্বারাজ্য লাভ করে (is liberated and attains freedom)। সেই মুক্ত পুরুষ দেহপুরে অবস্থান করিয়াও ভাগবত স্বাধীনতার সহিত এই সংসারে বিচরণ করিতে পারে।

মন্তব্য ঃ একাদশদ্বারম্‌—এই দেহপুরের একাদশটি দ্বার আছে, যথা ঃ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, ব্রহ্মরন্ধ্র, নাভি, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার।

৮৮. হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্‌ হোতা বেদিষদতিথিদুর্রোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২

অন্বয় ঃ [সঃ] (সেই পরমাত্মা) হংসঃ শুচিষৎ (সূর্যরূপে আকাশবাসী), বসুঃ অন্তরিক্ষসৎ (বায়ুরূপে অন্তরিক্ষবাসী), হোতা বেদিষৎ (অগ্নিরূপে বেদিবাসী), অতিথিঃ দুরোণসৎ (ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহবাসী), নৃষৎ (সমস্ত মানুষে স্থিত), বরসৎ (সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে বাসকারী), ঋতসৎ (যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত), ব্যোমসৎ (আকাশে প্রতিষ্ঠিত), অব্‌জাঃ (তিনি জলজ শঙ্খ-শুক্তিকাদি), গোজাঃ (গো অর্থাৎ পৃথিবীজাত ধান্যযবাদি), ঋতজাঃ (যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যরূপে জাত), অদ্রিজাঃ (পর্বতজাত নদী প্রভৃতি), ঋতম্‌ বৃহৎ (তিনি ঋত ও মহান)।

সরলার্থ ঃ এই আত্মা সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। ইনি সূর্যরূপে দ্যুলোকে বাস করেন বলিয়া শুচিষৎ, সর্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া বসু, বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া অন্তরিক্ষসৎ, ইনি অগ্নিস্বরূপ বলিয়া হোতা, পৃথিবীরূপ বেদিতে বাস করেন বলিয়া বেদিষৎ অথবা তিনি বেদিতে স্থিত অগ্নি। ইনি অথিতি সোমরস-রূপে কলসীতে অথবা অতিথি ব্রাহ্মণরূপে গৃহে অধিষ্ঠিত বলিয়া দুরোণসৎ, মনুষ্যে অবস্থান করেন বলিয়া নৃষৎ, সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে বাস করেন বলিয়া বরসৎ, আকাশে বাস করেন বলিয়া ব্যোমসৎ। এই আত্মাই শঙ্খ-মৎস্যাদিরূপে জলে জন্মধারণ করেন বলিয়া অব্‌জা, ব্রীহিযবাদিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হন বলিয়া গোজা, যজ্ঞের অঙ্গ-রূপে সমুৎপন্ন বলিয়া ঋতজা, পর্বত হইতে নদীরূপে প্রবাহিত হন বলিয়া অদ্রিজা। এই আত্মাই ঋত এবং মহান।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে তিনি যে কেবল জীবের দেহপুরেই বাস করেন তাহা নহে। তিনি আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে, গৃহে, মনুষ্যে, দেবতাতে, যজ্ঞে সর্বত্র অধিষ্ঠিত আছেন। তিনিই স্থলজ, জলজ, যজ্ঞজাত, পর্বতজাত, পৃথিবীজাত সমস্ত বস্তু হইয়াছেন। তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরস্থ স্বরূপে (truth) অধিষ্ঠিত আছেন।

তিনিই ঋতরূপে (law, right) স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে সমস্ত বস্তুর বিধান করিতেছেন এবং কার্যকারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা জাগতিক সমস্ত ব্যাপার নিয়মিত করিতেছেন। তিনিই বৃহৎ, ভূমা (the great, the vast)। তিনি অসীম, অনন্ত, ভূমারূপে সমস্ত সসীম বস্তু ও খণ্ড ব্যাপারসমূহকে তাঁহার বিশ্বচৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্তমান আছেন। এই সত্য, ঋত ও বৃহৎ রূপী মহান আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন এই শ্লোকে বিহিত হইয়াছে।

৮৯. ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩

অন্বয় ঃ [সঃ] প্রাণম্‌ ঊর্ধ্বম্‌ উন্নয়তি (সেই আত্মা প্রাণবায়ুকে ঊর্ধ্বগামী করেন), অপানং প্রত্যক্‌ অস্যতি (অপানকে অধোগামী করেন), মধ্যে আসীনং বামনম্‌ (মধ্যস্থিত সেই বামনকে) বিশ্বে দেবাঃ উপাসতে (সমস্ত দেবতা উপাসনা করে)।

সরলার্থ ঃ যিনি প্রাণবায়ুকে ঊর্ধ্বগামী করেন অপানবায়ুকে অধোগামী করেন,

হৃদয়মধ্যে অবস্থিত যোগীদের ধ্যেয় সেই বরণীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় উপাসনা করে অর্থাৎ তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে।

ব্যাখ্যা ঃ দেহপুরের স্বামীরূপে যে আত্মা বাস করেন, দেহের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ এবং দেহে তিনি কি কার্য সম্পাদন করেন এই শ্লোক এবং পরবর্তী কয়েক শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

জীবদেহের জীবনীশক্তিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে প্রাণবায়ু নামে অভিহিত করা হয়। যে বিশ্বপ্রাণ দ্বারা জাগতিক সমস্ত পদার্থ সঞ্জীবিত, দেহস্থ প্রাণবায়ু তাহারই প্রকারভেদ। এই বিশ্বপ্রাণকে মুখ্যপ্রাণ বলা হয়। দেহস্থ পঞ্চ-প্রাণের কার্য, যথা ঃ প্রাণবায়ু—শ্বাস প্রশ্বাস ; অপানবায়ু—মলমূত্রত্যাগ ; সমান বায়ু—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করা ; ব্যানবায়ু—বাক্য উচ্চারণ ; উদানবায়ু—স্নায়ুর অনুভূতি। এই প্রাণবায়ুসকলের নিজস্ব কোন শক্তি নাই। আত্মার শক্তিদ্বারা চালিত হইয়াই এবং আত্মার আশ্রয়ে থাকিয়াই ইহারা স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করে।

প্রাণ ও অপান বায়ুর মধ্যভাগে হৃদয় পুণ্ডরীকই এই আত্মার বাসস্থান অর্থাৎ যোগীগণ কর্তৃক হৃদাকাশেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। সমস্ত প্রাণবায়ু এবং, ইন্দ্রিয়বর্গ এই বরণীয় আত্মার উপাসনা করে। প্রজাগণ যেরূপ উপহার-দ্রব্য আহরণ করিয়া রাজাকে উপহার দেয় ইন্দ্রিয়গণও সেরূপ বাহির হইতে রূপরসাদির অনুভূতি সংগ্রহ করিয়া আত্মাকে উপহার দেয়—ইহাই তাহাদের পূজা বা উপাসনা।

মন্তব্য ঃ মধ্যে—হৃদয়-পুণ্ডরীকরূপ আকাশে (শ) ॥ আসীনম্‌—বুদ্ধিতে, বিজ্ঞান প্রকাশকরূপে অভিব্যক্ত (শ) ॥ বামনম্‌—বরণীয়, সম্ভজনীয় আত্মাকে (শ) ; শোভন ফলপ্রাপক আত্মাকে (উ)।

৯০. অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৪

অন্বয় ঃ শরীরস্থস্য অস্য দেহিনঃ (শরীরস্থ এই আত্মা) বিস্রংসমানস্য (ভ্রংশমান হইয়া) দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য [সতঃ] (দেহ হইতে বিচ্যুত হইলে) অত্র কিং পরিশিষ্যতে (এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে) ; এতদ্বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা)।

সরলার্থ ঃ এই দেহে যে আত্মা অবস্থিত সেই আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিমুক্ত হইলে এই দেহে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ কিছুই থাকে না।

ব্যাখ্যা ঃ জীবের দেহমধ্যস্থ হৃদাকাশে অবস্থিত যে আত্মার কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে সেই আত্মাই দৈহিক সমস্ত শক্তির পরিচালক। জীবের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গ সমস্তই আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া স্বীয় কার্য সম্পাদন করে। জীবনীশক্তিসমূহও আত্মাদ্বারাই পরিচালিত হয়। অতএব দেহাধিষ্ঠিত এই আত্মা যখন দেহ হইতে মুক্ত হয়, তখন দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত জ্ঞানের কার্য বন্ধ হয়, ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ পায়, প্রাণবায়ুর কোন কার্য হয় না—দেহ তখন জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

মন্তব্য ঃ কিম্‌ অত্র পরিশিষ্যতে—পুরাধিপ বিধ্বস্ত হইলে যেরূপ পুরবাসীদের কিছু থাকে না, তদ্রূপ এই আত্মা দেহ হইতে অপগত হইলে কার্য-কারণাত্মক এই প্রাণাদি-সমষ্টি তৎক্ষণাৎ হতবল ও বিধ্বস্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা আত্মা যে প্রাণাদি হইতে ভিন্ন তাহাই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইল (শ)।

৯১. ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫

অন্বয় : কশ্চন মর্ত্যঃ (কোনও মরণশীল মানুষ) প্রাণেন ন জীবতি (প্রাণবায়ু দ্বারা জীবন ধারণ করে না), অপানেন ন (অপান বায়ুর দ্বারাও জীবনধারণ করে না), ইতরেণ তু জীবন্তি (অন্য কাহারও দ্বারা জীবিত থাকে), যস্মিন্ (যাহাতে) এতৌ উপাশ্রিতৌ (এই প্রাণ ও অপান আশ্রিত আছে)।

সরলার্থ : কোনও মরণশীল মানুষই প্রাণবায়ু, অপানবায়ু বা অন্য কোন বায়ু দ্বারাই জীবন ধারণ করে না, পরন্তু এই প্রাণ ও অপান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে দেহ হইতে পৃথক্ সেই আত্মাদ্বারাই জীবন ধারণ করে।

ব্যাখ্যা : সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে প্রাণ-অপানাদি বায়ুর কার্য দ্বারাই সে জীবন ধারণ করে, কাজেই ইহার অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই আশঙ্কা দূর করার জন্য বলা হইয়াছে যে কেবল প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ু এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। দেহের মধ্যে ইহাদের ছাড়া আরো কিছু আছেন যাঁহার উদ্দেশে এবং যাঁহার আশ্রিত থাকিয়া এই সকল প্রাণবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ তাহাদের কার্য সম্পাদন করে।

ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি সমস্তই জড়পদার্থ। ইহারা সংহত হইয়া চৈতন্যের উৎপাদন করিতে পারে না। দেহস্থিত আত্মাই এই চৈতন্যের উৎপাদক। তারপর প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়াদি সম্মিলিত ভাবেই কার্য করে ; ইহারা নিজের প্রয়োজনে কোনও কার্য করে না এবং কাহারো দ্বারা পরিচালিত না হইলে ইহারা সম্মিলিত হইতে পারে না। সংহত পদার্থমাত্রই পরার্থে কার্যকরী। গৃহাদির দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। সুতরাং প্রাণাদি কার্য ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চেতন আত্মার দ্বারা চালিত হইয়াই সম্মিলিতভাবে কার্য করে এবং এই আত্মার উদ্দেশে এবং উহার আশ্রয়ে ইহাদের সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়।

৯২. হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬

অন্বয় : গৌতম (হে গৌতম), হন্ত (ইদানীং) তে (তোমাকে) ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম (এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয়), মরণং প্রাপ্য (এবং মরণকে প্রাপ্ত হইয়া) আত্মা যথা চ ভবতি (আত্মা যেরূপ হয়) [অহং] প্রবক্ষ্যামি (আমি বলিব)।

সরলার্থ : গৌতম, এক্ষণে তোমাকে পুনরায় গুহ্য (গোপনীয়, সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য) চিরন্তন ব্রহ্মের কথা বলিব এবং দেহপাতের পর আত্মা যেরূপ হয় তাহাও বলিব।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে যমরাজ নচিকেতাকে দুইটি বিষয় বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। প্রথম : সনাতন ব্রহ্মের স্বরূপ কি এবং ব্রহ্মকে কি উপায়ে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় : মৃত্যুর পর জীবের আত্মা কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব অতি রহস্যপূর্ণ এবং দুরধিগম্য, এজন্য ইহাকে গুহ্য বলা হইয়াছে।

৯৩. যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭

অন্বয় : অন্যে দেহিনঃ (কোন কোন দেহী) যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ (স্বীয় কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে) শরীরত্বায় (শরীর গ্রহণার্থ) যোনিং প্রপদ্যন্তে (যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয়), অন্যে স্থাণুম্ অনুসংযন্তি (অপর কোন কোন দেহী স্থাবর দেহ লাভ করে)।

সরলার্থ : স্ব স্ব কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন কোন আত্মা শরীরগ্রহণার্থ যোনি-দ্বারে প্রবেশ করে অর্থাৎ শুক্র-শোণিত সংযোগে জীবরূপে জাত হয় ; অন্য কেহ কেহ বৃক্ষাদি স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় এই সম্বন্ধে যম বলিতেছেন—স্বীয় জ্ঞান ও কর্মানুসারে কোন কোন জীব মানুষ, পশু ইত্যাদি প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে। আবার কেহ কেহ বৃক্ষ, লতাদি স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয়।

৯৪. য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

অন্বয় : [সর্বপ্রাণিষু] সুপ্তেষু (সমস্ত প্রাণী নিদ্রিত হইলে) যঃ এষঃ পুরুষঃ (যে এই পুরুষ) কামং কামং নির্মিমাণঃ (কাম্যবস্তু পরস্পর নির্মাণ করিয়া) জাগর্তি (জাগিয়া থাকেন) তৎ এব শুক্রম্ (তিনিই শুদ্ধ), তৎ ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম), তৎ এব অমৃতম্ উচ্যতে (তিনিই অবিনাশী বলিয়া কথিত হন); সর্বে লোকাঃ (পৃথিবী আদি লোক) তস্মিন্ শ্রিতাঃ (তাঁহাতে আশ্রিত আছে), কশ্চন তৎ উ ন অত্যেতি (কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না) ; এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা)।

সরলার্থ : সমস্ত প্রাণী নিদ্রিত হইলে যে পুরুষ (আত্মা) কাম্যবস্তু পরম্পরা নির্মাণ করিতে করিতে জাগ্রত থাকেন তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন। তাঁহাতেই পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক আশ্রিত হইয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

ব্যাখ্যা : আচার্য শংকর এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম এই :

> নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় যখন আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে তখনও এই পুরুষ (আত্মা) জাগ্রত থাকিয়া স্বীয় অবিদ্যাপ্রভাবে স্বপ্নানুভূতি সমস্ত উৎপাদন করেন। যে সকল কল্পিত দৃশ্য আমরা স্বপ্নাবস্থায় দেখিয়া থাকি আত্মাই তাহাদের নির্মাতা এবং প্রকাশক। এই আত্মাই শুভ্র, শুদ্ধ—ইঁহাই ব্রহ্ম ; ইঁহা ছাড়া কোন গুহ্য ব্রহ্ম নাই। ইনিই অমৃত, সমস্ত লোক ইঁহাতেই আশ্রিত আছে, কেন না ইঁনিই সকলের কারণ। ইঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

এই শ্লোকের অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে :

> যিনি জীবে নিয়ন্তা হইয়া অবস্থিত, তিনি পুরুষ। ইনি প্রাজ্ঞ অন্তর্যামী। ইনি চিরজাগ্রত—সকল প্রাণী যখন নিদ্রিত তখন তিনি জাগ্রত। তিনি যদি নিরন্তর জাগ্রত না থাকিতেন বিশ্বের সমুদয় ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইত। তাঁহার

অধিষ্ঠানে নিরবচ্ছেদ বিবিধ ভোগ্য বিষয় উৎপন্ন হইতেছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—'পর্যাপ্ত পরিমাণে অভিলষিত বিষয় নির্মাণ করিতে করিতে জাগ্রত থাকেন।' তাঁহার নিরবচ্ছেদ ক্রিয়াই তাঁহার জাগ্রদবস্থা। ইনিই সেই ; ইনি—পুরুষ, সেই—ব্রহ্ম। যিনি প্রতি ভূতে অন্তর্যামী পুরুষরূপে অবস্থিত তিনি—সমুদয় বিশ্ব আপনার অন্তর্ভূত করিয়া যিনি বিদ্যমান এবং ব্রহ্ম নামে অভিহিত—তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন। (উপাধ্যায় ঃ বেদান্ত সমন্বয়)।

৯৫. অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯

অন্বয় ঃ যথা (যেরূপ) একঃ অগ্নিঃ (এক অগ্নি) ভুবনং প্রবিষ্টঃ (ভুবনে প্রবিষ্ট থাকিয়া) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব (রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন), তথা (তদ্রূপ) একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা (একমাত্র সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ (রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন), বহিঃ চ (উহার বাহিরেও আছেন)।

সরলার্থ ঃ একই অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছে, সেইরূপ এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।

ব্যাখ্যা ঃ সর্বদেহে, সর্বরূপে একই আত্মা বিদ্যমান। অগ্নির সহিত উপমা দ্বারা এই বিষয়টি এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। অগ্নি যেমন এক এবং অরূপ হইয়াও এই জগতের প্রত্যেক বস্তুতে প্রবেশপূর্বক ঐ বস্তুর রূপানুসারে তাহারই প্রতিরূপ হইয়া প্রকাশ পায় সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা ব্রহ্ম এক এবং অরূপ হইয়াও স্বীয় জ্ঞানে নিহিত রূপসমূহের প্রতিরূপ আকারে বিশ্বে প্রকাশিত হইয়াছেন।

এই কথার অর্থ এই যে, জগতে যেসকল রূপ আমরা দেখিতে পাই সেই সমস্তই ব্রহ্মের জ্ঞানে নিহিত এবং তাঁহার জ্ঞানে নিহিত রূপসমূহই জীবের নিকট উহাদের প্রতিরূপ আকারে প্রকাশ পাইতেছে। জীব তাঁহার ইন্দ্রিয়-মনের ক্রিয়া দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করে তাহা প্রতিরূপাত্মক, প্রাতিভাসিক (representative), কাজেই জীব বস্তুসমূহের আসল রূপটি দেখিতে পায় না। তাহার নিকট প্রতিরূপটিই (representation) প্রকাশিত হয় বলিয়া বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম উহাদের প্রতিরূপ হইয়া বিশ্বে প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্ম সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করিলেও ঐ সকল রূপে তিনি আবদ্ধ নহেন। ইহাদের অতীত তিনি অবিকৃত রূপে আছেন। উহাদের অন্তরেও তিনি, উহাদের বাহিরেও তিনি। তিনি সর্বগত (immanent) এবং সর্বাতীত (transcendent)।

মন্তব্য ঃ রূপং রূপং প্রতিরূপঃ—অতি সূক্ষ্মত্বহেতু কাষ্ঠে প্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় সর্বদেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহাদের প্রতিরূপ হইয়াছেন (শ) ; রূপে রূপে তত্তৎ অনুরূপ (উ) ॥ বহিশ্চ—তথাপি আকাশের ন্যায় স্বরূপতঃ অবিকৃত রহিয়াছেন (শ) ; তাহার বাহিরেও আছেন (উ)।

৯৬ বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০

অন্বয় ঃ একঃ বায়ুঃ (এক বায়ু) যথা ভুবনং প্রবিষ্টঃ (যেরূপ জগতে প্রাণরূপে

প্রবিষ্ট হইয়া) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব (রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছে), তথা (সেইরূপে) একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের এক অন্তরাত্মা) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ [বভূব] (রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছে), বহিঃ চ (এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন)।

সরলার্থ ঃ একমাত্র বায়ু যেমন জগতে প্রাণরূপে প্রবিষ্ট হইয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছে, সেইরূপ একমাত্র সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন এবং উহাদের বাহিরেও আছেন।

৯৭. সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ যথা (যেরূপ) সূর্যঃ (সূর্য) সর্বলোকস্য চক্ষুঃ [সন্ অপি] (সর্বলোকের একমাত্র চক্ষু হইয়াও) চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ (চক্ষুসম্বন্ধীয় বাহ্য-পদার্থগত দোষসমূহ দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না), তথা (তদ্রূপ) একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের এক অন্তরাত্মা) লোকদুঃখেন ন লিপ্যতে (লোকদুঃখে লিপ্ত হয় না), [যতঃ সঃ] বাহ্যঃ (যেহেতু তিনি বাহ্য)।

সরলার্থ ঃ সমস্ত লোকের চক্ষুস্বরূপ এক সূর্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য, বাহ্য, অশুচি বস্তুর দোষে লিপ্ত হইয়া নিজে কোনপ্রকারে দূষিত হয় না, সেইরূপ এক আত্মা সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও লোকদুঃখে লিপ্ত বা সম্বন্ধ হয় না অর্থাৎ জীবের দুঃখ পরমাত্মাকে ভোগ করিতে হয় না, কারণ তিনি নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র-স্বভাব।

ব্যাখ্যা ঃ এক পরমাত্মা সমস্ত জীবের অভ্যন্তরে বাস করেন। কাজেই জীবের সুখ-দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় এই আশংকায় বলা হইতেছে—এক সূর্য দ্বারাই জগতের অসংখ্য বস্তু আলোকিত হইয়া থাকে। ঐ আলোক জীবের চক্ষুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই জীব বিভিন্ন বস্তু দর্শন করে। এই কারণে সূর্যকে সর্বলোকের চক্ষু বলা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ চক্ষুদ্বারা অনেক অশুচি এবং অনিষ্টকর পদার্থও দর্শন করিয়া থাকে। ঐ সকল পদার্থ দর্শনের দরুন যে সকল চাক্ষুষ দোষ ঘটিয়া থাকে তাহা সূর্যদেবকে স্পর্শ করে না। কারণ মানুষের দৃষ্টির ব্যাপারে সূর্যদেব নির্লিপ্ত।

সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সমস্ত জীবের অন্তরে অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে অবস্থান করিয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। কিন্তু জীব অহংবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ যে সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং কর্মফলে আসক্তিবশতঃ যে সুখদুঃখ ভোগ করে তাহা পরমাত্মাকে ভোগ করিতে হয় না। কারণ পরমাত্মা সর্বজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিলেও জীবের কর্ম ও কর্মফলে নির্লিপ্ত। এই জন্যই তাঁহাকে বাহ্য বলা হইয়াছে। এই অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততার দরুনই জীবের সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

৯৮. একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২

অন্বয় ঃ সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা) একঃ বশী (এক হইয়াও সকলের নিয়ন্তা), যঃ একং রূপং বহুধা করোতি (যিনি এক রূপকে বহুপ্রকার করেন),

যে ধীরাঃ (যে জ্ঞানিগণ) তম্ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি (তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিতে পান) তেষাম্ [এব] শাশ্বতং সুখং [ভবতি] (তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়), ন ইতরেষাম্ (অপরের হয় না)।

সরলার্থ : যিনি এক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, যিনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন সেই পরমাত্মাকে যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী ; অপরে নহে।

ব্যাখ্যা : একই শ্লোকে জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক বলা হইয়াছে যে সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মাকে যিনি নিজের আত্মারূপে দর্শন করেন তিনিই শাশ্বত সুখ অনুভব করেন। এই পরমাত্মা এক, পূর্ণ, অখণ্ড সত্তা। তিনি সংখ্যায় এক নহেন, সমস্ত বহুকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিপূর্ণ এক। তিনি বশী, আত্মবশে স্থিত, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। সমস্ত জগৎ তাঁহারই বশে, আশ্রয়ে স্থিত। তিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা। তিনি সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া সকলকে অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি এক হইয়াও সৃষ্টিতে আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সৃষ্টি একেরই বহু-ভবন। এই বহু মিথ্যা নহে, ইহা একেরই লীলা।

যাঁহারা সর্বভূতের অন্তরস্থ এই আত্মাকে নিজের আত্মারূপে দর্শন করেন তাঁহারাই এই সংসারে শাশ্বত, অবিনাশী সুখের অধিকারী হন। কারণ, এই সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরম ব্রহ্ম রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন তাঁহারাও আনন্দময় হন। পক্ষান্তরে যাহারা নিজেদের অন্তরে এই পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না, দেহকেই আত্মা মনে করে এবং পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিষয়-সুখের জন্য লালায়িত হয় তাহারা ব্রহ্মানন্দরূপ শাশ্বত সুখের স্বাদ পায় না।

‘অনুপশ্যন্তি’ শব্দে বোঝায় সাক্ষাৎ দৃষ্টি। আমরা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা সাক্ষাৎ-দর্শন নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয় মনের কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, উহাদের বিকার দূরীভূত হইলে বুদ্ধি নির্মল হয় এবং বুদ্ধি নির্মল হইলে বিজ্ঞান বা বোধি (intuitive perception) স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই বোধিদ্বারাই অন্তঃস্থ পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়। এখানে যে ‘শাশ্বত সুখ’-এর কথা বলা হইল তাহা জীবের ইন্দ্রিয়-মনের ক্রিয়াজনিত সুখ হইতে ভিন্ন। বিষয়ের সুখ ইন্দ্রিয়মনের উত্তেজনার ফল— উহা দুঃখমিশ্রিত, অনিত্য ; আর ব্রহ্মানন্দ শান্ত, শাশ্বত এবং দুঃখলেশ-শূন্য।

মন্তব্য : একঃ—সেই পরমেশ্বর সর্বগত, স্বতন্ত্র, এক, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই (শ)॥ বশী—সমস্ত জগৎ তাঁহার বশে আছে, কারণ তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা (শ) ; আত্মবশে স্থিত (উ)॥ একং রূপং বহুধা যঃ করোতি—তিনি স্বরূপতঃ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, এই শক্তিপ্রভাবে তিনি সর্বদা একরস বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘনরূপ আত্মসত্তাকে [আপনাকে] নামরূপাদি অশুদ্ধ উপাধিভেদে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন (শ) ; স্বরূপকে পাত্রভেদে বহু করেন (উ)।

৯৯. নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১৩

অন্বয় : যঃ নিত্যানাং নিত্যঃ (নিত্যগণের মধ্যে যিনি নিত্য), চেতনানাং চেতনঃ

(চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন), (যঃ) একঃ [সন্] বহূনাং কামান্ বিদধাতি (তিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম্যবস্তুসকল বিধান করেন), যে ধীরাঃ তম্ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি (যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকে স্বরূপে দর্শন করেন) তেষাম্ [এব] শাশ্বতী শান্তিঃ (তাহাদেরই শাশ্বতী শান্তি হয়), ন ইতরেষাম্ (অপরের নহে)।

সরলার্থ : নিত্যগণের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, এক হইয়াও যিনি বহু প্রাণীর কাম্যবস্তু বিধান করেন তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মস্থ দেখেন তাঁহাদেরই শাশ্বত শান্তি, অপরের নহে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে :

এই পরমাত্মা নিত্যগণের মধ্যে নিত্য। নিত্যগণ বলিতে জীবকেই বুঝাইতেছে। জীবও নিত্য বটে, কিন্তু জীবের নিত্যতা ব্রহ্ম হইতে লব্ধ। ব্রহ্মের সহিত যোগ-বশতঃই জীব নিত্য। চেতনগণের মধ্যে তিনি চেতন। এস্থলে চেতনগণ বলিতেও জীবকেই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মের চৈতন্যেই জীব চেতনাবান, ব্রহ্মই সকল জীবের চেতয়িতা।

ব্রহ্ম কেবল জীবকে তাহার নিত্যতা এবং চৈতন্য দান করিয়াছেন তাহা নহে, জীবের সহিত তিনি আরও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ। তিনি এক হইয়াও অসংখ্য জীবের অভিলষিত প্রয়োজন মিটাইতেছেন এবং প্রত্যেককে তাহার কর্মানুযায়ী ফল প্রদান করিতেছেন।

যাঁহারা এই পরমাত্মাকে নিজেদের আত্মারূপে দর্শন করেন, নিজেদের মধ্যে পরমাত্মার নিত্যপ্রকাশ উপলব্ধি করেন তাঁহারাই শাশ্বত শান্তি লাভ করেন, বিষয়-বাসনা দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয় না। পক্ষান্তরে পরম পুরুষ হইতে যাহারা বিচ্যুত, যাহারা সর্বজীবের চেতয়িতা ও কর্মফলবিধাতা পরমাত্মাকে নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে পারে না, নিজের আত্মাকে অপর সকলের আত্মার সহিত এক করিয়া ভাবিতে পারে না তাহাদের পক্ষে শাশ্বত সুখ বা শান্তি লাভ করা অসম্ভব।

পূর্বশ্লোকে যে শাশ্বত সুখের কথা বলা হইয়াছে এবং এই শ্লোকে যে শাশ্বত শান্তির কথা বলা হইল—উভয়েই এক। বাস্তবিক পক্ষে যাহা শাশ্বত সুখ বা ব্রহ্মানন্দ তাহাই চির-শান্তিপ্রদ।

মন্তব্য : নিত্যঃ অনিত্যানাম্ (শঙ্করাচার্য-ধৃত পাঠ)—বিনাশী পদার্থসমূহের মধ্যে অবিনাশী (শ) ; নিত্যঃ নিত্যনাম্ (উপাধ্যায়-ধৃত পাঠ)—নিত্যগণের মধ্যে যিনি নিত্য (উ)॥ চেতনঃ চেতনানাম্—চেতনবান ব্রহ্মাদি প্রাণীসমূহের চেতয়িতা অনগ্নি জলাদি পদার্থের দাহকত্ব যেরূপ অগ্নিসংযোগবশতঃই জন্মিয়া থাকে সেইরূপ অন্য সকল পদার্থের চৈতন্য আত্মচৈতন্য সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন হয় (শ)॥ বহূনাং কামান্ বিদধাতি—বহু সংসারকামী লোকদের কর্মানুরূপ কর্মফল ও স্বীয় অনুগ্রহপ্রদত্ত কাম্যবস্তুসমূহ অনায়াসে প্রদান করেন (শ)।

১০০. তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥ ১৪

অন্বয় : [যৎ] অনির্দেশ্যং পরমং সুখম্ (যে অনির্দেশ্য পরম সুখকে) [যতয়ঃ] (যতিগণ) তৎ এতৎ (তিনি এই) ইতি মন্যন্তে (এরূপ মনে করেন),

তৎ কথং নু বিজানীয়াম্ (তাঁহাকে আমি কি প্রকারে জানিব), কিমু ভাতি বিভাতি বা (তিনি কি আপনি প্রকাশ পান অথবা তাঁহাকে বিস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়)।

সরলার্থ : সেই অনির্দেশ্য পরম সুখকে যতিগণ 'ইহাই তাহা' অর্থাৎ 'ইহাই সুখ-স্বরূপ ব্রহ্ম' এই প্রকার সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। এই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কি নিজেই প্রকাশ পান, অথবা মন-বুদ্ধির গোচর হইয়া প্রকাশিত হন তাহা আমি কি প্রকারে জানিব ?

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে শাশ্বত পরম সুখের কথা বলা হইয়াছে তাহাকে কোনও লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও ব্যক্ত করা যায় না। কেবল ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত আত্মানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই স্বহৃদয়ে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। এই পরম আনন্দের যখন সাক্ষাৎ অনুভূতি হয় তখন যোগী মনে করেন—ইহাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, আনন্দরূপে তিনিই প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই আনন্দরূপ ব্রহ্ম সাধকের অন্তরতম প্রদেশে কি স্বতঃই অর্থাৎ নিজের জ্যোতিতে প্রকাশ পান (ভাতি) অথবা আমাদের মন-বুদ্ধির আলোক দ্বারা জাগতিক বস্তুর ন্যায় বিস্পষ্টরূপে প্রকাশিত বা বিভাত হন (বিভাতি)। ইহার উত্তর কেবল তাঁহারাই বলিতে পারিবেন যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া নিজের আত্মাতে সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যে অর্থাৎ যাহাদের অনুভূতি হয় নাই তাহারা কি প্রকারে জানিবে ?

মন্তব্য : অনির্দেশ্যং পরমং সুখম্—সেই যে আত্মানুভূতি-জনিত পরম ও প্রকৃষ্ট সুখ তাহা নির্দেশের [বিশেষরূপে জ্ঞাপনের] অযোগ্য এবং প্রাকৃত পুরুষদের বাক্য ও মনের অযোগ্য হইলেও (শ)॥ তৎ এতৎ ইতি মন্যন্তে—বীতস্পৃহ ব্রাহ্মণগণ উহাকে 'তৎ এতৎ' অর্থাৎ ইহাই সেই সুখ : এইরূপে প্রত্যক্ষ বলিয়াই মনে করেন (শ)॥ তৎ [সেই পরোক্ষ ব্রহ্মকে] এতৎ [এই অপরোক্ষ ব্রহ্ম] বলিয়া মনে করেন (উ)।

১০১ ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫

অন্বয় : তত্র (সেখানে অর্থাৎ ব্রহ্মসন্নিধানে) সূর্যঃ ন ভাতি (সূর্য দীপ্তি পায় না) ন চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্রতারকাও দীপ্তি পায় না), ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (এই বিদ্যুৎসকলও দীপ্তি পায় না), অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (এই অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে), তম্ ভান্তম্ এব সর্বম্ অনুভাতি (দীপ্যমান তাঁহার অনুগত হইয়াই সমস্ত দীপ্তি পায়) তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি (তাঁহারই দীপ্তিতে এই সকলে দীপ্যমান)।

সরলার্থ : ব্রহ্মসন্নিধানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকাও দীপ্তি পায় না, এই সকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না। এই অল্প-দীপ্যমান অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে ? দীপ্যমান তাঁহার অনুগত হইয়াই এইসকল দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্যমান।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে ব্রহ্ম যে আনন্দরূপে জীবের হৃদয়ে প্রকাশ পান তাহা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে ব্রহ্ম যে জ্যোতিরূপে জগৎকে প্রকাশ করিতেছেন তাহাই বলা হইয়াছে।

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান বস্তু দ্বারাই জগতের সমস্ত বস্তু প্রকাশিত

হয়। কিন্তু ইহারা ব্রহ্মের নিকট নিষ্প্রভ, ইহারা জগতের বস্তুনিচয়কে প্রকাশ করিলেও নিজেদের আত্মভূত ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না। তারপর চন্দ্র সূর্যাদির নিজস্ব কোন জ্যোতি নাই। ইহাদের যা কিছু জ্যোতি, যা প্রকাশ করিবার শক্তি—সমস্তই জ্যোতিস্বরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতে লব্ধ। কাজেই ব্রহ্মের জ্যোতি দ্বারা জ্যোতিষ্মান হইয়া ব্রহ্মের অনুগত ভাবে ইহারা প্রকাশ পায় এবং অপরকে প্রকাশ করে। উহাদের স্বতন্ত্র কোনও প্রকাশ-শক্তি নাই। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহার জ্যোতিতেই সমস্ত প্রকাশিত।

তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্—এস্থলে 'সর্বম্' বলিতে চন্দ্রসূর্যাদি জ্যোতিষ্মান বস্তু ব্যতীত আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকেও বুঝাইতেছে। ইহারাও প্রকৃতির অংশ, ইহাদের নিজস্ব কোনও প্রকাশ-শক্তি নাই, ইহাদের যা কিছু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহাও ব্রহ্ম হইতে লব্ধ।

এখানে পূর্ব শ্লোকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, ইহাদের বিক্ষোভ ও মালিন্য দূর হইয়া দর্শনের সমস্ত অন্তরায় অপগত হইলে সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্ম স্বতঃই প্রকাশিত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

১০২. ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

অন্বয় ঃ এষঃ অশ্বত্থঃ (এই সংসাররূপ অশ্বত্থ) ঊর্ধ্বমূলঃ (ঊর্ধ্বমূল) অবাক্‌শাখঃ (নিম্নগামী শাখাবিশিষ্ট), সনাতনঃ (প্রবাহক্রমে নিত্য), তৎ এব শুক্রম্ (তিনিই অর্থাৎ সেই মূলই শুদ্ধ), তৎ ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম), তৎ এব অমৃতম্ উচ্যতে (তিনিই অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী বলিয়া কথিত); তস্মিন্ (সেই ব্রহ্মে) সর্বে লোকাঃ শ্রিতাঃ (সমস্ত লোক আশ্রিত হইয়া আছে), কশ্চন তৎ উ ন অত্যেতি (তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না), এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)।

সরলার্থ ঃ এই যে সংসার-বৃক্ষ ইহা অশ্বত্থের ন্যায় অচিরস্থায়ী, সর্বোচ্চ ব্রহ্মরূপ মূল হইতে ইহা উৎপন্ন, ইহার শাখাগুলি জীবাদিরূপে নিম্নদিকে বিস্তৃত, ইহা সনাতন অর্থাৎ প্রবাহক্রমে নিত্য। এই সংসার-বৃক্ষের যিনি মূল তিনিই ব্রহ্ম—তিনি শুদ্ধ, তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত। তাঁহাতেই পৃথিবী সহ সমস্ত লোক আশ্রিত আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে সংসারকে একটি বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সাধারণ বৃক্ষের সহিত উহার পার্থক্য এই যে, সাধারণ বৃক্ষের মূল থাকে নিম্নদিকে আর শাখা-প্রশাখা থাকে ঊর্ধ্ব দিকে। কিন্তু সংসার-বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বে অবস্থিত, শাখা-প্রশাখা নিম্নদিকে বিস্তৃত। বৃক্ষের মূল অদৃশ্য থাকিলেও যেমন বৃক্ষ দেখিলেই ধারণা করা যায় যে ইহার অবশ্য মূল আছে, সেইরূপ এই সংসার দেখিয়াই ধারণা করা যায় যে কোথাও ইহার মূল নিশ্চয়ই আছে।

পরম ব্রহ্মই এই সংসার-বৃক্ষের মূল। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি। জগৎ প্রথমে অব্যক্তরূপে ব্রহ্মে নিহিত ছিল, পরে সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার শাখা-প্রশাখা জীব ও জড় জগৎরূপে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হইয়াছে। এই সংসার অশ্বত্থবৃক্ষের মতই অচিরস্থায়ী। এই জাগতিক বস্তুসমূহের নিয়ত পরিবর্তন ও ধ্বংস হইতেছে। আজ যাহা আছে কাল তাহা থাকিবে না, কিন্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল হইলেও ইহা প্রবাহক্রমে নিত্য। এই সংসার-প্রবাহ কবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না, কবে শেষ হইবে তাহাও অজ্ঞাত।

এই সংসারের মূল যিনি তিনি শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত। ব্রহ্ম যে কেবল জগৎ-বৃক্ষের মূল তাহা নহে, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোক তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত। কেহই এই আশ্রয় ত্যাগ করিরা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইতে পারে না।

মন্তব্য ঃ ঊর্ধ্বমূলঃ—ঊর্ধ্ব [উৎকৃষ্ট যে বিষ্ণুর পরম পদ তাহাই] মূল [আদি

কারণ] যাহার ; অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর বৃক্ষাদি পর্যন্ত যে সংসার-বৃক্ষ তাহাই ঊর্ধ্বমূল (শ) ; সর্বাতীত ব্রহ্ম মূল যাহার (উ)। অবাক্‌শাখঃ—অবাক্ [অধোগামী] শাখা [স্বর্গ, নরক, তির্যক্ ও প্রেতাদিরূপ শাখাসমূহ] যাহার (শ) ; অবাক্ [অধোগত] শাখা [মহাভূতাদি] যাহার (উ)। অশ্বত্থঃ—যাহা শ্ব [আগামী কল্য] থাকে না ; অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় কামনাও তদনুগত কর্মরূপ বায়ুদ্বারা সর্বদা চঞ্চলস্বভাব (শ)। সনাতনঃ—অনাদি বলিয়া চিরপ্রবৃত্ত (শ) ; প্রবাহক্রমে নিত্য (উ)।

১০৩. যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২

অন্বয় ঃ যৎ ইদং কিঞ্চ জগৎ (এই যা কিছু গতিশীল পদার্থ) সর্বম্ [প্রাণেভ্যঃ] নিঃসৃতম্ [সৎ] (সমস্তই প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া) প্রাণে এজতি (প্রাণস্বরূপ তাঁহাতে কম্পিত অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হইতেছে), [তৎ ব্রহ্ম] উদ্যতং বজ্রম্ (সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায়) মহৎ ভয়ম্ (মহৎ ভয়), যে এতৎ বিদুঃ (যাঁহারা ইঁহাকে জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁহারা মৃত্যুরহিত হন)।

সরলার্থ ঃ এই যাহা কিছু জগৎ (জাগতিক পদার্থ) সমস্তই প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রাণেই স্পন্দিত অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হইতেছে। তিনি উদ্যতবজ্র পুরুষের ন্যায় মহৎ ভয়ের কারণ। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মই জগতের মূল। এই ব্রহ্ম হইতেই জগৎ নিঃসৃত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'নিঃসৃত' শব্দে বোঝায় যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মেই নিহিত ছিল, তারপর ব্রহ্মের চিৎতপস্ (energy of consciousness) দ্বারা জগৎরূপে সৃষ্টিতে প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর জগৎ যে কেবল ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহা নহে, ব্রহ্মের প্রাণশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইহা স্পন্দিত এবং ক্রিয়াশীল হইতেছে। জগতের উৎপত্তি যেমন ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ নহে, উহার ক্রিয়াবত্তাও ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ নহে। জগতের নিয়ন্তাও ব্রহ্ম। তাঁহার এই নিয়ন্তৃত্ব একটি রূপক দ্বারা বোঝান হইয়াছে। বজ্রহস্ত রাজাকে দেখিয়া অধীনস্থ প্রজাবর্গ যেমন তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া যথাপ্রাপ্ত আদেশ পালন করে সেইরূপ সমস্ত বিশ্ব এই রাজাধিরাজ পরম পুরুষের অলঙ্ঘ্য বিধানদ্বারা চালিত ও শাসিত হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছে।

এইরূপে যাঁহারা পরব্রহ্মকে সমস্ত জীব ও জড় জগতের উৎপাদক, প্রাণদাতা এবং নিয়ন্তা বলিয়া জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। তাঁহারা এই নশ্বর সংসারে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুময় জীবন যাপন করেন না।

এই দুইটি শ্লোক হইতে হইাই সিদ্ধান্ত হয় যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম যে জগতের মূল, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেই যে জগৎ আশ্রিত, সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া যে জগৎ ব্রহ্ম কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহা কখনও অসৎ বা মিথ্যা হইতে পারে না।

১০৪. ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ ভয়াৎ অস্য অগ্নিঃ তপতি (ইঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়), ভয়াৎ সূর্যঃ

তপতি (ইঁহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দেয়), ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ ধাবতি (ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও যম স্ব স্ব কার্যে ধাবিত হয়)।

সরলার্থ : ইঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, ইঁহারই ভয়ে সূর্য উত্তাপ দেয়, ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু (যম) ধাবমান অর্থাৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা : কেবল যে জড় ও জীব জগৎ এই পরম পুরুষের ভয়ে তাঁহার শাসন মানিয়া চলিতেছে তাহা নহে, লোকপাল দেবগণও তাঁহার শাসনে অবস্থিত। অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণই এই জগতের লোকপাল এবং অতীব পরাক্রমশালী, কিন্তু ইহারাও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অলংঘ্য বিধানের অধীন হইয়া স্ব স্ব কর্ম ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদন করে। সর্বসংহারক মৃত্যুও তাঁহার শাসনের অধীন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন বা স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিবার শক্তি কাহারও নাই।

১০৫. ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪

অন্বয় : চেৎ (যদি) ইহ (এই লোকে) শরীরস্য বিস্রসঃ প্রাক্ (শরীরের ধ্বংসের পূর্বে) বোদ্ধুম্ অশকৎ [জীবঃ] (জীব যদি ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয়) [তর্হি বন্ধনাৎ মুচ্যতে] (তাহা হইলে এ জীবনেই সে বন্ধনমুক্ত হয়) ; [বোদ্ধুম্ অশক্তঃ চেৎ] (আর যদি ব্রহ্মকে জানিতে জীবিতকালে অসমর্থ হয়), ততঃ (তবে) সর্গেষু লোকেষু (পৃথিব্যাদি লোকসমূহে) শরীরত্বায় কল্পতে (শরীরধারণের যোগ্য হয়)।

সরলার্থ : এই দেহের ধ্বংসের পূর্বেই যদি কেহ এই দেহেই সেই ব্রহ্মকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় (তবে সে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়) ; (আর যদি কেহ এই দেহে তাঁহাকে জানিতে না পারে) তবে সেই অজ্ঞানহেতু পৃথিবী আদি সৃষ্ট লোকসমূহে তাহাকে পুনরায় শরীর ধারণ করিতে হয়। অথবা ইহলোকে দেহপাতের পূর্বে জীব যদি ব্রহ্মকে বুঝিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সে মৃত্যুর পর বিবিধ লোকে শরীর লাভ করে।

ব্যাখ্যা : ভাষ্যকার শংকর এই শ্রুতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সরলার্থ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে 'বোদ্ধুম্' শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে জানা, ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করা। কিন্তু এই জ্ঞান দুই প্রকারের হইতে পারে। এক প্রকার—অপরোক্ষ জ্ঞান, দ্বিতীয় প্রকার – পরোক্ষ জ্ঞান।

সাক্ষাৎ-দৃষ্টি জনিত যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। জীব যখন পরমাত্মাকে স্বহৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে তখনই তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। যাঁহারা ব্রহ্মের এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন তাঁহারা ইহজীবনের সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। তাঁহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

শাস্ত্র ও আচার্য হইতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। এই পরোক্ষজ্ঞান-বিশিষ্ট লোকেরা পরোক্ষ জ্ঞানে আত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না। পরোক্ষ জ্ঞানে আত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না। এই পরোক্ষজ্ঞান-বিশিষ্ট লোকেরা মৃত্যুর পরে স্ব স্ব জ্ঞান অনুসারে বিবিধ লোকে বিবিধ প্রকারের দেহ ধারণ করে। তাহাদের জ্ঞানই তাহাদের দেহ—স্বীয় জ্ঞানানুযায়ী তাহাদের দেহ হয়।[১] অতএব ইহজীবনেই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য।

[১] দ্রঃ যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥ কঠ, ২।২।৭

১০৬. যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে।
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫

অন্বয় : আদর্শে (দর্পণে) যথা [প্রতিবিম্বভূতঃ দৃশ্যতে] (যেরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়) তথা আত্মনি (সেইরূপ বুদ্ধিতে ব্রহ্মদর্শন হয়), স্বপ্নে যথা (স্বপ্নে যেরূপ) তথা পিতৃলোকে (পিতৃলোকে সেইরূপ), অপ্সু যথা (জলে যেরূপ) তথা গন্ধর্বলোকে (সেইরূপ গন্ধর্বলোকে) [আত্মা] পরিদদৃশে ইব (আত্মা যেন পরিদৃষ্ট হয়), ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) ছায়াতপয়োঃ ইব (ছায়া ও আতপের ন্যায় দর্শন হয়)।

সরলার্থ : নির্মল দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বিত মুখের ন্যায় জীবের নির্মল বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃলোকে আত্মা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর মত অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়, গন্ধর্বলোকে জলে প্রতিবিম্বিত মুখের ন্যায় অস্পষ্টভাবেই আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মলোকে রৌদ্র ও ছায়ার ন্যায় অত্যন্ত বিলক্ষণভাবে আত্ম ও অনাত্ম পদার্থের দর্শন লাভ ঘটে।

ব্যাখ্যা : পূর্বমন্ত্রে জীবের জ্ঞানানুসারে মৃত্যুর পর বিভিন্ন লোকে শরীর পরিগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। এখন বিভিন্ন লোকে, জ্ঞানের বিবিধ স্তরে, আত্মার কিরূপ দর্শন হয় তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়।

মানুষের বুদ্ধি যখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে তখন আত্মার দর্শনলাভ হয় না। অজ্ঞানী মানুষের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকায় মলিন দর্পণের মত সেই মলিন বুদ্ধিতে আত্মা প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু সাধন দ্বারা বুদ্ধি সংস্কৃত ও নির্মল হইলে সেই নির্মল বুদ্ধিতে পরিষ্কারভাবে আত্মদর্শন হয়—নির্মল দর্পণে যেরূপ মুখের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায় সেইরূপ।

পিতৃলোকবাসীদের চিত্তে পূর্বজন্মের সংস্কার বর্তমান থাকে বলিয়া তাহাদের স্পষ্ট আত্মদর্শন হয় না। সেখানে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অস্পষ্টভাবে আত্মার দর্শন লাভ হয়। গন্ধর্বলোকবাসীদের অবস্থাও অনুরূপ। তাহাদের আত্মদর্শনও অস্পষ্ট, ঠিক জলমধ্যে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের মত। অন্যান্য লোকেও এইভাবে আত্মপ্রতীতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মলোকেই ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় পরিস্ফুট রূপে আত্মার দর্শন হয়।

মন্তব্য : ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোকে—শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুসারে অন্যান্য লোকেও এইভাবে আত্মার বিভিন্ন প্রতীতি হইয়া থাকে। কেবল ব্রহ্মলোকেই ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় অত্যন্ত বিবিক্ত অর্থাৎ অতি স্পষ্টরূপে আত্মার দর্শন হয়। কিন্তু ঐ ব্রহ্মলোক অতি দুর্লভ, কারণ বিশিষ্ট কর্ম ও জ্ঞান বা উপাসনা দ্বারাই উহা লভ্য। অতএব ইহলোকেই আত্মার দর্শনের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য—ইহাই অভিপ্রায় (শ)।

১০৭. ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬

অন্বয় : পৃথক্ উৎপদ্যমানানাম্ (আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথকভাবে উৎপন্ন) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) পৃথক্ ভাবম্ (আত্মা হইতে পৃথক ভাব), [অথ তেষাম্] উদয়াস্তময়ৌ চ যৎ (এবং তাহাদের উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ জাগ্রত ও

নিদ্রাবস্থা যাহা) [এতৎ] মত্বা (ইহা জানিয়া) ধীরঃ ন শোচতি (জ্ঞানী ব্যক্তি শোক করেন না)।

সরলার্থ : জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথকভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা চেতন আত্মা হইতে পৃথক, জাগ্রতাবস্থায় ইহারা ক্রিয়াশীল থাকে এবং নিদ্রিতাবস্থায় ইহাদের লয় হয়। আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের এই সকল পৃথকভাব যিনি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি আর শোক করেন না।

ব্যাখ্যা : অজ্ঞানী মানুষ ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধিযুক্ত দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে। এই অজ্ঞান দূর করিতে হইলে আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের পার্থক্য উপলব্ধি করা দরকার। এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও আত্মা হইতে উহাদের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্চভূত হইতেই পৃথক পৃথক ভাবে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক বিকার হইতে যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় উদ্ভূত হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটি রাজস অংশ হইতে ক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণের জন্ম। পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ উহাদেরই মত জড়ভাবাপন্ন এবং কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য বলিয়া বিনাশশীল। এই ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব ও বিলয় আছে। জীবের জাগরণকালে ইহারা ক্রিয়াশীল হয়, নিদ্রিতাবস্থায় ইহাদের কোনও ক্রিয়া থাকে না।

আত্মা কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথক। ইন্দ্রিয়গণ জড়, আত্মা চেতন ; আত্মা জন্মরহিত, ইহা কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য নহে, কাজেই ইহা অবিনাশী। ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় আত্মার উদ্ভব ও বিলয় নাই। ইহা সর্বদা একভাবে স্থিত। অজ্ঞানী মানুষ আত্মা হইতে দেহের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দেহকেই আত্মা মনে করে, ফলে বিবিধ শোকদুঃখ দ্বারা পীড়িত হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানী মনে করেন 'আমি দেহ নহি, আমিই আত্মা ; আমি অজ, অবিনাশী, সর্বদা একভাবে স্থিত্।' সুতরাং কোন প্রকার শোকদুঃখে তিনি ব্যথিত হন না।

> ১০৮. ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ।
> সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭

অন্বয় : ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্ (ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ সত্ত্বম্ উত্তমম্ (মন হইতে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ), সত্ত্বাৎ মহান্ আত্মা অধি (সত্ত্ব হইতে মহান আত্মা অধিক), মহতঃ অব্যক্তম্ উত্তমম্ (মহৎ হইতে অব্যক্ত উত্তম)।

সরলার্থ : ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ, সেই মহৎ তত্ত্ব অপেক্ষাও অব্যক্ত (পরা প্রকৃতি) শ্রেষ্ঠ।

মন্তব্য : যে আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়ের পৃথকভাব বলা হইয়াছে, সেই আত্মা বাহিরে জ্ঞাতব্য নহে, কারণ সেই আত্মা সকলেরই প্রত্যক্স্বরূপ ॥ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ—ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়সমূহও ইন্দ্রিয়ের সমজাতীয় [অচেতন জড় পদার্থ], এই কারণে ইন্দ্রিয়-গ্রহণেই সেই বিষয়সমূহেরও গ্রহণ করা হইয়াছে (শ) ॥ মহান্ আত্মা—জীবের বুদ্ধিসমষ্টি হিরণ্যগর্ভ (শ) ; জীবাত্মা (উ) ॥ সত্ত্বম্—বুদ্ধিতত্ত্বকেই এস্থলে সত্ত্ব বলা হইয়াছে।

> ১০৯. অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ ।
> যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮

অন্বয় : ব্যাপকঃ অলিঙ্গঃ এব চ পুরুষঃ (সর্বব্যাপী ও সর্বপ্রকার লিঙ্গবর্জিত পুরুষ), অব্যক্তাৎ তু পরঃ (অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ), যং জ্ঞাত্বা (যাঁহাকে জানিয়া) জন্তুঃ মুচ্যতে (জীব মুক্ত হয়), অমৃতত্বং চ গচ্ছতি (এবং অমৃতত্ব লাভ করে)।

সরলার্থ : অব্যক্ত (পরা প্রকৃতি) হইতেও পুরুষ (পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ। তিনিই সর্বব্যাপী, এবং বুদ্ধিজাত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন লক্ষণ তাঁহার নাই। তাঁহাকে জানিয়া জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে।

ব্যাখ্যা : এই বল্লীর ষষ্ঠ শ্লোকে আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক ভাবের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আত্মা ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে পৃথক হইলেও উহাদের সহিত একেবারে সম্বন্ধশূন্য নহে। কারণ কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকিলে পার্থক্যের অনুভূতি হইতে পারে না। এই কারণে ৭ম ও ৮ম শ্লোকে আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের সম্বন্ধ ও পার্থক্য উভয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উচ্চ, অশ্রেষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বে আরোহণ করিলেই অবশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে পরমপুরুষ সেইখানে আমরা পৌঁছাইতে পারি।[1]

এই পরমপুরুষ সর্বব্যাপী, সমস্তকে অন্তর্ভূত করিয়া তিনি বিদ্যমান। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সসীম খণ্ড বস্তুসমূহকে যেরূপ বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া থাকি সেই প্রকারে তাঁহাকে চিহ্নিত বা খণ্ডিত করা যায় না। ইঁহাকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে জ্ঞানী মানুষ কামনা-বাসনা জনিত আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব-বিরোধাত্মক এই মৃত্যুময় জীবন অতিক্রমপূর্বক অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি জন্মমৃত্যুর ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হন, দেহান্তে তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

মন্তব্য : অলিঙ্গঃ—যদ্দ্বারা লিঙ্গিত অর্থাৎ অবগত হয় তাহার নাম লিঙ্গ [বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানের উপায়], যাঁহার সেই লিঙ্গ নাই তিনিই অলিঙ্গ অর্থাৎ সংসার-ধর্মবর্জিত (শ)।

> ১১০. ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।
> হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯

অন্বয় : অস্য রূপম্ (ইঁহার রূপ) সংদৃশে ন তিষ্ঠতি (দৃষ্টির বিষয়রূপে স্থিত নহে), [অতঃ] কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি (এই কারণে কেহই ইঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না), হৃদা মনীষা (হৃদয়স্থ বিকল্প-বর্জিত বুদ্ধি দ্বারা) মনসা (মনন দ্বারা) [সঃ] অভিক্লৃপ্তঃ [ভবতি] (তিনি প্রকাশিত হন) ; যে এতৎ বিদুঃ (যাঁহারা ইঁহাকে জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁহারা অমৃত হন)।

সরলার্থ : এই যে পরম পুরুষের কথা বলা হইল তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বিষয় নহে। কাজেই আমরা চক্ষু বা অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। হৃদয়ের অনুভূতি, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং সংস্কৃত মন দ্বারা ইনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা ইঁহাকে সম্যক্ জানেন তাঁহারা অমৃত হন।

---

[1] কঠ, ১।৩।১০-১১ এবং গীতা, ৩।৪২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যা ঃ পরম পুরুষের যখন কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লক্ষণ নাই তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন ঃ

হৃদা—হৃদয় দ্বারা। মন ও বুদ্ধি নির্মল হইলে হৃদয়ে যে বোধির (intuition) প্রকাশ হয় সেই হৃদয়স্থ বোধি বা আত্মানুভূতি দ্বারা।

মনীষা—যে বুদ্ধি মনের প্রভু, মনকে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ, সেই প্রকারের বিকল্পহীন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা।

মনসা—চিত্তের কামনা-বাসনা-জনিত বিক্ষোভাদি অপগত হইলে মন নির্মল এবং স্থির হয় ; এই মালিন্য ও বিক্ষোভ-রহিত মনের মনন দ্বারা।

মন নির্মল এবং বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হইলে যে বোধি জাগ্রত হইয়া উঠে তাহার দ্বারা পরম পুরুষ জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত (revealed) হন। তখনই আত্মার সাক্ষাৎ দর্শন (intuitive perception) ঘটে। এই উপায়ে যাঁহাদের হৃদয়ে পরম পুরুষের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় তাঁহারাই অমৃতত্ব লাভ করেন।

মন্তব্য ঃ হৃদা—হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা ; হৃদয়ের অনুরাগ দ্বারা (উ) ॥ মনীষা—সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনকে যে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাই মনীট্, তাহার দ্বারা ; বিকল্প-বর্জিত বুদ্ধিদ্বারা (শ) ; অনুরাগজনিত সূক্ষ্মবস্তু দর্শন-সামর্থ্যই বিবেক, তাহার দ্বারা (উ) ॥ মনসা—মননরূপ সম্যক্-দর্শন দ্বারা (শ) ॥ অভিক্লৃপ্তঃ—অভিপ্রকাশিত (শ) ; অভিমুখীকৃত (উ)। এই উপায়ে আত্মাকে জানা যাইতে পারে ঃ এইটুকু অনুক্ত রহিয়াছে ॥ যে এতৎ বিদুঃ—সেই আত্মাকে 'ইহাই ব্রহ্ম' এইরূপে যাঁহারা জানেন (শ), সেই পরমাত্মতত্ত্বকে যাঁহারা জানেন (উ) অমৃতাঃ—মরণ-ধর্মরহিত (শ) ; বিকারাতীত (উ)।

১১১. যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১০

অন্বয় ঃ যদা (যখন) পঞ্চ জ্ঞানানি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে (মনের সহিত নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে), বুদ্ধিঃ চ ন বিচেষ্টতে (বুদ্ধিও স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না), তাম্ [পণ্ডিতাঃ] পরমাং গতিম্ আহুঃ (তাহাকেই পণ্ডিতগণ পরম গতি বলেন)।

সরলার্থ ঃ শ্রোত্রাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সংকল্পাদি রহিত মনের অনুগত হইয়া অবস্থান করে এবং বুদ্ধিও স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, যোগিগণ সেই যোগের অবস্থাকে শ্রেষ্ঠ গতি (অবস্থা) বলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে আত্মাকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ যোগের কথা বলা হইয়াছে। যোগানুষ্ঠানকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখী হয় এবং মনের অনুগত হইয়া অবস্থান করে। ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে মনের কার্য যে সংকল্প-বিকল্প তাহাও রহিত হইয়া যায়। মনের সংকল্প-বিকল্প বন্ধ হইয়া গেলে বুদ্ধিরও কোন চেষ্টা বা কার্য থাকে না। কারণ মনের সংকল্প-বিকল্পের মধ্যে একটিকে নিশ্চয় করিয়া অবধারণ করাই বুদ্ধির কাজ। কাজেই মনের ব্যাপার রুদ্ধ হইলে বুদ্ধিও স্বীয় বিষয়-ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করে।

এই যে অবস্থা ইহাই যোগের শ্রেষ্ঠ অবস্থা, কারণ এই অবস্থায় অন্তঃকরণের সমস্ত ব্যাপার নিরুদ্ধ হওয়াতে উহার বিক্ষেপ নিবৃত্ত হয় এবং বুদ্ধি স্থির ও নির্মল

হইয়া পরমাত্মায় বিশ্রাম লাভ করে। ইহাই যোগের চরম ফল এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ গতি।

১১২. তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১

অন্বয় ঃ তাং স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্ (সেই স্থির ইন্দ্রিয়-ধারণাকে) [যোগিনঃ] যোগম্ ইতি মন্যন্তে (যোগিগণ যোগ বলিয়া মনে করেন), [তদা যোগী] অপ্রমত্তঃ ভবতি (সেই সময়ে যোগী অপ্রমত্ত হন), হি (যেহেতু) যোগঃ প্রভবাপ্যয়ৌ (যোগের উৎপত্তি ও তিরোভাব আছে)।

সরলার্থ ঃ অচল ইন্দ্রিয়-ধারণাকে যোগিগণ যোগ মনে করিয়া থাকেন। সে সময়ে চিত্তের অপ্রমত্ত সমাহিত ভাব উপস্থিত হয় (অন্য সময়ে নহে), কারণ যোগের উৎপত্তি ও তিরোভাব আছে।

ব্যাখ্যা ঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে এবং মন ও বুদ্ধির কার্য স্থগিত হইলে যে অবস্থা হয় যোগিগণ তাহাকে যোগ বলিয়া মনে করেন। বিষয় হইতে বিযুক্ত হইয়া চিত্ত তখন ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়। এই অবস্থায় কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যোগের এই অবস্থা কখনও স্থায়ী হয় না। কারণ যোগের উদ্ভব এবং তিরোভাব আছে।

যোগের সময় যাহাতে চিত্তের লয়-বিক্ষেপ না হইতে পারে এজন্য সমাধানের পূর্বেই সর্বপ্রকার প্রমাদ বর্জন করিতে হইবে। তারপর যোগের অবস্থা অতীত হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠে। ইহারই নাম ব্যুত্থান। এই ব্যুত্থানকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ যোগীর মনকে যাহাতে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে তৎপ্রতিও যত্নবান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মন্তব্য ঃ যোগম্ ইতি মন্যন্তে—ঈদৃশ অবস্থা বিয়োগাত্মক হইলেও ইহাকেই যোগিগণ যোগ মনে করেন। যোগীদের এই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার অনর্থ হইতে বিয়োগ। এই অবস্থায় অবিদ্যা-অধ্যারোপ বর্জিত হইয়া আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় (শ) ॥ অপ্রমত্তঃ—প্রমাদ-বর্জিত, সমাধানের প্রতি সর্বদা প্রযত্নবান (শ)। যোগঃ প্রভবাপ্যয়ৌ—যোগই প্রভব ও অপ্যয়স্বরূপ অর্থাৎ প্রভব [হিত] ও অপ্যয়ের [অহিতের] কারণ, কাজেই অহিত পরিহারের নিমিত্ত অপ্রমাদ আবশ্যক (শ) ; উৎপত্তি ও তিরোভাবযুক্ত (উ)।

১১৩. নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২

অন্বয় ঃ [সঃ] (সেই পরমাত্মা) বাচা প্রাপ্তুং ন শক্যঃ (বাক্যদ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহেন), মনসা ন (মনের দ্বারাও নহেন), চক্ষুষা ন (চক্ষুদ্বারাও নহেন), [সঃ] অস্তি (তিনি আছেন) ইতি ব্রুবতঃ অন্যত্র (এই কথা যিনি বলেন তিনি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট) কথং তৎ উপলভ্যতে (তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন)।

সরলার্থ ঃ পরমাত্মা বাক্য, মন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সুতরাং যাঁহারা বলেন 'আত্মা আছেন' সেই আস্তিকগণ ব্যতীত অন্যে অর্থাৎ নাস্তিবাদিগণ কিরূপে

তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে ? অথবা আস্তিবাদী আচার্যগণ ব্যতীত অন্যত্র অর্থাৎ নাস্তিবাদীদের নিকট হইতে তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে ?

ব্যাখ্যা ঃ আচার্য শংকর এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম এই ঃ

ব্রহ্ম যদি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের বিষয় হইতেন, তবে 'ইনিই সেই ব্রহ্ম' এইভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইত। কিন্তু তিনি যখন এই প্রকার উপলব্ধির বিষয় নহেন তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম অসৎ। কারণ জগতে যাহা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিষয় তাহাই 'সৎ' আর যাহা সেইরূপ নহে তাহাই 'অসৎ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাজেই 'ব্রহ্ম নাই' এই সিদ্ধান্তের আশঙ্কায় শ্রুতি বলিতেছেন ঃ যদিও বাক্য, মন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না তথাপি জগতের মূল কারণরূপে আত্মা যে আছেন ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে হইবে। সুতরাং যিনি বলেন যে 'আত্মা আছেন' তাঁহার মত আত্মার অস্তিত্ববাদী শ্রদ্ধাবান পুরুষই আত্মাকে লাভ করিবার যোগ্য। যিনি বলেন 'আত্মা নাই' সেই বিপরীতদর্শী নাস্তিক তাঁহাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিবে ?

এই শ্লোকটির অন্য প্রকার অর্থও করা হইয়া থাকে, যথা ঃ আত্মাকে যখন বাক্য মন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না তখন আত্মার অস্তিত্ববাদী শ্রদ্ধাবান আচার্যগণের নিকট শুনিয়াই আমাদিগকে আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে প্রত্যয়বান হইতে হইবে। নাস্তিবাদিগণের নিকট হইতে আত্মার জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, কারণ যাহারা নিজেরাই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাহারা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যকে উপদেশ দিবে কি প্রকারে ?

১১৪. অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩

অন্বয় ঃ [পরমাত্মা] অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ ('পরমাত্মা আছেন' এইভাবেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে) ; তত্ত্বভাবেন চ [উপলব্ধব্যঃ] (তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে) ; উভয়োঃ চ (এই উভয়ের মধ্যে) অস্তি ইতি উপলব্ধস্য এব ('পরমাত্মা আছেন' এই ভাবে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারই নিকট) তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি (তত্ত্বভাব প্রসন্ন অর্থাৎ প্রকাশিত হয়)।

সরলার্থ ঃ 'পরমাত্মা আছেন' এই ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এই উভয় ভাবের মধ্যে 'আত্মা আছেন' এই ভাবটি যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার নিকট তত্ত্বভাব (আত্মার স্বরূপ) প্রকাশিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে আত্মাকে কেবল 'অস্তি' অর্থাৎ সত্তারূপে জানিবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু 'আত্মা আছেন' একথা জানিলেই যে আত্মাকে সম্যক্ জানা হইল তাহা নহে, আত্মার তত্ত্বভাব অর্থাৎ স্বরূপের উপলব্ধি করা আবশ্যক; কারণ আত্মা উপাস্য। স্বরূপের জ্ঞান না থাকিলে উপাসনা হইতে পারে না। কাজেই সাধককে ব্রহ্মের 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্' ইত্যাদি স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

কিন্তু যিনি সত্তার উপলব্ধি করিয়াছেন, আর যিনি উপলব্ধি করেন নাই— এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকটে আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয় (প্রসীদতি)।

যিনি 'ব্রহ্ম আছেন' ইহাই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহার নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ (তত্ত্বভাব) প্রকাশের কোনও সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যকার শংকর এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম এই ঃ

আত্মাকে প্রথমে 'সৎ' অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্ত বলিয়াই উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মার উপাধিরহিত বিকারহীন যে ভাব তাহাই উহার তত্ত্বভাব। আত্মার সোপাধিক ও নিরুপাধিক—এই উভয় ভাবের মধ্যে সোপাধিক (অস্তি) ভাবটিই প্রথমে প্রতীতির বিষয় হয় এবং যিনি পূর্বে আত্মাকে 'অস্তি' বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহার নিকটই আত্মার নিরুপাধিক তত্ত্বভাবটি পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়।

১১৫. যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪

অন্বয় ঃ যে কামাঃ (যে সকল কামনা) অস্য হৃদি শ্রিতাঃ (ইহার অর্থাৎ পুরুষের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে) [তে] সর্বে যদা প্রমুচ্যন্তে (সেই সমস্ত কামনা যখন বিনষ্ট হয়), অথ (তখন) মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি (মরণশীল মানুষ অমৃত হয়), অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ইহজীবনেই ব্রহ্মকে লাভ করেন)।

সরলার্থ ঃ মানুষের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে সেই সকল কামনা যখন দূরীভূত হয় তখন মরণশীল মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে এবং ইহজীবনেই ব্রহ্মকে ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ইহজীবনে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য— এই কথা কঠোপনিষদে পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রতিবন্ধক কি যমরাজ এখন তাহাই বলিতেছেন। কারণ, প্রতিবন্ধক দূর করিতে না পারিলে অভীষ্ট বস্তু লাভ করা যায় না।

বিষয়ের উপর আসক্তি এবং তজ্জনিত কামনা-বাসনাই আমাদের আত্মজ্ঞানলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। কারণ, এই সকল কামনা-বাসনা চিত্তকে অধিকার করিয়া মানুষকে ব্রহ্মবিমুখ করিয়া তোলে। ইহারা চিত্তের বিক্ষোভ ও মালিন্য জন্মায় এবং সেই বিক্ষিপ্ত মলিন চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় না। কাজেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া কামনা-বাসনার বশবর্তী মানুষ বিষয়ভোগেই মত্ত হয়, ব্রহ্মকে ভোগ করিতে পারে না।

হৃদয় হইতে এই সকল কামনা-বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে মানুষ ইহ-জীবনেই অথবা এই সংসারেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে এবং ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগে সমর্থ হয়। এজন্য তাহাকে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, এই সংসার ত্যাগ করারও প্রয়োজন হয় না।

মন্তব্য ঃ যদা সর্বে কামাঃ প্রমুচ্যন্তে—যে সময় আর কোনও কাম্য [আকাঙ্ক্ষণীয়] বস্তু না থাকায় পরমার্থদর্শীর সমস্ত কামনা প্রমুক্ত অর্থাৎ বিশীর্ণ হইয়া যায় (শ)। যে অস্য হৃদি স্থিতাঃ —যে সকল কামনা জ্ঞানোদয়ের পূর্বে জ্ঞানীর বুদ্ধিতে নিহিত ছিল। বুদ্ধিই কামনাসকলের আশ্রয়, আত্মা নহে (শ)॥ অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি—যিনি জ্ঞানালাভের পূর্বে মরণশীল ছিলেন তিনিই জ্ঞানলাভের পরে অবিদ্যা-কামকর্ম-লক্ষণাত্মক মৃত্যুর বিনাশ হেতু অমৃত হন ; অথবা যে মৃত্যু জীবের লোকান্তর-গমনের হেতু সেইরূপ মৃত্যুর অভাববশতঃ অমৃত হন (শ)॥ ব্রহ্ম সমশ্নুতে—

ইহলোকেই প্রদীপ নির্বাণের ন্যায় সমস্ত বন্ধনের বিনাশ হওয়াতে ব্রহ্মকে ভোগ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান (শ)।

১১৬. যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ ইহ (ইহলোকে) যদা (যখন) হৃদয়স্য সর্বে গ্রন্থয়ঃ (হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত প্রতীতিসমূহ) প্রভিদ্যন্তে (ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয়), অথ (তখন) মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি (মরণশীল মানুষ অমৃত হয়) ; এতাবৎ হি অনুশাসনম্ (এ পর্যন্তই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ)।

সরলার্থ ঃ ইহজীবনেই যখন হৃদয়ের গ্রন্থিসকল (অবিদ্যাজনিত প্রত্যয়সমূহ) ছিন্ন হয় তখন মরণশীল মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। ইহাই (এ পর্যন্তই) বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ, ইহার অধিক আর নাই।

ব্যাখ্যা ঃ হৃদয়স্থিত কামনা-বাসনা কখন বিনষ্ট হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। কামনা-বাসনার সম্যক্ উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে উহার মূল কোথায় তাহাই নির্ণয় করা কর্তব্য। অজ্ঞান হইতেই কামনা-বাসনার উৎপত্তি। মানুষ অজ্ঞানবশতঃ সর্বভূতে এক আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। সে মনে করে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন আত্মা। এই কারণে সে আপনাকে অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'আমি'-র একটা গণ্ডি সৃষ্টি করিয়া লয়। তখন 'এই দেহ-ই আমি', 'ইহা আমার ধন', 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' প্রভৃতি প্রত্যয়সমূহ তাহার হৃদয়কে অধিকার করে। ইহারাই হৃদয়ের গ্রন্থি। এই সকল প্রত্যয়ের জন্যই বিষয়ে তাহার আসক্তি জন্মে এবং আসক্তি হইতেই কামনা-বাসনার জন্ম হয়।

সুতরাং হৃদয় হইতে কামনা-বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে চাই অজ্ঞানমূলক প্রত্যয়সমূহের বিনাশ সাধন। জ্ঞানের উন্মেষে ইহজীবনেই অজ্ঞানমূলক প্রত্যয়সমূহ বিনষ্ট হইলে কামনা-বাসনাও হৃদয় হইতে দূরীভূত হয়। কামণা-বাসনা হইতে মুক্ত হইলেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, অজ্ঞান-মোহময় জীবন অতিক্রম করিয়া আনন্দময়, অমৃতময়, মুক্ত জীবন লাভ করে। সে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয়—দেহান্তে তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

এস্থলে কামনা-বাসনার বিনাশ বলিতে কাম্যবস্তুর বাহ্যিক ত্যাগ বোঝায় না, বস্তুর প্রতি যে আসক্তি তাহারই ত্যাগ বোঝায়। সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের ইহাই উপদেশ। গীতাতে এই নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদের এই শ্লোক দুইটিই তাহার ভিত্তি।

১১৭. শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬

অন্বয় ঃ হৃদয়স্য শতম্ চ একা নাড্যঃ [সন্তি] (হৃদয়ের একশত এক নাড়ী আছে), তাসাম্ একা (তাহাদের মধ্যে একটি) মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা (মস্তক ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে), তয়া ঊর্ধ্বম্ আয়ন্ (সেইটি দ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করিয়া) [মর্ত্যঃ] অমৃতত্বম্ এতি (মানুষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়) ; বিষ্বক্ অন্যাঃ [নাড্যঃ] (নানাবিধ গতিবিশিষ্ট অন্যান্য নাড়ী) উৎক্রমণে ভবন্তি (আত্মার উৎক্রমণের কারণ হয়)।

সরলার্থ ঃ মানুষের হৃদয় হইতে নিঃসৃত একশত একটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি নাড়ী (সুষুম্না) মূর্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইহা দ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করিয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করে, অপরাপর নাড়ীসমূহ উৎক্রমণের (বিবিধ গতিলাভের) কারণ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শংকরাচার্য বলেন ঃ নির্বিশেষে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে আত্মারূপে উপলব্ধি দ্বারা যাঁহার সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে সেই ব্রহ্মভূত বিদ্বান ব্যক্তির লোকান্তরে গতি হয় না। অন্যত্র শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি', 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'। যাঁহারা অল্প-ব্রহ্মবিৎ অথবা অগ্নিবিদ্যাদির অনুশীলন করেন তাঁহারা আপেক্ষিক অমরত্ব (প্রলয়কাল পর্যন্ত) লাভ করেন অথবা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন। আর যাহারা তাহাদের বিপরীত অর্থাৎ সংসারগামী তাহাদের বিবিধ গতি হয়। প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যার ফলগত উৎকর্ষের প্রশংসা করাই ইহার উদ্দেশ্য। তারপর অগ্নিবিদ্যার ফল পূর্বে বলা হয় নাই। এস্থলে তাহা বলা হইল।

কিন্তু ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাখ্যায় যে সকল কথা বলিয়াছেন মূল শ্লোকে তাহাদের উল্লেখ নাই। শ্রুতিতে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে যাঁহারা মৃত্যুকালে সুষুম্না নাড়ীপথে ঊর্ধ্বে গমন করেন তাঁহারা অমৃতত্ব (অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মে স্থিতি) লাভ করেন। তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। পক্ষান্তরে সুষুম্না ভিন্ন অন্যান্য নাড়ীপথে যাহাদের প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হয় তাহারা বিবিধ গতি লাভ করে। এই সকল পথে নিষ্ক্রমণের ফলেই উৎক্রমণ (সংসার-গতি লাভ) হয়, সুষুম্না পথে নির্গত হইলে উৎক্রমণ হয় না। সুতরাং এই শ্লোকে যে অমৃতত্ব-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা পূর্বোক্ত নিষ্কাম জ্ঞানিগণের উদ্দেশ্যে অথবা মন্দ-ব্রহ্মবিদ্‌গণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তাহা বিবেচ্য।

১১৮. অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭

অন্বয় ঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ অন্তরাত্মা পুরুষঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ) সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (সর্বদা সর্বলোকের হৃদয়ে নিবিষ্ট আছেন), মুঞ্জাৎ ইষীকাম্ ইব (মুঞ্জাতৃণ হইতে ইষীকা গ্রহণের ন্যায়) স্বাৎ শরীরাৎ ধৈর্যেণ তম্ প্রবৃহেৎ (ধৈর্যসহকারে স্বীয় শরীর হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিবে), তং শুক্রম্ অমৃতং বিদ্যাৎ (তাঁহাকে বিশুদ্ধ ও অমৃত জানিবে)।

সরলার্থ ঃ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বদা সর্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জা তৃণ হইতে যেরূপ তন্মধ্যস্থ ইষীকাকে (মধ্যের ডগাটিকে) লোকে বাহির করে সেই প্রকার মুমুক্ষু ব্যক্তি ধৈর্য সহকারে সেই পুরুষকে বিচারমূলে স্বীয় শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিবেন এবং স্বতন্ত্রীকৃত পুরুষকেই বিশুদ্ধ ও অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জানিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে মুক্তিকামী ব্যক্তিদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া উপনিষদের উপসংহার করা হইয়াছে। এই শ্লোকটিকে সমগ্র কঠোপনিষদের সারসংগ্রহ বলা যাইতে পারে। এই শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মর্ম এই ঃ

(১) সকল মানুষের হৃদয়ে যে অন্তরাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন তিনি এক, তিনি

পুরুষ অর্থাৎ সমস্ত পূর্ণ করিয়া বর্তমান। এক আত্মাই জীবের হৃদয়ে এবং সমগ্র বিশ্বে স্থিত।

(২) মুঞ্জার (ধানের খোসা) মধ্যে ইষীকা (মধ্যের শাঁস) যেমন গোপন-ভাবে অবস্থান করে সেইরূপ জীবের আত্মা দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদ্বারা আবৃত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। লোকে যেমন মুঞ্জা হইতে ইষীকাকে পৃথক করিয়া লয়, সেইরূপ মুমুক্ষু পুরুষও বিশেষ ধৈর্যের সহিত বিচার-মূলে দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া লইবেন অর্থাৎ দেহকে অথবা দেহের কোন শক্তি বা ক্রিয়াকে আত্মা বলিয়া মনে করিবেন না। অজ্ঞানী জীব দেহকেই আত্মা মনে করে, দেহাতিরিক্ত আত্মার সে ধারণা করিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানী মনে করিবেন—এই দেহ আমার আত্মা নহে, আমি দেহ নহি, আমিই আত্মা।

(৩) জীবের অন্তরস্থ এই আত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা। ইনি শুদ্ধ, ইনি জ্যোতিঃ-স্বরূপ, ইনি অমৃত।

(৪) যিনি এইরূপে স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ, অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করেন তিনি প্রাকৃত মৃত্যুময় জীবন অতিক্রম করিয়া আনন্দময়, অমৃতময় জীবন লাভ করেন, দেহান্তে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মে তাঁহার স্থিতি হয়।

মন্তব্য: প্রবৃহেৎ—উদ্‌গত করিবে, নিষ্কর্ষণ করিবে, পৃথক করিবে (শ)॥ তম্—সেই শরীর হইতে পৃথক চিন্ময় আত্মাকে (শ)॥ শুক্রম্ অমৃতম্ বিদ্যাৎ—পূর্বোক্ত প্রকার শুদ্ধ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে। উপনিষদ সমাপ্তিহেতু দ্বিরুক্তি (শ)।

১১৯. মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮ :

অন্বয়: অথ (অনন্তর) নচিকেতঃ (নচিকেতা) মৃত্যুপ্রোক্তাম্ (যম কর্তৃক কথিত) এতাং বিদ্যাং কৃৎস্নং যোগবিধিং চ (এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদয় যোগবিধি) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত) বিরজঃ বিমৃত্যুঃ চ অভূৎ (নির্মল এবং মৃত্যুর অতীত হইলেন); অন্যঃ অপি যঃ (অন্য যে কেহ) অধ্যাত্মম্ এব এবংবিৎ (এই প্রকারে আত্মার জ্ঞানলাভ করেন) [সঃ অপি এবং ভবতি] (তিনিও এই প্রকার হন)।

সরলার্থ: অনন্তর নচিকেতা যমরাজের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সাধন ও ফল সহকারে সমস্ত যোগবিধি অবগত হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেন এবং নির্মলচিত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিলেন। অপর যে কেহ এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হন তিনিও নচিকেতার মত ব্রহ্মকে পাইয়া বিরজ ও বিমৃত্যু হন।

ব্যাখ্যা: কঠোপনিষদের শেষ শ্লোকে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করা হইয়াছে। নচিকেতা যমরাজের নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কি ফল লাভ করিলেন তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়।

এই বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা—যে বিদ্যা যমরাজ নচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মকে জানিবার উপায় প্রভৃতি বিষয়সমূহই এই বিদ্যার অন্তর্গত।

সমগ্র যোগবিধি—আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যোগানুষ্ঠানের আবশ্যকতা, যোগের অর্থ, যোগের ফল এবং যোগানুষ্ঠানের উপায় প্রভৃতি সমগ্র যোগবিধি বলিতে এই সমস্তই বুঝাইতেছে। 'লাভ করিয়া' কথার অর্থ—আত্মতত্ত্ব শুনিয়া, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া এবং মৃত্যুপ্রোক্ত বিধি অনুসারে যোগের অনুষ্ঠানপূর্বক।

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সমস্ত অবগত হইয়া ধ্যান, ধারণা, উপাসনাদি দ্বারা স্বীয় আত্মাকেই পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করিলেন। ব্রহ্মবিদ্যার প্রাপ্তি দ্বারা তিনি নির্মলচিত্ত হইলেন, তাঁহার অবিদ্যা কামনা-বাসনাদি জনিত চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইল। ইহা দ্বারা তিনি বিমৃত্যু হইলেন অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব-বিরোধাত্মক মৃত্যুময় জীবন অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিলেন।

কেবল যে নচিকেতারই এই ফল লাভ হইল তাহা নহে, অপর যে কেহ এই প্রকারে আত্মবিদ্যা লাভ ও বিধিমত যোগানুষ্ঠান করিবেন তিনিও নচিকেতার ন্যায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবেন। যাঁহারা বলেন জগতের সকল মানুষ ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী নহেন তাঁহাদের মত শ্রুতি এই স্থলে নিজ বাক্যে নিরস্ত করিলেন। এই প্রকারে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতময় মুক্ত জীবন লাভের নিমিত্ত জগতের সমস্ত নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কঠোপনিষদের সমাপ্তি হইল।

মন্তব্য: বিরজঃ—ব্রহ্মবিদ্যার প্রাপ্তিদ্বারা বিমল ও বিগত ধর্মাধর্ম (শ)। বিমৃত্যুঃ—নিষ্কাম ও অবিদ্যাশূন্য (শ)।

প্রশ্ন উপনিষদ

সূচনা

প্রশ্নোপনিষদ অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত। প্রবক্তা আচার্য পিপ্পলাদ। তাঁর ছ'জন শিষ্য ছ'টি প্রশ্ন করেছেন, আর তিনি এগুলির মীমাংসা করে দিয়েছেন। উপনিষদটি গদ্যে রচিত, মাঝে মাঝে কিছু শ্লোকও আছে।

এই উপনিষদে প্রাণের উপাসনার বিশদ বর্ণনা আছে। প্রাণই যে স্থূল-সূক্ষ্ম, সমষ্টি-ব্যষ্টি, সমস্ত জগতের কর্তা ও ভোক্তা এবং সোমরূপ অন্নই যে নানারূপে ভোগ্য তা বিভিন্ন প্রকারে এতে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে মুণ্ডকোপনিষদের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্নোপনিষদ যেন মুণ্ডকোপনিষদের ব্রাহ্মণভাগ। যা এক উপনিষদে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে, অন্য উপনিষদে তার বিস্তারিত আলোচনা আছে।

শংকর, মধ্ব ও রংগরামানুজ এ-উপনিষদখানির ভাষ্য লিখেছেন। বর্তমান কালে রাধাকৃষ্ণন এর ব্যাখ্যা করেছেন।

এই উপনিষদের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে সুকেশা, সত্যকাম, কৌসল্য প্রভৃতি কতিপয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পরব্রহ্মের বিষয় জানতে এসে আচার্য পিপ্পলাদকে ছ'টি প্রশ্ন করেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল: জীবের জন্ম কোথা থেকে? দ্বিতীয় প্রশ্ন: কোন্ কোন্ দেবতা জীবের দেহ ধারণ করেন, কে কে তা' প্রকাশ করেন এবং তাঁদের মধ্যে কে প্রধান? তৃতীয় প্রশ্ন: প্রাণের জন্ম কোথা থেকে? কি প্রকারে প্রাণ জীবের দেহে আসে? কি প্রকারেই বা দেহ থেকে উৎক্রমণ করে? বাহ্য ও অধ্যাত্ম জগৎকে কি প্রকারে সে ধারণ করে? চতুর্থ প্রশ্ন: এই পুরুষে কে ঘুমায়? কে জেগে থাকে? কে স্বপ্ন দেখে? কার সুখ হয়? কে সব কিছুর প্রতিষ্ঠা? পঞ্চম প্রশ্ন: ওংকারের উপাসনা দ্বারা উপাসক কোন্ লোক জয় করেন? ষষ্ঠ প্রশ্ন: ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরুষ কে? কোথা থেকে কলাসমূহের উদ্ভব এবং কোথায় তাদের গতি?

প্রথম পাঁচটি প্রশ্নে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা নেই, কিন্তু ওই প্রশ্নগুলিও ব্রহ্মতত্ত্বেরই আনুষঙ্গিক বিষয় জীব ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জীব ও জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। প্রথম থেকে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আচার্য পিপ্পলাদ প্রাণের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। অতঃপর একটি আখ্যায়িকার মাধ্যমে বোঝান হয়েছে যে প্রাণশক্তির সাহায্যেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করে। একদা শরীরাভ্যন্তরে আকাশ, বায়ু, জল, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি প্রত্যেকে নিজেকেই প্রধান বলে প্রচার করল। প্রাণ তাদের এই অভিমান ত্যাগ করতে বললেন, কারণ তিনিই নিজেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে শরীরে অবস্থান করেন। তারা বিশ্বাস না করাতে প্রাণ শরীর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করায় অপর সকলেরও বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। তিনি স্থির হলে সকলে স্থির হল। এভাবে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় সকলে তখন প্রাণের স্তব করতে লাগল।

এটি 'কেন' উপনিষদের একটি আখ্যায়িকার অনুরূপ। সেখানে অন্যান্য দেবতা থেকে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আচার্য শিষ্যদের বলেন—যে ষোড়শ-কলা-সমন্বিত পুরুষ সকলের হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজ করছেন, তাঁকে খুঁজতে দূরে যেতে হবে না। যিনি প্রাণের প্রাণ হয়ে সর্বভূতের হৃদাকাশে অবস্থিত আছেন তিনিই আবার ষোড়শ-কলা সমন্বিত হয়ে জীব ও জগৎরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করেছেন।

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অন্বয়ঃ দেবাঃ (হে দেবগণ), কর্ণেভিঃ ভদ্রং শৃণুয়াম (আমরা কর্ণ দ্বারা যেন কল্যাণবাক্যই শ্রবণ করি), যজত্রাঃ (হে যজনীয় দেবগণ), অক্ষভিঃ ভদ্রং পশ্যেম (চক্ষু দ্বারা আমরা যেন কল্যাণকর বিষয় দর্শন করি), স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ [চ] (দৃঢ়, অচঞ্চল অবয়বসমূহ ও শরীরের দ্বারা), তুষ্টুবাংসঃ (তোমাদের স্তব করিয়া) দেবহিতং যৎ আয়ুঃ (দেবগণের দ্বারা বিহিত যে আয়ু) [তৎ] ব্যশেম (তাহা যেন প্রাপ্ত হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

সরলার্থঃ হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন কল্যাণপ্রদ বাক্যসমূহই শ্রবণ করি। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষু দ্বারা যেন মঙ্গলকর বিষয়সকল দর্শন করি। স্থির দৃঢ় শরীর এবং অবয়বের দ্বারা তোমাদের স্তুতি করিয়া যেন দেবগণের বিহিত আয়ু প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

প্রথম প্রশ্ন

১. সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌসল্য-শ্চাশ্বলায়নো, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎ-পাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ ভারদ্বাজঃ সুকেশা চ (ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা), শৈব্যঃ সত্যকামঃ চ (শিবির পুত্র সত্যকাম), সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ চ (গর্গবংশসম্ভূত সূর্যের পৌত্র), আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ চ (অশ্বলতনয় কৌসল্য), বৈদর্ভিঃ ভার্গবঃ (বিদর্ভদেশীয় ভৃগুর পুত্র), কাত্যায়নঃ কবন্ধী (কত্যপুত্র কবন্ধী) তে হ এতে (ইঁহারা সকলে) ব্রহ্মপরাঃ (ব্রহ্মপরায়ণ) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ) [আসন্] (ছিলেন); পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ (পরব্রহ্মের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া) এষঃ হ বৈ (ইনিই) তৎ সর্বং বক্ষ্যতি (আমাদিগকে সেই সমুদয় বলিবেন) ইতি [মত্বা] (সেইরূপ মনে করিয়া) তে সমিৎপাণয়ঃ (তাঁহারা যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া) ভগবন্তং পিপ্পলাদম্ উপসন্নাঃ (ভগবান পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন)।

সরলার্থঃ ভরদ্বাজের পুত্র সুকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, গর্গবংশজাত সৌর্যায়ণী, অশ্বলপুত্র কৌসল্য, বিদর্ভদেশে জাত ভৃগুপুত্র ভার্গব, কত্যপুত্র কবন্ধী—ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। পরব্রহ্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 'ইনিই আমাদিগকে সেই সমস্ত বলিবেন'—এরূপ মনে করিয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে তাঁহারা পূজনীয় আচার্য পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মন্তব্যঃ উপনিষদের প্রথম ভাগে পিপ্পলাদ ঋষি ও সুকেশা প্রভৃতির কথোপ-কথনের মধ্য দিয়া যে আখ্যায়িকা বলা হইয়াছে তাহা ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির নিমিত্ত। পিপ্পলাদ ঋষির মত সর্বজ্ঞ আচার্যগণই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবার অধিকারী। আর সম্বৎসরকাল গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এরকম শিষ্যগণই এই বিদ্যা শ্রবণ ও গ্রহণের যোগ্য। আবার বিদ্যালাভের পক্ষে ব্রহ্মচর্য সাধন ইত্যাদির প্রয়োজন বলাতে ব্রহ্মচর্যাদি যে কর্তব্য তাহাও বোঝা গেল (শ)।

ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ—শংকর 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'অপরব্রহ্ম'। কাহারও কাহারও মতে 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ। কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দের সাধারণ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ ব্রহ্মে একান্ত অনুরাগ ও একাগ্রতা-সম্পন্ন।

পরব্রহ্মের অন্বেষণ করিতে করিতে ইঁহারা ব্রহ্মে একান্ত ভক্তিমান ও একাগ্রতা-সম্পন্ন থাকিলেও তাঁহাদের ব্রহ্মের তত্ত্ব সম্যক্ জানা ছিল না। এই কারণে ইঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া উপযুক্ত আচার্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

সমিৎপাণি—প্রাচীন কালে নিয়ম ছিল যে বিদ্যার্থী কখনও রিক্তহস্তে আচার্যের নিকট যাইবেন না। এই জন্য ইঁহারা যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে লইয়া গিয়াছিলেন।

২. তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ, যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত, যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

অন্বয়ঃ সঃ ঋষিঃ (সেই ঋষি) তান্ হ উবাচ (তাঁহাদিগকে বলিলেন), ভূয়ঃ এব

(পুনরায়) তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া (তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধার সহিত) সংবৎসরং সংবৎস্যথ (এক বৎসর বাস কর) [ততঃ] যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত (তারপর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও), যদি বিজ্ঞাস্যামঃ (যদি আমার জ্ঞাত থাকে) সর্বং হ বঃ বক্ষ্যামঃ ইতি (তবে সমস্তই তোমাদিগকে বলিব)।

সরলার্থ : সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধার সহিত এক বৎসর কাল গুরুগৃহে বাস কর ; তারপর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন করিও, যদি আমার জানা থাকে তবে তোমাদিগকে সমস্তই বলিব।'

ব্যাখ্যা : যাঁহারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিপ্পলাদ ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যপরায়ণ এবং শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। তথাপি আচার্য তাঁহাদিগকে গুরুগৃহে বাস করিয়া ঐসকল আরও সাধন করিতে বলিলেন। কারণ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবা দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই গুরু প্রসন্ন হইয়া উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন।[১] অথবা অধিকতর চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার্য ইঁহাদিগকে তপস্যা ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আরও এক বৎসর বাস করিতে বলিলেন।

৩. অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ—ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ?—ইতি ॥ ৩

অন্বয় : অথ (অনন্তর) কাত্যায়নঃ কবন্ধী (কত্যপুত্র কবন্ধী) [ঋষিম্] উপেত্য (ঋষির নিকটে উপস্থিত হইয়া) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)। ভগবন্ (হে ভগবন্) কুতঃ হ বৈ (কোথা হইতে) ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি (এইসকল প্রাণী জন্মলাভ করে)।

সরলার্থ : এক বৎসর অতীত হইলে কত্যপুত্র কবন্ধী ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন করিলেন, 'ভগবন্, কোথা হইতে এই প্রাণীসকল জন্মলাভ করে ?'

ব্যাখ্যা : বিদ্যার্থিগণের মধ্যে কবন্ধী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা হইতে এই প্রাণিবর্গ জন্মগ্রহণ করে ?' এখন প্রশ্ন হইতে পারে ইঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে আসিয়াছিলেন, প্রজাসৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন ? ইহার কারণ এই যে সৃষ্টিতেই ব্রহ্মের প্রকাশ। এই সৃষ্ট জীব ও জগৎই ঈশ্বরের মহিমা বা বিভূতি এবং ইহাই আমাদের প্রথম জ্ঞানগোচর হয়। কাজেই সৃষ্ট জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সৃষ্টির অতীত ব্রহ্মে পৌঁছান সহজ, বিশেষতঃ জীবের সহিত ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া। তাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য প্রথমেই জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন ;

মন্তব্য : আচার্য শংকরের অনুসরণে কেহ কেহ বলেন যে কর্মফলে বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্তই এই প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু শ্রুতিতে উহার কোনও উল্লেখ বা আভাস নাই।

৪. তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে—রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪

অন্বয় : সঃ তস্মৈ হ উবাচ (তিনি তাঁহাকে বলিলেন), সঃ প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি)

১ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ॥ গীতা ৪।৩৪

প্রজাকামঃ [সন্] (প্রাণী সৃষ্টির অভিলাষী হইয়া) তপঃ অতপ্যত (তপস্যা করিলেন), সঃ তপঃ তপ্ত্বা (তিনি তপস্যা করিয়া) এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতঃ (ইহারা আমার ঈপ্সিত বহুবিধ প্রাণী উৎপাদন করিবে) ইতি [মত্বা] (এইরূপ মনে করিয়া), রয়িং চ প্রাণং চ (রয়ি এবং প্রাণ বা চন্দ্ররূপ অন্ন এবং অগ্নিরূপ ভোক্তা) মিথুনম্ উৎপাদয়তে (এই দ্বন্দ্ব, যুগল উৎপাদন করিলেন)।

সরলার্থ : পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন, 'প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া তিনি রয়ি ও প্রাণ এবং মিথুন উৎপাদন করিলেন।' তিনি মনে করিলেন—'ইহারাই আমার বহুপ্রকারের প্রজা উৎপাদন করিবে।'

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বর যখন প্রথম প্রকাশিত হন, তখন তিনি প্রজাপতি। প্রজাপতির কাজ প্রাণিগণের সৃষ্টি, বৃদ্ধি এবং রক্ষা। প্রাণিবর্গের সৃষ্টির জন্য প্রজাপতি তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সংকল্প করিলেন। সৃষ্টির সংকল্পই তাঁহার তপস্যা। তিনি মিথুন উৎপাদন করিলেন—অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি-সংকল্প হইতে দ্বন্দ্বাত্মক মিথুন আবির্ভূত হইল। এই দ্বন্দ্বাত্মক তত্ত্ব তাঁহারই অন্তর্ভূত ছিল, সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইল। তিনি এক হইয়াও সৃষ্টিতে আপনাকে দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশ করিলেন।

এই মিথুন বা দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে দুইটি তত্ত্ব নহে—এক তত্ত্বেরই দুইটি দিক। সুতরাং তাহারা সর্বদা এক সঙ্গে বর্তমান। ইহাদের সমবায়েই যখন সমগ্র জাগতিক পদার্থের সৃষ্টি তখন উভয়েই সর্বাত্মক। এই মিথুনের একটিকে প্রাণ (living force), অপরটিকে রয়ি বা জড় (matter) বলা হইয়াছে। ইহারা উভয়েই সর্বাত্মক। আমরা যাহাকে নির্জীব পদার্থ (inanimate object) বলি তাহাতেও প্রাণের ক্রিয়া আছে। তবে উহা এত মৃদু যে আমাদের অনুভূতির বিষয় হয় না।

৫. আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ, রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ, তস্মান্ মূর্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

অন্বয় : আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ (আদিত্যই প্রাণ), রয়িঃ এব চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রই রয়ি অর্থাৎ অন্নস্বরূপ), যৎ মূর্তম্ অমূর্তং চ (মূর্ত ও অমূর্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম যাহা কিছু আছে), এতৎ বৈ সর্বং রয়িঃ (এই সমস্তই রয়ি), তস্মাৎ মূর্তিঃ রয়িঃ এব (সুতরাং মূর্তিই রয়ি)।

সরলার্থ : আদিত্যই প্রাণ রয়িই চন্দ্র, মূর্ত এবং অমূর্ত সমস্তই রয়ি। অমূর্ত হইতে পৃথক যে মূর্তরূপ সেই মূর্তিই রয়ি।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতে আদিত্য ও চন্দ্ররূপে প্রাণ এবং রয়ির প্রথম প্রকাশ। আদিত্য প্রাণের প্রতীক, চন্দ্র রয়ির প্রতীক ; কাজেই আদিত্য ভোক্তৃস্বরূপ এবং চন্দ্র অন্নস্বরূপ।

আদিত্যকে যে প্রাণ ও ভোক্তা বলা হইয়াছে তাহার কারণ আদিত্যই প্রাণের উৎস, সূর্য উদিত হইলেই বিশ্বের সব কিছু প্রাণবন্ত হইয়া উঠে, আবার সূর্য অস্ত গেলে সমস্ত প্রাণী নিদ্রিত হয়।

চন্দ্রকে রয়ি এবং ভোগ্য বলা হইয়াছে তাহার কারণ চন্দ্র দ্বারা শস্যাদি জন্মিয়া

থাকে এবং তাহা জীবের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। রয়ি যখন সর্বাত্মক তখন জগতের মূর্ত অমূর্ত সমস্ত বস্তুই রয়ি; প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুরই একটি মূর্তি আছে। যাহাকে আমরা অমূর্ত বলি তাহারও মূর্তি আছে, তবে সেই মূর্তি এত সূক্ষ্ম যে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। রয়িই সকল সৃষ্ট বস্তুর মূর্তিদাতা, এজন্য বলা হইয়াছে মূর্তিই রয়ি অর্থাৎ রয়ি হইতে মূর্তি অভিন্ন।

আদিত্য বা প্রাণই ভোক্তা, রয়ি বা জড়ই ভোগ্য। প্রাণবান বস্তুরই ভোগশক্তি আছে, জড়ের ভোগ-ক্ষমতা নাই। জড় সর্বদাই ভোগ্য। উভয়েই সর্বাত্মক বলিয়া প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থই একদিকে ভোক্তা, অপরদিকে ভোগ্য।

৬. অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্ দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধো, যদূর্ধ্বং, যদন্তরা দিশো, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

অন্বয়ঃ অথ আদিত্যঃ উদয়ন্ (সূর্য উদিত হইয়া) যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি (পূর্ব দিক স্বীয় জ্যোতিতে ব্যাপ্ত করেন) তেন (তদ্দ্বারা) প্রাচ্যান্ প্রাণান্ (পূর্বদিকস্থ প্রাণসমূহকে) রশ্মিষু সন্নিধত্তে (রশ্মিমধ্যে সম্যক্ নিহিত করিয়া লন অর্থাৎ আত্মভূত করিয়া প্রকাশ করেন)। যৎ দক্ষিণাম্ (তিনি যে দক্ষিণ দিক) যৎ প্রতীচীম্ (যে পশ্চিম দিক),যৎ উদীচীং (যে উত্তর দিক), যৎ অধঃ (যে নিম্ন দিক) যৎ ঊর্ধ্বম্ (যে ঊর্ধ্ব), যৎ অন্তরা দিশঃ (যে অবান্তর দিকসকল), যৎ সর্বং প্রকাশয়তি (সমস্ত যে প্রকাশ করেন), যেন সর্বান প্রাণাণ্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে (তদ্দ্বারা সর্বদিকস্থ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণীসমূহকে সম্যক্‌রূপে স্বীয় রশ্মিতে নিহিত করিয়া লন)।

সরলার্থঃ সূর্য উদিত হইয়া যে পূর্বদিকে প্রবেশ করেন তাহার দ্বারা পূর্বদিকস্থ সমস্ত প্রাণকে তিনি নিজ রশ্মিসমূহে সন্নিহিত করিয়া লন। তিনি যে দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিম্ন, ঊর্ধ্ব ও অন্যান্য দিকসমূহ এবং জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করেন তাহার দ্বারাই সমস্ত প্রাণকে স্বীয় রশ্মিতে সঞ্জীবিত করেন।

ব্যাখ্যাঃ আদিত্যকে প্রাণ বলা হইয়াছে। সূর্যই মূর্ত প্রাণশক্তি। সূর্যোদয়ের পূর্বে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। প্রাণিগণ নিদ্রিত থাকে। সূর্য যখন পূর্বদিকে উদিত হন তখন তিনি পূর্বদিকের প্রাণীদিগকে স্বীয় রশ্মি দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশিত এবং প্রাণশক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত করেন। অন্যান্য দিকের প্রাণিগণও এই প্রকারে সূর্য দ্বারাই প্রকাশিত ও সঞ্জীবিত হইয়া থাকে।

৭. স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ সঃ এষঃ বৈশ্বানরঃ বিশ্বরূপঃ (সেই এই বৈশ্বানর ও বিশ্বরূপ) প্রাণঃ অগ্নিঃ (প্রাণস্বরূপ অগ্নি) উদয়তে (আদিত্যরূপে উদিত হন); তৎ এতৎ ঋচা অভ্যুক্তম্ (সেই ইহা ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা উক্ত হইয়াছে)।

সরলার্থঃ সেই সর্ব-জীবাত্মক, বিশ্বরূপ প্রাণ ও অগ্নি উদিত হইতেছেন। ইহাই ঋক্‌মন্ত্রে কথিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ সূর্যকে বৈশ্বানর ও বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে। তিনি সর্ব-জীবাত্মক,

আবার সমগ্র বিশ্বাত্মক। জীব এবং জগৎ তাঁহারই প্রকাশ। তিনি প্রাণশক্তি—সকলকে সঞ্জীবিত করেন; আবার তিনিই অগ্নি—সকলের প্রকাশক। সূর্যকেই প্রাণ এবং অগ্নি বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি একই শক্তির বিশ্বরূপ। ইহার আধিদৈবিক রূপ সূর্য, আধিভৌতিক রূপ অগ্নি, আধ্যাত্মিক রূপ প্রাণ।

মন্তব্যঃ সঃ এষঃ বৈশ্বানরঃ বিশ্বরূপঃ—সেই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর [সর্বনরাভিমানী] সর্বাত্মা বিশ্বরূপ [সর্বজগন্ময়] (শ)॥ প্রাণঃ অগ্নিঃ—বিশ্বাত্মা বলিয়া এই প্রাণই অগ্নি ইহাই ভোক্তা (শ)।

৮. বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ বিশ্বরূপং (সর্বরূপ), হরিণম্ (রশ্মিমান), জাতবেদসং (জাতপ্রজ্ঞ) পরায়ণং (সকলের আশ্রয়) একং জ্যোতিঃ (একমাত্র জ্যোতি) তপন্তং (তাপপ্রদাতা) [সূর্যং ব্রহ্মবিদঃ জ্ঞাতবন্তঃ] (সূর্যকে ব্রহ্মবিদগণ জানেন), সহস্ররশ্মিঃ (সহস্ররশ্মি-বিশিষ্ট) শতধা বর্তমানঃ (শতধা হইয়া বর্তমান), প্রজানাং প্রাণঃ (প্রাণীদিগের প্রাণ) এষঃ সূর্যঃ উদয়তি (এই সূর্য উদিত হইতেছেন)।

সরলার্থঃ অসংখ্য রশ্মিযুক্ত, শত শত প্রকারে বর্তমান, প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ সূর্য উদিত হইতেছেন। পণ্ডিতগণ সূর্যকে বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতপ্রজ্ঞ, সকলের আশ্রয়, একমাত্র জ্যোতি, তাপপ্রদাতা বলিয়া জানেন।

মন্তব্যঃ বিশ্বরূপঃ—এই বিশ্বে যত বিভিন্ন রূপ দেখা যায় সেই সমস্ত সূর্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ রূপ।

জাতবেদাঃ—সমস্ত জাতপদার্থকে যিনি জানেন তিনি জাতবেদা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ।

পরায়ণঃ—সূর্যই জাগতিক সমস্ত বস্তুর আশ্রয়স্থল। সূর্যই জগতের একমাত্র জ্যোতিষ্মান বস্তু, অন্য সমস্তই সূর্য হইতে তাহাদের জ্যোতি লাভ করিয়া থাকে।

জ্যোতিঃ একম্—সমস্ত প্রাণীর চক্ষুস্বরূপ অদ্বিতীয়।

শতধা বর্তমানঃ—সূর্য বিশ্বরূপ বলিয়া শত শত প্রকারে (অসংখ্যরূপে) বর্তমান।

৯. সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ; তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে, ত এব পুনরাবর্তন্তে। তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ সংবৎসরঃ বৈ প্রজাপতিঃ (সংবৎসরই প্রজাপ্রতি), তস্য দক্ষিণং চ উত্তরং চ অয়নে [স্তঃ] (তাহার দক্ষিণ ও উত্তর এই দুইটি অয়ন আছে), তৎ (সেই হেতু) যে হ বৈ (যাহারা) ইষ্টাপূর্তে ইতি (ইষ্ট ও পূর্ত ইত্যাদি কর্মকে) কৃতম্ তৎ [মত্বা] ('তাহাই করিলাম' মনে করিয়া) উপাসতে (নিয়ত অনুষ্ঠান করেন), তে চান্দ্রমসম্ এব লোকম্ অভিজয়ন্তে (তাঁহারা কেবল চন্দ্রলোকই জয় করেন), তে পুনঃ আবর্তন্তে এব (তাঁহারা অবশ্যই পুনরাবর্তন করেন); তস্মাৎ (সেই হেতু) এতে প্রজাকামাঃ ঋষয়ঃ (এই সকল সন্তানার্থী স্বর্গদ্রষ্টা গৃহস্থগণ) দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে (দক্ষিণ মার্গ প্রাপ্ত হন); যঃ পিতৃযাণঃ (যাহা পিতৃযাণ), এষঃ হ বৈ রয়িঃ (তাহাই রয়ি)।

সরলার্থ ঃ সংবৎসরই প্রজাপতি ; তাহার দুইটি অয়ন—দক্ষিণ ও উত্তর। 'তাহা তো করিলাম' এই কর্তৃত্বাভিমানে যাঁহারা ইষ্ট এবং পূর্ত ইত্যাদি কর্মের নিয়ত অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা চন্দ্রলোক জয় করেন অর্থাৎ ঐ লোক প্রাপ্ত হন। তাঁহারা নিশ্চয়ই পৃথিবীলোকে ফিরিয়া আসেন। এই কারণে যে সকল ঋষি সন্তান কামনা করেন তাঁহারা দক্ষিণ মার্গ প্রাপ্ত হন। ইহাই রয়ি বা পিতৃযাণ নামে কথিত।

ব্যাখ্যা ঃ সৃষ্টিক্রমে সূর্য ও চন্দ্র বৎসরে পরিণত হয়। কারণ চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন দ্বারাই বৎসর-মাসাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই সংবৎসরও প্রজাপতিস্বরূপ, কারণ সংবৎসর প্রজাসৃষ্টি ও প্রজারক্ষার সহায়ক। এই সংবৎসর প্রজাপতিস্বরূপ বলিয়া দ্বন্দ্বাত্মক। ইহার এক অংশ প্রাণ, অপর অংশ রয়ি।

বৎসরের দুইটি অয়ন বা পথ নির্দিষ্ট আছে—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। বিষুব সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস উত্তরায়ণ পরবর্তী ছয়মাস দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে সূর্য উত্তর দিকে এবং দক্ষিণায়নে দক্ষিণ দিকে গমন করে। উত্তরায়ণ সংবৎসরের প্রাণ অংশ এবং দক্ষিণায়ন রয়ি অংশ।

উত্তরায়ণ সূর্যের পথ। সূর্য প্রাণ, জ্যোতি ও জ্ঞানের প্রতীক। এই কারণে যাঁহারা ইহজীবনে ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করেন তাঁহারা উত্তরায়ণ দ্বারা সূর্যলোকে গমন করেন। দক্ষিণায়ন চন্দ্রলোকের পথ। চন্দ্রলোক অজ্ঞানের লোক। সুতরাং যে সকল অজ্ঞানী লোক ইহজীবনে আত্মার জ্ঞানলাভের কোন চেষ্টা না করিয়া সংসারে কেবল পুত্র-কন্যা উৎপাদন করে এবং স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় ইষ্টপূর্তাদি কর্মানুষ্ঠান করিয়া মনে করে—'এই তো করিলাম, ইহাই শ্রেয় এবং ইহা দ্বারাই মোক্ষলাভ হইবে',—তাহারা মৃত্যুর পর দক্ষিণায়ন দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করে এবং পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় পার্থিব লোকে ফিরিয়া আসে ; কখনই মোক্ষলাভ করিতে পারে না। ইহাই রয়ি অথবা পিতৃযাণ নামে প্রসিদ্ধ।

মন্তব্য ঃ এই যে মূর্ত চন্দ্রস্বরূপ অন্ন এবং অমূর্ত প্রাণস্বরূপ ভোক্তা আদিত্য—এই সর্বাত্মক মিথুন কি প্রকারে প্রজাসকল উৎপাদন করিবে তাহাই বলা হইয়াছে। সংবৎসরঃ বৈ প্রজাপতিঃ—চন্দ্র-সূর্য এই মিথুন দ্বারা দিন ও রাত্রি রূপে বৎসর সম্পন্ন হয় বলিয়া সংবৎসরই রয়ি ও প্রাণ, এই মিথুনাত্মক প্রজাপতি (শ)।

ইষ্ট—অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, সর্বভূতে দয়া, আতিথ্য ও বৈশ্বদেব ক্রিয়া ঃ ইহাই ইষ্ট নামে অভিহিত। পূর্ত—বাপী-কূপ-তড়াগাদি খনন, দেবমন্দির নির্মাণ, ক্ষুধিতকে অন্নদান। দত্ত—শরণাগতের রক্ষা, সর্বভূতের প্রতি অহিংসা।

১০. অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে।
এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনম্ এতদমৃতমভয়ম্, এতৎ পরায়ণম্ এতস্মান্ন
পুনরাবর্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০

অন্বয় ঃ অথ (আর) [অন্যে] (অন্য লোকেরা) তপসা ব্রহ্মচর্যেণ (তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য দ্বারা), শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া (শ্রদ্ধা ও বিদ্যাদ্বারা) আত্মানম্ অন্বিষ্য (আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া) উত্তরেণ [মার্গেন] (উত্তরমার্গে) আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে (আদিত্যকে সম্যক জয় করেন), এতৎ বৈ (ইহাই) প্রাণানাম্ আয়তনম্

(সর্বপ্রাণের আশ্রয়), এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ (ইহাই অমৃত ও অভয়), এতৎ পরায়ণম্ (ইহা পরমগতি), এতস্মাৎ ন পুনঃ আবর্তন্তে (ইহা হইতে পুনরাবর্তন করেন না), এষঃ নিরোধঃ ইতি (অতএব ইহা নিরোধ) ; তৎ এষঃ শ্লোকঃ (একটি শ্লোক আছে)।

সরলার্থ ঃ আর অন্য লোকেরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা সূর্যরূপ আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তরমার্গে আদিত্যকে জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। এই আদিত্যই সমস্ত প্রাণের আশ্রয়, ইহাই অমৃত অভয়, ইহাই পরমগতি, ইহা হইতে জীব পুনরাবর্তন করে না। ইহাই নিরোধ অর্থাৎ অবিদ্বানদের অগম্য স্থান অথবা এখানেই ভ্রমণের নিবৃত্তি। এবিষয়ে একটি শ্লোক আছে—।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর কোন লোকে গমন করেন এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রদ্ধা, একাগ্রতা, ব্রহ্মচর্য এবং প্রজাপতিতে আত্মভাবনারূপ বিদ্যাদ্বারা আত্মার জ্ঞান লাভ করেন তাঁহারা উত্তরায়ণ পথে গমন করিয়া আদিত্যলোক প্রাপ্ত হন। আদিত্যলোক জ্ঞানের লোক। ইহা সকল প্রাণের আশ্রয়, অমৃত, ভয়বর্জিত, জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ গতি—ইহাই ব্রহ্মলোক। এই লোক যাঁহারা প্রাপ্ত হন তাঁহাদের আর সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না। কারণ এখানেই গমনাগমনের সমাপ্তি।

মন্তব্য ঃ উত্তরেণ আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে—অন্য লোকেরা উত্তরায়ণ দ্বারা প্রজাপতির অংশভূত প্রাণরূপী আদিত্যকে জয় করিয়া থাকেন (শ) ॥ আত্মানম্ অন্বিষ্য—প্রাণরূপী সূর্যকে স্থাবর-জঙ্গম সমস্তের আত্মারূপে অন্বেষণ করিয়া, 'আমিই তিনি' এইরূপে জ্ঞানলাভ করিয়া (শ) ॥ অভয়ম্—ভয়বর্জিত, চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয়বৃদ্ধি-ভয়যুক্ত নহে (শ)।

১১. পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি ॥ ১১

অন্বয় ঃ [কালবিদঃ] (কালবিদেরা) [আদিত্যম্] (আদিত্যকে) পঞ্চপাদম্ (পঞ্চপাদযুক্ত), দ্বাদশাকৃতিম্ (দ্বাদশ আকৃতি বিশিষ্ট)। দিবঃ পরে অর্ধে (দ্যুলোকের পরার্ধে অবস্থিত) পুরীষিণম্ (জলবর্ষণকারী) পিতরম্ আহুঃ (পিতা বলিয়া থাকেন) ; অথ (আবার) অন্যে ইমে (অপর কালবিদেরা) বিচক্ষণং (নিপুণ) পরে (ঊর্ধ্বদেশে) সপ্তচক্রে ষড়্ অরে (সপ্তচক্র ও ছয়টি শলাকা বিশিষ্ট রথে স্থিত) [আদিত্যে] [ইদং জগৎ] (এই জগৎ) অর্পিতম্ আহুঃ (অর্পিত বলিয়াছেন)।

সরলার্থ ঃ কালবিদগণ আদিত্যকে পঞ্চপাদযুক্ত, দ্বাদশ-আকৃতি-বিশিষ্ট, দ্যুলোকের পরার্ধে অবস্থিত, জলবর্ষণকারী পিতা বলিয়াছেন। অপর কালবিদেরা বলেন—ঊর্ধ্বদেশে সাতটি চক্র ও ছয়টি অরবিশিষ্ট রথে স্থিত নিপুণ (সর্বজ্ঞ) আদিত্যে এই জগৎ অর্পিত (প্রতিষ্ঠিত আছে)।

ব্যাখ্যা ঃ 'অর্পিতম্' শব্দটি সূর্যের অথবা 'বিশ্ব' এই উহ্য শব্দের বিশেষণ হইতে পারে। যদি সূর্যের বিশেষণ করা হয় তবে অর্থ হইবে যে সূর্যদেব সপ্তহয়যুক্ত ছয়টি অরবিশিষ্ট রথে অর্পিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত আছেন। আর যদি 'বিশ্ব' ইহার বিশেষণ করা যায় তবে অর্থ দাঁড়ায় এই জগৎ সপ্তচক্র ও ছয়টি অরবিশিষ্ট রথস্থিত সূর্যে অর্পিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরীষী—জীব যেমন অন্ন-জলাদি গ্রহণ করিয়া উহা পুরীষরূপে ত্যাগ করে

সেইরকম সূর্যদেবও তাঁহার কিরণ দ্বারা পৃথিবী হইতে জল গ্রহণ করিয়া বিষ্ঠারূপী বৃষ্টিদ্বারা পুনরায় তাহা ত্যাগ করেন। আদিত্য হইতে যে বৃষ্টি হয় তাহা অন্যত্রও বলা হইয়াছে, যথা : 'আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ'।

মন্তব্য : পঞ্চপাদম্—পাঁচটি ঋতুই সংবৎসরাত্মক আদিত্যের পাদস্বরূপ, সেই পাদসমূহ দ্বারাই আদিত্য পরিভ্রমণ করেন। হেমন্ত ও শিশির : এই দুই ঋতুকে একটি ধরিয়াই পঞ্চ ঋতুর গণনা (শ)॥ পিতরম্—সেই পিতাকে ; সকলের জনয়িতা বলিয়া আদিত্য পিতা (শ)॥ দ্বাদশাকৃতিম্—দ্বাদশ মাস যাহার আকৃতি বা অবয়ব (শ)॥ দিবঃ পরে উর্ধ্বে—দ্যুলোকের উপরে তৃতীয় স্বর্গে অবস্থিত (শ); অন্তরীক্ষের উত্তরার্ধে (উ)॥ সপ্তচক্রে—সপ্তাশ্বরূপ চক্রে, সর্বদা গমনশীল কালাত্মাতে (শ); সপ্তহয়যুক্ত সংসার-চক্রে (উ)॥ ষড়রে—ছয়টি অরস্থানীয় ঋতুযুক্ত (শ); ছয়টি অরবিশিষ্ট রথে (উ)।

১২ মাসো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ, শুক্লঃ প্রাণঃ।
তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্লে ইষ্টং কুর্বন্তীতর ইতরস্মিন্। ১২

অন্বয় : মাসঃ বৈ প্রজাপতিঃ (মাসই প্রজাপতি), তস্য কৃষ্ণপক্ষঃ এব রয়িঃ (তাহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি), শুক্লঃ প্রাণঃ (শুক্লপক্ষই প্রাণ) ; তস্মাৎ (সেই হেতু) এতে ঋষয়ঃ (এই ঋষিগণ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে ইষ্টং কুর্বন্তি (যজ্ঞ করেন), ইতরে (অন্য লোকেরা) ইতরস্মিন্ (অন্য পক্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে) [ইষ্টং কুর্বন্তি] (যজ্ঞ করেন)।

সরলার্থ : সংবৎসরের ন্যায় মাসও (প্রাণ ও অন্নরূপ মিথুনাত্মক) প্রজাপতি। ইহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি (অন্নরূপ চন্দ্র), শুক্লপক্ষই প্রাণরূপী আদিত্য (ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ)। এই কারণে প্রাণদর্শী এই সকল ঋষি শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন, অপর সকলে কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করেন।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ক্রমানুসারে সম্বৎসরব্যাপী প্রজাপতি তাঁহার অঙ্গীভূত মাসে বিবর্তিত হন। কাজেই এই মাসও প্রজাপতিস্বরূপ. সুতরাং দ্বন্দ্বাত্মক। ইহার একাংশ (শুক্লপক্ষ) প্রাণ, অপরাংশ (কৃষ্ণপক্ষ) রয়ি। সুতরাং শুক্লপক্ষ জ্ঞানের প্রতীক, কৃষ্ণপক্ষ অজ্ঞানের প্রতীক।

এই কারণে যাঁহারা প্রাণদর্শী জ্ঞানবান তাঁহারা সর্বত্র সকল সময়ে প্রাণকেই দেখিতে পান। তাঁহারা যে কোন যজ্ঞ বা কর্ম করেন তাহা শুক্লপক্ষে (জ্ঞানের সহিতই) করিয়া থাকেন, আর যাহারা প্রাণকে দেখিতে পায় না তাহারা যে যজ্ঞ বা কর্ম করে তাহা কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ অজ্ঞানেই করিয়া থাকে।

মন্তব্য : শুক্লে ইষ্টং কুর্বন্তি—কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করিলেও প্রকৃতপক্ষে শুক্লপক্ষেই করিয়া থাকেন। যেহেতু প্রাণ অভিন্ন, কৃষ্ণপক্ষ তাঁহারা দেখিতে পান না (শ)। ইতরে ইতরস্মিন্—অপর সকলে শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করিলেও বস্তুতঃ কৃষ্ণপক্ষেই করিয়া থাকে। কারণ তাহারা প্রাণকে দেখিতে পায় না, অদর্শন লক্ষণ কৃষ্ণপক্ষকেই দেখিতে পায় (শ)।

১৩. অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে, ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩

অন্বয় : অহোরাত্রঃ বৈ প্রজাপতিঃ (অহোরাত্রই প্রজাপতি), তস্য অহঃ এব প্রাণঃ (তাহার দিবাভাগই প্রাণ), রাত্রিঃ এব রয়িঃ (রাত্রিই রয়ি) ; যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে (যাহারা দিবাভাগে রতিক্রিয়াতে সংযুক্ত হয়), এতে প্রাণং বৈ প্রস্কন্দন্তি (তাহারা প্রাণকেই ক্ষয় করে), যৎ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে (রাত্রিকালে যে রতিক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়) তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব (তাহাই ব্রহ্মচর্য)।

সরলার্থ : দিবারাত্ররূপ মিথুনই প্রজাপতি, দিবাই ইহার প্রাণ (ভোক্তা অগ্নি-স্বরূপ), রাত্রিই ইহার রয়ি (অন্নস্থানীয় চন্দ্রস্বরূপ)। অতএব যাহারা দিবাভাবে রতিক্রিয়া করে তাহারা প্রাণকেই দেহ হইতে ক্ষয় করিয়া দেয়, আর ঋতুকালে রাত্রিতে রতিক্রিয়ায় সংযুক্ত হইলে তাহা ব্রহ্মচর্যই বটে, অর্থাৎ তাহাদ্বারা ব্রহ্মচর্যেরই অনুষ্ঠান করা হয়।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টির ক্রমানুসারে মাসরূপী প্রজাপতি স্বীয় অবয়ব অহোরাত্রে বিবর্তিত হয়। এই অহোরাত্রও প্রজাপতিস্বরূপ, সুতরাং দ্বন্দ্বাত্মক। ইহার দিবাভাগ প্রাণ এবং রাত্রিভাগ রয়ি। দিবাভাগকে যে প্রাণ এবং রাত্রিভাগকে যে রয়ি বলা হইয়াছে তাহার কারণ দিবাভাগেই জীবের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়, রাত্রিভাগে জীব নিষ্পন্দ হইয়া নিদ্রিত থাকে।

দিবাভাগ প্রাণরূপী বলিয়া যাহারা ঐ সময় রতিক্রিয়া করিয়া শুক্রক্ষরণ করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে প্রাণশক্তিকেই বাহির করিয়া দেয়। এজন্য দিনে স্ত্রীসঙ্গম আয়ু, বল ও বীর্যের পক্ষে ক্ষতিকর। যাহারা রাত্রিকালে ঋতুমতী ভার্যাতে উপগত হয় তাহারা ব্রহ্মচর্যেরই অনুষ্ঠান করে। ইহা আয়ুষ্কর এবং সন্ততিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গৃহস্থের কর্তব্য।

১৪. অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি ॥ ১৪

অন্বয় : অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ (অন্নই প্রজাপতি), ততঃ হ বৈ (তাহা হইতেই) তৎ রেতঃ (সেই শুক্র উৎপন্ন হয়), তস্মাৎ (তাহা হইতে) ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি (এই প্রাণিবর্গ জন্মগ্রহণ করে)।

সরলার্থ : অন্নই প্রজাপতি। এই অন্ন হইতে শুক্র (নূবীজ) উৎপন্ন হয় এবং শুক্র হইতে এই সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টির ক্রমানুসারে সূর্য, চন্দ্র, সংবৎসর, মাস ও অহোরাত্রের ক্রিয়া দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়। এই অন্নও প্রজাপতিস্বরূপ, সুতরাং দ্বন্দ্বাত্মক এবং সৃষ্টিকার্যে সক্ষম। অন্নরূপ প্রজাপতি সৃষ্টিক্রমে শুক্ররূপে পরিণত হয়। কারণ ভুক্ত অন্নই জীবদেহে জীর্ণ হইয়া রস, রক্ত ও শুক্র উৎপন্ন করে। এই শুক্রও প্রজাপতিস্বরূপ, সুতরাং দ্বন্দ্বাত্মক এবং সৃষ্টিকার্যে সক্ষম। পুরুষবীর্য প্রাণাত্মক এবং স্ত্রীবীর্য রয়িস্বভাব। এই উভয়ের সংযোগে প্রাণীসকল জন্মগ্রহণ করে।

প্রথমে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে কোথা হইতে প্রাণিবর্গ জন্মগ্রহণ করে তাহার উত্তর দেওয়া হইল। প্রাণস্বরূপ প্রজাপতি হইতে সূর্য, চন্দ্র, সংবৎসর, মাস, অহোরাত্র ও অন্নাদি ক্রমে বীর্যের উৎপাদন হয় এবং বীর্য হইতেই প্রাণিগণ জন্মলাভ করে।

১৫. তদ্ যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

অন্বয় : তৎ (সেই হেতু) যে হ বৈ (যাহারা) তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি (উক্ত

প্রজাপতিব্রত আচরণ করেন) তে মিথুনম্ উৎপাদয়ন্তে (তাহারা পুত্রকন্যারূপ মিথুন উৎপাদন করেন) ; তেষাম্ এব এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মলোক) যেষাং তপঃ ব্রহ্মচর্যম্ (যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে), যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ (যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে)।

সরলার্থ ঃ অতএব যে সকল গৃহস্থ সেই প্রজাপতিব্রত (যথাবিহিত কালে ভার্যাগমন) অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা মিথুন (পুত্র ও কন্যা) উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য অটুট আছে এবং যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ও সত্যাচারী রূপে খ্যাত তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মলোক (পিতৃযাণরূপে চন্দ্রলোক) অর্থাৎ তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে সকল পুরুষ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশপূর্বক সংযত হইয়া সন্তান উৎপাদন করেন তাঁহারাই প্রজাপতিব্রতের অনুষ্ঠাতা। কারণ প্রজাপতির কার্যই হইল জীব উৎপাদন করিয়া সৃষ্টিকার্য অব্যাহত রাখা। সুতরাং যেসকল সংযতচিত্ত ব্যক্তি প্রজাসৃষ্টি কার্যে প্রজাপতির ইচ্ছা পূর্ণ করেন তাঁহারাই প্রজাপতি-ব্রতাচারী। কিন্তু এই কার্য সংযত হইয়া কর্তব্যবোধে করিতে হইবে। তাই ইহাকে ব্রত বলা হইয়াছে।

যাঁহারা কায়, মন ও বাক্যের সংযম অবলম্বনপূর্বক একাগ্রচিত্তে প্রজাপতিব্রত পালন করেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ও সত্যাচারী তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। ইঁহারা প্রজাপতিব্রত পালন, সত্যাচরণ ও পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন—অনাসক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন না। এই জন্য আত্মজ্ঞানের অভাবে ইঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

মন্তব্য ঃ তৎ প্রজাপতিব্রতম্ চরন্তি—ঋতুকালে ভার্যাগমন করেন (শ) ॥ তে মিথুনম্ উৎপাদয়ন্তে—তাঁহারা পুত্রকন্যারূপে মিথুন উৎপাদন করেন, ইহাই প্রজাপতিব্রতের ফল (শ) ॥ তেষাম্ এব—সেই ইষ্টাপূর্তদত্তকারীদের (শ); প্রজাপতিব্রতের অনুষ্ঠাতাদের (উ) ॥ এষঃ ব্রহ্মলোকঃ—পিতৃযাণ-লক্ষণাত্মক চান্দ্রমস ব্রহ্মলোক (শ) ॥ তপঃ—স্নাতক ব্রতাদিরূপ তপস্যা (শ) ; কায়িক, বাচিক, মানসিক তপস্যা (শ) ॥ ব্রহ্মচর্যম্—ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে মৈথুন আচরণ না করা (শ)।

১৬. তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ। ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ,
ইতি ॥ ১৬

অন্বয় ঃ যেষু (যাহাদের মধ্যে) জিহ্মম্ অনৃতং ন (কুটিলতা ও অসত্য নাই), ন মায়া ইতি (এবং মায়াও নাই) তেষাম্ (তাহাদেরই) অসৌ বিরজঃ ব্রহ্মলোকঃ (সেই নির্মল ব্রহ্মলোক)।

সরলার্থ ঃ যাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা, মিথ্যাতে অনুরাগ এবং মিথ্যাচরণ, মায়া (অজ্ঞানজনিত মোহ ও আসক্তি) নাই তাঁহাদেরই সেই বিমল ব্রহ্মলোক (দেবযানরূপ সূর্যলোক) অর্থাৎ তাঁহারাই সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ আর যেসকল ব্যক্তি গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিয়া প্রজাপতিব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রকন্যা উৎপাদন করেন এবং অবশেষে বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু আশ্রমে

প্রবেশ করেন, সেই সকল বানপ্রস্থী ও ভিক্ষুদের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা, মিথ্যাচরণ এবং বিষয়াসক্তি জনিত অজ্ঞান-মোহ থাকে না। তাঁহারা নির্মল ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন। ইঁহারা সত্যদর্শী এবং সত্যের অনুষ্ঠাতা, মলিনতাশূন্য সরলচিত্ত এবং সংসারত্যাগী, সুতরাং বিষয়াসক্তি-জনিত অজ্ঞানমোহ হইতে মুক্ত। স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ইঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চান। সেইজন্য ইঁহারা জ্ঞানময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

যাঁহারা প্রজাপতিব্রতের অনুষ্ঠান করেন না, যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া সংসার ত্যাগ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই শ্রুতিতে কিছু বলা হয় নাই। কারণ এই অধ্যায় প্রজাপতিব্রতেরই প্রসঙ্গ—সন্ন্যাসের কোনও উল্লেখ নাই।

মন্তব্য ঃ অসৌ বিরজঃ ব্রহ্মলোকঃ—আদিত্যদ্বারা উপলক্ষিত প্রাণাত্মরূপী উত্তরায়ণই নির্মল ব্রহ্মলোক, কারণ চন্দ্রলোকের ন্যায় উহা মলিন ও বৃদ্ধিক্ষয়যুক্ত নহে (শ)। ন জিহ্মম্—নানা প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় বলিয়া গৃহস্থগণের মধ্যে যেরূপ কুটিলতা ও অসরল ভাব দেখা যায় সেই রকম কুটিলতা যাহাদের নাই (শ) ॥ ন অনৃতম্—ক্রীড়া-কৌতুকাদির জন্য গৃহস্থগণের মধ্যে অনৃত বা অসত্য ব্যবহার যেরূপ অপরিহার্য হইয়া থাকে, সেই রকম মিথ্যা ব্যবহার যাহাদের নাই (শ) ; অনৃত বিষয়ে অনুরক্তি নাই (উ)। ন মায়া—বাহিরে আপনাকে এক প্রকার দেখান, কিন্তু কার্যে অন্য আচরণ করা ঃ এই রকম মিথ্যা ব্যবহারের নাম মায়া, গৃহস্থদের মত এরূপ মায়া যাহাদের নাই (শ) ; মিথ্যাচরণ (উ)। যেসকল অধিকারী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষুতে প্রয়োজনের অভাবহেতুই মায়া প্রভৃতি দোষ বা মালিন্য নাই তাঁহাদেরই সেই রজোহীন নির্মল ব্রহ্মলোক ; ইহাই জ্ঞানের সহিত কর্মানুষ্ঠানকারীদের সাধনানুরূপ গম্য বা প্রাপ্য স্থান। পূর্বোক্ত চন্দ্ররূপ ব্রহ্মলোক কেবল কর্মীদেরই প্রাপ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

১৭. অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে। কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি ॥ ১

অন্বয়ঃ অথ হ (অতঃপর) এনং (ইহাকে) ভার্গবঃ বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ (ভৃগুগোত্রীয় বৈদর্ভি জিজ্ঞাসা করিলেন), ভগবন্ (ভগবন্) কতি এব দেবাঃ (কয়জন দেবতা) প্রজাং বিধারয়ন্তে (প্রাণী-শরীরকে বিশেষরূপে ধারণ করিয়া আছেন), কতরে (ইহাদের মধ্যে কে কে) এতৎ প্রকাশয়ন্তে (ইহাকে প্রকাশিত করে), এষাং কঃ পুনঃ (ইহাদের মধ্যে কেই বা) বরিষ্ঠঃ ইতি (প্রধান)।

সরলার্থঃ অতঃপর বিদর্ভদেশীয় ভৃগুপুত্র সেই পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্, কতজন দেবতা (ইন্দ্রিয়শক্তি) প্রাণী-শরীরকে বিশেষভাবে ধারণ করেন? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ভেদে বিভক্ত দেবগণের মধ্যে কাহারা এই শরীরে স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশিত করেন? ইহাদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ কে?'

ব্যাখ্যাঃ শরীরকে বিধারণ করে—শরীরের বিভিন্ন অংশকে সংহত করিয়া শরীরের স্থিতিসাধন করে। ইন্দ্রিয়সকলও শরীরের বিভিন্ন উপাদান; ইহারা কেহই আত্মসংস্থ নহে। অন্য কোনও শক্তি দ্বারা চালিত না হইলে ইহারা নিজ নিজ অথবা সম্মিলিতভাবে কোন কাজ করিতে পারে না; যে শক্তি দ্বারা ইহারা চালিত ও সংহত হয় তাহাই প্রাণশক্তি।

এই শরীরকে প্রকাশিত করে—জীবের মধ্যে যে বস্তু-প্রকাশন শক্তি আছে সে শক্তি কাহার? ইহাই প্রশ্ন।

কে ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—কে ইহাদের মধ্যে রাজস্থানীয় অর্থাৎ কে ইহাদিগকে নিয়মিত করে, কে ইহাদের কার্যে নিয়োগ ও কার্যের বিভাগ করিয়া থাকে?

মন্তব্যঃ প্রাণই যে ভোক্তা প্রজাপতি একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই জীবদেহে তাহার প্রজাপতিত্ব ও ভোক্তৃত্ব নিশ্চয় করা প্রয়োজন, এই উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হইয়াছে ॥ কতরে—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়রূপে বিভক্ত দেবগণের মধ্যে কাহারা (শ) ॥ এতৎ প্রকাশয়ন্তে—স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন (শ)।

১৮. তস্মৈ স হোবাচ—আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি—বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ তস্মৈ (তাঁহাকে) স হ উবাচ (তিনি বলিলেন)—আকাশঃ এষঃ দেবঃ হ বৈ (আকাশই এই দেবতা), চ (এবং) বায়ুঃ অগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ (বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু ও কর্ণ) তে (ইহারা) প্রকাশ্য (নিজ নিজ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়া) অভিবদন্তি (বলিলেন), বয়ম্ (আমরা) এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য (এই শরীরকে সুদৃঢ় করিয়া) বিধারয়ামঃ (বিশেষভাবে ধারণ করিতেছি)।

সরলার্থঃ ঋষি ভৃগুপুত্রকে বলিলেন—আকাশই এই দেবতা। এবং বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু ও কর্ণ—ইঁহারা আপনাদের সামর্থ্য প্রকাশপূর্বক স্পর্ধা সহকারে বলিলেন, 'আমরাই এই দেহেন্দ্রিয়াদিসমূহকে বিশেষভাবে ধারণ করিয়া আছি।

ব্যাখ্যাঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—ইহারা জীবদেহের উপাদান এবং চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞানলাভের এবং হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়সমূহ কর্ম সম্পাদনের উপায়। কিন্তু ইহাদের নিজস্ব বা স্বতন্ত্র কোনও শক্তি নাই। ইহারা প্রাণশক্তি দ্বারা চালিত এবং সঞ্জীবিত হইয়াই নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে। কাজেই প্রাণশক্তিই দেহের ধারয়িতা।

এই কথাটিই একটি আখ্যায়িকা (প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কথোপকথন) দ্বারা বোঝান হইয়াছে।

১৯. তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি। তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ (মুখ্যপ্রাণ) তান্ উবাচ (তাহাদিগকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বলিলেন)—মোহম্ মা আপদ্যথ (মোহগ্রস্ত হইও না), অহম্ এব (আমিই) আত্মানম্ (আপনাকে) এতৎ (এই প্রকারে) পঞ্চধা বিভজ্য (পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়া), এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য (এই শরীরকে সুদৃঢ় করিয়া) বিধারয়ামি (বিশেষরূপে ধারণ করি) তে (সেই দেবতারা) অশ্রদ্দধানাঃ বভূবুঃ (অপ্রত্যয়বান অর্থাৎ বিশ্বাসহীন হইলেন)।

সরলার্থঃ মুখ্যপ্রাণ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মোহগ্রস্ত হইয়া বৃথা অভিমান করিও না। আমিই নিজেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দেহকে সুদৃঢ় করিয়া ধারণ করি।' তাঁহারা এই কথায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন না।

ব্যাখ্যাঃ বরিষ্ঠ প্রাণ হইল মুখ্যপ্রাণ। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই পাঁচটি প্রাণশক্তি জীবদেহে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। কিন্তু ইহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র নহে—একই মুখ্য প্রাণশক্তির বিভিন্ন অংশ বা প্রকাশ। এই মুখ্য প্রাণশক্তিকেই এখানে বরিষ্ঠ প্রাণ বলা হইয়াছে।

অবষ্টভ্য বিধারয়ামি—শরীরের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনপূর্বক শরীরকে সুদৃঢ় করিয়া ধারণ করি। বিভিন্ন প্রাণশক্তিগুলি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে, কিন্তু উহাদের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া শরীরকে রক্ষা করা মুখ্য প্রাণের কাজ।

২০. সোঽভিমানাদূর্ধ্বমুৎক্রামত ইব। তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥ ৪

অন্বয়ঃ সঃ (সেই মুখ্যপ্রাণ) অভিমানাৎ (অভিমানবশতঃ) উর্ধ্বম্ উৎক্রামতে ইব (যেন উর্ধ্বদিকে উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন); তস্মিন্ উৎক্রামতি (তিনি উৎক্রমণে উদ্যত হইলে) অথ (অনন্তর) ইতরে সর্বে এব (অন্য সকলেই)

উৎক্রামন্তে (উৎক্রান্ত হইতে লাগিল), তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানে (তিনি স্থির হইলে) সর্বে এব প্রতিষ্ঠন্তে (সকলেই সুস্থির হইলেন)। তৎ (তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ) যথা (যেপ্রকারে) মধুকররাজানম্ উৎক্রামন্তম্ [দৃষ্টবা] (মধুকর রাজাকে উৎক্রান্ত হইতে দেখিয়া) সর্বাঃ এব মক্ষিকাঃ উৎক্রামন্তে (সমস্ত মক্ষিকাই উৎক্রান্ত হয়), তস্মিন্ প্রতিষ্ঠমানে চ (এবং সে সুস্থির হইলে) সর্বাঃ এব প্রতিষ্ঠন্তে (সকলেই সুস্থির হয়)। এবম্ (এইরূপ) বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ চ (বাক্, মন, চক্ষু ও কর্ণ) তে প্রীতাঃ [সন্তঃ] (তাহারা প্রীত হইয়া) প্রাণং স্তুন্বন্তি (প্রাণকে স্তব করিতে লাগিলেন)।

সরলার্থ ঃ সেই মুখ্যপ্রাণ অভিমানবশতঃ যেন উর্ধ্বে উঠিতে উদ্যত হইলেন অর্থাৎ শরীর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিলেন। তিনি শরীর হইতে নির্গত হইবার চেষ্টা করিলে অন্য সকলেও তাহাই করিতে উপক্রম করিল। তিনি স্থির হইলে সকলেই সুস্থির হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মধুকর-রাজকে উৎক্রান্ত হইতে দেখিলে সমস্ত মক্ষিকা উড়িতে আরম্ভ করে এবং সে সুস্থির হইলে সকলেই সুস্থির হয়। বাক্, মন, চক্ষু, কর্ণও এইপ্রকার। তাঁহারা প্রীত হইয়া প্রাণের স্তব করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য ঃ অভিমানাৎ ঊর্ধ্বম্ উৎক্রামতে ইব—তাহাদের অশ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করিয়া অভিমানবশতঃ যেন উর্ধ্বে উঠিবার উপক্রম করিল অর্থাৎ ক্রোধবশতঃ অন্যের অপেক্ষা না করিয়া শরীর হইতে বাহির হইবার ভাব দেখাইল (শ)।

২১· এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫

অন্বয় ঃ এষঃ অগ্নিঃ তপতি (ইনি অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হন), এষঃ সূর্যঃ (ইনিই সূর্য), এষঃ পর্জন্যঃ (ইনিই মেঘ), এষঃ মঘবান্ (ইনিই ইন্দ্র), এষঃ বায়ুঃ (ইনিই বায়ু), [এষঃ] পৃথিবী (ইনিই পৃথিবী), [এষঃ] দেবঃ রয়িঃ (এই দেবতাই রয়ি অর্থাৎ চন্দ্র) ; যৎ (যাহা) সৎ (মূর্ত, স্থূল) অসৎ চ (অমূর্ত, সূক্ষ্ম), অমৃতং চ (এবং অমৃত) [এষঃ তৎ সর্বম্] (সেই সমস্তই ইনি)।

সরলার্থ ঃ ইনি অগ্নিরূপে তাপ দেন, সূর্যরূপে প্রকাশ করেন, মেঘরূপে বর্ষণ করেন, ইন্দ্ররূপে প্রজাগণকে পালন করেন। ইনিই বায়ু, ইনিই পৃথিবী, ইনিই রয়ি (চন্দ্র)। ইনিই সৎ (মূর্ত), অসৎ (অমূর্ত) এবং যাহা কিছু অমৃত তাহাও ইনি।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতি এবং পরবর্তী কয়েক শ্রুতিতে প্রাণশক্তিকে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বররূপে উহার স্তব করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাণকে সর্বাত্মক বলা হইয়াছে। প্রাণশক্তিই বিভিন্ন দেবতারূপে জগতের সমস্ত কার্য সম্পাদন করে। প্রাণই অগ্নিরূপে তাপ দেয়, সূর্যরূপে জগৎকে প্রকাশিত করে। প্রাণই ইন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী, চন্দ্র ও মেঘ। যাহা কিছু মূর্ত ও অমূর্ত, স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্তই প্রাণ। প্রাণই অমৃত—প্রাণই সেই অবিনাশী তত্ত্ব যাহা এই বিনাশশীল জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

২২· অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬

অন্বয় ঃ রথনাভৌ অরাঃ ইব (রথচক্রের নাভিতে অরসমূহের ন্যায়) প্রাণে সর্বং

প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রাণে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে) ; ঋচো যজূংষি সামানি (ঋক্, যজু ও সামবেদ) যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ (যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ) [সর্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্] (সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ রথচক্রের নাভিতে অরসমূহের ন্যায় প্রাণে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। ঋক্, যজু ও সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—সমস্তই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা ঃ রথচক্রের নাভিতে অর (শলাকা) প্রবিষ্ট থাকে বলিয়া উহারা স্খলিত বা বিচলিত হইতে পারে না। সেইরূপ বিশ্বের সমস্ত বস্তু প্রাণে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণ কর্তৃক বিধৃত আছে বলিয়াই উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না। তারপর রথচক্রের গতিদ্বারাই যেমন অরগুলির গতি নির্ধারিত হয়, সেইপ্রকার প্রাণের গতিশক্তি দ্বারাই জগতের সমস্ত পদার্থের চলন (movement) হইয়া থাকে।

বেদসকল জ্ঞানের আকর, কর্মেরও প্রবর্তক। তাই এই বেদসমূহ প্রাণ। যজ্ঞকে এখানে সমস্ত কর্মের প্রতীকরূপে ধরা হইয়াছে। প্রাণই সমস্ত কর্ম। কারণ প্রাণ-শক্তিতেই সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়। প্রাণই এই মনুষ্যকুল। সর্বজাতীয় মানুষ প্রাণ-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে।

মন্তব্য ঃ ক্ষত্রং চ—সকলের পালয়িতা ক্ষত্রিয় (শ)। চ-কার শব্দে বৈশ্য এবং শূদ্রকেও বুঝাইতেছে। ব্রহ্ম চ—যজ্ঞাদি কর্মের কর্তা ব্রাহ্মণ। এই প্রাণই সমস্ত (শ)।

২৩· প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ৭

অন্বয় ঃ [ত্বম্] প্রজাপতিঃ গর্ভে চরসি (তুমি প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর), ত্বম্ এব প্রতিজায়সে (তুমিই মাতাপিতার প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর) ; প্রাণ (হে প্রাণ), যঃ (যে তুমি) প্রাণৈঃ (প্রাণসমূহের অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের সহিত) প্রতিতিষ্ঠসি (প্রতি শরীরে বাস কর), তুভ্যং তু (সেই তোমারই জন্য) ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রাণিসমূহ) বলিম্ হরন্তি (বলি অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু আহরণ করে)।

সরলার্থ ঃ তুমি প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর, তুমিই মাতাপিতার প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ, তুমি ইন্দ্রিয়ের সহিত উহাদের অধিপতিরূপে প্রতিশরীরে বাস কর। তোমার জন্যই মনুষ্যাদি প্রাণিগণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পথে তোমাকে উপহার প্রদান করে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রাণ যে কেবল জীবগণের প্রতিষ্ঠা তাহা নহে, প্রজাসৃষ্টির মূলেও এই প্রাণই কার্য করিয়া থাকে। প্রাণই প্রজাপতিরূপে মাতৃগর্ভে সন্তান হইয়া বিচরণ করে, আবার পিতামাতার প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

জীবের দেহে যেসকল কাজ হয় তাহারও মূলে প্রাণ। প্রাণই দেহের অধিষ্ঠাতা রাজাস্বরূপ। প্রজাগণ যেরকম রাজাকে উপহার দেয়, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও সেরকম বিবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া প্রাণকে উপহার দিয়া থাকে। বাক্, মন প্রভৃতিও প্রাণেরই অনুগত। সুতরাং প্রাণকে এখানে আত্মারূপে বলা হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ বলিং হরন্তি—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পথে তোমাকে উপহার দেয় (শ)। যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি - তুমি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সর্বশরীরে রাজারূপে বাস কর,

কাজেই সকলে যে তোমাকে উপহার দেয় তাহা উপযুক্তই বটে। যেহেতু তুমিই ভোক্তা আর সকলেই ভোজ্য (শ)।

২৪. দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮

অন্বয় ঃ [ত্বম্] দেবানাং বহ্নিতমঃ অসি (তুমি দেবগণের জন্য যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক), পিতৃণাং প্রথমা স্বধা (তুমি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম অন্ন), ঋষীণাং চরিতং সত্যম্ (তুমি ঋষিদিগের আচরিত সত্য), অঙ্গিরসাম্ অথর্বা অসি (অঙ্গিরস ঋষিদের মধ্যে তুমি অথর্বা)।

সরলার্থ ঃ তুমি দেবতাগণের জন্য যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক, তুমিই শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে প্রথম প্রদত্ত অন্নের প্রাপক, তুমি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দেহ ধারণাদিরূপ যথার্থ চেষ্টা, তুমি অঙ্গিরস-ভূত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অথর্বা (প্রাণ)। কিংবা, তুমি অথর্বা, অঙ্গিরস ইত্যাদি ঋষিদিগের (প্রাণসমূহের) সত্যাচরিত অর্থাৎ দেহধারণাদিরূপ যথার্থ (উপকারক) চেষ্টা।

মন্তব্য ঃ ঋষীণাং চরিতং সত্যম্ অথর্বা অঙ্গিরসাম্ অসি—এই কথাটির বিবিধ অর্থ হইতে পারে ঃ (১) তুমি অঙ্গিরসভূত অথর্বা ঋষিদের (অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহের) সত্য চরিত (দেহধারণের উপকারক যথার্থ চেষ্টা)—শ। (২) অথর্বা অঙ্গিরস মহর্ষিদের আচরিত সত্য—উ। (৩) তুমি ঋষিদিগের আচরিত সত্য এবং অঙ্গিরস ঋষিদিগের উপাস্য অথর্বা (প্রাণ)। এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়বর্গের কোনও প্রসঙ্গ নাই। দেবতা ও পিতৃগণের পরেই ঋষিদের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং শংকরের অর্থ সমীচীন কিনা বিবেচ্য।

পিতৃণাং প্রথমা স্বধা—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে যে স্বধা [অন্ন] দেওয়া হয় তাহা দেবতাদিগকে প্রদানের আগে দেওয়া হইয়া থাকে। তুমি পিতৃ-গণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সেই স্বধারও প্রাপয়িতা বা বাহক (শ); পিতৃগণকে প্রদত্ত অন্ন (উ)।

২৫. ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ প্রাণ (হে প্রাণ), ত্বম্ ইন্দ্রঃ (তুমি ইন্দ্র), তেজসা রুদ্রঃ (তুমি তেজে রুদ্র), পরিরক্ষিতা অসি (তুমি সকলের রক্ষক হও), ত্বম্ অন্তরিক্ষে চরসি (তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ কর), ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ সূর্যঃ (তুমি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পতিস্বরূপ সূর্য)।

সরলার্থ ঃ হে প্রাণ, তুমি ইন্দ্র (পরমেশ্বর), তুমি রুদ্রস্বরূপ অর্থাৎ জগতের সংহারক, স্থিতিকালে তুমিই সমগ্র জগতের রক্ষক, তুমি উদয় ও অস্তগমন দ্বারা অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমিই সূর্য—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভু।

২৬. যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০

অন্বয় ঃ প্রাণ (হে প্রাণ), যদা ত্বম্ অভিবর্ষসি (যখন তুমি মেঘ হইয়া বর্ষণ কর) অথ (তখন) ইমাঃ তে প্রজাঃ (তোমার এই প্রজাগণ) কামায় অন্নং

ভবিষ্যতি (ইচ্ছানুসারে অন্ন হইবে) ইতি (এই ভাবিয়া) আনন্দরূপাঃ তিষ্ঠন্তি (সানন্দে অবস্থান করে)।

সরলার্থ ঃ হে প্রাণ, তুমি যখন মেঘরূপে বর্ষণ কর সেই সময় তোমার এইসকল প্রজা অর্থাৎ প্রাণিবর্গ—'এখন ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে'—এই ভাবিয়া সানন্দে অবস্থান করে।

মন্তব্য ঃ আনন্দরূপাঃ তিষ্ঠন্তি—তোমার অন্নে সংবর্ধিত হইয়া তোমার অভিবর্ষণ দেখিবামাত্রই যেন সুখী হইল ঃ এইভাবে অবস্থান করে (শ)॥ কামায় অন্নং ভবিষ্যতি—ইচ্ছামত শস্য হইবে ঃ এই আশাতেই যেন সুখী হয় (শ)।

২৭. ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ প্রাণ (হে প্রাণ), ত্বং ব্রাত্যঃ (তুমি ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন), একঃ ঋষিঃ (একর্ষি নামক অগ্নি), অত্তা (হবির ভোক্তা), বিশ্বস্য সৎপতিঃ (বিশ্বের সৎপতি); বয়ম্ (আমরা) আদ্যস্য দাতারঃ (তোমার ভক্ষণীয় দ্রব্যের দানকারী); মাতরিশ্ব (হে মাতরিশ্বা), ত্বং নঃ পিতা (তুমি আমাদের পিতা)।

সরলার্থ ঃ হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন। তুমি একর্ষি নামক অগ্নিরূপে সমস্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যের ভক্ষক, তুমিই বিদ্যমান বিশ্বের পতি। (অথবা জগতের উত্তম পতিস্বরূপ, আমরা তোমাকে ভোজ্যদ্রব্য দান করি)। হে মাতরিশ্বা (বায়ু), তুমি আমাদের পিতা।

মন্তব্য ঃ তুমি ব্রাত্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন জাতির বালকদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময়ে উপনয়ন না হইলে উহাদিগকে ব্রাত্য বলা হয়। ব্রাত্যগণ পাতকী (পতিত) বলিয়া গণ্য। কিন্তু প্রাণ সর্বপ্রথমে জাত বলিয়া তাঁহাকে উপনয়ন-সংস্কার দেওয়ার মত কেহই ছিল না। সুতরাং সংস্কারের অভাবে প্রাণের ব্রাত্যদোষ ঘটিতে পারে না। প্রাণ স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ বলিয়া তাঁহার আর সংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই। এস্থলে 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থ স্বভাবশুদ্ধ।

তুমি অত্তা—ইহারও দুইটি অর্থ হইতে পারে ঃ (১) তুমি যজ্ঞে প্রদত্ত হবির ভোক্তা, (২) তুমি বিশ্বের সমস্ত বস্তুর ভোক্তা। একঃ ঋষিঃ—আথর্বণদের প্রসিদ্ধ একর্ষি নামক অগ্নি (শ)॥ বিশ্বস্য সৎপতিঃ—তুমি সৎ [বিদ্যমান] এই বিশ্বের পতি, অথবা বিশ্বের সৎ [সাধু] পতি (শ); তুমি বিশ্বের ভোক্তা, তুমি সৎপতি (উ)। পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ—হে মাতরিশ্বা [বায়ু], তুমি আমাদের সকলের পিতা অথবা তুমি বায়ুরও পিতা।

২৮. যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ১২

অন্বয় ঃ তে যা তনূঃ (তোমার যে রূপ) বাচি প্রতিষ্ঠিতা (বাক্ ইন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত), যা শ্রোত্রে (যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত), যা চ চক্ষুষি (যাহা চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত), যা চ মনসি সন্ততা (অবিচ্ছিন্নভাবে মনে ব্যাপ্ত আছে), তাম্ শিবাং কুরু (সেই রূপকে শান্ত কর, মঙ্গলময় কর), মা উৎক্রমীঃ (তুমি উৎক্রান্ত হইও না)।

সরলার্থ : তোমার যে তনু (রূপ) বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে, যাহা চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, যাহা সংকল্পাদি রূপে অবিচ্ছিন্নভাবে মনে ব্যাপ্ত আছে সেই রূপকে কল্যাণময় কর, তুমি (দেহ হইতে) নিষ্ক্রান্ত হইও না।

ব্যাখ্যা : মুখ্যপ্রাণের অপানরূপ তনু বাক্যে, ব্যানরূপ তনু কর্ণে, প্রাণরূপ তনু চক্ষুতে, সমানরূপ তনু মনে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বাগিন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় ও মন—ইহাদের কার্য মুখ্যপ্রাণের শক্তিতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে উপাসক প্রাণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন :

হে প্রাণ, বাক্, কর্ণ, চক্ষু ও মনে তোমার যে রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা কল্যাণময় কর। অর্থাৎ আমার বাক্য, শ্রবণ, দর্শন এবং মনন যেন সর্বদা কল্যাণকর হয়। ইহাদের দ্বারা আমি যেন সর্বত্র কল্যাণ সাধন করিতে পারি। তুমি উৎক্রমণ করিও না অর্থাৎ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইও না। কারণ তাহা হইলে আমার ইন্দ্রিয়-মনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই ইহাদের দ্বারা আমি আর জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারিব না।

২৯· প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি ॥ ১৩

অন্বয় : ইদং সর্বম্ (এই সমস্ত) প্রাণস্য বশে (প্রাণের অধীন), ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ (তৃতীয় দিব অর্থাৎ স্বর্গে যাহা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাও প্রাণের অধীন), মাতা ইব পুত্রান্ রক্ষস্ব (মাতার ন্যায় পুত্রদিগকে রক্ষা কর), নঃ শ্রীঃ চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ইতি (আমাদের নিমিত্ত প্রজ্ঞা বিধান কর)।

সরলার্থ : ইহলোকে যাহা কিছু উপভোগ্য বস্তু আছে এবং স্বর্গেও দেবতাদের উপভোগ্য যত কিছু বস্তু আছে সেই সকলই (অথবা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোকে যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে সেই সমস্তই) প্রাণের অধীন। মাতা যেরূপ পুত্রদিগকে রক্ষা করেন সেইপ্রকার তুমিও পুত্রস্থানীয় আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের শ্রী (সম্পৎ) এবং প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) বিধান কর।

ব্যাখ্যা : এই ত্রিলোকের মধ্যে যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে প্রাণই সমস্তের প্রভু। ইন্দ্রিয়গণের কৃত স্তবের উপসংহার করা এস্থলে প্রাণকেই ঈশ্বররূপে নির্দেশ করিয়া হইয়াছে—হে প্রাণ, তুমি যে কেবল আমাদের ঈশ্বর (প্রভু) তাহা নহে, তুমি মাতার ন্যায় স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রী ; অতএব পুত্রস্থানীয় আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমিই সমস্ত পুরুষার্থের বিধাতা। তাই তোমার নিকট আমরা সম্পদ ও বুদ্ধি প্রার্থনা করিতেছি।

মন্তব্য : শ্রীঃ চ প্রজ্ঞাং চ নঃ বিধেহি—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের শ্রীও তোমা হইতে জাত, অতএব সেই শ্রী এবং তোমার স্থিতির কারণ যে প্রজ্ঞা [বুদ্ধি] তাহা আমাদের জন্য বিধান কর (শ)। এই প্রকারে সর্বাত্মক বলিয়া বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সর্বপ্রকার স্তুতি দ্বারা যাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছে সেই প্রাণই প্রজাপতি—ইহাই স্থিরীকৃত হইল।

তৃতীয় প্রশ্ন

৩০. অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, কুত এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে, আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে, কথং বাহ্যমভিধত্তে, কথমধ্যাত্মম্ ?—ইতি ॥ ১

অন্বয় : অথ হ (অনন্তর) আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ (অশ্বলপুত্র, কৌসল্য) এনং পপ্রচ্ছ (ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন),—ভগবন্ (ভগবন্), কুতঃ এষঃ প্রাণঃ জায়তে (কোথা হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে), অস্মিন্ শরীরে কথম্ আয়াতি (এই শরীরে কি প্রকারে আগমন করে), আত্মানং প্রবিভজ্য (আপনাকে বিভক্ত করিয়া) কথং বা প্রাতিষ্ঠতে (কিরূপেই বা অবস্থান করে), কেন উৎক্রমতে (কোন্ বৃত্তি দ্বারা এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে), কথং বাহ্যম্ অভিধত্তে (কি প্রকারে বাহ্য অর্থাৎ অধিভূত ও অধিদৈব বিষয়কে ধারণ করে,) কথম্ অধ্যাত্মম্ ইতি (কি প্রকারে অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয়কে ধারণ করে)।

সরলার্থ : তারপর অশ্বলপুত্র কৌসল্য পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্, প্রাণ কোথা হইতে জন্মলাভ করে ? এই শরীরে কি প্রকারে আগমন করে ? আপনাকে বিভক্ত করিয়া কি প্রকারেই বা এই দেহে অবস্থান করে ? কিরূপে অর্থাৎ কোন বৃত্তিদ্বারা এই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় ? কি প্রকারে বাহ্য (অধিভূত ও অধিদৈব) বিষয়কে ধারণ করে ? কি প্রকারে অধ্যাত্ম (দেহেন্দ্রিয়াদি) বিষয়কে ধারণ করে ?'

ব্যাখ্যা : পূর্ব-জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন হইতেই এই প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে প্রাণই এই শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে, ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশিত করে। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রাণ কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই শরীরে আসিয়াছে ? দেহে আসিয়া উহা কোন কোন স্থানে অবস্থান করে ? কি প্রকারেই বা দেহেন্দ্রিয়কে ধারণ করে ?

৩১· তস্মৈ স হোবাচ—অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি ॥ ২

অন্বয় : তস্মৈ সঃ হ উবাচ (তিনি তাহাকে বলিলেন), অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি (তুমি অতি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ) ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি (তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ) তস্মাৎ তে অহং ব্রবীমি ইতি (সেই কারণে তোমাকে আমি বলিতেছি)।

সরলার্থ : পিপ্পলাদ ঋষি তাহাকে (অশ্বলপুত্রকে) বলিলেন, 'তুমি অতি কঠিন (দুর্বিজ্ঞেয়) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি অতিশয় ব্রহ্মপরায়ণ, এই কারণে তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।'

মন্তব্য : ভাষ্যকার শংকর 'ব্রহ্মিষ্ঠ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'অতিশয় ব্রহ্মবিদ্', কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মবিদ ছিলেন না। ব্রহ্মের বিষয় জানিতে ইচ্ছুক

হইয়া ব্রহ্মকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাজেই 'ব্রহ্মিষ্ঠ' শব্দের অর্থ ব্রহ্মে ভক্তিমান ও একাগ্রতাসম্পন্ন।

কৌসল্য যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা অতি দুর্জ্ঞেয় কারণ প্রাণশক্তির উৎপত্তি (origin) নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। এইজন্যই ইহা অতিপ্রশ্ন।

৩২. আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিন্ শরীরে ॥ ৩

অন্বয় ঃ আত্মনঃ (আত্মা হইতে) এষঃ প্রাণঃ জায়তে (এই প্রাণ জন্মে); যথা পুরুষে এষা ছায়া (যেমন পুরুষের এই ছায়া] [তথা] এতস্মিন্ (সেইরূপ এই আত্মাতে) এতৎ আততম্ (এই প্রাণ আশ্রিত আছে) মনোকৃতেন (মনের কার্যদ্বারা) [এষঃ] অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (প্রাণ এই দেহে আগমন করে)।

সরলার্থ ঃ আত্মা (পরমাত্মা বা পরমপুরুষ) হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে। ছায়া যেরূপ পুরুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইপ্রকার এই প্রাণও আত্মাতেই আশ্রিত আছে, মনের সংকল্প দ্বারাই ইহা শরীরে আগমন করে।

ব্যাখ্যা ঃ ভাষ্যকার শংকর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন—প্রাণ যে ছায়ার ন্যায় সত্য পুরুষে বিস্তৃত আছে তাহা অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা। কিন্তু এই শ্রুতিতে প্রাণকে মিথ্যা বলা হয় নাই ; বলা হইয়াছে ছায়া যেরূপ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেইরূপ প্রাণও আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না।

তারপর বলা হইয়াছে যে আত্মা হইতেই প্রাণ জন্মলাভ করে। যাহা সত্য হইতে জাত হয় তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। আলোক হইতে যেমন অন্ধকারের উদ্ভব হইতে পারে না, সেইরূপ সত্যরূপ আত্মা হইতে কোনও মিথ্যার উদ্ভব হইতে পারে না। ভাষ্যকার ছায়াকে মিথ্যা বলিয়াছেন, কিন্তু ছায়াও মিথ্যা নহে, ছায়ারও একটা সত্তা আছে। মরীচিকাদির ন্যায় উহা দৃষ্টিবিভ্রম নহে।

মনের ইচ্ছা-সংকল্পাদি দ্বারাই প্রাণ নূতন দেহকে আশ্রয় করে। যাহার মনের সংকল্প যেরূপ সে সেইরূপ দেহই পাইয়া থাকে। সাধারণতঃ মৃত্যুকালে মনের সংকল্প বা অবস্থা অনুসারেই এই দেহপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু মৃত্যুকালীন মনের সংকল্প আবার সমস্ত জীবনব্যাপী মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।[১]

৩৩. যথা সম্রাডেবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামান্, এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি—এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্, প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৪

অন্বয় ঃ যথা (যেরূপ) সম্রাট্ এব (সম্রাটই), এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব (এই সকল গ্রামে, এই সকল গ্রামে অধিষ্ঠিত হও) ইতি (এই বলিয়া) অধিকৃতান্ বিনিযুংক্তে (অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন), এবম্ এব (এই প্রকারেই) এষঃ প্রাণঃ (এই মুখ্যপ্রাণ) ইতরান প্রাণান্ (অপর প্রাণসমূহকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে) পৃথক্ পৃথক্ এব (পৃথক পৃথক ভাবে) সন্নিধত্তে (স্থাপন করেন)।

সরলার্থ ঃ সম্রাট্ যেরূপ 'এই সকল গ্রামে অধিষ্ঠিত হও অর্থাৎ এই সকল গ্রাম

[১] প্রশ্ন উপঃ, ৩।১০ মন্ত্র এবং গীতা, ৮।৫-৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শাসন কর'—এই কথা বলিয়া অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ এই মুখ্য প্রাণ অপর প্রাণসমূহকে (বিভিন্ন প্রাণ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে) পৃথক পৃথক ভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রাণকে সম্রাটস্থানীয় আর উহার পাঁচটি ভাগ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে সামন্তস্থানীয় বলা হইয়াছে। সম্রাট যেমন সামন্তবর্গকে বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বিবিধ কার্যের ভার তাহাদের উপর অর্পণ করেন, মুখ্য প্রাণও সেইরূপ সামন্তস্থানীয় পাঁচটি প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়গণকে দেহের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত করিয়া বিবিধ কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। মুখ্য প্রাণই সম্রাটস্থানীয় প্রাণ। এতদ্ব্যতীত যে পাঁচটি সামন্তস্থানীয় প্রাণবায়ু আছে তাহাদেরও একটির নাম প্রাণ। সুতরাং এই দুইয়ের বিভিন্নতা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

৩৪. পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে, মধ্যে তু সমানঃ, এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি। তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি ॥ ৫

অন্বয় ঃ [এষঃ] পায়ু-উপস্থে অপানং [বিনিযুংক্তে] (এই মুখ্যপ্রাণ মলদ্বারে ও জননেন্দ্রিয়ে অপানকে নিযুক্ত করেন), প্রাণঃ স্বয়ং (প্রাণ নিজে) মুখনাসিকাভ্যাং (মুখ ও নাসিকা দ্বারা বিচরণপূর্বক) চক্ষুঃ শ্রোত্রে (চক্ষু ও কর্ণে) প্রাতিষ্ঠতে (অধিষ্ঠান করেন), মধ্যে ত সমানঃ [অবস্থিতঃ] (সমানবায়ু মধ্যভাগে অবস্থিত), এষঃ হি (ইনিই) এতৎ হুতম্ অন্নম্ (জঠরাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত এই অন্নকে) সমং নয়তি (সমতা প্রাপ্ত করায়), তস্মাৎ (তাহা হইতে) এতাঃ সপ্তার্চিষঃ ভবন্তি (এই সপ্ত জ্যোতি হয়)।

সরলার্থ ঃ এই মুখ্য প্রাণ অপানবায়ুকে মলদ্বারে ও জননেন্দ্রিয়ে নিযুক্ত করেন, প্রাণ স্বয়ং মুখ-নাসিকা পথে বিচরণপূর্বক চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করেন। প্রাণ ও অপানের মধ্যভাগে (নাভিদেশে) সমান অবস্থিত। এই সমান বায়ুই জঠরাগ্নিতে হুত অর্থাৎ আহুতিরূপ প্রক্ষিপ্ত (ভুক্ত) অন্নকে সমতাপ্রাপ্ত করায়। তাহা হইতে অর্থাৎ জঠরাগ্নি হৃদয়-প্রদেশে গেলে উহার উত্তাপ হইতে সাত প্রকারের শিখা বা দীপ্তি উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা ঃ প্রাণসমূহ জীবদেহের কোথায় অবস্থান করে এই শ্রুতিতে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে ঃ

অপানবায়ুর স্থান পায়ু (মলমূত্রদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়)। অপানবায়ু পায়ুতে থাকিয়া মল-মূত্র এবং উপস্থে থাকিয়া শুক্র নির্গমন করায়। ইহার গতি নিম্নমুখী এবং ইহার কার্য বিসর্জন (elimination and excretion) প্রাণবায়ু মুখ ও নাসিকা পথে সঞ্চারিত হইয়া চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করে। ইহার গতি ঊর্ধ্বমুখী ; ইহার কার্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ (respiration)।

সমান বায়ু প্রাণ ও অপানের মধ্যভাগে অবস্থিত থাকিয়া জঠরাগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত ভুক্তদ্রব্যকে জীর্ণ করিয়া দেহের সহিত সমতা প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ জঠরাগ্নিতে জীর্ণ ভুক্তদ্রব্যকে রস-রক্তাদিতে পরিণত করিয়া দেহপুষ্টি সম্পাদন করে। ইহার অধিষ্ঠান-স্থান নাভি এবং ভুক্তদ্রব্য জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হইলে উহাকে রস-রক্তাদিতে পরিণত করাই সমানবায়ুর কাজ (digestion and assimilat ion)।

জঠরাগ্নি হৃদয়দেশে গেলে তাহার দীপ্তি হইতে সাতটি ইন্দ্রিয়ের দীপ্তি উৎপন্ন

হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সাতটি দীপ্তি সমস্ত প্রাণের ক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন; বিশেষতঃ সমান বায়ুদ্বারা ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে দেহের পুষ্টি এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া ও পোষণ হইয়া থাকে।

মন্তব্য ঃ এতাঃ সপ্তার্চিষঃ ভবন্তি—মস্তকস্থ এই সাতটি অর্চি [দীপ্তি] নির্গত হইয়া থাকে অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা যে রূপাদি বিষয়ের প্রকাশ হয় তাহা প্রাণ দ্বারাই হইয়া থাকে। সাতটি শিখা, যথা ঃ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও জিহ্বা দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞান (শ)।

৩৫. হৃদি হ্যেষ আত্মা, অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্তি, আসু ব্যানশ্চরতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ হৃদি হি (হৃদয়েই) এষঃ আত্মা [বসতি] (এই আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা বাস করেন), অত্র (এই হৃদয়ে) নাড়ীনাম্ এতৎ একশতম্ [অস্তি] (একশত এক নাড়ী আছে), তাসাম্ (ঐ সকল নাড়ীর) একৈকস্যাম্ (এক একটিতে) শতং শতম্ [অস্তি] (একশত একশত করিয়া শাখানাড়ী আছে), প্রতিশাখানাড়ী সহস্রাণি (প্রত্যেক শাখানাড়ীর সহস্র ভাগ) দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ ভবন্তি (বাহাত্তর বাহাত্তর হয়), আসু ব্যানঃ চরতি (এই সকল শাখানাড়ীতে ব্যানবায়ু বিচরণ করে)।

সরলার্থ ঃ হৃদয়াকাশেই আত্মা বাস করেন। এই হৃদয়ে একশত এক (১০১) নাড়ী আছে। এই সকল নাড়ীর এক একটিতে একশত একশত করিয়া শাখানাড়ী আছে; প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বাহাত্তর হাজার (৭২,০০০) প্রশাখাতে বিভক্ত। এই সকল নাড়ী এবং উহাদের শাখা-প্রশাখাতে ব্যানবায়ু বিচরণ করে।

ব্যাখ্যা ঃ হৃদয়-পুণ্ডরীকই আত্মার স্থান। যোগিগণ হৃদয়াকাশে জ্যোতিরূপে আত্মাকে দর্শন করেন। এই কারণে হৃৎ-প্রদেশকে আত্মার বাসস্থান বলা হইয়াছে। এই হৃৎ-প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া বহুসংখ্যক নাড়ী এবং শাখানাড়ী শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। ব্যানবায়ু এই সকল নাড়ীতে বিচরণ করে। শরীরের সন্ধিস্থান, স্কন্ধদেশ ও মর্মস্থানের সন্ধিস্থলে ব্যানবায়ুর অধিষ্ঠান। ইহার কার্য রক্তসঞ্চালন (circulation of blood), স্নায়বিক শক্তির সঞ্চারণ (transmission of nervous force) এবং বীর্যসাধ্য কর্মসম্পাদন (performance of works of muscular strength)।

৩৬. অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্, উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥ ৭

অন্বয় ঃ অথ (আর) একয়া [নাড্যা] (এক নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্না দ্বারা) ঊর্ধ্বঃ (ঊর্ধ্বগামী হইয়া) উদানঃ (উদান নামক বায়ু) পুণ্যেন (পুণ্যকর্মের ফলে) [পুরুষম্] পুণ্যং লোকং নয়তি (পুরুষকে পুণ্যলোকে লইয়া যায়), পাপেন পাপম্ (পাপকর্মের ফলে পাপলোকে), উভাভ্যাং এব (উভয় কর্মের ফলে অর্থাৎ পাপপুণ্য সমভাবে প্রধান হইলে) মনুষ্যলোকং [নয়তি] (মনুষ্যলোকে লইয়া যায়)।

সরলার্থ ঃ আর একটি নাড়ী (সুষুম্না) দ্বারা ঊর্ধ্বগামী হইয়া উদানবায়ু পুণ্যকর্মের ফলে জীবকে পুণ্যলোক, পাপকর্মের ফলে পাপলোক এবং পাপ-পুণ্য উভয় সমভাবে প্রধান হইলে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতিতে উদানবায়ুর অধিষ্ঠান ও কার্যের কথা বলা হইয়াছে। জীবগণ যে মৃত্যুর পর পার্থিব লোক হইতে অপর লোকে গমন করে সেই সঞ্চরণ-ক্রিয়া উদানবায়ু দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। উদানবায়ুই সুষুম্না নাড়ীপথে ঊর্ধ্বগামী হইয়া জীবগণকে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া কর্মানুসারে বিভিন্ন লোকে লইয়া যায়। যাহারা পুণ্যকর্ম-পরায়ণ তাহাদিগকে স্বর্গাদি লোকে, যাহারা পাপ-কর্মশীল তাহাদিগকে নরকাদি কণ্টকর লোকে অথবা পশু, পক্ষী ইত্যাদি তির্যক্ যোনিতে, আর যাহারা সমভাবে পুণ্য ও পাপ কর্মের অনুষ্ঠাতা তাহাদিগকে মনুষ্য-লোকে লইয়া যায়।

৩৭. আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য, অন্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮

অন্বয় ঃ আদিত্যঃ হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ (সূর্যই বাহ্য প্রাণ), এষঃ হি (এই সূর্য) এনং চাক্ষুষং প্রাণম্ অনুগৃহ্ণানঃ (এই চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে অনুগৃহীত করিয়া) উদয়তি (উদিত হন), পৃথিব্যাং যা দেবতা (পৃথিবীতে যে দেবতা অধিষ্ঠিত) সা এষা (সেই দেবতা) পুরুষস্য অপানম্ অবষ্টভ্য (পুরুষের অপানবায়ুকে অশিথিলভাবে অবরুদ্ধ করিয়া) [বর্ততে] (বর্তমান আছেন)। অন্তরা যৎ আকাশঃ (সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশ) সঃ সমানঃ (সেই আকাশস্থ বায়ুই সমান) বায়ুঃ ব্যানঃ (সাধারণ বাহ্য বায়ুই ব্যান)।

সরলার্থ ঃ প্রসিদ্ধ সূর্যই বাহ্য প্রাণ, কারণ সূর্যই চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া অর্থাৎ রূপ প্রকাশের নিমিত্ত চক্ষুর আলোক উৎপাদন করিয়া উদিত হন। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী যে অগ্নিদেবতা তিনিই পুরুষের অপান বায়ুকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া বর্তমান। দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশ সেই আকাশ-বায়ুই সমান অর্থাৎ দেহস্থ সমানবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান। সাধারণ বাহ্য বায়ুই ব্যান অর্থাৎ দেহস্থ ব্যানবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জীবের দেহমধ্যে যে প্রাণশক্তির ক্রিয়া চলিতেছে বহির্জগতেও সেই প্রাণশক্তিই কাজ করে। এই বহির্জগতের প্রাণশক্তি দেহস্থ প্রাণের সমধর্মী এবং উহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসম্বন্ধ। প্রকৃতপক্ষে একই প্রাণশক্তি জীবের দেহে ও বহির্জগতে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। তাই যেসকল দেবতা বাহ্য প্রাণসমূহের অধিষ্ঠাতা তাঁহারাই দেহস্থ প্রাণসমূহেরও অধিষ্ঠাতা এবং প্রভু, সুতরাং উহাদের অনুগ্রাহক।

জীবদেহস্থ যে প্রাণবায়ু চক্ষুর দর্শন-ক্রিয়া উৎপাদন করে তাহা সূর্যস্থ প্রাণশক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ। সূর্যই বাহ্য প্রাণ এবং সূর্য উদিত হইলে সেই প্রাণশক্তি দ্বারা চাক্ষুষ প্রাণ উজ্জীবিত হইয়া উঠে এবং সূর্যই চক্ষুর বিভিন্ন বস্তু দর্শনের নিমিত্ত আলোক উৎপাদন করে। উভয়েই সমধর্মী এবং বস্তুসমূহ প্রকাশ করাই উভয়ের কাজ।

পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী যে প্রাণ-দেবতা (অগ্নি) তাহাই দেহস্থ অপানবায়ুর অনুগ্রাহক। এই কারণে উভয়েই সমধর্মী। পৃথিবী বস্তুসকলকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে, অপানবায়ুও দেহস্থ মূত্র-পুরীষকে নিম্নদিকে আকর্ষণ

করিয়া নির্গত করে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশ সেই আকাশের অধিষ্ঠাতা প্রাণশক্তিই সমানবায়ুর অনুগ্রাহক। উভয়েই সমধর্মী। আকাশস্থ প্রাণ দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যভাগে স্থিত, সমানবায়ুও প্রাণ ও অপানের মধ্যদেশে অবস্থিত।

বাহিরে যে সাধারণ বায়ু তাহার অধিষ্ঠাত্রী প্রাণশক্তিই ব্যানবায়ুর অনুগ্রাহক। এই কারণে উভয়েই সমধর্মী। উভয়েরই সাধারণ ধর্ম ব্যাপ্তি। বাহ্য বায়ু সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করে, ব্যানবায়ুও শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করে।

মন্তব্য : অপানম্ অবষ্টভ্য—পুরুষের অপানবৃত্তিকে আকর্ষণ করিয়া, বশীকৃত করিয়া, অধোদিকে আকর্ষণ দ্বারা যেন অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান আছে, অন্যথা এই শরীর গুরুত্ব-নিবন্ধন হয় নীচে পড়িয়া যাইত অথবা আকাশে উত্থিত হইত (শ)।

৩৮. তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯

অন্বয় : তেজঃ হ বৈ উদানঃ (বাহ্য তেজই উদান), তস্মাৎ (সেই হেতু) উপশান্ততেজাঃ (ক্ষীণতেজা পুরুষ) মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ (শরীরত্যাগের পর মনের মধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত) পুনর্ভবম্ [প্রতি] (শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ : বাহ্য সাধারণ যে আগ্নেয় তেজ তাহাই উদান অর্থাৎ উদানবায়ুকে অনুগ্রহ করিয়া বর্তমান। এই কারণে মৃত্যুকালে উদানবায়ুর অনুগ্রহের অভাব ঘটিলে জীবের স্বাভাবিক তেজ শান্ত (লুপ্ত) হইয়া যায়, তখন সেই মুমূর্ষু ক্ষীণতেজা পুরুষ দেহত্যাগের পর মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত দেহান্তর প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা : বাহ্যিক আগ্নেয় তেজে যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান তাহাই উদানবায়ুরূপে জীবদেহে ক্রিয়া করিয়া থাকে। বাহ্যিক তেজের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহাই উদানবায়ুর অনুগ্রাহক। এই কারণে উদানবায়ু তেজঃস্বভাব। জীবদেহে যে উষ্মা (উত্তাপ) অনুভূত হয় তাহা উদানবায়ুরই ক্রিয়া। সুতরাং জীবের মৃত্যুকালে যখন উদানবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হয় তখন মুমূর্ষুর দৈহিক তেজ লুপ্ত হয় এবং শরীর শীতল হইয়া যায়।

উদানবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হওয়ার ফলে জীব যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাহার বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মনে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ উহাদের ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া মনের ক্রিয়ার সঙ্গে মিশিয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লুপ্ত হইলেও মনের ক্রিয়া বর্তমান থাকে। উদানবায়ু তখন সেই মনের ক্রিয়াতে পরিণত ইন্দ্রিয়গণের অথবা লুপ্তেন্দ্রিয় মনের সহিত জীবকে নূতন শরীর প্রাপ্ত করায়।

৩৯. যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি, প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০

অন্বয় : এষঃ [জীবঃ] (এই জীব) যচ্চিত্তঃ (মরণকালে যেরূপ চিত্তযুক্ত হয়), তেন প্রাণম্ আয়াতি (সেই চিত্তদ্বারা প্রাণকে প্রাপ্ত হয়); প্রাণঃ (প্রাণ) তেজসা যুক্তঃ (তেজের দ্বারা অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়া) আত্মনা সহ

(জীবাত্মার সহিত) যথাসংকল্পিতং লোকং নয়তি (জীবকে যথা-সংকল্পিত লোকে লইয়া যায়)।

সরলার্থ : সেই সময়ে চিত্ত যেরূপ অবস্থাপন্ন হয় সেইভাবে জীব প্রাণকে আশ্রয় করে। প্রাণ তেজের দ্বারা উদানবৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়া এবং আত্মার (জীবাত্মার) সহিত মিলিত হইয়া (ভোক্তা) জীবকে পুণ্য-পাপ কর্মানুসারে যথা-সংকল্পিত লোকে লইয়া যায়।

ব্যাখ্যা : এস্থলে দেহান্তর-প্রাপ্তির ক্রমটি প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ মনের ক্রিয়াতে পর্যবসিত হয়। সেই সময়ে চিত্তের যে ভাব ও সংকল্প থাকে সেই ভাব ও সংকল্পযুক্ত মনের দ্বারা জীব মুখ্য-প্রাণকে আশ্রয় করে। সেই মুখ্যপ্রাণ তেজঃস্বরূপ উদানবৃত্তির সহিত যুক্ত হয়। কারণ উদানবৃত্তিই প্রাণের বাহক। উদানবৃত্তির সহিত যুক্ত মুখ্যপ্রাণ জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া মনের সংকল্পিত লোকে উহাকে লইয়া যায় এবং তথায় উহা মনের সংকল্পানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে জীবের উৎক্রমণ-প্রণালী এইরূপ বর্ণিত আছে—মৃত্যুকালে পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় লীন হয়।[1]

মন্তব্য : তেন এবং প্রাণম্ আয়াতি—এই জীব সেই চিত্তের সহিত অর্থাৎ চিত্ত-উদ্ভূত সংকল্প ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণকে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি প্রাপ্ত করায়। অর্থাৎ মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইলে জীব মুখ্যপ্রাণবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে। তখন জ্ঞাতিগণ বলেন : এখনও উচ্ছ্বাস আছে, জীবন আছে (শ)।

৪০. য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ, ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১

অন্বয় : যঃ বিদ্বান্ (যে জ্ঞানী ব্যক্তি) প্রাণম্ এবং বেদ (প্রাণকে এইরূপ জানেন) অস্য প্রজা ন হ হীয়তে (তাহার সন্তানক্ষয় হয় না), [সঃ] অমৃতঃ ভবতি (তিনি অমৃত হন)। তৎ এষঃ শ্লোকঃ (সেই অর্থে এই শ্লোক আছে)।

সরলার্থ : যে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণকে এইভাবে জানিয়া উহার উপাসনা করেন তাঁহার কখনও সন্ততি-বিচ্ছেদ হয় না, তিনি প্রাণের সহিত সমতা লাভ করিয়া অমৃত হন। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—।

ব্যাখ্যা : যে জ্ঞানবান ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে প্রাণতত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রহ্মদৃষ্টিতে প্রাণের উপাসনা করেন তাঁহার সন্ততি-বিচ্ছেদ হয় না। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় তাঁহার প্রজাপতিত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে। এইরূপ নিষ্কামভাবে প্রাণের উপাসনা করিলে উপাসক প্রাণের সাযুজ্য লাভ করিয়া এবং সর্বাত্মক হইয়া মৃত্যু-মোহময় জীবন অতিক্রমপূর্বক অমৃতময় জীবন লাভ করেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অতীত হন।

মন্তব্য : সন্ততি-বিচ্ছেদ হয় না—এই বাক্যে বোঝায় যে প্রাণের উপাসক গার্হস্থ্য ধর্মাবলম্বী। সন্ন্যাসিগণ প্রাণোপাসনার অধিকারী নহেন।

---

[1] ছান্দোগ্য, ৬।৮।৬ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

৪১. উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা ।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ।
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি ॥ ১২

অন্বয় ঃ প্রাণস্য উৎপত্তিম্ (প্রাণের উৎপত্তি), আয়তিং (শরীরে আগমন) স্থানম্ (দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান), পঞ্চধা বিভুত্বং চ এব (পাঁচ প্রকারে প্রভুত্ব), অধ্যাত্মং (চক্ষুরাদি রূপে), চ এব (এবং বাহিরে সূর্যাদি রূপে) [অবস্থানম্] (অবস্থান), বিজ্ঞায় (জানিয়া), অমৃতম্ অশ্নুতে (বিদ্বান ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন) [প্রশ্নের সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য দ্বিরুক্তি] ।

সরলার্থ ঃ পরমাত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি, মনের সংকল্প অনুসারে শরীরে আগমন, দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান, পাঁচ প্রকারে অপর প্রাণবায়ুর উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ উহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন ও উহাদের কার্য-বিভাগ এবং সূর্যাদি আধিদৈবিক রূপ সম্যক্ জানিয়া যিনি প্রাণের উপাসনা করেন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রাণতত্ত্বকে জানার অর্থ প্রাণের উপাসনা দ্বারা প্রাণের সহিত একাত্মতা স্থাপন । প্রাণ বিশ্বাত্মক—জীবদেহে এবং বাহ্য জগতে একই প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিতেছে এবং আন্তর ও বাহ্য প্রাণশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ বা সম্বন্ধ বিদ্যমান । কাজেই যিনি প্রাণতত্ত্বকে সাম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সমগ্র বিশ্বের ও সমস্ত জীবের সহিত একাত্মক হন । সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা এবং মোহ দূরীভূত হয়। তিনি সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বাত্মক জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতময় আনন্দময় জীবন লাভ করেন । ইহাই অমৃতত্ব ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ বলেন ঃ

ইতিপূর্বে প্রাণের যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে তাহা হইতেই এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদয় । আত্মা অজ, না উহার জন্ম আছে ? আত্মার জন্ম আছে, কিন্তু সে জন্ম প্রাণতত্ত্বরূপে পরাত্মাতে যে পূর্ব হইতে উহার স্থিতি ছিল তাহারই প্রকাশ ; শরীরের সঙ্গে প্রাণের যোগ পরাত্মার ইচ্ছাধীন । শরীরে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করে এবং জীবের লোক-লোকান্তর প্রাপ্তি এই প্রাণযোগেই নিষ্পন্ন হয় । শরীরস্থ প্রাণী বহিঃস্থ প্রাণশক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ববিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করে । শরীরের উষ্মা যখন অপগত হয় তখন মৃত্যু হইয়া থাকে । এই উষ্মা সেই প্রাণেরই প্রকাশমাত্র এবং ইহাই তেজ । প্রাণ দেহযুক্ত হইয়া যখন পুনরায় ক্রিয়া প্রকাশ করে তখন সে তেজোযুক্ত হইয়াই উহা করে । প্রাণেরই দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে, এবং নিষ্ক্রমণের সঙ্গে পরাত্মালিঙ্গিত জীব নিষ্ক্রমণ করে । পরাত্মার আগমন বা নিষ্ক্রমণ নাই । প্রাণের আগমন ও নিষ্ক্রমণই তাঁহাতে আরোপিত হয় । (বেদান্ত সমন্বয়) ।

মন্তব্য ঃ স্থানম্—পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান (শ) ॥ পঞ্চধা বিভুত্বং চ—সম্রাটের ন্যায় বিভিন্ন বৃত্তিভেদে অপানাদিকে পাঁচ ভাগে যথাস্থানে স্থাপন (শ)। অধ্যাত্মং চ এব—চক্ষুরাদি আকারে শরীরে অবস্থান । 'চ'কার যোগে বাহ্য আদিত্যাদি রূপে অবস্থানও বুঝাইতেছে (শ) ।

চতুর্থ প্রশ্ন

৪২. অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ এতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি, কান্যস্মিন্ জাগ্রতি, কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি, কস্যৈতৎ সুখং ভবতি, কস্মিন্নু সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ?—ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ হ (অতঃপর) (সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ) সৌর্যপুত্র গার্গ্য এনং পপ্রচ্ছ (ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবন্ (ভগবন্), এতস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষদেহে) কানি স্বপন্তি (কোন কোন ইন্দ্রিয় নিদ্রা যায়), অস্মিন্ (ইহাতে) কানি জাগ্রতি (কোন কোন ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকে), কতর এষঃ দেবঃ (দুইয়ের কোন দেবতা) স্বপ্নান্ পশ্যতি (স্বপ্ন দেখে), কস্য (কাহার) এতৎ সুখং ভবতি (এই সুখানুভূতি হয়) কস্মিন্ নু (কাহাতেই বা) সর্বে সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি (সকলে সম্প্রতিষ্ঠিত হয়) ।

সরলার্থ ঃ অতঃপর সৌর্যপুত্র গার্গ্য পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্, এই পুরুষ-দেহে কোন কোন ইন্দ্রিয় নিদ্রা যায় অর্থাৎ স্বীয় কার্য হইতে বিরত হয় ? এই দেহে কোন কোন ইন্দ্রিয় জাগিয়া থাকিয়া নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করে ? কার্যাত্মক ও কারণাত্মক দেবতাদ্বয়ের মধ্যে কোন দেবতা স্বপ্নসকল দর্শন করে ? সুষুপ্তিকালে যে অব্যাহত নিশ্চেষ্টতারূপ সুখানুভূতি হয় সেই অনুভূতি কাহার ? সেই সুষুপ্তিকালে করণবর্গ কাহাতে একীভূত হইয়া স্থিতিলাভ করে ?'

মন্তব্য ঃ পূর্ববর্তী তিনটি প্রশ্নে অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত সাধ্য-সাধনা লক্ষণাত্মক স্থূল, অনিত্য সংসারের বিষয় পরিসমাপ্ত করিয়া এখন অসাধন-লক্ষণাত্মক, অপ্রাণ, মনের অগোচর, অতীন্দ্রিয়, নির্বিশেষ, শিব, শান্ত, অবিকারী, পরা বিদ্যার বিষয়ীভূত, সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত পদার্থের সহিত বলিবার উদ্দেশ্যে পরবর্তী তিনটি প্রশ্ন আরম্ভ করা হইতেছে । মুণ্ডকোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে সুদীপ্ত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ যেরূপ নিঃসৃত হয় সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে সমস্ত পদার্থ জন্মগ্রহণ করে ।[১] এই বিষয়টিই এখানে সবিস্তারে বলা হইয়াছে (শ) । কতরঃ এষঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি – জাগ্রদবস্থা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অথবা জাগ্রতের ন্যায় শরীরের মধ্যে যে দর্শন তাহাই স্বপ্ন । এই স্বপ্নদর্শন ব্যাপারটি কি কোনও কার্যাত্মক দেবতা অথবা কোনও কারণাত্মক দেবতা কর্তৃক সম্পন্ন হয় ? (শ)। কস্য এতৎ সুখং ভবতি—জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাই সুষুপ্তি । সুষুপ্তিকালে যে প্রসন্ন নিশ্চেষ্টতারূপ অব্যাহত সুখানুভূতি হয়, সেই সুখ কাহার ? (শ) ॥ কস্মিন্ নু সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি—সেই সময় অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে করণবর্গ সমস্ত একীভূত হইয়া কাহাতে স্থিতিলাভ করে ? অর্থাৎ মধুতে রসের ন্যায়, সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত বা মিলিত হয় যে তাহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব (শ) ।

---

[১] যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ মুণ্ডক, ২।১।১

৪৩. তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য, মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি, তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি, এবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে। স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২

অন্বয়ঃ সঃ তস্মৈ উবাচ হ (তিনি তাহাকে বলিলেন)—গার্গ্য (হে গার্গ্য), যথা (যেরূপ) অস্তং গচ্ছতঃ সূর্যস্য (অস্তগামী সূর্যের) সর্বাঃ মরীচয়ঃ (সমস্ত রশ্মি) এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে (এই তেজোমণ্ডলে) একীভবন্তি (একীভূত হয়), পুনঃ উদয়তঃ (পুনরায় উদীয়মান সূর্যের) তাঃ (সেই রশ্মিসকল) পুনঃ প্রচরন্তি (পুনরায় বিকীর্ণ হয়), এবং হ বৈ (এই প্রকারে) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত) পরে দেবে মনসি (তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে) একীভবন্তি ইতি (একীভূত হয়); তেন (সেই কারণে) তর্হি (সেই সময়ে) এষঃ পুরুষঃ (এই পুরুষ) ন শৃণোতি (শ্রবণ করে না), ন পশ্যতি (দর্শন করে না), ন জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে না), ন রসয়তে (আস্বাদন করে না), ন স্পৃশতে (স্পর্শ করে না), ন অভিবদতে (বাক্য উচ্চারণ করে না), ন আদত্তে (গ্রহণ করে না), ন আনন্দয়তে (রমণজনিত আনন্দ অনুভব করে না), ন বিসৃজতে (পুরীষাদি ত্যাগ করে না), ন ইয়ায়তে (গমন করে না), [তদা সঃ] স্বপিতি (তখন তিনি নিদ্রা যান) ইতি আচক্ষতে (লোকে এইরূপ বলে)।

সরলার্থ ঃ পিপ্পলাদ ঋষি তাহাকে (গার্গ্যকে) বলিলেন, 'গার্গ্য, যেরূপ অস্তগামী সূর্যের সমস্ত রশ্মি উহার তেজোমণ্ডলে একীভূত অর্থাৎ অপৃথকভাব প্রাপ্ত হয়, আবার সূর্য উদিত হইলে সেই রশ্মিসমূহ পুনরায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরকম স্বপ্নকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়ও উহাদের পরম দেবতা মনে একীভূত হয় অর্থাৎ অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে স্বপ্নকালে এই পুরুষ (স্থূল দেহ) শোনে না, দেখে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, রমণজনিত আনন্দ অনুভব করে না, পুরীষাদি ত্যাগ করে না, চলে না। তখন লোকে বলে যে তিনি নিদ্রা যাইতেছেন।'

মন্তব্য ঃ এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে—এই তেজোরাশিরূপ (শ)॥ তৎ সর্বম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি (শ)॥ একীভবতি—স্বপ্নকালে একীভূত হয় অর্থাৎ সূর্যের কিরণের ন্যায় অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় (শ)॥ তেন—যেহেতু স্বপ্নকালে কর্ণ প্রভৃতি শব্দাদির উপলব্ধির সাধনসমূহ স্বীয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনে যেন একীভূত হয় সেই হেতু (শ)।

৪৪. প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্যপচনো যদ্গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে, প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ এতস্মিন্ পুরে (এই দেহরূপ পুরীতে) প্রাণাগ্নয়ঃ এব জাগ্রতি (অগ্নিস্থানীয় প্রাণসমূহই জাগিয়া থাকে), এষঃ অপানঃ হ বৈ (এই অপানবায়ুই) গার্হপত্যঃ (গার্হপত্য নামক অগ্নি), ব্যানঃ অন্বাহার্যপচনঃ (ব্যানবায়ুই দক্ষিণাগ্নি); যৎ (যেহেতু) গার্হপত্যাৎ (গার্হপত্যাগ্নি হইতে) প্রণীয়তে (পৃথক-

ভাবে গৃহীত হয়) প্রণয়নাৎ (সেই পৃথক করণের জন্যই) প্রাণঃ আহবনীয়ঃ (প্রাণই আহবন-স্থানীয়)।

সরলার্থ ঃ এই দেহরূপ পুরে নিদ্রাকালে অগ্নিস্বরূপ প্রাণবৃত্তিসমূহই জাগিয়া থাকে। এই অপানবায়ুই গার্হপত্য নামক অগ্নি, ব্যানবায়ু অন্বাহার্যপচন অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি এবং গার্হপত্য অগ্নি হইতে পৃথকভাবে গৃহীত হয় বলিয়া আহবনীয় অগ্নিই প্রাণ।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতি এবং পরের শ্রুতিতে জ্ঞানীর নিদ্রাকে একটি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কল্পনা করিয়া উভয়ের তুলনাপূর্বক সাম্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। অপরাপর ইন্দ্রিয় নিদ্রিত অর্থাৎ স্বকর্মে বিরত হইলেও প্রাণাদি জাগ্রত থাকে বলিয়া ইহারা অগ্নি-সদৃশ।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞে তিনটি অগ্নি প্রয়োজন হয়—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। দক্ষিণাগ্নির অপর নাম অন্বাহার্যপচন। গার্হপত্য অগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত থাকে এবং যজ্ঞের সময় এই গার্হপত্য অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বালিত হয়। অন্য অগ্নি হইতে আহৃত অর্থাৎ গৃহীত হয় বলিয়া ইহার নাম আহবনীয়। এই আহবনীয় অগ্নিতেই প্রধান প্রধান হোম করা হয়। দক্ষিণাগ্নিও গার্হপত্য অগ্নি হইতে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ইহা যজ্ঞবেদীর দক্ষিণ ভাগে থাকে বলিয়া ইহার নাম দক্ষিণাগ্নি।

হৃদয়ের দক্ষিণ রন্ধ্র দিয়া ব্যানবায়ু নির্গত হয় বলিয়া ব্যানবায়ুকে দক্ষিণাগ্নি কল্পনা করা হইয়াছে। অপানবায়ুটি অধোগামী এবং প্রাণবায়ু ঊর্ধ্বগামী। অপান-বায়ুটি সর্বদাই বর্তমান থাকে এবং উহা গৃহস্থগণের প্রথম কর্তব্যসম্পাদনে সহায়তা করে বলিয়া উহা গার্হপত্য অগ্নিস্থানীয়। নিদ্রাকালে নিম্নগামী অপানবায়ু হইতে ঊর্ধ্বগামী হইয়া প্রাণবায়ু মুখ ও নাসিকা-পথে নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই কারণে প্রাণবায়ু আহবনীয় অগ্নির তুল্য।

মন্তব্য ঃ প্রণয়নাৎ—যাহা হইতে প্রণীত হয় তাহার নাম প্রণয়ন। গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত হয় বলিয়া উহা যেমন প্রণয়ন-পদ-বাচ্য, সেইরূপ নিদ্রিত ব্যক্তির প্রাণও অপানবৃত্তি হইতেই প্রণীত বা আহরিত হইয়া মুখ ও নাসারন্ধ্রে বিচরণ করে (শ)।

৪৫. যদুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমানঃ। ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪

অন্বয়ঃ যৎ (যেহেতু) এতৌ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসৌ (এই শ্বাসপ্রশ্বাসই) আহুতী (আহুতিদ্বয়কে) সমং নয়তি (সমতা প্রাপ্ত করায়), ইতি (সেই হেতু) সঃ সমানঃ [হোতৃস্থানীয়ঃ] (সেই সমানবায়ুই হোতাস্থানীয়), মনঃ হ বাব যজমানঃ (মনই যজমান), উদানঃ এব ইষ্টফলম্ (উদানই যজ্ঞফল), [যতঃ] (যেহেতু) সঃ (সেই উদানবায়ু) এনৎ যজমানম্ (এই মন নামক যজমানকে) অহরহঃ [সুষুপ্তিকালে] (প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে) ব্রহ্ম গময়তি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়)।

সরলার্থ ঃ যেহেতু অগ্নিহোত্র যজ্ঞের হোতার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ আহুতি দুইটিকে শরীর-রক্ষার্থ সমতা প্রাপ্ত করায় সেই কারণে সমানবায়ুই হোতাস্থানীয়। মনই যজমান, উদানবায়ুই যজ্ঞের ইষ্ট ফল, কারণ এই উদানবায়ুই মনরূপ যজমানকে প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়।

ব্যাখ্যা ঃ সমানবায়ু জীবের জঠরাগ্নি-সদৃশ হইলেও আহুতি-নেতা বলিয়া এই স্থলে 'হোতা' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কারণ এই সমানবায়ুই অগ্নিহোত্র যজ্ঞের হোতার ন্যায় দেহস্থ আহুতিস্থানীয় শ্বাস ও প্রশ্বাসকে শরীর-রক্ষার্থ সর্বদা সমতা প্রাপ্ত করায়। অগ্নিহোত্রে দুইটি আহুতি দেওয়া হয়। শ্বাস ও প্রশ্বাস দুইটি ক্রিয়া বলিয়া উহাদিগকে আহুতিদ্বয় বলা হইয়াছে।

জ্ঞানীর স্বপ্নাবস্থাও অগ্নিহোত্র হোমের সদৃশ। কাজেই বিদ্বান ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই কর্মহীন থাকেন না। তাঁহার স্বপ্নাবস্থায়ও হোমক্রিয়া চলিতে থাকে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে যজমান স্বর্গফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞ করিয়া থাকেন। স্বপ্নকালীন হোমক্রিয়াতে মনই যজমান-স্থানীয়। এই যজমানরূপী মন ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ সংযত করিয়া স্বপ্নকালে জাগ্রত থাকে। যজ্ঞকার্যে যেমন যজমানেরই প্রাধান্য সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়গত ব্যাপারে মনেরই প্রাধান্য, এই কারণে মনের যজমানত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। উদানবায়ু যজ্ঞের ফলস্বরূপ, কারণ সুষুপ্তিকালে এই উদানবায়ুই মন নামক যজমানকে স্বর্গস্থানীয় অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তি করায়।

৪৬. অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি,
শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ
প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং চ, অনুভূতং চাননুভূতং
চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্যতি সর্বঃ পশ্যতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ এষঃ দেবঃ (এই দেবতা মন) অত্র স্বপ্নে (এই স্বপ্নাবস্থায়) মহিমানম্ অনুভবতি (বিষয়-বৈচিত্র্যরূপ বিভূতি অনুভব করেন), যৎ দৃষ্টং দৃষ্টং (যাহা যাহা দৃষ্ট হইয়াছে) [তৎ] অনুপশ্যতি (তাহা পশ্চাৎ দর্শন করেন) শ্রুতম্ শ্রুতম্ এব অর্থম্ (যে যে বিষয় শ্রুত হইয়াছে) অনুশৃণোতি (তদনুরূপ শ্রবণ করেন), দেশদিগন্তরৈঃ চ (দেশান্তরে ও দিগন্তরে) প্রত্যনুভূতম্ (যাহা সম্যক্ অনুভূত হইয়াছে) পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি (পুনঃপুনঃ তদ্রূপ অনুভব করেন); দৃষ্টম্ চ অদৃষ্টম্ চ (দৃষ্ট ও অদৃষ্ট), শ্রুতম্ চ অশ্রুতম্ চ (শ্রুত এবং অশ্রুত), অনুভূতম্ চ অননুভূতং চ (অনুভূত এবং অননুভূত), সৎ চ অসৎ চ (সত্য ও কল্পিত পদার্থ) সর্বং পশ্যতি (সমস্তই দর্শন করেন), সর্বঃ পশ্যতি (সর্বরূপ হইয়া সমস্ত দর্শন করেন)।

সরলার্থ ঃ স্বপ্নাবস্থায় মনোরূপ দেবতা স্বীয় বিভূতি অনুভব করেন। জাগ্রত অবস্থায় যাহা যাহা দেখা গিয়াছে তাহাই যেন পুনরায় দেখেন, যাহা শোনা গিয়াছে তাহাই যেন পুনরায় শোনেন, দেশান্তরে ও দিগন্তরে যাহা অনুভূত হইয়াছে তাহাই যেন বারে বারে অনুভব করেন। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ (সত্য) ও অসৎ (কল্পিত)—এই সমস্তই দর্শন করেন এবং সর্বাত্মক হইয়া সমস্ত দেখেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শংকর বলেন ঃ

চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে বিরত হইলেও দেহরক্ষার জন্য প্রাণাদি বায়ুসকল সুষুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত জাগ্রত থাকে। জাগরণ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্তীকালে মনোরূপী দেবতা সূর্যের রশ্মি-সংবরণের ন্যায়

কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া স্বপ্নে বিষয়-বিষয়ী লক্ষণাত্মক অনেক ভাবপ্রাপ্তিরূপ বিভূতি দর্শন করিয়া থাকেন।

কি প্রকারে মহিমা অনুভব করে তাহাই বলা হইতেছে—পূর্বে জাগরণ অবস্থায় যে মিত্র ও পুত্রাদি দৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের প্রতি বাসনাবশতঃ সেই ব্যক্তি অবিদ্যা হেতু বাসনা হইতে জাত পুত্র ও মিত্রকেই যেন দর্শন করিতেছে বলিয়া মনে করে। পূর্বে যাহা শুনিয়াছে সেই বিষয়ের প্রতি বাসনাবশতঃ তাহাই যেন পুনরায় শুনিতেছে এইরূপ মনে করে। অন্য দেশে ও অন্য দিকে যাহা অনুভব করিয়াছে অবিদ্যাবশতঃ তাহাই যেন পুনঃপুনঃ অনুভব করিতেছে বলিয়া মনে করে। কেবল যে ইহকালে দৃষ্ট বস্তুই দর্শন করে তাহা নহে, যাহা অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহা জন্মান্তরে দৃষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখিয়া থাকে। কিন্তু একেবারে অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হয় না, কারণ তাহার উপর বাসনা জন্মিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

'অদৃষ্ট' অর্থ যাহা কখনও জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট হয় নাই। স্বপ্নে মনের কল্পনা দ্বারা ঐ সকল দৃশ্য রচিত হইয়া থাকে। অবশ্য ঐ রচনার মূলে থাকে বাসনা, কারণ যে সকল বস্তুর প্রতি মনের বাসনা থাকে সেইসকল বস্তুই স্বপ্নে মন কল্পনা দ্বারা রচনা করে। কিন্তু এই কল্পিত দৃশ্যের উপাদানগুলি পূর্বে কখনও দৃষ্ট হইয়াছে। কারণ একবারে অদৃষ্ট বস্তুকে উপাদানস্বরূপ লইয়া মন কোনও কল্পিত দৃশ্য রচনা করিতে পারে না। দৃষ্ট বস্তু বা দৃশ্যসমূহের মধ্যে কতকগুলি স্বপ্নদ্রষ্টার চেতনায় অবস্থিত থাকে। কতকগুলি অবচেতন (subconscious) অবস্থায় থাকে। স্বপ্নে ঐ অচেতন দৃশ্যগুলিই চেতনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ; অথবা উহাদিগকে উপাদানস্বরূপে লইয়া মন নূতন নূতন দৃশ্য রচনা করে।

ভাষ্যকার যে 'অদৃষ্ট', 'অশ্রুত' এবং 'অননুভূত' শব্দের পূর্বজন্মে দৃষ্ট, শ্রুত এবং অনুভূত অর্থ করিয়াছেন তাহা সমীচীন কিনা বিবেচ্য। কারণ স্বপ্নে যেসকল অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হয় তাহা যে পূর্বজন্মে দৃষ্ট হইয়াছিল ইহার প্রমাণ নাই। তারপর স্বপ্নে এমন সকল বস্তু দৃষ্ট হয় যাহা ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে—কোন জন্মেই দর্শন করা সম্ভবপর নহে। অশ্রুত এবং অননুভূত বিষয় সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য।

৪৭. স যদা তেজসাভিভূতো ভবতি, অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি, অথ
তদৈতস্মিন্ শরীরে এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ (সেই মনোদেবতা) যদা (যখন) তেজসা অভিভূতঃ ভবতি (তেজ দ্বারা অভিভূত হন) অত্র (এই সুষুপ্তির অবস্থায়) এষঃ দেবঃ (এই মনোদেবতা) স্বপ্নান্ ন পশ্যতি (স্বপ্নসকল দেখেন না), অথ তদা (সেই সময়) এতস্মিন্ শরীরে (এই শরীরে) এতৎ সুখম্ ভবতি (এই সুষুপ্তিজাত সুখ হয়)।

সরলার্থ ঃ সেই মনরূপী দেবতা যে সময়ে বিজ্ঞান-জ্যোতি দ্বারা অভিভূত হন অর্থাৎ তাঁহার বাসনার দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায় সেই সুষুপ্তির অবস্থায় এই মনোদেবতা কোনও স্বপ্ন দেখেন না। সেই সময়ে এই দেহে এই সুষুপ্তিজাত নির্বিশেষে প্রসন্নতাময় সুখ অনুভূত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ জাগ্রৎকালে মানুষের চিত্তে যেসকল সংস্কার সচেতন বা অবচেতন ভাবে অবস্থিত থাকে নিদ্রাকালে তাহাই স্বপ্নরূপে অনুভূতির বিষয় হয়। তারপর

যখন সেই বিজ্ঞান-জ্যোতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বাসনার দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায় তখন মনে আর পূর্বসংস্কার জাগিতে পারে না। সুতরাং কোনরূপ দৃশ্য পদার্থ আর তাহার জ্ঞানের বিষয় হয় না। ইহাই সুষুপ্তির অবস্থা।

এই অবস্থায় সমস্ত বিজ্ঞানবোধ রহিত হইয়া একটা সাধারণ সুখানুভূতি বর্তমান থাকে। এই সুখানুভবকেই এস্থলে 'এই সুখ' (এতৎ সুখম্) বলা হইয়াছে অর্থাৎ যে সুখ সকলেরই অবগত। কারণ সুষুপ্ত ব্যক্তিমাত্রই নিদ্রাভঙ্গে বলিয়া থাকে 'বেশ আরামে ছিলাম'। কিন্তু এই সুখ দেহমনের নিষ্ক্রিয়তা-জনিত তামসিক সুখ। জাগ্রতাবস্থায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-জনিত যে আনন্দ হইয়া থাকে এই সুখ সেই ব্রহ্মানন্দ নহে। এজন্যই বলা হইয়াছে 'এই শরীরে এই সুখ' অনুভূত হয়।

মন্তব্য ঃ ভাষ্যকার শংকর 'তেজ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন চিত্তাখ্য সৌরতেজ। উদানবায়ু কর্তৃকই জীব স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় নীত হয়। এই উদানবায়ু তেজঃস্বরূপ; কাজেই এস্থলে 'তেজ' শব্দ দ্বারা উদানবায়ুর তেজকেও বুঝাইতে পারে। অভিভূতঃ ভবতি—সর্বতোভাবে অভিভূত হয় অর্থাৎ তাঁহার বাসনার দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মনের রশ্মিসমূহ [প্রকাশন-শক্তি] হৃদয়ে মিলাইয়া যায় (শ); বাসনা নিরুদ্ধ হয় (উ)॥ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সুখং ভবতি—তখন এই দেহে এরূপ সুখ হইয়া থাকে যাহার অনুভূতি বাধাহীন, নির্বিশেষ ও প্রসন্নতাময় এবং ব্যাপ্ত সমগ্র শরীরে (শ)।

৪৮. স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর
আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭

অন্বয় ঃ সোম্য (হে সৌম্য), সঃ (তদ্বিষয়ক দৃষ্টান্ত) যথা (যেরূপ) বয়াংসি (পক্ষীসকল) বাসোবৃক্ষম্ (আবাসবৃক্ষের দিকে) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক প্রকারে গমন করে), এবং হ বৈ (এই প্রকারে) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্তই) পরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।)

সরলার্থ ঃ সৌম্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পক্ষীসকল যেরূপ আবাসবৃক্ষের অভিমুখে গমন করে, সেইরকম সকল বস্তুই পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ জীব যখন সুষুপ্ত হয় তখন তাহার সমস্ত অনুভূতি মন হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহারা একেবারে বিনষ্ট হয় না। কারণ একেবারে লুপ্ত হইলে পুনরায় জাগরণকালে উহাদিগকে ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। জাগরণকালে যখন উহারা ব্যক্তিগত চেতনায় পুনরায় ফিরিয়া আসে তখনই বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল অনুভূতি বা বিজ্ঞান সুষুপ্তিকালে কোথাও বিদ্যমান ছিল। জীব যখন শ্রান্ত হইয়া সুষুপ্তিকালে পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তখন তাহার অনুভূতিসমূহ স্বীয় চেতনা হইতে লুপ্ত হইলেও পরমাত্মাতে বিদ্যমান থাকে। পরমাত্মাই তখন সমস্ত[1] ধারণ করিয়া রাখেন, আবার জাগরণকালে তাহা ফিরাইয়া দেন।

এই তত্ত্বটি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝান হইয়াছে। পাখীরা যেমন সন্ধ্যাকালে

[1] জীবের সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ এবং করণবর্গ। পরের শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

গৃহাভিমুখী হইয়া বাসবৃক্ষকে আশ্রয় করে, জীবের বিজ্ঞানসমূহ সেইরূপ অন্তর্মুখী হইয়া পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৯. পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ, শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ, ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ, রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ, হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যঞ্চ, পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ, বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ, অহঙ্কারশ্চাহংকর্তব্যঞ্চ, চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥ ৮

অন্বয় ঃ পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ (পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা), আপঃ চ আপোমাত্রা চ (জল ও জলমাত্রা), তেজঃ চ তেজোমাত্রা চ (তেজ এবং তেজোমাত্রা), বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ (বায়ু এবং বায়ুমাত্রা), আকাশঃ চ আকাশমাত্রা চ (আকাশ এবং আকাশমাত্রা), চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং চ (চক্ষু এবং তাহার দ্রষ্টব্য), শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ (কর্ণ ও শ্রোতব্য), ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ (ঘ্রাণ এবং ঘ্রাতব্য), রসঃ চ রসয়িতব্যং চ (আস্বাদনেন্দ্রিয় ও আস্বাদনের বিষয়), ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ (ত্বক্ ও স্পর্শের বিষয়) বাক্ চ বক্তব্যং চ (বাগিন্দ্রিয় এবং বক্তব্য), হস্তৌ চ আদাতব্যং চ (হস্ত এবং গ্রহীতব্য), উপস্থঃ চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ (উপস্থ এবং আনন্দের বিষয়), পায়ুঃ চ বিসর্জয়িতব্যং চ (পায়ু এবং পুরীষাদি), পাদৌ চ গন্তব্যং চ (পাদদ্বয় ও গন্তব্যস্থান), মনঃ চ মন্তব্যং চ (মন ও মননীয় বিষয়), বুদ্ধিঃ চ বোদ্ধব্যং চ (বুদ্ধি এবং বোদ্ধব্য বিষয়), অহঙ্কারঃ চ অহঙ্কর্তব্যঞ্চ (অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়) চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ (চিত্ত ও চেতব্য অর্থাৎ তাহার বিষয়), তেজঃ চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ (তেজ ও প্রকাশের বিষয়), প্রাণঃ চ বিধারয়িতব্যং চ (প্রাণ ও তাহার বিধৃত বস্তু)।

সরলার্থ ঃ পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা (গন্ধতন্মাত্র), জল ও জলমাত্রা (রসতন্মাত্র), তেজ ও তেজোমাত্রা (রূপতন্মাত্র), বায়ু ও বায়ুমাত্রা (স্পর্শতন্মাত্র), আকাশ ও আকাশমাত্রা (শব্দতন্মাত্র), চক্ষু ও দ্রষ্টব্য বিষয়, কর্ণ ও শ্রোতব্য বিষয়, ঘ্রাণ ও ঘ্রাতব্য বিষয়, রস ও আস্বাদনীয় বিষয়, ত্বক্ ও স্পর্শের বিষয়, বাক্ ও বক্তব্য বিষয়, হস্ত ও হস্ত দ্বারা গ্রহণীয় বস্তু, জননেন্দ্রিয় ও আনন্দদানের বিষয়, পায়ু ও পায়ুদ্বারা ত্যক্তব্য বস্তু, পাদদ্বয় ও গন্তব্য দেশ, মন ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত ও চিত্তের বিষয়, তেজ ও তাহাদ্বারা প্রকাশ্য বিষয়, প্রাণ ও প্রাণের ধারণীয় বিষয়—এই সমস্তই অক্ষর পুরুষে প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা ঃ পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা ইত্যাদি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ ঃ এই পঞ্চভূত হইতেই এই স্থূল জগতের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা যে পঞ্চভূতের উপলব্ধি করি তাহা উহাদের স্থূলরূপ। এই স্থূলরূপের অন্তরালে উহাদের এক একটি সূক্ষ্মরূপ আছে। এই সূক্ষ্মরূপকেই তন্মাত্র বলে। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এই সূক্ষ্মরূপই স্থূলরূপে বিবর্তিত হয়।

এই সূক্ষ্মরূপগুলি জড় বস্তু নহে। উহারা জড়ের গুণ। প্রত্যেক ভূতেরই একটি বিশিষ্ট গুণ আছে এবং সেই গুণকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য গুণ অবস্থান করে।। বিশিষ্ট গুণটিকেই তন্মাত্র বলা হয়। পৃথিবীর বিশিষ্ট গুণ গন্ধ, কাজেই পৃথিবীমাত্রা—গন্ধতন্মাত্র। জলের বিশিষ্ট গুণ রস, জলমাত্রা—রসতন্মাত্র। বায়ুর

বিশিষ্ট গুণ স্পর্শ, বায়ুমাত্রা—স্পর্শতন্মাত্র। তেজের বিশিষ্ট গুণ রূপ, তেজোমাত্রা—রূপতন্মাত্র। আকাশের বিশিষ্ট গুণ শব্দ, আকাশমাত্রা—শব্দতন্মাত্র।

চক্ষু ও দ্রষ্টব্য ইত্যাদি—চক্ষু ও চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায় সেই সমস্ত অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আমাদের অন্তঃকরণকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয় এবং উহাদের কার্যও পৃথকভাবে নির্দেশ করা হয়ঃ

(১) মন ও মন্তব্য—মনের কার্য সংকল্প বিকল্প। মন সংশয়াত্মক; সর্বদাই সংকল্প ও বিকল্প করে, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারে না।

(২) বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য—বুদ্ধি ও তাহার বিষয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। মনের সংকল্প বিকল্পের মধ্যে একটিকে নিশ্চয় করিয়া গ্রহণ করাই বুদ্ধির কাজ।

(৩) চিত্ত ও চেতয়িতব্য—চিত্ত ও তাহার বিষয়। চিত্ত সংস্কারাত্মক। মনের অনুভূতিসমূহ সংস্কাররূপে চিত্তে সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদ্বারাই আমরা পূর্বানুভূত বিষয়সমূহ স্মরণ করি।

(৪) অহঙ্কার ও তাহার বিষয়—অহঙ্কার অভিমানাত্মক। 'আমি ধনী, আমি বিদ্বান': এই প্রকারের অনুভূতিসমূহ অহঙ্কারের কাজ।

তেজ ও বিদ্যোতয়িতব্য—জ্যোতি এবং জ্যোতি দ্বারা যে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয় সেই সমস্ত। প্রাণ ও বিধারয়িতব্য—প্রাণশক্তি এবং প্রাণশক্তি দ্বারা যাহা কিছু বিধৃত হইয়া আছে সেই সমস্ত।

৫০. এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯

অন্বয়ঃ এষঃ হি (ইনিই) দ্রষ্টা (দর্শনকর্তা) স্প্রষ্টা (স্পর্শনকর্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্তা) ঘ্রাতা (ঘ্রাণকর্তা), রসয়িতা (আস্বাদনকর্তা), মন্তা (মননকর্তা), বোদ্ধা (নিশ্চয়কর্তা), কর্তা (কর্তা), (বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ (বিজ্ঞাতৃস্বভাব পুরুষ)। সঃ (সেই পুরুষ) পরে (শ্রেষ্ঠ) অক্ষরে আত্মনি (অক্ষর আত্মাতে) সংপ্রতিষ্ঠতে (সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হন)।

সরলার্থঃ এই জীবাত্মাই দর্শনকর্তা, স্পর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা, ঘ্রাণকর্তা, আস্বাদন-কর্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী, কর্মকর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। সেই পুরুষ অক্ষর পরাত্মায় সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হন।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে জীবের অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, উহাদের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয় (object) সুষুপ্তিকালে ব্যক্তিগত চেতনা হইতে লুপ্ত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে স্থিত হয়। এই শ্রুতিতে বলা হইতেছে যে ঐসকল বিজ্ঞানের কর্তা (subject)—যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সমস্ত অনুভব করেন, কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করেন, মন দ্বারা মনন করেন, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করেন—সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ (জীবাত্মা) সুষুপ্তিকালে পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন। জীব তখন পরমাত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করে। তখন তাহার সমস্ত বিজ্ঞান ব্যক্তিগত চেতনা হইতে অন্তর্হিত হইলেও আত্মপ্রত্যয় একবারে বিলুপ্ত হয় না। একটা অনির্দিষ্ট সুখানুভূতির সঙ্গে আত্মপ্রত্যয় জড়িত থাকে। কারণ সুষুপ্ত ব্যক্তি নিদ্রাভঙ্গের পর বলিয়া থাকে, 'আমি বেশ সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম।' যদি আত্মপ্রত্যয় একেবারে বিলুপ্ত হইত তবে সে একথা বলিতে পারিত না।

মন্তব্যঃ বিজ্ঞানাত্মা—বিজ্ঞানের অর্থ জ্ঞানসাধন বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গ। কিন্তু এই আত্মা জ্ঞানকর্তা অর্থাৎ যিনি জানেন তদাত্মক বা তৎস্বভাবসম্পন্ন, বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব (শ)॥ পুরুষঃ—পূর্বোক্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিপূর্ণ বলিয়া পুরুষ। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য যেমন জলভঙ্গে প্রকৃত সূর্যে প্রবেশ করে তেমনি পুরুষও জগৎ-আধারের অবসান হইলে অক্ষর আত্মাতে স্থিতি লাভ করে (শ)।

৫১. পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ সোম্য (হে সৌম্য), যঃ হ বৈ (যিনি) তৎ (সেই) অচ্ছায়ম্ (তমোবর্জিত), অশরীরম্ (শরীরহীন), অলোহিতম্ (লোহিতাদি গুণবর্জিত), শুভ্রম্ (নির্মল), অক্ষরং (অক্ষরকে), বেদয়তে (জানেন), সঃ (তিনি) পরম্ অক্ষরম্ এব (সর্বশ্রেষ্ঠ অক্ষরকেই) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হন)। সোম্য (হে সৌম্য), যঃ তু (যিনি) [এবং বিদ্বান্] (ইঁহাকে জানেন) সঃ (তিনি) সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ) সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) ভবতি (হন)। তৎ এষঃ শ্লোকঃ (এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে)।

সরলার্থঃ সৌম্য, যিনি সেই ছায়াহীন (তমোবর্জিত), অশরীরী, লোহিতাদি গুণবর্জিত, বিশুদ্ধ অক্ষর পুরুষকে জানেন, তিনি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অক্ষরকেই প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যাঃ সুষুপ্তাবস্থায় যে অক্ষর পুরুষের প্রাপ্তি তাহা পরমাত্মার জ্ঞানপ্রসূত নহে। কিন্তু যিনি জাগ্রতাবস্থায় সেই অক্ষর পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন তিনি সেই অক্ষর পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। 'প্রাপ্তি' শব্দের অর্থ যিনি অক্ষর পুরুষকে স্বীয় আত্মারূপে জানিয়া তাঁহাতে স্থিতিলাভ করেন। এই প্রকার স্থিতিলাভের ফলে তাঁহার ব্যক্তিগত চেতনা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তিনি সর্বাত্মক বিশ্বচেতনা লাভ করেন। অজ্ঞান-প্রসূত দেশ-কালের পরিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বাত্মক হন।

মন্তব্যঃ সঃ যঃ হ বৈ—সমস্ত এষণা [কামনা] হইতে বিনির্মুক্ত সেই শক্তি (শ)। অক্ষরম্—সর্ব বিশেষণ-রহিতত্ব হেতু অক্ষর [যাহার ক্ষরণ বা স্বরূপ-বিচ্যুতি হয় না]।

৫২. বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র। তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ, ইতি ॥ ১১

অন্বয়ঃ সোম্য (হে সৌম্য), বিজ্ঞানাত্মা (বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব আত্মা), প্রাণাঃ (চক্ষু প্রভৃতি প্রাণসমূহ), ভূতানি চ (পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ), সর্বৈঃ দেবৈঃ সহ (সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত) যত্র (যে অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি (প্রবেশ করে অথবা স্থিতিলাভ করে), তৎ অক্ষরম্ (সেই অক্ষরকে) যঃ তু বেদয়তে (যে কেহ জানেন) সঃ (তিনি) সর্বজ্ঞঃ [ভবতি] (সর্বজ্ঞ হন), সর্বম্ আবিবেশ (সর্ব বস্তুতে প্রবেশ করেন) ইতি [প্রশ্নের সমাপ্তি]।

সরলার্থঃ সৌম্য, বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব আত্মা, প্রাণসমূহ, পৃথিবী ইত্যাদি ভূতবর্গ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই অক্ষরকে যিনি জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং নিখিল বস্তুসমূহে তাহাদের আত্মারূপে প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানময় জীব, সমস্ত দেবতা, প্রাণসমূহ এবং ভূতবর্গ যে অক্ষর ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই অক্ষর পুরুষকে যিনি জাগ্রত অবস্থায় সম্যক্ উপলব্ধি করেন তিনি সমস্ত হন এবং সমস্তে প্রবেশ করেন।

বেদয়তে (সম্যক্ জানেন) অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন। পরমাত্মাকে জানার অর্থই তাঁহাকে নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করা। এই প্রকারের জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—কোন অবস্থাতেই এই পরমাত্মার সহিত আত্মভাব বিনষ্ট হয় না। জাগ্রতাবস্থায় তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। জ্ঞানীর স্বপ্নাবস্থাও নিরর্থক নয়। এই অবস্থায় তাঁহার মধ্যে যজ্ঞক্রিয়া চলিতে থাকে। সুষুপ্তির অবস্থায় তাঁহার মনের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই প্রকারের জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বাত্মক হন। অর্থাৎ সমগ্র জীব ও জগতের সহিত তিনি একাত্মভাব প্রাপ্ত হন। তিনি আর ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মানুষটি থাকেন না। তিনি উপলব্ধি করেন—তিনিই সমস্ত।

পক্ষান্তরে অজ্ঞানী ব্যক্তি জাগ্রতাবস্থায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অসংখ্য কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া সে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেও বাসনাবশতঃ জাগ্রতাবস্থার অনুভূতি-সমূহই মনের ক্রিয়া দ্বারা জাগিয়া ওঠে। সুষুপ্তাবস্থায় মনের ক্রিয়াও লুপ্ত হয়। তখন পরমাত্মায় সমস্ত জ্ঞান একীভূত হয়। সে তখন নিষ্ক্রিয়তাজনিত এক প্রকার সুখ অনুভব করে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মানন্দ নহে।

পঞ্চম প্রশ্ন

৫৩. অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ?—ইতি। তস্মৈ স হোবাচ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ (অনন্তর) এনম্ হ (পিপ্পলাদকে) শৈব্যঃ সত্যকামঃ (শিবিপুত্র সত্যকাম) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন).—ভগবান্ (ভগবন্) মনুষ্যেষু (মনুষ্য-গণের মধ্যে) সঃ যঃ হ বৈ (সেই যিনি) প্রায়ণান্তম্ (মৃত্যুকাল পর্যন্ত) তৎ ওঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত (সেই ওঙ্কারের ধ্যান করেন), সঃ (তিনি) তেন (তাহাদ্বারা) কতমং বাব লোকং জয়তি (কোন্ লোক জয় করেন)। তস্মৈ (তাহাকে) সঃ উবাচ হ (তিনি বলিলেন)।

সরলার্থ ঃ অনন্তর শিবিপুত্র সত্যকাম পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্, মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ যদি মরণকাল পর্যন্ত সেই প্রসিদ্ধ ওঙ্কারের সম্যক্ ধ্যান করেন, তিনি সেই ধ্যানের দ্বারা কোন্ লোক জয় করেন ?' পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—।

ব্যাখ্যা ঃ মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওঙ্কারের উপাসককে নিয়মিতভাবে একাগ্রচিত্তে সমস্ত জীবন এই উপাসনাতে রত থাকিতে হইবে। সাময়িক উপাসনা দ্বারা কোনও ফল লাভ হইবে না।

কোন্ লোক জয় করেন—কোনও লোক জয় করার অর্থ সেই লোককে আয়ত্ত করিয়া তাহা লাভ করা। 'লোক' অর্থ কোনও স্থান নহে। ইহা অন্তঃকরণেরই অবস্থা মাত্র।

মন্তব্য ঃ ওঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত—ধ্যান বা চিন্তা করেন অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে উপসংহৃত করিয়া ভক্তি দ্বারা ওঙ্কারে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া চিত্ত সমাহিত করেন। নির্বাত স্থানে অবস্থিত দীপশিখার ন্যায় নিষ্পন্দ ও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত এবং অপর কোনও প্রত্যয় দ্বারা যাহা অন্তরিত বা বিচ্ছিন্ন হয় না এরূপ আত্মজ্ঞান প্রবাহের নাম ধ্যান (শ) ; সম্মুখীনভাবে ওঙ্কারের চিন্তা করেন (উ)।

৫৪. এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈব আয়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ (পিপ্পলাদ তাহাকে বলিলেন) সত্যকাম (হে সত্যকাম), যৎ (যেহেতু) ওঙ্কারঃ (ওঙ্কার) এতৎ বৈ (এই প্রসিদ্ধ) পরম্ অপরং চ ব্রহ্ম (পর ও অপর ব্রহ্ম), তস্মাৎ (সেই হেতু) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) এতেন এব আয়তনেন (এই আলম্বন দ্বারাই) একতরম্ (উহাদের একটিকে) অন্বেতি (অনুগমন করেন)।

সরলার্থ ঃ হে সত্যকাম, যাহা ওঙ্কার বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাই পর এবং অপর—এই উভয় ব্রহ্মস্বরূপ। সেই হেতু যিনি এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন (ওঙ্কারকে পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ জানেন) তিনি ওঙ্কাররূপ আশ্রয় অবলম্বনেই পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম ইহাদের একতরকে অনুগমন করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা : যে ব্রহ্ম সৃষ্টির অতীত, দেশ-কাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, যাঁহাকে 'অদ্রেশ্য' প্রভৃতি শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে তিনিই পরব্রহ্ম। আর যিনি দেশ-কাল দ্বারা সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন সেই বিশ্বগত ব্রহ্মই অপরব্রহ্ম। ওঙ্কার এই উভয়বিধ ভাবেরই জ্ঞাপক। সুতরাং ওঙ্কারযোগে ধ্যান করিলে ব্রহ্মের উভয় ভাবেরই উপলব্ধি হয়।

মন্তব্য : এতৎ বৈ পরম্ চ অপরং চ ব্রহ্ম যৎ ওঙ্কারঃ—এই ব্রহ্ম পরও বটে, অপরও বটে। অক্ষর পুরুষাখ্য সত্যস্বরূপ যে পর ব্রহ্ম এবং প্রাণাখ্য প্রথমজাত যে অপর ব্রহ্ম : এই উভয় ওঙ্কারাত্মক, কারণ ওঙ্কারই উভয়ের প্রতীক। পরব্রহ্মে কোনও বিশেষ ধর্ম বা লক্ষণ নাই, শব্দাদি দ্বারাও তাঁহাকে প্রমাণ করা যায় না এবং ইন্দ্রিয়ের আগোচর বলিয়া মনদ্বারাও তাঁহাকে ধারণা করা যায় না। কিন্তু শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে জানা যায় যে বিষ্ণু প্রভৃতির প্রতিমা-স্থানীয় ওঙ্কারে ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব স্থাপন করিয়া ধ্যান করিলে তিনি প্রসন্ন হন। উক্ত প্রকার ধ্যানের দ্বারা অপর ব্রহ্মও প্রসন্ন হন। এই হেতু ওঙ্কারে পর বা অপর ব্রহ্মভাবের উপচার বা আরোপ করা হয় (শ)। এতেন এব আয়তনেন—আত্মাকে প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ এই ওঙ্কারের ধ্যান দ্বারা (শ)॥ একতরম্ অন্বেতি—পর বা অপর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কারণ ওঙ্কারই ব্রহ্মের নিকটতম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ আশ্রয় (শ)।

৫৫. স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩

অন্বয় : সঃ যদি (যদি তিনি) একমাত্রম্ অভিধ্যায়ীত (একমাত্রার সর্বদা ধ্যান করেন), সঃ (তিনি) তেন এব (তাহাদ্বারাই) সংবেদিতঃ [সন্] (সংবোধিত হইয়া) তূর্ণম্ এব (শীঘ্রই) জগত্যাম্ (এই পৃথিবীতে) অভিসম্পদ্যতে (জন্মলাভ করেন); তম্ (তাঁহাকে) ঋচঃ (ঋক্‌মন্ত্রসমূহ) মনুষ্যলোকম্ উপনয়ন্তে (মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত করায়), তত্র (সেখানে) সঃ (তিনি) তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নঃ (তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া) মহিমানম্ অনুভবতি (মহিমা অর্থাৎ ঐশ্বর্য অনুভব করেন)।

সরলার্থ : যদি সেই উপাসক ওঙ্কারের একটি মাত্রাকে জানিয়া অকার-মাত্রাত্মক ওঙ্কারের অভিমুখী হইয়া উহার ধ্যান করেন, তবে তিনি তাহাদ্বারাই সংবোধিত হইয়া অতি শীঘ্রই পৃথিবীতে মনুষ্যজন্ম লাভ করেন। অকার-মাত্রাটি ঋগ্বেদরূপী, সুতরাং ঋক্‌সকল তাঁহাকে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। সেই মনুষ্যলোকে তিনি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাদ্বারা যুক্ত হইয়া মহিমা অনুভব করেন।

ব্যাখ্যা : ওম্ এই অক্ষরের তিনটি মাত্রা আছে—অ, উ, ম্। এই তিনটি মাত্রা সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের তিনটি ভাব বা অবস্থার জ্ঞাপক। অ-কার জাগ্রৎ অবস্থার অভিমানী স্থূলজগতে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের, উ-কার স্বপ্নাবস্থার অভিমানী সূক্ষ্মজগতে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের এবং ম্-কার সুষুপ্তাবস্থার অভিমানী স্থূলসূক্ষ্ম জগতের অতীত আনন্দময় ব্রহ্মের প্রতীক।[১] কাজেই উপাসক এক একটি মাত্রা অবলম্বনে ব্রহ্মের

[১] দ্রষ্টব্য, মাণ্ডূক্য উপনিষৎ, ৮-১১ মন্ত্র।

এক একটি ভাবের ধ্যান বা উপাসনা করিতে পারেন। যিনি যে ভাবের উপাসনা করেন তিনি ইহজীবনে সেইভাবে সম্পন্ন হন এবং মৃত্যুর পর তদনুরূপ লোক প্রাপ্ত হন।

৫৬. অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে, সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে ॥ ৪

অন্বয় : অথ যদি (আর যদি) সঃ (তিনি) দ্বিমাত্রেণ (অভিধ্যায়ীত) (দ্বিমাত্রা মনে ধ্যান করেন), [তদা] (তাহা হইলে) [সঃ] মনসি সম্পদ্যতে (তিনি আত্মভাব প্রাপ্ত হন বা সম্পন্ন হন), সঃ (তিনি) যজুর্ভিঃ (যজুর্বেদ-সমূহ দ্বারা) অন্তরিক্ষং সোমলোকম্ (অন্তরীক্ষস্থ চন্দ্রলোকে) উন্নীয়তে (নীত হন), সঃ (তিনি) সোমলোকে (চন্দ্রলোকে) বিভূতিম্ অনুভূয় (বিভূতি অনুভব করিয়া) পুনঃ আবর্ততে (এই পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করেন)।

সরলার্থ : আর যদি সেই উপাসক প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা উকারের অভিমুখী হইয়া উহার ধ্যান করেন তবে তিনি মনে সম্পন্ন হন অর্থাৎ তাহাতেই আত্মভাব প্রাপ্ত হন। তিনি দেহান্তে দ্বিতীয় মাত্রারূপী যজুর্বেদসমূহ দ্বারা অন্তরীক্ষস্থ চন্দ্রলোকে নীত হন। তথায় ঐশ্বর্য অনুভব করিয়া পুনরায় মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসেন। অথবা অকার উকার মাত্রাদ্বয় যজুরূপী, সুতরাং যজুসকল সে ব্যক্তিকে অন্তরীক্ষ লোকে লইয়া যায়। তথায় তিনি চন্দ্রলোককে জয় করেন এবং পুনরায় মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসেন।

ব্যাখ্যা : ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উ। যে উপাসক অকারযোগে ধ্যানান্তে উকারযুক্ত ওঙ্কারের আলম্বনে পরমপুরুষের ধ্যান করেন তিনি মনে অর্থাৎ মানসভাবে সম্পন্ন হন। এই ভাব চন্দ্রলোকের প্রতীক এবং পার্থিব ভাব অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং উন্নততর। এই ভাবের যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা পার্থিব ভোগসুখে আসক্ত না হইয়া ইষ্ট-পূর্তাদি কর্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গসুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন। এই প্রকারের ধ্যান ও পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের ফলে মৃত্যুর পর উক্ত উপাসক উ-কাররূপী যজুসমূহের দ্বারা চন্দ্রলোকে উন্নীত হন এবং তথায় কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন।

৫৭. যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ, যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫

অন্বয় : যঃ পুনঃ (কিন্তু যে ব্যক্তি) ওম্ ইতি এতেন এবং ত্রিমাত্রেণ অক্ষরেণ (ওম্ এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অক্ষর দ্বারা) এতং পরং পুরুষম্ (এই পরম পুরুষকে) অভিধ্যায়ীত (অভিধ্যান করেন), সঃ (তিনি) তেজসি সূর্যে (জ্যোতির্ময় সূর্যে) সম্পন্নঃ [ভবতি] (সম্পন্ন হন); যথা (যেরূপ) পাদোদরঃ [সর্প] ত্বচা বিনির্মুচ্যতে (ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়) এবং হ বৈ (এই প্রকারে) সঃ (তিনি) পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ [ভবতি] (পাপ হইতে মুক্ত হন), সঃ (তিনি) সামভিঃ (সামসমূহের দ্বারা) ব্রহ্মলোকম্ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন); সঃ (তিনি) এতস্মাৎ জীবঘনাৎ (এই জীবসমষ্টিময় হিরণ্যগর্ভ হইতেও) পরাৎ পরং (শ্রেষ্ঠ)

পুরিশয়ং (সর্বশরীরে অনুপ্রবিষ্ট) পুরুষম্ (পুরুষকে) ইক্ষতে (দর্শন করেন)। তৎ এতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ (দুইটি শ্লোক আছে)।

সরলার্থ ঃ কিন্তু যে ব্যক্তি ওম্ (অ, উ, ম্) এই ত্রিমাত্রাত্মক অক্ষর দ্বারা এই পরম পুরুষকে সম্মুখীনভাবে ধ্যান করেন তিনি তৃতীয় মাত্রারূপী তেজোময় সূর্যে সম্মিলিত অর্থাৎ তদাত্মক হন। যেরূপ সর্প জীর্ণ ত্বক হইতে মুক্ত হয়, ঠিক সেইরূপ তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন এবং সামসকল তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। সেইস্থানে তিনি এই জীবসমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ সর্বশরীরে অনুপ্রবিষ্ট পরম পুরুষকে দর্শন করেন। এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে।

ব্যাখ্যা ঃ যিনি অ, উ, ম্ এই ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কারের আলম্বনে পরমপুরুষের ধ্যান করেন তিনি সূর্যে মিলিত হন। সূর্য জ্ঞান, জ্যোতি, আনন্দ ও বিশুদ্ধির প্রতীক। সুতরাং ওই প্রকারের ধ্যানকারী উপাসক সৌরভাবে সম্পন্ন হইয়া সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হন এবং বিশুদ্ধ ও নির্মলচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করেন। ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কারযোগে ধ্যানের ফলে উপাসক দেহত্যাগের পরম-কারণরূপ সামসমূহের দ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হন। তথায় তিনি সর্বাতীত সর্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট পরমপুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করেন।

মন্তব্য ঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ—এই জীবঘন হিরণ্যগর্ভ হইতে। হিরণ্যগর্ভই সমস্ত সংসারী জীবের আত্মভূত। তিনিই লিঙ্গদেহরূপে সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা। সেই লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভে সমস্ত জীব সংহত হইয়া আছে ; এজন্য তাঁহাকে জীবঘন বলা হয় (শ)।

৫৮. তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ তিস্রঃ মাত্রাঃ (ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা ঃ অ, উ, ম্) প্রযুক্তাঃ (পৃথকভাবে প্রযুক্ত হইলে) মৃত্যুমত্যঃ [ভবন্তি] (মৃত্যুর বিষয়ীভূত হয়) ; অন্যোন্যসক্তাঃ (কিন্তু পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে) অনবিপ্রযুক্তাঃ [ভবন্তি] (যথাযথরূপে প্রযুক্ত হয়), বাহ্যাভ্যন্তর-মধ্যমাসু ক্রিয়াসু (বাহ্য, অভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের ধ্যানকালে) সম্যক্ প্রযুক্তাসু (সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে) জ্ঞঃ (ওঙ্কারতত্ত্বের জ্ঞাতা) ন কম্পতে (বিচলিত হন না)।

সরলার্থ ঃ ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা অ, উ, ম্ পৃথক্‌ভাবে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যুর বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে যথাযথরূপে প্রযুক্ত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের ধ্যান-ক্রিয়াতে সম্যক্ হইলে ওঙ্কারতত্ত্বের জ্ঞাতা বিচলিত হন না অর্থাৎ মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত হইয়া তিনি অমর হন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা এক ব্রহ্মের তিনটি ভাব বা অবস্থার জ্ঞাপক। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আপনাকে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন ; আবার তিনিই এই উভয়ের অতীত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যিনি ওঙ্কারযোগ্য এই সর্বগত ও সর্বাতীত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করেন। তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন। কারণ বিভিন্ন ভাবের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক সমস্তের অন্তর্নিহিত একত্বের যে অনুভূতি তাহাই হইল প্রকৃত ও সম্যক্ জ্ঞান। এই সম্যক্-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণই অমৃতত্বের অধিকারী।

পক্ষান্তরে যাঁহারা ওঙ্কারের বিভিন্ন মাত্রাযোগে বিভিন্ন ভাবের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন ও একত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিয়া পৃথক পৃথক রূপে বিচ্ছিন্নভাবে উহাদের উপাসনা করেন তাঁহারা মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে পারেন না।

মন্তব্য ঃ প্রযুক্তাঃ—আত্মার ধ্যানক্রিয়ায় রত (শ) ॥ অনবিপ্রযুক্তাঃ—বিপ্রযুক্ত অর্থ বিশেষভাবে একই বিষয়ের ধ্যানে প্রযুক্ত, যাহা বিপ্রযুক্ত নয় তাহা অবিপ্রযুক্ত ; যাহা অবিপ্রযুক্ত নয় তাহাই অনবিপ্রযুক্ত (শ)।

৫৯. ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ ঋগ্‌ভিঃ (ঋক্‌সমূহের দ্বারা) এতম্ (এই মনুষ্যলোক), যজুর্ভিঃ (যজুসমূহের দ্বারা) অন্তরিক্ষং (চন্দ্রলোক)), সামভিঃ (সামসমূহের দ্বারা) যৎ (যে ব্রহ্মলোক) তৎ (তাহা) কবয়ঃ বেদয়ন্তে (বিদ্বানগণ অবগত আছেন) তম্ (সেই ত্রিবিধ লোক) ওঙ্কারেণ এব আয়তনেন (ওঙ্কাররূপ আলম্বন দ্বারাই) বিদ্বান্ অন্বেতি (বিদ্বান ব্যক্তি প্রাপ্ত হন) ; যৎ (যাহা) শান্তম্ (শান্ত, সর্বপ্রপঞ্চরহিত), অজরম্ (জরারহিত), অমৃতম্ (মৃত্যুবর্জিত), অভয়ম্ (অভয়), পরং চ (এবং শ্রেষ্ঠ) তৎ (তাহাও) [অন্বেতি] ঐ ওঙ্কার আলম্বন দ্বারাই প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ ঃ যিনি ওঙ্কারযোগে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি ঋক্‌সমূহের দ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুসমূহের দ্বারা চন্দ্রলোক, সামসমূহের দ্বারা বিদ্বানগণের জ্ঞাত সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। আবার এই ওঙ্কার আলম্বন দ্বারাই বিদ্বান ব্যক্তি শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় এবং পরম পুরুষের অনুসরণ করেন অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ যাঁহারা কেবল ওঙ্কাররের প্রথম মাত্রার ধ্যান করেন তাঁহারা পার্থিব লোক, যাঁহারা প্রথম মাত্রার পরে দ্বিতীয় মাত্রার ধ্যান করেন তাঁহারা চন্দ্রলোক এবং যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার পরে তৃতীয় মাত্রার ধ্যান করেন তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। পার্থিব ও চান্দ্রমস লোক অজ্ঞানের লোক আর ব্রহ্মলোক জ্ঞানের লোক। এই লোক কেবল বিদ্বানদেরই প্রাপ্য। এই প্রকারে ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা সাধক সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। আবার এই ওঙ্কারযোগে উপাসনা দ্বারাই সাধক সৃষ্টির অতীত অজর, অভয়, অমৃত পুরুষকে লাভ করেন।

ষষ্ঠ প্রশ্ন

৬০. অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত, ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ ? তমহং কুমারমব্রুবং—নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যামিতি। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি, যোহনৃতমভিবদতি তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি ক্বাসৌ পুরুষ ?—ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ হ (অনন্তর) এনম্ (ইঁহাকে) ভারদ্বাজঃ সুকেশা (ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবন্ (ভগবন্), কৌসল্যঃ রাজপুত্রঃ হিরণ্যনাভঃ (কোসলদেশীয় হিরণ্যনাভ নামক রাজপুত্র) মাম্ উপেত্য (আমার নিকট উপস্থিত হইয়া) এতম্ প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত (এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভারদ্বাজ (হে ভরদ্বাজতনয়), ষোড়শকলং পুরুষং বেত্থ (আপনি কি ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন) ? অহং (আমি) তং কুমারম্ অব্রুবম্ (সেই কুমারকে বলিলাম)—ন অহম্ ইমং বেদ (আমি এই পুরুষকে জানি না), যদি অহম্ ইমম্ অবেদিষম্ (যদি আমি ইঁহাকে জানিতাম), কথং তে ন অবক্ষ্যম্ (তবে তোমাকে বলিব না কেন) ? যঃ অনৃতম্ অভিবদতি (যে মিথ্যা কথা বলে), এষঃ সমূলঃ পরিশুষ্যতি (সে সমূলে শুষ্ক বা বিনষ্ট হয়) ; তস্মাৎ (সেই হেতু) অনৃতং বক্তুং ন অর্হামি (আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারি না)। সঃ (সেই রাজপুত্র) তূষ্ণীম্ (নীরবে) রথম্ আরুহ্য (রথে আরোহণ করিয়া) প্রবব্রাজ (চলিয়া গেলেন)। তম্ ত্বা পৃচ্ছামি (সেই পুরুষের বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি), ক্ব অসৌ পুরুষঃ ইতি (ঐ পুরুষ কোথায়) ?

সরলার্থ ঃ অনন্তর ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা ইঁহাকে (পিপ্পলাদ ঋষিকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ কোসলবাসী হিরণ্যনাভ নামক রাজপুত্র আমার নিকট আসিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ভরদ্বাজপুত্র, ষোড়শকলা (অবয়ব) বিশিষ্ট পুরুষকে আপনি জানেন কি ?' আমি সেই কুমারকে বলিলাম, 'আমি জানি না ; যদি আমি জানিতাম তবে তোমাকে বলিব না কেন ? যে লোক মিথ্যা কথা বলে সে সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব আমি মিথ্যা বলিতে পারি না।' এই কথা শুনিয়া তিনি নীরবে রথে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। এখন আপনাকে সেই পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, 'সেই পুরুষটি কোথায় ?'

ব্যাখ্যা ঃ এই উপনিষদের আরম্ভেই বলা হইয়াছে যে সুকেশা, সত্যকাম, কৌসল্য প্রভৃতি ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরব্রহ্মের বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবান পিপ্পলাদ ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আচার্যকে পর পর ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল ঃ জীবের জন্ম হয় কোথা হইতে ? দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ দেবতা জীবের দেহ ধারণ করেন, কে কে উহাকে প্রকাশ করেন এবং উহাদের মধ্যে কে প্রধান ? তৃতীয় প্রশ্ন ঃ প্রাণের জন্ম কোথা হইতে, কি প্রকারে এই প্রাণ জীবের দেহে আগমন করে, কি প্রকারেই বা দেহ হইতে উৎক্রমণ করে এবং কি প্রকারে বাহ্য, অধিভূত ও অধিদৈব বিষয়সমূহ ধারণ করে ? চতুর্থ

প্রশ্ন ঃ নিদ্রাকালে জীবের ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় স্বকার্য হইতে বিরত থাকে, কে কে জাগিয়া থাকে, কে স্বপ্নসকল দেখে ? সুষুপ্তিকালে যে সুখের অনুভূতি হয় সেই সুখ কাহার ? কাহাতেই বা সমস্ত করণবর্গ একীভূত হয় ? পঞ্চম প্রশ্ন ঃ ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা উপাসক কোন্ লোক জয় করেন ? ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরুষ কে ? কোথা হইতে কলাসমূহের উদ্ভব এবং কোথায় তাহাদের গতি ?

প্রথম পাঁচটি প্রশ্নে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা নাই। কিন্তু ঐ প্রশ্নগুলিও ব্রহ্মতত্ত্বেরই আনুষঙ্গিক বিষয় জীব ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জীব ও জগতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে জীবজগতের জ্ঞানলাভও আবশ্যক। এই কারণে প্রথম পাঁচটি প্রশ্নে জীবজগৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ষষ্ঠ প্রশ্নে সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রশ্ন করা হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ ষোড়শকলং পুরুষম্—ষোড়শ-সংখ্যক কলা [অবয়ব] যাঁহার তিনিই ষোড়শকল। আত্মা নিরবয়ব হইলেও অবিদ্যাদ্বারা ষোড়শ অবয়বের ন্যায় কলা আরোপিত হয় যে পুরুষে তিনিই ষোড়শকল পুরুষ (শ) ; জীবের আলিঙ্গনকর্তা পুরুষকে (উ)।

৬১. তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ তস্মৈ উবাচ হ (পিপ্পলাদ তাহাকে বলিলেন)—সোম্য (হে সোম্য), ইহ এব অন্তঃশরীরে (এখানেই হৃৎপদ্মাকাশে) সঃ পুরুষঃ [আস্তে] (সেই পুরুষ আছেন), যস্মিন্ (যাঁহাতে) এতাঃ ষোড়শ কলাঃ (প্রাণ প্রভৃতি ষোড়শ কলা) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ পিপ্পলাদ তাহাকে বলিলেন, 'হে সোম্য, যাঁহাতে (অর্থাৎ যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া) ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয় সেই পুরুষ এইস্থানে, শরীরের অভ্যন্তরেই (হৃৎপদ্মাকাশে) আছেন।'

ব্যাখ্যা ঃ যে ষোড়শ কলার কথা বলা হইয়াছে তাহা ব্রহ্মেরই ভূতি বা ভবন, সৃষ্টিতে ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি (manifestation of God)। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক, অদ্বিতীয় হইয়াও সৃষ্টিতে দেশ-কালের আবরণে আপনাকে বহু রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টি আর কিছুই নহে, ব্রহ্মের নিজের মধ্যে নিজেরই বিস্তার-সাধন। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে ষোড়শ কলা সেই পরমপুরুষের মধ্যেই জাত হইয়াছে—ব্রহ্মের মধ্যেই সৃষ্টি, তাঁহার বাহিরে নয়। এই ষোড়শ কলা তাঁহারই অবয়বস্বরূপ। কাজেই ইহা মিথ্যা মায়া মরীচিকা নহে। এক যেমন সত্য, বহুও তেমনি সত্য। তবে বহু এককে, সৃষ্টি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান।

এই ষোড়শকলা-সমন্বিত পুরুষ আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে খুঁজিতে দূরে যাইতে হইবে না। যিনি প্রাণের প্রাণ হইয়া আমাদের হৃদাকাশে অবস্থিত আছেন তিনিই আবার ষোড়শ-কলা-সমন্বিত হইয়া জীব ও জগৎ রূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

৬২. স ঈক্ষাং চক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ (সেই ষোড়শকলা পুরুষ) ঈক্ষাং চক্রে (দর্শন অর্থাৎ চিন্তা করিলেন) —কস্মিন্ উৎক্রান্তে (দেহ হইতে কে উৎক্রান্ত হইলে) অহম্ উৎক্রান্তঃ ভবিষ্যামি (আমি উৎক্রান্ত হইব), কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে (আর কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে) প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি (আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব)।

সরলার্থ ঃ সেই পুরুষ দর্শন (অর্থাৎ চিন্তা) করিলেন—দেহ হইতে কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব ? কেই বা শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব ?

ব্যাখ্যা ঃ আত্মা প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই জীবদেহে বর্তমান থাকে এবং প্রাণতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন করে। প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে আত্মাও সেই দেহ ত্যাগ করে এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আত্মাও প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই কারণে প্রথমেই প্রাণের সৃষ্টি হইল।

মন্তব্য ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যাহাতে এই ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয় সেই পুরুষকে বিশেষিত করিবার নিমিত্তই কলাসমূহের উৎপত্তি। কোন্ ক্রমানুসারে তাহা সম্পন্ন হয় তাহা এখন বলা হইয়াছে (শ) ॥

৬৩. স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ অন্নম্, অন্নাদ্বীর্যং, তপো মন্ত্রাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ প্রাণম্ অসৃজত (তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন), প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্ [অসৃজত] (প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন) ; [ততঃ] (তাহা হইতে ক্রমে) খম্ (আকাশ), বায়ুঃ (বায়ু), জ্যোতিঃ (অগ্নি), আপঃ (জল), পৃথিবী (পৃথিবী), ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়), মনঃ (মন); অন্নম্ (অন্ন) ; অন্নাৎ বীর্যম্ (অন্ন হইতে বীর্য), তপঃ (তপস্যা), মন্ত্রাঃ (বেদসমূহ), কর্ম (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম), লোকাঃ (লোকসমূহ) ; লোকেষু চ নাম চ [সৃষ্টম্] (লোকসমূহে নামও সৃষ্ট হইল)।

সরলার্থ ঃ তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন তাহা হইতে ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন (সৃষ্টি করিলেন)। অন্ন হইতে বীর্য, বেদসমূহ, কর্ম, লোকসমূহ, এবং লোকসমূহে বিভিন্ন নাম (সৃষ্ট হইল)।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আত্মা দেহে অবস্থান করে এবং প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে আত্মাও উৎক্রান্ত হয়। এই কারণে প্রথমেই প্রাণের সৃষ্টি হইল। প্রাণ হইতে সৃষ্ট হইল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা অর্থ শুভকর্মের প্রেরণা। সৃষ্টির মূলে কোন শুভ ইচ্ছার প্রেরণা না থাকিলে অচেতন জড় শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্ট হইতে পারে না। এজন্য প্রাণ হইতেই মঙ্গলময় সৃষ্টির প্রেরণা উদ্ভূত হইল। শ্রদ্ধাসম্পন্ন প্রাণশক্তি হইতে প্রথমেই উৎপন্ন হইল দেহের উপাদান পঞ্চভূত, তারপর প্রকাশিত হইল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গণের চালক না থাকিলে উহারা উন্মার্গগামী হইতে পারে। এজন্য ইন্দ্রিয়গণের নেতা মনের সৃষ্টি হইল। ইন্দ্রিয়-মন-যুক্ত দেহের রক্ষার একান্ত

প্রয়োজন। এই উদ্দেশে অন্ন সৃষ্টি হইল। জীব-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ না থাকিলে জীবসৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বীর্যের সৃষ্টি হইল। বীর্য হইতেই নূতন নূতন জীবের উৎপত্তি।

জীব সংসারে মোহজনিত পাপে মগ্ন হইয়া যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয় এই উদ্দেশ্যে চিত্তশুদ্ধিকর তপস্যার সৃষ্টি হইল। কর্ম ব্যতীত জীব সংসারে থাকিতে পারে না। কিন্তু এই কর্মের নির্দেশক চাই। কোন কর্ম বিহিত কোন কর্ম অবিহিত তাহা নির্ণয় না করিতে পারিলে অবিহিত কর্ম করিয়া জীব ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে পারে ; এই কারণে কর্মনির্দেশক বেদরূপী মন্ত্রসমূহ[১] সৃষ্ট হইল। তারপর বৈদিক ও লৌকিক কর্মসমূহ সৃষ্ট হইল। কর্মের ফল ভোগার্থ বিবিধ লোকসমূহ সৃষ্ট হইল। এই সমস্ত বিভিন্ন লোকবাসী জীবগণ দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, কীট-পতঙ্গাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ করিল।

মন্তব্য ঃ খম্—শব্দ-গুণাত্মক আকাশ (শ) ॥ বায়ুঃ—শব্দ ও স্বীয় গুণ স্পর্শ-বিশিষ্ট বায়ু (শ) ॥ জ্যোতিঃ—শব্দ, স্পর্শ ও স্বীয় গুণ রূপ-বিশিষ্ট তেজ [অগ্নি] (শ) ॥ আপঃ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও স্বীয় গুণ রসবিশিষ্ট জল (শ) ॥ পৃথিবী—শব্দ, স্পর্শ, রস ও স্বীয় গুণ গন্ধ-বিশিষ্ট ক্ষিতি (শ)।

৬৪. স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে—এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ (সেই বিষয়ে এই দৃশ্যবস্তু) যথা (যেরূপ) ইমাঃ (এই সকল) সমুদ্রায়ণা (সমুদ্রাভিমুখী) স্যন্দমানাঃ (প্রবহমান) নদ্যঃ (নদীসমূহ) সমুদ্রং প্রাপ্য (সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া) অস্তং গচ্ছন্তি (অদৃশ্য হয়), তাসাং নামরূপে (তাহাদের নাম ও রূপ) ভিদ্যেতে (বিনষ্ট হয়), [তদা] সমুদ্র ইতি এবং প্রোচ্যতে (তখন সমুদ্র নামেই উক্ত হয়) ; এবম্ এব (এই প্রকারে) অস্য পরিদ্রষ্টুঃ (এই পরিদ্রষ্টার) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষের প্রতি গমনশীল) ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ (এই ষোড়শ কলা) তং পুরুষং প্রাপ্য (সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া) অস্তং গচ্ছন্তি (তাহারাও অন্তর্হিত হয়), তাসাং নামরূপে ভিদ্যেতে (তাহাদের নামরূপ বিনষ্ট হয়)। পুরুষঃ ইতি এবং প্রোচ্যতে (তখন কেবল পুরুষ এই মাত্রই বলা হয়) : সঃ এষঃ (সেই জ্ঞানী ব্যক্তি) অকলঃ অমৃতঃ ভবতি (কলাতীত ও অমর হন)। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

সরলার্থ ঃ যেরূপ সমুদ্রাভিমুখী প্রবহমান নদীসমূহ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, নাম ও রূপের বিভিন্নতা লোপ পাইয়া উহারা সমুদ্র নামেই কথিত হয়, সেরূপ পুরুষের প্রতি গমনশীল এই পরিদ্রষ্টার পুরুষকে লাভ করিবার পর পূর্বোক্ত ষোল কলাও অন্তর্হিত হয়। তখন সমস্ত নামরূপ ভেদাভেদ বিনষ্ট হইয়া কেবল পুরুষই অবশিষ্ট থাকেন। এই অবস্থায় সেই বিদ্বান ব্যক্তি কলাতীত ও অমর হয়।[২] এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।

---

[১] মন্ত্র বলিতে বেদের কর্মকাণ্ডই বুঝিতে হইবে, কারণ জ্ঞানকাণ্ড অপৌরুষেয়।
[২] দ্রষ্টব্য, মুণ্ডক উপ ঃ ৩।২।৮ শ্লোক।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে মুক্ত ব্রহ্মভূত পুরুষের অবস্থা একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। সমুদ্রগামী নদীসমূহ যখন সমুদ্রে পতিত হয় তখন উহাদের গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নাম এবং তটাদির ভিন্নতা হেতু বিভিন্ন রূপ লুপ্ত হওয়াতে উহারা সমুদ্র এই নামেই অভিহিত হয়। সেই রকম মানুষ যখন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মভূত হন তখন তাঁহার যে ব্যক্তিগত নাম ও রূপের বিশিষ্টতা ছিল তাহা লোপ পায়। কলাসমূহের সহিত যুক্ত হওয়াতে তাঁহার নাম-রূপের বিশিষ্টতা জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মকে লাভ করিলে এই কলাসমূহ অন্তর্হিত হয় এবং তজ্জনিত নাম-রূপের বিশিষ্টতাও লুপ্ত হয়। তিনি যে একটি খণ্ড চৈতন্যে আমিত্ব আরোপ করিয়া এক ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তিনি পুরুষ নামেই অভিহিত হন—ব্যক্তিগত চেতনা লুপ্ত হইয়া তাঁহার মধ্যে ব্রহ্ম-চৈতন্য ফুটিয়া উঠে। ব্রহ্ম যেভাবে জগৎকে দর্শন করেন তিনিও সেই ভাবেই সমস্ত দর্শন করেন এবং তাঁহার অনুভূতিসমূহও ব্রহ্মের অনুভূতির মতই হয়। এই প্রকারের ব্রহ্মভূত পুরুষ কলাহীন হইয়া এবং তজ্জনিত নাম-রূপের বিশিষ্টতা ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

ইহাতে একথা বোঝায় না যে উপরোক্ত ব্রহ্মভূত পুরুষ ব্রহ্মেতে লীন হইয়া অস্তিত্ববিহীন হন। কারণ তাহা হইলে—তিনি পুরুষ নামে কথিত হন, তিনি সকল হন, অমৃত হন—এই সকল কথার কোনও অর্থ থাকে না।

মন্তব্য ঃ সমুদ্রায়ণাঃ—সমুদ্রই অয়ন [গতি, আত্মভাব] যাহাদের (শ), সমুদ্রাভি-মুখে গমনশীল ॥ অস্তং গচ্ছন্তি—নামরূপ ত্যাগ করিয়া অস্তগমন করে (শ); তিরোহিত হয় (উ) ॥ পরিদ্রষ্টুঃ—সূর্য যেমন সর্বত্র নিজের আত্মপ্রকাশের কর্তা তদ্রূপ সর্বত্র দর্শনকারী স্বরূপভূত এই পুরুষের (শ); সাক্ষিভূত পুরুষের (উ) ॥ পুরুষায়ণাঃ—সমুদ্র যেমন নদীসমূহের আত্মভাব সেইরূপ পুরুষই যে সমস্ত কলার আত্মভাব প্রাপ্তির স্থান (শ); পুরুষাভিমুখে গমনশীল (শ)। ইমাঃ ষোড়শ কলাঃ—প্রাণ প্রভৃতি পূর্বোক্ত ষোড়শ কলা (শ) ॥ তাসাং নামরূপে —কলাসমূহের প্রাণাদি নাম ও যথাযুক্ত স্বীয় রূপ (শ) ॥ পুরুষঃ ইতি এবং প্রোচ্যতে—নাম-রূপ বিনষ্ট হইলে যাহা অবিনষ্ট তত্ত্ব থাকে, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞগণ কর্তৃক পুরুষ নামে অভিহিত হয় (শ) ॥ সঃ এষঃ—যিনি, গুরু কর্তৃক প্রদর্শিত কলা-বিলয় পদ্ধতি জানিয়াছেন সেই বিদ্বান ব্যক্তি (শ); সকল [কলাযুক্ত] পুরুষ (উ)। অকলঃ—বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাপ্রসূত কামকর্মাদি-জনিত প্রাণাদি কলা বিলয়ের পর অকল [কলাহীন] (শ) ॥ অমৃতঃ ভবতি—অবিদ্যাকৃত কলাযোগেই মৃত্যু, কাজেই অবিদ্যা দূর হইলে অকলতা লাভহেতু অমৃত হন (শ); সর্বাতীত হন (উ)।

৬৫. অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) অরাঃ ইব (শলাকার ন্যায়) যস্মিন্ (যে পুরুষে) কলাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ (প্রাণ প্রভৃতি কলাসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে), তং বেদ্যং পুরুষম্ (সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে) বেদ (জ্ঞাত হও), যথা (যাহাতে) [শিষ্যাঃ] (হে শিষ্যগণ) মৃত্যুঃ বঃ মা পরিব্যথা (মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে) ইতি।

সরলার্থ ঃ রথচক্রের নাভিতে অরসমূহের চক্র-শলাকার ন্যায় যে পুরুষে কলাসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জান, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে।

ব্যাখ্যা ঃ রথনাভিতে যেরূপ অরসমূহ অন্তর্নিহিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপ কলাসমূহ পুরুষে অন্তর্নিহিত এবং আশ্রিত আছে। পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত কলাসমূহ থাকিতে পারে না। সুতরাং পুরুষ যদি সত্যস্বরূপ হন তবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও আশ্রিত কলাসমূহ মিথ্যা মায়া-মরীচিকা হইতে পারে না।

এই পুরুষ জ্ঞেয় এবং তাঁহাকে জানিতে হইবে। এই পুরুষের জ্ঞান দ্বারাই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। কেবল কলাসমূহের জ্ঞান জীবকে মৃত্যুর পথেই লইয়া যায়। সুতরাং তোমরা এই পুরুষকে জান। তাহা হইলে মৃত্যু তোমাদের দুঃখ দিতে পারিবে না।

মন্তব্য ঃ মৃত্যু দুঃখ দিতে পারিবে না—এই কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে ঃ (১) দৈহিক মৃত্যু। তোমরা প্রাকৃত লোকের ন্যায় মৃত্যুভয়ে ভীত হইবে না। তোমরা মৃত্যুভয় অতিক্রম করিবে। (২) মায়া-মোহময় সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বাত্মক জীবন। তোমরা এই অজ্ঞান-মোহময় সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বাত্মক জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতময়, আনন্দময় জীবন যাপন করিবে। সংসারের মায়া-মোহ, কামনা-বাসনা তোমাদিগকে আর অশেষ দুঃখ দিতে পারিবে না।

যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কালে যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে (শ) ॥ বেদ্যং তং পুরুষং বেদ—কলাসমূহের আত্মভূত বেদনীয় [জ্ঞেয়] সেই পুরুষকে জান। পূর্ণতাহেতু বা পুরে শয়নহেতু ইঁহাকে পুরুষ বলা হয় (শ)।

৬৬. তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ, নাতঃ পরমস্তীতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ [পিপ্পলাদঃ] তান্ উবাচ হ (পিপ্পলাদ ঋষি তাহাদিগকে বলিলেন)—অহম্ (আমি) এতৎ পরং ব্রহ্ম (এই পরব্রহ্মকে) এতাবৎ এব (এ পর্যন্তই) বেদ (জানি), অতঃ পরম্ (ইহা হইতে অতিরিক্ত অথবা প্রকৃষ্টতর) ন অস্তি (আর কিছু নাই) ইতি।

সরলার্থ ঃ পিপ্পলাদ ঋষি সমাগত শিষ্যগণকে বলিলেন, 'আমি এ পর্যন্তই এই পর-ব্রহ্মকে জানি। ইহার পর আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই।'

মন্তব্য ঃ ন অতঃ পরম্ অস্তি—ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর জ্ঞাতব্য আর কিছু নাই। শিষ্যদের অবিদিত অবশিষ্ট আরও আছে ঃ এই আশঙ্কা নিবৃত্তি এবং তাহাদের কৃতার্থতা-বুদ্ধি সমুৎপাদনের জন্য একথা বলিলেন (শ)।

৬৭. তে তমর্চয়ন্তঃ—ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং
তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো, নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৮

অন্বয় ঃ তে (সেই শিষ্যগণ) তম্ অর্চয়ন্তঃ (তাঁহাকে পূজা করিতে করিতে) [ঊচুঃ] (বলিলেন)—ত্বং হি (আপনিই) নঃ পিতা (আমাদের পিতা), যঃ (যে আপনি) অস্মাকম্ (আমাদিগকে) অবিদ্যায়াঃ পরং পারং (অবিদ্যার পরপারে)

তারয়সি (উত্তীর্ণ করিলেন), ইতি। নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ (পরম ঋষিদিগকে নমস্কার), নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ (পরম ঋষিদিগকে নমস্কার)।

সরলার্থ ঃ শিষ্যগণ তাঁহাকে অর্চনা করিতে করিতে বলিলেন, 'আপনিই আমাদের পিতা। কারণ, আপনিই আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে লইয়া গেলেন। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার, পরম ঋষিদিগকে নমস্কার।'

মন্তব্য ঃ অনন্তর গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়া বিদ্যার নিষ্ক্রয় (প্রতিদান, মূল্য) কিছু না দিয়া কি করিলেন তাহাই বলা হইয়াছে [শ]। ত্বং হি নঃ পিতা—আপনি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া আমাদের জন্ম-মরণ-ভয়রহিত ও অবিনাশী ব্রহ্মশরীর উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং আপনি আমাদের পিতা (শ)। পরম-ঋষিভ্যঃ নমঃ—ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্তক পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। আদরার্থে দ্বিরুক্তি হইয়াছে (শ)।

মুণ্ডক উপনিষদ

সূচনা

মুণ্ডকোপনিষদ অথর্ববেদের শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত। এই উপনিষদের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণণ বলেন ঃ 'মুণ্ডক' নাম মুন্ডু ধাতু (মুণ্ডন করা) অর্থ হতে গৃহীত। এই উপনিষদ অজ্ঞান ও অবিদ্যা মুণ্ডন করে আমাদিগকে মুক্ত করে বলে এর নাম মুণ্ডক উপনিষদ। স্বামী বিশুদ্ধানন্দের মতে অথর্ববেদের আটাশখানি উপনিষদের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ বলে একে মুণ্ড (শির) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে 'মুণ্ডক' নামক ঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়াতে এটি মুণ্ডকোপনিষদ নামে পরিচিত। সমগ্র উপনিষদখানি তিনটি মুণ্ডকে বিভক্ত এবং প্রতি মুণ্ডকে দুটি করে খণ্ড আছে।

প্রশ্নোপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রথমোক্ত উপনিষদে ছ'জন ছ'টি প্রশ্ন করেছেন, আর মুণ্ডকে একমাত্র শৌনক ঋষি প্রশ্নকর্তা, অঙ্গিরা ঋষি উত্তরদাতা। আলোচনার বিষয়বস্তু পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। তাছাড়া অপর সকল বিদ্যাই অপরা বিদ্যা। তবে অপরা বিদ্যার সাহায্যেই পরা বিদ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়।

'সত্যমেব জয়তে'—এই মহাবাক্যটি এই উপনিষদের উক্তি। এটিই স্বাধীন ভারতের শীলমোহরে গৃহীত হয়েছে। শংকর, রামানুজ ও রাধাকৃষ্ণণ এই উপনিষদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

উপনিষদটির প্রবক্তা অঙ্গিরা, শ্রোতা শৌনক। শৌনকের প্রশ্ন ছিল—কোন্ একটি বিষয় জানলে এই সমস্ত জানা যায়? অঙ্গিরা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন—বিদ্যা দু'রকমের, পরা ও অপরা। যে বিদ্যা দিয়ে অক্ষরকে (পরম ব্রহ্মকে) পাওয়া যায় তা পরা বিদ্যা, আর বেদ-বেদাঙ্গ ইত্যাদি সবই হল অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে বলা হয়েছে—অক্ষর অতীন্দ্রিয়, অবর্ণ, অথচ সর্বগত, সকলের উৎপাদক। তা থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি। যেমন মাকড়সা থেকে তার জাল উৎপন্ন হয়, পৃথিবী থেকে ওষধি, পুরুষ থেকে কেশলোম জন্মায়, সেরূপ অক্ষর ব্রহ্ম থেকে অন্নের উৎপত্তি। অন্ন থেকে প্রাণ, মন, সত্য, লোক, কর্ম এবং কর্মের ফল অমৃত। এই যে ব্রহ্মের সৃষ্টি যা বিভিন্ন নামরূপে পরিচিত—এও ব্রহ্ম।

অক্ষর পুরুষ ও নামরূপধারী জীবের যে সম্পর্ক তা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হয়েছে। যেমন প্রজ্বলিত আগুন থেকে আগুনের কণাগুলো বেরিয়ে আবার আগুনেই ফিরে যায়, তেমনি অক্ষর ব্রহ্ম থেকে অসংখ্য জীব জন্মায় এবং তাঁতেই বিলীন হয়। তারপর বলা হয়েছে যে আত্মাকে বেদপাঠ, বহুশাস্ত্র শ্রবণ করেও লাভ করা যায় না। অনাত্ম বিষয়ে আসক্তিসম্পন্ন বীর্যহীন ব্যক্তির নিকটও তিনি লভ্য নন। তবে কে তাঁকে লাভ করেন? সেই প্রসঙ্গে মুক্ত পুরুষের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। যেরূপ প্রবহমান নদীসকল নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়, সেরূপ ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় নাম-রূপ হতে মুক্ত হয়ে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে

প্রাপ্ত হন। অঙ্গিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিষয় একটি সুন্দর রূপকের সাহায্যে বলেছেন—একই গাছে দুটি পাখি, একটি সুস্বাদু ফল খাচ্ছে, আর একটি না খেয়ে শুধু চেয়ে দেখছে। একটি জীবাত্মা, অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা অহংকারে লিপ্ত হয়ে কর্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে, আর পরমাত্মা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে কেবল দর্শন করেন। তিনি অধ্যক্ষরূপে অবস্থান করেন, কোন কর্মে লিপ্ত হন না। ফলে তাঁর সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করতে হয় না।

পরমাত্মার বর্ণনা প্রসঙ্গে আবার বলা হয়েছে—তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, তিনি দূরে, তিনি কাছে, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁকে ওঙ্কাররূপে ধ্যান করতে হবে। চিত্ত বিশুদ্ধ হলে আত্মা প্রকাশিত হন। তাঁকে দেখলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয়, সর্বকর্ম ক্ষীণ হয়। আর তাঁকে পেলেই সব পাওয়া যায়, তাঁকে জানলেই সব জানা যায়।

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়ঃ দেবাঃ (হে দেবগণ), কর্ণেভিঃ ভদ্রং শৃণুয়াম (আমরা কর্ণ দ্বারা যেন কল্যাণবাক্যই শ্রবণ করি), যজত্রাঃ (হে যজনীয় দেবগণ), অক্ষভিঃ ভদ্রং পশ্যেম (চক্ষু দ্বারা আমরা যেন কল্যাণকর বিষয় দর্শন করি), স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ [চ] (দৃঢ়, অচঞ্চল অবয়বসমূহ ও শরীরের দ্বারা) তুষ্টুবাংসঃ (তোমাদের স্তব করিয়া) দেবহিতং যৎ আয়ুঃ (দেবগণের দ্বারা বিহিত যে আয়ু) [তৎ] ব্যশেম (তাহা যেন প্রাপ্ত হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

সরলার্থঃ হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন কল্যাণপ্রদ বাক্যসমূহই শ্রবণ করি। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষু দ্বারা যেন মঙ্গলকর বিষয়সকল দর্শন করি। স্থির দৃঢ় শরীর এবং অবয়বের দ্বারা তোমাদের স্তুতি করিয়া যেন দেবগণের বিহিত আয়ু প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

১. ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১

অন্বয়ঃ বিশ্বস্য কর্তা (বিশ্বের স্রষ্টা), ভুবনস্য গোপ্তা (এবং জগতের পালয়িতা) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব (দেবতাদের মধ্যে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন)। সঃ (তিনি) সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং ব্রহ্মবিদ্যাং (সর্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা) জ্যেষ্ঠপুত্রায় অথর্বায় প্রাহ (জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে বলিয়াছিলেন)।

সরলার্থঃ নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এবং সৃষ্ট ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথম অথবা প্রধান দেবতারূপে অভিব্যক্ত হইলেন। সর্ববিদ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্মবিদ্যা (পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যা) তাহাই তিনি নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে বলিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ দেবতাগণ সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কারণে ইঁহাদিগকে লোকপাল বলা হয়। এই লোকপালদের মধ্যে ব্রহ্মাই সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন এবং দেবতাদের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। এজন্য তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বের কর্তা ও রক্ষক বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রজাপতি—প্রজাগণের বৃদ্ধিসাধন তাঁহার কার্য। বেদও ব্রহ্মা হইতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কাজেই বেদের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহারও প্রথম আচার্য ব্রহ্মা।

ঋষিদিগের মধ্যে অথর্ব ঋষি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। এই জন্য অথর্বকে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বলা হইয়াছে।

মন্তব্যঃ সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্—সর্ববিদ্যা প্রকাশের হেতু বলিয়া সর্ববিদ্যার আশ্রয় অথবা অন্য সকল প্রকার বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় ইহা দ্বারা জানা যায়, এই জন্য সর্ববিদ্যার আশ্রয়। 'সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা' শব্দটি ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

২. অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা অথর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ ব্রহ্মা অথর্বণে যাম্ প্রবদেত (ব্রহ্মা অথর্বাকে যাহা বলিয়াছিলেন) অথর্বা (অথর্বা) তাং ব্রহ্মবিদ্যাম্ (সেই ব্রহ্মবিদ্যা) অঙ্গিরে পুরা উবাচ (পুরাকালে অঙ্গির মুনিকে বলিয়াছিলেন)। সঃ ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ (তিনি ঐ বিদ্যা ভরদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলিয়াছিলেন)। ভারদ্বাজঃ পরাবরাং [বিদ্যাম্] অঙ্গিরসে [আহ] (ভারদ্বাজ আবার অঙ্গিরা ঋষিকে ঐ পরাবরা বিদ্যা বলিয়াছিলেন)।

সরলার্থঃ ব্রহ্মা অথর্বাকে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন অথর্বা আবার সেই বিদ্যা পূর্বে অঙ্গির নামক ঋষিকে বলেন। অঙ্গির আবার ইহা ভরদ্বাজবংশীয়

সত্যবহকে বলেন। সত্যবহ পূর্ববর্তী আচার্য হইতে শিষ্য-পরম্পরা ক্রমে লব্ধ এই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরাকে বলিলেন।

ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্মবিদ্যা যে গুরুশিষ্য-পরম্পরা ক্রমে প্রদত্ত হইত এই শ্রুতিতে তাহাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্ আচার্য যোগ্য পুত্র বা শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। কখন কখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধু ব্যক্তিগণও আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিতেন। এই রকম যথাবিধি আগত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যোগ্য মনে করিলে আচার্য তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

ব্রহ্মবিদ্যাকে পরাবরা বলা হইয়াছে। 'পর' অর্থ শ্রেষ্ঠ—সৃষ্টির অতীত, 'অবর' অর্থ নিকৃষ্ট—সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম ও জগৎ, এক ও বহু—পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ব্রহ্মই আপনাকে জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা বলা যায় ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। আবার তিনি জগতের অতীতও বটে। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে সৃষ্টির অতীত এবং সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের জ্ঞান বোঝায়।

জগতের সত্তা ব্রহ্মসত্তার আশ্রিত। জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জগতের কোন সত্তা নাই। একই মৌলিক সত্য—তাহার আশ্রিত বহুও সত্য, এজন্য একের জ্ঞানকে পর এবং বহুর জ্ঞানকে অবর বলা হইয়াছে।

মন্তব্যঃ পরাবরাম্—পর হইতে (পূর্ব পূর্ব আচার্য হইতে) অবর কর্তৃক (শিষ্যগণ কর্তৃক) প্রাপ্ত, অথবা পর [শ্রেষ্ঠ] এবং অবর (অনুৎকৃষ্ট) সমস্ত বিদ্যার বিষয় ইহাতে নিহিত আছে বলিয়া ইহা পরাবরা (শ)।

৩. শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্নু
ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩

অন্বয়ঃ মহাশালঃ (মহাগৃহস্থ) শৌনকঃ (শৌনক) বিধিবৎ উপসন্নঃ [সন্] (যথাবিধি উপস্থিত হইয়া) অঙ্গিরসং প্রপচ্ছ হ বৈ (অঙ্গিরসকে জিজ্ঞাসা করিলেন) —ভগবঃ (ভগবন্), কস্মিন্ নু বিজ্ঞাতে (কোন বিষয়টি জ্ঞাত হইলে) ইদং সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি (এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়)।

সরলার্থঃ গৃহস্থ-প্রধান শৌনক যথাবিধি অঙ্গিরা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, 'ভগবন্, কোন্ বিষয় বা বস্তুটি জানিলে এই সমস্ত (জগৎ) বিশেষরূপে জানা যায়?'

ব্যাখ্যাঃ এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে শৌনক নামে মহাগৃহস্থ ব্রহ্মবিদ্যা লাভে ইচ্ছুক হইয়া অঙ্গিরা নামক ঋষির নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গৃহস্থগণও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ছিলেন।

'মহাগৃহস্থ' শব্দে সমৃদ্ধ কি ধনী গৃহস্থ বুঝাইতেছে না, ইহাতে সাধু সদ্গুণ-সম্পন্ন গৃহস্থকেই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যা কেবল যে কর্মত্যাগী ব্রহ্মচারী কি সাধু সন্ন্যাসীর জন্যই তাহা নহে। সংসারের কর্তব্যকর্ম যথাবিধি করিয়াও যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে শৌনকের দৃষ্টান্তে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে আচার্যের নিকট উপস্থিত হওয়ার কতকগুলি বিধি নির্দিষ্ট ছিল। রিক্তহস্তে গুরুর নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই কারণে সাধারণতঃ শিক্ষার্থিগণ সমিৎ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হস্তে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইতেন। শৌনকও তাহাই করিয়াছিলেন।

কোন্ একটি বিষয় জানিলে এই সমস্ত জানা যায়—ইহাই ছিল শৌনকের প্রশ্ন। এই সমস্ত বহু; কিন্তু এই বহু একেরই অন্তর্ভুক্ত, একেরই প্রকাশ। সুতরাং একেকে জানিলে বহুকেও জানা হয়। ইহা শৌনক শুনিয়াছিলেন। সেই এক বস্তুটি কি তাহাই জানিবার জন্য শৌনকের প্রশ্ন।

৪. তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪

অন্বয় : তস্মৈ সঃ হ উবাচ (তিনি তাঁহাকে বলিলেন)—ইতি হ স্ম ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি (ব্রহ্মবিদেরা এই কথা বলেন) দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে (দুইটি বিদ্যা জ্ঞাতব্য) যৎ পরা চ এব অপরা চ (যাহা পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা)।

সরলার্থ : অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন, 'বেদের অর্থ যাঁহারা সম্যক জানেন এইরূপ পরমার্থদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে—একটি পরা বিদ্যা, অপরটি অপরা বিদ্যা।'

ব্যাখ্যা : পরা এবং অপরা বিদ্যা উভয়ই জ্ঞাতব্য। পরা বিদ্যা সর্বাতীত ব্রহ্মের জ্ঞান; অপরা বিদ্যা সৃষ্ট জগতের জ্ঞাতব্য। পরা বিদ্যা একের জ্ঞান, অপরা বিদ্যা বহুর জ্ঞান—উভয়ই জ্ঞান। অপরা বিদ্যা পরিত্যাজ্য—শ্রুতিতে একথা বলা হয় নাই। অপরা বিদ্যা যখন পরা বিদ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখনই উহা নিন্দনীয় এবং প্রত্যাখ্যেয়। কিন্তু অপরা বিদ্যা যদি পরা বিদ্যার সহিত যুক্ত হইয়া তাহা দ্বারা পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয় তবে অপরা বিদ্যাই পরা বিদ্যা লাভের সহায়ক হইয়া উঠে। যদি আমরা বুঝিতে পারি যে এক সর্বাতীত ব্রহ্মই আপনাকে জগৎরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা হইলে এই জগতের জ্ঞানও নিরর্থক নহে। উহা ব্রহ্মজ্ঞানেরই অংশ। এই কারণে শ্রুতি বলিয়াছেন উভয় বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শংকর বলেন :

> শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন কোন্‌টি জ্ঞাত হইলে সমস্ত জানা হয়। ইহার উত্তরে অঙ্গিরা বলিলেন—দুইটি বিদ্যা জ্ঞাতব্য। ইহাতে দোষ হয় নাই, কারণ প্রশ্নোত্তরটি ক্রমসাপেক্ষ। অপরা বিদ্যা প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যাই বটে, কারণ তাহা দ্বারা কোন বস্তুই তত্ত্বতঃ জানা যায় না। কাজেই প্রথমে প্রত্যাখ্যেয় বিষয় নির্দেশ করিয়া পরে উহা প্রত্যাখ্যান করিতে হয়; এই উদ্দেশ্যে অপরা বিদ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিন্তু আচার্যের এই ব্যাখ্যা সমীচীন কিনা বিবেচ্য। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে দুইটি বিদ্যাই জ্ঞাতব্য—একটি পরা, অপরটি অপরা। অপরা বিদ্যা অবিদ্যা বলিয়া উহাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। বলা হইয়াছে : এই বিদ্যা অপরা, ইহা শ্রেষ্ঠবিদ্যা নহে।

৫. তত্রাপরা—ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫

অন্বয় : তত্র (পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে) ঋগ্‌বেদঃ (ঋগ্‌বেদ), যজুর্বেদঃ (যজুর্বেদ), সামবেদঃ (সামবেদ), অথর্ববেদঃ (অথর্ববেদ), শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণম্ (শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ), নিরুক্তম্ (নিরুক্ত), ছন্দঃ জ্যোতিষম্ (ছন্দ ও জ্যোতিষ)—ইতি অপরাঃ (ইহারা অপরা বিদ্যা)। অথ (আর) যয়া তৎ অক্ষরম্

অধিগম্যতে (যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায়) [সা এব] পরা (তাহাই পরা বিদ্যা)।

সরলার্থ : সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই বেদ চতুষ্টয় এবং শিক্ষা (বর্ণের উচ্চারণ), কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক শব্দের অর্থ-প্রকাশক গ্রন্থ), ছন্দ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান—এই ছয়টি বেদাঙ্গ। ইহারা অপরা বিদ্যা। আর যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা।

ব্যাখ্যা : এখানে বেদকেও অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে। বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও উহার ফল বর্ণিত হইয়াছে তাহা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত হইতে পারে। কিন্তু বেদের উপনিষৎ ভাগে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ থাকা সত্ত্বেও বেদকে অপরা বিদ্যা বলা হইল কেন? ইহার কারণ এই হইতে পারে যে এখানে 'বেদ' শব্দে কেবল বেদের কর্মকাণ্ডকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, উপনিষদকে বুঝাইতেছে না।

আর যদি 'বেদ' শব্দে উপনিষদকেও বুঝাইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইহা দ্বারা এখানে বেদের অক্ষর-সমষ্টিকেই বুঝাইতেছে। উপনিষদে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই পরা বিদ্যা, উপনিষদের শব্দ-সমষ্টি অপরা বিদ্যা। এখানে 'বেদ' শব্দের অর্থ বেদের শব্দ-সমষ্টি। কেবল শব্দ-সমষ্টি অধিগত হইলে ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হয় না; এই কারণে গুরুর নিকট যাইয়া পরমাত্মার বিষয়ে উপদেশ লাভ করিতে হয়।

৬. যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬

অন্বয় : তৎ যৎ (সেই যে) অদ্রেশ্যম্ (অদৃশ্য, অগম্য) অগ্রাহ্যম্ (অগ্রহণীয়) অগোত্রম্ (মূলরহিত), অবর্ণম্, (রূপহীন); অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ (চক্ষু-কর্ণহীন) তৎ (সেই) অপাণিপাদম্ (হস্তপদবিহীন), নিত্যম্ (অবিনাশী), বিভুম্ (ব্যাপক) সর্বগতম্ (সর্বব্যাপী), সুসূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম) তৎ (সেই) অব্যয়ম্ (ক্ষয়হীন) যৎ (এইরূপ) ভূতযোনিম্ (ভূতসমষ্টির কারণ) [যে বিদ্যার সহায়ে] ধীরাঃ (বিবেকীরা) পরিপশ্যন্তি (সর্বত্র দর্শন করেন) [তাহাই পরা বিদ্যা]।

সরলার্থ : সেই অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহ্য (কর্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য), কারণহীন, রূপহীন; চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত পদ ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয় বর্জিত, অবিনাশী, ব্যাপক, সর্বভূতগত, অতিসূক্ষ্ম, যাহা ভূতসমূহের উৎপত্তির কারণ—সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জ্ঞানিগণই দর্শন করেন।

ব্যাখ্যা : শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্বিশেষ এবং সবিশেষ—দুই ভাবেরই বর্ণনা আছে। কোন কোন শ্রুতিতে 'নেতি নেতি' বলিয়া ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব উক্ত হইয়াছে, কোন কোনটিতে তাঁহার সবিশেষ ভাব বিবৃত হইয়াছে। আবার কখনও কখনও একই শ্রুতিতে উভয় ভাবের বর্ণনা আছে।

এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্বিশেষ ও সবিশেষ উভয় ভাবেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্রেশ্যম্, অগ্রাহ্যম্, অগোত্রম্, অবর্ণম্, অচক্ষুঃশ্রোত্রম্, অপাণিপাদম্, অব্যয়ম্—

এগুলি ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব, আবার বিভুং, সর্বগতম্, সুসূক্ষ্মম্, ভূতযোনিং— এইগুলি ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব।[১]

মন্তব্য : অদ্রেশ্যম্—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য, কারণ বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বারাই পাওয়া যায় (শ)॥ অগ্রাহ্যম্—পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাপ্য (শ)॥ অগোত্রম্—গোত্র [অন্বয়, মূল] বিহীন, নিরন্বয়, মূলশূন্য। ব্রহ্মই সকলের মূল; তাঁহার কোনও মূল্য নাই যাহার সহিত ইহাকে কার্যরূপে অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত করা যাইতে পারে (শ)॥ অবর্ণম্—স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি বস্তুধর্মের নাম বর্ণ, যাহার বর্ণ নাই তাহাই অবর্ণ (শ); সূক্ষ্মাদি বস্তুধর্ম বিরহিত (উ)॥ অচক্ষুঃশ্রোত্রম্—চক্ষু ও কর্ণ : ইহাদ্বারাই সর্বজীবের নাম ও রূপের উপলব্ধি হয়, চক্ষু কর্ণ যাঁহার নাই তিনিই অচক্ষুশ্রোত্র অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়-বিহীন (শ)॥ অপাণিপাদম্—কর্মসাধন হস্তপদ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় রহিত (শ)॥ বিভুম্—ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত বিবিধ প্রাণিভেদে আবির্ভূত হন বলিয়া তিনি বিভু, সর্বগত আকাশের ন্যায় ব্যাপক (শ)॥ সুসূক্ষ্মম্—স্থূলত্ব প্রাপ্তির কারণ শব্দাদি ধর্মবিহীন, শব্দ প্রভৃতিই আকাশাদির উত্তরোত্তর স্থূলতার কারণ, শব্দাদির অভাববশতঃ অতিসূক্ষ্ম (শ)॥ অব্যয়ম্—যাহার ব্যয় [হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্তন] নাই তাহাই অব্যয়। অক্ষর ব্রহ্ম উক্ত প্রকার ধর্মযুক্ত বলিয়াই ব্যয় বা বিশেষরূপ প্রাপ্ত হন না, এই কারণে তিনি অব্যয়। যাঁহার শরীর নাই তাঁহার স্বীয় অঙ্গের অপচয় সম্ভবপর নহে। আবার তিনি যখন নির্গুণ ও সর্বব্যাপক তখন গুণের অপচয় দ্বারাও তাঁহার ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই (শ)॥ ভূতযোনিম্— পৃথিবী যেরূপ স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থের কারণ, তিনিও সেইরূপ সমস্ত ভূতের কারণ (শ)। পরিপশ্যন্তি—সর্বত্র সকলের আত্মারূপে সেই ভূতযোনি অক্ষরকে পরি [সর্বতোভাবে] দর্শন করেন (শ), সর্বত্র দর্শন করেন (উ)॥ ঈদৃশ অক্ষর ব্রহ্ম যে বিদ্যাদ্বারা অধিগত হন তাহাই পরা বিদ্যা : ইহাই এই বাক্যের সংক্ষেপার্থ।

৭. যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭

অন্বয় : যথা (যেরূপ) ঊর্ণনাভিঃ (মাকড়সা) [তন্তূন্] সৃজতে গৃহ্ণতে চ (নিজের দেহ হইতে তন্তু সৃজন করে আবার নিজের দেহেই উহা গ্রহণ করে), যথা (যেরূপ) পৃথিব্যাম্ ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি (পৃথিবীতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়), যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি [জায়ন্তে] (যেরূপ জীবিত পুরুষ হইতে কেশ ও লোম জন্মে), তথা (সেইরূপ) ইহ (এইস্থানে), অক্ষরাৎ বিশ্বঃ সম্ভবতি (অক্ষর হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ : মাকড়সা যেরূপ নিজের দেহ হইতে (সূতা) উৎপাদন করে এবং পুনরায় নিজের দেহেই উহা গ্রহণ করে, সেইরূপ পৃথিবীতে ওষধিসমূহ [ধান্যাদি] উৎপন্ন হয়; যেরূপ জীবিত পুরুষের দেহ হইতে কেশ ও লোমরাশি নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি।

ব্যাখ্যা : পরা বিদ্যার বিষয়বস্তু হইল অতিসূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে সহজে বোধগম্য করিবার উপায়। কোন কোন স্থলে স্থূল বস্তুর উপমা বা দৃষ্টান্ত দেওয়া

[১] দ্রঃ বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২ ও ৪।৫।১৫ মন্ত্র।

হয়। এই সকল স্থলে দৃষ্টান্তের সহিত সূক্ষ্ম বস্তুর সকল বিষয়ে যে সাদৃশ্য থাকিবে তাহা নহে। কাজেই যে যে বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

মাকড়সা যেরূপ কোন সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের দেহ হইতেই তন্তুসমূহ সৃষ্টি করে সেই অক্ষরপুরুষও সেইরূপ কারণ-নিরপেক্ষ। তিনি নিজ সত্তা হইতেই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি অর্থে শূন্য হইতে অথবা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর উৎপাদন বোঝায় না। তিনি নিজের সত্তা হইতে অনভিব্যক্ত বিশ্বকে অভিব্যক্ত করিলেন। মাকড়সার তন্তুগুলি যেমন উহার দেহ-নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না সেইরূপ এই বিশ্বও ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ জগতের কোনও সত্তা নাই। তাহা ছাড়া এই সূত্রগুলি যেমন মিথ্যা বা অলীক পদার্থ নহে, সেইরূপ এই বিশ্বও মিথ্যা বা অলীক বস্তু নহে। শ্রুতি নিজ বাক্যেই জগতের মিথ্যাত্ব নিরস্ত করিয়াছেন।

মাকড়সা এবং উহার তন্তু সম্বন্ধে যাহা বলা হইল পুরুষ ও তাহার কেশ-লোম এবং পৃথিবী ও উহার ওষধি সম্বন্ধে তাহাই বলা যায়।

৮. তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

অন্বয় : তপসা (মননাত্মক জ্ঞান দ্বারা) ব্রহ্ম চীয়তে (ব্রহ্ম বিস্তার লাভ করেন), ততঃ অন্নম্ অভিজায়তে (তাহা হইতে অন্ন অর্থাৎ জগতের উৎপত্তির বীজ জন্মায়), অন্নাৎ (অন্ন হইতে) প্রাণঃ (প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ), মনঃ (মন) সত্যম্ (সত্য অর্থাৎ আকাশাদি ভূত-পঞ্চক), লোকাঃ (ভূঃ প্রভৃতি লোকসমূহ) কর্মসু অমৃতং চ (লোকসমূহে কর্ম এবং কর্ম হইতে অবিনাশী কর্মফল উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ : ব্রহ্ম মননাত্মক জ্ঞানের দ্বারা উপচিত হন (বিস্তার লাভ করেন)। সেই উপচিত ব্রহ্ম হইতে অন্ন (অব্যাকৃত প্রকৃতি), অন্ন হইতে প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ), প্রাণ হইতে মন, মন হইতে সত্য (পঞ্চভূত), পঞ্চভূত হইতে লোকসমূহ, লোকসমূহে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্ম হইতে অবশ্যম্ভাবী কর্মফল উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্ম তপঃ দ্বারা উপচিত হন। এখানে 'তপঃ' শব্দের অর্থ ব্রহ্মের চিৎ-তপস্ (creative consciousness)। ব্রহ্মের তপস্যা জ্ঞানময় (তস্য জ্ঞানময়ং তপঃ), সুতরাং এই সৃষ্টি ব্রহ্মের জ্ঞানেতেই স্থিত, জ্ঞানের বাহিরে নহে। 'উপচয়' অর্থ দেশকালের মধ্যে বৃদ্ধি বা বিস্তার নহে। কারণ, ব্রহ্ম পূর্ণ—তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। তিনি দেশকালের অতীত। সুতরাং তাঁহার বৃদ্ধি বা বিস্তার হইবে কোথা হইতে? এখানে যে উপচয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা জ্ঞানের উপচয়। যাহা অব্যক্ত অপরিস্ফুটরূপে ব্রহ্মের জ্ঞানে নিহিত ছিল সৃষ্টিতে তাহাই অভিব্যক্ত বা পরিস্ফুট হইল। কাজেই এই সৃষ্টি কোনও নূতন বস্তুর উৎপাদন নয়। ইহা অজ্ঞানজনিত মায়া-মরীচিকাও নয়। ইহা ব্রহ্মের স্বীয় জ্ঞানময় সত্তারই বিস্তার।

ব্যক্ত সৃষ্টির প্রথম অবস্থা প্রাণতত্ত্ব; প্রাণতত্ত্বই ব্রহ্মের সৃজন-শক্তির প্রথম প্রকাশ। প্রাণশক্তি দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তুর সংযোগ-বিয়োগ হ্রাস-বৃদ্ধি, গঠন-নির্মাণ — সমস্ত ক্রিয়া চলিতেছে। প্রাণ হইতে ব্যক্ত হইল মন। সংকল্প, সংশয় প্রভৃতি মনের ক্রিয়া। তাহার পর ব্যক্ত হইল সত্য অর্থাৎ জগতের মূল উপাদান পঞ্চ সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূত হইতে সৃষ্টি হইল ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি বিভিন্ন লোক এবং ঐসকল

লোকের অধিবাসী জীব। জীবগণ সৃষ্টি হইলে তাহাদের দ্বারা কর্ম অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কর্মফল আবির্ভূত হইল। এইভাবে. ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম হইতে এই দৃশ্যমান জগতের আবির্ভাব হইল।

৯. যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥ ৯

অন্বয়ঃ যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ (যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ) যস্য তপঃ জ্ঞানময়ম্ (যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়) তস্মাৎ (তাহা হইতে) এতৎ ব্রহ্ম (এই হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম), নাম রূপম্ অন্নম্ চ (নাম, রূপ ও অন্ন) জায়তে (জন্মায়)।

সরলার্থঃ যিনি সর্বজ্ঞ (সমগ্রের জ্ঞাতা), যিনি সর্ববিৎ (ব্যষ্টির জ্ঞাতা), জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), বস্তুসমূহের সাধারণ ধর্মব্যঞ্জক নাম, রূপ ও অন্ন (ভোজ্য পদার্থ) জন্মায়।

ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্ম সমস্তকে এক অখণ্ড সত্তারূপে জানেন। এই বহুর অন্তরালে এক অখণ্ড সত্তাকে দর্শন করেন বলিয়া ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, দ্রষ্টা, কবি (seer)। আবার তিনি এই বিশ্ব-প্রপঞ্চকে খণ্ড খণ্ড ভাবে জানেন, এজন্য তিনি সর্ববিদ, মনীষী (all-knowing)। তাঁহার তপস্যা (সৃষ্টিসংকল্প) হইতেই জগতের উৎপত্তি। এই সৃষ্টি-সংকল্প জ্ঞানময়, কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। ইহা তাঁহার জ্ঞানেরই ক্রিয়া (activity of consciousness)। সুতরাং এই সৃষ্টি তাঁহার জ্ঞানেই স্থিত—তাঁহার জ্ঞানেই সৃষ্টির বিস্তার ও প্রসার; জ্ঞেয়রূপে যাহা তাঁহাতে নিহিত, জীবের জ্ঞানে তাহার প্রকাশই সৃষ্টি। সৃষ্টিতে ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। ইনিই আদিজীব, বিশ্বজীব, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, সূত্রাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত।

এক শ্রেণীর সমস্ত বস্তুর সাধারণ ধর্ম যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহারই নাম (concept)। প্রত্যেক বস্তুর বিশিষ্ট আকার যাহা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি—তাহাই রূপ (percept)। নাম ও রূপের স্থূলাকার পঞ্চভূতময় দেহকেই অন্ন বলা হয়।

মন্তব্যঃ সর্বজ্ঞঃ—সাধারণভাবে বা সমষ্টিরূপে যিনি সমস্ত জানেন তিনি সর্বজ্ঞঃ। সর্ববিৎ—বিশেষভাবে বা ব্যষ্টিরূপে যিনি সমস্ত জানেন তিনি সর্ববিৎ॥ এতৎ ব্রহ্ম—উক্ত কার্য-লক্ষণাত্মক হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্ম (শ)॥ নাম—ইনি দেবদত্ত, ইনি যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি লক্ষণ (নাম)॥ রূপম্—ইহা সাদা, ইহা নীল: এই প্রকারের বিভিন্ন রূপ॥ অন্নম্—ধান, যব প্রভৃতি অন্ন (ভোজ্য পদার্থ)। এখানে পূর্ব মন্ত্রে উল্লিখিত ক্রমানুসারেই সৃষ্টি-ক্রম বুঝিতে হইবে, সুতরাং কোনও বিরোধ নাই।

প্রথম মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

১০. তদেতৎ সত্যম্—মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ ১

অন্বয়ঃ তৎ এতৎ সত্যম্ (এইটি সেই সত্য), মন্ত্রেষু (মন্ত্রসমূহে) কবয়ঃ (জ্ঞানিগণ) যানি কর্মাণি অপশ্যন্ (যে সকল কর্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন), তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি (সেই সকল তিন বেদে বহু প্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে); [যূয়ং] সত্যকামাঃ [সন্তঃ] (তোমরা যথাযথ কর্মফল কামনা করিয়া) নিয়তং তানি আচরথ (সর্বদা তাহাদের অনুষ্ঠান কর)। সুকৃতস্য লোকে (সুন্দর অনুষ্ঠানের যে লোক তাহাতে) এষঃ বঃ পন্থাঃ (ইহাই তোমাদের পথ)।

সরলার্থঃ ইহাই সেই সত্য—জ্ঞানিগণ বেদে প্রকাশিত মন্ত্রসমূহে যে সকল কর্ম (অগ্নিহোত্রাদি) দেখিয়াছেন সেই সকলই ঋক্, সাম ও যজু এই তিন বেদে অথবা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বহুপ্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে। তোমরা যথাযথ কর্মফল কামনা করিয়া নিয়ত সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠান কর। উক্ত কর্মের যে লোক সেই লোকের জন্য ইহাই পথ।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শংকর বলেন:

শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি অপরা বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। তৎপর পরব্রহ্মের স্বরূপাদি বিশেষরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। একণে অপরা বিদ্যা অর্থাৎ কাম্যকর্মের সাধন দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায় না, উহা দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গই লাভ হইতে পারে।

নানাবিধ ভেদপূর্ণ অনাদি, অনন্ত, দুঃখময় এই সংসারই অপরা বিদ্যার বিষয়। এই সংসার দুঃখময় বলিয়া প্রত্যেক জীবের কর্তব্য এই সংসার ত্যাগ করা। এই দুঃখময় সংসারের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ তাহাই পরা বিদ্যার বিষয়। ইহাই অনাদি, অনন্ত, অজর, অমর, অমৃত, অভয়, শুদ্ধ, প্রসন্ন, স্ব-স্বরূপ অবস্থানরূপ অদ্বিতীয় পরমানন্দ। প্রথমে অপরা বিদ্যার বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে, যেন তাহা দেখিয়া সেই বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইতে পারে। বিষয়টি প্রথমে প্রদর্শিত না হইলে উহার পরীক্ষা হইতে পারে না, এই কারণে তাহা প্রদর্শন করিয়া বলা হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যকারের এইসকল কথা শ্রুতির অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ এই শ্রুতি কি পরবর্তী শ্রুতি কোথাও বলা হয় নাই যে সংসার দুঃখময় বলিয়া পরিত্যাজ্য। এই সংসারের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষই পরা বিদ্যার বিষয় একথাও শ্রুতি কোথাও বলেন নাই।

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে বৈদিক কর্মসমূহ তিন বেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত

হইয়াছে। যাহারা কর্ম করিয়া অভীষ্ট ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করাই অভীষ্ট ফল লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

মন্তব্য : ত্রেতায়াম্—ইহার বিবিধ অর্থ হয় : (১) হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা : এই তিনের সংযোগে, (২) ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদে, (৩) ত্রেতাযুগে, (৪) গার্হস্থ্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় : এই অগ্নিত্রয়ে।

> ১১. যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
> তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২

অন্বয় : যদা হি (যখন) সমিদ্ধে হব্যবাহনে (সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিতে) অর্চিঃ লেলায়তে (অগ্নিশিখা লেলিহান হয়), তদা (তখন) আজ্যভাগৌ অন্তরেণ (আজ্য-ভাগদ্বয়ের মধ্যে) আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ (আহুতিসমূহ নিক্ষেপ করিবে)।

সরলার্থ : সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নির শিখাসমূহ যখন লেলিহান হয় সেই সময়ে আজ্য-ভাগদ্বয়ের মধ্যে অর্পণযোগ্য স্থানে আহুতিসমূহ নিক্ষেপ করিবে।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে উক্ত যজ্ঞাদি কর্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থে প্রথমেই অগ্নিহোত্র যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে ; কারণ ইহাই সমস্ত কর্মের প্রথম। কর্মফল প্রাপ্তির জন্য অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি-প্রদান-রূপ কর্মই উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু ইহার যথাযথ অনুষ্ঠান অতীব দুষ্কর ; অথচ ইহা সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলে অভীষ্ট ফল ত পাওয়া যায়ই না, আবার কর্মকর্তার প্রত্যবায় ঘটে। কি প্রকারের প্রত্যবায় হয় তাহাই পরবর্তী শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

> ১২. যস্যাগ্নিহোত্রম্ অদর্শমপৌর্ণমাসম্ অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণম্ অতিথিবর্জিতঞ্চ।
> অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩

অন্বয় : যস্য (যাহার) অগ্নিহোত্রম্ (অগ্নিহোত্র যজ্ঞ) অদর্শম্ (দর্শ নামক অমাবস্যাযাগবর্জিত), অপৌর্ণমাসম্ (পৌর্ণমাস কর্মবর্জিত) অচাতুর্মাস্যম্ (চাতুর্মাস্য কর্মবর্জিত), অনাগ্রয়ণম্ (আগ্রয়ণ কর্মবর্জিত), অতিথিবর্জিতম্ (অতিথিবর্জিত), অহুতম্ (অকালে হুত), অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব কর্ম-শূন্য), অবিধিনা হুতম্ [ভবতি] (অবিধিপূর্বক হুত হয়), তস্য আসপ্তমান্ লোকান্ (তাহার সপ্ত পর্যন্ত সমস্ত লোক) [ইদম্] হিনস্তি (ইহা বিনষ্ট করে)।

সরলার্থ : যাহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, দর্শ ও পূর্ণমাস যাগবিরহিত, আগ্রয়ণ কর্মবর্জিত, যাহাতে অতিথি-সেবা নাই, যাহাতে ঠিক সময়ে হোম-ক্রিয়া এবং বৈশ্বদের কর্ম অনুষ্ঠিত হয় না—অবিধিপূর্বক আহুত সেই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ যজমানের সপ্তলোককে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : অদর্শ ও অপৌর্ণমাস—প্রতি অমাবস্যায় যে যজ্ঞ করা হয় তাহার নাম দর্শ এবং প্রতি পূর্ণিমায় যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম পৌর্ণমাস। এই উভয় যজ্ঞই যাবজ্জীবন করা বিধেয়। অগ্নিহোত্রীর পক্ষে উভয় যজ্ঞই অবশ্য-কর্তব্য। ইহাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান না হইলে অগ্নিহোত্র অপূর্ণ থাকে।

অচাতুর্মাস্য—বৎসরকে, তিন ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ এক চতুর্মাস। প্রত্যেক কার্তিক, ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসে এক একটি চতুর্মাসের আরম্ভ হয়। চতুর্মাসের আরম্ভে যে যজ্ঞ করা হয় তাহাই চাতুর্মাস্য।

অনাগ্রয়ণম্—শরতের প্রারম্ভে প্রথমজাত ফল ও শস্যাদি দ্বারা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহা আগ্রয়ণ কর্ম।

অবৈশ্বদেবম্—দক্ষকন্যা বিশ্বার দশটি সন্তানকে বিশ্বদেব বলা হয়। ইহাদের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই বৈশ্বদেব কর্ম।

তাহার আসপ্ত লোককে হিংসা করে—ঐ অসম্পূর্ণ ও অসম্পাদিত কর্মের দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ দূরে থাকুক যজমানের ভূঃ, ভুবঃ ইত্যাদি সপ্তলোকই বিনষ্ট হয়। অথবা পিণ্ডদানাদি দ্বারা সম্বর্ধমান পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা উপক্রিয়মাণ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং যজমান স্বয়ং : এই সপ্তলোক ঐ অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সম্পূর্ণ হয় না।

> ১৩. কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
> স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪

অন্বয় : কালী করালী চ মনোজবা সুলোহিতা (কালী, করালী, মনোজবা এবং সুলোহিতা) যা চ সুধূম্রবর্ণা (যাহা সুধূম্রবর্ণা) স্ফুলিঙ্গিনী (স্ফুলিঙ্গবতী), দেবী বিশ্বরুচী চ (এবং দীপ্তিশালিনী বিশ্বরুচী), ইতি [অগ্নেঃ] লেলায়মানাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ (অগ্নির লেলায়মান এই সাতটি জিহ্বা)।

সরলার্থ : কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দীপ্তিশালিনী বিশ্বরুচী—অগ্নির এই সাতটি লেলিহান জিহ্বা (আহুতি গ্রহণে সমর্থ)।

> ১৪. এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
> তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫

অন্বয় : ভ্রাজমানেষু এতেষু (এই সকল প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতে) যথাকালং চ যঃ চরতে (যথাকালে যিনি অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন), এতাঃ আহুতয়ঃ (এই আহুতিসকল) সূর্যস্য রশ্ময়ঃ [ভূত্বা] (সূর্যরশ্মি হইয়া) তম্ আদদায়ন্ (তাহাকে গ্রহণ করিয়া) [তত্র] নয়ন্তি (সেই স্থানে লইয়া যায়), যত্র (যেখানে) দেবানাং একঃ পতিঃ (দেবগণের একমাত্র পতি অর্থাৎ ইন্দ্র) অধিবাসঃ (সর্বোপরি বাস করেন)।

সরলার্থ : এই সকল দীপ্যমান অগ্নিশিখাতে যে হোতা অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কর্মের অনুধাবন করেন এই আহুতিসকল সূর্যরশ্মি হইয়া যথাকালে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সেইস্থানে (স্বর্গধামে) লইয়া যায় যেখানে দেবতাদের একমাত্র অধিপতি (ইন্দ্র) সর্বোপরি বাস করেন।

> ১৫. এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
> প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬

অন্বয়: সুবর্চসঃ আহুতয়ঃ (দীপ্তিময়ী আহুতিসকল) এহি এহি ইতি (আসুন, আসুন), এষঃ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতঃ ব্রহ্মলোকঃ (ইহাই আপনাদের সুকৃত পবিত্র ব্রহ্মলোক)—ইতি প্রিয়াং বাচম্ অভিবদন্ত্যঃ (এই প্রকার প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে), অর্চয়ন্ত্যঃ (এবং অর্চনা করিতে করিতে) তং যজমানম্ (সেই যজমানকে) সূর্যস্য রশ্মিভিঃ (সূর্যের রশ্মিযোগে) বহন্তি (লইয়া যায়)।

সরলার্থ : আসুন, আসুন, ইহাই আপনাদের স্বকৃত পবিত্র ব্রহ্মলোক—এই প্রকারের প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে এই পূজা করিতে করিতে সেই দীপ্তিময় আহুতিসকল সূর্য-রশ্মি সহযোগে যজমানকে বহন করে।

১৬. প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতৎ শ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥ ৭

অন্বয় : এতে হি (এই সকল) অষ্টাদশ যজ্ঞরূপাঃ প্লবাঃ (যজ্ঞরূপ ভেলাসকল) অদৃঢ়াঃ (অস্থির) যেষু (যাহাতে) অবরং কর্ম উক্তম্ (যাহাতে অশ্রেষ্ঠ কর্ম উক্ত হইয়াছে), যে মূঢ়াঃ (যেসকল মূঢ় লোক) এতৎ শ্রেয়ঃ [ইতি] অভিনন্দন্তি (ইহাই শ্রেয় বলিয়া সমাদর করে) তে পুনঃ এব (তাহারা পুনঃপুনঃ) জরামৃত্যুম্ অপিযন্তি (জরামৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ : যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিকৃষ্ট কর্ম (যজ্ঞাদি) বিহিত হইয়াছে সেই যজ্ঞ-সম্পাদক অষ্টাদশ ব্যক্তিই (ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও যজমান-পত্নী) বিনাশী এবং অনিত্য, সুতরাং তাহাদের কর্মও ফলের সহিত বিনষ্ট হয়। অতএব যেসকল মূর্খলোক এই কর্মকে শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া সমাদর করে তাহারা (কিছুকাল স্বর্গভোগের পর) পুনরায় (এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া) জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা : জ্ঞানরহিত ফলাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত যজ্ঞাদি কর্মে যে ফল লাভ হয় তাহা অস্থায়ী, উহারা অমৃতত্ব দিতে পারে না, কাজেই ঐসকল কর্ম নিকৃষ্ট। যেসকল ব্যক্তির ও যেসকল উপকরণের সাহায্যে এইসকল কর্ম সম্পাদিত হয় তাহারা নিজেরাই বিনাশশীল, কাজেই উহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম কখনও অবিনাশী ফল দিতে পারে না। সেইজন্য যেসকল অজ্ঞানী লোকে এই সব কর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া উহাতেই যাবজ্জীবন নিমগ্ন থাকে তাহারা ঐ কর্মের ফলস্বরূপ কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে এবং পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারে বিচরণ করে।

১৭. অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮

অন্বয় : অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ (অজ্ঞানের অভ্যন্তরে অবস্থিত) [অপি। স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ মূঢ়াঃ (অথচ আমরাই পন্ডিত : এরূপ চিন্তাকারী মূর্খগণ) জঙ্ঘন্যমানাঃ [সন্তঃ] (জরা-রোগাদির দ্বারা পীড়িত হইয়া) অন্ধেন নীয়মানাঃ যথা অন্ধাঃ (অন্ধ কর্তৃক চালিত অন্য অন্ধের ন্যায়) পরিযন্তি (ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়)।

সরলার্থ : যাহারা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন কিংবা যেসকল লোক 'আমরাই পণ্ডিত, আমরা সমস্তই জানিয়াছি'—এই মনে করিয়া গৌরব বোধ করে তাহারা জরা-রোগাদি অনর্থ দ্বারা পীড়িত হয় এবং বিভ্রান্ত হইয়া অন্ধ কর্তৃক চালিত অপর অন্ধদের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়।[১]

---

১ কঠ ১।২।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮. অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯

অন্বয় : অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানাঃ (অজ্ঞানে বহুপ্রকারে অবস্থিত) বালাঃ (বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) বয়ং কৃতার্থাঃ (আমরা কৃতার্থ) ইতি অভিমন্যন্তি (এরূপ অভিমান করে), যৎ (যেহেতু) রাগাৎ (আসক্তিবশতঃ) কর্মিণঃ (কর্মিসকল) ন প্রবেদয়ন্তি (প্রকৃত তত্ত্ব জানে না), তেন (সেই হেতু) [তে] (তাহারা) ক্ষীণলোকাঃ (কর্মফল ক্ষীণ হইলে) আতুরাঃ [সন্তঃ] (দুঃখার্ত হইয়া) চ্যবন্তে (স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়)।

সরলার্থ : বালকের ন্যায় বুদ্ধিহীন লোকেরা নানা প্রকারে অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অহঙ্কারবশতঃ মনে করে যে তাহারাই কৃতার্থ অর্থাৎ তাহাদের সমুদয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু কর্মিগণ কর্মফলে আসক্তিবশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব (ব্রহ্মতত্ত্ব) জানে না, সেইহেতু তাহারা কর্মফলের ভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা : মানুষের অজ্ঞান বিবিধ কামনা-বাসনার ভিতর দিয়া বহুপ্রকারে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বালকের মত বুদ্ধিহীন। বালকেরা যেমন পরিণাম চিন্তার অভাবে কোনটি তাহার প্রকৃত মঙ্গলকর তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া যাহা আপাত-সুখকর তাহাই করে, সেই রকম অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকেরাও কোনটি প্রকৃত শ্রেয়, কোন পথ অবলম্বন করিলে প্রকৃত কল্যাণ হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া উপস্থিত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই চেষ্টা করে। ইহারা কাম্যকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে যে ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ করে তাহাতেই তাহাদের জীবন কৃতার্থ হইল মনে করে।

ইহারা বিষয়ে আসক্তিবশতঃ পরমাত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে, পরমাত্মাকে জানিবার কোন চেষ্টাও করে না। দেহই আত্মা—ইহা মনে করিয়া দেহের সেবাতেই মগ্ন থাকে। পূর্তাদি পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে মৃত্যুর পর কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে।

১৯. ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যৎ শ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১০

অন্বয় : প্রমূঢ়াঃ (অত্যন্ত-মূঢ় ব্যক্তিরা) ইষ্টাপূর্তং বরিষ্ঠং মন্যমানাঃ (যজ্ঞ ও বাপী-কূপ খননাদি কর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া) অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বেদয়ন্তে (ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু শ্রেয় বলিয়া জানে না), তে (তাহারা) সুকৃতে নাকস্য পৃষ্ঠে (পুণ্যকর্মলব্ধ স্বর্গের উপরিস্থানে) অনুভূত্বা (কর্মফল ভোগ করিয়া) ইমং হীনতরং বা লোকম্ বিশন্তি (এই লোক অথবা তদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে)।

সরলার্থ : অতীব মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ যজ্ঞ ও বাপী-কূপ খননাদি কর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে বলিয়া অন্য কোনও শ্রেয় জানে না। ইহারা স্বর্গলোকে নিজেদের পুণ্যকর্ম-জনিত ফলভোগ করিয়া এই মনুষ্যলোকে অথবা তদপেক্ষাও হীনতর পশু-পক্ষী-কীটাদি রূপে জন্মগ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা : অজ্ঞানী লোকেরা পারলৌকিক সুখ সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বিবিধ

যাগযজ্ঞ, কূপ ইত্যাদি খননরূপ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করে। ইহারা এইসকল কর্মের অনুষ্ঠানকেই শ্রেয় বলিয়া মনে করে; মানব-জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কোনও উচ্চতর গতি আছে তাহা জানে না। আত্মজ্ঞানের অভাবে ইহারা দেহকে আত্মা মনে করিয়া ইহলোকে বা পরলোকে দৈহিক সুখভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়, পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে মৃত্যুর পরে ইহারা কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করে। পুণ্যক্ষয়ে এই পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া মনুষ্য-জন্ম অথবা তদপেক্ষা হীনতর পশুপক্ষী-কীটরূপে জন্মলাভ করে।

২০. তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১

অন্বয়ঃ যে হি শান্তাঃ বিদ্বাংসঃ (যেসকল সংযতেন্দ্রিয় বিদ্বান ব্যক্তি) ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ (ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া) অরণ্যে (বনমধ্যে) তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি (তপস্যা ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানপূর্বক বাস করেন) তে বিরজাঃ [সন্তঃ] (তাঁহারা বিরজ অর্থাৎ নির্মল হইয়া) সূর্যদ্বারেণ তত্র প্রযান্তি (সূর্যদ্বার দিয়া সেইস্থানে যান) যত্র সঃ অমৃতঃ অব্যয়াত্মা পুরুষঃ [অস্তি) (যেখানে সেই অমৃত ও অব্যয়াত্মা পুরুষ আছেন)।

সরলার্থঃ যেসকল সংযতেন্দ্রিয় বিদ্বান লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তপস্যা ও শ্রদ্ধার সহিত আশ্রমোচিত কর্ম সম্পাদন করিয়া বনে বাস করেন তাঁহারা নির্মল হইয়া সূর্যদ্বার পথে (উত্তরায়ণ মার্গে) সেই লোকে যান যেখানে অব্যয়াত্মা পুরুষ অবস্থিত আছেন।

ব্যাখ্যাঃ যেসকল ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম সম্পাদন করিয়া পরিণত বয়সে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তপস্যা ইত্যাদি কর্মে রত হন এবং তাহার পর ভিক্ষু আশ্রম অবলম্বন করিয়া ভিক্ষাটনাদি দ্বারা জীবন ধারণ করেন, দেহত্যাগের পর তাঁহাদের কি গতি হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। এই প্রশান্তচিত্ত জ্ঞানিগণ নির্মল ও শুদ্ধ হইয়া সূর্যদ্বারে পরমপুরুষস্থিত অমৃতলোকে গমন করেন অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত স্থিতিলাভ করেন। সূর্য হইতেছেন জ্ঞানের প্রতীক, কাজেই এই জ্ঞানী পুরুষগণ সূর্যকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মকে লাভ করেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শংকর বলেন:

এই প্রকার গতিকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে কেহ কেহ না। 'ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ,'[1] 'তে সর্বগং সর্বতঃ পাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি'[2]—এই সকল শ্রুতি ইহার বিরোধী। বিশেষতঃ এখানে অপরা বিদ্যার কথা বলা হইতেছে, মোক্ষের প্রসঙ্গ নাই। 'বিরজ' (নির্মল) যে বলা হইয়াছে তাহা আপেক্ষিক নির্মলত্ব। সমস্ত অপরা বিদ্যার ফল সাধ্য-সাধনা-ক্রিয়া-কারক লক্ষণাত্মক।

কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করিবার নিমিত্ত ভাষ্যকারকে শ্রুতির অনেক শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগপূর্বক অতি সংকীর্ণ অর্থ করিতে হইয়াছে। তিনি 'বিদ্বান্' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'জ্ঞানপ্রধান গৃহস্থ', জ্ঞানী নহে। কিন্তু 'বিদ্বান্' শব্দের

[1] মুণ্ডক, ৩।২।২ শ্লোক। [2] মুণ্ডক, ৩।২।৫ শ্লোক।

'জ্ঞানী' অর্থই প্রসিদ্ধ। 'বিরজ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'আপেক্ষিক নির্মলত্ব' ইহাও কষ্ট-কল্পিত অর্থ। 'অব্যয়াত্মা অমৃতঃ পুরুষঃ'—ইহার অর্থ করিয়াছেন 'যাবৎ সংসারস্থায়ী আপেক্ষিক অমৃত হিরণ্যগর্ভ'। এইসকল স্থলেও প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ সংকীর্ণ অর্থ করা হইয়াছে। স্বকৃত ব্যাখ্যার সমর্থনে ভাষ্যকার যে দুইটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অর্থও ভিন্নরকম। যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

২১. পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ কর্মচিতান্ লোকান্ পরীক্ষ্য (কর্মার্জিত লোকসকলকে পরীক্ষা করিয়া) ব্রাহ্মণঃ নির্বেদম্ আয়াৎ (ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন), [যতঃ] কৃতেন অকৃতঃ ন অস্তি (যেহেতু কর্ম দ্বারা অকৃতলাভ হয় না), তৎ বিজ্ঞানার্থম্ (সেই অকৃতের জ্ঞানলাভার্থ) সঃ সমিৎপাণিঃ [সন্] (তিনি সমিৎ-কাষ্ঠ হস্তে লইয়া) শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ (বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপেই যাইবেন)।

সরলার্থঃ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্জিত লোকসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কাম্যকর্ম যজ্ঞাদিতে আসক্তি ত্যাগ করিবেন। কারণ অনিত্যফল যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই নিত্য বস্তু পাওয়া যায় না। সেই নিত্য বস্তু পরমাত্মার জ্ঞানলাভের নিমিত্ত-ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে ব্রহ্মনিষ্ঠ, দেবজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ কাম্যকর্ম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে স্বর্গলোক লাভ হয় তাহা অনিত্য। কারণ পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় স্বর্গকামীকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কাম্য-কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কখনও অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। ইহা জানিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যজ্ঞাদি কাম্যকর্মে বৈরাগ্যযুক্ত হইবেন এবং যথাবিধি ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিবেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আচার্য শংকর বলেন:

ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত কর্মসকল স্বভাবতঃ অবিদ্যা ও কাম্যকর্মাদি দোষযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্যই বিহিত হইয়াছে। এইসকল কর্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গম্য লোকসমূহ এবং বিহিত কর্মের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে যে নরক, তির্যক্ এবং প্রেত-ভাবাদি অবস্থা—এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া অবিদ্যা ও কাম্যকর্মময় দোষপ্রসূত ধর্মাধর্মজনক সংসারের গন্তব্য লোকসমূহ পশ্চাতে রাখিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। তিনি চিন্তা করিবেন: এই সংসারে কোনও নিত্য পদার্থ নাই, কর্ম-মাত্রই অনিত্য ফলের উৎপাদক। পক্ষান্তরে, আমি নিত্য, অমৃত, অভয়, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব অর্থের প্রার্থী, তদ্বিপরীতের প্রার্থী নহি। অতএব এই অনর্থসাধক ক্লেশবহুল কর্মে আমার প্রয়োজন কি? এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। এই প্রকারের বৈরাগ্যযুক্ত ব্রাহ্মণ অকৃত নিত্য যে ব্রহ্ম-পদ তাহা জানিবার নিমিত্ত শম-দম-দয়াসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ (সমস্ত কর্ম

পরিত্যাগপূর্বক যিনি একমাত্র ব্রহ্মে নিষ্ঠাবান) গুরুকে প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া সত্যস্বরূপ অক্ষরের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

কিন্তু এই শ্লোকে সর্বকর্ম-পরিত্যাগের কথা বলা হয় নাই। 'নির্বেদ' অর্থ সর্বকর্মপরিত্যাগ নয়। ইহার অর্থ কাম্যকর্ম যজ্ঞাদিতে বৈরাগ্য। যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে তিনিও সর্বকর্ম-পরিত্যাগী নহেন। কারণ শিষ্যগণকে বিদ্যাদানও একটি কর্ম। তাহা ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞানী আচার্যগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন। নচেৎ সমিৎপাণি হইয়া তাঁহাদের নিকট যাওয়ার কোন অর্থ থাকে না। তবে তাঁহাদের সকল কর্মই নিষ্কাম, প্রাকৃত অজ্ঞানীর মত সকাম নহে।

'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ জাতিতে ব্রাহ্মণ নহে। কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ছিলেন। মহাগৃহস্থ শৌনক যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

২২. তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ সঃ বিদ্বান্ (সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় (সম্পূর্ণ প্রশান্তচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয়) উপাসন্নায় তস্মৈ (সমীপাগত সেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুকে) যেন সত্যম্ অক্ষরং পুরুষং বেদ (যাহা দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়) তাং ব্রহ্মবিদ্যাম্ (সেই ব্রহ্মবিদ্যা) তত্ত্বতঃ প্রোবাচ (যথাযথরূপে বলিবেন)।

সরলার্থঃ উক্ত ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যথাবিধি সমীপাগত, প্রশান্তচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে যাহাদ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে যথাযথরূপে উপদেশ প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার্থী শিষ্য ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যথাবিধি ব্রহ্মবিদ্ গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথ বলিবেন। ইহা আচার্যের অবশ্যকর্তব্য। যে শিষ্যের চিত্ত হইতে অহঙ্কারাদি দোষ দূর হইয়াছে তিনিই প্রশান্তচিত্ত, আর যাঁহার ইন্দ্রিয়মনের বিক্ষোভ দূর হইয়া চিত্ত শান্ত হইয়াছে তিনিই শমান্বিত। এরূপ শিষ্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য। ইঁহাকেই গুরু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন। কোন বিষয়ে উপদেশ দিবেন তাহাও বলা হইয়াছে—সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের তত্ত্ব যাহাতে যথাযথরূপে জানা যাইতে পারে তাহাই উপদেশ দিবেন।

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার ইহাই উত্তম উপায়। শাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে, কিন্তু অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর উপদেশ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

২৩. তদেতৎ সত্যম্—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ ১

অন্বয়ঃ তৎ এতৎ (সেই অক্ষর পুরুষই) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ), যথা (যে প্রকার) সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ (প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে) সরূপাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (তৎসদৃশ স্ফুলিঙ্গসকল) সহস্রশঃ প্রভবন্তে (সহস্র সহস্র উৎপন্ন হয়), সোম্য (হে সৌম্য), তথা (সেইরূপ) অক্ষরাৎ (অক্ষর পুরুষ হইতে) বিবিধাঃ ভাবাঃ (বিবিধ জীবসমূহ) প্রজায়ন্তে (জন্মায়), তত্র চ এব অপিযন্তি (তাহাতেই প্রতিগমন করে)।

সরলার্থঃ সেই অক্ষর পুরুষই সত্যস্বরূপ। যেরূপ সুদীপ্ত অগ্নি হইতে উহারই সমান-রূপ-বিশিষ্ট সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, সেইরূপ হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে নানাবিধ জীব জন্মায় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে অক্ষর পুরুষের সহিত জীবের সম্বন্ধ একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হইয়া যেমন আবার অগ্নিতেই ফিরিয়া যায় সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অসংখ্য জীব জন্মায় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। স্ফুলিঙ্গগুলি যেমন অগ্নিরই অংশ এবং অগ্নির সরূপ, সেই রকম জীবগণও ব্রহ্মেরই অংশ এবং ব্রহ্মের সরূপ। কিন্তু 'অংশ' শব্দ সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে ব্রহ্মের কোনও অংশ হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম অবিভাজ্য। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জীবই ব্রহ্মের এক একটি পরিচ্ছিন্ন রূপ, ব্রহ্মের অনুপ্রকাশ।

স্ফুলিঙ্গগুলি যেমন অগ্নিকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, অগ্নির আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের আশ্রয়ে বিদ্যমান, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জীব থাকিতে পারে না।

মন্তব্যঃ সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ—উত্তমরূপে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে (শ) ॥ সরূপাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ—অগ্নির মত লক্ষণবিশিষ্ট, অগ্নির অবয়বীভূত স্ফুলিঙ্গসকল (শ); সমানরূপবিশিষ্ট স্ফুলিঙ্গসমূহ (উ) ॥ সহস্রশঃ প্রভবন্তে—সহস্র সহস্র নির্গত হয় (শ) ॥ অক্ষরাৎ—যথোক্ত লক্ষণাত্মক অক্ষর হইতে (শ)। বিবিধাঃ ভাবাঃ—বিবিধ দেহরূপে প্রকটিত নানাবিধ ভাবসমূহ [জীবগণ] (শ); অক্ষর পুরুষের অনুভূতিরূপ জীবসকল (উ) ॥ প্রজায়ন্তে—নানাবিধ নামরূপকৃত দেহ-উপাধির উৎপত্তি অনুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে (শ); প্রাদুর্ভূত হয় (উ) ॥ তত্র চ অপিযন্তি—আবার সেই অক্ষরেই লয়প্রাপ্ত হয় (শ); সেই অক্ষরে প্রতিগমন করে (উ) ॥ ঘটাদির বিলয় হইলে যেরূপ তদন্তর্ভূত ছিদ্রসমূহও লয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। ঘটাদি উপাধিযোগে যেমন আকাশের মধ্যে ছিদ্রভেদসমূহের উৎপত্তি ও বিলয় হয় সেই প্রকার অক্ষর পুরুষের নামরূপ কৃত দেহোপাধির সহিত সংযোগ জীবের উৎপত্তি ও বিলয়ের হেতু (শ)।

২৪. দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ [সঃ] দিব্যঃ পুরুষঃ (সেই দিব্য পুরুষ) হি অমূর্তঃ (মূর্তিহীন) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ (অন্তর ও বাহিরে বিদ্যমান), হি অজঃ (জন্মরহিত), অপ্রাণঃ (প্রাণ-রহিত), হি অমনাঃ (মনোবর্জিত), শুভ্রঃ (বিশুদ্ধ), হি অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ (কার্যব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ যে অব্যাকৃত প্রকৃতি তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ)।

সরলার্থঃ সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষের কোন মূর্তি বা আকার নাই। তিনি বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি জন্মরহিত এবং প্রাণের ক্রিয়াবর্জিত, ইন্দ্রিয়ের প্রধান মনও তাঁহার নাই। তিনি শুদ্ধ, এবং স্থূল প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ যে অব্যাকৃত প্রকৃতি (অক্ষর) তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ।

মন্তব্যঃ এই শ্লোকে সৃষ্টিতে অনভিব্যক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইয়াছে ঃ

সবাহ্যাভ্যন্তরঃ—ইহার দুই প্রকার পাঠ দেখা যায়, যথা ঃ (১) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ—বাহ্য ও অভ্যন্তরের সহিত বর্তমান অর্থাৎ বাহির এবং ভিতর সর্বত্র বিদ্যমান, (২) সঃ বাহ্যাভ্যন্তরঃ—তিনি বাহ্য এবং অভ্যন্তর, উভয়ত্র স্থিত। এই সৃষ্ট জগতের ভিতরে তিনি অনুস্যূত (immanent), আবার ইহার বাহিরেও তিনি বিদ্যমান (transcendent)।

অপ্রাণঃ—জীবের মধ্যে যে প্রাণের ক্রিয়া তাহা পরিচ্ছিন্ন, বাধাযুক্ত, জড়ের সঙ্গে সংসৃষ্ট। এইরূপ প্রাণের ক্রিয়া অক্ষর পুরুষে নাই।

অমনাঃ—জীবের মধ্যে যে মনের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সংকল্প-বিকল্পাত্মক, উহা পরিচ্ছিন্ন, দেশকালের দ্বারা আবদ্ধ। কাজেই দেশকালের অতীত ব্রহ্মে এই প্রকার মনের ক্রিয়া নাই।

অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ—অব্যাকৃত অক্ষর বা প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ।

শুভ্রঃ—তিনি শুভ্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ। প্রাণের ও মনের ক্রিয়া হইতেই জীবের মালিন্য উপস্থিত হয়। যাহাতে প্রাণের ও মনের ক্রিয়া নাই তাহাতে কোন প্রকার মলিনতা আসিতে পারে না।

দিব্যঃ—এই শব্দটির বিবিধ অর্থ হইতে পারে ঃ (১) দ্যুতিমান্, কারণ তিনি স্বয়ং দ্যুতিস্বরূপ, (২) তিনি দিবে [আপনাতেই] অবস্থিত, এজন্য দিব্য, (৩) লোকাতীত।

অজঃ—জন্মবিকার রহিত, জন্মই প্রথম বিকার বলিয়া জন্ম প্রতিবেধ [নিষেধ] করাতে সমস্ত বিকারই প্রতিষিদ্ধ হইল। যেহেতু তিনি সবাহ্যাভ্যন্তর ও অজ, অতএব জরা, মৃত্যু ও ক্ষয়রহিত এবং ধ্রুব ও অভয়স্বরূপ (শ)।

২৫. এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩

অন্বয়ঃ এতস্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) প্রাণঃ মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি (প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়), খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ (আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল) বিশ্বস্য ধারিণী পৃথিবী চ (এবং সকলের আধারভূতা পৃথিবী) জায়তে (জন্মায়)।

সরলার্থঃ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই প্রাণ, মন, সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং নিখিল বস্তুজাতের ধারয়িত্রী পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

২৬. অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪

অন্বয়ঃ অস্য মূর্ধা অগ্নিঃ (অগ্নি ইহার মস্তক), চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ (চন্দ্র ও সূর্য ইহার চক্ষুদ্বয়), দিশঃ শ্রোত্রে (দিক্‌সকল কর্ণদ্বয়), বিবৃতাঃ বেদাঃ চ বাক্ (বিবৃত বেদসকল ইহার বাক্য), বায়ুঃ প্রাণঃ (বায়ু প্রাণ), হৃদয়ং বিশ্বম্ (হৃদয় বিশ্ব), অস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী (ইহার পদদ্বয়ের নিমিত্ত পৃথিবী), এষঃ হি সর্বভূতান্তরাত্মা (ইনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা)।

সরলার্থঃ মস্তক যাঁহার অগ্নি (দ্যুলোক), চক্ষুদ্বয় চন্দ্র-সূর্য, কর্ণদ্বয় দিক্‌সকল, বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল বিশ্ব আর পাদদ্বয়ের জন্য পৃথিবী—তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে বিরাট পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

দ্যুলোকই এই বিরাট পুরুষের মস্তক—দ্যুলোক (স্বর্গলোক) যেমন বিশ্বের ঊর্ধ্ব-ভাগে স্থিত, মস্তকও দেহের ঊর্ধ্বাংশে অবস্থিত। এজন্য দ্যুলোককেই এই বিরাট পুরুষের মস্তক বলা হইয়াছে।

চন্দ্র-সূর্য ইঁহার চক্ষু—চন্দ্র ও সূর্য আলোক দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ করে, চক্ষুও আলোক দ্বারা বস্তুসমূহ প্রকাশ করে।

দিক্‌সমূহই ইহার কর্ণ—দিক্‌সকল শব্দ বহন করে, কর্ণও শব্দ বহন করে।

প্রকটিত বেদসমূহ ইহার বাক্—বেদসমূহ মানুষের কৃত নহে, অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত।

বায়ু প্রাণ—দেহস্থ পঞ্চপ্রাণও পাঁচটি বায়ু।

হৃদয় নিখিল বিশ্ব—হৃদয় বা অন্তঃকরণ দ্বারাই নিখিল বিশ্বকে জানা যায়।

পাদদ্বয়ের জন্য পৃথিবী—পাদদ্বয় দেহের নিম্নভাগে থাকে পৃথিবী বিশ্বের নিম্নভাগে অবস্থিত।

সর্বভূতান্তরাত্মা—প্রথম শরীরী ও ত্রৈলোক্য দেহরূপ উপাধিধারী এই দেব অনন্ত বিষ্ণুই সকল ভূতের অন্তরাত্মা। তিনিই সকল ভূতে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আত্মারূপে স্থিত।

মন্তব্যঃ 'দিব্য অমূর্ত' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সংক্ষেপে পরা বিদ্যার বিষয়ীভূত নির্বিশেষ সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহাকেই সবিশেষ বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, কারণ প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়া পরে বিস্তৃতভাবে বলিলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হয়। প্রথমজ প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত বিরাট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এই অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত এবং তৎস্বরূপই বটে। ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে (শ)।

২৭. তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্‌ ।
পুমান্‌ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ সূর্যঃ যস্য সমিধঃ (সূর্য যাঁহার জ্বলন-কাষ্ঠ) [সঃ] অগ্নিঃ (সেই অগ্নি) তস্মাৎ [জায়তে] (তাহা হইতে জাত হয়), সোমাৎ পর্জন্যঃ (সোমরস হইতে মেঘ), [তস্মাৎ] পৃথিব্যাম্‌ ওষধয়ঃ (তাহা হইতে পৃথিবীতে বৃক্ষলতাদি), পুমান্‌ যোষিতায়াং রেতঃ সিঞ্চতি (পুরুষ স্ত্রীতে বীর্যপাত করে), [এবং] পুরুষাৎ বহ্বী প্রজাঃ সম্প্রসূতাঃ (এই প্রকারে পুরুষ হইতে বহু প্রজা উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ সূর্য যাহার কাষ্ঠস্থানীয় সেই অগ্নি (দ্যুলোক) এই পুরুষ হইতে জাত। দ্যুলোকরূপ অগ্নিদ্বারা নিষ্পন্ন সোমরস হইতে অথবা দ্যুলোক সম্ভূত চন্দ্র হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে পৃথিবীতে শস্যাদি জন্মে। অনন্তর প্রাণিদেহের উপাদানভূত সেই শস্য দ্বারা পুষ্ট হইয়া পুরুষ স্ত্রীতে বীর্য সিঞ্চন করে। এইরূপে ক্রমানুসারে পরমপুরুষ হইতে বহু প্রজা উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পঞ্চাগ্নি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া প্রজাগণ কি প্রকারে জন্মলাভ করে তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে ঃ

পরম পুরুষ হইতেই অগ্নি (তেজ) উৎপন্ন হয়। এই অগ্নিই দ্যুলোক। সূর্য দ্বারা দ্যুলোক প্রদীপ্ত হয়, এই কারণে সূর্যকে দ্যুলোকের সমিধ (অগ্নি-জ্বালক কাষ্ঠ) বলা হইয়াছে। ইহাই প্রথম অগ্নি। এই দ্যুলোকরূপ অগ্নি দ্বারা নিষ্পন্ন সোমরস হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়। মেঘই দ্বিতীয় অগ্নি। মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হইয়া পৃথিবীতে ওষধিসকল (বৃক্ষ ফলাদি) জন্মে। এই পৃথিবীই তৃতীয় অগ্নি। ওষধিসকল ভোজন করিয়া পুরুষরূপ অগ্নিতে বীর্য সঞ্চিত হয়। পুরুষই চতুর্থ অগ্নি। পুরুষরূপ অগ্নি স্ত্রীরূপ অগ্নিতে বীর্য সিঞ্চন করিলে জীবের জন্ম হয়। স্ত্রীই পঞ্চম অগ্নি।

মন্তব্য ঃ তস্মাৎ—সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে (শ); সেই সর্বভূতান্তরাত্মা হইতে (উ) ॥ সমিধঃ যস্য সূর্যঃ—সূর্য যাহার জ্বলন কাষ্ঠ, সূর্য দ্বারা দ্যুলোক সমিদ্ধ [প্রদীপ্ত] হয় বলিয়া সূর্যকে সমিধ বলা হইয়াছে (শ); সূর্য যাহার জ্বলনহেতু ; সূর্য অস্তমিত হইলে উহার তেজ অগ্নিতে নিহিত হয়, ইহা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ (উ) ॥ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ—পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয় (শ); পুরুষ হইতে পরম্পরাক্রমে জাত হয় (উ)।

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ ।
২৮. সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (তাঁহা হইতে) ঋচঃ সাম যজূংষি (ঋক্‌, সাম ও যজুর্বেদ), দক্ষিণাঃ চ দীক্ষা (দীক্ষা), সর্বে যজ্ঞাঃ (সমস্ত যজ্ঞ), ক্রতবঃ (যূপবিশিষ্ট যজ্ঞ) (এবং দক্ষিণা), সংবৎসরঃ চ যজমানঃ চ লোকাঃ [জাতাঃ] (সংবৎসর, যজ্ঞকর্তা এবং লোকসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে), যত্র (যে লোকে) সোমঃ পবতে (চন্দ্র পবিত্র করে), যত্র সূর্যঃ [তপতে] (যে লোকে সূর্য তাপ দেয়)।

সরলার্থ ঃ সেই পুরুষ হইতে ঋক্‌ সাম ও যজু, এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ক্রতু (সযূপ যজ্ঞসমূহ), যজ্ঞীয় দক্ষিণাসকল,

সংবৎসর ও যজমান (যজ্ঞকর্তা) জাত হয়। যেই স্থান চন্দ্র পবিত্র করেন এবং সূর্য আলোকিত করেন সেই লোকসমূহও তাঁহা হইতে জন্মায়।

মন্তব্য ঃ কর্মসাধন এবং কর্মফলসমূহও যে তাঁহা হইতে জাত তাহাই বলা হইয়াছে। ঋচঃ—নির্দিষ্ট পরিমিত পাদে [শ্লোকের একচতুর্থাংশ] যাহার অবসান [বিশ্রাম] হয় ঃ এই প্রকার গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসকল (শ) ॥ সামঃ—পঞ্চ বা সপ্ত ভক্তিযুক্ত স্তোভাদি গীতিবিশিষ্ট বেদভাগ (শ) ॥ যজূংষি—অনির্দিষ্ট অক্ষরে যেসকল পাদের সমাপ্তি হয়, এইরূপ বাক্যসমূহ (শ) ॥ দীক্ষা—যজ্ঞ সম্পাদনের পূর্বে যজ্ঞকর্তার মুঞ্জাতৃণনির্মিত মেখলাধারণের যে নিয়ম আছে তাহাই দীক্ষা (শ)। ক্রতবঃ—যে যজ্ঞে যূপকাষ্ঠের ব্যবহার হয় (শ) ॥ দক্ষিণাঃ—ঋত্বিকদিগকে একটিমাত্র গো প্রভৃতি হইতে অপরিমিত সর্বস্ব যাহা দেওয়া হয় তাহাই দক্ষিণা (শ)। সংবৎসরঃ—কর্মাঙ্গভূত কাল (শ)। লোকাঃ—যজমানের কর্মফলপ্রাপ্য লোকসমূহ, তাহাই বিশেষ করা হইয়াছে ॥ সোমঃ যত্র পবতে—যে সমস্ত লোক চন্দ্র পবিত্র করেন, পিতৃযান-গম্য লোকসমূহ (শ) ॥ যত্র সূর্যঃ—যেস্থানে সূর্য আলোক প্রদান করেন। সেই দেবযান-গম্য লোকসমূহই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মার্গ নামে, বিদ্বান ও অবিদ্বান কর্তাদের কর্মফলরূপে নির্দিষ্ট আছে (শ); যে লোক সূর্য পবিত্র করেন (উ)।

২৯. তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি ।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥ ৭

অন্বয় ঃ তস্মাৎ চ (আরও সেই পুরুষ হইতে) বহুধা দেবাঃ (বিবিধ দেবতা) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্ন), সাধ্যাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ বয়াংসি (সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশু ও পক্ষীসকল), প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ু), ব্রীহি-যবৌ (ধান্য ও যব), তপঃ চ শ্রদ্ধা সত্যম্‌ (তপস্যা, শ্রদ্ধা ও সত্য), ব্রহ্মচর্য বিধিঃ চ (ব্রহ্মচর্য ও বিধি) [সম্প্রসূতাঃ চ] (উৎপন্ন হইয়াছে)।

সরলার্থ ঃ সেই পুরুষ হইতে বসু প্রভৃতি গণভেদে বহুসংখ্যক দেবতা জাত হইয়াছে। সাধ্যগণ (দেবতা বিশেষ), মনুষ্যগণ, পশুসকল, পক্ষীসমূহ, প্রাণ ও অপান বায়ু, ধান্য, যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য এবং বিধি (ইতিকর্তব্যতা অথবা কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি)—এই সমস্তই তাঁহা হইতেই উদ্ভূত।

মন্তব্য ঃ তপঃ—তপস্যা দুই প্রকার, (১) কর্মাঙ্গ, যাহাদ্বারা পুরুষের সংস্কার বা পবিত্রতা সাধিত হয়, (২) স্বতন্ত্র, যাহা কোনও ফল-প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয় (উ)।

৩০. সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (তাঁহা হইতে) সপ্ত প্রাণাঃ (সাতটি ইন্দ্রিয়) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়), সপ্ত অর্চিষঃ (সাতটি দীপ্তি), সপ্ত সমিধঃ (সাতটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ), সপ্ত হোমাঃ (সাতটি হোম অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞান), ইমে সপ্ত লোকাঃ (এই সাতটি লোক) যেষু (যাহাতে) [ধাত্রা] সপ্ত সপ্ত নিহিতাঃ (বিধাতা কর্তৃক প্রতি প্রাণীতে সাতটি করিয়া স্থাপিত), গুহাশয়াঃ (শরীরে অবস্থানকারী) প্রাণাঃ (প্রাণসকল) চরন্তি (বিচরণ করে)।

সরলার্থ ঃ সেই পুরুষ হইতেই সাতটি প্রাণ (মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়, যথা, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা, দুই কর্ণ ও মুখ) উদ্ভূত হয়। সাতটি দীপ্তি (বিষয়-প্রকাশ-

ইন্দ্রিয়কার্য), সাতটি সমিধ (ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়), সাতটি হোম (বিষয়-বিজ্ঞান), আর সাতটি ইন্দ্রিয়স্থান যাহাতে প্রতি প্রাণীভেদে সাত সাতটি শরীরাশ্রিত ইন্দ্রিয় নিহিত হইয়াছে—এই সমস্তও তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে জীবের বিষয়-বিজ্ঞানকে একটি যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়-প্রকাশক যে সাতটি দীপ্তি তাহাই বিজ্ঞান-যজ্ঞের অগ্নি। সাতটি ইন্দ্রিয়ের সাতটি বিষয়ই ঐ যজ্ঞের যজ্ঞকাষ্ঠ-স্বরূপ, কারণ কাষ্ঠ সহযোগে যেমন অগ্নি জ্বলে সেইরকম বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগেই জ্ঞানের উন্মেষ হয়। সাতটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সাত প্রকারের বিষয়-বিজ্ঞান জন্মায় তাহাই ঐ যজ্ঞের হোম। অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি' —ইহার যে বিষয়-বিজ্ঞান তাহাই হোম করা হয়।

গুহাশয়—ইন্দ্রিয়গণ শরীর-গুহাতে অথবা সুষুপ্তিকালে হৃদয়-গুহাস্থ আত্মাতে লীন হইয়া অবস্থান করে বলিয়া উহাদিগকে গুহাশয় বলা হইয়াছে।

সাতটি লোক—'লোক' শব্দে এস্থলে ইন্দ্রিয়-স্থান বুঝাইতেছে, কারণ এইসকল ইন্দ্রিয়-স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়ে বিচরণ করে।

৩১. অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯

সমস্ত সমুদ্র ও পর্বত)
অন্বয় ঃ অতঃ (ইহা হইতে) সর্বে সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ চ (সমস্ত সমুদ্র ও পর্বত) অস্মাৎ (ইহা হইতে) সর্বরূপাঃ সিন্ধবঃ স্যন্দন্তে [উৎপন্নাঃ] (উৎপন্ন হইয়াছে), অতঃ চ (ইহা হইতে) সর্বাঃ ওষধয়ঃ (ধান্য (সর্বপ্রকার নদী প্রবাহিত হইতেছে), যেন চ (যে রস দ্বারা) এষঃ অন্তরাত্মা যবাদি সমস্ত বৃক্ষলতা) রসঃ চ (এবং রস), ভূতৈঃ (পঞ্চভূতের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া) তিষ্ঠতে (অবস্থান (এই অন্তরাত্মা) করেন) [উৎপন্নাঃ] (উৎপন্ন হইয়াছে)।

সরলার্থ ঃ এই পুরুষ হইতে সমস্ত সমুদ্র ও পর্বত উদ্ভূত হইয়াছে, নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে। ইঁহা হইতে ধান্য-যবাদি সমুদয় বৃক্ষলতা জন্মায় এবং মধুরসাদি (ছয় প্রকার রস) উৎপন্ন হয়। এই অন্নরসের বলেই সূক্ষ্মশরীর পঞ্চভূতের দ্বারা বেষ্টিত করে।

ব্যাখ্যা ঃ ইঁহা হইতেই জাত হয় সেই রস যাহার দ্বারা অন্তরাত্মা পঞ্চভূতের সহিত বাস করে—এখানে 'অন্তরাত্মা' অর্থ সূক্ষ্মশরীর। 'রস' শব্দে বোঝায় ওষধিসমূহের রস অর্থাৎ অন্নরস। এই অন্নরসের বলেই সূক্ষ্মশরীর পঞ্চভূতময় স্থূল-শরীরে অবস্থান করে। এই রসের অভাব হইলে সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরে থাকিতে পারে না।

মন্তব্য ঃ অন্তরাত্মা—লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে অন্তরাত্মা বলে (শ)।

৩২. পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০

অন্বয় ঃ পুরুষঃ এব (এই পুরুষই) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্ব), কর্ম তপঃ (কর্ম

ও তপস্যা। যঃ (যিনি) এতৎ পরামৃতং ব্রহ্ম (এই পরম অমৃত ব্রহ্মকে) গুহায়াং নিহিতং বেদ (হৃদয়ে নিহিত জানেন) সোম্য (হে সৌম্য), সঃ (তিনি) ইহ (ইহলোকেই) অবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতি (অবিদ্যাগ্রন্থি অর্থাৎ বিষয়-বাসনা নষ্ট করেন)।

সরলার্থ ঃ পূর্বোক্ত এই পুরুষই এই বিশ্ব, কর্ম (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম) ও তপস্যা (জ্ঞান)। এই পরম অমৃত, সর্বস্বরূপ এবং হৃদয়-গুহায় অবস্থিত এই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি জীবিতাবস্থাতেই অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে কয়েকটি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে এই বিশ্বের সমস্ত জড়বস্তু, জীব ও উহাদের সমুদয় কর্ম ব্রহ্ম হইতে জাত। এখন সমস্তের উপসংহার করিয়া বলা হইতেছে ঃ

এই বিশ্ব, বিশ্বের জীবগণের কৃত যজ্ঞাদি সমুদয় কর্ম, সকল তপস্যা—সমস্তই এই পুরুষ হইতে জাত। এই জগৎ মায়াময় মিথ্যা মরীচিকা নয়। ইহা সেই পরম পুরুষের ভূতি বা ভবন (becoming)। তিনিই এই সমস্ত হইয়াছেন। এই পরামৃত বিশ্বাত্মক পুরুষকে যিনি নিজ হৃদয়ে নিহিত বলিয়া উপলব্ধি করেন তিনি ইহজীবনেই অজ্ঞানমোহের বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

মন্তব্য ঃ পুরুষং এব ইদং বিশ্বম্—পুরুষই এই বিশ্ব বা সর্বাত্মক পুরুষই একমাত্র সত্য, বাক্যারব্ধ নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা, অতএব পুরুষই এই সমস্ত বিশ্ব, পুরুষ হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইহেতু, 'ভগবন্, কোন্ বস্তুটি জানিলে সমস্ত জানা যায় ?' ঃ এই যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল তাহারই এখানে উত্তর দেওয়া হইল। কারণ এই পরমাত্মা সর্বকারণ পুরুষ বিজ্ঞাত হইলে, পুরুষই এই সমস্ত বিশ্ব আর কিছুই নাই ইহা বিজ্ঞাত হয়। এই বিশ্ব কিরূপ তাহাই এখানে বলা হইয়াছে (শ)।

দ্বিতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

৩৩. আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্ ।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥ ১

অন্বয় : [ব্রহ্ম] আবিঃ (ব্রহ্ম প্রকাশমান), সন্নিহিতং (প্রাণিগণের অন্তরস্থ), গুহাচরং নাম (গুহাচর নামধারী), মহৎ পদম্ (মহান আশ্রয়), অত্র (এই ব্রহ্মে) [যৎ] এজৎ (গতিশীল), প্রাণৎ (প্রাণক্রিয়াবান), নিমিষৎ (নিমেষক্রিয়াযুক্ত), যৎ এতৎ (এই যাহা কিছু) সমর্পিতম্ (সমর্পিত আছে), যৎ (যে ব্রহ্ম) সৎ অসৎ (সৎ এবং অসৎ), বরেণ্যং (বরণীয়), বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ), প্রজানাং বিজ্ঞানাৎ পরং (জীবের বিজ্ঞানের অতীত) [তৎ] জানথ (তাঁহাকে জান) ।

সরলার্থ : যে ব্রহ্ম প্রকাশ-স্বভাব, জীবগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট গুহাচর (হৃদয়সঞ্চারী) নামে প্রসিদ্ধ, সর্বভূতের মহান আশ্রয় তাঁহাতে সচল পক্ষী প্রভৃতি, প্রাণচঞ্চল মনুষ্যাদি, নিমেষযুক্ত ও নিমেষরহিত এই যাহা কিছু সেই সমস্তই সমর্পিত রহিয়াছে। হে শিষ্যগণ, সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়-স্বরূপ, সকলের বরণীয়, জীবগণের লৌকিক জ্ঞানের অগোচর, সকলের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে তোমরা তোমাদের আত্মভূত বলিয়া জান।

ব্যাখ্যা : গুহাচর—এখানে জীবের হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে গুহাচর বলা হইয়াছে। কারণ কোনও লোক গুহাতে লুকাইয়া থাকিলে যেমন তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, সেই রকম পরমাত্মাও জীবের হৃদয়-গুহাতে অতি গোপনে বিচরণ করেন। এইজন্য জীব তাহার ইন্দ্রিয়-মনের লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে না।

মহান পদ—যে সূক্ষ্ম আত্মা জীবের হৃদয়ে গোপনভাবে হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত আছেন তিনিই আবার সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়। সজীব নির্জীব, সক্রিয় নিষ্ক্রিয়, স্থূল সূক্ষ্ম—সমস্ত বস্তু তাঁহাতেই আশ্রিত আছে।

তাঁহাকে জান—আচার্যের মুখে মাতৃস্বরূপিণী শ্রুতি জগতের সমস্ত নরনারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন : জীবগণ তোমরা ইন্দ্রিয়-মনের দ্বারা এই জগতের যে জ্ঞান লাভ কর তাহাতে তৃপ্ত থাকিও না। এই সমস্তই বিনাশী, পরিবর্তনশীল। যিনি এই সমস্তের আশ্রয়, সমস্ত যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত তিনি তোমার হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন। এই হৃদয়-বিহারী পরম পুরুষকে জান।

৩৪. যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২

অন্বয় : যৎ অর্চিমৎ (যিনি দীপ্তিমান), যৎ অণুভ্যঃ অণু চ (যিনি অণু হইতেও

অণু), যস্মিন্ লোকাঃ লোকিনঃ চ নিহিতাঃ (যাঁহাতে লোকসমূহ এবং লোকবাসিগণ স্থিত আছে), তৎ এতৎ অক্ষরং ব্রহ্ম (তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম), সঃ প্রাণঃ (তিনি প্রাণ), তৎ উ বাক্ মনঃ (তিনিই বাক্ ও মন), তৎ এতৎ সত্যম্ (সেই ব্রহ্মই এই সত্য), তৎ অমৃতং (তিনিই অবিনাশী) ; সোম্য (হে সৌম্য), তৎ বেদ্ধব্যং (তিনিই বিদ্ধ করার যোগ্য) বিদ্ধি (এইটি জান) ।

সরলার্থ : যিনি দীপ্তিমান, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম (এবং স্থূল হইতেও স্থূল), যাঁহাতে ভূ প্রভৃতি লোকসমূহ এবং ঐসমস্ত লোকের সকল অধিবাসী অবস্থিত আছে তিনিই (সর্বাশ্রয়) অক্ষর ব্রহ্ম। তিনি প্রাণ, তিনিই বাক্ ও মন। সেই ব্রহ্মই সত্য, তিনিই অমৃত, তাঁহাকেই ভেদ করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : তিনিই মন, তিনিই প্রাণ—যাঁহাতে সমস্ত লোক ও উহাদের সমস্ত অধিবাসী নিহিত আছে তিনিই আবার আমাদের মনের মন, প্রাণের প্রাণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

তিনিই সত্য—ব্রহ্মই পরম সত্য , বাক্, মন, প্রাণ ইত্যাদি তাঁহার আশ্রিত সত্তা। ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ইহাদের কোনও সত্যতা থাকে না। কিন্তু ইহারাও মিথ্যা নহে।

তিনি অমৃত—তিনি অবিনাশী, আনন্দস্বরূপ ও মঙ্গলময়।

তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে—ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ ; কাজেই জীব যদি অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হয় তবে ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া তাঁহাতে মগ্ন হইতে হইবে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা দরকার।

মন্তব্য : যৎ অর্চিমৎ—যিনি দীপ্তিমান তাঁহারই দীপ্তি দ্বারা আদিত্য প্রভৃতি দীপ্ত হয় বলিয়া ব্রহ্মকে দীপ্তিমান বলা হয় (শ) ॥ অণুভ্যঃ অণু চ—শ্যামক [ক্ষুদ্র ধান্য] প্রভৃতি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, 'চ' শব্দে স্থূল পৃথিবী হইতেও অতিশয় স্থূল এই অর্থ বুঝাইতেছে (শ) ॥ তৎ উ বাক্ মনঃ—তিনিই বাক্য, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টি সমস্তই চৈতন্যে আশ্রিত, সুতরাং তিনিই অন্তঃস্থিত চৈতন্য (শ)।

৩৫. ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত ।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩

অন্বয় : ঔপনিষদং (উপনিষৎ-সম্ভূত) মহাস্ত্রং ধনুঃ (মহাস্ত্র ধনু) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) উপাসানিশিতং শরং (উপাসনা দ্বারা শানিত শর) সন্ধয়ীত (সন্ধান করিবে) ; সোম্য (সৌম্য), ধনুঃ আযম্য (সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া) তদ্ভাবগতেন চেতসা (ব্রহ্মাভিনিবিষ্ট চিত্তে) লক্ষ্যং (লক্ষ্য) তৎ অক্ষরম্ এব (সেই অক্ষর ব্রহ্মকেই) বিদ্ধি (ভেদ কর) ।

সরলার্থ : উপনিষদে উক্ত মহাস্ত্র ধনু (প্রণব) গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত শর (জীবাত্মা) সন্ধান করিবে। ধনুকে আকর্ষণপূর্বক (অর্থাৎ বিষয় হইতে অন্তঃকরণকে নিবৃত্ত করিয়া) ব্রহ্মে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া লক্ষ্য (সেই অক্ষরকে) ভেদ কর অর্থাৎ তাঁহাতে চিত্ত সমাহিত কর।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মকে বিন্ধ করিতে হইবে। কি উপায়ে বিন্ধ করিতে হইবে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। কোন লক্ষ্যবস্তুকে বিন্ধ করিতে হইলে ধনুক ও শরের দরকার। ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিন্ধ করিতে হইলে কোন্ প্রকার ধনুক ও শরের প্রয়োজন তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য।

ঔপনিষদ মহাস্ত্র ধনু—প্রণবকেই এস্থলে ধনু বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে ভেদ করিতে হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে হইলে উপনিষদুক্ত মহাবাক্যাবলীই হইবে সাধকের ধনু।

মন হইবে সাধকের শর। কিন্তু শর মলিন এবং ভোঁতা হইলে যেমন তাহাদ্বারা লক্ষ্য বিন্ধ করা যায় না, তেমনি আমাদের মলিন ও স্থূল মনের ক্রিয়াদ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। কারণ আমাদের প্রাকৃত মন কেবল স্থূল পরিচ্ছিন্ন বিষয়েরই ধারণা করিতে পারে। অতএব মনের মলিনতা ও স্থূলত্ব দূর করিতে না পারিলে অব্যয় অনন্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যাইবে না। মনকে সংস্কৃত করিবার উপায় ব্রহ্মের উপাসনা, সর্বদা তাঁহার আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা।

৩৬. প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪

অন্বয় : প্রণবঃ ধনুঃ (প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারই ধনু), আত্মা হি শরঃ (আত্মাই শর), ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যম্ উদ্যতে (ব্রহ্মই উহার লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন); অপ্রমত্তেন [সতা] (অপ্রমত্ত হইয়া) বেদ্ধব্যং (সেই লক্ষ্য বিন্ধ করিতে হইবে), [ততঃ] শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ (তৎপর শরের ন্যায় তন্ময় হইবে)।

সরলার্থ : ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ এবং ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন। অপ্রমত্ত হইয়া সেই লক্ষ্যকে ভেদ করিতে হইবে। লক্ষ্যবেধের পর শরের ন্যায় তন্ময় হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবে।

ব্যাখ্যা : এখানে ওঙ্কারকে ধনু, জীবাত্মাকে শর এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলা হইয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অণুপ্রকাশ। অহং-জ্ঞানের জন্য জীব আপনাকে পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িলেও প্রকৃতপক্ষে সে পরমাত্মাই। সুতরাং তাহার গতি পরমাত্মার দিকে, স্বীয় ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে লাভ করা এবং তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করাই জীবের লক্ষ্য, তাহার পরম পুরুষার্থ।

অপ্রমত্তভাবে—লক্ষ্য বেধ করিবার সময় ব্যাধ যেমন অন্য সকল বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়-মনকে ফিরাইয়া একমাত্র লক্ষ্যেতে নিবদ্ধ করে সেইরূপ ব্রহ্মকে পাইতে হইলে অন্য সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

শরের ন্যায় তন্ময় হইবে—শর যেমন লক্ষ্যে সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে ডুবিয়া মগ্ন হইয়া যায়, তখন একমাত্র লক্ষ্যবস্তুই থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে মনকে একেবারে ডুবাইয়া দিবে, তাঁহাতে একেবারে মগ্ন হইয়া যাইবে, মনের আর যেন ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জ্ঞান না থাকে।

৩৭. যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫

অন্বয় : দ্যৌঃ (দ্যুলোক), পৃথিবী অন্তরিক্ষং চ (পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ), সর্বৈঃ প্রাণৈঃ সহ মনঃ চ (এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মন) যস্মিন্ ওতং (যাহাতে প্রোত হইয়া আছে) তম্ একম্ আত্মানম্ এব (সেই এক আত্মাকেই) জানথ (জান) অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ (অন্য কথা পরিত্যাগ কর); এষঃ অমৃতস্য সেতুঃ (ইনিই অমৃতের সেতু)।

সরলার্থ : যে পরম আত্মাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মন সমর্পিত হইয়া আছে। (হে শিষ্যগণ) তোমাদের এবং সর্ব-প্রাণীর অন্তরস্থ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকেই জান, এবং তাঁহাকে জানিয়া আত্মজ্ঞান-বিরোধী বাক্যাবলী ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের উপায়।

ব্যাখ্যা : সমস্ত বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ যাঁহাতে সমর্পিত হইয়া আছে সেই সর্বাশ্রয়, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই জান। ইঁহাকে জানিতে পারিলেই সমস্ত জানা হইবে। শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন : 'কোন্ এক বস্তুকে জানিলে সমস্ত জানা হয় ?' এখানে তাহার উত্তর দেওয়া হইল।

অন্য বাক্য ত্যাগ কর—ইহার অর্থ এই নয় যে অন্য সমস্ত কথা ত্যাগ করিয়া মৌন হইয়া বসিয়া থাক। ইহার অর্থ : যে সকল কথা আত্মজ্ঞানের বিরোধী. যাহাতে চিত্তের বিক্ষোভ হইতে পারে ও একাগ্রতা নষ্ট হইতে পারে তাহা ত্যাগ কর।

মন্তব্য : অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ—এই আত্মজ্ঞানই অমৃতের [অমৃতত্ব বা মোক্ষ-প্রাপ্তির] সেতু, কারণ ইহাই সংসাররূপ মহাসমুদ্র পার হওয়ার উপায়স্বরূপ : তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি[১] (শ)।

৩৮. অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬

অন্বয় : রথনাভৌ অরাঃ ইব (রথনাভিতে অরসমূহের ন্যায়) যত্র নাড্যঃ সংহতাঃ [সন্তি] (যে হৃদয়ে নাড়ীসমূহ প্রবিষ্ট হইয়া আছে), [তত্র] (সেই হৃদয়ে) সঃ এষঃ (সেই পরাত্মা) বহুধা জায়মানঃ (বহু প্রকারে প্রকাশমান হইয়া) অন্তঃ চরতে (অন্তরে বিচরণ করেন); আত্মানং (সেই আত্মাকে) ওম্ ইতি এবম্ (ওম্ ইত্যাকারে) ধ্যায়থ (ধ্যান কর), তমসঃ পরস্তাৎ পারায় (অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত) বঃ স্বস্তি [অস্তু] (তোমাদের মঙ্গল হউক)।

সরলার্থ : রথনাভিতে শলাকাসমূহ যেরূপ প্রবিষ্ট থাকে সেইরূপ যে হৃদয়ে নাড়ী-সমূহ সংপ্রবিষ্ট আছে, সেই হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে বিবিধ প্রকারে প্রকাশমান হইয়া এই আত্মা বিচরণ (বিরাজ) করিতেছেন। 'ওঙ্কার এই আত্মা' : এইভাবে ওঙ্কার অবলম্বন করিয়া সেই আত্মার ধ্যান কর। হে শিষ্যগণ, অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে গমনের নিমিত্ত তোমাদের মঙ্গল হউক অর্থাৎ তোমরা যেন নির্বিঘ্নে অবিদ্যারূপ অন্ধকার অতিক্রম করিতে পার।

ব্যাখ্যা : বহু প্রকারে জায়মান হইয়া বিচরণ করে—এস্থলে আত্মার যে বিবিধ

---

[১] শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৩।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রকারে জাত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে আত্মা আপনাকে বিবিধ প্রকারে প্রকাশ করে। এই বিবিধ প্রকারের প্রকাশই আত্মার বিভিন্ন জন্ম। আত্মা কখনও দ্রষ্টারূপে, কখনও শ্রোতারূপে, কখনও মননকর্তারূপে জীবের হৃদয়ে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

'ওম্' এই শব্দে তাঁহাকে ধ্যান কর—'ওম্' এই শব্দ মনে মনে বারংবার উচ্চারণ করা ও তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাই ঈশ্বরকে জানার উপায়।

৩৯. যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭

অন্বয় ঃ যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ (যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্), ভুবি (পৃথিবীতে) যস্য এষঃ মহিমা (যাঁহার এই মহিমা), এষঃ আত্মা হি (এই আত্মাই) দিব্যে (জ্যোতির্ময়) ব্রহ্মপুরে (মনে, হৃদয়ে) ব্যোম্নি (আকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত আছেন)।

সরলার্থ ঃ যিনি সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে সমস্ত জানেন, এই জগতে যাঁহার এই প্রসিদ্ধ মহিমা (বিভূতি) প্রকাশিত আছে, সেই আত্মাই জ্যোতির্ময় ব্রহ্মপুরস্থ (ব্রহ্মের অভিব্যক্তি-স্থল হৃৎপদ্মস্থ) আকাশে (বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধ হইয়া) প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্ অর্থাৎ সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে তিনি সমস্ত জানেন। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—সমস্তই ঈশ্বরের মহিমা। যাঁহার শাসনে সূর্য ও চন্দ্র ঘুরিতেছে, যাঁহার শাসনে নদী ও সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে, ঋতুসমূহ, অয়নদ্বয়, বৎসর প্রভৃতি সমস্ত কাল নিয়মিত হইতেছে—এই সমস্তই সেই পরব্রহ্মের মহিমা।

ব্রহ্ম মানুষের হৃৎ-পুণ্ডরীকে চৈতন্যরূপে সর্বদা অভিব্যক্ত আছেন। উহাকে বলা হয় ব্রহ্মপুর। ঐ ব্রহ্মপুরে যে আকাশ বা শূন্যস্থান আছে তাহাই হৃদাকাশ। এই স্থানে যোগিগণ আত্মাকে জ্যোতিরূপে উপলব্ধি করেন বলিয়া আত্মা যেন এখানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া মনে হয়। নচেৎ অনন্ত সর্বব্যাপী ব্রহ্মের পক্ষে স্থান বিশেষে প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব।

৪০. মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৮

অন্বয় ঃ মনোময়ঃ (মনোময়), প্রাণশরীরনেতা (প্রাণ এবং শরীরের নেতা এই পুরুষ) হৃদয়ং (বুদ্ধিকে) সন্নিধায় (হৃৎপদ্মাকাশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া) অন্নে প্রতিষ্ঠিতঃ (অন্ন-পরিপুষ্ট দেহে প্রতিষ্ঠিত আছেন); ধীরাঃ (পণ্ডিতগণ) বিজ্ঞানেন (বিজ্ঞান দ্বারা) তৎ পরিপশ্যন্তি (তাঁহাকে পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন), যৎ (যিনি) আনন্দরূপম্ অমৃতং (আনন্দরূপে অমৃতরূপে) বিভাতি (বিশেষ-ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন)।

সরলার্থ ঃ পূর্বোক্ত হৃদাকাশস্থিত আত্মা মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা। তিনি বুদ্ধিকে হৃৎপদ্মাকাশে স্থাপিত করিয়া এই অন্ন-পরিপুষ্ট দেহে অবস্থিত আছেন। যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে আত্মাতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহাকে বিবেকিগণ সম্যক্ জ্ঞানদ্বারাই পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ মনোময়ঃ—আত্মা মনের সমস্ত ক্রিয়াতেই ব্যাপ্ত থাকে। মনের যখন যে বোধ বা অনুভূতি হয় তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গে আত্মজ্ঞান জড়িত থাকে। কারণ আত্মজ্ঞান ব্যতীত বিষয়জ্ঞান হইতে পারে না। এই কারণে আত্মাকে মনোময় বলা হইয়াছে।

প্রাণশরীরনেতা—দেহ ও প্রাণের যত ক্রিয়া তাহাও আত্মা দ্বারাই চালিত হয়। কারণ দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই জড়; আত্মার চৈতন্য দ্বারাই উহারা উদ্ভাসিত হয় এবং আত্মার শক্তিদ্বারাই উহারা সঞ্জীবিত থাকে।

হৃদয়ং সন্নিধায় অন্নে প্রতিষ্ঠিতঃ—শংকর 'অন্ন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন অন্ন-পরিপুষ্ট দেহ এবং 'হৃদয়' শব্দের অর্থ বুদ্ধি। ইহার অর্থ দাঁড়ায় ঃ যিনি বুদ্ধিকে হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া দেহে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বিজ্ঞানেন—'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ দর্শনজনিত জ্ঞান। আমাদের পরিচ্ছিন্ন মলিন ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। কিন্তু অন্তঃকরণের মলিনতা দূর হইলে যে বোধি (intuitive perception) জাগ্রত হয় তাহাদ্বারাই আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়।

পরিপশ্যন্তি—জ্ঞানিগণ ব্রহ্মকে অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে সর্বত্র দর্শন করেন। তিনি আনন্দরূপে এবং অমৃতরূপে হৃদয়মধ্যে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন।

৪১. ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৯

অন্বয় ঃ তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে (সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে) অস্য (এই দ্রষ্টার) হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে (হৃদয়ের গ্রন্থিসকল মুক্ত হয়), সর্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে (সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়), কর্মাণি ক্ষীয়ন্তে চ (কর্মসকলও ক্ষয় পায়)।

সরলার্থ ঃ সেই পরাবর (কারণরূপে শ্রেষ্ঠ ও কার্যরূপে অশ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মকে আত্মরূপে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাজনিত অহং-জ্ঞান) বিনষ্ট হইয়া সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়। ফলে এই দ্রষ্টার (মোক্ষবিরোধী) কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে সাধকের কি অবস্থা হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে ঃ

হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়—জীব অজ্ঞানজনিত কামনা-বাসনা এবং 'আমি কর্তা' এই অভিমান দ্বারা বিষয়ে আবদ্ধ থাকে। এই অভিমান জীবের হৃদয় অর্থাৎ অন্তঃকরণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, আত্মাকে আশ্রয় করে না; এজন্য ইহাকে হৃদয়গ্রন্থি বলা হইয়াছে; আত্মার দর্শন সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলে এই অহং অভিমান দূর হয়।

সর্ব-সংশয় ছিন্ন হয়—আত্মতত্ত্বাদিতে অনিশ্চয়তা ছিন্ন হয়। আমাদের মন সর্বদাই সংশয়াকুল এবং মরণকাল পর্যন্ত জীব মনের সংশয় দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মদর্শন হইলেই এই সংশয় সমূলে দূর হয়।

তাহার কর্মসকল ক্ষয় হয়—ইহার অর্থ এই নয় যে জ্ঞানী সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন তাঁহার কামনা-বাসনার বিকারজনিত সমস্ত কর্ম ক্ষয় পায়।

তাঁহার শরীর-ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং উপাসনামূলক কর্মসমূহ থাকে। কিন্তু তিনি নিষ্কাম হইয়া সমস্ত কর্ম করেন।

ব্রহ্মকে পরাবর বলা হইয়াছে। যাহা সর্বাতীত তাহাই পর, আর যাহা সৃষ্টিতে প্রকাশিত তাহাই অবর। ব্রহ্ম একদিকে সর্বাতীত, অপর দিকে সর্বগত। এজন্য ব্রহ্মকে পরাবর বলা হইয়াছে। জ্ঞানী তাঁহাকে উভয় ভাবেই দর্শন করেন।

৪২. হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ১০

অন্বয় : হিরণ্ময়ে পরে কোশে (জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কোশমধ্যে) বিরজং (নির্মল) নিষ্কলং (কলারহিত অর্থাৎ নিরবয়ব) ব্রহ্ম [অস্তি] (অবস্থিত আছেন); তৎ (তিনি) শুভ্রং (শুদ্ধ) তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি), যৎ আত্মবিদঃ বিদুঃ (যাঁহাকে আত্মজ্ঞ পুরুষগণ জানেন)।

সরলার্থ : অবিদ্যাদি সর্বপ্রকার মালিন্যবর্জিত, নিরবয়ব, অখণ্ড ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ স্থানে (বুদ্ধি-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত কোশতুল্য হৃৎপদ্ম-মধ্যে) অবস্থিত আছেন। যাঁহাকে কেবল আত্মজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিগণই জানেন সেই ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং জ্যোতিষ্মান বস্তুসমূহেরও জ্যোতি অর্থাৎ তাহাদেরও প্রকাশক।

ব্যাখ্যা : হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোশে—কোশের মধ্যে অসি যেমন লুকাইয়া থাকে আত্মাও সেইরূপ জীবের হৃদয়-কোশে গোপনভাবে অবস্থিত আছেন। হৃদয়ই আত্মার উপলব্ধির স্থান বলিয়া ইহাকে আত্মার কোশ বলা হইয়াছে। যে কোশে আত্মা অবস্থিত আছেন তাহা সকলের অভ্যন্তরস্থ বলিয়া উহা শ্রেষ্ঠ (পর) এবং বুদ্ধি-বিজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া ইহা জ্যোতির্ময় (হিরণ্ময়)।

নিষ্কল (কলাশূন্য)—সৃষ্টিতে যখন ব্রহ্ম প্রকাশিত তখন তিনি সকল, আর সৃষ্টির অতীত অবস্থায় তিনি নিষ্কল। যিনি নিষ্কল, তিনিই আবার সকল।

বিরজ—সর্বপ্রকার মালিন্য-রহিত, এই কারণে অন্যত্র ইঁহাকে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ বলা হইয়াছে।

জ্যোতির জ্যোতি—তিনি সমস্ত জ্যোতির উৎস। তাঁহারই জ্যোতিতে সমস্ত জ্যোতিষ্মান বস্তু তাহাদের জ্যোতি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই জ্যোতি ভৌতিক জ্যোতি নহে। ইহা জ্ঞানের জ্যোতি এবং তাঁহার জ্ঞানের জ্যোতিতেই সমস্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪৩ ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১১

অন্বয় : তত্র (সেখানে) সূর্যঃ ন ভাতি (সূর্য দীপ্তি পায় না), ন চন্দ্র-তারকম্ (চন্দ্র এবং তারকাগণও দীপ্তি পায় না), ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (এই বিদ্যুৎসমূহও দীপ্তি পায় না), অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (এই অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে), ভান্তং তম্ এব সর্বম্ অনুভাতি (দীপ্যমান তাঁহার অনুগত হইয়াই সমস্ত দীপ্তি পায়), তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি (তাঁহার দীপ্তি দ্বারাই এই সমস্ত প্রকাশ পাইতেছে)।

সরলার্থ : ব্রহ্ম-সান্নিধানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকাও দীপ্তি পায় না, বিদ্যুৎসমূহও দীপ্তি পায় না। এই অল্প-দীপ্তিমান আমাদের প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে? দীপ্যমান তাঁহার অনুগত হইয়াই সমস্ত দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহার দীপ্তিতেই এই সমস্ত দীপ্তিমান।[১]

মন্তব্য : ন তত্র সূর্যঃ ভাতি—সকলের প্রকাশক যে সূর্য তাহাও সেই স্বাত্মভূত ব্রহ্মে প্রকাশ পায় না অর্থাৎ সূর্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, কারণ সূর্য সেই ব্রহ্মের দীপ্তিতে অনাত্ম বস্তুসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকে, সূর্যের স্বতঃপ্রকাশক সামর্থ্য নাই (শ)। তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্—অধিক কি, এই যে জগৎ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে তাহা সেই স্বতঃপ্রকাশ-স্বরূপ দীপ্তিমান পরমেশ্বরের অনুগত হইয়াই দীপ্তিমান হইতেছে। জল ও দগ্ধকাষ্ঠ যেরূপ দাহকারী অগ্নিসংযোগেই অন্য বস্তুকে দগ্ধ করে, কিন্তু নিজের উত্তাপে নহে, সেইরূপ (শ)। তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি—সেই ব্রহ্মেরই দীপ্তিতে সূর্যাদির সহিত এই জগৎ দীপ্তিমান হইতেছে (শ)।

৪৪. ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১২

অন্বয় : ইদম্ অমৃতং ব্রহ্ম এব পুরস্তাৎ (পুরোভাগে স্থিত এই সমস্তই অমৃত-স্বরূপ ব্রহ্ম), ব্রহ্ম পশ্চাৎ (ব্রহ্মই পশ্চাতে), ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ উত্তরেণ চ (ব্রহ্মই দক্ষিণে ও উত্তরে), [তৎ] ঊর্ধ্বম্ অধঃ চ প্রসৃতং ইদম্ ব্রহ্ম এব (ঊর্ধ্বে ও নিম্নদিকে বিস্তৃত এই সমস্ত ব্রহ্মই), ইদং বিশ্বম্ (এই বিশ্ব) বরিষ্ঠং [ব্রহ্ম] এব (শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই)।

সরলার্থ : সম্মুখে অবস্থিত সমস্তই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম; পশ্চাদ্ভাগে, দক্ষিণ ও উত্তরে, নিম্ন এবং ঊর্ধ্বদিকে যাহা কিছু বিস্তৃত রহিয়াছে এই সমস্ত ব্রহ্ম, এই জগৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই।

ব্যাখ্যা : আত্মবিদ্‌গণ এই বিশ্বকে কি ভাবে দেখেন তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। তাঁহারা হৃদয়াকাশে যে আত্মাকে উপলব্ধি করেন সেই আত্মাকেই বিশ্বের সর্বত্র—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, নিম্ন ও ঊর্ধ্ব—সর্বদিকে দেখিতে পান। তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে ব্রহ্মই এই সমস্ত হইয়াছেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই ভূতি (becoming of God)। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ইহার কোনও সত্তা নাই। কারণ এই জগৎ বিনাশী। কোনও অবিনাশী সত্তাকে আশ্রয় না করিলে বিনাশী বস্তু থাকিতে পারে না। ব্রহ্মই এই অবিনাশী শ্রেষ্ঠ সত্তা, বিশ্ব উঁহার আশ্রিত সত্তা।

আচার্য শংকরের মতে এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মই, অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় সেইরূপ অজ্ঞানীদের নিকট এই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য—ইহাই বেদের অনুশাসন।

কিন্তু মূল শ্রুতিতে জগৎকে মিথ্যা বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে যে অবিনাশী বরিষ্ঠ ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন।

---

[১] কঠ, ২।২।১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

৪৫. দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১

অন্বয়ঃ সযুজা (সর্বদা সহযুক্ত) সখায়া (সখ্যভাবাপন্ন) দ্বা সুপর্ণা (দুইটি শোভনপক্ষ পক্ষী) সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে (একই বৃক্ষে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া আছে), তয়োঃ অন্যঃ (তাহাদের একজন) স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি (মিষ্টফল ভোজন করে), অন্যঃ অনশ্নন্ অভিচাকশীতি (অপর পক্ষী ভোজন না করিয়া কেবল দর্শন করে)।

সরলার্থঃ সর্বদা যুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুইটি শোভন-পক্ষ পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহ-বৃক্ষকে আশ্রয়পূর্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একজন (জীব) দেহ-বৃক্ষের বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল (সুখদুঃখাত্মক কর্মফল) ভোজন করে, অপরটি কিছু ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে।

ব্যাখ্যাঃ জীবের দেহকে একটি বৃক্ষ কল্পনা করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে এই দেহবৃক্ষের সুন্দর বর্ণনা আছে।[১] বৃক্ষ যেমন অল্পদিনেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ দেহেরও অচিরেই বিনাশ ঘটে। বৃক্ষে সাধারণতঃ পক্ষিগণই বাস করে। জীবের দেহবৃক্ষেও জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী দুইটি সুন্দর পক্ষীর আবাসস্থান। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সর্বদা একত্রযুক্ত। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে না। জীব সর্বদা ঈশ্বরের আশ্রয়েই থাকে, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে জীব থাকিতে পারে না। ঈশ্বরও সর্বদা জীবের সহিত যুক্ত হইয়াই আছেন। উভয় উভয়ের সখা—জীব ও ঈশ্বর পরস্পর সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ। উভয়েই এক দেহ-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে যে দেহে অধিষ্ঠিত বলা হইয়াছে তাহার কারণ হৃদয়াকাশই উভয়ের উপলব্ধি-স্থান। হৃৎ-পুণ্ডরীক-রূপ আকাশে আত্মা উপলব্ধ হন, এই কারণে বলা হইয়াছে যে, ইঁহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া দেহে অবস্থিত আছেন। কিন্তু জীব যখন নিজেকে ঈশ্বর হইতে আলাদা ভাবিয়া 'আমি কর্তা' এই অভিমান হেতু সংসারের বিবিধ কর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঐ আসক্তি-জনিত কর্মের ফল-স্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সুখই হউক, কি দুঃখই হউক—সবই তাহার নিকট মিষ্ট বলিয়া মনে হয়।

ঈশ্বর কিন্তু কর্মে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া কেবল দর্শন করেন। তিনি অধ্যক্ষ-রূপে অবস্থান করেন, কোনও কর্মে লিপ্ত হন না; সুতরাং তাঁহাকে সুখদুঃখরূপে কর্মফলও ভোগ করিতে হয় না।

---

১ ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ কঠ ২।৩।১

৪৬. সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ পুরুষঃ (ভোক্তা) সমানে বৃক্ষে (একই বৃক্ষে) নিমগ্নঃ [সন্] (নিমগ্ন হইয়া), অনীশয়া মুহ্যমানঃ [সন্] (শক্তিহীনতা-হেতু মুহ্যমান হইয়া) শোচতি (শোকদুঃখ ভোগ করে), [সঃ] যদা (সে যখন) অন্যং জুষ্টম্ ঈশং পশ্যতি (যোগিজন-সেবিত শরীর হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে দেখে), অস্য মহিমানম্ ইতি (তখন ইহা তাঁহারই মহিমা জানিয়া) বীতশোকঃ [ভবতি] (বিগতশোক হয়)।

সরলার্থঃ পুরুষ (ভোক্তা জীব) সেই এক দেহ-বৃক্ষে আসক্ত হইয়া নিজেকে শক্তিহীন মনে করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া শোকদুঃখ ভোগ করে। সেই জীব যখন যোগীদের সেবিত, দেহ হইতে ভিন্ন, অপর ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে দর্শন করে (অর্থাৎ আপনা হইতে তাঁহাকে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করে) তখন সে বিগতশোক হয়।

ব্যাখ্যাঃ যদিও জীব ও ঈশ্বর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া এক দেহবৃক্ষেই অবস্থান করে তথাপি জীব মোহবশতঃ ঈশ্বরকে ভুলিয়া দেহসেবায় মগ্ন থাকে। 'দেহই আমি'—এইরূপ মনে করিয়া দেহেই আসক্ত হইয়া পড়ে এবং দেহের সুখদুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করে।

মোহাচ্ছন্ন জীব মনে করে—আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন, শক্তিহীন। এইরূপ চিন্তাহেতু তাহার অহরহ অভাবের অনুভূতি হয়। অভাবের বোধ হইতেই চিত্তে কামনা বাসনা জন্মে এবং কামনার পূরণ না হইলেই সে শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু যে সখা ঈশ্বরকে সে ভুলিয়া গিয়াছে সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে যদি সে জ্ঞানলাভ করে তবে সে দেখিতে পায় যে সে আর দেহবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব নয়। সে ঈশ্বরেরই স্বরূপ এবং তাঁহারই অণুপ্রকাশ। তখন তাহার সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া যায়, সে নিজের মহিমা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। তাহার কোনও অভাবের বোধ থাকে না এবং সকল কামনা-বাসনা দূর হয়; সুতরাং শোক-দুঃখ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

৪৭. যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩

অন্বয়ঃ যদা (যখন) পশ্যঃ (দ্রষ্টা) রুক্মবর্ণং কর্তারং (উজ্জ্বলবর্ণ কর্তা) ব্রহ্মযোনিম্ ঈশম্ পুরুষম্ (বেদের উৎপত্তিস্থল পরমপুরুষ ঈশ্বরকে) পশ্যতে (দর্শন করেন), তদা (তখন) বিদ্বান্ (এই জ্ঞানী পুরুষ) পুণ্যপাপে বিধূয় (পুণ্য-পাপ ত্যাগ করিয়া) নিরঞ্জনঃ (নির্মল হইয়া) পরমং সাম্যম্ উপৈতি (পরম সাম্য লাভ করেন)।

সরলার্থঃ পূর্বোক্ত দ্রষ্টা (জ্ঞানী পুরুষ) যখন সুবর্ণ-বর্ণ (স্বয়ং-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন) এই বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং সমগ্র জগতের উৎপত্তি-স্থান সেই পরম-পুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন সে জ্ঞানী পুরুষ পুণ্য ও পাপাত্মক সমস্ত বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পান এবং নির্লিপ্ত ও নির্মল হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সমস্ত ভেদাভেদ তাঁহার নিকট লোপ পায়।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মদর্শী যে পুরুষকে দর্শন করেন সেই পুরুষ কিরূপ এবং দর্শনের পর দ্রষ্টার কি অবস্থা হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

সেই পুরুষ রুক্মবর্ণ—রুক্ম অর্থ স্বর্ণ, স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃস্বরূপ। কিন্তু এই জ্যোতি ভৌতিক জ্যোতি নহে, চৈতন্যজ্যোতি।

কর্তা, ঈশ এবং ব্রহ্মযোনি পুরুষ—পরমপুরুষ আপনিই আপনাকে করিয়াছেন এজন্য তিনি সুকৃত (স্বয়ং-কর্তা)। এই সুকৃত পুরুষকেই এখানে কর্তা বলা হইয়াছে। তিনি কেবল কর্তা নন, তিনি সকলের প্রভু, ঈশ্বর—সমস্ত তাঁহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হইতেছে। তিনি সমস্তের উৎপত্তি-স্থান ব্রহ্ম।

মন্তব্য ঃ ব্রহ্মযোনিম্—যেই ব্রহ্ম সেই যোনি [জগতের উৎপত্তি-স্থান] অথবা ব্রহ্মের [অপর ব্রহ্মের] যোনি [উৎপাদক] (শ) ; ব্রহ্মের [বেদের] যোনি [উৎপত্তি-স্থান], বেদ প্রভবস্থান (উ) ॥ পুণ্যপাপে—পুণ্য-পাপাত্মক বন্ধনভূত কর্মসকল (শ); পুণ্যাভিমান ও মালিন্য (উ) ॥ বিধূয়—সমূলে নিরস্ত করিয়া, দগ্ধ করিয়া (শ); দূরে নিক্ষেপ করিয়া (উ) ॥ নিরঞ্জনঃ—নির্লিপ্ত, বিগতক্লেশ (শ) ; নির্মল (উ)। সাম্যম্ উপৈতি—অদ্বয়-লক্ষণাত্মক সমতা, সাধারণতঃ দ্বৈত বিষয়মাত্রই পরবর্তী বা নিকৃষ্ট, সুতরাং অদ্বয়-লক্ষণাত্মক এই পরম সাম্য প্রাপ্ত হন (শ) ; একত্ব প্রাপ্ত হন (উ)।

৪৮. প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ যঃ সর্বভূতৈঃ বিভাতি (যিনি সর্বভূতের দ্বারা প্রকাশ পান) এষঃ হি প্রাণঃ (তিনিই প্রাণস্বরূপ) ; বিদ্বান্ (জ্ঞানবান ব্যক্তি) বিজানন্ (ইঁহাকে জানিয়া) অতিবাদী ন ভবতে (অতিবাদী হন না) ; এষঃ (ইনি) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মক্রীড়), আত্মরতিঃ (আত্মরতি) ক্রিয়াবান্ (ক্রিয়াশীল) ; এষঃ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ (ইনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ)।

সরলার্থ ঃ যিনি সর্বভূতের দ্বারা (সর্বভূতরূপে) প্রকাশ পাইতেছেন তিনিই প্রাণ (প্রাণস্বরূপ অথবা প্রাণের প্রাণ)। যে জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে এই প্রকারে বিশেষভাবে জানেন তিনি অতিবাদী হন না অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুর কথাই বলেন না। তিনি আপনার আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই আনন্দ লাভ করেন এবং তিনি ব্রহ্মের উপাসনাত্মক ক্রিয়াতেই রত থাকেন। ইনিই ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ পরমাত্মা সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে এই বিশ্বে প্রকাশ পাইতেছেন, বিদ্বান ব্যক্তি যখন তাঁহাকেই নিজের প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি করেন তখন সেই ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া তিনি কোন কথা বলেন না। প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া যাহা বলান তিনি তাহাই বলেন।

তিনি আত্মক্রীড় হন—তাঁহার সমস্ত ক্রীড়া, সমস্ত ব্যবহার অন্তরে বাহিরে এই আত্মার সহিতই হইয়া থাকে এবং এই ক্রীড়াতেই তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তিনি আত্মরতি—সেই আত্মস্বরূপ পুরুষের সহিত ক্রীড়াতেই তিনি আনন্দ অনুভব করেন, সংসারাসক্ত লোকের মত বিষয়ে আনন্দ পান না। তিনি ক্রিয়াবান—এই প্রকারে আত্মস্থ পুরুষের নিকট সমস্ত সমর্পণ করিয়া তিনি তাঁহার নির্দেশে

নিষ্কামচিত্তে সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি কামনা-বাসনার অধীন হইয়া অবশভাবে কিছু করেন না। তিনি ব্রহ্মে স্থিত মুক্ত পুরুষ বলিয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় কর্ম সম্পাদন করেন। কিন্তু তিনি কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী নন। ব্রহ্মজ্ঞানী কখনও ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগ করেন না।

শব্দার্থ ঃ ন অতিবাদী ভবতে (ভবতি)—অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব তাহাকে বলে অতিবাদী, যিনি এই প্রকারে সাক্ষাৎ প্রাণের প্রাণ আত্মাকে জানেন তিনি অতিবাদী হন না ; এই বিদ্বান ব্যক্তি আত্মা হইতে ভিন্ন কিছু দেখেন না, অন্য কিছু শোনেন না, অন্য কিছু জানেন না, সুতরাং অতিবাদীও হন না (শ) ॥ ক্রিয়াবান্—জ্ঞান, ধ্যান, বৈরাগ্য প্রভৃতি যাঁহার ক্রিয়া (শ)। ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ—যিনি উক্ত প্রকার নাতিবাদী, আত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান ও ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনিই সকল ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (শ)।

৪৯. সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ এষঃ জ্যোতির্ময়ঃ শুভ্রঃ হি আত্মা (এই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মা) অন্তঃশরীরে (শরীরাভ্যন্তরেই) নিত্যম্ (সর্বদা) সত্যেন তপসা (সত্য ও তপস্যা দ্বারা), সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ (সম্যক্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য দ্বারা) লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য), যং ক্ষীণ-দোষাঃ যতয়ঃ পশ্যন্তি (যাঁহাকে নির্মলচিত্ত যতিগণ দর্শন করেন)।

সরলার্থ ঃ যাঁহাকে নির্মলচিত্ত প্রযত্নশীল ব্যক্তিগণ দর্শন করেন, হৃদয়াকাশে প্রকাশমান শুদ্ধ জ্যোতির্ময় সেই আত্মাকে সত্যনিষ্ঠা, তপস্যা, নিয়ত ব্রহ্মচর্য এবং সম্যগ্‌জ্ঞান (যথার্থ অপরোক্ষ জ্ঞান) দ্বারাই লাভ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে আত্মাকে লাভ করিবার চারিটি উপায়ের কথা বলা হইয়াছে ঃ

(১) সত্য—সত্য অর্থ সত্যের উপলব্ধি ও অনুষ্ঠান। মিথ্যাজ্ঞানী ও মিথ্যাচারী ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

(২) তপস্যা—তপস্যার অর্থ ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার মনন, চিন্তন, ধ্যান, আরাধনা ইত্যাদি।

(৩) সম্যক্ জ্ঞান—পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান, যে জ্ঞান সাক্ষাৎ দর্শন হইতে লাভ করা যায়।

(৪) নিত্য ব্রহ্মচর্য—সর্বকালে ব্রহ্মচর্য পালন অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়সংযম।

উপরোক্ত উপায়ে যত্নশীল নির্মলচিত্ত সাধকগণ হৃদয়াকাশে জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

শংকর বলেন যে, ভিক্ষু সন্ন্যাসিগণের জন্য উপরোক্ত সাধন বিহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা শ্রুতিতে বলা হয় নাই। যত্নশীল নির্মলচিত্ত সাধক মাত্রই উপরোক্ত উপায়ে পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারিবেন—ইহাই শ্রুতির কথা।

৫০. সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ সত্যম্ এব জয়তে (সত্যই জয়লাভ করে), ন অনৃতং (অসত্য

জয়লাভ করে না), বিততঃ (বিস্তীর্ণ) দেবযানঃ পন্থাঃ (দেবযান নামক পথ) সত্যেন [লভ্যঃ] (সত্যদ্বারাই লাভ করা যায়), যেন (যেই পথে) আপ্তকামাঃ ঋষয়ঃ (বিষয়তৃষ্ণারহিত ঋষিগণ [তত্র] আক্রমন্তি (সেই স্থানে গমন করেন), যত্র সত্যস্য তৎ পরমং নিধানম্ (যেখানে সত্যের পরম নিধান আছে)।

সরলার্থ : সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না। দেবযান নামক পথটি সত্যনিষ্ঠাতেই অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত আছে। যেখানে সত্যদ্বারা লভ্য সর্বোত্তম পুরুষার্থরূপ নিধি (পরমার্থ তত্ত্ব) নিহিত আছে সেই পথেই পূর্ণকাম (বিষয়-তৃষ্ণাবিহীন) ঋষিগণ যান।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে পরমাত্মাকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ সত্যাশ্রয়ের কথা বলা হইয়াছে। কারণ সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যার কখনও জয়লাভ হয় না। এ স্থলে জয়ের অর্থ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করা, আর পরাজয়ের অর্থ অনিত্য বিষয়ে ডুবিয়া থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করা।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তিনি সত্যের পরম আশ্রয়। সুতরাং ব্রহ্মকে পাইতে হইলে সত্যের পথেই যাইতে হইবে, সত্যের উপলব্ধি ও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পূর্ণকাম সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সত্যের পথেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন। এইজন্য বলা হইয়াছে যে পরমাত্মাকে লাভ করিবার যে দিব্য (শ্রেষ্ঠ) পথ তাহা সত্যেই বিস্তৃত হইয়াছে।

৫১. বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭

অন্বয় : তৎ (সেই ব্রহ্ম) বৃহৎ (মহৎ), দিব্যং (লোকাতীত), অচিন্ত্যরূপং (অচিন্ত্যরূপ), তৎ সূক্ষ্মাৎ চ সূক্ষ্মতরং (তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশ পান); তৎ (তিনি) দূরাৎ সুদূরে (দূর হইতেও সুদূরে), অন্তিকে চ ইহ (এই দেহে, অতি নিকটে অবস্থিত), পশ্যৎসু (দ্রষ্টাদের নিকট) ইহ এব গুহায়াম্ চ নিহিতম্ [অস্তি] (এই দেহস্থ হৃদয়-গুহাতেই তিনি নিহিত আছেন)।

সরলার্থ : সেই ব্রহ্ম মহৎ, দিব্য (স্বয়ং-প্রকাশ) ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর বিবিধরূপে প্রকাশ পান। তিনি (অজ্ঞানীর নিকট) দূর হইতেও সুদূরে, আবার (জ্ঞানীর নিকট) এই দেহেই অতি নিকটে অবস্থিত; দ্রষ্টাদিগের নিকট দেহস্থ হৃদয়-গুহাতেই তিনি নিহিত আছেন।[১] সত্যাদি সাধন দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায় সেই ব্রহ্ম সর্বত্র ব্যাপ্ত

মন্তব্য : বৃহৎ—সর্বব্যাপী বলিয়া বৃহৎ [মহৎ] (শ); সর্বাতীত (উ)॥ অচিন্ত্যরূপম্—ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া যাহার রূপ চিন্তা করা যায় না (শ)॥ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরম্—আকাশাদি সূক্ষ্ম-পদার্থ হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের কারণ বলিয়া নিরতিশয় সূক্ষ্ম (শ)। দূরাৎ সুদূরে—এই ব্রহ্ম অজ্ঞানীদের একান্ত অপ্রাপ্য বলিয়া তাহাদের পক্ষে দূর হইতেও দূরে (শ)॥ ইহ অন্তিকে চ—বিদ্বানদের আত্মস্বরূপ এবং সর্ববস্তুর অন্তরস্থ কারণ বলিয়া তাঁহারা ইঁহাকে স্বীয় দেহে অতি নিকটে উপলব্ধি

১ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ঈশ-৫

করেন (শ)। ইহ পশ্যৎসু—ইহলোকে চেতন বস্তুসমূহে (শ); দর্শন-সামর্থ্যযুক্ত লোকসমূহে (উ)॥ গুহায়াম্—বুদ্ধিরূপ গুহাতে; বিদ্বানগণ তথায় অর্থাৎ বুদ্ধিগুহাতে নিগূঢ় তাঁহাকে দর্শন করেন, কিন্তু বুদ্ধি-গুহাতে তিনি থাকিলেও অজ্ঞানিগণ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকায় তাঁহাকে দেখিতে পায় না (শ)।

৫২. ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮

অন্বয় : [তৎ] চক্ষুষা ন গৃহ্যতে (সেই ব্রহ্মকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করা যায় না), বাচা অপি ন (বাক্য দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না), অন্যৈঃ দেবৈঃ ন (তিনি অন্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নন), তপসা কর্মণা বা [ন] (তপস্যা বা কর্ম দ্বারাও তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না); জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (জ্ঞানের বিশুদ্ধতা দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে) ততঃ (তদনন্তর) [সাধকঃ] ধ্যায়মানঃ (সেই সাধক ধ্যান করিতে করিতে) তং নিষ্কলং [ব্রহ্ম] পশ্যতে (নিরবয়ব ব্রহ্মকে দেখিতে পান)।

সরলার্থ : সেই ব্রহ্মকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও তিনি গ্রহণীয় নন, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ নির্মল হইয়াছে, সেই ব্যক্তি চিত্তের নির্মলতা সাধনের পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল (নিরবয়ব) পুরুষকে দেখিতে পান।

মন্তব্য : ন চক্ষুষা গৃহ্যতে—তাঁহার কোনও রূপ নাই বলিয়া চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না (শ)॥ ন অপি বাচা—তিনি অনির্বচনীয় বলিয়া বাক্য দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ অর্থাৎ প্রকাশ করা যায় না (শ)॥ ন অন্যৈঃ দেবৈঃ—অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না (শ)। ন তপসা—তপস্যা দ্বারা সমস্ত বস্তু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না (শ); কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা অপ্রাপ্য (উ)॥ জ্ঞানপ্রসাদেন—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের প্রতি আসক্তিজাত কলুষতা দূরীভূত হইলে জ্ঞান যখন স্বচ্ছ দর্পণ বা সলিলের মত প্রসন্ন, স্বচ্ছ, শান্তভাব ধারণ করে তখনই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয়, এই প্রকারের জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা (শ); জ্ঞানের নির্মলতা দ্বারা (উ)॥ তং পশ্যতে ধ্যায়মানঃ—সত্য প্রভৃতি সাধন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রমনে চিন্তা করিতে করিতে সেই আত্মাকে দর্শন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন (শ); সাক্ষাৎ করেন (উ)।

৫৩. এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯

অন্বয় : এষঃ অণুঃ আত্মা (এই সূক্ষ্ম আত্মা) চেতসা বেদিতব্যঃ (বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা জ্ঞাতব্য), যস্মিন্ (যে শরীরে) প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ (প্রাণবায়ু পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবিষ্ট আছে) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত চেতনা দ্বারা) প্রজানাং সর্বং চিত্তং (প্রাণীদের সমগ্র চিত্ত) ওতং (ব্যাপ্ত), যস্মিন্ বিশুদ্ধে [সতি] (যে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে) এষঃ আত্মা বিভবতি (উক্ত আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন)।

সরলার্থ : যে দেহে প্রাণবায়ু পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবিষ্ট আছে সেই দেহেই বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে। এই আত্মা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সহিত জীবের চিত্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই আত্মা বিশেষভাবে প্রকাশিত হন।

ব্যাখ্যা : প্রাণশক্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া জীবের দেহে আছে। আবার এই দেহেই অতি সূক্ষ্ম আত্মা প্রাণের প্রাণ হইয়া অবস্থিত আছেন। এই আত্মাকে আমাদের চিত্ত বা অন্তঃকরণ দ্বারা জানিতে হইবে।

স্নেহদ্বারা যেরূপ ক্ষীর, অগ্নিদ্বারা যেরূপ কাষ্ঠ ব্যাপ্ত থাকে সেইরূপ জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাদ্বারা ব্যাপ্ত আছে। চিত্তের মলিনতার জন্য আমরা স্বপ্রকাশ চেতন আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি না। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও নির্মল হইলে সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মা তাঁহার স্বরূপ এবং মহিমা প্রকাশিত করেন।

৫৪. যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥ ১০

অন্বয় : বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ) যং যং লোকম্ (যে যে লোক) মনসা সংবিভাতি (মনের দ্বারা সংকল্প করেন), যান্ চ কামান্ কাময়তে (যে সকল অভিলষিত বিষয় পাইতে ইচ্ছা করেন), [সঃ] তং তং লোকং জয়তে (তিনি সেই সেই লোক জয় করেন), তান্ চ কামান্ (সেইসকল অভিলষিত বিষয়) [লভতে] (প্রাপ্ত হন), তস্মাৎ (সেইহেতু) ভূতিকামঃ (কল্যাণকামী ব্যক্তি) আত্মজ্ঞম্ হি অর্চয়েৎ (আত্মজ্ঞেরই পূজা করিবেন)।

সরলার্থ : বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যে যে লোক পাওয়ার জন্য মনে সংকল্প করেন, যেসকল বস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই সেই লোক জয় করেন (আয়ত্ত করেন) এবং সেই কাম্য বস্তুসমূহও পান। এই কারণে ঐশ্বর্যপ্রার্থী বা কল্যাণকামী ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞের পূজা করিবেন।

ব্যাখ্যা : যিনি সেই পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানিয়া সর্বাত্মক হন তাঁহার সকল ফল-প্রাপ্তি হয়। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হন। এই অবস্থায় সমস্তই তাঁহার অধিকারে আসে, তিনি আপ্তকাম হন। এমন কোন কাম্যবস্তু থাকে না যাহা তাঁহার অধিকারের বাহিরে। তখন তিনি সত্যসংকল্প হন। যখন যাহা সংকল্প করেন তাহাই সম্পন্ন হয়, যেসকল লোক আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন সেইসকল লোক আয়ত্ত করেন, যে বস্তু পাইবার ইচ্ছা করেন তাহাই পান। এই কারণে ঐশ্বর্য লাভেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞ ও আপ্তকাম ব্যক্তির অর্চনা করিবেন। ঐরূপ অর্চনা দ্বারা তিনি আপ্তকাম ব্যক্তির অনুগ্রহে ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারেন।

যিনি সত্য আশ্রয় করিয়া আত্মার বল লাভ করিয়াছেন তাঁহার বাসনাজনিত সকল বিকল্প দূর হওয়ায় অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, সুতরাং তাঁহার চিত্তে এমন কোনরূপ বাসনা বা অভিলাষ হয় না যাহা লাভ করিবার তিনি অনুপযুক্ত। তাই তিনি এমন লোক ভাবেন না বা এমন অভিলাষ করেন না যাহা কখনও তাঁহার হস্তগত হইবে না। তিনি আত্মজ্ঞ ব্যক্তি। যাহারা আত্মোন্নতি চায় তাহাদের তদ্ভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। তদ্ভাবাপন্ন হইতে গেলেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সেবা-বন্দনা চাই। তাই উপনিষদ এখানে ভক্তি-সমুচিত সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন।

তৃতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

৫৫. স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১

অন্বয় : সঃ (সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ) এতৎ পরমং ধাম ব্রহ্ম (এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে) বেদ (জানেন), যত্র বিশ্বং নিহিতং [অস্তি] (যাহাতে বিশ্ব নিহিত আছে), [যৎ] শুভ্রং ভাতি (যিনি শুদ্ধ এবং প্রকাশমান), যে অকামাঃ ধীরাঃ হি (যে নিষ্কাম জ্ঞানিগণ) পুরুষম্ উপাসতে (সেই পুরুষের উপাসনা করেন) তে এতৎ শুক্রম্ অতিবর্তন্তি (তাঁহারা এই শুক্রসম্ভূত দেহ অতিক্রম করেন)।

সরলার্থ : যাঁহাতে এই জগৎ নিহিত আছে, যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ সেই পরম ধাম (আশ্রয়) ব্রহ্মকে জানেন। যে সকল নিষ্কাম জ্ঞানী পরম পুরুষের উপাসনা করেন তাঁহারা মানবজন্ম অতিক্রম করেন অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে আত্মজ্ঞ পুরুষের কথা বলা হইয়াছে তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয়, সমগ্র বিশ্বের আধার, স্বজ্যোতিতে বিশুদ্ধ, বিমলরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মকে জানেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মধাম একই বস্তু। যেসকল সাধক নিষ্কাম হইয়া সেই পরম পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

ভাষ্যকার (শংকর) 'পুরুষ' শব্দে আত্মজ্ঞ পুরুষ অর্থ করিয়াছেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবাদ্বারা বিভূতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদ্বারা জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ পূর্বশ্লোকে ঐশ্বর্যপ্রার্থী, সকাম উপাসকদের কথা বলা হইয়াছে ; এই শ্লোকে নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের কথা বলা হইল।

৫৬. কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২

অন্বয় : যঃ কামান্ মন্যমানঃ কাময়তে (যে ব্যক্তি কাম্যবস্তুসমূহের চিন্তা করিয়া উহাদের আকাঙ্ক্ষা করে), সঃ (সেই ব্যক্তি) কামভিঃ (সেইসকল কামনা দ্বারা) তত্র তত্র জায়তে (সেইসকল কামোপভোগের উপযোগী লোকসমূহে জন্মগ্রহণ করে); পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনঃ তু (যাঁহার কামনাসমূহ পূর্ণ হইয়াছে এবং যিনি কৃতাত্মা অর্থাৎ কৃতার্থ হইয়াছেন এইরূপ পুরুষের) সর্বে কামাঃ (সমস্ত কামনা) ইহ এব প্রবিলীয়ন্তি (ইহলোকেই বিলুপ্ত হয়)।

সরলার্থ : কামনা চরিতার্থতাকেই কৃতার্থতা মনে করিয়া যে ব্যক্তি কাম্যবস্তুসমূহের আকাঙ্ক্ষা করে সেই ব্যক্তি কামনাসমূহের সহিত সেইসকল কাম্যবিষয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যিনি পূর্ণকাম হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ইহলোকেই তাঁহার সমস্ত কামনা বিলীন হইয়া যায়।[1]

---

[1] কঠ, ২।৩।১৪ ও ২।৩।১৫ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যা : কামনাসমূহের পরিতৃপ্তি হইলেই যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে তাহার চিত্তে সর্বদা কামনারই উদয় হয়। কাজেই সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর কামনা দ্বারা চালিত হইয়া এমন সব লোকে জন্মগ্রহণ করে যেখানে তাহার কামনার পূরণ হইতে পারে। কামনাই তাহার পুনর্জন্ম লাভের কারণ হয়।

কিন্তু আত্মাকে লাভ করিয়া যিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, যিনি আপ্তকাম, তাঁহার সমস্ত কামনা ইহলোকেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ ব্যক্তিকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কারণ কামনাসমূহের আকর্ষণই জীবের লোক হইতে লোকান্তরে জন্মলাভের হেতু। যাঁহার সমস্ত কামনা ইহজীবনেই বিলীন হয় তাঁহার জন্ম হইবে কোথা হইতে?

৫৭. নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ৩

অন্বয় : অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) প্রবচনেন ন লভ্যঃ (বেদাধ্যয়ন দ্বারা পাওয়া যায় না), ন মেধয়া (অবধারণ-শক্তি দ্বারা লভ্য নন), বহুনা শ্রুতেন ন (বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও নন); এষঃ যম্ এব বৃণুতে (ইনি যাহাকে বরণ করেন) তেন এব লভ্যঃ (তাহা দ্বারাই লভ্য); তস্য (তাহার নিকটে) এষঃ আত্মা (এই আত্মা) স্বাং তনূং বিবৃণুতে (স্বীয় পারমার্থিক রূপ প্রকাশ করেন)।

সরলার্থ : উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। মেধা বা গ্রন্থের অর্থাবধারণ দ্বারা অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও ইঁহাকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন (যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন) তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকট এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশিত করেন।[1]

মন্তব্য : অয়ম্ আত্মা প্রবচনেন ন লভ্যঃ—যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, যাঁহাকে লাভ করাই পরম পুরুষার্থ সেই আত্মাকে বেদ ও শাস্ত্রের অধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না (শ)॥ এষঃ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্—এই আত্মা অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়ে স্বীয় উৎকৃষ্ট তনু অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপটিকে প্রকাশিত করেন। ঘটাদি যেমন আলোক হইলেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বিদ্যা [জ্ঞান] হইলেই আত্মা প্রকাশিত হন। সুতরাং অন্য সাধন ত্যাগ করিয়া আত্মাকে প্রার্থনা করাই আত্মাকে লাভ করার সাধন (শ)।

৫৮. নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪

অন্বয় : অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) বলহীনেন ন লভ্যঃ (বলহীনের লভ্য নহে), প্রমাদাৎ ন চ (অমনোযোগী বা অনবধান হইলেও তাঁহাকে লাভ করা যায় না), অলিঙ্গাৎ তপসঃ বা অপি [ন] (বৈরাগ্যহীন তপস্যা দ্বারাও ইঁহাকে লাভ করা সম্ভব নয়); যঃ তু বিদ্বান্ (কিন্তু যে বিদ্বান পুরুষ) এতৈঃ উপায়ৈঃ যততে (এইসকল উপায়ে সযত্নে চেষ্টা করেন), তস্য এষঃ আত্মা (তাঁহার আত্মা) বিশতে ব্রহ্মধাম (ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে)।

সরলার্থ : যাহাদের আত্মনিষ্ঠা-জনিত বীর্য নাই, যাহারা অনাত্ম বিষয়ে আসক্তি-মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন, যাহারা অশাস্ত্রীয় তপস্যায় রত তাহারা এই আত্মাকে লাভ

[1] কঠ : ১।২।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

করিতে পারে না। কিন্তু যে বিবেকী পুরুষ এইসকল সাধন অবলম্বনে তৎপর হইয়া যত্ন করেন তাঁহার আত্মা সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে প্রবেশ করে।

ব্যাখ্যা : আত্মাকে কি উপায়ে লাভ করা যায় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। 'বল' শব্দে এখানে শারীরিক কি মানসিক বল (physical and intellectual powers) নহে, আত্মনিষ্ঠা এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য একাগ্রতার দ্বারা যে বীর্য লাভ হয় তাহাকেই বল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই বল যাহাদের নাই, যাহাদের দুর্বল চিত্ত বিষয়-কামনা, সংসারের প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত ও বিক্ষিপ্ত হয় তাহারা আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

বিষয়ে আসক্তিবশতঃ যাহারা আত্মনিষ্ঠায় অবহিত নয় তাহারাও আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। বৈরাগ্য-বিহীন তপস্যা দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। 'লিঙ্গ' শব্দে বোঝায় বিষয়ে অনাসক্তি বা বৈরাগ্য। 'তপস্যা' শব্দের অর্থ আত্মার ধ্যান, মনন প্রভৃতি উপাসনামূলক কার্য। কিন্তু বিষয়ে বৈরাগ্যই প্রকৃত তপস্যার চিহ্ন বা লক্ষণ (লিঙ্গ)।

যে জ্ঞানী ব্যক্তি একাগ্রতা দ্বারা লব্ধ বীর্যে বলীয়ান হইয়া কেবল আত্মনিষ্ঠায় অবহিত থাকেন এবং বৈরাগ্য-সমন্বিত তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে পাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

মন্তব্য : এতৈঃ উপায়ৈঃ—বল, অপ্রমাদ, সন্ন্যাস ও জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা (শ)।

৫৯. সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫

অন্বয় : এনং সংপ্রাপ্য (ইহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া) ঋষয়ঃ (ঋষিগণ) জ্ঞানতৃপ্তাঃ (জ্ঞানতৃপ্ত), কৃতাত্মানঃ (কৃতাত্মা), বীতরাগাঃ (স্পৃহাশূন্য), প্রশান্তাঃ [ভবন্তি] (এবং সংযতেন্দ্রিয় হন); যুক্তাত্মানঃ তে ধীরাঃ (সমাহিতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তিগণ) সর্বগং (সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে) সর্বতঃ প্রাপ্য (সর্বত্র প্রাপ্ত হইয়া) সর্বম্ এব আবিশন্তি (পূর্ণব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন)।

সরলার্থ : এই আত্মাকে সম্যক্ জানিয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই জ্ঞান দ্বারাই তৃপ্ত হন, তাঁহাদের আত্মা কৃত (ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত) হয়, তাঁহাদের বিষয়াসক্তি দূর হয় এবং তাঁহাদের চিত্ত সর্বপ্রকার বিক্ষোভবর্জিত হইয়া শান্ত হয়। এই প্রকারের বিবেকবান নিত্য-সমাহিত-স্বভাব পুরুষগণ সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্বত্র লাভ করিয়া (সমস্তই ব্রহ্ম, এরূপ উপলব্ধি করিয়া) সর্বাত্মক ব্রহ্মে প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যা : দ্রষ্টা ঋষিগণ আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জ্ঞানে তৃপ্ত হন। অজ্ঞানী লোক বিষয়ভোগে তৃপ্তি অনুভব করে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণ বিষয়ে আনন্দ বা তৃপ্তি পান না। ব্রহ্মজ্ঞানেই তাঁহাদের আনন্দ। ইঁহারা কৃতাত্মা হন। ইঁহাদের আত্মা সমস্ত মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া সংস্কৃত হয়। ইঁহারা জীবভাব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। বিষয়াসক্তি দূরীভূত হওয়াতে ইঁহাদের ইন্দ্রিয় সংযত ও চিত্ত প্রশান্ত হয়। ইঁহারা সর্বব্যাপী সর্বগত ব্রহ্মকে সর্বত্র প্রাপ্ত হন এবং কেবল নিজেদের হৃদয়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন না, এই বিশ্বের সর্বত্র সর্ব বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন করেন।

৬০. বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে ॥ ৬

অন্বয় : বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্ত-বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সুনিশ্চিত হইয়াছে), সন্ন্যাসযোগাৎ শুদ্ধসত্ত্বাঃ (সন্ন্যাস-যোগ দ্বারা যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন) তে সর্বে যতয়ঃ (সেইসকল যতিগণ) পরামৃতাঃ (পরামৃত অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হইয়া) পরান্তকালে (দেহ পরিত্যাগ সময়ে) ব্রহ্মলোকেষু পরিমুচ্যন্তি (ব্রহ্মলোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া সর্বথা মুক্ত হন)।

সরলার্থ : বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় যে পরমাত্মা তাঁহাকে যাঁহারা সুনিশ্চিতভাবে জানিয়াছেন, সন্ন্যাস (অর্থাৎ কাম্যকর্ম পরিত্যাগ) দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে—এই রকম প্রযত্নশীল সাধকগণ জীবিতাবস্থায় ব্রহ্মভূত হন এবং দেহ-পরিত্যাগ কালে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন।

ব্যাখ্যা : বেদের যে ভাগে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে তাহাই বেদান্ত। সাধারণতঃ বেদের শেষভাগ উপনিষৎসমূহকেই বেদান্ত বলা হয়। বেদান্ত হইতে ব্রহ্মবিষয়ে যে বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই বেদান্ত-বিজ্ঞান। বেদান্ত-বিজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সাক্ষাৎ দর্শন দ্বারা যাঁহারা দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছেন তাঁহারাই 'বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ'।

সন্ন্যাস-যোগ দ্বারা যে সকল সাধকের চিত্ত নির্মল হইয়াছে তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্বমতি। এখানে 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ কামনা-বাসনা ও বিষয়াসক্তির ত্যাগ। ইহা আন্তরিক সন্ন্যাস, বাহ্যিক ত্যাগ নয়। কাজেই ইঁহারা কর্মত্যাগী নন, ইঁহারা কাম্যকর্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন।[১] ইঁহারা দেহত্যাগের পর ব্রহ্মভূত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করেন।

মন্তব্য : সন্ন্যাসযোগাৎ—সর্বকর্ম-পরিত্যাগ-রূপ অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠা-স্বরূপ যোগ হইতে (শ) ; সর্বকর্ম-সমর্পণ ও ভগবদনুস্মরণ-রূপ যোগ হইতে (উ)। শুদ্ধসত্ত্বাঃ—সন্ন্যাসযোগ দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে অন্তঃকরণ যাহাদের (শ)। পরান্তকালে—সংসারিগণের যে মরণকাল তাহার নাম অপরান্তকাল। মুমুক্ষুগণের সংসারাবসানে যে দেহত্যাগকাল উপস্থিত হয় তাহা অপরান্ত কাল অপেক্ষা পর [শ্রেষ্ঠ] বলিয়া তাহার নাম পরান্তকাল, সেই সময়ে (শ) ॥ ব্রহ্মলোকেষু—ব্রহ্মই লোক, ব্রহ্মলোক। 'ব্রহ্মলোক' শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, সাধকগণের বহুত্বহেতু বহুবচন সিদ্ধ হইয়াছে (শ) ॥ পরামৃতাঃ—পর অমৃত [অমরণ-ধর্মক ব্রহ্ম] আত্মভূত যাঁহাদের তাঁহারাই পরামৃত অর্থাৎ জীবিতকালেই ব্রহ্মভূত (শ)। পরিমুচ্যন্তি—প্রদীপ নির্বাণের ন্যায়, ভগ্নঘটস্থ আকাশের ন্যায় সর্বত্র মুক্ত হন, মুক্তির জন্য অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হয় না (শ) ; সর্বথা মুক্ত হন (উ)।

৬১. গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি ॥ ৭

অন্বয় : [তেষাম্] পঞ্চদশ কলাঃ (তাহাদের দেহারম্ভক অংশসমূহ) প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ [ভবন্তি] (উহাদের নিজ নিজ কারণে প্রবিষ্ট হয়), সর্বে দেবাঃ চ (সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ) প্রতিদেবতাসু [গতাঃ ভবন্তি] (নিজ নিজ অধিষ্ঠাতৃ দেবতাতে প্রবেশ করে), কর্মাণি (কর্মসকল) বিজ্ঞানময়ঃ চ আত্মা (বিজ্ঞানময় আত্মা) সর্বে (এইসকল) পরে অব্যয়ে একীভবন্তি (অব্যয় পরব্রহ্মে একত্ব লাভ করে)।

সরলার্থ : তাঁহাদের প্রাণাদি পঞ্চদশ দেহোৎপাদক কলা (অংশ)[১] নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা বা কারণে বিলীন হয়। দেহাশ্রিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়স্থ দেবতাসকল আদিত্য প্রভৃতি মূল দেবতায় লীন হয়। অপ্রবৃত্ত-ফল কর্মসমূহ এবং মনোবুদ্ধিযুক্ত আত্মা—সমস্তই সর্বশ্রেষ্ঠ অক্ষয় আত্মাতে একীভূত হয়।

ব্যাখ্যা : এখানে দেহত্যাগের পর মুক্ত পুরুষের অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। যে পঞ্চদশ কলা দ্বারা তাঁহার দেহ গঠিত হইয়াছিল সেই কলাসমূহ স্বকীয় কারণে বিলীন হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ মূল দেবতা আদিত্য ইত্যাদিতে গমন করে। উঁহার সমস্ত কর্ম এবং মন-বুদ্ধি দ্বারা অর্জিত সমস্ত বিজ্ঞান সহ জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করে। ব্রহ্ম হইতে পৃথক স্বতন্ত্র জীবরূপে তাঁহার কোনও কর্ম বা অনুভূতি থাকে না। তখন তাঁহার সমস্ত কর্ম ও জ্ঞান ব্রহ্মের সহিত সমাধা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে সম্পন্ন হয়।

মন্তব্য : বিজ্ঞানময়ঃ আত্মা—যিনি অবিদ্যাকৃত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযোগে আত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া জলাদিতে সূর্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হন। কর্মসমূহ বিজ্ঞানময়ের সহযোগেই তাহার ফল দিয়া থাকে। এই কারণে বুদ্ধি-বিজ্ঞানের প্রাবল্যহেতু 'বিজ্ঞানময়' অর্থ বিজ্ঞান-প্রচুর (শ) ; জীবাত্মা (উ)।

৬২. যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮

অন্বয় : যথা (যেরূপ) স্যন্দমানাঃ নদ্যঃ (প্রবহমান নদীসকল) নামরূপে বিহায় (স্বীয় নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া) সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি (সমুদ্রে অদৃশ্য হয় অর্থাৎ তাহাদের বিশেষভাব লুপ্ত হয়), তথা (সেইরূপ) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) নামরূপাৎ বিমুক্তঃ (নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া) পরাৎ পরং দিব্যং পুরুষম্ উপৈতি (সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ : যেমন প্রবহমান নদীসকল নিজ নিজ বিশিষ্ট নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অদৃশ্য হয়, সেইরকম ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় বিশিষ্ট নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর (সর্বশ্রেষ্ঠ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।[২]

ব্যাখ্যা : নদীসকল সমুদ্রে পতিত হইলে উহাদের যে অবস্থা হয় মুক্ত ব্রহ্মবিদেরও সেই অবস্থা ঘটে। নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি যে নাম এবং প্রশস্ততা প্রভৃতি যে বিভিন্ন রূপ ছিল তাহা লুপ্ত হয়। সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া উহারা নিজেদের বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলে এবং এক সমুদ্ররূপেই পরিগণিত হয়।

ব্রহ্মবিদ্ পুরুষেরও নামরূপের বিশিষ্টতা লুপ্ত হওয়াতে তিনি এক পরম পুরুষকে লাভ করিয়া তাঁহাতেই স্থিতিলাভ করেন। মুক্তির পূর্বে বিশিষ্ট নাম-রূপের আবেষ্টনী দ্বারা যে আমিত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার

---

[১] গীতায় আছে : কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ॥ ১৮।২

[১] প্রশ্ন উপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে এই সকল কলার উল্লেখ আছে।

[২] দ্রষ্টব্য, প্রশ্ন উপনিষৎ ৬।৫ মন্ত্র।

ব্যক্তিগত চেতনার পরিবর্তে তিনি বিশ্বচেতনা লাভ করেন। এ সম্পর্কে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তাঁহার 'বেদান্ত-সমন্বয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

জীব নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া পরাৎপর পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন—এরূপ বলাতে মুক্ত জীবের পরমপুরুষ প্রাপ্তি এবং তাঁহার জ্ঞানলাভে তৎস্বরূপতা উপস্থিত হইতেছে, বিলোপ হইতেছে না। জলময় নদীসকল জলময় সমুদ্রে প্রবেশ করাতে স্বরূপে ঐক্য হইতেছে, বিনাশ হইতেছে না। কেননা, জলসমুদ্রের ভিতরে তাহারা জলরূপেই আছে, সুতরাং ঐক্য বুঝাইতেছে। বিভিন্ন নাম এবং তটাদি উপাধিযোগে যে বিভিন্নতা ছিল তাহারই তিরোধান হইয়াছে। যদি নদীসকলের অবিনাশ স্বীকার কর, তাহা হইলে মুক্ত জীবসমূহেরও জীবচৈতন্য তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে; এবং জীবচৈতন্য থাকিলেই তাহার ভোক্তৃত্ব পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে।

৬৩. স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৯

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ (যে কোনও ব্যক্তি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন), সঃ ব্রহ্ম এব ভবতি (তিনি ব্রহ্মই হন); অস্য কুলে (ইঁহার বংশে) অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি (কেহ অব্রহ্মবিদ্ হন না), [সঃ] শোকং তরতি (তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন), পাপ্মানং তরতি (পাপকে অতিক্রম করেন), গুহাগ্রন্থিভ্যঃ বিমুক্তঃ [সন্] (হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া) অমৃতঃ ভবতি (অমৃতত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ ঃ যে কেহ এই পরম ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই (ব্রহ্মভূত) হন। তাঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মবিদ্ জন্মে না। তিনি সর্বপ্রকার শোক-দুঃখ হইতে মুক্ত হন এবং ধর্মাধর্ম পাপ-পুণ্যকে অতিক্রম করেন। তিনি হৃদয়স্থ অহংজ্ঞান-রূপ অবিদ্যামূলক গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ যিনি পরব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ তাঁহাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন, তিনি ব্রহ্মই হন। ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ তিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন, ব্রহ্মভূত হন। ব্রহ্মভূত হইয়া তিনি সমস্ত শোক-দুঃখের অতীত হন, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার হৃদয়ে অবিদ্যাজনিত যে সকল বন্ধন থাকে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হন।

৬৪. তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্ ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥ ১০

অন্বয় ঃ ঋচা (ঋক্ মন্ত্রদ্বারা) তৎ এতৎ অভ্যুক্তম্ (সেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে), [যে] ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়াঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ [পুরুষাঃ] (যে সকল ক্রিয়াবান বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ) শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাবান হইয়া) স্বয়ম্ একর্ষিং জুহ্বতে (নিজে

একর্ষি নামক অগ্নিতে হোম করেন), যৈঃ তু (যাঁহাদের দ্বারা) বিধিবৎ (যথাবিধি) শিরোব্রতং চীর্ণম্ (শিরোব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছে) তেষাম্ এব এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে)।

সরলার্থ ঃ ঋক্ মন্ত্রদ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে—যে ক্রিয়াবান, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত একর্ষি নামক অগ্নিতে হোম করেন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিরোব্রতের (আথর্বণদিগের কৃত মস্তকে অগ্নিধারণ-রূপ ব্রতের) অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে।

ব্যাখ্যা ঃ আচার্য কাহাকে এই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন তাহা আলোচনার পর এই উপনিষদের উপসংহার করা হইয়াছে।

যাঁহারা ক্রিয়াবান অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রমোচিত কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা উপনিষদসহ বেদের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ইচ্ছুক, যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া একর্ষি নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁহারা ব্রতচারী তাঁহাদিগকেই আচার্য ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিবেন।

৬৫. তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ, নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ পুরা (পূর্বকালে) ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরা নামক ঋষি) তৎ এতৎ সত্যম্ উবাচ (সেই সত্যস্বরূপ পুরুষকে বলিয়াছিলেন), অচীর্ণব্রতঃ (যিনি ব্রতাচরণ করেন নাই) এতৎ ন অধীতে (তিনি ইহা পাঠ করেন না), পরমঋষিভ্যঃ নমঃ (পরম ঋষিদিগকে নমস্কার), পরমঋষিভ্যঃ নমঃ (পরম ঋষিদিগকে নমস্কার)।

সরলার্থ ঃ পূর্বকালে অঙ্গিরা ঋষি শৌনককে এই সত্যস্বরূপ পুরুষেরই উপদেশ দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ব্রতাচরণ করেন নাই তিনি ইহা পাঠ করেন না। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার, পরম ঋষিদিগকে নমস্কার।

মন্তব্য ঃ ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ উবাচ—শৌনক যথাবিধি অঙ্গিরা ঋষির নিকট উপস্থিত হইলে তিনি শৌনককে এই সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ দিয়াছিলেন। এই প্রকারে অপর আচার্যগণও যথাবিধি উপাগত শ্রেয়ার্থী মুমুক্ষুদিগকে মোক্ষের নিমিত্ত উপদেশ দিবেন, ইহাই অভিপ্রায় (শ) ॥ ন এতৎ অচীর্ণব্রতঃ অধীতে—যিনি ব্রতাচরণ করেন নাই তিনি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না, কারণ যাঁহারা ব্রত আচরণ করেন তাঁহাদের বিদ্যাই সংস্কৃত হইয়া ফল প্রদান করে (শ)।

মাণ্ডূক্য উপনিষদ

সূচনা

অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডূক্যোপনিষদে মাত্র বারোটি মন্ত্র আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মাণ্ডূক বা মাণ্ডূক্য ঋষি এই উপনিষদের দ্রষ্টা এবং তাঁর নাম অনুসারেই এই উপনিষদের নাম হয়েছে। যেহেতু আচার্য শংকর বা রামানুজ কেউ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই উপনিষদের উল্লেখ করেন নি, তাতে অনুমান হয় যে, ব্রহ্মসূত্রের পর এই উপনিষদ রচিত হয়েছিল। তবে একথা সর্ববাদিসম্মত যে, প্রামাণিক (বৈদিক) বারখানি উপনিষদের মধ্যে এখানি অন্যতম।

আচার্য শংকরের গুরু গোবিন্দপাদের গুরু গৌড়পাদ এই উপনিষদের একখানা 'কারিকা' লিখেছেন। রাধাকৃষ্ণণের মতে এটি অদ্বৈত দর্শনের সর্বপ্রথম সুসঙ্গত ব্যাখ্যা। আচার্য শঙ্কর, মধ্ব ও রংগরামানুজ কারিকা সহ এই উপনিষদখানির ভাষ্য লিখেছেন।

অধিকাংশ উপনিষদে যেরূপ কোন আখ্যায়িকার মাধ্যমে বা কথোপকথনচ্ছলে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এই উপনিষদে সেরূপ কোন রীতির অনুসরণ করা হয় নি। এখানে ওংকার অবলম্বনে ব্রহ্মোপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। প্রণবের (ওংকারের) যেমন অ, উ, ম্—এই তিনটি ভাগ আছে, জীবেরও তেমনি দৈনন্দিন জীবনে তিন প্রকার অবস্থা হয়ঃ জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। যে অবস্থায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় অনুভব করা হয়, তার নাম জাগরণ। যে অবস্থায় চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে, একমাত্র মনই জাগরণকালীন অনুভবের বলে নানা বিষয় প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করে থাকে, সে অবস্থাই স্বপ্ন। আর যে অবস্থায় মনও বৃত্তিশূন্য, নির্ব্যাপার হয়ে পড়ে, শুদ্ধ আত্মার আনন্দময় স্বরূপটি অস্ফুট প্রকাশ পায়, সে অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। ব্রহ্মের সেই বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামক পাদত্রয় ওংকারের তিনটি মাত্রা এবং জীবের তিন অবস্থার সমতুল্য। এই পাদত্রয়ের অতীত পাদই নির্বিশেষ তুরীয় পাদ—তিনি মাত্রাহীন ওম্। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, বৈশ্বানর-তৈজস-প্রাজ্ঞ তুরীয়ে একীভূত।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—সসীম আত্মার এই তিনটি অবস্থা আত্মার দ্বৈতভাবের পরিচয়। কারণ জ্ঞেয়-জ্ঞাতা সম্পর্ক এতে বিদ্যমান। কিন্তু আত্মার যখন চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা হয়, তখন আত্মার আর দ্বৈতভাব থাকে না, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা সম্পর্ক লোপ পায়—তিনি অসীম আত্মায় পর্যবসিত হন।

সসীম-অসীম পরস্পরে আপেক্ষিক শব্দ। অসীম ছাড়া সসীম যেমন অর্থহীন, সসীম ছাড়া অসীমও তেমনি নিরর্থক। বস্তুত চতুর্থ অবস্থা—যা অসীমের অবস্থা, অসীমের স্বরূপ—তাতে কোন অভাব কল্পিত হতে পারে না। তাতে দেশ, কাল, গুণ, বিজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব সমস্তই নিঃশেষরূপে বর্তমান।

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অন্বয়ঃ দেবাঃ (হে দেবগণ), কর্ণেভিঃ ভদ্রং শৃণুয়াম (আমরা কর্ণ দ্বারা যেন কল্যাণবাক্যই শ্রবণ করি), যজত্রাঃ (হে যজনীয় দেবগণ), অক্ষভিঃ ভদ্রং পশ্যেম (চক্ষু দ্বারা আমরা যেন কল্যাণকর বিষয় দর্শন করি), স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ [চ] (দৃঢ়, অচঞ্চল অবয়বসমূহ ও শরীরের দ্বারা), তুষ্টুবাংসঃ (তোমাদের স্তব করিয়া) দেবহিতং যৎ আয়ুঃ (দেবগণের দ্বারা বিহিত যে আয়ু) [তৎ] ব্যশেম (তাহা যেন প্রাপ্ত হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

সরলার্থঃ হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন কল্যাণপ্রদ বাক্যসমূহই শ্রবণ করি। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষু দ্বারা যেন মঙ্গলকর বিষয়সকল দর্শন করি। স্থির দৃঢ় শরীর এবং অবয়বের দ্বারা তোমাদের স্তুতি করিয়া যেন দেবগণের বিহিত আয়ু প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

মাণ্ডূক্য উপনিষদ

১. ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং, তস্যোপব্যাখ্যানম্— ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদিতি
সর্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১

অন্বয়ঃ ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ (ওম্ এই অক্ষরই) ইদং সর্বম্ (এই সমস্ত), তস্য উপব্যাখ্যানম্ (তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে), ভূতম্ ভবৎ ভবিষ্যৎ (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) ইতি সর্বম্ ওঙ্কারঃ এব (এই সমুদয় ওঙ্কারই), যৎ চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং (ত্রিকালের অতীত আর যাহা কিছু আছে) তৎ অপি ওঙ্কারঃ এব (তাহাও ওঙ্কারই)।

সরলার্থ ঃ এই সমস্ত জগৎই 'ওম্' এই অক্ষরস্বরূপ। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—যাহা কিছু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই সবই ওঙ্কার; ত্রিকালের অতীত আর যাহা কিছু আছে তাহাও ওঙ্কার।

ব্যাখ্যা ঃ অন্যান্য উপনিষদে ওম্ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে—সমস্ত বেদ যে পদ (প্রাপ্তব্য বস্তুকে) প্রতিপাদন করেন, সমস্ত তপস্যা যাঁহার উদ্দেশ্যে করা হয়, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া সাধকগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই প্রাপ্তব্য বস্তুই ওম্ (কঠ ১।২।১৫)। ওঙ্কারই পর ও অপর ব্রহ্ম (প্রশ্ন ৫।৭)। ওঙ্কারই এই সমস্ত (ছান্দোগ্য ২।২৩।৩)। আত্মাকে ওম্ বলিয়া উপাসনা করিবে (মুণ্ডক ২।২।৬)।

'ওম্' পরমাত্মার বা ব্রহ্মের নাম। ওম্ শব্দকে আবার ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়। শালগ্রামকে অবলম্বন করিয়া যেমন বিষ্ণুপূজা করা হয় (এখানে শালগ্রাম বিষ্ণুর প্রতীক) সেইরূপ ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়।

এই দৃশ্যমান জগৎ 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক, অর্থাৎ 'ওম্' এই অক্ষর দ্বারা সূচিত 'ব্রহ্ম এই সমস্ত জগৎ' (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)। সেই ওঙ্কারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে। যাহা কিছু জগতে উৎপন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা কিছু বর্তমানে আছে, যাহা কিছু ভবিষ্যতে থাকিবে অর্থাৎ ত্রিকালে যাহা কিছু ছিল, আছে বা হইবে—সেই সমস্তই ওঙ্কারাত্মক। যাহা ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঙ্কার। ত্রিকালাতীত কি? এক মতে, অব্যাকৃত প্রকৃতি; অন্য মতে, পরব্রহ্ম।

২. সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২

অন্বয়ঃ সর্বম্ হি এতৎ ব্রহ্ম (এই সমস্তই ব্রহ্ম), অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মা ব্রহ্ম), সঃ অয়ম্ আত্মা চতুষ্পাৎ (সেই এই আত্মা চারিপাদ-বিশিষ্ট)।

সরলার্থ ঃ এই সকলই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মা চারি-পদ-বিশিষ্ট অর্থাৎ ইঁহার চারিটি অবস্থা।

ব্যাখ্যা ঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—এই সমস্তই ব্রহ্ম, কারণ তাঁহা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে।[১] এই

[১] সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি ॥ ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১

মন্ত্রে বলা হইতেছে যে এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। পূর্বে যে সমস্তকে ওমাত্মক বলা হইয়াছে তাহা সমস্তই ব্রহ্মাত্মক।

এখানে বলা হইয়াছে—এই আত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মা কোন আত্মা? এই বিষয়ে দুইটি মত; এক মত অনুসারে এখানে যে অন্তর্যামী আত্মার কথা বলা হইয়াছে তিনি আমাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমাদের চালনা করেন।[১] অন্য মত অনুসারে আত্মা এক—বিশ্ব জুড়িয়া একই আত্মা বিরাজমান। ইনিই প্রত্যগ্ বা আন্তর আত্মা রূপে আমাদের মধ্যে আছেন। এই আত্মাকেই 'অয়ম্ আত্মা' বলা হইয়াছে।

এখানে আরো বলা হইয়াছে—আত্মা চতুষ্পাদ বা চারি-অংশ-বিশিষ্ট। বাস্তবিক আত্মার কোন বিভাগযোগ্য অংশ নাই—তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যানের জন্য, আমাদের বোধের জন্য বা উপাসনার জন্য আত্মার চারি পাদের কল্পনা করা হইয়াছে। এই চারি পাদ গরুর চার পায়ের ন্যায় নয়। এক টাকায় যেমন একশত পয়সার বিভাগ আছে, কতকটা সেই রকম।

আত্মা কি ইহা বুঝিবার জন্য বলা হইল—এই আত্মাই ব্রহ্ম। পরোক্ষভাবে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয় প্রত্যক্ষভাবে তিনিই আত্মা। আত্মা দূরের বস্তু নয়, তিনি অনুভবযোগ্য। সমগ্র আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে একত্রে উপদেশ দিলে আত্মা বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা কষ্টকর হইবে মনে করিয়া আত্মাকে বুঝাইবার জন্য চারি ভাগে কল্পনা করিয়া স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম—এই চারি অংশে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পরবর্তী মন্ত্রে স্থূল অবস্থার কথা বলা হইতেছে।

মন্তব্য ঃ চতুষ্পাৎ—কার্ষাপণের [কাহনের] ন্যায় চারি পাদ [অংশ] বিশিষ্ট। বাস্তবিক ব্রহ্মের কোন পাদ বা অংশ নাই, চারি পাদ কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। চারি পাদ ঃ (১) বৈশ্বানর [তৃতীয় মন্ত্রে বিবৃত], (২) তৈজস [চতুর্থ মন্ত্রে], (৩) প্রাজ্ঞ [পঞ্চম মন্ত্রে] এবং (৪) তুরীয় [সপ্তম মন্ত্রে]। বিশ্বকে তৈজসে, তৈজসকে প্রাজ্ঞে, প্রাজ্ঞকে তুরীয়ে বিলীন করিলে তুরীয়কে উপলব্ধি করা যায় (শ)।

৩. জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ
প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ জাগরিতস্থানঃ বহিঃপ্রজ্ঞঃ (জাগ্রতাবস্থায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা), সপ্তাঙ্গঃ (সপ্ত-অঙ্গ বিশিষ্ট), একোনবিংশতিমুখঃ (উনিশটি মুখ-সমন্বিত), স্থূলভুক্ (শব্দাদি স্থূল বিষয়ের ভোক্তা), বৈশ্বানরঃ (বিশ্বরূপ পুরুষ) প্রথমঃ পাদঃ (ইহাই প্রথম পাদ)।

সরলার্থ ঃ যিনি জাগ্রত অবস্থায় বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা, সাতটি যাঁহার অঙ্গ, উনিশটি যাঁহার মুখ বা উপলব্ধির দ্বার এবং যিনি শব্দাদি স্থূল বিষয় ভোগ করেন, সেই বিশ্বরূপ পুরুষই আত্মার প্রথম পাদ।

ব্যাখ্যা ঃ চারি পাদের মধ্যে প্রথম পাদকে বলা হইয়াছে বৈশ্বানর। তিনি নরগণের অনেক প্রকার সুখাদি বিধান করেন বলিয়া অথবা তিনি বিশ্ব (সকল) নররূপে বা সকল নরের আত্মারূপে বিদ্যমান বলিয়া তিনি বৈশ্বানর। জাগ্রত অবস্থা তাঁহার

[১] বৃহদারণ্যক, ৩।৭।৩ হইতে ৩।৭।২৩ মন্ত্রসমূহ দ্রষ্টব্য।

স্থান বা ক্রিয়াভূমি। তিনি জাগ্রত অবস্থার আত্মা। তাঁহার জ্ঞান বা অনুভূতি বাহ্য বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাই তিনি স্থূলভুক্।

তিনি সপ্তাঙ্গ—দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, আদিত্য তাঁহার চক্ষুদ্বয়, বায়ু তাঁহার প্রাণ, জল তাঁহার মূত্রাশয় এবং পৃথিবী তাঁহার পদযুগল।[১]

তাঁহার উনিশটি মুখ হইল উপলব্ধির দ্বার, যথা: পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং চারিটি অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার)। এই উনিশটি দ্বারের সাহায্যে তিনি স্থূল বিষয় ভোগ করেন। স্বীয় আত্মা হইতে বিভিন্ন শব্দাদি বিষয়ে তাঁহার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তি, সেই জন্য তাঁহাকে বহিঃপ্রজ্ঞ বলা হয়। বৈশ্বানরকে কেহ কেহ বিরাট্ বলেন।

মন্তব্য: প্রথমঃ পাদঃ—সমস্ত দেহ হইতে অভিন্ন বলিয়া ইহা প্রথম পাদ, অন্যান্য পাদের জ্ঞানলাভের পূর্বে ইহাকে জানিতে হয় বলিয়া ইহাই প্রথম পাদ (শ)।

৪. স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

অন্বয়: স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (স্বপ্নাবস্থায় অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতা), সপ্তাঙ্গঃ (সপ্ত-অঙ্গ-বিশিষ্ট); একোনবিংশতিমুখঃ (উনিশটি মুখ-সমন্বিত), প্রবিবিক্তভুক্ (সূক্ষ্মবিষয়-ভোগী) তৈজসঃ (তৈজস নামক) দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (ইনি দ্বিতীয় পাদ)।

সরলার্থ: যিনি স্বপ্নাবস্থায় অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতা, যাঁহার (পূর্বোক্ত) সাতটি অঙ্গ ও উনিশটি মুখ এবং যিনি শুধু সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করেন, তিনি তৈজস। এই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ।

ব্যাখ্যা: আত্মার দ্বিতীয় পাদকে বলা হইয়াছে তৈজস। শব্দাদি বিষয় বিহীন, কেবল প্রকাশ-স্বরূপ প্রজ্ঞা (জ্ঞানের আশ্রয়) বা অনুভবকারী বলিয়া তাঁহাকে তৈজস বলা হইয়াছে।

তিনি স্বপ্নস্থান—স্বপ্নাবস্থাই তৈজস আত্মার ক্রিয়াভূমি। জাগ্রত অবস্থায় একটা বাহ্য জগৎ থাকে। সেই বাহ্য জগৎকে বৈশ্বানর আত্মা অনুভব করেন। কিন্তু মানুষ যখন নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখে, তখন স্বপ্নাবস্থাই কর্মজগৎ এবং অনুভবের জগৎ হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা যাহা দেখি, করি, শুনি, তাহার ফলে একটা সংস্কার বা বাসনা আমাদের মনে থাকে। চিত্রিত বস্ত্রের ন্যায় এই সকল সংস্কার বা বাসনা আমাদের মনে গাঁথিয়া যায়। এইগুলিই জাগ্রত অবস্থার ন্যায় স্বপ্নে প্রতিভাত হয়। স্বপ্নাবস্থায় এই স্ব-প্রকাশ দ্রষ্টা আত্মা মনের সংস্কার বা কামনা অনুভব করে। এই তৈজস আত্মা অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহার প্রজ্ঞা বা জ্ঞান বাহ্য-বিষয়বিহীন—কেবল মনের সংস্কার বা বাসনায় প্রতিষ্ঠিত, বাহিরের কোন কিছু নাই। সেইজন্য তিনি প্রবিবিক্তভুক্—সূক্ষ্মবিষয় ভোগকারী। সপ্তাঙ্গ এবং উনিশ মুখ তৈজসে থাকে।

সংক্ষেপে তৈজস আত্মা স্বপ্নাবস্থায় বিষয়হীন অনুভূতিমাত্র পায়। সেই স্বপ্ন বা অনুভূতিসমূহের কারণ কর্মজনিত সংস্কার ও মনের বাসনা।

---

[১] ছান্দোগ্য, ৫।১২।১ হইতে ৫।১৮।২ মন্ত্রে এই সপ্তাঙ্গ বৈশ্বানর আত্মার বিবরণ আছে।

মন্তব্য: প্রবিবিক্তভুক্—যিনি প্রবিবিক্ত [সূক্ষ্ম] বিষয় ভোগ করেন তিনি প্রবিবিক্তভুক্। পূর্বোক্ত 'বিশ্ব' নামীয় প্রথম পাদের শব্দাদি স্থূল বিষয়সমূহের ভোগ বিদ্যমান থাকে, এজন্য স্থূল প্রজ্ঞা উহার ভোজ্য, 'তৈজস' নামীয় পাদে কেবল বাসনাত্মিকা প্রজ্ঞাই উহার ভোজ্য, এজন্য এই পাদকে প্রবিবিক্তভুক্ বলা হইয়াছে (শ)। তৈজসঃ— শব্দাদি বিষয়হীন, কেবল প্রকাশস্বরূপ প্রজ্ঞার [জ্ঞানের] বিষয়ী [জ্ঞাতা, ভোক্তা] বলিয়া উহার নাম তৈজস (শ)।

৫. যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫

অন্বয়: যত্র সুপ্তঃ (যে অবস্থায় সুপ্ত হইয়া) ন কঞ্চন কামম্ কাময়তে (লোকে কোনও কাম্যবস্তু কামনা করে না), ন কঞ্চন স্বপ্নম্ পশ্যতি (কোনও স্বপ্ন দেখে না) তৎ সুষুপ্তম্ (তাহা সুষুপ্তি)। সুষুপ্তস্থানঃ (সুষুপ্তাবস্থার অধিষ্ঠাতা) একীভূতঃ (এক অনুভূতিবিশিষ্ট), প্রজ্ঞানঘনঃ এব (প্রজ্ঞাঘন ঘনীভূত জ্ঞানের আধার), আনন্দময়ঃ (আনন্দময়), হি আনন্দভুক্ (আনন্দের ভোক্তা), চেতোমুখঃ (জ্ঞান-মুখ), প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ) তৃতীয়ঃ পাদঃ (ইনিই তৃতীয় পাদ)।

সরলার্থ: নিদ্রিত ব্যক্তি যে অবস্থায় কোন কিছু কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না সেই অবস্থাকে বলে সুষুপ্তি; যিনি (সাধক) সুষুপ্ত অবস্থায় থাকেন তিনি একীভূত (পৃথক-জ্ঞান-রহিত) প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ, আনন্দময়, আনন্দভোগী ও চেতোমুখ (জ্ঞানই যাঁহার মুখ বা অনুভবদ্বার)। সেই প্রাজ্ঞই আত্মার তৃতীয় পাদ।

ব্যাখ্যা: নিদ্রিত অবস্থায় যে পুরুষের কোন কামনা থাকে না, সে কোন স্বপ্ন দেখে না; সেটি সুষুপ্তির অবস্থা। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় মনে লয় হয়, মন আত্মাতে লয় হয়। সুষুপ্ত অবস্থায় আমি-তুমি, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, শ্রোতা-শ্রোতব্য, বিষয়-বিষয়ী প্রভৃতি দ্বৈতভাব থাকে না। সেই জন্য বলা হয় 'একীভূত'। সেইরূপ একীভূত হওয়ায় দ্বৈত ভাবগুলি লোপ হয় বলিয়া আমাদের জ্ঞানসমূহ ঘনীভূত হয়, যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। দিনের আলোতে আমরা বৈচিত্র্য দেখি, রাত্রির ঘন অন্ধকারে সেই সব বৈচিত্র্য লোপ পায়—সব একাকার হইয়া যায়; সুষুপ্তিতেও যেন সেইরূপ হয়।

সুষুপ্তির সময় প্রজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু থাকে না বলিয়া 'এব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও প্রকার শারীরিক বা মানসিক আয়াস না থাকায় এই অবস্থা আনন্দময়। সুষুপ্ত অবস্থায় কোন বিষয় বা তাহার অনুভূতি থাকে না—থাকে এক আনন্দময় অবস্থা। প্রশ্ন উপনিষদে (৪।৬) এই অবস্থাকে 'সুখ' বলা হইয়াছে। স্বরূপের আনন্দকে ভোগ করেন বলিয়া আনন্দভোগী। আচার্য শংকর বলেন, আয়াসহীন অবস্থায় স্থিত ব্যক্তি সুখী এবং আনন্দভোগী। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৩।৩২) বলা হইয়াছে: সুষুপ্তি আত্মার পরম আনন্দের অবস্থা।

তিনি চেতোমুখ—স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থা হইতেই জাগরিত বা স্বপ্নাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হয়। ইনি প্রাজ্ঞ—ভূত, ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহ প্রকৃষ্টরূপে জানেন বলিয়া সর্ববিষয়ে জ্ঞানহেতু তিনি প্রাজ্ঞ। অথবা সুষুপ্ত অবস্থায় কেবল প্রজ্ঞপ্তি বা জ্ঞানরূপতাই থাকে, সেই জন্য প্রাজ্ঞ।

৬. এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য, প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ এষঃ সর্বেশ্বরঃ (ইনি সর্বেশ্বর), এষঃ সর্বজ্ঞঃ (ইনি সর্বজ্ঞ), এষঃ অন্তর্যামী (ইনি অন্তর্যামী), এষঃ সর্বস্য যোনিঃ (ইনিই সকলের উৎপত্তিস্থান), ভূতানাং হি প্রভবাপ্যয়ৌ (ভূতসমূহের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ)।

সরলার্থঃ ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের উৎপত্তিস্থল। সকল প্রাণী ইঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া ইঁহাতেই বিলীন হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই প্রাজ্ঞই সমস্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সম্পন্ন বিচিত্র জগতের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা। ইনিই সর্বজ্ঞ—সর্ব ভেদ-অবস্থার জ্ঞাতা। ইনিই অন্তর্যামী—যিনি আমাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমাদের নিয়মিত করেন, তিনি জগতের যোনি অর্থাৎ কারণ। এই বিচিত্র জগৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়। এই প্রাজ্ঞ আত্মাই সর্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয়-স্থান। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১ মন্ত্রে) বলা হইয়াছে ঃ যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহ জাত হয়, যাঁহা দ্বারা জাত ভূতসমূহ জীবিত থাকে, যাঁহাতে প্রয়াণ করে ও প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর ; তিনিই ব্রহ্ম। অনুরূপ কথা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৪।১ মন্ত্র) পাই ঃ তাঁহা হইতেই সমস্ত জাত হয়, তাঁহাতেই বিলীন হয়, তাঁহাতেই জীবিত থাকে।

৭. নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃশ্যম্ অব্যবহার্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ অন্তঃপ্রজ্ঞং ন (অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন), বহিঃপ্রজ্ঞং ন (বাহ্যবিষয়ভুক্ত নহেন), উভয়তঃপ্রজ্ঞং ন (জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যবর্তীও নহেন), প্রজ্ঞানঘনং ন (সুষুপ্তাবস্থাপন্ন প্রজ্ঞানঘন নহেন), প্রজ্ঞং ন (সর্ববিষয়জ্ঞাতা নহেন), অপ্রজ্ঞং ন (অচেতন্য নহেন), অদৃশ্যং (জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্টিগোচর নহেন), অব্যবহার্যং (ব্যবহারযোগ্য নহেন), অগ্রাহ্যং (কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না), অলক্ষণং (অনুমানযোগ্য নহেন), অচিন্ত্যম্ (মনেরও অগোচর), অব্যপদেশ্যঃ (শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য নহেন), একাত্মপ্রত্যয়সারং (কেবলমাত্র আত্মা, এইরূপ বোধগম্য), প্রপঞ্চোপশমং (জাগ্রদাদি প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন), শান্তং (নির্বিকার বা বিকারহীন), শিবম্ (মঙ্গলময়), অদ্বৈতং (ভেদ-বিকল্পরহিত), চতুর্থং (তুরীয়), মন্যন্তে (এইরূপ মনে করা হয়)। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ (সেইরূপ আত্মাই একমাত্র জ্ঞানের বিষয়)।

সরলার্থঃ ইনি বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা নন, অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতাও নন, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যবর্তী নন, সুষুপ্ত অবস্থায় প্রজ্ঞানঘন নন, সর্বজ্ঞ নন, অচেতন্যও নন। ইনি দৃষ্টির অগোচর, লৌকিক ব্যবহারের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অনুমানের অযোগ্য, মনের অগোচর, প্রমাণ-বহির্ভূত। কেবলমাত্র আত্মারূপে ইনি অনুভবযোগ্য, জগৎ-চরাচর হইতে ভিন্ন, শান্ত, শিব ও অদ্বৈত। ইঁহাকে চতুর্থ বা তুরীয় বলা হয়। ইনিই আত্মা ইঁহাকেই জানিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এখানে আত্মার চতুর্থ বা তুরীয় পাদের কথা অর্থাৎ পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। যাঁহাকে লোকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলে সেই ব্রহ্মের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আত্মার এই পাদ অন্যান্য তিন পাদ হইতে ভিন্ন। তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ তৈজস নন। তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ বা বৈশ্বানর নন। জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী জ্ঞানসম্পন্নও নন। তিনি প্রজ্ঞানঘন বা প্রাজ্ঞ নন। তিনি সর্ব বিষয়ের জ্ঞাতাও নন, আবার চেতনাহীনও নন। তিনি অদৃশ্য—অর্থাৎ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা উপলক্ষিত কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। তাঁহাকে কোনও প্রকারে ব্যবহার করা যায় না। তাঁহাকে কোনও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহার কোনও চিহ্নও নাই, তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। গভীর সমাধিতে সাধকমাত্র এই আত্মার অনুভব করেন। এইজন্য শংকর এই পরব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন ঃ 'অবভাসমাত্রম্'—আত্মার একটা অনুভূতিমাত্র সমাধিতে পাওয়া যায়। সেই সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের কোন বিভিন্নতা থাকে না—জগতের অস্তিত্ব-বোধ লোপ পায়, সব দ্বৈতভাব দূর হয়। তিনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত। তাঁহাকে চতুর্থ বা তুরীয় বলা হয়।

তিনি আত্মা। এই তুরীয় আত্মার সমাধিতে উপলব্ধি হইল সাধকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। সাধকের এই অবস্থাকে বলা হয় নির্বিকল্প সমাধি।

৮. সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরম্ ওঙ্কারোঽধিমাত্রং, পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ, অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

অন্বয়ঃ সঃ অয়ম্ আত্মা অধ্যক্ষরম্ (সেই এই আত্মা 'ওম্' এই অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন), ওঙ্কারঃ (তিনিই ওঙ্কার), অধিমাত্রম্ (তিনি তিন মাত্রা অধিকার করিয়া আছেন), পাদাঃ মাত্রাঃ (আত্মার পাদসমূহই ওঙ্কারের মাত্রা), মাত্রাঃ চ পাদাঃ (ওঁকারের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ) অকারঃ উকারঃ মকারঃ ইতি (অ-কার, উ-কার ও ম-কার)।

সরলার্থঃ সেই আত্মাকে যখন অক্ষর দ্বারা বর্ণনা করা হয় তখন তিনি ওঙ্কার। আত্মার পাদসমূহই ওঙ্কারের মাত্রা, আবার ওঙ্কারের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। অ-কার, উ-কার, ম-কার—এই তিনটি ওঙ্কারের মাত্রা।

ব্যাখ্যাঃ আত্মা চতুষ্পাদ্। ওঙ্কারেরও চারিটি মাত্রা—অ, উ, ম্ এবং 'অমাত্র' মাত্রা। আত্মার বেলায় আত্মার এক এক অংশকে বলা হইয়াছে পাদ। আর ওঙ্কারের বেলায় সেই অংশকে বলা হইয়াছে মাত্রা। আত্মার এক এক পাদ ওঙ্কারের এক এক মাত্রাকে যেন অধিকার করিয়া আছে। আত্মার পাদসমূহই ওঙ্কারের মাত্রা, আবার ওঙ্কারের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। পরবর্তী চারি মন্ত্রে প্রত্যেক পাদ ও মাত্রা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

মন্তব্যঃ অধ্যক্ষরম্—অক্ষর অধিকারে অর্থাৎ বর্ণ (letter) দ্বারা আত্মাকে বা ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয় তখন তিনি ওম্। সেই ওম্ 'অধিমাত্র' অর্থাৎ অ, উ, ম্ ঃ এই তিন মাত্রাযুক্ত (শ) ॥ অধিমাত্রম্—সেই ওঙ্কার পাদ বা অংশ-ক্রমে বিভক্ত হইলে উহা মাত্রারূপে অবস্থিত হয়, এজন্য ইহাকে অধিমাত্র বলা হইয়াছে (শ)।

৯. জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা, আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৯

অন্বয়ঃ জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ অকারঃ প্রথমা মাত্রা ([illegible] অবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার) আপ্তেঃ বা আদিমত্ত্বাৎ (উহার ব্যাপ্তি হেতু এবং প্রথম

বলিয়া) ; যঃ এবম্ বেদ (যিনি এরূপ জানেন) [সঃ] হ বৈ সর্বান্ কামান্ বা আপ্নোতি (তিনি সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করেন), আদিঃ চ ভবতি (মহৎদিগের মধ্যে প্রথম হন)।

সরলার্থ ঃ জাগ্রত অবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানরই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অ-কার, কারণ উভয়েই ব্যাপক অথবা উভয়েই প্রথম (অর্থাৎ বৈশ্বানর জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, অ-কারও সকল অক্ষর ব্যাপ্ত করিয়া আছে অথবা বৈশ্বানর জগতের আদি, অ-কার অক্ষরের আদি)। যিনি ইহা জানেন তিনি সকল কামনার বস্তু লাভ করেন এবং মহৎ লোকদের মধ্যেও প্রথম হন।

ব্যাখ্যা ঃ 'জাগরিতস্থান' বৈশ্বানর আত্মার প্রথম পাদ। আর ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা 'অ'। বৈশ্বানরই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা 'অ'। কেন প্রথম বলা হয়? আপ্তি বা আদি বলিয়া প্রথম।

আপ্তি অর্থ ব্যাপ্তি। 'অকারো বৈ সর্বা বাক্' অর্থাৎ অ-কার সকল বাক্ ব্যাপ্ত করিয়া আছে ; সেইরূপ বৈশ্বানরও এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। আবার অ-কার যেমন প্রথম বা আদি অক্ষর বৈশ্বানরও সেইরূপ আত্মার প্রথম পাদ। যাঁহার এইরূপ জ্ঞান আছে, তিনি সমস্ত কাম্যবিষয় লাভ করেন এবং সকলের মধ্যে আদি বা প্রথম হন।

১০. স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০

অন্বয় ঃ স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ উকারঃ দ্বিতীয়া মাত্রা (স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উ-কার), উৎকর্ষাৎ উভয়ত্বাৎ বা (ইহার কারণ উৎকর্ষ ও উভয়ত্ব) ; যঃ এবং বেদ (যিনি এরূপ জানেন) সঃ জ্ঞানসন্ততিম্ উৎকর্ষতি হ বৈ (তিনি জ্ঞানসমূহ বর্ধিত করেন), সমানশ্চ ভবতি (শত্রু-মিত্র সম্বন্ধে তিনি সমজ্ঞানসম্পন্ন), অস্য কুলে অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি (ইহার কুলে অব্রহ্মবিদ্ জন্মে না)।

সরলার্থ ঃ স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস উৎকর্ষ ও মধ্যবর্তিতা হেতু ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উ-কার (অর্থাৎ যেমন অ-কার হইতে উ-কার উৎকৃষ্ট এবং যেমন উ-কার, অ-কার ও ম-কারের মধ্যস্থ সেইহেতু তৈজস ও উ-কারের একত্ব)। যিনি এইরূপ জানেন তিনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের নিকট সমান হন। তাঁহার কুলে কোন অব্রহ্মবিদ্ জন্মে না।

ব্যাখ্যা ঃ আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজস ওম্-এর দ্বিতীয় মাত্রা উ-কার। কারণ এই উভয়েরই উৎকর্ষতা অথবা উভয়ত্ব আছে। তৈজসকে বৈশ্বানর হইতে উৎকৃষ্টতর বলা হইয়াছে। বৈশ্বানর স্থূল বিষয় উপভোগ করেন আর তৈজস সূক্ষ্ম বিষয় উপভোগ করেন, বৈশ্বানর বহির্মুখ, তৈজস অন্তঃপ্রজ্ঞ ; সেইজন্য তৈজস বৈশ্বানর অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। ইহা ব্যতীত আরেকটি কারণ আছে ; জাগ্রত অবস্থায় দেহাভিমান ত্যাগ করা দুরূহ, স্বপ্নাবস্থায় দেহাভিমান থাকে না। দেহাভিমান হইতে তৈজস জীবকে 'উৎ' ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করে বলিয়া তৈজসের উৎকর্ষতা। উ-কার অ-কার হইতে পাঠানুক্রমে পরবর্তী বলিয়া অ-কার হইতে উৎকৃষ্টতর।

তৈজস বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্তী এবং উ-কার, অ-কার ও ম-কারের মধ্যবর্তী বলিয়া উভয়ত্ব বা মধ্যবর্তিতা উভয়ের আছে। তৈজসে বৈশ্বানরের বিষয়ানুভব এবং প্রাজ্ঞের বাহ্য-বোধহীনতা আছে বলিয়া উভয়ত্ব

যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার বিজ্ঞানধারা বাড়িয়া যায়, তিনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের নিকট সমান হন। তাঁহার কুলে কোনও অব্রহ্মবিদ্ থাকে না।

১১. সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা, মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১১

অন্বয় ঃ সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ (সুষুপ্তিস্থানগত প্রাজ্ঞ) তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ (ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা ম-কারস্বরূপ), মিতেঃ অপীতেঃ বা (বিশ্ব ও তৈজসস্বরূপ আত্মার পরিমাপক এবং বিলয়স্থান) ; যঃ এবং বেদ (যে উপাসক এইরূপ জানেন) [সঃ] হ বৈ ইদং সর্বং মিনোতি (তিনি এই দৃশ্যমান জগৎকে যথার্থভাবে জানেন), অপীতিঃ চ ভবতি (এবং তিনি সকলের আশ্রয়স্থল হন)।

সরলার্থ ঃ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা ম-কারস্বরূপ। ইনি বিশ্ব ও তৈজস আত্মার পরিমাপক ও বিলয়স্থান। যে উপাসক এইরূপ জানেন তিনি এই বিশ্বজগতের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন এবং সকলের আশ্রয়স্থল বলিয়া পরিগণিত হন।

ব্যাখ্যা ঃ সুষুপ্তিস্থানের প্রাজ্ঞ আত্মা ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা ম-কারস্বরূপ। কারণ উভয়েরই 'মিতি' ও 'অপীতি' আছে। 'মিতি' শব্দের অর্থ মান বা পরিমাপ। যেমন যব পরিমাপ করার জন্য 'প্রস্থ' নামক পরিমাপ-পাত্রে যব রাখা হয় এবং পরে ঢালিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ যব প্রবেশ করে এবং নির্গত হয়। এই প্রবেশ ও নির্গমনকে 'মিতি' বা পরিমাপরূপে মনে করা হইয়াছে। আত্মার তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞে বৈশ্বানর ও তৈজসের এবং ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ ম-কারে অ-কারের ও উ-কারের প্রবেশ ও নির্গমনরূপে মিতি বা পরিমাপ আছে। কিরূপে? জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থা হইতে আত্মা সুষুপ্তিতে প্রবেশ করে এবং পরে আবার সুষুপ্তি হইতে নির্গত হইয়া জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় ফিরিয়া আসে। সেইরূপ ওঙ্কারের অ-কার ও উ-কার 'ওম্' উচ্চারণের সময় যেন ম-কারে প্রবেশ করে বা লয় হয়। বার বার 'ওম্' শব্দ উচ্চারণ করিলে মনে হয় যেন অ-কার ও উ-কার ম-কার হইতে নির্গত হইতেছে।

অথবা প্রাজ্ঞের ও ম-কারের উভয়ের অপীতি আছে। 'অপীতি' অর্থ একীভূত হওয়া। সুষুপ্তিতে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে একীভূত হয়। ওঙ্কারের উচ্চারণে অ-কার ও উ-কার ম-কারে একীভূত হয় বা লয় পায়।

১২. অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥ ১২

অন্বয় ঃ অমাত্রঃ (মাত্রাশূন্য) চতুর্থঃ (তুরীয় অবস্থা) অব্যবহার্যঃ (অব্যবহার্য), প্রপঞ্চোপশমঃ (বিষয়-প্রপঞ্চের অতীত), শিবঃ (মঙ্গলময়), অদ্বৈতঃ (দ্বৈতহীন), এবম্ ওঙ্কারঃ আত্মা এব (এরূপ ওঙ্কারই আত্মা) ; যঃ এবম্ বেদ (যিনি এরূপ জানেন) [সঃ] আত্মনা আত্মানম্ সংবিশতি (তিনি আত্মা দ্বারা পরমাত্মায় প্রবেশ করেন), যঃ এবং বেদ [পুনরুক্তি সমাপ্তি-সূচক]।

সরলার্থ ঃ আত্মার চতুর্থ (তুরীয়) পাদ মাত্রাহীন ওঙ্কার (অ, উ, ম্ বিহীন অমাত্র মাত্রা)। এই অমাত্র ওঙ্কার লৌকিক ব্যবহারের অতীত, জগতের নিবৃত্তিস্থল, মঙ্গলময় ও সর্বভেদ-বর্জিত। আত্মাকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি স্বয়ং পরমাত্মায় প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যা : আত্মার চতুর্থ (তুরীয়) পাদ ওঙ্কারের অ, উ, ম্ বিহীন অমাত্র মাত্রা। এই অমাত্র ওঙ্কার অব্যবহার্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব, অদ্বৈত। এই প্রকার ওঙ্কার আত্মাই। যিনি এইরূপ জানেন—অর্থাৎ তুরীয় আত্মাই মাত্রাহীন ওঙ্কার এবং মাত্রা-বিহীন ওঙ্কারই তুরীয় আত্মা—তিনি স্বয়ং পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন।

অমাত্র ওঙ্কার অব্যবহার্য কেন? বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া লৌকিক ব্যবহারের অনুপযুক্ত। কোন প্রপঞ্চের (জাগতিক ব্যাপার) সম্পর্ক তাহাতে নাই। অমাত্র ওঙ্কার শিব (মঙ্গলময়) এবং দ্বৈতবিহীন।

যিনি এইরূপ জানেন তিনি সমস্ত জগৎকে পরিমিত করেন অর্থাৎ জগতের যথার্থ স্বরূপ অবগত হন এবং পরমাত্মার সহিত একাত্মতা অনুভব করেন।

মন্তব্য : অব্যবহার্যঃ—অভিধান [বাক্য] ও অভিধেয় [মন], উহাদের ক্ষয় হওয়াতে অব্যবহার্য (শ)। প্রপঞ্চোপশমঃ—জগৎ-সম্বন্ধরহিত, অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা রহিত (শ)। অদ্বৈতঃ—ভেদ-বিকল্প রহিত ; বৈশ্বানর, তৈজসাদি হইতে ভিন্নপ্রকার (শ)। সংবিশতি আত্মনা আত্মানম্—তিনি স্বয়ংই স্বীয় পারমার্থিক আত্মস্বরূপে প্রবেশ করেন অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ পরমার্থ-দর্শনের বলে তৃতীয় বীজভাব দগ্ধ করিয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট হন, এই কারণে আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না। কেননা তুরীয়ে কোনও জন্মাদি বীজ নিহিত নাই (শ)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ

সূচনা

তৈত্তিরীয় উপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শাখার অন্তর্গত। এ উপনিষদখানি তিন ভাগে বিভক্ত—শীক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী। প্রতি বল্লী আবার কতকগুলি অনুবাকে বিভক্ত। শীক্ষাবল্লীতে শব্দোচ্চারণের নিয়ম, উপাসনা ও আচরণীয় বিধি প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে পঞ্চকোশের (অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ-রূপ কোশের) স্বরূপ ও ব্রহ্মানন্দ বিষয় বর্ণিত আছে। ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় পিতা-পুত্রের উপাখ্যানচ্ছলে বলা হয়েছে। পুত্র ভৃগু নিজের পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জানতে চাইলে পিতা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ ও রহস্য বুঝিয়েছেন। আখ্যায়িকা মাধ্যমে বিবৃত হওয়াতে বিষয়বস্তুর প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপনিষদটির বিষয়-সংকলন ও বিবরণ অতি সুশৃংখল ও সুস্পষ্ট। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষদসমূহের মধ্যে এটি সর্বপেক্ষা প্রাচীন। এতে প্রত্যেক বল্লীর প্রথম অনুবাকে শান্তিপাঠ আছে। ভাষ্যকারদের মধ্যে শংকর ও মধ্বই প্রধান। রামানুজপন্থী রংগরামানুজেরও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের নাম শীক্ষাবল্লী। এই বল্লীর প্রথমাংশের প্রতিপাদ্য বিষয় হল মন্ত্রোচ্চারণের বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দসমূহের উচ্চারণগত তাৎপর্যের বিবরণ। দ্বিতীয়াংশে আচার্য বিদ্যার্থীকে বিদ্যাশেষে নীতিজ্ঞানের বহু মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন। বর্তমান কালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এ-প্রকার উপদেশ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। অবশেষে বলা হয়েছে কয়েক প্রকার বিদ্যার কথা, যথা : ব্যাহৃতি-বিদ্যা, পাংক্ত-বিদ্যা ও প্রণব-বিদ্যা। এখানে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের বিভূতি, তাঁরই খেলা। তিনিই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে (যথাক্রমে ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লীতে) আত্মার যে পঞ্চকোশ বর্ণিত হয়েছে তা' বস্তুত আত্মজ্ঞান লাভের পাঁচটি সোপান। বস্ত্র, চর্ম, কাষ্ঠ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত পাঁচটি আবরণে লুক্কায়িত একখানা তরবারির প্রকৃত স্বরূপ দেখতে হলে যেমন প্রথমে কাঠ, চামড়া ইত্যাদি আবরণ সরিয়ে তরবারি বের করতে হয়, তেমনি চিন্তা বা তপস্যা দ্বারা আত্মার অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ ও আনন্দময় কোশ—এই পাঁচটি আবরণ ভেদ করে আত্মার স্বরূপ আবিষ্কার করতে হয়। চিন্তার প্রথম স্তরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তুই বিশ্বের মূল কারণ। জড়ের শাস্ত্রগত নাম অন্ন। অন্নময় কোশ আত্মার প্রথম আবরণ, এর অর্থ জড়বাদ চিন্তার প্রথম স্তর। চিন্তার দ্বিতীয় স্তরে প্রাণই সমুদয়ের মূল কারণ। প্রাণহীন জড় অর্থহীন। এই হেতু প্রাণময় কোশ আত্মার দ্বিতীয় আবরণ অর্থাৎ প্রাণবাদ চিন্তার দ্বিতীয় স্তর। চিন্তার তৃতীয় স্তর মনোবাদ। এ-স্তরে-মনের বোধ-পরম্পরাই জগৎ-রূপে প্রতিভাত, এ স্তরের

শাস্ত্রীয় নাম আত্মার মনোময় কোশ। চিন্তার চতুর্থ স্তরে দেখা যায় বিজ্ঞান অর্থাৎ যুক্তি বা বিচার-বুদ্ধি। এ-স্তরে সসীম আত্মাসমূহই জগতের মূলবস্তু বলে প্রতিভাত হয়। এ-স্তরের দার্শনিক নাম বিজ্ঞানবাদ, শাস্ত্রীয় নাম বিজ্ঞানময় কোশ। শেষ স্তরে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব ও পরস্পরের সম্বন্ধের মূলে আছেন এক অখণ্ড আনন্দময় আত্মা। তিনিই জগতের মূল কারণ। অব্যক্ত অবস্থা থেকে তিনি সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হলেন সৎ অর্থাৎ ব্যক্ত। তিনি রসস্বরূপ আনন্দ। আনন্দ অভয়ে, আনন্দ পরম সাম্যে।

তারপর আছে অন্নের প্রশস্তি। বলা হয়েছে অন্ন জড়, অন্নাদ (অন্নকে যা আত্মসাৎ করে) চৈতন্য। শরীর ও প্রাণ, জল ও আগুন, পৃথিবী ও আকাশ—এই তিনটি মিথুনের মাঝেও এই সম্পর্ক। ভৌতিক শরীরও অন্নাদ বা চেতনা-যুক্ত, সাধনা দ্বারা অন্নও ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হয়। অতএব অন্নকে নিন্দা করবে না। তাকে সম্বর্ধিত করবে। তারপর বলা হয়েছে—কেউ আশ্রয় চাইলে প্রত্যাখ্যান করবে না, অন্ন সবার সঙ্গে ভাগ করে খাবে। এইটি জেনো—যেমন দেবে তেমনি পাবে।

তারপর সর্বত্রই ব্রহ্মানুভবের উপদেশ। ব্রহ্মকে অনুভব করতে হবে ভিতরে, বাইরে, সর্বত্র। তিনি বাক্যে আছেন ক্ষেমরূপে, হাতে আছেন কর্মরূপে, চরণে গতিরূপে, পায়ুতে বিমুক্তিরূপে ; তেমনি তিনি বাইরে আছেন বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিরূপে, আকাশরূপে তিনি সব হয়ে আছেন। তিনিই প্রতিষ্ঠা, তিনিই মহিমা।

এই উপনিষদে শিক্ষা ও জীবনাদর্শের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। এছাড়া পাওয়া যায় অন্ন থেকে আনন্দ পর্যন্ত ব্রহ্মচৈতন্যের ক্রমবিকাশ এবং আনন্দমীমাংসা। অন্নই ব্রহ্ম, প্রাণই ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, আনন্দই ব্রহ্ম—এরূপ ক্রমোচ্চ উপলব্ধি দ্বারাই সাধক পরিশেষে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি লাভ করেন. সানন্দে বলেন : আনন্দ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি, আনন্দেই তার লয়।

শান্তিপাঠ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অন্বয় ও অর্থাদির জন্য এই উপনিষদের প্রথম মন্ত্র দ্রষ্টব্য]

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অন্বয় : নৌ সহ অবতু [ব্রহ্ম] (ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমানভাবে রক্ষা করুন), নৌ সহ ভুনক্তু (আমাদের উভয়কে সমানভাবে বিদ্যাফল ভোগ করান), বীর্যম্ সহ করবাবহৈ (আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে বিদ্যালাভের উপযুক্ত বীর্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি), নৌ অধীতম্ তেজস্বি অস্তু (আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হউক), মা বিদ্বিষাবহৌ (আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আমাদের বিঘ্নসমূহের শান্তি হউক)।

সরলার্থ : আচার্য ও শিষ্য আমাদের উভয়কে ব্রহ্ম তুল্যভাবে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে বিদ্যাফল যেন তুল্যভাবে ভোগ করান, আমরা উভয়ে যেন বিদ্যালাভের উপযুক্ত বীর্য-সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি। আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হউক অর্থাৎ আমাদের লব্ধ বিদ্যা সফল হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

প্রথম অধ্যায় ঃ শীক্ষাবল্লী

প্রথম অনুবাক

১. ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ মিত্রঃ (সূর্যদেব) নঃ (আমাদের) শং ভবতু (কল্যাণকারী হউন), বরুণঃ [নঃ] শং [ভবতু] (বরুণ আমাদের কল্যাণকারী হউন), অর্যমা নঃ শং [ভবতু] (অর্যমা আমাদের কল্যাণকারী হউন), ইন্দ্রঃ বৃহস্পতিঃ নঃ শং [ভবতু] (ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণকারী হউন), উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণ পদক্ষেপকারী) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু] (বিষ্ণু আমাদের মঙ্গলকারী হউন)। ব্রহ্মণে নমঃ (ব্রহ্মরূপী বায়ুকে নমস্কার), বায়ো তে নমঃ (হে বায়ু, তোমাকে নমস্কার), ত্বম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি (তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম) ত্বাম্ এব (তোমাকেই) প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি (প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব), ঋতং বদিষ্যামি, (তোমাকেই ঋতরূপে বলিব), সত্যং বদিষ্যামি (তোমাকেই সত্যস্বরূপ বলিব), তৎ মাম্ অবতু (ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন), তৎ বক্তারম্ অবতু (ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন)। মাম্ অবতু (আমাকে রক্ষা করুন), বক্তারম্ অবতু (ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (শান্তি হউক, শান্তি হউক, শান্তি হউক)।

সরলার্থ ঃ সূর্যদেব আমাদের কল্যাণকারী হউন, বরুণদেব আমাদের কল্যাণকারী হউন, অর্যমা আমাদের কল্যাণকারী হউন, ইন্দ্র আমাদের কল্যাণকারী হউন, বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণকারী হউন, বিস্তীর্ণ পদক্ষেপকারী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকারী হউন। ব্রহ্মরূপী (পরোক্ষ) বায়ুকে নমস্কার। হে (প্রত্যক্ষ) বায়ু, তোমাকে নমস্কার, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব। আমি তোমাকেই ঋতস্বরূপ বলিব, তোমাকেই সত্যস্বরূপ বলিব। সেই বায়ুরূপী ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, সেই বায়ুরূপী ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।[1]

মন্তব্য ঃ মিত্রঃ—প্রাণবৃত্তি ও দিবসের অভিমানী দেবতারূপী মিত্র [সূর্য]। বরুণঃ—অপানবৃত্তি ও রাত্রির অভিমানী দেবতারূপী বরুণ ॥ অর্যমা—চক্ষু ও আদিত্যের অভিমানী দেবতা ॥ ইন্দ্রঃ—বলের অভিমানী দেবতা ইন্দ্র ॥ বৃহস্পতিঃ—বাক্ ও বুদ্ধিতে অভিমানী বৃহস্পতি ॥ উরুক্রমঃ বিষ্ণুঃ—বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী অর্থাৎ পাদদ্বয়ের অভিমানী বিষ্ণু ॥ শং নঃ—এই সকল দেবতা অর্থাৎ সূর্য, বরুণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু এবং অন্যান্য অধ্যাত্মদেবতা আমাদের সুখকর হউন।

[1] আধ্যাত্মিক বিঘ্ন—শারীরিক ও মানসিক বিপদ, রোগাদি। আধিদৈবিক বিঘ্ন—দৈব বিপদ, আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনাদি। আধিভৌতিক বিঘ্ন—হিংস্র প্রাণিগণ কর্তৃক হিংসাদি।

এই দেবতাগণ সুখবিধায়ক হইলে বিদ্যার শ্রবণ ও অর্থবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সম্পূর্ণ হইবে, এই কারণে প্রার্থনা করা হইতেছে যে, তাঁহারা আমাদের সুখবিধান করুন। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যালাভের বিঘ্ন প্রশমনের উদ্দেশ্যে বায়ু-বিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন কার্য করা হইতেছে, কারণ সমস্ত কর্মের ফললাভ বায়ুদেবতার অধীন ॥ ঋতং বদিষ্যামি—'ঋত' অর্থ যথাশাস্ত্র, যথাকর্তব্য বুদ্ধিতে সুনিশ্চিত বিষয় ; তাহাও তোমারই অধীন, অতএব ঋতস্বরূপে তোমাকেই বলিব।

দ্বিতীয় অনুবাক

২. ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ শীক্ষাম্ (শীক্ষা অর্থাৎ বর্ণাদির উচ্চারণ প্রণালী) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব)। বর্ণঃ (অকারাদি বর্ণ) স্বরঃ (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ এই তিন স্বর), মাত্রা (হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা), বলম্ (শব্দের উচ্চারণ প্রযত্ন), সাম (বর্ণোচ্চারণের সমতা), সন্তানঃ (সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য), ইতি শীক্ষাধ্যায়ঃ উক্তঃ (এই শীক্ষা-বিষয়ক অধ্যায় বলা হইল)!

সরলার্থ ঃ এখন শিক্ষা-বিষয় ব্যাখ্যা করিব। বর্ণের উচ্চারণ-প্রণালী অথবা অকারাদি বর্ণ, উদাত্তাদি স্বর, হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা, বর্ণের উচ্চারণে প্রযত্ন, বর্ণোচ্চারণের সমতা, নিয়মিত ক্রমনির্দিষ্ট পদ বা বাক্য—ইহারাই শিক্ষণীয় বিষয়। এইরূপে শিক্ষাবিষয়ক অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ব্যাখ্যা ঃ উপনিষদ-পাঠে অর্থবোধই প্রধান বিষয়। কিন্তু শব্দসমূহ বিশুদ্ধরূপে উচ্চারিত না হইলে অর্থবোধের বিঘ্ন হইতে পারে। এই কারণে শব্দসমূহের বিশুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করিতে হইলে কোন কোন বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে তাহাই এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

এইরূপে সংহিতাকেই শিক্ষাধ্যায় বলিয়া উপনিষদের বিষয় করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং সংহিতা অবলম্বনে উপাসনাপদ্ধতি বিহিত হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ শীক্ষাম্—যাহাদ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা যায় তাহাই, অথবা যাহা শিক্ষা করা যায়, সেই বর্ণ প্রভৃতিই শিক্ষা। শিক্ষা ও শীক্ষা এক, ছান্দস বলিয়া দীর্ঘ ॥ সাম—সমতা অর্থাৎ অতি দ্রুতও নয়, অতি মৃদুও নয়, এইভাবে বর্ণের উচ্চারণ।

তৃতীয় অনুবাক

৩. সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে ॥ ১

অন্বয় ঃ নৌ (আচার্য ও শিষ্য আমাদের উভয়ের) সহ (তুল্যরূপে) যশঃ [ভবতু] (যশ হউক) নৌ সহ ব্রহ্মবর্চসম্ (আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ হউক)।

অতঃ (এই কারণে) অথ (অনন্তর) অধিলোকম্ (পৃথিব্যাদি লোকবিষয়ক), অধিজ্যৌতিষম্ (অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতির্বিষয়ক), অধিবিদ্যম্ (আচার্যাদি বিদ্যা-বিষয়ক), অধিপ্রজম্ (পিতা প্রভৃতি সন্তান-বিষয়ক), অধ্যাত্মম্ (হনু প্রভৃতি দেহাবয়ব-সম্বন্ধীয়) পঞ্চসু অধিকরণেষু (এই পাঁচটি বিষয় অবলম্বনে) সংহিতায়াঃ (সংহিতা-বিষয়ক) উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ (দর্শন বা উপাসনার ব্যাখ্যা করিব) ; তাঃ মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (উহাদিগকে মহাসংহিতা বলা হয়) ।

সরলার্থ ঃ সংহিতা উপনিষদের জ্ঞানজনিত যে যশ তাহা আচার্য ও শিষ্য-- আমাদের উভয়ের তুল্যরূপে হউক, আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ তুল্যরূপে প্রকাশিত হউক । এই কারণে (যেহেতু অর্থজ্ঞান নির্মলবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষেও দুরূহ) অনন্তর পৃথিবী ইত্যাদি লোক-বিষয়ক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতির্বিষয়ক, আচার্যাদি বিদ্যা-বিষয়ক, পিতা প্রভৃতি সন্তান-বিষয়ক, হনু প্রভৃতি দেহাবয়ব-বিষয়ক—এই পাঁচটি বিষয়-সম্বন্ধীয় সংহিতা (দর্শন বা উপাসনা) ব্যাখ্যা করিব । ইহাদিগকে মহাসংহিতা বলা হয় ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমতঃ এখানে আচার্য ও শিষ্য যশ ও ব্রহ্মতেজ প্রার্থনা করিতেছেন । যশ বিদ্যা-বিস্তারের হেতু হইলেও উহার সহিত ব্রহ্মতেজ যুক্ত না হইলে বিদ্যার ঔজ্জ্বল্য ও জীবন-বিধায়ক সামর্থ্য জন্মায় না ; সুতরাং বিদ্যা-বিস্তারের জন্য যশ ও ব্রহ্মতেজ উভয়েরই প্রয়োজন । প্রাপ্ত বিদ্যার বিস্তার যখন পরমাত্মার অভিপ্রেত তখন যশ ও ব্রহ্মতেজ যে ঈশ্বর দিয়া থাকেন তাহাতে কোন সংশয় নাই । সুতরাং যশ ও ব্রহ্মতেজের প্রার্থনা এখানে দোষের নয়, কারণ এই দুই-ই ঈশ্বরদত্ত ।

অব্যবহিত দুই বর্ণের মিলনকে সংহিতা (সন্ধি), বলে । সংহিতা দুই প্রকার ঃ বর্ণ-সংশ্লেষ ও পদ-সংশ্লেষ । দধি+অত্র=দধ্যত্র—এস্থলে ‘দধি’ শব্দের অন্ত্য ই-কারের সহিত ‘অত্র’ পদের অ-কার মিলিত হইয়া য্-কার হইল । ইহা বর্ণ-সংশ্লেষ । এস্থলে ই-কার পূর্ববর্ণ, অকার উত্তরবর্ণ, ই-কার এবং অ-কারের মধ্যস্থান সন্ধি, য্-কার সন্ধান । ইষে+ত্বা=ইষেত্ত্বা—এস্থলে ‘ইষে’ পদের একার ও ‘ত্বা’ পদের ত-কার মিলিত হওয়াতে উহাদের মধ্যস্থলে ত্-কারের আগম হইল । কাজেই সমস্ত পদটিকে ইষেত্ত্বা—এইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে । এস্থলে ‘ইষে’ পদের অন্ত্য এ-কার পূর্ববর্ণ, ‘ত্বা’ পদের ত-কার উত্তরবর্ণ, উভয়ের মধ্যস্থল সন্ধি, এবং যে ত্-কারের আগম হইল তাহাই সন্ধান ।

উপনিষদের বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইলে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উপাসনাপরায়ণ হওয়া দরকার । কারণ উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং পার্থিব ফল লাভও হয় । বেদ-পাঠার্থীদের পক্ষে বর্ণ ও শব্দ যোগে উপাসনা অধিকতর সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া এস্থলে সংহিতা (বর্ণদ্বয়ের মিলন) অবলম্বনে উপাসনার বিহিত হইয়াছে । এই উপাসনা একটি ক্রমানুসারে পাঁচটি বিষয় অবলম্বনে করা হয়, যথা ঃ (১) অধিলোক (লোক-বিষয়ক), (২) অধিজ্যৌতিষ (জ্যোতির্বিষয়ক), (৩) অধিবিদ্যা (বিদ্যাবিষয়ক) (৪) অধিপ্রজ (প্রজা-বিষয়ক), (৫) অধ্যাত্ম (দেহ-বিষয়ক)—এই পাঁচ প্রকারের উপাসনাকে একসঙ্গে মহাসংহিতা বলে । এই পঞ্চবিধ উপনিষদ লোক প্রভৃতি মহৎ বস্তু বিষয়ক এবং সংহিতা বিষয়ক বলিয়া মহাসংহিতা ।

৪. অথাধিলোকম্ । পৃথিবী পূর্বরূপম্ । দ্যৌরুত্তররূপম্ । আকাশঃ সন্ধিঃ । বায়ুঃ সন্ধানম্ । ইত্যধিলোকম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ অধিলোকম্ (এখন লোক-বিষয়ক দর্শনের কথা হইতেছে), পৃথিবী

পূর্বরূপম্ (পৃথিবী পূর্বরূপ অর্থাৎ সংহিতার প্রথম অক্ষরে পৃথিবী দৃষ্টি), দ্যৌঃ উত্তররূপম্ (শেষ অক্ষরে দ্যুলোক দৃষ্টি), আকাশঃ সন্ধিঃ (মধ্যমাক্ষরে আকাশ দৃষ্টি), বায়ুঃ সন্ধানম্ (উহাদের পরস্পর সম্বন্ধে বায়ু দৃষ্টি করিতে হইবে), ইতি অধিলোকম্ (এই প্রকার দর্শন লোকাধিকারে বিহিত হইল) ।

সরলার্থ ঃ তারপর লোক-বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হইয়াছে । পৃথিবী পূর্বরূপ অর্থাৎ সংহিতার প্রথম বর্ণে পৃথিবী, উহার শেষ অক্ষরে দ্যুলোক, উহার মধ্যস্থলে আকাশ, উক্ত বর্ণদ্বয়ের সংযোগে বায়ু দৃষ্টি করিতে হইবে । এই প্রকারের দর্শন লোকাধিকারে বলা হইল ।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতিতে লোক-সম্বন্ধীয় উপাসনার কথা বলা হইয়াছে । ‘ইষেত্বা’ এই সংহিতা-মন্ত্রকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ লওয়া যাউক ।

‘ইষে’ পদের এ-কার পূর্ববর্ণ (পূর্বরূপ) এই প্রকারে পৃথিবী মনে করিয়া তাহার অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরের ধ্যান করিবে । এইরূপ উত্তর বর্ণ ত-কার দ্যুলোক, উভয় বর্ণের মধ্যস্থলে (সন্ধিতে) আকাশ এবং ত্-কারে (সন্ধানে) বায়ু দৃষ্টি করিয়া সেই সেই লোকের অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বর চিন্তা করিবে । ইহাই সংহিতা-যোগে লোক-বিষয়ক উপাসনা ।

৫. অথাধিজ্যৌতিষম্ । অগ্নিঃ পূর্বরূপম্ । আদিত্য উত্তররূপম্ । আপঃ সন্ধিঃ । বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্ । ইত্যধিজ্যৌতিষম্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ (অনন্তর) অধিজ্যৌতিষম্ (জ্যোতির্বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে), অগ্নিঃ পূর্বরূপম্ (অগ্নি পূর্ববর্ণস্বরূপ), আদিত্যঃ উত্তররূপম্ (আদিত্যঃ শেষবর্ণ-স্বরূপ), আপঃ সন্ধিঃ (জল অর্থাৎ জলময় চন্দ্র মধ্যস্থান-স্বরূপ), বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্ (বর্ণদ্বয়ের সম্বন্ধ বিদ্যুৎস্বরূপ), ইতি অধিজ্যৌতিষম্ (এইরূপে জ্যোতির্বিষয়ক দর্শন বলা হইল) ।

সরলার্থ ঃ অনন্তর জ্যোতির্বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হইতেছে । সংহিতার প্রথম বর্ণে অগ্নি, শেষবর্ণে আদিত্য, মধ্যবর্ণে জলময় চন্দ্র, বর্ণদ্বয়ের মিলনে বিদ্যুৎ— এইরূপে জ্যোতির্বিষয়ক দর্শন সম্বন্ধে বলা হইল ।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতিতে জ্যোতির্বিষয়ক উপাসনা বলা হইয়াছে । সংহিতা মন্ত্রের (যেমন ইষেত্ত্বা) পূর্ববর্ণে অগ্নি, উত্তরবর্ণে আদিত্য, সন্ধিতে (মধ্যস্থানে) জল, সন্ধানে (মিলন) বিদ্যুৎ দৃষ্টি করিয়া ঐ সব জ্যোতির অধিষ্ঠাতৃরূপে ঈশ্বরচিন্তা করিতে হইবে ।

৬. অথাধিবিদ্যম্ । আচার্যঃ পূর্বরূপম্ । অন্তেবাস্যুত্তররূপম্ । বিদ্যা সন্ধিঃ । প্রবচনং সন্ধানম্ । ইত্যধিবিদ্যম্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ অধিবিদ্যম্ (অতঃপর বিদ্যাবিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে), আচার্যঃ পূর্বরূপম্ (আচার্য পূর্ববর্ণ-স্বরূপ), অন্তেবাসী উত্তররূপম্ (শিষ্য শেষবর্ণ-স্বরূপ), বিদ্যা সন্ধিঃ (শিক্ষণীয় বিদ্যা মধ্যস্থ-স্বরূপ), প্রবচনং সন্ধানম্ (বেদপাঠ বর্ণদ্বয়ের মিলন-স্বরূপ), ইতি অধিবিদ্যম্ (এইরূপে বিদ্যা-বিষয়ক দর্শন বলা হইল) ।

সরলার্থ ঃ অতঃপর বিদ্যা-বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হইতেছে । সংহিতার প্রথম

বর্ণে আচার্য, শেষ অক্ষরে শিষ্য, মধ্যবর্ণে বিদ্যা, প্রথম ও শেষবর্ণের সংযোগে বেদোচ্চারণ—এইরূপে বিদ্যা-বিষয়ক বলা হইল।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতিতে বিদ্যা-বিষয়ক উপাসনার বিষয় বলা হইতেছে। সংহিতা-মন্ত্রের (যেমন ইষেত্বা) পূর্ববর্ণে আচার্য, উত্তরবর্ণে অন্তেবাসী, মধ্যস্থানে বিদ্যা, মিলনবর্ণে প্রবচন (বেদপাঠ) দৃষ্টি করিয়া ঐ সকলের অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরচিন্তা করিতে হইবে।

৭. অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ অধিপ্রজম্ (অনন্তর প্রজা-বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে), মাতা পূর্বরূপম্ (মাতা পূর্ববর্ণ-স্বরূপ), পিতা উত্তররূপম্ (পিতা শেষবর্ণ-স্বরূপ), প্রজা সন্ধিঃ (সন্তান মধ্যবর্ণ-স্বরূপ), প্রজননং সন্ধানম্ (সন্তানোৎপাদন বর্ণদ্বয়ের মিলন-স্বরূপ), ইতি অধিপ্রজম্ (এইরূপে প্রজা-বিষয়ক দর্শন বলা হইল)।

সরলার্থ ঃ অনন্তর প্রজা-বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হইতেছে। সংহিতার প্রথমবর্ণে মাতা, শেষবর্ণে পিতা, মধ্যবর্ণে সন্তান, বর্ণদ্বয়ের মিলনে সন্তানোৎপাদন—এইরূপে প্রজা-বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হইল।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতিতে প্রজা-বিষয়ক উপাসনার কথা বলা হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ইষেত্বা' এই সংহিতা মন্ত্রের পূর্ববর্ণে মাতা, উত্তরবর্ণে পিতা, মধ্যস্থলে প্রজা (সন্তান), দুই বর্ণের মিলনে প্রজনন (সন্তানোৎপাদন) দৃষ্টি করিয়া উহাদের অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

৮. অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তররূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ অধ্যাত্মম্ (অতঃপর দেহ-বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্ (নিম্ন ওষ্ঠ প্রথমবর্ণ-স্বরূপ), উত্তরা হনুঃ উত্তররূপম্ (ঊর্ধ্ব হনু শেষবর্ণস্বরূপ), বাক্ সন্ধিঃ (বর্ণোচ্চারণ-স্থান তালু মধ্যস্থল-স্বরূপ), জিহ্বা সন্ধানম্ (জিহ্বা বর্ণদ্বয়ের মিলন-স্বরূপ), ইতি অধ্যাত্মম্ (এইরূপে দেহাধিকারে দর্শন বলা হইল)।

সরলার্থ ঃ তারপর দেহ-বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে। সংহিতার প্রথমবর্ণে নিম্ন ওষ্ঠ, শেষবর্ণে ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ, মধ্যস্থলে বর্ণোচ্চারণ-স্থান তালু, বর্ণদ্বয়ের সংযোগে জিহ্বা—এইরূপে দেহাধিকারে দর্শন বলা হইল।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতিতে অধ্যাত্ম (দেহ-বিষয়ক) উপাসনা কথিত হইতেছে। সংহিতার (যেমন, ইষেত্বা এই মন্ত্রের) পূর্ববর্ণে অধর হনু (নিম্ন ওষ্ঠ), উত্তরবর্ণে উত্তর হনু (ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ), মধ্যস্থলে বাক্ (বর্ণোচ্চারণ স্থল তালু) এবং বর্ণদ্বয়ের মিলনে জিহ্বা দৃষ্টি করিয়া উহাদের অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরের চিন্তা করিবে।

৯. ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন ॥ ৭

অন্বয় ঃ ইমাঃ (এই সকলকে) মহাসংহিতাঃ ইতি (মহাসংহিতা বলা হয়), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকারে) এতাঃ ব্যাখ্যাতা মহাসংহিতাঃ (এই ব্যাখ্যাত

মহাসংহিতাসকল) বেদ (জানেন অর্থাৎ উপাসনা করেন) [সঃ] (তিনি) প্রজয়া (সন্তানের সহিত) পশুভিঃ (পশুসকলের সহিত) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজের সহিত) অন্নাদ্যেন (ভক্ষণীয় অন্নের সহিত) সুবর্গ্যেণ লোকেন (স্বর্গলোকের সহিত) সন্ধীয়তে (সম্মিলিত হন)।

সরলার্থ ঃ মহাসংহিতা নামে কথিত এই পঞ্চবিধ সংহিতার কথা বলা হইল। যে কেহ এই প্রকারে ব্যাখ্যাত মহাসংহিতা জানেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ জানিয়া উহার উপাসনা করেন তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, ভোজনীয় দ্রব্য ও স্বর্গলোকের সহিত মিলিত হন অর্থাৎ ঐ সকল কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকারের উপাসনা যদি ক্রমানুসারে এবং একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তবে উহাকে মহাসংহিতা উপাসনা বলে। এই প্রকার মহাসংহিতার উপাসনা দ্বারা ফলপ্রার্থী ব্যক্তি ইহলোকে সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, ভোজ্য অন্ন এবং পরকালে স্বর্গলোকের সহিত যুক্ত হন অর্থাৎ ঐ সকল প্রার্থিত বস্তু লাভ করেন।

উপাসনার মুখ্য ফল চিত্তশুদ্ধি। বেদ-পাঠার্থীর পক্ষে চিত্তশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। কারণ মলিন চিত্তে উপনিষদে কথিত অধ্যাত্মবিদ্যার বিকাশ হয় না। তবে মুখ্য ফল চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গৌণ ফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এগুলি প্রার্থিত না হইলেও উপাসনার ফলস্বরূপ ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এই শ্রুতিতে ঐ গৌণ ফলগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে।

চতুর্থ অনুবাক

১০. যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১

অন্বয় ঃ যঃ (যে ওংকার) ছন্দসাম্ ঋষভঃ (সর্ববেদের প্রধান) বিশ্বরূপঃ (এবং বিশ্বরূপ), [যঃ] অমৃতাৎ ছন্দোভ্যঃ (অমৃতস্বরূপ বেদসমূহ হইতে) অধিসম্বভূব (উদ্ভূত হইয়াছেন) সঃ ইন্দ্রঃ (সেই ওংকাররূপী ইন্দ্র) মা (আমাকে) মেধয়া স্পৃণোতু (মেধা দ্বারা প্রীত করুন), দেব (হে দেব) [অহং] (আমি) অমৃতস্য ধারণঃ ভূয়াসম্ (যেন অমৃতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ধারয়িতা হই) মে শরীরং বিচর্ষণম্ (আমার শরীর যেন যোগ্য হয়), মে জিহ্বা মধুমত্তমা (আমার জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক), কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্ (আমি কর্ণ দ্বারা যেন বহু শ্রবণ করি), [ত্বম্] (তুমি) মেধয়া পিহিতঃ (লৌকিক প্রজ্ঞাদ্বারা আবৃত) ব্রহ্মণঃ কোশঃ অসি (ব্রহ্মের কোশ অর্থাৎ উপলব্ধি-স্থান হও), মে শ্রুতং গোপায় (আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞানকে রক্ষা কর)।

সরলার্থ ঃ যে ওংকার বেদসমূহের মধ্যে প্রধান যিনি বিশ্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত, অমৃতরূপ বেদ হইতে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন সেই ওংকাররূপী ইন্দ্র (পরমেশ্বর) আমাকে মেধাদ্বারা তৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারয়িতা হইতে পারি, আমার শরীর বিচক্ষণ (ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের যোগ্য) হউক,

আমার জিহ্বা যেন অতিশয় মধুরভাষিণী হয়, কর্ণদ্বয় দ্বারা আমি যেন বহু কিছু শুনিতে পারি অর্থাৎ আমি যেন বেদের উত্তম শ্রোতা হই। তুমি ব্রহ্মের কোশস্বরূপ (অর্থাৎ কোশ যেমন তরবারির আধার তুমিও সেইরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি-স্থান)। কিন্তু তুমি লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আছ ; তুমি আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞানকে রক্ষা কর।

ব্যাখ্যা : এখানে ওঙ্কারযোগে উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বেদসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই যে অক্ষর ওঁ ইনিই অমৃত, ইনিই অভয়। ইঁহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ অমৃত হইলেন, অভয় হইলেন। এই শ্রুতিতে ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিশ্বরূপ—এই শ্রুতিতে ওঙ্কারকে এই সমস্ত জগৎ (বিশ্বরূপ) বলা হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—ওঙ্কার এবেদং সর্বম্ (ছাঃ ২।২৩।৩)।

যিনি অমৃতস্বরূপ তিনিই বেদের সাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন—বেদসকলই অমৃত; কারণ উহাদের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। সেই বেদ হইতে তোমার উদ্ভব। সেই বেদ হইতে ওঙ্কার উদ্ভূত হইল অর্থাৎ সমস্ত বেদের সারস্বরূপ ওঙ্কার ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্বেদ ও সপ্ত ব্যাহৃতি হইতে সার গ্রহণের ইচ্ছায় তপোনিরত প্রজাপতির নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

তিনি ইন্দ্র—জাগরিতস্থানের অধিষ্ঠাতা বলিয়া বৈশ্বানর ইন্দ্র মেধাদ্বারা আমাকে বলীয়ান করুন, আমাকে প্রজ্ঞাদ্বারা বলীয়ান করুন, আমি যেন অমৃতের ধারয়িতা হই, আমি যেন অমৃতত্বের হেতুস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি।

আমার শরীর যেন বিচক্ষণ হয়—দেহকে কর্মক্ষম করিবার জন্য এস্থলে প্রার্থনা করা হইয়াছে। দেহ অপটু হইলে জ্ঞানার্জন, জ্ঞান-সংরক্ষণ, জ্ঞান বিতরণ—কোন কর্মই সুসম্পন্ন হয় না।

তুমি মেধা দ্বারা আচ্ছন্ন ব্রহ্মের কোশস্বরূপ—তুমি পরমাত্মার কোশস্বরূপ: পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান। তুমি ব্রহ্মের প্রতীক, তোমাকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলেই আমরা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি।

১১. আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্বাণাঽচীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ।
অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা ॥ ২

অন্বয় : [হে ওঙ্কার], আত্মনঃ মম [আমার সম্বন্ধে) [যাঃ শ্রীঃ] (যে শ্রী) বাসাংসি (বস্ত্রসকল), গাবঃ চ (গোসমূহ), অন্নপানে (অন্ন ও পানীয়) সর্বদা আবহন্তী (সর্বদা আনয়ন করেন), বিতন্বানা (বিস্তার করেন), অচীরম্ কুর্বাণা (অবিলম্বে সম্পাদন করেন), লোমশাং পশুভিঃ সহ (লোমশ পশুদিগের সহিত) শ্রিয়ম্ (সেই শ্রীকে) ততঃ (তারপর অর্থাৎ মেধাসম্পাদনের পর) মে (আমার জন্য) আবহ (আনয়ন কর) স্বাহা (এখানে হোম-মন্ত্রের শেষ বুঝাইতেছে)।

সরলার্থ : হে ওঙ্কার, যে শ্রী আমার জন্য বস্ত্র, গাভী, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য সর্বদা আনেন, উহাদের বৃদ্ধিসাধন করেন এবং চিরকাল উহাদের সুব্যবস্থা করেন, তুমি লোমশ পশু এবং অপরাপর পশুগণের সহিত সেই শ্রীকে আমার জন্য আনয়ন কর।

ব্যাখ্যা : মেধা-সম্পাদনের পর অন্নবস্ত্র-গোধন-সমন্বিতা লক্ষ্মীকে লাভ করিবার জন্য এই শ্রুতিতে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই সকল বস্তুর জন্য যে প্রার্থনা তাহা নিজের ভোগের নিমিত্ত নহে। বিদ্যাদান করিতে হইলেই আচার্যকে বহু শিষ্যের পালন করিতে হয়। সুতরাং অন্ন, পানীয় ও গাভী প্রভৃতি পশুর প্রয়োজন। এই প্রকার পরার্থ প্রার্থনা বেদান্তে অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

১২. আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।
প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু
ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩

অন্বয় : ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচারিগণ) মা আয়ন্তু (আমার নিকট আগমন করুক) স্বাহা (স্বাহা), ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচারিগণ) মা বি-আয়ন্তু (আমার নিকট বিশেষভাবে আসুক) স্বাহা (স্বাহা), ব্রহ্মচারিণঃ মা প্র-আয়ন্তু (ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট প্রকৃষ্টরূপে আসুক) স্বাহা (স্বাহা), ব্রহ্মচারিণঃ দমায়ন্তু (ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট দমাদি অভ্যাস করুক) স্বাহা (স্বাহা), ব্রহ্মচারিণঃ শমায়ন্তু (ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট শম অর্থাৎ মনঃসংযম শিক্ষা করুক) স্বাহা (স্বাহা)।

সরলার্থ : ব্রহ্মচারিগণ বিদ্যালাভের জন্য আমার নিকট সকল দিক হইতে আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট বিবিধভাবে আগমন করুক (অথবা তাহারা যেন আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়), স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ প্রকৃষ্টরূপে (যথাবিধি) আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) অভ্যাস করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট শম (চিত্তের ধৈর্য) অভ্যাস করুক, স্বাহা।

ব্যাখ্যা : এই শ্রুতিতে ব্রহ্মচারিগণের আগমনের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, বেদের আলোচনা যেন সর্বত্র প্রচারিত হয় এই উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রাচীনকালের আচার্যগণ বিদ্যাদান করিতেন, বিদ্যার্থীগণের ভরণ-পোষণ করিতেন ; তাঁহারা নিজস্ব কোনও লাভ বা ভোগের কামনা করিতেন না। কাজেই ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের জন্য যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা নিন্দনীয় নহে।

১৩. যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা
ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে।
নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা
ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ৪

অন্বয় : : জনে (জনসমাজে) যশঃ [অহং] অসানি (আমি যেন যশস্বী হই) স্বাহা (স্বাহা)। বস্যসঃ (ধনবানদের মধ্যে) শ্রেয়ান্ অসানি (যেন শ্রেষ্ঠ হই) স্বাহা। ভগ (ভগবান্) তং ত্বা (সেই ব্রহ্মকোশভূত তোমাতে) প্রবিশানি (আমি যেন প্রবেশ করি) স্বাহা। ভগ (ভগবন্), সঃ [ত্বম্] (সেই তুমি) মা প্রবিশ (আমাতে প্রবেশ কর) স্বাহা। ভগ (ভগবন্), সহস্রশাখে (সহস্রশাখা-বিশিষ্ট অর্থাৎ বহুরূপ) তস্মিন্ ত্বয়ি (সেই তোমাতে) অহং নিমৃজে (আমি নিজেকে বিশোধিত করি) স্বাহা। যথা (যেরূপ) আপঃ (জলরাশি) প্রবতাঃ যন্তি (নিম্নদিকে প্রবহমান হইয়া যায়), যথা মাসাঃ অহর্জরম্ (মাসসমূহ যেরূপ সংবৎসরের অন্তর্ভুক্ত হয়) ধাতঃ (হে বিধাতা) এবং (এই প্রকারে) ব্রহ্মচারিণঃ

(ব্রহ্মচারিগণ) সর্বতঃ মাম্ আয়ন্তু (সকল দিক হইতে আমার নিকট আসুক) স্বাহা। প্রতিবেশঃ অসি (তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান), মা প্রভাহি (আমার নিকট প্রকাশিত হও), মা প্রপদ্যস্ব (আমাকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও)।

সরলার্থ : জনসমাজে আমি যেন যশস্বী হই, ধনিগণের মধ্যে আমি যেন শ্রেষ্ঠ হই। ভগবন্, ব্রহ্মকোশ-স্বরূপ তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি, স্বাহা। ভগবন্, বহু-শাখাযুক্ত (নদীরূপী) তোমাতে আমি নিজেকে (পাপক্ষালন দ্বারা) শুদ্ধ করিতেছি। হে বিধাতা, জলরাশি যেমন ক্রমশঃ নিম্ন প্রদেশে বহিয়া যায়, মাসসমূহ যেরূপ সম্বৎসরের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই প্রকারে ব্রহ্মচারিগণ সর্বস্থান হইতে আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা। তুমি সকলের (অতি নিকটবর্তী) বিশ্রামস্থান, তুমি আমার নিকট প্রতিভাত হও, তুমি সর্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাকে আত্মসাৎ কর।

ব্যাখ্যা : জনসমাজে আমি যেন যশস্বী হই—ইহা দ্বারা আচার্য তাঁহার বিদ্যাদানের সফলতা প্রার্থনা করিতেছেন। বিদ্যাদান সফল হইলেই তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইবে এবং তাহা হইলে বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিবে।

ধনিগণের মধ্যে আমি যেন শ্রেষ্ঠ হই—এস্থলে যে ধনের প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা নিজের ভোগের নিমিত্ত নহে, বিদ্যার্থিগণের পোষণের নিমিত্ত। কারণ আচার্যের অন্ন, বস্ত্র, গাভী প্রভৃতি ধন যত অধিক হইবে তিনি তত অধিক সংখ্যক বিদ্যার্থী পোষণ করিতে পারিবেন।

তোমাতে আমি যেন প্রবেশ করি, তুমি আমাতে প্রবেশ কর—উভয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ অর্থ একাত্মতা লাভ। উপাস্য দেবতার সঙ্গে একাত্মতা লাভই উপাসকের চরম সিদ্ধি।

পঞ্চম অনুবাক

১৪. ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ১

অন্বয় : ভূঃ ভুবঃ সুবঃ ইতি বৈ (ভূঃ, ভুবঃ এবং সুবঃ) এতাঃ তিস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ (এই তিনটি প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি), তাসাম্ উ হ (তাহাদের আবার) চতুর্থীম্ (চতুর্থ) মহঃ ইতি (মহঃ নামীয়), এতাম্ (এই ব্যাহৃতিকে) মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তেস্ম (মহাচমসের পুত্র জানেন)। তৎ ব্রহ্ম (উক্ত মহঃ-ই ব্রহ্ম অর্থাৎ মহৎ, অসীম), সঃ আত্মা (উহাই আত্মা অর্থাৎ ব্যাপক), অন্যাঃ দেবতাঃ (অন্য দেবতাসকল) অঙ্গানি (উহার বিভিন্ন অঙ্গ) ভূঃ ইতি অয়ম্ লোকঃ (এই পৃথিবী লোকই ভূঃ)। ভুবঃ ইতি অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষলোকই ভুবঃ)। অসৌ লোকঃ (ঐ দ্যুলোক) সুবঃ ইতি (সুবঃ বলিয়া কথিত)।

সরলার্থ : ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্—এই তিনটি প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি। উক্ত ব্যাহৃতি

তিনটির পর চতুর্থ ব্যাহৃতি মহঃ। এই ব্যাহৃতিটিকে মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য নামক ঋষি জানিয়াছিলেন। এই মহঃ-ই ব্রহ্ম (মহৎ, অসীম), তিনিই আত্মা। অন্য সব দেবতা (ব্যাহৃতি) ইঁহার বিবিধ অঙ্গ। ভূঃ হইল পৃথিবীলোক, ভুবঃ অন্তরীক্ষলোক এবং স্বর্ দ্যুলোক।

মন্তব্য : প্রথমে সংহিতা-বিষয়ক উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তারপর যাঁহারা মেধা ও শ্রী কামনা করেন তাঁহাদের জন্যও কতকগুলি মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে। এই মন্ত্রও বিদ্যালাভের উপযোগী। এইবার হৃদয়মধ্যে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইতেছে ; ইহার ফল স্বারাজ্য লাভ (শ)।

মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তেস্ম—এই চতুর্থী ব্যাহৃতি মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য জানিয়াছিলেন। এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে ঋষিদিগকে স্মরণ করা যেমন কর্মের একটি অঙ্গ তেমনি উপাসনারও একটি অঙ্গ (শ) ॥ মহঃ ইতি তৎ ব্রহ্ম—মাহাচমস্য ঋষি 'মহঃ' নামক যে ব্যাহৃতি দেখিয়াছিলেন তাহাই ব্রহ্ম। কারণ ব্রহ্ম মহৎ [অসীম], আবার এই ব্যাহৃতিটিও মহঃ। উভয়ের এইরূপ সাদৃশ্য থাকায় 'মহঃ'কে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে (শ) ॥ সঃ আত্মা—তাহাই আত্মা। আপ্ এই ব্যাপনার্থক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া 'আত্মা' শব্দের অর্থ ব্যাপক, যাহা সমস্ত ব্যাপিয়া আছে। 'মহঃ' এই ব্যাহৃতিটিও অপর সকল ব্যাহৃতি ব্যাপিয়া আছে (শ) ॥ অন্যাঃ দেবতা অঙ্গানি—যেহেতু 'মহঃ' এই ব্যাহৃতিটি অন্য সব ব্যাহৃতিকে ব্যাপিয়া আছে, সেই হেতু অপর দেবতা [ব্যাহৃতিসকল] ইহার অঙ্গস্বরূপ। এখানে 'দেবতা' শব্দটি লোক প্রভৃতিরও জ্ঞাপক (শ)।

১৫. মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি ॥ ২

অন্বয় : মহঃ ইতি আদিত্যঃ (মহঃ এইটি আদিত্য), আদিত্যেন বাব (আদিত্য দ্বারাই) সর্বে লোকাঃ মহীয়ন্তে (সমস্ত লোক বর্ধিত হয়), ভূঃ ইতি বৈ অগ্নিঃ (ভূঃ এইটি প্রসিদ্ধ অগ্নি), ভুবঃ ইতি বায়ুঃ (ভুবঃ এইটি বায়ু) সুবঃ ইতি আদিত্যঃ (সুবঃ এইটি আদিত্য)। মহঃ ইতি চন্দ্রমাঃ (মহঃ এইটি চন্দ্র), চন্দ্রমসা বাব (চন্দ্র দ্বারাই) সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে (অপর সমস্ত জ্যোতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে), ভূঃ ইতি বৈ ঋচঃ (ভূঃ এইটি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ), ভুবঃ ইতি সামানি (ভুবঃ এইটি সামবেদ), সুবঃ ইতি যজূংষি (সুবঃ এইটি যজুর্বেদ)।

সরলার্থ : আদিত্যই মহঃ, কারণ আদিত্যের দ্বারাই সমস্ত লোক বর্ধিত হয়। ভূঃ হইল প্রসিদ্ধ অগ্নি, ভুবঃ হইল বায়ু, স্বঃ হইতেছে আদিত্য। মহঃ হইল চন্দ্র, কেননা চন্দ্র দ্বারাই সমস্ত জ্যোতিষ্ক (নক্ষত্রাদি) মহীয়ান হয়। আবার, ভূঃ-ই ঋক্সমূহ, ভুবঃ-ই সামসমূহ এবং স্বর্ হইল যজুর্বেদ।

মন্তব্য : আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে—যেহেতু দেবতাগণ ও লোকসমূহ সকলেই এই মহঃ-এর অবয়বস্বরূপ, সেইজন্যই বলা হইল যে সমস্ত লোক ও দেবতা আদিত্য দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'মহীয়ন্তে' অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (শ)।

১৬. মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ।
ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহঃ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে
প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ।
তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩

অন্বয় : মহঃ ইতি ব্রহ্ম (মহঃ-ই ব্রহ্ম), ব্রহ্মণা বাব (ব্রহ্ম দ্বারাই) সর্বে বেদাঃ মহীয়ন্তে (সমস্ত বেদ বৃদ্ধি পায়)। ভূঃ ইতি বৈ প্রাণঃ (ভূঃ-ই প্রাণ), ভুবঃ ইতি অপানঃ (ভুবঃ অপান), সুবঃ ইতি ব্যানঃ (সুবঃ অর্থাৎ ব্যান), মহঃ ইতি অন্নম্ (মহঃ অন্ন)। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে (অন্নদ্বারাই সকল প্রাণ বৃদ্ধি পায়)। তাঃ এতাঃ বৈ (উক্ত এইসকল) চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ (চারিটি ব্যাহৃতি) চতস্রঃ চতস্রঃ (প্রত্যেকে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া) চতুর্ধা (চারি প্রকার হইয়া থাকে)। তাঃ যঃ বেদ (যিনি এই চারি প্রকার ব্যাহৃতি জানেন), সঃ ব্রহ্ম বেদ (তিনি ব্রহ্মকে জানেন)। সর্বে দেবাঃ (সকল দেবতা) তস্মৈ বলিম্ আবহন্তি (ইহার জন্য উপহার আনেন)।

সরলার্থ : মহঃ এই ব্যাহৃতিটি ব্রহ্ম (ওঙ্কার) স্বরূপ ; ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ মহীয়ান হয়। ভূঃ হইল প্রাণ, ভুবঃ অপান, সুবঃ ব্যান এবং মহঃ অন্ন। অন্ন দ্বারাই প্রাণসমূহ বর্ধিত (পরিপুষ্ট) হয়। উপরোক্ত এই চারিটি ব্যাহৃতির প্রত্যেকটি আবার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হয়। যিনি এই ব্যাহৃতিসমূহ সম্যক্ জানিয়া উহাদের উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। সকল দেবতা উক্ত ব্রহ্মবিদকে উপহার প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা : ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—সপ্তলোকের জ্ঞাপক এই সাতটি বীজ-মন্ত্রকে ব্যাহৃতি বলা হয়। বিবিধ অভীষ্ট বস্তু সর্বতোভাবে প্রদান করে বা বিশেষরূপে হরণ করে বলিয়া ইহাদের নাম ব্যাহৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি মহাব্যাহৃতি। গায়ত্রী মন্ত্রের সহিত ইহাদের জপ হইয়া থাকে। চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহঃ' মাহাচমস্য মুনি অবগত হইয়াছিলেন।

সৃষ্টিতে প্রকাশিত ব্রহ্মই বিরাট্ পুরুষ। ব্যাহৃতিগুলিকে এই বিরাট্ পুরুষের বিভিন্ন অবয়বরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। 'ভূঃ' বিরাট্ শরীরের হস্তদ্বয়, ভুবঃ পদদ্বয়, স্বঃ মস্তক এবং মহঃ এই দেহের আত্মা বা মধ্যভাগ।

মহঃ অর্থাৎ আত্মা—'আত্মা' শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং আত্মা দ্বারা দেহের সমস্ত অবয়ব মহীয়ান বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ 'মহঃ' এই ব্যাহৃতি দ্বারা অন্যান্য ব্যাহৃতি বৃদ্ধি পায়। মহঃ হইল ব্রহ্ম—কারণ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ব্যাহৃতিটি মহঃ, ব্রহ্মাণ্ডও মহৎ, কাজেই উভয়ে একার্থক। ব্রহ্ম যেমন সমস্তকে অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান, সেইরকম অপর তিনটি ব্যাহৃতিও মহঃ-এর অন্তর্গত।

ব্যাহৃতিযোগে উপাসনা এক প্রকারের প্রতীকোপাসনা। কি প্রকারের উপাসনা করিবে তাহাই বলা হইতেছে। ভূঃ এই ব্যাহৃতিতে পৃথিবীলোক, অগ্নি, ঋক্‌মন্ত্র ও প্রাণবায়ু ; ভুবঃ এই ব্যাহৃতিতে অন্তরীক্ষলোক, বায়ুদেবতা, সামবেদ, অপানবায়ু ; স্বঃ এই ব্যাহৃতিতে স্বর্গলোক, আদিত্য, যজুর্বেদ, ব্যানবায়ু ; মহঃ এই ব্যাহৃতিতে সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, ওঙ্কার এবং অন্ন—এইরূপ মনে করিয়া উহাদের অধিষ্ঠাতারূপে ব্রহ্মের ধ্যান করিবে। এই প্রকারে চারিটি ব্যাহৃতি প্রত্যেকটি চারি

ভাগে বিভক্ত হইয়া ষোলটি ব্যাহৃতি হইল। এই সকল ব্যাহৃতিকে যিনি জানেন এবং উহাদের অবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মকেই জানেন। এইপ্রকার ব্রহ্মবিদ্ পুরুষকে সকল দেবতা উপহারাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকে।

মন্তব্য : তাঃ বৈ এতাঃ চতস্রঃ চতুর্ধা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ—এই চারিটি ব্যাহৃতির প্রত্যেকটি চারি প্রকার। প্রথম ব্যাহৃতি ভূঃ—পৃথিবীলোক, অগ্নি, ঋগ্‌বেদ ও প্রাণস্বরূপ ; দ্বিতীয় ব্যাহৃতি ভুবঃ—অন্তরীক্ষলোক, বায়ু-দেবতা, সাম ও অপানস্বরূপ ; তৃতীয় ব্যাহৃতি সুবঃ [স্বঃ]—দ্যুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ধ্যান-স্বরূপ ; চতুর্থ ব্যাহৃতি মহঃ—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্ন-স্বরূপ। এইরূপে প্রতিটি ব্যাহৃতি চারি প্রকার (শ)। সঃ বেদ ব্রহ্ম—তিনি ব্রহ্মকেই বিশেষভাবে জানেন।

ষষ্ঠ অনুবাক

১৭. স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ।
অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে।
সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে।
ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ ॥ ১

অন্বয় : অন্তঃ হৃদয়ে (হৃদয়পদ্ম মধ্যে) যঃ এষঃ আকাশঃ (এই যে প্রসিদ্ধ আকাশ) তস্মিন্ (সেই আকাশে) সঃ অয়ম্ (সেই এই) মনোময়ঃ (মনোময়) অমৃতঃ (অমৃতস্বরূপ) হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়) পুরুষঃ [স্থিতঃ] (পুরুষ অবস্থিত আছেন), অন্তরেণ তালুকে (তালুদ্বয়ের মধ্যে) যঃ এষঃ (এই যে মাংসখণ্ড) স্তনঃ ইব অবলম্বতে (স্তনের ন্যায় বা গোবৎসের ন্যায় লম্বমান আছে), [তাহার মধ্য দিয়া] যত্র (যেখানে) অসৌ কেশান্তঃ (এই কেশসমূহের মূল) বিবর্ততে (বিভক্ত হইয়াছে), [তাহার মধ্য দিয়া] [যা] (যে নাড়ী) শীর্ষকপালে (মস্তকের কপালখণ্ড দুইটিকে) ব্যপোহ্য (বিভক্ত করিয়া) [নিঃসৃতা] (নির্গত হইয়াছে) সা ইন্দ্রযোনিঃ (তাহাই ইন্দ্রযোনি), [এই পথে বাহির হইয়া] [পুরুষঃ] (পুরুষ) ভূঃ ইতি অগ্নৌ (ভূঃ এই ব্যাহৃতিরূপ যে অগ্নি তাহাতে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হন), ভুবঃ ইতি বায়ৌ (ভুবঃ এই ব্যাহৃতিরূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন)।

সরলার্থ : হৃদয়পদ্ম মধ্যে যে প্রসিদ্ধ আকাশ তাহাতে এই বিজ্ঞানময়, অমৃতস্বরূপ, জ্যোতির্ময় পুরুষ অবস্থিত আছেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে স্তনের ন্যায় লম্বমান যে মাংসখণ্ড রহিয়াছে এবং যেখানে কেশগুলির মূল বিভক্ত হইয়াছে সেখানে মস্তকস্থ কপালদ্বয় ভেদ করিয়া নির্গত সুষুম্না নাড়ীই ইন্দ্রযোনি (ব্রহ্মের মার্গ বা পথ)। ঐ পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপাসক 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে এবং 'ভুবঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন।

মন্তব্য : পুরুষঃ—হৃদয়পুরীতে অবস্থান করে, অথবা ভূঃ প্রভৃতি সমস্ত লোক ইহা দ্বারা পূর্ণ, সেই হেতু ইনি পুরুষ পদবাচ্য (শ)। মনোময়ঃ—এই শব্দটির বিবিধ অর্থ, যথা : (১) মন অর্থ বিজ্ঞান, সেই মনদ্বারাই উপলভ্য বলিয়া মনোময় অর্থ প্রায় মনেরই তুল্য, (২) মনন করা যায় ইহাদ্বারা এই অর্থে মন হইল অন্তঃকরণ,

(৩) মনেতে অভিমান-সম্পন্ন বা মনদ্বারা জ্ঞাতব্য (শ)। সা ইন্দ্রযোনিঃ—তাহাই ইন্দ্রযোনি, ইন্দ্রের [ব্রহ্মের] যোনি [পথ] অর্থাৎ স্বরূপ, উপলব্ধি দ্বার (শ); ইন্দ্রের [জাগরিত স্থানের অধিষ্ঠাতার] যোনি (উ)॥ ভূঃ ইতি অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি—এইপ্রকার মনোময় আত্মদর্শী বিদ্বান পুরুষ মূর্ধাদেশ হইতে নির্গত হইয়া 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ অগ্নিরূপে এই সমস্ত ব্যাপিয়া থাকেন। অগ্নিই এই দৃশ্যমান জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ এবং মহৎ ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ (শ)।

১৮. সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তি-সমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব ॥ ২

অন্বয় : সুবঃ ইতি আদিত্যে (সুবঃ এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে), মহঃ ইতি ব্রহ্মণি (মহঃ এই ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মে) [প্রতিতিষ্ঠতি] (প্রতিষ্ঠিত হন), স্বারাজ্যম্ আপ্নোতি (তৎপর স্বারাজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন), মনসস্পতিম্ আপ্নোতি (মনের পতিকে প্রাপ্ত হন), বাক্‌পতিঃ (বাগিন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি), চক্ষুষ্পতিঃ (চক্ষুসমূহের অধিপতি), শ্রোত্রপতিঃ (কর্ণসমূহের অধিপতি), বিজ্ঞানপতিঃ (সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অধিপতি) [ভবতি] (হন); ততঃ (তাহা হইতেও (আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম অধিকতর) এতৎ ভবতি (ইহা হন), আকাশ-শরীরম্ (আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর), সত্যাত্ম (সত্যস্বরূপ), প্রাণারামম্ (প্রাণারাম), মন-আনন্দম্ (আনন্দময় মন-বিশিষ্ট), শান্তি-সমৃদ্ধম্ (শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ), অমৃতম্ (অমৃতস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [ভবতি] (হন)। প্রাচীনযোগ্য (হে প্রাচীনযোগ্য) ইতি (এই প্রকার ব্রহ্মকে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর)।

সরলার্থ : 'সুবঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে, 'মহঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। এইগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মরূপ স্বরাড্‌ ভাব) প্রাপ্ত হন, সমস্ত মনের পতিকে লাভ করেন (অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত মনের দ্বারাই মনন করেন)। তিনি বিজ্ঞানপতি (সমস্ত বিজ্ঞানের অধিপতি) হন, তিনি বাক্‌পতি (সমস্ত বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি) হন, তিনি সমস্ত চক্ষুর অধিপতি হন, তিনি সমস্ত কর্ণের অধিপতি হন। এই সব হইতেও অধিক হইয়া তিনি আকাশ-শরীর (আকাশই যাহার শরীর), সত্য-আত্মা (মূর্ত ও অমূর্ত সমস্ত পদার্থ যাঁহার স্বরূপ বা স্বভাব), প্রাণারাম, মন-আনন্দ (যাহার মন আনন্দময়), শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং অমৃত ব্রহ্ম হন। হে প্রাচীনযোগ্য, এই প্রকারে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ ব্রহ্মের উপাসনা কর।

ব্যাখ্যা : জীবের হৃদয়াকাশই আত্মার বাসস্থান। এই হৃদয়াকাশেই ব্যাহৃতিযোগে আত্মার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। এই আত্মা মনোময়, তিনি মনের প্রত্যেক ক্রিয়া ব্যাপিয়া আছেন অর্থাৎ মনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে আত্মার উপলব্ধি হয় বলিয়া ইঁনি মনোময়। এই আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অমৃত। হৃদাকাশস্থিত এই আত্মাই সমগ্র বিশ্ব পূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়া ইঁনি পুরুষ।

ব্যাহৃতিযোগে এই পুরুষের উপাসনা করিলে উপাসক স্বারাজ্য লাভ করেন। তিনি আর তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র জীবদেহে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বাত্মক হন অর্থাৎ

সমগ্র বিশ্বের আত্মারূপে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। তিনি বাক্‌, মন, কর্ণ, বিজ্ঞান প্রভৃতির অধিপতি হন; ইহাই স্বারাজ্য-লাভ। কি প্রকারে এই স্বারাজ্য লাভ হয় তাহাই বলা হইয়াছে। সাধক ব্রহ্মরন্ধ্র পথে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ স্বীয় আত্মাকে অগ্নির আত্মারূপে উপলব্ধি করেন। এই প্রকারে তিনি 'ভুবঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী বায়ুতে, 'সুবঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে এবং 'মহঃ' এই ব্যাহৃতিরূপী মহান আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হন।

এইভাবে তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির ক্রিয়াতে আবদ্ধ না থাকিয়া তিনি সমস্ত মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ ও বিজ্ঞানের অধিপতি হন। অর্থাৎ তিনি সমস্ত মন দ্বারা মনন করেন, সমস্ত চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, সমস্ত কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন এবং সমস্ত বিজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করেন। ইহা হইতেও অধিক হইয়া তিনি ব্রহ্মভূত হন। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ও স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকেন না; সূক্ষ্ম, ব্যাপক আকাশ তাঁহার শরীরে পরিণত হয় অর্থাৎ তিনি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। তিনি মূর্তামূর্ত সমস্ত বস্তুর আত্মাস্বরূপ হন, সকল প্রাণশক্তির আশ্রয় হন, সমস্ত মনের আনন্দস্বরূপ হন এবং শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ ও অমৃত হন।

"মন, বাক্‌, শ্রোত্র ও বিজ্ঞান—এ সকলের উপরে আধিপত্য প্রাপ্তিকে স্বারাজ্য বলে। এই স্বারাজ্যের পর ব্রহ্ম সহ একত্ব লাভ হয়। মন প্রভৃতির উপর আধিপত্য লাভ তাহাদের নিয়ন্তার সহিত একত্বে ঘটে। নিয়ন্তার সহিত একত্ব ব্রহ্মের সহিত একত্বের কারণ। ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইলে ব্রহ্ম যে প্রকার উপাধি-বর্জিত স্বপ্রকাশ, সাধকও তেমনি উপাধি-বর্জিত স্বপ্রকাশ হন। তখন তাঁহার নিকট ব্রহ্ম সকলের আত্মা, প্রাণের আরাম; মনের আনন্দ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অমৃত বলিয়া উপলব্ধ হন। একত্বেও যে জীবের বোধ-বিলোপ হয় না—এই শ্রুতি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। বোধ-বিলোপ যে জীবের কৃতার্থতা নহে, ইন্দ্র ও প্রজাপতির সংবাদে উপনিষদ তাহা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন।"

(বেদান্ত-সমন্বয় ঃ উপাধ্যায়)।

সপ্তম অনুবাক

১৯. পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশাঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্ ॥ ১

অন্বয় : পৃথিবী (পৃথিবী), অন্তরিক্ষম্ (অন্তরীক্ষ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক), দিশঃ (দিক্‌সকল), অবান্তরদিশাঃ (অবান্তর দিক্‌সমূহ) [এই পাঁচটি লোক-পাঙ্‌ক্ত], অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি (অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ) [এই পাঁচটি দেবতা-পাঙ্‌ক্ত], আপঃ ওষধয়ঃ বনস্পতয়ঃ আকাশঃ আত্মা (জল, ওষধিসমূহ, বনস্পতিসকল, আকাশ ও আত্মা) [এই পাঁচটি ভূত-পাঙ্‌ক্ত], ইতি অধিভূতম্ (ইহাদ্বারা ভূতসম্বন্ধীয় পাঙ্‌ক্ত-উপাসনা বলা হইল)।

সরলার্থ : পৃথিবী, অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক), দ্যুলোক (স্বর্গ), পূর্ব প্রভৃতি চারিদিক, অগ্নিকোণ প্রভৃতি চারিটি অবান্তর দিক—এই পাঁচটি লোক-পাংক্ত।

অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ—এই পাঁচটি দেবতা-পাংক্ত। জল, ওষধি (তৃণলতা), বনস্পতি (বৃক্ষ), আকাশ, আত্মা (বিরাট্ পুরুষ)—এই পাঁচটি ভূত পাংক্ত। এই তিন প্রকার (অধিভূত, অধিদৈবত ও অধিলোক) পাংক্ত উপাসনা।

ব্যাখ্যা : বেদে পংক্তি নামক একটি ছন্দ আছে। উহার প্রত্যেক চরণে পাঁচটি করিয়া অক্ষর থাকে। এখানেও অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমস্ত পদার্থকে প্রতি ভাগে পাঁচ পাঁচটি করিয়া সন্নিবেশ-পূর্বক ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পংক্তি সংখ্যার সহিত সমতা রক্ষার্থ উহার প্রত্যেক ভাগের নাম হইয়াছে পাংক্ত।

অধিভূত অর্থাৎ বাহ্য বিষয় তিনটি ভাগে বিভক্ত : (১) লোক-পাংক্ত—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, পূর্ব প্রভৃতি চারি দিক ও অগ্নিকোণ প্রভৃতি চারিটি অবান্তর দিক ; (২) দেবতা-পাংক্ত—অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ ; (৩) ভূত-পাংক্ত—জল, ওষধিসমূহ, বনস্পতিসমূহ, আকাশ ও বিরাট্ পুরুষ।

২০. অথাধ্যাত্মম্—প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্ক্তং বা ইদং সর্বম্। পাঙ্ক্তেনৈব পাঙ্ক্তং স্পৃণোতীতি ॥ ২

অন্বয় : অথ অধ্যাত্মম্ (এখন শরীর সম্বন্ধে উপাসনার কথা বলা হইতেছে)। প্রাণঃ ব্যানঃ অপানঃ উদানঃ সমানঃ (প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমান)—এই পাঁচটি বায়ু-পাঙ্ক্ত। চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ মনঃ বাক্ ত্বক্ (চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক্)—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়-পাঙ্ক্ত। চর্ম মাংসং স্নায়ু অস্থি মজ্জা (চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা)—এই পাঁচটি ধাতু-পাঙ্ক্ত। এতৎ অধিবিধায় (এইরূপ পাঙ্ক্ত-উপাসনার বিধান করিয়া) ঋষিঃ অবোচৎ (ঋষি বলিয়াছিলেন) পাঙ্ক্তং বৈ ইদং সর্বম্ (এই সমস্তই পাঙ্ক্ত)। পাঙ্ক্তেন এব (পাঙ্ক্ত দ্বারাই) পাঙ্ক্তং স্পৃণোতি ইতি (পাঙ্ক্তকে প্রীত করে বা পূর্ণ করে)।

সরলার্থ : এখন অধ্যাত্ম (শরীরাধিকারে) পাঙ্ক্ত-উপাসনা বলা হইতেছে। প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমান—ইহারা প্রাণাদি বায়ু-পাংক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক্—ইহারা ইন্দ্রিয়-পাংক্ত ; চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা—ইহারা ধাতু-পাংক্ত। এইরূপে পাংক্ত-উপাসনার বিধান করিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন : এই সমস্তই পঞ্চাত্মক। আধ্যাত্মিক পাংক্ত দ্বারাই বাহ্য পাংক্তকে পূর্ণ করা হয় অর্থাৎ উভয়কে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করা হয়।

ব্যাখ্যা : অধ্যাত্ম বিষয়ও তিনটি পাংক্তে বিভক্ত, যথা : (১) বায়ু-পাংক্ত—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান ; (২) ইন্দ্রিয়-পাংক্ত—চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক্ ; (৩) ধাতু-পাংক্ত—চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা।

পৃথিবীর বস্তু ইত্যাদিতে পাংক্ত কল্পনা করিয়া সেই অনুযায়ী উপাসনা বিহিত হইয়াছে। জাগতিক পদার্থসমূহকে সমধর্ম অনুসারে কতকগুলি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া লইলে উহাদের যোগে উপাসনা সহজসাধ্য হয়। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাম্য দর্শন করিলে আত্মার একত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই কারণেই পাংক্ত উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তারপর দেহস্থ পাংক্তসমূহের সহিত বহিঃস্থ পাংক্তসমূহের একত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। কারণ ঈশ্বরের একই প্রাণশক্তি অন্তরে এবং বাহিরে ক্রিয়াশীল। কাজেই একটি অপরটির পরিপূরক (counterpart), একটি দ্বারা অপরটি পূর্ণ হয়।

অষ্টম অনুবাক

২১. ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওম্ ইতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১

অন্বয় : ওম্ ইতি ব্রহ্ম (ওম্ এই শব্দটি ব্রহ্ম), ইদং সর্বম্ ওম্ ইতি (এই সমস্তই ওঙ্কার), ওম্ ইতি এতৎ অনুকৃতিঃ হ স্ম বৈ (ওম্ এই পদই অনুকৃতি অর্থাৎ সম্মতিসূচক বলিয়া প্রসিদ্ধ), অপি ওম্ শ্রাবয় (যাজ্ঞিকগণও—ওম্ শ্রবণ করাও) ইতি আশ্রাবয়ন্তি (এই কথা বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন)। ওম্ ইতি সামানি গায়ন্তি (ওম্ উচ্চারণপূর্বক সামবেদিগণ সামসমূহ গান করেন)। ওম্ শোম্ ইতি শস্ত্রাণি শংসন্তি ('ওম্ শোম্' বলিয়া শস্ত্র নামক স্তোত্রসমূহ পাঠ করেন)। ওম্ ইতি (ওম্ এই পদ) অধ্বর্যুঃ (যজুর্বেদী ঋত্বিক্) প্রতিগরম্ (প্রতি কর্মে) প্রতিগৃণাতি (উচ্চারণ করেন)। ব্রহ্মা (ঋত্বিক বিশেষ) ওম্ ইতি প্রসৌতি (ওম্ উচ্চারণপূর্বক অনুমতি দান করেন)। ওম্ ইতি (ওম্ উচ্চারণপূর্বক) অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি (অগ্নিহোত্রের অনুমতি দেন)। ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ (ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া) ব্রহ্ম উপাপ্নবানি (ব্রহ্মকে যেন পাই—মনে করিয়া) ওম্ ইতি আহ ('ওম্' এই পদ বলেন)। ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি (ইহার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ : 'ওম্' এই অক্ষরই ব্রহ্ম (ওম্ এই অক্ষরটি ব্রহ্মেরই বাচক)। এই সমস্তই ওঙ্কার অর্থাৎ ওঙ্কার দ্বারাই সমস্ত শব্দ-জগৎ পরিব্যাপ্ত। 'ওম্' এই শব্দটি সম্মতিজ্ঞাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'ওম্ শ্রবণ করাও' এই কথা বলিয়া যাজ্ঞিকেরা দেবতাদিগকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন। সামবেদীরা 'ওম্' উচ্চারণপূর্বক সামগান করিয়া থাকেন ; স্তোত্র পাঠকগণ 'ওম্ শোম' বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ করেন। যজুর্বেদিগণ প্রতি কর্মে 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; 'ওম্' বলিয়া ব্রহ্মা (ঋত্বিক্‌বিশেষ) অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন। অগ্নিহোত্রীরা 'ওম্' বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, 'আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব'—এই ভাবনা করিয়া 'ওম্' বলিয়াই বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইহার ফলে তিনি বেদজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইয়াছে। তারপর পাঙ্ক্ত স্বরূপেও তাঁহার উপাসনা বলা হইয়াছে। এখন সকল উপাসনার অঙ্গীভূত ওঙ্কারের উপাসনা বিহিত হইতেছে। ওঙ্কার একটি শব্দ হইলেও উহাকেই পর ও অপর ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া উপাসনা করিলে উহা পর ও অপর ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন হইয়া থাকে, কারণ এই ওঙ্কারই বিষ্ণুর প্রতিমার ন্যায় পর ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ আশ্রয়।

নবম অনুবাক

২২. ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ ঋতং চ (ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে কর্মবিধি-বিষয়ক জ্ঞান) স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)। সত্যং চ (সত্যকথন) স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)। তপঃ চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (তপস্যা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। দমঃ চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। শমঃ চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (অন্তরিন্দ্রিয়ের উপসম, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। অগ্নয়ঃ চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (হবনীয় অগ্নিতে হোম, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। অতিথয়ঃ চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (অতিথির পূজা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা)। মানুষং চ (লৌকিক আচার পালন) স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। প্রজা চ (সন্তানোৎপাদন) স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। প্রজনঃ চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (ঋতুকালে ভার্যাগমন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। প্রজাতিঃ চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (পৌত্র উৎপাদন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন)। [এতানি অনুষ্ঠেয়ানি] (এইগুলি কর্তব্য)। সত্যবচা রাথীতরঃ (রথীতর-বংশীয় সত্যবচা নামক ঋষির মতে) সত্যম্ ইতি (সত্যই পালনীয়)। তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ (পুরুশিষ্টি-তনয় তপোনিত্য ঋষি বলেন) তপঃ ইতি (তপস্যাই কর্তব্য)। মৌদ্গল্যঃ নাকঃ (মুদ্গল-পুত্র নাক নামক ঋষি বলেন) স্বাধ্যায়-প্রবচনে এব ইতি (অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনই অনুষ্ঠেয়)। তৎ হি তপঃ, তৎ হি তপঃ (কারণ উহাই তপস্যা, উহাই তপস্যা)।

সরলার্থ : যথাশাস্ত্র কর্মবিষয়ক জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; সত্যকথন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; তপস্যা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; বাহ্যেন্দ্রিয় দমন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; চিত্তসংযম, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; অতিথিসেবা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; লৌকিক আচার পালন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; সন্তানোৎপাদন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; ঋতুকালে ভার্যাগমন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, পৌত্রোৎপত্তির নিমিত্ত পুত্রের বিবাহ-দান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—এই সকল অবশ্য-কর্তব্য কর্ম। রথীতর-গোত্রীয় সত্যবচার মতে সত্যই পালনীয়, পুরুশিষ্টি-তনয় তপোনিত্যের মতে তপস্যা এবং মুদ্গল-তনয় নাকের মতে কেবল স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কর্তব্য, কারণ উহাই তপস্যা।

ব্যাখ্যা ঃ কেবল বিজ্ঞান দ্বারাই স্বারাজ্য বা মোক্ষলাভ করা যায়—এই কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হইতে পারে যে শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মসমূহ নিরর্থক। এই কারণে কর্মসমূহও যে পুরুষার্থ সাধনে সক্ষম পরবর্তী শ্রুতিসমূহে ইহাই

প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিবিধ প্রকারের উপাসনার কথা বলিবার পর বেদাধ্যায়ী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহার কর্তব্যসমূহের উল্লেখ করা হইতেছে। কারণ কর্ম ব্যতীত কোন উপাসনাই পূর্ণাঙ্গ হয় না। অন্যান্য কর্তব্য প্রয়োজনমত করিতে হইবে, কিন্তু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিত্যকরণীয়। এই কারণে প্রত্যেক কর্তব্যের সঙ্গে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সংযুক্ত রহিয়াছে।

ঋত আচরণ করিবে—'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য, ন্যায়ানুগত ব্যবহার (right, law)। জীবনে ন্যায় ও সত্য আচরিত না হইলে উপাসনা নিরর্থক হয়।

তপঃ—সাধনার একাগ্রতা। একাগ্রচিত্তে সাধন ধর্ম-জীবন লাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। দম—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ। শম—অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, চিত্তের বিক্ষোভ-প্রশমন। অগ্নিসমূহ—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ গৃহে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত রাখেন। অগ্নিহোত্র—ঐ সকল অগ্নিতে বিধিমত হোম করিবে।

অতিথিসকল ও মানুষ—অতিথির সেবা এবং লৌকিক ব্যবহার করিবে।

প্রজা, প্রজন ও প্রজাতি—বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্বক সন্তান উৎপাদন করিবে। প্রাচীনকালে ইহা অবশ্য-কর্তব্য কর্মরূপে বিহিত ছিল। সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত ঋতুমতী ভার্যাতে যথাবিধি উপগত হইবে। পুত্রের পরই যাহাতে বংশবিচ্ছেদ না হয় তজ্জন্য পুত্রের বিবাহ দিবে, যেন যথাকালে পৌত্র জাত হইয়া বংশ রক্ষা করে।

উপরোক্ত অবশ্য-কর্তব্য কর্মগুলির মধ্যে কোনটি প্রধান তৎসম্বন্ধে ঋষিদের মধ্যে মতভেদ আছে। রথীতরগোত্রীয় সত্যবচার মতে সত্যই প্রধান ; পুরুশিষ্টি-তনয় তপোনিত্যের মতে তপস্যাই প্রধান ; মুদ্গল-তনয় নাকের মত স্বাধ্যায় ও প্রবচনই প্রধান, কারণ ইহাই তপস্যা।

দশম অনুবাক

২৩. অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোঽক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ অহং বৃক্ষস্য রেরিবা (আমি সংসার-বৃক্ষের প্রেরয়িতা)। গিরেঃ পৃষ্ঠম্ ইব (পর্বতপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত) [মম] কীর্তিঃ (আমার কীর্তি)। ঊর্ধ্বপবিত্রঃ (আমি পরম কারণ, পরম পবিত্র) বাজিনি ইব স্বমৃতম্ অস্মি (সূর্যে যেরূপ উত্তম অমৃত আছে আমিও সেইরূপ উত্তম আনন্দামৃতময়)। দ্রবিণম্ ইব (আমি ধনের ন্যায়) সবর্চসম্ (দীপ্তিমান্)। সুমেধাঃ (আমি উত্তম মেধা-সম্পন্ন) অমৃতঃ অক্ষিতঃ (আমি অমৃত এবং ক্ষয়রহিত)। ইতি ত্রিশঙ্কোঃ বেদানুবচনম্ (ইহাই ত্রিশঙ্কু নামক ঋষির বেদার্থ-কথন)।

সরলার্থ ঃ "আমি সংসার-বৃক্ষের প্রেরয়িতা (কর্ম-প্রবর্তক), পর্বতপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত আমার কীর্তি, আমি পরমব্রহ্মে আত্মভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহাদ্বারা পবিত্র হইয়াছি। সূর্যে যেমন অমৃত, আমিও সেই রকম শোভন অমৃত। আমি দীপ্তিমান ব্রহ্মরূপ ধন, আমি উত্তম মেধাসম্পন্ন, আমি অমৃত ও অক্ষয়"—ত্রিশঙ্কু নামক ঋষি আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থী ব্যক্তির কি কি কর্তব্য তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। এখন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কি অবস্থা হয়, ত্রিশঙ্কু মুনির দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখান হইয়াছে। ত্রিশঙ্কু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি সংসারবৃক্ষের প্রেরয়িতা, আমি ব্রহ্মে পরিণত হইয়া সমস্ত বিশ্বের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছি। আমি উপলব্ধি করিতেছি যে আমিই সমস্ত বিশ্বের অন্তর্যামী আত্মা, সুতরাং এই বিশ্বের সমস্ত কার্যের আমিই প্রেরয়িতা। আমার কীর্তি গিরিপৃষ্ঠের মত উচ্চ। পর্বতের পৃষ্ঠদেশ যেমন ভূতলস্থ সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে অবস্থিত, আমার কীর্তিও তেমনি পার্থিব সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আমি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আমার কীর্তি অর্থাৎ ঐশ্বর্য (glory) ব্রহ্মের মতই মহান এবং অনন্ত। আমি ঊর্ধ্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের মতই মহান এবং অনন্ত। আমি ঊর্ধ্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছি। আবার আমি মুক্ত পুরুষ, আমাতে কর্মলেপ নাই, আমি ব্রহ্মভূত হইয়াছি—কাজেই আমি পবিত্র।

শ্রুতি এবং স্মৃতিতে সূর্যকে অমৃত অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের আধার বলা হইয়াছে। আমি সেই সূর্যস্থিত অমৃতের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত। পার্থিব ধন—হীন, মলিন, দীপ্তিহীন। আত্মতত্ত্বই দীপ্তিমান সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। আমি সেই দীপ্তিমান ধনস্বরূপ আত্মতত্ত্ব। আমি সুমেধা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মেধাযুক্ত (ধারণাশক্তি-বিশিষ্ট)। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান আমার গোচরীভূত—সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, কৌশল আমার অবগত। আমি অমৃত এবং অক্ষয়। আমি সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ সমন্বিত এই প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত—এই কারণে অমৃত। আবার আমার ক্ষয়, বৃদ্ধি কিছুই নাই, আমি অপরিবর্তনীয়—এই কারণে অক্ষয়।

একাদশ অনুবাক

২৪. বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ বেদম্ অনূচ্য (বেদ অধ্যাপনা করিয়া) আচার্যঃ অন্তেবাসিনম্ অনুশাস্তি (আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন)—সত্যং বদ (সত্য বলিও), ধর্মং চর (ধর্মের আচরণ করিও), স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ (বেদপাঠে অনবহিত হইও না), আচার্যায় প্রিয়ং ধনম্ আহৃত্য (আচার্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিয়া) প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (সন্তান-সূত্র ছিন্ন করিবে না অর্থাৎ বংশরক্ষার নিমিত্ত বিবাহ করিবে), সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (সত্যানুষ্ঠানে অনবহিত হইবে না), ধর্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্মাচরণে অনবহিত হইও না), কুশলাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (আত্মরক্ষায় অনবহিত হইবে না), ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্ (সম্পদ বা মহত্ত্বলাভের অনুকূল কার্যে অনবহিত হইও না), স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অমনোযোগী হইও না)।

সরলার্থ ঃ বেদের অধ্যাপনা শেষ করার পর আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন অর্থাৎ বেদার্থ গ্রহণ করাইতেছেন—সত্য কথা বলিও, ধর্মের অনুষ্ঠান করিও, বিদ্যা নিষ্ক্রয়ের জন্য আচার্যের অভীষ্ট ধন আহরণ করিয়া তাহা দক্ষিণাস্বরূপ দিবে। তারপর আচার্যের আদেশক্রমে সংসারে প্রবেশপূর্বক সন্তান-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন করিবে। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না, ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নবান হইও, উন্নতি লাভের জন্য মঙ্গলজনক কার্যে অবহিত থাকিও, স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে অমনোযোগী হইও না।

ব্যাখ্যা ঃ বেদাধ্যয়ন সমাপ্তির পর গুরুগৃহ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে আচার্য বিদ্যার্থীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। বর্তমানে কালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এই প্রকার উপদেশ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক যুগে আচার্য ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় যে সকল মহান উপদেশ দিতেন তাহার অপেক্ষা মহত্তর উপদেশ বোধ হয় সম্ভব নয়।

ধর্মের আচরণ করিবে—'ধর্ম' অর্থে এস্থলে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সমস্ত কর্ম বুঝাইতেছে।

আচার্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিবে—প্রাচীন কালের আচার্যগণ বিদ্যা-দানের নিমিত্ত কোনও অর্থ গ্রহণ করিতেন না। তবে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ আচার্যের প্রিয়ধন দান করিবার প্রথা ছিল। গুরুদক্ষিণা না দিলে অধীত বিদ্যা ফলবতী হইত না। এই কারণে বলা হইয়াছে ঃ আচার্যকে তাঁহার প্রিয়ধন দান করিয়া গুরুগৃহ ত্যাগ করিবে।

প্রজাতন্তু ছিন্ন করিবে না—বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্বক বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবেন এবং সন্তানোৎপাদন করিয়া বংশ অবিচ্ছিন্ন রাখিবেন। ইহাই ছিল বিধি।

সত্যে প্রমাদ করিবে না—সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। সারাজীবন সত্যকথন ও সত্যাচরণ করিবে।

ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না ; সর্বদা ধর্মবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। আত্মরক্ষার্থ সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। আত্মোন্নতিতে অনবহিত হইবে না। যাহাতে সম্পদ লাভ হয় সেইরূপ কর্মে প্রমাদ করিবে না অর্থাৎ অবহিতচিত্তে সেই সমস্ত সম্পাদন করিবে। বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইতে বিরত থাকিবে না।

২৫. দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি ॥ ২

অন্বয় ঃ দেব-পিতৃ-কার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (দেবকার্য ও পিতৃকার্যে অনবহিত হইবে না) মাতৃদেবঃ ভব (মাতা দেবতা যাহার, এইরূপ হও), পিতৃদেবঃ ভব (পিতা দেবতা যাহার, এইরূপ হও), আচার্যদেবঃ ভবঃ (আচার্য দেবতা যাহার, এইরূপ হও), অতিথিদেবঃ ভব (অতিথি দেবতা যাহার, এইরূপ হও), যানি অনবদ্যানি কর্মাণি (যেসকল কর্ম অনিন্দনীয়), তানি সেবিতব্যানি (সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিবে), নো ইতরাণি (অন্য কর্ম কর্তব্য নহে), যানি অস্মাকং সুচরিতানি

(আমাদের যেসকল সাধু আচরণ) তানি ত্বয়া উপাস্যানি (তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়), নো ইতরাণি (অন্য অর্থাৎ অসৎ কর্ম কর্তব্য নহে)।

সরলার্থ : দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে অমনোযোগী হইবে না; মাতা, পিতা, অতিথি এবং আচার্য যেন তোমার দেবতা হন অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের পূজা করিবে। যেসকল কর্ম অনিন্দিত তাহাদের অনুষ্ঠানই তোমার কর্তব্য, নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না। আমাদের সদাচারসমূহের অনুষ্ঠানই তোমার কর্তব্য, যাহা সদাচার নহে তাহার অনুষ্ঠান করিবে না।

ব্যাখ্যা : দেবতার কার্য (যজ্ঞাদি) এবং পিতৃকার্য (তর্পণাদি কর্ম) অবহিত হইয়া নিয়মমত সম্পাদন করিবে। মাতা, পিতা, আচার্য এবং অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবে। লোকসমাজে যে সকল কর্ম নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় কখনও তাহা করিবে না। আচার্যগণের যে শোভন আচরণ তাহারই অনুসরণ করিবে।

২৬. নো ইতরাণি। যে কে চাস্মৎ শ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ ॥ ৩

অন্বয় : ইতরাণি (অন্য আচরণ) নো (অনুষ্ঠান কর্তব্য নয়)। যে কে চ ব্রাহ্মণাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ) অস্মৎ শ্রেয়াংসঃ (আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেয়) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) তেষাম্ (তাঁহাদের) আসনেন (আসন দান করিয়া) প্রশ্বসিতব্যম্ (শ্রম দূর করা কর্তব্য)। শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) দেয়ম্ (দান করিবে)। অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধার সহিত) অদেয়ম্ (দান করা অনুচিত)। শ্রিয়া (ধন-সামর্থ্য অনুযায়ী) দেয়ম্ (দান করিবে)। হ্রিয়া (নম্রতার সহিত) দেয়ম্ (দান করিবে)। ভিয়া (সম্ভ্রমের সহিত) দেয়ম্ (দান করিবে)। সংবিদা (মিত্রভাবে) দেয়ম্ (দান করিবে)। অথ (আর) যদি (যদি) তে (তোমার) কর্ম-বিচিকিৎসা বা (শ্রৌত বা স্মার্ত কর্ম সম্বন্ধে সংশয়) বৃত্ত-বিচিকিৎসা বা (শ্রৌত বা স্মার্ত আচার সম্বন্ধে সংশয়) স্যাৎ (হয়)।

সরলার্থ : অন্য আচরণসমূহের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নয়। যে সব ব্রাহ্মণ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তোমার উচিত আসনাদি দ্বারা তাঁহাদের শ্রম দূর করা। শ্রদ্ধা সহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত নয়। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দান করিবে। নম্রতা, সম্ভ্রম এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের সহিত দান করিবে। আর যদি শ্রৌত এবং স্মার্ত কর্ম বা আচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে—

২৭. যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্, তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্, তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ৪

অন্বয় : তত্র (সেই দেশে বা কালে) যে ব্রাহ্মণাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ)

সম্মর্শিনঃ (বিচারক্ষম), যুক্তাঃ (কর্তব্যপরায়ণ), আযুক্তাঃ (কর্ম ও আচার-পরায়ণ), অলূক্ষাঃ (নিষ্ঠুর নয়), ধর্মকামাঃ (কামনারহিত) স্যুঃ (থাকেন) তে (তাঁহারা) তত্র (ঐ কর্মে ও আচারে) যথা (যেরকম) বর্তেরন্ (রত থাকেন) [তুমিও] তত্র (সেই কর্মে ও আচারে) তথা (সেইরকম) বর্তেথাঃ (রত থাকিবে)। অথ (আর) অভ্যাখ্যাতেষু (ঐ ব্যক্তিদের) [আচরণ-বিষয়ে যদি কোন অভিযোগ বা সংশয় উপস্থিত হয়] যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, যুক্তাঃ, আযুক্তাঃ, অলূক্ষাঃ, ধর্মকামাঃ স্যুঃ, তে তেষু (সেই বিষয়ে) যথা বর্তেরন্, তেষু তথা বর্তেথাঃ। এষঃ (ইহাই) আদেশঃ (আদেশ), উপদেশঃ (উপদেশ), এষা (ইহাই) বেদ-উপনিষৎ (বেদ উপনিষদ), এতৎ (ইহাই) অনুশাসনম্ (ঈশ্বরাজ্ঞা), এবম্ (এইভাবে) উপাসিতব্যম্ (সব কিছুর অনুষ্ঠান করিবে), এবম্ উ চ (এই ভাবেই) এতৎ উপাস্যম্ (এই সবের অনুষ্ঠান করিতে হয়)।

সরলার্থ : সেই সময়ে বা স্থানে যে সমস্ত বিচারক্ষম, কর্তব্যপরায়ণ ও আচারনিষ্ঠ, দয়ালু এবং নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাকিবেন তাঁহারা ঐসব কর্মে বা আচারে যেভাবে রত থাকেন তুমিও সেই ভাবেই থাকিবে আর তাঁহাদের কাহারও আচরণ বিষয়ে যদি কেহ অভিযোগ বা সংশয় প্রকাশ করে, তবে ঐ স্থানে বা সময়ে যে সব বিচারক্ষম কর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ থাকিবেন তাঁহারা ঐসব বিষয়ে যেভাবে রত থাকেন তুমিও সেই ভাবেই থাকিবে। ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদ-উপনিষদের রহস্য, ঈশ্বরাজ্ঞা। এই ভাবেই সব কিছুর অনুষ্ঠান করিবে, এই ভাবেই এই সকল করিতে হয়।

দ্বাদশ অনুবাক

২৮. শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্ ॥ ১

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অন্বয় এবং অনুবাদ ইত্যাদির জন্য প্রথম অনুবাক দ্রষ্টব্য। এইস্থলে ক্রিয়াগুলি অতীতকালে প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম অনুবাকে বলা হইয়াছে 'পাঠ করিবে', শেষে বলা হইল 'পাঠ করা হইয়াছে'—এইমাত্র পার্থক্য।]

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ব্রহ্মানন্দবল্লী

প্রথম অনুবাক

২৯. ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ১

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[পূর্বকথিত বিদ্যালাভের বিঘ্ননিবৃত্তির জন্য পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হইয়াছে। এখন বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তিতে যে সকল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিঘ্ন দূর করার নিমিত্ত এই দুইটি শান্তিমন্ত্র অধ্যায়ের শুরুতে পুনরায় পঠিত হইল।]

'ওঁ শন্নো' ইত্যাদি মন্ত্রের অন্বয় ও অনুবাদ শীক্ষাবল্লীর প্রথম অনবাকে দেওয়া হইয়াছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

'ওঁ সহ নাববতু' মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে, গুরু ও শিষ্যকে, রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদের বিদ্যাফল ভোগ করান। আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হউক ; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

বিদ্যালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ সম্ভাবিত বিঘ্ন-প্রশমনের উদ্দেশ্যে 'শান্তি' শব্দটি তিনবার পঠিত হইয়াছে।]

৩০. ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা—
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥ ২

অন্বয় ঃ ব্রহ্মবিৎ পরম্ আপ্নোতি (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম ব্রহ্মকে লাভ করেন)। তৎ (সেই বিষয়ে) এষা (এই ঋক্) অভ্যুক্তা (বলা হইয়াছে), সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় এবং অনন্ত)। যঃ (যিনি) পরমে ব্যোমন্ (হৃদয়স্থ পরমাকাশে), গুহায়াং নিহিতম্ (বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত) বেদ (ব্রহ্মকে জানেন) সঃ (তিনি) বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ (সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত) সর্বান্ কামান্ অশ্নুতে (সর্বপ্রকার কাম্য বিষয় ভোগ করেন) ইতি।

সরলার্থ ঃ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে এই ঋক্‌মন্ত্র বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। হৃদয়স্থ পরমাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত এই ব্রহ্মকেই যিনি জানেন (দর্শন করেন), তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু একসঙ্গে ভোগ করেন।

মন্তব্য ঃ সত্যম্—যে বিষয় যেরূপে নিশ্চিত হয় তাহার কোনও অন্যথা না হইলে তাহা সত্য ; যদি অন্যথা হয় তবে উহা অনৃত। এই জন্য বিকারই অনৃত। অতএব 'সত্যং ব্রহ্ম' বলাতে ব্রহ্মের সর্ববিধ বিকার নিষিদ্ধ হইল ; ব্রহ্মের কারণত্বও সিদ্ধ হইল (শ)॥ জ্ঞানম্—ইহার অর্থ জ্ঞপ্তি, অববোধ ; কিন্তু জ্ঞান কর্তা নহে। কারণ জ্ঞান-কর্তৃত্ব দ্বারা বিক্রিয়া বোঝায়, যাহা বিকারী তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না (শ)॥ অনন্তম্—যাহা অন্য কিছু হইতে বিভক্ত নহে তাহাই অনন্ত। জ্ঞান কর্তা হইলে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে জ্ঞাতার ভেদ উপস্থিত হয়, সুতরাং অনন্ততা থাকিতে পারে না (শ)। নিহিতং গুহায়াম্—জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা পদার্থত্রয় যেখানে নিগূঢ় আছে তাহাই গুহা [বুদ্ধি], অথবা যেখানে ভোগ ও অপবর্গ, এই পুরুষার্থদ্বয় গূঢ় আছে তাহাই গুহা, তথায় নিহিত [স্থিত] (শ) ; স্বহৃদয়ে নিগূঢ়ভাবে বর্তমান (উ)॥ পরমে ব্যোমন্—সেই গুহারূপ পরম [প্রকৃষ্ট] ব্যোমে [অব্যাকৃত সূক্ষ্ম আকাশে] নিহিত। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়াকাশ পরম ব্যোম হওয়া ন্যায্য, কারণ ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গ আকাশধর্মী বস্তুর কথাই এখানে বলা হইয়াছে। হৃদাকাশে অন্তঃস্থ বুদ্ধিরূপ যে গুহা তাহাতে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। কোনও প্রকারে দেশ, কাল ইত্যাদির সহিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের সম্বন্ধ নাই (শ) ; আকাশস্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মে বিদ্যমান (উ)॥

৩১. তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৩

অন্বয় ঃ তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ (সেই এই আত্মা হইতে) আকাশঃ সম্ভূতঃ (আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে)। আকাশাৎ বায়ুঃ (আকাশ হইতে বায়ু) বায়োঃ অগ্নিঃ (বায়ু হইতে অগ্নি), অগ্নেঃ আপঃ (অগ্নি হইতে জল), অদ্ভ্যঃ পৃথিবী (জল হইতে পৃথিবী), পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ), ওষধীভ্যঃ অন্নম্ (ওষধিসকল হইতে অন্ন), অন্নাৎ পুরুষঃ (অন্ন হইতে পুরুষ), সঃ বৈ এষঃ পুরুষঃ (সেই এই পুরুষ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরসের বিকারস্বরূপ), তস্য ইদম্ এব শিরঃ (এই তাহার মস্তক), অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ (ইহা ডান পাখা), অয়ম্ উত্তরঃ পক্ষঃ (ইহা বাম পাখা), অয়ম্ আত্মা (ইহা দেহ-মধ্যভাগ), ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (ইহা অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ), তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে)।

সরলার্থ ঃ পূর্বোক্ত এই আত্মা-শব্দ-বাচ্য ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধিসকল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে দেহধারী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত পুরুষ অন্নরসের বিকারস্বরূপ। সেই পক্ষীসদৃশ পুরুষের ইহাই (যাহা স্কন্ধের উপর স্থিত) মস্তক, ইহা (দক্ষিণ হস্ত) ডান পাখা ; ইহা (বাম হস্ত) বাম পাখা, ইহা (দেহস্কন্ধ) আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ), ইহা (নাভির নিম্নভাগ) অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ। উক্ত বিষয়েও একটি শ্লোক আছে—।

মন্তব্য ঃ সঃ বৈ এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ—সেই পুরুষ অন্নরসের বিকার বা

পরিণাম। কারণ পুরুষের সমস্ত অঙ্গ হইতে যে তেজসম্ভূত শুক্র উৎপন্ন হয় তাহাই ভাবী দেহের বীজস্বরূপ। তাহা হইতে যাহা জন্মে তাহাও ঐ পুরুষাকৃতিই হইয়া থাকে। সকল জীবের সন্তানই পিতার আকার পাইয়া থাকে (শ); সেই [ঈশ্বরাধিষ্ঠিত] এই [জীবপ্রধান] পুরুষ অন্নরসময় (উ)।

দ্বিতীয় অনুবাক

৩২. অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে। ইতি ॥ ১

অন্বয় : যাঃ কাঃ চ (যে কোন) প্রজাঃ (জীব) পৃথিবীং শ্রিতাঃ (এই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে), [তাঃ সর্বাঃ] অন্নাৎ বৈ প্রজায়ন্তে (তাহারা সকলেই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়), অথো অন্নেন এব জীবন্তি (আরও অন্ন দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে এবং বর্ধিত হয়), অথ (অধিকন্তু) অন্ততঃ (অন্তকালে) এনৎ অপি যন্তি (এই অন্নেই লীন হয়), অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ (যেহেতু অন্নই ভূতগণের জ্যেষ্ঠ), তস্মাৎ (সেই হেতু) সর্বৌষধম্ উচ্যতে (ইহাকে সর্বৌষধ বলা হয়), যে (যাঁহারা) অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে (অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন), তে সর্বং বৈ অন্নম্ আপ্নুবন্তি (তাঁহারা সমস্ত অন্নই প্রাপ্ত হন), অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ (যেহেতু অন্ন ভূতসমূহের জ্যেষ্ঠ) তস্মাৎ সর্বৌষধম্ উচ্যতে (সেই হেতু উহাকে সর্বৌষধ বলা হয়), অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে (অন্ন হইতে ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়) জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে (জাত হইয়া অন্ন দ্বারাই বর্ধিত হয়), [তৎ] অদ্যতে (এই অন্ন প্রাণিগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়), [তৎ] ভূতানি অত্তি (উহা আবার ভূতসমূহকে ভক্ষণ করে), তস্মাৎ (সেই হেতু) তৎ অন্নং উচ্যতে ইতি (উহাকে অন্ন বলা হয়)।

সরলার্থ : পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যত কিছু জীব আছে তাহারা অন্ন হইতেই জন্মগ্রহণ করে, অন্ন দ্বারাই জীবনধারণ করে এবং বর্ধিত হয় এবং পরিশেষে অন্তিমকালে অন্নেতেই লীন হয়। কারণ অন্নই ভূতবর্গের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ ভূতগণের অগ্রে সৃষ্ট হইয়াছিল। এই কারণেই অন্নকে সর্বৌষধ (সকল প্রাণীর ঔষধ অর্থাৎ দেহযন্ত্রণার নিবারক) বলা হয়। যাঁহারা অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা সমস্ত অন্নই প্রাপ্ত হন। কারণ অন্নই ভূতগণের অগ্রে উৎপন্ন এবং ইহাকে সর্বপ্রাণীর ঔষধ বলা হয়। জীবসমূহ অন্ন হইতেই জাত হয়, এবং জাত হইয়া অন্ন দ্বারাই বর্ধিত হয়। ইহা প্রাণিসমূহের খাদ্য এবং ইহা প্রাণিগণকে ভক্ষণ করে ; এই কারণে ইহার নাম অন্ন।

ব্যাখ্যা : অন্ন হইতে প্রজাগণ জন্মে—যে অন্ন (খাদ্য) গ্রহণ করা যায় তাহাই জীর্ণ হইয়া রস-রক্তাদি-ক্রমে শুক্রে পরিণত হয় ; সেই শুক্র হইতে প্রাণিগণ জন্মে।

অন্নে প্রতিগমন করে—জীবের দেহ ধ্বংস হইলে উহা পঞ্চভূতে পরিণত হয়। ঐ পঞ্চভূত হইতে আবার ব্রীহিযবাদি অন্ন জন্মে। কাজেই বলা হইয়াছে যে, জীব পুনরায় অন্নে গমন করে।

অন্নই ভূতগণের জ্যেষ্ঠ—কারণ জীবসৃষ্টির পূর্বেই তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত অন্ন সৃষ্ট হইয়াছিল। সেইজন্য সকল প্রাণীকে অন্নপ্রভব, অন্নজীবন ও অন্নপ্রলয় বলা হয়।

অন্ন সর্বৌষধ বলিয়া কথিত হয়—অন্ন হইতে দেহের দাহ বা ক্ষয় অথবা ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ক্লেশ দূর হয়, এজন্য অন্নকে সর্বৌষধ বলা হয়।

অন্ন ভূতগণকে ভক্ষণ করে—ভূতগণের মৃত্যু হইলে উহাদের দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতে পরিণত হয়। ঐ ক্ষিত্যাদি হইতে ব্রীহিযবাদি অন্নের উৎপত্তি হয়। ভূতদেহের উপাদানসমূহ এই প্রকারে অন্নের অন্তর্ভূত হয় বলিয়া বলা হইয়াছে অন্ন ভূতগণকে ভক্ষণ করে।

৩৩. তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২

অন্বয় : তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ [কোশাৎ] (সেই এই অন্নরসময় কোশ হইতে) অন্য অন্তরঃ (আর একটি অভ্যন্তরস্থ) আত্মা (আত্মারূপে পরিকল্পিত) প্রাণময়ঃ [কোশঃ অস্তি] (প্রাণময় কোশ আছে)। তেন এষঃ পূর্ণঃ (তাহাদ্বারা ইহা পূর্ণ), সঃ বৈ এষঃ (সেই প্রাণময় আত্মাও) পুরুষবিধঃ এব (পুরুষাকৃতি-বিশিষ্ট)। তস্য পুরুষবিধতাম্ অনু (সেই পুরুষাকারের অনুযায়ী) অয়ং পুরুষবিধঃ (প্রাণময় কোশও পুরুষাকার)। তস্য প্রাণঃ এব শিরঃ (প্রাণবায়ুই উহার মস্তক), ব্যানঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ (ব্যানই উহার দক্ষিণ পাখা), অপানঃ উত্তরঃ পক্ষঃ (অপান বাম পাখা), আকাশঃ আত্মা (আকাশ উহার আত্মা বা মধ্যভাগ), পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (পৃথিবী স্থিতি-সম্পাদক পুচ্ছ) ; তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ (সেই সম্বন্ধেও এই শ্লোক আছে—)।

সরলার্থ : পূর্বোক্ত অন্ন-রসময় পিণ্ড হইতে পৃথক্, তাহারই অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণময় (প্রাণের বা বায়ুর পরিণামভূত) আত্মা (আত্মারূপে পরিকল্পিত) আছে। তাহাদ্বারা এই অন্নময় কোশ (আত্মা) পরিপূর্ণ। সেই প্রাণময় আত্মাও পুরুষাকৃতি-বিশিষ্ট। পূর্বোক্ত অন্ন-রসময় পুরুষের অনুযায়ী এই পুরুষাকার। প্রাণবায়ুই এই প্রাণময় পুরুষের মস্তক, ব্যানবায়ু দক্ষিণ পক্ষ, অপানবায়ু বাম পক্ষ, আকাশ (সমান-বায়ু) আত্মা বা দেহ-মধ্যভাগ, পৃথিবী (শরীরের ধারয়িত্রী দেবতা) স্থিতি-সম্পাদক পুচ্ছ। উক্ত বিষয়েও একটি শ্লোক আছে।

উপাধ্যায়-কৃত অর্থ :

সেই (ঈশ্বরাধিষ্ঠিত) এই (জীবপ্রধান) অন্নরসময় হইতে অতিরিক্ত অন্তর্বর্তী আত্মা প্রাণময়। এই প্রাণময় সেই (অন্নময়াধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ। সেই (ঈশ্বর) এবং এই (প্রাণময়) আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের)

পুরুষাকারের অনুরূপ এই প্রাণময় আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রাণই মস্তক, ব্যানই দক্ষিণ পক্ষ, অপানই উত্তর পক্ষ, আকাশ মধ্য-দেহ, পৃথিবী আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে এই শ্লোক আছে—।

ব্যাখ্যা ঃ সেই এই অন্নরসময় দেহ হইতে ভিন্ন, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তাহারই অভ্যন্তরে স্থিত আর একটি দেহ (কোশ) আছে। এই দেহটির নাম প্রাণময় দেহ। এই প্রাণময় দেহটিও অন্নময় দেহের মত পুরুষাকার—দেখিতে পক্ষীর ন্যায়।

প্রাণবায়ুই এই পক্ষীর (প্রাণময় দেহের) মস্তকস্বরূপ। প্রাণবায়ুই দেহস্থ সকল বায়ুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কারণে প্রাণবায়ুকে পক্ষীর মস্তক বলা হইয়াছে।

ব্যান ও উদান বায়ু উক্ত পক্ষীর দুইটি পাখা। ব্যানবায়ু দেহের সর্বত্র চলাচল করে এবং উহাই জীবের গতিশক্তির হেতু। উদানবায়ুর গতি উর্ধ্বাভিমুখী; পাখীও পাখাদ্বারাই সর্বত্র চলাচল করে এবং পাখাদ্বারাই উর্ধ্বদিকে উত্থিত হয়। এই কারণে ব্যান ও উদান বায়ুকে দুইটি পাখা বলা হইয়াছে।

আকাশ আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ)—আকাশ এস্থলে সমানবায়ুর জ্ঞাপক। সমানবায়ু দেহের মধ্যভাগে নাভিমূলে অবস্থিত, এই কারণে সমানবায়ুকে পক্ষীরূপে কল্পিত পুরুষের দেহ-মধ্যভাগ বলা হইয়াছে। দেহমধ্যস্থ বলিয়া ইহা আত্মা নামে কথিত। কারণ আত্মাই অঙ্গসমূহের মধ্যস্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পৃথিবী পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা—পৃথিবী এস্থলে অপানবায়ুর জ্ঞাপক। পৃথিবীদেবতা প্রাণ স্থিতির কারণ বলিয়া আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িতা, অন্যথা উদানবৃত্তি শরীরকে উপরে লইয়া যাইত অথবা গুরুত্বহেতু উহা নিচে পড়িয়া যাইত। এই কারণে পৃথিবীদেবতাকে প্রাণময় আত্মার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অনুবাক

৩৪. প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে। ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ দেবাঃ (দেবতাগণ, ইন্দ্রিয়সকল), প্রাণম্ অনুপ্রাণন্তি (প্রাণের আত্মভূত হইয়া প্রাণন-কার্য করেন, মুখ্যপ্রাণের অনুগত হইয়া চেষ্টা করে), যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ [তে অপি] (আর যাহারা মানুষ এবং পশু, তাহারাও প্রাণশক্তি দ্বারাই ক্রিয়াশীল হয়), প্রাণঃ হি ভূতানাম্ আয়ুঃ (প্রাণই ভূতসমূহের আয়ু), তস্মাৎ (সেই হেতু) [প্রাণঃ] সর্ব-আয়ুষম্ উচ্যতে (প্রাণ সকলের আয়ু বলিয়া কথিত হয়), যে (যাঁহারা) প্রাণং ব্রহ্ম ইতি উপাসতে (প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) সর্বম্ আয়ুঃ এব যন্তি (পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন)। প্রাণো হি ইত্যাদি পূর্ববৎ।

সরলার্থ ঃ দেবতাগণ প্রাণের আত্মভূত হইয়াই প্রাণনকার্য সম্পাদন করেন অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া দ্বারাই তাঁহারা ক্রিয়াবান হন। আর মানুষ এবং পশুগণও প্রাণের শক্তি দ্বারাই ক্রিয়াশীল হয়। প্রাণই ভূতসমূহের আয়ু, এই কারণে প্রাণকে সকলের

আয়ু বলা হয়। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন। কারণ, প্রাণই ভূতসমূহের আয়ু এবং এই কারণে প্রাণই সকলের আয়ু।

ব্যাখ্যা ঃ দেবতাগণ ব্রহ্মের প্রাণশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন। প্রাণই ভূতগণের আয়ু; কারণ যতদিন দেহে প্রাণ থাকে ততদিনই জীবের আয়ু। প্রাণ দেহ হইতে গত হইলেই জীবের আয়ু নিঃশেষ হয়। প্রাণকে যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন অথবা প্রাণের অধিষ্ঠাতারূপে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি পূর্ণ আয়ু (শতবর্ষ) প্রাপ্ত হন।

৩৫. তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ।
অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ
এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব
শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা।
অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্য পূর্বস্য (অন্ন-রসময় কোশের) এষঃ এব (ইহাই) শারীরঃ আত্মা (দেহাধিষ্ঠিত আত্মা) যঃ [এষঃ প্রাণময়ঃ] (যেটি প্রাণময় কোশ), তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ (সেই এই প্রাণময় আত্মা হইতে) অন্যঃ (ভিন্ন) অন্তরঃ (অন্তঃস্থ) মনোময়ঃ আত্মা [অস্তি] (মনোময় আত্মা আছে), তেন এষঃ পূর্ণঃ (ঐ মনোময় কোশ দ্বারা ইহা অর্থাৎ প্রাণময় কোশ পূর্ণ), সঃ বৈ এষঃ পুরুষবিধঃ এব (সেই ইহাও পুরুষাকার), তস্য পুরুষবিধতাম্ অনু (ঐ অন্নময় কোশের পুরুষাকারের মত) অয়ং পুরুষবিধঃ (এই প্রাণময় কোশও পুরুষাকার)। তস্য যজুঃ এব শিরঃ (সেই মনোময়ের যজুর্মন্ত্রই মস্তক), ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ (ঋক্‌মন্ত্রই দক্ষিণ পক্ষ), সাম উত্তরঃ পক্ষঃ (সামবেদ বাম পক্ষ) আদেশঃ আত্মা (বেদের ব্রাহ্মণভাগ উহার আত্মা অর্থাৎ দেহমধ্যভাগ), অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্বা ও অঙ্গিরা দৃষ্ট মন্ত্রসকল) পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছ)। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই বিষয়েও একটি শ্লোক আছে—)।

সরলার্থ ঃ এই যে প্রাণময় ইহাই পূর্বোক্ত অন্নরসময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। প্রাণময় হইতে ভিন্ন আর একটি আত্মা আছেন, উহাই প্রাণময়ের অন্তঃস্থ আত্মা। সেই মনোময়ের দ্বারা প্রাণময় আত্মা পূর্ণ। ঐ প্রাণময় পুরুষাকৃতির অনুযায়ী ইহাও পুরুষাকার। যজুর্মন্ত্রই এই মনোময় পুরুষাকৃতির মস্তক, ঋক্‌মন্ত্র ডান পাখা, সামবেদ বাম পাখা, বেদের ব্রাহ্মণাংশ উহার দেহমধ্যভাগ, অথর্ববেদ স্থিতি-সম্পাদক পুচ্ছ। এবিষয়েও একটি শ্লোক আছে—।

উপাধ্যায়-কৃত অর্থ ঃ পূর্বোক্ত অন্নরসময়ের যিনি আত্মা এই (সূক্ষ্ম-উপাধিবিশিষ্ট) প্রাণময় আত্মা তাঁহার শারীর আত্মা অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্বর্তী আত্মা। সেই (ঈশ্বরাধিষ্ঠিত) এই (জীবপ্রধান) প্রাণময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্বর্তী আত্মা মনোময়। এই মনোময় সেই (প্রাণময়াধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ। সেই (ঈশ্বর) এবং এই (মনোময়) আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) পুরুষাকারের অনুরূপ এই মনোময় আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) যজুর্বেদই মস্তক, ঋগ্বেদই দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদই বাম পক্ষ, আদেশ (ব্রাহ্মণগ্রন্থ) মধ্যদেহ, অথর্বা ও অঙ্গিরা প্রোক্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে এই শ্লোকটি আছে—।

মন্তব্য : অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ—প্রাণময় হইতে ভিন্ন আর একটি আত্মা আছে তাহা মনোময়। মন অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ, তন্ময় কোশের নাম মনোময় কোশ। উহাই প্রাণময়ের অন্তঃস্থ আত্মা (শ) ॥ তস্য যজুঃ এব শিরঃ—যজুঃ অর্থ অনিয়তাক্ষর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোনও নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। এখানে 'যজুঃ' শব্দটি ঐ জাতীয় মন্ত্রের বোধক। কর্মে যজুর প্রাধান্যহেতু এখানে উহাকে মস্তকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যজ্ঞাদি কার্যে সাক্ষাৎরূপে উপকার সাধন করে বলিয়াই যজুর প্রাধান্য। কেননা যজ্ঞে স্বাহা প্রভৃতি যজুর্মন্ত্র দ্বারা হোমের হবি প্রদত্ত হইয়া থাকে। অথবা শ্রুতিতেই ঐরূপ মস্তক প্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, কোনও সাদৃশ্য-সম্বন্ধ নাই (শ)। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা—অথর্বা ও আঙ্গিরস কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ ও ব্রাহ্মণভাগ উহার প্রতিষ্ঠা [স্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ]।

চতুর্থ অনুবাক

৩৬. যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন। ইতি ॥ ১

অন্বয় : মনসা সহ (মনের সহিত) বাচঃ (বাক্যসকল) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) যতঃ (যাহা হইতে) নিবর্তন্তে (ফিরিয়া আসে) [তস্য] ব্রহ্মণঃ (সেই ব্রহ্মের) আনন্দং বিদ্বান্ (আনন্দকে যিনি জানেন) [সঃ] (তিনি) কদাচন (কখনও) ন বিভেতি (ভয় পান না)।

সরলার্থ : যে মনোময় আত্মাকে বিষয়ীভূত করিতে না পারিয়া মনোবৃত্তির সহিত বাক্যসমূহ ফিরিয়া আসে সেই ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানার আনন্দ যিনি উপলব্ধি করেন তিনি কখনও ভয় পান না অর্থাৎ তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ভয় নিবারিত হয়।

ব্যাখ্যা : জীবের মনোময় কোশে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মকে মন অথবা বাক্য নিজের বিষয়ীভূত করিতে পারে না। কারণ যদিও অধিষ্ঠান-স্থান মন স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং মন দ্বারা মননীয় ও বাক্য দ্বারা প্রকাশ্য, তথাপি যিনি অধিষ্ঠাতারূপে বিদ্যমান তিনি অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক, অনন্ত। কাজেই আমাদের পরিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারি না। বাক্য দ্বারাও তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, কারণ আমরা মনের ক্রিয়া দ্বারা যাহা জানিতে সমর্থ তাহাই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি। যাহা মনের অগোচর তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি কখনও সংসার বা মৃত্যুভয়ে ভীত হন না। তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

৩৭. তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২

অন্বয় : তস্য পূর্বস্য (সেই পূর্বোক্ত প্রাণময়ের) এষঃ এব শারীরঃ আত্মা

(ইহাই দেহাধিষ্ঠিত আত্মা) যঃ [এষঃ মনোময়ঃ] (যে এই মনোময়), তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যঃ (সেই এই মনোময় হইতে ভিন্ন) অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ (উহার অভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন)। তেন এষঃ পূর্ণঃ (তাহাদ্বারা ইহা পূর্ণ), সঃ বৈ এষঃ পুরুষবিধঃ এব (সেই বিজ্ঞানময় কোশও পুরুষের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট)। তস্য পুরুষবিধতাম্ অনু (সেই পুরুষাকারের অনুযায়ী) অয়ং পুরুষবিধঃ (ইহারও পুরুষাকৃতি), শ্রদ্ধা এব তস্য শিরঃ (শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক), ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ (ঋত উহার ডান পাখা), সত্যম্ উত্তরঃ পক্ষঃ (সত্য উহার বাম পাখা), যোগঃ আত্মা (যোগ উহার আত্মা বা মধ্যভাগ), মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (মহঃ উহার স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ), তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই সম্বন্ধেও এই শ্লোক আছে —)।

সরলার্থ : এই যে মনোময় ইহাই পূর্বোক্ত প্রাণময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। ঐ মনোময় হইতে ভিন্ন অথচ তাহার অভ্যন্তরস্থ আর একটি আত্মা আছে—তাহা বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় দ্বারাই মনোময় আত্মা পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকৃতি বিশিষ্ট। ইহার পুরুষাকৃতি মনোময়ের পুরুষাকৃতিরই মত। শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধি) ইহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্রার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান) ইহার ডান পাখা, সত্য উহার বাম পাখা, যোগ (সমাধান) ইহার আত্মা, মহঃ (মহত্তত্ত্ব) উহার স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ। এবিষয়েও একটি শ্লোক আছে —।

উপাধ্যায় কৃত অর্থ :

পূর্বোক্ত প্রাণময়ের যিনি আত্মা এই (সূক্ষ্ম উপাধি বিশিষ্ট) মনোময় আত্মা তাঁহার শারীর আত্মা অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্বর্তী আত্মা। সেই (ঈশ্বরাধিষ্ঠিত) এই (জীবপ্রধান) মনোময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্বর্তী আত্মা বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় সেই (মনোময়-অধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ। সেই (ঈশ্বর) এবং এই (বিজ্ঞানময়) আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) পুরুষাকারের অনুরূপ এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) শ্রদ্ধাই মস্তক, ঋত (মানসার্থ অবধারণ) দক্ষিণ পক্ষ, সত্য (বাহ্যার্থ অবধারণ) বামপক্ষ, যোগ মধ্যদেহ, মহত্তত্ত্ব আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে একটি শ্লোক আছে।

মন্তব্য : শারীরঃ আত্মা—প্রাণময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ—মনোময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানময়। মনোময়কে পূর্বে ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি বেদাত্মা বলা হইয়াছে। বেদার্থ-বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান, উহা অধ্যবসায়-লক্ষণাত্মক অন্তঃকরণের ধর্ম। এই বিজ্ঞানময় আত্মাটি যথার্থ নিশ্চয়-জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান হইলেই পরে কর্মের আরম্ভ হয়, কাজেই এই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি-বিজ্ঞানই কর্মপ্রবৃত্তির হেতু (শ); সেই [ঈশ্বরাধিষ্ঠিত] এই [জীবন প্রধান] মনোময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্বর্তী আত্মা বিজ্ঞানময় (উ) ॥ তস্য শ্রদ্ধা এব শিরঃ—যাহার কোনও কর্তব্য বিষয়ে পূর্বে নিশ্চয় বিজ্ঞান জন্মিয়াছে তাহারই সে বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। কাজেই সমস্ত কর্তব্য কর্মের প্রথম বলিয়া শ্রদ্ধাকে শির বলা হইয়াছে (শ)॥ যোগঃ আত্মা—যুক্তি, সমাধান : উহাই বিজ্ঞানময়ের আত্মা। যেহেতু সমাধি-সম্পন্ন, যোগযুক্ত, আত্মবান ব্যক্তিরই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ প্রকৃত অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, সেই হেতু সমাধান বা যোগই বিজ্ঞানময়ের আত্মা (শ)॥ মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা—'মহঃ' অর্থ

প্রথমজ মহত্ত্ব, উহাই সমস্তের প্রতিষ্ঠার [স্থিতির] কারণ বলিয়া পুচ্ছস্থানীয়। কারণই কার্যসমূহের প্রতিষ্ঠা, যেমন পৃথিবী বৃক্ষলতার প্রতিষ্ঠা। মহত্তত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের কারণ। সেই হেতু এই মহত্তত্ত্বই বিজ্ঞানময় কোশরূপী আত্মারও প্রতিষ্ঠা (শ) ; মহত্তত্ত্বই আধারভূত পুচ্ছ (উ)।

পঞ্চম অনুবাক

৩৮. বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে। ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে (বিজ্ঞান যজ্ঞ বিস্তার করে), অপি চ (আরও) কর্মাণি তনুতে (কর্মসকল বিস্তার করে), সর্বে দেবাঃ (সমস্ত দেবতা) জ্যেষ্ঠং বিজ্ঞানং (জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানকে) ব্রহ্ম [ইতি] (ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে) উপাসতে (উপাসনা করে)। বিজ্ঞানং (বিজ্ঞানকে) ব্রহ্ম চেৎ বেদ (যদি কেহ ব্রহ্ম বলিয়া জানে), চেৎ তস্মাৎ ন প্রমাদ্যতি (এবং যদি তাহা হইতে বিচ্যুত না হয়) [তদা] শরীরে পাপ্মনো হিত্বা (তাহা হইলে দেহমধ্যেই পাপসকল ত্যাগ করিয়া) সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে (সমস্ত কাম্যবস্তু ভোগ করে)।

সরলার্থ ঃ বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যজ্ঞ বিস্তার করে অর্থাৎ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে ; আবার বিজ্ঞানই কর্মসমূহের বিস্তার সাধন করে, কারণ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই লোকের সমস্ত শুভাশুভ কর্মের মূল। সমস্ত দেবতা (ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ), সর্বজ্যেষ্ঠ (প্রথমজ) এই বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসনা করেন। যদি কেহ এই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন এবং উক্ত বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসনায় প্রমাদগ্রস্ত (অনবহিত) না হন, তবে তিনি শরীরমধ্যেই দেহাভিমান জনিত সমস্ত পাপ ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানাত্মরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ নির্মল বুদ্ধি, যাহা দ্বারা সত্যের অনুভূতি হয়। এই বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। আমাদের মন সর্বদাই সংকল্প-বিকল্প করে, কিন্তু মনের ক্রিয়া সংশয়াত্মিকা বলিয়া উহা কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে পারে না। মনের সংকল্প-বিকল্প বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হইলে বুদ্ধি একটিকে নিশ্চয় করিয়া দেয় এবং সেই অনুসারে কর্ম হইয়া থাকে। কাজেই বুদ্ধি-বিজ্ঞানই কর্মের প্রবর্তক। এজন্য বলা হইয়াছে—বিজ্ঞান কর্মবিস্তার করে।

যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য নির্মল আস্তিক্যবুদ্ধি বা শ্রদ্ধার দরকার। এই শ্রদ্ধা নির্মল বুদ্ধি-বিজ্ঞান হইতে আসে। সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলে, উচ্চতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ নিম্নতত্ত্বে ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধি-বিজ্ঞান দেহ, মন, প্রাণ হইতে সূক্ষ্ম এবং উচ্চতর তত্ত্ব ; কাজেই বুদ্ধি-বিজ্ঞান ইহাদের পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছে। এই কারণে ইহাকে প্রথমজ বলা হইয়াছে। এই বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মই মহান আত্মা নামে অভিহিত। ইহাই সত্য, ঋত এবং বৃহৎ। ইহাকে হিরণ্যগর্ভও বলা হয়। দেবতাগণ দেহ-মন-প্রাণে আত্মা ভাবনা না করিয়া এই মহান আত্মারই উপাসনা করেন।

যিনি অবহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে, অবচলিতভাবে এই মহান আত্মার উপাসনা করেন, তিনি শরীরাভিমান-জনিত সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। নির্মল বুদ্ধিতে আত্মভাবনা-বশতঃ তিনি নির্মলচিত্ত হন।

৩৯. তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্য পূর্বস্য (সেই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের) এষঃ এব শারীরঃ আত্মা (ইহাই দেহাধিষ্ঠিত আত্মা) যঃ (যেটি আনন্দময় কোশ), তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ (সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন) অন্তরঃ (তাহার অন্তঃস্থ) আনন্দময়ঃ আত্মা (আনন্দময় আত্মা), তেন এষঃ পূর্ণঃ (সেই আনন্দময় আত্মা দ্বারা বিজ্ঞানময় আত্মা পূর্ণ), সঃ বৈ এষঃ (সেই আনন্দময় আত্মাও) পুরুষবিধঃ এব (পুরুষাকৃতিই বটে), তস্য পুরুষবিধতাম্ অনু (সেই বিজ্ঞানময় পুরুষাকারের অনুযায়ী) অয়ং পুরুষবিধঃ (এই আনন্দময়ের পুরুষাকার), তস্য প্রিয়ম্ এব শিরঃ (প্রিয়-ই তাহার শির)। মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ (হর্ষ তাহার দক্ষিণ পক্ষ), প্রমোদঃ উত্তরঃ পক্ষঃ (প্রমোদ বাম পক্ষ), আনন্দঃ আত্মা (আনন্দ তাহার আত্মা বা দেহ-মধ্যভাগ), ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (ব্রহ্মই স্থিতিসাধক পুচ্ছ)। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—)।

সরলার্থ ঃ এই বিজ্ঞানময় পূর্বোক্ত মনোময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। এই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে ভিন্ন, অথচ উহার অভ্যন্তরস্থ আর একটি আত্মা আছে তাহা আনন্দময়। পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময় এই আনন্দময় দ্বারা ব্যাপ্ত। এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতি-সম্পন্ন, ইহার পুরুষাকৃতি বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকৃতিরই অনুরূপ। প্রিয় (ইষ্ট-লাভাদি জনিত হর্ষ) ইহার মস্তক, মোদ (প্রিয়বস্তু লাভজনিত আনন্দ) ইহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত প্রকৃষ্ট আনন্দ) ইহার বাম পক্ষ, আনন্দ (সুখসামান্য) ইহার দেহমধ্যভাগ, ব্রহ্ম (অদ্বৈত ব্রহ্ম) ইহার স্থিতিবিধায়ক পুচ্ছ-স্বরূপ। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—।

উপাধ্যায়-কৃত অর্থ ঃ

পূর্বোক্ত মনোময়ের যিনি আত্মা এই (সূক্ষ্মতম উপাধিবিশিষ্ট) বিজ্ঞানময় আত্মা তাহার শরীর (তদতিরিক্ত তদন্তর্বর্তী) আত্মা। সেই (ঈশ্বরাধিষ্ঠিত) এই (জীবপ্রধান) বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্বর্তী আত্মা আনন্দময়। এই আনন্দময় সেই (বিজ্ঞানময়-অধিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ। সেই (ঈশ্বর) এবং এই (আনন্দময়) আত্মা পুরুষাকার। তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রিয়-ই মস্তক, হর্ষ দক্ষিণ পক্ষ, প্রকৃষ্ট হর্ষ বামপক্ষ, আনন্দ মধ্যদেহ, ব্রহ্ম আধারভূত পুচ্ছ। সেই অর্থে এই শ্লোকটি আছে—।

ব্যাখ্যা ঃ এই বিজ্ঞানময় পূর্বোক্ত মনোময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন অথচ ইহারই অন্তর্বর্তী আনন্দ আত্মা আছেন যাহা দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দময়ও বিজ্ঞানময়ের মত পুরুষাকৃতি-বিশিষ্ট এবং পক্ষীরূপে কল্পিত।

'প্রিয়' এই পক্ষীরূপী আনন্দময়ের মস্তক। এখানে 'প্রিয়' অর্থ প্রিয়জন সম্মিলনজনিত সুখ। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সহিত মিলনে যে সুখের অনুভব হয় তাহা উৎকৃষ্ট সুখ বলিয়া উহাকে আনন্দময়ের মস্তক বলা হইয়াছে। অভীষ্ট বস্তু, যেমন ধন-রত্নাদি পাইলে যে হর্ষ জন্মে তাহা মোদ; হর্ষের প্রাচুর্যই প্রমোদ। এই রকম হর্ষের দ্বারাই সুখের বিস্তার হয় বলিয়া ইহাদিগকে পাখা বলা হইয়াছে। বিভিন্ন হর্ষের মধ্যে যে সাধারণ সুখানুভূতি বর্তমান তাহাই আনন্দ। এই আনন্দই সমস্ত সুখের আত্মাস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত সুখানুভূতির প্রতিষ্ঠা, কারণ এক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টিতে নানা সুখানুভূতির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে এই সুখানুভূতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে। নিম্নস্তরে ইহা অতি স্থূল ও মলিন, উচ্চস্তরে উহা সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ। বিদ্যা, তপস্যা, শ্রদ্ধা দ্বারা নির্মলচিত্তে এবং বিশুদ্ধ ও প্রসন্ন অন্তঃকরণে এই আনন্দ সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ অনুবাক

৪০. অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুঃ। ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ চেৎ [কশ্চিৎ] (যদি কেহ) ব্রহ্ম অসৎ ইতি বেদ (ব্রহ্ম অসৎ বা অবিদ্যমান এইরূপ জানেন) [তদা] সঃ (তবে সে) অসন্ এব ভবতি (অসৎই অর্থাৎ অসত্য-সম হয়), ব্রহ্ম অস্তি (ব্রহ্ম আছেন) ইতি চেৎ [কশ্চিৎ] বেদ (যদি এইরূপ কেহ জানেন) ততঃ (তাহা হইলে) এনম্ (ইঁহাকে) [ব্রহ্মবিদঃ] (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) সন্তম্ বিদুঃ (সত্যস্বরূপ বলিয়া জানেন)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্ম অসৎ (অবিদ্যমান)—এরূপ যদি কেহ জানেন, তবে তিনি অসৎ (অসত্য-সম অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধনে অক্ষম) হন। ব্রহ্ম আছেন—এরূপ যদি কেহ জানেন তাহা হইলে সেই অস্তিত্ব জ্ঞানহেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সৎ (ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান) বলিয়া জানেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মই সমস্ত আনন্দের প্রতিষ্ঠা। এই ব্রহ্মকে যে অসৎ (অবিদ্যমান, সত্তাহীন) বলিয়া জানে সে নিজেও অসৎ (সত্তাহীন) হইয়া পড়ে। কারণ, যে এই আনন্দময় বিশ্বের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে চ্যুত হয় সে অপ্রতিষ্ঠ, স্থিতিহীন হইয়া পড়ে। কাজেই সর্বার্থভ্রষ্ট হইয়া সে অসৎ-ই হয়।

কিন্তু জগতের প্রতিষ্ঠা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন—ইহা যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সৎ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তাতে প্রতিষ্ঠিত, সদ্ভাবাপন্ন বলিয়াই জানেন।

৪১. তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ—
উতাবিদ্বান্ অমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী ৩। আহো বিদ্বানমুং
লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্য পূর্বস্য (পূর্বোক্ত সেই বিজ্ঞানময়ের) এষঃ এব (ইহাই অর্থাৎ এই আনন্দময়ই) শারীরঃ আত্মা (শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা), অতঃ (সেই হেতু) অথ (অনন্তর) অনুপ্রশ্নাঃ (আচার্যের উক্তি অনুসরণে শিষ্যের প্রশ্ন), কশ্চন অবিদ্বান্ (কোনও অজ্ঞানী ব্যক্তি) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) অমুং লোকম্ (ঐ লোকে) উত গচ্ছতি (যায় কি) [গচ্ছতী, প্রশ্নার্থক দীর্ঘস্বর ; ৩ প্লুতির সূচক], আহো (অথবা) কশ্চিৎ বিদ্বান্ (কোনও বিদ্বান ব্যক্তি) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) অমুং লোকম্ (এ লোক) সমশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় কি)।

সরলার্থ ঃ পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের ইহাই (আনন্দময়) দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। এই হেতু (ব্রহ্মের সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ায়) আচার্য-প্রদত্ত উপদেশের অনুসরণে শিষ্যের প্রশ্ন হইল—কোনও অজ্ঞানী লোক দেহত্যাগের পর ঐ লোকে (পরমাত্মার সকাশে) গমন করেন কি করেন না অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন কি হন না ? বিদ্বান ব্যক্তিই কি দেহান্তে ঐ লোক (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হন ?

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্রুতিতে বলা হইয়াছে অবিদ্বান লোক অসৎ (অপ্রতিষ্ঠ) এবং বিদ্বান লোক সৎ (সপ্রতিষ্ঠ)। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে মৃত্যুর পরে বিদ্বান ও অবিদ্বান লোকের কি অবস্থা হয়। যে অবিদ্বান সে মৃত্যুর পরে ঐ লোক (আনন্দময় ব্রহ্মাধিষ্ঠিত লোক) প্রাপ্ত হয় কি হয় না ? আবার প্রশ্ন—বিদ্বান ব্যক্তি মৃত্যুর পর ঐ লোক (আনন্দময় ব্রহ্মাধিষ্ঠিত লোক) প্রাপ্ত হন কি হন না ? এই প্রশ্নেরই উত্তর পরে দেওয়া হইতেছে।

শংকরের মতে এই দুইটি প্রশ্ন ব্যতীত আর একটি প্রশ্ন আছে। ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে ও ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানে—এই সকল কথা হইতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধেও সংশয় উপস্থিত হয়। সুতরাং এই একই বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন।

৪২. সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ (সেই পরমাত্মা) অকাময়ত (ইচ্ছা করিলেন), [অহং] বহু স্যাম্ (আমি বহু হইব), [অহং] প্রজায়েয় ইতি (আমি উৎপন্ন হইব)। সঃ তপঃ অতপ্যত (তিনি তপস্যা করিলেন), সঃ (তিনি) তপঃ তপ্ত্বা (তপস্যা করিয়া) যৎ ইদম্ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু আছে) ইদং সর্বম্ (সেই সমস্তই) অসৃজত (সৃজন করিলেন), তৎ সৃষ্ট্বা (তাহা সৃষ্টি করিয়া) তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ (তাহাতেই প্রবেশ করিলেন)।

সরলার্থ ঃ সেই পরমাত্মা কামনা (ইচ্ছা) করিলেন, 'আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব।' তিনি তপস্যা (অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে সংকল্প) করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু সেই সমস্তই সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

মন্তব্য ঃ প্রজায়েয়—উৎপন্ন হইব। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একের মধ্যে অন্য বস্তু প্রবেশ না করিলে বহু হয় কি প্রকারে ? তাহারই উত্তরে বলা হইয়াছে—জাত হইব, উৎপন্ন হইব। এস্থলে 'বহু হওয়া'র অর্থ পিতা হইতে বহু উৎপন্ন

হওয়ার মত এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু হওয়া নহে। 'বহু হওয়া'র অর্থ : আপনার ভিতর যেসকল নাম ও রূপ অনভিব্যক্ত আছে তাহাদিগকে অভিব্যক্ত করা। আত্মাতে সূক্ষ্মাবস্থায় যেসকল নাম-রূপ আছে তাহাদিগকে নাম-রূপাত্মক জগৎরূপে অভিব্যক্ত করাই তাঁহার 'বহু হওয়া' অথবা সৃষ্টি। কিন্তু এই যে 'বহু হওয়া', ইহাতেও ব্রহ্মের স্বীয় রূপ পরিত্যক্ত হয় না (শ)।

সঃ তপঃ অতপ্যত—সেই আত্মা এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিলেন। জ্ঞানই তপস্যা : 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'। তিনি আত্মকাম বলিয়া অন্য প্রকার তপস্যা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। 'তপস্যা করিলেন' অর্থ যে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে তিনি তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন (শ) ॥ তৎ সৃষ্ট্বা তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ —এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যিনি স্রষ্টা তিনিই স্বীয় রূপের পরিবর্তন না করিয়া প্রবেশ করিলেন (শ)।

৪৩. তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ।
বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ
সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৪

অন্বয় : তৎ অনুপ্রবিশ্য (তাহাতে প্রবেশ করিয়া) সৎ চ ত্যৎ চ (মূর্ত ও অমূর্ত), নিরুক্তম্ চ (সবিশেষ) অনিরুক্তম্ চ (এবং নির্বিশেষ), নিলয়নং চ (আশ্রিত) অনিলয়নং চ (এবং অনাশ্রিত), বিজ্ঞানং চ (চেতন) অবিজ্ঞানং চ (এবং অচেতন), সত্যং চ অনৃতং চ (সত্য এবং অসত্য), অভবৎ (হইলেন) যৎ ইদং কিম্ চ (এই যাহা কিছু) [তৎ] সত্যম্ অভবৎ (সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এই সমস্তই হইলেন), তৎ (সেই হেতু) [ব্রহ্মবিদঃ] সত্যম্ ইতি আচক্ষতে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া থাকেন)। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই শ্লোকটি আছে—)।

সরলার্থ : সেই সৃষ্টি-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম সৎ এবং অসৎ (মূর্ত ও অমূর্ত), নিরুক্ত ও অনিরুক্ত (দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন), নিলয়ন এবং অনিলয়ন (আশ্রয়বান ও অনাশ্রয়), বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন), সত্য ও অনৃত (ব্যবহারিক সত্য ও তদ্বিপরীত)—এই যাহা কিছু সেই সমস্তই হইলেন। ব্রহ্মই এই সমস্তরূপে হইয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'সত্য' নামে অভিহিত করেন। এবিষয়ে একটি শ্লোক আছে—।

সপ্তম অনুবাক

৪৪. অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে। ইতি ॥ ১

অন্বয় : ইদম্ (এই দৃশ্যমান জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ বৈ আসীৎ (অব্যাকৃত ব্রহ্মরূপেই ছিল), ততঃ বৈ (তাহা হইতে) সৎ (এই সৎ পদার্থ) অজায়ত (উৎপন্ন হইল)। তৎ (সেই অসৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম) স্বয়ম্ (নিজেই) আত্মানম্ অকুরুত (আপনাকে এইরূপ করিলেন), তস্মাৎ (সেই হেতু) তৎ (সেই ব্রহ্ম) সুকৃতম্ (স্বয়ংকর্তা, শোভনক্রিয়) উচ্যতে (কথিত হন)।

সরলার্থ : সৃষ্টির পূর্বে এই নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ অব্যাকৃত ব্রহ্মরূপেই ছিল। সেই অসৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে এই নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি নিজেই আপনাকে এরূপ করিলেন, এই কারণে তাঁহাকে সুকৃত (স্বয়ংকর্তা) বলা হয়।

মন্তব্য : অসৎ—যাহা নাম-রূপে প্রকাশিত হয় নাই সেই অপ্রকাশিত ব্রহ্মকেই অসৎ বলা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত অসৎ [অস্তিত্ববিহীন] বস্তু নহে, কারণ অত্যন্ত অসৎ [অস্তিত্ববিহীন] হইতে সৎ [অস্তিত্ববান] পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না (শ); অব্যক্ত, অব্যাকৃত ব্রহ্মবস্তু (উ) ॥ সৎ—নাম-রূপ দ্বারা বিশেষভাবে অভিব্যক্ত জগৎ (শ); দৃশ্যমান সমস্ত (উ) ॥ অজায়ত—উৎপন্ন হইল, কিন্তু পুত্র যেমন পিতা হইতে পৃথক হইয়া জন্মগ্রহণ করে তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া জন্মে না (শ)। আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত—নিজেই আপনাকে করিয়াছিলেন [ব্যাকৃত করিয়াছিলেন] (শ); পরাপর প্রকৃতি হইতে অভিন্ন আপনাকে বিভক্ত [স্বাত্মশক্তির প্রকাশ] করিলেন (উ)।

৪৫. যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-
নন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ
আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ
এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে।
অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং
কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽ-
মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২

অন্বয় : যৎ বৈ (যাহাই) তৎ সুকৃতম্ (সেই সুকৃত), সঃ বৈ রসঃ (তিনি রসস্বরূপ)। অয়ম্ (এই জীব) রসং হি এব (এই রসস্বরূপকে) লব্ধ্বা (প্রাপ্ত হইয়া) আনন্দী ভবতি (আনন্দবান হয়), যৎ (যদি) আকাশে (হৃদয়াকাশে) এষঃ আনন্দঃ (এই আনন্দ) ন স্যাৎ (না থাকিতেন) [তদা] কঃ হি এব অন্যাৎ (তবে কে বা অপান চেষ্টা করিত), কঃ প্রাণ্যাৎ (কেই বা প্রাণধারণ করিত), এষঃ হি এব আনন্দয়াতি (ইঁনিই জীবকে আনন্দ দান করেন) যদা হি এব (যখনই) এষঃ (এই সাধক) এতস্মিন্ (এই) অদৃশ্যে (অদৃশ্য) অনাত্ম্যে (অশরীর) অনিরুক্তে (অনির্বাচ্য) অনিলয়নে (অনাধার) [ব্রহ্মণি] (ব্রহ্মে) অভয়ম্ (নির্ভয়ে) প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে (প্রতিষ্ঠা লাভ করে)। অথ (তখন) সঃ (তিনি) অভয়ং গতঃ ভবতি (নির্ভয় হন), যদা হি এব (যখনই) এষঃ (অবিদ্বান পুরুষ) এতস্মিন্ (এই ব্রহ্মে) উৎ অরম্ (অল্পমাত্রও) অন্তরম্ (ভেদ) কুরুতে (করে), অথ (তখন) তস্য ভয়ং ভবতি (তাহার ভয় হয়) তু (কিন্তু) অমন্বানস্য (অভেদজ্ঞানহীন) বিদুষঃ (ভেদজ্ঞানীর) তৎ এব (সেই ব্রহ্মই) ভয়ং [ভবতি] (ভয়ের কারণ হন)। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—।

সরলার্থ : যিনি সেই সুকৃত তিনিই রসস্বরূপ (তৃপ্তিকর সুখস্বরূপ)। জীব এই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। হৃদয়াকাশে যদি রসস্বরূপ ব্রহ্ম না থাকিতেন কে-ই বা অপান-ক্রিয়া করিত, কে-ই বা প্রাণক্রিয়া করিত ? অর্থাৎ কেহই প্রাণ-অপান ক্রিয়া দ্বারা দেহধারণের চেষ্টা করিত না। জীব যখন দর্শনাতীত, অশরীর, অনির্বচনীয়, নিরাধার এই ব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতিলাভ করে, তখনই সে অভয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার সকল ভয়ের উপশম হয়। আর অবিদ্বান ব্যক্তি যখনই এই ব্রহ্মকে

কিছুমাত্রও দূরে রাখে অর্থাৎ নিজ হইতে ভিন্ন মনে করে, তখনই তাহার ভয় হয়। অবিবেকী, প্রাকৃত, অবিদ্বানের পক্ষে এই অভয় ব্রহ্মই ভয়ের কারণ হন। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—।

মন্তব্য : রসঃ বৈ সঃ—তিনি রসস্বরূপ বলিয়াও তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তাঁহাকে রসস্বরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, যাহা সুকৃত তাহাই রসস্বরূপ। যাহা রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে, এই প্রকার মধুর, অম্ল ইত্যাদি রস আস্বাদন করিয়াই জীবসকল সুখী হইয়া থাকে। অসৎ পদার্থকে আনন্দ প্রদান করিতে কোথাও দেখা যায় না। প্রাকৃত লোকে যেসব রস উপভোগ করিয়া আনন্দ পায়, নিশ্চেষ্ট, নিষ্কাম, বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ সেই সব রস ব্যতীতও আনন্দিত হন, ইহা দেখা যায়। সুতরাং নিশ্চয় ব্রহ্মই তাঁহাদের রস। অতএব তাঁহাদের আনন্দের কারণ রসবান ব্রহ্ম আছেন (শ) ॥ এষঃ হি এব আনন্দয়াতি—এই পরমাত্মাই লোকের ধর্মানুরূপ আনন্দ দান করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অবিদ্যাহেতু এই আনন্দরূপকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে। বিশেষতঃ অবিদ্বানগণের ভয়হেতু এবং বিদ্বানগণের অভয়ের হেতু বলিয়াও সেই ব্রহ্ম আছেন ইহা প্রমাণিত হয়, কারণ লোকে সৎ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অভয় প্রাপ্ত হয়, অসৎ বস্তুর আশ্রয়ে ভয় নিবৃত্তি হইতে পারে না (শ)।

অষ্টম অনুবাক

৪৬. ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ইতি ॥ ১

অন্বয় : অস্মাৎ ভীষা (এই ব্রহ্মের ভয় দ্বারা) বাতঃ পবতে (বায়ু প্রবাহিত হয়), ভীষা (ইঁহার ভয়ে), সূর্যঃ উদেতি (সূর্য উদিত হয়), অস্মাৎ ভীষা (ইঁহার ভয়ে) অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ (অগ্নি এবং ইন্দ্র) পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (এবং পঞ্চম-স্থানীয় মৃত্যু) ধাবতি (ধাবিত হইতেছে)।

সরলার্থ : এই ভয়কারণ ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, ইঁহারই ভয়ে সূর্য উদিত হয়, ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়াই অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হয় অর্থাৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়।[১]

মন্তব্য : ভীষা অস্মাৎ বাতঃ পবতে—ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। বায়ু প্রভৃতি মহাপূজনীয় এবং ঈশ্বরশক্তি-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অনবরত প্রবাহিত হইয়া পরিশ্রম করিতেছে। তাহারা যে এইরূপে নিয়মানুযায়ী নিজ নিজ কাজ করিয়া যায় তাহাতেই বোঝা যায় যে, ইহাদের ভীতির কারণ শাস্তিদাতা ব্রহ্ম আছেন। যেহেতু ইহারা রাজভৃত্যের ন্যায় এই ব্রহ্মের ভয়ে নিজেদের কাজ করে, সেইজন্য বোঝা যায় যে, ভয়ের কারণ শাসনকর্তা ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। অধিকন্তু যে ব্রহ্মের ভয়ে দেবতাগণও স্বকার্যে প্রবৃত্ত, সেই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ (শ)।

[১] কঠ, ২।৩।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৭. সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধু যুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ ॥ ২

অন্বয় : আনন্দস্য (আনন্দের) সা এষা (এই প্রসিদ্ধ) মীমাংসা ভবতি (মীমাংসা হইতেছে), যুবা স্যাৎ (যদি কেহ যৌবন বয়সের হয়), সাধু যুবা (যদি সে সাধুচিত্ত যুবক হয়) অধ্যায়কঃ (বেদজ্ঞ) আশিষ্ঠঃ (সর্বোত্তম শাসক) দ্রঢ়িষ্ঠঃ (দৃঢ়শরীর) বলিষ্ঠঃ (ও বলবান হয়); বিত্তস্য পূর্ণা (বিত্তদ্বারা পূর্ণ) ইয়ং সর্বা পৃথিবী (এই সমগ্র পৃথিবী) তস্য স্যাৎ (যদি তাহার হয়), সঃ (সেই আনন্দ) একঃ মানুষঃ আনন্দঃ (একটি মানুষের পক্ষে সর্বোত্তম আনন্দ)। তে যে (সেই যে) শতং মানুষাঃ আনন্দাঃ (মনুষ্য-আনন্দের শতগুণ আনন্দ)।

সরলার্থ : উক্ত ব্রহ্মানন্দের এই প্রসিদ্ধ মীমাংসা হইতেছে—যদি কেহ বয়সে যুবা, অধিকন্তু যদি সে সাধুচিত্ত, বেদজ্ঞ, সর্বোত্তম শাসক, দৃঢ় শরীরযুক্ত ও অতিশয় বলবান হয় এবং যদি এই ধন-সমৃদ্ধ সমগ্র পৃথিবী তাহার করায়ত্ত হয় তবে তাহার যে আনন্দ হইতে পারে তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বোত্তম আনন্দ।

মন্তব্য : সা এষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি—সেই ব্রহ্মানন্দের এই প্রকার মীমাংসা বা বিচার হইয়া থাকে। বিচারের বিষয় হইতেছে এই যে, ব্রহ্মানন্দ কি লৌকিক আনন্দের মত বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে জাত অথবা উহা স্বাভাবিক (শ)। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিবিধ সাধন সামগ্রীর সাহায্যে উৎপন্ন লৌকিক সেই আনন্দই জগতে সর্বোত্তম; ব্রহ্মানন্দের অনুভবের নিমিত্তও এস্থলে উহার নির্দেশ করা হইয়াছে। লৌকিক আনন্দ দ্বারাও নির্বিষয় ব্রহ্মের ভাব কতকটা বোধগম্য হয়, কারণ লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ।

৪৮. স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ ॥ ৩

অন্বয় : সঃ (উহা অর্থাৎ শতগুণ মানুষ-আনন্দ) মনুষ্যগন্ধর্বাণাম্ (মনুষ্য-গন্ধর্বদের) একঃ আনন্দঃ (একটি আনন্দ), অকামহতস্য (কামনারহিত) শ্রোত্রিয়স্য চ (বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ), তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণাম্ আনন্দাঃ (সেই যে শত পরিমাণ মনুষ্য-গন্ধর্বদের আনন্দ), সঃ দেবগন্ধর্বাণাম্ একঃ আনন্দঃ (তাহাই দেব-গন্ধর্বদের এক আনন্দ), অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষেরও ঐ পরিমাণ আনন্দ), তে যে দেব-গন্ধর্বাণাং শতম্ আনন্দাঃ (সেই যে দেব-গন্ধর্বদের শতপরিমাণ আনন্দ), সঃ চিরলোক-লোকানাং পিতৃণাম্ একঃ আনন্দঃ (তাহাই চিরলোকবাসী পিতৃপুরুষদের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ), শ্রোত্রিয়স্য অকামহতস্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ), তে যে চিরলোক-লোকানাং পিতৃণাম্ শতং আনন্দাঃ (সেই যে চিরলোকবাসী পিতৃপুরুষদের শতগুণ আনন্দ) সঃ অজানজানাং দেবানাম্ একঃ আনন্দঃ (তাহাই স্বর্গবাসী দেবতাদের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ)।

সরলার্থ ঃ মনুষ্য-গন্ধর্বদের (যেসকল মানুষ বিশেষ কর্ম ও জ্ঞানের ফলে গন্ধর্ব হইয়াছেন তাঁহাদের) এবং কামনারহিত শ্রোত্রিয়েরও আনন্দ সমপরিমাণ। মনুষ্য-গন্ধর্বদের আনন্দের শতগুণ দেব-গন্ধর্বদের (যাঁহারা জাতিতে গন্ধর্ব তাঁহাদের) আনন্দ এবং কামনারহিত বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সেই পরিমাণ। দেব-গন্ধর্বদের আনন্দের শতগুণ চিরলোক (চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত) পিতৃপুরুষগণের আনন্দ; কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। চিরলোকবাসী পিতৃপুরুষগণের আনন্দের শতগুণ আজানজ দেবতাদের (যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত কর্মের ফলে স্বর্গে দেবরূপে জন্মিয়াছেন তাঁহাদের) আনন্দ।

মন্তব্য ঃ মনুষ্য-গন্ধর্বাণাম্ একঃ আনন্দঃ—মানুষের আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট মনুষ্য-গন্ধর্বদের আনন্দ। যে সকল মানুষ বিশেষ কর্ম ও জ্ঞানের ফলে গন্ধর্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই মনুষ্য-গন্ধর্ব (শ) ॥ দেব-গন্ধর্বাণাম্—যাঁহারা জাতিতেই গন্ধর্ব তাঁহারা দেব-গন্ধর্ব ॥ চিরলোক-লোকানাম্ পিতৃণাম্—যে পিতৃপুরুষগণের বাসস্থান চিরকালস্থায়ী [দীর্ঘকালস্থায়ী] তাঁহারাই চিরলোক লোক ॥ আজানজানাম্—আজান অর্থ দেবলোক, সেই দেবলোকে জাত দেবতাগণই আজানজ দেবতা। ইঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত কর্মের ফলে দেবস্থানে [স্বর্গে] জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (শ)।

৪৯. শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষদেরও সেই পরিমাণ আনন্দ), তে যে আজানজানাং দেবানাং শতম্ আনন্দাঃ (সেই যে আজানজ দেবতাদের শতগুণ আনন্দ) সঃ (তাহাই) যে কর্মণা দেবান্ অপিযন্তি (যাঁহারা কর্মদ্বারা দেবতাপদ প্রাপ্ত হন), [তেষাম্] কর্মদেবানাম্ দেবানাম্ একঃ আনন্দঃ (সেই কর্মদেবতাদের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ), অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ), তে যে কর্মদেবানাং দেবানাং শতম্ আনন্দাঃ (কর্মদেবতা দেবগণের শতগুণ যে আনন্দ), সঃ দেবানাম্ একঃ আনন্দঃ (তাহাই দেবগণের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ), তে যে দেবানাং শতম্ আনন্দাঃ (দেবগণের শতগুণ যে আনন্দ) সঃ ইন্দ্রস্য একঃ আনন্দঃ (তাহাই দেবাধিপতি ইন্দ্রের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ)।

সরলার্থ ঃ কামনাবিহীন বেদজ্ঞ ব্যক্তিরও সেই পরিমাণ আনন্দ। আজানজ (দেবলোকজাত) দেবতাদের যে আনন্দ তাহার শতগুণ আনন্দ কর্মদেব দেবতাদের (যাঁহারা বৈদিক কর্মদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের) এক (পূর্ণ) আনন্দ এবং কামনাহীন শ্রোত্রিয়দেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। কর্মদেব দেবতাদের যে আনন্দ তাহার শতগুণ আনন্দ দেবতাদের (তেত্রিশ-সংখ্যক হবির্ভোজী দেবতার) এক (পূর্ণ) আনন্দ এবং কামনাবিহীন শ্রোত্রিয়দেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। দেবগণের যে আনন্দ তাহার শতগুণে ইন্দ্রের এক (পূর্ণ) আনন্দ।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় শংকর বলেন ঃ পূর্বোক্ত নানাবিধ আনন্দরাশি যাঁহাতে একীভূত হয় এবং যাঁহার মধ্যে সেই আনন্দের হেতুভূত ধর্ম, আনন্দবিষয়ক জ্ঞান ও কামনাবিহীন গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক তিনিই হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্ম। নিষ্পাপ, কামনারহিত শ্রোত্রিয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে শ্রোত্রিয়ত্ব, নিষ্পাপত্ব ও কামনাহীনতা—এই তিনটি ঐ আনন্দলাভের উপায়। ইহার মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও নিষ্পাপত্ব ধর্মের সহচর, কিন্তু কামনাহীনতা গুণটি উৎকর্ষসাধক। কামনাহীনতা লাভ করিয়াছেন এমন শ্রোত্রিয় যে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ উপলব্ধি করেন তাহাও সেই পরমানন্দের (ব্রহ্মানন্দের) মাত্রা বা একদেশ মাত্র। ব্রহ্মানন্দই স্বভাবসিদ্ধ পরমানন্দ, কারণ সেখানে আর দ্বৈত সম্বন্ধ নাই।

৫০. শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥ ৫

অন্বয় ঃ অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ), তে যে ইন্দ্রস্য শতম্ আনন্দাঃ (ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ যে আনন্দ) সঃ বৃহস্পতেঃ একঃ আনন্দঃ (তাহাই দেবগুরু বৃহস্পতির এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ), অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞেরও সেই পরিমাণ আনন্দ), তে যে বৃহস্পতেঃ শতম্ আনন্দাঃ (বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ যে আনন্দ) সঃ প্রজাপতেঃ একঃ আনন্দঃ (তাহাই প্রজাপতির এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ), অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ), তে যে প্রজাপতেঃ শতম্ আনন্দাঃ (প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ যে আনন্দ) সঃ ব্রহ্মণ একঃ আনন্দঃ (তাহাই ব্রহ্মার এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ (কামনাবিহীন বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ)।

সরলার্থ ঃ ইন্দ্রের যে আনন্দ তাহার শতগুণ বৃহস্পতির এক (পূর্ণ) আনন্দ। কামনাহীন বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। বৃহস্পতির যে আনন্দ তাহার শতগুণ প্রজাপতির এক (পূর্ণ) আনন্দ; কামনাহীন শ্রোত্রিয়েরও সেই পরিমাণ আনন্দ। প্রজাপতির যে আনন্দ তাহার শতগুণ ব্রহ্মার এক (পূর্ণ) আনন্দ, কামনাহীন শ্রোত্রিয়েরও সেই পরিমাণ আনন্দ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্ট জীব এই ব্রহ্মের আনন্দ দ্বারা আনন্দিত হয়। ব্রহ্মই আনন্দের একমাত্র উৎস, একমাত্র আধার। ব্রহ্ম ছাড়া আনন্দের কোনও উৎস বা আধার নাই। সমগ্র বিশ্বে, সমস্ত জীবের হৃদয়ে এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি। জীব এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করিয়া থাকে।

এখন জীবের ভোগ্য আনন্দের পরিমাণ ও উৎকর্ষ কতখানি তাহা বলা হইতেছে। সংসারে যে সব বস্তু সুখকর বা আনন্দদায়ক, যেমন যৌবন, সচ্চরিত্র, বেদের পাণ্ডিত্য, শাসনকর্তার ক্ষমতা, সুদৃঢ় দেহ, প্রভূত অর্থ, শারীরিক বল, পরিপূর্ণ পৃথিবীর আধিপত্য—এই সকল যদি কোন ব্যক্তির আয়ত্তে আসে তবে তাহার যে আনন্দ হয় তাহাই মানুষ-আনন্দ। ইহার শতগুণ মনুষ্য-গন্ধর্বের

আনন্দ। এই প্রকারে প্রত্যেকটি হইতে পরেরটি শতগুণ বাড়িয়া দেব-গন্ধর্ব, পিতৃপুরুষ, আজানজ-দেবতা, কর্মদেবতা, দেবতা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি ক্রমে ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্ত হইলে জীব আনন্দের চরম সীমায় পৌঁছায়।

কিন্তু বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ ও কামনাহীন (অকামহত) পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সর্বোৎকৃষ্ট, বিপুলতম আনন্দ অনুভব করেন। কামনা-বাসনার পূরণ হইতে যে সুখ জন্মে তাহা নিকৃষ্ট এবং মলিন। হৃদয় হইতে কামনা-বাসনা দূর হইলে হৃদয় নির্মল বা বিশুদ্ধ হয়। এই প্রকারের নির্মল হৃদয়ে সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দের উৎপত্তি হয়।

৫১. স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য
এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপ-
সংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং
মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসং-
ক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো
ভবতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ সঃ যঃ চ অয়ম্ [আত্মা] (সেই যে এই আত্মা) পুরুষে (পুরুষে), যঃ চ অসৌ (আর এই যাহা) আদিত্যে (সূর্যমণ্ডলে) সঃ একঃ (তিনি অভিন্ন), যঃ এবংবিৎ (যিনি এই প্রকার জানেন) সঃ (তিনি) অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া) এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ (এই অন্নময় আত্মাকে) উপসংক্রামতি (প্রাপ্ত হন), এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন), এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন), এতম্ বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (তৎপর এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন), এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন), তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (সেই সম্বন্ধেও এই শ্লোক আছে—)।

সরলার্থঃ পূর্বোক্ত যিনি পুরুষের হৃদয়গুহাস্থ পরমাকাশে (প্রত্যক্ষরূপে) অবস্থিত আর যিনি সূর্যমণ্ডলে (পরোক্ষভাবে) আছেন—উভয়েই এক (অভিন্ন)। যিনি ইহা জানেন তিনি পার্থিব ভোগবাসনাময় জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ সমস্ত স্থূলভূতকেই অন্নময় আত্মারূপে দর্শন করেন), তৎপর এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ অন্নময়ের অন্তর্বর্তী আত্মাকে তাহা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করেন), তারপর মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ প্রাণময়ের অন্তর্বর্তী আত্মাকে তাহা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করেন); ক্রমান্বয়ে তিনি বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন।

ব্যাখ্যাঃ যিনি জীবের হৃদয়াকাশে আনন্দস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং যিনি সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বে প্রকাশিত—এই উভয়ই এক।[১] আত্মাই জীব ও জগতে প্রকাশমান। এই ঐক্য যিনি উপলব্ধি করেন তিনি জীবের অন্নরসময় দেহ ও পঞ্চভূতময় স্থূল জগতে এক অখণ্ড ব্রহ্মেরই অধিষ্ঠান দেখিতে পাইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ এই অন্নময়ে অধিষ্ঠিত আত্মাকেই স্বীয় আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করেন।

[১] যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ঈশ-১৬

তিনি প্রাণময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হন। জীবের দেহে এবং নিখিল বিশ্বে যে প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহাতে একই আত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ সেই প্রাণময়ে অধিষ্ঠিত আত্মাকেই স্বীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করেন। তারপর তিনি মনোময় আত্মায় প্রবিষ্ট হন। পরে যথাক্রমে তিনি বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মায় প্রবেশ করেন।

মন্তব্যঃ মনোময়ম্ আত্মানম্—মানসরাজ্যে উহাকে অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান পরমাত্মাকে (শ)॥ বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্—জীবাত্মজগতে উহাকে অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান পরমাত্মাতে (শ)॥ আনন্দময়ম্—বিপুলভাবে অনুভূত আনন্দস্বরূপ আত্মাতে (শ)।

নবম অনুবাক

৫২. যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন। ইতি ॥ ১

অন্বয়ঃ যতঃ (যে ব্রহ্ম হইতে) অপ্রাপ্য (তাঁহাকে না পাইয়া) মনসা সহ (মনের সহিত) বাচঃ (বাক্সমূহ) নিবর্তন্তে (ফিরিয়া আসে, প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়) ব্রহ্মণঃ আনন্দং বিদ্বান্ (সেই ব্রহ্মসম্বন্ধী আনন্দ যিনি জানেন) [সঃ] (তিনি) কুতঃ চন (কোনও কিছু হইতেই) ন বিভেতি (ভয় পান না)।

সরলার্থঃ যে ব্রহ্মকে না পাইয়া (অর্থাৎ যাঁহাকে প্রকাশ করিতে বা বিষয়ীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া) বাক্য ও মন তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি জনিত আনন্দ যিনি জানেন তিনি কোনও কিছু হইতেই ভয় পান না অর্থাৎ তাঁহার ভয়ের সকল কারণ বিনষ্ট হয়।

মন্তব্যঃ বাচঃ—নির্বিকল্প ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য সবিকল্প বস্তু-বিষয়সমূহ প্রকাশে সমর্থ যে সকল বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে সেই সকল বাক্য (শ); বাঙ্ময় বেদসকল (উ)। অপ্রাপ্য—প্রকাশ না করিয়াই (শ); বিষয়ীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া (শ)॥ মনসা সহ—মন অর্থ প্রত্যয় বা বুদ্ধি-বিজ্ঞান; ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে না পারিলেও যে যে বিষয় প্রকাশের জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয় মনও সেই বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকে। আবার অনেক বিষয় মন উপলব্ধি করিতে পারে বাক্যও তাহা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইভাবে সাধারণতঃ বাক্য ও মনকে একযোগে কাজ করিতেই দেখা যায়। সুতরাং বাক্য যাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ তাহা মনেরও ধারণার অতীত (শ)॥ কুতশ্চন ন বিভেতি—ভয়ের কোনও কারণ না থাকাতে তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না। সেই বিদ্বান হইতে পৃথক এমন কোনও বস্তু নাই যাহা হইতে তাঁহার ভয় হইতে পারে। লোকে অবিদ্যাবশতঃ যখন অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে তখন তাহার ভয় হইতে পারে, কিন্তু বিদ্বানের পক্ষে অবিদ্যাজনিত সমস্ত ভয়ের হেতু বিনষ্ট হওয়ায়, কোথাও [illegible] ভয় হয় না: একথা বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে (শ); সংসারভয় দ্বারা আকুল হন না (উ)।

৫৩. এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ২

অন্বয়ঃ কিম্ (কেন) অহম্ (আমি) সাধু ন অকরবম্ (সৎকর্ম করি নাই), কিম্ অহং পাপম্ অকরবম্ (কেন আমি পাপকার্য করিয়াছি), এতং হ বাব ন তপতি (এই প্রকারের চিন্তা ইহাকে তাপ দেয় না অর্থাৎ উদ্বিগ্ন করে না) [যতঃ] যঃ এবং বিদ্বান্ (যিনি এরূপ জানেন) সঃ (তিনি) এতে [দৃষ্টা] (এই পাপ-পুণ্যকে আত্মভাবে দেখিয়া) আত্মানম্ স্পৃণুতে (আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন), হি (যেহেতু) যঃ এবং বেদ (যিনি এরূপ জানেন), এষঃ এব (তিনিই) এতে উভে [দৃষ্টা] (এই উভয়কে আত্মভাবে দেখিয়া) আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মাকে তৃপ্ত করেন, রক্ষা করেন) ইতি উপনিষৎ (ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা)।

সরলার্থঃ আমি কেন সৎকর্ম করি নাই, কেন পাপকার্য করিয়াছি—এই প্রকারের অনুতাপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে উদ্বিগ্ন করে না। কারণ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি সৎকর্ম না করা ও অসৎকর্ম করা—উভয়কেই আত্মভাবে জানিয়া আত্মার প্রীতি অথবা বল সম্পাদন করেন। কারণ যিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি এই উভয়কে আত্মভাবে দেখাতে উভয়ই তাঁহার আনন্দ বর্ধন করে। ইহাই উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা।

ব্যাখ্যাঃ 'আমি কেন সৎকর্ম করি নাই, আমি কেন পাপ কাজ করিয়াছি'—এই প্রকারের অনুতাপ, যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন, এরকম পুরুষকে সন্তাপ দেয় না। কারণ অজ্ঞানের অবস্থায়ই পাপ-পুণ্যের প্রভেদ ; যখন পুরুষ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মভূত হন, তখন তিনি পাপ-পুণ্যের উর্ধ্বে উঠেন। তখন তিনি কামনা-বাসনার বশীভূত হইয়া অহং-কর্তা অভিমানে কোনও কর্ম করেন না—তিনি মুক্ত, স্বাধীন, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। এই আনন্দই তাঁহার সমস্ত কর্মের উৎস। সুতরাং এই মুক্ত আনন্দময় পুরুষ সকল কর্মে স্বীয় আত্মারই প্রকাশ দেখিতে পান। সেজন্য কোন কর্মই তাঁহার সন্তাপের কারণ হয় না ; সকল কর্ম দ্বারাই তিনি আত্মাকে প্রীত করেন।

অজ্ঞানের অবস্থায় তিনি যে সকল কর্ম করিয়াছেন তাহাও তাঁহাকে কোন মনস্তাপ দিতে পারে না। কারণ তাঁহার অহং অভিমান চলিয়া যাওয়ায় সমস্ত সন্তাপের কারণ দূর হইয়াছে। জ্ঞানলাভ হওয়াতে অজ্ঞানাবস্থায় কৃত সমস্ত কর্মের ফল বিনষ্ট হইয়াছে। কাজেই উহারা আর শোকের কারণ হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ভৃগুবল্লী

প্রথম অনুবাক

৫৪. ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা ॥ ১

অন্বয়ঃ ভৃগুঃ বৈ বারুণিঃ (বরুণপুত্র ভৃগু), পিতরং বরুণম্ উপসসার (পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন), [উক্তবান্ চ] (এবং বলিলেন) ভগবঃ (ভগবন্) ব্রহ্ম অধীহি ইতি (আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে শিক্ষা দিন)। [পিতা] তস্মৈ এতৎ প্রোবাচ (পিতা পুত্রকে এই কথা বলিলেন) অন্নম্ (অন্নময় শরীর) প্রাণম্ (প্রাণ), চক্ষুঃ (চক্ষু), শ্রোত্রম্ (কর্ণ), মনঃ (অন্তঃকরণ), বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়) ইতি [দ্বারাণি] (এই সকল ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার), তম্ উবাচ হ (তাঁহাকে আরও বলিলেন), যতঃ বৈ (যাঁহা হইতে) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই সমুদয় জীব জন্মগ্রহণ করে), জাতানি (জাত হইয়া) যেন জীবন্তি (যাঁহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকে), যৎ প্রযন্তি (বিনাশ-কালে যাঁহাতে গমন করে), অভিসংবিশন্তি (প্রবেশ করে) তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব (তাঁহাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর), তৎ ব্রহ্ম ইতি (তিনিই ব্রহ্ম)। সঃ (তিনি, ভৃগু) তপঃ অতপ্যত (তপস্যা করিলেন)। সঃ তপঃ তপ্‌ত্বা (তিনি তপস্যা করিয়া—)।

সরলার্থঃ ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণ-পুত্র পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিন।' পিতা তাঁহাকে বলিলেন, 'অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাক্য—ইহারাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার।' তারপর তাঁহাকে (ব্রহ্মের লক্ষণসমূহ) বলিলেন, 'যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জাত হয়, জাত বস্তুসমূহ যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্তিমকালে যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও বিলীন হয় তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' ভৃগু তখন তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া—।

ব্যাখ্যাঃ অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য—ইহারাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। ইহাদের দ্বারাই আমরা বাহ্য এবং আন্তর বিষয়সমূহ জানিতে পারি। এই সকল বিষয় জানিতে পারিলে আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কোথায় ? এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই আমাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয় এবং পরে আমরা গুরুর উপদেশে এবং আত্মবিচার ও মনন দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারি। এই কারণে ইহাদিগকে ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার বলা হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার ফলের জন্য যত প্রকার সাধন নির্দিষ্ট আছে তাহার মধ্যে তপস্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই পিতার উপদেশ ব্যতীতই ভৃগু স্ববুদ্ধি-প্রভাবে তপস্যাকে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উপায়রূপে বুঝিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের যে সমাধান বা একাগ্রতা—তাহাই তপস্যা; ইহাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। ভৃগু সেই তপস্যা করিয়া—।

দ্বিতীয় অনুবাক

৫৫. অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥ ১

অন্বয় ঃ অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ (অন্নই ব্রহ্ম, ইহা জানিতে পারিলেন), অন্নাৎ হি এব খলু (অন্ন হইতেই) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই ভূতসমূহ জন্মায়) জাতানি (জাত ভূতসমূহ) অন্নেন জীবন্তি (অন্ন দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে), অন্নং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (অন্নে প্রবেশ করে)। তৎ বিজ্ঞায় (অন্নে প্রতিগমন করে), অভিসংবিশন্তি ইতি (অন্নে প্রবেশ করে)। তৎ বিজ্ঞায় (ইহা জানিয়া) পুনঃ এব পিতরম্ উপসসার (পুনরায় পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন), [উক্তবান্ চ] (এবং বলিলেন), ভগবঃ (ভগবন্) ব্রহ্ম অধীহি ইতি (ব্রহ্মবিষয়ে শিক্ষা দিন), তম্ উবাচ হ (পিতা তাঁহাকে বলিলেন), তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর), তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপস্যাই ব্রহ্ম)। সঃ তপঃ অতপ্যত (তিনি অর্থাৎ ভৃগু তপস্যা করিলেন)। সঃ তপস্তপ্ত্বা (তিনি তপস্যা করিয়া—)।

সরলার্থ ঃ (তপস্যা করিয়া) ভৃগু জানিলেন যে অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন হইতেই ভূতগণ জন্মায়, জন্মের পর অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্তিমকালে অন্নে প্রতিগমন করিয়া তাহাতেই বিলীন হয়। ইহা জানিয়া ভৃগু পিতার নিকট পুনরায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন।’ পিতা উত্তর দিলেন, ‘তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম।’ অনন্তর ভৃগু তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া—।

মন্তব্য ঃ তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরম্ উপসসার—এইরূপ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে ‘অন্নই ব্রহ্ম’ ইহা জানিয়া পুনরায় সংশয়যুক্ত হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে ঃ ভৃগুর সংশয়ের কারণ কি? অন্ন যখন নিজেই উৎপন্ন পদার্থ তখন উহা কখনও সর্ব-কারণ ব্রহ্ম হইতে পারে না, এই জন্যই সংশয় (শ)। তপসা বিজিজ্ঞাসস্ব—তপস্যা সর্বপ্রকার সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঃ ইহা জানাইবার জন্য তপস্যার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যতক্ষণ ব্রহ্মের সঠিক লক্ষণ জানা না হয়, যে পর্যন্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হয়, সে পর্যন্ত তপস্যাই তোমার সাধন। তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর (শ)।

তৃতীয় অনুবাক

৫৬. প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥ ১

অন্বয় ঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ (প্রাণই ব্রহ্ম, ইহা জানিলেন)। প্রাণাৎ হি এব খলু (প্রাণ হইতেই) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই ভূতসমূহ জন্মায়), প্রাণেন জাতানি জীবন্তি (জন্মের পর প্রাণ দ্বারাই জীবন ধারণ করে), প্রাণং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (প্রাণেই প্রতিগমন করিয়া বিলীন হয়)। তৎ বিজ্ঞায় (উহা জানিয়া) পুনঃ এব (পুনরায়) পিতরং বরুণম্ উপসসার (পিতা বরুণের নিকট গমন করিলেন) [উক্তবান্ চ] (এবং বলিলেন), ভগবঃ (ভগবন্) অধীহি ব্রহ্ম ইতি (আমাকে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিন), তং হ উবাচ (পিতা তাঁহাকে বলিলেন), তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর), তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপস্যাই ব্রহ্ম); সঃ তপঃ অতপ্যত (ভৃগু তপস্যা করিলেন), সঃ তপঃ তপ্ত্বা (তিনি তপস্যা করিয়া—)।

সরলার্থ ঃ প্রাণই ব্রহ্ম—ইহা জানিলেন। কেননা প্রাণ হইতেই এই ভূতগণ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া প্রাণ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালে প্রাণেই প্রতিগমন করিয়া বিলীন হয়। ইহা জানিয়া ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন।’ পিতা তাঁহাকে বলিলেন, ‘তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর।’ ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—।

ব্যাখ্যা ঃ পুত্র পুনরায় একাগ্রচিত্তে মনন ও বিচারপূর্বক উপলব্ধি করিলেন যে, প্রাণশক্তি হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাণশক্তি দ্বারাই বিধৃত আছে এবং প্রাণেই আবার উহার বিলয় হইবে।

কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, প্রাণতত্ত্বই চরম তত্ত্ব নহে; কারণ প্রাণের ক্রিয়াও মুক্ত, স্বাধীন ও অব্যাহত নয়। তারপর প্রাণেরও উৎপত্তি আছে। এই কারণে তিনি পুনরায় পিতাকে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

চতুর্থ অনুবাক

৫৭. মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ১

অন্বয় ঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ (মনই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন) মনসঃ হি এব খলু (মন হইতেই) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়), মনসা জাতানি

জীবন্তি (জাত হইয়া মনের দ্বারাই জীবন ধারণ করে) মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি (মনেতেই প্রতিগমন এবং প্রবেশ করে)। তৎ বিজ্ঞায় (উহা জানিয়া) পুনঃ এব (পুনরায়) পিতরং বরুণম্ উপসসার (পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন), [উক্তবান্ চ] (এবং বলিলেন), ভগবঃ (ভগবন্) অধীহি ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিন) তং হ উবাচ (পিতা তাঁহাকে বলিলেন) তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর), তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপস্যাই ব্রহ্ম)। সঃ তপঃ অতপ্যত (ভৃগু তপস্যা করিলেন), সঃ তপঃ তপ্‌ত্বা (তিনি তপস্যা করিয়া—)।

সরলার্থ : ভৃগু জানিলেন—মনই ব্রহ্ম। কারণ মন হইতেই এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর মনের দ্বারাই জীবিত থাকে এবং মৃত্যুকালে মনে প্রতিগমন করিয়া উহাতেই লীন হয়। ইহা জানিয়া ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের নিকট গিয়া বলিলেন, 'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন।' পিতা তাঁহাকে বলিলেন, 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর।' তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া—।

ব্যাখ্যা : বারুণি পিতার উপদেশ অনুসারে আত্মবিচার ও মনন দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, মনই ব্রহ্ম। কারণ প্রাণশক্তিরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত মনের সংকল্প-শক্তি। এই সংকল্প-শক্তি হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি, এই সংকল্পেই উহার স্থিতি এবং বিলয়।

কিন্তু তিনি ইহাও উপলব্ধি করিলেন যে এই মনস্তত্ত্বই চরম তত্ত্ব নয়। কারণ মনেরও জন্ম আছে, মনের ক্রিয়ার ছেদ আছে, শেষ আছে। ইহা মুক্ত, স্বাধীন, অবাধ নয়। সুতরাং মন এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয়ের কারণ হইতে পারে না।

পঞ্চম অনুবাক

৫৮. বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্‌বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা—॥ ১

অন্বয় : বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ (বিজ্ঞানই বা বুদ্ধিই ব্রহ্ম, ইহা জানিতে পারিলেন), বিজ্ঞানাৎ হি এব খলু (বিজ্ঞান হইতেই) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে), বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি (জাত হইয়া বিজ্ঞান দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে), বিজ্ঞানং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (বিজ্ঞানেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে), তৎ বিজ্ঞায় (উহা জানিয়া) পুনঃ এব (পুনরায়) বরুণং পিতরম্ উপসসার (পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন) [উক্তবান্ চ] (এবং বলিলেন), ভগবঃ (ভগবন্) ব্রহ্ম অধীহি ইতি (ব্রহ্ম-বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন), তং হ উবাচ (পিতা তাঁহাকে বলিলেন), তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপস্যা

দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর), তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপস্যাই ব্রহ্ম) সঃ তপঃ অতপ্যত (ভৃগু তপস্যা করিলেন), সঃ তপঃ তপ্‌ত্বা (তিনি তপস্যা করিয়া—)।

সরলার্থ : ভৃগু জানিলেন যে বিজ্ঞানই (বুদ্ধিই) ব্রহ্ম। বিজ্ঞান হইতেই এই ভূতবর্গ জন্মায়। জন্মের পর ইহারা বিজ্ঞানের দ্বারাই বাড়িতে থাকে, বিনাশকালে বিজ্ঞানে প্রতিগমন করিয়া তাহাতেই বিলীন হয়। ইহা জানিয়া ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিন।' পিতা তাঁহাকে বলিলেন, 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জান। তপস্যাই ব্রহ্ম।' ভৃগু তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া—।

ব্যাখ্যা : তারপর বারুণি আরও গভীরভাবে বিচার ও মননপূর্বক জানিলেন যে, বিজ্ঞান বা বুদ্ধিতত্ত্বই জগতের উৎপত্তির কারণ, ইহাতেই জগতের স্থিতি এবং ইহাতেই উহার লয় হইবে। কিন্তু তিনি তপস্যাদি দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, বিজ্ঞানেরও (বুদ্ধিরও) উৎপত্তি ও ক্ষয় আছে; ইহা সীমাবদ্ধ, পরিমিত—ইহা নিজেই সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং ইহা কি প্রকারে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু হইবে?

ষষ্ঠ অনুবাক

৫৯. আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ১

অন্বয় : আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ (আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা জানিতে পারিলেন) আনন্দাৎ হি এব খলু (আনন্দ হইতেই) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (এই ভূতবর্গ জন্মগ্রহণ করে), আনন্দেন জাতানি জীবন্তি (জন্মিয়া আনন্দ দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে), আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি (আনন্দেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে), সা এষা (সেই এই) ভার্গবী বারুণী বিদ্যা (ভৃগু-বিদিত ও বরুণ-প্রোক্ত বিদ্যা), পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা (হৃদয়স্থ পরম আকাশে প্রতিষ্ঠিত)। যঃ এবং বেদ (যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানেন), সঃ প্রতিতিষ্ঠতি (তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন), অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি (প্রভূত অন্নশালী ও অন্নভোক্তা হন), প্রজয়া (সন্তান দ্বারা) পশুভিঃ (পশুসমূহ দ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজ দ্বারা) মহান্ ভবতি (মহান হন), কীর্ত্যা মহান্ (খ্যাতিতেও মহান হন)।

সরলার্থ : আনন্দই ব্রহ্ম—ভৃগু ইহা জানিলেন। কারণ আনন্দ হইতেই এই ভূতগণ জন্মায়, আনন্দ দ্বারাই উহারা বাড়িতে থাকে এবং পরিশেষে আনন্দে প্রতিগমন করিয়া উহাতেই প্রবেশ করে। ভৃগু কর্তৃক জ্ঞাত এবং বরুণ কর্তৃক উক্ত এই বিদ্যা হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কেহ এই বিদ্যা এই প্রকারে অবগত হন তিনি

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; তিনি প্রভূত অন্নশালী ও অন্নভোক্তা (দীপ্তাগ্নি) হন। প্রজা (সন্তান), পশু (সম্পৎ) ও ব্রহ্মতেজে তিনি মহান হন। মহান কীর্তির তিনি অধিকারী হন।

ব্যাখ্যা ঃ বারুণি (ভৃগু) পিতার উপদেশ মত পুনরায় গভীরভাবে বিচার ও মনন দ্বারা জানিলেন যে, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যিনি আনন্দরূপে নিহিত আছেন তিনিই ব্রহ্ম। এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই ভূতসকল জন্মলাভ করিয়াছে, আনন্দময়েই ইহাদের স্থিতি এবং আনন্দময়েই লয়। ইহাই বরুণ-প্রোক্ত, ভৃগু-বিদিত বিদ্যা। সেকালের উপদেষ্টাগণ সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মের বিষয় বলিতেন না। তাঁহারা ব্রহ্মবস্তু যাহাতে উপলব্ধির বিষয় হয় তাহারই উপায় বলিয়া দিতেন। কারণ যে বস্তু সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ ধারণা হয় নাই তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞান কেবল উপদেশ দ্বারা জন্মান সম্ভব নয়। ধ্যান ধারণাদি দ্বারা যখন ব্রহ্মবস্তু সাক্ষাৎকার হয় তখন আচার্য—সেই সাক্ষাৎকার যে সত্য, তাহা যে কল্পনা নহে—এই নিশ্চয়াত্মক বাক্যে উহাকে সুদৃঢ় করিতেন।

পরম আকাশে প্রতিষ্ঠিত—অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরম আকাশে স্থিত আনন্দময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

যিনি এরূপ জানেন—অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্যন্ত বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই এই বারুণী বিদ্যার পারমার্থিক ফল। ইহা ছাড়া কতকগুলি দৃষ্ট ফলও আছে। কিন্তু ইহা সাধকের প্রার্থনালব্ধ নহে, ইহা ব্রহ্মে স্থিতির মাহাত্ম্যে স্বতঃউদ্ভূত। এজন্যই শ্রুতি ঐ সকলের উল্লেখ করিয়াছেন।

সপ্তম অনুবাক

৬০. অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ব্রতম্‌। প্রাণো বা অন্নম্‌ শরীরমন্নাদম্‌। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্‌। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্‌। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্‌ কীর্ত্যা ॥ ১

অন্বয় ঃ অন্নং ন নিন্দ্যাৎ (অন্নের নিন্দা করিবে না), তৎ ব্রতম্‌ (ইহাই তাঁহার অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মবিদের ব্রত)। প্রাণঃ বৈ অন্নম্‌ (প্রাণই অন্ন), শরীরম্‌ অন্নাদম্‌ (শরীরই অন্নের ভোক্তা), প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্‌ (প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত), শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত)। তৎ (সুতরাং) এতৎ (এই প্রকারে) অন্নে (শরীর ও প্রাণরূপ অন্নে) অন্নম্‌ (যথাক্রমে প্রাণ ও শরীররূপ অন্ন) প্রতিষ্ঠিতম্‌ (অবস্থিত আছে)। যঃ (যে কেহ) এতৎ অন্নম্‌ (এই শরীর ও প্রাণাত্মক অন্নকে) অন্নে (প্রাণ ও শরীর, এই উভয়াত্মক অন্নে) প্রতিষ্ঠিতং বেদ (প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানে) সঃ (তিনি) প্রতিতিষ্ঠতি (অন্ন ও অন্নাদরূপে স্থিতিলাভ করেন)। অন্নবান্‌ অন্নাদঃ ইত্যাদি—পূর্ববৎ।

সরলার্থ ঃ যেহেতু উক্ত বিদ্বান ব্যক্তি অন্ন-বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন

সেই হেতু তাঁহার পক্ষে ইহাই ব্রত (অবশ্য-পালনীয় নিয়ম) যে অন্নকে কখনও নিন্দা করিবে না। প্রাণই অন্ন, আর শরীর অন্নাদ (অন্নভোক্তা)। কারণ প্রাণ শরীরেরই অন্তর্ভুক্ত। আবার শরীর অন্ন এবং প্রাণ অন্নাদ, কারণ প্রাণের দ্বারাই শরীর বাঁচিয়া থাকে। শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত (আশ্রিত), আবার প্রাণ শরীরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং অন্নেই অন্ন প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এই শরীর ও প্রাণরূপ অন্নকে যথাক্রমে প্রাণ ও শরীররূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে স্থিতিলাভ করেন। তিনি প্রভূত অন্নশালী এবং অন্নভোজী হন; তিনি সন্তান, পশু ও ব্রহ্মতেজে মহান হন এবং কীর্তিতেও ভাস্বর হন।

ব্যাখ্যা ঃ অন্নকে নিন্দা করিবে না—অন্নই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াই সাধক ক্রমে আনন্দময় ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন। এই কারণে অন্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া উহার নিন্দা করিবে না।

ইহাই ব্রত—ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে ইহাই ব্রত অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নিয়ম। কাজেই নিষ্ঠার সহিত যাবজ্জীবন এই নিয়ম পালন করিবে।

প্রাণই অন্ন—প্রাণ অন্ন, কারণ অন্নে প্রাণশক্তি বিদ্যমান। অন্নরস হইতে প্রাণশক্তি উদ্ভূত হইয়া দেহগত হয়; দেহগত হইয়া উহা দেহের ক্ষয়-নিবারণ ও পুষ্টিসাধন করে। এইরূপে অন্ন দ্বারা প্রাণরক্ষা হয় বলিয়া অন্নকে প্রাণ বলা হইয়াছে।

শরীর অন্নাদ—অন্ন শরীরেই গৃহীত হইয়া শরীরের অন্তর্ভুক্ত হয়। যে যাহার অন্তর্ভুক্ত সে তাহার অন্ন। এই কারণে শরীরকে অন্নাদ বলা হইয়াছে।

প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত—কারণ প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই দেহের স্থিতি। প্রাণ বিচ্যুত হইলে দেহও ধ্বংস হইয়া যায়।

শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত—প্রাণ শরীরেই অবস্থিত; শরীরের বাহিরে প্রাণের অবস্থান হইতে পারে না। শরীর ও প্রাণ উভয়েই পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া এক সঙ্গে অবস্থিত থাকে।

এইরূপে অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শরীর ও প্রাণ উভয়ই পরস্পরের অন্ন। আবার যখন উভয়ই উভয়েতে প্রতিষ্ঠিত; কাজেই বলিতে হইবে যে অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত।

যিনি অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন—অন্নে অন্নের প্রতিষ্ঠারূপ তত্ত্বটি যিনি উপলব্ধি করিয়া সেইভাবে উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

অষ্টম অনুবাক

৬১. অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্‌। আপো বা অন্নম্‌। জ্যোতিরন্নাদম্‌। অপ্‌সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্‌। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্‌। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্‌ কীর্ত্যা ॥ ১

অন্বয় ঃ অন্নং ন পরিচক্ষীত (অন্নকে পরিত্যাগ করিবে না), তৎ ব্রতম্‌ (উহা

একটি ব্রত), আপঃ বৈ অন্নম্ (জলই অন্ন), জ্যোতিঃ অন্নাদম্ (জ্যোতিই অন্নভক্ষক), অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ (জলে তেজ প্রতিষ্ঠিত), জ্যোতিষি আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ (তেজের মধ্যে জল প্রতিষ্ঠিত), তৎ (সুতরাং) এতৎ অন্নম্ (জল ও তেজ, এই উভয়েই অন্ন) অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (অন্নে প্রতিষ্ঠিত)। যঃ (যিনি) এতৎ অন্নম্ (এই অন্নকে) অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ বেদ (অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন) সঃ প্রতিতিষ্ঠতি (তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন)। অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি (তিনি অন্নশালী ও অন্নভক্ষক হন), প্রজয়া (সন্তান দ্বারা) পশুভিঃ (পশুসমূহের দ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজের দ্বারা) মহান্ ভবতি (মহান হন), কীর্ত্যা (কীর্তি দ্বারা) মহান্ [ভবতি] (সম্পন্ন হন)।

সরলার্থ ঃ যে কোন প্রকার অন্ন প্রদত্ত হউক তাহা উপেক্ষা করিবে না—ইহাই সেই ব্রহ্মবিদের ব্রত (অবশ্য-পালনীয় নিয়ম)। জলই অন্নস্বরূপ এবং জ্যোতি (তেজ) অন্নাদ, কারণ তেজই জলকে শোষণ করিয়া ভক্ষণ করে। আবার তেজ অন্নস্বরূপ এবং জল অন্নাদ (কারণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণাত্মক্ জ্যোতি শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চতুর্গুণযুক্ত জলের অন্তর্ভুক্ত)। এইরূপে জলে তেজ প্রতিষ্ঠিত, আবার তেজে জল প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জল ও তেজরূপ অন্ন যথাক্রমে তেজ ও জলরূপ অন্নেই প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এইরূপ অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন তিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে স্থিতি লাভ করেন। তিনি প্রভূত অন্নের অধিকারী ও অন্নভোজী হন। তিনি সন্তান, পশু ও ব্রহ্মতেজে মহান হন, কীর্তিতেও ভাস্বর হন।

ব্যাখ্যা ঃ অন্নকে পরিত্যাগ করিবে না, কারণ অন্ন দ্বারাই দেহের রক্ষা ও পুষ্টি হয় ; প্রাণও অন্ন দ্বারাই দেহে অধিষ্ঠিত থাকে। দেহ না থাকিলে কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না। এই কারণে অন্ন যেরূপই হউক তাহা গ্রহণ করিবে।

ইহাই ব্রত অর্থাৎ অবশ্য-প্রতিপালনীয় নিয়ম। জল হইতে অন্ন হয়, ব্রীহিযবাদি জল দ্বারাই পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। এই কারণে জলকে অন্ন বলা হইয়াছে।

সূর্যের কিরণ (জ্যোতি) জল শোষণ করে, তাহাতে মেঘের উৎপত্তি হয় ; এস্থলে জ্যোতি অন্নভোজী, জল অন্ন। আবার মেঘে বিদ্যুৎ (জ্যোতি) থাকে, এস্থলে জল অন্নভোজী, জ্যোতি অন্ন। কাজেই জ্যোতি ও জল পরস্পর অন্নভক্ষক ও অন্ন। সুতরাং অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে।

নবম অনুবাক

৬২. অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ১

অন্বয় ঃ অন্নং বহু কুর্বীত (অন্নকে বর্ধিত করিবে), তৎ ব্রতম্ (উহা তাঁহার ব্রত), পৃথিবী বৈ অন্নম্ (পৃথিবীই অন্ন), আকাশঃ অন্নাদঃ (আকাশ অন্নভোক্তা), পৃথিব্যাম্ আকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত), আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা (আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত), তৎ (সুতরাং) এতৎ অন্নম্ (পৃথিবী ও আকাশরূপ অন্ন) অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (অন্নে প্রতিষ্ঠিত), যঃ (যিনি) এতৎ অন্নম্ (এই অন্নকে) অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া) বেদ (জানেন) সঃ প্রতিতিষ্ঠতি (তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন), অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি (প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন) প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন (সন্তান, পশু ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা) মহান্ ভবতি (মহীয়ান হন), কীর্ত্যা মহান্ [ভবতি] (কীর্তিসম্পন্ন হন)।

সরলার্থ ঃ যিনি জল ও তেজকে অন্ন এবং অন্নাদরূপে উপাসনা করেন তিনি অন্নকে বর্ধিত করিবেন। ইহা তাঁহার ব্রত (অবশ্য-পালনীয় নিয়ম)। পৃথিবীই অন্ন, আর আকাশ অন্নাদ। আবার আকাশ অন্ন, পৃথিবী অন্নাদ। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত (পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে), আবার পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিত (আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে)। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীরূপ অন্ন পৃথিবী ও আকাশরূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কেহ এই প্রকারে আকাশ ও পৃথিবীরূপ অন্নকে পৃথিবী ও আকাশরূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন তিনি প্রভূত অন্নশালী ও অন্নভোজী হন। তিনি সন্তান, পশু ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা মহীয়ান হন, কীর্তিতেও ভাস্বর হন।

ব্যাখ্যা ঃ অন্ন বর্ধিত করিবে এই ব্রত—অন্নের প্রাচুর্য সাধন করিতে গেলে কৃষিকর্মের প্রয়োজন। পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়া অন্ন প্রসব করে, সুতরাং এখানে পৃথিবীকেই অন্নরূপিণী করিয়া সাধনার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। পৃথিবী আকাশগত—আকাশ ছাড়িয়া পৃথিবীর অন্য কোথাও স্থিতি নাই। শংকর বলেন, 'যে যাহার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থাকে সে তাহার অন্ন হয়।' সুতরাং এখানে আকাশকে পৃথিবী-রূপী অন্নের ভোজনকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুমাত্রের আকার গ্রহণ আকাশ হইতে হইয়া থাকে, ব্রীহিযবাদির আকার (ব্রীহিযবত্ব) তাই আকাশ হইতে। সুতরাং তত্ত্বচিন্তায় আকাশকে অন্ন বলা অসদৃশ নয়। পৃথিবী আকাশে, আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত—সেজন্যই উপনিষদ এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। পৃথিবীর প্রসবশক্তি ও আকাশের রূপ-নির্বাহ—এই উভয় স্থলে ব্রহ্মাবির্ভাব দর্শন হইল সাধনার বিষয়।

দশম অনুবাক

৬৩. ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে ॥ ১

অন্বয় ঃ বসতৌ (বাসের নিমিত্ত) [আগতম্] কঞ্চন (আগত কাহাকেও) ন প্রত্যাচক্ষীত (প্রত্যাখ্যান করিবে না), তৎ ব্রতম্ (উহাই তাঁহার ব্রত), তস্মাৎ

(সেই হেতু) যয়া কয়া বিধয়া (যে কোনও প্রকারে) বহু অন্নং প্রাপ্নুয়াৎ (তিনি প্রচুর অন্ন সংগ্রহ করিবেন)। অস্মৈ অন্নম্ অরাধি (ইঁহার জন্যই অন্ন রন্ধন করা হইয়াছে) ইতি আচক্ষতে (তিনি অভ্যাগতকে এই কথা বলিয়া থাকেন)। এতৎ বৈ অন্নম্ (এই অন্ন) মুখতঃ রাদ্ধম্ (মুখ্য উপায়ে সংগৃহীত হইয়া রন্ধন করা হইয়াছে)। [তস্মাৎ] (তাহার ফলে) অস্মৈ (ইহার নিকট) মুখতঃ অন্নং রাধ্যতে (মুখ্য উপায়ে অন্ন সমুপস্থিত হয়), এতৎ বৈ অন্নম্ (এই অন্ন) মধ্যতঃ রাদ্ধম্ (মধ্যম উপায়ে সংগৃহীত হইয়া রন্ধন করা হইয়াছে), [তস্মাৎ] (তাহার ফলে) অস্মৈ (ইহার নিকট) অন্নম্ মধ্যতঃ রাধ্যতে (মধ্যম উপায়ে অন্ন সমুপস্থিত হয়), এতৎ বৈ অন্নম্ (এই অন্ন) অন্ততঃ রাদ্ধম্ (অধম উপায়ে সংগৃহীত হইয়া প্রদত্ত হইয়াছে), [তস্মাৎ] (তাহার ফলে) অস্মৈ (ইহার নিকট) অন্নম্ মধ্যতঃ রাধ্যতে (মধ্যম উপায়ে অন্ন সমুপস্থিত হয়), এতৎ বৈ অন্নম্ (এই অন্ন) অন্ততঃ রাদ্ধম্ (অধম উপায়ে সংগৃহীত হইয়া প্রদত্ত হইয়াছে), [তস্মাৎ] (তাহার ফলে) অস্মৈ (ইহার নিকট) অন্নম্ অন্ততঃ রাধ্যতে (অধম উপায়ে অন্ন উপস্থিত হয়)।

সরলার্থ : উক্ত পৃথিবী ও আকাশকে যিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে উপাসনা করেন তিনি বাসের জন্য সমাগত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবেন না। কারণ ইহাই তাঁহার ব্রত (অবশ্য-পালনীয় নিয়ম)। আশ্রয়স্থান দিলে অভ্যাগতকে ভোজনও করাইতে হয়; অতএব যে কোন উপায়ে প্রভূত অন্ন সংগ্রহ করিবে। উপস্থিত অভ্যাগতকে তিনি বলিবেন, 'আপনার জন্যই অন্ন রন্ধন করা হইয়াছে।' অন্নদাতা এই যে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বনে অন্ন সংগ্রহ করিয়া তাহাই রন্ধনপূর্বক অতিথিকে দান করেন, তাহার ফলে মুখ্যবৃত্তি দ্বারাই তাঁহার অন্নপ্রাপ্তি ঘটে। এই যে মধ্যমবৃত্তি দ্বারা অন্ন সংগ্রহপূর্বক তাহা রন্ধন করিয়া অতিথিকে দেন, তাহার ফলে মধ্যমবৃত্তি দ্বারাই তাঁহার অন্নপ্রাপ্তি হয়। এই যে অধমবৃত্তি দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিয়া তাহা রন্ধনপূর্বক দান করেন, ইহার ফলে অধমবৃত্তি দ্বারা তাঁহার অন্ন সমাগম হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : বাসের নিমিত্ত আগত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না—উপরোক্ত উপাসকের ইহাই ব্রত যে তিনি বাসের জন্যও আগত কোনও অতিথিকে ফিরাইয়া দিবেন না। কাহাকেও বাসের জন্য স্থান দিলে তাহাকে ভোজনার্থ অন্নও দিতে হয়। অতএব যে কোন প্রকারে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ করিবে। অতিথিকে গৃহ হইতে ফিরাইয়া দেওয়া বা তাহাকে উপবাসী রাখিলে গৃহস্থের ব্রতভঙ্গ হয়, কাজেই তাহাতে পাপ জন্মে। অতএব পাপ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁহাকে যে কোন উপায়ে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে দুষ্কার্য করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবে। ইহার অর্থ হইল স্ববৃত্তি দ্বারা পর্যাপ্ত অন্ন সংগ্রহ না হইলে নিম্নবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও অন্ন সংগ্রহ করিবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে যজন, যাজন ও অধ্যাপনা উত্তম বৃত্তি। কিন্তু ইহার দ্বারা যদি পর্যাপ্ত অন্ন সংগ্রহ না হয় তবে নিম্নবৃত্তি দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিবে।

ইঁহার জন্য অন্ন রন্ধন করা হইয়াছে—অন্নদাতা অতিথিকে একথাই বলিবেন। কারণ গৃহস্থ যে অন্ন রন্ধন করেন তাহা নিজের জন্য নহে, অতিথির জন্য। অতিথিকে পর্যাপ্ত অন্ন প্রদানপূর্বক যাহা অবশিষ্ট থাকে গৃহস্থ তাহাই গ্রহণ করিবেন। এস্থলে অতিথি বলিতে শরণার্থী কি ভোজন-প্রার্থী দীন-দরিদ্র সমস্ত লোককেই বুঝাইতেছে।

এই প্রকারে যে অন্নদাতা অতিথিকে অন্নদান করেন তাঁহার গৃহে কখনও অন্নের অভাব হইবে না। তবে তিনি অন্নদান-কালে অতিথির প্রতি যেরূপ আদর দেখাইবেন সেইরূপ আদরের সহিতই তাঁহারও অন্নলাভ হইবে। অবজ্ঞা-সহকারে অন্নদান করিলে তিনিও অনাদরের সহিতই তাহা পাইবেন।[১]

৬৪. য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি ॥ ২

অন্বয় : যঃ এবং বেদ (যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার পূর্বোক্ত ফল হয়)। ক্ষেমঃ ইতি বাচি (বাক্যে ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে, কল্যাণরূপে) প্রাণ-অপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানে) যোগ-ক্ষেমঃ ইতি (যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে) হস্তয়োঃ কর্ম ইতি (হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে), পাদয়োঃ গতিঃ ইতি (পাদদ্বয়ে গতিরূপে), পায়ৌ বিমুক্তিঃ ইতি (পায়ুতে পরিত্যাগরূপে) [ব্রহ্ম উপাস্যম্] (ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে)। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ (ইহাই মনুষ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা উপাসনা)। অথ দৈবীঃ (অনন্তর দেবতা-সম্বন্ধীয় উপাসনা বলা হইয়াছে), বৃষ্টৌ তৃপ্তিঃ ইতি (বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে), বিদ্যুতি বলম্ ইতি (বিদ্যুতে বলরূপে)।

সরলার্থ : যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহার পূর্বোক্ত ফল হয়। (এখন অন্য প্রকারে ব্রহ্মোপাসনা বলা হইতেছে)। বাক্যে কল্যাণরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে, মলদ্বারে ত্যাগরূপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন—এই ভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে। এই সমস্তই মানুষ সম্পর্কিত উপাসনা। অতঃপর দৈবী উপাসনা বলা হইতেছে। বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে—।

ব্যাখ্যা : বাক্যে ক্ষেম—'ক্ষেম' শব্দের অর্থ কল্যাণ। বাক্য হইতে ক্ষেমলাভের জন্যই বেদ ইত্যাদির অধ্যয়ন। আমাদের জীবনে ক্ষেম আসে প্রধানতঃ বাক্য হইতে। উপাসনা, সাধন, ভজন, বন্দনা—এই সমস্তই বাক্যের সাহায্যে হইয়া থাকে। প্রেম-পুণ্যের যে ব্যবহার তাহাও বাক্যের সাহায্য ভিন্ন হয় না। সুতরাং ব্রহ্মই বাক্যে ক্ষেমরূপে অবস্থিত এইভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে।

প্রাণ ও অপানে যোগক্ষেম—অপ্রাপ্ত বস্তু পাওয়ার নাম যোগ আর প্রাপ্ত বস্তুকে রক্ষা করার নাম ক্ষেম। এখন প্রাণ ও অপানের ক্রিয়াদ্বারাই যোগক্ষেম সম্পাদনা সম্ভবপর হয়; কারণ উদ্যম, ধারণ, প্রসারণাদি সমস্ত কর্মের মূলে এই প্রাণ ও অপান বায়ু। কিন্তু যদিও এই দুইটি বায়ুর ক্রিয়া দ্বারাই যোগক্ষেম লাভ করা যায়, তথাপি ব্রহ্মই উহাদের স্থিতির মুখ্য কারণ। কাজেই ব্রহ্ম যোগক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন—এইভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে।

পায়ুতে বিসর্জন-ক্রিয়ারূপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন—এইভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে। এইরূপ হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে এবং পাদদ্বয়ে গতিরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, কারণ কর্ম এবং গতি সমস্তই ব্রহ্মদ্বারা সম্পাদিত হয়।

---

[১] কঠ, ১।১।৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৫. যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইতি উপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি ॥ ৩

অন্বয়ঃ পশুষু যশঃ ইতি (পশুগণে যশরূপে) নক্ষত্রেষু জ্যোতিঃ ইতি (নক্ষত্রসমূহে জ্যোতিরূপে) উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে) প্রজাতিঃ অমৃতম্ আনন্দঃ ইতি (সন্তানোৎপাদন-রূপে অমৃতত্ব এবং আনন্দরূপে), আকাশে সর্বম্ ইতি (আকাশে সর্বরূপে) [উপাসীত] (ব্রহ্মের উপাসনা করিবে)। তৎ প্রতিষ্ঠা ইতি (সেই আকাশ-ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠারূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। [উপাসনায়াঃ ফলমুচ্যতে] (যথোক্ত উপাসনার ফল বলা হইয়াছে) প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি (ঐ উপাসনার ফলে উপাসক প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন হন), তৎ মহঃ ইতি উপাসীত (তিনি মহত্ত্ব-গুণসম্পন্ন, এই রূপে উপাসনা করিবে), মহান্ ভবতি (এইরূপে উপাসনা দ্বারা সাধক মহান হন), তৎ মনঃ ইতি উপাসীত (তাঁহাকে মনরূপে উপাসনা করিবে), মানবান্ ভবতি (এই প্রকার উপাসনা করিলে উপাসক মননশীল হন)।

সরলার্থঃ পশুগণে যশরূপে, তারকামণ্ডলে জ্যোতিরূপে, জননেন্দ্রিয়ে সন্তানোৎপত্তি-জনিত অমৃত ও আনন্দরূপে, আকাশে সর্ববস্তুরূপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন—এইভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে। এই প্রকারে যিনি সকলের প্রতিষ্ঠারূপে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি প্রতিষ্ঠাবান হন। তারপর ব্রহ্মকে 'মহঃ' অর্থাৎ মহত্ত্বরূপে উপাসনা করিবে। এই উপাসনার ফলে সাধক মহান হন। ব্রহ্মকে মনরূপে উপাসনা করিবে—এই প্রকার উপাসনার ফলে সাধক মানবান (মননশীল) হন।

ব্যাখ্যাঃ যে সব বস্তু আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্য সেগুলিকে মানুষ-বিজ্ঞান নাম দেওয়া হইয়াছে এবং যেগুলি দেবতার সাধ্য সেগুলিকে দেবতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান বা উপাসনা বলা হইয়াছে।

পশুতে যশরূপে—প্রাচীনকালে পশুই প্রধান সম্পত্তি ছিল। যাঁহার অধিক সংখ্যক পশু থাকিত তিনিই অধিক সংখ্যক বিদ্যার্থীপালন, অতিথিসেবা এবং যজ্ঞাদি সম্পাদন করিতে পারিতেন। ফলে তাঁহার যশ বৃদ্ধি পাইত। এই কারণে পশুকে যশের হেতু বলা হইয়াছে। এই পশুসকলে যশরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। দেবতার কৃপায় পশু লাভ ও রক্ষা হয় বলিয়া পশু দেব-সম্পর্কীয় বিদ্যা।

বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে—বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, অন্ন দ্বারা লোকে তৃপ্ত হয়। ব্রহ্মই তৃপ্তিরূপে অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছেন ঃ এইভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে।

বিদ্যুতে বলরূপে—বিদ্যুৎ বলের আধার, কারণ বজ্রপাত দ্বারা বিশাল গৃহ, বৃক্ষাদি বিনষ্ট হয়। এই বিদ্যুতে অধিষ্ঠিত বলরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তারকামণ্ডলে জ্যোতিরূপে ব্রহ্ম উপাস্য।

জননেন্দ্রিয়ে সন্তানোৎপত্তি-জনিত অমৃত ও আনন্দরূপে—পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতৃঋণ শোধ হওয়ার জন্য যে আনন্দ হয় জননেন্দ্রিয়ই তাহার উপায়স্বরূপ। ব্রহ্মই এই সমস্তের মূল কারণ। এই জন্য ব্রহ্ম উপস্থে প্রতিষ্ঠিত আছেন ঃ এইভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে।

আকাশে সমস্তরূপে—আকাশ ব্রহ্মসত্তা। এক ব্রহ্মসত্তাতে সমস্ত অন্তর্ভূত দৃষ্টি

করিয়া তাহাতে সকল প্রতিষ্ঠিত ঃ এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। আকাশরূপী ব্রহ্মকে সমস্তের প্রতিষ্ঠারূপে উপাসনা করিলে সাধকও প্রতিষ্ঠাবান অর্থাৎ সমস্তের প্রতিষ্ঠারূপ হন।

ব্রহ্মকে যিনি যে ভাবে উপাসনা করেন তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। অতএব ব্রহ্মকে সর্বাধার রূপে উপাসনা করিলে উপাসকও সর্বাধার হন। পরবর্তী স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৬৬. তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেহস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেহপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ তৎ নমঃ ইতি উপাসীত (তাঁহাকে নম অর্থাৎ নমন-গুণযুক্ত-রূপে উপাসনা করিবে), অস্মৈ কামাঃ নম্যন্তে (উক্ত উপাসকের প্রতি ভোগ্য বস্তুসকল নত বা উপস্থিত হয়), তৎ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত (তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে), ব্রহ্মবান্ ভবতি (তাঁহাদ্বারা উপাসক ব্রহ্মসম্পন্ন হন), তৎ (তাঁহাকে) ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ ইতি (ব্রহ্মের পরিমর অর্থাৎ আকাশরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে), এনম্ দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (এই উপাসকের দ্বেষকারী শত্রুগণ) পরিম্রিয়ন্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়), যে অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ (যাহারা তাঁহার অপ্রিয় শত্রু) [তে] পরি [ম্রিয়ন্তে] (তাহারাও প্রাণত্যাগ করে), সঃ যঃ চ অয়ম্ (এই যিনি) পুরুষে (পুরুষে), যঃ চ অসৌ আদিত্যে (এবং ঐ যিনি আদিত্যে) সঃ একঃ (তিনি এক)।

সরলার্থঃ তাঁহাকে নমঃ (নমনশীল) বলিয়া উপাসনা করিবে। তাহার ফলে সমস্ত কাম্য বিষয় উক্ত উপাসকের নিকট অবনত হয় অর্থাৎ তাহার অধীন হয়। তাঁহাকে ব্রহ্ম (সর্বপ্রধান, প্রভু-শক্তিসম্পন্ন) রূপে উপাসনা করিবে। এরূপ উপাসনার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ (সর্বপ্রধান, প্রভুশক্তিসম্পন্ন) হন, তাঁহাকে দেবতাগণের লয়স্থান আকাশরূপে উপাসনা করিবে। এই প্রকার উপাসনার ফলে উপাসকের বিদ্বেষকারী শত্রুগণ মরিয়া যায়, তাঁহার অপ্রিয় শত্রুগণও বিনষ্ট হয়। যে পরমাত্মা পুরুষে অবস্থিত আর যিনি সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত—এই উভয়ই এক, অভিন্ন।

ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্মকে নমন-গুণযুক্ত বলিয়া উপাসনা করিবে। যেখানে নমন-গুণ-শীলতার পরিচয় পাইবে সেখানেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া (ব্রহ্ম সেখানে অধিষ্ঠিত এইভাবে) তাঁহার উপাসনা করিবে। ইহার ফল এই হয় যে, সমস্ত কাম্য পদার্থ উপাসকের আয়ত্ত হয়। কারণ উপাসক এই প্রকারের উপাসনা দ্বারা নিজেই নম্রতা-গুণসম্পন্ন হন। এই গুণ থাকাতে তিনি সকলের প্রিয় হন, অতএব তাঁহার কোন প্রাপ্য বস্তুর অভাব হয় না।

তাঁহাকে ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রভু-শক্তিসম্পন্নরূপে উপাসনা করিবে। যেখানে প্রভুত্ব-শক্তির পরিচয় পাইবে সেখানেই ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত—এইভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে। ইহার ফলে উপাসক প্রভুত্ব-শক্তি-সম্পন্ন হন।

বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি—এই পাঁচটি দেবতা বায়ুতে লীন হয় বলিয়া বায়ুর নাম পরিমর। বায়ু আবার আকাশ হইতে অভিন্ন; এজন্য আকাশ ব্রহ্মের পরিমর। এই হেতু আকাশকে ব্রহ্মের সংহার-ক্রিয়ার দ্বাররূপে উপাসনা

করিবে। এই উপাসনার ফলে উপাসক এমন শক্তি লাভ করেন যে, তাঁহার বিদ্বেষ-কারী ও অবিদ্বেষকারী সকল শত্রুগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

পরমাত্মা, যিনি পুরুষে অবস্থিত এবং যিনি সূর্যমণ্ডলে বিরাজমান, তিনি সর্বত্রই এক এবং অভিন্ন।

মন্তব্য : প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ—এই হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্যন্ত যাহা কিছু কার্য বা সৃষ্ট বস্তু আছে সেই সমস্ত অন্ন ও অন্নাদ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। উহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে একজন ভোক্তা, অপর ভোগ্য। এই যে ভোক্তা-ভোগ্যভাব-ঘটিত সংসার তাহা কেবল কার্যরূপেতেই সীমাবদ্ধ। আত্মার এরূপ কোন ভাব নাই। কেবল ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতে ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের আরোপ করা হইয়া থাকে (শ)।

৬৭. স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য।
এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য।
এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য।
ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে।
হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু ॥ ৫

অন্বয় : সঃ যঃ এবংবিৎ (যিনি ইহা জানেন), অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (তিনি এই লোক হইতে প্রয়াণ করিয়া) এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ (এই অন্নময় আত্মাকে) উপসংক্রম্য (আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া), এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ (এই প্রাণময় আত্মাকে) উপসংক্রম্য (আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া), এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ (এই মনোময় আত্মাকে) উপসংক্রম্য (আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া), এতং বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য (এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া), এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য (এই আনন্দময় আত্মাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া) কামান্নী (ইচ্ছানুরূপ অন্নবান্) কামরূপী (ইচ্ছানুরূপ গ্রহণে সমর্থ হইয়া) ইমান্ লোকান্ (এই পৃথিব্যাদি লোকসমূহে) অনুসঞ্চরন্, (সঞ্চরণ করিতে করিতে) এতৎ সাম গায়ন্ (এই সাম অর্থাৎ সমতাস্বরূপ ব্রহ্মকে গান করিতে করিতে) আস্তে (অবস্থান করেন), হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু (অহো, অহো, অহো ; আশ্চর্য-সূচক প্লুতি)।

সরলার্থ : [এখন পূর্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে।] এই প্রকারের জ্ঞান-সম্পন্ন লোক এই লোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অর্থাৎ বিষয়াসক্তি দূর করিয়া প্রথমে এই অন্নময় আত্মাকে (আত্মভাবে) প্রাপ্ত হন, তারপর প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পরে মনোময় আত্মাকে সাক্ষাৎ করেন। ক্রমে বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন এবং পরে আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। শেষে ইচ্ছামত অন্ন ও রূপের অধিকারী হইয়া এই পৃথিবী প্রভৃতি লোকে সঞ্চরণ করিতে থাকেন। ব্রহ্মসাম্য কীর্তন করিয়া 'অহো, অহো, অহো' এইরূপ বিস্ময়-ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

মন্তব্য : আচার্য শংকর এই শ্রুতির ব্যাখ্যার ভূমিকায় বলেন—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্', 'সঃ অশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা'—ইহার বিস্তারিত অর্থ বলা হয় নাই। কিন্তু এই শ্রুতির অর্থ আনন্দবল্লীতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহারা কে? সমস্ত কামনার বিষয় কি? ব্রহ্মের সহিত কি প্রকারেই বা তাঁহারা ভোগ করেন?

পূর্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার শেষাংশরূপে ভৃগুবল্লীতে তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বলা হইয়াছে। প্রাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্যন্ত সমস্ত কার্য বা সৃষ্ট পদার্থকে অন্ন ও অন্নাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ব্রহ্ম-বিষয়ক বিবিধ উপাসনাও বলা হইয়াছে। আর আকাশাদি বস্তুবিষয়ে যে সকল কামনা অনেক সাধনা দ্বারা লাভ করা যায় তাহাও দেখান হইয়াছে। কিন্তু একত্ব হইলে ঐ প্রকারের কাম-কামিভাব কি প্রকারে সম্ভব হয়? যে সময়ে একাত্মবোধ থাকে সেই সময়ে কি করিয়া ভেদবুদ্ধি সাপেক্ষ সর্বকামের ভোগ সম্ভবপর হয়? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে সর্বাত্মভাব সম্ভবপর হয় বলিয়াই তাহার ভোক্তৃত্বও সম্ভবপর হয়। সেই সর্বাত্মভাব কি প্রকারে সম্ভবপর হয় তাহাই এখন বলা হইতেছে।

৬৮. অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ হহমন্নাদো ৩ হহমন্নাদঃ।
অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা
ঋতা ৩ স্য। পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো
মা দদাতি স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং
বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ ম্ ॥ সুবর্ন জ্যোতীঃ য এবং বেদ।
ইত্যুপনিষৎ ॥ ৬

অন্বয় : অহম্ অন্নম্, অহম্ অন্নম্, অহম্ অন্নম্, (আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন)। অহম্ অন্নাদঃ, অহম্ অন্নাদঃ, অহম্ অন্নাদঃ (আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা) অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ (আমি শ্লোককৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ অর্থাৎ আমি অন্ন ও অন্নাদের মিলনকর্তা), অহং ঋতস্য প্রথমজাঃ অস্মি (আমি ঋতের অর্থাৎ মূর্তামূর্ত জগতের প্রথমোৎপন্ন) দেবেভ্যঃ পূর্বম্ (দেবতাগণেরও পূর্ববর্তী), অমৃতস্য নাভায়ি (আমি অমৃতের নাভি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ মধ্যদেশ), যঃ মা দদাতি (যিনি অন্নস্বরূপ আমাকে দান করেন), সঃ (তিনি) ইৎ এব (এই প্রকারেই) মা আবাঃ (আমাকে রক্ষা করেন), অন্নম্ অদন্তম্ (যিনি অন্নদান করেন না তাঁহাকে) অহম্ অন্নম্ অদ্মি (অন্নরূপী আমি ভক্ষণ করি)। অহম্ বিশ্বং ভুবনম্ অভ্যভবাম্ (আমিই এই সমগ্র জগৎ হইয়াছি), সুবঃ ন জ্যোতীঃ (আদিত্যের ন্যায় আমার জ্যোতি নিত্য প্রকাশমান), যঃ এবং বেদ (যিনি এ-প্রকার জানেন তিনি যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হন)। ইতি উপনিষৎ (ইহাই উপনিষৎ)।

সরলার্থ : আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা। আমিই সংযোজন-কর্তা অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদের সমবায়ে যে দেহসংঘাত গঠিত হয় আমিই তাহা সম্পাদন করি। আমিই মূর্তামূর্ত জগতের প্রথমোৎপন্ন, সুতরাং দেবতাদেরও পূর্ববর্তী। আমিই অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ জীবের অমৃতত্ব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। যে লোক অন্নপ্রার্থীকে অন্নরূপী আমায় দান করেন তিনি এই ভাবেই (অন্নার্থী আমায় সম্প্রদান করিয়া) আমাকে রক্ষা করেন। আর যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করেন আমি তাঁহাকে ভক্ষণ করি। সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ স্বপ্রকাশ আমিই সমগ্র জগৎরূপে অভিব্যক্ত আছি। ইহাই উপনিষৎ। যিনি এই উপনিষৎ জানেন তাঁহার যথোক্ত ফল লাভ

ঐতরেয় উপনিষদ

সূচনা

ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় শাখায় দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ই ঐতরেয় উপনিষদ নামে পরিচিত। এ-উপনিষদের তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে তিনটি খণ্ড, বাকি দুটি অধ্যায়ের প্রতিটিতে একটি করে খণ্ড আছে। প্রথম অধ্যায়ে আছে সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জন্মবৃত্তান্ত এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে আত্মার স্বরূপের কথা।

কথিত আছে ঐতরেয় মহিদাস এই উপনিষদের দ্রষ্টা। তাঁর মাতার নাম ছিল ইতরা। মহিদাসের দুষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ তাঁর মাতার নাম অনুসারে খ্যাত হয়। ঋষির নাম মহিদাস, মাতার নাম ইতরা—বৈদিক যুগে এ দুটি নাম উচ্চবংশীয় নয়। কুল বা পিতার নামে নিজেকে পরিচিত না করে নিজের দুষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদকে মাতার নামে পরিচিত করায় কোন কোন মহলের ধারণা যে ইতরা উচ্চ-বংশোদ্ভব ছিলেন না এবং মহিদাসের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত ছিল। নিজের বিদ্যা ও তপস্যার বলেই তিনি ব্রহ্মলাভ করে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন।

'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' মহাবাক্যটি এই উপনিষদের অন্তর্গত। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে গদ্যে রচিত ঐতরেয়োপনিষদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই উপনিষদের ভাষ্য লিখেছেন আচার্য শংকর ও মধ্ব। রঙ্গরামানুজের ভাষ্যও আছে।

এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে আছে সৃষ্টি-রহস্যের বর্ণনা। এর সারমর্ম হল যে আত্মা হতেই যা-কিছু সবের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি প্রথমে ছিলেন এক, পরে হলেন বহু। প্রথম সৃষ্টি হল লোক বা ভুবনসমূহ—অম্ভ, মরীচি, পৃথিবী ও অপ্ লোক। তখন পরমেশ্বর দেবতাদের জন্য অপ্‌লোকের সমুদ্র হতে গবাকৃতি একটি পিণ্ড নিয়ে এলেন। ইন্দ্রিয়-দেবতাদের নিকট তা' গ্রাহ্য না হওয়াতে তিনি একটি অশ্বাকৃতি পিণ্ড উপস্থিত করলেন। দেবতাদের তাতেও আপত্তি হলে একটি মনুষ্যাকৃতি পিণ্ডের আবির্ভাব হল। তাই দেখে দেবতারা খুশি হয়ে বললেন যে এটাই তাঁদের উপযুক্ত বাসস্থান এবং তাঁরা তখন সেই মনুষ্য-পিণ্ডে নিজ নিজ স্থানে অর্থাৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কোটরে প্রবেশ করলেন। এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দুটি জিনিসের মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সৃষ্টিক্রমে মানুষের পূর্বে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের জীব আবির্ভূত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, জীবের যে দেহপিণ্ড প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ইন্দ্রিয়স্থান ও ইন্দ্রিয়গুলো পরস্পর হতে পৃথক হয়ে আবির্ভূত হয়। বৈজ্ঞানিকরাও বলেন যে, জীবের ক্রমবিবর্তনের ফলেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে এবং জীব যতই উচ্চস্তরে উঠতে থাকে তার ইন্দ্রিয়সমূহ ততই অধিক হতে অধিকতর পৃথক ভাব (Specialisation) ধারণ করে। তবে ঔপনিষদিক চিন্তায় সৃষ্টির এই ক্রমবিকাশ (evolution) ঈশ্বরের সংকল্প অনুসারেই হয়েছে, এ কোন অচেতন জড় শক্তির কাজ নয়।

তারপর ক্ষুধা-তৃষ্ণার আবির্ভাব হল। একটি রূপকের সাহায্যে বলা হল যে,

ক্ষুধা-তৃষ্ণা শরীরের কোন অঙ্গ-বিশেষের ধর্ম নয়, সমস্ত শরীরেরই ধর্ম। ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হলে সমগ্র শরীরেরই পুষ্টি সাধন হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষের তিনটি জন্মের কথা বলা হয়েছে—প্রথমে মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে, দ্বিতীয়বার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কুমাররূপে এবং সর্বশেষে মৃত্যুর পর অজ্ঞান-মোহ-মৃত্যুময় জীবনের ঊর্ধ্বে অমৃতময় জীবন লাভ—যা ঋষি বামদেবের হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে আত্মার স্বরূপের কথা। আত্মা হতেই জগৎ সৃষ্টি, জীবের জন্ম। এই আত্মা তাহলে কি? আত্মা স্বরূপতঃ প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞানই আমাদের লৌকিক চেতনার নানা বৃত্তিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। শুধু অন্তর্জগৎ নয়, বহির্জগৎও এই প্রজ্ঞানেরই বিকাশ। প্রজ্ঞানই সব কিছুর প্রতিষ্ঠা ; সকল জীব প্রজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত, প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

প্রজ্ঞানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'প্রকৃষ্ট জ্ঞান'। কঠোপনিষদে (১।২।২৪ শ্লোকে) প্রজ্ঞানকে আত্মোপলব্ধির সাধন বলা হয়েছে। এক পরমাত্মাই সমস্ত জীবের হৃদয়ে বর্তমান এবং জীবের আত্মাও স্বরূপতঃ সেই পরমাত্মাই বটে—এ-প্রকার অনুভূতির নাম প্রজ্ঞান। এই জীব-ব্রহ্মের একাত্মতাবোধ, অদ্বৈত অনুভূতিই হল প্রকৃষ্ট জ্ঞান। উপনিষদের ভাষায় তাই হল প্রজ্ঞান।

শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্, আবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি, ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয় ঃ মে বাক্ মনসি প্রতিষ্ঠিতা [ভবতু] (আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক), মে মনঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ [ভবতু] (আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক), আবিঃ (হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম), মে আবীঃ এধি (আমার নিকট প্রকাশিত হও)। [হে বাক্য ও মন] মে বেদস্য আণীঃ স্থঃ (আমার নিকট বেদার্থ আনয়নে সমর্থ হও), মে শ্রুতং মা প্রহাসীঃ (আমার শ্রুত বেদার্থ-বিষয় আমাকে পরিত্যাগ না করুক)। অনেন অধীতেন (এই অধীত শাস্ত্রের দ্বারা) অহোরাত্রান্ সংদধামি (দিবা ও রাত্রিকে আমি সংযোজিত করিব), ঋতং বদিষ্যামি (আমি মানসিক সত্য বলিব)। সত্যং বদিষ্যামি (আমি বাক্যেও সত্য বলিব), তৎ মাম্ অবতু (সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন)। তৎ বক্তারম্ অবতু (তিনি বক্তা অর্থাৎ আচার্যকে রক্ষা করুন), অবতু মাম্ (আমাকে রক্ষা করুন) ; অবতু বক্তারম্ (আচার্যকে রক্ষা করুন), অবতু বক্তারম্ (আচার্যকে রক্ষা করুন)।

সরলার্থ ঃ (এই উপনিষদ-পাঠে প্রবৃত্ত) আমি মনে যে চিন্তা করি তাহা যথাযথ বাক্যে প্রকাশিত হউক, উপনিষদে উক্ত যে বাক্যসমূহ আমি উচ্চারণ করি তাহা আমার চিন্তায় প্রতিভাত হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও। হে বাক্য ও মন, তোমরা আমার নিকট বেদার্থ আনয়নে সমর্থ হও। আমি আচার্যের নিকট যে বেদার্থ শুনিয়া থাকি তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। দিবারাত্র যেন আমার অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি মানসিক সত্য বলিব, আমি বাক্যেও সত্য বলিব। আমি যে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছি, সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, তিনি আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

১. আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অগ্রে বৈ (সর্বাগ্রে) ইদম্ (ইহা) একঃ আত্মা এব আসীৎ (এক আত্মাই ছিল), অন্যৎ কিঞ্চন (আর কিছুই) ন মিষৎ (নিমেষাদি ক্রিয়াবান ছিল না)। সঃ ঐক্ষত (তিনি চিন্তা করিলেন) লোকান্ নু সৃজৈ ইতি (আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব)।

সরলার্থ ঃ সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এইরূপ ঈক্ষণ (চিন্তা) করিলেন—আমি লোকসকল সৃষ্টি করিব।

মন্তব্য ঃ কিঞ্চন ন মিষৎ—নিমেষাদি ব্যাপারযুক্ত অথবা তদ্বিপরীত [নিষ্ক্রিয়] কিছুই ছিল না। তবে কি ছিল ? একমাত্র আত্মাই ছিল (শ) ॥ সঃ ঐক্ষত—সেই আত্মা স্বভাবতঃই সর্বজ্ঞ, এজন্য দেহেন্দ্রিয় জ্ঞান-সাধন না থাকিলেও এককই অন্য কিছুর সাহায্য না লইয়া ঈক্ষণ করিয়াছিলেন [চিন্তা করিয়াছিলেন] (শ)। লোকান্ নু সৃজৈ ইতি—তিনি কি অভিপ্রায়ে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাই বলা হইয়াছে। প্রাণিগণের কর্মানুযায়ী ফলভোগের আশ্রয়ভূত অম্ভঃ প্রভৃতি লোকসমূহের সৃষ্টিই ছিল তাঁহার অভিপ্রায় (শ)।

২. স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাৎ তা আপঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই লোকসকল) অসৃজত (সৃজন করিলেন), অম্ভঃ মরীচীঃ মরম্ আপঃ (অম্ভোলোক, মরীচিলোক, মরলোক ও অপ্‌লোক)। অদঃ অম্ভঃ (ঐ অম্ভোলোক) [যৎ] পরেণ দিবম্ [স্থিতম্] (দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত), দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা (দ্যুলোকই উহার আশ্রয়)। অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ (অন্তরীক্ষই মরীচি-লোকসমূহ), পৃথিবী মরঃ (পৃথিবীই মর্ত্য-লোক), যাঃ অধস্তাৎ (যেসকল লোক পৃথিবীর নিম্নে) তাঃ আপঃ (তাহারাই অপ্‌লোক)।

সরলার্থ ঃ তিনি এই লোকসমূহ সৃজন করিলেন, যথা ঃ অম্ভোলোক, মরীচি-লোকসমূহ, মরলোক ও অপ্‌লোক। সেই অম্ভোলোক (যাহা জলকে ধারণ করে) দ্যুলোকের উপরে অবস্থিত এবং দ্যুলোকই উহার আশ্রয়। অন্তরীক্ষ বা আকাশই মরীচিলোকসমূহ। পৃথিবীই মরলোক (যেখানে সমস্তই মরণশীল), যেসকল লোক পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত তাহারাই অপ্‌লোক।

ব্যাখ্যা ঃ সৃষ্টিক্রমে প্রথমেই আবির্ভূত হইল চারিটি লোক। অবশ্য জীবের সৃষ্টি

প্রদর্শনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবের বাসস্থান সৃষ্ট না হইলে জীবের সৃষ্টি নিরর্থক ; এই কারণে প্রথমেই জীবের বাসস্থান চারিটি লোক সৃষ্টি হইল। এই লোকগুলি একটির উপরে অপরটি স্থাপিত। সর্বোপরি অম্ভোলোক। 'অম্ভঃ' শব্দের অর্থ জল। এস্থলে 'অম্ভঃ' শব্দে জলের সূক্ষ্ম উপাদান বুঝাইতেছে। কারণ পরে অপ্‌লোকের কথা বলা হইয়াছে। অম্ভোলোকের নিম্নে মরীচি-লোকসমূহ। এই লোকসমূহ জ্যোতির লোক সূর্যের কিরণ দ্বারা বহুরূপে আলোকিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে বহু বলা হইয়াছে। আকাশই এই লোকসমূহের আশ্রয়। মরীচিলোকের নিম্নে পৃথিবীলোক। পৃথিবীবাসী জীবন-মৃত্যুর অধীন বলিয়া ইহাকে মরলোক বলা হইয়াছে। পৃথিবীর নিচে অপ্‌লোক। এই লোক জলময়, এজন্য ইহাকে অপ্‌লোক বলা হইয়াছে।

আচার্য শংকর এই শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ

> এই প্রকার ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়া সেই আত্মা এই লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন, যেমন বুদ্ধিমান স্থপতি 'আমি এই প্রকার প্রাসাদ নির্মাণ করিব'—এইরকম আলোচনার পর প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করে, সেইরূপ।
>
> প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্থপতি প্রভৃতি নির্মাতাগণ কার্যোপযোগী উপকরণের সাহায্যেই গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার তো কোনও প্রকার উপাদান নাই, কাজেই উপকরণহীন আত্মা কি প্রকারে লোকসমূহ সৃষ্টি করিবেন ? ইহাতে দোষ নাই, কারণ ফেনা যেমন ব্যক্ত হওয়ার পূর্বে জলরূপেই ছিল, সেই রকম জগৎও ব্যক্ত হওয়ার পূর্বে আত্মা হইতে অভিন্ন ছিল ; সুতরাং আত্মশব্দবাচ্য অব্যাকৃত (সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) নাম ও রূপই অভিব্যক্ত ফেনস্থানীয় জগতের উপাদান হইতে পারে। অতএব সর্বজ্ঞ আত্মা যে আত্মভূত নাম ও রূপকে উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা বিরুদ্ধবাচক নহে। অথবা, যেরূপ কোনও দক্ষ মায়াবী কোনও প্রকার উপাদানের সাহায্য না লইয়া, আপনাকে দেখাইয়াই এইরূপ ধারণা উৎপাদন করে যেন অপর কোনও ব্যক্তি আকাশে যাইতেছে, সেইরকম সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, মহামায়াবী দেব (পরমেশ্বর) আপনাকেই জগৎরূপ অপর আত্মারূপে নির্মাণ (প্রকাশ) করিয়াছেন—একথা অধিকতর সঙ্গত।

৩. স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্ নু সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্ছয়ৎ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ ঈক্ষত (তিনি ঈক্ষণ করিলেন) ইমে নু লোকাঃ [সৃষ্টাঃ](এই সকল লোক ত সৃষ্ট হইল), লোকপালান্ নু সৃজৈ ইতি (ইহাদের জন্য এখন লোকপাল-সকল সৃষ্টি করিব)। সঃ (তিনি) অদ্ভ্যঃ এব (জল হইতেই) পুরুষং সমুদ্ধৃত্য (এক পুরুষাকার উদ্ধার করিয়া) অমূর্ছয়ৎ (অবয়ব-যোগে গঠিত করিলেন)।

সরলার্থ ঃ লোক সৃষ্টির পর সেই ঈশ্বর চিন্তা করিলেন, 'এই সকল লোক সৃষ্ট হইল, এখন উহাদের রক্ষণের নিমিত্ত লোকপালসমূহকে সৃষ্টি করি।' তখন তিনি জল হইতে (জলপ্রধান পঞ্চভূত হইতে) পুরুষাকার পিণ্ডকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে অবয়বসংযুক্ত করিয়া গঠিত করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ লোকসমূহ সৃষ্ট হইলে উহাদের পালন এবং রক্ষার নিমিত্ত লোকপাল অর্থাৎ দেবতাগণের সৃষ্টি আবশ্যক। কারণ রক্ষাকর্তা না থাকিলে লোকসমূহের

ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। দেবতাগণই লোকপাল। এই দেবতাগণ আবার জীবের ইন্দ্রিয়সমূহেরও অধিষ্ঠাতা। কাজেই দেবগণের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহাদের অধিষ্ঠান-স্থান ইন্দ্রিয়সমূহের সৃষ্টির প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গুলি আবার ইন্দ্রিয়স্থানে (organs of sense) অবস্থিত। ইন্দ্রিয়স্থানগুলি আবার জীবদেহেরই অংশ। জীবদেহ সৃষ্ট না হইলে ইন্দ্রিয়স্থান আবির্ভূত হইতে পারে না, ইন্দ্রিয়স্থান সৃষ্ট না হইলে ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব অসম্ভব।

কিন্তু ব্যষ্টি-জীবদেহ সৃষ্টির পূর্বে সমষ্টি-জীবদেহ সৃষ্টি আবশ্যক। কারণ সমষ্টি হইতেই ব্যষ্টির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এক হইতেই ক্রমশঃ বহু উদ্ভূত হয়। এই কারণে ঈশ্বর জল হইতে উদ্ধার করিয়া এক পুরুষাকার গঠন করিলেন।

জগতের উপাদানসমূহের মধ্যে জীব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। উপাদানসমূহ সূক্ষ্মত্ব পরিহার করিয়া যখন স্থূলাকার ধারণ করিল তখন সেই স্থূলত্ব অবলম্বনে অতি সূক্ষ্ম জীবের মূর্তি সম্পন্ন হইল। জল হইতে পুরুষকে উদ্ধার করিয়া মূর্তিমান করিলেন—ইহার ভাব এই। তেজ প্রভৃতি অমূর্ত উপাদান জলে মূর্তত্ব প্রাপ্ত হয়।

মন্তব্য ঃ অমূর্ছয়ৎ—কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা হইতে মৃৎপিণ্ড নির্মাণ করে সেইরূপ জল হইতে গৃহীত পিণ্ডে উহার অবয়ব সংযুক্ত করিয়া সংপিণ্ডিত [স্থূলভাবাপন্ন] করিলেন (শ) ॥ মূর্তিমান করিলেন (উ)।

৪. তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্। মুখাদ্বাক্ ; বাচোঽগ্নিঃ। নাসিকে নিরভিদ্যেতাং, নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্, অক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ। কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং, কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং, শ্রোত্রাদ্ দিশঃ। ত্বঙ্‌নিরভিদ্যত, ত্বচো লোমানি, লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ঃ। হৃদয়ং নিরভিদ্যত, হৃদয়ান্মনো, মনসশ্চন্দ্রমাঃ। নাভির্নিরভিদ্যত, নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ। শিশ্নং নিরভিদ্যত, শিশ্নাদ্রেতো, রেতস আপঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ [সঃ] তম্ অভ্যতপৎ (সেই ঈশ্বর তাহার উদ্দেশে সংকল্প করিলেন), অভিতপ্তস্য তস্য (সংকল্পিত সেই পুরুষাকৃতির) মুখং নিরভিদ্যত (মুখগহ্বর উৎপন্ন হইল) যথা অণ্ডম্ (পাখীর ডিম যেমন ভিন্ন হয়), মুখাৎ বাক্ (মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয়), বাচঃ অগ্নিঃ (বাগিন্দ্রিয় হইতে অগ্নি অভিব্যক্ত হইলেন), নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্ (নাসিকার গর্ত দুইটি ফুটিয়া বাহির হইল), নাসিকাভ্যাম্ প্রাণঃ (নাসিকাদ্বয় হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়), প্রাণাৎ বায়ুঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবলম্বনে বায়ু অভিব্যক্ত হইলেন), অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্ (চক্ষু গোলকদ্বয় ফুটিয়া বাহির হইল) অক্ষিভ্যাম্ চক্ষুঃ (অক্ষিগোলক দুইটি হইতে দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু), চক্ষুষঃ আদিত্যঃ (চক্ষু হইতে আদিত্য), কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্ (অতঃপর কর্ণগহ্বর দুইটি ফুটিয়া বাহির হইল), কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রম্ (কর্ণের গর্ত দুইটি হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়), শ্রোত্রাৎ দিশঃ (শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিগ্‌দেবতাসমূহ), ত্বক্ নিরভিদ্যত (অতঃপর চর্ম ফুটিয়া বাহির হইল), ত্বচঃ লোমানি (চর্ম হইতে লোম সহিত স্পর্শেন্দ্রিয়), লোমভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ (লোম সহিত স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতি ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হইলেন), হৃদয়ং নিরভিদ্যত (অতঃপর হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইল), হৃদয়াৎ মনঃ (হৃদয় হইতে মন), মনসঃ চন্দ্রমাঃ (মন হইতে

চন্দ্র অভিব্যক্ত হইলেন), নাভিঃ নিরভিদ্যত (অতঃপর নাভি ফুটিয়া বাহির হইল), নাভ্যাঃ অপানঃ (নাভি হইতে অপানবায়ু), অপানাৎ মৃত্যুঃ (অপানবায়ু হইতে মৃত্যু-দেবতা অভিব্যক্ত হইলেন)। শিশ্নং নিরভিদ্যত (অতঃপর জননেন্দ্রিয় ফুটিয়া বাহির হইল), শিশ্নাৎ রেতঃ (জননেন্দ্রিয় হইতে শুক্র), রেতসঃ আপঃ (শুক্র হইতে অধিদেবতা জল অভিব্যক্ত হইল)।

সরলার্থ : ঈশ্বর সেই পুরুষকার পিণ্ডকে উদ্দেশ্য করিয়া সংকল্প করিলেন। সেই সংকল্পের ফলে পাখীর ডিমের ন্যায় মুখবিবর ফুটিয়া বাহির হইল। ঐ মুখ-গহ্বর হইতে বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয় হইতে উহার দেবতা অগ্নি প্রকাশ পাইলেন। অতঃপর নাসিকার গর্ত দুইটি ফুটিয়া বাহির হইল ; নাসিকাদ্বয় হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে উহার অধিদেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হইলেন। তারপর অক্ষিগোলক দুইটি প্রকাশিত হইল ; অক্ষিদ্বয় হইতে দর্শনেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয় হইতে উহার দেবতা সূর্য প্রকটিত হইলেন। অতঃপর দুইটি কর্ণবিবর নির্গত হইল ; কর্ণবিবর হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তাহা হইতে উহার অধিদেবতা দিক্‌সমূহ প্রকাশিত হইলেন। ইহারও পরে অভিব্যক্ত হইল ত্বক্ এবং ত্বক্ হইতে লোমসমূহ (স্পর্শেন্দ্রিয়) এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের পর ওষধি ও বনস্পতিসকল (বায়ুদেবতা) প্রকটিত হইলেন। এইবার হৃৎপদ্ম অভিব্যক্ত হইল। হৃৎপদ্ম হইতে অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের পর চন্দ্রমা প্রকাশিত হইলেন। অরপর নাভি অভিব্যক্ত হইল। নাভি হইতে অপান (পায়ু ইন্দ্রিয়) এবং অপান হইতে উহার অধিদেবতা মৃত্যু অভিব্যক্ত হইলেন। অতঃপর শিশ্ন (জননেন্দ্রিয়) বাহির হইল, শিশ্ন হইতে রেতঃ (শুক্র-সমন্বিত ইন্দ্রিয়) প্রকাশ পাইল। রেতঃ হইতে উহার অধিদেবতা অপ্ (প্রজাপতি) অভিব্যক্ত হইলেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে বিরাট জীবদেহ হইতে ইন্দ্রিয়স্থান, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতার আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। অম্ভ, মরীচি প্রভৃতি লোক সৃষ্টির পর লোকপাল সৃজনে স্রষ্টার ইচ্ছা হইল। লোকপালসকল কোথায় অধিষ্ঠিত ? জীবে। তাই জগতে অনুপ্রবিষ্ট জীবকে উদ্ধার করিয়া জীবাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহে অগ্নি প্রভৃতি অধিদেবতাকে তিনি অভিব্যক্ত করিলেন অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির দ্বারা তাহার (জীবের) নিশ্চেষ্ট ভাব পরিহার করাইয়া তাহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিলেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকও বলেন যে, প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহ পৃথক থাকে না। ক্রমে উহাদের পৃথকভাব (differentiation) আরম্ভ হয়। জীব যতই (উচ্চস্তরে) উঠিতে থাকে ইন্দ্রিয়সমূহ ততই অধিক হইতে অধিকতর পৃথগ্‌ভাব ধারণ করে (become more and more differentiated)। মানবদেহেই সমস্ত ইন্দ্রিয় উত্তমরূপে পৃথগ্‌ভূত দেখিতে পাওয়া যায়।

উপনিষদও এই শ্লোকে তাহাই দেখাইয়াছেন। জীবের যে দেহপিণ্ড প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে ইন্দ্রিয়স্থান ও ইন্দ্রিয়গুলি পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া আবির্ভূত হইল। কিন্তু উপনিষদ বলেন : সৃষ্টির এই ক্রমবিকাশ (evolution) ঈশ্বরের সংকল্প অনুসারেই হইয়াছে, ইহা কোনও অচেতন জড়শক্তির কার্য নহে। এই স্থানেই পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের সহিত শ্রুতির পার্থক্য।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

৫. তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনায়াপিপাসা-ভ্যামন্ববার্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ১

অন্বয় : তাঃ এতাঃ দেবতাঃ (সেই সকল দেবতা) সৃষ্টাঃ [সত্যঃ] (সৃষ্ট হইয়া) অস্মিন্ মহতি অর্ণবে (এই মহাসমুদ্রে, সংসার-সমুদ্রে) প্রাপতন্ (পতিত হইলেন, অর্থাৎ আসক্ত হইয়া পড়িলেন), তম্ (সেই পিণ্ডাকার পুরুষকে) অশনায়া-পিপাসাভ্যাম্ (ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত) অন্ববার্জৎ (সংযোজিত করিলেন), তাঃ (সেই দেবতাগণ) এনম্ অব্রুবন্ (এই স্রষ্টা ঈশ্বরকে বলিলেন), নঃ (আমাদের) আয়তনং প্রজানীহি (আশ্রয়স্থান বিধান করুন)। যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ [সন্তঃ] (যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) অন্নম্ অদাম (অন্ন ভোজন করিতে পারি) ইতি।

সরলার্থ : সেই দেবতাগণ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া মহা সংসার-সাগরে পতিত হইলেন। দেবতাগণের উৎপত্তিস্থান ঐ পিণ্ডাকৃতি পুরুষকে পরমেশ্বর ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত সংযোজিত করিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা-পীড়িত দেবতাগণ স্রষ্টা ঈশ্বরকে বলিলেন—'আমাদের জন্য আশ্রয়স্থান বিধান করুন, যে আশ্রয়স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্ন ভোজন করিতে পারি।'

ব্যাখ্যা : এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আচার্য শংকর বলেন, 'অগ্নি প্রভৃতি যেসকল দেবতা ঈশ্বর-সংকল্প দ্বারা লোকপালরূপে সৃষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহারা এই সংসাররূপ মহাসমুদ্রে পতিত হইলেন।'

এই মহাসমুদ্র কিরূপ শংকর কবিসুলভ ভাষায় তাহার এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়া বলেন, 'পূর্বে যে জ্ঞান ও কর্মের একসঙ্গে অনুষ্ঠানের ফলে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাতে লয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহাও প্রকৃতপক্ষে সংসার-দুঃখ দূর করিবার উপায় নহে। সেই হেতু যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া সর্বদুঃখ প্রশমনের জন্য পরমাত্মাকে জানিতে হইবে। মোক্ষধামে যাইবার দ্বিতীয় পথ নাই।'

যাহা হউক এই সকল কথা শ্রুতিতে নাই, সুতরাং উহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আচার্য শংকর যে 'মহার্ণব' শব্দের 'সংসার-সমুদ্র' অর্থ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'মহার্ণব' শব্দের অর্থ—যে জলরাশি হইতে মূর্তি গঠিত হইয়াছিল সেই জলরাশি। সেই সময়ে সমস্তই জলে পরিপূর্ণ ছিল। কঠিন স্থূলভাগ তখনও গঠিত হয় নাই। সুতরাং দেবতারা উৎপন্ন হইয়া আশ্রয়াভাবে জলরাশিতেই পতিত হইলেন।

তবে শংকর 'মহার্ণব' শব্দের যে 'সংসার-সমুদ্র' অর্থ করিয়াছেন তাহারও একটা তাৎপর্য আছে। সংসারের সহিত ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সংসারে পড়িয়াই দেবতাগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সমন্বিত হইয়া উঠিলেন। এই সংসারেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার

আধিপত্য, এই সংসারের বাহিরে স্বর্গাদিতে ইহা নাই। আবার ক্ষুধা-তৃষ্ণাই এই সংসারের ভিত্তি। ইহা না থাকিলে এই সংসার থাকিতে পারে না। কাজেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য যেরূপ সংসারের সৃষ্টি, সেইরূপ সংসারের জন্যই ইহার উদ্ভব। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ এ-সম্পর্কে বলেন ঃ

> 'মহার্ণবে পড়িলেন' অর্থ যে সময়ে দেবগণ মহোদ্যমশালী হইয়া বিশ্বরূপী সলিলে অবস্থান করিতেছিলেন। ঋগ্বেদের সৃষ্টিকালের এই বর্ণনার অবলম্বন করিয়া মনু প্রভৃতি আদিতে জলের সৃষ্টি এবং জলে জীব-নিবাস ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। 'মহার্ণবে পড়িলেন' একথাও উপনিষৎ তদনুসারে বলিয়াছেন।

৬. তাভ্যো গামানয়ৎ। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বম্ আনয়ৎ। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ [ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ গাম্ আনয়ৎ (ঈশ্বর তাঁহাদের জন্য গবাকৃতি একটি পিণ্ড আনয়ন করিলেন), তাঃ অব্রুবন্ (তাঁহারা বলিলেন), নঃ (আমাদের পক্ষে) অয়ং বৈ (ইহা) ন অলম্ ইতি (পর্যাপ্ত নহে), [সঃ] তাভ্যঃ অশ্বম্ আনয়ৎ (তিনি তাঁহাদের জন্য একটি অশ্ব আনয়ন করিলেন), তাঃ অব্রুবন্ (তাঁহারা বলিলেন), নঃ (আমাদের পক্ষে) অয়ং ন বৈ অলম্ ইতি (ইহা পর্যাপ্ত নহে)।

সরলার্থ ঃ দেবতাগণ এইরূপ বলিবার পর স্রষ্টা তাঁহাদের জন্য গরুর আকৃতি বিশিষ্ট একটি পিণ্ড আনয়ন করিলেন! তাহা দেখিয়া দেবতাগণ বলিলেন, 'আমাদের পক্ষে ইহা যথেষ্ট নয়।' তখন স্রষ্টা তাঁহাদের জন্য একটি অশ্বাকৃতি পিণ্ড আনিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়।'

ব্যাখ্যা ঃ গরু, ঘোড়া প্রভৃতি মানুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের জীব। এই শ্রুতি দৃষ্টে বোধ হয় যে, সৃষ্টি-ক্রমে মানুষের পূর্বেই গরু, ঘোড়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের জীব আবির্ভূত হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানেরও এই মত। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, নিম্নশ্রেণীর জীবই বিবর্তনক্রমে (evolution) উন্নত শ্রেণীর জীবে পরিণত হইয়াছে।

দেবগণ গরু, অশ্ব প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জীবকে তাঁহাদের অধিষ্ঠানের যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, 'এই সকল জীবদেহ আমাদের অন্নগ্রহণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আমরা পর্যাপ্ত অন্ন (বিষয়) গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না।'

দেবগণের অন্ন কি? তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। কাজেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই তাঁহাদের অন্ন। কিন্তু গরু, ঘোড়া প্রভৃতি জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ পরিপুষ্ট নহে। সুতরাং তাহারা সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানও অতি অল্প, উহারা ইন্দ্রিয় দ্বারা অতি অল্প বিষয়ের সামান্য জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই কারণে এই সকল জীবের ইন্দ্রিয়কে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ যোগ্য বা পর্যাপ্ত অধিষ্ঠান বলিয়া মনে করিলেন না।

৭. তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—সুকৃতং বতেতি, পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীৎ—যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ [ততঃ] তাভ্যঃ পুরুষম্ আনয়ৎ (অনন্তর তাহাদের জন্য একটি

পুরুষাকৃতি পিণ্ড আনয়ন করিলেন)। তাঃ অব্রুবন্ (তাঁহারা বলিলেন), সুকৃতং বত ইতি (এই অধিষ্ঠানটি নিশ্চয়ই সুন্দর), পুরুষঃ বাব সুকৃতম্ (এই পুরুষই যথার্থ সুকৃত)। তাঃ অব্রবীৎ (তখন স্রষ্টা তাঁহাদিগকে বলিলেন), যথা আয়তনং প্রবিশত ইতি (তোমরা যার যার উপযুক্ত আশ্রয়স্থানে প্রবেশ কর)।

সরলার্থ ঃ অনন্তর স্রষ্টা দেবতাদের জন্য পুরুষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ডদেহ আনয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ বলিলেন, 'এই অধিষ্ঠান অতি সুন্দর হইয়াছে।' সমস্ত পুণ্যকর্মের হেতু বলিয়া পুরুষই যথার্থ সুকৃত। তখন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যার যার উপযুক্ত স্থানে প্রবেশ কর।'

ব্যাখ্যা ঃ সৃষ্টিক্রমে সর্বশেষে মানবদেহের আবির্ভাব হইল। মানবদেহকেই এস্থলে সুকৃত অর্থাৎ ঈশ্বরের শোভন-ক্রিয়া বা সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলা হইয়াছে। কারণ এই মানবদেহেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সুগঠিত, ইহাতেই মন, বুদ্ধি প্রভৃতি উচ্চ করণবর্গের বিকাশ। মানুষের হৃদয়েই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ এই স্থানেই মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। মানবদেহ অন্যান্য জীবদেহের ন্যায় কেবল ভোগায়তন নহে, পাপপুণ্য-কর্মজনিত ফলভোগ মানবদেহেই হইয়া থাকে।

৮. অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্, ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্, চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ, মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ, আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অগ্নিঃ (অগ্নিদেবতা) বাক্ ভূত্বা (বাগিন্দ্রিয় হইয়া) মুখং প্রাবিশৎ (মুখে প্রবেশ করিলেন), বায়ুঃ (বায়ুদেবতা) প্রাণঃ ভূত্বা (ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়া) নাসিকে প্রাবিশৎ (নাসিকাতে প্রবেশ করিলেন), আদিত্যঃ (সূর্য) চক্ষুঃ ভূত্বা (চক্ষু হইয়া) অক্ষিণী প্রাবিশৎ (অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন), দিশঃ (দিক্‌সমূহ) শ্রোত্রং ভূত্বা (শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া) কর্ণৌ প্রাবিশন্ (কর্ণ-গহ্বরে প্রবেশ করিলেন), ওষধি-বনস্পতয়ঃ (ওষধি ও বনস্পতিসমূহ) লোমানি ভূত্বা (লোম হইয়া) ত্বচং প্রাবিশন্ (ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন), চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র) মনঃ ভূত্বা (মন হইয়া) হৃদয়ং প্রাবিশৎ (হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন), মৃত্যুঃ (মৃত্যু) অপানঃ ভূত্বা (অপানবায়ু হইয়া) নাভিং প্রাবিশৎ (নাভিতে প্রবেশ করিলেন), আপঃ (অপ্‌দেবতা) রেতঃ ভূত্বা (শুক্র সহযোগে জননেন্দ্রিয় হইয়া) শিশ্নং প্রাবিশন্ (শিশ্নে প্রবেশ করিলেন)।

সরলার্থ ঃ ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিলেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দেবতা বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন, দর্শনেন্দ্রিয়ের দেবতা সূর্য চক্ষু হইয়া অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্‌সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া কর্ণবিবরে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্র অন্তঃকরণ হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, অপানবায়ুর দেবতা মৃত্যু অপানবায়ু হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন, উপস্থের দেবতা প্রজাপতি শুক্র হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে আদি জীবের মুখবিবর হইতে বাগিন্দ্রিয় ও উহার অধিষ্ঠাত্রী অগ্নিদেবতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সমষ্টি-জীবদেহ হইতে

যখন ব্যষ্টি-জীবদেহ বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল, তখন অগ্নি এই ব্যষ্টি-জীবের মুখ-গহ্বরে বাক্ হইয়া প্রবেশ করিলেন। ইহার অর্থ এই ঃ ব্যষ্টি-জীবের প্রস্ফুটিত বাগিন্দ্রিয় প্রাণদেবতার প্রাণশক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত হইলে তাহা হইতে বাক্ স্ফুরিত হইল।

অগ্নি তেজ ও উদ্যমশীলতার প্রতীক। যখন ভিতরে উত্তাপ প্রবল হয় তখন জীবের সেই উত্তাপ বাক্ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই উপনিষৎকার বলিয়াছেন—অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন।

বায়ু গন্ধ হইয়া নাসিকাতে প্রবেশ করিলেন—উত্তাপযোগে বিশ্লিষ্ট হইয়া বস্তুসমুদয় হইতে গন্ধ নির্গত হয়। নিঃসৃত গন্ধ বায়ুর সাহায্যে নাসিকার সংস্পর্শে আসে। বায়ু গন্ধের বাহক গন্ধানুভূতির সাক্ষাৎ কারণ। এজন্যই বলা হইয়াছে ঃ বায়ু গন্ধ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন।

আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন—সূর্যকিরণ সংস্পর্শে চক্ষুর উন্মেদ হয়। যেখানে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না সেখানকার জীবসকল অন্ধ। সুতরাং দেখা যায় যে সূর্যদেবের প্রাণশক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া চক্ষু দর্শন ব্যাপারের কারণ হয়। এই জন্য বলা হইয়াছে যে আদিত্য চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) হইয়া চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন।

দিক্‌সকল শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন—যখন শব্দ আসে তখন তাহা কোনও দিক হইতে আসিয়া কর্ণ স্পর্শ করে। এই ব্যাপারটি দেখিয়া প্রাচীনকালে এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে শব্দ দিক্‌সম্ভূত বা আকাশসম্ভূত।

ওষধি ও বনস্পতিসমূহ লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিলেন—এস্থলে 'লোম' শব্দে লোমকূপ বুঝিতে হইবে। কারণ এই লোমকূপসমূহই স্পর্শানুভূতির কারণ। ওষধি ও বনস্পতিসকলের সঙ্গে পৃথিবীর যে সম্বন্ধ লোমসমূহের সহিতও মনুষ্য-গাত্রের সেই সম্বন্ধ, বিশেষতঃ ওষধি-বনস্পতিসকলের জন্ম ও বৃদ্ধির সঙ্গে লোম-সকলের জন্ম ও বৃদ্ধির সাদৃশ্য আছে ; তাই বলা হইয়াছে যে ওষধি ও বনস্পতি-সমূহ লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিল।

চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন—চন্দ্রকে যে মনের দেবতা বলা হইয়াছে তাহার কারণ চন্দ্র-দর্শনে অন্তঃকরণে ভাবস্রোত প্রবাহিত হয়। তারপর চন্দ্রের যেরূপ পরিবর্তন (হ্রাসবৃদ্ধি) হয় সেরূপ অন্তঃকরণের ভাবও পরিবর্তন-শীল। বিশেষতঃ চন্দ্রের নিজস্ব কোনও আলোক নাই, সূর্যের কিরণে আলোকিত হইয়া উহা বস্তুসমূহকে প্রকাশ করে। সেইরকম অন্তঃকরণেরও নিজস্ব প্রকাশশক্তি নাই, আত্মার আলোকে আলোকিত হইলে তবেই উহার প্রকাশ-শক্তির স্ফুরণ হয়।

মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন—মৃত্যুকে অপানবায়ুর দেবতা বলা হইয়াছে, কারণ মৃত্যুকালে যে নাভিশ্বাস উপস্থিত হয় তাহা অপান বায়ুরই ক্রিয়া। তারপর অপানবায়ু মলের নিঃসারক, জীবের প্রাণ এই মলের আয়ত্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রেও একথার উল্লেখ আছে, যথা ঃ শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তং হি জীবনম্।

জল রেতঃ হইয়া শিশ্নে প্রবেশ করিলেন—এস্থলে জলকে যে বীর্যের দেবতা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ উভয়ই রসস্বরূপ। অথবা 'আপঃ' শব্দের অর্থ প্রজাপতি। শুক্র হইতেই জীবের জন্ম হইয়া থাকে, এই কারণে প্রজাপতির সহিত উহার সাদৃশ্য আছে। প্রজাপতি বংশবিস্তারের দেবতা, শুক্রও বংশবিস্তারের সহায়ক ; তাই শুক্রকেই প্রজাপতি বলা হইয়াছে।

৯. তমশনায়াপিপাসে অব্রূতাম্—আবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীৎ—এতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা) তম্ অব্রূতাম্ (তাঁহাকে বলিল), আবাভ্যাম্ অভিপ্রজানীহি ইতি (আমাদের উভয়ের জন্যও অধিষ্ঠান বিধান করুন) ; সঃ তে অব্রবীৎ (ঈশ্বর তাহাদের উভয়কে বলিলেন), এতাসু এব দেবতাসু (এই দেবতাদের মধ্যেই) বাম্ আভজামি (তোমাদের দুই জনকে বৃত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছি), এতাসু ভাগিন্যৌ করোমি (তোমাদিগকে ইহাদের ভাগী করিব), তস্মাৎ (সেই হেতু) যস্যৈ কস্যৈ দেবতায়ৈ (যে কোন দেবতার উদ্দেশে) হবিঃ গৃহ্যতে (আহুতি দ্রব্য গৃহীত হয়) অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) অস্যাম্ এব (ঐ দেবতাতেই) ভাগিন্যৌ এব ভবতঃ (ভাগী হইয়া থাকে)।

সরলার্থ ঃ অতঃপর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ঈশ্বরকে বলিল, 'আমাদের জন্য অধিষ্ঠান চিন্তা করুন (অর্থাৎ বিধান করুন)।' তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের দুইজনকে এই সকল দেবতাদের মধ্যেই বৃত্তি-বিভাগ করিয়া দিতেছি ; তোমাদিগকে ইহাদের অংশভাগী করিব।' এই হেতু যে কোন দেবতার জন্যই হবি (হোম) গৃহীত হয়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সেই দেবতাতেই অংশভাগী হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণা শরীরের কোনও অঙ্গবিশেষের ধর্ম নহে, উহা সমগ্র শরীরেরই ধর্ম। ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলে সমস্ত অঙ্গেরই পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। এজন্য বলা হইয়াছে যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সকল দেবতারই হবির ভাগী অর্থাৎ যে কোনও অঙ্গের ক্ষয় নিবারণার্থ অন্ন গ্রহণ করা যায় তাহাদ্বারাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

মন্তব্য ঃ অশনায়া-পিপাসে তম্ অব্রূতাম্—এই প্রকারে দেবতাগণ অধিষ্ঠান লাভ করিলে পর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অধিষ্ঠান [স্বতন্ত্র আশ্রয়স্থান] না পাইয়া সেই ঈশ্বরকে বলিল (শ) ॥ এতাসু এব দেবতাসু বাম্ আভজামি—তোমরা গুণাদির ন্যায় পরাশ্রিত সৎপদার্থ বলিয়া কোন চেতন বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া তোমাদের পক্ষে অন্নভোজন করা অসম্ভব, এই কারণে এই সকল অগ্নি প্রভৃতি অধ্যাত্ম ও অধিদেবতা-ভাবাপন্ন দেবতাতেই বৃত্তি বিভাগ করিয়া তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিতেছি। যে দেবতার উদ্দেশে যে হবির্ভাগ কল্পিত হইবে সেই দেবতার সেই ভাগ দ্বারাই তোমাদিগকে ভাগসম্পন্ন করিতেছি (শ)।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড

অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥ ১

১০. স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ। অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ সঃ ঈক্ষত (তিনি দর্শন করিলেন), ইমে নু (এই সকল) লোকাঃ চ লোকপালাঃ চ (লোক এবং লোকপালগণ) [সৃষ্টাঃ] (সৃষ্ট হইয়াছে)। এভ্যঃ (ইহাদের নিমিত্ত) অন্নম্ সৃজৈ ইতি (অন্ন সৃষ্টি করিব)।

সরলার্থ ঃ ঈশ্বর দেখিলেন—এই লোকসমূহ ও লোকপালগণ তো সৃষ্ট হইল ; এখন ইহাদের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিব।

ব্যাখ্যা ঃ ব্যষ্টি-জীবদেহের ক্ষয়পূরণ দ্বারা উহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই ক্ষুধা-তৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন ঐ ক্ষুধা-তৃষ্ণার পূরণের নিমিত্ত ঈশ্বর অন্ন সৃষ্টি করিতে সংকল্প করিলেন। কারণ অন্নগ্রহণ দ্বারা ক্ষয়পূরণ না করিলে কোন জীবদেহই ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এইজন্যই অন্নের সৃষ্টি।

মন্তব্য ঃ ইমে নু লোকাঃ লোকপালাঃ চ—এই সকল লোক ও লোকপাল আমাদ্বারা সৃষ্ট ও ক্ষুধাতৃষ্ণার সহিত যুক্ত হইয়াছে। কাজেই অন্ন ব্যতীত ইহাদের রক্ষা হইতে পারে না (শ) ॥ অন্নম্ এভ্যঃ সৃজৈ ইতি—অতএব এইসকল লোকপালের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিব (শ) ॥ এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঈশ্বর বা প্রভুগণ নিজ নিজ বিষয়ে ইচ্ছামত অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিবার ব্যাপার সম্পর্কে স্বাধীন। সেইরকম পরমেশ্বর যখন সকলের প্রভু তখন তাঁহারও যে সকলের প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই (শ)।

১১. সোঽপোঽভ্যতপৎ, তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ অপঃ অভ্যতপৎ (তিনি অপ্‌সমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্যা অর্থাৎ সংকল্প করিলেন), তাভ্যঃ অভিতপ্তাভ্যঃ (সেই সংকল্পিত জলরাশি হইতে) মূর্তিঃ অজায়ত (একটি মূর্তি জাত হইল), সা বৈ যা মূর্তিঃ অজায়ত (সেই যে মূর্তি জন্মিল), তৎ অন্নং বৈ (তাহাই অন্ন)।

সরলার্থ ঃ ঈশ্বর (অন্নসৃষ্টির উদ্দেশ্যে) অপ্‌সমূহ অর্থাৎ পঞ্চভূতকে উদ্দেশ করিয়া সংকল্প করিলেন। সংকল্পিত জলরাশি (পঞ্চভূত) হইতে একটি মূর্তি (ঘনীভূত আকৃতি) উৎপন্ন হইল। সেই মূর্তিই অন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ ঈশ্বর অন্নসৃষ্টির সংকল্প করিলে উপাদানস্বরূপ জল হইতে এক ঘনীভূত মূর্তি উৎপন্ন হইল। এই মূর্তিই অন্ন। কিন্তু ইহা সমষ্টি-অন্নের মূর্তি। এই মূর্তি পরে ব্যষ্টিরূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন জাতীয় অন্নরূপে পরিণত হইল।

জল ঘনীভূত হইয়া প্রথমে মৃত্তিকাতে পরিণত হইল। এই মৃত্তিকা হইতে জল, বায়ু, তাপ প্রভৃতি পঞ্চভূতের ক্রিয়াদ্বারা বৃক্ষলতাদি ও ব্রীহিযবাদি শস্যও উৎপন্ন হইল। ইহারাই জীবের অন্নরূপে নির্দিষ্ট হইল। ইহাদিগকে ব্যষ্টিরূপে নির্দেশ না করিয়া সমগ্র অন্নের সমষ্টিরূপে একটি মূর্তির আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

১২. তদেতদভিসৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ। তদ্বাচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্বাচাগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ এতৎ অভিসৃষ্টম্ (সেই অন্ন সৃষ্ট হইয়া) পরাঙ্ অত্যজিঘাংসৎ (পশ্চান্মুখ হইয়া খাদকগণের নিকট হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করিল), তৎ (উক্ত অন্নকে) বাচা অজিঘৃক্ষৎ (সেই আদিপুরুষ বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে চাহিলেন), তৎ বাচা ন অশক্নোৎ গ্রহীতুম্ (কিন্তু বাক্য দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না), সঃ যৎ হ (তিনি যদি) বাচা এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ (বাক্য দ্বারা ঐ অন্ন) গ্রহণ করিতেন) [তর্হি সর্বঃ লোকঃ] (তাহা হইলে সমস্ত লোক) অন্নম্ অভিব্যাহৃত্য এব (অন্নকে উচ্চারণ করিয়াই) অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্তিলাভ করিত)।

সরলার্থ ঃ লোক ও লোকপালদের উদ্দেশে সৃষ্ট সেই অন্ন পশ্চান্মুখ হইয়া খাদকগণকে অতিক্রম করিয়া যাইতে (পলায়ন করিতে) লাগিল। সেই প্রথম-জাত আদি-ভোক্তা পুরুষ তখন বাক্যদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যদি তিনি বাক্য দ্বারাই গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে সমস্ত লোক কেবল অন্নের সম্বন্ধে কথা বলিয়াই তৃপ্ত হইত, অন্ন-ভোজনের আর প্রয়োজন হইত না।

ব্যাখ্যা ঃ অন্নমূর্তি উৎপন্ন হইয়াই উহার ভক্ষক জীব হইতে পলায়নের চেষ্টা করিল। যেখানে ভক্ষ্য-ভক্ষকের সম্বন্ধ আছে সেখানে ভক্ষ্য সর্বদাই ভক্ষককে এড়াইবার চেষ্টা করে। প্রাণিজগতেও ইহাই দেখা যায়। এই স্বভাব দেখিয়া উপনিষদ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মন্তব্য ঃ তৎ এতৎ অভিসৃষ্টং পরাঙ্ অত্যজিঘাংসৎ—সেই লোক ও লোকপালদের উদ্দেশে অন্ন সৃষ্ট হইলে পর, যেমন মূষিক প্রভৃতি 'ইহারা আমার মৃত্যুস্বরূপ ভক্ষক' এরূপ মনে করিয়া বিড়ালের সম্মুখ হইতে পলায়ন করে, সেইরূপ সেই অন্নও প্রাণী প্রভৃতি ভক্ষকদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল (শ)। তৎ বাচা অজিঘৃক্ষৎ—অন্নের সেই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সমস্ত লোক ও লোক-পালগণের সমষ্টিভূত দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পিণ্ড প্রথমজাত বলিয়া অপর অন্নভক্ষক না দেখিয়া সেই অন্নকে বাক্যদ্বারা অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল (শ) ॥ অভিব্যাহৃত্য অন্নম্ অত্রপ্স্যৎ—তাহা হইলে সমস্ত লোক তাহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া কেবল 'অন্ন' শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ; কিন্তু এরূপ হয় না, সুতরাং প্রথমজ পুরুষ হইয়াও তিনি বাক্যদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই (শ)।

১৩. তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৪

অন্বয় ঃ তৎ প্রাণেন অজিঘৃক্ষৎ (তিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা

করিলেন), তৎ প্রাণেন গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না), সঃ যৎ হি এনৎ প্রাণেন অগ্রহৈষ্যৎ (যদি তিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা উহা গ্রহণ করিতেন) [তৎ সর্বলোকঃ] (তাহা হইলে সর্বলোক) অভিপ্রাণ্য হ এব অন্নম্ (কেবল অন্ন আঘ্রাণ করিয়াই) অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্ত হইত) ।

সরলার্থ ঃ তখন সেই পুরুষ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহাদ্বারা উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যদি তিনি ঘ্রাণের দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্তী লোকেরাও কেবল অন্নকে আঘ্রাণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইত।

১৪. তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্ । স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাগ্রহৈষ্যদ্
দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৫

অন্বয় ঃ তৎ চক্ষুষা অজিঘৃক্ষৎ (তিনি চক্ষুদ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন), তৎ চক্ষুষা গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (কিন্তু চক্ষুদ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না), সঃ যৎ হি চক্ষুষা এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ (যদি তিনি চক্ষুদ্বারা ইহা গ্রহণ করিতে পারিতেন) [তৎ সর্বলোকঃ] (তাহা হইলে সমস্ত লোক) অন্নং দৃষ্ট্বা হ এব অত্রপ্স্যৎ (কেবল অন্নকে দেখিয়াই তৃপ্ত হইত) ।

সরলার্থ ঃ তারপর সেই পুরুষ চক্ষুদ্বারা (কেবল দৃষ্টিমাত্র দ্বারা) অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু চক্ষুদ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যদি তিনি উহাকে চক্ষুদ্বারা (দৃষ্টিমাত্র দ্বারা) গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে পরবর্তী সমুদয় লোক কেবল অন্ন দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হইত।

১৫. তৎ শ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ শ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্ । স যদ্ধৈনৎ শ্রোত্রেণ
অগ্রহৈষ্যৎ শ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৬

অন্বয় ঃ তৎ শ্রোত্রেণ অজিঘৃক্ষৎ (তৎপর তিনি কর্ণ দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন), শ্রোত্রেণ তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (কিন্তু কর্ণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না), সঃ যৎ হ এনৎ শ্রোত্রেণ অগ্রহৈষ্যৎ (তিনি যদি কর্ণ দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতেন), [তৎ সর্বঃ লোকঃ] (তাহা হইলে সমুদয় লোক) অন্নং শ্রুত্বা হ এব অত্রপ্স্যৎ (অন্নকে শ্রবণ করিয়াই তৃপ্ত হইত) ।

সরলার্থ ঃ তারপর সেই পুরুষ কর্ণের দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। যদি তিনি কর্ণের দ্বারা (শ্রবণমাত্রই) উহা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্তী সমুদয় লোক অন্নের কথা শুনিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত।

১৬. তৎ ত্বচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্ । স যদ্ধৈনৎ ত্বচাগ্রহৈষ্যৎ
স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭

অন্বয় ঃ তৎ ত্বচা অজিঘৃক্ষৎ (তিনি উহাকে ত্বক্ অর্থাৎ স্পর্শের দ্বারা গ্রহণ করিতে চাহিলেন), ত্বচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (কিন্তু ত্বক্ দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না), সঃ যৎ হ এনৎ ত্বচা অগ্রহৈষ্যৎ (তিনি যদি ত্বক্ দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন) [তৎ সর্বঃ লোকঃ] (তাহা হইলে সমস্ত লোক) অন্নং স্পৃষ্ট্বা হ এব অত্রপ্স্যৎ (অন্নকে কেবল স্পর্শ করিয়াই তৃপ্ত হইত) ।

সরলার্থ ঃ অতঃপর সেই পুরুষ ত্বকের দ্বারা (অর্থাৎ স্পর্শের দ্বারা) ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাদ্বারা উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যদি তিনি স্পর্শের দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্তী সকল লোক কেবল অন্ন স্পর্শ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত।

১৭. তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্ । স যদ্ধৈনন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্
ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৮

অন্বয় ঃ তৎ মনসা অজিঘৃক্ষৎ (তিনি ইহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন), তৎ মনসা গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (কিন্তু মন দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না), সঃ যৎ হ এনৎ মনসা অগ্রহৈষ্যৎ (যদি তিনি মন দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন) [তর্হি সর্বঃ লোকঃ] (তাহা হইলে সকল লোক) অন্নং ধ্যাত্বা হ এব অত্রপ্স্যৎ (কেবল অন্নের ধ্যান করিয়াই তৃপ্ত হইত) ।

সরলার্থ ঃ তখন সেই আদি পুরুষ মনের দ্বারা (মনের সংকল্প দ্বারা) ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যদি তিনি মনের দ্বারা (সংকল্পমাত্র দ্বারা) উহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্তী সকলে কেবল অন্নের কথা চিন্তা করিয়াই তৃপ্ত হইত।

১৮. তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্ । স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেন
অগ্রহৈষ্যদ্ বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৯

অন্বয় ঃ তৎ শিশ্নেন অজিঘৃক্ষৎ (তিনি শিশ্ন অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন), তৎ শিশ্নেন গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (কিন্তু শিশ্ন দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না) ; সঃ যৎ হ এনৎ শিশ্নেন অগ্রহৈষ্যৎ (যদি তিনি শিশ্ন দ্বারা উহা গ্রহণ করিতেন), [তর্হি সর্বঃ লোকঃ] (তাহা হইলে সকল লোক) বিসৃজ্য হ এব অত্রপ্স্যৎ (অন্নরস শুক্রকে শিশ্ন দ্বারা ত্যাগ করিয়াই তৃপ্ত হইত) ।

সরলার্থ ঃ অতঃপর সেই আদিপুরুষ শিশ্নের (জননেন্দ্রিয়ের) দ্বারা ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহা দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যদি তিনি শিশ্নের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অন্য লোকেরাও জননেন্দ্রিয় দ্বারা অন্নকে (অন্নরস শুক্রকে) ত্যাগ করিয়াই তৃপ্ত হইত।

ব্যাখ্যা ঃ এই প্রকারে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় অন্নকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াও অন্নগ্রহণে সমর্থ হইল না। কারণ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পরই উহাদের কার্যসমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছিল অথবা স্বীয় কর্মের উপযোগী হইয়াই ইন্দ্রিয়সমূহ বিকাশ পাইয়াছিল। এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের কর্ম সম্পাদিত হয় না। নিম্নস্তরের জীবেরা একই অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় দ্বারা একাধিক কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু জীব যতই উন্নতির স্তরে আরোহণ করে ততই উহার ইন্দ্রিয় ও অঙ্গসমূহের বিশেষীকরণ (Specialisation) হইতে থাকে। মানুষের মধ্যেই এই বিশেষীকরণ (Specialisation) সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়। এই মানবদেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিশেষ ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। কাজেই এক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি এই স্থলে কবির ভাষায় রূপক আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্ন সমগ্র দেহের পুষ্টিসাধন করে; যদি কোনও বিশেষ অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইত তবে তাহাদ্বারা সেই অঙ্গেরই পুষ্টি হইত, সমগ্র দেহের পুষ্টি হইত না। এই কারণে কোন বিশেষ অঙ্গই অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না।

১৯. তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুঃ। অন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥ ১০

অন্বয় ঃ [সঃ] (সেই পুরুষ) অপানেন (অপানবায়ু দ্বারা) তৎ অজিঘৃক্ষৎ (ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন), তৎ আবয়ৎ (উহাকে গ্রহণ অর্থাৎ ভোজন করিতে সমর্থ হইলেন)। এষঃ যৎ বায়ুঃ (এই যে বায়ু), সঃ অন্নস্য গ্রহঃ (তাহা অন্নের গ্রাহক), এষঃ যৎ বায়ুঃ (এই যে বায়ু), [সঃ] বৈ অন্নায়ুঃ (তাহাই অন্নায়ু)।

সরলার্থ ঃ তৎপর সেই আদিপুরুষ অপানবায়ু দ্বারা (মুখগহ্বর হইতে নিম্নাভিগামী বায়ু দ্বারা) ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন এবং উহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। সেইজন্য অপানবায়ু অন্নের গ্রাহক, এবং ইহাই অন্নায়ু অর্থাৎ অন্নই ইহার জীবন।

ব্যাখ্যা ঃ অপানবায়ু অধোগামী। শরীরে নিম্নমুখী যত ক্রিয়া তাহা অপানবায়ু দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অন্নও মুখে প্রবিষ্ট হইয়া নিম্নদিক দিয়া উদরে প্রবেশ করে। উদরে জীর্ণ হইয়া উহা নিম্নদিকে সঞ্চালিত হইয়া অন্ত্রে উপস্থিত হয়। অবশেষে উহার অসার অংশ আরও অধোগামী হইয়া মলরূপে নির্গত হয়।

ভুক্তদ্রব্যের এই নিম্নদিকে গমন অপানবায়ু দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া অপানবায়ুকে অন্নের গ্রাহক বলা হইয়াছে। অপানবায়ুই নাভিস্থলে অবস্থিত থাকিয়া ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করে এবং তাহাতেই সমগ্র দেহের পুষ্টিসাধন হয়। অন্নগ্রহণের প্রয়োজন সমগ্র দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য। এই প্রয়োজন অপানবায়ুর সাহায্যে সিদ্ধ হয় বলিয়া অপানবায়ুকে অন্নের গ্রাহক বলা হইয়াছে।

২০. স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং, যদি চক্ষুষা দৃষ্টং, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং, যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং, যদ্যপানেন অভ্যপানিতং, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্ অথ কোঽহমিতি ॥ ১১

অন্বয় ঃ সঃ ঈক্ষত (তিনি দেখিলেন), ইদং (এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি) মৎ ঋতে (আমা ব্যতীত) কথং নু স্যাৎ ইতি (কি প্রকারে থাকিতে পারে অর্থাৎ আমাকে ছাড়া ইহারা চলিবে কি করিয়া), সঃ ঈক্ষত (তিনি চিন্তা করিলেন), কতরেণ (পাদ বা মস্তক ইহার কোন পথে) প্রপদ্যৈ ইতি (ইহাতে প্রবেশ করি), সঃ ঈক্ষত (তিনি চিন্তা করিলেন), যদি বাচা অভিব্যাহৃতম্ (যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দ উচ্চারণ করিল), যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতম্ (যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই গন্ধ গ্রহণ করিল), যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্ (যদি চক্ষুই দর্শন করিল), যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্ (যদি কর্ণই শ্রবণ করিল), যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্ (যদি ত্বকই স্পর্শ করিল), যদি মনসা ধ্যাতম্ (যদি মনই ধ্যান করিল), যদি অপানেন অভ্যপানিতম্ (অপানবায়ু যদি অধোনয়ন করিল), যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্ (যদি শিশ্নই শুক্রত্যাগ করিল), অথ কঃ অহম্ (আমি আবার কে)।

সরলার্থ ঃ পরমেশ্বর আরও চিন্তা করিলেন, 'এই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত (দেহেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পুরুষ) আমি ছাড়া (অর্থাৎ আমি ইহাতে প্রবিষ্ট না হইলে) কি প্রকারে থাকিবে ?' তিনি আরও আলোচনা করিলেন, 'ইহার পদ ও মূর্ধা এই অঙ্গ দুইটির কোনটি দ্বারা আমি প্রবেশ করিব ? যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দ উচ্চারণ করিল, যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই গন্ধ গ্রহণ করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি কর্ণই শুনিল, যদি ত্বকই স্পর্শ করিল, যদি মনই চিন্তা করিল, যদি অপানই মলত্যাগ করিল, যদি জননেন্দ্রিয়ই শুক্র ত্যাগ করিল—যদি এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের সকল কার্য আমি ছাড়াই সম্পন্ন হয়, তবে আমি কে অর্থাৎ দেহের সহিত আমার কি সম্বন্ধ রহিল ?'

ব্যাখ্যা ঃ জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি গঠিত হইলে দেবতারা ঐ ইন্দ্রিয় মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর দেহরক্ষার নিমিত্ত অন্নও সৃষ্ট হইল। কিন্তু জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই অচেতন। ইহারা নিজেদের প্রয়োজনে সংহত হইয়া কোনও কাজ করিতে পারে না। উহাদের একজন প্রেরক দরকার। তারপর ইন্দ্রিয়াদির আত্মানুভূতি বা ভোগেরও সামর্থ্য নাই। কাজেই জীবদেহে একজন প্রেরক অনুভবকর্তা ও ভোক্তা না থাকিলে জীবসৃষ্টি নিরর্থক হইয়া পড়ে। আত্মাই একমাত্র চেতন বস্তু। কাজেই জীবের দেহ-ইন্দ্রিয় গঠিত হওয়ার পর আত্মা ঐ দেহে প্রবেশপূর্বক উহাতে চৈতন্যের সঞ্চার করিলেন।

এই শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ লিখিয়াছেন ঃ

জীব যে স্বয়ং ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক নহে, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হয়—এটি সে পদে পদে বুঝিতে পারে। ইহা বুঝিবামাত্র এবং কে তিনি ইহা অন্বেষণ করিবামাত্র সে দেখিতে পায় সমুদয়েতে ব্যাপ্ত হইয়া, সমুদয়কে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম পরাপর প্রকৃতির আলিঙ্গনকর্তা পুরুষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। উপনিষদের এই অংশ পরিষ্কার বাক্যে পুরুষ-জীব ও পুরুষ-পরমাত্মা এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ ভেদ প্রদর্শনের কারণ কি ? এই ইন্দ্রিয়াদিতে 'আমি ছাড়া কে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ?'—এই এক কথায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আচার্য শংকরের ব্যাখ্যাংশ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

নগরবাসী ও বন্দী প্রভৃতিরা রাজার উদ্দেশে যে স্তুতিপাঠ করে এবং উপহারাদি প্রদান করে রাজা না থাকিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেইরকম বাক্, প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে শব্দোচ্চারণাদি কার্য করে তাহা আমার (আত্মার) অভাবে নিরর্থক হইবে। কারণ এই দেহ জড় পদার্থ, কাজেই ইহার কর্মসমূহ পরার্থ অর্থাৎ চেতন আত্মার জন্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমি (আত্মা) যদি দেহে অধিষ্ঠিত না হই তবে কে তাহা ভোগ করিবে ? ভোগকর্তা স্বামীর অভাবে সমস্তই নিষ্ফল হইবে। তারপর, রাজা যদি নিজ নগরে প্রবেশ করিয়া কর্মচারি-গণের কৃত ও অকৃত কার্য পরিদর্শন না করেন তাহা হইলে তাহারা রাজার স্বরূপ বা প্রভাব যেইরূপ কিছুই জানিতে পারে না, সেইরূপ আমি (ঈশ্বর) যদি জীবের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কৃত ব্যাপারাদি উপলব্ধি না করি, তবে কেহই আমার স্বরূপ ও প্রভাব এইভাবে জানিতে বা বিচার করিতে পারিবে না। আর যদি আমি এই দেহে অনুপ্রবিষ্ট হই তবে জীব বুঝিতে পারিবে যে যিনি বাক্ প্রভৃতির কার্য যথাযথভাবে অনুভব করেন তিনি সৎ ও জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার উদ্দেশেই সংঘাতময় বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য

নির্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহাদি সাবয়ব এবং সংহত পদার্থ যেরূপ অসংহত অপর কোন বস্তুর উপকারে প্রযোজ্য, এই দেহসংঘাতও সেইরূপ প্রযোজ্য বলা চলে।

২১. স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাঃ, তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥ ১২

অন্বয়ঃ সঃ (অতঃপর তিনি) এতম্ এব সীমানম্ (এই কেশ-বিভাগ স্থান) বিদার্য (বিদীর্ণ করিয়া) এতয়া দ্বারা (এই পথে) প্রাপদ্যত (প্রবেশ করিলেন), সা এষা (সেই ইহাই) বিদৃতিঃ নাম দ্বাঃ (বিদৃতি-নামক দ্বার), তৎ এতৎ (সেই দ্বারটি) নান্দনম্ (আনন্দদায়ক), তস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ (তাহার তিনটি আবাসস্থান), ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ (তিনটি স্বপ্ন), অয়ম্ আবসথঃ (ইহা আবাসস্থান), অয়ম্ আবসথঃ (ইহাই আবাসস্থান) অয়ম্ আবসথঃ (ইহাই আবাসস্থান)।

সরলার্থঃ অতঃপর পরমেশ্বর ঐ কেশবিভাগ-স্থান (মূর্ধাদেশ) বিদীর্ণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথেই প্রবেশ করিলেন। সেইকারণে ইহাই প্রসিদ্ধ বিদৃতি নামক দ্বার। এই দ্বারটি নান্দন অর্থাৎ আনন্দদায়ক। এই দেহপুরে জীবভাবে প্রবিষ্ট সেই পরমেশ্বরের আবাসস্থান (প্রকাশস্থান) তিনটি, যথাঃ (১) জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়স্থান চক্ষু, (২) স্বপ্নাবস্থায় অভ্যন্তরস্থ মন, এবং (৩) সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়াকাশ। ইহার স্বপ্নও তিনটি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। ইহা (দক্ষিণ চক্ষু) আবাসস্থান, ইহা (মন) আবাসস্থান, ইহা (হৃদয়াকাশ) একটি আবাসস্থান।

ব্যাখ্যাঃ এস্থলে বলা হইয়াছে যে আত্মা জীবের মূর্ধসীমা ভেদ করিয়া জীবদেহে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মা নিরবয়ব, দেশকালের অতীত। উহা কোনও দ্বার দিয়া কোথাও প্রবেশ করেন না। তবে এস্থলে যে প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে তাহা রূপক কল্পনামাত্র।

মূর্ধাকে (মস্তককে) যে আত্মার প্রবেশদ্বার বলা হইয়াছে তাহার কারণ মস্তক জীবের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। সুতরাং শ্রেষ্ঠ আত্মার পক্ষে শ্রেষ্ঠ অঙ্গদ্বারা প্রবেশই স্বাভাবিক। তারপর যোগিগণ যোগকালে এই পথে যাইয়াই ব্রহ্মে আনন্দ করেন। আবার এই পথেই জ্ঞানীর আত্মা মৃত্যুর পর দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। এই কারণে এইটি দেবযান নামে পরিচিত। এই দ্বার বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম মস্তক বিদারণ করিয়া এই পথে প্রবেশ করিয়াছেন—এরূপ কল্পনা করিয়া এই স্থানটিকে বিদৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা নান্দন—এই দ্বারটি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রবেশের দ্বার, এই কারণে এটি আনন্দদায়ক। সাধক এই পথে যাইয়াই ব্রহ্মের সহিত আনন্দ করেন।

আত্মার তিনটি আবাসস্থান—দক্ষিণ চক্ষু, মন ও হৃদয়াকাশ। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোনও নির্দিষ্ট আবাসস্থান থাকিতে পারে না, কারণ আত্মা সর্বব্যাপী। তবে এইসকল স্থানে আত্মার উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাদিগকে আত্মার আবাসস্থান বলা হইয়াছে। যোগী দক্ষিণ চক্ষুতে মনকে স্থির করিয়া ঈশ্বরকে জ্যোতিরূপে দর্শন করেন, হৃদাকাশেও আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমরা মনের প্রত্যেক ক্রিয়াতেও উহার প্রেরয়িতারূপে আত্মার উপলব্ধি করিতে পারি। এই কারণে এই তিনটি স্থানকে আত্মার আবাসস্থান বলা হইয়াছে।

তাহার স্বপ্ন তিনটি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই তিনটি আত্মার স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রাবস্থা (state of sleep)। নিদ্রাবস্থায় লোক যেমন অচেতন, জ্ঞানশূন্য

হইয়া অবস্থান করে, জীব জাগ্রদবস্থাতেও সেইরূপ বিষয়ে আসক্ত হইয়া মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া বাস করে। এই কারণে জাগ্রদবস্থাকে নিদ্রাবস্থাই বলা হইয়াছে। এই নিদ্রাবস্থারও আবার তিন প্রকার ভেদ আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সুষুপ্তি অবস্থা হইতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার বিশেষত্ব এই যে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা কেবল যে অজ্ঞানের অবস্থা তাহা নয়—এই অবস্থায় বস্তুর অন্যথা জ্ঞান হয়।

মন্তব্যঃ তস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ—পুরস্বামী নৃপতির ন্যায় দেহসৃষ্টির পর জীবরূপে প্রবিষ্ট সেই পরমেশ্বরের তিনটি আবাসস্থানঃ জাগরণকালে ইন্দ্রিয়স্থান দক্ষিণ চক্ষু, স্বপ্নকালে অন্তঃস্থ মন, সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ। অথবা বক্ষ্যমান তিনটি আবাসস্থানঃ পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভাশয় ও নিজ শরীর (শ)।

২২. স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী ৩ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ সঃ জাতঃ (তিনি জীবরূপে জাত হইয়া) ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ (ভূত-সমূহকে ব্যাকৃত করিলেন, ভূতগণের বিষয় আলোচনা করিলেন)। ইহ (এই শরীরে) অন্যং বাবদিষৎ কিম্ ইতি (অন্য কাহারও কথা বলিয়াছিলেন কি)। সঃ (সেই জীব) এতম্ পুরুষম্ এব (এই পুরুষকেই) ততমং ব্রহ্ম (ব্যাপ্ততম ব্রহ্মরূপে) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন), ইদম্ অদর্শম্ (ইহাকে দেখিলাম) ইতি, (অহো অর্থে প্লুতি)।

সরলার্থঃ সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর জীবদেহে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে আকাশাদি ভূতসমূহের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহারা এক সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বা আত্মা দ্বারা পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু না থাকাতে আর কিছু বলার ছিল না। যে পুরুষ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন জীব সেই পুরুষকে সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দেখিলেন এবং বলিলেন, 'আমি আকাশাদি ভূতসমূহকে অর্থাৎ সর্বজগৎকে সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দেখিয়াছি।'

অথবা

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর জীবশরীরে প্রবেশপূর্বক (অবিদ্যাবশতঃ) আকাশাদি ভূতবর্গের সমষ্টি দেহকেই আত্মারূপে জানিয়া তাহাই বাক্যে প্রকাশ করিলেন। কারণ এই শরীরে তিনি অন্য কাহার কথাই বা জানিবেন? সেই জীব জ্ঞানলাভের পর দেহাধিষ্ঠিত পুরুষকে পরিপূর্ণ সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, 'আমি আমার স্বরূপ ব্রহ্মভাব দর্শন করিলাম।'

ব্যাখ্যাঃ সেই পরমেশ্বর জীবদেহে প্রবেশপূর্বক যখন জীবরূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন তখন দেহেন্দ্রিয়যুক্ত সেই জীব আপনার স্বরূপ ভুলিয়া পঞ্চভূতময় দেহেতেই আত্মভাব প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ 'এই দেহই আমি' এই প্রকার উপলব্ধি করিল। এই উপলব্ধির ফলে সে দেহে আসক্ত হইয়া দেহের কথাই বলিতে আরম্ভ করিল। এই দেহে অবস্থিত থাকিয়া সে আর কাহার কথা বলিবে? তাহার সমস্ত কথা, সমস্ত কর্ম যে দেহের বিষয়ে আবদ্ধ থাকিবে—ইহাই তো স্বাভাবিক। যাহার কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে, যাহাকে সে জানে না তাহার কথা সে কি প্রকারে বলিবে?

কিন্তু জীবের এই মোহনিদ্রা যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন সে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে

দেখিতে পায়, তখন সে বুঝিতে পারে যে তাহার হৃদয়ে যে পুরুষ বাস করিতেছেন সেই পুরুষই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। তখন সে কৃতার্থ হইয়া বলে, 'অহো, আমি আমার আত্মস্বরূপকেই দেখিলাম।'

২৩. তস্মাদিদন্দ্রো নাম, ইদন্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেই কারণে) ইদন্দ্রঃ নাম (তিনি 'ইদন্দ্র') ইদন্দ্রঃ হ বৈ নাম (ইদন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ), তম্ ইদন্দ্রম্ সন্তম্ (তিনি ইদন্দ্র হইলেও তাঁহাকে) ইন্দ্রঃ ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ পরোক্ষভাবে ইন্দ্রই বলেন), পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব হি দেবাঃ (কারণ দেবগণ পরোক্ষ নামেরই প্রিয়)।

সরলার্থ ঃ যেহেতু পরমাত্মা জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে (সর্বান্তরস্থ ব্রহ্মকে) ইদম্ (আমি ইহা) রূপে অপরোক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ইদন্দ্র নামে অভিহিত। তিনি ইদন্দ্র হইলেও ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে ইন্দ্র নামে অভিহিত করেন। কারণ দেবতারা পরোক্ষ নাম গ্রহণই ভালবাসেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

> যে জীব প্রথমে 'ইঁহাকে দেখিলাম' বলিলেন তিনি ইঁহাকে দেখিলেন বলিয়া 'ইদন্দ্র' আখ্যায় আখ্যাত হইলেন। কিন্তু 'ইন্দ্র' এই 'ইদন্দ্র' শব্দের স্থলাধিকার করিল। কেন স্থলাধিকার করিল তাহার কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—'ইন্দ্র শব্দটি পরোক্ষবাচক, সাক্ষাৎ-দর্শনবাচক নহে। দেবগণ সাক্ষাৎ-দর্শন ভালবাসেন না, সমুদয় সাক্ষাৎ-দর্শনের বিষয়গুলিকে দূরীকৃত করিয়া ফেলেন। সুতরাং সাক্ষাৎ-দর্শন বাচক 'ইদন্দ্র' শব্দটি 'ইন্দ্র' শব্দে পরিবর্তিত হইয়া গেল। উপনিষদে দেবগণ কে? ইন্দ্রিয়গণ। অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতা এই ইন্দ্রিয়গণেরই রূপান্তর মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ নিরন্তর জীবকে তাহাদের বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া বহির্মুখ করিয়া ফেলে, এইরূপ বহির্মুখ করাই তাহাদের প্রকৃতি। এই প্রকৃতির প্রতি লক্ষ করিয়া 'দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়' এই কথা উপনিষৎ বলিয়াছেন। এখানে আর একটি সত্য প্রকাশ পাইতেছে—জীব যদি একবার ব্রহ্মদর্শন করে তথাপি সেই দর্শন সে স্থির রাখিতে পারে না ; ইন্দ্রিয়গণ অচিরেই তাহাকে বিষয়াসক্ত করিয়া অন্তর্দৃষ্টিশূন্য করিয়া ফেলে। সে যে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিল তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। জগৎই তাহার নিকট দর্শনীয় হয় এবং জগৎই তাহার নিকট আরাধ্য হইয়া উঠে। গর্ভে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া স্তব ও ভূমিষ্ঠ হইয়া তদ্বিস্মৃতি—পুরাণে এই বর্ণনের মূল এই উপনিষদ্-বাক্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

২৪. পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্তি। তদ্‌যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনৎ জনয়তি। তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১

অন্বয় ঃ পুরুষে হ বৈ (পুরুষশরীরেই) অয়ম্ (এই সংসারী আত্মা) আদিতঃ (প্রথমে) গর্ভঃ ভবতি (গর্ভরূপী হয়), যৎ এতৎ রেতঃ (যাহা এই শুক্র). তৎ এতৎ (সেই শুক্র) সর্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (সমস্ত অঙ্গ হইতে) সম্ভূতং তেজঃ (উৎপন্ন তেজ) [পুরুষঃ] (পুরুষ) আত্মনি এব (আপন শরীরেই) আত্মানং বিভর্তি (আত্মভূত এই শুক্রকে ধারণ করে), যদা (যখন) তৎ (সেই শুক্র) স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি (স্ত্রীতে সিঞ্চন করে), অথ এনৎ জনয়তি (তখন এই শুক্রকে গর্ভরূপে জন্মদান করে), তৎ অস্য প্রথমং জন্ম (উহাই ইহার প্রথম জন্ম)।

সরলার্থ ঃ এই সংসারী জীব পুরুষ-শরীরেই প্রথমে গর্ভ (বীজ) রূপে থাকেন। পুরুষ-দেহস্থ শুক্রই হইল এই গর্ভ। এই শুক্র পিতার সমস্ত দেহাবয়ব হইতে সম্ভূত তেজ (সারভূত)। পুরুষ এই শুক্ররূপ আত্মাকে নিজ শরীরেই ধারণ করেন। তিনি যখন এই শুক্র স্ত্রীতে সিঞ্চন করেন তখনই উহাকে গর্ভরূপে জন্ম দেন। ইহাই (শুক্ররূপে নির্গমন) জীবের প্রথম জন্ম।

ব্যাখ্যা ঃ জীবের সৃষ্টি, দেহ-গঠন, ইন্দ্রিয়সমূহের আবির্ভাব, আত্মার দেহে প্রবেশ ইত্যাদি প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কিন্তু জীব-প্রবাহ যাহাতে চিরকাল বর্তমান থাকে ইহাই স্রষ্টার অভিপ্রায়। জীব-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। জীব-প্রবাহ কি প্রকারে অব্যাহত থাকে তাহাই এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

জীব-প্রবাহ বর্তমান রাখিতে হইলে পুরুষের পক্ষে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশপূর্বক সন্তানোৎপাদন অবশ্য কর্তব্য। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেই কাজ করা হয়।

পুরুষ ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে তাহারই সারভাগ রস-রক্তাদি ক্রমে বীর্যে পরিণত হয়। এই বীর্য তাহার সমগ্র দেহসম্ভূত তেজ। ইহাই তাহার আত্মস্বরূপ। প্রথমে পুরুষের এই শুক্ররূপী আত্মা তাহার নিজদেহে অবস্থান করে। তারপর যখন বীর্য স্ত্রীতে নিষিক্ত হইয়া গর্ভ উৎপাদন করে তখন সেই গর্ভই তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই জীবের প্রথম জন্ম।

২৫. তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি, যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি। সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ (সেই শুক্র) স্ত্রিয়াঃ আত্মভূয়ং গচ্ছতি (স্ত্রীর দেহে আত্মভূত হইয়া

যায় অর্থাৎ অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়), যথা স্বম্ অঙ্গং তথা (যেরূপ নিজের অঙ্গ ঠিক সেইরূপ), তস্মাৎ (সেই হেতু) এনাং ন হিনস্তি (এই গর্ভিণীকে পীড়া দেয় না), সা (সেই গর্ভিণী) অত্র গতম্ (এই গর্ভে প্রবিষ্ট) অস্য এতম্ আত্মানম্ (এই পুরুষের শুক্ররূপী আত্মাকে) ভাবয়তি (পোষণ করেন) ।

সরলার্থ ঃ পূর্বোক্ত-ক্রমে নিষিক্ত শুক্র স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায় অর্থাৎ গর্ভিণীর স্বীয় দেহাবয়বরূপে পরিণত হয় । স্তন প্রভৃতি যেরূপ তাহার অঙ্গ সেইরূপ ঐ গর্ভও তাহার অঙ্গীভূত হয়, এই কারণে এই গর্ভ তাহাকে পীড়া দেয় না । সেই গর্ভিণী নিজ দেহে প্রবিষ্ট স্বামীর এই শুক্ররূপী আত্মাকে অনুকূল আহারাদি দ্বারা পোষণ করে ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে পুরুষের যে বীর্য স্ত্রীতে নিষিক্ত হইয়া গর্ভ উৎপাদন করে তাহা পুরুষের আত্মস্বরূপ । কিন্তু ঐ গর্ভ যদি স্ত্রীরও আত্মভূত না হয় তাহা হইলে উহা স্ত্রীর পক্ষে ভারস্বরূপ ও যন্ত্রণাদায়ক হইতে পারে । এই কারণে বলা হইয়াছে যে পুরুষের আত্মস্বরূপ যে গর্ভ তাহা স্ত্রীরও আত্মভূত হইয়া যায় । স্ত্রী সেই গর্ভকে নিজেরই একটি অঙ্গের মত মনে করে । সুতরাং সে স্বীয় অঙ্গসমূহের যেরূপ যত্ন ও পোষণ করে এই আত্মভূত গর্ভকেও সেইভাবে পোষণ করিয়া থাকে ।

২৬. সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি । তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি । সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি । স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি আত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩

অন্বয় ঃ সা ভাবয়িত্রী (সেই পোষণকারিণী স্ত্রী) ভাবয়িতব্যা ভবতি (স্বামীর পালনীয়া হয়), স্ত্রী তং গর্ভং অগ্রে বিভর্তি (জন্মের পূর্বে স্ত্রী সেই গর্ভকে ধারণ করেন), সঃ (সেই পিতা) অগ্রে এব (প্রথমেই) জন্মনঃ অধি (এবং জন্মের পরে) কুমারং ভাবয়তি (কুমারকে পোষণ করেন), সঃ (তিনি) যৎ (যে) অগ্রে (প্রথমেই) জন্মনঃ অধি (জন্মের পরে) কুমারং ভাবয়তি (কুমারকে পোষণ করেন), তৎ (তাহাদ্বারা) আত্মানম্ এব ভাবয়তি (আপনাকেই পোষণ করেন) । এষাং লোকানাম্ (এই লোকসমূহের) সন্তত্যৈ (অবিচ্ছেদের নিমিত্ত), হি (কারণ) ইমে লোকাঃ (এই লোকসমূহ) এবং সন্ততাঃ [ভবন্তি] (এই প্রকারে অবিচ্ছেদে চলিতে থাকে), তৎ অস্য দ্বিতীয়ং জন্ম (ইহাই অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই এই জীবের দ্বিতীয় জন্ম) ।

সরলার্থ ঃ সন্তানকে যিনি পোষণ করেন সেই স্ত্রী স্বামীর পালনীয়া । স্ত্রীই সন্তান জন্মিবার পূর্বে গর্ভকে ধারণ করেন । সন্তান জন্মিবার পর প্রথমেই পিতা তাহাকে (জাতকর্মাদির দ্বারা) পালন করেন । পিতা যে জন্মিবামাত্র প্রথমেই সন্তানকে পালন করেন তাহাদ্বারা এই সকল লোকের অবিচ্ছেদের নিমিত্ত প্রকৃতপক্ষে আপনাকেই পালন করেন । এইরূপে সন্তানোৎপাদন দ্বারা এই লোকসমূহ ধারাবাহিক চলিতে থাকে । মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণই জীবের দ্বিতীয় জন্ম ।

অথবা

সেই পালয়িত্রীকে পালন করিতে হইবে । সেই স্ত্রী গর্ভকে ধারণ করেন ।

প্রথমেই পিতা জন্মের অগ্রে (সীমন্তোন্নয়নাদি দ্বারা) এবং জন্মের পরে (জাতকর্মাদি দ্বারা) কুমারকে বর্ধিত করেন । জন্মের অগ্রে ও জন্মের পরে কুমারকে পরিবর্ধন করিয়া এই সকল লোকের অবিচ্ছেদ সাধনার্থ আপনাকেই বর্ধন করেন । এইরূপেই এই সকল লোক অবিচ্ছেদে বিদ্যমান থাকে । সেইটি অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই উহার দ্বিতীয় জন্ম ।

ব্যাখ্যা ঃ যে স্ত্রী স্বামীর রেতোরূপী আত্মাকে নিজদেহে ধারণপূর্বক আত্মভূত করিয়া তাহার পোষণ ও বর্ধন করিতেছেন সেই স্ত্রীকে পালন করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য, কারণ এরূপ গর্ভিণী স্ত্রীর পালন দ্বারা পুরুষের নিজের আত্মারই পালন করা হয় । আবার সন্তান জন্মিবার পূর্বে সীমন্তোন্নয়নাদি (গর্ভিণীর কৃত সংস্কারবিশেষ) এবং কুমার জন্মের পরে জাতকর্মাদি দ্বারা পুরুষ স্ত্রীকে এবং কুমারকে যে পোষণ করেন তাহাদ্বারা নিজের আত্মাকেই পোষণ করা হয় । এই প্রকারে সন্তানের জনন ও পোষণ দ্বারাই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সৃষ্টিপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং লোকসমূহ রক্ষা পায় । কারণ জীব-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে লোক-সমূহও ধ্বংস পাইবে ।

তারপর যথাকালে কুমার মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া যে ভূমিষ্ট হয় উহাই তাহার দ্বিতীয় জন্ম ।

২৭. সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে । অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি । স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে । তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪

অন্বয় ঃ অস্য (সেই পিতার) অয়ং সঃ আত্মা (এই পুত্ররূপী আত্মা) পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ (পুণ্যকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত) প্রতিধীয়তে (পিতার প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হয়) । অথ (অনন্তর) অস্য (এই পুত্রের) অয়ম্ ইতরঃ আত্মা (অপর পিতৃরূপী আত্মা) কৃতকৃত্যঃ (কৃতকৃত্য, সম্পাদিত সর্বকর্তব্য) বয়োগতঃ (বৃদ্ধ জরাজীর্ণ হইয়া) প্রৈতি (পরলোক গমন করে) । সঃ (সে) ইতঃ প্রয়ন্ (এই লোক হইতে প্রস্থান করিতে করিতে) পুনঃ এব জায়তে (পুনরায় জন্মগ্রহণ করে) । তৎ অস্য তৃতীয়ং জন্ম (ইহাই তাহার তৃতীয় জন্ম) ।

সরলার্থ ঃ পিতার পুত্ররূপী এই আত্মা শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য পিতার প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হন । অনন্তর পুত্রের পিতৃরূপ অপর আত্মাটি কৃত-কৃত্য (ত্রিবিধ ঋণভার হইতে মুক্ত) হইয়া বৃদ্ধকালে (পুত্রের উপর কর্মভার অর্পণ করিয়া) পরলোক গমন করেন । তিনি এই দেহ হইতে প্রস্থান করিতে করিতেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন । ইহাই তাঁহার তৃতীয় জন্ম ।

ব্যাখ্যা ঃ পুত্রের জন্মের পর পিতা লালন-পালন ও শিক্ষাদান করিয়া তাহাকে সম্বর্ধিত করেন । তারপর পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার সমস্ত পুণ্য কার্যের ভার গ্রহণ করেন । পিতার যে সমস্ত কর্তব্য কর্ম ছিল, যেমন পরিবার প্রতিপালন, পরিজন ও সমাজের রক্ষা, যজ্ঞাদি সম্পাদন, ইষ্ট-পূর্তাদি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান— সমস্তই পুত্রের উপর ন্যস্ত হয় । পুত্র পিতার প্রতিনিধিরূপে এই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন । কারণ পুত্র পিতারই আত্মা ।

তারপর পিতা এই সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনপূর্বক কৃতকৃতার্থ এবং বৃদ্ধ হইলে তাহার অপর আত্মা এই সংসার ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই

পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহাই পুত্রের তৃতীয় জন্ম। প্রকৃতপক্ষে পিতার জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু পিতা-পুত্রের একাত্মতাবশতঃ পিতার জন্মে পুত্রেরই জন্ম হয়।

এইভাবে সংসারী জীবের পিতার নিকট হইতে শুক্ররূপে প্রথম জন্ম, কুমাররূপে মাতা হইতে দ্বিতীয় জন্ম এবং সংসার হইতে প্রয়াণকারী পিতার যে ভবিষ্যৎ জন্ম তাহাই তাহার তৃতীয় জন্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইল।

২৮. তদুক্তমৃষিণা—গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি। গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫

অন্বয় : তৎ উক্তম্ ঋষিণা (ঋষি ইহা বলিয়াছেন)—অহং গর্ভে নু সন্ (আমি গর্ভে আসিয়াই) এষাং দেবানাম্ (এই সকল দেবতার) বিশ্বাঃ জনিমানি (নিখিল জন্মসমূহ) অনু-অবেদম্ (সম্যক্ জানিয়াছিলাম), শতম্ আয়সীঃ পুরঃ (এক-শত লৌহময় পুরী) মা অধঃ অরক্ষন্ (আমাকে নিচে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল), শ্যেনঃ [ইব] (শ্যেন পাখীর ন্যায়), জবসা নিরদীয়ম্ ইতি (আমি বেগে নির্গত হইয়াছি)। গর্ভে এব শয়ানঃ (গর্ভে শয়ান অবস্থায়) বামদেবঃ (বামদেব) এতৎ (এই কথা) এবম্ (এই প্রকারে) উবাচ (বলিয়াছিলেন)।

সরলার্থ : ঋষি (বামদেব) বলিয়াছেন, 'আমি গর্ভে থাকিয়াই অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের জন্মবৃত্তান্তসকল সম্যক্ জানিয়াছি। একশত লৌহময় পুর (দেহ) আমাকে নিচের দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আমি শ্যেনপাখীর ন্যায় বেগে তাহা হইতে বাহির হইয়াছি।' গর্ভে শয়ান অবস্থায়ই বামদেব এই কথা বলিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বোক্ত ত্রিবিধ জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবকে এই সংসারে বারবার আসিতে হয়। যতদিন সে বিষয়ে আসক্ত থাকে, অজ্ঞানবশতঃ দেহকে আত্মা মনে করিয়া দেহের সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী-দুঃখী মনে করে, ততদিন তাহার জন্ম-মৃত্যুর বিরাম হয় না। কিন্তু সে যখন 'দেহই আত্মা' এই বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এবং সংসারের আসক্তি বর্জন করিয়া আত্মার সম্যক্ জ্ঞানলাভ করে তখন সে এই মৃত্যুময় জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃত হয়। এই তত্ত্বটিই বামদেব নামক কোনও আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মুক্ত ঋষির উক্তি দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন :

'আমি গর্ভে আসিয়াই আমার ইন্দ্রিয়গণের (দেহের) সমস্ত জন্ম জানিতে পারিয়াছি। আমার বহু জন্মে লৌহের মত দৃঢ় শত শত দেহ আমাকে নিম্নদিকে অর্থাৎ অজ্ঞান-মৃত্যুময় এই সংসারে আবদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আমি আত্মজ্ঞান-প্রভাবে শ্যেন পাখীর ন্যায় এ-সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়াছি অর্থাৎ অজ্ঞান-মোহ নাশ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি।'

'বেদান্ত-সমন্বয়' গ্রন্থে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ লিখিয়াছেন :

> নিখিল দেবগণের জন্ম অবগত হইয়াছি—এখানে 'নিখিল দেবগণ' অর্থ ইন্দ্রিয়গণ। ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ পাইতে থাকে। সুতরাং গর্ভস্থ আত্মার নিকট উহারা পরিচিত। লৌহ-নির্মিত শতপুরে—জরায়ু প্রভৃতি সকলেই তাহার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল, সুতরাং সেইগুলি পুর। লৌহ-নির্মিত শতপুর তাহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং শ্যেনের ন্যায় দ্রুতবেগে সে ভূতলে অবতরণ করিয়াছে।

২৯. স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৬

অন্বয় : সঃ (সেই বামদেব ঋষি) এবং বিদ্বান্ (এই প্রকারে জানিয়া) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (এই শরীর বিনাশের পর) ঊর্ধ্ব উৎক্রম্য (ঊর্ধ্বলোকে উঠিবার পর) সর্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া) অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে (সেই স্বর্গধামে) অমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ (অমৃত হইয়াছিলেন)।

সরলার্থ : বামদেব ঋষি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই দেহের বিনাশের পর সংসারের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন এবং সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করিয়া (পূর্ণকাম হইয়া) স্বর্গধামে (ঊর্ধ্বলোকে) অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা : বামদেব ঋষি পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিয়া দেহের বন্ধন কাটাইয়া অজ্ঞান-মোহময় জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। অজ্ঞানী লোকে সুখদুঃখ মায়া-মোহময় যে প্রাকৃত জীবন যাপন করে তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠ দিব্যজীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং আপ্তকাম হইয়া ব্রহ্মে স্থিতিলাভপূর্বক অমর হইয়াছিলেন।

'শরীরভেদের' একটি অর্থ হইতে পারে দেহান্ত অর্থাৎ মৃত্যু। কিন্তু এস্থলে 'শরীরভেদ' অর্থ দৈহিক প্রাকৃত জীবন হইতে মুক্তি। 'ঐ স্বর্গলোকে' বলিতে বুঝাইতেছে এই পার্থিব জীবনের ঊর্ধ্বে অমৃত, অভয়, আনন্দস্বরূপ আত্মাতে। আপ্তকাম হওয়াতে তাঁহার হৃদয় হইতে কামনা-বাসনা দূর হইয়াছিল।

তিনি অমৃত হইয়াছিলেন—অজ্ঞান-মোহ-মৃত্যুময় জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া আনন্দ-ময়, অমৃতময় জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

৩০. কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? কতরঃ স আত্মা যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ১

অন্বয়ঃ অয়ম্ আত্মা ইতি (এই আত্মা) [যম্] বয়ম্ উপাস্মহে (আমরা যাঁহার উপাসনা করি) [সঃ] কঃ (তিনি কে), সঃ আত্মা কতরঃ(সেই আত্মা কোনটি), যেন বা রূপং পশ্যতি (যাহাদ্বারা লোকে রূপ দর্শন করে), যেন বা শব্দং শৃণোতি (যাহাদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে), যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি (যাহাদ্বারা লোকে গন্ধ গ্রহণ করে), যেন বা বাচম্ ব্যাকরোতি (যাহাদ্বারা লোকে বাক্য উচ্চারণ করে), যেন বা স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি (যাহাদ্বারা লোকে স্বাদু ও অস্বাদু জানে) ।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিতেছেন—'ইনিই আত্মা' বলিয়া আমরা সাক্ষাৎভাবে যাঁহার উপাসনা করি সেই আত্মা কে ? তাঁহার স্বরূপ কি ? শ্রুতিকথিত দুইটি আত্মার মধ্যে যে আত্মাটির উপাসনা করিতে হইবে সেইটি কোন আত্মা ? যাহা দ্বারা লোকে রূপ দর্শন করে, শব্দ শ্রবণ করে, গন্ধ গ্রহণ করে, বাক্য উচ্চারণ করে, রস আস্বাদন করে—তিনিই কি সেই উপাস্য আত্মা ?

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে বামদেব আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়া অমৃত হইয়াছিলেন । এই আত্মার স্বরূপ কি এবং কি প্রকারে এই আত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইবে এই অধ্যায়ে তাহাই বলা হইতেছে ।

আত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আত্মার উপাসনা অবশ্য দরকার । উপাসনা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হইতে পারে না । উপাসনা বলিতে ধ্যান, ধারণা, আরাধনা, প্রার্থনা সমস্তই বোঝায় । কিন্তু কাহার উপাসনা করিতে হইবে তাহা নিশ্চয় করা দরকার । কারণ উপাস্য বস্তু স্থির করিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে উপাসনা হইতে পারে না । এই কারণে ঋষিগণ সমবেত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা যে আত্মার উপাসনা করি সেই আত্মা কে ? তাহার স্বরূপ কি ? দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিতে যে দুইটি আত্মার কথা বলা হইয়াছে তাহার কোনটি উপাস্য ?'

এস্থলে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে ঃ যাহার দ্বারা আমরা রূপ দেখি, শব্দ শুনি, রস আস্বাদ করি, বস্তুর ঘ্রাণ ও স্পর্শ অনুভব করি—সেই করণবর্গ রূপাদি গ্রহণের উপায় মাত্র, উপলব্ধির কর্তা নয় । তাই তাঁহারা আমাদের উপাস্য আত্মা নহে । এই সকল বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-অনুভূতির মধ্যে যে এক অনন্ত আত্মা উহাদের অনুভবকর্তা ও প্রেরক রূপে বর্তমান আছেন, তিনিই আমাদের উপাস্য আত্মা ।

৩১. যদেতদ্ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ, সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিঃ ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি । সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২

অন্বয় ঃ যৎ এতৎ হৃদয়ং মনঃ চ (যাহা এই হৃদয় ও মন-শব্দ-বাচ্য) [তৎ] এতৎ (তাহাই ইহা অর্থাৎ এই করণ), সংজ্ঞানম্ (চেতনভাব), আজ্ঞানম্ (প্রভুভাব), বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান), প্রজ্ঞানম্ (প্রজ্ঞান), মেধা (পঠিত গ্রন্থের অর্থাবধারণ-ক্ষমতা), দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপলব্ধি), ধৃতিঃ (ধারণশক্তি), মতিঃ (মনন), মনীষা (মননকার্যে স্বাধীনতা), জূতিঃ (রোগাদি-জনিত দুঃখ), স্মৃতিঃ (স্মরণ), সংকল্পঃ (সংকল্প), ক্রতুঃ (অধ্যবসায়), অসুঃ (প্রাণবৃত্তি), কামঃ (বিষয়ে ভোগাভিলাষ), বশঃ (স্পর্শাদির ভোগাভিলাষ)—ইতি সর্বাণি এব এতানি (এই সমস্তই) প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি (প্রজ্ঞানের নামমাত্র) ।

সরলার্থ ঃ হৃদয়ও যাহা, মনও তাহাই—একই অন্তঃকরণের দুইটি নামভেদ মাত্র । সংজ্ঞান (চেতনভাব), আজ্ঞান (আজ্ঞা, ঈশ্বরভাব), বিজ্ঞান (নৃত্য-গীতাদি কলা-বিষয়ক জ্ঞান), প্রজ্ঞান (প্রতিভা, সময়োচিত বুদ্ধি), মেধা (পঠিত গ্রন্থের অর্থাবধারণ-ক্ষমতা), দৃষ্টি (ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি), ধৃতি (ধারণক্ষমতা, যাহাদ্বারা অবসন্ন শরীর ও মনের অবসাদ দূর হয়), মতি (মনন, কর্তব্যচিন্তা), মনীষা (মনন-বিষয়ে স্বাধীনতা), জূতি (রোগাদি-জনিত মানসিক দুঃখ), স্মৃতি (স্মরণ), সংকল্প (রূপাদির শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি আকারে বিশেষভাবে নিশ্চয়), ক্রতু (অধ্যবসায়), অসু (জীবনের হেতুভূত প্রাণাদি কার্য), কাম (বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা), বশ (মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা)—এই সমস্তই প্রজ্ঞানের বিভিন্ন নাম মাত্র ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে যাহাদ্বারা আমরা দর্শন, শ্রবণাদি ব্যাপার সম্পাদন করি তাহা উপাস্য আত্মা নহে । চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারাই যথাক্রমে দর্শন ও শ্রবণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । কিন্তু মনের সহিত যুক্ত না হইলে ইন্দ্রিয়গণ কোনও কার্য করিতে সক্ষম হয় না । এই কারণে দেখা যায় যে মন যদি অন্যত্র অভিনিবিষ্ট থাকে, তবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে কোনও বস্তু উপস্থিত থাকিলেও তাহার দর্শনজ্ঞান জন্মে না । কাজেই বলা যাইতে পারে যে মনই চক্ষুভূত হইয়া দর্শন করে, কর্ণভূত হইয়া শ্রবণ করে ইত্যাদি । এক অন্তঃকরণই মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার—এই চারিভাগে বিভক্ত । কাজেই মন ও হৃদয় (বুদ্ধি) একই—ইহা বলা যাইতে পারে । সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি প্রভৃতি অন্তঃকরণেরই বিভিন্ন বৃত্তি ।

কিন্তু এইগুলি অন্তঃকরণের বৃত্তি হইলেও, অন্তঃকরণ ইহাদের উপলব্ধিকর্তা নয় । যিনি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত বিষয়ের উপলব্ধি করেন তিনি এক ; ইন্দ্রিয়ভেদ বা অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদে তাঁহার ভেদ হয় না । তিনিই আত্মা । এই আত্মার উপলব্ধির সাধন-রূপে অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে । উপলব্ধি-কালে আত্মা মন ও বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া যায় । কাজেই বলা যাইতে পারে যে, এই বৃত্তিগুলি আত্মারই বিভিন্ন প্রকাশ । এজন্যই শ্রুতি বলিতেছেন যে সংজ্ঞান, আজ্ঞান প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি প্রজ্ঞানের অর্থাৎ প্রজ্ঞান-স্বরূপ আত্মারই বিভিন্ন নাম ।

৩২. এষ ব্রহ্ম, এষ ইন্দ্রঃ, এষঃ প্রজাপতিঃ, এতে সর্বে দেবাঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চ—অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্—সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৩

অন্বয় : এষঃ ব্রহ্ম (ইনিই ব্রহ্ম), এষঃ ইন্দ্রঃ (ইনিই ইন্দ্র), এষঃ প্রজাপতিঃ (ইনিই প্রজাপতি), এতে সর্বে দেবাঃ (ইনিই এইসকল দেবতা), ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি (ইনিই এইসকল পঞ্চ মহাভূত)—পৃথিবী বায়ুঃ আকাশঃ আপঃ জ্যোতীংষি (পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ), ইতি এতানি চ ইমানি (এই সকল) ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ইব (ক্ষুদ্র উভচর প্রাণীর ন্যায় প্রাণী), বীজানি (অপর জীবের উৎপাদক), ইতরাণি ইতরাণি চ (এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়), অণ্ডজানি (অণ্ডজ বিহঙ্গমাদি), জারুজানি (জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি), স্বেদজানি (স্বেদজ মশকাদি), উদ্ভিজ্জানি (উদ্ভিদ্ বৃক্ষাদি), অশ্বাঃ গাবঃ পুরুষাঃ হস্তিনঃ (অশ্ব, গরু, মানুষ, হাতী), যৎ কিঞ্চ ইদম্ (আর যাহা কিছু) প্রাণি (প্রাণী), জঙ্গমং চ (গমনশীল), পতত্রি চ (পাখী), যৎ চ স্থাবরম্ (যা কিছু স্থাবর) সর্বং তৎ (সেই সমুদয়) প্রজ্ঞানেত্রম্ (প্রজ্ঞানেত্র), প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত), প্রজ্ঞানেত্রঃ লোকঃ (প্রজ্ঞানই সমস্ত লোকের চালক), প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা (প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা), প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম)।

সরলার্থ : এই প্রজ্ঞানস্বরূপে আত্মাই ব্রহ্ম। ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি (বিরাট), ইনিই এই সমুদয় দেবতা. ইনিই এই সকল পঞ্চ মহাভূত (পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও অগ্নি), ইনিই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিশ্র (উভচর) প্রাণীর ন্যায় প্রাণী, ইনিই নানাবিধ জীবের উৎপাদক বীজ, ইনিই অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ (মশকাদি), উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গরু, মানুষ, হস্তী এবং অপর যাহা কিছু গতিশীল, পক্ষযুক্ত ও স্থাবর প্রাণী সমস্তই ইনি। সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র (প্রজ্ঞাদ্বারা চালিত অথবা প্রজ্ঞাদ্বারা সত্তাপ্রাপ্ত), সমস্তই প্রজ্ঞানে আশ্রিত, প্রজ্ঞানই সমস্ত লোকের নেত্রস্বরূপ অর্থাৎ চালক, নিয়ামক ; প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা, অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

ব্যাখ্যা : পূর্ব শ্রুতিতে জীবের অন্তর্জগতে ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাহারই কথা বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিতে বহির্জগতে ব্রহ্মের প্রকাশরূপ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া কীটপতঙ্গ, তৃণ-প্রস্তরাদি স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই ব্রহ্মের ভবন বা ভূতি (becoming)। এক অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই সমস্ত হইয়াছেন।

ইহারা সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মদ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত অথবা এই সমস্তই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বা উহার বাহিরে কোনও সত্তা নাই। ব্রহ্মই নেতা, আর সমস্তই তাঁহার অধীন। প্রজ্ঞাই ইহাদের প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মের জ্ঞানেই ইহাদের স্থিতি। ভূ প্রভৃতি লোকও প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানে স্থিত, তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। এই কারণে প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

মন্তব্য : সর্বং প্রজ্ঞানেত্রম্—প্রজ্ঞা অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্মস্বরূপ,

নেত্র অর্থ যাহাদ্বারা নীত হয় [সত্তা লাভ করে] ; সেই প্রজ্ঞা যাহার নেত্র তাহাই প্রজ্ঞানেত্র (উ) ॥ প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কালে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত (শ)।

৩৩. স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৪

অন্বয় : সঃ (তিনি) এতেন প্রজ্ঞেন আত্মনা (এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা দ্বারা) অস্মাৎ লোকাৎ উৎক্রম্য (এই লোক হইতে উৎক্রমণপূর্বক) অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে (ঐ স্বর্গলোকে) সর্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (সমুদয় কর্মফল প্রাপ্ত হইয়া) অমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ (অমৃত হইয়াছিলেন)।

সরলার্থ : সেই বামদেব অথবা অপর কোনও বিদ্বান ব্যক্তি এইরূপে প্রজ্ঞাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সংসার-লোকের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন এবং অভয় অমৃত আনন্দধামে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

মন্তব্য : সঃ—সেই বামদেব অথবা অপর যে কোনও জ্ঞানী এই প্রকারে প্রজ্ঞাত্মা দ্বারা যথোক্ত ব্রহ্মকে জানিয়াছেন (শ) ॥ এতেন প্রজ্ঞেন আত্মনা—যে প্রজ্ঞাত্মা দ্বারা পূর্বতন বিদ্বানগণ অমৃত হইয়াছিলেন সেই প্রজ্ঞাত্মা দ্বারা (শ)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

সূচনা

এই উপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। ঋষি শ্বেতাশ্বতর এর প্রবক্তা। শংকরানন্দ মনে করেন ঃ 'শ্বেতাশ্বতর' অর্থ সংযতেন্দ্রিয় (শ্বেত = শুদ্ধ, অশ্বতর = ইন্দ্রিয়)। উপনিষদখানি আগাগোড়া পদ্যে লিখিত এবং ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক হতে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বৈদিক উপনিষদসমূহের মধ্যে এই উপনিষদ সর্বশেষে রচিত। উপনিষদটির রচনাকালে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে উপনিষদখানির উপর বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ, পৌরাণিক দেববাদ এবং সাংখ্যীয় যোগবাদের সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান। এই উপনিষদ অবলম্বন করে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনের বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন।

এই উপনিষদের শাংকরভাষ্য বলে যে ভাষ্য প্রচলিত আছে তা অনেক পণ্ডিতের মতে আচার্য শংকরের নয়; কারণ তাঁদের মতে এর ভাষা, রচনাভঙ্গি ও প্রতিপাদ্য বিষয় শংকর-অনুগামী নয়। উপনিষদটির অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে আচার্য শংকর-কথিত ভাষ্য, শংকরানন্দ-দীপিকা ও নারায়ণ-দীপিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে রাধাকৃষ্ণন এটির ব্যাখ্যা করেছেন।

এই উপনিষদখানির শুরু হয় বিশ্বের আদি কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিয়ে। জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ আমরা কোথা থেকে জন্মেছি, জন্মের পর কার দ্বারা জীবন ধারণ করছি এবং প্রলয়ে কোথায় আমাদের স্থিতি হবে? অনেকগুলি মতকে প্রত্যাখ্যান করে শেষে এক পরম দেবতাকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ বলা হয়েছে। এ-দেবতা নিত্যশক্তি গুণময়, অথচ গুণাতীত। এঁরই শক্তিতে ব্রহ্মচক্র ঘুরছে, তাতে জীব বাঁধা পড়ে; আবার পরম দেবতার প্রসাদে, তাঁর সাযুজ্যবোধে জীবের মুক্তি হয়। ব্যক্ত অব্যক্ত, ক্ষর অক্ষর, অজ্ঞ জ্ঞ, অনীশ ঈশ, প্রধান পুরুষ—এসকল দ্বৈতের উৎপত্তিস্থল হল সেই পরম দেবতা। জীবের মধ্যে তিনিই আবার ভোগ্য, ভোক্তা ও প্রেরিতা। তিনিই এক হয়ে তিন, আবার তিন হয়েও এক। তাঁকে জানলেই জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপী সংসার হতে মুক্তি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগবিধি সম্পর্কে কতিপয় উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে কয়েকটি শ্লোকে যোগাচারের এবং যোগসিদ্ধির প্রথমাবস্থার বর্ণনা আছে। এই অধ্যায়ের সমস্ত মন্ত্রগুলিতেই যোগের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। অবশেষে বলা হয়েছে যে, যোগী আত্মতত্ত্বের প্রদীপের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শনে সমর্থ হন। শেষ দুই শ্লোকে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সর্বব্যাপিকত্বের বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয় যে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর তাঁর মায়া-শক্তিরূপ জাল বিস্তার করে আছেন। তিনিই জীবের উৎপত্তি ও ঐশ্বর্যলাভ কালে সমুদয় নিয়ন্ত্রিত করেন। সমগ্র অধ্যায়েই এই পরম পুরুষের বর্ণনা। তাঁর অনন্ত মস্তক,

অনন্ত চক্ষু, অনন্ত হাত ও অনন্ত পা আছে। এই অনন্ত পুরুষ সকল প্রাণীর হৃদয়াভ্যন্তরে মাত্র দশ আঙ্গুল পরিমিত স্থানে বিরাজমান। অণু হতেও অণু, মহৎ হতেও মহান পুরুষকে যিনি জানতে পারেন তাঁর সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুরূপ পরমেশ্বরের সর্বেশ্বরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। পরমেশ্বর একাধারে রুদ্র, অন্য দিকে তিনিই শিব। তিনি রুদ্ররূপে ভয়ের উদ্রেক করেন এবং শিবরূপে সকলের মঙ্গলবিধান করেন। তিনি সর্বভূতে প্রচ্ছন্নরূপে বর্তমান, অথচ তিনি সব কিছুরই অতীত। তাঁর মধ্যে দিনও নেই, রাত্রিও নেই, তিনি সৎও নন, অসৎও নন—তাঁর প্রতিমা (উপমা) কোথাও নেই। প্রকৃতি হল এই পরমেশ্বরের মায়াজাত। তাঁর অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। তাঁকে চোখে দেখা যায় না, তাঁকে মনের সাহায্যে হৃদয়ে অনুভব করা যায়। এই অনুভবের ফলে বদ্ধজীবের সর্ববন্ধন হতে মুক্তিলাভ ঘটে।

পঞ্চম অধ্যায় শুরু হয় ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ এবং এ-দুয়ের সম্পর্কের বিষয় নিয়ে। ঈশ্বরের শক্তির নাম দেওয়া হয়েছে 'যোনি' এবং তাঁর ক্রিয়াকে বলা হয়েছে 'গুণ'; পরমপুরুষকে বলা হয়েছে জগৎকারণ—যিনি সমুদয় পরিণামী পদার্থের রূপান্তর করেন। তিনি উপর, নীচ, চারপাশ—সকল দিকেই বর্তমান। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, অথচ তিনি উভয় হতে স্বতন্ত্র। জীব স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, নপুংসকও নয়। তার স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। কর্মানুযায়ী সে শরীর গ্রহণ করে। একমাত্র পরমেশ্বরকে জানলেই জীবের মুক্তি হয়।

সমগ্র উপনিষদটির উপসংহার করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে যে সৃষ্টির কারণের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে তার উত্তরে বলা হয়েছে যে পরম দেবতাই বিশ্বকারণ। তিনি সকল প্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সর্বব্যাপী, কর্মাধ্যক্ষ, নিরুপাধিক ও নির্গুণ। তেমনি আবার তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য ও নিরঞ্জন। ব্রহ্মসন্নিধানে জ্যোতিষ্মান সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি কোনও বস্তুই দীপ্তি পায় না, তাঁর দীপ্তিতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দীপ্ত হয়। তারপর বলা হয়েছে মাকড়সার জালের ন্যায় মায়াশক্তি অর্থাৎ নাম, রূপ ও কর্ম দ্বারা পরমেশ্বর নিজেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন যাতে আমরা ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করতে পারি। শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যাঁর পরমদেবতা ও গুরুতে অচলা ভক্তি রয়েছে তাঁর নিকটই উপনিষদের তত্ত্ব প্রকাশ পায়। এখানে লক্ষণীয় যে, উপনিষদে ভক্তির উল্লেখ এই প্রথম।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সবিতা ও রুদ্রকে পরমেশ্বর হিসাবে স্তব করা হয়েছে। এই উপনিষদকে প্রাচীন বৈদিক উপনিষদগুলির শেষ গ্রন্থ এবং যোগোপনিষদগুলির আদি গ্রন্থ বলা চলে। 'মোটের উপর এ যেন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ, পৌরাণিক দেববাদ এবং সাংখ্যীয় যোগবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম।'[১]

---

১ অনির্বাণ, বেদ-মীমাংসা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮১-৮২

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অন্বয়ঃ অদঃ (উহা, ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (সর্বব্যাপী, অনন্ত) ইদং (এই সোপাধিব কার্যব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী) পূর্ণাৎ (কারণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণম্ (কার্যব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্‌গত হন)। পূর্ণস্য (কার্যব্রহ্মের) পূর্ণম্ (পূর্ণত্ব) আদায় [বিদ্যাসহায়ে] (গ্রহণ করিলে, বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকৃত ভেদ দূর করিয়া পরব্রহ্মের সহিত আপনার একত্ব সম্পাদন করিলে) পূর্ণম্ এব (কেবল পূর্ণব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন, স্বরূপে অবস্থান করেন)।

সরলার্থঃ উহা (পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহা (নামরূপে স্থিত ব্রহ্ম) পূর্ণ ; এই সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উদ্‌গত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে ; আর সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম হইতে পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ত্রিবিধ বিঘ্নের (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) শান্তি হউক।

ভাবার্থঃ ব্রহ্ম জগদতীত এবং জগদ্‌ব্যাপী ; জন্ম বা সৃষ্টি ব্রহ্মের একত্বের বা পূর্ণত্বের কোন পরিবর্তন করে না।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অন্বয়ঃ নৌ সহ অবতু [ব্রহ্ম] (ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমানভাবে রক্ষা করুন), নৌ সহ ভুনক্তু (আমাদের উভয়কে সমানভাবে বিদ্যাফল ভোগ করান), বীর্যম্ সহ করবাবহৈ (আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে বিদ্যালাভের উপযুক্ত বীর্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি), নৌ অধিতম্ তেজস্বি অস্তু (আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হউক), মা বিদ্বিষাবহৈ (আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আমাদের বিঘ্নসমূহের শান্তি হউক)।

সরলার্থঃ আচার্য ও শিষ্য আমাদের উভয়কে ব্রহ্ম তুল্যভাবে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে বিদ্যাফল যেন তুল্যভাবে ভোগ করান। আমরা উভয়ে যেন বিদ্যালাভের উপযুক্ত বীর্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি। আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হউক অথবা তেজস্বী আমাদের উত্তম (অর্থজ্ঞানযোগ্য) অধ্যয়ন হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

প্রথম অধ্যায়

১. ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ ওঁ ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি (ব্রহ্মবাদীরা বলিলেন) কিং ব্রহ্ম কারণম্ (ব্রহ্ম কি কারণ), [বয়ম্] কুত স্ম জাতাঃ (আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি), কেন জীবাম (কাহার দ্বারা জীবনধারণ করিতেছি), ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ (প্রলয়কালে কোথায় থাকি), ব্রহ্মবিদঃ (হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ), কেন (কাহার দ্বারা) অধিষ্ঠিতাঃ (পরিচালিত হইয়া) [বয়ম্] (আমরা) সুখেতরেষু (সুখ এবং দুঃখ বিষয়ে) ব্যবস্থাং বর্তামহে (যথোচিত নিয়ম অনুসরণ করি)।

সরলার্থঃ ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একত্র সমবেত হইয়া এই প্রশ্ন করিলেন : ব্রহ্ম কি এই জগৎ-সৃষ্টির কারণ ? অথবা [পরশ্লোকে উক্ত] সর্বভূতের পরিণাম-সম্পাদনকারী কাল ? তাহা না হইলে ব্রহ্ম জগতের কোন প্রকার কারণ ? ইহা কি নিমিত্ত কারণ, কি উপাদান কারণ, কি উভয় কারণ ? আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি ? জন্মের পর কাহার দ্বারা জীবনধারণ করিতেছি ? প্রলয়ে কোথায় আমাদের স্থিতি হইবে ? কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুখ-দুঃখের নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেছি ?

২. কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ কালঃ (কাল), স্বভাবঃ (পদার্থসমূহের স্বাভাবিক শক্তি), নিয়তিঃ (নিয়তি), যদৃচ্ছা (আকস্মিক ঘটনা), ভূতানি (পঞ্চভূত), পুরুষঃ (জীবাত্মা), যোনিঃ (কারণ)—ইতি চিন্ত্যা (ইহারা কারণ কিনা তাহা চিন্তনীয়), এষাং সংযোগঃ ন তু [যোনিঃ] (ইহাদের সংযোগও কারণ নহে), আত্মভাবাৎ (কেননা সংযোগকারণ আত্মা আছে), সুখ-দুঃখ-হেতোঃ (সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া) আত্মা অপি (জীবও) অনীশঃ (সৃষ্টিকার্যে অক্ষম)।

সরলার্থঃ [এখন 'ব্রহ্মই কারণ' এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'কাল প্রভৃতিই কারণ' এই যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে।] কাল (সর্বভূতের পরিণাম-সম্পাদনকারী কাল), স্বভাব (বস্তুসমূহের প্রকৃতি বা নিজশক্তি), নিয়তি (কর্মফল), যদৃচ্ছা (আকস্মিক ঘটনা), পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ অথবা পুরুষ (বিজ্ঞানাত্মা জীব)—ইহাদের কোনও একটি জগৎ উৎপাদনের কারণ কিনা তাহা চিন্তনীয় অর্থাৎ ইহাদের কোনটিই কারণ নয়। ইহাদের পরস্পর সংযোগ (সংহতি) কারণ নয়, কেননা ইহাদের সংযোগের কারণ চেতন আত্মা আছেন। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাও কারণ নয়, যেহেতু সে পুণ্য-পাপ কর্মজনিত সুখ-দুঃখের অধীন।

মন্তব্যঃ যোনিঃ—কারণ ; কেহ কেহ মনে করেন 'যোনিঃ' শব্দ দ্বারা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বুঝাইতেছে (শ) ॥ সংযোগঃ—সমন্বয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে কাল, স্বভাব প্রভৃতির প্রত্যেকটি কি কারণ ? কিন্তু পৃথকভাবে উহাদের কোনটিই কারণ

হইতে পারে না, যেহেতু এরূপ দেখা যায় না। দেশ, কাল ও নিমিত্তই একত্রে কার্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাদের সংযোগও কারণ হইতে পারে না, যেহেতু সংহত পদার্থমাত্র পরার্থেই সম্মিলিত হয় (শ)॥ আত্মভাবাৎ—জীবচৈতন্যের অধিষ্ঠানবশতঃই সেই সংযোগ হইয়া থাকে (শ)॥ আত্মা অপি অনীশঃ—জীবাত্মাও কারণ হইতে পারে না, জীবাত্মা স্বাধীন নহে। জীব কর্মপরবশ, সুতরাং অস্বতন্ত্র নয়; অস্বতন্ত্র নয় বলিয়াই যথানিয়মে ত্রিলোকের সৃষ্টি-সংরক্ষণাদি কার্যে তাহার সামর্থ্য নাই (শ)॥ সুখদুঃখহেতোঃ—যেহেতু সুখ-দুঃখের কারণ পুণ্য-পাপ কর্ম বিদ্যমান আছে সেইহেতু জীব কর্ম-পরবশ, কর্ম-পরবশ বলিয়াই স্বতন্ত্র নহে (শ)।

৩. তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ তে [ঋষয়ঃ] (সেই ঋষিগণ) স্বগুণৈঃ ধ্যানযোগানুগতাঃ [সন্ত] (সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণ দ্বারা সমাহিত হইয়া) নিগূঢ়াম্ (প্রচ্ছন্ন) দেবাত্মশক্তিম্ (পরমেশ্বরের আত্মভূত শক্তি) অপশ্যন্ (দেখিয়াছিলেন), যঃ একঃ (যে এক দেব) কালাত্মযুক্তানি (কাল ও আত্মা-সংবলিত) নিখিলানি তানি কারণানি (পূর্বোক্ত সমুদয় কারণকে) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালিত করেন)।

সরলার্থঃ [এই প্রকারে প্রতিপক্ষ যুক্তিসকল খণ্ডনপূর্বক সেই মূলকারণ বস্তুটি জানিবার আর অন্য উপায় না দেখিয়া ধ্যানযোগের অভ্যাস দ্বারা পরম মূলকারণ নিজেই প্রতিপন্ন করিলেন।] সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ধ্যানপরায়ণ (সমাহিত) হইয়া স্বীয় সত্ত্বাদি গুণসমূহ দ্বারা প্রচ্ছন্ন যে পরমেশ্বরের আত্মশক্তি তাহাকেই কারণরূপে দেখিতে পাইলেন। এই এক অদ্বিতীয় দেবতাই (পরমেশ্বরই) কাল হইতে আত্মা পর্যন্ত পূর্বোক্ত নিখিল কারণসমূহকে নিয়মিত করেন। অথবা—

যে এক অদ্বিতীয় দেব (পরমেশ্বর) কাল ও জীবাত্মার সহিত নিখিল কারণসমূহকে পরিচালিত করেন, সেই দেবের স্বীয় সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন আত্মভূত শক্তিকেই উক্ত ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে জগতের কারণরূপে দেখিয়াছিলেন।

৪. তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ একনেমিম্ (এক-নেমিযুক্ত), ত্রিবৃতম্ (ত্রিবৃত্ত), ষোড়শান্তম্ (ষোড়শান্ত), শতার্ধারম্ (পঞ্চাশটি অরযুক্ত), বিংশতি-প্রত্যরাভিঃ (বিশটি প্রত্যরযুক্ত), ষড়্ভিঃ অষ্টকৈঃ (ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত), বিশ্বরূপৈক-পাশম্ (বিশ্বরূপ কামের জালে আবদ্ধ), ত্রিমার্গভেদম্ (তিনটি পথভেদ-যুক্ত), দ্বিনিমিত্তৈক-মোহম্ (সুখ এবং দুঃখ এইরূপ মোহদ্বারা আবদ্ধ) তং [ব্রহ্মচক্রং অধীমঃ] সেই ব্রহ্মচক্রকে ধ্যান করিতেছি)।

সরলার্থঃ [পূর্বমন্ত্রে কারণ-শক্তির উল্লেখ করিয়া এখন কার্যাত্মক ব্রহ্মচক্রের বর্ণনা করিতেছেন।] এই ব্রহ্মচক্রের একটি মাত্র নেমি (রথচক্রভাগ), ইহা ত্রিগুণরূপ বৃত্তত্রয় দ্বারা বেষ্টিত ষোলটি অন্ত (বিস্তার) বিশিষ্ট, পঞ্চাশটি অর (চক্রশলাকা) যুক্ত, বিশটি প্রতি-অর (চক্রশলাকার খিল) যুক্ত এবং ছয়টি অষ্টক সম্বলিত। বিশ্বরূপ (নানা-বৈচিত্র্য) ইহার এক বন্ধন-রজ্জু। ইহাকে পাইবার পথ তিন প্রকার—ধর্ম, অধর্ম

ও জ্ঞান। সুখ ও দুঃখের নিমিত্ত এখানে মোহের বিকাশ। এই প্রকার ব্রহ্মচক্রের স্মরণ করিতেছি।

মন্তব্যঃ একনেমিম্—যে এক পরমাত্মা নিখিল কারণসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই একনেমি। যোনি, কারণ, অব্যাকৃত, আকাশ, মায়া, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দে যাহার উল্লেখ করা হয় সেই কারণাবস্থ নেমির [রথচক্রের প্রান্তভাগের] ন্যায় যাহার আশ্রয় সেই অদ্বিতীয় অধিষ্ঠাতা পরমাত্মাই একনেমি (শ)॥ ত্রিবৃতম্—সত্ত্ব, রজ ও তমঃ প্রকৃতির এই তিনটি গুণদ্বারা আবৃত (শ)॥ ষোড়শান্তম্—ষোড়শ [পঞ্চ ভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন] অন্ত [অবসান, বিস্তার, সমাপ্তি] যে আত্মার, তাহাই ষোড়শান্ত (শ)॥ শতার্ধারম্—বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি নামক শতার্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশটি প্রত্যয়ভেদ অরের [রথচক্রশলাকার] ন্যায় যাহা। বিপর্যয় পাঁচ, অশক্তি আটাশ, তুষ্টি নয়, সিদ্ধি আট: মোট পঞ্চাশ (শ)। বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ—রথচক্রশলাকা বিশটি যথা: দশটি ইন্দ্রিয় ও তাহার দশটি কার্য, এই বিশটি। পূর্বোক্ত অরসমূহের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য যে কীলকসমূহ উহাদের সহিত গ্রথিত হয় তাহাদের নাম প্রত্যর [প্রতি-অর]। ষড়্ভিঃ অষ্টকৈঃ—ছয়টি অষ্টকের সহিত যুক্ত, যথা: (১) প্রকৃতি অষ্টক—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। (২) ধাতু অষ্টক—ত্বক্, চর্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র। (৩) ঐশ্বর্য অষ্টক—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব। (৪) ভাব অষ্টক—ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য। (৫) দেব অষ্টক—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, পিশাচ। (৬) আত্মগুণ অষ্টক—দয়া ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য, অস্পৃহা (শ)॥ বিশ্বরূপৈকপাশম্—স্বর্ণ, পুত্র ও অন্নাদি বিষয়ভেদে কাম নানা রূপ, এই নানারূপ কাম-পাশ [বন্ধন-রজ্জু যাহার] তাহাই বিশ্ব-রূপৈক-পাশ (শ)।

৫. পঞ্চস্রোতোম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ পঞ্চস্রোতোম্বুম্ (চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যে নদীর পাঁচটি স্রোতের ন্যায়) পঞ্চযোনি-উগ্রবক্রাম্ (কারণস্বরূপ পঞ্চভূত দ্বারা যাহা উগ্র ও বক্র), পঞ্চপ্রাণোর্মিম্ (পঞ্চ প্রাণ বা কর্মেন্দ্রিয় যাহার তরঙ্গ), পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্ (পাঁচ প্রকার জ্ঞানের আদি কারণ মন যাহার মূল), পঞ্চাবর্তাম্ (শব্দ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত), পঞ্চ-দুঃখৌঘবেগাম্ (পঞ্চ দুঃখ যাহার স্রোতবেগ), পঞ্চপর্বাম্ (অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি পাঁচটি ক্লেশ যাহার পর্ব), পঞ্চাশদ্ভেদাম্ (এইরূপে পঞ্চাশ প্রকার ভেদসম্পন্ন নদীকে), অধীমঃ (আমরা ধ্যান করি)।

সরলার্থঃ [পূর্বে জগৎকে চক্ররূপে দেখান হইয়াছে, এখন নদীরূপে বর্ণনা করা হইতেছে।] চক্ষু প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহার জলস্রোত-স্থানীয়, পঞ্চভূত দ্বারা যাহা উগ্র এবং বক্র, পঞ্চ প্রাণ বা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যাহার তরঙ্গ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের আদি কারণ মন যাহার মূল (উৎস), শব্দ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত (জল-ঘূর্ণিপাক), পঞ্চ দুঃখ (গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু) যাহার স্রোতবেগ এবং পঞ্চক্লেশ (অবিদ্যা, অহংকার, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) যাহার পর্ব—এইরূপ পঞ্চাশ প্রকার ভেদ-সম্পন্ন নদীকে স্মরণ করিতেছি।

মন্তব্য ঃ পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ঃ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যাহার জলস্রোতস্থানীয়, সেইরূপ (শ)। পঞ্চপ্রাণোর্মিম্—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান ঃ এই পঞ্চ প্রাণ [বায়ু] উর্মি [ঢেউ] যাহার ; অথবা বাক্, পাণি, পদ, পায়ু ও উপস্থ ঃ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উর্মি যাহার (শ)। পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্—চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আদি কারণ হইতেছে মন, যেহেতু সমস্ত জ্ঞানই মনোবৃত্তির অধীন। সেই মন যে সংসার-নদীর মূল কারণ (শ)। পঞ্চাবর্তাম্—শব্দ, স্পর্শ, দৃষ্টি, স্বাদ ও আঘ্রাণ ঃ এই পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত [জল-ঘূর্ণিপাক স্থানীয়] (শ)।

৬. সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ হংসঃ (জীব) আত্মানম্ প্রেরিতারম্ চ (আপনাকে ও প্রেরয়িতাকে) পৃথক্ মত্বা (পৃথক্ মনে করিয়া) তস্মিন্ সর্ব-আজীবে সর্বসংস্থে (সেই সর্বজীবাধার ও সকলের লয়-স্থান) বৃহন্তে ব্রহ্মচক্রে (বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে) ভ্রাম্যতে (ভ্রমণ করে), তেন জুষ্টঃ (সেই পরমেশ্বরের দ্বারা সেবিত বা অনুগৃহীত হইয়া) ততঃ (তাহার পর) সঃ অমৃতত্বম্ এতি (সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ [জীবাত্মা কি প্রকারে সংসারী হয়, কি প্রকারেই বা মুক্ত হয় এখানে তাহা বলা হইয়াছে।] জীব যতক্ষণ আপনাকে প্রেরয়িতা ঈশ্বর হইতে পৃথক মনে করে ততক্ষণ সে সকল জীবের আধার এবং সকলের স্থিতিস্থান এই বিরাট ব্রহ্মচক্রে কেবলই ঘুরিতে থাকে। কিন্তু এই জীব যখন সেই পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা সেবিত বা অনুগৃহীত হয়, তখন সেই অনুগ্রহের ফলে এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া সে অমৃতত্ব লাভ করে।[১]

মন্তব্য ঃ সর্বাজীবে—সকলের আজীব [জীবন ধারণ হয়] যাহাতে (শ)। সর্বসংস্থে—সকল জীবের সংস্থা [সমাপ্তি, প্রলয়] অথবা সম্যক্ স্থিতি হয় যাহাতে (শ)।

৭. উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭

অন্বয় ঃ এতৎ পরমং তু ব্রহ্ম (এই পরব্রহ্ম) [বেদান্তে] উদ্গীতম্ (বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে), তস্মিন্ (সেই ব্রহ্মে) ত্রয়ম্ [অস্তি] (ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তা এই তিনটি আছে), [তৎ] সুপ্রতিষ্ঠা (তিনি জগতের সুপ্রতিষ্ঠা) অক্ষরম্ চ (এবং অক্ষর), অত্র (এই জগতে) আন্তরম্ (সকলের অন্তর ব্রহ্মকে) বিদিত্বা (জানিয়া) তৎপরাঃ ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (ব্রহ্মে লীন হইয়া) যোনিমুক্তাঃ [ভবন্তি] (জন্ম হইতে মুক্ত হন)।

সরলার্থ ঃ [যদি ব্রহ্ম সপ্রপঞ্চ হন তবে সেই ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে না। এই সংশয় দূর করার জন্য এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—] এই পরব্রহ্ম বেদান্তে উদ্গীত অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই ব্রহ্মের ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ এবং নিয়ন্তা—এই তিনটি ভাব নিহিত আছে। তিনিই জগতের সুপ্রতিষ্ঠা, তিনিই

[১] মুণ্ডক, ৩।১।২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অক্ষর। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই দেহে তাঁহার ভেদ (অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন) জানিয়া ব্রহ্মে লীন (তন্ময়) হন এবং পুনঃপুনঃ জন্ম-যাতনা হইতে মুক্ত হন। অথবা, তাঁহারা সকলের আন্তর (অন্তর্নিহিত) ব্রহ্মকে জানিয়া, ব্রহ্মে সমাধিপর হইয়া তাঁহাতে লীন হন এবং পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হন।

মন্তব্য ঃ পরমং তু ব্রহ্ম—ব্রহ্ম প্রপঞ্চ-ধর্ম রহিত বলিয়াই তিনি পরম অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট কারণ, তাঁহাতে কোনও সংসারধর্ম নাই, পূর্বোক্ত প্রকারে উদ্গীত বলিয়াই ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট, কাজেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা মোক্ষ নামক উৎকৃষ্ট ফলই পাওয়া যায় (শ)। তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠা—যদিও ব্রহ্ম প্রপঞ্চ দ্বারা অসংসৃষ্ট ও স্বতন্ত্র তথাপি প্রপঞ্চ স্বতন্ত্র নহে, পরন্তু ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ ও প্রেরিতা ঈশ্বর ঃ এই তিন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত (শ)। অক্ষরং চ—যদিও ব্রহ্ম চলমান প্রপঞ্চের [জগৎ, মায়া] প্রতিষ্ঠা তিনি নিজে অক্ষর অর্থাৎ অবিকারী, তিনি কখনও স্বভাবচ্যুত হন না। ব্রহ্ম সকল বিকার পদার্থের আশ্রয় হইয়াও অবিনাশী কূটস্থরূপেই [নির্বিকারভাবেই] অবস্থান করেন (শ)। অত্র—এই অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্যন্ত পঞ্চ-কোশাত্মক দেহে অথবা বিরাট্ হইতে অব্যাকৃত পর্যন্ত প্রপঞ্চে (শ)। আন্তরম্—পঞ্চকোশাত্মক দেহ হইতে ব্রহ্মের ভেদ।

৮. সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৮

অন্বয় ঃ ঈশঃ (ঈশ্বর) এতৎ সংযুক্তম্ (এই পরস্পর সংযুক্ত) ক্ষরম্ অক্ষরম্ চ (ক্ষর ও অক্ষর), ব্যক্তাব্যক্তং (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) বিশ্বম্ (সমুদয় বিশ্ব) ভরতে (ধারণ করিয়া আছেন), অনীশঃ আত্মা (ঈশ্বরশক্তিহীন জীবাত্মা) ভোক্তৃভাবাৎ (ভোক্তৃভাব-বশতঃ) বধ্যতে (সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়) ; [কিন্তু] দেবং জ্ঞাত্বা (ঈশ্বরকে জানিয়া) সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ পরস্পর সংযুক্ত ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—এই বিশ্বকে পরমেশ্বর পোষণ করিতেছেন। ঈশ্বর-শক্তিহীন জীবাত্মা ভোক্তৃভাব-বশতঃ সুখদুঃখাদি কর্ম-ফলের অধীন হইয়া এই সংসারে আবদ্ধ হয়। এই জীবই যখন স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানিতে পারে তখন সে মুক্ত হয়। অথবা—

এই ক্ষর (জগৎ) এবং অক্ষর (অক্ষর ব্রহ্ম) সংযুক্ত। ঈশ্বর (অক্ষর) ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই ক্ষর জগৎকে ধারণ করেন। অনীশ্বর জীব ভোক্তা বলিয়া আসক্তিবশতঃ সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন সে পরমদেব পরমেশ্বরকে জানিতে পারে তখন সে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।[১]

এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে শ্লোকটির অন্বয় এইরূপ হইবে ঃ এতৎ (এই) ক্ষরম্ (ক্ষয়শীল জগৎ) চ (এবং) অক্ষরম্ (অক্ষর ব্রহ্ম) সংযুক্তম্ (সংযুক্ত)। ঈশঃ (ঈশ্বর) ব্যক্তাব্যক্তং বিশ্বং ভরতে (ব্যক্ত এবং অব্যক্ত বিশ্বকে ধারণ করেন)।

মন্তব্য ঃ ব্যক্তাব্যক্তম্—'ব্যক্ত' অর্থ প্রকৃতির বিকার বা কার্য, 'অব্যক্ত' অর্থ কারণ বা বিকারের উপাদান (শ) ॥ ক্ষরম্ অক্ষরং চ—যাহা ব্যক্ত তাহাই ক্ষর অর্থাৎ

[১] গীতা, ১৫।১৬ ও ১৫।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিনাশী, যাহা অব্যক্ত তাহাই অক্ষর বা অবিনাশী (শ) ॥ বিশ্বম্—ক্ষর ও অক্ষর এই পরস্পর সংযুক্ত কার্যকারণাত্মক বিশ্বকে (শ) ॥ ভরতে ঈশঃ—ঈশ্বর এই কার্য-কারণাত্মক বিশ্বকে ভরণ করেন (শ) ॥ অনীশঃ চ আত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ—তিনি যে ঈশ্বররূপে কেবল ভরণই করেন তাহা নহে, পরন্তু তিনি অনীশ্বর ভাবাপন্ন অবিদ্যা ও তৎকার্যভূত দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা আবন্ধ হন। পরস্পর সংযুক্ত ব্যষ্টি-সমষ্টি যাঁহার উপাধি তিনি ঈশ্বর, আর কেবল ব্যষ্টি যাঁহার উপাধি তিনি অনীশ্বর জীব। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে এইরূপ উপাধিগত ভেদ থাকায় প্রথমে এই উপাধিযোগে উপাসনা করিতে হয় এবং সোপাধিক উপাসনা দ্বারা ক্রমে নিরুপাধিক ঈশ্বরকে জানিয়া জীব মুক্তিলাভ করে (শ)।

৯. জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯

অন্বয় : জ্ঞ-অজ্ঞৌ (জ্ঞানী ও অজ্ঞানী) অজৌ (জন্মরহিত) ঈশ-অনীশৌ [স্তঃ] (ঈশ্বর ও শক্তিহীন জীব আছেন), ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা (ভোক্তা ও ভোগার্থ যুক্ত), অজা হি (জন্মরহিত), একা (এক প্রকৃতি আছে), হি (যেহেতু) অনন্তঃ আত্মা (অনন্ত আত্মা) বিশ্বরূপঃ (বিশ্বরূপ) অকর্তা (অকর্তা), যদা (যখন) [জ্ঞানী] (জ্ঞানী) ব্রহ্ম এতৎ ত্রয়ম্ (ব্রহ্মই এই জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর) বিন্দতে (ইহা জানেন) [তদা সঃ মুচ্যতে] (তখন তিনি মুক্ত হন)।

সরলার্থ : [জীব ও ঈশ্বরের আরও যে বিলক্ষণ গুণ আছে তাহা দেখাইবার জন্য পূর্বে বলা হইয়াছে—ঈশ্বর যে কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্তকে ভরণ করেন তাহা নহে, অনীশ্বর জীব ভোক্তা বলিয়া আসক্তিবশতঃ সংসারে আবদ্ধ হয়। এখন বলা হইতেছে—] সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং অজ্ঞ জীব—ইহারা উভয়েই অজ (জন্মরহিত)। ঈশ্বর সকলের প্রভু, আর জীব প্রভুত্ব-শক্তিহীন। এক অজা (প্রকৃতি) ভোক্তার (জীবের) ভোগ্য সম্পাদনে নিযুক্তা অর্থাৎ জীবের ভোগের জন্য ভোগাবস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিশ্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত ও অকর্তা। যখন সাধক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ অথবা জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর—এই তিনকে ব্রহ্মভাবে লাভ করেন তখন তিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

মন্তব্য : দ্বৌ অজৌ—উভয়েই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, কেননা অবিকৃত ব্রহ্মই জীব ও ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন (শ) ॥ অজা হি একা—জগৎ-প্রসবিনী অজা, জন্মরহিত প্রকৃতি প্রমাণসিদ্ধ (শ) ॥ ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা—উপরোক্ত অজা নিজেরই বিকার বা পরিণামাত্মক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ সম্পাদনরূপ প্রয়োজন সাধনে ব্যাপৃত (শ)। অনন্তঃ—যেহেতু দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা আত্মার পরিচ্ছেদ বা সীমা হয় না, এজন্য তিনি অনন্ত (শ) ॥ বিশ্বরূপঃ—বিশ্ব তাঁহার রূপ বা বিকাশ, বিশ্বরূপ বলিয়াই আত্মা অনন্ত (শ) ॥ অকর্তা—যেহেতু বিশ্বরূপ আত্মা অনন্ত, সেই হেতু উহা অকর্তা অর্থাৎ সংসারসুলভ কর্তৃত্বাদি ধর্ম-রহিত (শ)।

১০. ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০

অন্বয় : ক্ষরম্ প্রধানম্ (প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি ক্ষর), হরঃ (পরমেশ্বর) অমৃতাক্ষরম্ (অমৃত ও অক্ষর), একঃ দেবঃ (সেই এক দেব) ক্ষর-আত্মানৌ ঈশতে

(প্রকৃতি ও জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন), তস্য অভিধ্যানাৎ (তাঁহার ধ্যান) যোজনাৎ (তাঁহার সহিত সংযোগ) তত্ত্বভাবাৎ (ব্রহ্মের সহিত একত্বের উপলব্ধি দ্বারা) অন্তে (অন্তকালে) ভূয়ঃ চ (নিঃশেষে) বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ (বিশ্বমায়ার অবসান হয়)।

সরলার্থ : [জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ দেখাইয়া ঐ বিভেদ-জ্ঞান হইতে অমৃতত্ব লাভ হয়—এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন প্রকৃতি ও ঈশ্বরের ভেদ এবং তাহাদের জ্ঞানে অমরত্ব লাভ তাহা দেখান হইতেছে।] প্রধান (প্রকৃতি) ক্ষরস্বভাব অর্থাৎ পরিবর্তনশীল, আর যিনি অবিদ্যা হরণ করেন সেই পরমেশ্বর অমৃত এবং অক্ষর। এক অদ্বিতীয় দেবতা ক্ষর প্রকৃতি ও জীবাত্মাকে নিয়মিত করেন। সেই দেবতার ধ্যান, তাঁহার সহিত যোগ এবং তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি করিলে অবশেষে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ জীব সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি পায়।

মন্তব্য : অমৃতাক্ষরং হরঃ—অবিদ্যা হরণ করেন বলিয়া পরমেশ্বরের নাম হর। অমৃত ও অক্ষর অমৃতাক্ষর, অমৃতময় ব্রহ্মই ঈশ্বর (শ)।

১১. জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১

অন্বয় : দেবং জ্ঞাত্বা (দেবকে জানিয়া) সর্বপাশাপহানিঃ [ভবতি] (সর্বপ্রকার অবিদ্যাদি বন্ধনের বিনাশ হয়), ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ (ঐ অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল) জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ [ভবতি] (জন্ম ও মৃত্যু নিবৃত্তি হয়), তস্য অভিধ্যানাৎ (তাঁহার একাগ্রচিত্ত ধ্যানের ফলে), দেহভেদে (দেহপাতের পর) তৃতীয়ং বিশ্বৈশ্বর্যম্ (সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যময় তৃতীয় অবস্থা) [ততঃ] আপ্তকামঃ (তারপর পূর্ণকাম হইয়া) কেবলঃ [ভবতি] (কৈবল্য লাভ করেন)।

সরলার্থ : [যাঁহারা তাঁহাকে ধ্যান করেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে জানেন—উঁহাদের পৃথক ফল এখানে দেখান হইয়াছে।] এই পরমেশ্বরকে সম্যক্ জানিতে পারিলে সাধকের সমস্ত অবিদ্যাদি বন্ধন ছিন্ন হয়। ঐ অবিদ্যা-জনিত পাঁচ প্রকার ক্লেশের[1] অবসান হইলে জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তি হয়। আর যিনি একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা করেন তিনি দেহপাতের পর উপরোক্ত দুই অবস্থার পরবর্তী সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যময় তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তারপর তিনি আপ্তকাম (পূর্ণকাম) হইয়া কৈবল্য মুক্তি লাভ করেন।

১২. এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১২

অন্বয় : এতৎ [ব্রহ্ম] (এই ব্রহ্ম) নিত্যম্ (সর্বদা) আত্মসংস্থং জ্ঞেয়ম্ (আত্মাতে স্থিত এইরূপ জানিতে হইবে) অতঃ পরম্ ন হি কিঞ্চিৎ বেদিতব্যম্ [অস্তি] (ইহার পর আর কিছুই জানিবার নাই)। ভোক্তা (জীব), ভোগ্যম্ (প্রকৃতি)

[1] অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশ।

প্রেরিতারম্ চ (এবং ঈশ্বর) এতৎ প্রোক্তম্ ত্রিবিধং সর্বম্ ব্রহ্ম (এই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সমস্তই ব্রহ্ম) মত্বা (ইহা জানিয়া) [সাধকঃ মুচ্যতে] (সাধক মুক্ত হন)।

সরলার্থ ঃ [জ্ঞানলাভ হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয় ; সুতরাং আত্মা জ্ঞেয়।] এই পরমাত্মাকে সর্বদা স্বীয় আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে। ইহার অধিক (ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ) আর কিছু জানিবার নাই।[১] ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জগৎ) ও প্রেরিতা (অন্তর্যামী ঈশ্বর)—এই তিনকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মাই এই তিন হইয়াছেন—এরূপ উপলব্ধি করিয়া সাধক মুক্ত হন।

১৩. বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধন যোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১৩

অন্বয় ঃ যথা (যেরূপ) যোনিগতস্য বহ্নেঃ মূর্তিঃ (কারণরূপ কাষ্ঠগত অগ্নির মূর্তি) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না), লিঙ্গনাশঃ ন এব চ (অথচ তাহার লিঙ্গ অর্থাৎ দাহোস্কাদি ধর্মের বিনাশ হয় না) সঃ (সেই কাষ্ঠগত অগ্নি) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ (ইন্ধনযোনি অর্থাৎ কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয়ের ঘর্ষণে চক্ষুগ্রাহ্য হয়) ; তৎ বা উভয়ং বৈ (সেই উভয় অর্থাৎ বহ্নি ও বহ্নিলিঙ্গের ন্যায়) [আত্মা] (বহ্নিস্থানীয় আত্মা) দেহে (এই দেহে) প্রণবেন (প্রণবযোগে মনন দ্বারা) [গ্রাহ্যঃ] (অনুভবযোগ্য হয়)।

সরলার্থ ঃ [অতঃপর 'ওম্' এই অক্ষর দ্বারা পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে, কারণ আত্মার অন্বেষণে ধ্যান করিতে হইলে প্রণবের অভ্যাস একান্ত আবশ্যক।] কাষ্ঠই অগ্নির উৎপত্তিস্থান, কিন্তু ঘর্ষণের পূর্বে কাঠে আগুন দেখা যায় না, কিংবা অগ্নির সূক্ষ্মরূপও (দাহোস্কাদি) বিনষ্ট হয় না, কেননা সেই অগ্নিই আবার উৎপাদক কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ঘর্ষণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঠিক এই প্রকারে আগুন ও উহার ধর্মের ন্যায় আত্মাকে প্রণব দ্বারা মনন করিলে উহা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে।

১৪. স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ স্বদেহম্ (নিজের দেহকে) অরণিং (নিম্ন অরণি) প্রণবং চ উত্তরারণিং কৃত্বা (প্রণবকে উত্তর অরণি করিয়া) ধ্যান-নির্মথন-অভ্যাসাৎ (ধ্যানরূপ মথনের অভ্যাস দ্বারা) দেবং নিগূঢ়বৎ পশ্যেৎ (পরমাত্মাকে প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় দর্শন করিবে)।

সরলার্থ ঃ সাধক নিজের দেহকে নিম্ন অরণি (নীচের কাষ্ঠখণ্ড) এবং প্রণবকে (ওঙ্কারকে) ঊর্ধ্ব অরণি (উপরের কাষ্ঠখণ্ড) রূপে গ্রহণ করিয়া পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ মথনের (মনন) সাহায্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় দেখিতে পাইবেন।[২]

১৫. তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১৫

অন্বয় ঃ তিলেষু তৈলম্ (যেমন তিলে তৈল), দধিনি সর্পিঃ (দধিতে ঘৃত)

[১] প্রশ্ন, উপঃ ৬।৭ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। [২] মুণ্ডক, ২।২।৩-৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্রোতঃসু আপঃ (নদীগর্ভে জল) অরণীষু চ অগ্নিঃ ইব (কাঠের মধ্যে যেমন আগুন পাওয়া যায়) এবম্ (এই প্রকারে) যঃ সত্যেন তপসা এনম্ অনুপশ্যতি (যিনি সত্য ও ইন্দ্রিয়মনের একাগ্রতারূপ তপস্যা দ্বারা ইঁহার অন্বেষণ করেন), [তেন] অসৌ আত্মা আত্মনি গৃহ্যতে (তাঁহার দ্বারা এই আত্মা আত্মাতেই গৃহীত হন)।

সরলার্থ ঃ [প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থ দৃঢ় করিবার নিমিত্ত আরো দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইতেছে।] যেমন, (পেষণ দ্বারা) তিলে তৈল, (মথন দ্বারা) দধিতে ঘৃত, (খনন দ্বারা) নদীগর্ভে জল, (ঘর্ষণ দ্বারা) কাঠের মধ্যে আগুন পাওয়া যায়, সেইরূপ যিনি সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যার সহিত পরমেশ্বরকে ধ্যান করেন তিনি নিজের আত্মাতেই এই পরমাত্মাকে লাভ করেন অর্থাৎ আত্মস্বরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করেন।

১৬. সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্ ইতি ॥ ১৬

অন্বয় ঃ ক্ষীরে (দুগ্ধে) অর্পিতম্ সর্পিঃ ইব (নিহিত ঘৃতের ন্যায়) সর্ব-ব্যাপিনম্ আত্মানম্ (সর্বব্যাপী আত্মাকে) আত্মবিদ্যাতপোমূলম্ (আত্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা লভ্য), উপনিষৎপরম্ (উপনিষদে শ্রেষ্ঠরূপে উপদিষ্ট) তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্মকে) [যঃ সত্যেন তপসা অনুপশ্যতি তেন আত্মনি গৃহ্যতে] (যিনি সত্য ও তপস্যা দ্বারা অনুসন্ধান করেন তিনি নিজ আত্মাতে তাঁহাকে দর্শন করেন)।

সরলার্থ ঃ [কি প্রকারে আত্মাকে লাভ করা যায় ?] যেমন দুগ্ধে ঘৃত সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ আত্মা সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। আত্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারাই এই আত্মাকে লাভ করা যায়। এই পরমাত্মাই (ব্রহ্ম) উপনিষদের পরম শ্রেয়োরূপে উপদিষ্ট। এই পরমাত্মাকে যিনি সত্য ও তপস্যা দ্বারা ধ্যান করেন তিনি স্বীয় আত্মাতেই তাঁহাকে দর্শন করেন।

মন্তব্য ঃ সর্বব্যাপিনম্—প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ অর্থাৎ স্থূলভূত পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত। আত্মবিদ্যা-তপোমূলম্—আত্মবিদ্যা ও তপস্যার মূল [কারণ] অথবা আত্মবিদ্যা ও তপস্যা যে আত্মার লাভের হেতু ॥ ব্রহ্মোপ-নিষৎপরম্—সত্যাদি সাধনযুক্ত পুরুষ এই সর্বব্যাপী আত্মাকে দুগ্ধে নিহিত ঘৃতের ন্যায় আত্মবিদ্যা ও তপস্যার কারণ ব্রহ্মোপনিষৎপর সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ব্রহ্মদ্রষ্টা ব্যক্তিই সর্বগত ব্রহ্মকে আত্মভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, অসত্যাদি যুক্ত অন্নময়াদি-পরিচ্ছিন্ন দেহে আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাতে সমর্থ হয় না। এখানে অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি হইয়াছে (শ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৭. যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ তত্ত্বায় (তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত) সবিতা (সূর্য) প্রথমং (প্রথমে) মনঃ ধিয়ঃ (আমার মন ও বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে) যুঞ্জানঃ (পরমাত্মায় যুক্ত করিয়া) অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য (অগ্নির জ্যোতি সংগ্রহ করিয়া) পৃথিব্যাঃ অধি আভরৎ (পৃথিবীর পরিণামভূত এই শরীরে আনয়ন করুন)।

সরলার্থ ঃ [পরমাত্মাদর্শনের উপায়স্বরূপ পূর্বে যে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে এখন সেই ধ্যানের উপযোগী সাধনসমূহ দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই ধ্যানসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যোগী প্রথমেই সূর্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।] তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সূর্য প্রথমে আমার মন ও বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমাত্মাতে সংযুক্ত করুন। তারপর অগ্নি ও অন্যান্য দেবতার সর্ববস্তু-প্রকাশের যে শক্তি তাহা আমার শরীরে সঞ্চারিত করিয়া আমাকে ব্রহ্মদর্শন লাভের যোগ্য করুন।

মন্তব্য ঃ অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য—অগ্নির জ্যোতিঃপ্রকাশ দেখিয়া, অগ্নি ও তদধিষ্ঠিত জ্ঞান অবগত হইয়া (শ) ॥ আভরৎ—আহরণ করুন। ইহার অর্থ হইল আমি জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এখন আমার মন বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মায় যুক্ত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের অনুগ্রাহক অগ্নি প্রভৃতি দেবতার যে সর্ববস্তু প্রকাশের ক্ষমতা আছে সেই সমস্ত শক্তি সূর্যদেব আমার বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে সন্নিবেশিত করুন। তাঁহার প্রসাদে আমি যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারিব (শ)।

১৮. যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২

অন্বয় ঃ বয়ম্ (আমরা) যুক্তেন মনসা (পরমাত্মায় সংযুক্ত মন দ্বারা) দেবস্য সবিতুঃ সবে (সূর্যদেবের অনুমতিক্রমে) সুবর্গেয়ায় (স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত ধ্যান-ক্রিয়ায়) শক্ত্যা [যতামহে] (যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি)।

সরলার্থ ঃ আমরা প্রকাশমান সূর্যদেবের অনুগ্রহে পরমাত্মায় যুক্ত মনের সাহায্যে স্বর্গপ্রাপ্তির (পরমাত্মা লাভের) উদ্দেশ্যে ধ্যান-কার্যে যথাশক্তি যত্নবান হইতেছি।

মন্তব্য ঃ সুবর্গেয়ায়—'সুবর্গ' শব্দের অর্থ স্বর্গ, এখানে পরমাত্মা, কারণ ইহা পরমাত্মা-প্রকরণে পঠিত ; পরমাত্মাই প্রকৃত সুখ, অন্যান্য সুখ উহারই অংশমাত্র (শ)।

১৯. যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সবিতা (সূর্য) মনসা যুক্ত্বায় (মনকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া)

সুবঃ যতঃ (পরমাত্মাভিগামী) তান্ দেবান্ (মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে) ধিয়া (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা) দিবম্ বৃহৎ জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ (জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে অনুভব-সমর্থ) প্রসুবাতি (করুন)।

সরলার্থ ঃ সূর্যদেব আমার মনকে পরমাত্মায় যুক্ত করুন। তিনি যেন পরমাত্মার অভিমুখী ইন্দ্রিয়গণকে বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে প্রকাশময় আত্মার উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করেন।

২০. যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ বিপ্রাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ) মনঃ যুঞ্জতে (মনকে যুক্ত করেন) উত ধিয়ঃ যুঞ্জতে (অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মাতে যুক্ত করেন) [তৈঃ] (তাঁহাদের দ্বারা) বিপ্রস্য বৃহতঃ বিপশ্চিতঃ দেবস্য সবিতুঃ (জ্ঞানবান, মহৎ ও সর্বজ্ঞ সূর্যদেবের) ইৎ (এই প্রকারে) মহী পরিষ্টুতিঃ [কর্তব্যা] (মহা প্রশংসা কর্তব্য), বয়ুনাবিৎ একঃ (প্রজ্ঞাবিৎ এক সবিতা) হোত্রাঃ বিদধে (ক্রিয়াসমূহের বিধান করিয়াছেন)।

সরলার্থ ঃ [যে সূর্যদেব এই প্রকার অনুগ্রহ করেন বিশেষভাবে তাঁহার স্তুতি করা কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—] যে সকল ব্রাহ্মণ মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মাতে যুক্ত করেন তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানবান, মহান ও সর্বব্যাপী সূর্য-দেবের বিশেষভাবে স্তব করা আবশ্যক। এই সূর্যদেবই সর্বজ্ঞ, সর্বসাক্ষী এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রবর্তক (বিধাতা)।

মন্তব্য ঃ হোত্রা বিদধে—সর্বজ্ঞানের সাক্ষীরূপ এক সূর্যদেব হোমাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন (শ) ॥ বয়ুনাবিৎ—প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞতাহেতু সাক্ষীভূত এবং অদ্বিতীয় (শ)।

২১. যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ বাম্ (ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠিত দেবতাগণ তোমাদিগকে) নমোভিঃ (নমস্কারাদি দ্বারা) পূর্ব্যং ব্রহ্ম যুজে (শাশ্বত ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করিতেছি), সূরেঃ পথি এব বিশ্লোকঃ এতু (সাধুগণের পথে আমার স্তুতিগান বিস্তৃত হউক)। অমৃতস্য বিশ্বে পুত্রাঃ (হে অমৃতের পুত্রগণ), যে দিব্যানি ধামানি আতস্থুঃ (যাঁহারা দিব্যধামে আছেন) শৃণ্বন্তু (আপনারা শ্রবণ করুন)।

সরলার্থ ঃ হে ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠিত দেবতাগণ, তোমাদিগকে আমি নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ চিত্ত-প্রণিধানাদি দ্বারা চিরন্তন ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত করিতেছি। আমার এই স্তুতিগান সাধুলোকদের পথে বিবিধভাবে বিস্তারলাভ করুক। যাঁহারা দিব্যস্থান অধিকার করিয়া আছেন সেই বিশ্বদেবগণ, আপনারা শ্রবণ করুন।

২২. অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ যত্র অগ্নিঃ অভিমথ্যতে (যে যজ্ঞকার্যে অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়) যত্র বায়ুঃ অধিরুধ্যতে (যেখানে বায়ুঃ নিরুদ্ধ হয়), যত্র সোমঃ

অতিরিচ্যতে (যেস্থলে যজ্ঞীয় সোমরস অধিকমাত্রায় হয়), তত্র মনঃ সঞ্জায়তে (তথায় মন ধাবিত হয়)।

সরলার্থ : [এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'যুঞ্জানঃ প্রথমং মনঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সূর্যদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু যিনি প্রার্থনা না করিয়া এবং তাঁহাদ্বারা অনুজ্ঞাত না হইয়া যোগে প্রবৃত্ত হন তিনি ভোগের নিমিত্তই কর্ম করেন।] যাহাতে কাষ্ঠখণ্ডের ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, যাহাতে প্রাণায়ামাদি কার্য দ্বারা শরীরে বায়ু রুদ্ধ হয় (অথবা অগ্নি প্রজ্বলনার্থ অগ্নিকুণ্ডে বায়ু আবদ্ধ করা হয়), যাহাতে দশাপবিত্র নামক সোমরস-পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উছলিয়া পড়ে (অর্থাৎ বহু পরিমাণ সোমরস সংগৃহীত হয়) সেই প্রকারের যজ্ঞাদিতে উপরোক্ত জ্ঞানযোগে অপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মে। অর্থাৎ তাহার মন যোগে নিরত না হইয়া কর্মানুষ্ঠানের দিকেই ধাবিত হয়।

২৩. সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্তমক্ষিপৎ ॥ ৭

অন্বয় : প্রসবেন সবিত্রা (সূর্যের প্রসাদে) [সাধকঃ] পূর্ব্যম্ ব্রহ্ম জুষেত (সাধক চিরন্তন ব্রহ্মের উপাসনা বা সেবা করিবেন), তত্র (সেই ব্রহ্মে) যোনিং কৃণবসে (নিষ্ঠা বা আশ্রয় করিবেন), [এবং কুর্বতঃ] (এই প্রকার করিলে) তে পূর্তম্ (স্মৃতি বিহিত কূপ-খননাদি কর্মসকল) ন হি অক্ষিপৎ (তোমার বচনের কারণ হইবে না)।

সরলার্থ : [সূর্যদেবের অনুজ্ঞা না লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হইলে সেই যোগপ্রবৃত্ত পুরুষের ভোগজনক কর্মেই প্রবৃত্তি জন্মে। সেইহেতু] যোগী জগৎ-স্রষ্টা সূর্যের প্রসাদে চিরন্তন ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন এবং সেই ব্রহ্মে সমাধি লাভ করিবেন। এরূপ করিলে তোমার পূর্তাদি কর্মসকল (ফলাকাঙ্ক্ষায় কৃত কর্মসকল) তোমাকে আর বিক্ষিপ্ত করিবে না অর্থাৎ উহারা তোমার সংসার-বন্ধনের কারণ হইবে না।[1]

২৪. ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮

অন্বয় : ত্রিরুন্নতম্ শরীরম্ সমং স্থাপ্য (বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক : শরীরের এই তিন অংশ সমুন্নত করিয়া ও শরীরকে সমভাব স্থাপন করিয়া), ইন্দ্রিয়াণি মনসা হৃদি সন্নিবেশ্য (ইন্দ্রিয়সমূহ মনদ্বারা হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) ব্রহ্ম-উড়ুপেন (ব্রহ্মরূপ ভেলা দ্বারা) সর্বাণি ভয়াবহানি স্রোতাংসি (ভয়াবহ স্রোতরাশি) প্রতরেত (উত্তীর্ণ হন)।

সরলার্থ : [পূর্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে সমাধি করিতে হইবে। কি প্রকারে করিতে হইবে এখানে তাহাই বলা হইয়াছে।] বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক—শরীরের এই তিন অংশ সমুন্নত করিয়া, শরীরকে সমভাবে স্থাপন করিয়া, ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের সাহায্যে হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রণবরূপ ভেলাদ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি ভয়াবহ সংসার-স্রোত অতিক্রম করিবেন।[2]

---

[1] গীতা, ৯।২৭ ও ৯।২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। [2] গীতা, ৬।১৩-১৫ শ্লোক।

২৫. প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯

অন্বয় : ইহ (এই যোগানুষ্ঠানে) সংযুক্তচেষ্টঃ (চেষ্টাযুক্ত হইয়া) প্রাণান্ প্রপীড্য (প্রাণবায়ুকে সংযুক্ত করিয়া) প্রাণে ক্ষীণে (প্রাণ অর্থাৎ মন দুর্বল হইলে) নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত (নাসিকার দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিবে)। বিদ্বান্ (জ্ঞানী) অপ্রমত্তঃ (প্রণিহিতচিত্ত হইয়া) দুষ্টাশ্বযুক্তম্ বাহম্ ইব (দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের ন্যায়) এনম্ মনঃ ধারয়েত (এই মনকে সংযত করিবেন)।

সরলার্থ : এই যোগসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রাণবায়ুকে সংযত করিয়া (পূরক ও কুম্ভক অবলম্বনে প্রাণায়াম করিয়া) ও শরীরকে স্থিরভাবাপন্ন করিয়া অবস্থান করিবেন এবং শক্তিহানিবশতঃ প্রাণের (মনের) শক্তি ক্ষীণ হইলে নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিবেন। এই প্রকারে জ্ঞানী ব্যক্তি দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের সারথির ন্যায় চঞ্চল মনকে সর্বদা সংযত করিবেন অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে মন স্থির রাখিবেন।[1]

২৬. সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০

অন্বয় : সমে (সমতল) শুচৌ (পবিত্র) শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জিতে (ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি ও বালুকা বর্জিত) শব্দ-জল-আশ্রয়াদিভিঃ মনঃ অনুকূলে (শব্দ, জল, আশ্রয় প্রভৃতি দ্বারা মনের অনুকূল) ন তু চক্ষুঃপীড়নে (চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে এইরূপ) গুহা-নিবাত-আশ্রয়ণে (বায়ু-সঞ্চালনশূন্য গুহাতে) [স্থিত্বা] (থাকিয়া) প্রযোজয়েৎ (যোগ অভ্যাস করিবে)।

সরলার্থ : যে স্থান সমতল ও পবিত্র, যেখানে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি বা বালুকা নাই, যে স্থান মধুর শব্দ, জল ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম এবং চক্ষুর স্নিগ্ধকর—এইরূপ বায়ুবেগশূন্য গুহা প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া মনকে পরমাত্মায় সমাহিত করিবে।[2]

২৭. নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১

অন্বয় : নীহার-ধূমার্কানিলানলানাম্ (তুষার, ধূম, সূর্য, বায়ু ও অগ্নি) খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্ (খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র) এতানি রূপাণি (এই সকল রূপ) যোগে (যোগাভ্যাস-কালে) ব্রহ্মণি অভিব্যক্তিকরাণি (ব্রহ্মের প্রকাশ-কারীরূপে) পুরঃসরাণি [ভবন্তি] (অগ্রবর্তী হয়)।

সরলার্থ : [এখন যোগাভ্যাসরত পুরুষের যোগাভিব্যক্তির চিহ্নসকলের কথা বলা হইতেছে।] যোগসাধন-কালে নীহার (তুষার), ধূম, সূর্য, বায়ু, অগ্নি এবং খদ্যোত (জোনাকি পোকা), বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র—এই সমুদয়ের রূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্বে নিমিত্তস্বরূপ প্রথমে আবির্ভূত হয়।

মন্তব্য : নীহার-ধূমার্কানিলানলানাম্—নীহার [তুষারের ন্যায় শান্ত চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয়] ধূম [ধূমের ন্যায় চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্তি হয়] অর্ক [সূর্যের ন্যায়] অনিল

---

[1] কঠ, ১।৩।৬ শ্লোক। [2] গীতা ৬।১১-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[বায়ুর ন্যায়] অনল [তারপর অগ্নির ন্যায় দীপ্ত হয়]। (শ) ॥ খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্—কখনও বা আকাশমণ্ডল জোনাকি পোকা দ্বারা শোভিত দেখা যায়, কখনও বা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়। কখনও বা স্ফটিকময় আকৃতি, কখনও আবার পূর্ণ চন্দ্রের মত দেখায়] (শ)।

২৮. পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ ১২

অন্বয় ঃ পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ-অনিলখে সমুত্থিতে (মৃত্তিকা, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ অভিব্যক্ত হইলে) পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে (পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশিত হইলে) যোগাগ্নিময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য তস্য [সাধকস্য] (যোগাগ্নিময় শরীরপ্রাপ্ত সেই সাধকের) রোগঃ ন জরা ন মৃত্যুঃ ন [ভবতি] (রোগ, জরা ও মৃত্যুভয় থাকে না)।

সরলার্থ ঃ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত সমুত্থিত হইলে অর্থাৎ ধ্যানবলে নিজ নিজ কারণে বিলীন হইলে এবং উহাদের গুণসমূহ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ যখন যোগীর নিকট প্রকাশিত হয়, তখন সেই যোগী যোগাগ্নি-পূত বিমল দেহ লাভ করিয়া রোগ, জরা ও মৃত্যু জয় করেন অর্থাৎ তিনি ইচ্ছামৃত্যু হন।

২৯. লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩

অন্বয় ঃ লঘুত্বম্-আরোগ্যম্-অলোলুপত্বম্ (শরীরের লঘুতা, রোগহীনতা ও লোভশূন্যতা), বর্ণ-প্রসাদঃ স্বর-সৌষ্ঠবং চ (উজ্জ্বল বর্ণ, মধুর স্বর), শুভঃ গন্ধঃ (সুগন্ধ), অল্পং মূত্র-পুরীষম্ (মল ও মূত্রের অল্পতা), [ইমাম্] প্রথমাং যোগপ্রবৃত্তিম্ (এই সকলকে যোগের প্রথম সিদ্ধি) [যোগিনঃ] বদন্তি (যোগিগণ বলিয়া থাকেন)।

সরলার্থ ঃ [যোগসিদ্ধির প্রথম অবস্থার কথা বলা হইয়াছে।] শরীরের লঘুতা, নীরোগ অবস্থা, লোভের নিবৃত্তি, উজ্জ্বল কান্তি, স্বরের মাধুর্য, দেহের সুগন্ধ, মলমূত্রের অল্পতা—এই সকলকে যোগিগণ যোগের প্রথম সিদ্ধি বলিয়া থাকেন।

৩০. যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ যথা (যেরূপ) মৃদয়া উপলিপ্তম্ (মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত) বিম্বম্ (ধাতুখণ্ড) সুধান্তং [সৎ] (উত্তমরূপে ধৌত হইয়া) তৎ তেজোময়ং ভ্রাজতে (তাহা পুনরায় উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পায়), তৎ বা (সেইরূপ) আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য (আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া) একঃ দেহী (একমাত্র দেহী) কৃতার্থঃ বীতশোকঃ ভবতে (কৃতার্থ এবং বিগতশোক হন)।

সরলার্থ ঃ যেমন মৃত্তিকা-লিপ্ত, মলিন স্বর্ণ বা রৌপ্যখণ্ড উত্তমরূপে ধৌত হইলে পুনরায় উজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ মলিনচিত্ত জীব যোগাদি দ্বারা নির্মলচিত্ত হইলে সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সর্বদুঃখমুক্ত এবং কৃতার্থ হন।

৩১. যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ যদা তু (যখন) যুক্তঃ (যোগযুক্ত ব্যক্তি) ইহ (এইখানে) দীপোপমেন আত্মতত্ত্বেন (দীপের ন্যায় প্রকাশস্বভাব আত্মতত্ত্ব দ্বারা) ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ (ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন) তদা (তখন) [তিনি] অজং ধ্রুবম্ (জন্মরহিত এবং ধ্রুব) সর্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধম্ (সর্ববিষয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট) দেবং জ্ঞাত্বা (ঈশ্বরকে জানিয়া) সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন)।

সরলার্থ ঃ যখন যোগী সাধক দীপের ন্যায় প্রকাশমান স্বীয় আত্মাদ্বারা ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন তিনি জন্মরহিত, অবিকারী, অবিদ্যা-রহিত, জ্যোতির্ময় সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

৩২. এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ এষঃ হ দেবঃ (এই দেবই) প্রদিশঃ (পূর্ব প্রভৃতি দিক্‌সমূহ) অনু সর্বাঃ (অগ্ন্যাদি অবান্তর দিক্‌সকল), সঃ হ (তিনিই) পূর্বঃ জাতঃ (প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হন), সঃ উ গর্ভে অন্তঃ (তিনিই গর্ভের অন্তরে বর্তমান), সঃ এব জাতঃ (তিনিই জন্মিয়াছেন), [সঃ] জনিষ্যমাণঃ (তিনিই জন্মিবেন) [সঃ] (তিনি) সর্বতোমুখঃ [সন্] (সকল প্রাণীর মুখ যাঁহার মুখ অথবা সকল প্রাণীর অভিমুখে মুখ যাঁহার সেরূপ হইয়া) জনান্ প্রত্যক্ তিষ্ঠতি (সর্বজনের অন্তরে বর্তমান আছেন)।

সরলার্থ ঃ [পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানিবে। এখন কি প্রকারে তাহা সম্ভব তাহাই বলা হইয়াছে।] এই পরম দেবতাই পূর্বাদি সমস্ত দিক ও অগ্নিকোণ প্রভৃতি অবান্তর দিকসকল ব্যাপিয়া আছেন ; তিনিই সকলের পূর্বে আবির্ভূত হন। তিনিই গর্ভের অভ্যন্তরে বর্তমান, তিনিই শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরেও তিনিই জন্মিবেন। তিনিই সর্বোতমুখ হইয়া সকলের অভ্যন্তরে বাস করেন।

৩৩. যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭

অন্বয় ঃ যঃ (যে) দেবঃ (প্রকাশস্বভাব পরমাত্মা) অগ্নৌ (অগ্নিতে) যঃ (যিনি) অপ্সু (জলে), যঃ (যিনি) ওষধীষু (তৃণ-লতাদিতে), যঃ (যিনি) বনস্পতিষু (অশ্বত্থাদি বৃক্ষে), যঃ (যিনি) বিশ্বং (সমস্ত) ভুবনম্ (জগতে) আবিবেশ (অনুপ্রবিষ্ট) তস্মৈ দেবায় (সেই বিশ্বাত্মা, জগতের মূলকারণ পরমেশ্বরকে) নমঃ নমঃ (পুনঃপুনঃ নমস্কার)।

সরলার্থ ঃ যোগ যেমন পরমাত্মার দর্শনের সাধন বা উপায়, নমস্কারাদিও অনুরূপ বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার জানাই। তিনি কিরূপ ? তিনি দেব অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব পরমাত্মা। তিনি কোথায় ? তিনি আছেন অগ্নিতে, জলে, তৃণ-লতাদিতে, অশ্বত্থাদি বৃক্ষে, তিনি এই বিশ্বভুবনে অন্তর্যামীরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩৪. য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ সর্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১

অন্বয় ঃ একঃ (পরমাত্মা) যঃ জালবান্ (যে এক মায়াবী) ঈশনীভিঃ ঈশতে (স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা শাসন করেন) সর্বান্ লোকান্ (সমস্ত লোক) ঈশনীভিঃ ঈশতে (নিজ শক্তিসমুদয় দ্বারা শাসন করেন), যঃ (যিনি) উদ্ভবে সম্ভবে চ (সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির) একঃ এব (একমাত্র হেতু) যে এতৎ বিদুঃ (যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ ঃ যে এক অদ্বিতীয় (মায়াবী) পরমেশ্বর তাঁহার ঐশী শক্তিসমূহ দ্বারা শাসন করেন, যিনি স্বীয় ঐশ্বরিক শক্তি-প্রভাবে সমস্ত লোক নিয়ন্ত্রিত করেন, যিনি আত্মপ্রকাশে ও ঐশ্বর্যপ্রকাশে একই থাকেন, তাঁহার তত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহারাই অমর হন।

মন্তব্য ঃ জালবান্—'জাল' শব্দের অর্থ মায়া, কারণ মায়া অতিক্রম করা কঠিন। জাল আছে ইহার ইতি জালবান্ [মায়াবী] (শ) ॥ উদ্ভবে—বিভূতিযোগে অর্থাৎ ঐশ্বর্যলাভে (শ) ; বিভূতিবিস্তারে (উ) ॥ সম্ভবে—প্রাদুর্ভাবে অর্থাৎ উৎপত্তিতে (শ) ; আত্মপ্রকাশে (উ)।

৩৫. একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ হি (যেহেতু) রুদ্রঃ একঃ (রুদ্র একমাত্র) [ব্রহ্মবিদঃ] দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ (সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণ দ্বিতীয় অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না)। যঃ (যিনি) ইমান্ লোকান্ (এই লোকসমূহ) ঈশনীভিঃ ঈশতে (স্বীয় ঐশী শক্তি দ্বারা নিয়মিত করেন) সঃ প্রত্যক্ জনান্ তিষ্ঠতি (তিনিই জীবসমূহের অন্তরে আছেন), [সঃ] বিশ্বাঃ ভুবনানি সংসৃজ্য গোপাঃ (তিনি বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়া পালন করেন), অন্তকালে সঙ্কুকোপ (এবং প্রলয়কালে সংহার করেন)।

সরলার্থ ঃ যেহেতু একমাত্র রুদ্রই বর্তমান, সেই কারণে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দ্বিতীয় আর কোনও বস্তুর অপেক্ষায় থাকেন না। যে রুদ্র নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই সমুদয় লোক শাসন করেন, তিনিই প্রত্যেক জীবের অন্তরে অবস্থিত। তিনি এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন এবং প্রলয়কালে উহার সংহার করেন।

৩৬. বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ বিশ্বতঃ চক্ষুঃ (সমস্ত প্রাণীর চক্ষুই যাঁহার চক্ষু) উত (এবং) বিশ্বতঃ মুখঃ (সমস্ত প্রাণীর মুখই যাঁহার মুখ), বিশ্বতঃ বাহুঃ (সমস্ত প্রাণীর হাতই যাঁহার হাত), বিশ্বতঃ পাৎ (সমস্ত প্রাণীর পা-ই যাঁহার পা) একঃ দেবঃ (সেই এক দেবতা) দ্যাবাভূমী জনয়ন্ (আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া) বাহুভ্যাম্ [মানবান্]

(মনুষ্যদিগকে বাহুর সহিত) সম্পতত্রৈঃ [পক্ষিণঃ] (পাখীদিগকে পাখার সহিত) সংধমতি (সংযোজিত করেন)।

সরলার্থ ঃ সমস্ত প্রাণীর চক্ষুই যাঁহার চক্ষু, সমস্ত প্রাণীর মুখই যাঁহার মুখ, সমস্ত প্রাণীর হাতই যাঁহার হাত, সমস্ত প্রাণীর পা-ই যাঁহার পা—সেই দেবতাই মনুষ্যাদিতে দুই হাত এবং পক্ষিসমূহে দুই পাখা সংযোজিত করিয়া দ্যুলোক ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।

মন্তব্য ঃ সম্পতত্রৈঃ—পতন হইতে ত্রাণ করে যাহা অর্থাৎ পাখা অথবা পা (শ)।

৩৭. যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪

অন্বয় ঃ যঃ দেবানাম্ প্রভবঃ উদ্ভবঃ চ (যিনি দেবতাদের জন্ম ও ঐশ্বর্য লাভের হেতু), [যঃ] বিশ্বাধিপঃ রুদ্রঃ (যিনি বিশ্বের পালয়িতা রুদ্র) মহর্ষিঃ (সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী), পূর্বম্ (সৃষ্টির আদিতে) হিরণ্যগর্ভম্ জনয়ামাস (হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন) সঃ (সেই রুদ্র) নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু (আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত যুক্ত করুন)।

সরলার্থ ঃ যিনি দেবতাদিগের জন্ম ও ঐশ্বর্যলাভের হেতু, যিনি বিশ্বাধিপতি রুদ্র এবং সর্বদর্শী, যিনি সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে (আদি পুরুষকে) সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দিন (যাহাতে আমরা পরমপদ পাইতে পারি)।

মন্তব্য ঃ হিরণ্যগর্ভম্—হিরণ্য [হিতকর, রমণীয়, অত্যুজ্জ্বল জ্ঞান] গর্ভ [অন্তঃসার যাঁহার] সেই হিরণ্যগর্ভকে (শ) ; আদি পুরুষকে (উ)।

৩৮. যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫

অন্বয় ঃ (হে রুদ্র), গিরিশন্ত (হে গিরিশন্ত), যা তে (তোমার যে) শিবা (মঙ্গলময়, শুদ্ধা), অঘোরা (সৌম্য আনন্দদায়িনী) অপাপকাশিনী (পুণ্য-প্রকাশক) তনূঃ (শরীর, স্বরূপ) তয়া শন্তময়া তনুবা (সেই মঙ্গলদায়িনী মূর্তি দ্বারা) নঃ অভিচাকশীহি (আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর)।

সরলার্থ ঃ হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত, তোমার যে মঙ্গলময়, সৌম্য, পুণ্যব্যঞ্জক, স্বরূপ মূর্তি তাহাদ্বারা আমাদিগের দিকে তাকাও অর্থাৎ আমাদিগকে কল্যাণের পথে লইয়া চল।

মন্তব্য ঃ গিরিশন্ত—গিরিতে অবস্থিত হইয়া যিনি মঙ্গলময় সুখ বিধান করেন (শ) ॥ অভিচাকশীহি—আমাদিগকে দেখ অর্থাৎ শ্রেয়োযুক্ত কর।

৩৯. যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৬

অন্বয় ঃ গিরিশন্ত (হে গিরিশন্ত), গিরিত্র (হে গিরিরক্ষক), যাম্ ইষুম্ (যে বাণ অর্থাৎ বজ্র) অস্তবে (লোকের উপর ক্ষেপণের জন্য) [ত্বম্] (তুমি) হস্তে

বিভর্ষি (হাতে ধারণ করিতেছ) তাং শিবাং কুরু (তাহা মঙ্গলময় কর), পুরুষম্ (আমাদের কোনও লোককে) জগৎ (জগৎকে) মা হিংসীঃ (হিংসা অর্থাৎ বিনাশ করিও না)।

সরলার্থ ঃ হে গিরিশন্ত, হে গিরিরক্ষক, তুমি যে বাণ (বজ্র) নিক্ষেপের জন্য হস্তে লইয়াছ তাহা কল্যাণময় কর। আমাদের পরিবারকে এবং সমস্ত জগৎকে উহাদ্বারা বিনাশ করিও না।

৪০. ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৭

অন্বয় ঃ ততঃ পরম্ (জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ), ব্রহ্মপরম্ (কার্যব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ), বৃহন্তম্ (মহৎ), যথানিকায়ম্ (প্রতিশরীরে বর্তমান), সর্বভূতেষু গূঢ়ম্ (সর্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত), বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ (সমস্ত জগতের একমাত্র পরিবেষ্টককে) তম্ ঈশং জ্ঞাত্বা (সেই ঈশ্বরকে জানিয়া) [জীবাঃ] অমৃতাঃ ভবন্তি (জীবগণ অমৃতত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ ঃ সেই জগতের অতীত, কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্বব্যাপক, নানাপ্রকার শরীরধারী, সকল প্রাণীর অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান এবং সমগ্র জগতের পরিবেষ্টনকারী একমাত্র সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া সাধকগণ অমর হইয়া থাকেন।

মন্তব্য ঃ বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্—সমস্ত অন্তর্ভূত করিয়া নিজের আত্মা দ্বারা সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত (শ)।

৪১. বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮

অন্বয় ঃ অহম্ (আমি) তমসঃ পরস্তাৎ (অজ্ঞানের অতীত), আদিত্য-বর্ণম্ (আদিত্যবর্ণ, প্রকাশস্বরূপ) মহান্তং পুরুষম্ (মহান পুরুষকে) বেদ (জানি)। তম্ এব বিদিত্বা (তাঁহাকে জানিয়াই) [সাধকঃ] মৃত্যুম্ অতি-এতি (সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন), অয়নায় (অমৃতত্ব লাভের) অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে (অন্য পথ নাই)।

সরলার্থ ঃ মন্ত্রদর্শী ঋষি বলিতেছেন—অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ, মহান পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; পরমপদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নাই।

৪২. যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥ ৯

অন্বয় ঃ যস্মাৎ পরম্ ন অপরম্ কিম্ চিৎ অস্তি (যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছুই নাই), যস্মাৎ অণীয়ঃ ন (যাহা হইতে সূক্ষ্মতর কিছু নাই), জ্যায়ঃ ন কিঞ্চিৎ অস্তি (এবং মহত্তও আর কিছুই নাই), বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ (বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল) একঃ (যে এক দেব) দিবি তিষ্ঠতি (প্রকাশময় স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন) তেন পুরুষেণ (সেই পুরুষের দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ পূর্ণম্ (এই সমস্ত জগৎ সর্বতোভাবে পূর্ণ অর্থাৎ তিনি অন্তর্যামীরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন)।

সরলার্থ ঃ যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, যাঁহা হইতে সূক্ষ্মতর বা মহত্তর আর কিছুই নাই, যে অদ্বিতীয় দেবতা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে প্রকাশময় স্বীয় মহিমায় অবস্থিত আছেন—সেই পুরুষের দ্বারাই এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত ও পূর্ণ।

৪৩. ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১০

অন্বয় ঃ যৎ ততঃ উত্তরতরম্ (যিনি ইহার অর্থাৎ জগতের অধিকতর উত্তরবর্তী) তৎ অরূপম্ অনাময়ম্ (তিনি অরূপ এবং অনাময়)। যে এতৎ বিদুঃ (যাঁহারা ইহা জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন), অথ (কিন্তু) ইতরে দুঃখম্ এব অপিযন্তি (অন্যেরা দুঃখ প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ যিনি জগতের কারণ হিরণ্যগর্ভেরও (আদি পুরুষ) ঊর্ধ্বে, তিনি অরূপ (নিরাকার, নির্বিশেষ)। তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের অতীত। যাঁহারা তাঁহাকে এইরূপ জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব (অমরত্ব) লাভ করেন, আর যাঁহারা তাঁহাকে জানেন না তাঁহারা দুঃখই ভোগ করেন।

৪৪. সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ সঃ ভগবান্ (সেই ষড়্-ঐশ্বর্যশালী ভগবান), সর্বানন-শিরোগ্রীবঃ (সমুদয় মুখ, মস্তক ও গ্রীবা-বিশিষ্ট), সর্বভূত-গুহাশয়ঃ (সকল প্রাণীর হৃদয়-গুহাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত), সর্বব্যাপী (সর্বব্যাপী), তস্মাৎ (সেই হেতু) সর্বগতঃ শিবঃ (সর্বত্র বিরাজমান এবং মঙ্গলময়)।

সরলার্থ ঃ সকল প্রাণীর মুখ, মস্তক ও গ্রীবা তাঁহারই মুখ, মস্তক এবং গ্রীবা; তিনি সকল প্রাণীর হৃদাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত; তিনি সর্বব্যাপী ও ষড়ৈশ্বর্যাদি পূর্ণ। সেই হেতু তিনি সকল প্রাণীতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করেন।

মন্তব্য ঃ ভগবান্—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, পূর্ণ-জ্ঞান ও বৈরাগ্য ঃ এই ছয়টি ঐশ্বর্য যাঁহার আছে তিনি ভগবান (শ)।

৪৫. মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১২

অন্বয় ঃ এষঃ পুরুষঃ মহান্ প্রভুঃ বৈ (এই পুরুষ মহান প্রভু অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি ও সংহারে সমর্থ), ইমাং সুনির্মলাং প্রাপ্তিম্ সত্ত্বস্য প্রবর্তকঃ (অন্তঃকরণের প্রেরয়িতা, স্বরূপ অবস্থায় স্থিতিরূপ, বিশুদ্ধ পরমপদ প্রাপ্তির জন্য), ঈশানঃ (ইনি সকলের নিয়ন্তা ও শাসনকর্তা), অব্যয়ঃ জ্যোতিঃ (ইনি অবিনাশী ও প্রকাশস্বরূপ)।

সরলার্থ ঃ এই পরমেশ্বরই মহান, প্রভু (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে সমর্থ) এবং পুরুষ (দেহপুরে অবস্থিত বা পূর্ণস্বরূপ); সুনির্মল পরমপদ যাহা হইতে লাভ করা যায় সেই বুদ্ধিসত্ত্বকে ইনিই প্রেরণ করেন। ইনিই সকলের নিয়ন্তা, স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অবিনাশী।

৪৬. অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩

অন্বয় : অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ হৃদাকাশে অব্যক্ত) পুরুষঃ (পুরুষ) অন্তরাত্মা (অন্তঃস্থ আত্মারূপ) জনানাং হৃদয়ে (লোকসমূহের হৃদয়ে) সদা সন্নিবিষ্টঃ (সর্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন), মন্বীশঃ (জ্ঞানাধার) হৃদা (হৃদয়স্থ বোধিদ্বারা) মনসা (এবং নির্মল মনের দ্বারা) অভিক্লৃপ্তঃ (প্রকাশিত) ; যে এতৎ বিদুঃ (যাঁহারা উহা জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁহারা অমর হন) ।

সরলার্থ : তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অথচ পরিপূর্ণস্বরূপ । অন্তরাত্মারূপে সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থিত সেই জ্ঞানপুরুষ মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত হন । যাঁহারা তাঁহার এই তত্ত্ব জানেন তাঁহারা অমর হন ।[1]

মন্তব্য : অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—হৃদয়পুণ্ডরীকে আত্মার উপলব্ধি হয় । সেই স্থানটি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ ; সেই জন্য, আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে । পুরুষঃ—পূর্ণ বলিয়া অথবা হৃদয়পুরে অবস্থিত বলিয়া পুরুষ ।

৪৭. সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪

অন্বয় : পুরুষঃ (এই পুরুষ) সহস্রশীর্ষা (সহস্র অর্থাৎ অনন্ত মস্তকবিশিষ্ট) সহস্রাক্ষঃ (সহস্র অর্থাৎ অনন্ত চক্ষুবিশিষ্ট), সহস্রপাৎ (সহস্র অর্থাৎ অনন্ত পদবিশিষ্ট), সঃ (তিনি) ভূমিং (জগৎকে) বিশ্বতঃ বৃত্বা (সর্বদিকে অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত থাকিয়া) দশাঙ্গুলম্ অত্যতিষ্ঠৎ (নাভির দশাঙ্গুল উপরে হৃদয়পদ্মে অবস্থিত আছেন) ।

সরলার্থ : সেই পুরুষের (পূর্ণস্বরূপের) অসংখ্য মস্তক, চক্ষু ও পদ । তিনি সমুদয় বিশ্বকে সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া ও সমস্ত অতিক্রম করিয়া নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধ্বে হৃদয়পুণ্ডরীক আকাশে অবস্থিত আছেন । অথবা তিনি সর্বতোভাবে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া বিশ্বভুবন অতিক্রম করিয়া দশাঙ্গুলি অর্থাৎ অনন্ত অসীমে অবস্থিত ।[2]

৪৮. পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫

অন্বয় : ইদম্ (যাহা বর্তমানে আছে), যৎ ভূতম্ (যাহা হইয়াছে), যৎ চ ভব্যম্ (যাহা ভবিষ্যতে হইবে), সর্বম্ (তৎসমস্ত) পুরুষঃ এব (পুরুষই) ; উত অমৃতত্বস্য ঈশানঃ (অধিকন্তু তিনি অমৃতত্বের প্রভু), যৎ চ অন্নেন অতিরোহতি (যাহা অন্নদ্বারা বর্ধিত হয়) [তাহারও নিয়ন্তা] ।

সরলার্থ : যাহা কিছু বর্তমান, যাহা অতীত এবং যাহা ভবিষ্যৎ—এই সমস্তই পুরুষ ব্যতীত আর কিছু নয় । তিনি অমৃতের অর্থাৎ মুক্তির প্রভু এবং যাহা কিছু অন্নদ্বারা জীবনধারণ করে তাহারও বিধাতা ।

[1] কঠ, ২।৩।৯ এবং ২।৩।১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।
[2] দ্রঃ কঠ, ২।৩।১৭ এবং গীতা, ১০।৪২ শ্লোক ।

৪৯. সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬

অন্বয় : সর্বতঃ পাণিপাদম্ (সর্বত্র তাঁহার হস্ত ও পদ), সর্বতঃ অক্ষিশিরোমুখম্ (সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ), সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্বত্র শ্রুতি অর্থাৎ কর্ণ তাঁহার), লোকে সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি (তিনি জগতে সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন) ।

সরলার্থ : সকল দিকে তাঁহার হস্ত ও পদ ; সকল দিকে তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সকল প্রাণীর কর্ণও তাঁহারই, তিনি জগতে সমস্ত ব্যাপিয়া বর্তমান আছেন ।[1]

৫০. সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ ১৭

অন্বয় : সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ (সমস্ত ইন্দ্রিয়-বর্জিত হইলেও) সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসম্ (সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রকাশক), সর্বস্য (সকলের) প্রভুম্ ঈশানম্ (প্রভু ও শাসক), সর্বস্য বৃহৎ শরণম্ (সকলের মহান আশ্রয়) ।

সরলার্থ : যদিও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের গুণসমূহের প্রকাশক, কিন্তু তাঁহার নিজের কোনও ইন্দ্রিয় নাই ; তিনি সকলের প্রভু, নিয়ন্তা (শাসক) এবং সকলের মহান আশ্রয় ।

মন্তব্য : সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং—'সর্বেন্দ্রিয়' শব্দ দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত : এই সকল অন্তঃকরণকে বোঝায় ; এই সকল ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের গুণসমূহের প্রকাশক । অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের গুণ, যথা দর্শন, শ্রবণ, সংকল্প, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের দ্বারা তিনি গুণযুক্তের ন্যায় প্রতিভাত হন মাত্র । তিনি কোনও ইন্দ্রিয় বা মন-বুদ্ধির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও মনে হয় যেন তিনি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-যুক্ত (শ) ॥ সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়-রহিত, কাজেই কোনও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে তিনি ব্যাপৃত নন (শ) ।

৫১. নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮

অন্বয় : স্থাবরস্য চরস্য চ সর্বস্য লোকস্য বশী (স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত লোকের নিয়ন্তা) হংসঃ (পরমাত্মা) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বারযুক্ত দেহে) দেহী (জীবাত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া) বহিঃ লেলায়তে (বহির্দেশে গমন করেন অর্থাৎ বহির্বিষয় গ্রহণে চেষ্টা করেন) ।

সরলার্থ : স্থাবর ও জঙ্গমাদি সমস্ত লোকের নিয়ন্তা সেই পরমাত্মা নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহপুরে দেহীরূপে অবস্থিত থাকিয়া বহির্জগতের বিষয় গ্রহণ করেন ।

মন্তব্য : হংসঃ—পরমাত্মা, অবিদ্যাত্মক কার্যাবলী হনন [নষ্ট] করেন বলিয়া ইঁহার নাম হংস (শ) ॥ নবদ্বারে—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার—এই নয়টি দ্বার যাহার আছে । দেহী—বিজ্ঞানাত্মা, দেহাভিমানী জীবাত্মা (শ) ।

[1] দ্রঃ গীতা, ১৩।১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা ।

৫২. অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ সঃ (সেই পরমাত্মা) অপাণিপাদঃ (হস্ত ও পদশূন্য হইয়াও) জবনঃ গ্রহীতা (দ্রুতগামী ও গ্রহণকর্তা); অচক্ষুঃ সঃ পশ্যতি (চক্ষুবিহীন হইয়াও তিনি দর্শন করেন), অকর্ণঃ শৃণোতি (কর্ণবিহীন হইয়াও শ্রবণ করেন); সঃ বেদ্যং বেত্তি (তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন), তস্য চ বেত্তা ন অস্তি (কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহই নাই); [ব্রহ্মবাদিনঃ] তম্ অগ্র্যম্ মহান্তম্ পুরুষম্ আহুঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে প্রথম ও মহান পুরুষ বলেন)।

সরলার্থঃ [পূর্বে ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্বের কথা বলা হইয়াছে; এখন সেই নির্বিকার, আনন্দস্বরূপ, আবির্ভাব-তিরোভাব-রহিত, জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বরূপের বিষয় বলা হইতেছে।] তাঁহার হাত নাই, তথাপি তিনি সমস্ত গ্রহণ করেন অর্থাৎ সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার পা নাই অথচ তিনি দূরগামী, তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি সমস্ত দেখেন, তাঁহার কান নাই অথচ তিনি সমস্ত শোনেন; যদিও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে মহান ও আদিপুরুষ বলিয়া থাকেন।

মন্তব্যঃ গ্রহীতা—হস্ত না থাকিলেও সর্বগ্রাহী, যেহেতু সর্বশক্তিমান। পশ্যতি অচক্ষুঃ—চক্ষু না থাকিলেও সমস্ত দেখেন, জ্ঞানস্বরূপত্ব-হেতু (শ)॥ বেত্তি বেদ্যম্—সর্বজ্ঞ বলিয়া মন না থাকিলেও সমস্ত জানেন অর্থাৎ মনহীন হইয়া সর্বজ্ঞতাবশতঃ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন (শ)॥ অগ্র্যম্—সকলের কারণ বলিয়া প্রথম বা আদি (শ)।

৫৩. অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ অণোঃ অণীয়ান্ (অণু হইতেও অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর) মহতঃ মহীয়ান্ (মহান আকাশ প্রভৃতি হইতেও মহান) আত্মা (এই আত্মা) অস্য জন্তোঃ গুহায়াম্ নিহিতঃ (প্রাণিগণের বুদ্ধিরূপ গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত); [সাধকঃ] ধাতুঃ প্রসাদাৎ (সাধক পরমেশ্বরের প্রসাদে) তম্ অক্রতুম্ ঈশম্ (সেই সর্বকাম-বর্জিত ঈশ্বরকে) মহিমানম্ (এবং তাঁহার মহিমা) পশ্যতি (দেখেন), বীতশোকঃ [ভবতি] (দেখিয়া বিগতশোক হন)।

সরলার্থঃ এই পরমাত্মা সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর আবার মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি জীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সাধক সেই সর্বসংকল্প-বর্জিত ঈশ্বর ও তাঁহার মহিমা দেখিতে পাইয়া সকল দুঃখ জয় করেন।[১]

মন্তব্যঃ পশ্যতি—দেখেন অর্থাৎ 'আমিই তিনি' এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। তিনি কাহার সাহায্যে দেখেন? সেইজন্য পরে বলা হইল, ধাতুঃ প্রসাদাৎ—ঈশ্বরের প্রসাদে; অনুগ্রহবশতঃ পরমেশ্বর প্রসন্ন হইলে পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ জানা যায় (শ)। অথবা ধাতুসকলের [ইন্দ্রিয়ের] প্রসাদহেতু [বিষয়-দোষ

১ কঠ, ১।২।২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দর্শন-জনিত মালিন্য দূর হওয়াতে], তাহা না হইলে কামনা-বাসনাময় প্রাকৃত পুরুষের পক্ষে আত্মার জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য নয় (উ)।

৫৪. বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ অহম্ (আমি) অজরম্ (জরারহিত), পুরাণম্ (শাশ্বত), সর্বাত্মানম্ (সকলের আত্মাস্বরূপ), বিভুত্বাৎ সর্বগতম্ (আকাশের ন্যায় ব্যাপকত্ব-হেতু সর্বগত) এতম্ (এই আত্মাকে) বেদ (জানি); ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) যস্য জন্মনিরোধং প্রবদন্তি (যাঁহার জ্ঞানকে জন্মনিবৃত্তির কারণ বলেন) [যং চ] নিত্যম অভিবদন্তি (এবং যাঁহাকে সর্বদা অভিবাদন করেন)

সরলার্থঃ [পূর্বোক্ত বিষয়ের সমর্থনের জন্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তাঁহার নিজের অনুভূতির কথা বলিতেছেন।] এই পরমাত্মা জরাবিহীন এবং চিরস্থায়ী, ইনি সকলের আত্মা এবং সর্বব্যাপী বলিয়া সমস্ত জীবে অনুপ্রবিষ্ট; এই পরমাত্মাকে আমি জানি। ব্রহ্মবাদিগণ এই আত্মার জ্ঞানকেই জন্মনিবৃত্তির কারণ বলিয়া থাকেন এবং নিত্য, শাশ্বত বলিয়া ইঁহাকে অভিবাদন করেন।

মন্তব্যঃ বেদ—আমি জানি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ-হেতু জানি ॥ অজরম্—বিপরিণাম-ধর্ম-বর্জিত ॥ সর্বাত্মানম্—সকলের আত্মারূপে অবস্থিত ॥ সর্বগতম্—আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিয়া সর্বগত [সর্বত্র বর্তমান] ॥ জন্মনিরোধম্—উৎপত্তির অভাব অথবা জন্ম-নিবৃত্তির হেতু। [নিত্যং] ॥ প্রবদন্তি—ব্রহ্মবাদীরা সর্বদা বলিয়া থাকেন। নিত্যম্ অভিবদন্তি—সর্বদা অভিবাদন [নমস্কারাদি] করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

৫৫. য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১

অন্বয়ঃ যঃ এক অবর্ণঃ (এক এবং বর্ণরহিত) নিহিতার্থঃ [ব্রহ্ম] (প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরমাত্মা) আদৌ (প্রথমে) বহুধা শক্তিযোগাৎ (বিবিধ শক্তিযোগে) অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি (বহু রূপাদি বিষয়ের বিধান করেন), অন্তে চ (লয়কালে ও সৃষ্টিকালে) [যস্মিন্] (যাহাতে) বিশ্বং বি-এতি (এই বিশ্বের লয় হয়); সঃ দেবঃ (সেই প্রকাশস্বভাব দেব) সঃ (তিনি) নঃ (আমাদিগকে) শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু (শুভবুদ্ধি যুক্ত করুন) ।

সরলার্থঃ এই প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় অদ্বিতীয় পুরুষের বিশেষ কোন রূপ নাই । তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে নানাবিধ শক্তিযোগে বিভিন্ন প্রকার রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন ; আবার লয়কালে তাঁহাতেই এই সমস্ত বিলীন হইবে । তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন ।

মন্তব্যঃ অবর্ণঃ—জাতি প্রভৃতি রহিত, নির্বিশেষ (শ) ; ভেদসাধক বর্ণরহিত (উ) ॥ নিহিতার্থঃ—কোন প্রয়োজন গ্রহণ না করিয়া স্বার্থ-নিরপেক্ষভাবে (শ) ; নিগূঢ় প্রয়োজনে (উ) ।

৫৬. তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ তৎ এব অগ্নিঃ (তিনিই অগ্নি), তৎ আদিত্যঃ (তিনিই সূর্য), তৎ বায়ুঃ (তিনিই বায়ু), তৎ উ চন্দ্রমাঃ (তিনিই চন্দ্র), তৎ আপঃ (তিনি জলরাশি), তৎ এব শুক্রম্ (তিনিই জ্যোতির্ময়), তৎ ব্রহ্ম (তিনিই অপর-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ), প্রজাপতিঃ (তিনিই বিরাট্ আত্মা) ।

সরলার্থঃ [যেহেতু তিনিই স্রষ্টা এবং তাঁহাতেই লয়, সুতরাং তিনিই সমস্ত ; তাঁহা হইতে বিভক্ত বা পৃথক কিছুই নাই । ইহাই পরবর্তী তিনটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে ।] পূর্বোক্ত ব্রহ্মই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনিই জল এবং তিনিই বিরাট্ নামক প্রজাপতি ।

৫৭. ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমান্ (তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ), ত্বং কুমারঃ উত বা কুমারী (তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী) অসি (হও), জীর্ণঃ (জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ তুমি)

দণ্ডেন বঞ্চসি (যষ্ঠির সাহায্যে গমন কর), ত্বম্ বিশ্বতঃ-মুখঃ [সন্] জাতঃ ভবসি (তুমিই বিশ্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর) ।

সরলার্থঃ (হে ব্রহ্ম) তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী । তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া যষ্ঠির সাহায্যে স্খলিতপদে চল, আবার তুমিই সর্বপ্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ কর ।

মন্তব্যঃ জীর্ণঃ—জরাগ্রস্ত হইয়া (শ) ॥ দণ্ডেন বঞ্চসি—দণ্ডহস্তে গমন কর, বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডধারণপূর্বক বঞ্চনা কর অর্থাৎ স্বরূপ আচ্ছাদন কর (শ) ।

৫৮. নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো যাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪

অন্বয়ঃ [ত্বম্] নীলঃ পতঙ্গঃ (তুমি নীল পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর), হরিতঃ লোহিতাক্ষঃ (রক্তচক্ষু সবুজবর্ণ শুকাদি পাখী), তড়িদ্‌গর্ভঃ (বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ), ঋতবঃ (ঋতুসকল), সমুদ্রাঃ (সকল সমুদ্র), অনাদিমৎ (আদিহীন) ত্বম্ (তুমি) বিভুত্বেন বর্তসে (সর্বব্যাপীরূপে বর্তমান আছ), যতঃ (যে তোমা হইতে) বিশ্বা [বিশ্বানি] ভুবনানি জাতানি (বিশ্বভুবন জন্মিয়াছে) ।

সরলার্থঃ তুমিই নীল পতঙ্গ (ভ্রমর), তুমিই সবুজবর্ণ, রক্তচক্ষু শুক পাখী, তুমিই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, তুমিই গ্রীষ্মাদি ঋতুসমূহ, তুমিই সাগরসকল । তোমার আদি অথবা কোন কারণ নাই, তুমিই সর্বব্যাপকরূপে বর্তমান আছ । তোমা হইতেই নিখিল ভুবনের সৃষ্টি হইয়াছে ।

মন্তব্যঃ ত্বম্ অনাদিমৎ—যেহেতু তুমিই সকলের আত্মস্বরূপ, সেই হেতু তুমি অনাদি ও অন্তহীন অর্থাৎ অবিনাশী (শ) ।

৫৯. অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ সরূপাঃ (নিজের অনুরূপ) বহ্বীঃ প্রজাঃ (বহু প্রজা) সৃজমানাম্ (সৃষ্টিকারিণী) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্ (রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের) একাম্ অজাম্ (এক অজা অর্থাৎ প্রকৃতিকে) একঃ অজঃ (এক অজ অর্থাৎ জীবাত্মা) জুষমাণঃ অনুশেতে (সেবাপরায়ণ হইয়া ভোগ করে) ; অন্যঃ অজঃ (অপর অজ অর্থাৎ মুক্তজীব) ভুক্তভোগাম্ এনাম্ (ভুক্তভোগী ইহাকে) জহাতি (ত্যাগ করে) ।

সরলার্থঃ রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণা (অর্থাৎ রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণ-বিশিষ্টা বা অগ্নি, জল ও অন্নরূপা) এক অজা (প্রকৃতি) নিজের অনুরূপ বহু প্রজার সৃষ্টি করিয়া থাকে ।[১] সেই অজাকে (প্রকৃতিকে) এক অজ (বদ্ধজীব) ভোগ করে । অপর অজ কোনও (মুক্ত জীব) প্রকৃতি-দত্ত ভোগ শেষ হইলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে ।

মন্তব্যঃ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্—রক্তবর্ণ অগ্নি, শুক্লবর্ণ জল ও কৃষ্ণবর্ণ পৃথিবীরূপ ॥ অজঃ—বিজ্ঞানাত্মা, জীব, কামকর্ম দ্বারা যাহার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে,

১ দ্রষ্টব্য. মুণ্ডক উপনিষদ ২।১।১ শ্লোক ।

প্রকৃতিকেই নিজের আত্মা মনে করিয়া ॥ অনুশেতে—ভজনা করে ; তাহাতে আসক্ত হইয়া অবস্থান করে (উ) ॥ অন্যঃ—অপর এক অজ, আচার্যের উপদেশে জ্ঞানপ্রকাশহেতু যাহার অবিদ্যারূপ অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে।

৬০. দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ দ্বা (দুইটি) সযুজা (পরস্পর যুক্ত) সখায়া (সখ্যভাবাপন্ন) সুপর্ণা (পক্ষী) সমানং বৃক্ষম্ (এক বৃক্ষ অর্থাৎ শরীর) পরিষস্বজাতে (আশ্রয় করিয়া আছে) ; তয়োঃ অন্যঃ (তাহাদের মধ্যে একটি) স্বাদু (বিভিন্ন স্বাদযুক্ত) পিপ্পলং অত্তি (ফল ভোজন করে), অন্যঃ (অপর পক্ষীটি) অনশ্নন্ (ভোজন না করিয়া) অভিচাকশীতি (কেবল দর্শন করে)।

সরলার্থঃ [এখন পরমার্থ বস্তু নির্ণয়ের জন্য সূত্ররূপে দুইটি মন্ত্র বলা হইয়াছে।] সর্বদা সংযুক্ত সমান-স্বভাব দুইটি পাখী (অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) বিচিত্র-স্বাদ-বিশিষ্ট সুখদুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছুই ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে দেখেন।[১]

মন্তব্যঃ সুপর্ণা—সু [শোভন] পর্ণ [পতন বা গমন] যাহার অথবা পক্ষীর সহিত সাদৃশ্য থাকায় সুপর্ণ (শ) ॥ সযুজা [সযুজৌ]—সর্বদা সংযুক্ত (শ)। সখায়া [সখায়ৌ]—যাহাদের নাম ও অভিব্যক্তির কারণ এক (শ) ॥ সমানম্ বৃক্ষম্—বৃক্ষ এবং শরীর উভয়েরই উচ্ছেদ হয় বলিয়া 'বৃক্ষ' শব্দে শরীর বোঝায় (শ) ॥ স্বাদু—অনেক বিচিত্র অনুভূতিরূপ স্বাদবিশিষ্ট (শ) ॥ অত্তি—অজ্ঞানবশতঃ ভোগ করে (শ) ॥ অনশ্নন্ অন্যঃ—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরমেশ্বর (শ)।

৬১. সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ পুরুষঃ (জীব) সমানে বৃক্ষে (একই বৃক্ষে অর্থাৎ শরীরে) নিমগ্নঃ (নিমগ্ন হইয়া) অনীশয়া মুহ্যমানঃ (শক্তিহীনতাবশতঃ অনেক প্রকার অনর্থ দ্বারা বিমোহিত হইয়া) শোচতি (শোক করে), যদা (যখন) জুষ্টং (যোগমার্গে সেবিত) অন্যম্ (অপরকে) ঈশম্ (ঈশ্বরকে) অস্য মহিমানম্ (ইঁহার জগৎরূপ মহিমাকে) পশ্যতি (দর্শন করে) [তদা] বীতশোকঃ [ভবতি] (তখন সে বিগতশোক হয়)।

সরলার্থঃ পুরুষ অর্থাৎ জীব পরমাত্মার সহিত একই দেহ-বৃক্ষে বাস করিয়াও শক্তিহীনতাবশতঃ শোকে কাতর হইয়া দুঃখ ভোগ করে। সেই জীব যখন উপাসনাদি দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিয়া তাঁহার মহিমা দর্শন করে তখন সে শোকদুঃখের অতীত হয়।[২]

মন্তব্যঃ নিমগ্নঃ—অবিদ্যা, কামনা, কর্ম, কর্মফল ও আসক্তি হেতু গুরুভারাক্রান্ত অলাবুর [লাউয়ের] ন্যায় সংসার-সমুদ্র-জলে নিমগ্ন (শ) ॥ অনীশয়া—'আমি

[১] মুণ্ডক, ৩।১।১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
[২] মুণ্ডক, ৩।১।২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

কোনও বিষয়ে সমর্থ নই, আমার পুত্র ভার্যা মৃত, আমার জীবনের প্রয়োজন নাই' : এইরূপ দীনতাগ্রস্ত (শ) ॥ পশ্যতি—ধ্যান করিতে করিতে দর্শন করেন (শ)। অন্যম্—বৃক্ষোপাধি লক্ষণ হইতে পৃথক অ-সংসারী ক্ষুধা-পিপাসাদি অসংস্পৃষ্ট সর্বাত্মা পরমেশ্বরকে (শ) ॥ মহিমানম্—বিভূতি, পরমেশ্বরের এই জগৎরূপ মহিমা (শ) ॥ বীতশোকঃ—তখন বিগতশোক হন, সমস্ত শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হন, কৃতকৃত্য হন (শ)।

৬২. ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮

অন্বয়ঃ যস্মিন্ অক্ষরে (যে অবিকারী) পরমে ব্যোমন্ (পরম আকাশ-কল্প ব্রহ্মে) ঋচঃ (ঋক্ প্রভৃতি বেদমন্ত্রসমূহ) বিশ্বে দেবাঃ (সমুদয় দেবতা) অধি নিষেদুঃ (আশ্রিত হইয়া আছেন) তং যঃ ন বেদ (তাঁহাকে যিনি জানেন না) [সঃ] ঋচা কিং করিষ্যতি (তিনি ঋক্-মন্ত্র দ্বারা কি করিবেন) ; যে ইৎ তৎ বিদুঃ (যাঁহারা উক্ত প্রকারে তাঁহাকে জানেন) তে ইমে (সেই সকল জ্ঞানী ব্যক্তি) সমাসতে (ব্যাপক ব্রহ্মভাব লাভ করেন, কৃতার্থ হইয়া অবস্থান করেন)।

সরলার্থঃ বেদত্রয়ের প্রতিপাদিত পরমাকাশরূপ যে অক্ষর ব্রহ্মে সমুদয় দেবতা আশ্রিত আছেন তাঁহাকে যে জানে না সে ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা কি করিবে? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই কৃতার্থ হন।

৬৩. ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ ছন্দাংসি (বেদসকল), যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ), ক্রতবঃ (সোমরস-সাধ্য যজ্ঞ), ব্রতানি (ব্রত), ভূতম্ (যাহা হইয়াছে), ভব্যম্ (যাহা হইবে), যৎ চ বেদাঃ বদন্তি (যাহার সম্বন্ধে বেদ বলে) অস্মাৎ (ইহা হইতে) মায়ী (মায়াবী ঈশ্বর) এতৎ বিশ্বং সৃজতে (এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেন) তস্মিন্ (তাহাতে) অন্যঃ (অন্য অর্থাৎ জীব) মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ (মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া আছে)।

সরলার্থঃ [এখন এই অক্ষর ব্রহ্মই যে উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়।] ঋক্ প্রভৃতি চারিবেদ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ, ক্রতুসকল (নানাপ্রকার উপাসনা), চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু বেদশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে—এই সমুদয়ই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। মায়াশক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতেই জীব মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে।

৬৪. মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ১০

অন্বয়ঃ প্রকৃতিং তু মায়াং বিদ্যাৎ (মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে) মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ (মায়ার অধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর জানিবে)। তস্য অবয়ব-ভূতৈঃ (তাঁহার অবয়বভূত বস্তুসমূহের দ্বারা) ইদং সর্বং জগৎ ব্যাপ্তম্ (এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত)।

সরলার্থঃ [পূর্বে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে সেই প্রকৃতিই মায়া, আর সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠান বা প্রবর্তক সৎ-চিৎ-আনন্দরূপী ব্রহ্মই সেই প্রকৃতিসম্বন্ধবিশেষ

মায়ী-পদবাচ্য। সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই যে মায়াকল্পিত অবয়ব-স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টি দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত ইহাই প্রতিপাদনের জন্য বলা হইতেছে—] পরমেশ্বরের মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ার অধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। ইহারই অবয়বভূত (অবয়বরূপে কল্পিত) বস্তু দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত।[1]

৬৫. যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১১

অন্বয়ঃ যঃ একঃ (যে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর) যোনিম্ যোনিম্ অধিতিষ্ঠতি (প্রত্যেক যোনিতে অধিষ্ঠিত আছেন) যস্মিন্ ইদং সর্বং সম্ চ এতি (যাঁহাতে এই সমস্ত জাত হয়) বি চ এতি (এবং প্রতিগমন করে) তম্ ঈশানম্ বরদং ঈড্যম্ দেবম্ (সেই নিয়ন্তা, বরপ্রদানকারী ও পূজ্য দেবতাকে) নিচায্য (নিশ্চিতরূপে সাক্ষাৎ করিয়া) [সাধকঃ] ইমাম্ শান্তিম্ (এই সর্বপ্রকার দুঃখরহিত সুখস্বরূপ যে মুক্তি) অত্যন্তম্ এতি (চিরকালের জন্য লাভ করেন)।

সরলার্থঃ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, প্রত্যেক উৎপত্তি-স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন এবং উৎপত্তিকালে এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই স্থিতিলাভ করে ও প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত হয়। সেই নিয়ন্তা, বরপ্রদ, স্তবনীয় দেবতাকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সাধক চিরশান্তি লাভ করেন।[2]

মন্তব্যঃ যোনিং যোনিম্—প্রত্যেক উৎপত্তি-স্থান; 'যোনি' শব্দের দ্বিরুক্তি দ্বারা মূল প্রকৃতি, মায়া এবং পৃথিব্যাদি অবান্তর প্রকৃতিও বুঝাইতেছে (শ)!

৬৬. যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১২

অন্বয়ঃ যঃ (যিনি) দেবানাং প্রভবঃ উদ্ভবঃ চ (দেবতাদের জন্ম ও ঐশ্বর্য লাভের হেতু), [যঃ] বিশ্বাধিপঃ রুদ্রঃ (যিনি বিশ্বাধিপতি রুদ্র), মহর্ষিঃ (ও সর্বদর্শী পুরুষ), [যঃ] হিরণ্যগর্ভং জায়মানম্ পশ্যত [অপশ্যৎ] (যিনি হিরণ্যগর্ভেরও জন্ম দর্শন করিয়াছিলেন) সঃ (সেই রুদ্র) নঃ (আমাদিগকে) শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু (শুভবুদ্ধির সহিত যুক্ত করুন)।

সরলার্থঃ যিনি দেবগণের জন্ম ও ঐশ্বর্যলাভের হেতু, যিনি বিশ্বের অধিপতি সর্বদর্শী রুদ্র, যিনি হিরণ্যগর্ভের জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি আমাদিগকে কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করুন।

৬৭. যো দেবানামধিপো যস্মিংল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩

অন্বয়ঃ যঃ দেবানাম্ অধিপঃ (যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি), যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ (যাঁহাতে পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহ আশ্রিত আছে), যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ [প্রাণিনঃ] ঈশে (যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদিগকে শাসন করেন) কস্মৈ দেবায় (সেই আনন্দরূপ ও প্রকাশস্বরূপ দেবতাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে) হবিষা বিধেম (চরু-পুরোডাশাদি দ্রব্য দ্বারা পূজা করি)।

[1] দ্রঃ গীতা, ৭।১৩-১৪ শ্লোক। [2] শ্বেতাশ্বতর, ৩।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সরলার্থঃ [পরমেশ্বরই যে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের স্বামী ও আকাশাদি লোকের আশ্রয়, জ্ঞানিগণের বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্তা তাঁহাকেই যে মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করেন তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য।] যিনি দেবতাগণের অধিপতি, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোক যাঁহাতে আশ্রিত আছে, যিনি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে শাসন করিতেছেন সেই আনন্দময় ও প্রকাশ-স্বরূপ দেবতাকে আমরা পূজা-উপহার দ্বারা পরিচর্যা করি।

মন্তব্যঃ কস্মৈ দেবায়—'ক' অর্থ আনন্দ, আনন্দরূপ ও প্রকাশ-স্বভাব দেবতাকে (শ)।

৬৮. সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম) কলিলস্য মধ্যে [স্থিতম্] (অবিদ্যারূপ গহনের অন্তরে স্থিত), বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ (বিশ্বের স্রষ্টা) অনেকরূপম্ (অনেকরূপ), বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ (বিশ্বের এক পরিবেষ্টনকারী), শিবম্ (মঙ্গলময় ঈশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অত্যন্তং শান্তিম্ এতি (চিরশান্তি লাভ করে)।

সরলার্থঃ [পূর্বে বলা হইয়াছে যে পরমেশ্বর অতি সূক্ষ্ম, জগৎ-চক্রে সাক্ষীরূপে অবস্থিত, নিখিল জগতের স্রষ্টা ও সকলের আত্মা। যাঁহারা তাঁহাকে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করেন তাঁহাদের মুক্তি হয়। একথাই সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত পুনরায় বলা হইল—] সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম (অর্থাৎ সূক্ষ্মতম), অবিদ্যা ও তৎকার্যরূপ দুর্গম গহন প্রদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, বিশ্বের স্রষ্টা, নানারূপে প্রকাশমান, বিশ্বের অদ্বিতীয় পরিব্যাপক, মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে জানিয়া সাধক চিরশান্তি লাভ করেন।

মন্তব্যঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মম্—স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যক্ত [ইন্দ্রিয়ের অগোচর] পর্যন্ত উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম (শ); অতি-সূক্ষ্মতা-হেতু তাঁহাতে প্রবিষ্ট (উ)।

৬৯. স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ১৫

অন্বয়ঃ সঃ এব (তিনিই) কালে (জগতের স্থিতিকালে) অস্য ভুবনস্য গোপ্তা (এই জগতের রক্ষক) বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বের অধিপতি) সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ [তিষ্ঠতি] (সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন), যস্মিন্ (যাঁহাতে) ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবতাশ্চ যুক্তাঃ [প্রতিষ্ঠন্তি] (ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণ যুক্ত আছেন), তম্ এব জ্ঞাত্বা (তাঁহাকেই জানিয়া) [সাধকঃ] মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি (সাধক মৃত্যুবন্ধন ছিন্ন করেন)।

সরলার্থঃ [পরমেশ্বরই যে সাক্ষীরূপে বিদ্যমান, সনকাদি ঋষিগণ, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং অধিকারী মানুষগণ যে তাঁহাকে স্বীয় আত্মারূপে পাইতে পারেন, সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে আমাদের যে মোক্ষলাভ হইতে পারে—ইহাই এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়।] সেই পরমেশ্বরই জগতের স্থিতিকালে বিশ্বরক্ষক জগৎ-প্রভু হইয়া সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করেন। যে পরমেশ্বরে ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণ যুক্ত (যোগযুক্ত) থাকেন তাঁহাকে সম্যক্ জানিয়া সাধক অজ্ঞান-মোহরূপ মৃত্যুবন্ধন ছিন্ন করিয়া অমরত্ব লাভ করেন।

মন্তব্য ঃ মৃত্যুপাশান্—অবিদ্যা বা অজ্ঞানান্ধকার ও রূপ-রসাদি বিষয় ঃ ইহারাই মৃত্যুর কারণ, ইহাদের পাশ বা বন্ধন। অবিদ্যাজনিত কামকর্মও মৃত্যুপদ-বাচ্য (শ)।

৭০. ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ ঘৃতাৎ পরম্ মণ্ডম্ ইব অতিসূক্ষ্মম্ (ঘৃতের উপরিস্থিত মণ্ডের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম), সর্বভূতেষু গূঢ়ম্ (সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান্), শিবম্ (মঙ্গলময় ঈশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ (এবং বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতা) দেবম্ (ঈশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন)।

সরলার্থ ঃ ঘৃতের উপর যে সরের মত সূক্ষ্ম আবরণ থাকে তাহার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সকল জড় ও জীবে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান এই মঙ্গলময় ঈশ্বরকে জানিয়া এবং বিশ্বের এক পরিবেষ্টনকারী প্রকাশমান পরমেশ্বরের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া সাধক সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

৭১. এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৭

অন্বয় ঃ এষঃ (এই) বিশ্বকর্মা মহাত্মা দেবঃ (বিশ্বস্রষ্টা মহান আত্মা) [সর্বব্যাপী ঈশ্বর] সদা (সর্বদা) জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (সকল লোকের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন), হৃদা মনীষা (হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধি) মনসা (এবং সম্যক দর্শন ও মনন দ্বারা) অভিক্লৃপ্তঃ [ভবতি] (প্রকাশিত হন)। যে এতৎ বিদুঃ (যাঁহারা ইহা জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ ঃ এই প্রকাশময়, বিশ্বস্রষ্টা, সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। হৃদয়ের অনুভূতি, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং সংস্কৃত মনের সাহায্যে তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা ইঁহাকে সম্যক্ জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।[1]

৭২. যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৮

অন্বয় ঃ যদা অতমঃ [আসীৎ] (যখন অন্ধকার বা অবিদ্যা ছিল না) [তদা] তৎ ন দিবা ন রাত্রিঃ (তখন দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না), ন সন্ ন চ অসন্ (তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না), কেবলঃ শিবঃ এব (কেবল মঙ্গলস্বরূপ), তৎ অক্ষরম্ (তিনি অক্ষর), তৎ সবিতুঃ বরেণ্যম্ (তিনি আদিত্যমণ্ডলাভিমানী দেবতারও বরণীয়), তস্মাৎ চ (তাহা হইতেই) পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা (এই পুরাতন প্রকৃষ্ট জ্ঞান সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে)।

সরলার্থ ঃ যে সময়ে অজ্ঞান ও অবিদ্যা ছিল না, সে সময় দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না, সত্তাও ছিল না, অভাবও ছিল না, তখন কেবল মঙ্গলময়, নির্বিকল্প ব্রহ্মই

---

[1] কঠ, ২।৩।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। তিনিই অক্ষর, তিনিই আদিত্য-মণ্ডলবর্তী পুরুষের আরাধ্য, তাঁহা হইতেই গুরু-পরম্পরাগত জ্ঞান বিবেকী পুরুষগণে প্রকাশিত হইয়াছে।

উপাধ্যায়কৃত অর্থ ঃ

সৃষ্টির প্রাক্কালে যে সময়ে অন্ধকারের অল্পতা ছিল সে সময়ে দিবাও ছিল না, রাত্রিও ছিল না, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না; একমাত্র অদ্বিতীয় মঙ্গলময় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি অক্ষর (অবিনাশী) এবং আদিত্য-মণ্ডলাভিমানী পুরুষেরও ভজনীয়। সেই শিবস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই নিত্যকালসিদ্ধ প্রজ্ঞা আবির্ভূত হইয়াছে।

৭৩. নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ এনম্ ন ঊর্ধ্বম্ পরিজগ্রভৎ (ইঁহাকে কেহ ঊর্ধ্বে গ্রহণ করিতে পারে নাই), ন তির্যঞ্চং (নিম্নেও নয়), ন মধ্যে (মধ্যেও নয়)। যস্য নাম মহদ্‌যশঃ (যাহার নাম মহদ্‌যশ); তস্য প্রতিমা ন অস্তি (তাঁহার উপমা নাই বা তাঁহার সদৃশ নাই)।

সরলার্থ ঃ [কূটস্থ ব্রহ্ম ঊর্ধ্ব প্রভৃতি কোন দিকে গ্রহণযোগ্য নন। কাহারও সহিত তাঁহার তুলনাও হয় না. কালাদি দ্বারা তাঁহার যশ অপরিচ্ছিন্ন। ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—পরমাত্মা অসীম, তাঁহার কোন অংশ বা অবয়ব নাই।] সেইজন্য তাঁহাকে কেহ ঊর্ধ্বে, পার্শ্বে বা মধ্যে কোথাও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না। মহান কীর্তিই যাঁহার একমাত্র প্রকাশক এ জগতে তাঁহার তুলনা কোথায়?

মন্তব্য ঃ এনম্—এই ব্রহ্মকে (শ); এই পরাত্মাকে (উ) ॥ ঊর্ধ্বং তির্যঞ্চং মধ্যে ন পরিজগ্রভৎ—এই আত্মা অপরিচ্ছিন্নরূপ, অংশহীন, নিরবয়ব বলিয়া ঊর্ধ্বে, পার্শ্বে বা মধ্যে ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না ॥ ন তস্য প্রতিমা অস্তি—সেই পরমেশ্বর অখণ্ড আনন্দানুভব-স্বরূপ এবং অদ্বিতীয়, এজন্য তাঁহার উপমা নাই; তাঁহার সদৃশ নাই (উ) ॥ যস্য নাম মহদ্‌যশঃ—দিক্ প্রভৃতি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন সর্বত্র পরিপূর্ণ মহাকীর্তিই যে ঈশ্বরের নাম [অভিধান], মহৎ [সর্বত্র পরিপূর্ণ] যাঁহার যশ [গৌরব] (শ)।

৭৪. ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২০

অন্বয় ঃ অস্য রূপম্ সন্দৃশে ন তিষ্ঠতি (ইঁহার রূপ দৃষ্টির বাহিরে), কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি (কেহই ইঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখে নাই), হৃদা মনসা (হৃদয়ের অনুরাগ ও মনন দ্বারা) যে এনং হৃদিস্থং এবং বিদুঃ (যাঁহারা হৃদয়স্থিত ইঁহাকে জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন)।

সরলার্থ ঃ [পরমেশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও জীবের আত্মস্বরূপ। এই তদ্বিষয়ক একত্ব-জ্ঞানে যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।] এই পরমেশ্বরের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কেহই ইঁহাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারে না। হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই পরমেশ্বরকে যাঁহারা অনুভূতি ও মনন দ্বারা জানিতে পারেন তাঁহারাই মোক্ষলাভ করেন।

৭৫. অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে ।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ২১

অন্বয় ঃ [যেহেতু তুমি] অজাতঃ (জন্ম-জরা-ক্ষুধা-পিপাসাদি ধর্মবর্জিত) ইতি এবং (সেই জন্যই) কঃ চিৎ (কোনও) ভীরুঃ (সংসার-ভয়ে ভীত ব্যক্তি) [ত্বাম্] প্রপদ্যতে (তোমার শরণ গ্রহণ করে) । রুদ্র (হে রুদ্র), যৎ তে (তোমার যে) দক্ষিণং (যাহা ধ্যান করিলে উৎসাহ ও আনন্দ জন্মায়, অথবা দক্ষিণ দিকে স্থিত) মুখং (মুখ, চিন্ময়রূপ) তেন মাং পাহি নিত্যম্ (তাহাদ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর) ।

সরলার্থ ঃ হে রুদ্র, তোমার জন্ম নাই বলিয়া জরা-মরণ-ক্ষুধা-পিপাসা-রোগ-শোক-পূর্ণ সংসার-ভয়ে ভীত কোনও ব্যক্তি তোমার শরণাগত হইয়াছে । তোমার দক্ষিণ মুখ (চিন্ময় রূপ) দ্বারা তুমি আমাকে সর্বদা রক্ষা কর ।

৭৬. মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধীঃ
হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ২২

অন্বয় ঃ রুদ্র (হে রুদ্র), [ত্বং] ভামিতঃ [পাঠান্তর 'ভামিনঃ'] (তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া) নঃ (আমাদের) তোকে (পুত্র) তনয়ে (পৌত্র) মা রীরিষঃ (বিনাশ করিও না), [তথা] নঃ (আমাদের) আয়ুষি মা (পূর্ণায়ু জীবনও না), নঃ গোষু (আমাদের গরুগুলি) মা [রীরিষঃ] (বিনাশ করিও না) ; নঃ অশ্বেষু (আমাদের অশ্বসমূহ) মা [রীরিষঃ] (বিনাশ করিও না) ; ন বীরান্ মা অবধীঃ (আমাদের বিক্রমশালী ভৃত্যদের বধ করিও না) । [কেন না] হবিষ্মন্তঃ (হবনীয় দ্রব্যসম্ভার রক্ষার জন্য) [যুক্ত হইয়া] সদমিৎ (সর্বদাই) হবামহে ত্বা (তোমাকে রক্ষার জন্য আহ্বান করি) ।

সরলার্থ ঃ সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—হে রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পুত্র ও পৌত্র, আমাদের শতবৎসর-পূর্ণ আয়ু, গরু ও অশ্বসমূহ এবং বিক্রমশালী ভৃত্যদের বিনাশ করিও না । কারণ আমি সর্বদাই হব্য দ্রব্যসম্ভার হস্তে আমাদের রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি ।

পঞ্চম অধ্যায়

৭৭. দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে ।
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ যত্র অক্ষরে তু অনন্তে ব্রহ্মপরে (যে অক্ষর ও অনন্ত পরব্রহ্মে) দ্বে বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়ে) গূঢ়ে নিহিতে (অব্যক্তভাবে নিহিত আছে) [তয়োঃ] (ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে), অবিদ্যা তু ক্ষরম্ (সংসারলাভের কারণ অবিদ্যা ক্ষর) বিদ্যা হি অমৃতম্ (আর মোক্ষলাভের কারণ বিদ্যা অমৃত), যঃ তু (আর যিনি) বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে (বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে নিয়মিত করেন) সঃ অন্যঃ (তিনি ইহাদের হইতে ভিন্ন) ।

সরলার্থ ঃ [চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে যে অপূর্বার্থক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইল ।] হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ অক্ষর পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে । অবিদ্যা সংসার-গতির কারণ এবং বিদ্যা অমৃতত্ব লাভের হেতু । আর যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে নিয়মিত করেন, তিনি কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন ।[১]

মন্তব্য ঃ অন্যঃ—উহাদের সাক্ষী বা দ্রষ্টা বলিয়া পৃথক (শ) ; উহাদের নিয়ন্তা বলিয়া পৃথক (উ) ।

৭৮. যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ২

অন্বয় ঃ যঃ একঃ (যিনি এক হইয়াও) যোনিম্ যোনিম্ (প্রত্যেক বস্তুতে, বিশ্বানি রূপাণি (সমস্ত রূপে) সর্বাঃ যোনীঃ চ অধিতিষ্ঠতি (সমস্ত উৎপত্তি স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন), যঃ (যিনি) অগ্রে প্রসূতম্ (সর্বপ্রথমে জাত) তম্ ঋষিং কপিলং (সর্বজ্ঞ, কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভকে) জ্ঞানৈঃ বিভর্তি (জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করেন), জায়মানং চ পশ্যেৎ (এবং তাঁহাকে জন্মিতেও দেখিয়াছিলেন) [সঃ অন্যঃ] (তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর) ।

সরলার্থ ঃ [তিনি কে তাহাই এখানে বলা হইয়াছে ।] যিনি এক হইয়াও প্রতি অধিষ্ঠানে সমস্ত রূপে (অন্তর্যামীরূপে[২]) অবস্থান করিয়া সমুদয় উৎপত্তি-স্থান নিয়মিত করেন, যিনি সৃষ্টির পূর্বে জাত, সর্বজ্ঞ, কপিলবর্ণ (পিঙ্গলবর্ণ) হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে উৎপত্তিকালেও দেখিয়াছেন, (তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর)।

মন্তব্য ঃ কপিলম্—কনক-কপিলবর্ণ ; সাংখ্যশাস্ত্র-প্রণেতা কপিলমুনিকে বুঝায় নাই । এস্থলে 'কপিল' শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ, কারণ ইঁহারই জন্মের কথা শ্রুতিতে

---

[১] দ্রঃ মুণ্ডক, ১।১।৪-৫ শ্লোক । [২] দ্রঃ বৃহদারণ্যক, ৩।৭।৩-২৩ মন্ত্রাবলী ।

বলা হইয়াছে, অন্য কপিলের উল্লেখ নাই (শ) ॥ অগ্রে—সৃষ্টিকালে (শ) ; ঋষি-সম্প্রদায় প্রবর্তনের পূর্বে (উ) ॥ জ্ঞানৈঃ—ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য দ্বারা (শ) ; নিজের উপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা (উ) ॥ বিভর্তি—ভরণ-পোষণ করিয়াছিলেন (শ)।

৭৯. একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩

অন্বয় ঃ এষঃ দেবঃ (এই দেব) অস্মিন্ ক্ষেত্রে (এই ক্ষেত্রে) একৈকং জালম্ (এক একটি জাল) বহুধা বিকুর্বন্ (নানাভাবে বিস্তার করিয়া) ভূয়ঃ সংহরতি (পুনরায় প্রত্যাহার করেন)। মহাত্মা ঈশঃ (এই পরমাত্মা ঈশ্বর) পতয়ঃ (লোকপালদিগকে) তথা সৃষ্ট্বা (অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া) সর্বাধিপত্যং কুরুতে (সকলের উপর আধিপত্য করেন)।

সরলার্থ ঃ এই দেব (পরমাত্মা) জগতে দেবতা, মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদি প্রত্যেকের জন্য এক একটি জাল বিস্তার করিয়া (অর্থাৎ বহুপ্রকারে সৃষ্টি করিয়া) আবার প্রলয়কালে সংহার করেন। সেই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর পূর্ব কল্পানুসারে পুনরায় লোকপাল প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন।[১]

মন্তব্য ঃ ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা—যেরূপ পূর্বকল্পে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেইরূপ সৃষ্টি করিয়া (শ) ; সংস্কৃত পদার্থসমূহকে আবিষ্কার করিয়া (উ) ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে—এই মায়াত্মক ক্ষেত্রে (শ) ; এই প্রকৃতিতে (উ) ॥ ঈশঃ—সর্বনিয়ন্তা।

৮০. সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ যৎ উ (যেরূপ) অনড্বান্ (সূর্যদেব) ঊর্ধ্বম্ অধঃ তির্যক্ চ (উপর, নিম্ন ও পার্শ্ববর্তী) সর্বা দিশঃ (সমস্ত দিক) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশিত করিয়া) ভ্রাজতে (দীপ্তি পান), এবং (এই প্রকারে) ভগবান্ (ঐশ্বর্যশালী), বরেণ্যঃ (বরণীয়), একঃ দেবঃ (এক অদ্বিতীয় দেব) যোনি-স্বভাবান্ (আত্মভূত পদার্থসমূহকে) অধিতিষ্ঠতি (নিয়মিত করেন)।

সরলার্থ ঃ সূর্য যেমন উপর, নীচ ও চারি পাশের সমস্ত দিক প্রকাশ করিয়া শোভা পান, তেমনি সেই অদ্বিতীয়, বরণীয়, ঐশ্বর্যশালী পরমেশ্বর নিজেরই স্বরূপভূত পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থসমূহে অবস্থান করিয়া উহাদিগকে নিয়মিত করেন।

মন্তব্য ঃ যোনিস্বভাবান্—নিজেরই স্বরূপভূত পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থসমূহকে অথবা স্বভাবতঃ কারণ-শক্তিযুক্ত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গকে (শ) ; প্রকৃতিগত স্বভাব অর্থাৎ আত্মসংসৃষ্ট ভাবসমূহকে (উ)।

৮১. যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ যৎ চ বিশ্বযোনিঃ (যে বিশ্বকারণ) স্বভাবং পচতি (বস্তুর স্বভাবকে

[১] দ্রষ্টব্য, ঐতরেয়, ১।১।৩ মন্ত্র।

নিষ্পাদিত করেন), যঃ সর্বান্ পাচ্যান্ চ পরিণাময়েৎ (যিনি পরিণামযোগ্য পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে বিভিন্ন আকারে পরিণত করেন), যঃ একঃ (যিনি এক হইয়াও) সর্বম্ এতৎ বিশ্বম্ অধিতিষ্ঠতি (সমস্ত বিশ্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহাকে নিয়মিত করেন) সর্বান্ গুণান্ বিনিযোজয়েৎ চ (এবং সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণকে প্রয়োজন অনুসারে নিজ কাজে নিয়োজিত করেন)।

সরলার্থ ঃ জগৎকারণ যে পরমেশ্বর বস্তুর স্বভাবকে নিষ্পাদন করেন, তিনিই পরিণামী পদার্থের রূপান্তর সাধন করেন। তিনি একাকী সমস্ত ভুবনকে পরিচালিত করেন এবং সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিবিধ গুণকে নিজ কাজে নিয়োগ করেন।

মন্তব্য ঃ স্বভাবম্—যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের তরলতা প্রভৃতি গুণ (শ)।

৮২. তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ বেদ-গুহ্য-উপনিষৎসু (বেদের গুহ্য উপনিষদসমূহে) তৎ (সেই ব্রহ্মতত্ত্ব) গূঢ়ম্ (প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত) [অস্তি] (আছেন) ; ব্রহ্মা তৎ (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মযোনিম্ (সেই বেদনিহিত পরমাত্মাকে) বেদতে (জানেন)। যে পূর্বদেবাঃ (যেসকল প্রাচীন দেবতা) ঋষয়ঃ চ (এবং ঋষিগণ) তৎ বিদুঃ (তাঁহাকে জানিয়াছিলেন) তে তন্ময়াঃ [সন্তঃ] (তাঁহার আত্মভূত হইয়া) অমৃতাঃ বৈ বভূবুঃ (অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন)।

সরলার্থ ঃ বেদের সার এবং রহস্যতত্ত্ব যে উপনিষদসমূহ তাহাতে পরমাত্মা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত (বর্ণিত) হইয়াছেন। বেদেরও উৎপত্তিস্থান সেই ব্রহ্মকে ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) জানেন। যে সকল প্রাচীন দেবতা (রুদ্র প্রভৃতি) এবং ঋষিগণ (বামদেবাদি) তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

৮৩. গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥ ৭

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) গুণান্বয়ঃ (জ্ঞান ও কর্মজনিত বাসনাময় গুণাবলীর সহিত যাহার সম্বন্ধ) ফলকর্মকর্তা [ভবতি] (ফলার্থক কর্মের কর্তা হন) সঃ তস্য এব কৃতস্য চ উপভোক্তা (তিনি স্বকৃত কর্মের উপভোক্তা) ; সঃ বিশ্বরূপঃ (বিভিন্ন কর্মফল ভোগের জন্য নানাবিধ রূপ তিনি ধারণ করেন), ত্রিগুণঃ (সত্ত্ব-রজ-তম গুণান্বিত), ত্রিবর্ত্মা (ধর্মাধর্মজ্ঞানাখ্য তিন পথে গমন করিয়া), প্রাণাধিপঃ (পঞ্চ প্রাণের অধিপতিরূপে) স্বকর্মভিঃ (নিজ কর্মানুসারে) সঞ্চরতি (বিচরণ করেন)।

সরলার্থ ঃ [এপর্যন্ত তৎ-পদার্থ পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে এখন ত্বং-পদার্থ জীবের বিষয় বলা হইতেছে।] এই পরমাত্মা সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া জীবরূপে ফল লাভের নিমিত্ত সকাম কর্ম করিয়া থাকেন ; তিনি স্বকৃত কর্মেরও ফলভোগ করেন। তিনিই বিবিধ কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত নানাপ্রকার দেহ ধারণ করিয়াছেন। তিনিই সত্ত্ব, রজ ও তম গুণানুসারে ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞানরূপ ত্রিবিধ পথ অবলম্বন-পূর্বক প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চ প্রাণের অধিপতিরূপে স্বীয় কর্মানুসারে এই সংসারে বিচরণ করেন।

মন্তব্য ঃ গুণান্বয়ঃ—সত্ত্ব, রজ ও তম ঃ এই তিন গুণ দ্বারা অন্বিত অর্থাৎ সম্বন্ধ-

যুক্ত হইয়া। এই ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধের ফলে জীব কাম, কর্ম ও সংস্কারের এবং উহাদের ফলের অধীন হয় (শ); গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার সম্বন্ধ (উ)। ফলকর্মকর্তা—ফল-প্রাপ্তির জন্য সকাম কর্মের কর্তা (শ)॥ ত্রিবর্ত্মা—দেবযান, পিতৃযান ও নিম্নযান [দংশক-মশকাদির জন্মপথ] অথবা ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞান: এই তিন পথ (শ)।

৮৪. অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সংকল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ যঃ (যিনি) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত), রবিতুল্যরূপঃ (সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ), সংকল্প-অহঙ্কার-সমন্বিতঃ (সংকল্প ও অহঙ্কার যুক্ত), বুদ্ধেঃ গুণেন আত্মগুণেন চ [সমন্বিতঃ] (বুদ্ধির গুণ ও শারীর গুণযুক্ত), আরাগ্রমাত্রঃ (লৌহকণ্টকের অগ্রভাগের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম) অপরঃ অপি দৃষ্টঃ এব হি (অপর বস্তু বলিয়াই দৃষ্ট হন)।

সরলার্থঃ যিনি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়-পুণ্ডরীক আকাশে বাস করেন বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ প্রতিভাত হন, যিনি সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনিই সংকল্প, অহঙ্কার সমন্বিত এবং ইচ্ছাদি বুদ্ধি ও জরা-মরণাদি দেহের গুণযুক্ত হইয়া লৌহ-কণ্টকের অগ্রভাগের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন আর কিছু বলিয়া প্রতীয়মান হন।

৮৫. বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯

অন্বয়ঃ সঃ জীবঃ (সেই জীব) বালাগ্রশতভাগস্য (কেশাগ্রের একশত ভাগের এক ভাগ) শতধা কল্পিতস্য চ ভাগঃ (শততম ভাগ অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম) বিজ্ঞেয়ঃ (জানিবে)। সঃ চ (সেই জীবই আবার) আনন্ত্যায় কল্পতে (অনন্তভাব প্রাপ্তির বা অনন্ত জ্ঞানাদি লাভের যোগ্য হয়)।

সরলার্থঃ [এখানে জীবের উপাধিবশতঃ অণুত্ব এবং স্বরূপতঃ বিভুত্ব দেখান হইয়াছে।] একটি কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একটি ভাগকে পুনরায় শত ভাগে বিভক্ত করিলে যে সূক্ষ্ম পরিমাণ হয় জীবকেও সেইরূপ অণু-পরিমাণ-বিশিষ্ট জানিবে। অথচ এই জীবই স্বরূপতঃ অনন্ত।

৮৬. নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ১০

অন্বয়ঃ এষঃ (এই জীব) ন এব স্ত্রী (স্ত্রী নন), পুমান্ (পুরুষ নন), অয়ং ন চ এব নপুংসকঃ (ইনি নপুংসকও নন), যৎ যৎ শরীরম্ আদত্তে (ইনি যে যে শরীর গ্রহণ করেন) তেন তেন সঃ রক্ষ্যতে (সেই সেই শরীর দ্বারা রক্ষিত হন)।

সরলার্থঃ এই জীবাত্মা স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, আবার নপুংসকও নন। কর্মবশে তিনি যখন যে দেহ প্রাপ্ত হন, তখন সেই শরীর দ্বারা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন।

মন্তব্যঃ নৈব স্ত্রী ন পুমানেষঃ—স্বভাবতঃ আত্মা অদ্বিতীয় অপরোক্ষ ব্রহ্মস্বভাব, স্ত্রীও নন, পুরুষও নন (শ)॥ তেন তেন সঃ রক্ষ্যতে—সেই সেই শরীর দ্বারা সে

সংরক্ষিত হয়। বিজ্ঞানাত্মা সেই সেই ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হয় অর্থাৎ 'আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি নপুংসক' ইত্যাদি ধর্ম নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া এইরূপ অভিমান করে (শ); স্বতন্ত্রতা গ্রহণের নিমিত্ত স্ত্রীত্বাদি ভেদে রক্ষিত হয় (উ)।

৮৭. সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ ১১

অন্বয়ঃ দেহী (দেহাভিমানী জীব) গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা (অন্ন, পানাদি ভোজনদ্বারা) [যথা] চ আত্মবিবৃদ্ধিজন্ম [অভিমন্যতে] (যেরূপ আপনার বৃদ্ধি ও জন্ম মনে করে), [তথা] সংকল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈঃ (সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা) স্থানেষু (ভোগস্থানসমূহে) অনুক্রমেণ (নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে) কর্মানুগানি (স্বীয় কর্মানুরূপ) রূপাণি (রূপসকল) অভিসংপ্রপদ্যতে (সম্যক প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থঃ [এই জীব কি কারণে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় তাহাই বলা হইয়াছে।] জীবাত্মা মনের সংকল্প, বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ ও ভোগজনিত মোহের ফলে স্বীয় কর্মানুরূপ বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করে (অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষাদি বিবিধ দেহ প্রাপ্ত হয়) এবং খাদ্য-পানীয় ভোজন দ্বারা আপনার শরীর বৃদ্ধি করে।

মন্তব্যঃ সংকল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈঃ—প্রথমে সংকল্প, তারপর স্পর্শ [ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার], তারপর দৃষ্টিবিধান, অবশেষে মোহ জন্মে, এবং ঐ সকল দ্বারাই শুভাশুভ কর্ম নিষ্পন্ন হয়। সংকল্পন [মানসক্রিয়া], স্পর্শন [ত্বগিন্দ্রিয় কার্য] দৃষ্টি (দর্শনক্রিয়া), মোহ (বিষয়দ্বারা চিত্তাপহরণ) (শ)॥ অনুক্রমেণ—কর্মফলের পরিপাক অনুসারে (শ)॥ স্থানেষু—দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে; ভিন্ন ভিন্ন দেহে॥ গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা—গ্রাস ও অম্বু [অন্ন ও পান]-এর বৃষ্টি দ্বারা [সম্যক্ সেবন দ্বারা]॥ আত্ম-বিবৃদ্ধি-জন্ম—যেরূপ শরীরের বৃদ্ধি হয় সেইরূপ দেহের বৃদ্ধি ও জন্ম।

৮৮. স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ দেহী (দেহস্থ বিজ্ঞানাত্মা জীব) স্বগুণৈঃ (প্রাক্তন জন্ম-সংস্কারসমূহের দ্বারা) স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ এব (স্থূল এবং সূক্ষ্ম) বহূনি রূপাণি (বহু রূপ) বৃণোতি (আবৃত করে, গ্রহণ করে) তেষাং [রূপাণাম্] ক্রিয়াগুণৈঃ আত্মগুণৈঃ চ (সেই সকল রূপের ক্রিয়াগুণ ও শারীরগুণ দ্বারা) সংযোগহেতুঃ (সংযোগকর্তা আত্মা) অপরঃ অপি দৃষ্টঃ (বিভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হন)।

সরলার্থঃ জীবাত্মা স্বীয় সংস্কারানুযায়ী স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি বহু রূপ ধারণ করে। কর্মজনিত ও শারীর বৃত্তি অনুযায়ী গুণসমূহের দ্বারা উহাদের সংযোগকর্তা আত্মা তখন অপর (ভিন্ন) বলিয়া বোধ হয়।

৮৯. অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ অনাদ্যনন্তম্ (অনাদি এবং অনন্ত), কলিলস্য মধ্যে [স্থিতম্]

(অবিদ্যারূপ গহনের মধ্যে স্থিত) বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ (বিশ্বের স্রষ্টা) অনেকরূপম্ (বিবিধরূপে প্রকাশমান), বিশ্বস্য পরিবেষ্টিতারম্ (বিশ্বের পরিবেষ্টনকারী) একং দেবম্ (এক অদ্বিতীয় দেবকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সর্বপ্রকার সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়) ।

সরলার্থ ঃ অনাদি, অনন্ত, অবিদ্যারূপ গহনের মধ্যে স্থিত, নানারূপে অভিব্যক্ত বিশ্বের স্রষ্টাকে এক, অদ্বিতীয় ও বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বররূপে জানিয়া জীব সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ।[১]

মন্তব্য ঃ অনাদ্যনন্তম্—আদি ও অন্ত-রহিত ॥ কলিলস্য মধ্যে—গহন গভীর সংসারের মধ্যে ॥ পরিবেষ্টিতারম্—স্বীয় আত্মা দ্বারা ব্যাপিয়া অবস্থিত ॥ দেবম্—জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে ॥ সর্বপাশৈঃ—অবিদ্যা ও কাম্যকর্মজনিত বন্ধন হইতে। অনেকরূপম্—বিবিধরূপে প্রকাশমান ।

৯০. ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্ ।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ ভাবগ্রাহ্যম্ (যিনি ভাবগ্রাহ্য), অনীড়াখ্যম্ (অশরীরী), ভাবাভাবকরম্ (সৃষ্টি ও লয়ের কারণ), শিবম্ (মঙ্গলময়), কলাসর্গকরম্ (প্রাণাদি ষোড়শ কলার সৃষ্টিকর্তা) দেবম্ (দেবকে) যে বিদুঃ (যাঁহারা জানেন) তে তনুং জহুঃ (তাঁহারা দেহ ত্যাগ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না) ।

সরলার্থ ঃ যিনি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা লভ্য, যিনি অশরীরী বলিয়া খ্যাত, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতু, যিনি প্রাণাদি ষোড়শ কলার (দেহভাগের) স্রষ্টা সেই প্রকাশাত্মক, মঙ্গলময় দেবকে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না ।[২]

মন্তব্য ঃ ভাবগ্রাহ্যম্—'ভাব' অর্থ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, তাহা দ্বারা লভ্য (শ) । অনীড়াখ্যম্—'নীড়' অর্থ শরীর. যিনি অশরীর নামে খ্যাত (শ) ॥ কলাসর্গকরং—প্রাণাদি ষোড়শ কলা যিনি সৃষ্টি করেন (শ) ॥ ভাবাভাবকরম্—ভাব ও অভাবের যিনি কর্তা (শ) ; স্থিতি-সংহারের কারণ (উ) ।

---

[১] শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৪ ও ৪।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

[২] প্রশ্ন, ৬।৬ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৯১. স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ একে কবয়ঃ (কোনও কোনও বিদ্বান) পরিমুহ্যমানাঃ [সন্তঃ] (ভ্রান্ত হইয়া) স্বভাবম্ [কারণম্] বদন্তি (স্বভাবকে জগতের কারণ বলিয়া থাকেন), তথা (সেইরূপ) অন্যে (অন্য কেহ কেহ) কালম্ (কালকে কারণ বলেন) ; লোকে (এই জগতে) এষঃ তু দেবস্য মহিমা (ইহা পরমেশ্বরেরই মহিমা) যেন ইদং ব্রহ্মচক্রম্ ভ্রাম্যতে (যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মচক্র আবর্তিত হইতেছে) ।

সরলার্থ ঃ [প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে কেহ কেহ কাল প্রভৃতিকে কারণ মনে করেন, তবে কি প্রকারে ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি সিদ্ধ হইল ? এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত বলা হইল—] কোনও কোনও বিদ্বান ব্যক্তি মোহবশতঃ পদার্থের নিজস্ব শক্তিকে জগতের কারণ বলিয়া থাকেন ; আবার কেহ কেহ কালকে কারণ বলেন । প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বচক্রের যে আবর্তন আমরা দেখিতে পাই তাহা পরমেশ্বরেরই মহিমা ।

৯২. যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ ।
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ যেন ইদম্ সর্বম্ নিত্যম্ আবৃতম্ (যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ সর্বদা আবৃত রহিয়াছে), যঃ জ্ঞঃ কালকারঃ গুণী সর্ববিৎ (যিনি জ্ঞাতা, কালের কর্তা, কল্যাণগুণবিশিষ্ট ও সর্ববিদ্) তেন ঈশিতম্ (তাঁহার দ্বারা নিয়মিত হইয়া) পৃথ্বী-অপ্-তেজোঽনিলখানি (পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু ও আকাশরূপ) কর্ম হ বিবর্ততে (কর্ম প্রকাশিত হয়) ইতি চিন্ত্যম্ (এইরূপ চিন্তা করিবে) ।

সরলার্থ ঃ [এই শ্লোকে ঈশ্বরের মহিমা সবিস্তারে বলা হইয়াছে ।] যাঁহার দ্বারা সর্বদা এই সমগ্র বিশ্ব আবৃত, যিনি জ্ঞাতা, কালের প্রবর্তক, কল্যাণ-গুণ-বিশিষ্ট ও সর্ববিদ্ তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমস্ত জগৎ-ক্রিয়া চলিতেছে । পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতে দৃশ্যমান যাহা জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই লীলা বলিয়া মনে করিবে ।

৯৩. তৎ কর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়ঃ তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্ ।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ কর্ম কৃত্বা (সেই কর্ম করিয়া) ভূয়ঃ বিনিবর্ত্য (পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) তত্ত্বেন তত্ত্বস্য যোগং সমেত্য (বিষয়ের সহিত আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া) একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ অষ্টভিঃ বা [তত্ত্বৈঃ] (এক, দুই, তিন অথবা আটটি প্রকৃতি-ভূততত্ত্ব) কালেন চ (এবং কাল) সূক্ষ্মৈঃ আত্মগুণৈঃ (সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের গুণসমূহের সহিত) ।

সরলার্থ ঃ [প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে যে 'চিন্ত্যা' অর্থাৎ চিন্তার বা উপাসনার

বিষয় বলা হইয়াছে এখন তাহাই বিস্তারিতভাবে বলা হইল।] পরমেশ্বর পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টিরূপ কর্ম করিয়া পুনরায় সেই সকলের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া এক, দুই, তিন বা আট প্রকার মূলতত্ত্বের সহিত এবং কাল ও সূক্ষ্ম অন্তঃকরণগত কামাদি গুণের সহিত আপনার তত্ত্বের (সত্তার) যোগসাধন করিয়া অবস্থান করেন।

মন্তব্য : একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ অষ্টভিঃ—এক : পৃথিবীতত্ত্ব ; দুই : পৃথিবী ও জল ; তিন : পৃথিবী, জল ও অগ্নি ; আট প্রকার প্রকৃতিতত্ত্ব যথা : ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার।[১]

৯৪. আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যৎ ॥ ৪

অন্বয় : গুণান্বিতানি কর্মাণি আরভ্য (সত্ত্বাদি গুণ-সম্ভূত কর্ম আরম্ভ করিয়া) যঃ (যে পরমেশ্বর) সর্বান্ ভাবান্ (সমুদয় বিষয়কে) বিনিযোজয়েৎ (স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করেন) তেষাম্ অভাবে (সেই সকলের অভাবে) কর্মক্ষয়ে (কর্মক্ষয় কালে) কৃতকর্মনাশঃ [সন্] নিজ কর্ম বিনাশ করিয়া) সঃ (তিনি) তত্ত্বতঃ (প্রকৃতিভূত তত্ত্বসমূহ হইতে) অন্যৎ যাতি (ভিন্ন নির্গুণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ : যিনি ত্রিগুণাত্মক পৃথিবী প্রভৃতি কার্যবস্তু সৃষ্টি করিয়া ঐসকলে তাহাদের বিশেষ স্বভাব বা ধর্ম যোজনা করিয়াছেন, তিনি তৎসমুদয়ের অভাবে নিজকৃত সৃষ্টিরূপ বিনাশ করিয়া কর্মক্ষয়ান্তে প্রকৃতিভূত তত্ত্বসমূহ হইতে ভিন্ন ভাব অর্থাৎ নির্গুণ প্রাপ্ত হন।[২]

মন্তব্য : বিনিযোজয়েৎ—ভাবসকল অত্যন্ত ভিন্নরূপ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ ঈশ্বরে সমর্পণ করে (শ) ; নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত করে (উ) ॥ তেষাম্ অভাবে—পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ॥ কৃতকর্মনাশঃ—এই প্রকারে ঈশ্বরে সমর্পিত হওয়ায় সেই-সকল কর্মের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঘটে না এবং সম্বন্ধের অভাবে পূর্বকৃত সকল কর্ম নষ্ট হয় (শ) ; আত্মকর্মশক্তির যিনি উপসংহার করিয়াছেন ॥ কর্মক্ষয়ে—কর্ম ক্ষয় হইলে, কর্মের বিলোপ হইলে (শ) ॥ সঃ—সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব যোগী (শ)। তত্ত্বতঃ অন্যৎ যাতি—অবিদ্যা ও তৎকার্য হইতে যিনি মুক্ত হইয়া এবং সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত সমস্ত তত্ত্ব হইতে ভিন্ন হন (শ)।

৯৫. আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্ ॥ ৫

অন্বয় : সঃ (তিনি) আদিঃ (সকলের আদি), সংযোগ-নিমিত্ত-হেতুঃ (সংযোগ-কারণসমূহের হেতু), ত্রিকালাৎ পরঃ (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের অতীত), অকলঃ অপি (এবং প্রাণাদি ষোড়শকলা রহিত) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হন) ; বিশ্বরূপম্ (বিশ্বরূপ) ভবভূতম্ (কার্যকারণাত্মক) ঈড্যম্ (পূজনীয়) তং দেবম্ (সেই দেবতাকে) স্বচিত্তস্থম্ (নিজের হৃদয়ে স্থিত এইরূপে) পূর্বম্ উপাস্য (পূর্বে উপাসনা করিয়া) [সাধকঃ মুচ্যতে] (সাধক মুক্ত হন)।

---

[১] গীতা, ৭।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। [২] শ্বেতাশ্বতর, ৪।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সরলার্থ : পরমেশ্বর সকলের আদি কারণ, সকল পদার্থের দেহ-সংযোগের হেতু (অথবা সৃজ্য পদার্থসমূহের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ), প্রাণাদি কলাশূন্য ও তিন কালের অতীত অখণ্ড সত্তারূপে অনুভূত হন। সেই নিখিলরূপধারী, সর্বকারণ, স্বীয় অন্তঃকরণে অবস্থিত, পূজনীয় দেবতাকে পূর্বে উপাসনা করিয়া জীব মুক্ত হন।

মন্তব্য : সংযোগ-নিমিত্তহেতুঃ—শরীর-সংযোগের হেতু অবিদ্যাসমূহের কারণ অথবা সৃজ্য পদার্থসমূহের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ (শ) ॥ ভবভূতম্—তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় বলিয়া তিনি ভব, অচ্যুতস্বভাব বলিয়া ভূত (শ) ; উৎপত্তি-হেতুভূত (উ)।

৯৬. স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬

অন্বয় : সঃ (সেই ঈশ্বর) বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরঃ (বৃক্ষরূপে কল্পিত সংসার ও কালের বিভিন্ন আকারসমূহের অতীত), অন্যঃ (বিষয় হইতে ভিন্ন), যস্মাৎ অয়ং প্রপঞ্চ পরিবর্ততে (যাহা হইতে এই প্রপঞ্চ জগৎ পরিবর্তিত হইতেছে) ধর্মাবহম্ (ধর্মের উৎস) পাপনুদম্ (পাপবিনাশক), ভগেশম্ (ঐশ্বর্যের অধিপতি), অমৃতং বিশ্বধাম (অমৃতস্বরূপ বিশ্বাধারকে) আত্মস্থং জ্ঞাত্বা (আত্মস্থরূপে উপলব্ধি করিয়া) [সাধকঃ মুচ্যতে] (সাধক মুক্ত হন)।

সরলার্থ : পরমেশ্বর বৃক্ষাকৃতি সংসারের ধর্ম শোক-মোহাদি এবং কালের ধর্ম ভূত-ভবিষ্যতাদির অতীত। যাঁহার প্রভাবে জগৎপ্রপঞ্চ আবর্তিত হয় সেই ধর্মের পোষক, পাপনাশক, ঐশ্বর্যবান, অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া জীব মুক্ত হন।

৯৭. তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৭

অন্বয় : তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ (সেই ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর), তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ (সেই দেবতাদিগের পরমদেবতা), পতীনাং পতিম্ (প্রজাপতিদিগের প্রভু) পরস্তাৎ পরমম্ (অক্ষর ব্রহ্মেরও শ্রেষ্ঠ), ভুবনেশম্ (ভুবনেশ্বর), ঈড্যম্ দেবম্ (স্তবনীয় দেবকে) বিদাম (আমরা জানি)।

সরলার্থ : ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকপালদিগের পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের অধিপতি, অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বের অধিপতি ও স্তবনীয় সেই স্বপ্রকাশ দেবকে আমরা জানি।

৯৮. ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮

অন্বয় : তস্য কার্যং করণং চ ন বিদ্যতে (তাঁহার শরীর অথবা ইন্দ্রিয় নাই), তৎসমঃ চ অভ্যধিকঃ চ ন দৃশ্যতে (তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কাহাকেও দেখা যায় না), অস্য বিবিধা এব পরা শক্তিঃ (ইঁহার বিবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি) স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ (এবং স্বরূপভূতা জ্ঞান ও বলক্রিয়া) শ্রূয়তে (শোনা যায়)।

সরলার্থ : পরমেশ্বরের শরীর নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই ; তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে

শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তাঁহার নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ শক্তি, স্বরূপভূত জ্ঞানরূপ শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির বিষয় শ্রুতিতেও কীর্তিত হইয়াছে।

মন্তব্য : জ্ঞানবলক্রিয়া—জ্ঞানক্রিয়া [সর্ববিষয়ে অপ্রতিহত জ্ঞান] বলক্রিয়া [সকলকে নিয়মিত করার ক্ষমতা] (শ); জ্ঞানক্রিয়া [চিৎশক্তি] বলক্রিয়া [ক্রিয়াশক্তি] (উ)।

৯৯. ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯

অন্বয় : লোকে (এই জগতে) তস্য কশ্চিৎ পতিঃ ন অস্তি (তাঁহার কোনও প্রভু নাই), ঈশিতা চ ন (কোনও শাসক নাই) তস্য লিঙ্গং চ ন এব (তাঁহার কোন লিঙ্গ বা চিহ্নও নাই), সঃ কারণম্ (তিনিই সকলের কারণ), [সঃ] করণাধিপাধিপঃ (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণেরও অধিপতি), অস্য কশ্চিৎ জনিতা চ ন (তাঁহার কোনও জনক নাই), অধিপঃ চ ন [অস্তি] (কোনও অধিপতিও নাই)।

সরলার্থ : এই জগতে তাঁহার প্রভু কেহ নাই, নিয়ন্তাও কেহ নাই। এমন কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই যাহাদ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি ; তাঁহার কোনও জনক বা অধ্যক্ষ নাই।

মন্তব্য : লিঙ্গম্—চিহ্ন, যেমন ধূম হইতে অগ্নি অনুমান করা যায় (শ)। করণাধিপাধিপঃ—পরমেশ্বর ; করণসমূহের [ইন্দ্রিয়সমূহের] অধিপদের [উহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের], তাহাদের অধিপ [প্রেরয়িতা] (শ)।

১০০. যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০

অন্বয় : যঃ তু স্বভাবতঃ একঃ দেবঃ (যে স্বরূপতঃ একমাত্র দেব হইয়াও) তন্তুনাভঃ তন্তুভিঃ ইব (মাকড়সা যেমন তন্তু দ্বারা আপনাকে ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ) প্রধানজৈঃ [তন্তুভিঃ] (অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে জাত তন্তুসমূহ অর্থাৎ নাম-রূপ-কর্ম দ্বারা) স্বম্ আবৃণোৎ (আপনাকে আবৃত করেন)। সঃ (সেই পরমেশ্বর) নঃ (আমাদিগের) ব্রহ্মাপ্যয়ম্ [বি] দধাতু (ব্রহ্মের সহিত ঐক্যবিধান করুন)।

সরলার্থ : [এখন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আপনার অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিতেছেন।] মাকড়সা যেমন জাল দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, সেইপ্রকার পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এক, অদ্বিতীয় হইয়াও অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে জাত তন্তুস্থানীয় নাম, রূপ ও কর্ম দ্বারা অপেনাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি (পরমেশ্বর) আমাদের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যবিধান করুন।[1]

১০১. একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১১

অন্বয় : [সঃ] একঃ দেবঃ (সেই এক অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ দেব) সর্বভূতেষু

[1] দ্রঃ মুণ্ডক, ১।১।৭ শ্লোক।

গূঢ়ঃ (সর্বভূতে গোপনভাবে বর্তমান), সর্বব্যাপী (সর্বব্যাপী), সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা), কর্মাধ্যক্ষঃ (সমস্ত কর্মের অধ্যক্ষ) সর্বভূতাধিবাসঃ (সকল প্রাণীতে বাসকারী), সাক্ষী (সর্বদ্রষ্টা), চেতা (চেতন), কেবলঃ (উপাধিবর্জিত) নির্গুণঃ চ (এবং নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণরহিত)।

সরলার্থ : এক, অদ্বিতীয় দেব সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বদ্রষ্টা, চেতয়িতা, নিরুপাধিক ও নির্গুণ।

১০২. একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২

অন্বয় : যঃ (যিনি) বহূনাং নিষ্ক্রিয়াণাম্ (বহু নিষ্ক্রিয় পদার্থের) একঃ বশী (একমাত্র নিয়ন্তা) [যঃ], একং বীজং বহুধা করোতি (যিনি এক বীজকে বহুপ্রকার করেন), যে ধীরাঃ (যেসকল জ্ঞানী ব্যক্তি) তম্ আত্মস্থং অনুপশ্যন্তি (তাঁহাকে আপনার মধ্যে দর্শন করেন) তেষাং শাশ্বতং সুখম্ [ভবতি] (তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়), ইতরেষাং ন (অপরের হয় না)।

সরলার্থ : যিনি এক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, যিনি একটি বীজকে (অর্থাৎ বীজস্থানীয় পঞ্চ সূক্ষ্মভূতকে) বহুরূপে প্রকাশ করেন, সেই পরমাত্মাকে যেসকল জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ স্বরূপে দর্শন করেন তাঁহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী অপরে নহে।[1]

মন্তব্য : বহূনাম্ নিষ্ক্রিয়াণাম্—নিষ্ক্রিয় জীবসকলের। ক্রিয়ামাত্রই আত্মাতে আশ্রিত নহে, পরন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন। আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, কূটস্থ থাকিয়া অনাত্ম ধর্মসমূহকে আত্মাতে আরোপিত করিয়া মনে করে, 'আমি কর্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি অমুকের পুত্র, পৌত্র' ইত্যাদি ; কর্তৃত্বরহিত জীবগণের (উ) ॥ একং বীজম্—বীজস্থানীয় সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ; জীবনোপাদান (উ)।

১০৩. নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৩

অন্বয় : নিত্যানাং নিত্যঃ (যিনি নিত্য জীবগণের মধ্যে নিত্য) চেতনানাং চেতনঃ (চেতনবর্গের মধ্যে চেতন), যঃ একঃ [সন্] (যিনি এক হইয়াও) বহূনাং কামান্ বিদধাতি (অনেকের কাম্যবস্তুসমূহের বিধান করেন), তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং দেবম্ (সেই সর্বকারণ ও সাংখ্যযোগ দ্বারা প্রাপ্য দেবতাকে) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [সাধকঃ] সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সাধক অবিদ্যাদি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন)।

সরলার্থ : যিনি নিত্যগণের নিত্যতা ও চেতনগণের চৈতন্য সম্পাদন করেন, এক হইয়াও তিনি বহু প্রাণীর কাম্যবস্তু বিধান করেন, জ্ঞানযোগে লভ্য সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।[2]

[1] দ্রঃ কঠ, ২।২।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা। [2] দ্রঃ কঠ, ২।২।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

মন্তব্য ঃ নিত্যানাম্—নিত্য জীবদিগের মধ্যে, ঈশ্বরের নিত্যত্বে তাহাদের নিত্যত্ব অথবা পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে।

১০৪. ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১৪

অন্বয় ঃ তত্র (সেখানে অর্থাৎ ব্রহ্মসন্নিধানে) সূর্যঃ ন ভাতি (সূর্য দীপ্তি পায় না), ন চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্রতারকাও না), ইমা বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (এই বিদ্যুৎ-সকলও না), অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (এই অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে), তং ভান্তম্ এব সর্বম্ অনুভাতি (দীপ্যমান তাঁহার অনুগত হইয়াই সমস্ত দীপ্তি পায়), তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি (তাঁহারই দীপ্তিতে সকল পদার্থ দীপ্যমান)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্মসন্নিধানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ পায় না, এই সকল বিদ্যুৎ আলোকদানে অসমর্থ। এই অল্প-দীপ্তিমান অগ্নি কি প্রকারে সেখানে দীপ্তি পাইবে? দীপ্যমান তাঁহার অনুগত হইয়াই সকলে দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহারই দীপ্তিতে সমগ্র জগৎ বিবিধরূপে প্রকাশমান হয়।[1]

১০৫. একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৫

অন্বয় ঃ অস্য ভুবনস্য মধ্যে (এই ভুবনের মধ্যে) একঃ হংসঃ [অস্তি] (এক হংস অর্থাৎ পরমাত্মা আছেন); সঃ এব (তিনিই) সলিলে সন্নিবিষ্টঃ (জল-পরিণাম-দেহে অবস্থিত) অগ্নিঃ (অগ্নিস্বরূপ)। তম্ এব বিদিত্বা (তাঁহাকেই জানিয়া) [সাধকঃ] মৃত্যুম্ অতি-এতি (মৃত্যুকে অতিক্রম করেন), অয়নায় (পরমপদ প্রাপ্তির) অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে (অন্য পথ নাই)।

সরলার্থ ঃ [ঈশ্বরকে জানিলেই মুক্ত হওয়া যায় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে; কেন একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মুক্ত হওয়া যায়, অন্য উপায়ে মুক্তিলাভ হয় না তাহাই এখন বলা হইতেছে।] এই ভুবনের মধ্যে একমাত্র পরমেশ্বর বিদ্যমান আছেন। তিনিই জল-পরিণাম এই দেহে অবিদ্যাদির দাহক অগ্নিরূপে অবস্থিত। তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, সেই পরমপদ প্রাপ্তির আর কোনও পথ নাই।

মন্তব্য ঃ সঃ এব অগ্নিঃ—অবিদ্যা ও তৎকার্য সমস্তের দাহক [বিনাশক] বলিয়া পরমাত্মাকে অগ্নি বলা হইয়াছে (শ)॥ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ—জল পরিণাম দেহে আত্মারূপে অবস্থিত, অথবা, 'সলিলে' অর্থ জলের ন্যায় স্বচ্ছ যজ্ঞদানাদি দ্বারা বিমলীকৃত অন্তঃকরণে বেদান্ত জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা ও তৎকার্যসমূহের দাহকরূপে অবস্থিত (শ)।

১০৬. সঃ বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ সঃ (পরমেশ্বর) বিশ্বকৃৎ (বিশ্বের স্রষ্টা), বিশ্ববিৎ (বিশ্বের জ্ঞাতা), আত্মযোনিঃ (স্বয়ম্ভূ), জ্ঞঃ (জ্ঞাতা); কালকারঃ (কালের প্রবর্তক), গুণী

[1] কঠ, ২।৩।১৫ এবং মুণ্ডক, ২।২।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(গুণবিশিষ্ট), সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) যঃ (যিনি) প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ (প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক), গুণেশঃ (গুণত্রয়ের নিয়ন্তা), সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ (সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের হেতু)।

সরলার্থ ঃ যিনি জগতের উপাদানভূত অব্যক্ত প্রকৃতি (বিশ্বের জীবাবস্থা) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (শরীরজ্ঞাতা জীব) উভয়ের স্বামী, যিনি অশেষ কল্যাণগুণ-বিশিষ্ট, সত্ত্বাদি গুণের নিয়ন্তা এবং সংসারে জীবের স্থিতি, বন্ধন ও মোক্ষের কারণ, তিনিই বিশ্বের কর্তা, বিশ্বের জ্ঞাতা, স্বয়ম্ভূ এবং ত্রিকালের নিয়ন্তা।

মন্তব্য ঃ আত্মযোনিঃ—আত্মাই যোনি [উৎপত্তিস্থান] বলিয়া আত্মযোনি, স্বয়ম্ভূ (শ)। জ্ঞঃ—যিনি জানেন তিনি জ্ঞ (শ); সকলের আত্মা, সকলের উৎপত্তিস্থান, সর্বজ্ঞ ও চৈতন্য-জ্যোতিঃস্বরূপ (শ)॥ প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ—প্রধান অর্থ প্রকৃতি [অব্যক্ত], ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ বিজ্ঞানাত্মা, যিনি ক্ষেত্র বা শরীরকে জানেন, তাহাদের পতি [পালয়িতা] (শ)।

১০৭. স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায় ॥ ১৭

অন্বয় ঃ সঃ (তিনি অর্থাৎ পরমেশ্বর) তন্ময়ঃ (বিশ্বাত্মা অথবা জ্যোতির্ময়), অমৃতঃ (অমৃত), ঈশসংস্থঃ (ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তারূপে সংস্থিত), জ্ঞঃ (জ্ঞাতা), সর্বগঃ (সর্বব্যাপী), অস্য ভুবনস্য গোপ্তা (এই ভুবনের রক্ষক), যঃ (যিনি) নিত্যম্ এব (সর্বদা) অস্য জগতঃ ঈশে (এই জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন), ঈশনায় অন্যঃ হেতুঃ ন বিদ্যতে (জগৎ-শাসনের অন্য কারণ আর নাই)।

সরলার্থ ঃ তিনি তন্ময় (বিশ্বাত্মা), অমৃত (অবিকারী), বিশ্বনিয়ন্তা (সকলের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা), সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং এই ভুবনের রক্ষক। তিনিই সমুদয় জাগতিক বস্তুকে নিয়মিত করেন। তিনি ছাড়া জগৎকে শাসন করিবার আর কেহ নাই।

মন্তব্য ঃ অমৃতঃ—অমরণধর্মা (শ); অবিকারী (উ)॥ ঈশসংস্থঃ—ঈশে [স্বামীপদে] সম্যক্ স্থিতি যাঁহার (শ); নিয়ন্তারূপে নিত্য-প্রকাশমান (উ)। সর্বগঃ—সর্বত্র যায় যে (শ); সর্বত্র প্রবিষ্ট (উ)।

১০৮. যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮

অন্বয় ঃ যঃ পূর্বম্ ব্রহ্মাণম্ বিদধাতি (যিনি হিরণ্যগর্ভকে পূর্বে সৃষ্টি বা ব্যক্ত করিয়াছেন), যঃ বৈ বেদাংশ্চ তস্মৈ প্রহিণোতি (এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছেন) তং হ আত্মবুদ্ধি-প্রকাশং দেবম্ (স্বীয় বুদ্ধিতে প্রকাশমান এই পরমেশ্বরকে) অহং মুমুক্ষুঃ বৈ [সন্] শরণং প্রপদ্যে (আমি মুক্তিকামী হইয়া শরণ লইতেছি)।

সরলার্থ ঃ যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছেন, আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশময় সেই পরমেশ্বরের (অথবা প্রসন্নতাকারী দেবের) নিকট মুক্তিকামী আমি শরণাপন্ন হইয়াছি।

মন্তব্য ঃ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্—দুইটি পাঠ আছে আত্মবুদ্ধিপ্রসাদম্ এবং আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্। প্রথমটির অর্থ ঃ যিনি আত্মবিষয়ে বুদ্ধির প্রসন্নতাকারী পরমেশ্বর। দ্বিতীয়টির দুইটি অর্থ, যথা ঃ (১) আত্মবিষয়ক বুদ্ধিকে যিনি প্রকাশ করেন; (২) আত্মাই বুদ্ধি [জ্ঞান] তাহাই প্রকাশ যাঁহার অর্থাৎ যিনি স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা (শ)।

১০৯. নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ নিষ্কলম্ (কলারহিত), নিষ্ক্রিয়ম্ (নিষ্ক্রিয়, কূটস্থ), শান্তম্ (শান্ত, বিকারবিহীন), নিরবদ্যম্ (নির্দোষ), নিরঞ্জনম্ (নির্লিপ্ত), অমৃতস্য পরং সেতুং (অমৃতত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়) দগ্ধেন্ধনম্ অনলম্ ইব (দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায়) [দেবম্ অহং শরণং প্রপদ্যে] (দেবতার আমি শরণ লই)।

সরলার্থ ঃ [এই প্রকারে সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি কার্য দ্বারা পরোক্ষভাবে যাঁহার রূপ বর্ণিত হইল এখন তাঁহার নিজ স্বরূপের বর্ণনা করা হইতেছে।] যিনি নিরবয়ব (কলা বা দেহাবয়বশূন্য), কূটস্থ, শান্ত (নির্বিকার), অনিন্দ্য, নির্লিপ্ত, অমৃতত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ সেতু (উপায়) এবং দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান সেই দেবতার আমি শরণ লইতেছি।

মন্তব্য ঃ অমৃতস্য সেতুম্—সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু [উপায়] স্বরূপ (শ)।

১১০. যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ২০

অন্বয় ঃ যদা (যে সময়ে) মানবাঃ চর্মবৎ আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি (মানুষেরা চর্মের মত আকাশকে বেষ্টন করিবে) তদা (সেই সময়ে) দেবম্ অবিজ্ঞায় (ঈশ্বরকে না জানিয়া) দুঃখস্য অন্তঃ ভবিষ্যতি (দুঃখের অবসান হইবে)।

সরলার্থ ঃ [পরমেশ্বরকে জানিলেই যে মুক্তি হয়, অন্য উপায়ে হয় না তাহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—] মনুষ্যগণ যখন শরীরের চর্মের ন্যায় আকাশকে বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন করিবে অর্থাৎ যখন এইপ্রকার অসম্ভব কার্যও সম্ভব হইবে, তখনই ব্রহ্মকে না জানিয়াও দুঃখের অবসান করিতে পারিবে। চর্মের মত আকাশকে বেষ্টন যেরূপ সম্ভব নয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অবসানও অসম্ভব।

১১১. তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্ ।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্ ॥ ২১

অন্বয় ঃ শ্বেতাশ্বতরঃ (শ্বেতাশ্বতর নামক ঋষি) তপঃপ্রভাবাৎ (তপস্যাপ্রভাবে) দেবপ্রসাদাৎ চ (এবং দেবপ্রসাদে) ব্রহ্ম বিদ্বান্ (ব্রহ্মকে জানিয়া) অথ (অনন্তর) অত্যাশ্রমিভ্যঃ (অতিপূজ্য আশ্রমীদিগকে) ঋষিসংঘজুষ্টম্ (ঋষিগণ-সেবিত) পরমং পবিত্রং [ব্রহ্মতত্ত্বম্] (পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব) প্রোবাচ (বলিয়াছিলেন)।

সরলার্থ ঃ [সম্প্রদায় পরম্পরাতে ব্রহ্মবিদ্যা যে মোক্ষপ্রদ তাহা বলিবার

উদ্দেশ্যে সম্প্রদায় ও বিদ্যার্থিকারিত্ব দেখান হইয়াছে।] শ্বেতাশ্বতর নামক ঋষি তপস্যার প্রভাবে এবং ঈশ্বরের কৃপায় ব্রহ্মকে অবগত হইয়া সনকাদি ঋষিবৃন্দ-সেবিত পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব সন্ন্যাসীদিগকে বলিয়াছিলেন।

১১২. বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২

অন্বয় ঃ পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ (পুরাকালে প্রকাশিত বা উপদিষ্ট), বেদান্তে পরমং গুহ্যম্ (বেদান্তে প্রতিপাদিত এই গুহ্যবিদ্যা) অপ্রশান্তায় ন দাতব্যম্ (অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না) অপুত্রায় অশিষ্যায় বা পুনঃ ন [দাতব্যম্] (অযোগ্য পুত্র বা শিষ্যকে দান করিবে না)।

সরলার্থ ঃ [শিষ্যকে পরীক্ষাপূর্বক বিদ্যা বলিতে হইবে, নচেৎ যে দোষ হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যা যে বৈদিক, গোপনীয় এবং পুরুষ-পরম্পরাগত তাহা জানাইবার জন্য এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—] বেদান্ত বা উপনিষদ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত পরম গুহ্য অর্থাৎ পরম রহস্য এই ব্রহ্মবিদ্যা পুরাকালে উপদিষ্ট হইয়াছিল। যাহার চিত্ত প্রশান্ত নয় (অর্থাৎ যাহার রাগ-দ্বেষাদি দোষ দূর হয় নাই) এরূপ কাহাকেও সেই তত্ত্ব বলিবে না ; আর সেই লোক যদি পুত্র বা শিষ্য না হয় তাহা হইলেও এই বিদ্যা দিবে না।

১১৩. যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ যস্য (যাঁহার) দেবে পরা ভক্তিঃ (পরমেশ্বরে অচলা ভক্তি আছে), যথা দেবে তথা গুরৌ (যেমন পরমেশ্বরে তেমন গুরুতে ভক্তি আছে) তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মার) এতে হি অর্থাঃ কথিতাঃ [সন্তঃ] (এই সকল তত্ত্ব কথিত হইলে) প্রকাশন্তে (প্রকাশিত হইবে) [সমাপ্তি-সূচক পুনরুক্তি]।

সরলার্থ ঃ [দেবতা ও গুরুর উপর যাঁহাদের ভক্তি আছে তাঁহাদের পক্ষেই গুরুর উপদেশলব্ধ বিদ্যা প্রকাশিত হয়, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য।] যাঁহার পরমেশ্বরে অকৃত্রিম ভক্তি আছে এবং তদনুরূপ ভক্তি গুরুতেও আছে, উপনিষদ-কথিত এইসকল বিষয় সেইরূপ মহাত্মার নিকটই প্রকাশিত হয়।

মন্তব্য ঃ এখানে লক্ষণীয় যে উপনিষদে ভক্তির উল্লেখ এই প্রথম।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

যে দ্বাদশ উপনিষদের উপর বেদান্ত দর্শন প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে ছান্দোগ্য একখানা প্রধান ও প্রাচীন উপনিষদ। সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে দশটি অধ্যায় আছে। শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদ। উপনিষদের প্রায় প্রত্যেক অংশই এক একটি বিদ্যা বা উপাসনা। উপনিষদে বিদ্যা ও উপাসনা পরমার্থ-চিন্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আচার্য শংকর তাঁহার ছান্দোগ্যভাষ্যের উপক্রমণিকায় এই সকল উপাসনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর উপাসনা যজ্ঞ ও সামগণের সহিত সম্বন্ধ। আর এক শ্রেণীর উপাসনা সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক। তৃতীয় শ্রেণীর উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক।

প্রথম শ্রেণীর উপাসনাগুলি আধুনিক পাঠকের তেমন প্রীতিপদ না হইতে পারে। বর্তমান সময়ে ইহাদের আধ্যাত্মিক উপযোগিতা আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠান-প্রধান ধর্ম হইতে ধ্যানপ্রধান ধর্মে জাতীয় ক্রমোন্নতির ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে ইহাদের উপযোগিতা আছে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসনাগুলি জগতের বিচিত্র বস্তুতে ব্রহ্মের উপলব্ধি সাধনে নিশ্চয়ই উপযোগী। তৃতীয় শ্রেণীর উপাসনাগুলির উপযোগিতা ব্রহ্মের জগদতীত, দেশকালের সীমাতীত, অনন্ত, অখণ্ড স্বরূপ উপলব্ধি-বিষয়ে। ছান্দোগ্যের প্রথমার্ধে যে সকল আখ্যায়িকা আছে সেগুলি বেদান্ত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ এবং পরমার্থতত্ত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের শেষ তিন অধ্যায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'তৎ ত্বমসি' মহাকাব্য নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে ইহার স্থান সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তম অধ্যায়ে 'নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষি (সনৎকুমার) সোপান পরম্পরা অতিক্রম-পূর্বক যে ভাবে চিন্তার উচ্চতম স্তর 'ভূমা'তে উত্থিত হইয়াছেন, তাহাতে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যায়ী এই ব্যাখ্যা পাঠ করিতে করিতে নিশ্চয়ই হেগেলের ন্যায়পদ্ধতি স্মরণ করিবেন। অষ্টম অধ্যায়ে পাঠক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যাত মতের বিরুদ্ধ, অন্তত আপাতবিরুদ্ধ মত দেখিতে পাইবেন। তৎ ত্বমসি মহাকাব্যের বিবৃতি, সনৎকুমারের ভূমাতত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং প্রজাপতির আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা—এই তিনটিই বেদান্ত সাহিত্যের

অমূল্য রত্ন। উপনিষদের পরলোকবাদ পঞ্চম, অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আধুনিক পাঠক সমগ্রভাবে সেই মত গ্রহণ করুন আর নাই করুন, ইহা তাঁহার নিবিষ্ট অধ্যয়নের উপযুক্ত। অশ্বপতি ও ষড়্‌ব্রাহ্মণ-সংবাদ সামাজিক ও দার্শনিক উভয় দিক হইতেই প্রয়োজনীয়।

বৈদিক সাহিত্যে বৃহদারণ্যকের স্থান সম্বন্ধে উপনিষদের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্নের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তৎপর আমার বক্তব্য বলি। তিনি লিখিয়াছেন ঃ "বিষয় ও কালের বিভাগানুসারে বৈদিক সাহিত্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। শুক্ল যজুর্বেদের দুই শাখা, (১) কাণ্ব শাখা ও (২) মাধ্যন্দিন শাখা। প্রত্যেক শাখাতেই 'শতপথ' নামক একখানা ব্রাহ্মণ আছে। এই উভয় শতপথ ব্রাহ্মণ যে সর্বাংশেই এক, তাহা নহে; কিছু কিছু পার্থক্যও আছে, তবে অধিকাংশ স্থলেই ঐক্য রহিয়াছে। কাণ্ব শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে সতেরটি কাণ্ড। শেষ কাণ্ডই অর্থাৎ সপ্তদশ কাণ্ডই বৃহদারণ্যক উপনিষদ নামে খ্যাত। এই উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশই মাধ্যন্দিন শাখায় পাওয়া যায়, কিন্তু এক স্থলে নহে।"

উপনিষদ সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ অনুসারে আমরা উপনিষদ গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানই অন্বেষণ করি। বৃহদারণ্যকে গভীর ব্রহ্মজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু হয়ত পাঠক দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে ইহাতে এমন অনেক বিষয় আছে যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে উপনিষদ একটি বৃহৎ 'ব্রাহ্মণ'-এর অন্তর্গত। 'ব্রাহ্মণ'-এর অন্তর্গত হওয়াতেই ইহাতে এমন অনেক বিষয় প্রবেশ করিয়াছে যাহার প্রকৃত স্থান ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। প্রাচীন পুস্তকে স্পষ্ট বিষয়-বিভাগ দুর্লভ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে এই গ্রন্থ স্পষ্টতই অনেক ঋষির রচিত। প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে এই ঋষিদের মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল, সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অতি গভীর চিন্তাশীল। তাঁহারা যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এই বিজ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীতেও সেই সকল বিষয়ের বিচার চলিতেছে। এমন কি বর্তমান যুগের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এই সকল চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে বোধ হয় অনেক ঋষিই যাগযজ্ঞ লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহাদের চিন্তা যজ্ঞাঙ্গ এবং যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ বিষয়কলাপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অনেক স্থলে তাঁহাদের কথা অবোধ্য, এমন কি আপাতত অর্থহীন, অন্তত বর্তমান সমাজের অনুপোযোগী বলিয়া বোধ হয়।

যে সকল দার্শনিক-তত্ত্ব এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে সে সকল সম্বন্ধেও আমার বোধ হয় এই সকল তত্ত্বের উদ্ভাবক মহর্ষিগণ উপনিষদ গ্রন্থসমূহের রচয়িতা নহেন। সম্ভবত তাঁহাদের শিক্ষা শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল, কোনও সময়ে কোনও লেখক বা বক্তা দ্বারা তাহা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। উপনিষদ সাহিত্যে যেভাবে উপনিষদ-বক্তা ঋষিদের উল্লেখ বা বর্ণনা আছে—প্রকৃত বক্তা বা লেখকগণ সেভাবে নিজের উল্লেখ বা বর্ণনা করেন না, অন্য ব্যক্তিরাই সেরূপ উল্লেখ বা বর্ণনা করেন। বিশেষত যাঁহারা গভীর চিন্তাশীল এবং সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিষ্কারক, তাঁহাদের ব্যাখ্যাপ্রণালী চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ হওয়াই সম্ভব। বর্তমান লেখকদের তো কথাই নাই, প্লেটো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক লেখকদের মধ্যেও এই রচনাকৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপনিষদুক্ত দার্শনিক উপদেশগুলিতে আমরা সেই বাক্‌চাতুর্য বা লিপি-কৌশলের পরিচয় পাই না।

এই সাহিত্যে অতি গভীর তত্ত্বনিচয়ও অনেক স্থলে অতি অস্পষ্ট ও অবিন্যস্ত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে যেন প্রমাণ হয় যে তত্ত্বের দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা এক ব্যক্তি নহেন—দ্রষ্টা যে প্রণালীতে তত্ত্ব দেখিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই প্রণালী আমরা পাই না ; যিনি তত্ত্ব দেখেন নাই, অন্তত সম্যক্‌ভাবে দেখেন নাই, কেবল শুনিয়াছেন এবং হয়ত আংশিকভাবে দেখিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তিই তাহা বচনবন্ধ বা লিপিবন্ধ করিয়াছেন। দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে উপনিষদ সাহিত্যে যে অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়, আমার বোধ হয় ইহাই তাহার কারণ।

যাহা হউক বৃহদারণ্যকোক্ত ঋষিদের বিষয় এখন কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে বলি। ইহাতে অজাতশত্রু, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, আরুণি, উষস্ত, প্রবাহণ প্রভৃতি অনেক ঋষিরই উল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মনোহর আখ্যায়িকাও পাঠক এই উপনিষদে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ইহাও দেখিবেন যে যাজ্ঞবল্ক্যই এই উপনিষদের প্রধান ঋষি। এই উপনিষদুক্ত গভীরতম তত্ত্বগুলি প্রধানত তাঁহারই নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরবর্তী দার্শনিক চিন্তায় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক।

ঔপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যার দুই ধারার একটি প্রধান উপদেষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য এবং অপরটির প্রধান উপদেষ্টাদ্বয় ইন্দ্র ও প্রজাপতি। বৃহদারণ্যকের ভূমিকায় যাজ্ঞবল্ক্যের মত সমালোচনা সহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ইহার সহিত ইন্দ্র ও প্রজাপতির উপদিষ্ট মতের প্রভেদ স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। উহাতে যে সকল দার্শনিক যুক্তি দেওয়া হইয়াছে ইহাতে সেগুলির পুনরুক্তি করিব না।

কৌষীতকি উপনিষদের প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় উপনিষদ দর্শন বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের বিষয় নহে ; জ্ঞানী ও জ্ঞানার্থীর পক্ষে এই সকল বিষয় নিষ্প্রয়োজন। সেইজন্য আমরা এই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিলাম না। প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রথম অধ্যায়ের আখ্যায়িকা এবং 'ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক'-এর কোন কোন স্থল পড়িলে বোধ হয় ব্রহ্মর্ষিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-জাতীয় ঋষিগণ সম্ভবত যাগযজ্ঞে অতি ব্যস্ততাবশত পরলোক সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেন নাই ; এমন কি অনেকে হয়ত এ-বিষয়ে সন্দিহানই ছিলেন। রাজর্ষি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-জাতীয় ঋষিদের চিন্তা ও বিশ্বাস এই বিষয়ে উজ্জ্বলতর ছিল। এই বিষয়ে ব্রহ্মর্ষিগণ রাজর্ষিগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধেও যে রাজর্ষিগণের চিন্তা ব্রহ্মর্ষিগণের চিন্তা হইতে ভিন্ন ছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ফলত দেখা যায় যে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এই দুই ভিন্ন মত ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি এই দুই ভিন্ন শ্রেণীস্থ ঋষির মত ; কেবল শঙ্কর, রামানুজ ব্যাখ্যাকারদের মত নহে। উপনিষদে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ উভয় মতবাদেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উভয়ই ব্রহ্মবাদ, উভয়ই অদ্বৈতবাদ, সুতরাং উভয়ের মধ্যে একতা ও সাধারণত্ব যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইহাদের অনৈক্য, বিশেষত্বও যথেষ্ট আছে ; তাহাও বিশেষ মনোযোগের উপযুক্ত।

এই দুই মতের ভিন্নতা 'কৌষীতকি'তে যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলি। প্রথম অধ্যায়ের উল্লিখিত গাঙ্গ্যপুত্র চিত্র সম্ভবত একজন রাজর্ষি। ব্রহ্মর্ষি উদ্দালক আরুণি তাঁহার পুরোহিত। শ্বেতকেতু আরুণির পুত্র। আরুণি শ্বেতকেতুকে চিত্রের যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পাঠাইলেন। চিত্র

শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি এই লোকে এমন কোন গুপ্ত স্থান জানেন কিনা, যাহাতে তিনি তাঁহাকে স্থাপন করিতে পারেন ; অথবা এমন কোন পথ তিনি জানেন কিনা যে পথে গেলে পরলোকে এরূপ স্থান পাওয়া যায়। চিত্র স্পষ্টতই অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে জগৎ ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক ব্রহ্মসাধকের প্রাপ্য। শ্বেতকেতু চিত্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। গৃহে ফিরিয়া আরুণিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও এ-বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক চিত্রের নিকট উপনীত ও শিক্ষিত হইতে গেলেন। ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণ উপনয়ন ও শিক্ষা চাহিতেছেন, ইহাতে আরুণির নিরহঙ্কারের প্রশংসা করিয়া চিত্র তাঁহাকে পরলোকতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন।

পরলোকতত্ত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—যাহারা যজ্ঞাদি দ্বারা দেবপূজা করে এবং লোকহিতকর নানা কর্ম করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপসনা সাধন করে না, তাহারা দেহান্তে 'পিতৃযাণ' পথে চন্দ্রাধিষ্ঠিত পিতৃলোক বা স্বর্গলোকে যায় এবং নিজ পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করে। এই ফল নিঃশেষিত হইলে কর্মী আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। যাঁহারা কর্মে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা সাধন করেন, তাঁহারা মরণান্তে 'দেবযান' পথে ব্রহ্মলোকে যান এবং সেখানে মুক্ত আত্মাদের সঙ্গে ব্রহ্মসান্নিধ্যে চিরবাস করেন। 'পিতৃযাণ' ও 'দেবযান' পথের যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় এই বর্ণনা রূপাত্মক—এই পন্থাদ্বয় আকাশব্যাপী পন্থাদ্বয় নয়, প্রকৃতপক্ষে দুইটি আধ্যাত্মিক সাধন-প্রণালী। ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মধামের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও স্পষ্টই বোধ হয় এই লোক ও ধাম দূর দেশস্থিত কোন লোক বা ধাম নয়, ইহলোক ও পরলোক জীবাত্মার আধ্যাত্মিক জীবনের দুইটি স্তর মাত্র।

চিত্রের মুক্তিবাদ ব্রহ্মর্ষিদের লয়বাদ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। ব্রহ্মর্ষিদের লয়বাদ এই পর্যন্ত পাঠক 'প্রশ্ন', 'মুণ্ডক' ও 'মাণ্ডূক্য' উপনিষদে পাইয়াছেন। এই বাদে মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রহ্ম কোন ভেদ থাকে না। চিত্রের মতে ভেদ ও অভেদ দুই থাকে, অভেদবোধেও 'তুমি'-'আমি'র ভেদ থাকে, সুতরাং উপাসনাও থাকে। রাজর্ষিরা প্রথম হইতেই দেখান যে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ একান্ত ভেদও নহে, একান্ত অভেদও নহে— মুক্তাবস্থায় এই সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয়। 'কৌষীতকি'র তৃতীয় অধ্যায়ে এই মৌলিক ভেদাভেদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তা দেবর্ষি ইন্দ্র, শ্রোতা ঋগ্বেদোক্ত রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন। ঋগ্বেদীয় ইন্দ্রদেব ঔপনিষদ দর্শন ব্যাখ্যা করিতেছেন এই অনুমানই সম্ভব। এই ইন্দ্র-প্রতর্দন সংবাদ উপনিষদুক্ত ব্রহ্মাত্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি। কি অর্থে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব দাবি করিতে পারে, তাহাই এই সংবাদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ব্রহ্মসূত্র'-এর (১।১।৩০) সূত্রে পাঠক এই বিচার পাইবেন। সমগ্র তৃতীয় অধ্যায়ের সারমর্ম এই—চিন্তাহীন লোকে, এমন কি গভীর চিন্তাবিহীন দার্শনিকেরাও প্রাণ, প্রজ্ঞা (অহম্‌-প্রত্যয়, আত্মবোধ), জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানলাভের শক্তি, কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ম করিবার শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ-রসাদি এবং কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বাক্য, গতি প্রভৃতি, এই সকলকে পরস্পর হইতে পৃথক মনে করিয়া গভীর দার্শনিক ভ্রমে পতিত হন। এই সকলকে পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু এরূপ ভেদ-কল্পনায় ইহারা পৃথক হয় না। বস্তুত ইহারা পরস্পরের সহিত এক, অস্বতন্ত্র। জ্ঞানের বিষয় ও কর্মের বিষয় যুক্ত, জ্ঞান

ও শক্তি সমন্বিত, প্রাণ-প্রজ্ঞাই একমাত্র, অখণ্ড, অদ্বিতীয় আত্মা অসীমভাবে দেখিলে পরমাত্মা, সসীমভাবে দেখিলে জীবাত্মা। দর্শন শ্রবণাদি প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াতে এবং গতি-বাক্যোচ্চারণ প্রভৃতি কর্মে এই অখণ্ড আত্মবস্তুই বিষয়ী ও বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। লোকে এই ভেদাভেদতত্ত্ব না বুঝিয়া কল্পনা করে যে তাহারা স্বতন্ত্র জড়জগৎ, স্বতন্ত্র জীব এবং জড় ও জীব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঈশ্বরকে জানিতেছে। অধ্যায়ের শেষভাগে এই ভেদাভেদতত্ত্ব সংক্ষেপে ও স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, ইন্দ্রের ভেদাভেদ-ব্যাখ্যায় একটি কথা অস্পষ্ট থাকিয়া গিয়াছে, সেটি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেছেন যে নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রাণে একীভূত বা বিলীন হইয়া যায়, জাগরণে ইহারা পুনরায় ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন এই যে ভেদ একবার অভেদে বিলীন হইয়া গেল, তাহা কিরূপে পুনরায় ভেদরূপে প্রকাশিত হইবে? জ্ঞানের বিষয় কেবল জ্ঞানেই থাকিতে পারে। যে ভেদ জ্ঞানের অবিষয় হইয়া গেল তাহা পুনরায় জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে পারে না। আমরা পুনর্জাগরণে দেখি নিদ্রার পূর্ববর্তী ভেদসমূহ ফিরিয়া আসিতেছে। যাহা থাকে, কেবল তাহাই ফিরিতে পারে। ভেদগুলি নিদ্রাকালে আমাদের সসীম জ্ঞানে ছিল না, কিন্তু ইহারা আমাদেরই স্মৃত বিষয়রূপে ফিরিয়া আসাতে প্রমাণ হইল যে আমাদেরই অন্তরাত্মা অনিদ্র থাকিয়া এই সকল ভেদ ধারণ করিয়া থাকেন এবং নিদ্রান্তে আমাদিগকে এই সকল প্রত্যর্পণ করেন। বুঝিতে হইবে যে মৃত্যু ও অমরত্বের স্থলেও এরূপই ঘটে। জীবের অর্জিত জ্ঞান মৃত্যুতে বিলুপ্ত হয় না, লুক্কায়িত হয় মাত্র। তাহা অমর পরমাত্মাতে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পরকালে অমর জীবের জ্ঞানে পুনঃপ্রকাশিত হয়। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী জ্ঞানের প্রকৃতি স্পষ্ট বুঝেন না, জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাভেদ স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে পারেন না; উঁহাকে কল্পিত জড় পদার্থের ন্যায় গুণ ও গুণযুক্ত বস্তুর ন্যায় কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হন। ইহাদের ভেদাভেদ বুঝিলে নির্বিশেষবাদের ভ্রম দূর হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদে দেখা যায় বালাকির ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমান সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সসীম উপাসনার উপরে উঠেন নাই। রাজর্ষি অজাতশত্রুকে তিনি ব্রহ্মবাদ শিক্ষা দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইতে চাহিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের উপনয়ন সেই সময় লোকাচার-বিরুদ্ধ ছিল। রাজর্ষি লোকাচার লঙ্ঘন না করিয়া বিনা উপনয়নেই বালাকিকে শিক্ষা দিলেন। এই আখ্যায়িকাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'বৃহদারণ্যক'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে পুনরুক্ত হইয়াছে। অজাতশত্রুর প্রদত্ত ব্রহ্মব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। ইহাতে এই পর্যন্ত শিক্ষা লাভ হয় যে যাঁহাকে কোন বিশেষ দেশ, কাল বা কার্যে আবদ্ধ বলিয়া কল্পনা করা হয়, তিনি যত বড় হউন না কেন, তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলা যায় না, ব্রহ্ম সর্বাধার, সর্বাশ্রয় বৃহদ্‌বস্তু। তিনি দেশ, কাল ও ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত।

কলিকাতা
১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ১৯২৭ খ্রী

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

ছান্দোগ্য উপনিষদ

সূচনা

সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বৈশম্পায়নের নয় জন শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম তাণ্ড্য। ঋষি তাণ্ড্য সামবেদের একটি শাখার প্রবর্তক। এ-শাখার নাম তাণ্ড্য শাখা। এ-শাখার অন্তর্গত একখানা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। যাঁরা ছন্দ অর্থাৎ বেদগান করেন তাঁদের নাম 'ছন্দোগ'। ছন্দোগদিগের ধর্ম ও শাস্ত্রকে 'ছান্দোগ্য' বলা হয়।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের দশটি অধ্যায় আছে। তার শেষ আটটি অধ্যায়ই ছান্দোগ্য উপনিষদ নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে বিষয়গত ভাগ করলে দেখা যায় যে প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে কর্মাঙ্গ উপাসনার কথা বলে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে প্রকৃত ব্রহ্মোপদেশ আরম্ভ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল এরূপ কর্মাঙ্গ উপাসনাদ্বারা চিত্তের মলিনতা ও চাঞ্চল্য দূর হওয়ার পর ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিলে তা কার্যকরী হতে পারে। পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থের মতে—এই উপনিষদের ভাষা সরল, ভাব গম্ভীর, যেমন আখ্যায়িকাগুলি উত্তমরূপে সাজান, আবার উপদেশগুলিও মধুর। সাধারণ লোকের করণীয় কর্ম হতে আরম্ভ করে জ্ঞানীদের উপযোগী ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যন্ত এখানে অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। এই উপনিষদে 'সত্যকাম-জাবালা' ইত্যাদি কাহিনী আছে যাদের মাধ্যমে নানা তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ন্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদও আকারে বৃহৎ এবং সামগ্রিক চিন্তাধারায় পুষ্ট। তাই ব্রহ্মতত্ত্ব ছাড়াও সামগ্রিক জীবনের আলেখ্য এতে চিত্রিত আছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক এই দুইখানা উপনিষদই অতি প্রাচীন। তাঁরা বলেন, অন্যান্য উপনিষদের অন্তর্গত সত্যসমূহ অনেকাংশেই এই দুখানা থেকে সংগৃহীত। সুতরাং ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রাচীনতম আকার দেখতে হলে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক।

প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে শংকর, রঙ্গরামানুজ ও মধ্ব উপনিষদটির ভাষ্য রচনা করেছেন। বর্তমান কালে রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ অনেক মনীষী উপনিষদখানির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ,
অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি
নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ॥

সান্বয় অনুবাদ ঃ মম অঙ্গানি (আমার অঙ্গসমূহ) বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলম্ (বাগিন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ এবং বল), সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি চ (এবং সকল ইন্দ্রিয়) আপ্যায়ন্তু (পুষ্টিলাভ করুক)। সর্বম্ ঔপনিষদং ব্রহ্ম (সমস্তই উপনিষদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)। অহম্ ব্রহ্ম মা নিরাকুর্যাম্ (আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি)। ব্রহ্ম মা মা নিরাকরোৎ (ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন), অনিরাকরণম্ অস্তু (ব্রহ্মের নিকট আমার অপ্রত্যাখ্যান হউক), মে (আমার নিকট) [ব্রহ্মণঃ] অনিরাকরণম্ অস্তু (ব্রহ্মের অপ্রত্যাখ্যান হউক), উপনিষৎসু (উপনিষদসমূহে) যে ধর্মাঃ [সন্তি] (যে সকল ধর্ম আছে) তে (তাহারা) তৎ-আত্মনি নিরতে ময়ি (সেই আত্মাতে নিরত আমাতে) সন্তু (হউক), তে ময়ি সন্তু (তাহারা আমাতে হউক) ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

সরলার্থ ঃ আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সমস্তই উপনিষদ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। তাঁহার ও আমার নিয়ত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকুক। উপনিষদে যে সকল ধর্মের কথা বলা হইয়াছে আত্মনিষ্ঠ আমাতে সেই ধর্মসমূহ প্রকাশ লাভ করুক। আমাদের সকল বিঘ্নের শান্তি হউক।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

উদ্গীথোপাসনা

১. ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ ওম্ ইতি ('ওম্' এই) এতৎ অক্ষরম্ (এই অক্ষরকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে), ওম্ ইতি ('ওম্' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া) হি (যেহেতু) উদ্গায়তি (উদ্গীথ গান করে)। তস্য (তাহার) উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা এই—)।

সরলার্থ ঃ 'ওম্' এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে ; কারণ প্রথমে 'ওম্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে উদ্গীথ গান করা হয়। ইহার ব্যাখ্যা এই—

মন্তব্য ঃ 'ওম্' অক্ষরের মৌলিক অর্থ কি, বলা কঠিন। সম্ভবতঃ সম্মতি-সূচক অব্যয়রূপেই ইহা প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। ওম্ = অব্-মন্ ; অব্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কেহ কেহ বলেন, ওম্ = অ + উ + ম্ (মাণ্ডুক্য ৮ ; প্রশ্ন ৫।৫ ; মৈত্রী ৬।৩ এবং আধুনিক অনেক উপনিষদে ; মনু ২।৭৬ ইত্যাদি)। সামবেদের একটি অংশের নাম 'উদ্গীথ'। এই অংশ গান করার নাম 'উদ্গান করা'।

২. এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসোঽপামোষধয়ো
রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্ রসো বাচ ঋগ্রস ঋচঃ সাম
রসঃ সাম্ন উদ্গীথো রসঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ এষাম্ ভূতানাম্ (এই ভূতসমূহের) পৃথিবী রসঃ (রস; জীবনদায়িনী শক্তি) ; পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) আপঃ (জলসমূহ) রসঃ (সার) ; অপাম্ (জলসমূহের) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) রসঃ ; ওষধীনাম্ (ওষধিসমূহের) পুরুষঃ (মানব) রসঃ ; পুরুষস্য (পুরুষের) বাক্ রসঃ ; বাচঃ (বাক্যের) ঋক্ (ঋগ্বেদ) রসঃ ; ঋচঃ (ঋকের) সাম (সামবেদ) রসঃ ; সাম্নঃ (সামবেদের) উদ্গীথঃ (উদ্গীথ-নামক অংশ) রসঃ।

সরলার্থ ঃ পৃথিবী এই চরাচর ভূতসমূহের রস, জল পৃথিবীর রস, ওষধিসমূহ জলের রস, পুরুষ ওষধিসমূহের রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ বাক্যের রস, সামবেদ ঋগ্বেদের রস এবং উদ্গীথ সামবেদের রস।

মন্তব্য ঃ এই অংশে কোনও স্থলে 'রস' শব্দের অর্থ 'কারণ' এবং কোনও স্থলে 'সার' বা 'পরিণাম' (কার্য)।

৩. স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ (সেই) এষঃ (এই) রসানাম্ (রসসমূহের মধ্যে) রসতমঃ (শ্রেষ্ঠ রস), পরমঃ (পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ) পরার্ধ্যঃ (পরার্ধ—পরম স্থান ; পরার্ধ্যঃ—পরম স্থানের উপযুক্ত, বিং) অষ্টমঃ (অষ্টম ; পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্, ঋক্ ও সাম— এই সাতটির পরবর্তী) যৎ (বৈদিক প্রয়োগ ; যঃ = যে) উদ্গীথঃ।

সরলার্থ ঃ এই যে উদ্গীথ, ইহা রসসমূহের মধ্যে পরম রস, (ইহা) পরম বস্তু, পরম ধাম এবং (পৃথিব্যাদি রসসমূহের মধ্যে ইহার স্থান) অষ্টম।

৪. কতমা কতমা ঋক্ কতমৎ কতমৎ সাম সাম কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ কতমা (কোন্‌টি) কতমা ঋক্ ? কতমৎ (কোন্‌টি) সাম ? কতমঃ (কোন্‌টি) কতমঃ উদ্গীথঃ ? ইতি (এই প্রকার প্রশ্ন) বিমৃষ্টম্ (জিজ্ঞাস্য) ভবতি (হয়)।

সরলার্থ ঃ ঋক্ কি, সাম কি, উদ্গীথ কি—(এখন) ইহাই জিজ্ঞাস্য বিষয়।

৫. বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথস্তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চ ঋক্ চ সাম চ ॥ ৫

অন্বয় ঃ বাক্ এব (বাক্যই) ঋক্, প্রাণঃ সাম (প্রাণই সাম) ওম্ ইতি ('ওম্' এই) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষর) উদ্গীথঃ। তৎ (তাহা) বৈ এতৎ মিথুনম্ (এই মিথুন, যুগল বস্তু), যৎ (যাহা) বাক্ চ প্রাণঃ চ (বাক্য ও প্রাণ) ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম)।

সরলার্থ ঃ বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম, 'ওম্' এই অক্ষরই উদ্গীথ। যাহা বাক্ ও প্রাণ, (অথবা) ঋক্ ও সাম—তাহাই মিথুন।

৬. তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ তৎ (সেই) এতৎ (এই) মিথুনম্ ওম্ ইতি ('ওম্' ইহা) এতস্মিন্ অক্ষরে (এই অক্ষরে) সংসৃজ্যতে (যুক্ত হয়)। যদা (যখন) বৈ মিথুনৌ (মিথুন, দুই জন) সমাগচ্ছতঃ (সঙ্গত হয়)। আপয়তঃ (সম্পন্ন করে) বৈ তৌ (দুইজন) অন্যোন্যস্য (পরস্পরের) কামম্ (কামনাকে)।

সরলার্থ ঃ এই মিথুন (বাক্ ও প্রাণ) 'ওম্' এই অক্ষরে সম্মিলিত হয়। যখনই মিথুন সম্মিলিত হয়, তখনই তাহারা পরস্পরের কামনা পূর্ণ করে।

৭. আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ৭

অন্বয় ঃ আপয়িতা (প্রাপক) হ বৈ কামানাম্ (কাম্যবস্তুসমূহের) ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ ('ওম্' অক্ষরকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে)।

সরলার্থ ঃ যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ওঙ্কারকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি কাম্যবস্তুসমূহ লাভ করেন।

৮. তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহৈষো এব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা সমর্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ৮

অন্বয়ঃ তৎ (সেই) বৈ এতৎ (এই) অনুজ্ঞা অক্ষরম্ (অনুমতিসূচক অক্ষর); যৎ (যাহা, কিংবা যখন) হি কিম্ চ অনুজানাতি (অনুমতি প্রকাশ করেন) ওম্ ইতি (ওম্ ইহা) এব তদা (তখন) আহ (বলেন)। এষা উ এব (ইহাই) সমৃদ্ধিঃ (শ্রেয়ঃ, ঐশ্বর্য) যৎ (যা=যাহা) অনুজ্ঞা (অনুমতি)। সমর্ধয়িতা (যিনি সম্যক্ বৃদ্ধি করেন, তিনি) হ বৈ কামানাম্ (কাম্যবস্তুসমূহের) ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাস্তে (৭ম মঃ দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ সেই অক্ষর (ওম্) অনুমতি-জ্ঞাপক। যখনই কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়, তখনই বলা হয় 'ওম্'। এই যে অনুজ্ঞা অক্ষর, ইহাই শ্রেয়োলাভের হেতু। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমুদয় কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

৯. তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ততে ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়ত্যে-তস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন ॥ ৯

অন্বয় ঃ তেন (সেই অক্ষর দ্বারা) ইয়ম্ (এই) ত্রয়ী (তিন) বিদ্যা বর্ততে (প্রবর্তিত হয়); 'ওম্' ইতি ('ওম্' এই বলিয়া) আশ্রাবয়তি (অধ্বর্যু শ্রবণ করান), ওম্ ইতি শংসতি (হোতা মন্ত্র পাঠ করেন) ওম্ ইতি উদ্গায়তি (উদ্গাতা উদ্গান করেন)। এতস্য এব অক্ষরস্য (এই অক্ষরেরই) অপচিত্যৈ (পূজার জন্য) মহিম্না (মহিমা দ্বারা) রসেন (রস দ্বারা ; শঙ্করের মতে, ব্রীহি-যবাদির রস দ্বারা যে হবি প্রস্তুত হয় তাহাই এ স্থলে রস)।

সরলার্থ ঃ সেই অক্ষর দ্বারাই এই ত্রয়ী বিদ্যা (বেদত্রয়বিহিত যজ্ঞ) প্রবর্তিত হয়। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই শ্রবণ করান হয় ; 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই মন্ত্রপাঠ করা হয় এবং 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই উদ্গান করা হয়। এই সকলই এই অক্ষরের পূজার জন্য ; এই সকলই ইহার মহিমা ও রসদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মন্তব্য ঃ অক্ষর দ্বারা যাগহোমাদি কর্ম সম্পাদিত হয়। এই কর্ম আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়, আদিত্য বৃষ্টি প্রেরণ করেন, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি। ইহাই 'ওম্' শব্দের মহিমা ও রস (শঙ্কর)।

শঙ্কর ও আনন্দগিরির মতে মহিমা=ঋত্বিক, যজমান ও যজমানপত্নী—এই সকলের প্রাণ।

১০. তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেত-স্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি ॥ ১০

অন্বয় ঃ তেন (এই তিন অক্ষর দ্বারা) উভৌ (দুই জনেই) কুরুতঃ (করেন), যঃ চ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন), যঃ চ ন (না) বেদ। নানা (বিভিন্নপ্রকার) তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ। যৎ এব (যাহাকে, যে কর্মকে) বিদ্যয়া (বিদ্যাযুক্ত হইয়া) করোতি (করে), শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) উপনিষদা (উপনিষদ্‌যুক্ত হইয়া), তৎ এব (তাহাই) বীর্যবত্তরম্ (অধিকতর বীর্য-যুক্ত) ভবতি (হয়) ইতি। খলু এতস্য এব অক্ষরস্য (এই অক্ষরেরই) উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা) ভবতি।

সরলার্থ ঃ যাঁহারা ইহা জানেন এবং যাঁহারা ইহা জানেন না—ইঁহারা উভয়েই এই অক্ষর দ্বারাই কর্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা বিভিন্ন। বিদ্যাযুক্ত, শ্রদ্ধাযুক্ত ও উপনিষদ্‌যুক্ত হইয়া যাহা সম্পন্ন করা হয়, তাহাই অধিকতর ফলপ্রদ হয়। ইহাই এই অক্ষরের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় খণ্ড

দেবগণের উদ্গীথোপাসনা

১১. দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজ-
হ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ দেবাসুরাঃ (দেব ও অসুরগণ) হ বৈ যত্র (যখন, বা যে নিমিত্ত) সংযেতিরে (সংগ্রাম করিয়াছিল) উভয়ে (বহুবচন, দুই) প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তানগণ), তৎ (তখন বা সেই বিষয়ে) হ দেবাঃ (দেবগণ) উদ্গীথম্ (উদ্গীথকে) আজহ্রুঃ (গ্রহণ করিয়াছিলেন) অনেন (এই উদ্গীথ দ্বারা) এনান্ (ইহাদিগকে) অভিভবিষ্যামঃ (পরাভব করিব) ইতি (এই ভাবিয়া)।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতির সন্তান দেবতা ও অসুর—এই উভয় দল পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল। 'আমরা উদ্গীথ দ্বারা অসুরদিগকে পরাভব করিব'—এই ভাবিয়া দেবগণ উদ্গীথ গ্রহণ করিলেন।

১২. তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্-
তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ তে (দেবগণ) হ নাসিক্যম্ (নাসিকাস্থ) প্রাণম্ (প্রাণকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসাঞ্চক্রিরে (উপাসনা করিয়াছিলেন)। তম্ (সেই প্রাণকে) হ অসুরাঃ (অসুরগণ) পাপ্মনা (পাপ দ্বারা) বিবিধুঃ (বিদ্ধ করিয়াছিল)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তেন ((তাহাদ্বারা) উভয়ম্ (উভয়কে) জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে)—সুরভি চ (সুগন্ধিকে) দুর্গন্ধি চ (এবং দুর্গন্ধিকে) ; পাপ্মনা হি এষঃ (ইহা) বিদ্ধঃ (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

সরলার্থ ঃ দেবগণ নাসিকাস্থ প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণ এই প্রাণকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। এইজন্য লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি উভয়ই আঘ্রাণ করিয়া থাকে ; কারণ ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

১৩. অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তয়ো-
ভয়ং বদতি সত্যং চানৃতং চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ (অনন্তর) [দেবাঃ] হ বাচম্ (বাক্‌কে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে, তাম্ (তাহাকে) হ অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ ; তস্মাৎ তয়া (বাক্‌দ্বারা) উভয়ম্ বদতি (বলে)—সত্যম্ চ (সত্যকে) অনৃতম্ চ (এবং অসত্যকে)। পাপ্মনা হি এষা (এই বাক্) বিদ্ধা (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

সরলার্থ ঃ তারপর দেবগণ বাগিন্দ্রিয়কে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণ তাহাকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সত্য ও অসত্য উভয়ই বলিয়া থাকে, কারণ ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

১৪. অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনো-
ভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ [দেবাঃ] হ চক্ষুঃ (চক্ষুকে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে, তৎ (তাহাকে

হ অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ। তস্মাৎ তেন (সেই চক্ষুদ্বারা) উভয়ম্ পশ্যতি (দেখে)—দর্শনীয়ম্ চ (দর্শনীয় বস্তুকে) অদর্শনীয়ং চ (এবং অদর্শনীয় বস্তুকে) ; পাপ্মনা হি এতৎ (ইহা) বিদ্ধম্ (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

সরলার্থ ঃ তারপর দেবগণ চক্ষুকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণ ইহাকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে চক্ষু দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়ই দর্শন করে ; কারণ ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

১৫. অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনো-
ভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ং চাশ্রবণীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ [দেবাঃ] হ শ্রোত্রম্ (কর্ণকে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে, তৎ হ অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ ; তস্মাৎ তেন (সেই কর্ণদ্বারা) উভয়ম্ শৃণোতি (শ্রবণ করে—শ্রবণীয় বিষয়কে, প্রিয় বিষয়কে) অশ্রবণীয়ম্ চ (এবং অপ্রিয় বিষয়কে) ; পাপ্মনা হি এতৎ বিদ্ধম্।

সরলার্থ ঃ তারপর দেবগণ কর্ণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণ ইহাকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে কর্ণদ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই শ্রবণ করে ; কারণ ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

১৬. অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং
সঙ্কল্পয়তে সঙ্কল্পনীয়ং চাসঙ্কল্পনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ [দেবাঃ] হ মনঃ (মনকে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে ; তৎ হ (সেই মনকে) অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ। তস্মাৎ তেন (সেই মন দ্বারা) উভয়ম্ সংকল্পয়তে (চিন্তা করিয়া থাকে)—সংকল্পনীয়ম্ চ (সাধু বিষয়কে) অসংকল্পনীয়ম্ চ (এবং অসাধু বিষয়কে) ; পাপ্মনা হি এতৎ বিদ্ধম্।

সরলার্থ ঃ তারপর দেবগণ মনকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন. কিন্তু অসুরগণ ইহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। এই জন্য লোকে মন দ্বারা সাধু ও অসাধু উভয় বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকে ; কারণ ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

১৭. অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরা ঋত্বা
বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত ॥ ৭

অন্বয় ঃ অথ [দেবাঃ] হ যঃ (যে) এব অয়ম্ (এই) মুখ্যঃ (মুখে উৎপন্ন ; শ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ তম্ (তাহাকে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে ; তম্ হ অসুরাঃ ঋত্বা (তাহার নিকট গমন করিয়া) বিদধ্বংসুঃ (ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল), যথা (যেমন) অশ্মানম্ (প্রস্তরকে) আখণম্ (দুর্ভেদ্য ; যাহা খনন করা যায় না, তাহার নাম 'আখণ') ঋত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) বিধ্বংসেত (ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ তারপর যাহা এই মুখ্যপ্রাণ, দেবগণ তাহাকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু লোষ্ট্রাদি যেমন কঠিন প্রস্তরকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি অসুরগণ মুখ্যপ্রাণকে বিদ্ধ করিতে গিয়া আপনারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৮. এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স বিধ্বংসতে য এবংবিদি
পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি স এষোঽশ্মাখণঃ ॥ ৮

অন্বয় ঃ এবম্ (এই প্রকার) যথা (যেমন) অশ্মানম্ আখণম্ (দুর্ভেদ্য প্রস্তরকে)

ঋত্বা (গমন করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া) বিধ্বংসতে (ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়), এবম্ (এই প্রকার) হ এব সঃ (সে) বিধ্বংসতে যঃ (যে) এবম্ বিদি (এই প্রকার যিনি জানেন তাঁহার প্রতি) পাপম্ (পাপকে) কাময়তে (কামনা করে), যঃ চ এনম্ (ইহাকে) অভিদাসতি (হিংসা করে)। সঃ এষঃ (এই) অশ্মা (প্রস্তর) আখণঃ (কঠিন)।

সরলার্থ : কঠিন প্রস্তরকে আঘাত করিতে যাইয়া যেমন লোষ্ট্রাদি বিনষ্ট হয়, তেমনি যে ব্যক্তি ঐ প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পাপ কামনা করে এবং তাঁহাকে হিংসা করে, সেও বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; কারণ সেই ব্যক্তি দুর্ভেদ্য পাষাণস্বরূপ।

১৯. নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবত্যেতমু এবান্ততোঽবিত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি ॥ ৯

অন্বয় : ন (না) এব এতেন (মুখ্যপ্রাণ দ্বারা) সুরভি (সুগন্ধিকে) ন দুর্গন্ধি (দুর্গন্ধিকে) বিজানাতি (জানে)। অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ) হি এষঃ (এই), তেন (তাহা দ্বারা) যৎ (যে বস্তুকে) অশ্নাতি (ভোজন করে), যৎ পিবতি (পান করে), তেন (সেই ভোজন ও পান দ্বারা) ইতরান্ প্রাণান্ (অপর প্রাণসমূহকে) অবতি (পালন করে) ; এতম্ (ইহাকে) উ এব অন্ততঃ (অন্তকালে) অবিত্বা (লাভ না করিয়া) উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করে), ব্যাদদাতি (মুখব্যাদন করে) এব অন্ততঃ ইতি।

সরলার্থ : এই মুখ্য প্রাণদ্বারা সুরভি বা দুর্গন্ধি কিছুই জানা যায় না ; কারণ এই প্রাণ অপাপবিদ্ধ। এই প্রাণদ্বারা যাহা ভোজন করা হয়, যাহা পান করা হয়, তাহাতে অপরাপর প্রাণ (ঘ্রাণাদি) প্রতিপালিত হইয়া থাকে। মরণকালে যখন লোকে এই মুখ্য প্রাণকে লাভ করিতে পারে না, তখন সে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে। এই জন্যই মৃত্যুকালে লোকে মুখব্যাদান করে।

২০. তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তেঽঙ্গানাং যদ্রসঃ ॥ ১০

অন্বয় : তম্ (মুখ্যপ্রাণকে) হ অঙ্গিরা (অঙ্গিরা নামক ঋষি) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসাঞ্চক্রে (উপাসনা করিয়াছিলেন)। এতম্ (এই ঋষিকে কিংবা মুখ্যপ্রাণকে) উ এব আঙ্গিরসম্ (অঙ্গিরা নামে) মন্যন্তে (লোকে বলে) ; অঙ্গানাম্ (অঙ্গসমূহের) যৎ (যেহেতু) রসঃ (রস)।

সরলার্থ : অঙ্গিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন ; এই জন্য এই প্রাণকেই অঙ্গিরা বলিয়া মনে করা হয়, যেহেতু ইহা অঙ্গসমূহের রস। (অর্থান্তর—অঙ্গিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই প্রাণই অঙ্গিরা অর্থাৎ অঙ্গসমূহের রস ; এই জন্য উপাসক ঋষিকেও অঙ্গিরা বলা হয়)।

২১. তেন তং হ বৃহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ ॥ ১১

অন্বয় : তেন (সেইজন্য) তম্ (মুখ্যপ্রাণকে) হ বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি নামক ঋষি) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে ; এতম্ (এই প্রাণকে কিংবা ঋষিকে) উ এব বৃহস্পতিম্ মন্যন্তে। বাক্ হি (বাকই) বৃহতী (মহতী), তস্যাঃ (তাহার) এষঃ (এই) পতিঃ (পতি) [১০ম মন্ত্র দ্রষ্টব্য]।

সরলার্থ : সেইজন্য বৃহস্পতি এই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই হেতু এই প্রাণকে বৃহস্পতি বলা হয় ; কারণ বাকই বৃহতী এবং এই প্রাণ তাঁহার পতি। (অর্থান্তর—এই জন্য এই ঋষিকে বৃহস্পতি বলা হয় ; কারণ বাকই বৃহতী এবং ঋষি এই বাক্যের পতি)।

২২. তেন তং হায়াস্য উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবায়াস্যং মন্যন্ত আস্যাদ্ যদয়তে ॥ ১২

অন্বয় : তেন (সেইজন্য) তম্ হ আয়াস্যঃ (আয়াস্য ঋষি) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে। এতম্ (এই প্রাণকে বা ঋষিকে) উ এব আয়াস্যম্ মন্যন্তে ; আস্যাৎ (আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে) যৎ (যেহেতু) অয়তে (গমন করে) [১০ম মঃ দ্রঃ]।

সরলার্থ : সেই জন্য আয়াস্য ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই কারণে এই প্রাণকে আয়াস্য বলা হয়, কারণ ইহা আস্য অর্থাৎ মুখ হেতু নির্গত হয়। (অর্থান্তর—এই জন্য ঋষিকে আয়াস্য বলা হয় ; কারণ তাঁহার উপাস্য প্রাণ আস্য হইতে নির্গত হয়)।

২৩. তেন তং হ বকো দাল্ভ্যো বিদাঞ্চকার। স হ নৈমিষীয়ানামুদ্গাতা বভূব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥ ১৩

অন্বয় : তেন (সেই জন্য) তম্ (সেই মুখ্যপ্রাণকে) হ বকং দাল্ভ্যঃ (দল্ভের পুত্র বক নামক ঋষি) বিদাঞ্চকার (বিদিত হইয়াছিলেন)। সঃ (তিনি) হ নৈমিষীয়ানাম্ (নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের) উদ্গাতা (উদ্গীথ-গাতা) বভূব (হইয়াছিলেন)। সঃ হ এভ্যঃ (ইহাদিগের জন্য) কামান্ (কাম্যবস্তুসমূহকে) আগায়তি স্ম (গান করিয়াছিলেন)।

সরলার্থ : সেই জন্য দল্ভের পুত্র ঋষি বক সেই প্রাণকে জানিয়াছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের উদ্গাতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের জন্য কাম্যবস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্গান করিয়াছিলেন।

২৪. আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ১৪

অন্বয় : আগাতা (গানকর্তা) হ বৈ কামানাম্ (কাম্যবস্তুসমূহের) ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ ('ওম্' এই অক্ষরকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)। ইতি অধ্যাত্মম্ (দেহ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা)।

সরলার্থ : যিনি মুখ্যপ্রাণকে এই প্রকার জানিয়া অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি উদ্গান করিয়া কাম্যবস্তু লাভ করেন। ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা।

মন্তব্য : 'অধ্যাত্ম' শব্দের অর্থ আত্মসম্বন্ধী। এস্থলে 'দেহ' অর্থে 'আত্মা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে এই প্রকার ব্যবহার বহুল দৃষ্ট হয়। উপনিষদাদি গ্রন্থের অনেক স্থলে অধিদৈবত, অধিভূত এবং অধ্যাত্ম—এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। যখন আপ, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যো প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যাখ্যা

করা হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাকে অধিদৈব বলা হয়। ভূতসমূহ লইয়া যে ব্যাখ্যা, তাহার নাম অধিভূত। চক্ষু, কর্ণাদি লইয়া যে ব্যাখ্যা, তাহা অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা।

তৃতীয় খণ্ড

উদ্গীথের অধিদৈবোপাসনা

২৫. অথাধিদৈবতং য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতোদ্যন্বা এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি। উদ্যংস্তমো ভয়মপহন্ত্যপহন্তা হ বৈ ভয়স্য তমসো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১

অন্বয় : অথ (অনন্তর) অধিদৈবতম্ (দেবতাসংক্রান্ত ব্যাখ্যা)—য এব অসৌ (এই যিনি, এই যে সূর্য) তপতি (উত্তাপ দিতেছেন), তম্ (তাঁহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। উদ্যন্ (উদিত হইয়া) বৈ এষঃ (এই সূর্য) প্রজাভ্যঃ (প্রাণীদিগের জন্য) উদ্গায়তি (উদ্গান করেন)। উদ্যন্ তমঃ ভয়ম্ (অন্ধকারের ভয়কে; কিংবা অন্ধকার ও ভয়কে) অপহন্তি (বিনাশ করেন)। অপহন্তা (বিনাশক) হ বৈ ভয়স্য তমসঃ (অন্ধকারের ভয়ের, কিংবা অন্ধকারের এবং ভয়ের) ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

সরলার্থ : তারপর অধিদৈবত দৃষ্টিতে (উদ্গীথের উপাসনা ব্যাখ্যাত হইতেছে)—ঐ যে সূর্য উত্তাপ দিতেছেন উহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। ঐ সূর্য উদিত হইয়া জীবগণের জন্য উদ্গান করিয়া থাকেন এবং অন্ধকারের ভয় (বা অন্ধকার ও ভয়কে) বিনাশ করিতে সমর্থ হন।

২৬. সমান উ এবায়ং চাসৌ চোষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ স্বর ইতীমমাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্বা এতমিমমমুং চোদ্গীথমুপাসীত ॥ ২

অন্বয় : সমানঃ (সমান) উ এব অয়ম্ চ (এই প্রাণ) অসৌ চ (এই সূর্য); উষ্ণঃ (উষ্ণ) অয়ম্ (এই প্রাণ) উষ্ণঃ অসৌ (ঐ সূর্য)। স্বরঃ (স্বর) ইতি ইমম্ (ইহাকে, প্রাণকে) আচক্ষতে (বলা হয়); স্বরঃ ইতি, প্রত্যাস্বরঃ ইতি অমুম্ (উহাকে, সূর্যকে)। তস্মাৎ বৈ (সেই জন্য) এতম্ ইমম্ (এই ইহাকে, প্রাণকে) অমুম্ চ (ঐ সূর্যকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত।

সরলার্থ : এই প্রাণ এবং ঐ সূর্য উভয়ই সমান; ইহাও উষ্ণ এবং উহাও উষ্ণ; ইহাকে স্বর বলে এবং উহাকে স্বর ও প্রত্যাস্বর বলে। এই জন্য এই প্রাণকে এবং ঐ সূর্যকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে।

মন্তব্য : এখানে নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে 'স্বর' বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন—'স্বর' শব্দ গতিসূচক; প্রাণ মৃত্যুর সময় নির্গত হয় (স্বরতি), এইজন্য ইহার নাম 'স্বর'। সূর্য প্রতিদিন অস্তমিত হয় এই জন্য ইহার নামও স্বর। কিন্তু সূর্য আবার প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রত্যাগমন করে। এই জন্য সূর্যকে প্রত্যাস্বরও বলা হয়। মোক্ষমূলার বলেন—সম্ভবত, 'স্বর' অর্থ নিশ্বাসের শব্দ। 'ওম্'কে এই ছান্দোগ্য উপনিষদেই (১।৪।৩) 'স্বর' বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে ইহার একটি নাম 'প্রস্বার'। যখন সূর্য সম্বন্ধে 'স্বর ও 'প্রত্যাস্বর' বলা হয়, তখন সম্ভবতঃ ইহার অর্থ সূর্যের কিরণ এবং ইহার প্রতিফলিত কিরণ।

২৭. অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণো যদপানিতি সোঽপানোঽথ। যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো যো ব্যানঃ সা বাক্। তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্বাচমভিব্যাহরতি ॥ ৩

অন্বয় : অথ খলু ব্যানম্ এব (ব্যানকেই) উদ্গীথম্ উপাসীত (উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে)। যৎ (যঃ, যাহা) বৈ প্রাণিতি (প্রাণন কার্য করে, শ্বাস গ্রহণ করে), সঃ (তাহা) প্রাণঃ; যৎ (যাহা) অপানিতি (বায়ুকে অধোগামী করে), সঃ অপানঃ। অথ যঃ (যাহা) প্রাণ-অপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানের) সন্ধিঃ (সংযোগ) সঃ ব্যানঃ। যঃ ব্যানঃ, সা (তাহা) বাক্। তস্মাৎ (সেই জন্য) অপ্রাণন্ (প্রাণন কার্য না করিয়া) অনপানন্ (অপান কার্য না করিয়া) বাচম্ (বাক্যকে) অভিব্যাহরতি (উচ্চারণ করে)।

সরলার্থ : তারপর ব্যানকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। যাহা প্রাণন কার্য করে, তাহাই প্রাণ; যাহা অপানন কার্য করে, তাহাই অপান; যাহা প্রাণ ও অপানের সন্ধি, তাহাই ব্যান। যাহা ব্যান তাহাই বাক্; সেইজন্য বাক্য উচ্চারণ করিবার সময় লোকে প্রাণন ও অপানন কার্য বন্ধ রাখে।

মন্তব্য : প্রাণকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) ব্যান, (৪) উদান ও (৫) সমান। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে কোন স্থলে চারি, কোন স্থলে তিন এবং কোন স্থলে বা কেবল দুইটি প্রাণের উল্লেখ আছে।

প্রাণাদির অর্থ—(ক) শঙ্কর বলেন, মুখ ও নাসিকা দ্বারা যে বায়ুকে নিঃসরণ করা হয়, তাহার নাম প্রাণ (উচ্ছ্বাস)। সায়ণ ও বুদ্ধদত্তও এই অর্থ করেন। (খ) অপানের অর্থ বিষয়ে শঙ্কর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যে বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করা হয়, তাহাই অপান। (২) যে বায়ুদ্বারা মূত্রপুরীষাদি অপনয়ন করা হয়, তাহাই অপান। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে (৩।২।২) 'অপান বায়ুদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়'। ইহা দ্বারা প্রথম অর্থ সমর্থিত হইতেছে। 'প্রশ্ন' ও পরবর্তী অনেক উপনিষদে এবং 'বেদান্তসারে' দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হইয়াছে। (গ) প্রাণ ও অপানের সন্ধিকে ব্যান বলা হয়। কোন ভার উত্তোলন করিতে হইলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য স্থগিত থাকে। বায়ুর এই অবস্থাকে ব্যান বলে। 'অমৃতবিন্দু' উপনিষদ ও বেদান্তসারাদি গ্রন্থের মতে যে বায়ু সর্বশরীরব্যাপী, তাহাই ব্যান। প্রশ্নোপনিষদে (৩।৬) লিখিত আছে যে, হৃদয়ে ১০১টি নাড়ী আছে এবং ইহার ৭২০০০ শাখানাড়ী আছে; এই সমুদয়ে ব্যান বায়ু বিচরণ করে। (ঘ) যে বায়ুদ্বারা পরিপাকাদি কার্য সম্পন্ন হয়, তাহাই সমান বায়ু (প্রঃ উঃ ৩।৫; মৈঃ উঃ ২।৬; বেদান্তসার ৩)। প্রশ্নোপনিষদের এক স্থলে (৪।৪) লিখিত আছে যে, সমান বায়ু নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে সমতা প্রাপ্ত করায়। (ঙ) প্রশ্নোপনিষদের এক স্থলে (৩।৭) লিখিত আছে উদান বায়ু জীবাত্মাকে পরলোকে লইয়া যায়। অন্য এক স্থলে (৪।৪) আছে, এই বায়ু সুষুপ্তিকালে মানুষকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়। বেদান্তসারের মতে এই বায়ু কণ্ঠস্থানীয় এবং ঊর্ধ্বগমনশীল।

২৮. যা বাক্ সা ঋক্ তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নৃচমভিব্যাহরতি যা ঋক্ তৎ সাম তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম স উদ্গীথস্তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্নুদ্গায়তি ॥ ৪

অন্বয় : যা (যাহা) বাক্, সা (তাহা) ঋক্। তস্মাৎ (সেইজন্য) অপ্রাণন্

অনপানন্ ঋচম্ (ঋক্ মন্ত্রকে) অভিব্যাহরতি। যা ঋক্, তৎ সাম; তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম (সামকে) গায়তি (গান করে)। যৎ (যাহা) সাম, সঃ (তাহা) উদ্গীথঃ। তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ উদ্গায়তি (উদ্গান করে)।

সরলার্থ: যাহা বাক্ তাহাই ঋক্; এইজন্য ঋক্ উচ্চারণ করিবার সময়ে প্রাণন ও অপানন কার্য স্থগিত থাকে। যাহা ঋক্, তাহাই সাম; এইজন্য সামগান করিবার সময় প্রাণন ও অপানন কার্য স্থগিত থাকে। যাহা সাম তাহাই উদ্গীথ; এইজন্য উদ্গান করিবার সময়ে প্রাণন ও অপানন কার্য বন্ধ থাকে।

২৯. অতো যান্যন্যানি বীর্যবন্তি কর্মাণি যথাগ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনমপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোত্যেতস্য হেতোর্ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত ॥ ৫

অন্বয়: অতঃ (সেইজন্য) যানি (যে সমুদয়) অন্যানি (অন্য সমুদয়) বীর্যবন্তি (শক্তিসাধ্য) কর্মাণি (কর্মসমূহ)—যথা (যেমন) অগ্নেঃ (অগ্নির) মন্থনম্ (মন্থন, ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদন) আজেঃ (লক্ষ্যসীমার) সরণম্ (গমন, লঙ্ঘন) দৃঢ়স্য ধনুষঃ (দৃঢ় ধনুর) আয়মনম্ (অবনমন) অপ্রাণন্ অনপানন্ তানি (সেই সমুদয়কে) করোতি (করে)। এতস্য হেতোঃ (এই হেতুতে) ব্যানম্ এব (ব্যানকেই) উদ্গীথম্ উপাসীত (উপাসনা করিবে)।

সরলার্থ: এইজন্য অগ্নিমন্থন, লক্ষ্যসীমায় ধাবন, দৃঢ়ধনু অবনমন ইত্যাদি অন্য শক্তিসাধ্য কার্য করিবার সময় প্রাণ ও অপানের কার্য বন্ধ থাকে। এইজন্য ব্যানকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে।

৩০. অথ খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণ এবোৎ প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগ্গীর্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতেঽন্নং থমন্নে হীদং সর্বং স্থিতম্ ॥ ৬

অন্বয়: অথ খলু উদ্গীথ+অক্ষরাণি (উদ্গীথের অক্ষরসমূহকে উৎ-গী-থ—এই তিনটি অক্ষরকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। উদ্গীথঃ ইতি (উদ্গীথ এই) প্রাণঃ এব উৎ ('উৎ' এই অক্ষর); প্রাণেন হি (প্রাণ দ্বারাই) উৎ-তিষ্ঠতি (উত্থিত হয়)। বাক্ (বাক্ই) গীঃ ('গী' এই অক্ষর); বাচঃ (বাক্যসমূহ) হ গিরঃ (গীঃ এই নাম) ইতি আচক্ষতে (বলে)। অন্নম্ (অন্নই) থম্ ('থম্' এই অক্ষর); অন্নে হি (অন্নেই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়) স্থিতম্ (অবস্থিত)।

সরলার্থ: তারপর উদ্গীথের অক্ষরসমূহকে (অর্থাৎ উৎ, গী ও থ—এই তিনটি অক্ষরকে) উপাসনা করিবে। উদ্গীথের ব্যাখ্যা এই—প্রাণই 'উৎ', কারণ প্রাণদ্বারাই সকলের উত্থান হয়; বাক্ই 'গীঃ', কারণ বাক্যকেই 'গীঃ' বলা হয়। অন্নই 'থ', কারণ এ সমস্ত অন্নেই প্রতিষ্ঠিত।

মন্তব্য: উৎ+তিষ্ঠতি পদে 'উ' রহিয়াছে, এইজন্য প্রাণই 'উৎ'। 'গীঃ' শব্দের অর্থ বাক্য, এইজন্য বাক্যই 'গী'। 'স্থিতম্' শব্দে 'থ' আছে, এইজন্য বলা হইয়াছে অন্নই 'থ'। এইরূপে উদ্গীথের উৎ, গী ও থ অক্ষরকে প্রাণ, বাক্ ও অন্ন বলা হইল।

৩১. দ্যৌরেবোদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্বায়ুর্গীরগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্যজুর্বেদো গীঃ ঋগ্বেদস্থং দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত উদ্গীথ ইতি ॥ ৭

অন্বয়: দ্যৌঃ এব উৎ; অন্তরিক্ষম্ গীঃ; পৃথিবী থম্। আদিত্যঃ এব উৎ;

বায়ুঃ গীঃ; অগ্নিঃ থম্। সামবেদঃ এব উৎ; যজুর্বেদঃ গীঃ; ঋগ্বেদঃ থম্। দুগ্ধে (দোহন করে, আপনার দুগ্ধ আপনি দোহন করে) অস্মৈ (উপাসকের জন্য) বাক্ দোহম্ (দুগ্ধকে), যঃ (যাহা) বাচঃ (বাক্যের) দোহঃ (দুগ্ধ)। অন্নবান্ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হন) যঃ (যিনি) এতানি (এই সমুদয়কে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) উদ্গীথ+অক্ষরাণি (উদ্গীথের অক্ষরসমূহকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)—উদ্গীথঃ ইতি (ইহাই উদ্গীথের অক্ষরসমূহের ব্যাখ্যা)।

সরলার্থ: দ্যৌ-ই 'উৎ', অন্তরীক্ষই 'গী' এবং পৃথিবীই 'থ'। আদিত্যই 'উৎ', বায়ুই 'গী', অগ্নিই 'থ'। সামবেদই 'উৎ', যজুর্বেদই 'গী', ঋগ্বেদই 'থ'। বাক্যের যে দুগ্ধ, সেই দুগ্ধকে বাক্ স্বয়ং উপাসকের জন্য দোহন করেন। যিনি এই প্রকার জানিয়া উদ্গীথের অক্ষরসমূহের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন।

মন্তব্য: 'দুগ্ধে অস্মৈ বাক্ দোহম্, যঃ বাচঃ দোহঃ'—এইস্থলে আমরা 'দুগ্ধ' অর্থে 'দোহঃ' গ্রহণ করিয়াছি। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে এই—বাক্যের যে দুগ্ধ, বাক্ উপাসকের জন্য নিজের সেই দুগ্ধ দোহন করেন। কেহ কেহ বলেন 'দোহঃ' অর্থ দোগ্ধা। তাহা হইলে এই প্রকার অর্থ হইবে—যিনি বাক্যের দোগ্ধা (অর্থাৎ যিনি বাক্যকে দোহন করিতে সমর্থ বা কৃতসঙ্কল্প), বাক্ নিজেই তাঁহার জন্য আপনার দুগ্ধ দোহন করেন।

৩২. অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপাসীত যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাত্তৎ সামোপধাবেৎ ॥ ৮

অন্বয়: অথ খলু আশীঃ সমৃদ্ধিঃ (কামনার পরিতৃপ্তি; আশীঃ—কাম্যফল; সমৃদ্ধিঃ—বৃদ্ধি) উপসরণানি (ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়) ইতি (এইরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে); যেন সাম্না (যে সাম দ্বারা) স্তোষ্যন্ স্যাৎ (স্তুতি করিবে) তৎ সাম (সেই সামকে) উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে)।

সরলার্থ: অনন্তর কাম্যবস্তুলাভ (বিষয়ে এই উপদেশ)—উপসরণকে অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়কে উপাসনা করিবে। যে সামদ্বারা স্তুতি করা হইবে, সেই সামকে ধ্যান করিবে।

৩৩. যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেয়ং তমৃষিং যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দেবতামুপধাবেৎ ॥ ৯

অন্বয়: যস্যাম্ ঋচি (যে ঋকে), তাম্ ঋচম্ (সেই ঋক্কে); যৎ আর্ষেয়ম্ (এই সাম যে ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট), তম্ ঋষিম্ (সেই ঋষিকে); যাম্ দেবতাম্ (যে দেবতাকে) অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ (স্তুতি করিতে হইবে), তাম্ দেবতাম্ (সেই দেবতাকে) উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে)।

সরলার্থ: এই সাম যে ঋকের অন্তর্গত সেই ঋক্কে, যে ঋষি ইহার দ্রষ্টা সেই ঋষিকে এবং যে দেবতার স্তব করিতে হইবে সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে।

৩৪. যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাত্তচ্ছন্দ উপধাবেদ্ যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাত্তং স্তোমমুপধাবেৎ ॥ ১০

অন্বয়: যেন ছন্দসা (যে ছন্দ দ্বারা) স্তোষ্যন্ স্যাৎ, তৎ ছন্দঃ (সেই ছন্দকে)

উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে)। যেন স্তোমেন (যে স্তোম দ্বারা) স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ (স্তব করিবে), তম্ স্তোমম্ (সেই স্তোমকে) উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে)।

সরলার্থ ঃ যে ছন্দদ্বারা স্তব করিবে সেই ছন্দকে এবং যে স্তোমদ্বারা স্তব করিবে সেই স্তোমকে ধ্যান করিবে।

মন্তব্য ঃ এস্থলে স্তোষ্যন্ (পরস্মৈপদ) এবং স্তোষ্যমাণঃ (আত্মনেপদ) উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে অপরে ক্রিয়ার ফল ভোগ করে, সেখানে পরস্মৈপদ এবং যেখানে কর্তা স্বয়ং এই ফল ভোগ করে, সেখানে আত্মনেপদ ব্যবহৃত হয়। (শঙ্কর ও আনন্দগিরি)।

৩৫. যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্তাং দিশমুপধাবেৎ ॥ ১১

অন্বয় ঃ যাম্ দিশম্ (যে দিক্‌কে) অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাম্ দিশম্ (সেই দিক্‌কে) উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে)।

সরলার্থ ঃ যে দিক্‌কে স্তব করিবে (কিংবা যে দিকে মুখ ফিরাইয়া স্তব করিবে), সেই দিকের ধ্যান করিবে।

৩৬. আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তোঽভ্যাশো হ যদস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি যৎকামঃ স্তুবীতেতি ॥ ১২

অন্বয় ঃ আত্মানম্ (আপনাকে) অন্ততঃ (সর্বশেষে) উপসৃত্য (চিন্তা করিয়া, নাম গোত্রাদি চিন্তা করিয়া) স্তুবীত (স্তব করিবে) কামম্ (অর্থাৎ কাম্যবস্তুকে) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করিয়া) অপ্রমত্তঃ (অপ্রমত্ত হইয়া, বর্ণাদি উচ্চারণ বিষয়ে ভুল না করিয়া)। অভ্যাশঃ (শীঘ্র) হ যৎ (যখন) অস্মৈ (ইহার জন্য) সঃ কামঃ (সেই কামনা) সমৃধ্যেত (পূর্ণ হইবে) যৎ কামঃ (যে কামনার বশবর্তী হইয়া) স্তুবীত (স্তব করিবে) ইতি—যৎকামঃ স্তুবীত ইতি।

সরলার্থ ঃ সর্বশেষে আত্মবিষয়ে চিন্তা করিয়া, কাম্যবস্তুর ধ্যান করিয়া (উচ্চারণাদি বিষয়ে), প্রমাদরহিত হইয়া স্তুতি করিবে। তাহা হইলে যে ব্যক্তি যে কামনা লইয়া স্তব করিবে, তাহার সেই কামনা শীঘ্র পূর্ণ হইবে।

চতুর্থ খণ্ড

দেবগণের ওঙ্কারোপাসনা

৩৭. ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত ; ওম্ ইতি হি উদ্গায়তি। তস্য উপব্যাখ্যানম্ (১ দ্রঃ)

সরলার্থ ঃ ‘ওম্’ এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। ‘ওম্’ উচ্চারণ করিয়াই উদ্গান করা হয়। ইহার ব্যাখ্যা এই—।

৩৮. দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ দেবাঃ (দেবগণ) বৈ মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) বিভ্যতঃ (ভীত হইয়া) ত্রয়ীম্ বিদ্যাম্ (তিন বেদে) প্রাবিশন্ (প্রবিষ্ট হইয়াছিল)। তে (তাহারা) ছন্দোভিঃ (ছন্দদ্বারা, মন্ত্রদ্বারা) আচ্ছাদয়ন্ (আচ্ছাদিত করিয়াছিল)। যৎ (যেহেতু) এভিঃ (এই সমুদয় মন্ত্রদ্বারা) অচ্ছাদয়ন্, তৎ (সেই জন্য) ছন্দসাম্ (ছন্দসমূহের) ছন্দস্ত্বম্ (ছন্দ নাম)।

সরলার্থ ঃ দেবগণ মৃত্যুভয়ে ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ মৃত্যুভয় অতিক্রম করিবার জন্য দেবগণ বেদবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন)। তাঁহারা ছন্দদ্বারা (মন্ত্রদ্বারা) নিজেদের আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সকল মন্ত্র দ্বারা নিজেদের ‘আচ্ছাদন’ করিয়াছিলেন ; এই জন্য মন্ত্রসমূহের নাম ছন্দ।

মন্তব্য ঃ প্রাচীন মত উদ্ধৃত করিয়া নিরুক্তকার বলেন ‘ছন্দাংসি ছাদনাৎ’ অর্থাৎ আবরণ করা হয় এই অর্থে ছন্দ।

৩৯. তানু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু বিদিত্বোর্ধ্বা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ তান্ (তাহাদিগকে) উ তত্র (সেই স্থলে) মৃত্যুঃ — যথা (যেমন) মৎস্যম্ (মৎস্যকে) উদকে (জলে) পরিপশ্যেৎ (দর্শন করে)—এবম্ (এই প্রকার) পর্যপশ্যৎ (দর্শন করিল)। ঋচি (ঋক্ মন্ত্রে) সাম্নি (সাম মন্ত্রে) যজুষি (যজুর্মন্ত্রে) তে (তাহারা) নু বিদিত্বা (জানিয়া) (ঊর্ধ্বাঃ (ঊর্ধ্বগামী হইয়া, অভ্যুত্থিত হইয়া) ঋচঃ (ঋক্ হইতে), সাম্নঃ (সাম হইতে), যজুষঃ (যজুঃ হইতে) স্বরম্ এব (স্বরে, ‘ওম্’ এই অক্ষরে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিয়াছিল)।

সরলার্থ ঃ কিন্তু জলে যেমন মাছকে দেখা যায়, তেমনি মৃত্যুও ঋক্, সাম ও যজুতে দেবগণকে দেখিতে পাইল। দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ হইতে বাহির হইয়া স্বরে (‘ওম্’ এই অক্ষরে) প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ দেবগণ যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া ওঙ্কারের ধ্যানে লগ্ন হইলেন।

৪০. যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ যদা (যখন) বৈ ঋচম্ (ঋককে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), ওম্ ইতি এব (‘ওম্’ ইহাই) অতিস্বরতি (উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে) ; এবম্ (এই প্রকার) সাম (সামকে) ; এবম্ যজুঃ (যজুকে)। এষঃ (এই) উ স্বরঃ (স্বর) যৎ এতৎ অক্ষরম্ (এই যে ‘ওম্’ অক্ষর) ; এতৎ (ইহা) অমৃতম্ (অমৃত) অভয়ম্ (অভয়)। তৎ (তাহাতে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) দেবাঃ (দেবগণ) অমৃতাঃ (অমৃত) অভয়াঃ (অভয়) অভবন্ (হইয়াছিলেন)।

সরলার্থ ঃ যখন ঋক্ পাঠ করা হয় তখন উচ্চৈঃস্বরে ‘ওম্’ উচ্চারণ করা হয়। সাম এবং যজুঃ পাঠ করার সময়ও এই প্রকার করা হয়। এই যে ‘ওম্’ অক্ষর, ইহাই স্বর ; এই অক্ষর অমৃত অভয়। দেবগণ ইহাতে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ ওঙ্কারের ধ্যান করিয়া অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন।

৪১. স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (তিনি যিনি ; কিংবা যে কোন ব্যক্তি) এতৎ (ইহাকে) এবম্

(এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) প্রণৌতি (স্তুতি করে), এতৎ এব অক্ষরম্ স্বরম্ (এই ওংকাররূপ স্বরে) অমৃতম্ (অমৃতে) অভয়ম্ (অভয়ে) প্রবিশতি (প্রবেশ করে)। তৎ (তাহাতে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) যৎ (যেমন ; কাহারও মতে যেহেতু) অমৃতাঃ (অমৃত) দেবাঃ (দেবগণ), তৎ (তেমনি) অমৃতঃ (অমৃত) ভবতি (হন)।

সরলার্থ : যিনি ইহা জানিয়া 'ওম্' অক্ষরের স্তুতি করেন, তিনি 'ওম্' অক্ষররূপ অমৃত অভয় স্বরে প্রবেশ করেন। দেবগণ ইহাতে প্রবেশ করিয়া যেমন অমৃত হইয়াছিলেন, তেমনি তিনিও অমৃত হন।

পঞ্চম খণ্ড

উদ্গীথরূপে আদিত্য ও প্রাণের উপাসনা

৪২. অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইত্যসৌ বা
আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥ ১

অন্বয় : অথ (অনন্তর) খলু যঃ (যাহা) উদ্গীথঃ সঃ (তাহা) প্রণবঃ ; যঃ প্রণবঃ সঃ উদ্গীথঃ; ইতি। অসৌ (ঐ) বৈ আদিত্যঃ (আদিত্যই) উদ্গীথঃ এষঃ প্রণবঃ। ওম্ ইতি ('ওম্' এই অক্ষর) হি এষঃ স্বরন্ (উচ্চারণ করিয়া) এতি (গমন বা ভ্রমণ করেন)।

সরলার্থ : যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব ; আর যাহা প্রণব, তাহাই উদ্গীথ। এই আদিত্যই উদ্গীথ এবং ইনিই প্রণব—কারণ আদিত্য 'ওম্' উচ্চারণপূর্বক ভ্রমণ করেন।

৪৩. এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্ত্বং পর্যাবর্তয়াদ্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্ ॥ ২

অন্বয় : এতম্ (ইহাকে) উ এব অহম্ (আমি) অভি+অগাসিষম্ (উদ্দেশ করিয়া গান করিয়াছিলাম), তস্মাৎ (সেই জন্য) মম (আমার) ত্বম্ (তুমি) একঃ অসি (হও) ইতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রম্ (পুত্রকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহকে) ত্বম্ পরি+আবর্তয়াৎ) (চারিদিকে আবর্তন কর, চিন্তা কর) ; বহবঃ (বহুপুত্র) বৈ তে (তোমার) ভবিষ্যন্তি (হইবে) ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ক একই ব্যাখ্যা)।

সরলার্থ : ঋষি কৌষীতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন—আমি আদিত্যকে স্তুতি করিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি আমার একপুত্র হইয়াছে। তুমি রশ্মিসমূহের ধ্যান কর, তোমার বহুপুত্র হইবে। [কিংবা, যদি তুমি ইচ্ছা কর যে 'আমার বহুপুত্র হউক'—তাহা হইলে তুমি ইহার রশ্মিসমূহের ধ্যান কর]। ইহাই দেবতাবিষয়ক ব্যাখ্যা।

৪৪. অথাধ্যাত্মং য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥ ৩

অন্বয় : অথ (অনন্তর) অধ্যাত্মম্ (দেহসংক্রান্ত উপাসনা)—যঃ এব অয়ম্ (এই

যে) মুখ্যঃ (মুখে জাত, শ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ তম্ (তাহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) ; ওম্ ইতি হি এষঃ স্বরন্ এতি (১ম মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : ইহার পর দেহসংক্রান্ত উপাসনার উপদেশ—এই যে মুখ্যপ্রাণ, ইহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে, কারণ ইহা 'ওম্' উচ্চারণ করিতে করিতে বিচরণ করে।

৪৫. এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ
কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণাংস্ত্বং ভূমানমভি-
গায়তাদ্বহবো বৈ মে ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৪

অন্বয় : এতম্ উ এব (ইহাকেও) অহম্ অভ্যগাসিষম্ ; তস্মাৎ মম ত্বম্ একঃ অসি ইতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রম্ উবাচ। প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) ত্বম্ ভূমানম্ (মহান বলিয়া, নানাগুণবিশিষ্ট বলিয়া) অভিগায়তাৎ (গান কর, উপাসনা কর), বহবঃ বৈ মে (আমার) ভবিষ্যন্তি ইতি (২য় মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : কৌষীতকি ঋষি নিজের পুত্রকে বলিয়াছিলেন—আমি (একমাত্র) এই প্রাণের উপাসনা করিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। 'আমার বহু পুত্র হউক'—ইহা যদি তুমি ইচ্ছা কর, তুমি প্রাণসমূহকে বহুগুণসম্পন্ন রূপে উপাসনা কর।

৪৬. অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈ
বাপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি ॥ ৫

অন্বয় : অথ খলু যঃ (যাহা) উদ্গীথঃ সঃ (তাহা) প্রণবঃ ; যঃ প্রণবঃ সঃ উদ্গীথঃ ইতি। হোতৃষদনাৎ (হোতৃ+সদনাৎ, হোতৃস্থান হইতে, হোতৃকৃত কর্ম হইতে) হ এব অপি দুঃ+উৎগীতম্ (দোষযুক্ত গানকে) অনুসমাহরতি (সংশোধন করে) ইতি, অনুসমাহরতি ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ : যাহা উদ্গীথ তাহাই প্রণব, এবং যাহা প্রণব তাহাই উদ্গীথ। (যদি এই প্রকার জ্ঞান হয়) তাহা হইলে হোতার কর্মে ত্রুটি থাকিলেও তাহা সংশোধিত হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

আদিত্যমণ্ডলবাসী হিরণ্ময় পুরুষ

৪৭. ইয়মেব ঋক্ অগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং
সাম গীয়ত ইয়মেব সাঽগ্নিরমস্তৎ সাম ॥ ১

অন্বয় : ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) ঋক্ ; অগ্নি সাম ; তৎ এতৎ (সেই এই সাম) এতস্যাম্ ঋচি (এই ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (প্রতিষ্ঠিত) সাম। তস্মাৎ (সেই জন্য) ঋচি (ঋঙ্মন্ত্রে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত রূপে) সাম গীয়তে (সাম গান করা হয়)। ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) সা ('সাম' শব্দের 'সা' অক্ষর) অগ্নিঃ অমঃ ('সাম' শব্দের 'অম' অংশ) ; তৎ (তাহা ; 'সা+অম' এই সম্মিলন) সাম।

সরলার্থ : এই পৃথিবীই ঋক্, অগ্নিই সাম। সেই সাম (অর্থাৎ অগ্নি) ঋকে

(অর্থাৎ পৃথিবীতে) অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হইয়া থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই পৃথিবীই 'সা' (অর্থাৎ সাম শব্দের 'সা' অক্ষর); অগ্নি 'অম' (অর্থাৎ সাম শব্দের 'অম' অংশ)। এইরূপে ('সা' এবং 'অম'—এই দুইয়ের সন্ধিতে) সাম হইয়াছে।

৪৮. অন্তরিক্ষমেব ঋক্ বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যাম্‌ঋচ্যধ্যূঢ়ম্ সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তেঽন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমস্তৎ সাম ॥ ২

অন্বয় ঃ অন্তরিক্ষম্ (অন্তঃ + ঈক্ষম্) এব ঋক্; বায়ুঃ সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। অন্তরিক্ষম্ এব.সা বায়ুঃ অমঃ; তৎ সাম (১ম মন্ত্রঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ অন্তরিক্ষই ঋক্, বায়ুই সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই জন্য গান করা হয় যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। অন্তরিক্ষই 'সা' এবং বায়ুই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৪৯. দ্যৌরেব ঋগাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যাম্‌ঋচ্যধ্যূঢ়ং সা তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে দ্যৌরেব সাদিত্যোঽমস্তৎ সাম ॥ ৩

অন্বয় ঃ দ্যৌঃ এব (দ্যুলোকই) ঋক্ আদিত্যঃ সাম; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। দ্যৌঃ এব সা, আদিত্যঃ অমঃ; তৎ সাম (১ম মন্ত্রঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ দ্যুলোকই ঋক্, আদিত্যই সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গান করা হয় যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। দ্যৌ-ই 'সা' এবং আদিত্যই 'অম,' এইরূপে সাম হইয়াছে।

৫০. নক্ষত্রাণ্যেব ঋক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতদেতস্যাম্‌ঋচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমা অমস্তৎ সাম ॥ ৪

অন্বয় ঃ নক্ষত্রাণি এব (নক্ষত্রসমূহই) ঋক্; চন্দ্রমাঃ সাম; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম; তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। নক্ষত্রাণি এব সা; চন্দ্রমাঃ অমঃ; তৎ সাম (১ম মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ নক্ষত্রসমূহই ঋক্, চন্দ্র সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গান করা হয় যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। তারকারাজিই 'সা', চন্দ্রই 'অম'। এইরূপে সাম হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে মেষাদি বারটি রাশিতে সাতাশটি (কাহারও কাহারও মতে আটাশটি) নক্ষত্র। চন্দ্র এই নক্ষত্রপথে গমন করে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন, এই 'নক্ষত্র' অর্থেই এখানে 'নক্ষত্রাণি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই উপনিষদের সময়ে এই অর্থে 'নক্ষত্র' শব্দ ব্যবহৃত হইত কি না সন্দেহ।

৫১. অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব ঋগথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যাম্‌ঋচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ যৎ এতৎ (এই যে) আদিত্যস্য (সূর্যের) শুক্লম্ (শুক্লবর্ণ) ভাঃ

(আভা) সা এব (তাহাই) ঋক্; অথ যৎ নীলম্ (আর যে নীল) পরঃ (অতিশয়) কৃষ্ণম্ (কৃষ্ণবর্ণ) তৎ সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম; ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে (১ম মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ তাহার পর সূর্যের এই যে শুক্ল আভা ইহাই ঋক; আর যাহা নীল, গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্যই গান করা হয় যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত।

মন্তব্য ঃ এক দৃষ্টিতে সূর্যকে নিরীক্ষণ করিলে সূর্যের কৃষ্ণবর্ণ আভা লক্ষ্য করা যায় (শঙ্কর)।

৫২. অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ যৎ এব এতৎ আদিত্যস্য শুক্লম্ ভাঃ সা এব (তাহাই) সা ('সাম' শব্দের 'সা'); অথ যৎ নীলম্ পরঃ কৃষ্ণম্ (৫ মঃ দ্রঃ), তৎ (তাহা) অমঃ (সাম শব্দের 'অম' অংশ); তৎ সাম। অথ যঃ এষঃ (এই যে), অন্তঃ আদিত্যে (আদিত্যের অভ্যন্তরে) হিরণ্ময়ঃ (সুবর্ণময়) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) হিরণ্যশ্মশ্রুঃ (সুবর্ণের ন্যায় শ্মশ্রু যাঁহার তিনি) হিরণ্যকেশঃ (সুবর্ণের ন্যায় কেশ যাঁহার তিনি) আ প্রণখাৎ (নখাগ্র হইতে) সর্বঃ এব সুবর্ণঃ।

সরলার্থ ঃ তাহার পর সূর্যের এই যে শুক্ল আভা, তাহাই (সাম শব্দের) 'সা'; আর যাহা নীল, গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই (সাম শব্দের) 'অম'; এইরূপে সাম হইল। আর সূর্যের অভ্যন্তরে এই যে পুরুষকে দেখা যায় যিনি হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, যাঁহার নখাগ্র হইতে সকল অঙ্গই সুবর্ণময়—

৫৩. তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥ ৭

অন্বয় ঃ তস্য (তাঁহার) যথা (যেমন) কপ্যাসম্ (কপি + আসম্, বানরপুচ্ছের নিম্নভাগ, কপিপৃষ্ঠের অধোভাগের ন্যায় আরক্তিম) পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম), এবম্ (এই প্রকার) অক্ষিণী (চক্ষুদ্বয়), তস্য উৎ ইতি ('উৎ' এই) নাম। সঃ এষঃ (সেই ইনি) সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ (সমুদয় পাপ হইতে) উদিতঃ (উত্থিত)। উদেতি (উত্থিত হয়) হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

সরলার্থ ঃ বানরপুচ্ছের নিম্নভাগের ন্যায় আরক্তিম পদ্মের মত তাঁহার দুইটি চক্ষু। তাঁহার নাম 'উৎ', কারণ তিনি, সকল পাপ হইতে উত্থিত হইয়াছেন। যিনি ইহা জানেন, তিনিও সব পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন।

মন্তব্য ঃ ঋষি বলিতেছেন, অগ্নি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত; অন্তরিক্ষ বায়ুতে, চন্দ্রমা নক্ষত্রে, সূর্যের কৃষ্ণ জ্যোতি ইহার শুভ্র জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আদিত্য-মণ্ডলস্থ পুরুষ অন্য কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত নহেন। তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া পাপের অতীত হইয়া বর্তমান রহিয়াছেন। সংক্ষেপে এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ঋষি ইহার নাম দিয়াছেন 'উৎ'। 'উৎ' শব্দ শ্রেষ্ঠত্ব-প্রকাশক; বর্তমান যুগে

আমরা 'ব্রহ্ম' বলিতে যাহা বুঝি, এই স্থলে রূপকচ্ছলে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

৫৪. তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ তস্য (তাঁহার) ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম) গেষ্ণৌ (গায়কদ্বয়); তস্মাৎ (সেইজন্য) উদ্গীথঃ। তস্মাৎ তু এব উদ্গাতা ('উদ্গাতা' নামক গায়ক) এতস্য (ইহার) হি গাতা (গায়ক)। সঃ এষঃ (সেই ইনি) যে চ (যে সমুদয়) অমুষ্মাৎ (ঐ আদিত্যলোক হইতে) পরাঞ্চঃ (ঊর্ধ্বতন) লোকাঃ (লোকসমূহ) তেষাম্ (সেই লোকসমূহকে); চ ঈষ্টে (শাসন করেন) দেবকামানাম্ চ (দেবগণের কামনার বিষয়েরও) ইতি অধিদৈবতম্ (ইহাই দেব-বিষয়ক)।

সরলার্থঃ ঋক্ ও সাম সেই দেবতার গায়কদ্বয় (বা দুই স্তুতি বা পর্বদ্বয়); এই জন্যই তিনি উদ্গীথ এবং এইজন্যই গায়কের নাম উদ্গাতা; ঐ আদিত্যের ঊর্ধ্বতন যে সব লোক আছে, তিনি সেই সকল লোকের ঈশ্বর এবং দেবগণের কাম্যবস্তুরও ঈশ্বর।

মন্তব্যঃ 'চ ঈষ্টে'—এই স্থলে 'চ' থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, তিনি যে কেবল শাসনকর্তা তাহা নহেন, তিনি ধারণকর্তাও (শংকর)। গেষ্ণৌ—পর্বদ্বয়, Joints (শঙ্কর ও মোক্ষমূলার)। রঙ্গরামানুজের মতে 'গানদ্বয়'।

সপ্তম খণ্ড

চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্যপুরুষের একতা

৫৫. অথাধ্যাত্মং বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম ॥ ১

অন্বয়ঃ অথ অধ্যাত্মম্ (দেহবিষয়ক) —বাক্ এব (বাক্যই) ঋক্, প্রাণঃ সাম; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি (এই ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) সাম। তস্মাৎ (সেই-জন্য) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। বাক্ এব সা প্রাণঃ অমঃ; তৎ সাম (১।৬।১ দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থঃ অনন্তর অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহবিষয়ক) ব্যাখ্যা—বাক্ই ঋক, প্রাণই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত; এইজন্য গীত হইয়া থাকে যে 'সাম ঋকে অধিষ্ঠিত'। বাক্ই 'সা' এবং প্রাণই 'অম'; এইরূপে 'সাম' হইল।

৫৬. চক্ষুরেব ঋগাত্মা সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। চক্ষুরেব সাত্মাঽমস্তৎ সাম ॥ ২

অন্বয়ঃ চক্ষুঃ এব ঋক্ আত্মা সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে, চক্ষুঃ এব সা, আত্মা অমঃ; তৎ সাম (১।৬।১ দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থঃ চক্ষুই ঋক্, আত্মাই (অর্থাৎ চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহই) সাম। এই

সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গান করা হয় সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। চক্ষুই 'সা' এবং আত্মাই 'অম'; এইরূপে সাম হইল।

মন্তব্যঃ কোন লোকের চক্ষুতে দৃষ্টি রাখিলে সেই চক্ষুর মধ্যে দ্রষ্টার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ঐ প্রতিবিম্বিত দেহকেই এখানে আত্মা বলা হইয়াছে। এখানে ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই—চক্ষুতে যেমন ছায়া আত্মা (অর্থাৎ দেহ) অবস্থিত, ঋকেও তেমনি সাম অবস্থিত।

৫৭. শ্রোত্রমেব ঋক্ মনঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। শ্রোত্রমেব সা মনোঽমস্তৎ সাম ॥ ৩

অন্বয়ঃ শ্রোত্রম্ এব (কর্ণই) ঋক্, মনঃ সাম; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। শ্রোত্রম্ এব সা, মনঃ অমঃ; তৎ সাম (১।৬।১ দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থঃ কর্ণই ঋক্, মনই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই জন্যই গান করা হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। কর্ণই 'সা', মনই 'অম'; এইরূপে সাম হইল।

৫৮. অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সাম ॥ ৪

অন্বয়ঃ অথ যৎ এতৎ (এই যে) অক্ষ্ণঃ (চক্ষুর) শুক্লম্ (শুক্ল) ভাঃ (আভা), সা এব ঋক্। অথ যৎ নীলম্—পরঃ কৃষ্ণম্, তৎ সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম গীয়তে। অথ যৎ এব এতৎ অক্ষ্ণঃ শুক্লম্ ভাঃ, সা এব সা, অথ যৎ নীলম্—পরঃ কৃষ্ণম্ তৎ অমঃ। তৎ সাম।

সরলার্থঃ তাহার পর চক্ষুর যে শুক্ল আভা, তাহাই ঋক্; আর ইহার যে নীল, গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গান করা হয় যে, 'সাম ঋকে অধিষ্ঠিত'। এই যে চক্ষুর শুক্ল আভা ইহাই 'সা', আর যে নীল গভীর কৃষ্ণ আভা, ইহাই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৫৯. অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্ যজুস্তদ্ ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম ॥ ৫

অন্বয়ঃ অথ যঃ এষঃ (এই যে) অন্তঃ অক্ষিণি (চক্ষুর অভ্যন্তরে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন), সা এব ঋক্, তৎ (তাহা) সাম, তৎ উক্থম্ (সামের অংশবিশেষ), তৎ যজুঃ, তৎ ব্রহ্ম (মন্ত্র, বেদ)। তস্য এতস্য (সেই এই পুরুষের) তৎ এব (তাহাই) রূপম্ যৎ (যাহা) অমুষ্য (তাঁহার, সূর্যস্থ পুরুষের) রূপম্। যৌ (যে দুইজন) অমুষ্য (তাঁহার, সূর্যস্থ পুরুষের) গেষ্ণৌ (গায়কদ্বয় বা পর্বদ্বয়), তৌ (তাহারা দুইজন) গেষ্ণৌ (ইহারও গায়কদ্বয় বা পর্বদ্বয়)। যৎ (যাহা) নাম ('তাঁহার' নাম অর্থাৎ 'উৎ'), তৎ (তাহা) নাম ('ইহারও' নাম)।

সরলার্থঃ চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দেখা যায় তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ (সামের অংশবিশেষ), তিনিই ব্রহ্ম (মন্ত্র, বেদ)। আদিত্যপুরুষের যে রূপ, এই পুরুষেরও সেই রূপ। আদিত্যপুরুষের যাহা গেষ্ণ (গায়ক বা গান বা পর্বদ্বয়),

এই চাক্ষুষ পুরুষেরও তাহাই গেষ্ণ। আদিত্যপুরুষের যে নাম (উৎ), চাক্ষুষ পুরুষেরও সেই নাম।

৬০. স এষ যে চৈতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানাং চেতি
তদ্ য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ এষঃ (সেই এই চাক্ষুষ পুরুষ)—যে।চ (যে সমুদয়) এতস্মাৎ (এই আধ্যাত্মিক আত্মা হইতে) অর্বাঞ্চঃ (অধস্তন) লোকাঃ (লোকসমূহ)—তেষাম্ চ (তাহাদিগকেও) ঈষ্টে শাসন করেন) মনুষ্যকামানাম্ চ (মনুষ্যদিগের কামনাকেও)। তৎ (সেই জন্য) যে ইমে (এই সমুদয় যে লোক) বীণায়াম্ (বীণামন্ত্রে) গায়ন্তি (গান করে), এতম্ (চাক্ষুষ পুরুষকে) তে (তাহারা) গায়ন্তি। তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাহারা) ধনসনয়ঃ (ধনসনি=ধনবান)।

সরলার্থ ঃ আধ্যাত্মিক আত্মা হইতে অধস্তন যে সকল লোক আছে, চাক্ষুষ পুরুষ সেই সমুদয় লোকের ঈশ্বর এবং মনুষ্যদিগের কামনারও ঈশ্বর। সুতরাং যাহারা বীণা-সংযোগে গান করে, তাহারা ইঁহারই গান করে এবং এই জন্য তাহারা ধনবান হইয়া থাকে।

৬১. অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি সোঽমুনৈব স
এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি দেবকামাংশ্চ ॥ ৭
৬২. অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ
তস্মাদু হৈবংবিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ ॥ ৮
৬৩. কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামাগানস্যেষ্টে য এবং বিদ্বান্
সাম গায়তি সাম গায়তি ॥ ৯

অন্বয় ঃ অথ যঃ (যে) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) সাম গায়তি (গান করে), উভৌ (উভয়কেই) সঃ গায়তি। সঃ অমুনা এব (আদিত্যদ্বারা) সঃ এষঃ (সেই এই গায়ক) যে চ (যে সমুদয়) অমুষ্মাৎ (আদিত্য অপেক্ষা) পরাঞ্চঃ (ঊর্ধ্বতন) লোকাঃ—তান্ চ (তাহাদিগকেও) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), দেবকামান্ চ (তত্রস্থ দেবগণের কাম্যবস্তুসমূহকেও)। অথ অনেন এব (চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা) যে চ (যে সমুদয়) এতস্মাৎ (চাক্ষুষ পুরুষ অপেক্ষা) অর্বাঞ্চঃ লোকাঃ (অধস্তন লোকসমূহ) তান্ চ (সেই সমুদয় লোকও) আপ্নোতি মনুষ্যকামান্ চ (মনুষ্যগণের কাম্যবস্তুও)। তস্মাৎ (সেইজন্য) উ হ এবংবিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) উদ্গাতা ব্রূয়াৎ (বলিবেন)—কম্ (কি) তে (তোমার জন্য), কামম্ (কাম্যবস্তুকে) আগায়ানি (গান করিব)? ইতি। এষঃ হি (ইনিই) কামগানস্য (কামগানকে) ঈষ্টে (শাসন করেন), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) সাম গায়তি, সাম গায়তি।

সরলার্থ ঃ (৭ম—৯ম মন্ত্র) যে ব্যক্তি ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া সামগান করেন (আদিত্য-পুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষ এই) উভয়কেই (লক্ষ করিয়া) তাঁহার সামগান করা হয়। আদিত্য-পুরুষ অপেক্ষা যে সকল ঊর্ধ্বতন লোক আছে, আদিত্যপুরুষ দ্বারা তিনি সেই সব লাভ করেন এবং দেবগণের কাম্যবস্তুসমূহ লাভ করিয়া থাকেন। আর চাক্ষুষ পুরুষ অপেক্ষা যে সকল অধস্তন লোক আছে, চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা তিনি সেই সকল লোক এবং মনুষ্যদিগের কাম্যবস্তুও লাভ করেন। সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞান-

সম্পন্ন উদ্গাতা বলিবেন—'তোমার কোন্ কাম্য বস্তু লাভের জন্য গান করিব?' যিনি এই প্রকার জানিয়া সামগান করেন, তিনি গানের দ্বারা কাম্যবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন।

অষ্টম খণ্ড

আদি কারণের অন্বেষণ

৬৪. ত্রয়ো হোদ্গীথে কুশলা বভূবুঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ
প্রবাহণো জৈবলিরিতি তে হোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হন্তোদ্গীথে
কথাং বদাম ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ ত্রয়ঃ (তিনজন) হ উদ্গীথে (উদ্গীথবিদ্যায়) কুশলাঃ (কুশল) বভূবুঃ (ছিলেন) শিলকঃ শালাবত্যঃ (শলাবতের অপত্য শিলক) চৈকিতায়নঃ (চিকিতায়নের অপত্য) দাল্ভ্যঃ (দল্ভ গোত্রের), প্রবাহণঃ জৈবলিঃ (জিবলের অপত্য প্রবাহণ) ইতি। তে (তাঁহারা) হ ঊচুঃ (বলিয়াছিলেন)—উদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মঃ (হইয়াছি)। হন্ত (অব্যয়, সম্মতি ও জিজ্ঞাসাসূচক), উদ্গীথে কথাম্ বদামঃ (বলি) ইতি।

সরলার্থ ঃ (প্রাচীন কালে) শালাবত্য শিলক, দাল্ভ্য চৈকিতায়ন ও প্রবাহণ জৈবলি—এই তিনজন উদ্গীথবিদ্যায় কুশল ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—আমরা উদ্গীথ-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছি; আপনাদের যদি অনুমতি হয়, তবে আমরা উদ্গীথ বিষয়ে আলোচনা করি।

৬৫. তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ ভগবন্তাবগ্রে বদতাং
ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামীতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তথা (তাহাই হউক) ইতি হ সমুপবিবিশুঃ (একস্থলে উপবেশন করিলেন)। সঃ হ প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচ (বলিলেন)—ভগবন্তৌ (আপনারা দুইজন) অগ্রে বদতাম্ (বলুন) ব্রাহ্মণয়োঃ বদতোঃ (যে দুইজন ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, তাঁহাদিগের) বাচম্ (বাক্যকে) শ্রোষ্যামি (শ্রবণ করিব) ইতি।

সরলার্থ ঃ 'তাহাই হউক'—এই বলিয়া তাঁহারা একস্থানে উপবেশন করিলেন। প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন—'আপনারাই আগে এবিষয়ে বলুন; আমি ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিচার শুনিব।'

মন্তব্য ঃ এই মন্ত্রে বুঝা যাইতেছে, প্রবাহণ জৈবলি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শ্বেতকেতু এক স্থলে (৫।৩।৫) ঘৃণাভরে ইঁহাকে 'রাজন্যবন্ধু' বলিয়াছেন।

৬৬. স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি
পৃচ্ছেতি হোবাচ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ হ শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ (বলিলেন)—হন্ত (যদি অনুমতি হয়) ত্বা (তোমাকে) পৃচ্ছানি (প্রশ্ন করি) ইতি। পৃচ্ছ ইতি, হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শালাবত্য শিলক দাল্ভ্য চৈকিতায়নকে বলিলেন—'যদি অনুমতি হয়, আমি তোমাকে প্রশ্ন করি।' দাল্ভ্য বলিলেন, 'প্রশ্ন কর'।

৬৭. কা সাম্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচান্নস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ॥ ৪

অন্বয় ঃ কা (কি) সাম্নঃ (সামের) গতিঃ (গতি) ইতি ? স্বরঃ (স্বর) ইতি হ উবাচ। স্বরস্য (স্বরের) কা গতিঃ ইতি ? প্রাণঃ ইতি হ উবাচ। প্রাণস্য (প্রাণের) কা গতিঃ ইতি অন্নম্ (অন্ন) ইতি হ উবাচ। অন্নস্য (অন্নের) কা গতিঃ ইতি ? আপঃ (জল) ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শিলক জিজ্ঞাসা করিলেন—'সামের গতি (প্রতিষ্ঠা) কি ?' দাল্ভ্য বলিলেন—'স্বর'। শিলক—'স্বরের গতি কি ?' দাল্ভ্য—'প্রাণ'। শিলক—'প্রাণের গতি কি ?' দাল্ভ্য—'অন্ন'। শিলক—'অন্নের গতি কি ?' দাল্ভ্য—'জল'।

৬৮. অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ অপাম্ (জলের) কা গতিঃ ইতি ? অসৌ লোকঃ (সেই লোক, স্বর্গলোক) ইতি হ উবাচ। অমুষ্য লোকস্য (সেই স্বর্গলোকের) কা গতি ইতি ? ন (না) ইতি হ উবাচ। স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোককে) অতিনয়েৎ (অতিক্রম করিবে) ইতি হ উবাচ। স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোকে) বয়ম্ (আমরা) সাম (সামকে) অভিসংস্থাপয়ামঃ (প্রতিষ্ঠিত করি) ; স্বর্গসংস্তাবম্ (স্বর্গরূপে স্তবনীয়) হি সাম ইতি।

সরলার্থ ঃ শিলক—'জলের গতি কি ?' দাল্ভ্য—'সেই লোক (স্বর্গলোক)।' শিলক—'সেই লোকের গতি কি ?' দাল্ভ্য—'স্বর্গলোককে অতিক্রম করিও না। আমরা সামকে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানি ; এই সাম স্বর্গরূপে স্তুত হয়।'

মন্তব্য ঃ 'স্বর্গসংস্তাবম্' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে, যেমন—যে স্বর্গকে স্তুতি করে, যাহাতে স্বর্গের স্তুতি হয়, স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে স্তবনীয় ইত্যাদি।

৬৯. তং হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচাপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ তম্ হ শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ—অপ্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠাবিহীন) বৈ কিল তে (তোমার) দাল্ভ্য (হে দাল্ভ্য) সাম ; যঃ তু (কেহ যদি) এতর্হি (এই সময়ে) ব্রূয়াৎ (বলে)—মূর্ধা (মস্তক) তে (তোমার) বিপতিষ্যতি (পতিত হইবে) ইতি মূর্ধা তে বিপতেৎ ইতি (দ্বিরুক্তি নিশ্চয়ার্থক)।

সরলার্থ ঃ শালাবত্য শিলক চৈকিতায়ন দাল্ভ্যকে বলিলেন—হে দাল্ভ্য, তোমার সাম প্রতিষ্ঠাবিহীন। এখন যদি কেহ বলে (তোমার কথা সত্য না হয় তবে)—'তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে', তবে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই খসিয়া পড়িবে।

৭০. হন্তাহমেতদ্ভগবতো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিত্যয়ং লোক ইতি হোবাচাস্য লোকস্য কা গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ হন্ত (অব্যয়—অনুমতিপ্রার্থনাসূচক) অহম্ (আমি) এতৎ (এই

বিষয়কে) ভগবতঃ (ভগবানের অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে) বেদানি (অবগত হই) ইতি। বিদ্ধি (অবগত হও) ইতি হ উবাচ। অমুষ্য লোকস্য (সেই লোকের) কা গতিঃ (গতি কি) ইতি ? অয়ম্ লোকঃ (এই লোক) ইতি হ উবাচ। অস্য লোকস্য (এই লোকের) কা গতিঃ ইতি ? ন (না) প্রতিষ্ঠাম্ লোকম্ (প্রতিষ্ঠা লোককে অর্থাৎ পৃথিবীকে) অতিনয়েৎ (অতিক্রম করিবে) ইতি হ উবাচ। প্রতিষ্ঠাম্ [লোকম্] (প্রতিষ্ঠা লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে) বয়ম্ (আমরা) লোকম্ সাম (সামকে) অভিসংস্থাপয়ামঃ (সংস্থাপন করি) প্রতিষ্ঠাসংস্তাবম্ (প্রতিষ্ঠারূপে স্তবনীয়) হি সাম ইতি।

সরলার্থ ঃ দাল্ভ্য বলিলেন—'যদি অনুমতি হয়, আমি আপনার নিকট হইতে ইহা জানিয়া লই।' শালাবত্য বলিলেন—'জান'। দালভ্য—'সেই লোকের (অর্থাৎ স্বর্গলোকের) প্রতিষ্ঠা কি ?' শিলক—'এই পৃথিবীলোক'। দালভ্য—'এই পৃথিবী-লোকের প্রতিষ্ঠা কি ?' শিলক—(সামের প্রতিষ্ঠার জন্য) 'পৃথিবীলোককে অতিক্রম করিবে না। আমরা এই সামকে এই পৃথিবীলোকেই প্রতিষ্ঠিত করি। প্রতিষ্ঠারূপেই এই সাম স্তবনীয়।'

৭১. তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচান্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি হন্তাহমেতদ্ভগবতো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচ ॥ ৮

অন্বয় ঃ তম্ হ (তাঁহাকে) প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচ—অন্তবৎ (যাহার অন্ত আছে) বৈ কিল তে (তোমার) শালাবত্য (হে শালাবত্য) সাম। যঃ তু (যদি কেহ) এতর্হি (এখন) ব্রূয়াৎ (বলে) মূর্ধা (মস্তক) তে (তোমার) বিপতিষ্যতি (নিপতিত হইবে) ইতি, মূর্ধা তে (তোমার) বিপতেৎ (নিপতিত হইবে) ইতি। হন্ত (অব্যয়—অনুমতি-প্রার্থনাসূচক) অহম্ এতৎ (ইহাকে) ভগবতঃ (ভগবানের অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে) বেদানি (অবগত হই) ইতি। বিদ্ধি (অবগত হও) ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ প্রবাহণ জৈবলি শালাবত্যকে বলিলেন, 'হে শালাবত্য, তোমার সাম অনন্ত নয়। এখন কেহ যদি বলে—(তোমার কথা সত্য না হইলে) তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে।' শালাবত্য বলিলেন—'আমি আপনার নিকট ইহা জানিতে চাই।' তিনি বলিলেন—'জানিয়া লও!'

নবম খণ্ড

আকাশ বা অনন্ত

৭২. অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ অস্য লোকস্য (এই লোকের) কা গতিঃ ? ইতি। আকাশঃ ইতি হ উবাচ। সর্বাণি (সমুদয়) হ বৈ ইমানি ভূতানি (এই ভূতসমূহ) আকাশাৎ এব (আকাশ

হইতেই) সমুৎপদ্যন্তে (সমুৎপন্ন হয়) ; আকাশং প্রতি (আকাশে) অস্তম্ যন্তি (অস্ত যায়, বিলীন হয়) আকাশঃ হি এব এভ্যঃ (এই সকল অপেক্ষা) জ্যায়ান্ (শ্রেষ্ঠ) ; আকাশঃ পরায়ণম্ (পরমা গতি) ।

সরলার্থ ঃ শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই লোকের অর্থাৎ এই পৃথিবীর কি গতি ?' প্রবাহণ বলিলেন 'আকাশ' । (কারণ) এই নিখিল ভূতবর্গ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয় । সুতরাং আকাশ এই সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ । আকাশই পরমা গতি ।

৭৩. স এষ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোঽনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ এষঃ (সেই ইহা) পরোবরীয়ান্ (পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কিংবা পর এবং বরীয়ান্ অর্থাৎ মহান ও শ্রেষ্ঠ) উদ্গীথঃ । সঃ এষঃ অনন্তঃ । পরোবরীয়ঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ) হ অস্য (ইহার ; অর্থাৎ ইহার জীবন) ভবতি (হয়), পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ (সর্বশ্রেষ্ঠ লোকসমূহকে) জয়তি (জয় করেন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) পরোবরীয়াংসম্ উদ্গীথম্ (সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গীথকে) উপাস্তে (উপাসনা করে) ।

সরলার্থ ঃ এই আকাশই উদ্গীথ এবং শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহা অনন্ত । যিনি এই প্রকার জানিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গীথকে উপাসনা করেন, তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন লাভ হয় এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লোকসমূহ জয় করেন ।

মন্তব্য ঃ 'পরোবরীয়ঃ হ অস্য ভবতি', এই অংশের অর্থ কেহ কেহ এই প্রকার করেন—পরোবরীয় অর্থাৎ সবশ্রেষ্ঠ বস্তু ইহার হয় । কিন্তু তৃতীয় মন্ত্রে জীবনকেই পরোবরীয় বলা হইয়াছে ।

৭৪. তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বোবাচ যাবত্ত এনং প্রজায়ামুদ্গীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তম্ হ এতম্ (সেই উদ্গীথকে) অতিধন্বা শৌনকঃ (শুনকের পুত্র অতিধন্বা নামক ঋষি) উদরশাণ্ডিল্যায় (উদরশাণ্ডিল্য নামক শিষ্যকে) উক্ত্বা (শিক্ষা দিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—যাবৎ (যে পর্যন্ত) তে (তোমার) এনম্ (ইহাকে) প্রজায়াম্ (সন্তানগণের মধ্যে) উদ্গীথম্ (এই উদ্গীথকে) বেদিষ্যন্তে (জানিবে), পরোবরীয়ঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ) হ এভ্যঃ (এই সমুদয় সাধারণ লোক অপেক্ষা) তাবৎ (সে পর্যন্ত) অস্মিন্ লোকে (এই পৃথিবীতে) জীবনম্ (জীবন) ভবিষ্যতি (হইবে) ।

সরলার্থ ঃ শুনকের পুত্র অতিধন্বা উদরশাণ্ডিল্যকে উদ্গীথ-বিষয়ে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যে পর্যন্ত তোমার বংশের লোকেরা এই উদ্গীথবিদ্যা জানিবে, তত দিন এই পৃথিবীতে তাহাদের জীবন সাধারণ লোকের জীবন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে ।

৭৫. তথামুষ্মিঁল্লোকে লোক ইতি স য এতদেবং বিদ্বানুপাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবতি তথাঽমুষ্মিন্ লোকে লোক ইতি লোকে লোক ইতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ তথা (সেই প্রকার) অমুষ্মিন্ লোকে (সেই লোকে, পরলোকে) লোকঃ (ইহার দুই অর্থ হইতে পারে—১। স্থান, বাসস্থান, ২। লোকী বা লোকবাসী ; উভয় স্থলেই 'হয়' ক্রিয়া উহ্য) ইতি । সঃ যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, পরোবরীয়ঃ এব হ অস্য অস্মিন্ লোকে জীবনম্ ভবতি ; তথা অমুষ্মিন্ লোকে লোকঃ ইতি, লোকে লোকঃ ইতি (পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক) ।

সরলার্থ ঃ (যেমন ইহলোকে) তেমনি পরলোকেও তাঁহার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হইবে । যিনি এইরূপ জানিয়া ইঁহার (উদ্গীথের) উপাসনা করেন, তাঁহার ইহলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন এবং পরলোকেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় ।

দশম খণ্ড

উষস্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (১)

৭৬. মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস ॥ ১

অন্বয় ঃ মটচীহতেষু কুরুষু (শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট কুরুদেশে) আটিক্যা সহ জায়য়া (ভ্রমণে সমর্থ জায়ার সহিত) উষস্তিঃ হ চাক্রায়ণঃ (চক্রতনয় উষস্তি) ইভ্যগ্রামে (ইভ্য নামক গ্রামে অথবা হস্তিপদ বা মাহুতদের গ্রামে) প্রদ্রাণকঃ (কুৎসিত গতিপ্রাপ্ত, দুর্দশাগ্রস্ত) উবাস (বাস করিয়াছিলেন) ।

সরলার্থঃ কুরুদেশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলে চক্রের পুত্র উষস্তি দেশভ্রমণে সমর্থা (অথবা অপ্রাপ্তযৌবনা) পত্নীর সহিত অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ইভ্য-গ্রামে বাস করিতেছিলেন ।

মন্তব্য ঃ 'মটচী'—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ বজ্রাগ্নি । শব্দকল্পদ্রুমের মতে ইহা একপ্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষী । কেহ কেহ বলেন, 'মটচী' অর্থ পঙ্গপাল । আমরা আনন্দগিরির মত গ্রহণ করিয়াছি ।

আটিক্যা—দেশভ্রমণে সমর্থা নারীকে আটিকী বলা যাইতে পারে । ইহা হইতে কেহ 'প্রাপ্তযৌবনা' অর্থ করিতে পারেন ; শঙ্করের মতে ইহার অর্থ 'অপ্রাপ্তযৌবনা । কেহ কেহ বলেন, সেই স্ত্রীলোকের নাম 'আটিকী' ।

৭৭. স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ । নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ হ ইভ্যম্ (একজন ইভ্যকে) কুল্মাষান্ খাদন্তম্ (কুৎসিত মাষকলায় খাইতেছে এমন লোককে) বিভিক্ষে (ভিক্ষা করিলেন) । তম্ হ (তাহাকে) উবাচ (সেই ইভ্য বলিল) ন (না) ইতঃ (ইহা ব্যতীত ; এই উচ্ছিষ্ট মাষকলায় ব্যতীত) অন্যে (অন্য মাষকলায়) বিদ্যন্তে (আছে), যৎ চ যে (যে সমুদয়) মে (আমার) ইমে (এই সমুদয়) উপনিহিতাঃ (পাত্রে প্রক্ষিপ্ত) ইতি ।

সরলার্থ ঃ একজন ইভ্য মাষকলায় খাইতেছে, ইহা দেখিয়া উষস্তি তাহার নিকট (মাষকলায়) ভিক্ষা করিলেন । ইভ্য বলিল—'আমার ভোজনপাত্রে যে উচ্ছিষ্ট মাষকলায় রহিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছু নাই ।'

৭৮. এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ ॥ ৩

অন্বয় ঃ এতেষাম্ (এই সমুদয়ের) [কিয়দংশ] মে (আমাকে) দেহি (দাও) ইতি হ উবাচ (বলিলেন)। তান্ (সেই সমুদয়কে) অস্মৈ (ইহাকে) প্রদদৌ (প্রদান করিল)। হন্ত (অব্যয়, অনুমতিপ্রার্থনায়) অনুপানম্ (খাদ্য গ্রহণের পর যাহা পান করা হয়, তাহাই অনুপান ; কিংবা নিকটে যে পানীয়, তাহাই অনুপান) ইতি উচ্ছিষ্টম্ বৈ মে (আমার) পীতম্ স্যাৎ (পান করা হইবে) ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ উষস্তি বলিলেন—'ইহারই কিছু অংশ আমাকে দাও।' ইভ্য তাঁহাকে তাহা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এই পানীয় কি দিব ?' উষস্তি বলিলেন—'তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে।'

৭৯. ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ ন (না) স্বিৎ (কি ?) এতে (এই সমুদয়) অপি উচ্ছিষ্টাঃ (উচ্ছিষ্ট) ? ইতি। ন বৈ অজীবিষ্যম্ (বাঁচিতাম) ইমান্ (এই সমুদয়কে) অখাদন্ (না খাইলে) ইতি হ উবাচ (উষস্তি বলিলেন)। কামঃ (ইচ্ছাধীন বস্তু ; বা সুখভোগ্য বস্তু) মে (আমার) উদপানম্ ইতি।

সরলার্থ ঃ ইভ্য বলিল—'এই সব মাষকলায় কি উচ্ছিষ্ট নহে ?' উষস্তি বলিলেন, 'ইহা না খাইলে আমি বাঁচিতাম না, কিন্তু জলপান আমার ইচ্ছাধীন।'

মন্তব্য ঃ 'কামঃ মে উদপানম্' এই অংশের বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে ঃ (১) জল পান ত আমার ইচ্ছাধীন ; (২) জলপান ত আমার সুখভোগ্য বস্তু ; (৩) আমি ইচ্ছা করিলে অন্যত্র জল সংগ্রহ করিয়া পান করিতে পারি, ইত্যাদি।

৮০. স হ খাদিত্বাতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার। সাগ্র এব সুভিক্ষা বভূব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ হ খাদিত্বা (খাইয়া) অতিশেষান্ (অবশিষ্ট মাষকলায়গুলিকে) জায়ায়ৈ (জায়ার জন্য) আজহার (আনয়ন করিলেন)। সা (সে, জায়া) অগ্রে এব (পূর্বেই) সুভিক্ষা (উত্তম ভিক্ষাপ্রাপ্ত) বভূব (হইয়াছিল) ; তান্ (সেই মাষকলায়সমূহকে) প্রতিগৃহ্য (প্রতিগ্রহণ করিয়া) নিদধৌ (রাখিয়া দিয়াছিল)।

সরলার্থ ঃ উষস্তি মাষকলায় খাইয়া অবশিষ্টাংশ স্ত্রীর জন্য লইয়া আসিলেন। কিন্তু স্ত্রী পূর্বেই উত্তম ভিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাই তিনি সেই মাষকলায় নিয়া রাখিয়া দিলেন।

৮১. স হ প্রাতঃ সংজিহান উবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ হ প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) সঞ্জিহানঃ (শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া) উবাচ (বলিলেন)—যৎ (যদি) বত (হায় !) অন্নস্য (অন্নের কিয়ৎ পরিমাণ) লভেমহি (পাইতাম), লভেমহি ধনমাত্রাম্ (কিঞ্চিৎ ধনকে)। রাজা অসৌ (ঐ রাজা) যক্ষ্যতে (যজ্ঞ করিবেন), সঃ মা (আমাকে) সর্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (ঋত্বিকগণের

সমুদয় কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য ; আর্ত্বিজ্য ঋত্বিকের কর্ম) বৃণীত (বরণ করিতে পারিতেন) ইতি।

সরলার্থ ঃ পরের দিন প্রাতে উঠিয়া উষস্তি স্ত্রীকে বলিলেন—'হায় ! যদি কিছু অন্ন পাইতাম (তাহা হইলে তাহা খাইয়া রাজসমীপে যাইতে পারিতাম), কিছু অর্থলাভ হইত। ঐ রাজা যজ্ঞ করিবেন ; ঋত্বিকগণের সব কাজ করিবার জন্য তিনি আমাকে বরণ করিতে পারিতেন।'

৮২. তং জায়োবাচ হন্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি তান্ খাদিত্বামুং যজ্ঞং বিততমেয়ায় ॥ ৭

অন্বয় ঃ তম্ (তাহাকে) জায়া উবাচ (বলিল) হন্ত [ব্যস্ততাসূচক অব্যয়] পতে (হে পতি) ইমে (এই) কুল্মাষাঃ (মাষকলায়) ইতি। তান্ (সেই সমুদয়কে) খাদিত্বা (খাইয়া) অমুম্ (ঐ) বিততম্ যজ্ঞম্ (আরব্ধ যজ্ঞে) এয়ায় (গমন করিয়াছিলেন)।

সরলার্থ ঃ স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন—'হে পতি, এই তো সেই মাষকলায় রহিয়াছে।' তখন তিনি তাহা খাইয়া সেই প্রারব্ধ যজ্ঞে গমন করিলেন।

৮৩. তত্রোদ্গাতৄনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ স হ প্রস্তোতারমুবাচ ॥ ৮

অন্বয় ঃ তত্র (সেই স্থলে) উদ্গাতৄন্ (উদ্গাতাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া) আস্তাবে (স্তুতিভূমিতে, যজ্ঞভূমিতে) স্তোষ্যমাণান্ উপ (স্তুতিকারীদিগের নিকটে ; কিংবা 'স্তোষ্যমাণান্' শব্দ 'উদ্গাতৄন্' শব্দের বিশেষণ ; উপ=সমীপে) উপবিবেশ (উপবেশন করিলেন)। সঃ হ (তিনি) প্রস্তোতারম্ (প্রস্তোতাকে) উবাচ (বলিলেন)।

সরলার্থ ঃ তিনি যজ্ঞস্থলে গিয়া স্তোত্রপাঠক উদ্গাতাগণের নিকটে বসিলেন। তারপর প্রস্তোতাকে বলিলেন—

মন্তব্য ঃ প্রস্তোতা—ইনি উদ্গাতা নামক ঋত্বিকের একজন সহায়। সামগান আরম্ভ হইবার পূর্বে ইনি 'প্রস্তাব' নামক অংশ গান করেন। (৪।১৫।২ মন্তব্য দ্রঃ)।

৮৪. প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ৯

অন্বয় ঃ প্রস্তোতঃ (হে প্রস্তাব-পাঠক) যা দেবতা (যে দেবতা) প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা (প্রস্তাবের অনুগত) তাম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) প্রস্তোষ্যসি (প্রস্তাব পাঠ কর) মূর্ধা (মস্তক) তে (তোমার) বিপতিষ্যতি (নিপতিত হইবে) ইতি।

সরলার্থ ঃ হে প্রস্তোতা, যে দেবতা প্রস্তাবের অনুগমন করেন তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ কর, তবে তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে।

৮৫. এবমেবোদ্গাতারমুবাচোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ১০

অন্বয় ঃ এবম্ (এই প্রকারেই) উদ্গাতারম্ (উদ্গাতাকে) উবাচ—উদ্গাতঃ (হে উদ্গাতা) যা দেবতা উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা (উদ্গীথের অনুগত হন), তাম্

চেৎ অবিদ্বান্ উদ্গাস্যসি (উদ্গান করিবে) মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি (৯ম মঃ টীকা)।

সরলার্থ ঃ এই রকমে তিনি উদ্গাতাকে বলিলেন—হে উদ্গাতা, যে দেবতা উদ্গীথের অনুগমন করেন, সেই দেবতাকে না জানিয়া যদি উদ্গান কর, তাহা হইলে তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে।

৮৬. এবমেব প্রতিহর্তারমুবাচ প্রতিহর্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে ॥ ১১

অন্বয় ঃ এবম্ এব প্রতিহর্তারম্ (প্রতিহর্তাকে ; যিনি 'প্রতিহার' নামক অংশ পাঠ করেন, তাঁহার নাম প্রতিহর্তা) উবাচ—প্রতিহর্তঃ (হে প্রতিহার-পাঠক) যা দেবতা প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা (প্রতিহারের অনুগত) তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি (প্রতিহার-কর্ম করিবে) মূর্ধা তে বিপতিষ্যসি ইতি (৯ম মঃ টীকা) তে (তাহারা) হ সমারতাঃ (নিবৃত্ত হইয়া) তূষ্ণীম্ (নিস্তব্ধভাব) আসাঞ্চক্রিরে (অবলম্বন করিল)।

সরলার্থ ঃ তারপর তিনি প্রতিহারাঠককেও বলিলেন—'হে প্রতিহারপাঠক, যে দেবতা প্রতিহারের অনুগমন করেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার পাঠ কর, তবে তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে।' তখন তাহারা নিজের নিজের কাজ বন্ধ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

একাদশ খণ্ড

উষস্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (২)

৮৭. অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষাণীত্যুষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ (অনন্তর) হ এনম্ (ইঁহাকে) যজমানঃ উবাচ (বলিল) - ভগবন্তম্ (আপনাকে) বৈ অহম্ (আমি) বিবিদিষাণি (জানিতে ইচ্ছুক) ইতি। উষস্তিঃ ('আমি' উষস্তি) অস্মি (হই) চাক্রায়ণঃ (চক্রের পুত্র) ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ তখন যজমান তাঁহাকে বলিলেন—'আমি আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক।' উষস্তি বলিলেন—'আমি চক্রের পুত্র উষস্তি'।

৮৮. স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্যৈষিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্যান্যানবৃষি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ—ভগবন্তম্ বৈ অহম্ এভিঃ সর্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ পরি+ঐষিষম্ (সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াছিলাম)। ভগবতঃ (আপনার) বৈ অহম্ অবিত্ত্যা (অপ্রাপ্তিবশতঃ) অন্যান্ (অন্য সমুদয় লোককে) অবৃষি (বরণ করিয়াছি)।

সরলার্থ ঃ যজমান বলিলেন—'এই সমস্ত ঋত্বিক-কর্মের জন্য আমি সর্বত্র আপনার

অন্বেষণ করিয়াছিলাম। আপনার সন্ধান না পাইয়া আমি অপর সকল লোককে বরণ করিয়াছি।'

৮৯. ভগবাংস্ত্বেব মে সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি তথেতি হ যজমান উবাচ ॥ ৩

অন্বয় ঃ ভগবান্ তু এব (আপনিই) মে (আমার) সর্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (সমুদয় ঋত্বিক কার্যের জন্য ব্রতী হউন) ইতি। তথা ইতি (তাহাই হউক) অথ (এখন) তর্হি (তবে) এতে এব (ইহারাই) সম্ + অতিসৃষ্টাঃ (সম্যক্‌রূপে 'আমার' অনুমতি লাভ করিয়া) স্তুবতাম্ (স্তুতিগান করুক)। যাবৎ (যে পরিমাণ) তু এভ্যঃ (ইহাদিগকে) ধনম্ (অর্থ) দদ্যাঃ (আপনি দান করিবেন), তাবৎ (সেই পরিমাণ) মম (আমাকে) দদ্যাৎ (দিবেন) ইতি তথা ইতি তথা ইতি হ যজমানঃ উবাচ।

সরলার্থ ঃ 'আপনিই আমার সকল ঋত্বিক-কার্যের ভার গ্রহণ করুন।' উষস্তি বলিলেন—'তাহাই হউক। এখন ইহারাই আমার অনুমতিতে স্তুতিগান করুক। আপনি ইহাদিগকে যে পরিমাণ অর্থ দিবেন, আমাকেও তাহাই দিবেন।' যজমান বলিলেন—'তাহাই হইবে।'

৯০. অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ (উষস্তির নিকট) প্রস্তোতঃ উপসসাদ (উপস্থিত হইল)। প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা, তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি, মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি মা (আমাকে) ভগবান্ অবোচৎ (বলিয়াছিলেন)। কতমা (কে) সা (সেই) দেবতা ? ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর প্রস্তোতা উষস্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রস্তাবপাঠক, যে দেবতা প্রস্তাবের অনুগমন করেন তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে।' আপনি বলুন—তিনি কোন্ দেবতা ?

৯১. প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ প্রাণঃ (প্রাণই) ইতি হ উবাচ (ইহা বলিলেন)। সর্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি (এই সমুদয় ভূত) প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি (প্রাণেই প্রবেশ করে) প্রাণম্ অভি (প্রাণকে লক্ষ করিয়া অর্থাৎ প্রাণ হইতে) উজ্জিহতে (গতিসূচক ; উৎপন্ন হয়)। সা এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা (প্রস্তাবের অনুগত)। তাম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) প্রাস্তোষ্যঃ (প্রস্তাব পাঠ করিতে) মূর্ধা তে (তোমার মস্তক) ব্যপতিষ্যৎ (পতিত হইত) তথা (সেই প্রকার) উক্তস্য (যাহাকে বলা হইয়াছে তাহার অর্থাৎ তোমার ; 'তে'র বিশেষণ) ময়া (আমা কর্তৃক) ইতি।

সরলার্থ ঃ উষস্তি বলিলেন—প্রাণই সেই দেবতা ; কারণ এই সর্বভূত প্রাণেই বিলীন হয় এবং প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবের অনুগমন করেন। ইহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমার ঐ কথায় তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত। [কিংবা আমি ঐ প্রকার বলিবার পরও যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত]।

মন্তব্য ঃ 'সর্বাণি ···উজ্জিহতে'—ডয়সন এই অংশটির এই প্রকার অর্থ করেন, এই সমুদয় ভূত প্রাণ লইয়াই (দেহে) প্রবেশ করে এবং প্রাণের সহিতই চলিয়া যায়। শঙ্করের অর্থ—প্রলয়ের সময়ে এই সমুদয় ভূত প্রাণে লীন হয় এবং সৃষ্টির সময়ে প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়।

৯২. অথ হৈনমুদ্গাতোপসসাদোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ (ইহার নিকটে) উদ্গাতা উপসসাদ (উপস্থিত হইল)। উদ্গাতঃ যা দেবতা উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা, তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ উদ্গাস্যসি, মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি মা ভগবান্ আবোচৎ। কতমা সা দেবতা ? (মঃ ৮৬ ও ৯০)।

সরলার্থ ঃ অনন্তর উদ্গাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন 'হে উদ্গাতা, যে দেবতা উদ্গীথের অনুগমন করেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি উদ্গান কর, তাহা হইলে তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে।' আপনি বলুন, তিনি কোন্ দেবতা ?

৯৩. আদিত্য ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদগাস্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ আদিত্যঃ ইতি হ উবাচ। সর্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আদিত্যম্ (আদিত্যকে) উচ্চৈঃ (ঊর্ধ্বে) সন্তম্ (স্থিত, 'আদিত্যম্' এর বিশেষণ) গায়ন্তি (গান করে)। সা এষা দেবতা উদ্গীথম্ অন্বায়ত্তা (উদ্গীথের অনুগত)। তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ উদগাস্যঃ (উৎ + অগাস্য—উদ্গান করিতে) মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ—তথা উক্তস্য ময়া ইতি (৫ম মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ উষস্তি বলিলেন—'আদিত্যই সেই দেবতা। সূর্য ঊর্ধ্বে উঠিলে এই চরাচর সর্বভূত তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। সেই দেবতাই উদ্গীথের অনুগমন করেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্গীথ গান করিতে, আমার ঐ বাক্যানুসারে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত। [কিংবা আমি ঐ বাক্য বলিবার পরও যদি তুমি উদ্গান করিতে, তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত]।

৯৪. অথ হৈনং প্রতিহর্তোপসসাদ প্রতিহর্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৮

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ প্রতিহর্তা উপসসাদ প্রতিহর্তঃ। যা দেবতা প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা, তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি, মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি মা ভগবান্ অবোচৎ। কতমা সা দেবতা ? ইতি (১।১০।১১ ও ১।১১।৪ টীকা দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ অনন্তর প্রতিহর্তা তাহার নিকট যাইয়া বলিলেন—আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রতিহর্তা, যে দেবতা প্রতিহারের অনুগমন করে, সেই দেবতাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতিহার কর্ম কর, তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে।' তিনি কোন্ দেবতা ?

৯৫. অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি অন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা, প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৯

অন্বয় ঃ অন্নম্ ইতি হ উবাচ। সর্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি অন্নম্ এব (অন্নকেই) প্রতিহরমাণানি (আনয়ন করিয়া) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে)। সা এষা দেবতা প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা। তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতি + অহরিষ্যঃ (প্রতিহার-কর্ম করিতে), মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথা উক্তস্য ময়া ইতি, তথা উক্তস্য ময়া ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক) (৫ম মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ উষস্তি বলিলেন—অন্নই সেই দেবতা। চরাচর সমস্ত জীব অন্ন আহরণ করিয়াই জীবিত থাকে। সেই দেবতাই প্রতিহারের অনুগমন করেন। তুমি যদি তাঁহাকে না জানিয়া প্রতিহার-কর্ম করিতে, আমার ঐ বাক্যানুসারে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত।

দ্বাদশ খণ্ড

৯৬. অথাতঃ শৌব উদ্গীথস্তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্বব্রাজ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ (এখন) অতঃ (এই হেতু) শৌবঃ (কুক্কুরসম্বন্ধীয় ; 'শ্বন্' হইতে) উদ্গীথঃ। তৎ হ (সেই সময়ে, বা সেই বিষয়ে) বকঃ দাল্ভ্যঃ (দল্ভের পুত্র বক) গ্লাবঃ বা মৈত্রেয়ঃ (যাহার অপর নাম মৈত্রেয় গ্লাব) স্বাধ্যায়ম্ উদ্বব্রাজ (গমন করিয়াছিলেন)।

সরলার্থ ঃ এখন কুকুরবিষয়ক উদ্গীথ বলা হইতেছে। এক সময়ে দল্ভপুত্র বক অথবা গ্লাব মৈত্রেয় বেদপাঠের জন্য (নির্জন স্থানে) গিয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ (ক) এখানে দুই ঋষির কথা বলা হয় নাই। এক ঋষিরই এই দুই নাম। (খ) মৈত্রেয়—মিত্রা নাম্নী নারীর অপত্য (শংকর)। 'মিত্রযু' নামক কোন লোকের পুত্র (পাণিনি)।

৯৭. তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্মৈ (তাহার জন্য ; তাহার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য) শ্বা (কুকুর) শ্বেতঃ (শ্বেতবর্ণ) প্রাদুর্বভূব (আবির্ভূত হইয়াছিল)। তম্ (সেই কুকুরকে) অন্যে শ্বানঃ (অপর কতকগুলি কুকুর) উপসমেত্য (নিকটে উপস্থিত হইয়া) উচুঃ (বলিয়াছিল) অন্নম্ (অন্ন) নঃ (আমাদিগের জন্য) ভগবান্ আগায়তু (গান করুন), অশনায়াম (ভোজন করিতে ইচ্ছা করি) বৈ ইতি।

সরলার্থ : তাঁহার নিকট এক সাদা রঙের কুকুর উপস্থিত হইল। আরও কতকগুলি কুকুর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'আমরা যাহাতে খাদ্য পাই সেইজন্য সামগান করুন ; আমরা ক্ষুধার্ত।'

৯৮. তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার ॥ ৩

অন্বয় : তান্ (সেই কুকুরদিগকে) হ উবাচ (শ্বেত কুকুর বলিল) ইহ এব (এই স্থলেই) মা (আমার নিকট) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) উপ সমীয়াত (আগমন করিবে) ইতি। তৎ হ (সেই সময়ে) বকঃ দাল্‌ভ্যঃ গ্লাবঃ বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার (অপেক্ষা করিয়া রহিল)।

সরলার্থ : শ্বেত কুকুর তাহাদিগকে বলিল, 'তোমরা প্রাতে এইখানেই আমার নিকট আসিও।' দাল্‌ভ্য বক অর্থাৎ মৈত্রেয় গ্লাব তাহাদিগের জন্য সেখানেই অপেক্ষা করিয়া রহিল।

৯৯. তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবম্ আসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥ ৪

অন্বয় : তে হ (তাহারা) যথা এব (যেমন) ইদম্ (এই প্রকার) বহিষ্পবমানেন (বহিষ্পবমান নামক স্তোত্রদ্বারা) স্তোষ্যমাণাঃ (স্তুতি করিবে এই অবস্থায়) সংরব্ধাঃ (পরস্পর সংলগ্ন হইয়া) সর্পন্তি (পরিভ্রমণ করে) ইতি—এবম্ (এই প্রকার) আ+সসৃপুঃ (পরিভ্রমণ করিয়াছিল) তে হ (তাহারা) সমুপবিশ্য (সমীপে উপবেশন করিয়া) হিম্ (হিং এই শব্দ) চক্রুঃ (উচ্চারণ করিয়াছিল)।

সরলার্থ : বহিষ্পবমান স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করিবার সময়ে উদ্গাতারা যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া চলিতে থাকে, এই কুকুরেরাও সেইরকম করিতে লাগিল। তাহার পরে বসিয়া তাহারা 'হিং' এই শব্দ উচ্চারণ করিল।

১০০. ওঁমদাওঁমোং৩ পিবাওঁমোং৩ দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা২-ন্নমিহা২হরদন্নপতে৩ন্নমিহা২হরা২হরোওঁমিতি ॥ ৫

অন্বয় : 'ওম্' অদাম (ভোজন করি) ; ওম্ পিবাম (পান করি) ; ওম্ দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্ (অন্নকে) ইহ (এই স্থলে) আহরৎ (আহরণ করুন)। অন্নপতে (হে অন্নপতি) অন্নম্ ইহ আহর (আহরণ কর), আহর ওম্ ইতি।

সরলার্থ : (হিংকারটি হইল)—'ওম্'—ভোজন করিব ; 'ওম্'—পান করিব। 'ওম্'—দেব বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা অন্ন আহরণ করুন। হে অন্নপতি সূর্য, এই স্থানে অন্ন আহরণ কর, অন্ন আহরণ কর—'ওম্'।

ত্রয়োদশ খণ্ড

১০১. অয়ং বাব লোকো হাউকারো বায়ুর্হাইকারশ্চন্দ্রমা অথকারঃ আত্মেহকারোঽগ্নিরীকারঃ ॥ ১

অন্বয় : অয়ম্ (এই) বাব লোকঃ হাউকারঃ ('হাউ' এই শব্দ), বায়ুঃ হাইকারঃ

('হাই' এই শব্দ) ; চন্দ্রমা অথকারঃ ('অথ' এই শব্দ) ; আত্মা ইহকারঃ ('ইহ' এই শব্দ) ; অগ্নিঃ ঈকারঃ ('ঈ' এই শব্দ)।

সরলার্থ : এই পৃথিবীই 'হাউ'কার, বায়ু 'হাই'কার, চন্দ্রমা 'অথ'কার, আত্মা 'ইহ'কার এবং অগ্নি 'ঈ'কার।

মন্তব্য : পাঠান্তর 'হাইকারঃ' স্থলে 'হায়িকারঃ'। সংস্কৃতে পাদপূরণে চ, বা, তু, হি ইত্যাদি কতকগুলি অক্ষর ব্যবহৃত হয়। গায়কগণও গান করিবার সময় অনেক স্থলে কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দ যোগ করেন। সামগানের মধ্যেও 'হাউ', 'হাই', 'অথ', 'ইহ', 'ঈ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ মতে এই শব্দগুলি অর্থশূন্য ; ঋষি এস্থলে এইগুলির ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

১০২. আদিত্য উকারো নিহব একারো বিশ্বে দেবা ঔহোয়িকারঃ প্রজাপতির্হিংকারঃ প্রাণঃ স্বরোঽন্নং যা বাগ্বিরাট্ ॥ ২

অন্বয় : আদিত্যঃ উকারঃ ; নিহবঃ (আহ্বান) একারঃ ; বিশ্বে দেবাঃ (সমুদয় দেবতা) ঔহোয়িকারঃ ('ঔহোই' এই শব্দ) ; প্রজাপতিঃ হিংকারঃ ('হিং' এই অক্ষর) ; প্রাণঃ স্বরঃ ; অন্নম্ যা ('যা' এই অক্ষর) ; বাক্ (বাক্য) বিরাট্।

সরলার্থ : আদিত্যই 'উ'কার, নিহব (আহ্বান) 'এ'কার, বিশ্বদেবই 'ঔহোয়ি'কার, প্রজাপতিই হিংকার, প্রাণই স্বর, অন্নই 'যা' অক্ষর এবং বাক্ই বিরাট্।

১০৩. অনিরুক্তস্ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুংকারঃ ॥ ৩

অন্বয় : অনিরুক্তঃ (অনির্বচনীয়) ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ (হাউ, হাই, অথ ইত্যাদিকে স্তোভ বলা হয়) ; সঞ্চরঃ (গতিশীল, সুতরাং দুর্বোধ্য) হুংকারঃ ('হুং' এই অক্ষর)।

সরলার্থ : (পূর্বে 'হাউ'কার, 'হাই'কার, 'অথ'কার, 'ইহ'কার, 'ঈ'কার, 'উ'কার, 'এ'কার, 'ঔহোই'কার, হিংকার, স্বর, যা ও বাক্—এই বারটি স্তোভের কথা বলা হইয়াছে)। হুংকার ত্রয়োদশ স্তোভ ; ইহা অনির্বচনীয় এবং সর্বত্র গতিশীল বলিয়া দুর্বোধ্য।

১০৪. দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতামেবং সাম্নাম্ উপনিষদং বেদোপনিষদং বেদেতি ॥ ৪

অন্বয় : দুগ্ধে অস্মৈ বাক্ দোহম্ যঃ বাচঃ দোহঃ—(১।৩।৭ টীকা ও মন্তব্য) ; অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি যঃ এতাম্ (এই উপনিষদকে, এই গূহ্য অর্থকে) এবম্ সাম্নাম্ (সামের স্তোভ অক্ষরসমূহের) উপনিষদম্ বেদ (জানেন), উপনিষদম্ বেদ।

সরলার্থ : বাক্যের যে দুগ্ধ, সেই দুগ্ধ বাক্ স্বয়ং উপাসকের জন্য দোহন করেন। [কিংবা যে সাধক বাক্যকে দোহন করিতে পারেন, বাক্য স্বয়ং সেই সাধকের জন্য নিজের দুগ্ধ দোহন করেন]। যিনি স্তোভ অক্ষরসমূহের এই উপনিষদ্ (গূহ্য অর্থ) জানেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

'সাম' শব্দের অর্থ

১০৫. সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু যৎ খলু সাধু তৎ
সামেত্যাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি ॥ ১

অন্বয় : সমস্তস্য খলু সাম্নঃ (সমুদয় সামেরই) উপাসনম্ (উপাসনা) সাধু (শোভন, উত্তম)। যৎ (যাহা) খলু সাধু, তৎ (তাহা) সাম ইতি—আচক্ষতে (বলা হয়)। যৎ অসাধু, তৎ অসাম ইতি।

সরলার্থ : সমস্ত সামের (অর্থাৎ সর্বাবয়ববিশিষ্ট সামের) উপাসনাই সাধু। যাহা সাধু, তাহাকেই 'সাম' বলা হয়, আর যাহা অসাধু তাহাকেই 'অসাম' বলা হয়।

১০৬. তদুতাপ্যাহুঃ সাম্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব
তদাহুরসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ ॥ ২

অন্বয় : তৎ (সেইজন্য) উত অপি (আরও) আহুঃ (বলা হয়), সাম্না (সামদ্বারা) এনম্ (ইহাকে) উপ+অগাৎ (নিকটে গিয়াছে) ইতি, সাধুনা (সাধুভাবে) এনম্ উপ+অগাৎ ইতি এব তৎ (তাহা) আহুঃ (বলে)। অসাম্না (অসামদ্বারা, সামবিরোধী ভাবে) এনম্ উপাগাৎ ইতি, অসাধুনা এনম্ উপাগাৎ ইতি এব তৎ আহুঃ।

সরলার্থ : এই জন্যই বলা হয়—'সামভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে' যাহার অর্থ 'সাধুভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে'। আবার ইহাও বলা হয় 'অসামভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে' অর্থাৎ 'অসাধুভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে'।

১০৭. অথোতাপ্যাহুঃ সাম নো বতেতি যৎ সাধু ভবতি সাধু
বতেত্যেব তদাহুরসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু
বতেত্যেব তদাহুঃ ॥ ৩

অন্বয় : অথ উত অপি (আরও) আহুঃ (বলা হয়) সাম নঃ (আমাদিগের) বত (অব্যয়—আশ্চর্য বা অনুকম্পা প্রকাশের জন্য) ইতি যৎ সাধু (উত্তম) ভবতি (হয়), সাধু বত ইতি এব তৎ আহুঃ। অসাম নঃ বত ইতি যৎ অসাধু ভবতি অসাধু বত ইতি এব তৎ আহুঃ।

সরলার্থ : যখন কোন সাধু (মঙ্গলময়) ঘটনা ঘটে, তখন বলা হয় যে 'ইহা আমাদের পক্ষে সাম' অর্থাৎ 'ইহা আমাদের পক্ষে সাধু'। আবার যখন অসাধু (অমঙ্গলকর) ঘটনা ঘটে, তখন বলা হয় 'ইহা আমাদের পক্ষে অসাম' অথবা 'ইহা আমাদের পক্ষে অসাধু'।

১০৮. স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং
সাধবো ধর্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নমেয়ুঃ ॥ ৪

অন্বয় : সঃ যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া)

সাধু সাম ইতি উপাস্তে (উপাসনা করে), অভ্যাশঃ (এই যক্ষ ; শঙ্করের মতে 'শীঘ্র') হ, যৎ (যে) এনম্ (ইহার নিকট), সাধবঃ ধর্মাঃ (সাধু গুণসমূহ) আ চ গচ্ছেয়ুঃ (আগচ্ছেয়ুঃ চ ; আগমন করিবে) উপ চ নমেয়ুঃ (উপনমেয়ুঃ চ ; ভোগ্যরূপে তাহার অধীন হইবে)।

সরলার্থ : যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া 'সামই সাধু' এইভাবে উপাসনা করিবেন বিবিধ সদ্গুণ শীঘ্রই তাহার অনুবর্তী হইয়া ভোগ্য হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

পৃথিব্যাদি পঞ্চলোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১০৯. লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত পৃথিবী হিঙ্কারোঽগ্নিঃ প্রস্তাবোঽন্ত-
রিক্ষম্ উদ্গীথ আদিত্যঃ প্রতিহারো দ্যৌর্নিধনমিত্যূর্ধ্বেষু ॥ ১

অন্বয় : লোকেষু (পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম (পাঁচ প্রকার সামকে, হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন) উপাসীত (উপাসনা করিবে) পৃথিবী হিঙ্কারঃ, অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ ; অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ ; আদিত্যঃ প্রতিহারঃ ; দ্যৌঃ নিধনম্ ইতি ঊর্ধ্বেষু (এইরূপে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্বলোক পর্যন্ত)।

সরলার্থ : (পৃথিব্যাদি) লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে—পৃথিবীই হিঙ্কার, অগ্নিই প্রস্তাব, অন্তরিক্ষই উদ্গীথ, আদিত্যই প্রতিহার, দ্যুলোকই নিধন। ইহাই (পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া) ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে (সামোপাসনা)।

মন্তব্য : 'লোকেষু' শব্দে সপ্তমী বিভক্তি। প্রথমা বিভক্তি করিয়া অর্থ করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ হইবে—লোকসমূহ পঞ্চবিধ সাম এইরূপে উপাসনা করিবে। অথবা সপ্তমী বিভক্তিকে হিঙ্কারাদিতে যুক্ত করিয়া অর্থ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে—হিঙ্কারাদিকে পৃথিব্যাদিরূপে উপাসনা করিবে। (শঙ্কর)।

১১০. অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কার আদিত্যঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথোঽগ্নিঃ
প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্ ॥ ২

অন্বয় : অথ (তাহার পর) আবৃত্তেষু (ঊর্ধ্বলোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নলোক পর্যন্ত)—দ্যৌঃ হিঙ্কারঃ ; আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ ; অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ ; অগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্।

সরলার্থ : তাহার পর ঊর্ধ্বলোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদৃষ্টিতে (সামোপাসনা) —দ্যুলোকই হিঙ্কার ; আদিত্যই প্রস্তাব, অন্তরিক্ষই উদ্গীথ, অগ্নিই প্রতিহার এবং পৃথিবীই নিধন।

১১১. কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্ধ্বাশ্চাবৃত্তাশ্চ য এতদেবং
বিদ্বাঁল্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩

অন্বয় : কল্পন্তে (ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়) হ অস্মৈ (ইহার জন্য) লোকাঃ (পৃথিব্যাদি লোকসমূহ) ঊর্ধ্বাঃ চ (নিম্নতম লোক হইতে ঊর্ধ্বতম পর্যন্ত সমুদয় লোক), আবৃত্তাঃ চ (ঊর্ধ্বতম লোক হইতে নিম্নতম পর্যন্ত সমুদয় লোক) যঃ

(যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) লোকেষু (লোকসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)।

সরলার্থ : যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, ঊর্ধ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন পর্যন্ত এবং নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্ব পর্যন্ত সমুদয় লোক তাঁহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়।

তৃতীয় খণ্ড

বৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চভৌতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১১২. বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে
স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ ॥ ১

অন্বয় : বৃষ্টৌ (বৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম (পাঁচ প্রকার সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)—পুরোবাতঃ (বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু উত্থিত হয় ; কিংবা পূর্বদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়) হিঙ্কারঃ ; মেঘঃ জায়তে (মেঘ উৎপন্ন হয়) সঃ (ইহা) প্রস্তাবঃ ; বর্ষতি (বৃষ্টি পতিত হয়) সঃ (ইহা) উদ্গীথঃ ; বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়), স্তনয়তি (গর্জন করে) সঃ (ইহাই) প্রতিহারঃ।

সরলার্থ : বৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিয়া পাঁচ প্রকার সামের উপাসনা করিবে—বৃষ্টির পূর্বে যে বাতাস প্রবাহিত হয় তাহা হিঙ্কার, যে মেঘ জন্মায় তাহা প্রস্তাব, যে বৃষ্টি পড়ে তাহা উদ্গীথ, যে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় ও মেঘ গর্জন করে তাহাই প্রতিহার।

১১৩. উদ্গৃহ্ণাতি তন্নিধনং। বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং
বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

অন্বয় : উদ্গৃহ্ণাতি ('বৃষ্টিপাত' শেষ হয়) তৎ (তাহা), নিধনম্। বর্ষতি (বর্ষণ করে) হ অস্মৈ (ইহার জন্য) বর্ষয়তি (বর্ষণ করায়) হ যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ (জানিয়া) বৃষ্টৌ (বৃষ্টিতে) পঞ্চবিধ সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)।

সরলার্থ : বৃষ্টিপাতের সমাপ্তিই নিধন। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পাঁচ প্রকার সামের উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য মেঘ বর্ষণ করে এবং তিনি (অপরের জন্যও) বর্ষণ করাইতে পারেন।

চতুর্থ খণ্ড

জলের পঞ্চবিধ আকারের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১১৪. সর্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাসীত মেঘো যৎ সংপ্লবতে স
হিঙ্কারো যদ্বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স
উদ্গীথো যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্ ॥ ১

অন্বয় : সর্বাসু অপ্সু (সমুদয় জলে অর্থাৎ জলবিষয়ে চিন্তা করিয়া) পঞ্চবিধম্

সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)—মেঘঃ যৎ (যে ; কিংবা যখন) সংপ্লবতে (ঘনীভূত হয় ; কিংবা ইতস্তত বিস্তৃত হয়) সঃ (তাহা) হিঙ্কারঃ ; যৎ বর্ষতি (বৃষ্টি যে পতিত হয়) সঃ প্রস্তাবঃ ; যাঃ প্রাচ্যঃ (পূর্বদেশীয় নদীসমূহ) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়)। সঃ উদ্গীথঃ ; যাঃ প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদেশীয় নদীসমূহ) সঃ প্রতিহারঃ ; সমুদ্রঃ নিধনম্।

সরলার্থ : সর্বপ্রকার জল বিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে—মেঘ যে ঘনীভূত (বা ইতস্তত বিস্তৃত) হয় তাহাই হিঙ্কার ; যে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাহাই প্রস্তাব ; পূর্বপ্রবাহিনী নদীসমূহই উদ্গীথ ; পশ্চিমে প্রবাহিত নদীসমূহ প্রতিহার ; সমুদ্রই নিধন।

১১৫. ন হাপ্সু প্রৈত্যপ্সুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্
সর্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

অন্বয় : ন (না) হ অপ্সু (জলে) প্রৈতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়), অপ্সুমান্ (জলশালী) ভবতি (হন)—যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) সর্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে।

সরলার্থ : যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া জলদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি জলমগ্ন হইয়া মরেন না এবং তিনি জলসম্পদশালী হন।

পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১১৬. ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো
বর্ষা উদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম্ ॥ ১

অন্বয় : ঋতুষু (ঋতুসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—বসন্তঃ হিঙ্কারঃ ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ ; বর্ষাঃ উদ্গীথঃ ; শরৎ প্রতিহারঃ ; হেমন্তঃ নিধনম্।

সরলার্থ : ঋতুসমূহ চিন্তা করিয়া এইরূপে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে—বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্মই প্রস্তাব, বর্ষাই উদ্গীথ, শরৎই প্রতিহার এবং হেমন্তই নিধন।

১১৭. কল্পন্তে হাস্মা ঋতব ঋতুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বানৃতুষু
পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

অন্বয় : কল্পন্তে হ অস্মৈ (ইহার জন্য) ঋতবঃ (ঋতুসমূহ) ; ঋতুমান্ (ঋতুযুক্ত) ভবতি, যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ ঋতুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে।

সরলার্থ : যিনি এই প্রকার জানিয়া ঋতুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, ঋতুসমূহ তাঁহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় এবং তিনি ঋতু অনুযায়ী ভোগ্য পাইয়া থাকেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

পঞ্চবিধ পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১১৮. পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীতাজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্‌গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ পশুষু (পশুসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত অজাঃ (ছাগসমূহ) হিঙ্কারঃ ; অবয়ঃ (অবি, মেষসমূহ) প্রস্তাবঃ ; গাবঃ (গোসমূহ) উদ্‌গীথঃ অশ্বাঃ (অশ্বসমূহ) প্রতিহারঃ ; পুরুষঃ নিধনম্ ।

সরলার্থ ঃ পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে—ছাগই হিঙ্কার, মেষই প্রস্তাব, গোসমূহ উদ্‌গীথ, অশ্ব প্রতিহার এবং পুরুষই নিধন ।

১১৯. ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

অন্বয় ঃ ভবন্তি (হয়) হ অস্য (ইহার) পশবঃ (পশুসমূহ) পশুমান্ (পশুযুক্ত) ভবতি যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে ।

সরলার্থ ঃ যিনি এই প্রকার জানিয়া পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, পশুসমূহ তাঁহার ভোগ্যবস্তু হয় এবং তিনি বহু পশুর অধিকারী হন ।

সপ্তম খণ্ড

প্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১২০. প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত প্রাণো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুঃ উদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনো নিধনং পরোবরীয়াংসি বা এতানি ॥ ১

অন্বয় ঃ প্রাণেষু (প্রাণসমূহে) পঞ্চবিধম্ পরোবরীয়ঃ (শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ; ১৷৯৷২ টীকা) সাম উপাসীত । প্রাণঃ হিঙ্কারঃ, বাক্ প্রস্তাবঃ, চক্ষুঃ উদ্‌গীথঃ, শ্রোত্রম্ প্রতিহারঃ, মনঃ নিধনম্ । পরোবরীয়াংসি (শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ) বৈ এতানি (এই সমুদয়) ।

সরলার্থ ঃ প্রাণসমূহে পরোবরীয় (শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ) সামের উপাসনা করিবে— প্রাণই হিঙ্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্‌গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার এবং মনই নিধন । এই সবই পরোবরীয় ।

১২১. পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্ত ইতি তু পঞ্চবিধস্য ॥ ২

অন্বয় ঃ পরোবরীয়ঃ হ অস্য (ইহার) ভবতি পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ জয়তি— যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধম্ পরোবরীয়ঃ সাম উপাস্তে । ইতি তু পঞ্চবিধস্য (পঞ্চবিধ সামের) ।

সরলার্থ ঃ যিনি ইহাকে এইরকম জানিয়া প্রাণসমূহে পরোবরীয় পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর বস্তু তাঁহার ভোগ্য হয় এবং তিনি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লোকসমূহ জয় করেন । পঞ্চবিধ সাম উপাসনা-প্রসঙ্গের এইখানেই ইতি ।

অষ্টম খণ্ড

বাক্যের সপ্তবিভাগের সহিত সপ্তবিধ সামের একতা কল্পনা

১২২. অথ সপ্তবিধস্য বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত যৎ কিঞ্চ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ সপ্তবিধস্য (সাত প্রকারের—হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন) বাচি (বাক্যে) সপ্তবিধম্ সাম (সাত প্রকার সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) । যৎ (যাহা) কিঞ্চ (কিছু) বাচঃ (বাক্যের) হুম্ ইতি ('হুং' এই অক্ষর) সঃ হিঙ্কারঃ ; যৎ প্র ইতি ('প্র' এই অক্ষর), সঃ প্রস্তাবঃ ; যৎ আ ইতি ('আ' এই অক্ষর) সঃ আদিঃ ।

সরলার্থ ঃ এখন সপ্তবিধ সামের উপাসনার বিষয় বলা হইতেছে । বাক্যে সাত প্রকার সামের উপাসনা করিবে—বাক্যের যেখানে 'হুম্' এই অক্ষর, তাহা হিঙ্কার, যাহা 'প্র' তাহা প্রস্তাব, যাহা 'আ' তাহাই আদি ।

১২৩. যদুদিতি স উদ্গীথো যৎ প্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবো যন্নীতি তন্নিধনম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ যৎ উত ইতি ('উৎ' এই অক্ষর) সঃ উদ্‌গীথঃ যৎ প্রতি ইতি ('প্রতি' এই শব্দ) সঃ প্রতিহারঃ, যৎ উপ ইতি ('উপ' এই শব্দ), সঃ উপদ্রবঃ, যৎ নি ইতি ('নি' এই শব্দ) তৎ নিধনম্ ।

সরলার্থ ঃ যাহা 'উৎ' তাহা উদ্গীথ, যাহা 'প্রতি' তাহা প্রতিহার, যাহা 'উপ' তাহাই উপদ্রব এবং যাহা 'নি' তাহাই নিধন ।

১২৪. দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩

অন্বয় ঃ দুগ্ধে অস্মৈ বাক্ দোহম্—যঃ বাচঃ দোহঃ ; অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ বাচি (বাক্‌দৃষ্টিতে) সপ্তবিধম্ সাম (সপ্ত প্রকার সামকে) উপাস্তে (১৷৩৷৭ টীকা) ।

সরলার্থ ঃ যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বাক্যে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোজী হন । বাক্যের যাহা দুগ্ধ, বাক্ স্বয়ং তাহা তাঁহার জন্য দোহন করেন ।

নবম খণ্ড

আদিত্যের সপ্ত রূপের সহিত সপ্তবিধ সামের একতা কল্পনা

১২৫. অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত সর্বদা সমস্তেন সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্বেণ সমস্তেন সাম ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ খলু অমুম্ আদিত্যম্ (ঐ আদিত্যকে) সপ্তবিধম্ সাম উপাসীত। সর্বদা সমঃ (সমান), তেন (সেইজন্য) সাম। মাম্ প্রতি (আমার প্রতি) মাম্ প্রতি ইতি সর্বেণ (সকলের নিকট) সমঃ, তেন সাম।

সরলার্থ ঃ ইহার পর ঐ আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করিবে। সর্বদাই 'সমান', এইজন্য আদিত্য সাম। (সকলেই মনে করে, আদিত্য) 'আমার অভিমুখে', এইজন্য আদিত্য সকলের পক্ষে সমান ; সেইহেতু আদিত্য সাম।

১২৬. তস্মিন্নিমানি সর্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতি বিদ্যাত্তস্য যৎ পুরোদয়াৎ স হিঙ্কারস্তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে হিংকুর্বন্তি হিঙ্কারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্মিন্ (সেই আদিত্যে) ইমানি সর্বাণি ভূতানি (এই সমুদয় ভূত) অন্বায়ত্তানি (অনুগত ; ১।১০।৯ টীকা) ইতি বিদ্যাৎ (এইরূপ জানিবে)। তস্য (সেই সূর্যের) যৎ (যাহা, যে রূপ, যে সময়ে) পুরোদয়াৎ (উদয়ের পূর্বে), সঃ (সেই রূপ) হিঙ্কারঃ ; তৎ [অন্বায়ত্তাঃ] (সেই রূপের অনুগত) অস্য (এই সামরূপী আদিত্যের) পশবঃ (পশুসমূহ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাহারা) হিম্ কুর্বন্তি (হিং এই শব্দ করিয়া থাকে)। হিঙ্কারভাজিনঃ (হিঙ্কারের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

সরলার্থ ঃ এই চরাচর সর্বভূত সেই আদিত্যের অনুগত এইরূপ জানিবে। উদয়ের পূর্বে ইহার যে রূপ তাহাই হিঙ্কার। সকল পশু সেই রূপের অনুগত। সেই জন্য তাহারা 'হিং' এই শব্দ করিয়া থাকে। এই সামের যে 'হিঙ্কার' নামক অংশ, তাহারা সেই অংশের ভাগী।

১২৭. অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবস্তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ (তাহার পর) যৎ (যাহা) প্রথম + উদিতে (প্রথম উদিত হইলে 'যে রূপ') সঃ প্রস্তাবঃ ; তৎ [অন্বায়ত্তা] (সেই রূপের অনুগত) অস্য (সামরূপী আদিত্যের) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত) তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাহারা) প্রস্তুতিকামাঃ (স্তুতিকামী) প্রশংসাকামাঃ (প্রশংসাকামী) ; প্রস্তাবভাজিনঃ ('প্রস্তাব' নামক অংশের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

সরলার্থ ঃ সূর্য প্রথম উদিত হইলে ইহার যে রূপ, সেই রূপই 'প্রস্তাব'। মানুষ সেই রূপের অনুগত ; এইজন্য তাহারা স্তুতি ও প্রশংসা কামনা করিয়া থাকে। এই সামের যে 'প্রস্তাব' নামক অংশ তাহারা সেই অংশের ভাগী।

১২৮. অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং স আদিস্তদস্য বয়াংস্যন্বায়ত্তানি তস্মাত্তান্যন্তরিক্ষেঽনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজীনি হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যৎ (যাহা) সঙ্গববেলায়াম্ (সঙ্গব বেলাতে) সঃ আদিঃ ('আদি' এই নাম)। তৎ (সেই রূপের অনুগত) অস্য (এই আদিত্যের) বয়াংসি (পক্ষিগণ) অন্বায়ত্তানি (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তানি (তাহারা) অন্তরিক্ষে অনারম্বণানি (ন আরম্বণানি নিরালম্বভাবে) আদায় (লইয়া) আত্মানম্ (নিজ দেহকে) পরিপতন্তি (চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়ায়)। আদিভাজীনি ('আদি' এই অংশের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

সরলার্থ ঃ 'সঙ্গব'-বেলায় আদিত্যের যে রূপ তাহাই 'আদি' ; পক্ষিগণ ইহারই অনুগত। এইজন্য তাহারা আকাশে নিজেদের দেহ লইয়া নিরালম্বভাবে উড্ডীয়মান হয়। এই সামের যে 'আদি' অংশ, তাহারা সেই অংশের ভাগী।

মন্তব্য ঃ 'সঙ্গববেলায়াম্' ইত্যাদি—'সম্ + গো' হইতে 'সঙ্গব' হইয়াছে। নানা লোকে ইহার নানা অর্থ করিয়াছে—(ক) দুগ্ধ দোহন করিবার জন্য যখন গাভীদিগকে একত্র করা হয় ; (খ) দুগ্ধ দোহন করিবার জন্য যখন গাভী ও বৎস একত্র হয় ; (গ) দুগ্ধ-দোহন করিবার পর বৎসগণ যখন দুগ্ধ পান করে ; (ঘ) মাঠে যাইবার পূর্বে যখন গাভীসমূহ একত্র হয় ; (ঙ) শঙ্কর বলেন 'গো' অর্থ সূর্যের রশ্মিও হইতে পারে। তাহা হইলে 'সঙ্গব' অর্থ হইবে যে সময়ে সূর্যরশ্মির 'সঙ্গমন' হয়। 'সঙ্গমন' অর্থ সম্মিলন ; মোক্ষমূলার এই স্থলে শঙ্করের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—when the Sun puts forth his rays.

এই খণ্ডের দিবসের পাঁচটি বিভাগ-স্থল দেওয়া হইয়াছে—(১) সূর্যের উদয়, (২) সঙ্গববেলা, (৩) মধ্যান্দিন, (৪) অপরাহ্ণ, (৫) সূর্যের অস্তগমন। অথর্ববেদে (৯।৬।৪৫) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১।৫।৩।১ ; ৯।৪।৯।২) এই প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। সূর্যোদয়ের তিন মুহূর্ত পরে যে সময়, তাহাই 'সঙ্গববেলা'।

১২৯. অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে স উদ্গীথস্তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদ্গীথভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ যৎ (যাহা) সম্প্রতি (ঠিক) মধ্যন্দিনে (মধ্যম্ দিনে=মধ্যাহ্নসময়ে), সঃ উদ্গীথঃ। তৎ (সেই রূপের অনুগত) অস্য (এই আদিত্যের) দেবাঃ (দেবগণ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাঁহারা) সৎ+তমাঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ) প্রাজাপত্যানাম্ (প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে) ; উদ্গীথভাজিনঃ (উদ্গীথের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

সরলার্থ ঃ তাহার পর ঠিক মধ্যাহ্নসময়ের যে সূর্য তাহাই 'উদ্গীথ'। দেবগণ আদিত্যের এই অংশের অনুগত। এইজন্য প্রজাপতির সন্তানদিগের মধ্যে ইঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহারা সামের 'উদ্গীথ' অংশের অধিকারী।

১৩০. অথ যদূর্ধ্বং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্ণাৎ স প্রতিহারস্তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে প্রতিহারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ যৎ (যে রূপ) ঊর্ধ্বম্ মধ্যন্দিনাৎ (মধ্যাহ্নকালের পরে) প্রাক্

অপরাহ্ণাৎ (অপরাহ্নের পূর্বে) সঃ প্রতিহারঃ। তৎ (সেই রূপের অনুগত) অস্য (এই আদিত্যের) গর্ভাঃ (গর্ভসমূহ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তে (সেই গর্ভসমূহ) প্রতিহৃতাঃ (ধৃত হইয়া) ন (না) অবপদ্যন্তে (অধঃপতিত হয়)। প্রতিহার-ভাজিনঃ (প্রতিহারের অধিকারী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

সরলার্থ : মধ্যাহ্নের পরে ও অপরাহ্নের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই 'প্রতিহার'। গর্ভস্থ ভ্রূণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত। এই জন্যই ইহারা জরায়ুতে ধৃত থাকে এবং পড়িয়া যায় না। ইহারা সামের 'প্রতিহার' অংশের অধিকারী।

১৩১. অথ যদূর্ধ্বমপরাহ্ণাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবস্তদস্যারণ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্ত্যুপদ্রবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৭

অন্বয় : অথ যৎ (যাহা) ঊর্ধ্বম্ অপরাহ্ণাৎ (অপরাহ্নের পরে) প্রাক্ অস্তময়াৎ (অস্তগমনের পূর্বে), স উপদ্রবঃ। তৎ (সেই রূপের) তস্য আরণ্যাঃ (আরণ্য জন্তুসমূহ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেইজন্য) তে (তাহারা) পুরুষম্ (মানুষকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) কক্ষম্ (কক্ষে, অরণ্যে) শ্বভ্রম্ (গর্তে) ইতি উপদ্রবন্তি (দ্রুতবেগে গমন করে বা পলায়ন করে)। উপদ্রব-ভাজিনঃ (উপদ্রব নামক অংশের ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।

সরলার্থ : তারপর অপরাহ্নের পরে, কিন্তু অস্ত যাওয়ার পূর্বে, আদিত্যের যে রূপ তাহাই 'উপদ্রব'। অরণ্যবাসী পশুগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত। এই জন্য তাহারা মানুষ দেখিলে দ্রুতবেগে জঙ্গলে কিংবা গর্তে প্রবেশ করে। ইহারা সামের 'উপদ্রব' অংশের অধিকারী।

১৩২. অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তান্নিদধাতি নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সাম্ন এবং খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৮

অন্বয় : অথ যৎ (যাহা) প্রথম+অস্তমিতে (ঠিক সূর্যাস্তের সময়ে) তৎ (তাহা) নিধনম্ ; তৎ (সেই রূপের) অস্য (সেই আদিত্যের) পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তান্ (পিতৃপুরুষদিগকে ; কিংবা পিতৃপুরুষদিগের জন্য পিণ্ডসমূহকে) নিদধাতি (স্থাপন করে)। নিধনভাজিনঃ (সামের যে 'নিধন' অংশ, তাহার ভাগী) হি এতস্য সাম্নঃ (এই সামের)।—এবম্ (এই প্রকারে) খলু অমুম্ আদিত্যম্ (ঐ আদিত্যকে) সপ্তবিধং সাম (সপ্তবিধ সামরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে)।

সরলার্থ : আর ঠিক অস্তগমনের সময় আদিত্যের যে রূপ, তাহাই নিধন। পিতৃপুরুষগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত। এই জন্য এই সময়ে তাঁহাদিগকে (কিংবা তাঁহাদের জন্য পিণ্ডসমূহকে) কুশের উপর রাখা হয়। এইরূপে আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করা হয়।

দশম খণ্ড

সপ্তবিধ সামের অক্ষরসংখ্যা চিন্তনদ্বারা আদিত্যজয়

১৩৩. অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্ ॥ ১

অন্বয় : অথ খলু আত্মসম্মিতম্ (যাহার সমুদয় অংশ এক প্রকার ; কিংবা যাহা পরমাত্মসদৃশ) অতি-মৃত্যু (যাহা মৃত্যুকে জয় করে) সপ্তবিধম্ সাম (সপ্তবিধ সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। হিঙ্কারঃ ইতি ('হিঙ্কার' এই শব্দ) ত্রি অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত) ; প্রস্তাবঃ ইতি ('প্রস্তাব' এই শব্দ) ত্রি অক্ষরম্। তৎ (সুতরাং কিংবা এই দুইটি) সমম্ (এক প্রকার)।

সরলার্থ : ইহার পর 'আত্মসম্মিত' এবং মৃত্যুঞ্জয়ী সাতরকম সামের উপাসনা করিবে। 'হিঙ্কার' শব্দটিতে তিনটি অক্ষর এবং 'প্রস্তাব' শব্দটিও তিন অক্ষরের ; সুতরাং ইহারা সমান।

১৩৪. আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত ইহৈকং তৎ সমম্ ॥ ২

অন্বয় : আদিঃ ইতি ('আদি' এই শব্দ) দ্বি+অক্ষরম্ (দুই অক্ষর যুক্ত) ; প্রতিহারঃ ইতি চতুর্+অক্ষরম্ (চারি অক্ষর যুক্ত)। ততঃ (তাহা হইতে, প্রতিহার শব্দ হইতে) ইহ (ইহাতে, আদি শব্দে) একম্ (একটি অক্ষর 'লইলে') তৎ সমম্।

সরলার্থ : 'আদি' শব্দের দুইটি অক্ষর ; 'প্রতিহার' শব্দের চারিটি অক্ষর। 'প্রতিহার' শব্দ হইতে একটি অক্ষর লইয়া 'আদি' শব্দে যোগ করিলে উভয়ে সমান হয়।

১৩৫. উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্ ॥ ৩

অন্বয় : উদ্গীথঃ ইতি ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত) উপদ্রবঃ ইতি চতুর্+অক্ষরম্ (চারি অক্ষর যুক্ত)। ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ (তিন অক্ষরে তিন অক্ষরে) সমম্ (সমান) ভবতি (হয়)। অক্ষরম্ (একটি অক্ষর) অতিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে)। ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত) তৎ সমম্ (ইহারা সমান)।

সরলার্থ : 'উদ্গীথ' এই শব্দটির তিন অক্ষর ; 'উপদ্রব' এই শব্দটির চারি অক্ষর। তিন অক্ষরে তিন অক্ষরে ইহারা সমান। (এখন) একটি অক্ষর (অর্থাৎ 'উপদ্রব' শব্দের 'ব' অক্ষর) থাকে। অপর তিনটি অক্ষর লইলে ইহারা সমান।

মন্তব্য : 'উপদ্রবঃ'—এই শব্দের তিনটি অক্ষর বাদ দিলে কেবল 'বঃ' এই অক্ষরটি থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই একটি অক্ষরেও তিনটি অক্ষর আছে।

১৩৬. নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমমেব ভবতি তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ॥ ৪

অন্বয় : নিধনম্ ইতি ত্রি+অক্ষরম্ ; তৎ সমম্ ভবতি (ক্রমঃ দ্রঃ)। তানি হ

বৈ এতানি (এই সমুদয়) দ্বাবিংশতিঃ অক্ষরাণি (বাইশটি অক্ষর ঃ হিংকার, প্রস্তাব, আদি, প্রতিহার, উদ্গীথ, উপদ্রব, নিধন—এই সাতটিতে বাইশটি অক্ষর)।

সরলার্থ ঃ 'নিধন' পদেও তিন অক্ষর, সুতরাং ইহাও (অন্য পদসমূহের) সমান। এই সমুদয় সামে বাইশটি অক্ষর।

১৩৭. একবিংশত্যাদিত্যমাপ্নোত্যেকবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যো দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি তন্নাকং তদ্বিশোকম্ ॥ ৫

অন্বয় ঃ একবিংশত্যা (একুশটি অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা) আদিত্যম্ (আদিত্য) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)। একবিংশঃ বৈ (২১ সংখ্যক—১২ মাস, ৫ ঋতু ও ৩ লোক =২০, ইহার পর আদিত্য, সুতরাং আদিত্য ২১ সংখ্যক) ইতঃ (ইহলোক হইতে) অসৌ আদিত্যঃ (ঐ সূর্য)। দ্বাবিংশেন (দ্বাবিংশ অক্ষর দ্বারা) পরম্ (পরম লোককে) আদিত্যাৎ (আদিত্য অপেক্ষা) জয়তি (জয় করে)। তৎ (তাহা) নাকং তৎ বিশোকম্ (শোকরহিত)।

সরলার্থ ঃ এই পৃথিবী লোক হইতে আরম্ভ করিয়া (লোকসমূহের সংখ্যা গণনা করিলে) আদিত্য একবিংশতি সংখ্যক হয়। দ্বাবিংশ অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক জয় করা যায়। সেই লোকই সুখময় এবং শোকরহিত।

মন্তব্য ঃ ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে 'নাক' একটি বিশেষ স্থান। অথর্ববেদের মতে (৪।১৪।৩), পৃথিবীর উপরিভাগে অন্তরিক্ষ, তাহার পর যথাক্রমে দ্যৌ, নাক, স্বঃ এবং জ্যোতি। ঋগ্বেদের একই মন্ত্রে ((১০।১২।১৫) স্বঃ, নাক এবং অন্তরিক্ষের উল্লেখ আছে। অনেকে 'নাক' শব্দের এই প্রকার অর্থ করেন ঃ নাক=ন+অক; অক—দুঃখ। সুতরাং 'নাক' অর্থ 'যাহা দুঃখময় নহে' অর্থাৎ সুখময় স্থান।

১৩৮. আপ্নোতি হাদিত্যস্য জয়ং পরো হাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাস্তে সামোপাস্তে ॥ ৬

অন্বয় ঃ আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) আদিত্যস্য জয়ম্ (আদিত্যজয়কে)। পরঃ (শ্রেষ্ঠ) হ আদিত্যজয়াৎ (আদিত্য জয় অপেক্ষা) জয়ঃ ভবতি (হয়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) আত্মসম্মিতম্ (১মঃ টীকা) অতিমৃত্যু (মৃত্যু-অতিক্রমকারী) সপ্তবিধম্ সাম উপাস্তে (উপাসনা করে) সাম উপাস্তে।

সরলার্থ ঃ যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া 'আত্মসম্মিত' এবং মৃত্যু-অতিক্রমকারী সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন; তিনি আদিত্যকে জয় করেন এবং আদিত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোককে জয় করিয়া থাকেন।

একাদশ খণ্ড

মন আদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১৩৯. মনো হিংকারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারঃ প্রাণো নিধনমেতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ মনঃ হিংকারঃ বাক্ প্রস্তাবঃ, চক্ষুঃ উদ্গীথঃ, শ্রোত্রম্ প্রতিহারঃ, প্রাণঃ

নিধনম্। এতৎ (এই) গায়ত্রম্ (সামবেদের অংশ বিশেষ ; গায়ত্রীছন্দে রচিত বলিয়া এই অংশের নাম গায়ত্র) প্রাণেষু (প্রাণসমূহে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ মনই হিংকার, বাক্ই প্রস্তাব, চক্ষুই উদ্গীথ, শ্রোত্রই প্রতিহার, প্রাণই নিধন। এই 'গায়ত্র' নামক সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

১৪০. স য এবমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা মহামনাঃ স্যাত্তদ্ ব্রতম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (যে) এবম্ (এই প্রকারে) এতৎ গায়ত্রম্ (এই গায়ত্র সাম) প্রাণেষু প্রোতম্ (প্রাণসমূহে প্রতিষ্ঠিত) বেদ (জানেন), প্রাণী (প্রাণযুক্ত) ভবতি (হন), সর্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণ আয়ু) এতি (প্রাপ্ত হন) জ্যোক্ (দীর্ঘ কিংবা উজ্জ্বল) জীবতি (জীবন ধারণ করেন) মহান্ (শ্রেষ্ঠ) প্রজয়া (সন্তান দ্বারা) পশুভিঃ (পশুগণ দ্বারা) ভবতি ; মহান্ কীর্ত্যা (কীর্তি দ্বারা) ; মহামনাঃ স্যাৎ (হইতে পারেন) তৎ (তাহাই) ব্রতম্ (ব্রত)।

সরলার্থ ঃ 'এই গায়ত্র সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত'—যিনি এইরূপ জানেন তিনি প্রাণযুক্ত ও পূর্ণায়ু হন এবং উজ্জ্বল জীবন তিনি লাভ করেন। সন্তান ও পশু লাভ করিয়া মহান হন ; কীর্তিতেও তিনি হন শ্রেষ্ঠ। মহামনা হইবেন ইহাই তাঁহার ব্রত।

মন্তব্য ঃ 'স য' ইত্যাদি। এইস্থলে 'স' শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই। 'য' শব্দের অর্থকে দৃঢ় করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। সঃ যঃ—যে কোন ব্যক্তি। কেহ কেহ বলেন—'স' শব্দ 'ভবতি', 'এতি' ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্তা।

দ্বাদশ খণ্ড

যজ্ঞাঙ্গের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১৪১. অভিমন্থতি স হিংকারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো জ্বলতি স উদ্গীথোঽঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি তন্নিধনং সংশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ অভিমন্থতি (অভিমন্থন করা হয়), সঃ (ইহাই) হিংকারঃ, ধূমঃ জায়তে (উৎপন্ন হয়) সঃ প্রস্তাবঃ ; জ্বলতি (প্রজ্বলিত হয়) সঃ উদ্গীথঃ ; অঙ্গারাঃ (অঙ্গারসমূহ) ভবন্তি (হয়), সঃ প্রতিহারঃ ; উপশাম্যতি (উপশান্ত অর্থাৎ নিস্তেজ হয়) তৎ নিধনম্ ; সম্-শাম্যতি (সম্যকরূপে নির্বাপিত হয়) তৎ নিধনম্। এতৎ রথন্তরম্ (এই রথন্তর নামক সাম) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (নিহিত)।

সরলার্থ ঃ (আগুন জ্বালিবার জন্য কাষ্ঠে) কাষ্ঠে যে ঘর্ষণ করা হয়, তাহাই হিংকার ; যে ধূম জন্মায় তাহাই প্রস্তাব ; অগ্নি যে জ্বলে তাহাই উদ্গীথ ; অঙ্গার উৎপন্ন হয় তাহাই প্রতিহার ; অগ্নি নিস্তেজ হইয়া থাকাই নিধন ; অগ্নি যে নির্বাপিত হয় তাহাও নিধন। এই রথন্তর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।

মন্তব্য ঃ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিবার সময়ে সামবেদের 'রথন্তর' অংশের অন্তর্গত মন্ত্র গান করা হয়। এই জন্য বলা হইয়াছে 'রথন্তর' সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।

১৪২. স য এবমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ন প্রত্যঙ্ঙগ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবেত্তদ্ ব্রতম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এবম্ এতৎ রথন্তরম্ (এই রথন্তর সাম) অগ্নৌ প্রোতম্ বেদ, ব্রহ্মবর্চসী (ব্রহ্ম—মন্ত্র, বেদ ; বর্চস্—তেজ ; বেদজ্ঞান জনিত ব্রহ্মতেজে তেজস্বী) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হন), সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্ কীর্ত্যা (২।১১।২ টীকা) ন (না) প্রত্যঙ্ অগ্নিম্ (অগ্নির অভিমুখী হইয়া) আচামেৎ (ভক্ষণ করিবে) ন নিষ্ঠীবেৎ (থুথু ফেলিবে না)। তৎ (তাহাই) ব্রতম্।

সরলার্থ ঃ এই রথন্তর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত—যিনি এইরূপ জানেন, তিনি বেদ-জ্ঞান জনিত তেজ লাভ করেন ; অন্নভোক্তা হন ; তিনি পূর্ণায়ু হন এবং তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়। সন্তান ও পশু লাভ করিয়া তিনি মহীয়ান হন এবং কীর্তিতেও মহান হন। অগ্নির দিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবেন না এবং থুথু ফেলিবেন না—ইহাই তাঁহার ব্রত।

ত্রয়োদশ খণ্ড

মিথুনে বামদেব্য সামোপাসনা

১৪৩. উপমন্ত্রয়তে স হিংকারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ উপমন্ত্রয়তে (আহ্বান করে) সঃ হিংকারঃ ; জ্ঞপয়তে (সন্তোষ বিধান করে, বা জানায়) সঃ প্রস্তাবঃ ; স্ত্রিয়া সহ (স্ত্রীলোকের সহিত) শেতে (শয়ন করে) সঃ উদ্গীথঃ ; প্রতি (অভিমুখ হইয়া) স্ত্রীম্ সহ শেতে, সঃ প্রতিহারঃ কালম্ গচ্ছতি (সময় অতিবাহিত হয়) তৎ নিধনম্ ; পারম্ গচ্ছতি (পূর্ণকাম হয়) তৎ (তাহাও) নিধনম্। এতৎ বামদেব্যম্ (বামদেব্য নামক সাম) মিথুনে (স্ত্রী-পুরুষে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ (পুরুষ) স্ত্রীকে যে আহ্বান করে তাহা হিংকার, (বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা) তাহাকে যে সন্তুষ্ট করে তাহা প্রস্তাব, স্ত্রীর সঙ্গে শয্যায় শয়ন করা উদ্গীথ, স্ত্রীর অভিমুখ হইয়া শয়ন করা প্রতিহার, মিথুনভাবে যে কালক্ষেপণ করে তাহা নিধন এবং তাহার সমাপ্তিও নিধন। এই বামদেব্য নামক সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত।*

---

* শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও আপত্তিজনকবোধে গ্রন্থকার এই খণ্ডের এটি এবং পরবর্তী মন্ত্রটির অনুবাদ করেন নি। বর্তমান সংস্করণে মন্ত্র দুটির অনুবাদ দেওয়া হল। —প্রকাশক

মন্তব্য ঃ বর্তমান যুগে আমরা কতকগুলি ঘটনাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ও হেয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আহার-বিহারাদি সমুদয় ঘটনাকেই স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করা হইত। উপনিষদের এই স্থলে এইরূপ একটি ঘটনাকে ধর্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

১৪৪. স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এবম্ (এইরূপে) এতৎ বামদেব্যম্ (বামদেব্য সাম) মিথুনে প্রোতম্ বেদ (জানেন); মিথুনীভবতি (তিনি মিথুনভাবে থাকেন); মিথুনাৎ মিথুনাৎ (প্রতি মিথুন ভাব হইতেই) প্রজায়তে (সন্তান উৎপন্ন হয়) ; সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি মহান্ কীর্ত্যা। ন (না) কাঞ্চন (কোন স্ত্রীলোককে) পরিহরেৎ (পরিত্যাগ করিবে)। তৎ (তাহাই) ব্রতম্।

সরলার্থ ঃ বামদেব্য সামকে যে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানে সে মিথুনভাবেই থাকে অর্থাৎ কখনও বিরহ ভোগ করে না ; প্রতিবার মিলনেই তাহার সন্তান জন্মে। সে পূর্ণায়ু হয়, তাহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়। সন্তান ও পশু সম্পদে সে মহীয়ান হয়, কীর্তিতেও মহান হয়। কোন স্ত্রীকেই পরিত্যাগ করিবে না—ইহাই তাহার ব্রত।

মন্তব্য ঃ 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ'—বর্তমান যুগে এই মত অতি ভীষণ ও দূষিত। কিন্তু সামাজিক নিয়ম সর্বদেশে ও সর্বযুগে এক প্রকার নয়। এখন আমরা যে প্রথাকে দূষিত মনে করিতেছি, এক সময় সর্বদেশেই সেই প্রথাকে আহারাদির মত একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করা হইত। পাপ জ্ঞানমূলক। বিচার করিয়া যাহাকে অন্যায় বলিয়া বুঝা যায়, তাহার অনুষ্ঠানই পাপ। যেখানে অন্যায়বোধ নাই, সেখানে পাপও নাই। বিচারক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যাহা পাপ, অবোধ শিশুর পক্ষে তাহা পাপ নয়। বর্তমান যুগে নরনারী সমাজের অনুমতি লইয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন তাহারা নিজেদের ইচ্ছাতেই সম্মিলিত হইত, তাহার জন্য অপর লোকের অনুমতি লওয়ার যে আবশ্যকতা তাহা বোধ করিত না। উপনিষদের এই অংশে যে ইচ্ছাপূর্বক অপবিত্রতার সমর্থন করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। সম্ভবত ঐ যুগে এই প্রকার ঘটনা অপ্রচলিত ছিল না।

চতুর্দশ খণ্ড

আদিত্যের পঞ্চবিধ অবস্থানের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

১৪৫. উদ্যন্ হিংকার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যন্দিন উদ্গীথোঽপরাহ্ণঃ প্রতিহারোঽস্তং যন্নিধনমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ উদ্যন্ (উদিত হইতেছে এমন সূর্য) হিংকারঃ ; উদিতঃ (উদিত হইয়াছে এমন সূর্য) প্রস্তাবঃ ; মধ্যন্দিনঃ (মধ্যাহ্নকালের সূর্য) উদ্গীথঃ, অপরাহ্ণঃ (অপরাহ্ণকালের সূর্য) প্রতিহারঃ ; অস্তম্ যন্ (অস্তগামী সূর্য) নিধনম্। এতৎ (এই) বৃহৎ (বৃহৎ নামক সাম) আদিত্যে প্রোতম্ (আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ উদীয়মান সূর্য হিংকার ; উদিত সূর্য প্রস্তাব ; মধ্যান্দিন (মধ্যাহ্নকালীন) সূর্য উদ্‌গীথ ; অপরাহ্নকালীন সূর্য প্রতিহার ; অস্তকালীন সূর্য নিধন। এই ‘বৃহৎ’ নামক সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত।

১৪৬. স য এবমেতদ্‌ বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌ জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্যা তপন্তং ন নিন্দেৎ তদ্‌ ব্রতম্‌ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এবম্‌ এতৎ বৃহৎ আদিত্যে প্রোতম্‌ (১ম মঃ) বেদ, তেজস্বী অন্নাদঃ ভবতি ; সর্বম্‌ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্‌ জীবতি; মহান্‌ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্‌ কীর্ত্যা (২।১১।২ টীকা)। তপন্তম্‌ (তাপপ্রদানকারী সূর্যকে) ন নিন্দেৎ (নিন্দা করিবে না)। তৎ (তাহাই) ব্রতম্‌।

সরলার্থ ঃ ‘বৃহৎ’ নামক সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত—ইহা যিনি জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন, পূর্ণায়ু হন, দীর্ঘ (বা উজ্জ্বল) জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও পশুলাভ করিয়া মহীয়ান হন এবং কীর্তিতেও মহান হন। তাপদাতা সূর্যের নিন্দা করিবেন না—ইহাই তাঁহার ব্রত।

পঞ্চদশ খণ্ড

মেঘোৎপত্তি প্রভৃতি পঞ্চ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সহিত
পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা (বৈরূপ সাম)

১৪৭. অভ্রাণি সংপ্লবন্তে স হিংকারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার উদ্‌গৃহ্ণাতি তন্নিধনমেতদ্বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতম্‌ ॥ ১

অন্বয় ঃ অভ্রাণি (অভ্রসমূহ=মেঘের প্রথমাবস্থা, যে অবস্থায় ইহা জল ধারণ করে ; অপ্—জল ; ভৃ—ধারণ করা) সংপ্লবন্তে (ঘনীভূত হয়) সঃ হিংকারঃ। মেঘঃ জায়তে (উৎপন্ন হয়) সঃ প্রস্তাবঃ। বর্ষতি (বর্ষণ করে) সঃ উদ্‌গীথঃ। বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়), স্তনয়তি (গর্জন করে) সঃ প্রতিহারঃ ; উৎ গৃহ্ণাতি (উপসংহার হয়) তৎ নিধনম্‌। এতৎ বৈরূপম্‌ (এই বৈরূপ নামক সাম) পর্জন্যে (মেঘে) প্রোতম্‌ (নিহিত)।

সরলার্থ ঃ লঘু মেঘ যে ঘনীভূত হয়, তাহাই হিংকার ; জলবর্ষী মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তাব ; বৃষ্টি যে বর্ষিত হয়, তাহাই উদ্‌গীথ ; বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয় এবং মেঘ গর্জন করে তাহাই প্রতিহার ; ইহার যে নিবৃত্তি তাহাই নিধন। ‘বৈরূপ’ নামক এই সাম মেঘে প্রতিষ্ঠিত।

১৪৮. স য এবমেতদ্বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ পশূনবরুন্ধে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌ জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্যা বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ তদ্‌ ব্রতম্‌ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এবম্‌ এতৎ বৈরূপম্‌ পর্জন্যে প্রোতম্‌ বেদ,

বিরূপান্‌ চ, সুরূপান্‌ চ, পশূন্‌ (নানারূপ এবং সুরূপ পশুসমূহকে) অবরুন্ধে (অবরোধ করেন; লাভ করেন) সর্বম্‌ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্‌ জীবতি, মহান্‌ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্‌ কীর্ত্যা। বর্ষন্তম্‌ (বর্ষণকারীকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্‌।

সরলার্থ ঃ ‘বৈরূপ’ নামক সাম মেঘে প্রতিষ্ঠিত—যিনি এইরূপ জানেন, তিনি নানা বিচিত্র এবং সুন্দর পশু লাভ করেন ; পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবনেরও তিনি অধিকারী। প্রজা ও পশুলাভ করিয়া তিনি মহীয়ান হন এবং কীর্তিতেও মহান হন। বর্ষণকারী মেঘকে কখনও নিন্দা করিবেন না—ইহাই তাঁহার ব্রত।

ষোড়শ খণ্ড

পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা (বৈরাজ সাম)

১৪৯. বসন্তো হিংকারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতম্‌ ॥ ১

অন্বয় ঃ বসন্তঃ হিংকারঃ ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ ; বর্ষাঃ উদ্গীথঃ ; শরৎ প্রতিহারঃ ; হেমন্তঃ নিধনম্‌। এতৎ বৈরাজম্‌ (এই বৈরাজ নামক সাম) ঋতুষু (ঋতুসমূহে) প্রোতম্‌ (নিহিত)।

সরলার্থ ঃ বসন্তই হিংকার, গ্রীষ্মই প্রস্তাব, বর্ষাই উদ্‌গীথ, শরৎই প্রতিহার, হেমন্তই নিধন। ‘বৈরাজ’ নামক এই সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত।

১৫০. স য এবমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতং বেদ বিরাজতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্যা ঋতূন্‌ ন নিন্দেৎ তদ্‌ ব্রতম্‌ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এবম্‌ এতৎ বৈরাজম্‌ ঋতুষু প্রোতম্‌ বেদ, বিরাজতি (বিরাজ করেন) প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন (বেদজ্ঞানজনিত তেজদ্বারা) সর্বম্‌ আয়ুঃ এতি ; জ্যোক্‌ জীবতি ; মহান্‌ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি মহান্‌ কীর্ত্যা। ঋতূন্‌ (ঋতুসমূহকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্‌ (মঃ ২।১১।২ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ ‘বৈরাজ’ নামক সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত—যিনি এইরূপ জানেন, তিনি প্রজা, পশু ও বেদজ্ঞানজনিত তেজ লাভ করেন এবং পূর্ণায়ু এবং উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন পান। তিনি প্রজা ও পশুলাভ করিয়া মহীয়ান হন এবং কীর্তিতেও মহান হন। ঋতুসমূহকে নিন্দা করিবেন না—ইহাই তাঁহার ব্রত।

সপ্তদশ খণ্ড

পৃথিব্যাদি লোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা (শক্করী সাম)

১৫১. পৃথিবী হিংকারোঽন্তরিক্ষং প্রস্তাবো দ্যৌরুদ্গীথো দিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনমেতাঃ শক্কর্যো লোকেষু প্রোতাঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ পৃথিবী হিংকারঃ, অন্তরিক্ষম্‌ প্রস্তাবঃ ; দ্যৌঃ (দ্যুলোক) উদ্গীথঃ ;

দিশঃ (দিক্‌সমূহ) প্রতিহারঃ ; সমুদ্রঃ নিধনম্‌। এতাঃ (এই সমুদয়) শক্বর্যঃ (শক্বরী নামক সামসমূহ) লোকেষু (পৃথিব্যাদি লোকসমূহে) প্রোতাঃ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ পৃথিবীই হিংকার, অন্তরিক্ষই প্রস্তাব, দ্যুলোকই উদ্গীথ, দিকসমূহই প্রতিহার এবং সমুদ্রই নিধন। 'শক্বরী' নামক সামসমূহ পৃথিব্যাদি বিভিন্ন লোকে প্রতিষ্ঠিত।

> ১৫২. স য এবমেতাঃ শক্বর্যো লোকেষু প্রোতা বেদ লোকীভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্যা লোকান্ন নিন্দেৎ তদ্‌ ব্রতম্‌ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এবম্‌ এতাঃ শক্বর্যঃ লোকেষু প্রোতাঃ বেদ, লোকী (শ্রেষ্ঠলোকগামী) ভবতি সর্বম্‌ আয়ুঃ এতি জ্যোক্‌ জীবতি ; মহান্‌ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি, মহান্‌ কীর্ত্যা। লোকান্‌ (লোকসমূহকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্‌।

সরলার্থ 'শক্বরী' নামক এই সব সাম লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত—যিনি ইহা জানেন তিনি শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করেন, পূর্ণায়ু পান। উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন লাভ করেন, প্রজা ও পশুসমূহ লাভ করিয়া মহীয়ান হন এবং কীর্তিতেও হন মহান। লোকসমূহকে নিন্দা করিবেন না—ইহাই তাঁহার ব্রত।

অষ্টাদশ খণ্ড

অজাদি পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা (রেবতী সাম)

> ১৫৩. অজা হিংকারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অজাঃ হিংকারঃ ; অবয়ঃ প্রস্তাবঃ ; গাব উদ্গীথঃ ; অশ্বাঃ প্রতিহারঃ ; পুরুষঃ নিধনম্‌ (২।৬।১ টীকা)। এতাঃ (সেই সমুদয়) রেবত্যঃ (রেবতী নামক সাম) পশুষু (পশুসমূহে) প্রোতাঃ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ ছাগসমূহ হিংকার, মেষসমূহ প্রস্তাব, গোসমূহ উদ্গীথ, অশ্বগণ প্রতিহার, মানুষই নিধন। রেবতী নামক এই সকল সাম পশুতে প্রতিষ্ঠিত।

> ১৫৪. স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতা বেদ পশুমান্‌ ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্যা পশূন্ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্‌ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এবম্‌ এতাঃ রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ বেদ, পশুমান্‌ (পশুযুক্ত) ভবতি, সর্বম্‌ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্‌ জীবতি, মহান্‌ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্‌ কীর্ত্যা ; পশূন্‌ (পশুসমূহকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্‌ (২।১১।২ টীকা)।

সরলার্থ ঃ 'রেবতী' নামে সাম যে পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি তাহা জানেন, তিনি পশুধন, পূর্ণায়ু এবং উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন লাভ করেন। প্রজা ও পশু লাভ করিয়া তিনি কীর্তিতেও মহান হন। তাঁহার ব্রত এই যে পশুসমূহকে নিন্দা করিবেন না।

ঊনবিংশ খণ্ড

লোমাদি দেহাঙ্গের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা (যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম)

> ১৫৫. লোম হিংকারস্ত্বক্‌ প্রস্তাবো মাংসমুদ্‌গীথোঽস্থি প্রতিহারো মজ্জা নিধনমেতদ্‌ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্‌ ॥ ১

অন্বয় ঃ লোম হিংকারঃ ; ত্বক্‌ প্রস্তাবঃ ; মাংসম্‌ উদ্গীথঃ ; অস্থি প্রতিহারঃ ; মজ্জা নিধনম্‌। এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্‌ (যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক সাম) অঙ্গেষু (দেহের সমুদয় অঙ্গে) প্রোতম্‌ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ লোমই হিংকার, ত্বকই প্রস্তাব, মাংসই উদ্‌গীথ, অস্থিই প্রতিহার, মজ্জাই নিধন। 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' নামক এই সাম দেহের অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত।

> ১৫৬. স য এবমেতদ্‌ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গীভবতি নাঙ্গেন বিহূর্ছতি সর্বম্‌ আয়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্যা সংবৎসরং মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াত্তদ্‌ ব্রতং মজ্জ্ঞো নাশ্নীয়াদিতি বা ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এবম্‌ এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্‌ অঙ্গেষু প্রোতম্‌ বেদ অঙ্গী ভবতি (অঙ্গশালী হন), ন (না) অঙ্গেন (অঙ্গবিষয়ে) বিহূর্ছতি (বিকলাঙ্গ হন) ; সর্বম্‌ আয়ুঃ এতি ; জ্যোক্‌ জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্‌ কীর্ত্যা ; সম্বৎসরম্‌ (এক বৎসর) মজ্জ্ঞঃ (মাংসসমূহকে) ন অশ্নীয়াৎ (ভোজন করিবেন না) তৎ ব্রতম্‌ মজ্জ্ঞঃ ন অশ্নীয়াৎ ইতি বা (কিংবা) (২।১১।২ টীকা)।

সরলার্থ ঃ যিনি জানেন যে যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক সাম দেহের অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত তিনি দৃঢ়াঙ্গ হন, তাঁহার অঙ্গ বিকল হয় না, তিনি পূর্ণায়ু হন, উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া কীর্তিতেও মহান হন। তাঁহার ব্রত হইল যে তিনি এক বৎসর কাল মাংসাদি খাইবেন না বা একেবারেই মাংস আহার করিবেন না।

মন্তব্য ঃ শঙ্কর বলেন—'মজ্জ্ঞঃ' শব্দ বহুবচনান্ত, এই জন্য বুঝিতে হইবে ইহার অর্থ মৎস্য ও মাংস উভয়ই।

বিংশ খণ্ড

অগ্ন্যাদি দেবতার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা (রাজন্‌ সাম)

> ১৫৭. অগ্নির্হিংকারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদ্গীথো নক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চন্দ্রমা নিধনম্‌ এতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্‌ ॥ ১

অন্বয় ঃ অগ্নিঃ হিংকারঃ ; বায়ুঃ প্রস্তাবঃ ; আদিত্যঃ উদ্গীথঃ ; নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ ; চন্দ্রমাঃ নিধনম্‌। এতৎ রাজনম্‌ (রাজন্‌ নামক এই সাম) দেবতাসু (দেবসমূহে) প্রোতম্‌ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ অগ্নিই হিংকার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্রসমূহ প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন। 'রাজন্‌' নামে এই সাম দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত।

১৫৮. স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এবম্ এতৎ রাজনম্ দেবতাসু প্রোতম্ বেদ, এতাসাম্ এব দেবতানাম্ (এই সমুদয় দেবতার) সলোকতাম্ (সালোক্য অর্থাৎ একলোক অবস্থিতি), সার্ষ্টিতাম্ (সৃষ্টি হইতে সার্ষ্টি, তা প্রত্যয় ; সমান ক্ষমতা বা অধিকার) সাযুজ্যম্ (একত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ; সর্বম্ আয়ুঃ এতি ; জ্যোক্ জীবতি ; মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি মহান্ কীর্ত্যা । ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) ন নিন্দেৎ । তৎ ব্রতম্ ।

সরলার্থ ঃ 'রাজন' নামে সাম দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি তাহা জানেন তিনি এই সব দেবতার সহিত সালোক্য, সার্ষ্টিতা (সমান অধিকার) বা সাযুজ্য লাভ করেন। তিনি পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল জীবনের অধিকারী হন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া মহীয়ান হন এবং কীর্তিতেও হন মহান। ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবেন না, তাঁহার ইহাই ব্রত।

মন্তব্য ঃ একই লোকে বাস করার নাম সালোক্য ; সমান ক্ষমতা লাভের নাম সার্ষ্টিতা ; একত্বলাভ, একীভাবপ্রাপ্তি বা একদেহে বাসের নাম সাযুজ্য।

একবিংশ খণ্ড

পঞ্চবিধ বস্তুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা এবং সমস্ত বস্তুর সহিত আত্মার ঐক্যধ্যান

১৫৯. ত্রয়ী বিদ্যা হিংকারস্ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবোঽগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ স উদ্গীথো নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ সর্পা গন্ধর্বাঃ পিতরস্তন্নিধনমেতৎ সাম সর্বস্মিন্ প্রোতম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ ত্রয়ী বিদ্যা (বেদবিদ্যা) হিংকারঃ ; ত্রয়ঃ (তিন) ইমে লোকাঃ (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোক) সঃ প্রস্তাবঃ ; অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ—সঃ উদ্গীথঃ ; নক্ষত্রাণি, বয়াংসি (পক্ষিগণ) মরীচয়ঃ (মরীচিঃ—কিরণমালা) সঃ প্রতিহারঃ ; সর্পাঃ, গন্ধর্বাঃ, পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ)—তৎ নিধনম্ । এতৎ (এই) সাম সর্বস্মিন্ (সমুদয় বস্তুতে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ ত্রয়ী বিদ্যাই হিংকার ; এই তিন লোকই (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ) প্রস্তাব ; অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য উদ্গীথ ; নক্ষত্রসমূহ, পক্ষিগণ ও কিরণসমূহ প্রতিহার ; সর্প, গন্ধর্ব ও পিতৃগণ—নিধন। এই সাম সর্ববস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।

মন্তব্য ঃ ত্রয়ী বিদ্যা—প্রথমে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই তিন বেদই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল ; এই জন্য বেদের একটি নাম ত্রয়ী।

১৬০. স য এবমেতৎ সাম সর্বস্মিন্ প্রোতং বেদ সর্বং হ ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতৎ সাম সর্বস্মিন্ প্রোতম্ বেদ, সর্বম্ (সমুদয়) হ ভবতি (হন)।

সরলার্থ ঃ এই সাম সর্ববস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, যিনি ইহা জানেন তিনি সর্বেশ্বর হন।

১৬১. তদেষ শ্লোকঃ, যানি পঞ্চধা ত্রীণি ত্রীণি তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমন্যদস্তি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ (সেই বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ—যানি পঞ্চধা (হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন—এই পাঁচ প্রকার) ; ত্রীণি ত্রীণি (তিনটি তিনটি ; অর্থাৎ হিংকারাদির প্রত্যেকটিই তিনটি ; যেমন হিংকার—ত্রয়ী বিদ্যা ; প্রস্তাব—তিন লোক ইত্যাদি, ১ম মন্ত্র) ; তেভ্যঃ (তাহাদিগের অপেক্ষা) ন (না) জ্যায়ঃ (মহত্তর) পরম্ (অতিরিক্ত, পৃথক্) অন্যৎ (অন্য) অস্তি (আছে)।

সরলার্থ ঃ এই বিষয়ে শ্লোক আছে—এই যে পাঁচ প্রকার (সাম) যাহাদের প্রত্যেকের আবার তিনটি তিনটি করিয়া বিভাগ (সর্বসাকুল্যে পনেরটি), ইহাদের অপেক্ষা মহৎ বা ইহাদের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

১৬২. যস্তদ্বেদ স বেদ সর্বং সর্বা দিশো বলিমস্মৈ হরন্তি সর্বমস্মীত্যুপাসীত তদ্‌ব্রতং তদ্‌ব্রতম্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) তৎ (তাহাকে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) বেদ সর্বম্ (সর্ববস্তুকে)। সর্বাঃ দিশঃ (দিকসমূহ) বলিম্ (উপহারকে) অস্মৈ (ইহার জন্য) হরন্তি (আহরণ করে)। সর্বম্ (সমুদয়ই) অস্মি (আমি হই) ইতি উপাসীত (এই ভাবে উপাসনা করিবেন)। তৎ ব্রতম্ (তাহাই ব্রত), তৎ ব্রতম্ ।

সরলার্থ ঃ যিনি এই সর্বাত্মক সামকে জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন ; সকল দিক হইতে তাঁহার জন্য উপহার আসে। তাঁহার ব্রত হইল—'আমিই সর্বাত্মক' এইভাবে উপাসনা করিবেন।

দ্বাবিংশ খণ্ড

সামের বিবিধ স্বরের ধ্যান ও সাধনা

১৬৩. বিনর্দি সাম্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেরুদ্গীথোঽনিরুক্তঃ প্রজাপতের্নিরুক্তঃ সোমস্য মৃদু শ্লক্ষ্ণং বায়োঃ শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেরপধ্বান্তং বরুণস্য তান্ সর্বানেবোপসেবেত বারুণং ত্বেব বর্জয়েৎ ॥ ১

অন্বয় ঃ বিনর্দি (বৃষভধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বর) সাম্নঃ (সামের) বৃণে (প্রার্থনা করি) পশব্যম্ (পশুর পক্ষে হিতকর) ইতি অগ্নেঃ (অগ্নিদেবতার। উদ্গীথঃ অনিরুক্তঃ (অনিরুক্ত নামক স্বর ; যাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা যায় না) প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির)। নিরুক্তঃ (নিরুক্ত নামক স্বর, যাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়) সোমস্য (সোম দেবতার)। মৃদু শ্লক্ষ্ণম্ (শ্লক্ষ্ণ নামক স্বর—স্নিগ্ধ স্বর) বায়োঃ (বায়ুদেবতার)। শ্লক্ষ্ণম্ বলবৎ (প্রবল) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের)। ক্রৌঞ্চম্ (ক্রৌঞ্চ নামক স্বর ; ক্রৌঞ্চ পক্ষীর স্বরের ন্যায় স্বর) বৃহস্পতেঃ (বৃহস্পতির)। অপধ্বান্ত (অপধ্বান্ত নামক স্বর ; ভগ্ন কাংস্যপাত্রের স্বরের ন্যায় স্বর) বরুণস্য (বরুণ দেবতার)। তান্ সর্বান্ এব (সেই সমুদয়কেই) উপসেবেত (সেবা করিবে)। বারুণম্ (বরুণসম্বন্ধী অর্থাৎ অপধ্বান্ত স্বরকে) তু এব বর্জয়েৎ (পরিত্যাগ করিবেই)।

সরলার্থ ঃ সামের 'বিনর্দি' স্বর পশুগণের পক্ষে হিতকর এবং এই স্বর

অগ্নিদেবতার, আমি এই স্বর প্রার্থনা করি। অনিরুক্ত-স্বর-যুক্ত উদ্গীথ প্রজাপতি দেবতার, নিরুক্ত স্বর সোমদেবতার, মৃদু শ্লক্ষ্ণ স্বর বায়ুদেবতার, প্রবল শ্লক্ষ্ণ স্বর ইন্দ্রদেবতার, ক্রৌঞ্চ স্বর বৃহস্পতির আর অপধ্বান্ত স্বর বরুণদেবতার। এই সমুদয় স্বরের সেবা করিবে, কেবল 'বারুণ' অর্থাৎ অপধ্বান্ত স্বর বর্জন করিবে।

মন্তব্য ঃ এখানে সাতটি স্বরের কথা বলা হইয়াছে, যথা—বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু শ্লক্ষ্ণ, বলবৎ শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ, অপধ্বান্ত।

১৬৪. অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্বধাং পিতৃভ্য আশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্নমাত্মন আগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত ॥ ২

অন্বয় ঃ অমৃতত্বম্ (অমৃতত্বকে) দেবেভ্যঃ (দেবগণের জন্য) আগায়ানি (গান করিয়া লাভ করি) ইতি আগায়েৎ (এভাবে গান করিবে) ; স্বধাম্ (পিণ্ড) পিতৃভ্যঃ (পিতৃগণের জন্য) ; আশাম্ (আশা) মনুষ্যেভ্যঃ (মনুষ্যগণের জন্য) ; তৃণোদকম্ (তৃণ ও জলকে) পশুভ্যঃ (পশুদিগের জন্য) স্বর্গম্ লোকম্ যজমানায় অন্নম্ (অন্নকে) আত্মনে (নিজের জন্য) আগায়ানি (গান করিয়া লাভ করিব) ইতি এতানি (এই সমুদয়কে) মনসা ধ্যায়ন্ (মনদ্বারা ধ্যান করিয়া) অপ্রমত্তঃ (অপ্রমত্তভাবে, শঙ্করের মতে—স্বরাদি উচ্চারণ বিষয়ে সাবধান হইয়া) স্তুবীত (স্তব করিবে)।

সরলার্থ ঃ 'দেবগণের জন্য অমৃতত্ব লাভ করিব', এই ভাবে গান করিবে। 'পিতৃপুরুষগণের জন্য স্বধা (পিণ্ডাদি), মনুষ্যগণের জন্য আশা, পশুগণের জন্য তৃণ জল, যজমানের জন্য স্বর্গলোক, নিজের জন্য অন্ন—(এই সমুদয়) গান করিয়া লাভ করি'—এই রকম মনে মনে চিন্তা করিয়া অপ্রমত্তভাবে স্তব করিবে।

১৬৫. সর্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ সর্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সর্বে স্বরাঃ (সমুদয় স্বরবর্ণ) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের) আত্মানঃ (দেবের অবয়বস্থানীয় ; সর্বে উষ্মাণঃ (সমুদয় উষ্মবর্ণ—শ, ষ, স এবং হ) প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির) আত্মানঃ ; সর্বে স্পর্শাঃ (সমুদয় স্পর্শবর্ণ—'ক' হইতে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) আত্মানঃ। তম্ (তাহাকে, উদ্গাতাকে) যদি স্বরেষু (স্বরবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত (নিন্দা করে) ইন্দ্রম্ (ইন্দ্রকে) শরণম্ প্রপন্নঃ (শরণ প্রাপ্ত) অভূবম্ (হইয়াছিলাম), সঃ (তিনি, ইন্দ্র) ত্বা (তোমাকে) প্রতিবক্ষ্যতি (প্রত্যুত্তর দিবেন)—ইতি এনম্ (ইহাকে) ব্রূয়াৎ (বলিবে)।

সরলার্থ ঃ সকল স্বরবর্ণ ইন্দ্রের দেহাবয়বস্বরূপ ; উষ্মবর্ণগুলি প্রজাপতির দেহাবয়বস্বরূপ ; সমস্ত স্পর্শবর্ণ মৃত্যুর দেহাবয়বস্বরূপ। যদি কেহ উদ্গাতাকে স্বরের উচ্চারণ বিষয়ে নিন্দা করে, তবে উদ্গাতা তাহাকে বলিবেন—আমি (স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়) ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি তোমাকে এ বিষয়ে উত্তর দিবেন।

১৬৬. অথ যদ্যেনমূষ্মসূপালভেত প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াদথ যদ্যেনং স্পর্শেষূপালভেত মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যদি এনম্ উষ্মসু (উষ্মবর্ণ উচ্চারণ-বিষয়ে) উপালভেত প্রজাপতিম্ শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্ সঃ (প্রজাপতি) ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতি (চূর্ণ করিবেন)—ইতি এনম্ ব্রূয়াৎ। অথ যদি এনম্ স্পর্শেষু (উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত—মৃত্যুম্ শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ ত্বা প্রতিধক্ষ্যতি (ভস্মীভূত করিবেন) ইতি এনম্ ব্রূয়াৎ। (তৃতীয় মন্ত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ যদি উষ্মবর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে কেহ নিন্দা করে, তিনি তাহাকে বলিবেন (উষ্মবর্ণ উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়ে)—'আমি প্রজাপতির শরণ লইয়াছি, তিনি তোমাকে চূর্ণ করিবেন।' যদি স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে কেহ নিন্দা করে, তিনি বলিবেন—(স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়) 'আমি মৃত্যুর শরণ লইয়াছি, তিনি তোমাকে ভস্ম করিবেন।'

১৬৭. সর্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যা ইন্দ্রে বলং দদানীতি সর্ব উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি সর্বে স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতা বক্তব্যা মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ সর্বে স্বরাঃ (সমুদয় স্বর) ঘোষবন্তঃ ('ঘোষ' নামক স্বরের ন্যায়) বলবন্তঃ (বলের সহিত) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে)—ইন্দ্রে (ইন্দ্র দেবতায়) বলম্ (বলকে) দদানি (দিতেছি) ইতি। সর্বে উষ্মাণঃ (সমুদয় উষ্মবর্ণ) অগ্রস্তাঃ (অগ্রস্তভাবে অর্থাৎ গ্রাস না করিয়া) অনিরস্তাঃ (বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া) বিবৃতাঃ (স্পষ্টভাবে) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে) ; প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির ; প্রজাপতিক) আত্মানম্ (আপনাকে) পরিদদানি (সমর্পণ করি) ইতি। সর্বে স্পর্শাঃ (সমুদয় স্পর্শবর্ণ) লেশেন (অল্পমাত্র) অনভিনিহিতাঃ (অন্যবর্ণ হইতে পৃথক ভাবে) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে)—মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) আত্মানম্ (আপনাকে) পরিহরাণি (রক্ষা করি) ইতি।

সরলার্থ ঃ সমুদয় স্বরকে 'ঘোষ' নামক স্বরের ন্যায় সবলে উচ্চারণ করিবে। (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) 'আমি ইন্দ্রে বল বিধান করি।' সমুদয় উষ্মবর্ণকে অগ্রস্ত, অনিরস্ত ও বিবৃত করিয়া উচ্চারণ করিবে। (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) 'আমি প্রজাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করি।' সমুদয় স্পর্শবর্ণকে ধীরে ধীরে এবং অন্য বর্ণ হইতে পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিবে। (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) 'আমি মৃত্যু হইতে নিজেকে রক্ষা করি।'

মন্তব্য ঃ ঘোষবন্তঃ—With voice (মোক্ষমুলার) ; with sound (রাজেন্দ্রলাল মিত্র)। অগ্রস্তাঃ অন্তরপ্রবেশিতাঃ—মুখের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নয় এমন (শঙ্কর) ; Sounded i wardly অর্থাৎ মুখের মধ্যেই উচ্চারিত (রা, 'ম') ; As if not swallowed অর্থাৎ বাক্যগুলিকে গ্রাস না করিয়া উচ্চারণ (মোক্ষমুলার)। 'গ্রাস' সম্বন্ধে মোক্ষমুলার বলেন—According to Rigveda Pratisakhya it is the stiffening of the root of the tongue in pronunciation. অর্থাৎ ঋগ্বেদ প্রতিশাখ্যের মতে জিহ্বার মূলদেশকে দৃঢ় করিয়া উচ্চারণ করার নাম গ্রাস। অনিরস্তাঃ—বহিঃ অপ্রক্ষিপ্তাঃ ; কথাগুলিকে যেন বাহিরে নিক্ষেপ না করা হয় এইরূপ

উচ্চারণ (শঙ্কর) ; not uttered out of the mouth (রা, মি) ; not as if thrown out (মোক্ষমূলার)। বিবৃতাঃ—'উচ্চারণস্থানকে বিস্তৃত করিয়া' distinctly অর্থাৎ স্পষ্টভাবে (রা, মি) ; well opened অর্থাৎ ঠিকভাবে মুখ খুলিয়া (মোক্ষমূলার)।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ধর্মস্কন্ধ ও প্রজাপতির তপস্যা

১৬৮. ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো
ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্
সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি ॥ ১

অন্বয় : ত্রয়ঃ (তিন) ধর্মস্কন্ধাঃ (ধর্মের বিভাগ)—যজ্ঞঃ, অধ্যয়নম্, দানম্ ইতি প্রথমঃ। তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচারী আচার্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ অত্যন্তম্ (যাবজ্জীবন) আত্মানম্ (আপনাকে) আচার্যকুলে (গুরুগৃহে) অবসাদয়ন্ (ক্ষয় করিয়া)। সর্বে এতে (এই সমুদয়) পুণ্যলোকাঃ (পুণ্যলোকগামী) ভবন্তি (হন) ; ব্রহ্মসংস্থঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) অমৃতত্বম্ (অমৃতত্বকে) এতি (লাভ করেন)।

সরলার্থ : ধর্মের স্কন্ধ (বিভাগ) তিনটি : প্রথম—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ; দ্বিতীয়—তপস্যা ; তৃতীয়—যাবজ্জীবন গুরুগৃহে দেহক্ষয়পূর্বক, গুরুকুলবাসী হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন। ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোক পান ; কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন।

মন্তব্য : ব্রহ্মসংস্থঃ—যিনি ব্রহ্মে সম্যকরূপে স্থিত। যিনি ব্রহ্মে নিশ্চিতরূপে স্থিত তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বলা হয়। উভয় কথার অর্থ একই।

১৬৯. প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যা সংপ্রাস্রবৎ তামভ্য-
তপত্তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সংপ্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ॥ ২

অন্বয় : প্রজাপতিঃ লোকান্ (লোকসমূহকে) অভ্যতপৎ (অভিধ্যান করিলেন)। তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ (অভিতপ্ত সেই সমুদয় লোক হইতে) ত্রয়ী বিদ্যা (বেদবিদ্যা) সম্প্রাস্রবৎ (নিঃসৃত হইল)। তাম্ (সেই ত্রয়ী বিদ্যাকে) অভ্যতপৎ। তস্যাঃ অভিতপ্তায়াঃ (অভিতপ্ত সেই ত্রয়ী বিদ্যা হইতে) এতানি অক্ষরাণি (এই সমুদয় অক্ষর) সংপ্রাস্রবন্তঃ (নিঃসৃত হইল)—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ—এই তিনটি) ইতি।

সরলার্থ : প্রজাপতি লোকসমূহের ধ্যান করিলেন। ধ্যানের ফলে জগৎসমূহ হইতে বেদবিদ্যা নিঃসৃত হইল। তিনি বেদবিদ্যার ধ্যান করিলেন। ধ্যানের ফলে সেই বেদবিদ্যা হইতে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটি অক্ষর নিঃসৃত হইল।

১৭০. তান্যভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঁকারঃ সংপ্রাস্রবত্তদ্ যথা
শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোংকারেণ সর্বা বাক্
সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্বমোংকার এবেদং সর্বম্ ॥ ৩

অন্বয় : তানি (সেই অক্ষরসমূহকে) অভ্যতপৎ তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ ওঙ্কারঃ

সম্প্রাস্রবৎ (২য় মন্ত্র)। তৎ যথা—(যেমন) শঙ্কুনা (পর্ণনাল, বা বৃন্ত দ্বারা) সর্বাণি পর্ণানি (সমুদয় পত্র) সংতৃণ্ণানি (ব্যাপ্ত কিংবা যুক্ত) এবম্ (এই প্রকার) ওঙ্কারেণ (ওঙ্কার দ্বারা) সর্বা বাক্ (সমুদয় বাক্য) সংতৃণ্ণা (ব্যাপ্ত)। ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কারেই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়) ; ওঙ্কারঃ এব ইদম্ সর্বম্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ : প্রজাপতি এই অক্ষরসমূহের ধ্যান করিলেন। ধ্যান করায় অক্ষরসমূহ হইতে ওঙ্কার নিঃসৃত হইল। যেমন পর্ণনাল (পাতার শিরা) দ্বারা পাতা ব্যাপ্ত (পাতার অংশগুলি গ্রথিত বা যুক্ত) থাকে, তেমনি ওঙ্কার দ্বারা সমস্ত কিছু ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ওঙ্কারই এই সব, ওঙ্কারই এই সব।

চতুর্বিংশ খণ্ড

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালীন সবনত্রয়

১৭১. ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—যদ্বসূনাং প্রাতঃসবনং রুদ্রাণাং মাধ্যন্দিনং
সবনমাদিত্যানাং চ বিশ্বেষাং চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্ ॥ ১

১৭২. ক্ব তর্হি যজমানস্য লোক ইতি স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং
কুর্যাদথ বিদ্বান্ কুর্যাৎ ॥ ২

অন্বয় : ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) বদন্তি (বলেন)—যৎ (যাহা), বসূনাম্ (বসুগণের), প্রাতঃসবনম্ (প্রাতঃকালের সবন) ; রুদ্রাণাম্ (রুদ্রগণের) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মধ্যাহ্নকালীন সবন) ; আদিত্যানাম্ চ (আদিত্যগণের) বিশ্বেষাম্ চ দেবানাম্ (বিশ্বেদেবগণের) তৃতীয়সবনম্ (সায়ংকালীন সবন)। ক্ব (কোথায়) তর্হি (তবে) যজমানস্য (যজমানের) লোকঃ ? ইতি। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য, যিনি) তম্ (যজমানের লোককে) ন বিদ্যাৎ (জানেন না), কথম্ (কি প্রকারে) কুর্যাৎ (করিবেন ; যজ্ঞ করিবেন) ? অথ (পক্ষান্তরে) বিদ্বান্ (যিনি জানেন) কুর্যাৎ (করিতে পারেন)।

সরলার্থ : (১ম ও ২য় মন্ত্র)—ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, 'প্রাতঃসবন বসুগণের ; মধ্যাহ্নকালীন সবন রুদ্রগণের ; তৃতীয় (সায়ংকালীন) সবন আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের।' তবে যজমানের লোক কোথায় ? যিনি ইহা জানেন না, তিনি কি প্রকারে যজ্ঞ করিবেন ? যিনি জানেন, তিনিই পারেন।

মন্তব্য : (২।২৪।১) সবনম্—সোমলতা হইতে সোমরস নির্গত করার নাম সবন। যজ্ঞে সোমরস অভিষুত হইত, এইজন্য যজ্ঞের একটি নাম সবন।

১৭৩. পুরা প্রাতরনুবাকস্যোপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্যোদঙ্মুখ
উপবিশ্য স বাসবং সামাভিগায়তি ॥ ৩

১৭৪. লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ র্ণু ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং রা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
হু ৩ ম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩ ২ ১ ১ ১ ইতি ॥ ৪

অন্বয় : প্রাতঃ অনুবাকস্য (প্রাতঃকালে পঠনীয় মন্ত্রের) উপাকরণাৎ পুরা

(আরম্ভের পূর্বে) জঘনেন (পশ্চাৎভাগে) গার্হপত্যস্য (গার্হপত্য নামক অগ্নির) উদঙ্মুখঃ (উত্তরমুখ হইয়া) উপবিশ্য (উপবেশন করিয়া) সঃ (সেই যজমান), বাসবম্ (বসুগণসম্বন্ধী) সাম অভিগায়তি (গান করেন)। লোকদ্বারম্ (পৃথিবী-লোক লাভের দ্বারকে) অপাবার্ণু (বৈদিক প্রয়োগ ; অপাবৃণু—উদ্ঘাটিত কর) পশ্যেম (দেখি) ত্বা (তোমাকে) বয়ম্ (আমরা) রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ রাজ্যায় (রাজ্যলাভের জন্য) ইতি।

সরলার্থ : (৩য় ও ৪র্থ মন্ত্র)—প্রাতঃকালের মন্ত্রপাঠ করিবার পূর্বে গার্হপত্য নামে অগ্নির পিছনে উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া বসুগণের বিষয়ে সামগান করিবে। হে অগ্নি, পৃথিবীলোক লাভ করিবার দ্বার খোল ; আমরা রাজ্যলাভ করিবার জন্য তোমাকে দেখি।

মন্তব্য : রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ=রাজ্যায়। সামগানের সুবিধার জন্য অনেক সময় 'হুম্', 'আ' ইত্যাদি অতিরিক্ত অক্ষর যোগ করা হয়। এখানে আসল কথাটি 'রাজ্যায়'। কিন্তু গানের জন্য 'রা' অক্ষরের পরে 'হুম্ আ' এবং 'জ্যায়' অংশের পরে বিসর্গ ও আ সংযোগ করা হইয়াছে।

১৭৫. অথ জুহোতি নমোঽগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি ॥ ৫

১৭৬. অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনং সংপ্রযচ্ছন্তি ॥ ৬

অন্বয় : অথ (অনন্তর) জুহোতি (আহুতি প্রদান করে)—নমঃ অগ্নয়ে (অগ্নিকে) পৃথিবীক্ষিতে (পৃথিবীনিবাসীকে), লোকক্ষিতে (লোকসমূহনিবাসীকে) লোকম্ (লোককে) মে যজমানায় (যজমানরূপী আমাকে) বিন্দ (লাভ করাও)। এষঃ (এই আমি ; 'অহম্' অর্থাৎ 'আমি' উহ্য) বৈ যজমানস্য (যজমানের) লোকে এতা (গমনকারী) অস্মি (হই)। অত্র (এইস্থলে) যজমানঃ পরস্তাৎ (পরে) আয়ুষঃ (আয়ুর)। 'স্বাহা' ('স্বাহা' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে)। অপজহি (দূর কর) পরিঘম্ (অর্গলকে) ইতি উক্ত্বা (এই বলিয়া) উত্তিষ্ঠতি (উত্থিত হইবে)। তস্মৈ (তাহাকে) বসবঃ (বসুগণ) প্রাতঃসবনম্ (প্রাতঃসবনকে ; এস্থলে প্রাতঃসবনের ফলকে) সম্প্রযচ্ছতি (দান করেন)।

সরলার্থ : (৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্র)—অনন্তর (এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) আহুতি প্রদান করিবে—'পৃথিবী ও অন্যান্য লোক-নিবাসী অগ্নিকে নমস্কার ; যজমান আমাকে (শ্রেষ্ঠ) লোক লাভ করাও। আমি যজমানের লভ্য লোকে যাইব। আমি (যজমান) আয়ুক্ষয় হইলে এইখানে বাস করিব।' (ইহার পর) 'স্বাহা' (উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে)। তারপর 'অর্গল দূর কর'—এই বলিয়া যজমান উত্থান করেন। বসুগণ তাঁহাকে প্রাতঃসবনের ফল দান করেন।

মন্তব্য : ২।২৪।৫. কোন কোন সংস্করণে 'এতা অস্মি' এই অংশ ৬ষ্ঠ মন্ত্রে যুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে পঞ্চম মন্ত্রের শেষ অংশ এইরূপ হইবে—'এষঃ যজমানস্য লোকঃ'—ইহাই যজমানের লোক। ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রথম অংশ এইরূপ হইবে—'এতা অস্মি অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ'=যজমান অর্থাৎ আমি মৃত্যুর পর এই স্থলে গমন করিব। ২।২৪।৬. হোম করিবার সময় 'স্বাহা' এই বাক্য উচ্চারণ করা হয়। 'স্বাহা'র ধাত্বর্থ কি তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ 'সু আহ্বান'। কেহ কেহ

বলেন ইহার অর্থ 'সু আহুতি'। কাহারও কাহারও মতে স্বাহা—সু+'আহা' একটি অব্যয়। অথর্ববেদের একই মন্ত্রে স্বাহা এবং দুরাহা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৮।৮।২৪)। শত্রুর উদ্দেশ্যে দুরাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে। শুভকামনায় 'স্বাহা'র ব্যবহার এবং অশুভ কামনায় 'দুরাহা'র ব্যবহার।

১৭৭. পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাগ্নীধ্রীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রং সামাভিগায়তি ॥ ৭

১৭৮. লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরা ৩৩৩৩৩ হু৩ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ৮

অন্বয় : পুরা (পূর্বে) মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য (মধ্যাহ্নকালীন সবনের) উপাকরণাৎ জঘনেন আগ্নীধ্রীয়স্য (দক্ষিণাগ্নির) উদঙ্মুখঃ উপবিশ্য সঃ রৌদ্রম্ (রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধী) সাম অভিগায়তি (৩য় মঃ)। লোকদ্বারম্ অপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ম্ বৈ রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ ইতি। (৪র্থ মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ : মধ্যাহ্ন সবন আরম্ভ করিবার পূর্বে যজমান দক্ষিণাগ্নির পিছনে উত্তরমুখী হইয়া বসিয়া অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—'স্বর্গলোকের দ্বার খোল ; আমরা সাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দেখি। হে অগ্নি, পৃথিবীলোকের দ্বার খুলিয়া দাও। আমরা রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দেখি।'

১৭৯. অথ জুহোতি নমো বায়বেঽন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি ॥ ৯

১৮০. অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনং সবনং সংপ্রযচ্ছন্তি ॥ ১০

অন্বয় : অথ জুহোতি নমঃ বায়বে (বায়ুকে) অন্তরিক্ষ-ক্ষিতে (অন্তরিক্ষবাসীকে) লোকক্ষিতে লোকম্ মে যজমানায় বিন্দ। এষঃ বৈ যজমানস্য লোকে এতা অস্মি (৫ম মন্ত্র দ্রঃ)। অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ। স্বাহা অপজহি পরিঘম্ ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি। তস্মৈ রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মাধ্যন্দিন সবনের ফল) সম্প্রযচ্ছন্তি। (৬ষ্ঠ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : (৯ম ও ১০ম মন্ত্র)—তারপর যজমান এই বলিয়া আহুতি দেয়—'অন্তরিক্ষবাসী, লোকবাসী বায়ুকে নমস্কার ; আমাকে (যজমানকে) লোক লাভ করাও। আমি যজমানের লভ্য লোকে যাই। (যজমান) আমি আয়ুক্ষয়ান্তে এইখানে বাস করিব।' এই বলিয়া 'স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে। অতঃপর 'লোকদ্বারের অর্গল দূর কর' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমান গাত্রোত্থান করেন। রুদ্রগণ সেই যজমানকে মাধ্যন্দিন সবনের ফল অন্তরিক্ষ-লোক দান করেন।

১৮১. পুরা তৃতীয়সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যং স বৈশ্যদেবং সামাভিগায়তি ॥ ১১

১৮২. লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বারা ৩ ৩৩৩৩ হু ৩ ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ১২

১৮৩. আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ংসাম্রা ৩৩৩৩৩ হু ৩ ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো৩ আ৩২১১১ ইতি ॥ ১৩

অন্বয় : পুরা তৃতীয়সবনস্য (তৃতীয় সবনের) উপাকরণাৎ জঘনেন আহবনীয়স্য

(আহবনীয় অগ্নির) উদঙ্মুখঃ উপবিশ্য সঃ আদিত্যম্, (আদিত্যসম্বন্ধী) সঃ বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেব-সম্বন্ধী) সাম অভিগায়তি (৭ম নঃ দ্রঃ)। লোকদ্বারম্ অপাবার্ণু, পশ্যেম ত্বা বয়ম্ স্বারাহুম্ আ—জ্যায়ঃ (স্বারাজ্যায়, স্বারাজ্যের জন্য) ইতি (৪র্থ মঃ দ্রঃ)। আদিত্যম্ (ইহা আদিত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া)। অথ (অনন্তর) বৈশ্যদেবম্ (বিশ্বদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া) লোকদ্বারম্ অপাবার্ণু, পশ্যেম ত্বা বয়ম্ সাম্রা—হুম্ আ—জ্যায়ঃ আ। সাম্রাজ্যায় (সাম্রাজ্যের জন্য) ইতি।

সরলার্থ : (১১-১৩ মন্ত্র) তৃতীয় সবন আরম্ভ করিবার পূর্বে যজমান আহবনীয় অগ্নির পিছনে উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া আদিত্য ও বিশ্বেদেব সম্বন্ধে সামগান করেন। প্রথমে তিনি আদিত্যগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে অগ্নি, পৃথিবী-লোক লাভ করিবার দ্বার খোল। আমরা স্বারাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দেখি।' বিশ্বদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়, 'স্বর্গলোক লাভ করিবার দ্বার খোল ; আমরা সাম্রাজ্যলাভের জন্য তোমাকে দেখি।'

১৮৪. অথ জুহোতি নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দিবিক্ষিদ্ভ্যো লোকক্ষিদ্ভ্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত ॥ ১৪

১৮৫. এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্ম্যত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপহত পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি ॥ ১৫

অন্বয় : অথ জুহোতি—নমঃ আদিত্যেভ্যঃ চ (আদিত্যগণকে) বিশ্বেভ্যঃ চ দেবেভ্যঃ ; (বিশ্বদেবকে) দিবিক্ষিদ্ভ্যঃ (দ্যুলোকবাসীদিগকে) লোকক্ষিদ্ভ্যঃ ; লোকম্ মে যজমানায় বিন্দত (লাভ করাও)। এষঃ বৈ যজমানস্য লোকে এতা অস্মি (৫ম মঃ দ্রঃ)। অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ। স্বাহা অপহত (দূর কর) পরিঘম্ ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি (৬ষ্ঠ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : (১৪ ও ১৫ মন্ত্র)—ইহার পর এই বলিয়া হোম করা হয়—'দ্যুলোক-বাসী ও লোকবাসী আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবকে নমস্কার। আমার (যজমানের) এই লোক লাভ হউক। এই আমি যজমানের লোকে গমন করি। আয়ুক্ষয় হইবার পর আমি (যজমান) এই কালে বাস করিব।' তাহার পর 'স্বাহা' উচ্চারণপূর্বক হোম করিয়া 'অর্গল দূর কর'—এই বলিয়া যজমান গাত্রোত্থান করেন।

১৮৬. তস্মা আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তৃতীয়সবনং সংপ্রযচ্ছন্ত্যেষ হ বৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১৬

অন্বয় : তস্মৈ (তাহার জন্য) আদিত্যাঃ চ (আদিত্যগণ) বিশ্বে চ দেবাঃ (বিশ্বদেব) তৃতীয়-সবনম্ (তৃতীয় সবনের ফলকে) সম্প্রযচ্ছন্তি (দান করেন)। এষঃ (ইনি) হ বৈ যজ্ঞস্য (যজ্ঞের) মাত্রাম্ (তত্ত্বকে) বেদ (জানেন), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ : আদিত্য ও বিশ্বেদেবগণ তাঁহাকে তৃতীয় সবনের ফল দান করেন। যিনি ইহা জানেন তিনি যজ্ঞের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা (১)

১৮৭. অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশোঽন্তরিক্ষম্ অপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ ॥ ১

অন্বয় : অসৌ বৈ আদিত্যঃ দেবমধু (দেবগণের মধু) ; তস্য (তাহার) দ্যৌঃ এব (দ্যুলোকেই) তিরশ্চীনবংশঃ (তির্যকভাবে অবস্থিত বংশ ; তির্যঞ্চ শব্দ হইতে) ; অন্তরিক্ষম্ অপূপঃ (পিষ্টক, মধুপিষ্টক) ; মরীচয়ঃ (মরীচি অর্থাৎ কিরণসমূহ) পুত্রাঃ (ভ্রমরের পুত্রগণ)।

সরলার্থ : ঐ আদিত্য দেবগণের মধু ; দ্যুলোক তাহার অবলম্বন বক্রাকার বংশ-খণ্ড ; অন্তরিক্ষই মধুচক্র ; কিরণসমূহই (মৌমাছির) শাবক।

১৮৮. তস্য যে প্রাঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাড্যঃ। ঋচ এব মধুকৃত ঋগ্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপস্তা বা এতা ঋচঃ ॥ ২

১৮৯. এতমৃগ্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ৩

অন্বয় : তস্য (তাহার) যে (যে সমুদয়) প্রাঞ্চঃ রশ্ময়ঃ (পূর্বদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ), তাঃ এব (সেই সমুদয়ই) অস্য (ইহার) প্রাচ্যঃ (পূর্বদিকের) মধুনাড্যঃ (মধুর নাড়ীসমূহ ; মধুর আধারভূত ছিদ্রসমূহ) ; ঋচঃ এব (ঋক্‌মন্ত্র-সমূহই) মধুকৃতঃ (মধুকরগণ)। ঋগ্বেদঃ এব (ঋগ্বেদই) পুষ্পম্ (পুষ্প ; মধুসংগ্রহের স্থান)। তাঃ আপঃ (সেই জলীয় পদার্থসমূহ) অমৃতাঃ (অমৃত অর্থাৎ পুষ্পের মধু)। তাঃ বৈ এতা ঋচঃ (সেই সমুদয় ঋক্) ঋগ্বেদম্ (এই ঋগ্বেদকে) অভ্যতপন্ (অভিতপ্ত করিয়াছিল)। তস্য অভিতপ্তস্য (অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদের, এখানে ঋগ্বেদ হইতে) যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়শক্তি) বীর্যম্ অন্নাদ্যম্ (খাদ্য) রসঃ অজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছিল)।

সরলার্থ : (২য় ও ৩য় মন্ত্র)—তাহার পূর্বদিকের কিরণসমূহই পূর্বদিকের মধুনাড়ী ; ঋক্‌মন্ত্রই মধুকর ; ঋগ্বেদই পুষ্প ; যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত জলীয় পদার্থই অমৃত (পুষ্পের মধু) ; ঋক্‌মন্ত্রসমূহ ঋগ্বেদকে উত্তপ্ত করিয়াছিল। সেই উত্তপ্ত ঋগ্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীর্য এবং অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

মন্তব্য : 'অন্নাদ্য' শব্দের বহু অর্থ হইতে পারে – (১) অন্নরূপ আদ্য ; আদ্য = ভক্ষণীয় বস্তু (শংকর), (২) অন্ন প্রভৃতি, (৩) অন্ন এবং অন্ন-ভোজন (Whitney এবং Lanman), (৪) মোক্ষমূলার বলেন, অন্নাদ্য অর্থ স্বাস্থ্য বা ভোজন করিবার শক্তি হইতে পারে। (৫) অন্নাদ—অন্নভোক্তা, সুতরাং অন্নাদ্য—অন্নভোক্তৃত্ব, (৬) ভোগ্য এবং ভক্ষ্য (মহাভারতে নীলকণ্ঠের টীকায়)।

১৯০ তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্‌যদেতদাদিত্যস্য রোহিতং রূপম্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ তৎ (যশ আদি) ব্যক্ষরৎ (বিশেষরূপে ক্ষরিত হইল) ; তৎ (তাহা) আদিত্যম্ অভিতঃ (আদিত্যের অভিমুখে) অশ্রয়ৎ (আশ্রয় করিল)। তৎ (তাহা) বৈ এতৎ (এই), যৎ (যাহা) এতৎ আদিত্যস্য (আদিত্যের) রোহিতম্ রূপম্ (লোহিত বর্ণ)।

সরলার্থ ঃ ঐসব রস ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের দিকে গিয়া আশ্রয় নিল। এইজন্যই আদিত্যের বর্ণ লোহিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা (২)

১৯১. অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যো যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ যে (যাহা) অস্য (ইহার, আদিত্যের) দক্ষিণাঃ রশ্ময়ঃ (দক্ষিণ দিকস্থিত রশ্মিসমূহ), তাঃ এব (সেই সমুদয়ই) অস্য (আদিত্যরূপ মধুচক্রের) দক্ষিণাঃ (দক্ষিণদিকের) মধুনাড্যঃ (মধুনাড়ীসমূহ) ; যজূংষি এব (যজুর্মন্ত্র-সমূহই) মধুকৃতঃ (মধুকরসমূহ) ; যজুর্বেদঃ এব পুষ্পম্ ; তাঃ আপঃ (সেই যজ্ঞীয় জল) অমৃতাঃ (পুষ্পের অমৃত)।

সরলার্থ ঃ আর সূর্যের দক্ষিণ দিকের রশ্মিসমূহ ইহার দক্ষিণ মধুনাড়ী ; যজুর্মন্ত্র-গুলি ইহার মধুকর ; যজুর্বেদই ইহার পুষ্প ; সেইসব (যজ্ঞীয়) জলই (পুষ্পের) অমৃত।

১৯২. তানি বা এতানি যজূংষ্যেতং যজুর্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

অন্বয় ঃ তানি বৈ এতানি (সেই এই সমুদয়) যজূংষি (যজুর্মন্ত্রসমূহ) এতম্ যজুর্বেদম্ (এই যজুর্বেদকে) অভ্যতপন্ (অভিতপ্ত করিয়াছিল)। তস্য অভিতপ্তস্য যজুর্বেদম্ (সেই অভিতপ্ত যজুর্বেদ হইতে) যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীর্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ টীকা)।

সরলার্থ ঃ সেই যজুর্মন্ত্রগুলি যজুর্বেদকে উত্তপ্ত করিয়াছিল। উত্তপ্ত যজুর্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীর্য ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯৩. তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্‌যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং রূপম্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ (যশ আদি) ব্যক্ষরৎ ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ ; তৎ বৈ এতৎ, তৎ এতৎ আদিত্যস্য শুক্লম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীকা)।

সরলার্থ ঃ সেই সব (যশ আদি) রস ক্ষরিত হইল। তাহা আদিত্যের অভিমুখে গিয়া আশ্রয় নিল। ইহাতেই আদিত্যের এই শুক্ল রূপ।

তৃতীয় খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা (৩)

১৯৪. অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ যে অস্য প্রত্যঞ্চঃ (পশ্চিমদিকস্থিত) রশ্ময় তাঃ এব অস্য প্রতীচ্যঃ মধুনাড্যঃ ; সামানি এব (সামমন্ত্রসমূহই) মধুকৃতঃ ; সামবেদ এব পুষ্পম্ ; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩।২।১ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ আর এই আদিত্যের পশ্চিমদিকের রশ্মিসমূহই ইহার পশ্চিম মধুনাড়ী ; সাম মন্ত্রসমূহই মধুকর ; সামবেদই পুষ্প ; সেই সব যজ্ঞীয় জল পুষ্পের মধু।

১৯৫. তানি বা এতানি সামান্যেতং সামবেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

অন্বয় ঃ তানি বৈ এতানি সামানি এতম্ সামবেদম্ (এই সামবেদকে) অভ্যতপন্ ; তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীর্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ সেই সামমন্ত্রগুলি সামবেদকে উত্তপ্ত করিয়াছিল ; উত্তপ্ত সামবেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীর্য ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯৬. তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্‌যদেতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ ব্যক্ষরৎ। তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ এতৎ যৎ এতৎ আদিত্যস্য কৃষ্ণম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীকা দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ সেই সমস্ত (যশ আদি) রস ক্ষরিত হইল ; তাহার পর তাহা আদিত্যের অভিমুখে গিয়া আশ্রয় নিল। ইহাতেই আদিত্যের কৃষ্ণবর্ণ রূপ।

চতুর্থ খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা (৪)

১৯৭. অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্যোদীচ্যো মধুনাড্যোঽথর্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ যে অস্য উদঞ্চঃ রশ্ময়ঃ (উত্তরদিকস্থ রশ্মিসমূহ), তাঃ এব অস্য উদীচ্যঃ মধুনাড্যঃ ; অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্বা ও অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ) এব মধুকৃতঃ ; ইতিহাসপুরাণম্ (ইতিহাস ও পুরাণ) পুষ্পম্ ; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩।২।১ টীকা)।

সরলার্থ ঃ তাহার পর আদিত্যের উত্তরদিকের যে রশ্মিসমূহ, তাহারাই ইহার উত্তর

মধুনাড়ী ; অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহই মধুকর ; ইতিহাস ও পুরাণই পুষ্প ; সেই যজ্ঞীয় জলই পুষ্পের অমৃত।

মন্তব্য ঃ অথর্বা একজন ঋষি ; ঋগ্বেদে বহুস্থলে ইঁহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিই প্রথমে অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন (৬।১৫।১৭ ; ৬।১৬।১৩ ইত্যাদি)। অঙ্গিরার নামও ঋগ্বেদে বহুস্থলে পাওয়া যায়। কথিত আছে অঙ্গিরাই প্রথমে যজ্ঞ প্রবর্তন করেন (১০।৬৭।২ ; ১।৮৩।৪ ইত্যাদি)। অগ্নি যে কাষ্ঠে লুক্কায়িত থাকে অঙ্গিরা ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন (৫।১১।৬)। অথর্বা ও অঙ্গিরা—এই উভয় ঋষির কার্যই প্রায় এক প্রকার। এ জন্যই বোধ হয় উভয়ের নামে এক শব্দ হইয়াছে। অথর্বা ও অঙ্গিরা যে সব মন্ত্রের দ্রষ্টা, তাহাদের নাম 'অথর্বাঙ্গিরস'। ব্রাহ্মণ (তৈঃ ব্রাঃ ১২।৮।২ ; শঃ ব্রাঃ ১১।৫।৬।৭) ; আরণ্যক (তৈঃ আঃ ২।৯,১০) ; উপনিষদাদি গ্রন্থে (বৃঃ উঃ ২।৪।১০, ৪।১।২ ইত্যাদি, তৈঃ উঃ ২।৩।১) ইহার উল্লেখ আছে। উত্তরকালে ইহাই অথর্ববেদ নামে পরিচিত হইয়াছে। ৭।১।২ মন্ত্রের অংশে আথর্বণ শব্দের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

১৯৮. তে বা এতেঽথর্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য
যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

অন্বয় ঃ তে বৈ এতে অথর্বাঙ্গিরসঃ এতৎ ইতিহাসপুরাণম্ (এই ইতিহাসপুরাণকে) অভ্যতপন্। তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীর্যম্ অন্নাদ্যম্ রস অজায়ত (৩।১।৩ টীঃ)।

সরলার্থ ঃ সেই অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ ইতিহাস-পুরাণকে উত্তপ্ত করিয়াছিল। অভিতপ্ত সেই ইতিহাস-পুরাণ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীর্য ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯৯. তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য পরং
কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ ব্যক্ষরৎ ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য পরম্ (গভীর) কৃষ্ণম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীঃ)।

সরলার্থ ঃ যশ আদি রস ক্ষরিত হইল। তাহার পর তাহা আদিত্যের অভিমুখে গিয়া আশ্রয় নিল। আদিত্যের যে গভীর কৃষ্ণরূপ, তাহা ইহাই।

পঞ্চম খণ্ড

মধুবিদ্যা — আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা (৫)

২০০. অথ যেঽস্যোর্ধ্বা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্ধ্বা মধুনাড্যো গুহ্যা এবাদেশা
মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ যে অস্য ঊর্ধ্বাঃ রশ্ময়ঃ, তাঃ এব অস্য ঊর্ধ্বাঃ মধুনাড্যঃ ; গুহ্যাঃ এব আদেশাঃ (গুহ্য উপদেশসমূহই) মধুকৃতঃ ; ব্রহ্ম (প্রণব—শংকরের মতে) এব পুষ্পম্ ; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩।২।১ টীকা)।

সরলার্থ ঃ তাহার পর আদিত্যের ঊর্ধ্বদিকের যেসকল রশ্মি, সেই সবই ইহার ঊর্ধ্ব মধুনাড়ী ; গুহ্য উপদেশসমূহ মধুকর ; ব্রহ্মই (অর্থাৎ প্রণবই) পুষ্প ; সেই যজ্ঞীয় জলই (পুষ্পের) অমৃত।

২০১. তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্ ব্রহ্মাভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য
যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

অন্বয় ঃ তে বৈ এতে গুহ্যাঃ আদেশাঃ এতৎ ব্রহ্ম (এই প্রণবকে) অভ্যতপন্ ; তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীর্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ন্ত (৩।১।৩)।

সরলার্থ ঃ সেই গুহ্য উপদেশসমূহ এই প্রণবকে উত্তপ্ত করিয়াছিল। সেই উত্তপ্ত প্রণব হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইল।

২০২. তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য
মধ্যে ক্ষোভত ইব ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ ব্যক্ষরৎ ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভতে ইব (যেন স্পন্দিত হইতেছে) (৩।১।৪ টীকা)।

সরলার্থ ঃ যশ আদি রস ক্ষরিত হইল এবং তাহা আদিত্যের অভিমুখে আশ্রয় নিল। আদিত্যের মধ্যে যাহা স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা ইহাই।

২০৩. তে বা এতে রসানাং রসা বেদা হি রসাস্তেষামেতে রসাস্তানি বা
এতান্যমৃতানামমৃতানি বেদা হ্যমৃতাস্তেষামেতান্যমৃতানি ॥ ৪

অন্বয় ঃ তে (সেই সমুদয় অর্থাৎ সূর্যের লোহিতাদি রূপ) বৈ এতে (এই সমুদয়) রসানাম্ (রসসমূহের) রসাঃ (রসসমূহ), বেদাঃ (বেদসমূহ) হি রসাঃ ; তেষাম্ (তাহাদিগের) এতে রসাঃ ; তানি বৈ এতানি (সেই এই সমুদয়, লোহিতাদি রূপ-সমূহ) অমৃতানাম্ (অমৃতসমূহের) অমৃতানি (অমৃতসমূহ)। বেদাঃ হি অমৃতাঃ, তেষাম্ এতানি অমৃতানি।

সরলার্থ ঃ সূর্যের সেই লোহিতাদি রূপসমূহ রসেরও রস (অর্থাৎ সারবস্তুরও সার)। কারণ বেদসমুদয়ই রস (সারবস্তু) আর সেই সব রূপ তাহাদেরও রস। লোহিতাদি রূপ অমৃতেরও অমৃত, কারণ বেদসমূহই অমৃত, আর এইসব রূপ বেদ-সমূহেরও অমৃত।

ষষ্ঠ খণ্ড

মধুবিদ্যা—প্রথমামৃত বসুগণের ভোগ্য

২০৪. তদ্ যৎ প্রথমমমৃতং তদ্বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন ন বৈ দেবা
অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

অন্বয় ঃ তৎ (সেই) যৎ (যে) প্রথমম্ অমৃতম্ (প্রথম অমৃত অর্থাৎ আদিত্যের লোহিতরূপ) তৎ (তাহাকে) বসবঃ (বসুগণ) উপজীবন্তি (উপভোগ করেন) অগ্নিনা মুখেন (অগ্নি প্রমুখ হইয়া) ; ন (না) বৈ দেবাঃ (দেবগণ) অশ্নন্তি (ভোজন

করেন), ন পিবন্তি (পান করেন) ; এতৎ এব অমৃতম্ (এই অমৃতকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তি লাভ করেন) ।

সরলার্থ ঃ সেই যে প্রথম অমৃত অর্থাৎ সূর্যের লোহিত রূপ বসুগণ অগ্নির মুখ দিয়া তাহা উপভোগ করেন । কিন্তু বস্তুত দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না ; এই অমৃত দেখিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হন ।

মন্তব্য ঃ 'বসবঃ' ইত্যাদি—অনেক দেবতা আছেন যাঁহারা পৃথক পৃথক্ ভাবে উক্ত হন না ; ইঁহারা সমষ্টিভাবে পরিচিত । এই শ্রেণীর দেবতার নাম 'গণদেবতা' । বসু, রুদ্র, আদিত্য ইত্যাদিরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 'বসু'র অনেক অর্থ হইতে পারে, যেমন—যিনি উজ্জ্বল, যিনি ধনদান করেন, যিনি আচ্ছাদন বা আশ্রয় প্রদান করেন ইত্যাদি । ঋগ্বেদে আদিত্য, মরুৎ, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র, উষা, রুদ্র, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগকে বসু বলা হইয়াছে । মহাভারতাদি গ্রন্থে শিব ও কুবেরও বসু নামে খ্যাত । ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে বসুগণের সংখ্যা আট । বিষ্ণুপুরাণে অষ্টবসুর নাম এই—আপ, ধ্রুব, সোম, ধব বা ধর, অনিল, অনল বা পাবক, প্রত্যূষ এবং প্রভাস । ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের মতে বসুগণ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ঋগ্বেদের মতে ইন্দ্র বসুগণের নেতা (৭।৩৫।৬ ; ৭।১০।৪) । কিন্তু পরবর্তী কালে অগ্নিকেই ইঁহাদিগের নেতা বলা হইয়াছে ঃ 'অগ্নিনা এব মুখেন' ইত্যাদি । অগ্নি বসুগণের নেতা, সেইজন্য বলা হইয়াছে 'অগ্নিনা এব মুখেন' ।

২০৫. ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

অন্বয় ঃ তে (সেই দেবগণ) এতৎ এব রূপম্ (এই রূপকেই অর্থাৎ এই রূপেই) অভিসংবিশন্তি (প্রবেশ করেন) ; এতস্মাৎ রূপাৎ (এই রূপ হইতে) উদ্যন্তি (উদিত হন, বহির্গত হন) ।

সরলার্থ ঃ সেই দেবগণ (সূর্যের) এই লোহিত রূপে প্রবেশ করেন এবং সেই রূপ হইতেই উত্থিত হন ।

মন্তব্য ঃ 'অভিসংবিশন্তি' ও 'উদ্যন্তি' ইত্যাদি—শঙ্কর এই অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ রূপম্ অভি—রূপকে লক্ষ্য করিয়া । অভিসংবিশন্তি—উদাসীন হন । রূপাৎ—রূপ অর্থাৎ অমৃত ভোগ করিবার জন্য । উদ্যন্তি—উৎসাহশীল হন । তাহা হইলে এই অংশের অর্থ এইরূপ হইবে ঃ—দেবগণ এই রূপকে লক্ষ করিয়া (রূপম্ অভি) উদাসীন থাকেন (সংবিশন্তি) এবং এই রূপকে ভোগ করিবার জন্য (এতস্মাৎ রূপাৎ) উৎসাহশীল হন (উদ্যন্তি) । শঙ্কর এস্থলে এইরূপ বিচার করিয়াছেন—তাঁহারা কি নিরুদ্যম হইয়া অমৃত ভোগ করেন ? না, তাহা নহে । তবে কি প্রকারে ? এই লোহিত রূপকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এইরূপ মনে করেন, 'আমাদের এখন ভোগের অবসর নাই' ; তখন তাঁহারা উদাসীন হইয়া থাকেন । আবার তাঁহাদের যখন অমৃত ভোগের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা উৎসাহবান হন । কেহ কেহ ইহার অন্যপ্রকার অর্থও করিয়াছেন ঃ (১) তাঁহারা এই রূপে লীন হন এবং এই রূপ হইতেই পুনরায় উত্থিত হন । (২) (এই রূপ ভোগ করিবার জন্য) তাঁহারা এই রূপে প্রবেশ করেন এবং (রূপ ভোগ করিয়া) এই রূপ হইতে বহির্গত হন ।

২০৬. স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (যে, ২।১১।২ মন্তব্য) এতৎ [অমৃতম্] (এই অমৃতকে) এবম্ (এই প্রকারে) অমৃতম্ বেদ (জানেন) বসূনাম্ (বসুগণের মধ্যে) এব একঃ ভূত্বা (হইয়া) অগ্নিনা এব মুখেন (১ম মন্ত্র) এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি ; স এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি (প্রবেশ করে) এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (উত্থিত হয়) ।

সরলার্থ ঃ যে ব্যক্তি এই অমৃতকে এইরূপ জানেন, তিনি বসুগণেরই একজন হন এবং অগ্নিপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন । তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উত্থিত হন ।

২০৭. স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা বসূনামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ (সেই ব্যক্তি) যাবৎ (যে পর্যন্ত) আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা (যিনি উদিত হন কিংবা উদিত হইবেন), পশ্চাৎ (পশ্চিম দিকে) অস্তম্ + এতা (অস্ত গমনকারী, কিংবা অস্তগমন করিবে), বসূনাম্ এব (বসুগণের) তাবৎ (তাবৎকাল পর্যন্ত) আধিপত্যম্ (আধিপত্যকে) স্বারাজ্যম্ (স্বাধীনতাকে) পরি + এতা (যিনি প্রাপ্ত হন কিংবা প্রাপ্ত হইবেন) । [কেহ কেহ বলেন, স্বারাজ্যম্ = স্বর্গরাজ্য, স্বঃ + রাজ্যম্] ।

সরলার্থ ঃ যতকাল সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইবে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে, ততকাল সেই ব্যক্তি বসুদিগের মত আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন ।

মন্তব্য ঃ 'সঃ যাবৎ' ইত্যাদি । আমরা দেখিতেছি, সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছে । যতদিন এই প্রকার ঘটিবে ততদিন বসুগণ রাজত্ব করিবেন । আর যাঁহারা সূর্যের প্রথম অমৃতের বিষয় জানেন, তাঁহারাও ততদিন বসুদিগের ন্যায় আধিপত্য ও স্বাধীনতা পাইবেন ।

সপ্তম খণ্ড

মধুবিদ্যা—দ্বিতীয়ামৃত রুদ্রদেবগণের ভোগ্য

২০৮. অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং তদ্রুদ্রা উপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ যৎ দ্বিতীয়ম্ অমৃতম্ (দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ শুক্লরূপ), তৎ রুদ্রাঃ উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন (ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া) ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা) ।

সরলার্থ ঃ আর আদিত্যের যে দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ শুক্লরূপ তাহা রুদ্রগণ ইন্দ্রের মুখ দিয়া উপভোগ করেন । কিন্তু বস্তুত দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না ; এই অমৃত দেখিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হন ।

মন্তব্য ঃ রুদ্রদেবও গণদেবতা ; ইহাদিগের পিতার নাম রুদ্র । ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

(২।১৮), শতপথ ব্রাহ্মণ (৪।৫।৭।২, ১১।৬।৩।৫) প্রভৃতি গ্রন্থের মতে রুদ্রগণের সংখ্যা ১১, কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতাতে ৩৩ জন রুদ্রের উল্লেখ আছে (১।৪।১১।১)। মরুৎগণকেও কখন কখন 'রুদ্রাঃ' বলা হয় (ঋঃ ১।৩৯।৪, ৭ ইত্যাদি)। কিন্তু সাধারণত রুদ্রগণ ও মরুৎগণ পৃথক পৃথক দেবতা। ইন্দ্র রুদ্রগণের নেতা।

২০৯. ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

অন্বয় : তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২)।

সরলার্থ : দেবগণ সূর্যের এই শুক্লরূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উত্থিত হন।

২১০. স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেন্দ্রেণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

অন্বয় : সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ' রুদ্রাণাম্ এব (রুদ্রগণের মধ্যে) একঃ ভূত্বা ইন্দ্রেণ এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি। (৩।৬।৩ টীকা)।

সরলার্থ : যিনি এই অমৃতকে এইরকম জানেন, তিনি রুদ্রগণের একজন হন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে বাহির হন।

২১১. স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদ্দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

অন্বয় : সঃ যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা, পশ্চাৎ অস্তমেতা, দ্বিস্ + তাবৎ (দ্বিগুণ) দক্ষিণতঃ (দক্ষিণ দিকে) উদেতা, উত্তরতঃ (উত্তরদিকে) অস্তমেতা ; রুদ্রাণাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্যেতা (৩।৬।৪ টীকা)।

সরলার্থ : যতকাল সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন ও উত্তরে অস্ত যাইবেন। সেই বিদ্বান ব্যক্তি ততদিন (অর্থাৎ সেই দ্বিগুণ পরিমিত কাল) রুদ্রগণের মত আধিপত্য এবং স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

মন্তব্য : 'দ্বিস্তাবৎ' ইত্যাদি—যে বেদির পরিমাণ সাধারণ বেদির দ্বিগুণ তাহাই দ্বিস্তাবা বেদি। 'সূর্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

অষ্টম খণ্ড

মধুবিদ্যা—তৃতীয়ামৃত আদিত্য দেবগণের ভোগ্য

২১২. অথ যত্তৃতীয়মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

অন্বয় : অথ যৎ তৃতীয়ম্ অমৃতম্ (অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ) তৎ আদিত্যাঃ (আদিত্যগণ)

উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন (বরুণপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি —এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা)।

সরলার্থ : আর সূর্যের যে তৃতীয় অমৃত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণরূপ, আদিত্যগণ বরুণপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন ; (কিন্তু বস্তুত) দেবতারা ভোজনও করেন না পানও করেন না, তাঁহারা এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

মন্তব্য : আদিত্যগণও এক শ্রেণীর গণদেবতা। আদিত্যগণ অদিতির পুত্র। ঋগ্বেদের এক জায়গায় (২।২৭।১) মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ—এই ছয়জনকে অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে। অন্য জায়গায় সপ্ত আদিত্যের কথা বলা হইয়াছে। (৯।১১৪।৩)। দশম মণ্ডলে এক জায়গায় (৭২।৮,৯) আছে যে অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ; অষ্টম পুত্রের নাম মার্তণ্ড। অথর্ববেদের মতে অদিতির আট পুত্র (৮।৯।২১)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১।১।৯।১) অদিতির আট পুত্রের কথা আছে ; তাহাদের নাম—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশ, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান্। সায়ণ ঋগ্‌ভাষ্যে এই ছয়জনের নামই উদ্ধৃত করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে দুই জায়গায় (৬।১।২।৮, ১১।৬।৩।৮) বলা হইয়াছে যে আদিত্যের সংখ্যা বার। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতেও (১।২।৪) দ্বাদশ আদিত্য। সংহিতা যুগের পরে দ্বাদশ আদিত্যকে দ্বাদশ মাসের অধিপতিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২১৩. ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

অন্বয় : তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।৩ টীকা)।

সরলার্থ : আদিত্যগণ এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই বাহির হন।

২১৪. স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

অন্বয় : সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, আদিত্যানাম্ (আদিত্যগণের) এব একঃ ভূত্বা বরুণেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি। সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (৩।৬।৩ টীকা)।

সরলার্থ : যিনি এই অমৃতকে এই রকম জানেন, তিনি আদিত্যগণের একজন হন এবং বরুণপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপে হইতেই বাহির হন।

২১৫. স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ পশ্চাৎ উদেতা পুরস্তাদস্তমেতাদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

অন্বয় : সঃ যাবৎ আদিত্যঃ দক্ষিণতঃ উদেতা, উত্তরতঃ অস্তমেতা, দ্বিস্ + তাবৎ পশ্চাৎ উদেতা, পুরস্তাৎ অস্তমেতা। আদিত্যানাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্যেতা (৩।৬।৪ টীকা)। ['সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য]।

সরলার্থ : যতকাল আদিত্য দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন এবং উত্তরদিকে অস্ত যাইবেন তাহার দ্বিগুণকাল পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন ও পূর্বদিকে অস্ত যাইবেন। সেই

বিদ্বান ব্যক্তি ততদিন (অর্থাৎ সেই দ্বিগুণ পরিমিতকাল) আদিত্যগণের মতই আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

নবম খণ্ড

মধুবিদ্যা—চতুর্থামৃত মরুৎদেবগণের ভোগ্য

২১৬. অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

অন্বয়ঃ অথ যৎ চতুর্থম্ অমৃতম্, তৎ মরুতঃ (মরুৎগণ) উপজীবন্তি সোমেন মুখেন (সোমপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা)।

সরলার্থঃ আর সূর্যের যে চতুর্থ অমৃত (অর্থাৎ অতিকৃষ্ণ রূপ), তাহা মরুৎগণ সোমপ্রমুখ হইয়া উপভোগ করেন। (কিন্তু বস্তুত) দেবতারা ভোজনও করেন না, পানও করেন না; তাঁহারা ইহা দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

মন্তব্যঃ মরুৎগণও গণদেবতা। রুদ্র ইহাদিগের পিতা। ঋগ্বেদে কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে রুদ্রিয়াসঃ (১।৩৮।৭ ইত্যাদি) এবং কোন কোন স্থানে (১।৩৯।৪,৭ ইত্যাদি) রুদ্রাসঃ বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে বলা হইয়াছে ইহাদিগের সংখ্যা 'ত্রিসপ্ত' অর্থাৎ ৩ × ৭ = ২১ (ঋক্ ১।১৩৩।৬ ; অথর্ব ১৩।১।১৩) এবং কোথাও বা বলা হইয়াছে ত্রিষষ্টি অর্থাৎ ৩ × ৬০ = ১৮০।

২১৭. ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

অন্বয়ঃ তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২)।

সরলার্থঃ মরুৎগণ এই চতুর্থ রূপে প্রবেশ করিয়া এই রূপ হইতেই বাহির হন।

২১৮. স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

অন্বয়ঃ সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, মরুতাম্ (মরুৎগণের) এব একঃ ভূত্বা সোমেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (৩।৬।৩ টীকা)।

সরলার্থঃ যিনি এই রকম জানেন তিনি মরুৎগণের একজন হন এবং সোমপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে বাহির হন।

২১৯. স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

অন্বয়ঃ সঃ যাবৎ আদিত্যঃ পশ্চাৎ উদেতা, পুরস্তাৎ অস্তমেতা, দ্বিঃ+তাবৎ উত্তরতঃ উদেতা, দক্ষিণতঃ অস্তমেতা ; মরুতাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্

পর্যেতা (৩।৬।৪ টীকা)। ['সূর্য উত্তরদিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য]।

সরলার্থঃ যে পরিমাণ কাল সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবেন ও পূর্বদিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণ কাল উত্তরদিকে উদিত হইবেন ও দক্ষিণদিকে অস্ত যাইবেন। ততকাল সেই বিদ্বান ব্যক্তি মরুৎগণের মত আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

দশম খণ্ড

মধুবিদ্যা—পঞ্চমামৃত সাধ্যদেবগণের ভোগ্য

২২০. অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

অন্বয়ঃ অথ যৎ পঞ্চমম্ অমৃতম্, তৎ সাধ্যাঃ (সাধ্যগণ) উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন (ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা)।

সরলার্থঃ আর সূর্যের যে পঞ্চম অমৃত (অর্থাৎ মধ্যবর্তী চঞ্চল রূপ), সাধ্যগণ ব্রহ্মের মুখ দিয়া তাহা উপভোগ করেন। তবে দেবতারা ভোজনও করেন না, পানও করেন না। তাহারা এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

মন্তব্যঃ সাধ্যগণও গণদেবতা। ঋগ্বেদের ১০।৯০।১৬ মন্ত্রে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। উহার ব্যাখ্যায় যাস্ক সাধ্যদের 'দ্যুস্থানঃ দেবগণঃ' বলিয়াছেন। ভুবর্লোকে ইহাদিগের বসতি। মনুর মতে ইহারা একশ্রেণীর সূক্ষ্ম দেবতা ; বিরাটের পুত্র সোমসদ্গণ ইহাদের পিতা।

২২১. ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

অন্বয়ঃ তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি ; এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২)।

সরলার্থঃ তাঁহারা (সাধ্যগণ) এই পঞ্চম রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে বাহির হন।

২২২. স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

অন্বয়ঃ সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, সাধ্যানাম্ (সাধ্যগণের মধ্যে) এব একঃ ভূত্বা ব্রহ্মণা এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ বেদ, সাধ্যানাম্ (সাধ্যগণের মধ্যে) এব একঃ ভূত্বা ব্রহ্মণা এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (৩।৬।৩ টীকা)।

সরলার্থঃ যিনি এই অমৃতকে এই রকম বলিয়া জানেন, তিনি সাধ্যগণের একজন হন এবং ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে বাহির হন।

২২৩. স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্ধ্বম্ উদেতার্বাঙস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ যাবৎ আদিত্যঃ উত্তরতঃ উদেতা, দক্ষিণতঃ অস্তমেতা, দ্বিঃ+তাবৎ ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্বদিকে) উদেতা, অর্বাঙ্ (অধোভাগে) অস্তমেতা ; সাধ্যানাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্যেতা (৩।৬।৪ টীকা)। ['সূর্য ঊর্ধ্বদিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য]।

সরলার্থ ঃ যতকাল সূর্য উত্তর দিকে উদিত হইবেন এবং দক্ষিণ দিকে অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল ঊর্ধ্বদিকে উদিত হইবেন এবং অধোদিকে অস্ত যাইবেন। ততকাল অর্থাৎ এই দ্বিগুণ পরিমিতকাল সেই বিদ্বান ব্যক্তি সাধ্যগণের মতই আধিপত্য ও স্বারাজ্য পাইবেন।

একাদশ খণ্ড

মধুবিদ্যার উপসংহার

২২৪. অথ তত ঊর্ধ্ব উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ ততঃ (সেই স্থান হইতে) ঊর্ধ্বঃ (ঊর্ধ্বদিকে) উদেত্য (উদিত হইয়া, উত্থিত হইয়া) ন (না) এব উদেতা ন অস্তমেতা (৩।৬।৪ টীকা) ; একলঃ (একাকী) এব মধ্যে স্থাতা (স্থাতৃ, যিনি অবস্থান করেন বা করিবেন)। তৎ (সেই বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ। [আনন্দগিরি বলেন 'স্থাতা' শব্দ ক্রম মুক্তিসূচক]।

সরলার্থ ঃ তাহার পর যখন সূর্য ঊর্ধ্বদিকে উদিত হইবেন তখন আর উদিতও হইবেন না বা অস্তও যাইবেন না ; একাকীই মধ্যস্থলে থাকিবেন। এবিষয়ে এই শ্লোক আছে—

২২৫. ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ ন বৈ (নিশ্চয়ই)। তত্র (সেই স্থলে) ন (না) নিম্লোচ (অস্ত গিয়াছে); ন উদিয়ায় (উদিত হইয়াছেন) কদাচন (কখন); দেবাঃ (হে দেবগণ) তেন [সত্যেন] (সেই সত্য বাক্য দ্বারা) অহম্ (আমি) সত্যেন মা (না) বিরাধিষি (বিচ্ছিন্ন হই) ব্রহ্মণা (ব্রহ্ম দ্বারা ; এস্থলে ব্রহ্ম হইতে) ইতি।

সরলার্থ ঃ সেই ব্রহ্মলোকে উদয়াস্ত নাই। সূর্য সেখানে অস্তও যান নাই, কখন উদিতও হন নাই। হে দেবগণ, এই সত্যের দ্বারা আমি যেন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত না হই অর্থাৎ এই সত্যের বলে আমি যেন ব্রহ্মলাভ করিতে পারি (কিংবা আমার কথা যদি সত্য না হয়, আমি যেন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হই)।

২২৬. ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি।
য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥ ৩

অন্বয় ঃ ন (না) হ বৈ অস্মৈ (ইহার পক্ষে) উদেতি (উদিত হন) ন নিম্লোচতি (অস্ত যান), সকৃৎ (সর্বদা) দিবা হ এব অস্মৈ ভবতি (হয়), যঃ (যিনি) এতাম্ (এই) এবম্ (এই প্রকারে) ব্রহ্মোপনিষদম্ (এই ব্রহ্মোপনিষদকে) বেদ (জানেন)।

সরলার্থ ঃ যিনি এই ব্রহ্মোপনিষদকে এই রকম ভাবে জানেন, তাঁহার পক্ষে সূর্য উদিতও হন না, অস্তও যান না ; তাঁহার কাছে সর্বদাই দিন।

২২৭. তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ ॥ ৪

অন্বয় ঃ তৎ হ এতৎ (সেই মধুবিজ্ঞানকে) ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে (প্রজাপতিকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন), প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে), মনুঃ প্রজাভ্যঃ (সন্তানদিগকে) ; তৎ হ এতৎ উদ্দালকায় আরুণয়ে (অরুণ-পুত্র উদ্দালককে) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠ পুত্রকে) পিতা ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিদ্যাকে) প্র+উবাচ।

সরলার্থ ঃ সর্বপ্রথমে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে এই মধুবিজ্ঞান বলিয়াছিলেন ; তারপর প্রজাপতি মনুকে, মনু নিজের সন্তানদের এবং পিতা বরুণ জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালক আরুণিকে এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেনে।

২২৮. ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণায্যায় বান্তেবাসিনে ॥ ৫

অন্বয় ঃ ইদম্ বাব তৎ [ব্রহ্ম] (সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে) পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ (বলিলেন) প্রণায্যায় ('প্রণায্য'কে, প্রিয় বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে) বা অন্তেবাসিনে (শিষ্যকে ; যে শিষ্য গুরুর কাছে বাস করে তাহার নাম 'অন্তেবাসী')। [প্রাণায্য স্থলে 'প্রণায্য' —বৈদিক প্রয়োগ।]

সরলার্থ ঃ এই ব্রহ্মবিদ্যা পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপদেশ দিবেন অথবা গুরু প্রিয় শিষ্যকে বলিবেন।

২২৯. নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাদেতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ ন (না) অন্যস্মৈ কস্মৈচন (অন্য কাহাকেও), যদ্যপি অস্মৈ (ইঁহাকে) ইমাম্ (এই পৃথিবী) অদ্ভিঃ (জলদ্বারা) পরিগৃহীতাম্ (বেষ্টিতা) ধনস্য পূর্ণাম্ (ধনপূর্ণা) দদ্যাৎ (দান করে) ; এতৎ (এই মধুবিদ্যা) এব ততঃ (ইহা অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিক) ইতি—এতৎ এব ততঃ ভূয়ঃ ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তি-সূচক কিংবা গুরুত্ব-প্রকাশক)।

সরলার্থ ঃ অন্য কাহাকেও এই বিদ্যা বলিবে না ; যদি ইঁহাকে (অর্থাৎ গুরুকে) কেহ সমুদ্রবেষ্টিত ধনপূর্ণ পৃথিবীও দান করে তাহা হইলেও নয়। কারণ এই বিদ্যা সমস্ত কিছু হইতেই শ্রেষ্ঠ।

মন্তব্য ঃ এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ খণ্ড পর্যন্ত সূর্যের নানাদিকে উদয়ের কথা বলা হইয়াছে, যথা ঃ

সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন—এই সময়ে বসুগণের আধিপত্য (৩।৬)। ঐ সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইবেন এবং উত্তর দিকে অস্ত যাইবেন। সেই সময়ে রুদ্রগণের আধিপত্য (৩।৭)। তাহার দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন এবং পূর্বদিকে অস্ত যাইবেন। তখন আদিত্যগণের আধিপত্য (৩।৮)। আবার তাহার

দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য উত্তরদিকে উদিত হইবেন এবং দক্ষিণদিকে অস্ত যাইবেন। ঐ সময়ে মরুদ্‌গণের আধিপত্য (৩।৯)। তাহারও দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য ঊর্ধ্বদিকে উদিত হইবেন এবং অধোদিকে অস্ত যাইবেন। তখন হইবে সাধ্যগণের আধিপত্য (৩।১০)। তারপর সূর্যের উদয়ও নাই, অস্তও নাই। উদয়াস্ত-বিহীন হইয়া তিনি চিরকাল মধ্যস্থলে থাকিবেন। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের অবস্থা। ব্রহ্মজ্ঞ আত্মা অনুভব করেন যে সূর্যের উদয়াস্ত নাই, তাই তাঁহাদের কাছে সর্বদাই দিন (৩।১১)।

ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহার এই প্রকার অর্থ হইতে পারে ঃ

(১) বর্তমান যুগ 'বসুযুগ'। এই যুগে সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছেন। সমস্ত বসুযুগের পরিমাণকে আমরা একযুগ ধরিয়া লইব। (২) বসুযুগ অনন্তকাল স্থায়ী হইবে না! নির্দিষ্ট সময়ে ইহার প্রলয় হইবে। এই প্রলয়ের পর 'রুদ্রযুগ' আরম্ভ হইবে। রুদ্র যুগের পরিমাণ বসুযুগের দ্বিগুণ, সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ইহার পরিমাণ দুই। এই যুগে সূর্য দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্তগত হইবেন। নূতন কল্পে সবই নূতন হইতে পারে। তখন সূর্যও যে নূতন দিকে উদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। বর্তমানে সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছেন। আমরা কি এমন কল্পনা করিতে পারি না যে, এক সময়ে সূর্য পৃথিবীর দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্ত যাইবেন? অবশ্য সূর্যোদয়ের দিককেই যদি পূর্বদিক বলিতে হয়, তাহা হইলে তখনও সেই দক্ষিণ দিককেই পূর্ব বলিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এখন আমরা যাহাকে দক্ষিণ দিক বলিতেছি, রুদ্রযুগে সেই দিকই সূর্যোদয়ের দিক হইবে। (৩) রুদ্রযুগের প্রলয়ের পর আদিত্য-যুগ আসিবে। ঐ যুগে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হইয়া পূর্বদিকে অস্তগত হইবেন। উহার স্থায়িত্বকাল রুদ্রযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বসুযুগের চতুর্গুণ। সুতরাং ঐ যুগের পরিমাণ চার। (৪) আদিত্য-যুগের পর 'মরুৎযুগ'। ঐ যুগে সূর্য উত্তর দিকে উদিত হইয়া দক্ষিণ দিকে অস্ত যাইবেন। আদিত্যযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বসুযুগের আট গুণ কাল স্থায়ী হইবে—সংক্ষেপে উহার পরিমাণ আট। (৫) মরুৎযুগের পর 'সাধ্যযুগ'। ঐ যুগে সূর্য ঊর্ধ্বদিকে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগত হইবেন। তাহার স্থায়িত্বকাল মরুৎযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বসুযুগের ষোলগুণ—সংক্ষেপে উহার পরিমাণ ষোল। (৬) পূর্বোক্ত পাঁচটি কল্পের মোট পরিমাণ ১+২+৪+৮+১৬=৩১ অর্থাৎ একত্রিশ বসুযুগ। সাধ্যযুগই যুগগুলির মধ্যে শেষ যুগ। সাধ্যযুগের পর কালসাপেক্ষ আর কোন যুগের আবির্ভাব হইবে না। তখন দিবারাত্রি, সংবৎসরাদি বলিলে যাহা বুঝি, সেই সমস্ত কিছুই থাকিবে না, কারণ তখন সূর্যের উদয় বা অস্ত কিছুই থাকিবে না। ঐ কাল-নিরপেক্ষ লোকই ব্রহ্মলোক; ঐ লোক চির-জ্যোতির্ময়; সূর্য অনন্তকাল সেখানে জ্যোতি দিবেন। যিনি ব্রহ্মোপনিষৎ জানেন, তিনি সেই ব্রহ্মলোকই লাভ করেন।

এই উপনিষদের মতে বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য—এই পাঁচটি লোকে সূর্যের উদয়াস্ত আছে। কিন্তু তাহা অনন্তকালের জন্য নয়। বসুলোকে নির্দিষ্টকাল সূর্যের উদয়াস্ত হইবে, তাহার পর সূর্য আর সেখানে প্রকাশিত হইবেন না। রুদ্রলোক, আদিত্যলোক এবং অন্যান্য লোকেও তাহাই। কিন্তু পৌরাণিক মত অন্য রকম। পুরাণে আছে—সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ পর্বতের পূর্বদিকে ইন্দ্রের অমরাবতী, দক্ষিণদিকে যমের সংযমনী পুরী, পশ্চিমদিকে বরুণের সুখাপুরী

এবং উত্তরদিকে সোমের বিভাপুরী। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন পুরীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিবা-রাত্রি হইতেছে। যখন অমরাবতীতে মধ্যাহ্ন, তখন সোমপুরীতে সূর্যাস্ত, ঈশান-কোণে অপরাহ্ণ, অগ্নিকোণে পূর্বাহ্ণ, সংযমনীতে সূর্যোদয়, নৈঋত-কোণে অপররাত্র, বরুণপুরীতে মধ্যরাত্র, এবং বায়ুকোণে পূর্বরাত্র। এইরূপ যখন সংয়মনীতে মধ্যাহ্নকাল, তখন অমরাবতীতে সূর্যাস্ত, অগ্নিকোণে অপরাহ্ণ, নৈঋতে পূর্বাহ্ণ, সুখাতে সূর্যোদয়, বায়ুতে অপররাত্র, বিভাতে মধ্যরাত্র এবং ঈশানে পূর্বরাত্র। সূর্য যখন সমান গতিতে মেরুর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তখন সব পুরীতেই সূর্য সমান সময় থাকিবেন। কোনটিতে উদয় ও অস্ত কিছু আগে, কোনটিতে পরে, এইটুকু যাহা পার্থক্য। কোন জায়গায় একগুণ, কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও চতুর্গুণ কাল থাকিবেন ইহা হইতে পারে না। সুতরাং উপনিষদের মতের সহিত পুরাণের মতের কিছ পার্থক্য রহিয়াছে।

দ্রাবিড়াচার্য প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ ঐ দুই মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যও ইঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন 'উদয়' অর্থ 'দৃষ্টিগোচর হওয়া', 'অস্ত' অর্থ 'দৃষ্টির অতীত হওয়া'। দ্রষ্টা নাই অথচ সূর্য দৃষ্টিগোচর হইল ইহা অর্থশূন্য কথা। 'অমরাবতীতে সূর্যের উদয় হইল' ইহার অর্থ 'অমরাবতীর লোক সূর্য দর্শন করিল'। অমরাবতীতে যদি লোক না থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না যে 'অমরাবতীর লোক সূর্য দর্শন করিল'। সুতরাং যেখানে প্রাণী আছে, সেখানেই উদয়াস্তের কথা বলা যায়; যেখানে প্রাণী নাই সেখানে উদয়াস্তের অর্থ নাই। এই যে অবরাবতী প্রভৃতি পুরীর কথা বলা হইয়াছে, তাদের কোনটিই অনন্তকাল স্থায়ী নয়। নির্দিষ্টকাল ইহাতে প্রাণী বাস করিবে, তাহার পর ইহা জনশূন্য হইবে। যত দিন লোকের বাস ততদিনই এই সকল স্থানে সূর্যের উদয়াস্ত; যখন লোক থাকিবে না তখন ওই সব পুরীতে উদয়াস্তও হইবে না। তাই অমরাবতী যদি এক যুগ স্থায়ী হয়, তবে সেখানে সূর্য একযুগ উদিত ও অস্তমিত হইবেন। সংযমনপুরী যদি ইহার দ্বিগুণকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সূর্য ঐ পুরীতে দুই যুগকাল উদিত ও অস্তমিত হইবেন। উপনিষদে এই অর্থেই বলা হইয়াছে যে বসুরাজ্যে সূর্য যতকাল প্রকাশিত থাকিবেন, রুদ্ররাজ্যে প্রকাশিত থাকিবেন তাহার দ্বিগুণকাল।

উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে যে সূর্য এক রাজ্যে পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন, অন্য রাজ্যে দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্তগত হইবেন ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য ইহার এইরূপ ব্যাখা দিয়াছেন—সূর্য যেদিকে উদিত হন, সেই দিকের নামই পূর্ব এবং যে দিকে অস্তগত হন সেই দিকের নাম পশ্চিম। সুতরাং সর্বদেশেই সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকেই অস্তগত হন। সংযমনী পুরীতেও সূর্য পূর্বদিকেই উদিত হন এবং পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন। কিন্তু আমরা সংযমমী পুরীর অধিবাসী নহি; আমরা অন্যত্র বাস করিতেছি। আমাদের মনে হইতেছে যে সূর্য যেন ঐ পুরীতে দক্ষিণদিকেই উদিত হইতেছেন এবং উত্তরদিকেই অস্ত যাইতেছেন।

সূর্য কি ভাবে ঊর্ধ্বদিকে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগত হন, শঙ্করাচার্যের মতে তাহার ব্যাখ্যা এই—ইলাবৃত দেশ পর্বতাকীর্ণ; ঐ সব পর্বতের জন্য সেখানকার লোক সহজে সূর্যকে দেখিতে পায় না। কেবল পর্বতের উপরের দিকের ছিদ্রপথে সূর্যরশ্মি ইলাবৃত প্রদেশে প্রবেশ করে। এই জন্যই মনে হয় সূর্য সেই দেশে যেন ঊর্ধ্বদিকেই উদিত হন এবং অধোদিকে অস্তগমন করেন।

পৌরাণিকগণ সূর্যের গতি ও ইন্দ্রপুরী প্রভৃতির যে বর্ণনা দিয়াছেন শঙ্করাচার্য প্রভৃতি সেই মতই গ্রহণ করিয়া উপনিষদের এই অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের যুগে এই পৌরাণিক মত প্রচলিত ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আর ইঁহারা যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইবে।

দ্বাদশ খণ্ড

গায়ত্রী-অবলম্বনে ব্রহ্মচিন্তা

২৩০. গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্ বৈ গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥ ১

অন্বয়ঃ গায়ত্রী বৈ ইদম্ সর্বম্ ভূতম্ (এই সমুদয় ভূত), যৎ ইদম্ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু); বাক্ বৈ গায়ত্রী, বাক্ বৈ ইদম্ সর্বম্ ভূতম্ গায়তি চ (গান করে) ত্রায়তে চ (এবং ত্রাণ করে)।

সরলার্থঃ এই সকল বস্তু ও প্রাণী জগৎ যাহা কিছু আছে সেই সবই গায়ত্রী। বাক্যই গায়ত্রী; কারণ বাক্যই সকল বস্তু ও প্রাণীকে গান (অর্থাৎ বর্ণনা) করিয়া থাকে এবং ইহাদের ত্রাণ করে।

মন্তব্যঃ গায়ত্রী একটি ছন্দ, এই ছন্দে রচিত মন্ত্রকেও গায়ত্রী বলা হয়। 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রকে (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০) বিশেষভাবে গায়ত্রী বলা হইয়া থাকে। আধুনিক ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেকে বলেন 'গা' ধাতু হইতে 'গায়ত্রী' হইয়াছে। উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন—ইহা 'গৈ' ও 'ত্রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। গৈ=গান করা; ত্রা=ত্রাণ করা।

২৩১. যা বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥ ২

অন্বয়ঃ যা (যাহা) বৈ সা গায়ত্রী, ইয়ম্ (এই পৃথিবী) বাব সা (তাহা)—যা (যাহা) ইয়ম্ পৃথিবী। অস্যাম্ (এই পৃথিবীতে) হি ইদম্ সর্বম্ ভূতম্ (এই সমুদয় ভূত) প্রতিষ্ঠিতম্। এতাম্ (এই পৃথিবীকে) এব ন (না) অতিশীয়তে (অতিক্রম করে)।

সরলার্থঃ এই যে গায়ত্রী তাহাই এই পৃথিবী অর্থাৎ সেই গায়ত্রীই এই পৃথিবী। কারণ সর্বভূতই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত; কেহই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

২৩২. যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৩

অন্বয়ঃ যা বৈ সা পৃথিবী, ইয়ম্ বাব সা—যৎ (যাহা) ইদম্ (এই) অস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষে) শরীরম্। অস্মিন্ হি ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতৎ এব ন অতিশীয়ন্তে (অতিক্রম করে)।

সরলার্থঃ যাহা সেই পৃথিবী, পুরুষে তাহাই শরীর (অর্থাৎ পৃথিবীই এই

পুরুষাশ্রিত শরীর); কারণ এই শরীরে প্রাণসমূহ প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারা কেহই শরীরকে অতিক্রম করিতে পারে না।

২৩৩. যদ্ বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৪

অন্বয়ঃ যৎ (যাহা) বৈ তৎ (সেই) পুরুষে শরীরম্ ইদম্ (ইহা) বাব তৎ (তাহা) যৎ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে (এই পুরুষের অভ্যন্তরে) হৃদয়ম্। অস্মিন্ (এই শরীরে) হি ইমে (এই সমুদয়) প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতৎ (এই হৃদয়কে) এব ন (না) অতিশীয়ন্তে (৩য় মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থঃ যাহা এই পুরুষাশ্রিত শরীর তাহাই পুরুষের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়; কারণ প্রাণসমূহ এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত; ইহারা কেহই এই হৃদয়কে অতিক্রম করে না।

২৩৪. সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ সা এষা (সেই এই) চতুষ্পদা (চারি চরণবিশিষ্টা) ষড়্বিধা (ছয় প্রকার) গায়ত্রী। তৎ এতৎ (সেই তাহা) ঋচা (ঋঙ্মন্ত্রেও; ঋগ্বেদ ১০।৯০।৩) অভ্যনূক্তম্ (ইহা উক্ত হইয়াছে)।

সরলার্থঃ এই গায়ত্রীর চারিটি চরণ এবং ইহা ছয় প্রকার; ঋক্মন্ত্রেও ইহা উক্ত হইয়াছে।

মন্তব্যঃ গায়ত্রী ছন্দে চব্বিশটি অক্ষর; ইহাকে চারি চরণে ভাগ করিলে, প্রতি চরণে ছয়টি অক্ষর হয়। বাক্, সর্বভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, প্রাণ—এই ছয়টি অক্ষরের একত্ব দেখান হইয়াছে।

২৩৫. তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ তাবান্ (সেই পরিমাণে) অস্য (ইহার) মহিমা; ততঃ (তাহা অপেক্ষা) জ্যায়ান্ চ (মহান্) পূরুষঃ (পুরুষ); পাদঃ (এক পাদ) অস্য সর্বা (বৈদিক প্রয়োগ সর্বাণি=সমুদয়) ভূতানি (ভূতসমূহ); ত্রিপাৎ (তিন পাদ) অস্য অমৃতম্ (অমৃতস্বরূপ) দিবি (স্বর্গে) ইতি।

সরলার্থঃ ইহার মহিমা এই প্রকার; পুরুষ ইহা অপেক্ষাও (অর্থাৎ এই মহিমা অপেক্ষাও) শ্রেষ্ঠ। সর্বভূত ইহার এক পাদ; অবশিষ্ট তিন পাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

মন্তব্যঃ এই অংশ পুরুষসূক্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে (ঋক্ ১০।৯০।৩)। ইহার প্রথম চারি মন্ত্রের অনুবাদ এইঃ (১) পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ; তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র পরিবেষ্টন করিয়া দশ অঙ্গুলী পরিমাণ উর্ধ্বে রহিয়াছেন। (২) যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে সবই সেই পুরুষ। (৩) এই প্রকার তাঁহার মহিমাঃ কিন্তু পুরুষ ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। (৪) তিন পাদ লইয়া তিনি উর্ধ্বে উঠিলেন, আর এক পাদ এই স্থলে রহিল বা উৎপন্ন হইল। তারপর তিনি ভোজনকারী ও ভোজনরহিত সমস্ত বস্তুতে (অর্থাৎ চেতন, অচেতন সমস্ত কিছুতে) পরিব্যাপ্ত হইলেন। উপনিষদের এই স্থলে গায়ত্রীকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

২৩৬. যদ্ বৈ তদ্ ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্ যোঽয়ং বহির্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ স বহির্ধা পুরুষাদাকাশঃ ॥ ৭

অন্বয় ঃ যৎ (যাহা) বৈ তৎ (তাহা) ব্রহ্ম ইতি, ইদম্ (ইহা) বাব তৎ—যঃ (যাহা) অয়ম্ (এই) বহির্ধা (বহিঃ + ধা, বহির্দেশে অবস্থিত) পুরুষাৎ (পুরুষ হইতে) আকাশঃ ।

সরলার্থ ঃ এই যে ব্রহ্ম, ইনিই পুরুষদেহের বাহিরের দিকে অবস্থিত আকাশ ।

২৩৭. অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশো যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ ॥ ৮

অন্বয় ঃ অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অয়ম্ অন্তঃ + পুরুষে (পুরুষের অভ্যন্তরে) আকাশঃ যঃ (যাহা) বৈ সঃ (সেই) অন্তঃপুরুষে আকাশঃ ।

সরলার্থ ঃ পুরুষের দেহের বাহিরে স্থিত আকাশও যাহা, দেহের অভ্যন্তরে স্থিত আকাশও তাহাই ।

২৩৮. অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্তি পূর্ণামপ্রবর্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ ॥ ৯

অন্বয় ঃ [যঃ বৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ] অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অয়ম্ অন্তঃ + হৃদয়ে (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) আকাশঃ । তৎ এতৎ (সেই এই) পূর্ণম্ অপ্রবর্তনশীল, অপরিবর্তনীয়) । পূর্ণাম্ অপ্রবর্তিনীম্ শ্রিয়ম্ (পূর্ণ অপরিবর্তনশীল সম্পদকে) লভতে (লাভ করে) যঃ এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন) ।

সরলার্থ ঃ পুরুষের অভ্যন্তরে যে আকাশ, তাহার হৃদয়েও সেই আকাশ । এই হৃদয়স্থ আকাশ পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় । ইহা যিনি জানেন তিনি পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় সম্পদ লাভ করেন ।

ত্রয়োদশ খণ্ড

পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চদ্বারপাল—অন্তর্জ্যোতি ও বহির্জ্যোতির একতা

২৩৯. তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ স যোঽস্য প্রাঙ্‌সুষিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যুপাসীত তেজস্বী অন্নাদো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১

অন্বয় ঃ তস্য হ বৈ এতস্য হৃদয়স্য (সেই এই হৃদয়ের) পঞ্চ দেবসুষয়ঃ (দেবতা-দিগের দ্বার ; দেব=ইন্দ্রিয় ; সুষি=রন্ধ্র) ; সঃ যঃ (সেই যে) অস্য (ইহার প্রাঙ্‌সুষিঃ (পূর্বদ্বার)—সঃ প্রাণঃ, তৎ চক্ষুঃ, স আদিত্যঃ । তৎ এতৎ (সেই ইহা) তেজঃ অন্নাদ্যম্ (৩।১।৩ টীকা) ইতি উপাসীত (উপাসনা করিবে) । তেজস্বী অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হয়) যঃ এবম্ বেদ ।

সরলার্থ ঃ এই হৃদয়ে দেবতাদিগের (ইন্দ্রিয়গণের) পাঁচটি দ্বার আছে । হৃদয়ের যে

পূর্বদ্বার, তাহাই প্রাণ, তাহাই চক্ষু, তাহাই আদিত্য । ইহাকে তেজ ও অন্নের আদিরূপে উপাসনা করিবে । যিনি ইহা জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন ।

মন্তব্য ঃ শরীরস্থ বায়ুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) হৃদয়স্থ বায়ুর নাম প্রাণ, (২) নিম্নগামী অর্থাৎ মলদ্বারের বায়ুর নাম অপান, (৩) নাভিস্থিত বায়ুর নাম সমান, (৪) কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান, (৫) সর্বশরীরে ব্যাপ্ত যে বায়ু তাহার নাম ব্যান । (১।৩।৩ মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য) ।

২৪০. অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং স চন্দ্রমাস্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি য এবং বেদ ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ যঃ অস্য দক্ষিণঃ (দক্ষিণদিকস্থ) সুষিঃ (রন্ধ্র) সঃ ব্যানঃ, তৎ শ্রোত্রম্ ; সঃ চন্দ্রমাঃ ; তৎ এতৎ শ্রীঃ চ যশঃ চ ইতি উপাসীত । শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি (হন) যঃ এবম্ বেদ ।

সরলার্থ ঃ আর হৃদয়ের যে দক্ষিণ দ্বার, তাহাই ব্যান, তাহাই কর্ণ, তাহাই চন্দ্র । ইহাকে শ্রী ও যশরূপে উপাসনা করিবে । যিনি ইহা জানেন, তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন ।

২৪১. অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্‌সুষি সোঽপানঃ সা বাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ ব্রহ্মবর্চসম্ অন্নাদ্যমিত্যুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ যঃ অস্য প্রত্যঙ্‌সুষিঃ (পশ্চিমভাগস্থ রন্ধ্র) সঃ অপানঃ, সা বাক্, স অগ্নিঃ । তৎ এতৎ ব্রহ্মবর্চসম্ (২।১৬।২ টীকা) অন্নাদ্যম্ (৩।১।৩ মন্তব্য) ইতি উপাসীত ব্রহ্মবর্চসী (ব্রহ্মতেজোযুক্ত) অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবম্ বেদ ।

সরলার্থ ঃ তাহার পর হৃদয়ের যে পশ্চিম দ্বার তাহাই অপান, তাহাই বাক্ এবং তাহাই অগ্নি । ইহাকে ব্রহ্মবর্চস এবং অন্নাদ্যরূপে উপাসনা করিবে । যিনি ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্মতেজযুক্ত ও অন্নাদ হন ।

২৪২. অথ যোঽস্যোদঙ্‌সুষিঃ স সমানস্তন্মনঃ স পর্জন্যস্তদেতৎ কীর্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত কীর্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যঃ অস্য উদঙ্‌সুষিঃ (দক্ষিণদিকের দ্বার) সঃ সমানঃ তৎ মনঃ সঃ পর্জন্যঃ । তৎ এতৎ কীর্তিঃ চ ব্যুষ্টিঃ (বি-উষ্টি ; কান্তি), চ ইতি উপাসীত । কীর্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ (কান্তিযুক্ত) ভবতি যঃ এবম্ বেদ ।

সরলার্থ ঃ এই হৃদয়ের যে উত্তরদ্বার তাহা সমান নামক বায়ু, তাহা মন, তাহা পর্জন্য (বরুণদেব) । ইহাকে কীর্তি ও কান্তিরূপে উপাসনা করিবে । যিনি ইহা জানেন, তিনি কীর্তিমান ও কান্তিমান হন ।

২৪৩. অথ যোঽস্যোর্ধ্বঃ সুষিঃ স উদানঃ স বায়ুঃ স আকাশস্তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীতৌজস্বী মহস্বান্ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ যঃ অস্য ঊর্ধ্বঃ সুষিঃ, সঃ উদানঃ, সঃ বায়ুঃ, স আকাশঃ । তৎ এতৎ ওজঃ চ মহঃ (গৌরব, মহত্ব) চ ইতি উপাসীত । ওজস্বী মহস্বান্ (মহত্বযুক্ত) ভবতি যঃ এবম্ বেদ ।

সরলার্থ ঃ হৃদয়ের যে ঊর্ধ্বদিকের দ্বার তাহাই উদান, তাহাই বায়ু, তাহাই আকাশ ।

ইহাকে ওজ (বল) ও মহত্ত্বরূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি ওজস্বী ও মহত্ত্বযুক্ত হন।

২৪৪. তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ স য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ ॥ ৬

অন্বয়ঃ তে বৈ এতে (সেই এই সমুদয়) পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ (ব্রহ্মের অধীন পুরুষ) স্বর্গস্য লোকস্য (স্বর্গলোকের) দ্বারপাঃ (দ্বারপালসমূহ)। সঃ যঃ এতান্ এবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ, অস্য কুলে বীরঃ জায়তে, প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) স্বর্গম্ লোকম্, যঃ এতান্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ।

সরলার্থঃ এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল। যিনি স্বর্গলোকের দ্বারপাল রূপী এই পঞ্চ পুরুষকে জানেন তাঁহার কুলে বীর পুত্র জন্মলাভ করে। যিনি স্বর্গের দ্বারপাল পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে এই ভাবে জানেন, তিনি স্বর্গলোক লাভ করেন।

২৪৫. অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ। তস্যৈষা দৃষ্টির্যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টং চ শ্রুতং চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৭

অন্বয়ঃ অথ যৎ অতঃ (ইহা অপেক্ষা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) দিবঃ (দ্যুলোক অপেক্ষা) জ্যোতিঃ দীপ্যতে (দীপ্ত পায়) বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু (বিশ্বের উপরে) সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু (সকলের উপরে) অনুত্তমেষু (যাহা অপেক্ষা উত্তম নাই, তাহাই অনুত্তম, সর্বোত্তম) উত্তমেষু (শ্রেষ্ঠ) লোকেষু (লোকসমূহে) ইদম্ (এই) বাব তৎ যৎ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে (পুরুষের অভ্যন্তরে) জ্যোতিঃ।

তস্য (তাহার) এষা (এই) দৃষ্টিঃ (চাক্ষুষ প্রমাণ) যত্র (যখন) এতৎ (এই প্রকার ; বিজানাতি ক্রিয়ার বিং) অস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন (সংস্পর্শ দ্বারা) উষ্ণিমানম্ (উষ্ণত্বকে) বিজানাতি (জানা যায়)। তস্য এষা শ্রুতিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রমাণ) যত্র এতৎ কর্ণৌ (কর্ণদ্বয়কে) অপিগৃহ্য (আচ্ছাদন করিয়া) নিনদম্ ইব (নিনাদের ন্যায়, রথধ্বনির ন্যায়) নদথুঃ ইব (বৃষভধ্বনির ন্যায়) অগ্নেঃ ইব জ্বলতঃ (প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের ন্যায়) উপশৃণোতি (শ্রবণ করা যায়)। তৎ (সেই) এতৎ দৃষ্টম্ চ (দৃষ্টিগোচর, দর্শনীয়) শ্রুতম্ চ (শ্রুতিগোচর, বিখ্যাত) ইতি উপাসীত। চক্ষুষ্যঃ (দর্শনীয়) শ্রুতঃ (বিখ্যাত) ভবতি যঃ এবম্ বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থঃ তাহার পর, এই দ্যুলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের উপর, সমস্ত কিছুর উপর, সর্বোত্তম লোকে, উত্তমলোকে যে জ্যোতি দীপ্ত পাইতেছে—সেই জ্যোতি এবং এই পুরুষের অভ্যন্তরে যে জ্যোতি—এই উভয় জ্যোতি একই জ্যোতি।

এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ এই—হস্ত দ্বারা শরীরকে স্পর্শ করিলে শরীরের

উষ্ণতা জানা যায়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রমাণ) এই—কান দুইটি ঢাকিয়া রাখিলে রথধ্বনির মত শব্দ, বৃষভধ্বনির মত ধ্বনি এবং জ্বলন্ত অগ্নির শব্দের মত শব্দ শোনা যায়। ইহাকে দৃষ্ট ও শ্রুতরূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি দর্শনীয় এবং লোকপ্রসিদ্ধ হন।

মন্তব্যঃ শরীরের যে উত্তাপ, তাহা কোথা হইতে আসে? ঋষি মনে করেন, 'হৃদয়স্থ ব্রহ্মই এই উত্তাপের কারণ'। দৃষ্টি—চাক্ষুষ প্রমাণ। ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্কর ত্বগিন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন।

চতুর্দশ খণ্ড

শাণ্ডিল্য-বিদ্যা

২৪৬ **সর্বং** খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত ॥ ১

অন্বয়ঃ সর্বম্ (সমুদয়) খলু (নিশ্চয়ই) ইদম্ (এই) ব্রহ্ম। তজ্জলান্ (তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে) ইতি শান্তঃ (শান্তভাবে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। অথ (আর) খলু ক্রতুময়ঃ (ক্রতুময় ; ক্রতু সঙ্কল্প, অধ্যবসায় বা কর্ম) পুরুষঃ। যথাক্রতুঃ (যেমন ক্রতুযুক্ত) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) পুরুষঃ ভবতি (হয়) তথা (সেইপ্রকার) ইতঃ (এই লোক হইতে) প্রেত্য (মৃত হইয়া) ভবতি। সঃ ক্রতুম্ কুর্বীত (করিবে)।

সরলার্থঃ এই সবকিছুই ব্রহ্ম, কারণ সমস্ত কিছু তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে। এইভাবে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। মানুষমাত্রেই সঙ্কল্পযুক্ত ; এই পৃথিবীতে মানুষের যেমন সঙ্কল্প, অধ্যবসায় বা কর্ম হইবে, এই পৃথিবী বা দেহ ছাড়িয়া যাইবার পরও সেই রকমই হয়। (সুতরাং) এইভাবে ভাবিত হইয়া উপাসনা করিবে।

মন্তব্যঃ তজ্জলান—তৎ+জ+ল+অন্। তাহা হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে যাহার উৎপত্তি তাহা তজ্জম্ (তৎ+জন্ হইতে), যাহা তাহাতে লীন হয় তাহা তল্লম্ (তৎ+লী হইতে), যাহা তাহাতে জীবিত থাকে তাহা 'তদনম্' (তৎ+অন্ হইতে)।

২৪৭. **মনোময়ঃ** প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ (প্রাণই যাহার শরীর) ভারূপঃ (জ্যোতিস্বরূপ) সত্যসঙ্কল্পঃ, আকাশাত্মা (যাঁহার আত্মা আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, অখণ্ড ও রূপাদিবিহীন) সর্বকর্মা (সমুদয় কর্মের কর্তা বা আধার) সর্বকামঃ (সমুদয় কামনার আধার বা উৎপাদক) সর্বগন্ধঃ (সমুদয় গন্ধের আধার বা উৎপাদক) সর্বরসঃ (সর্বরসের আধার বা উৎপাদক)। সর্বম্ ইদম্ (এই সমুদয়কে) অভ্যাত্তঃ

(পরিব্যাপ্ত)। অবাকী (বাগিন্দ্রিয়রহিত) অনাদরঃ (অনপেক্ষ, ব্যগ্রতারহিত ; কারণ নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বরের পক্ষে ব্যগ্রতা বা আসক্তি থাকা সম্ভব নহে)।

সরলার্থ : যিনি মনোময়, প্রাণই যাঁহার শরীর, যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ ও সত্য-সংকল্প, যিনি আকাশের ন্যায় (সর্বব্যাপী, অখণ্ড ও রূপাদিবিহীন), যিনি সর্ব-কর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস, যিনি সমস্ত কিছুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যিনি বাগিন্দ্রিয়রহিত ও অনপেক্ষ—

২৪৮ এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাক-তণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩

অন্বয় : এষঃ (ইনি) মে (আমার) আত্মা অন্তঃ + হৃদয়ে (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) অণীয়ান্ (অণুতর, সূক্ষ্মতর) ব্রীহেঃ বা (ব্রীহি অপেক্ষা) যবাৎ বা (যব অপেক্ষা) সর্ষপাৎ বা (সর্ষপ অপেক্ষা) শ্যামাকাৎ বা (শ্যামাক নামক শস্য অপেক্ষা) শ্যামাক-তণ্ডুলাৎ বা (শ্যামাক শস্যের তণ্ডুল অপেক্ষাও)। এষঃ মে আত্মা অন্তর্ + হৃদয়ে জ্যায়ান্ (মহান্) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী অপেক্ষা) জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ (অন্তরিক্ষ অপেক্ষা) জ্যায়ান্ দিবঃ (দ্যুলোক অপেক্ষা) জ্যায়ান্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ (এই সমুদয় লোক অপেক্ষা)।

সরলার্থ : হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ইনি যব, সর্ষপ, শ্যামাক, এমন কি শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার আত্মা পৃথিবী অপেক্ষা মহান, অন্তরিক্ষ অপেক্ষা মহান, এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান।

২৪৯. সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥ ৪

অন্বয় : সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বম্ ইদম্ অভ্যাত্তঃ, অবাকী অনাদরঃ (২য় মঃ টীঃ) ; এষঃ মে আত্মা অন্তঃ + হৃদয়ে (৩য় মঃ টীঃ) এতৎ (ইহাই) ব্রহ্ম। এতম্ (ইহাকে) ইতঃ (ইহলোক হইতে বা এই দেহ হইতে) প্রেত্য (গমন করিয়া) অভিসম্ভবিতাস্মি (প্রাপ্ত হইবে)। যস্য, (যাহার) স্যাৎ (থাকিতে পারে, আছে) অদ্ধা (বিশ্বাস), ন (না) বিচিকিৎসা (সংশয়) অস্তি (আছে) ইতি হ স্ম আহ (আহস্ম = বলিয়াছেন) শাণ্ডিল্যঃ।

সরলার্থ : যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, যিনি সবকিছু পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি বাক্‌রহিত, তিনিই আমার আত্মা এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইনিই ব্রহ্ম। ইহলোক (বা এই দেহ) হইতে যাইয়া তাঁহাকেই পাইব। যাঁহার এই রকম স্থির বিশ্বাস আছে, তাহার কোন সংশয় নাই। [অর্থান্তর—যিনি মনে করেন, 'আমি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলাভ করিব', এ বিষয়ে যাঁহার কোন সন্দেহ নাই তিনি ব্রহ্মলাভ করিবেন]। শাণ্ডিল্য (ইহাই বলিয়াছেন), শাণ্ডিল্য (ইহাই বলিয়াছেন)।

মন্তব্য : শাণ্ডিল্য – শাণ্ডিলের অপত্য। প্রাচীন গ্রন্থে বহুস্থলে শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায়। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯।৪।৪।১৭, ৯।৫।২।১৫ ইত্যাদি ; বৃহঃ উপ ২।৬-এর অনেক মন্ত্রে)। ইঁহারা সকলেই যে এক শাণ্ডিল্য তাহা মনে হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণেও (১০।৬।৩।১-২) এই শাণ্ডিল্যবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে ইহার অনুবাদ দেওয়া গেল : 'সত্যই ব্রহ্ম'—এইরূপে উপাসনা করিবে। তাহার পর এই পুরুষ ক্রতুময়। সে যে প্রকার ক্রতুমান হইয়া এই লোক হইতে গমন করে, সেই প্রকার ক্রতুমান হইয়াই মৃত্যুর পর সেই লোক প্রাপ্ত হয়। সে আত্মাকে উপাসনা করিবে—এই আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ, আকাশাত্মা, কামরূপী, মনের ন্যায় বেগবান, সত্যসঙ্কল্প, সত্যধৃতি, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বদেশের প্রভু, সর্বদেশে অনুব্যাপ্ত বাগিন্দ্রিয়রহিত, অনাদর (অর্থাৎ উদাসীন)। যেমন ব্রীহি বা যব, বা শ্যামাক, বা শ্যামাকতণ্ডুল, তেমনি এই দেহস্থ হিরণ্ময় পুরুষ। ধূমরহিত জ্যোতির ন্যায়, ইহা দ্যুলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমুদয় প্রাণিজগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রাণের আত্মা (প্রাণ), ইনিই আমার আত্মা। ইহলোক হইতে গমন করিয়া এই আত্মাকেই লাভ করিব। যাহার এই প্রকার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, (ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে) তাহার কোন সন্দেহ নাই। শাণ্ডিল্য ইহাই বলিয়াছেন এবং ইহা এই প্রকারই

পঞ্চদশ খণ্ড

পুত্রের মঙ্গলকামনায় বিরাট্‌কোশের চিন্তা

২৫০ অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্যতি। দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলম্। স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্ ॥ ১

অন্বয় : অন্তরিক্ষ + উদরঃ (অন্তরিক্ষ যাহার উদর) কোশঃ ভূমি বুধ্নঃ (ভূমি যাহার নিম্নভাগ বা মূল ; বুধ্ন—মূল) ন (না) জীর্যতি (জীর্ণ হয়)। দিশঃ (দিকসমূহ) হি অস্য (এই কোশের) স্রক্তয়ঃ (স্রক্তি ; কোণ বা পার্শ্বসমূহ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক) অস্য উত্তরম্ বিলম্ (ঊর্ধ্বদিকের রন্ধ্র)। সঃ এষঃ কোশঃ (সেই কোশ) বসুধানঃ (বসু অর্থাৎ সম্পত্তির আধার) ; তস্মিন্ (তাহাতে) বিশ্বম্ ইদম্ (এই বিশ্বভুবন) শ্রিতম্ (আশ্রিত, স্থিত)।

সরলার্থ : এই যে কোশ—অন্তরিক্ষ ইহার উদর, ভূমি ইহার নিম্নভাগ, ইহা কখন জীর্ণ হয় না। দিক্‌সমূহ ইহার পার্শ্ব (বা কোণ), অন্তরিক্ষ ইহার উপরের দিকের মুখ। এই কোশ এক ধনভাণ্ডার, এই বিশ্বভুবন ইহাতে অবস্থিত।

২৫১. তস্য প্রাচী দিক্ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নমোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥ ২

অন্বয় : তস্য (তাহার) প্রাচী (পূর্ব) দিক্ জুহূঃ নাম ; সহমানা নাম দক্ষিণা (দক্ষিণদিক) ; রাজ্ঞী নাম প্রতীচী (পশ্চিমদিক) ; সুভূতা নাম উদীচী (উত্তরদিক)। তাসাম্ (তাহাদিগের) বায়ুঃ বৎসঃ। সঃ যঃ (৩।৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বায়ুম্ (বায়ুকে) দিশাম্ (দিকসমূহের) বৎসম্ (বৎসরূপে)

বেদ (জানেন), ন (না) পুত্ররোদম্ (পুত্রের মৃত্যুর জন্য রোদন) রোদিতি (রোদন করেন)। সঃ (সেই অর্থাৎ এই প্রকার অভিলাষী) অহম্ (আমি) এতম্ এবম্ বায়ুম্ দিশাম্ বৎসম্ বেদ (জানি), মা (না) পুত্ররোদম্ (রোদন করি)।

সরলার্থ ঃ এই কোশের পূর্বদিক 'জুহূ', দক্ষিণদিক 'সহমানা', পশ্চিমদিক 'রাজ্ঞী' এবং উত্তরদিক 'সুভূতা'। বায়ু ইহাদের বৎস। যিনি বায়ুকে দিকসমূহের বৎস বলিয়া জানেন, তাঁহাকে পুত্রবিয়োগের জন্য রোদন করিতে হয় না। আমি বায়ুকে দিকসমূহের বৎস বলিয়া জানি, আমাকে যেন পুত্রবিয়োগের জন্য রোদন করিতে না হয়।

মন্তব্য ঃ শঙ্কর 'জুহূ', 'সহমানা', 'রাজ্ঞী' এবং 'সুভূতা', এই কয়েকটি কথার এইরকম ব্যাখ্যা দিয়াছেন—পূর্বমুখ হইয়া লোকে হোম করে (জুহ্বতি), এই জন্য পূর্বদিক জুহূ। যমপুরী দক্ষিণদিকে ; এই যমপুরীতে পাপিগণ দুঃখ সহ্য করে (সহন্তে), এই জন্য দক্ষিণদিক 'সহমানা'। রাজা বরুণ পশ্চিমদিকের অধিপতি, এইজন্য পশ্চিমদিক রাজ্ঞী (দিক্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ)। সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ (রাগ) ধারণ করে, এজন্যও পশ্চিম আকাশকে রাজ্ঞী বলা যাইতে পারে। ভূতিমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্যশালী কুবেরাদি উত্তরদিকের অধিপতি, এইজন্য উত্তরদিক সুভূতা।

২৫২. অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ॥ ৩

অন্বয় ঃ অরিষ্টম্ কোশম্ (অবিনাশী কোশকে) প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই) অমুনা, অমুনা অমুনা (অমুকের সহিত ; পুত্রের নাম তিনবার উচ্চারণ করিতে হয়, সেইজন্য 'অমুনা' তিনবার বলা হইয়াছে)। প্রাণম্ প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা। ভূঃ (পৃথিবীকে) প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা। ভুবঃ (ভুবর্লোককে, অন্তরিক্ষকে) প্রপদ্যে অমুনা, অমুনা, অমুনা। স্বঃ (দ্যুলোককে) প্রপদ্যে অমুনা, অমুনা, অমুনা।

সরলার্থ ঃ আমি অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত (এই স্থলে তিনবার পুত্রের নাম করিতে হইবে) অবিনশ্বর কোশের শরণ নিতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত প্রাণের শরণ নিতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত ভূলোকের শরণ নিতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত ভুবর্লোকের শরণ নিতেছি। অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত স্বর্গলোকের শরণ নিতেছি।

২৫৩. স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপৎসি ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ (সেই যে 'আমি') যৎ (যে) অবোচম (বলিয়াছি—) প্রাণম্ প্রপদ্য ইতি—প্রাণঃ বৈ ইদম্ সর্বম্ ভূতম্ যৎ (যাহা) ইদম্ (এই) কম্ + চ (কিছু)। তম্ এব (তাহাকেই) তৎ (সেইজন্য) প্রাপৎসি (শরণ লাভ করিয়াছি)।

সরলার্থ ঃ আমি যে বলিয়াছি 'প্রাণের শরণ নিতেছি' (তাহা এইজন্য যে) সমস্ত জীবজগৎ—যাহা কিছু আছে—সে সবই প্রাণ। সেইজন্য তাহারই আশ্রয় লইয়াছি।

২৫৪. অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেঽন্তরিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ যৎ অবোচম্ ভূঃ প্রপদ্যে ইতি—পৃথিবীম্ প্রপদ্যে, অন্তরিক্ষম্ প্রপদ্যে, দিবম্ (দ্যুলোককে) প্রপদ্যে ইতি এব তৎ (তাহাই) অবোচম্।

সরলার্থ ঃ তাহার পর যে বলিয়াছি 'ভূলোকের শরণ লই'—তাহা এই অর্থে বলিয়াছি যে আমি ভূলোকের, অন্তরিক্ষের এবং দ্যুলোকের শরণ নিতেছি।

২৫৫. অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ যৎ অবোচম্ ভুবঃ প্রপদ্যে ইতি অগ্নিম্ প্রপদ্যে বায়ুম্ প্রপদ্যে, আদিত্যম্ প্রপদ্যে ইতি এব তৎ (তাহাই) অবোচম্ (৩য়, ৪র্থ মঃ)।

সরলার্থ ঃ তাহার পর যে বলিয়াছি 'ভুবর্লোকের শরণ লই'—তাহাতে ইহাই (অর্থাৎ তাহা এই অর্থে) বলিয়াছি যে 'অগ্নির, বায়ুর এবং আদিত্যের শরণ নিলাম।'

২৫৬. অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইতি ঋগ্বেদং প্রপদ্যে যজুর্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্ ॥ ৭

অন্বয় ঃ অথ যৎ অবোচম্ স্বঃ প্রপদ্যে ইতি—ঋগ্বেদম্ প্রপদ্যে, যজুর্বেদম্ প্রপদ্যে, সামবেদম্ প্রপদ্যে ইতি এব তৎ (তাহাই) অবোচম্ তৎ অবোচম্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক বা উপাসনার আদরার্থ) (৩য়, ৪র্থ মঃ)।

সরলার্থ ঃ তাহার পর যে বলিয়াছি 'স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হই'—তাহাতে ইহাই (অর্থাৎ তাহা এই অর্থে) বলিয়াছি যে 'ঋগ্বেদের, যজুর্বেদের এবং সামবেদের শরণ লইতেছি'।

ষোড়শ খণ্ড

নিজ জীবনের দীর্ঘত্ব-কামনায় পুরুষযজ্ঞ

২৫৭. পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তি ॥ ১

অন্বয় ঃ পুরুষঃ বাব যজ্ঞঃ (যজ্ঞস্বরূপ)। তস্য যানি চতুর্বিংশতিঃ বর্ষাণি (তাহার যে চব্বিশ বৎসর), তৎ (তাহা) প্রাতঃসবনম্ (২।২৪।১ টীকা দ্রঃ) ; চতুর্বিংশতি + অক্ষরা (চব্বিশ অক্ষর যুক্ত) গায়ত্রী (গায়ত্রীছন্দ) ; গায়ত্রম্ (গায়ত্রীছন্দ যুক্ত) প্রাতঃসবনম্। তৎ [অন্বায়ত্তাঃ] (এই প্রাতঃসবনের অনুগত) অস্য (এই পুরুষযজ্ঞের) বসবঃ (বসুগণ) অন্বায়ত্তাঃ প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ, বাগাদি ইন্দ্রিয়) বাব বসবঃ ; এতে (এই প্রাণসমূহ) হি (যেহেতু) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) বাসয়ন্তি (বাস করায়)।

সরলার্থ : পুরুষই যজ্ঞ। তাহার (জীবনের প্রথম) চব্বিশ বৎসর প্রাত সবন-স্থানীয় ; কারণ গায়ত্রীর চব্বিশটি অক্ষর এবং প্রাতঃসবনে গায়ত্রীছন্দের মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। বসুগণ এই যজ্ঞের প্রাতঃসবনের অনুগত প্রাণসমূহই এই বসু, কারণ ইহারাই এই সমুদয় চরাচর ভূতবর্গকে বাস করাইয়া থাকে।

মন্তব্য : এখানে পুরুষকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করা হইতেছে। ঋষি বলিতেছেন—যে 'বাস' করায় তাহার নাম 'বসু'। প্রাণ দেহে থাকিলেই সকলে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় এবং বাস করিতে পারে। সুতরাং প্রাণ সকলকে বাস করায় ; এই জন্য প্রাণই বসু।

২৫৮. তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ২

অন্বয় : তম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) এতস্মিন্ বয়সি (এই বয়সে ; এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে) কিম্ + চিৎ (কিছু ; ব্যাধি প্রভৃতি) উপতপেৎ (উপতপ্ত করে), সঃ ব্রূয়াৎ (বলিবে)—প্রাণাঃ (হে প্রাণসমূহ), বসবঃ (হে বসুগণ) ইদম্ মে প্রাতঃসবনম্ (এই আমার প্রাতঃসবনকে ; অর্থাৎ জীবনের প্রথম অংশকে) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মাধ্যন্দিন সবন পর্যন্ত অর্থাৎ মধ্য জীবন পর্যন্ত) অনুসন্তনুত সম্যক্‌রূপে বিস্তৃত কর) ইতি। মা (না) অহম্ (আমি) প্রাণানাম্ বসূনাম্ মধ্যে (প্রাণরূপ বসুগণের মধ্যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ অর্থাৎ আমি) বিলোপ্সীয়—(যেন বিলুপ্ত হই) ইতি তৎ হ + এব ততঃ এতি (উত্থিত হয়) ; ততঃ (সেই ব্যাধি হইতে) অগদঃ (নীরোগ) হ ভবতি (হয়)।

সরলার্থ : এই বয়সে (অর্থাৎ প্রথম চব্বিশ বৎসরের মধ্যে) যদি কোন ব্যাধি তাহাকে যন্ত্রণা দেয়, তবে সে বলিবে—'হে প্রাণসমূহ, হে বসুগণ, আমার এই প্রাতঃসবনকে (অর্থাৎ জীবনের প্রথম অংশকে) মাধ্যন্দিন সবন পর্যন্ত (অর্থাৎ মধ্যজীবন পর্যন্ত) বিস্তৃত করিয়া দাও। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী বসুগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই। ইহা বলিলে সে সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই নীরোগ হয়।

মন্তব্য : প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সবন পর্যন্ত বিস্তৃত করার অর্থ জীবনের প্রথম অংশকে মধ্যজীবনের সহিত সম্মিলিত করা অর্থাৎ প্রথম চব্বিশ বৎসর জীবনধারণ করিয়া মধ্যবয়সে উপনীত হওয়া।

২৫৯. অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি ॥ ৩

অন্বয় : অথ যানি (যে) চতুঃ + চত্বারিংশৎ বর্ষাণি (চুয়াল্লিশ বৎসর) তৎ (তাহা) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্। চতুঃ চত্বারিংশৎ অক্ষরাঃ (চুয়াল্লিশটি অক্ষর) ত্রিষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দ), ত্রৈষ্টুভম্ (ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দোযুক্ত) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্। তৎ (তাহার অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবনের অনুগত) অস্য (এই পুরুষযজ্ঞের) রুদ্রাঃ অন্বায়ত্তাঃ প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ ; এতে (এই প্রাণসমূহ) হি (যেহেতু) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) রোদয়ন্তি (রোদন করায়)।

সরলার্থ : তাহার পর যে চুয়াল্লিশটি বৎসর, তাহা মাধ্যন্দিন সবনের মত। কারণ ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দে চুয়াল্লিশটি অক্ষর আছে এবং মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। রুদ্রগণ এই মাধ্যন্দিন সবনের অনুগত। প্রাণসমূহই রুদ্র, কারণ প্রাণসমূহই সমস্তকে (জগৎকে) রোদন করাইয়া থাকে।

মন্তব্য : মধ্যম বয়সে প্রাণসমূহ ক্রূর বা নিষ্ঠুর হয়। তখন তাহারা অপরকে দুঃখ দেয় এবং রোদন করাইয়া থাকে। এইজন্যই এখানে প্রাণকে রুদ্র (ক্রূর) বলা হইয়াছে (শংকর)।

২৬০. তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪

অন্বয় : তম্ চেৎ এতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ, সঃ ব্রূয়াৎ প্রাণঃ রুদ্রাঃ ইদম্ মে মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (আমার এই মাধ্যন্দিন সবনকে অর্থাৎ মধ্যজীবনকে) তৃতীয়সবনম্ (তৃতীয়সবন পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনের তৃতীয় অংশ পর্যন্ত) অনু-সন্তনুত ইতি। মা অহম্ প্রাণানাম্ রুদ্রাণাম্ মধ্যে (প্রাণরূপী রুদ্রগণের মধ্যে) যজ্ঞঃ বিলোপ্সীয় ইতি। উৎ হ এব ততঃ এতি অগদঃ হ ভবতি (৩।১৬।২ টীকা)।

সরলার্থ : যদি মধ্য বয়সে (ব্যাধি বা অপর) কিছু তাহাকে সন্তাপ দেয়, সে বলিবে—'হে প্রাণসমূহ, হে রুদ্রগণ, এই মাধ্যন্দিন সবনকে (অর্থাৎ আমার এই মধ্যজীবনকে) তৃতীয় সবন পর্যন্ত (অর্থাৎ শেষ জীবন পর্যন্ত) বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী রুদ্রগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই (অর্থাৎ মধ্যজীবনে আমার যেন মৃত্যু না হয়)।' ইহা বলিলে সে ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই নীরোগ হয়।

২৬১. অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তৎ তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে ॥ ৫

অন্বয় : অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশৎ বর্ষাণি (যে আটচল্লিশ বৎসর) তৎ (তাহা) তৃতীয়সবনম্ ; অষ্টাচত্বারিংশৎ অক্ষরা (আটচল্লিশ অক্ষরযুক্ত) জগতী (জগতীছন্দ), জাগতম্ (জগতীছন্দোযুক্ত) তৃতীয়সবনম্। তৎ (তাহার অর্থাৎ তৃতীয় সবনের অনুগত) অস্য আদিত্যাঃ অন্বায়ত্তাঃ। প্রাণাঃ বাব আদিত্যাঃ। এতে হি ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) আদদতে (গ্রহণ করে)।

সরলার্থ : তাহার পর যে আটচল্লিশ বৎসর তাহাই তৃতীয় সবনের তুল্য ; কারণ জগতীছন্দে আটচল্লিশটি অক্ষর আছে এবং তৃতীয় সবনে জগতীছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। আদিত্যগণ এই তৃতীয় সবনের অনুগত। প্রাণসমূহই আদিত্য, কারণ ইহারাই শব্দ ইত্যাদির বিষয়কে 'আদান' অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে।

২৬২. তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়-সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬

অন্বয় : তম্ চেৎ এতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ, সঃ ব্রূয়াৎ—প্রাণাঃ আদিত্যাঃ ইদম্ মে তৃতীয়সবনম্ আয়ুঃ (পূর্ণায়ু পর্যন্ত) অনু-সম্ + তনুত

ইতি। মা অহম্ প্রাণানাম্ আদিত্যানাম্ মধ্যে যজ্ঞঃ বিলোপ্সীয় ইতি। উৎ হ এব ততঃ এতি অগদঃ হ এব ভবতি (৪মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ এই বয়সে তাহাকে যদি (ব্যাধি বা অন্য) কিছু সন্তপ্ত করে, সে এই মন্ত্র বলিবে—'হে প্রাণসমূহ, হে আদিত্যগণ, আমার জীবনরূপী তৃতীয় সবনকে পূর্ণায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী আদিত্যগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই।' তাহা হইলে সে ব্যাধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই নীরোগ হইবে।

২৬৩. এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্ বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ ॥ ৭

অন্বয় ঃ এতৎ (এই তত্ত্ব) হ বৈ তৎ (সেই ; তৎ এতৎ বিদ্বান্—এই প্রকার অন্বয়, কিংবা তৎ + বিদ্বান্ = তাহার জ্ঞাতা) বিদ্বান্ (জানিয়া) আহস্ম (বলিয়াছিলেন) মহিদাসঃ ঐতরেয়ঃ (ইতরা নাম্নী নারীর অপত্য মহিদাস) – সঃ (সেই তুমি) কিম্ (কেন) মে (আমাকে, আমার দেহকে) এতৎ (এই প্রকারে) উপতপসি (সন্তপ্ত করিতেছ ?) যঃ অহম্ (যে আমি) অনেন (ইহা অর্থাৎ এই ব্যাধি দ্বারা) ন প্রেষ্যামি (মরিব) ইতি। সঃ হ ষোড়শম্ বর্ষশতম্ (১১৬ বৎসর) অজীবৎ (জীবন ধারণ করিয়াছিল)। হ ষোড়ষম্ বর্ষশতম্ প্র জীবতি (জীবন ধারণ করে) যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ ইতরার পুত্র মহিদাস এই তত্ত্ব জানিয়া বলিয়াছিলেন—'তুমি কেন আমাকে এইভাবে সন্তপ্ত করিতেছ ? আমি ত ইহাতে মরিব না।' তিনি ১১৬ বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। যিনি ইহা জানেন তিনি ১১৬ বৎসর বাঁচেন।

মন্তব্য ঃ মহিদাসঃ ঐতরেয়ঃ—শংকর ও সায়ণ বলেন যে 'ইতরা' নারীর অপত্য—এই অর্থে 'ঐতরেয়'। কেহ কেহ বলেন 'ঐতরেয়' অর্থ 'ইতর' নামক পুরুষের অপত্যও হইতে পারে (Vedic Index ; M. W. অভিধান)।

সপ্তদশ খণ্ড

পুরুষযজ্ঞ—দেবকীনন্দন কৃষ্ণ

২৬৪. স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ সঃ (সেই যজ্ঞরূপী পুরুষ) যৎ (যে) অশিশিষতি (ভোজন করিতে ইচ্ছা করে), যৎ পিপাসতি (পান করিতে ইচ্ছা করে), যৎ ন রমতে (আনন্দ উপভোগ করে না), তাঃ (সেই সমুদয়) অস্য (এই পুরুষের) দীক্ষাঃ (জীবনযজ্ঞের দীক্ষা)।

সরলার্থ ঃ পুরুষ যে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, পান করিতে ইচ্ছা করে এবং আনন্দ উপভোগ হইতে বিরত থাকে—এই সবই (জীবনযজ্ঞের দীক্ষা)।

২৬৫. অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্ রমতে তদুপসদৈরেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ (তাহার পর) যৎ অশ্নাতি (ভোজন করে) যৎ পিবতি (পান করে) যৎ রমতে, তৎ উপসদৈঃ (উপসদসকলের সহিত) এতি (লাভ করে, সাম্য লাভ করে)।

সরলার্থ ঃ তাহার পর পুরুষ যে ভোজন করে, পান করে এবং সুখ অনুভব করে, তাহা উপসদসমূহের তুল্য।

মন্তব্য ঃ উপসদৈঃ—'উপসদ' জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের এক অংশ। দীক্ষার সময়ে ভোজনাদি নিষেধ ; উপসদের সময়ে দুগ্ধাদি পানের বিধি আছে।

২৬৬. অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ যৎ হসতি (হাস্য করে), যৎ জক্ষতি (ভোজন করে) যৎ মৈথুনম্ (মিথুনের ভাব) চরতি (আচরণ করে), স্তুতশস্ত্রৈঃ (স্তুত ও শস্ত্রের সহিত ; 'স্তুত' ও 'শস্ত্র' যজ্ঞের অংশবিশেষ) এব তৎ (হাস্যাদি) এতি ('সাদৃশ্য' লাভ করে)।

সরলার্থ ঃ তাহার পর পুরুষ যে হাসে, খায় এবং মিথুনভাবে আচরণ করে, তাহা স্তুত ও শস্ত্র নামে যজ্ঞাংশের তুল্য

২৬৭. অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যৎ তপঃ দানম্ আর্জবম্ (সরলতা) অহিংসা সত্যবচনম্ ইতি—তাঃ (এই সমুদয়) অস্য (পুরুষরূপী যজ্ঞের) দক্ষিণাঃ।

সরলার্থ ঃ তাহার পর তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা এবং সত্যবাদিতা পুরুষরূপী যজ্ঞের দক্ষিণা।

২৬৮. তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাবভৃথঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেইজন্য) আহুঃ (বলা হয়)—সোষ্যতি (প্রসব করিবে বা সোম অভিষব করিবে), অসোষ্ট (প্রসব করিয়াছে বা সোম অভিষব করিয়াছে) ইতি ; পুনঃ (আবার) উৎপাদনম্ (উৎপত্তি) এব অস্য (মানবের বা যজ্ঞের)। তৎ মরণম্ এব (মানবের মৃত্যুই) অবভৃথঃ (যজ্ঞসমাপ্তির পর স্নান ও যজ্ঞপাত্রাদি ধৌতকরণ)।

সরলার্থ ঃ সেইজন্য (উভয়ের বিষয়েই) লোকে বলে সন্তান প্রসব করিবে বা সোম অভিষব করিবে, সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে বা সোম অভিষব করিয়াছে। আবার (উভয়ের বিষয়েই বলা যাইতে পারে)—ইহাই এর উৎপত্তি। সেই পুরুষের মৃত্যুই 'অবভৃথ' (অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তির পর স্নান)।

মন্তব্য ঃ 'সোষ্যতি' এবং 'অসোষ্ট' শব্দদ্বয়ের দুইটি করিয়া অর্থ। কোন প্রসূতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে ইহাদের অর্থ যথাক্রমে 'প্রসব করিবে' এবং 'প্রসব করিয়াছে'। যজ্ঞ সম্বন্ধে উক্ত হইলে অর্থ 'সোম অভিষব করিবে' এবং 'সোম অভিষব করিয়াছে'। মানুষের পক্ষে ইহারা জন্ম বুঝায়, যজ্ঞের সম্বন্ধে বুঝায় সোমরসের উৎপত্তি।

পুনঃ উৎপাদনম্ এব—ইহার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই—(১) পুনঃ অর্থ পুনর্বার যজ্ঞবিষয়ে যে 'সোষ্যতি' ও 'অসোষ্ট' ব্যবহৃত হয়, তাহাই মানুষের পক্ষে উৎপাদনম্ (জন্ম), অর্থাৎ একই বাক্যের অর্থ সোমের উৎপত্তি, আবার মানুষের উৎপত্তি। এখানে উৎপত্তি বিষয়ে

মানুষের সাদৃশ্য রহিয়াছে। (২) পুনঃ উৎপাদনম্—নবজন্ম। (৩) মানুষের নিজের জন্ম হইল উৎপত্তি বা প্রথম উৎপত্তি। যখন তাহার পুত্র হয় তখন সে নিজেই যেন পুত্ররূপে আবার জন্মায়। তাই তাহাকে তাহার পুনর্বার উৎপত্তি বলা যায়। (৪) তাহা পিতা হইতে উৎপাদন বা জন্মলাভের পর মাতা হইতে উৎপাদন বা জন্মলাভ।

ঋষি মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সহিত যজ্ঞসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে কেবল যে ঘটনারই সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নহে, ভাষারও সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের বিষয়ই 'সোষ্যতি' এবং 'অসোষ্ট' ব্যবহার করা যাইতে পারে ; আবার 'উৎপাদন' শব্দও উভয়ের বিষয়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'পুনঃ' শব্দর অর্থ 'আবার', 'এবং' ইত্যাদি।

২৬৯. তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ তৎ হ এতৎ (সেই এই তত্ত্বকে) ঘোরঃ আঙ্গিরসঃ (আঙ্গিরা বংশোদ্ভব ঘোর নামক ঋষি) কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় (দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে) উক্ত্বা (বলিয়া) উবাচ (উপদেশ দিয়াছিলেন)। অপিপাসঃ (পিপাসাবিহীন, নিঃস্পৃহ) এব সঃ (কৃষ্ণ) বভূব (হইয়াছিলেন)। সঃ (মানুষ) অন্তবেলায়াম্ (মৃত্যুকালে) এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিন মন্ত্রকে) প্রতিপদ্যেত (শরণ গ্রহণ করিবে)—অক্ষিতম্ (অক্ষয়) অসি (হও) ; অচ্যুতম্ (অচ্যুত, অপরিবর্তনীয়) অসি ; প্রাণ-সংশিতম্ (প্রাণের সূক্ষ্মতত্ত্ব) অসি ইতি। তত্র (সে বিষয়ে) এতে দ্বৌ ঋচৌ (এই দুই ঋক্) ভবতঃ।

সরলার্থ ঃ ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। (ইহা শুনিয়া) কৃষ্ণ (সর্ববিষয়ে) নিঃস্পৃহ হইয়াছিলেন। (ঘোর আঙ্গিরস বলিয়াছিলেন) মৃত্যুকালে মানুষ এই তিন মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—তুমি অক্ষয়, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত। এ বিষয়ে এই দুইটি ঋক্ আছে—।

মন্তব্য ঃ এই মন্ত্রে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইনিই মহাভারতের কৃষ্ণ কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ঋগ্বেদেও কৃষ্ণ নামে এক ঋষির নাম পাওয়া যায়। আঙ্গিরস কৃষ্ণ ৮।৮৫ সংখ্যক (বালখিল্য মন্ত্র বাদ দিলে ৮।৭৪) মন্ত্রের রচয়িতা। সেন্টপিটার্সবর্গ অভিধানের মতে এই আঙ্গিরস কৃষ্ণ এবং দেবকীনন্দন কৃষ্ণ একই কৃষ্ণ।

প্রাণ-সংশিতম্—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ 'প্রাণের সূক্ষ্মতত্ত্ব'। 'সংশিত' অর্থ তীক্ষ্ণকৃত। 'প্রাণসংশিত' অর্থ প্রাণ দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত অর্থাৎ সঞ্জীবিত। মৃত্যুর পর দেহ নষ্ট হইয়া যায় বটে, কিন্তু অক্ষয় অচ্যুত অবিনশ্বর একটি বস্তু বর্তমান থাকে। ইহারই নাম আত্মা। এই বস্তুকেই এখানে প্রাণসংশিত, অর্থাৎ 'মৃত্যুর পর যাহা থাকে তাহা প্রাণ দ্বারা সঞ্জীবিত।' কেহ কেহ 'প্রাণসংশিতম্' স্থলে 'প্রাণশংসিতম্' পাঠ গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থ করেন 'প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বা সুখকর'।

২৭০. আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে দিবি উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ (১) আৎ+ইৎ (সায়ণের মতে আদিৎ—অনন্তর। শঙ্করের মতে 'ইৎ' এবং 'ইৎ' অর্থশূন্য অংশ, কেবল উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; অবশিষ্ট থাকে

আ ; এই আ 'পশ্যন্তি' ক্রিয়ার সহিত যুক্ত) প্রত্নস্য (পুরাতন,) রেতসঃ (জগতের বীজভূত সত্তার) জ্যোতিঃ (প্রকাশ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন ; আ পশ্যন্তি—চতুর্দিকে দর্শন করেন) বাসরম্ (দিবালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী) পরঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ), যৎ (যাহা) ইধ্যতে (দীপ্তি পায়) দিবি (দ্যুলোকে ; শঙ্করের মতে 'পরব্রহ্মে') [ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০]। (২) উৎ (+অগন্ম, বেদার্থযত্নের মতে উৎ + পশ্যন্তি) বয়ম্ (আমরা) তমসঃ পরি (অন্ধকারের উপরে) জ্যোতিঃ পশ্যন্তঃ (দর্শন করিয়া), উত্তরম্ (শ্রেষ্ঠ) স্বঃ (স্বীয় আত্মাতে বর্তমান) পশ্যন্তঃ উত্তরম্ দেবম্ (দেবতাকে ; দ্যুতিযুক্তকে) দেবত্রা (দেবগণের মধ্যে) সূর্যম্ অগন্ম (লাভ করিয়াছি ; বৈদিক প্রয়োগ) জ্যোতিঃ উত্তমম্ (সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে) ইতি—জ্যোতিঃ উত্তমম্ ইতি (দ্বিরুক্তি) [ঋগ্বেদ ১।৫০।১০]।

সরলার্থ ঃ যে জ্যোতি দ্যুলোকে (কিংবা পরব্রহ্মে) দীপ্তি পাইতেছে, (ব্রহ্মবিদ্গণ) জগতের বীজরূপী এবং দিবালোকের মত সর্বব্যাপী, পুরাতন ও জগৎকারণ সেই পরমজ্যোতি দেখেন। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, তাহাকে নিজের হৃদয়ে নিহিত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দেখিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান পরমেশ্বর সর্বোত্তম জ্যোতিকেই লাভ করিয়াছি।

মন্তব্য ঃ ১।৫০।১০ ঋকে 'স্বঃ পশ্যন্তঃ উত্তরম্' অংশ নাই ; উপনিষদে ইহা সংযোগ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে এই অংশের অর্থ এই—'(রজনীর) অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি (বিরাজমান), সেই জ্যোতি দর্শন করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্যকে—সেই জ্যোতিকে লাভ করিয়াছি।' উপরোক্ত ঋক্টি যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে।

অষ্টাদশ খণ্ড

মন, আকাশ প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি

২৭১. মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেত্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ ॥ ১

অন্বয় ঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত (উপাসনা করিবে) ইতি অধ্যাত্মম্ (ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহসংক্রান্ত উপাসনা)। অথ (অনন্তর) অধিদৈবতম্ (অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-সংক্রান্ত উপাসনা)—আকাশঃ ব্রহ্ম ইতি। উভয়ম্ (উভয়) আদিষ্টম্ (উপদিষ্ট) ভবতি (হইল) অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ।

সরলার্থ ঃ 'মনই ব্রহ্ম' এইরূপ উপাসনা করিবে—ইহাই দেহসংক্রান্ত (অধ্যাত্ম) উপাসনা। এইবার দেবতাসংক্রান্ত (অধিদৈবত) উপাসনা বলা হইতেছে—'আকাশই ব্রহ্ম'। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় উপাসনাই বলা হইল।

২৭২. তদেতচ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ এতৎ (সেই এই) চতুষ্পাৎ (চারিপদ-বিশিষ্ট) ব্রহ্ম—বাক্ পাদঃ

(একপাদ) ; প্রাণঃ পাদঃ ; চক্ষুঃ পাদঃ ; শ্রোত্রম্ পাদঃ ইতি অধ্যাত্মম্ । অথ অধিদৈবতম্ —অগ্নিঃ পাদঃ ; বায়ুঃ পাদঃ ; আদিত্যঃ পাদঃ ; দিশঃ (দিক্‌সমূহ) পাদঃ ইতি । উভয়ম্ এব আদিষ্টম্ ভবতি—অধ্যাত্মম্ চ এব অধিদৈবতম্ চ ।

সরলার্থ ঃ এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ—বাগিন্দ্রিয় একপাদ, প্রাণ (অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়) একপাদ, চক্ষু একপাদ এবং কর্ণ একপাদ । ইহাই অধ্যাত্ম উপাসনা । এইবার অধিদৈবত উপাসনা বলা হইতেছে—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং দিক্‌সমূহ প্রত্যেকে একপাদ । অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত—উভয় উপাসনাই বলা হইল ।

২৭৩. বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৩

অন্বয় ঃ বাক্ এব ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) চতুর্থঃ পাদঃ । সঃ (সেই বাকরূপ পাদ) অগ্নিনা জ্যোতিষা (অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ (দীপ্তি পায়) তপতি চ (তাপ দান করে) । ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা (কীর্তিদ্বারা) যশসা (যশ দ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (বেদজ্ঞানজনিত তেজ দ্বারা, ২।১৬।২ মন্তব্য) যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন) ।

সরলার্থ ঃ বাক্ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ । বাক্‌রূপ সেই চরণ অগ্নিরূপ জ্যোতিতে দীপ্তি পায় এবং তাপ দেয় । যিনি ইহা জানেন তিনি কীর্তি, যশ ও বেদজ্ঞানের তেজে দীপ্তি পান এবং তাপ দেন ।

২৭৪. প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৪

অন্বয় ঃ প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ । সঃ বায়ুনা জ্যোতিষা (বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ তপতি চ । ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, যঃ এবম্ বেদ (৩য় মন্ত্রের টীকা) ।

সরলার্থ ঃ প্রাণই (অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই) ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ । প্রাণরূপী সেই পাদ বায়ুরূপ জ্যোতিতে দীপ্তি পায় এবং তাপ দেয় । যিনি ইহা জানেন তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজে দীপ্তি পান এবং তাপ দেন ।

২৭৫. চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৫

অন্বয় ঃ চক্ষুঃ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ । সঃ আদিত্যেন জ্যোতিষা (আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ তপতি চ । ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবম্ বেদ (৩য় মন্ত্রের টীকা) ।

সরলার্থ ঃ চক্ষুই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ । চক্ষুরূপ সেই পাদ আদিত্যরূপ জ্যোতিতে দীপ্তি পায় এবং তাপ দেয় । যিনি ইহা জানেন, তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন এবং তাপ দেন ।

২৭৬. শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্‌ভির্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৬

অন্বয় ঃ শ্রোত্রম্ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ । সঃ দিগ্‌ভিঃ জ্যোতিষা (দিক্‌রূপ

জ্যোতিদ্বারা) ভাতি চ তপতি চ । ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবম্ বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক) ।

সরলার্থ ঃ কর্ণই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ । কর্ণরূপ এই পাদ দিক্‌রূপ জ্যোতিতে দীপ্তি পায় ও তাপ দেয় । যিনি ইহা জানেন তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন এবং তাপ দেন ।

ঊনবিংশ খণ্ড

আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি

২৭৭. আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীত্তৎ সদাসীত্তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ (এই উপদেশ) ; তস্য উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা) অসৎ এব (অসৎই ; নামরূপবিহীন) ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে (পূর্বে) আসীৎ (ছিল) । তৎ (তাহা) সৎ (সূক্ষ্ম সত্তাবান্) আসীৎ (হইল) । তৎ সম্‌+অভবৎ (সম্ভূত হইল) ; তৎ আণ্ডম্ (বৈদিক প্রয়োগ, অণ্ডম্) নিরবর্তত (পরিণত হইল) ; তৎ সম্বৎসরস্য (একবৎসরের) মাত্রাম্ (পরিমাণে) অশয়ত (নিশ্চল অবস্থায় রহিল, যেমন লোকে শয়ন করিয়া থাকে) ; তৎ নিরভিদ্যত (বিভক্ত হইল) ; তে (সেই দুই) আণ্ডকপালে (অণ্ডের দুইভাগ , কপাল—ডিম্বের খোসা) রজতম্ চ (রজতময়) সুবর্ণম্ চ (সুবর্ণময়) অভবতাম্ (হইল) ।

সরলার্থ ঃ আদিত্যই ব্রহ্ম—ইহাই উপদেশ । ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই—এই (জগৎ) পূর্বে অসৎ বা নামরূপহীন ছিল তাহা সৎ (অর্থাৎ সূক্ষ্ম সত্তাবান্) এবং ডিম্বরূপে পরিণত হইল । এক বৎসরকাল স্পন্দনহীন অবস্থায় থাকিয়া সেই ডিম্ব বিভক্ত হইল । ডিম্বের একভাগ রজতময়, অপরভাগ সুবর্ণময় হইল ।

২৭৮. তদ্ যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ যৎ (সেই যে) রজতম্, সা (তাহা) ইয়ম্ পৃথিবী (এই পৃথিবী) ; (যাহা) সুবর্ণম্, সা দ্যৌঃ (দ্যুলোক) ; যৎ জরায়ুঃ তে (তাহা) পর্বতাঃ ; যৎ উল্বম্ (সূক্ষ্মগর্ভবেষ্টন) সমেঘঃ (মেঘসহ) নীহারঃ (হিম) ; যাঃ (যাহা) ধমনয়ঃ (ধমনীসমূহ), তাঃ (তাহা) নদ্যঃ (নদী সমুদয়) ; যৎ বাস্তেয়ম্ (বস্তিতে অর্থাৎ মূত্রাশয়ে উৎপন্ন) উদকম্ (জল) সঃ (তাহা) সমুদ্রঃ ।

সরলার্থ ঃ সেই রজতময় অংশ এই পৃথিবী, সুবর্ণময় অংশ দ্যুলোক, জরায়ু হইল পর্বতসমূহ, উল্ব (অর্থাৎ সূক্ষ্মগর্ভবেষ্টন) মেঘ ও তুষার, ধমনী নদীসমূহ আর বস্তিপ্রদেশের জলই হইল সমুদ্র ।

২৭৯. অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যস্তং জায়মানং ঘোষা উলূলবোঽনূদতিষ্ঠন্ সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাস্তস্মাত্তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনূত্তিষ্ঠন্তি সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাঃ ॥ ৩

অন্বয় : অথ যৎ তৎ (এই যাহা) অজায়ত (জন্মাইল), সঃ অসৌ (এই) আদিত্যঃ। তম্ জায়মানম্ [অনু] (তাঁহাকে জাত হইতে দেখিয়া) ঘোষাঃ (শব্দ) উলূলবঃ (উলুলু, উলু উলু এই ধ্বনি) অনু-উৎ+অতিষ্ঠন্ (উত্থিত হইয়াছিল) সর্বাণি চ ভূতানি (সমুদয় ভূত) সর্বে চ কামাঃ (সমুদয় কাম্যবস্তু)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তস্য উদয়ম্ প্রতি (তাহার উদয়কে লক্ষ করিয়া) প্রতি+অয়নম্ প্রতি (অস্তগমনকে লক্ষ করিয়া) ঘোষাঃ উলূলবঃ অনূত্তিষ্ঠন্তি (উৎপন্ন হয়) সর্বাণি চ ভূতানি, সর্বে চ কামাঃ।

সরলার্থ : তারপর উৎপন্ন হইল এই সূর্য। তিনি উৎপন্ন হইলে 'উলু উলু' ধ্বনি উঠিল এবং সমুদয় ভূত ও কাম্যবস্তু উৎপন্ন হইল। এই জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় উলুধ্বনি এবং সকল জীব ও কাম্যবস্তু উত্থিত হয়।

মন্তব্য : উলূলবঃ—শঙ্করাচার্য বলেন উলূলবঃ='উরুরবঃ' অর্থ বিস্তীর্ণরবঃ। আনন্দগিরির অর্থ—দেশবিশেষে প্রসিদ্ধ উৎসবধ্বনি। অথর্ববেদে অনুরূপ অর্থে উলুলয়ঃ (উলুলি শব্দ) ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে সাধবঃ ঘোষাঃ (অর্থাৎ মঙ্গলধ্বনি) ব্যবহৃত হইয়াছে। এইসব বিবেচনা করিয়া মনে হয় 'উলূলবঃ' শব্দের অর্থ মঙ্গলধ্বনি।

২৮০. স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্ ॥ ৪

অন্বয় : সঃ যঃ (যে কেহ) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) আদিত্যম্ (আদিত্যকে) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম এইরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে), অভ্যাশঃ (শীঘ্র ; কিংবা 'ফল') হ যৎ এনম্ (ইহাকে, ইহার নিকটে) সাধবঃ ঘোষাঃ (মঙ্গলধ্বনি) আ চ গচ্ছেয়ুঃ (উপস্থিত হয়) উপ চ নিম্রেড়েরন্ (উপ+নি+ম্রেড়্+ঈরন্=সুখী করে) নিম্রেড়েরন্।

সরলার্থ : যিনি সূর্যদেবকে এইরকম জানিয়া তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, সকল মঙ্গলধ্বনি যাইয়া তাঁহাকে সুখ দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈক্কের আখ্যায়িকা (১)

২৮১. জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস স হ সর্বত আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্বত এব মেঽন্নমৎস্যন্তীতি ॥ ১

অন্বয় : জানশ্রুতিঃ হ পৌত্রায়ণঃ (জনশ্রুতের বংশধর এবং প্রপৌত্র) শ্রদ্ধাদেয়ঃ (যিনি শ্রদ্ধার সহিত দান করেন) বহুদায়ী (যিনি বহু দান করেন) বহুপাক্যঃ (ভোজন করাইবার জন্য যিনি বহু পাক করান) আস (ছিলেন)। সঃ (তিনি) হ সর্বতঃ (সর্বদিকে) আবসথান্ (পান্থশালাসমূহকে) মাপয়াঞ্চক্রে (প্রস্তুত করাইয়াছিলেন) সর্বতঃ এব মে অন্নম্ (আমার অন্নকে) অৎস্যন্তি (অদ্ ; ভক্ষণ করিবে) ইতি।

সরলার্থ : জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধা সহকারে বহু দান করিতেন। (অতিথিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য) তিনি বহু অন্ন পাক করাইতেন। 'সকলে আমার অন্ন ভোজন করিবে'—এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বত্র পান্থশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

মন্তব্য : জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ—ইহার নানা অর্থ হইতে পারে : (ক) জনশ্রুতের বংশধর ও প্রপৌত্র। (খ) পুত্রায়ণ-গোত্রীয় জানশ্রুতি ; জানশ্রুতি—জানশ্রুতের পুত্র।

২৮২. অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংসো হংসমভ্যুবাদ হো হোঽয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ॥ ২

অন্বয় : অথ হ হংসাঃ নিশায়াম্ (রাত্রিতে) অতিপেতুঃ (উড়িয়া গেল ; শংকরের মতে 'পতিত হইল' অর্থাৎ জানশ্রুতির দৃষ্টিপথে পতিত হইল)। তৎ (সেই সময়ে) হ এবম্ (এই প্রকার) হংসঃ (এক হংস) হংসম্ (অপর হংসকে) অভ্যুবাদ (সম্বোধন করিয়া বলিল) হো ! হো ! অয়ি ! (সম্বোধনসূচক অব্যয়) ভল্লাক্ষ ! ভল্লাক্ষ ! জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য (জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের) সমম্ দিবা (দ্যুলোকের ন্যায়, আকাশের ন্যায়, বা দিবসের ন্যায়) জ্যোতিঃ আততম্ (বিস্তৃত হইয়াছে) ; তৎ (তাহাকে) মা (না) প্রসাঙ্ক্ষীঃ (স্পর্শ করিবে), তৎ (সেই জ্যোতি) ত্বা (তোমাকে) মা প্রধাক্ষীঃ (যেন দগ্ধ করে) ইতি (এইজন্য)।

সরলার্থ : এক রাত্রিতে একদল হাঁস উড়িয়া যাইতেছিল। একটি হাঁস অগ্রগামী আর একটি হাঁসকে বলিল—ভল্লাক্ষ, ভল্লাক্ষ, জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের জ্যোতি আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে ; ইহা স্পর্শ করিও না ; ইহা যেন তোমাকে দগ্ধ না করে।

মন্তব্য : 'ভল্লাক্ষ'—কেহ কেহ বলেন, ভল্লাক্ষ (ভদ্রাক্ষ) যাহাদিগের দৃষ্টি শুভ ; বিদ্রূপচ্ছলেও এই শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইতে পারে।

২৮৩. তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচ কম্বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তম্ উ হ (তাহাকে) পরঃ (অপর জন) প্রতি + উবাচ (উত্তর করিল) কম্বরে (কম্ = কাহাকে, অরে সম্বোধনে) এনম্ (ইহাকে) এতৎ সন্তম্ (যিনি এই প্রকার তাঁহাকে, সন্তম্ — সৎ) সযুগ্বানম্ ইব রৈক্কম্ (শকটের সহিত বর্তমান রৈক্কের ন্যায়)। আত্থ (বলিতেছ) ইতি। যঃ (যে রৈক্ক 'তেমা কর্তৃক উক্ত হইয়াছেন') নু কথম্ (কি প্রকার) সযুগ্বা (শকট সহ বর্তমান) রৈক্কঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ দ্বিতীয় হংস বলিল—'এই ব্যক্তি এমন কে যে ইহার বিষয় এইরূপ বলিতেছ ? এ যেন শকটবান্ রৈক্ক !' প্রথম হংস জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি যে শকটবান্ রৈক্কের কথা বলিতেছ, সে কে ?'

মন্তব্য ঃ যুগ্বা = শকট ; যুগ অর্থাৎ যোয়াল বহন করে এইজন্য অশ্ব ও বলীবর্দকে যুগ্য বলা হয় ; যাহার যুগ্য আছে তাহা যুগ্বা, যুগ্বন্ শব্দ ; যুগ্বার সহিত বর্তমান সযুগ্বা।

এতৎ সন্তম্—শঙ্করের মতে এতৎ = এই বাক্য, আত্থ ক্রিয়ার কর্ম। 'সন্তম্' = মাহাত্ম্যযুক্ত, তিনি এইরূপ অর্থ করেন—এ একজন নিকৃষ্ট রাজা, ইহার কি মাহাত্ম্য আছে যে ইহাকে রৈক্কের সহিত তুলনা করিতেছ ?

২৮৪. যথা কৃতায়বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি। যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ যথা (যেমন) কৃতায়বিজিতায় ('কৃত' নামক 'অয়' অর্থাৎ পাশা, যে জয় করে—তাহার জন্য) অধরেয়াঃ (নিম্ন-অঙ্কবিশিষ্ট পাশা) সংযন্তি (অধীন হয়), এবম্ (এই প্রকার) এনম্ (ইহাকে) সর্বম্ তৎ (সেই সমুদয়) অভিসমৈতি (এই রৈক্কের অধীন হয়)—যৎ কিঞ্চ (যাহাকিছু) প্রজাঃ (লোকসমূহ) সাধু কুর্বন্তি (সাধু কর্ম করে)। যঃ (যে ব্যক্তি) তৎ (তাহা) বেদ (জানে), যৎ (যাহা) সঃ (রৈক্ক) বেদ, সঃ (সে ব্যক্তি) ময়া (আমা কর্তৃক) এতৎ (এই প্রকার) উক্তঃ (উক্ত হইয়াছে) ইতি।

সরলার্থ ঃ দ্বিতীয় হাঁস বলিল—'কৃত নামক পাশা জয় করিলে যেমন কম অঙ্কের পাশাগুলিও তাহার মধ্যে আসিয়া যায় অর্থাৎ তাহার অধীন হয়, তেমনি এই সমস্তই —লোকে যাহা কিছু কাজ করে সবই—সেই রৈক্কের অধীন হয়। রৈক্ক যাহা জানেন যে ব্যক্তি তাহা জানে, আমি তাহার সম্বন্ধেও ইহাই বলি (অর্থাৎ রৈক্কের মত জ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়েও আমি একই কথা বলি)।'

২৮৫. তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচাঙ্গারে হ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি ॥ ৫

২৮৬. যথা কৃতায়বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ তৎ (হংসদ্বয়ের কথোপকথন) উ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ উপশুশ্রাব (শ্রবণ করিয়াছিলেন)। সঃ হ (তিনি) সঞ্জিহানঃ (শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া) এব ক্ষত্তারম্ (দ্বাররক্ষককে) উবাচ (বলিলেন)—অঙ্গ (হে বৎস) অরে ! হ সযুগ্বানম্ ইব রৈক্কম্ আত্থ ইতি। যঃ নু কথম্ স-যুগ্বা রৈক্কঃ ইতি (৩য় মন্ত্রের টীকা)। যথা কৃতায়-বিজিতায় অধরেয়াঃ সংযন্তি, এবম্ এনম্ সর্বম্ তৎ অভিসমৈতি—যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি। যঃ তৎ বেদ, যৎ সঃ বেদ, সঃ ময়া এতৎ উক্তঃ ইতি (৪র্থ মন্ত্রের টীকা)।

সরলার্থ ঃ (৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্র)—জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ উহা শুনিতে পাইলেন। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া তিনি দ্বারপালকে বলিলেন—বৎস শোন, দুইটি হাঁসের মধ্যে কথা হইতেছিল ; এক হাঁস বলিল, 'তাঁহার বিষয় এমনভাবে বলিতেছে সে যেন শকটবান্ রৈক্ক !' অপর হাঁস জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি যে শকটবান্ রৈক্কের কথা বলিলে, সে কে ?' প্রথম হাঁস তাহার উত্তর বলিল, 'কৃত নামে পাশা জয় করিলে যেমন নিম্নাঙ্ক পাশাগুলিও তাহার অধীন হয়, তেমনি এসমস্তই—লোকে যাহা কিছু সৎ কর্ম করে সেই সবই—রৈক্কের আয়ত্ত হয়। রৈক্কের মত যিনি জ্ঞানী তাঁহার বিষয়েও এই কথাই বলি।'

২৮৭. স হ ক্ষত্তান্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় তং হোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমর্চ্ছেতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ সঃ হ ক্ষত্তা অন্বিষ্য (অনুসন্ধান করিয়া) ন অবিদম্ (প্রাপ্ত হইয়াছি) ইতি (এই মনে করিয়া) প্রতি + আ - ইয়ায় (ফিরিয়া আসিল)। তম্ হ (সেই দ্বারপালকে) উবাচ (বলিলেন) যত্র (যেখানে) অরে ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণকে, কর্মে ষষ্ঠী) অন্বেষণা (অনুসন্ধান করিতে হয়), তৎ (সেই স্থলে) এনম্ (ইহাকে) অর্চ্ছ (গমন কর, অন্বেষণ কর) ইতি।

সরলার্থ ঃ (রৈক্কের অনুসন্ধান করিবার জন্য জানশ্রুতি সেই দ্বারপালকে আদেশ করিলেন)। দ্বারপাল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বলিল—'আমি তাঁহাকে পাইলাম না।' জানশ্রুতি তাহাকে বলিলেন—'যেখানে ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে হয়, সেখানে (অর্থাৎ অরণ্যে বা নির্জন প্রদেশে) গিয়া তাহাকে অনুসন্ধান কর।'

২৮৮. সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানাং কষমাণমুপোপবিবেশ তং হাভ্যুবাদ ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বা রৈক্ক ইত্যহং হ্যরা ৩ ইতি হ প্রতিজজ্ঞে স হ ক্ষত্তাঽবিদমিতি প্রত্যেয়ায় ॥ ৮

অন্বয় ঃ সঃ অধস্তাৎ (অধোভাগে) শকটস্য (শকটের) পামানম্ (পামন্ ; খোস-পাঁচড়া) কষমাণম্ (চুলকাইতেছে এমন লোককে) উপ (সমীপে) উপবিবেশ (উপবেশন করিল)। তম্ হ (তাহাকে) অভ্যুবাদ (বলিল)—ত্বম্ (আপনি) নু (কি) ভগবঃ (প্রাচীন ব্যবহার—ভগবান্) সযুগ্বা (শকটবান্) রৈক্ক ? ইতি। অহম্ (আমি) হি অরা ৩ (অরে সম্বোধনে) ইতি প্রতিজজ্ঞে (উত্তর করিল)। সঃ হ ক্ষত্তা (দ্বারপাল) অবিদম্ (জানিয়াছি) ইতি প্রতি + আ + ইয়ায় (প্রত্যাগমন করিল)।

সরলার্থ ঃ শকটের নীচে বসিয়া একজন লোক খোস চুলকাইতেছিল। দ্বারপাল তাহার নিকট বসিল। তারপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'ভগবন্, আপনিই কি শকটবান্ রৈক্ক ?' তিনি উত্তর করিলেন, 'ওহে আমিই সে।' জানিতে পারিয়াছি, এই মনে করিয়া দ্বারপাল ফিরিয়া আসিল।

মন্তব্য ঃ 'অরা' শব্দের শেষ স্বর প্লুত ; এই জন্য ইহার পর ৩ লেখা হইয়াছে। রৈক্ক 'খোস' চুলকাইতেছিলেন। এই অবস্থায় লোকে স্বভাবত প্লুতস্বরেই উত্তর দিয়া থাকে।।

দ্বিতীয় খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈক্কের আখ্যায়িকা (২)

২৮৯. তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্‌ শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যুবাদ ॥ ১

অন্বয় ঃ তৎ (তাহার পর ; বা সেই জন্য) উ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্‌শতানি (ছয় শত) গবাম্‌ (গোসমূহের), নিষ্কম্‌ (সুবর্ণময় কণ্ঠহার) অশ্বতরীরথম্‌ (অশ্বতরীযুক্ত রথ) তৎ (এই সমুদয় ; বা সেই স্থলে) আদায় (লইয়া) প্রতিচক্রমে (গমন করিলেন)। তম্‌ হ (তাহাকে) অভ্যুবাদ (বলিলেন)—

সরলার্থ ঃ তাহার পর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছয়শত গাভী, সোনার হার এবং অশ্বতরীযুক্ত রথ লইয়া সেখানে গেলেন এবং রৈক্ককে বলিলেন—

২৯০. রৈক্কেমানি ষট্‌ শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথোঽনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্‌স ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ রৈক্ক ! ইমানি (এই সমুদয়) ষট্‌শতানি গবাম্‌ (ছয়শত গাভী), অয়ম্‌ (এই) নিষ্কঃ অয়ম্‌ অশ্বতরীরথঃ অনু মে (আমাকে) এতাম্‌ [দেবতাম্‌] (এই দেবতাকে) ভগবঃ (ভগবন্‌) দেবতাম্‌ [অনু] শাধি (উপদেশ দান করুন), যাম্‌ দেবতাম্‌ (যে দেবতাকে) উপাস্‌সে (উপাসনা করেন) ইতি।

সরলার্থ ঃ হে রৈক্ক, আপনার জন্য এই ছয়শত গাভী, এই হার এবং এই রথ আনা হইয়াছে। আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন আমাকে সেই দেবতার বিষয়ে উপদেশ দিন।

২৯১. তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তদু হ পুনরেব জানশ্রুতি পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥ ৩

অন্বয় ঃ তম্‌ (জানশ্রুতিকে) উ হ পরঃ (অপরজন, রৈক্ক) প্রতি + উবাচ (উত্তর করিলেন)—অহ (ওহে) হার + ইত্বা (হারসহ শকট ; ইত্বা রথ, যাহাতে গমন করা যায়) শূদ্র ! তব এব (তোমারই) সহ গোভিঃ (গাভীগণ সহ) অস্তু (থাকুক) ইতি। তৎ (তাহার পর, কিংবা সেই জন্য) উ হ পুনঃ এব (পুনর্বার) জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রম্‌ গবাম্‌ (এক হাজার গাভীকে), নিষ্কম্‌, অশ্বতরীরথম্‌ দুহিতরম্‌ ('নিজ' দুহিতাকে) তৎ (সেই স্থানে, কিংবা তাহার জন্য) আদায় প্রতিচক্রমে।

সরলার্থ ঃ রৈক্ক তাঁহাকে বলিলেন—'ওহে শূদ্র, এই হার, এই রথ, এই সব গাভী তোমারই থাকুক।' তখন জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ এক হাজার গাভী, সোনার হার, অশ্বতরীযুক্ত রথ এবং কন্যাকে নিয়া আবার সেখানে গেলেন।

মন্তব্য ঃ দুহিতরম্‌ - যে দুগ্ধ দোহন করে। যাস্ক বলেন, 'দুহিতা দুর্হিতা দূরে-হিতা দোগ্ধের্বা'। বিবাহের পর দূরে প্রেরণ করা হয় কিংবা দুগ্ধ দোহন করে, এই অর্থে দুহিতা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যে দুগ্ধ দোহন করে ; অতি প্রাচীনকালে কন্যাগণই দুগ্ধ দোহন করিত, এই জন্য

তাহাদিগের নাম দুহিতা ; (২) যে মাতার দুগ্ধ পান করে ; (৩) যে দুগ্ধ দ্বারা সন্তান পোষণ করে।

এই উপনিষদে দুই স্থলে (৪।২।৩,৫) জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অথচ রৈক্ক ইহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তবে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। এই মত খণ্ডন করিবার জন্য দর্শনিকগণ এবং শাস্ত্রকারগণ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনে দুইটি সূত্রে (রামানুজভাষ্যে ১।৩।৩৪, ৩৫) এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। দর্শনকারের মতে 'শূদ্র' শুচ শব্দ এবং দ্রু-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভাষ্যকারগণ বলেন, জানশ্রুতি শোকে দ্রুত গমন করিয়াছিলেন, কিংবা শোকে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, কিংবা শোকার্ত হইয়া রৈক্কের নিকট দ্রুত গমন করিয়াছিলেন, কিংবা শোক তাঁহাতে দ্রুত প্রবেশ করিয়াছিল, এই জন্য জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য বলেন —এখানে 'শূদ্র' শব্দের অবয়বার্থই গ্রহণ করা উচিত, রূঢ় অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

২৯২. তং হাভ্যুবাদ রৈক্কেদং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথ ইয়ং জায়াঽয়ং গ্রামো যস্মিন্নাস্‌সেঽন্বেব মা ভগবঃ শাধীতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ তম্‌ (তাঁহাকে, রৈক্ককে) হ অভি + উবাদ (বলিলেন) - রৈক্ক ! ইদম্‌ সহস্রম্‌ গবাম্‌, অয়ম্‌ নিষ্কঃ অয়ম্‌ অশ্বতরীরথঃ ইয়ম্‌ (এই) জায়া, অয়ম্‌ গ্রামঃ যস্মিন্‌ (যে গ্রামে) আস্‌সে (আপনি বাস করেন)। অনু এব মা ভগবঃ শাধি ইতি (২য় মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ জানশ্রুতি রৈক্ককে বলিলেন, 'হে রৈক্ক, এক হাজার গাভী, স্বর্ণময় হার, অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই জায়া এবং আপনি যে গ্রামে বাস করেন তাহাও আপনাকে (উপহার দিতেছি)। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।'

২৯৩. তস্যা হ মুখমুপোদ্‌গৃহ্ণন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস তস্মৈ হোবাচ ॥ ৫

অন্বয় ঃ তস্যাঃ (জানশ্রুতির দুহিতার) হ মুখম্‌ উপ + উৎ + গৃহ্ণন্‌ (হস্ত দ্বারা মুখ ধরিয়া) উবাচ (বলিলেন)—আজহার (আনিয়াছ) ইমাঃ (এই সমুদয়) শূদ্র ! অনেন এব মুখেন (এই 'কন্যার' মুখ দ্বারাই) আলাপয়িষ্যথাঃ (কথা বলাবেই) ইতি। তে হ এতে (সেই এই সমুদয়) রৈক্কপর্ণাঃ নাম (রৈক্কপর্ণা নামক গ্রামসমূহ) মহাবৃষেষু (মহাবৃষ প্রদেশে) যত্র (যেখানে) অস্মৈ (জানশ্রুতির জন্য অর্থাৎ তাহাকে উপদেশ দিবার জন্য) উবাস (বাস করিয়াছিলেন)। তস্মৈ (জানশ্রুতিকে) হ উবাচ (বলিলেন)।

সরলার্থ ঃ (হাত দিয়া) সেই কন্যার মুখ তুলিয়া ধরিয়া রৈক্ক বলিলেন 'হে শূদ্র, তুমি এই সব আনিয়াছ ; (কিন্তু একমাত্র) এই মুখ দিয়াই (অর্থাৎ এই কন্যার মুখ দিয়াই) আমাকে কথা বলাইতেছ।' মহাবৃষ প্রদেশে রৈক্কপর্ণ নামে গ্রামগুলিতে রৈক্ক জানশ্রুতিকে উপদেশ দিবার জন্য বাস করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—

মন্তব্য ঃ (১) মোক্ষমূলার বলেন, উপোদ্‌গৃহ্ণন্‌—মুখ খুলিয়া (বয়স জানিবার জন্য)। শঙ্করের মতে —'অবগত হইয়া' অর্থাৎ 'কন্যার মুখকে বিদ্যাদানের উপযুক্ত

দ্বার বলিয়া অবগত হইয়া।' রৈক্ক আদর করিয়া কন্যার মুখ ধরিয়াছিলেন—ইহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে হয়।

(২) অনেন এব মুখেন আলাপয়িষ্যথাঃ—এই কন্যার মুখ দ্বারাই আমাকে কথা বলাইতেছ। ইহার একাধিক অর্থ হইতে পারে—(ক) গবাদি লাভ করিয়াও আমি উপদেশ দিতে প্রস্তুত হই নাই; এখন তুমি কন্যা প্রদান করিতেছ। এই কন্যার মুখই আমাকে উপদেশ দেওয়াইয়া লইবে। অর্থাৎ এই কন্যার মুখ দেখিয়াই, এই কন্যা লাভ করিয়াই আমি উপদেশ দিব। (খ) এই কন্যার মুখ হইতেই যেন উপদেশ নিঃসৃত হইবে, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। (গ) এই উপায় দ্বারাই অর্থাৎ কন্যাসম্প্রদান দ্বারাই; মুখ - উপায়।

(৩) 'মহাবৃষ' একটি জাতির নাম। ইহারা যে দেশে বাস করিত সে দেশের নামও মহাবৃষ। অথর্ববেদ, বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র (২১৫) এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে (১০।৪০।২) ইহাদিগের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে 'তক্মা' নামক একটা ব্যাধি মহাবৃষ জাতির একটি বিশেষ ব্যাধি (৫।২২)। মোক্ষমুলার মনে করেন, তক্মা এক প্রকার চর্মরোগ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'পামা' রোগগ্রস্ত রৈক্কও ঐ প্রদেশেই বাস করিতেন।

তৃতীয় খণ্ড

রৈক্ক কথিত সম্বর্গবিদ্যা—বায়ু ও প্রাণের প্রাধান্য

২৯৪. বায়ুর্বাব সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ বায়ুঃ বাব সংবর্গঃ (যে গ্রাস করে, বা গ্রহণ করে; সর্বগ্রাস)। যদা (যখন) বৈ অগ্নিঃ উৎবায়তি (নির্বাপিত হয়), বায়ুম্ এব+অপি+এতি (লীন হয়); যদা সূর্যঃ অস্তম্ এতি (অস্তগত হয়) বায়ুম্ এব অপি+এতি; যদা চন্দ্রঃ অস্তম্ এতি, বায়ুম্ এব অপি+এতি।

সরলার্থ ঃ বায়ুই সর্বগ্রাস (অর্থাৎ সকলকে গ্রাস করে)। যখন অগ্নি নির্বাপিত হয়, তখন তাহা বায়ুতেই লীন হয়। যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন তাহা বায়ুতেই লীন হয়। যখন চন্দ্র অস্তমিত হয়, তখন বায়ুতেই লীন হয়।

২৯৫. যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপিযন্তি বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ যদা আপঃ (জল) উৎশুষ্যন্তি (শুষ্ক হয়) বায়ুম্ এব অপি যন্তি (গমন করে); বায়ুঃ হি এব এতান্ সর্বান্ (এই সমুদয়কে) সংবৃঙ্‌ক্তে (সংবরণ করে, বিনাশ করে), ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ক উপাসনা)।

সরলার্থ ঃ যখন জল শুকাইয়া যায় তখন তাহা বায়ুতেই মিশায়; বায়ু এই সব কিছুকেই গ্রাস করে। ইহাই অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা।

২৯৬. অথাধ্যাত্মং প্রাণো বাব সংবর্গঃ স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ অধ্যাত্মম্ (দেহসংক্রান্ত উপাসনা)—প্রাণঃ বাব সংবর্গঃ (১ মঃ)। সঃ (সে অর্থাৎ পুরুষ) যদা স্বপিতি (নিদ্রিত হয়) প্রাণম্ এব বাক্ অপি+এতি; প্রাণম্ চক্ষুঃ, প্রাণম্ শ্রোত্রম্, প্রাণম্ মনঃ। প্রাণঃ হি এব এতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইতি (১ম ও ২য় মন্ত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ ইহার পর অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহবিষয়ক) উপাসনা—প্রাণই সর্বগ্রাস; কারণ যখন পুরুষ নিদ্রিত হয় তখন বাক্, চক্ষু, কর্ণ এবং মন, এই সবই প্রাণে প্রবেশ করে। প্রাণই এই সবকে গ্রাস করে।

২৯৭. তৌ বা এতৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু ॥ ৪

অন্বয় ঃ তৌ (সেই) বৈ এতৌ (এই) দ্বৌ (দুই) সংবর্গৌ (দুই সংবর্গ, ১ম মন্ত্র দ্রঃ)—বায়ুঃ এব দেবেষু (দেবগণের মধ্যে); প্রাণঃ প্রাণেষু (প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে)।

সরলার্থ ঃ এই দুই-ই সর্বগ্রাস—দেবতাদের মধ্যে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রাণ।

২৯৮. অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ হ শৌনকম্ চ কাপেয়ম্ (কপি-গোত্রোৎপন্ন শৌনককে), অভিপ্রতারিণম্ চ কাক্ষসেনিম্ (কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারীকে) পরিবিষ্যমাণৌ (যে দুইজনকে অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল, সেই দুইজনকে) ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে (ভিক্ষা চাহিল)। তস্মৈ (তাহাকে) উ হ ন দদতুঃ (ভিক্ষা দিল না)।

সরলার্থ ঃ একদিন কপিপুত্র শৌনক এবং কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারী—এই দুইজনকে অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল। এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহারা তাহাকে ভিক্ষা দিল না।

মন্তব্য ঃ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণে অভিপ্রতারী কাক্ষসেনির উল্লেখ আছে। ইনি একজন কুরুবংশোদ্ভব রাজন্য ছিলেন।

২৯৯. স হোবাচ—মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনস্য গোপাস্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্যা অভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তম্। যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ—মহাত্মনঃ চতুরঃ (চারিজন মহাত্মাকে) দেবঃ একঃ কঃ (কে) সঃ জগার (গ্রাস করিয়াছে)? ভুবনস্য (ভুবনের) গোপাঃ (রক্ষক)? তম্ (তাহাকে) কাপেয়! ন অভিপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) মর্ত্যাঃ (মরণশীল মানবগণ) অভিপ্রতারিন্! বহুধা (বহুরূপে) বসন্তম্ (বর্তমান)। যস্মৈ (যাহার জন্য) বৈ এতৎ অন্নম্ (এই অন্ন) তস্মৈ (তাহাকে) এতৎ ন দত্তম্, (ইহা দিলে না) ইতি।

সরলার্থ ঃ সেই ব্রহ্মচারী বলিল, 'এক দেবতা চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন;

তিনি কে ? কে ভুবনের রক্ষক ? হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারী, বহুরূপে বর্তমান সেই দেবতাকে মানুষেরা দেখিতে পায় না। যাঁহার জন্য এই অন্ন তাঁহাকেই ইহা দিলে না।'

মন্তব্য : বায়ু এই চারিজনকে গ্রাস করেন—অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও জল। প্রাণ গ্রাস করেন এই চারিজনকে—বাক্, চক্ষু, কর্ণ ও মন। বায়ু এবং প্রাণ একই দেবতা; এইজন্যই বলা হইয়াছে—একই দেবতা চারিজনকে গ্রাস করেন। শঙ্করের মতে 'কঃ' অর্থ 'কে' নহে। তিনি বলেন এখানে 'ক' নামক দেবতার অর্থাৎ প্রজাপতির কথা বলা হইয়াছে।

৩০০. তদু হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ প্রত্যেয়ায়াত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোঽনসূরিঃ মহান্তমস্য মহিমানমাহুরনদ্যমানো যদনন্নমত্তীতি বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ॥ ৭

অন্বয় : তৎ (সেই বাক্যকে) উ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ (মনে মনে আলোচনা করিয়া) প্রত্যেয়ায় (প্রতি-আ-ইয়ায় ; তাহার নিকট গমন করিল)। আত্মা দেবানাম্ (দেবগণের) জনিতা (বৈদিক প্রয়োগ, জনয়িতা) প্রজানাম্ (স্থাবর ও জঙ্গমের ; যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই প্রজা) হিরণ্যদ্রংষ্ট্রঃ (সুবর্ণময় দন্তবিশিষ্ট) বভসঃ (ভক্ষক) অনসূরিঃ (সূরি—মেধাবী ; অসূরি—যে মেধাবী নয় ; অনসূরি—যে অসূরি নয়—মেধাবী), মহান্তম্ (মহান এইরূপ) অস্য (ইহার) মহিমানম্ (মহিমাকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে), অনদ্যমানঃ (ন অদ্যমানঃ—যাহা অপর কর্তৃক ভক্ষিত হয় না) যৎ (যাহা) অনন্নম্ (অন্ন নয় এমন বস্তুকেও) অত্তি (ভক্ষণ করেন) ইতি বৈ বয়ম্ (আমরা) ব্রহ্মচারিন্ ! ইদম্ (ইহাকে) আ উপাস্মহে (উপাসনা করি)। দত্ত (দান করে) অস্মৈ (ইহাকে অর্থাৎ এই ব্রহ্মচারীকে) ভিক্ষাম্ ইতি।

সরলার্থ : শৌনক কাপেয় ইহা মনে মনে অলোচনা করিয়া সেই ব্রহ্মচারীর নিকট গেলেন এবং বলিলেন—যিনি সর্বদেবতার আত্মা, স্থাবর জঙ্গমের জনয়িতা, হিরণ্যদন্ত ভক্ষক এবং মেধাবী, অপরে যাঁহাকে ভক্ষণ করিতে পারে না কিন্তু অনন্নকেও (অর্থাৎ যাহা অন্ন নয় এমন বস্তুকেও) যিনি ভক্ষণ করেন, (জ্ঞানিগণ) তাঁহার মহিমাকে মহান বলিয়াছেন। হে ব্রহ্মচারী, আমরা তাঁহারই উপাসনা করি। (তাহার পর তিনি বলিলেন)—ইঁহাকে ভিক্ষা দাও।

৩০১. তস্মা উ হ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ কৃতং তস্মাৎ সর্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশ কৃতং সৈষা বিরাড়ন্নাদী তয়েদং সর্বং দৃষ্টং সর্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮

অন্বয় : তস্মৈ (সেই ব্রহ্মচারীকে) উ হ দদুঃ (ভিক্ষা দিল)। তে বৈ এতে (সেই এই সমুদয়) পঞ্চ অন্যে (অন্য পাঁচজন ; বায়ু এবং তাহার চারি অন্ন অর্থাৎ অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও জল), পঞ্চ অন্যে (অপর পাঁচজন ; প্রাণ ও তাহার চারিটি খাদ্য অর্থাৎ বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন) দশ সন্তঃ (দশ জন হইয়া) তৎ (তাহা) কৃতম্। তস্মাৎ (সেইজন্য) সর্বাসু দিক্ষু (সমুদয় দিকে) অন্নম্ এব দশ কৃতম্। সা এষা (সেই এই—দশ) বিরাট্ অন্নাদী (অন্নভোক্তা)। তয়া (সেই বিরাট্ দ্বারা) ইদম্ (এই সমুদয়) দৃষ্টম্। সর্বম্ অস্য (ইহার) ইদম্ (এই) দৃষ্টম্ ভবতি (হয়), অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি, যঃ (যে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন), যঃ এবম্ বেদ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ : তখন তাঁহাকে ভিক্ষা দেওয়া হইল। সেই প্রথম পাঁচ (বায়ু ও তাহার চারিটি খাদ্য) এবং দ্বিতীয় পাঁচ (প্রাণ ও তাহার চারিটি খাদ্য) মিলিত হইয়া দশ হইলে 'কৃত' হয়। এই জন্য সর্বদিকে কৃত ও (তাহার) অন্নের সংখ্যা দশ। ইহাই বিরাট্ ও অন্নভোক্তা। তাহার দ্বারাই এই সব দৃষ্ট হয়। যিনি ইহা জানেন তিনি সর্বদিকে এই সমস্ত দেখিতে পান, তিনি অন্নাদ হন।

মন্তব্য : পাশার যে দিকে চারটি অঙ্ক আছে তাহার নাম কৃত (বা সত্য)। এই ভাবে ত্রেতায় তিনটি, দ্বাপরে দুইটি এবং কলিতে একটি মাত্র অঙ্ক বা সংখ্যা আছে। কৃত অপর তিনটিকে জয় এবং ভক্ষণ করিয়া থাকে অর্থাৎ অন্তর্ভূত করিয়া লয়। এখানে ভক্ষক ও ভুক্তের সংখ্যা দশ ; ৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০, সুতরাং কৃতই দশ। বায়ুর ও প্রাণের খাদ্যও চারিটি করিয়া। তাই এখানেও ভক্ষক ও ভুক্তের মোট সংখ্যা দশ।

সর্বাসু দিক্ষু অন্নম্ এব দশকৃতম্—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে : (ক) কৃত ও অন্ন মোট দশ, (খ) অন্নই কৃত-সংজ্ঞক দশ, (গ) সর্বদিকে অন্নের সংখ্যা দশ, সুতরাং অন্নই কৃত।

চতুর্থ খণ্ড

সত্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা

৩০২. সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রো ন্বহমস্মীতি ॥ ১

অন্বয় : সত্যকামঃ হ জাবালঃ জবালাম্ মাতরম্ (মাতা জবালাকে) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আহ্বান করিয়া বলিল) ব্রহ্মচর্যম্ ভবতি (হে পূজনীয়ে ; 'ভবৎ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'ভবতী', সম্বোধনে 'ভবতি') বিবৎস্যামি (বাস করিব)। কিং গোত্রঃ (কোন গোত্রের) নু অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ? ইতি।

সরলার্থ : সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বলিল—হে পূজনীয়া, আমি ব্রহ্মচর্য নিয়া গুরুগৃহে বাস করিব। আমার কি গোত্র ?

৩০৩. সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি ॥ ২

অন্বয় : সা (সে অর্থাৎ জবালা) হ এনম্ (ইহাকে) উবাচ (বলিল)—ন (না) অহম্ (আমি) এতৎ (ইহা) বেদ (জানি), তাত (হে পুত্র) যৎ-গোত্রঃ (যে গোত্রের অন্তর্গত) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। বহু অহম্ চরন্তী (বহু বিচরণ করিয়া ; কিংবা বহু লোকের সেবা করিয়া) পরিচারিণী (অপরের পরিচর্যা করিবার অবস্থায়) যৌবনে ত্বাম্ (তোমাকে) অলভে (লাভ করিয়াছি)। সা অহম্ (সেই আমি) এতৎ ন বেদ যৎ গোত্রঃ ত্বম্ অসি, জবালা নাম তু অহম্ অস্মি ; সত্যকামঃ নাম ত্বম্ অসি ; সঃ (সেই তুমি) সত্যকামঃ জাবালঃ ব্রুবীথাঃ (বলিও) ইতি।

সরলার্থ : জবালা তাহাকে বলিল—পুত্র, তোমার কোন্ গোত্র তাহা আমি জানি না।

যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পরিচারিণী অবস্থায় (কিংবা যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহুলোকের পরিচর্যা করিয়া) তোমাকে পাইয়াছি। আমি জানি না তোমার কোন্ গোত্র। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম; তাই বলিও, 'আমি সত্যকাম জাবাল'।

৩০৪. স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ হ হারিদ্রুমতম্ (হরিদ্রুমানের পুত্র গৌতমের নিকটে) এত্য (গমন করিয়া) উবাচ (বলিল)—ব্রহ্মচর্যম্ ভগবতি (ভগবানের নিকটে অর্থাৎ আপনার নিকটে), বৎস্যামি (বাস করিব), উপেয়াম্ (শিষ্যরূপে আসিয়াছি) ভগবন্তম্ (আপনার নিকটে) ইতি।

সরলার্থ ঃ সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া বলিল—আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্যবাস করিব; এই জন্য আসিয়াছি।

মন্তব্য ঃ জবালা সত্যকামের জননী; অথচ তিনি জানেন না—তাঁহার জনকের নামগোত্রাদি কি। ইহার অর্থ কি? শঙ্কর প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন—সময়াভাবে ও লজ্জাবশত জবালা স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন নাই; এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে লজ্জা ও দুঃখবশত এ বিষয়ে অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু এ প্রকার ব্যাখ্যা নিতান্তই অসঙ্গত। জবালার যৌবনাবস্থায় সত্যকামের জন্ম হয়। বর্তমান ঘটনার সময়ে জবালা এই যৌবনাবস্থাকে অতীত কাল বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং বলিতে হয় এই সময়ে জবালার প্রৌঢ়াবস্থা প্রৌঢ় বয়সেও একজন নারী স্বামীর নাম গোত্রাদি জানে না ইহা অসম্ভব কল্পনা। বিবাহের পূর্ব হইতেই স্ত্রীলোক স্বামীর নামাদি শুনিতে আরম্ভ করে। তাহার পরে পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দাস-দাসী প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, অতিথি অভ্যাগত সকলেই নানা ঘটনায় ইহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে; বিনা চেষ্টায়ই স্বামীর নাম কানে আসে। তবে জবালা প্রৌঢ়বয়সেও সত্যকামের পিতার নাম জানিতেন না কেন? আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ইহার কারণ কি।

পাণিনির মতে গোত্র অর্থ পৌত্র বা অন্য কোন অধস্তন অপত্য। উপনিষৎ পড়িলে জানা যায় যে, ঐ যুগে সাধারণত প্রত্যেক নামেরই দুইটি অঙ্গ ছিল। যেমন উদ্দালক আরুণি, প্রাচীনশাল ঔপমন্যব ইত্যাদি। আরুণি অর্থ অরুণের পুত্র; ঔপমন্যব অর্থ উপমন্যুর পুত্র। অনেক স্থলে পিতার নাম জানিলে প্রপিতামহ এবং তাহা অপেক্ষাও ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম জানা যাইত। যেমন শ্বেতকেতু আরুণেয় (আরুণেয়—অরুণের পৌত্র) ইত্যাদি। সুতরাং পিতার নাম জানিলেই অন্তত পিতামহের নামও জানা যায় অর্থাৎ পিতার নামের সঙ্গে সঙ্গেই গোত্রের পরিচয় হয়। জবালা সত্যকামের গোত্রাদি জানিতেন না—ইহার অর্থ তিনি সন্তানের জনকের নামও জানিতেন না। কেন জানিতেন না তাহার উত্তর ৪।৪।২ মন্ত্রে তিনি নিজেই দিয়াছেন।

উক্ত মন্ত্রের দুইটি অর্থ হইতে পারে—(১) যৌবনে বহুস্থলে বিচরণ করিয়া (বহু-চরন্তী) পরিচারিণী অবস্থায় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। (সুতরাং) জানিনা তোমার কোন্ গোত্র। (২) যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহুলোকের পরিচর্যা করিয়া (বহু-চরন্তী) তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। (সুতরাং) জানিনা তোমার কোন্ গোত্র। যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক না কেন, সিদ্ধান্ত এই—এক স্থলে বাস করিয়াই

হউক, বা বহুস্থলে বিচরণ করিয়াই হউক, জবালা যৌবনকালে বনিতারূপে বহু পুরুষের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কে সত্যকামের জনক ইহা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। এইজন্যই জবালা সত্যকামের গোত্রাদি বলিতে পারেন নাই। হারিদ্রুমত গেতমও ইহাই বুঝিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি বলিবেন কেন—'অব্রাহ্মণ কখনও এ-প্রকার বলিতে পারে না।···তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।'

সত্যকাম এমন কি বলিয়াছিলেন যাহা অব্রাহ্মণ বলিতে পারে না? তাহা নিশ্চয়ই কোন কলঙ্কের কথা এবং সেই কলঙ্ক মাতৃ-কলঙ্ক। গৌতম যখন দেখিলেন যে সত্যকাম সত্যের অনুরোধে সরলভাবে মাতৃ-কলঙ্কের কথাও প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ এ প্রকার সরল ও সত্যবাদী হইতে পারে না। এইরূপে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন যে, সত্যকাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য কি না তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

৩০৫. তং হোবাচ কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি। স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ তম্ হ উবাচ—কিং-গোত্রঃ নু সোম্য! অসি (হও)? ইতি। সঃ হ উবাচ—ন অহম্ এতৎ বেদ ভোঃ যৎ-গোত্রঃ অহম্ অস্মি। অপৃচ্ছম্ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) মাতরম্ (মাতাকে)। সা (তিনি) মা (আমাকে) প্রতি+অব্রবীৎ (প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন) বহু অহম্ চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ অলভে, সা অহম্ এতদ্ ন বেদ যৎ-গোত্রঃ ত্বম্ অসি; জবালা তু নাম অহম্ অস্মি; সত্যকামঃ নাম ত্বম্ অসি ইতি। সঃ অহম্ সত্যকামঃ জাবালঃ অস্মি ভোঃ ইতি। (২য় মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ গৌতম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সোম্য! তুমি কোন্ গোত্রীয়?' সত্যকাম বলিল, "ভগবান্, আমি কোন্ গোত্রীয় তাহা জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন—'আমি যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পরিচারিণী অবস্থায় (কিংবা আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহু পরিচর্যা করিয়া) তোমাকে পাইয়াছি। এই অবস্থায় আমি জানি না তুমি কোন্ গোত্রীয়। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম; সুতরাং বলিও—ভগবান, আমি সত্যকাম জাবাল।'"

৩০৬. তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ নাসহস্রেণাবর্তেয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেদুঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—ন (না) এতৎ (ইহা) অব্রাহ্মণঃ বিবক্তুম্ (বিশেষরূপে বলিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়)। সমিধম্; সোম্য! আহর (আহরণ করে)। উপ ত্বা নেষ্যে (ত্বা উপনেষ্যে—তোমাকে উপনীত করাইব)। ন সত্যাৎ (সত্য হইতে) অগাঃ (বিচলিত হও নাই) ইতি। তম্ (তাহাকে) উপনীয় (উপনীত করিয়া, উপনয়ন সম্পন্ন করিয়া) কৃশানাম্ অবলানাম্ (কৃশ ও দুর্বল-দিগের) চতুঃশতাঃ (বৈদিক প্রয়োগ; চতুঃশতম্ =চারি শত) গাঃ (গো-সমূহকে)

নিরাকৃত্য (পৃথক করিয়া) উবাচ—ইমাঃ (এই সমুদয়কে) সোম্য ! অনুসংব্রজ (অনুগমন কর) ইতি । তাঃ (সেই সমুদয়কে) অভিপ্রস্থাপয়ন্ (লইয়া যাইবার সময়) উবাচ—ন অসহস্রেণ (সহস্রসংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত) আবর্তেয় (ফিরিয়া আসিব) ইতি । সঃ হ বর্ষগণম্ (বহুবর্ষ) প্র+উবাস (প্রবাস করিয়াছিল) । তাঃ (তাহারা) যদা (যখন) সহস্রম্ (সহস্রসংখ্যা) সংপেদুঃ (পূর্ণ হইয়াছিল) ।

সরলার্থ ঃ গৌতম সত্যকামকে বলিলেন, 'অব্রাহ্মণ কখনও এরকম বলিতে পারে না। তুমি সমিধ কাষ্ঠ আন। আমি তোমাকে উপনীত করিব (অর্থাৎ তোমার উপনয়ন হইবে); তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।' তাহার উপনয়নের পর তিনি চারি শত দুর্বল ও কৃশ গরু পৃথক করিয়া নিয়া বলিলেন—'হে সৌম্য, ইহাদের নিয়া যাও।' গরু নিয়া যাইবার সময় সত্যকাম বলিল—'সহস্র পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না।' এইরূপে সে বহু বৎসর অন্যত্র বাস করিল। গরুর সংখ্যা যখন এক সহস্র হইল—।

পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল প্রথমপাদ 'প্রকাশবান্'

৩০৭. অথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব
প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্যকুলম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ (ইহাকে) ঋষভঃ (এক বৃষ) অভি+উবাদ (বলিল)—সত্যকাম ৩ (হে সত্যকাম ! ৩ প্লুতস্বরের চিহ্ন) ইতি । ভগবঃ (ভগবন্) ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (প্রত্যুত্তর করিল) । প্রাপ্তাঃ (প্রাপ্ত) সোম্য, সহস্রম্ স্মঃ (হইয়াছি) । প্রাপয় (লইয়া যাও) নঃ (আমাদিগকে) আচার্যকুলম্ (আচার্যগৃহে) ।

সরলার্থ ঃ তখন একটি বৃষ তাহাকে ডাকিয়া বলিল—'সত্যকাম !' সত্যকাম উত্তর দিল—'ভগবান্ !' (বৃষ বলিল)—'সৌম্য, আমরা এক সহস্র হইয়াছি; আমাদের আচার্যের গৃহে নিয়া চল।'

৩০৮. ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ
প্রাচী দিক্কলা প্রতীচী দিক্কলা দক্ষিণা দিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ
সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম ॥ ২

অন্বয় ঃ ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) চ তে (তোমাকে) পাদম্ (এক পাদকে অর্থাৎ চতুর্থাংশকে) ব্রবাণি (বলি) ইতি । ব্রবীতু (বলুন) মে (আমাকে) ভগবান্ ইতি । তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিল) প্রাচী দিক্ (পূর্বদিক) কলা (এক কলা অর্থাৎ ১/১৬); প্রতীচী (পশ্চিম) দিক্ কলা ; দক্ষিণা দিক্ কলা ; উদীচী (উত্তর) দিক্ কলা (কলা) । এষঃ বৈ (ইহাই) সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদঃ (চারিকলা বিশিষ্ট একপাদ) ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম ।

সরলার্থ ঃ (বৃষ বলিল)—'তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি।' (সত্যকাম বলিলেন),—'ভগবান, বলুন।' বৃষ বলিল—'পূর্বদিক ব্রহ্মের এক কলা, পশ্চিমদিক এক কলা, দক্ষিণদিক এক কলা এবং উত্তর দিক এক কলা। হে সৌম্য, ইহাই ব্রহ্মের চারি কলাবিশিষ্ট এক পাদ যার নাম প্রকাশবান্।'

৩০৯. স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে
প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি প্রকাশবতো হ লোকাঞ্জয়তি য
এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে (উপাসনা করে), প্রকাশবান্ (প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠাবান্) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) ভবতি (হন), প্রকাশবতঃ হ লোকান্ (উজ্জ্বল লোকসমূহকে) জয়তি (জয় করেন) যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে (দ্বিরুক্তি) ।

সরলার্থ ঃ যিনি এইভাবে জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে 'প্রকাশবান্' রূপে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে প্রতিষ্ঠাবান হন ; এবং (মৃত্যুর পর) উজ্জ্বল লোকসমূহ জয় করেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল দ্বিতীয় পাদ—'অনন্তবান্'

৩১০. অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা
যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায়
পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

অন্বয় ঃ অগ্নিঃ তে (তোমাকে) পাদম্ বক্তা (বলিবে) ইতি । সঃ (সে) হ শ্বঃ ভূতে (পরদিনে) গাঃ (গো-সমূহকে) অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার (প্রস্থান করাইল) । তাঃ (সেই গোসমূহ) যত্র (যেখানে) অভিসায়ম্ বভূবুঃ (সায়ংকাল প্রাপ্ত হইল ; সায়ংকালে একত্র হইল) তত্র (সেই স্থানে) অগ্নিম্ উপসমাধায় (অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া) গাঃ উপরুধ্য (অবরোধ করিয়া) সমিধম্ আধায় (আহরণ করিয়া) পশ্চাৎ অগ্নেঃ (অগ্নির পশ্চাৎভাগে) ; প্রাঙ্ (পূর্বমুখ হইয়া) উপ+উপবিবেশ ('গো ও অগ্নির' সমীপে উপবেশন করিল) ।

সরলার্থ ঃ (বৃষ আরও বলিল)—'অগ্নি তোমাকে একপাদ বলিবে।' পরদিন সত্যকাম গরুগুলিকে নিয়া (গুরুগৃহে) যাত্রা করিল। গরুগুলি সন্ধ্যাকালে যেখানে একত্র হইল সেখানে আগুন জ্বালিয়া তাহাদের আবদ্ধ করিল। তারপর কাঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্বমুখ হইয়া বসিল।

মন্তব্য ঃ অগ্নিঃ+তে=অগ্নিস্তে ; 'অগ্নিষ্টে' বৈদিকপ্রয়োগ। 'অভিসায়ম্ বভূবুঃ' অংশের দুই প্রকার অন্বয় হইতে পারে ঃ (ক) অভিসায়ম্ বভূবুঃ—সায়ংকালের অভিমুখী হইয়াছিল ; অভিসায়ম্—সায়ংকালের অভিমুখ। (খ) সায়ম্ অভি-বভূবুঃ—সায়ংকালকে প্রাপ্ত হইয়াছিল বা সায়ংকালের অভিমুখ হইয়াছিল। আনন্দগিরি বলেন, 'উপ উপবিবেশ' অংশে 'উপ' দুইবার থাকায় বুঝিতে হইবে 'গো ও অগ্নি উভয়েরই সমীপে উপবেশন করিবার কথা বলা হইয়াছে।'

৩১১. তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

অন্বয় ঃ তম্ (তাহাকে) অগ্নিঃ অভি+উবাদ (বলিল)—সত্যকাম ৩ ইতি। ভগবঃ ইতি হ প্রতিশুশ্রাবঃ (৪।৫।১ টীকা)।

সরলার্থ ঃ অগ্নি তাহাকে ডাকিল—'সত্যকাম !' সত্যকাম উত্তর করিল—'ভগবান্'।

৩১২. ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ
হোবাচ পৃথিবী কলান্তরিক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষ
বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম ॥ ৩

অন্বয় ঃ ব্রহ্মণঃ সোম্য ! তে পাদম্ ব্রবাণি ইতি। ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি। তস্মৈ হ উবাচ—পৃথিবী কলা ; অন্তরিক্ষম্ কলা ; দ্যৌঃ কলা ; সমুদ্রঃ কলা ; এষঃ বৈ সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ নাম (৪।৫।২)।

সরলার্থ ঃ অগ্নি বলিল, 'হে সোম্য, তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি।' সত্যকাম বলিল, 'ভগবান, বলুন।' অগ্নি তাহাকে বলিল—'পৃথিবী এক কলা ; অন্তরিক্ষ এক কলা ; দ্যুলোক এক কলা ; সমুদ্র এক কলা। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের চারি কলা যুক্ত এক পাদ, ইহার নাম 'অনন্তবান্'।

৩১৩. স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তেঽনন্তবান-
স্মিঁল্লোকে ভবত্যনন্তবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং
পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ ইতি উপাস্তে অনন্তবান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, অনন্তবতঃ হ লোকান্ (অনন্তবান্ অর্থাৎ অক্ষয় লোকসমূহকে) জয়তি, যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ ইতি উপাস্তে (৪।৫।৩)।

সরলার্থ ঃ যিনি ইহাকে এই ভাবে জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে 'অনন্তবান্' বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান হন এবং (মৃত্যুর পর) অনন্তবান (অর্থাৎ অক্ষয়) লোকসমূহ জয় করেন।

সপ্তম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল তৃতীয় পাদ—'জ্যোতিষ্মান্'

৩১৪. হংসস্তে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা
যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায়
পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

অন্বয় ঃ হংসঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ শ্বঃ + ভূতে গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার। তাঃ যত্র অভিসায়ম্ বভূবুঃ, তত্র অগ্নিম্ উপসমাধায়, গাঃ উপরুধ্য, সমিধম্ আধায়, পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাঙ্ উপ উপবিবেশ।

সরলার্থ ঃ (বৃষ আরও বলিল)—'হংস তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিবে।' পরদিন সত্যকাম গরু লইয়া (আচার্যের গৃহাভিমুখে) যাত্রা করিল। সন্ধ্যায় তাহারা যেখানে একত্র হইল সেইখানে অগ্নি জ্বালিয়া গরুগুলিকে আবদ্ধ করিল। তারপর কাঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্বমুখ হইয়া বসিল।

৩১৫. তং হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

অন্বয় ঃ তম্ হংসঃ উপনিপত্য (উড়িয়া আসিয়া) অভি+উবাদ—সত্যকাম৩ ইতি। ভগবঃ ইতি হ প্রতিশুশ্রাব।

সরলার্থ ঃ হংস তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিল 'সত্যকাম !' সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিল 'ভগবান্ !'

৩১৬. ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ
হোবাচাগ্নিঃ কলা সূর্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সোম্য
চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম ॥ ৩

অন্বয় ঃ ব্রহ্মণঃ সোম্য, তে পাদম্ ব্রবাণি ইতি। ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি। তস্মৈ হ উবাচ—অগ্নিঃ কলা, সূর্যঃ কলা, চন্দ্রঃ কলা, বিদ্যুৎ কলা ; এষঃ বৈ, সোম্য, চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ নাম (৪।৫।২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ হংস বলিল—সোম্য, আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলিব। সত্যকাম বলিল—বলুন, ভগবান। হংস বলিল—অগ্নি এক কলা, সূর্য এক কলা, চন্দ্র এক কলা, বিদ্যুৎ এক কলা। হে সোম্য, ইহা ব্রহ্মের চারিকলা বিশিষ্ট এক পাদ ; ইহার নাম জ্যোতিষ্মান্।

৩১৭. স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে
জোতিষ্মানস্মিঁল্লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতো হ লোকাঞ্জয়তি য
এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাস্তে, জ্যোতিষ্মান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, জ্যোতিষ্মতঃ হ লোকান্ (জ্যোতির্ময় লোকসমূহকে) জয়তি—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান ইতি উপাস্তে (৪।৫।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ যিনি ইহাকে এইভাবে জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে জ্যোতিষ্মান রূপে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান হন, এবং (মৃত্যুর পরে) জ্যোতির্ময় লোকসমূহ লাভ করেন।

অষ্টম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল চতুর্থ পাদ—'আয়তনবান্'

৩১৮. মদ্গুষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার
তা যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায়
পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেষ ॥ ১

অন্বয় ঃ মদগুঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ শ্বঃভূতে গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার। তাঃ যত্র অভিসায়ম্ বভূবুঃ, তত্র অগ্নিম্ উপসমাধায়, গাঃ উপরুধ্য, সমিধম্ আধায়, পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাঙ্ উপ উপবিবেশ (৪।৬।১ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ (হংস আরও বলিল)—'মদ্গু তোমাকে (ব্রহ্মের) একপাদ বলিবে'। পরদিন সত্যকাম গরু লইয়া (গুরু-গৃহাভিমুখে) যাত্রা করিল। যেখানে তাহারা

সন্ধ্যাকালে একত্র হইল, সেখানে সত্যকাম অগ্নি জ্বালিয়া গরুগুলিকে আবদ্ধ করিয়া তারপর সমিধহস্তে অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখ হইয়া বসিল।

মন্তব্য ঃ মদ্গু একপ্রকার জলচর পাখী।

৩১৯. তং মদ্গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

অন্বয় ঃ তম্ মদ্গুঃ উপনিপত্য (৪।৫।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) অভি+উবাদ সত্যকাম ৩ ইতি। ভগবঃ ইতি হ প্রতি শুশ্রাব (৪।৫।২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ মদ্গু তাঁহার নিকট উড়িয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—'সত্যকাম!' উত্তরে সত্যকাম বলিল, 'ভগবান্!'

৩২০. ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম ॥ ৩

অন্বয় ঃ ব্রহ্মণঃ, সোম্য, তে পাদম্ ব্রবাণি ইতি ব্রবীতু ভগবান্ ইতি। তস্মৈ হ উবাচ প্রাণঃ কলা, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রম্ কলা, মনঃ কলা। এষঃ বৈ সোম্য, চতুষ্কলঃ ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ নাম (৩।৫।২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ মদ্গু বলিল 'হে সৌম্য, তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি।' (সত্যকাম বলিল)—'ভগবান, আমাকে বলুন।' মদ্গু বলিল, 'প্রাণ এক কলা, চক্ষু এক কলা, কর্ণ এক কলা, মন এক কলা। হে সৌম্য, ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ—ইহার নাম আয়তনবান্ (অর্থাৎ আশ্রয়বান)।'

৩২১. স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্ত আয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে, আয়তনবান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, আয়তনবতঃ হ লোকান্ (আয়তনবান লোকসমূহকে) জয়তি—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে (৪।৫।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ যিনি ইহাকে এই রকম ভাবে জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে আয়তনবান বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান (অর্থাৎ আশ্রয়বান) হন এবং (মৃত্যুর পরে) আয়তনযুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন।

নবম খণ্ড

সত্যকাম জাবালের প্রকৃতি-লব্ধ ও মানব-লব্ধ শিক্ষা

৩২২. প্রাপ হাচার্যকুলং তমাচার্যোঽভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ১

অন্বয় ঃ প্রাপ (প্রাপ্ত হইল) হ আচার্যকুলম্ (আচার্যগৃহকে)। তম্ (তাহাকে)

আচার্যঃ অভ্যুবাদ (বলিলেন)—সত্যকাম ৩! ইতি। ভগবঃ ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (৪।৫।১ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ তারপর সত্যকাম আচার্যের গৃহে উপস্থিত হইল। আচার্য গৌতম তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'সত্যকাম!' প্রত্যুত্তরে সত্যকাম বলিল, 'ভগবান্!'

৩২৩. ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি কো নু ত্বানুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ ॥ ২

অন্বয় ঃ ব্রহ্মবিৎ ইব (ব্রহ্মবিদের ন্যায়) বৈ সোম্য ভাসি (দীপ্তি পাইতেছ)। কঃ (কে) নু ত্বা (তোমাকে) অনুশশাস (উপদেশ দিয়াছে)? ইতি। অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ (মনুষ্য হইতে অন্য) ইতি হ প্রতিজজ্ঞে (বলিল)। ভগবান্ তু এব মে কামে (আমার ইচ্ছাতে; কিংবা, মে—আমাকে বা আমার; কামে—অভীষ্টবিষয়ে) ব্রূয়াৎ (বলুন)।

সরলার্থ ঃ (আচার্য বলিলেন)—'সৌম্য, তুমি ব্রহ্মবিদের মত দীপ্তি পাইতেছে। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে?' সত্যকাম বলিল—'মানুষ ভিন্ন অন্যে। এইবার আপনি আমাকে অভীষ্ট বিষয়ে উপদেশ দিন। (কিংবা আমার ইচ্ছা আপনিই আমাকে উপদেশ দিন)।'

৩২৪. শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হ ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ শ্রুতম্ হি এব মে (আমি শুনিয়াছি; মে=ময়া—আমাকর্তৃক) ভগবদ্দৃশেভ্যঃ (ভবাদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে), আচার্যাৎ হ এব (আচার্য হইতে) বিদ্যা বিদিতা (বিদ্যা বিদিত হইলে) সাধিষ্ঠম্ (সাধু=ইষ্ঠ, সাধুতমত্ব) প্রাপয়তি (প্রাপ্ত করায়) ইতি। তস্মৈ (সত্যকামকে) হ এতং এব (এই বিদ্যাকেই) উবাচ (বলিলেন)। অত্র (এই বিষয়ে) হ ন (না) কিঞ্চন (কিছুই) বীয়ায় (পরিত্যক্ত হইয়াছে) ইতি; বীয়ায় ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ আপনার মত ব্যক্তিদিগের নিকট শুনিয়াছি যে আচার্যের কাছে বিদ্যা লাভ করিলেই তাহা সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর হয়। তখন আচার্য সত্যকামকে সেই সবই (অর্থাৎ বৃষ, অগ্নি, হংস এবং মদ্গু যে সব উপদেশ দিয়াছিল তাহার সমস্তই) বলিলেন, কিছুই বাদ গেল না।

দশম খণ্ড

উপকোসল কামলায়ন-প্রাপ্ত অগ্নিবিদ্যা

৩২৫. উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্যমুবাস তস্য হ দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার স হ স্মান্যানন্তেবাসিনঃ সমাবর্তয়ংস্তং হ স্মৈব ন সমাবর্তয়তি ॥ ১

অন্বয় ঃ উপকোসলঃ হ বৈ কামলায়নঃ (কমলের পুত্র) সত্যকামে জাবালে

(সত্যকাম জাবালের নিকট) ব্রহ্মচর্যম্ উবাস (ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল) তস্য হ (সত্যকামের) দ্বাদশবর্ষাণি (বার বৎসর) অগ্নীন্ পরিচচার —(পরিচর্যা করিয়াছিল) স: (গুরু) হ স্ম (হ, বৈ ইত্যাদির অনুরূপ অব্যয়) অন্যান্ অন্তেবাসিনঃ (অন্য শিষ্যগণকে) সমাবর্তয়ন্ (সমাবর্তন করাইয়া ; ব্রহ্মচর্য সমাপ্তির পর গৃহে প্রত্যাগমনের নাম 'সমাবর্তন') তম্ (তাহাকে) হ এব ন (না) সমাবর্তয়তি স্ম (সমাবর্তন করাইলেন) ।

সরলার্থ : উপকোসল কামলায়ন সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্যবাস করিয়া বার বৎসর গুরুর অগ্নি-পরিচর্যা করিয়াছিল। সত্যকাম অন্য শিষ্যদিগকে সমাবর্তন করাইলেন, কিন্তু উপকোসলকে করাইলেন না।

৩২৬. তং জায়োবাচ তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্ পরিচচারীন্মা ত্বাগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন্ প্রব্রূহ্যস্মা ইতি তস্মৈ হাপ্রোচ্যৈব প্রবাসাং চক্রে ॥ ২

অন্বয় : তম্ (সত্যকামকে) জায়া উবাচ (বলিলেন)—তপ্তঃ (তপস্যাযুক্ত বা ক্লিষ্ট) ব্রহ্মচারী কুশলম্ (নৈপুণ্যসহকারে) অগ্নীন্ পরিচচারীৎ (বৈদিকপ্রয়োগ—পরিচচার ; পরিচর্যা করিয়াছিল)। মা (না) ত্বা (তোমাকে) অগ্নয়ঃ (অগ্নিরা) প্রাবোচন (নিন্দা করুক)। প্রব্রূহি (উপদেশ দাও) অস্মৈ (ইহাকে) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ অপ্রোচ্য (উপদেশ না দিয়াই) এব প্রবাসাঞ্চক্রে (প্রবাসে চলিয়া গেলেন)।

সরলার্থ : তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারী তপস্যানিষ্ঠ হইয়া (অথবা ক্লেশ করিয়া) নৈপুণ্যের সহিত অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছে। অগ্নি যেন তোমাকে নিন্দা না করে—তুমি ইহাকে উপদেশ দাও।' কিন্তু তিনি উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন।

মন্তব্য : 'পরিপ্রবোচন' ইত্যাদি। কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ করেন—'তোমার অগ্রে অগ্নিসমূহ যেন ইহাকে উপদেশ না দেয় ; সুতরাং তুমিও ইহাকে উপদেশ দাও।'

৩২৭. স হ ব্যাধিনানশিতুং দধ্রে। তমাচার্যজায়োবাচ ব্রহ্মচারিন্নশান কিং নু নাশ্নাসীতি। স হোবাচ বহব ইমেঽস্মিন্ পুরুষে কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোঽস্মি নাশিষ্যামীতি ॥ ৩

অন্বয় : সঃ (উপকোসল) হ ব্যাধিনা (ব্যাধিবশতঃ ; মানসিক দুঃখবশত) অনশিতুম্ (অনাহারে থাকিতে) দধ্রে (ধারণ করিয়াছিল, মনন করিয়াছিল) তম্ (তাহাকে) আচার্য-জায়া উবাচ—ব্রহ্মচারিন্ ! অশান (অশ্ ; ভোজন কর) কিম্ নু (কেন) ন অশ্নাসি (ভোজন করিতেছ)? ইতি। সঃ (সে) হ উবাচ—বহবঃ (বহু) ইমে কামাঃ (এই সমুদয় কামনা) অস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষে অর্থাৎ আমাতে) নানাত্যয়াঃ (নানাদিকে যাহাদের গতি) ; ব্যাধিভিঃ (ব্যাধিসমূহ দ্বারা) প্রতিপূর্ণঃ (পরিপূর্ণ) অস্মি (হই) ন (না) অশিষ্যামি (ভক্ষণ করিব)।

সরলার্থ : উপকোসল মনোদুঃখে অনশন আরম্ভ করিল। তখন আচার্যজায়া তাঁহাকে বলিলেন—'হে ব্রহ্মচারী, আহার কর ; কেন আহার করিতেছ না ?' উপকোসল বলিল—'এই পুরুষে (অর্থাৎ আমাতে) নানা পথগামী কামনাসকল

রহিয়াছে। আমি নানা ব্যাধিতে (অর্থাৎ মানসিক দুঃখে) পরিপূর্ণ। আমি আহার করিব না।'

৩২৮. অথ হাগ্নয়ঃ সমূদিরে তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্যচারীদ্ধন্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি ॥ ৪

অন্বয় : অথ হ অগ্নয়ঃ সম্ + উদিরে (বলিতে লাগিল)—তপ্তঃ (তপস্যাশীল, ক্লিষ্ট) ব্রহ্মচারী কুশলম্ (নিপুণতার সহিত) নঃ (আমাদিগকে) পরি + অচারীৎ (পরিচর্যা করিয়াছে।) হন্ত (আদরসূচক অব্যয়) অস্মৈ (ইহাকে) প্রব্রবামঃ (উপদেশ দিই) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ উচুঃ (বলিয়াছিল) প্রাণঃ ব্রহ্ম, কম্ (ক—সুখ) ব্রহ্ম ; খম্ (খ—আকাশ) ব্রহ্ম ইতি।

সরলার্থ : তখন অগ্নিগণ (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই তিন অগ্নি) পরস্পর বলিতে লাগিল—'এই তপঃক্লিষ্ট ব্রহ্মচারী সযত্নে আমাদের পরিচর্যা করিয়াছে। আমরা ইহাকে উপদেশ দিই।' তারপর তাহারা বলিল—'প্রাণই ব্রহ্ম ; 'ক' অর্থাৎ সুখই ব্রহ্ম, 'খ' অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম।'

৩২৯. স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম কঞ্চ তু খঞ্চ ন বিজানামীতি। তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণং চ হাস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ ॥ ৫

অন্বয় : সঃ (সে) হ উবাচ (বলিল)—বিজানামি (জানি) অহম্ (আমি) যৎ (যে) প্রাণঃ ব্রহ্ম। কম্ চ (ক অর্থাৎ সুখকে) তু খম্ চ (খ অর্থাৎ আকাশকে) ন বিজানামি ইতি। তে (তাহারা) হ উচুঃ (বলিল) —যৎ (যাহা) বাব কম্ (সুখ), তৎ (তাহা) এব খম্ (আকাশ) ; যৎ এব খম্, তৎ এব কম্ ইতি। প্রাণম্ চ (প্রাণকে) হ অস্মৈ (ইহাকে, উপকোসলকে) তৎ আকাশম্ চ উচুঃ (বলিয়াছিল)।

সরলার্থ : উপকোসল বলিল —"প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা জানি ; কিন্তু 'ক' এবং 'খ' যে ব্রহ্ম, তাহা জানি না।" তাহারা বলিল - "যাহা 'ক' তাহাই 'খ' এবং যাহা 'খ' তাহাই 'ক'।" অগ্নিগণ উপকোসলকে 'ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ'—এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

মন্তব্য : এই মন্ত্রের শেষ অংশের নিম্নলিখিত অর্থ হইতে পারে—(১) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং সেই আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (২) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৩) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং হৃদয়স্থ আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৪) 'ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ'- তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন। (৫) (ব্রহ্মই) প্রাণ এবং হৃদয়াকাশ—তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন।

একাদশ খণ্ড

গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্বগত

৩৩০. অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

অন্বয় : অথ হ এনম্ গার্হপত্যঃ (গার্হপত্য অগ্নি) অনুশশাস (উপদেশ

দিয়াছিল)—পৃথিবী অগ্নিঃ অন্নম্ আদিত্যঃ ইতি। যঃ এষঃ (এই যে) আদিত্যে পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন), সঃ (তিনি) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ; সঃ এব (তিনিই) অহম্ অস্মি ইতি।

সরলার্থ : তারপর গার্হপত্য অগ্নি উপকোসলকে বলিল—পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য (ইহারাই আমার তনু বা ব্রহ্মের তনু)। আদিত্যমণ্ডলে ঐ যে পুরুষকে দেখা যায় তিনি আমি, তিনিই আমি।

৩৩১. স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

অন্বয়ঃ সঃ যঃ এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করে), অপহতে (বৈদিক প্রয়োগ, অপহন্তি—বিনাশ করে) পাপকৃত্যাম্ (পাপকর্মকে) লোকী (লোকবান্) ভবতি (হয়), সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, ন (না) অস্য (ইহার) অবরপুরুষাঃ (অধস্তন পুরুষগণ অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদি) ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় হয়) ; উপ বয়ম্ (আমরা) তম্ (তাহাকে) [উপ] ভুঞ্জামঃ ; (প্রাচীন প্রয়োগ ; উপভুঞ্জমঃ—উপভোগ করি, পালন করি) অস্মিন্ চ লোকে (এই লোকে) অমুষ্মিন্ চ (ঐ লোকেও, পরলোকেও)—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে (দ্বিরুক্তি)।

সরলার্থ : যিনি ইহাকে এইভাবে জানিয়া উপাসনা করেন তাঁহার পাপকর্ম নাশ হয়। তিনি (দক্ষিণাগ্নির) লোক, পূর্ণ আয়ু এবং দীর্ঘজীবন লাভ করেন। তাঁহার সন্তানেরা বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে এবং পরলোকেও আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।

দ্বাদশ খণ্ড

দক্ষিণাগ্নি-বিদ্যা—ব্রহ্ম সর্বগত

৩৩২. অথ হৈনমন্বাহার্যপচনোঽনুশশাসাপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

অন্বয় : অথ হ এনম্ অন্বাহার্যপচনঃ (অন্বাহার্যপচন নামক অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি) অনুশশাস—আপঃ (জল), দিশঃ (দিকসমূহ), নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ) চন্দ্রমাঃ ইতি। যঃ এষঃ চন্দ্রমসি (চন্দ্রমাতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ অহম্ অস্মি, সঃ এব অহম্ অস্মি, ইতি।

সরলার্থ : তারপর দক্ষিণাগ্নি উপকোসলকে এই উপদেশ দিল—জল, দিকসমূহ, নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র—(ইহারা আমার বা ব্রহ্মের তনু)। চন্দ্রে যে পুরুষকে দেখা যায় তিনি আমি, তিনিই আমি।

মন্তব্য : ইষ্টিযজ্ঞে ঋত্বিকদের যে অন্নদক্ষিণা দেওয়া হয় তাহার নাম অন্বাহার্য। সেই অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক হয়। তাই দক্ষিণাগ্নির নাম অন্বাহার্যপচন।

৩৩৩. স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

অন্বয় : সঃ যঃ (২।১১।২ টীকা) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, অপহতে পাপকৃত্যাম্, লোকীভবতি, সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে ; উপ বয়ম্ তম্ ভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে, অমুষ্মিন্ চ ; যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে (৪।১১।২ দ্রঃ)।

সরলার্থ : যিনি ইহাকে এইরকম জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার পাপকর্ম নাশ হয় তিনি (গার্হপত্য অগ্নির) লোক পান, পূর্ণ আয়ু এবং উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন লাভ করেন। তাঁহার সন্তানগণ ক্ষয় পায়না (অর্থাৎ নষ্ট হয় না)। ইহলোকে এবং পরলোকে আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।

ত্রয়োদশ খণ্ড

আহবনীয়াগ্নি-বিদ্যা—ব্রহ্ম সর্বগত

৩৩৪. অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যুদিতি য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

অন্বয় : অথ হ এনম্ আহবনীয়ঃ অনুশশাস—প্রাণঃ আকাশঃ, দ্যৌঃ বিদ্যুৎ ইতি। যঃ এষঃ বিদ্যুতি (বিদ্যুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ অহম্ অস্মি, সঃ এব অহম্ অস্মি ইতি (৪।১১।১ দ্রঃ)।

সরলার্থ : অনন্তর আহবনীয় অগ্নি তাহাকে এই উপদেশ দিল—প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক এবং বিদ্যুৎ—ইহারা (আমার বা ব্রহ্মের তনু)। ঐ বিদ্যুতে যে পুরুষকে দেখা যায় তিনি আমি, তিনিই আমি।

৩৩৫. স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

অন্বয় : সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, অপহতে পাপকৃত্যাম্, লোকীভবতি সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ম্ তম্ ভুঞ্জামঃ, অস্মিন্ চ -যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে।

সরলার্থ : যিনি ইহাকে এই ভাবে জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার পাপকর্ম নাশ হয়, তিনি (আহবনীয় অগ্নির) লোক পান আর পূর্ণ আয়ু ও উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন লাভ করেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা অর্থাৎ সন্তানগণ বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে এবং পরলোকে আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।

চতুর্দশ খণ্ড

অগ্নিবিদ্যার ফল

৩৩৬. তে হোচুরুপকোসলৈষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যাত্মবিদ্যা চাচার্যস্তু তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হাস্যাচার্যস্তমাচার্যোঽভ্যুবাদোপকোসল৩ ইতি ॥ ১

অন্বয়ঃ তে (তাহারা) হ ঊচুঃ (বলিয়াছিল)—উপকোসল ! এষা (এই বিদ্যা) সোম্য ! তে (তোমাকে) অস্মদ্বিদ্যা (আমাদিগের সংক্রান্ত বিদ্যা অর্থাৎ অগ্নিবিদ্যা) আত্মবিদ্যা চ। আচার্যঃ তু তে গতিম্ (গতি) বক্তা (বলিবেন) ইতি। আজগাম (প্রত্যাগত হইলেন) হ অস্য (ইহার) আচার্যঃ। তম্ (তাহাকে) আচার্যঃ অভি + উবাচ (বলিলেন) - উপকোসল ৩ ইতি।

সরলার্থঃ অগ্নিগণ তাহাকে বলিল—উপকোসল, তোমাকে অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা বলিলাম। আচার্য তোমাকে পরলোকে যাইবার পথের কথা বলিবেন। এই সময়ে আচার্য প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন—'উপকোসল—'

মন্তব্যঃ ব্যাখ্যাকারগণ 'গতি' শব্দের অনেক অর্থ করিয়াছেন : (ক) গতি— ফল ; অগ্নিগণ যে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল, তাহার ফল। (খ) গতি—ব্রহ্মজ্ঞান। অগ্নিগণ অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল, এখানে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হইতেছে। (গ) গতি—পথ, পরলোক গমন করিবার পথ, দেবপথ বা ব্রহ্মপথ। ইহার পরবর্তী খণ্ডে এই পথের কথাই বলা হইয়াছে (৪।১৫।৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

৩৩৭. ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি কো নু ত্বানুশশাসেতি কো নু মানুশিষ্যাদ্ভো ইতীহাপেব নিহ্নুত ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতীহাগ্নীনভ্যূদে কিং নু সোম্য কিল তেঽবোচন্নিতি ॥ ২

অন্বয়ঃ ভগবঃ ইতি হ প্রতি শুশ্রাব (প্রত্যুত্তর করিল)। ব্রহ্মবিদঃ ইব (ব্রহ্মবিদের ন্যায়) সোম্য, তে (তোমার) মুখম্ ভাতি (দীপ্তি পাইতেছে)। কঃ (কে) নু ত্বা (তোমাকে) অনুশশাস (অনুশাসন করিয়াছে)? কঃ নু মা (আমাকে) অনুশিষ্যাৎ (উপদেশ দিবে)? ভোঃ ইতি। ইহ (এই বিষয়ে) ইব (যেন) অপ নিহ্নুতে (গোপন করিল)। ইমে (এই সমুদয়, অঙ্গুলিদ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিল —এই অগ্নিসমূহ) নূনম্ (নিশ্চয়ই) ঈদৃশাঃ (এই প্রকার) অন্যাদৃশাঃ (অন্যপ্রকার) ইতি ইহ (এইস্থলে) অগ্নীন্ (অগ্নিসমূহকে লক্ষ্য করিয়া) অভ্যূদে (বলিয়াছিল)—কিম্ (কি) নু সোম্য ! কিল তে (তাহারা কিংবা তোমাকে) অবোচন্ (বলিয়াছে) ইতি ?

সরলার্থঃ উপকোসল উত্তর করিল —'ভগবান্ !' আচার্য বলিলেন, 'তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের মত দীপ্তি পাইতেছে। তোমাকে কে উপদেশ দিয়াছে ?' উপকোসল বলিল— 'ভগবান, কে আমাকে উপদেশ দিবে ?' এই বলিয়া বিষয়টা যেন গোপন করিল। তারপর অগ্নিদের দেখাইয়া বলিল—এই যে অগ্নি, পূর্বে ইহা নিশ্চয়ই অন্য প্রকার ছিল।' 'অগ্নিগণ তোমাকে কি উপদেশ দিয়াছে ?'

মন্তব্যঃ 'ঈদৃশাঃ অন্যাদৃশাঃ' অংশের অর্থ শঙ্কর এই প্রকার করিয়াছেন —'এই অগ্নিগণ এখন এইপ্রকার (ঈদৃশাঃ) কম্পমান বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, পূর্বে অন্যপ্রকার (অন্যাদৃশাঃ) ছিল।' কেহ কেহ অর্থ করেন 'ইহারা কি এই প্রকার না অন্য প্রকার ?'

৩৩৮. ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে লোকান্ বাব কিল সোম্য তেঽবোচন্নহং তু তে তদ্বক্ষ্যামি যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যত ইতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩

অন্বয়ঃ ইদম্ (এই উপদেশ ; কি উপদেশ দিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল 'ইদম্'—এই) ইতি হ প্রতিজজ্ঞে (প্রত্যুত্তর করিল)। লোকান্ (লোকসমূহকে, লোকসমূহের বিষয়কে) বাব কিল (নিশ্চয়ই) সোম্য ! তে (তোমাকে ; কিংবা তাহারা) অবোচন্ (বলিয়াছে) অহম্ (আমি) তু তে তৎ (তাহা অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে) বক্ষ্যামি (বলিব)। যথা পুষ্করপলাশে (পদ্মপত্রে, পুষ্কর—পদ্ম ; পলাশ — পত্র) আপঃ (জল) ন শ্লিষ্যন্তে (সংশ্লিষ্ট হয়), এবম্ (এই প্রকার) এবংবিদি (এবংবিৎ—যিনি এই প্রকার জানেন তিনি) পাপম্ কর্ম ন শ্লিষ্যতে (লিপ্ত হয়) ইতি। ব্রবীতু (বলুন) মে (আমাকে) ভগবান্ ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ।

সরলার্থঃ (অগ্নিগণ তাহাকে সে উপদেশ দিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া উপকোসল) বলিল—'এই উপদেশ।' আচার্য বলিলেন, 'ইহারা তোমাকে লোকসমূহের কথা বলিয়াছে, আমি তোমাকে তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) কথা বলিব। যেমন পদ্মপত্রে জল লাগিয়া থাকে না, তেমনি যিনি ব্রহ্মকে এই ভাবে জানেন তাঁহাকে পাপকর্ম স্পর্শ করে না।' উপকোসল বলিল, 'আপনি আমাকে তাহা বলুন।' আচার্য বলিলেন—।

পঞ্চদশ খণ্ড

অক্ষিপুরুষ ও দেবপথ

৩৩৯. য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তদ্ যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি ॥ ১

অন্বয়ঃ যঃ এষঃ (এই যে) অক্ষিণি (বৈদিক প্রয়োগ, চক্ষুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) এষঃ আত্মা ইতি হ উবাচ (বলিলেন) — এবং (ইহা) অমৃতম্ অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তৎ (সেই জন্য) যদ্যপি অস্মিন্ (এই চক্ষুতে) সর্পিঃ বা (ঘৃত) উদকম্ বা (জল) সিঞ্চতি (নিক্ষেপ করে) বর্ত্মনী এব (চক্ষুর উভয় প্রান্তে, চক্ষুর পক্ষ্মদ্বয়ে) গচ্ছতি (গমন করে)।

সরলার্থঃ আচার্য বলিলেন—চক্ষুতে এই যে পুরুষকে দেখা যায় ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত ও অভয়, এবং ইনিই ব্রহ্ম। এইজন্য যদি কেহ ঘৃত বা জল চক্ষুতে নিক্ষেপ করে, তাহা চক্ষুর দুই প্রান্তে চলিয়া যায়।

৩৪০. এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি সর্বাণি বামান্যভিসংযন্তি সর্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি য এবং বেদ ॥ ২

অন্বয়ঃ এতম্ (ইঁহাকে) সংযদ্বাম ইতি আচক্ষতে (বলা হয়)। এতম্ হি (ইঁহাকে) সর্বাণি বামানি (সমুদয় কল্যাণকর বস্তু) অভিসংযন্তি (সর্বতোভাবে

গমন করে)। সর্বাণি (সমুদয়) এনম্ (এই ব্যক্তিকে) বামানি অভিসংযন্তি, যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

সরলার্থ ঃ ইঁহাকে 'সংযদ্বাম' বলা হয়, কারণ ইনি সমুদয় 'বাম' (অর্থাৎ শোভনীয়, ভজনীয় বস্তুর) আশ্রয়। যিনি এই প্রকার জানেন, সমুদয় কল্যাণ তাঁহাকে আশ্রয় করে।

মন্তব্য ঃ বামানি সংযন্তি অর্থাৎ কল্যাণকর বস্তুসমূহ ইহার নিকট গমন করে, এইজন্য ইহার নাম 'সংযদ্বাম'। 'সংযদ্বাম' এবং 'বামানি সংযন্তি' এতদুভয়ের উচ্চারণের সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য। জয়সনের মতে 'সংযদ্বাম' শব্দের অর্থ 'Love's treasure' অর্থাৎ প্রিয় বস্তুর আধার।

৩৪১. এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্বাণি বামানি নয়তি সর্বাণি বামানি নয়তি য এবং বেদ ॥ ৩

অন্বয় ঃ এষঃ (এই পুরুষ) উ এব বামনীঃ (বাম+নী হইতে) এষঃ হি সর্বাণি বামানি নয়তি (প্রাপ্ত করান), সর্বাণি বামানি নয়তি, যঃ এবম্ বেদ (২য় মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ ইনিই 'বামনী', কারণ তিনি নিখিল 'বাম' (অর্থাৎ কল্যাণ) সকলকে দান করেন। যিনি ইহা জানেন, তিনি সকল কল্যাণের বাহক হন।

৩৪২. এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্বেষু লোকেষু ভাতি সর্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥ ৪

অন্বয় ঃ এষঃ উ এব ভামনীঃ (ভাম—দীপ্তি, নী—প্রাপ্ত করান) এষঃ হি সর্বেষু লোকেষু (সমুদয় লোকে) ভাতি (প্রতিভাত হয়)। সর্বেষু লোকেষু ভাতি, যঃ এবম্ বেদ (৩য় মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ এই পুরুষই 'ভামনী', কারণ ইনিই সর্বলোকে প্রতিভাত হন। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সর্বলোকে দীপ্তি পান।

মন্তব্য ঃ জয়সন বলেন—বামনী = The herald of love ; The prince of love. ভামনী = The prince of radiance.

৩৪৩. অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্বন্তি যদি চ নার্চিষমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ (অনন্তর, মৃত্যুর পর) যৎ (যদি) উ চ এব অস্মিন্ (এই পুরুষে) শব্যম্ (শবকর্ম, অন্ত্যেষ্টিকর্ম) কুর্বন্তি (করে), যদি চ ন (যদি না করে), অর্চিষম্ অর্চি—(জ্যোতি) এব অভি সম্ভবন্তি (প্রাপ্ত হয়), অর্চিষঃ (অর্চি হইতে) অহঃ (দিনকে), অহ্নঃ (দিন হইতে) আপূর্যমাণপক্ষম্ (শুক্লপক্ষকে)। আপূর্যমাণপক্ষাৎ (শুক্লপক্ষ হইতে) যান্ ষট্ [মাসান্] (যে ছয়মাস কাল) উদঙ্ (উত্তর দিকে) এতি (সূর্য গমন করে) মাসান্ (সেই ছয় মাসকে) মাসেভ্যঃ (মাসসমূহ হইতে) সম্বৎসরম্, সম্বৎসরাৎ তান্ আদিত্যম্ ; আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রকে) ; চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্ ; তৎ (সেইস্থানে অর্থাৎ বিদ্যুৎলোকে অবস্থিত) পুরুষঃ (একজন পুরুষ)

অমানবঃ (যে মানব নহে) সঃ (সেই) এনান্ (সেই সমুদয় মনুষ্যকে) গময়তি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়)। এষঃ (ইহাই) দেবপথঃ (ব্রহ্মপথ)। এতেন (এই পথদ্বারা) প্রতিপদ্যমানাঃ (গমন করিয়া) ইমম্ মানবম্ আবর্তম্ (এই মানব-জন্মরূপ আবর্তকে) ন আবর্তন্তে (আবর্তিত হয় না, প্রাপ্ত হয় না) ; ন আবর্তন্তে (দ্বিরুক্তি নিশ্চয় বা সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ যিনি ইহা জানেন, মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হউক বা না হউক, তিনি অর্চিতে (জ্যোতিতে) গমন করেন। তারপর তিনি অর্চি হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয়মাসে, সেই ছয়মাস হইতে সম্বৎসরে সম্বৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে, চন্দ্র হইতে বিদ্যুতে যান। তখন সেই স্থানের এক অমানুষ পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মে লইয়া যান। ইহাই দেবযান ইহাই ব্রহ্মযান। ঐ পথে গেলে আর মানুষকে সংসাররূপ আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ষোড়শ খণ্ড

যজ্ঞ সফলতার নিয়ম

৩৪৪. এষ হ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবত এষ হ যন্নিদং সর্বং পুনাতি যদেষ যন্নিদং সর্বং পুনাতি তস্মাদেষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্তনী ॥ ১

অন্বয় ঃ এষঃ (ইনি) হ বৈ যজ্ঞঃ, যঃ অয়ম্ (এই যিনি) পবতে (পবিত্র করেন) ; এষঃ হ যন্ (গমন করিয়া) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) পুনাতি (পবিত্র করেন)। যৎ (যেহেতু) এষঃ যন্ সর্বম্ ইদম্ পুনাতি, তস্মাৎ (সেইজন্য) এষঃ এব যজ্ঞঃ। তস্য (তাহার) মনঃ চ বাক্ চ বর্তনী (উভয়পথ)।

সরলার্থ ঃ যিনি পবিত্র করেন তিনিই অর্থাৎ বায়ুই যজ্ঞ। তিনি প্রবাহিত হইয়া পবিত্র করেন। যেহেতু তিনি প্রবাহিত হইয়া সমস্ত কিছু পবিত্র করেন, সেইজন্য তিনি যজ্ঞ। মন এবং বাক্য ঐ যজ্ঞের দুইটি পথ।

৩৪৫. তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতাধ্বর্যুরুদ্গাতান্যতরাং স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তয়োঃ (এই দুইটির) অন্যতরাম্ (একটিকে) মনসা (মনদ্বারা) সংস্করোতি (সম্পন্ন করেন, শোধন করেন) ব্রহ্মা। বাচা (বাক্যদ্বারা) হোতা অধ্বর্যুঃ, উদ্গাতা অন্যতরাম্। সঃ (ব্রহ্মা) যত্র (যখন) উপকৃতে (আরম্ভ হইলে) প্রাতঃ অনুবাকে (প্রাতঃকালে পঠনীয় অনুবাক) পুরা (পূর্বে) পরিধানীয়ায়াঃ ('পরিধানীয়ায়া' নামক ঋকের) ব্রহ্মা ব্যববদতি (মৌনভাব পরিত্যাগ করিয়া শব্দ করেন)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক ইহার একটি পথকে মন দ্বারা (অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা, বা মৌনাবলম্বনপূর্বক) সম্পন্ন করেন (বা সংশোধন করেন) ; (এইটি মনোরূপ পথ)। হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা বাক্য দ্বারা অপরটিকে সম্পন্ন করেন ; (এইটি বাক্যরূপ পথ)। প্রাতে যে অনুবাক পাঠ করা হয় তাহা আরম্ভ হইবার পর এবং 'পরিধানীয়' নামের ঋক্ পাঠ করিবার পূর্বে যদি 'ব্রহ্মা' মৌন ত্যাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ

মন্তব্য ঃ 'হু' ধাতু অর্থ আহুতি দেওয়া। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে অতি প্রাচীনকালে 'হোতা' হোম কর্মও সম্পন্ন করিতেন। সোমযজ্ঞে চারি প্রকার ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইয়া থাকে—(১) ঋগ্বেদী ঋত্বিক্—ইহার নাম হোতা। হোতার তিনজন সঙ্গী (ক) মৈত্রাবরুণ, (খ) অচ্ছাবাক, (গ) গ্রাবস্তুব ; মোট চারি জন। (২) যজুর্বেদী অধ্বর্যু—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) প্রতিপ্রস্থাতা, (খ) নেষ্টা, (গ) উন্নেতা ; মোট চারি জন। (৩) সামবেদী উদ্গাতা—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) প্রস্তোতা, (খ) প্রতিহর্তা, (গ) সুব্রহ্মণ্যা ; মোট চারি জন। (৪) ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, (খ) আগ্নীধ্র, (গ) পোতা ; মোট চারি জন। হোতা নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করেন ; অধ্বর্যু হোমদ্রব্য প্রস্তুত ও আহুতি অর্পণ করেন এবং উদ্গাতা সামগান করেন। ব্রহ্মার তিন বেদের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তিনি অপরাপর ঋত্বিকের কার্যের তত্ত্বাবধান করেন এবং ভ্রম সংশোধন করিয়া থাকেন। পরবর্তীকালে 'ব্রহ্মা' অথর্ববেদী ঋত্বিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

৩৪৬. অন্যতরামেব বর্তনীং সংস্করোতি হীয়তেঽন্যতরা স যথৈকপাদ্ ব্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বর্তমানো রিষ্যত্যেবমস্য যজ্ঞো রিষ্যতি যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোঽনুরিষ্যতি স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অন্যতরাম্ এব বর্তনীম্ (দুইটির মধ্যে একটি পথকে) সংস্করোতি (সংস্কার করেন), হীয়তে (হীন হয়) অন্যতরা (মনোরূপ পথটি)। স যথা (যেমন, যে যেমন) একপাদ্ (একপদ বিশিষ্ট) ব্রজন্ (গমন করিয়া), রথঃ বা (অথবা যেমন রথ) একেন চক্রেণ (এক চক্রের সহিত) বর্তমানঃ রিষ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়), এবম্ (এই প্রকার) অস্য (ইহার) যজ্ঞঃ রিষ্যতি। যজ্ঞম্ রিষ্যন্তম্ [অনু] (যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে ; যজ্ঞ বিনাশের অনুগমন করিয়া) যজমানঃ অনু রিষ্যতি। সঃ ইষ্ট্বা (যজ্ঞ করিয়া) পাপীয়ান্ (অধিকতর পাপী) ভবতি (হয়)।

সরলার্থ ঃ তবে তিনি একটি পথকেই (অর্থাৎ বাক্রূপ পথকেই) সংস্কৃত করেন ; কিন্তু অন্য পথটি (অর্থাৎ মনোরূপ পথটি) বিনষ্ট হয়। যেমন একপদ বিশিষ্ট মানুষ কিংবা একচক্র বিশিষ্ট রথ চলিতে গেলে বিনষ্ট হয়, তেমনি ইহার যজ্ঞ নষ্ট হয়। যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে যজমানও বিনষ্ট হয় ; সে যজ্ঞ করিয়া আরো অধিক পাপের ভাগী হয়।

মন্তব্য ঃ 'সঃ যথা'—অনেকস্থলে 'য' কিংবা 'তৎ' শব্দ 'যথা' ও 'যদি' শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। 'যথা' এবং 'যদি' শব্দের অর্থ দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্যই এই প্রকার প্রয়োগ। পালিতে 'শেষ্ যথা', প্রাকৃতে 'সেজ্জহা', 'তম্জহা' ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ 'যেমন', 'সে যেমন'।

৩৪৭. অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদত্যুভে এব বর্তনী সংস্কুর্বন্তি ন হীয়তেঽন্যতরা ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যত্র (যে যজ্ঞে) উপাকৃতে প্রাতঃ অনুবাকে, ন (না) পুরা পরিধানীয়ায়াঃ ব্রহ্মা ব্যববদতি উভে এব বর্তনী (উভয়পথই) সংস্কুর্বন্তি (সংস্কার করেন) ; ন (না) হীয়তে অন্যতরা (একটাও) (২য় মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ আর যে যজ্ঞে প্রাতঃপঠনীয় অনুবাক্ আরম্ভ হইবার পর এবং পরিধানীয় ঋক্ পাঠ করিবার পূর্বে ব্রহ্মা বাক্য উচ্চারণ করেন না, সে যজ্ঞে উভয় পথই সংস্কৃত হয়, কোনটিই নষ্ট হয় না।

৩৪৮. স যথোভয়পাদ্ ব্রজন্ রথো বোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনু প্রতিতিষ্ঠতি স ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ যথা (৪।১৬।৩) উভয়পাৎ (উভয়পদযুক্ত) ব্রজন্ (গমন করিয়া) রথঃ বা উভাভ্যাম্ চক্রাভ্যাম্ (উভয় চক্রের সহিত) বর্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকে, পড়িয়া যায় না), এবম্ অস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি। যজ্ঞম্ [অনু] প্রতিতিষ্ঠন্তম্ অনু (যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে) যজমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি। সঃ ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি (শ্রেয়োলাভ করে)।

সরলার্থ ঃ যেমন দুই পা-যুক্ত লোক কিংবা দুই চাকাযুক্ত রথ চলিবার সময় প্রতিষ্ঠিত থাকে (অর্থাৎ পড়িয়া যায় না), তেমনি সেই যজমানের যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে যজমানের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। যজ্ঞ করিয়া সে শ্রেয়োলাভ করে।

সপ্তদশ খণ্ড

যজ্ঞশোধনে ব্যাহৃতির ব্যবহার

৩৪৯. প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যং দিবঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ প্রজাপতিঃ লোকান্ (লোকসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া) অভি+অতপৎ (তপস্যা করিলেন)। তেষাম্ তপ্যমানানাম্ (সেই অভিতপ্ত লোকসমূহের) রসান্ (রসসমূহকে) প্রাবৃহৎ (উদ্ধৃত করিলেন)—অগ্নিম্ পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে) বায়ুম্ অন্তরিক্ষাৎ (অন্তরিক্ষ হইতে), আদিত্যম্ দিবঃ (দ্যৌ হইতে)।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। সেইসব লোক হইতে তিনি বিভিন্ন রস নিষ্কাশিত করিলেন—পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য।

মন্তব্য ঃ 'অভ্যতপৎ'—কেহ কেহ বলেন 'লোকান্ অভ্যতপৎ'—লোকসমূহকে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। 'তপ্' ধাতুর মৌলিক অর্থ উত্তপ্ত করা।

৩৫০. স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপত্তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নেঋচো বায়োর্যজূংষি সামান্যাদিত্যাৎ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ এতাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতাকে লক্ষ করিয়া) অভ্যতপৎ। তাসাম্ তপ্যমানানাম্ (তপ্যমান দেবসমূহের) রসান্ প্রাবৃহৎ—অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) ঋচঃ (ঋক্সমূহকে), বায়োঃ (বায়ু হইতে) যজূংসি (যজুঃসমূহকে), সামানি (সামসমূহকে) আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) [১মঃ দ্রঃ।]

সরলার্থ ঃ তিনি এই তিন দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। তপ্যমান দেবগণ হইতে তিনি এইসব রস উদ্ধৃত করিলেন—অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুঃ এবং আদিত্য হইতে সাম।

৩৫১. স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপত্তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ভূরিত্যৃগ্ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ ॥ ৩

অন্বয় : সঃ এতাম্ ত্রয়ীম্ বিদ্যাম্ (এই ত্রয়ীবিদ্যাকে লক্ষ করিয়া) অভ্যতপৎ। তস্যাঃ তপ্যমানায়াঃ (তপ্যমান ত্রয়ীবিদ্যার) রসান্ প্রাবৃহৎ—ভূঃ ইতি ঋগ্ভ্যঃ (ঋক্‌সমূহ হইতে) ভুবঃ ইতি যজুর্ভ্যঃ (যজুঃসমূহ হইতে) স্বঃ ইতি সামভ্যঃ (সামসমূহ হইতে) [২য় মঃ দ্রঃ]।

সরলার্থ : প্রজাপতি এই ত্রয়ীবিদ্যাকে (লক্ষ করিয়া) তপস্যা করিলেন। তপ্যমান ত্রয়ীবিদ্যা হইতে রসসমূহ উদ্ধৃত করিলেন—ঋক্ হইতে ভূঃ, যজুঃ হইতে ভুবঃ এবং সাম হইতে স্বঃ।

৩৫২. তদ্ যদ্যৃক্তো রিষ্যেদ্ ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াদৃচামেব তদ্রসেনর্চাং বীর্যেণর্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি ॥ ৪

অন্বয় : তৎ (সেই জন্য) যদি ঋক্‌তঃ (ঋক হইতে, ঋক্ সংক্রান্ত দোষবশতঃ) রিষ্যেৎ (যজ্ঞের অনিষ্ট হয়)—ভূঃ স্বাহা ইতি গার্হপত্যে (গার্হপত্য অগ্নিতে) জুহুয়াৎ (হোম করিবে)। ঋচাম্ এব (ঋক্‌সমূহের) তৎ রসেন (সেই রসদ্বারা) ঋচাম্ বীর্যেণ (বীর্যদ্বারা) ঋচাম্ (ঋকের) যজ্ঞস্য (যজ্ঞের) বিরিষ্টম্ (অনিষ্টকে) সন্দধাতি (প্রতিবিধান করে)।

সরলার্থ : সেই জন্য যদি ঋক্ প্রয়োগের দোষে যজ্ঞের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'ভূঃ স্বাহা' বলিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিবে। তাহা হইলে ঋক্ প্রয়োগের দোশবষত যজ্ঞের যে দোষ হইতে পারিত, ঋক্‌সমূহের রসদ্বারা, ঋক্‌সমূহের বীর্যদ্বারা তাহার প্রতিবিধান হইবে।

৩৫৩. অথ যদি যজুষ্টো রিষ্যেদ্ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াদ্ যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি ॥ ৫

অন্বয় : অথ যদি যজুষ্টঃ (যজুঃ প্রয়োগের দোষবশতঃ) রিষ্যেৎ, ভুবঃ স্বাহা ইতি দক্ষিণাগ্নৌ (দক্ষিণাগ্নিতে) জুহুয়াৎ; যজুষাম্ (যজুঃসমূহের) এব তৎ রসেন, যজুষাম্ বীর্যেণ, যজুষাম্ যজ্ঞস্য বিরিষ্টম্ সন্দধাতি (৪র্থ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : যদি যজুঃপ্রয়োগের দোষে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'ভুবঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে। তাহা হইলে যজুঃসমূহের রসে ও বীর্যে সেই দোষের প্রতিবিধান হইবে।

৩৫৪. অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি ॥ ৬

অন্বয় : অথ যদি সামতঃ (সামপ্রয়োগের দোষবশতঃ) রিষ্যেৎ, স্বঃ স্বাহা ইতি আহবনীয়ে (আহবনীয় অগ্নিতে) জুহুয়াৎ। সাম্নাম্ (সামসমূহের) এব তৎ রসেন, সাম্নাম্ বীর্যেণ সাম্নাম্ যজ্ঞস্য বিরিষ্টম্ সন্দধাতি (৪র্থ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : যদি সামপ্রয়োগের ত্রুটিবশত কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'স্বঃ স্বাহা' এই বলিয়া আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে। তাহা হইলে সামসমূহের রসে ও বীর্যে সেই ক্ষতির প্রতিবিধান হইবে।

৩৫৫. তদ্ যথা লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ সুবর্ণেন রজতং রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দারু চর্মণা ॥ ৭

৩৫৬. এবমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি ॥ ৮

অন্বয় : তৎ যথা (যেমন) লবণেন (লবণ দ্বারা) সুবর্ণম্ সন্দধ্যাৎ (সংযোজিত করে), সুবর্ণেন রজতম্, রজতেন ত্রপু (রাংকে), ত্রপুণা (ত্রপুদ্বারা) সীসম্, সীসেন লোহম্ লোহেন দারু (কাষ্ঠকে), দারু (দারুকে) চর্মণা (চর্মদ্বারা)। এবম্ (এই প্রকার) এষাম্ লোকানাম্ (এই লোকসমূহের) আসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবতাসমূহের) অস্যাঃ ত্রয্যাঃ বিদ্যায়াঃ (এই ত্রয়ী বিদ্যার) বীর্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টম্ সন্দধাতি। ভেষজকৃতঃ (সুচিকিৎসিত) হ বৈ এষঃ যজ্ঞঃ, যত্র (যে যজ্ঞে) এবংবিদ্ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) ব্রহ্মা ভবতি (হয়) (৪র্থ মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ : যেমন লবণদ্বারা সোনাকে সোনাদ্বারা রূপাকে, রূপাদ্বারা রাংকে, রাংদ্বারা সীসাকে, সীসাদ্বারা লোহাকে এবং লোহা ও চর্মদ্বারা কাঠকে সংযোজিত করা হয়, তেমনি এই লোকসমূহের, এই দেবগণের এবং এই ত্রয়ীবিদ্যার বীর্য দ্বারা যজ্ঞের অনিষ্টের প্রতিবিধান করা হয়। এইরকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্ম যে যজ্ঞে ঋত্বিক্ হন, সেই যজ্ঞ সুচিকিৎসিত (সংস্কৃত) হয়।

৩৫৭. এষ হ বা উদক্ প্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদং হ বা এষা ব্রহ্মাণমনু গাথা—যতো যত আবর্ততে তত্তদ্ গচ্ছতি ॥ ৯

অন্বয় : এষঃ (এই) হ বৈ উদক্ প্রবণঃ (উত্তরদিকে নিম্ন অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে যাইবার উপায়) যজ্ঞঃ, যত্র এবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি। এবংবিদম্ হ বৈ এষা (এই) ব্রহ্মাণম্ অনু (ব্রহ্মাকে লক্ষ করিয়া) গাথা—যতঃ যতঃ (যেখানে, যেখানে) আবর্ততে (ক্ষতযুক্ত হয়—শঙ্কর; কিংবা মন্ত্রের আবৃত্তি হয়), তৎ তৎ (সেই সেই স্থানে) গচ্ছতি (গমন করে)।

সরলার্থ : এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞের ঋত্বিক্ সেই যজ্ঞ উত্তরায়ণ পথে যাইবার উপায়স্বরূপ। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মার বিষয়ে এইরকম একটি গাথা আছে—'যে যে স্থানে ক্ষত হয় ব্রহ্মা সেই সেই স্থানে যান (কিংবা যেখানে যেখানে মন্ত্রের আবৃত্তি হয় সেই সেই স্থানে ব্রহ্মা যান।'

মন্তব্য : গাথা—আনন্দগিরি বলেন, গায়ত্র্যাদি ছন্দ ছাড়া অপর ছন্দে যাহা রচিত তাহাই 'গাথা'। পিঙ্গলসূত্রেও আছে—ছন্দঃশাস্ত্রে যাহার উল্লেখ নাই, অথচ প্রয়োগ আছে তাহাই গাথা (৮।১)। ঐতরেয় আরণ্যকে লিখিত আছে যে ঋক্ মন্ত্রাদি অপৌরুষেয় এবং গাথা মানবরচিত (৭।১৮)। যে সকল কবিতা মন্ত্র নয়, সেই সকল কবিতাকে প্রাচীনকালে গাথা বলা হইত।

'যতঃ যতঃ আবর্ততে'—কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন, যে স্থলে ব্রহ্মা-পুরোহিত গমন করেন, সেই স্থলে সাধারণ মানুষও গমন করে।

৩৫৮. মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্কুরূনশ্বাভিরক্ষত্যেবংবিদ্ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্বাংশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি তস্মাদেবংবিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্বীত নানেবংবিদং নানেবংবিদম্ ॥ ১০

অন্বয় : মানবঃ (মননশীল বা মৌনাবলম্বী) ব্রহ্মা এব একঃ ঋত্বিক্। কুরূন্

(কুরূদিগকে ; শঙ্করের মতে কুরুকর্তা বা যোদ্ধা। এখানে কুরুবংশীয় না বলিয়া শঙ্কর 'সাধারণ যোদ্ধৃগণ' বলিয়াছেন) অশ্বা (ঘোটকী) অভিরক্ষতি (রক্ষা করিয়া থাকে)। এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞম্ যজমানম্ সর্বান্ চ ঋত্বিজঃ (এবং সমুদয় ঋত্বিককে) অভিরক্ষতি। তস্মাৎ (সেই জন্য) এবংবিদম্ এব ব্রহ্মাণম্ (এইপ্রকার জ্ঞানী ব্রহ্মাকেই) কুর্বীত (নিযুক্ত করিবে) ; ন (না) অনেবংবিদম্ (ন এবংবিদম্— এইপ্রকার জ্ঞান যাহার নাই তাহাকে) ; ন অনেবংবিদম্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক কিংবা গুরুত্বসূচক)।

সরলার্থ ঃ মননশীল (বা মৌনাবলম্বী) ব্রহ্মাই একমাত্র ঋত্বিক্। যেমন ঘোটকী কুরুগণকে (কিংবা যোদ্ধৃগণকে) রক্ষা করিয়া থাকে, তেমনি এইপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যজ্ঞ, যজমান ও সব ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করেন। তাই যিনি এইপ্রকার জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মা-ঋত্বিকরূপে নিযুক্ত করিবে। যে জানে না তাহাকে নিযুক্ত করিবে না।

মন্তব্য ঃ 'অশ্বা'—Deussen, Bohtlingk ও Roth 'অশ্বা' স্থলে 'শ্বা' গ্রহণ করিয়াছেন। শ্বা—কুকুর। কেহ কেহ বলেন কুরূন্—যজ্ঞকর্তৃগণ। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে—কুকুর যেমন যজ্ঞকারিগণকে রক্ষা করে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ—প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব

৩৫৯. যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ জেষ্ঠম্ চ (জ্যেষ্ঠকে) শ্রেষ্ঠম্ চ (এবং শ্রেষ্ঠকে) বেদ (জানেন) জ্যেষ্ঠঃ চ হ বৈ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি (হন)। প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ।

সরলার্থ ঃ যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠই হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ;

৩৬০. যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি বাগ্ বাব বসিষ্ঠঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ বসিষ্ঠম্ বেদ, বসিষ্ঠঃ হ স্বানাম্ (স্বজনগণের) ভবতি। বাক্ বাব বসিষ্ঠঃ।

সরলার্থ ঃ যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি স্বজনের মধ্যে (কিংবা স্বজনের) বসিষ্ঠই হন ! বাক্‌ই বসিষ্ঠ।

মন্তব্য ঃ বসিষ্ঠ—অতিশয় বসুমান অর্থাৎ অতিশয় ধনশালী। শঙ্কর ও আনন্দগিরির মতে অন্য অর্থও হয়, যেমন—বাসয়িতা, যিনি অপরকে বাস করান ; আচ্ছাদয়িতা, যিনি পরিচ্ছদাদি দ্বারা অপরকে আচ্ছাদন করেন।

৩৬১. যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ॥ ৩

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাম্ (প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি = প্রতিষ্ঠা) বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি [প্রতিতিষ্ঠতি হ] (প্রতিষ্ঠালাভ করেন) অস্মিন্ চ লোকে (এই লোকে) অমুষ্মিন্ চ (ঐ লোকে)। চক্ষুঃ বাব প্রতিষ্ঠা।

সরলার্থ ঃ যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা।

৩৬২. যো হ বৈ সম্পদং বেদ সং হাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥ ৪

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ সম্পদম্ বেদ, সম্ [পদ্যন্তে] হ অস্মৈ (ইহার জন্য) কামাঃ (কাম্যবস্তুসমূহ) [সম্] পদ্যন্তে (উপস্থিত হয়) দৈবাঃ চ (দেবসম্বন্ধী ভোগ্যবস্তুসমূহ) মানুষাঃ চ (মানবসংক্রান্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ)। শ্রোত্রম্ বাব সম্পৎ।

সরলার্থ ঃ যিনি সম্পদকে জানেন, দৈব এবং মানবীয় সমস্ত কাম্যবস্তুই তাঁহার জন্য উপস্থিত হয়। শ্রোত্রই সম্পদ।

৩৬৩. যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনো হ বা আয়তনম্ ॥ ৫

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ আয়তনম্ (আশ্রয়কে) বেদ, আয়তনম্ হ স্বানাম্ ভবতি। মনঃ হ বৈ আয়তনম্।

সরলার্থ ঃ যিনি আয়তনকে (অর্থাৎ আশ্রয়কে) জানেন, তিনি স্বজনবর্গের, আয়তনই হন। মনই আয়তন।

৩৬৪. অথ হ প্রাণাঃ অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহং শ্রেয়ানস্মীতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ হ প্রাণাঃ অহম্ শ্রেয়সি (অহম্ শ্রেয়স্ অর্থাৎ আমি শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে ; কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে) ব্যূদিরে (বিবাদ করিয়াছিল)—অহম্ (আমি) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) অস্মি (হই) অহম্ শ্রেয়ান্ অস্মি ইতি।

সরলার্থ ঃ এক সময়ে 'কে শ্রেষ্ঠ' এই বিষয়ে প্রাণসমূহের মধ্যে কলহ হইয়াছিল। সকলেই বলিল—'আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ'।

মন্তব্য ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং মন—ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একজন দেবতার অধিষ্ঠান এবং প্রাণদেবতার বিভিন্ন প্রকাশ।

৩৬৫. তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিম্ পিতরম্ (পিতা প্রজাপতিকে) এত্য (গমন করিয়া) উচুঃ (বলিল) ভগবন্ কঃ (কে) নঃ (আমাদিগের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ ? ইতি তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে (তোমাদিগের মধ্যে যে বহির্গত হইলে) শরীরম্ পাপিষ্ঠতরম্ ইব (সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠের ন্যায় ; হীন অপেক্ষাও হীনতরের ন্যায়) দৃশ্যেত (দৃষ্ট হয়), সঃ (সে) বঃ (তোমাদিগের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ সেই প্রাণিগণ পিতা প্রজাপতির কাছে গিয়া বলিল—ভগবান্, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?' তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—'তোমাদের মধ্যে যে বাহির হইয়া গেলে শরীর পাপিষ্ঠতর (অর্থাৎ হীন অপেক্ষাও হীনতর) হয়, সেই শ্রেষ্ঠ।'

৩৬৬. সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৮

অন্বয় ঃ সা হ বাক্ (সেই বাক্) উৎচক্রাম (উৎক্রান্ত হইল)। সা সম্বৎসরম্ প্রোষ্য (প্রবাস করিয়া) পর্যেত্য (পুনরাগমন করিয়া) উবাচ (বলিল)—কথম্ (কি প্রকারে) অশকত (সমর্থ হইয়াছিলে) ঋতে মৎ (আমা বিনা) জীবিতুম্ (জীবনধারণ করিতে) ইতি। যথা কলাঃ (মূকগণ) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়া) প্রাণন্তঃ (প্রাণ ধারণ করিয়া) প্রাণেন (প্রাণের সাহায্যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি দ্বারা), পশ্যন্তঃ (দেখিয়া) চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা), শৃণ্বন্তঃ (শ্রবণ করিয়া) শ্রোত্রেণ (কর্ণদ্বারা), ধ্যায়ন্তঃ (চিন্তা করিয়া) মনসা (মনদ্বারা)—এবম্ (এই প্রকার) ইতি। প্রবিবেশ (প্রবেশ করিল) হ বাক্।

সরলার্থ ঃ বাক্ দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে এক বৎসর বাহিরে থাকিবার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'আমার অভাবে তোমরা কিভাবে বাঁচিয়াছিলে ? অন্য ইন্দ্রিয়েরা বলিল—'মূক যেমন কথা বলে না, অথচ নিশ্বাস দ্বারা জীবনধারণা করে, চক্ষু দ্বারা দেখে, কর্ণ দ্বারা শোনে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরাও জীবিত ছিলাম)।' তারপর বাক্ দেহে প্রবেশ করিল।

৩৬৭. চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথান্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ চক্ষুঃ হ উৎচক্রাম। তৎ (সে) সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পর্যেত্য উবাচ—কথম্ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্ ? ইতি। যথা অন্ধাঃ (অন্ধগণ) অপশ্যন্তঃ (দর্শন না করিয়া) প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ (কথা বলিয়া) বাচা (বাগিন্দ্রিয় দ্বারা), শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তঃ মনসা—এবম্ ইতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ (৫।১।৮ মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ তখন চক্ষু দেহ হইতে চলিয়া গেল। সে এক বছর প্রবাসে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আমার অভাবে তোমরা কি করিয়া বাঁচিয়াছিলে ?' (অন্য ইন্দ্রিয়েরা বলিল)—'অন্ধ যেমন দেখিতে পায় না, অথচ নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়া বাঁচিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলে, কর্ণ দ্বারা শোনে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরা জীবিত ছিলাম)।' তখন দর্শনেন্দ্রিয় দেহে প্রবেশ করিল।

৩৬৮. শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০

অন্বয় ঃ শ্রোত্রম্ হ উৎচক্রাম। তৎ সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পর্যেত্য উবাচ—কথম্ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্ ? ইতি যথা বধিরাঃ (বধিরগণ) অশৃণ্বন্তঃ (শ্রবণ না করিয়া) প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, ধ্যায়ন্তঃ মনসা—এবম্ ইতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ (৮ম ও ৯ম মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ তারপর কর্ণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে এক বছর প্রবাসে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আমার অভাবে তোমরা কিভাবে বাঁচিয়াছিলে ?' (অন্য সব ইন্দ্রিয়েরা বলিল)—'যেমন বধিরেরা শুনিতে পায় না, অথচ নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়া বাঁচিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলে, চক্ষু দ্বারা দেখে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরাও জীবিত ছিলাম)।' তখন কর্ণ দেহে প্রবেশ করিল

৩৬৯. মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ মনঃ হ উৎচক্রাম। তৎ সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পর্যেত্য উবাচ—কথম্ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্ ইতি। যথা বালাঃ (শিশুগণ) অমনসঃ (মনন অর্থাৎ চিন্তা না করিয়া) প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ—এবম্ ইতি। প্রবিবেশ হ মনঃ (৮ম ও ৯ম মন্ত্রঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ তখন মন দেহ ছাড়িয়া গেল। সে এক বছর প্রবাসে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার অভাবে তোমরা কিভাবে বাঁচিয়াছিলে ?' অন্য

ইন্দ্রিয়েরা বলিল, 'শিশু যেমন চিন্তা করে না, কিন্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়া বাঁচে, বাক্ দ্বারা কথা বলে, চক্ষু দ্বারা দেখে, কর্ণ দ্বারা শোনে, তেমনি (আমরাও জীবিত ছিলাম)।' তখন মন দেহে প্রবেশ করিল।

৩৭০. অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড়্বীশ-শঙ্কূন্ সংখিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদত্তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি ॥ ১২

অন্বয়ঃ অথ হ প্রাণঃ উৎচিক্রমিষন্ (উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে) সঃ যথা সুহয়ঃ (উৎকৃষ্ট অশ্ব) পড়্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধনের জন্য খুঁটাসমূহ, শঙ্কু—খুঁটা) সংখিদেৎ (বৈদিক প্রয়োগ=সংখিন্দেৎ—সমুৎপাটিত করে) এবম্ (এই প্রকার) ইতরান্ প্রাণান্ (অপরাপর প্রাণসমূহকে) সম্ অখিদৎ (বৈদিক প্রয়োগ=সমখিন্দৎ সমুৎপাটিত করিল)। তম্ (তাহার নিকট) হ অভিসমেত্য (একত্র আগমন করিয়া) উচুঃ (বলিয়াছিল)—ভগবন্, এধি (হউন, অর্থাৎ 'প্রভু' হউন); ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদিগের) শ্রেষ্ঠঃ অসি (হইতেছেন)। মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণ করিবেন না)।

সরলার্থঃ যখন প্রাণ দেহ ছাড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন পা বাঁধিয়া রাখিবার খুঁটিসমূহ উৎপাটিত করে, তেমনি প্রাণও অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিল। তখন তাহারা প্রাণের নিকট যাইয়া বলিল—'ভগবান্, আপনিই আমাদের প্রভু হউন; আপনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আপনি ছাড়িয়া যাইবেন না'

মন্তব্যঃ পড়্বীশ—আনন্দগিরি বলেন ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'পদ্বীশ' হওয়া উচিত। 'পদ্বীশ' স্থলে 'পড়্বীশ' বৈদিক। কিন্তু কি প্রকারে ইহার উৎপত্তি হইল তাহা বলা কঠিন। তবে ইহার অর্থ যে 'পাদবন্ধন' সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। Roth (রথ) বলেন—'পদ্' হইতে পড্; ইহার অর্থ পদ; বীশ—বন্ধন। কেহ কেহ বলেন পশ্ ধাতু হইতে 'পড়্বীশ' হইয়াছে। এই পশ্ ধাতুর অর্থ 'বহন করা' এবং 'পশ্' শব্দের অর্থ বন্ধন বা বন্ধনরজ্জু।

৩৭১. অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাসীতি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ অথ হ এনম্ (ইহাকে, মুখ্যপ্রাণকে) বাক্ উবাচ—যৎ (যে, যদি) অহম্ (আমি) বসিষ্ঠঃ অস্মি (হই), ত্বম্ (আপনি) তৎ বসিষ্ঠঃ (সেই প্রকার বসিষ্ঠগুণসম্পন্ন; কিংবা তৎ—তাহা হইলে) অসি (হইতেছেন) ইতি। অথ হ এনম্ চক্ষুঃ উবাচ—যৎ অহম্ প্রতিষ্ঠা অস্মি ত্বম্ তৎ প্রতিষ্ঠা (সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা; কিংবা তৎ—তবে) অসি ইতি।

সরলার্থঃ তখন বাক্ তাহাকে বলিল—'আমি যদি বসিষ্ঠ হই, তাহা হইলে আপনিও বসিষ্ঠ (কিংবা আপনিও সেই প্রকার বসিষ্ঠ)।' তাহার পর চক্ষু তাহাকে বলিল—'আমি যদি প্রতিষ্ঠা হই, তাহা হইলে আপনিও প্রতিষ্ঠা (কিংবা আপনি সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা)।'

৩৭২. অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ অথ হ এনম্ শ্রোত্রম্ উবাচ—যৎ অহম্ সম্পৎ অস্মি ত্বম্ তৎ সম্পৎ (সেই প্রকার সম্পদ; বা 'তৎ'—তবে) ইতি অথ হ এনম্ মনঃ উবাচ—যৎ অহম্ আয়তনম্ (আশ্রয়) অস্মি, ত্বম্ তৎ আয়তনম্ (সেই প্রকার আয়তন; কিংবা তৎ—তাহা হইলে) অসি ইতি। [৫।১।১৩ মন্ত্র দ্রঃ]

সরলার্থঃ তারপর কর্ণ বলিল—'আমি যদি সম্পদ হই, তবে আপনিও সম্পদ (কিংবা সেই প্রকার সম্পদ)।' মন বলিল, 'আমি যদি আয়তন হই, আপনিও আয়তন (কিংবা সেই প্রকার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়)।'

৩৭৩. ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ন (না) বৈ বাচঃ (বাক্সমূহ) ন চক্ষূংষি (চক্ষুসমূহ) নো শ্রোত্রাণি (শ্রোত্রসমূহ) ন মনাংসি (মনসমূহ) ইতি আচক্ষতে (বলিয়া থাকে)। প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ) ইতি এব আচক্ষতে। প্রাণঃ হি এব এতানি সর্বাণি (এই সমুদয়) ভবতি (হয়)।

সরলার্থঃ এইজন্য পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়বর্গকে বাক বলেন না, চক্ষু বলেন না, কর্ণ বলেন না, মন বলেন না, ইহাদের প্রাণই বলিয়া থাকেন। প্রাণই এই সব হইয়াছেন।

মন্তব্যঃ ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ—এই প্রতিপাদ্য বিষয় কৌষীতকি (২।১৪), বৃহদারণ্যক (১।৩।২-৭) এবং প্রশ্ন (২।২-১৩) মন্ত্রসমূহে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাণোপাসনা

৩৭৪. স হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ॥ ১

অন্বয়ঃ সঃ (সে) হ উবাচ (বলিল)—কিম্ (কি) মে (আমার) অন্নম্ ভবিষ্যতি (হইবে)? ইতি। যৎ (যাহা) কিম্+চিৎ (কিছু) ইদম্ (এই) আশ্বভ্যঃ ('শ্বন্' হইতে; কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া) আশকুনিভ্যঃ (পক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া; শকুনি—পক্ষী) ইতি হ উচুঃ (বলিয়াছিল)। তৎ বৈ এতৎ (সেই এই) অনস্য (প্রাণের; অন—প্রাণ) অন্নম্। অনঃ ('অন' এই শব্দ) হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্। ন হ বৈ এবংবিদি (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে) কিম্+চন (কিছুই) অনন্নম্ (ন+অন্নম্—অন্ন নয় এমন, অভক্ষ্য) (হয়)।

সরলার্থঃ মুখ্য প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার অন্ন কি হইবে?' অন্য ইন্দ্রিয়েরা বলিল, 'কুকুর ও শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই।' এই সবই প্রাণের অন্ন। 'অন' এই নাম সাক্ষাৎ (প্রাণবাচক)। যিনি এই রকম জানেন তাঁহার নিকট কিছুই অভক্ষ্য নয়।

মন্তব্যঃ 'অন' শব্দের সহিত উপসর্গযোগে প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ইত্যাদি

নিষ্পন্ন হয়। প্র + অন—প্রাণ ; অপ + অন—অপান ; সম + আ + অন—সমান ; উৎ + আ + অন—উদান ; বি + আ + অন—ব্যান। 'অন' এবং 'অন্ন' বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক ; উচ্চারণের সাদৃশ্যে উভয়ের সংযোগ দেখান হইয়াছে।

৩৭৫. স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুস্তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ—কিম্ মে বাসঃ (বস্ত্র) ভবিষ্যতি? ইতি। (১মঃ দ্রঃ) আপঃ (জল) ইতি হ ঊচুঃ। তস্মাৎ (সেই জন্য) বৈ এতৎ (ইহাকে) অশিষ্যন্তঃ (ভোজন করিবে এমন লোকসমূহ) পুরস্তাৎ (পূর্বে) চ উপরিষ্টাৎ (পরেও) চ অদ্ভিঃ (জলদ্বারা) পরিদধতি (পরিধান করে, বেষ্টন করে)। লম্ভুকঃ (যে লাভ করে ; লব্ধা) হ বাসঃ (বাস অর্থাৎ আচ্ছাদনকে) ভবতি (হয়) ; অনগ্নঃ (নগ্ন নয় ; পরিহিত বস্ত্র) হ ভবতি।

সরলার্থ ঃ প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—'আমার বসন কি হইবে?' তাহারা বলিল—'জল (আপনার বস্ত্র হইবে)।' তাই লোকে ভোজনের পূর্বে ও পরে অন্নকে জল দিয়া বেষ্টন করে। (যিনি এইরকম জানেন তিনি) অন্ন-বস্ত্র লাভ করেন, কখনো নগ্ন থাকেন না।

মন্তব্য ঃ ভোজনের পূর্বে ও পরে যে আচমনের বিধি আছে তাহাতে প্রাণের বাস বা আচ্ছাদনের দৃষ্টি আরোপিত হইয়াছে।

৩৭৬. তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ হ এতৎ (সেই ইহাকে) সত্যকামঃ জাবালঃ গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায় (ব্যাঘ্রপদের অপত্য গোশ্রুতিকে) উক্ত্বা (বলিয়া) উবাচ—যদ্যপি এনৎ (এই উপদেশকে) শুষ্কায় স্থাণবে (শুষ্ক স্থাণুতে ; স্থাণু—শাখাপল্লবহীন বৃক্ষকাণ্ড) ব্রূয়াৎ (বলা হয়), জায়েরন্ (উৎপন্ন হইতে পারে) এব অস্মিন্ (এই স্থাণুতে) শাখা প্ররোহেয়ুঃ (উদ্গত হইবে) পলাশানি (পত্রসমূহ) ইতি।

সরলার্থ ঃ সত্যকাম জাবাল ব্যাঘ্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যদি নীরস বৃক্ষকাণ্ডকেও এই উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাতেও শাখা উদ্গত এবং পত্ররাশি আবির্ভূত হইতে পারে।

মন্তব্য ঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং বুড়িলকেও 'বৈয়াঘ্রপদ্য' বলা হইয়াছে (৫।১৪।১ ; ৫।১৬।১)। শাঙ্খায়ন আরণ্যকে গোশ্রুতির নামোল্লেখ আছে (১১।৭)।

৩৭৭. অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যদি মহৎ (মহত্ত্বকে) জিগমিষেৎ (প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে), অমাবাস্যায়াম্ (অমাবস্যাতে) দীক্ষিত্বা (দীক্ষা গ্রহণ করিয়া) পৌর্ণমাস্যাম্ রাত্রৌ (পূর্ণিমা রজনীতে) সর্বৌষধস্য (সমুদয় ওষধির) মন্থম্ (বিভিন্ন ওষধি একত্র পেষণ করিলে যে পিষ্ট হয়, তাহার নাম মন্থ) দধিমধুনোঃ (দধি ও মধুতে) উপমথ্য (মন্থন বা মিশ্রিত করিয়া) জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা (জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্যে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ (অগ্নিতে) আজ্যস্য (আজ্যের, আজ্যকে ; শংকরের মতে—আজ্য-নিক্ষেপ স্থলে ; আজ্য—ঘৃত) হুত্বা (আহুতি দিয়া) মন্থে (যে মন্থ পূর্বে প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেই মন্থে ; কিংবা মন্থপাত্রে) সম্পাতম্ (পাত্র সংলগ্ন হোমের অবশিষ্টাংশকে)। অবনয়েৎ (নিম্নে নিক্ষেপ করিবে)।

সরলার্থ ঃ যদি কেহ মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে তবে সে অমাবস্যাতে দীক্ষা নিয়া পূর্ণিমা-রাত্রিতে নানা প্রকার ওষধি মিশাইয়া পেষণ করিবে। সেই মন্থকে দধি ও মধুর সহিত মিলাইয়া 'জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে ঘৃত এবং মন্থন-পাত্রে সম্পাৎ (হোমের অবশিষ্টাংশ) নিক্ষেপ করিবে।

৩৭৮. বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সম্পদে স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ। আয়তনায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৫

অন্বয় ঃ বসিষ্ঠায় স্বাহা (বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ। প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা (প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ। সম্পদে স্বাহা (সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ। আয়তনায় স্বাহা (আশ্রয়ের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ (৪র্থ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে।

৩৭৯. অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমো নামাস্যমা হি তে সর্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ স মা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্বমসানীতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ প্রতিসৃপ্য (অগ্নি হইতে দূরে যাইয়া) অঞ্জলৌ (অঞ্জলিতে) মন্থম্ আধায় (গ্রহণ করিয়া) জপতি (জপ করে)—অমঃ নাম অসি (হও) ; অমা (সহিত) হি তে (তোমার ; তে অমা—তোমার সহিত) সর্বম্ ইদম্ (এই সমুদয়)। সঃ (তিনি) হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ, রাজা (রাজা বা দীপ্তিমান্) অধিপতিঃ। সঃ মা (আমাকে) জ্যৈষ্ঠ্যম্ (জ্যেষ্ঠত্ব গুণকে) শ্রৈষ্ঠ্যম্ (শ্রেষ্ঠত্বকে) রাজ্যম্ (দীপ্তিকে বা রাজ্যকে) আধিপত্যম্ গময়তু (প্রাপ্ত করান) অহম্ (আমি) এব ইদম্ সর্বম্ অসানি (হই) ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর অগ্নি হইতে কিছু দূরে সরিয়া মন্থ হাতে নিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে—হে মন্থ (অর্থাৎ হে প্রাণ), তোমার নাম অম ; এই সবকিছু তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি (অর্থাৎ মন্থরূপী প্রাণ) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, দীপ্তিমান এবং অধিপতি।

তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, দীপ্তি ও আধিপত্য দান করুন। আমি সর্বাত্মক হইতে চাই।

মন্তব্য ঃ শঙ্কর বলেন, 'অমা' প্রাণের একটি নাম।

৩৮০. অথ খল্বেতয়র্চা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুর্বৃণীমহ ইত্যাচামতি বয়ং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমমিত্যাচামতি তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্বং পিবতি। নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ৭

অন্বয় ঃ অথ খলু এতয়া ঋচা (এই ঋক্ দ্বারা) পচ্ছঃ (এক এক পদে এক এক পাদ উচ্চারণ করিয়া) আচামতি (ভক্ষণ করে)—(১) তৎ (সেই খাদ্যকে) সবিতুঃ (সবিতার) বৃণীমহে (প্রার্থনা করি) ইতি (এই বলিয়া) আচামতি। (২) বয়ম্ (আমরা) দেবস্য (দেবতার) ভোজনম্ (খাদ্যকে) ইতি আচামতি। (৩) শ্রেষ্ঠম্ সর্বধাতমম্ (শ্রেষ্ঠ ও সকলের ধারয়িতাকে) ইতি আচামতি। (৪) তুরম্ (শীঘ্র—শঙ্করের মতে; শত্রুবিনাশক—সায়ণের মতে) ভগস্য ধীমহি (শঙ্করের মতে, চিন্তা করি: সায়ণের মতে উপভোগ করি বা প্রার্থনা করি) ইতি সর্বম্ পিবতি (এই বলিয়া সমুদয় পান করিবে)। নির্ণিজ্য (প্রক্ষালন করিয়া) কংসম্ (কংস নামক পাত্রকে) চমসম্ বা (অথবা চমস নামক পাত্রকে) পশ্চাৎ অগ্নেঃ (অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে) সংবিশতি (শয়ন করে) চর্মণি বা (চর্মের উপরে) স্থণ্ডিলে বা (অথবা মৃত্তিকার উপরে) বাচম্+যমঃ (বাক্‌যত হইয়া) অপ্রসাহঃ (সংযতচিত্ত হইয়া) সঃ যদি স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীলোককে) পশ্যেৎ (স্বপ্নে দর্শন করে) সমৃদ্ধম্ (সকল) কর্ম ইতি বিদ্যাৎ (ইহা জানিবে)।

সরলার্থ ঃ তারপর এই ঋকের প্রত্যেক পদ উচ্চারণ করিয়া (মন্থ) ভোজন করিবে। 'তৎ সবিতুর্বৃণীমহে'—এই পদ উচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস, 'বয়ম্ দেবস্য ভোজনম্'—এই পদ উচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস এবং 'শ্রেষ্ঠম্ সর্বধাতমম্'—এই পদ উচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস ভোজন করিবে। 'তুরং ভগস্য ধীমহি'—এই পদ উচ্চারণ করিয়া কংস পাত্রই হউক বা চমস পাত্রই হউক, তাহা ধুইয়া সবটুকু পান করিবে। ইহার পর বাক্য ও চিত্তকে সংযত করিয়া অগ্নির পিছন দিকে কিংবা মাটিতে শয়ন করিবে। সে যদি স্বপ্নে স্ত্রীলোক দেখে তবে তাহার কর্ম সফল হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

মন্তব্য ঃ যে ঋক উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা এই—তৎ সবিতুর্বৃণীমহে বয়ম্ দেবস্য ভোজনম্ শ্রেষ্ঠম্ সর্বধাতমম্ তুরম্ ভগস্য ধীমহি (ঋগ্বেদ ৫।৮২।১; অর্থ—সবিতাদেবের নিকট আমরা সকলের ধারক সেই শ্রেষ্ঠ অন্ন প্রার্থনা করিতেছি। আমরা শীঘ্র ভগদেবতার ধ্যান করি। (কিংবা সবিতাদেবের নিকট অন্ন প্রার্থনা করি। আমরা শীঘ্র ভগদেবতার শ্রেষ্ঠ, সর্বধারক স্বরূপের ধ্যান করি।)

৩৮১. তদেষ শ্লোকঃ—যদা কর্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে, তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥ ৮

অন্বয় ঃ তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই শ্লোক)—যদা (যখন) কর্মসু কাম্যেষু (কাম্য কর্মে) স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীলোককে) স্বপ্নেষু (স্বপ্নে) পশ্যতি (দেখে), সমৃদ্ধিম্ তত্র (সেখানে) জানীয়াৎ (জানিবে) তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে (স্বপ্নদর্শনে, স্বপ্নদর্শনের ফলে), তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে (দ্বিরুক্তি নিশ্চয়ার্থক বা সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ সে বিষয়ে শ্লোক আছে—ফলকামনায় কাজ করিতে গিয়া যদি স্বপ্নে স্ত্রীলোক দর্শন হয় তবে সেই স্বপ্ন-নিদর্শন হইতে জানিবে যে কর্মে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ

৩৮২. শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাশিষৎ পিতেত্যনু হি ভগব ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ শ্বেতকেতুঃ হ আরুণেয়ঃ (আরুণির পুত্র; আরুণি—অরুণের পুত্র) পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালজাতির কিংবা পঞ্চাল দেশসমূহের) সমিতিম্ (সভাতে) এয়ায় (গমন করিয়াছিল)। তম্ (তাহাকে) হ প্রবাহণঃ জৈবলিঃ (জীবলের পুত্র প্রবাহণ) উবাচ (বলিয়াছিল)—কুমার! অনু [অশিষৎ] ত্বা (তোমাকে) অশিষৎ (শিক্ষা দিয়াছেন) পিতা ইতি। অনু [অশিষৎ] (অনুশাসন করিয়াছেন) হি (নিশ্চয়ই) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ, ভগবন্)।

সরলার্থ ঃ একদিন শ্বেতকেতু আরুণেয় পঞ্চালসভাতে গেল। (সেখানে) প্রবাহণ জৈবলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কুমার, (তোমার) পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?' শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান, তিনি দিয়াছেন।'

মন্তব্য ঃ (ক) কুমার—কম্+আরণ; কম্—ইচ্ছা করা, প্রীতি করা, কমনীয় বলিয়া ইহার নাম কুমার। কেহ বলেন ইহার অর্থ ক্রীড়াশীল। Monier Williams-এর অভিধানে কুমার—কু+মার, যে সহজে মরে।

(খ) কৌষীতকি উপনিষদে শ্বেতকেতুকে আরুণিপুত্র এবং গৌতম বলা হইয়াছে। শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের নিকট হইতে যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা এই ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

৩৮৩. বেথ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি? ন ভগব ইতি। বেথ যথা পুনরাবর্তন্ত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেথ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্তনা ৩ ইতি? ন ভগব ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ বেথ (জান?) যৎ (যেখানে) ইতঃ (এই স্থান হইতে) অধি (উর্ধ্বদেশে) প্রজাঃ (প্রাণিগণ) প্রযন্তি (গমন করে) ইতি। ন ভগবঃ ইতি। বেথ যথা (যে প্রকারে) পুনঃ আবর্তন্তে ৩ (প্রত্যাগমন করে)? ইতি। ন ভগবঃ ইতি। বেথ পথোঃ (পথদ্বয়ের) দেবযানস্য (দেবযানের) পিতৃযাণস্য চ (পিতৃযাণের) ব্যাবর্তনা ৩ (যেখানে পৃথক হইয়াছে)? ন ভগবঃ ইতি। [আবর্তন্তে ৩ এবং ব্যাবর্তনা ৩—এখানে ৩ প্লুত স্বরের চিহ্ন]।

সরলার্থ ঃ প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রাণিগণ মৃত্যুর পর উর্ধ্বে কোন্ দেশে যায় তাহা কি জান?' শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান জানি না।' প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে ভাবে প্রাণিগণ ফিরিয়া আসে তাহা কি জান?' শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবন্,

জানি না।' প্রবাহণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবযান ও পিতৃযাণ কোথায় পৃথক হইয়াছে, তাহা জান কি?' শ্বেতকেতু বলিল, 'ভগবান্, জানি না।'

৩৮৪. বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্যত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি? নৈব ভগব ইতি ॥ ৩

অন্বয়ঃ বেথ যথা অসৌ লোকঃ (ঐ লোক; বা চন্দ্রলোক) ন সম্পূর্যতে ৩ (সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়, '৩' প্লুত স্বরের চিহ্ন) ন ভগবঃ ইতি। বেথ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ (পঞ্চমসংখ্যক আহুতিতে) আপঃ (জল) পুরুষবচসঃ (পুরুষ-শব্দ-বাচ্যঃ) ভবন্তি (হয়) ইতি ন এব ভগবঃ ইতি।

সরলার্থঃ প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি জান ঐ লোক (অর্থাৎ পিতৃলোক) কেন (জীবদ্বারা) পূর্ণ হয় না?' শ্বেতকেতু বলিল, 'ভগবান্, জানি না।' প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি জান পঞ্চমী আহুতিতে জলকে কেন পুরুষ বলা হয়?' 'ভগবান্, জানি না।'

মন্তব্যঃ অসৌ লোকঃ—উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর ইহার অর্থ পিতৃলোক করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে অর্থ করিয়াছেন চন্দ্রলোক। রামানুজের অর্থ 'দ্যুলোক'।

৩৮৫. অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথা যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীতেতি স হায়স্তঃ পিতুরর্ধমেয়ায় তং হোবাচাননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু ত্বাশিষমিতি ॥ ৪

অন্বয়ঃ অথ নু কিম্। (কেন) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হইয়াছি) অবোচথাঃ (বলিয়াছি)? যঃ (যে) হি ইমানি (এই সমুদয়কে) ন বিদ্যাৎ (জানেনা), কথম্ (কি প্রকারে) সঃ (সে) অনুশিষ্টঃ ব্রুবীত (বলে)? ইতি। সঃ হ আয়স্ত; (মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া) পিতুঃ (পিতার) অর্ধম্ (স্থানকে) এয়ায় (প্রত্যাগমন করিল)। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিল)—অননুশিষ্য (ন অনুশিষ্য—শিক্ষা না দিয়া) বাব কিল মা (আমাকে) ভগবান্ অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) অনু ত্বা অশিষম্ (=ত্বা অনু+অশিষম্—তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি) ইতি।

সরলার্থঃ তখন প্রবাহণ বলিলেন, 'তবে কেন বলিলে আমি উপদিষ্ট হইয়াছি? যে এসব বিষয় জানে না, সে কি করিয়া বলে 'আমি উপদেশ পাইয়াছি?' শ্বেতকেতু মনের দুঃখে পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহাকে বলিল—'আপনি আমাকে উপদেশ না দিয়াই বলিয়াছিলেন—তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি।'

৩৮৬. পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীত্তেষাং নৈকঞ্চনাশকং বিবক্তুমিতি। স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমান-বেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি ॥ ৫

অন্বয়ঃ পঞ্চ (পাঁচটি) মা (আমাকে) রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নান্ (প্রশ্নসমূহ) অপ্রাক্ষীৎ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)। তেষাম্ (সেই সমুদয় প্রশ্নের) ন একম্+চন (একটিও) অশকম্ (সমর্থ হইয়াছি) বিবক্তুম্ (বলিতে) ইতি। সঃ (পিতা) হ উবাচ (বলিলেন)—যথা (যে, যে প্রকার) মা ত্বং তদা (তখন, রাজসভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া) এতান্ (এই সমুদয়কে; এই সমুদয় প্রশ্নকে) অবদঃ (বলিয়াছিলে) যথা (যেহেতু) অহম্ (আমি) এষাম (এ সমুদয়ের) ন একম্‌চন

(একটিও) বেদ (জানি)—যদি অহম্ ইমান্ (এ সমুদয়কে) অবেদিষ্যম্ (জানিতাম), কথম্ (কেন) তে (তোমাকে) ন অবক্ষ্যম্ (বলিতাম) ইতি?

সরলার্থঃ (শ্বেতকেতু)—'সেই রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল। আমি তাহার একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই। পিতা (এই সমুদয় প্রশ্নের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া সময়ান্তরে) বলিলেন—'তুমি তখন (অর্থাৎ রাজার নিকট হইতে ফিরিয়া) আমাকে যে সব প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে (সেই বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি বলি, শুন)। যেহেতু আমি ইহার একটিও জানি না (সেইজন্য তোমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিই নাই)। যদি আমি জানিবই তবে কেনই বা তোমাকে না বলিব?'

মন্তব্যঃ রাজন্যবন্ধুঃ—রাজার গুণ নাই, কেবল রাজগণের বন্ধু বলিয়া রাজা। ইহা একটি ঘৃণাসূচক বাক্য। ব্রহ্মবন্ধু, দ্বিজবন্ধু, ক্ষত্রবন্ধু প্রভৃতি কথারও অর্থ এইরূপ। এই স্থলে 'রাজন্য' শব্দ 'রাজা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশের লোকদিগকেও 'রাজন্য' বলা হইত।

৩৮৭. স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্ধমেয়ায় তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার, স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায়, তং হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি। স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি। স হ কৃচ্ছ্রী বভূব ॥ ৬

অন্বয়ঃ সঃ হ গৌতমঃ রাজ্ঞঃ (রাজার) অর্ধম্ (স্থান,) এয়ায় (গমন করিলেন)। তস্মৈ হ প্রাপ্তায় (সেই অভ্যাগতকে) অর্হাম্ চকার (পূজা করিলেন)। সঃ হ প্রাতঃ সভাগে (রাজা সভাগত হইলে) উদেয়ায় (উপস্থিত হইল)। তম্ হ উবাচ (বলিলেন) মানুষস্য [বিত্তস্য] (মানবসম্বন্ধী বিত্তের) ভগবন্ গৌতম, বিত্তস্য (বিত্তের) বরম্ বৃণীথা (প্রার্থনা করুন) ইতি। সঃ হ উবাচ—তব এব (আপনারই থাকুক) রাজন্, মানুষম্ বিত্তম্ (মনুষ্যসম্বন্ধী বিত্ত)। যাম্ এব [বাচম্] (যে বাক্যকে) কুমারস্য (কুমারের) অন্তে (নিকটে) বাচম্ অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন), তাম্ এব (সেই বাক্যকেই) মে (আমাকে) ব্রূহি (বলুন) ইতি। সঃ (রাজা) কৃচ্ছ্রী বভূব (দুঃখিত হইলেন)।

সরলার্থঃ (তারপর) গৌতম রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা অভ্যাগতকে সমাদর করিলেন। প্রাতঃকালে রাজা সভায় উপস্থিত হইলেন, গৌতমও সেখানে গেলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—'ভগবান গৌতম, মনুষ্যসুলভ বিত্তের জন্য বর প্রার্থনা করুন।' গৌতম বলিলেন, 'হে রাজন্, বিত্ত আপনারই থাকুক। আপনি আমার পুত্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমাকে তাহাই বলুন।' এই কথা শুনিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন।

মন্তব্যঃ ডয়সন্ শেষ অংশের এরূপ অর্থ করিয়াছেন—'হে গৌতম, তুমি যেমন বলিলে যে তোমার পূর্বে কোন ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা লাভ করে নাই, এজন্যই রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দিগের হস্তেই রহিয়াছে।' ইঁহার মতে প্রশাসন অর্থ শাসন করিবার।

৩৮৮. তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ ॥ ৭

অন্বয়ঃ তম্ (গৌতমকে) হ চিরম্ (দীর্ঘকাল) বস (বাস কর) ইতি আজ্ঞাপয়া-

শ্চকার (এই আজ্ঞা করিলেন)। তম্ হ উবাচ—যথা (যেমন, যে প্রকার) মা (আমাকে) ত্বম্ গোতম, অবদঃ (বলিয়াছিলে)। যথা (যেহেতু) ইয়ম্ [বিদ্যা] (এই বিদ্যা) ন প্রাক্ ত্বত্তঃ (ত্বৎ তস্ ; তোমার পূর্বে) পুরা (পূরাকালে) বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হইয়াছে), তস্মাৎ (সেইজন্য) উ সর্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) ক্ষত্রস্য এব (ক্ষত্রিয়েরই) প্রশাসনম্ (শিক্ষা দিবার ক্ষমতা) অভূৎ (ছিল) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—

সরলার্থ ঃ রাজা তাঁহাকে আদেশ করিলেন—'দীর্ঘকাল (আমার নিকট ব্রহ্মচারীরূপে) বাস কর।' (এইরূপ দীর্ঘকাল বাস করিবার পর একদিন রাজা) তাঁহাকে বলিলেন—'তুমি যে আমাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—। তোমার পূর্বে পূরাকালে কোন ব্রাহ্মণই এই বিদ্যা লাভ করে নাই। (ইহা কেবল ক্ষত্রিয়গণই জানিত); এইজন্য সর্বলোকে ক্ষত্রিয়দিগেরই (এ বিষয়ে উপদেশ দিবার) ক্ষমতা ছিল।' ইহার পর তিনি উপদেশ দিলেন—।

চতুর্থ খণ্ড

(পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর)

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (১)

৩৮৯. অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অসৌ বাব লোকঃ (ঐলোক, দ্যুলোক) গোতম, অগ্নিঃ। তস্য (তাহার) আদিত্যঃ এব সমিৎ (কাষ্ঠ); রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ) ধূমঃ ; অহঃ (দিন) অর্চিঃ (শিখা), চন্দ্রমাঃ অঙ্গারাঃ ; নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

সরলার্থ ঃ হে গোতম, দ্যুলোকই (যজ্ঞের) অগ্নি, আদিত্য তাহার কাষ্ঠ, রশ্মিসমূহ ধূম, দিনই শিখা, চন্দ্রই অঙ্গার এবং নক্ষত্রগণই স্ফুলিঙ্গ।

৩৯০. তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (সেই এই অগ্নিতে) দেবাঃ শ্রদ্ধাম্ জুহ্বতি (আহুতি দেয়)। তস্যাঃ আহুতেঃ (সেই আহুতি হইতে) সোমঃ রাজা (চন্দ্র) সম্ভবতি (উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ দেবগণ সেই অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে সোমরাজা চন্দ্র উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য ঃ এখানে 'অপ্'কেই শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। এই সংক্রান্ত প্রশ্ন অপ্ সম্বন্ধে (৫।৩।৩) এবং উপসংহারও অপ্ বিষয়ে (৫।৯।১)। সুতরাং অপ্‌ই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার সহিত জলকে আহুতি দেওয়া হয়, এই জন্যই সম্ভবত জলকে শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। শঙ্কর বেদান্তসূত্র ভাষ্যে (৩।১।৫) ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (২)

৩৯১. পর্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ পর্জন্যঃ (বৃষ্টির দেবতার নাম) বাব গোতম অগ্নিঃ। তস্য বায়ুঃ এব সমিৎ, অভ্রম্ (মেঘ) ধূমঃ, বিদ্যুৎ অর্চিঃ ; অশনিঃ অঙ্গারাঃ, হ্রাদনয়ঃ (মেঘগর্জন, হ্রাদনি—মেঘগর্জন) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (৫।৪।১ মঃ দ্রঃ)

সরলার্থ ঃ হে গোতম, পর্জন্যই অগ্নি, বায়ুই তাহার কাষ্ঠ, মেঘ ধূম, বিদ্যুৎ শিখা, বজ্রই অঙ্গার, মেঘগর্জনই স্ফুলিঙ্গ।

৩৯২. তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্বর্ষং সম্ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমম্ রাজানম্ (সোম রাজাকে) জুহ্বতি ; তস্যাঃ আহুতেঃ বর্ষম্ (বৃষ্টি) সম্ভবতি (৫।৪।২ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ সেই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (৩)

৩৯৩. পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো রাত্রিরর্চির্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ পৃথিবী বাব গোতম অগ্নিঃ তস্যাঃ (এই পৃথিবীর) সম্বৎসরঃ এব সমিৎ, আকাশঃ ধূমঃ ; রাত্রিঃ অর্চিঃ ; দিশঃ (দিকসমূহ) অঙ্গারাঃ ; অবান্তরদিশঃ (ঈশান, নৈঋতাদি কোণসমূহ, অবান্তর = অব + অন্তর, মধ্যবর্তী) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (৫।৪।১ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ হে গোতম, পৃথিবীই অগ্নি ; সম্বৎসর ইহার সমিধ ; আকাশই ধূম, রাত্রিই শিখা ; (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম) দিকসমূহ অঙ্গার ; (ঈশান, নৈঋত প্রভৃতি) অবান্তর কোণসমূহই স্ফুলিঙ্গ।

৩৯৪. তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষম্ (বৃষ্টিকে) জুহ্বতি। তস্যাঃ আহুতেঃ অন্নম্ সম্ভবতি (৫।৪।২ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ সেই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।

সপ্তম খণ্ড

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (৪)

৩৯৫. পুরুষো বাব গেতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

অন্বয় : পুরুষঃ বাব গৌতম ! অগ্নিঃ, তস্য বাক্ এব সমিৎ ; প্রাণঃ ধূমঃ জিহ্বা অর্চিঃ ; চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ , শ্রোত্রম্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (৬।৪।১ মঃ দ্রঃ) ।

সরলার্থ : হে গৌতম, পুরুষ অগ্নি, বাক্ই তাহার সমিৎ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা শিখা, চক্ষু অঙ্গার, কর্ণ স্ফুলিঙ্গ ।

৩৯৬. তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি ॥ ২

অন্বয় : তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ অন্নম্ জুহ্বতি ; তস্যাঃ আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি (৫।৪।২ মঃ দ্রঃ) ।

সরলার্থ : সেই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন, সেই আহুদি হইতে শুক্র উৎপন্ন হয় ।

অষ্টম খণ্ড

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (৫)

৩৯৭. যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

অন্বয় : যোষা (স্ত্রীলোক) বাব গৌতম অগ্নিঃ ; তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিৎ , যৎ উপমন্ত্রয়তে (আহ্বান করে) সঃ ধূমঃ ; যোনিঃ অর্চিঃ ; যৎ অন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ , অভিনন্দাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (৫।৪।১ মঃ দ্রঃ)

সরলার্থ : হে গৌতম, নারীই অগ্নি, উপস্থ তাহার সমিধ (ইন্ধন), যে সম্ভাষণ করা হয় তাহাই ধূম, জননেন্দ্রিয় অর্চি (শিখা), মৈথুন অঙ্গার এবং স্বল্পসুখই স্ফুলিঙ্গ (অগ্নিকণা) ।*

৩৯৮. তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২

অন্বয় : তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নেঃ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি ; তস্যাঃ আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতি (হয়) ।

সরলার্থ : সেই স্ত্রীরূপ অগ্নিতে দেবগণ শুক্র আহুতি দেন । সেই আহুতি হইতে গর্ভসঞ্চার হয় ।*

---

* 'শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও আপত্তিজনক বোধে' গ্রন্থকার উপরোক্ত মন্ত্র দু'টির অনুবাদ দেন নি ।

মন্তব্য : প্রথম আহুতিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ জল অগ্নিতে হোম করা হয় ; ইহা হইতে সোম উৎপন্ন হয় । দ্বিতীয় আহুতিতে সোমকে হোম করা হয় ; ইহা হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় । তৃতীয় আহুতিতে বৃষ্টিকে হোম করা হয় ; ইহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় । চতুর্থ আহুতিতে অন্নকে হোম করা হয় ; ইহা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয় । পঞ্চম আহুতিতে শুক্রকে হোম করা হয়, ইহা হইতে মানব উৎপন্ন হয় । প্রথমে জলকে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল । সেই জলই পঞ্চম আহুতিতে গর্ভরূপে পরিণত হইয়া মানবরূপে উৎপন্ন হয় । এইরূপে পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল ।

নবম খণ্ড

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপসংহার (১)

৩৯৯. ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি স উল্বাবৃতো, গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্ বাথ জায়তে ॥ ১

অন্বয় : ইতি তু পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি (৫।৩।৩ মঃ দ্রঃ) ইতি । সঃ (সেই) উল্বাবৃতঃ (উল্ব অর্থাৎ জরায়ুদ্বারা আবৃত) গর্ভঃ দশ বা নব বা মাসান্ (দশ কিংবা নয় মাস) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) শয়িত্বা (শয়ন করিয়া) যাবৎ বা (অথবা যতকাল আবশ্যক হয়), অথ (অনন্তর) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ।

সরলার্থ : এইভাবেই পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষ আখ্যা পায় । জরায়ু দ্বারা আবৃত সেই গর্ভ নয় বা দশ মাস, বা যতদিন আবশ্যক হয়, জঠরে বাস করিবার পর জন্মলাভ করে ।

৪০০. স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি ॥ ২

অন্বয় : সঃ (সে) জাতঃ (জন্মগ্রহণ করিয়া) যাবৎ আয়ুষম্ (যতদিন আয়ু, ততদিন) জীবতি (জীবন ধারণ করে) । তম্ প্রেতম্ (মৃত হইলে তাহাকে) দিষ্টম্ (যেমন নির্দিষ্ট তেমনি ; নির্দিষ্ট গতি প্রাপ্ত) ইতঃ (এই স্থান হইতে) এব অগ্নয়ে এব (অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য) হরন্তি (লইয়া যায়) যতঃ (যাহা হইতে) এব ইতঃ (আগত) যতঃ সম্ভূতঃ (উৎপন্ন) ভবতি (হয়) ।

সরলার্থ : (সন্তান) জন্মগ্রহণ করিয়া যতদিন তাহার আয়ু ততদিন জীবিত থাকে । যথা নির্দিষ্ট রূপে দেহত্যাগ করিবার পর তাহাকে (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য) সেই অগ্নিতে লইয়া যাওয়া হয় । ঐ অগ্নি হইতেই সে আসিয়াছে, তাহা হইতেই সে উৎপন্ন হইয়াছে ।

মন্তব্য : শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি প্রভৃতি পাঁচটিকে আহুতিরূপে অগ্নিতে হোম করা হয় । সর্বশেষে মানুষের উৎপত্তি । এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, পুরুষ অগ্নি হইতে আসিয়াছে এবং অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

দশম খণ্ড

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপসংহার (২)

দেবযান, পিতৃযাণ ও পুনরাবর্তন

৪০১. তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ ॥ ১

৪০২. মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ (পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে) যে (যাহারা) ইত্থম্ (অব্যয়, ইদম্ + থম্, এই প্রকারে) বিদুঃ (জানেন), যে চ ইমে (এই যাঁহারা) অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি উপাসতে, তে (তাহারা) অর্চিষম্ (অর্চিকে) অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্ত হয়)। অর্চিষঃ অহঃ ; আপূর্যমাণ-পক্ষম্ ; অহ্নঃ আপূর্যমাণ-পক্ষাৎ যান্ ষট্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্ (৪।১৫।৫ দ্রঃ)। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্ ; সংবৎসরাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্ চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্। তৎপুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি। এষঃ দেবযানঃ পন্থাঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র) যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করেন তাঁহারা (মৃত্যুর পর) অর্চিতে গমন করেন। অর্চি হইতে দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাসে গমন করেন। মাসসমূহ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে, চন্দ্র হইতে বিদ্যুতে গমন করেন। সেই স্থানে এক অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্মলাভ করায়। ইহাই দেবযান পথ।

মন্তব্য ঃ ৫।১০।৯ শ্রদ্ধা তপঃ ইতি—কেহ কেহ অর্থ করেন, 'শ্রদ্ধাই তপস্যা' এই ভাবে। ডয়সন্ বলেন, 'অর্চি' অর্থ চিন্তাগ্নির শিখা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৬।২।১৫-১৬) এই তত্ত্ব (দেবযান ও পিতৃযাণ) বিবৃত হইয়াছে। উভয় উপনিষদে যেমন সাদৃশ্য রহিয়াছে তেমনি পার্থক্যও আছে। এই প্রসঙ্গে এখানে উভয়ের তুলনামূলক বিচার দেওয়া হইল। ছান্দোগ্যে আছে "যে চ ইমে অরণ্যে 'শ্রদ্ধা তপঃ' ইতি উপাসতে তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি" অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করে তাহারা অর্চিতে গমন করে। বৃহদারণ্যকে আছে 'যে চ অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাম্ সত্যম্ উপাসতে তে অর্চিঃ অভিসম্ভবন্তি' অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও সত্যের উপাসনা করে তাহারা অর্চিতে গমন করে। ছান্দোগ্যের মতে তপস্যা দ্বারা দেবযান পথে গমন করা যায়, কিন্তু বৃহদারণ্যকে ইহা স্বীকার করা হয় নাই। ছান্দোগ্যের মতে মাসসমূহে গমন করিবার পর এই সমুদয়ে যথাক্রমে উপস্থিত হইতে হয়—সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ। বৃহদারণ্যকের মতে এই ক্রম—দেবলোক, আদিত্য, বিদ্যুৎ। বিদ্যুতে গমন করিবার পর সেই আত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়—ইহা উভয় উপনিষদেই বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই অংশ অতিরিক্ত আছে—'তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতঃ বসন্তি ; তেষাম্ ন পুনরাবৃত্তিঃ' (৬।২।১৫)। অর্থাৎ সেই সমুদয় ব্রহ্মলোকে তাহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

করিয়া চিরকাল বাস করে ; তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে যাহারা ইষ্টাপূর্ত ও দানের উপাসনা করে তাহারা ধূমের পথে গমন করে। বৃহদারণ্যকের মতে যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোক জয় করে, তাহারাই ধূমের পথে গমন করে। ছান্দোগ্যের মতে—মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে ; পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে। কিন্তু বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে ; আকাশের কোন উল্লেখ নাই। বৃহদারণ্যক বলেন—যখন চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করে, তখন সকলেই মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্য বলেন—কেহ কেহ পশুরূপেও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ; যাহারা পূর্বজন্মে সাধু ছিল তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা অসাধু ছিল তাহারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডাল রূপে জন্মগ্রহণ করে।

৪০৩. অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষম্ অপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ যে ইমে (এই যাহারা) গ্রামে ইষ্টাপূর্তে (ইষ্ট ও পূর্ত, দ্বিবচন ; ইষ্ট—যজ্ঞ ; কূপ, তড়াগ, উদ্যানাদি প্রস্তুত করিবার নাম পূর্ত) দত্তম্ (দান) ইতি উপাসতে (উপাসনা করে), তে (তাহারা) ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি (৫।১০।১ মঃ দ্রঃ); ধূমাৎ (ধূম হইতে) রাত্রিম্ ; রাত্রেঃ (রাত্রি হইতে) অপরপক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষকে) ; অপরপক্ষাৎ (কৃষ্ণপক্ষ হইতে) যান্ ষট্ দক্ষিণা এতি মাসান্ (যে ছয় মাস সূর্য দক্ষিণদিকে গমন করে ; দক্ষিণা—দক্ষিণ দেশে, এতি—গমন করে) তান্ (সেই ছয় মাসকে)। ন এতে (ইহারা) সংবৎসরম্ অভি-প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ আর যাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত, দান ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পর ধূমে গমন করে। ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের ছয়মাসে গমন করে। ইহারা সংবৎসরে গমন করে না।

মন্তব্য ঃ 'ইষ্টাপূর্তে' ইত্যাদি—আমরা 'ইষ্টাপূর্ত' শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শঙ্করের এই মত ; মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠও এই অর্থ দিয়াছেন (২।৬৮।৮ ; ৩।৩২।৩০)। কেহ কেহ বলেন ইষ্টাপূর্ত—ইষ্ট + আপূর্ত। পূর্ত ও আপূর্ত একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে সায়ণ বলেন, ইহার অর্থ—শ্রৌত-স্মার্ত দান-ফলেন অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত দান ফলের সহিত। Whitney, Lanman, Macdonell প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত বলেন, ইহার অর্থ 'What is sacrificed and what is bestowed'—যাহা আহুতি দেওয়া হয় এবং যাহা দান করা হয়। Haug বলেন, ইষ্ট—যজ্ঞ, আপূর্ত—(স্বর্গে) সঞ্চিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৩৪।৩) 'ইষ্টম্ পূর্তম্'-এর প্রয়োগ আছে। ইহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে যখন 'পূর্তম্' শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে এবং প্রচলিত মতও যখন ইহাই, তখন 'পূর্তম্' ত্যাগ করিয়া 'আপূর্তম্' গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই।

৪০৪. মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥ ৪

অন্বয় ঃ মাসেভ্যঃ(মাসসমূহ হইতে) পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ (পিতৃলোক হইতে)

আকাশম্ ; আকাশাৎ (আকাশ হইতে) চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রকে)। এষঃ (এই) সোমঃ রাজা। তৎ (সেই সোম) দেবানাম্ (দেবগণের) অন্নম্। তম্ (তাহাকে) দেবাঃ ভক্ষয়ন্তি (ভক্ষণ করেন, ভোগ করেন)।

সরলার্থ ঃ মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। এই চন্দ্রই সোমরাজা ; ইহা দেবতাদিগের অন্ন ; ইহাকেই দেবগণ ভক্ষণ করেন।

মন্তব্য ঃ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'সোম অর্থাৎ চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন এবং দেবগণ এই অন্ন ভক্ষণ করেন'। এই অংশের অর্থ লইয়া অনেক বিচার হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—ইষ্টাপূর্ত ও দানকর্মাদির অনুষ্ঠান করিলে যদি সোমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগের অন্ন হইতে হয়, তবে এসমুদয় কর্ম করিয়া লাভ কি ? ব্যাখ্যাকারগণ ইহার এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন—(ক) অন্ন এবং অন্নভক্ষণ রূপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ দেবগণ ভক্ষণ করেন না, কেবল দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন (ছাঃ ৩।৫-১০)। যখন কোন আত্মা চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয়, তখন দেবগণ তাহাকে দেখিয়াই তৃপ্ত হন ; ইহাই দেবগণের অন্নভক্ষণ। (খ) দেবগণ যেমন এই আত্মাকে ভোগ করেন, সেই আত্মাও তেমনি দেবগণকে লাভ করিয়া আনন্দিত হন অর্থাৎ দেবগণকে সম্ভোগ করেন। পৃথিবীতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্বামীই যে কেবল স্ত্রীর সঙ্গলাভ করিয়া আনন্দিত হয় তাহা নহে, স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গ লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করে। সোমকে যদি দেবগণের অন্ন বলা হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে দেবগণও সোমের অন্ন। (গ) মানুষ যখন এই পৃথিবীতে বাস করে, তখন যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া দেবগণের সন্তোষ বিধান করে। মৃত্যুর পর সে যখন চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয় তখন দেবগণ তো আনন্দিত হইবেনই। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলা হইয়াছে দেবোপাসকগণ দেবগণের পশু (১।৪।১০)। ইহলোকে তাহারা যেমন দেবগণের সেবা করে, পরলোকে যাইয়াও তেমনি তাহাদিগের সেবা করিয়া থাকে। অনুগত সেবক নিকটে অবস্থান করিলে কে না আনন্দিত হয় ? এই অর্থেই পরলোকগামী আত্মা দেবগণের ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ অন্ন। (ঘ) কেহ কেহ বলেন, আত্মাকে ভক্ষণ করার অর্থ আত্মার কর্ম সম্ভোগ করা। অথর্ববেদের মতে দেবগণ ইষ্টাপূর্তের ১/১৬ অংশ ফল গ্রহণ করেন।

বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য ও রামানুজ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (৩।১।৭ ভাঃ দ্রঃ)। জ্ঞানবাদিগণ এই অংশ হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে কর্মপথ সর্বথাই পরিত্যাজ্য। চন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের অন্ন হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

৪০৫. তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথেতামাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি ॥ ৫

৪০৬. অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ তস্মিন্ (সেই চন্দ্রমাতে) যাবৎসম্পাতম্ (কর্মক্ষয় পর্যন্ত) উষিত্বা (বাস করিয়া) অথ (অনন্তর) এতম্ এব অধ্বানম্ (এইপথে) পুনঃ নিবর্তন্তে (প্রত্যাগমন করে) যথা ইতম্ (যেভাবে গমন করিয়াছিল) আকাশম্। আকাশাৎ

(আকাশ হইতে) বায়ুম্। বায়ুঃ ভূত্বা (হইয়া) ধূমঃ ভবতি (হয়)। ধূমঃ ভূত্বা (হইয়া) অভ্রং (মেঘের প্রথমাবস্থা—যে অবস্থায় ইহা জল ধারণ করে ; ২।১৫।১ মঃ দ্রঃ) ভবতি। অভ্রম্ ভূত্বা মেঘঃ ভবতি, মেঘঃ ভূত্বা প্রবর্ষতি (বর্ষণ করে)। তে (তাহারা) ইহ (এই পৃথিবীতে) ব্রীহিযবাঃ (ব্রীহি ও যবসমূহ) ওষধিবনস্পতয়ঃ (ওষধি ও বনস্পতিসমূহ) তিলমাষাঃ (তিল ও মাষসমূহ) ইতি (এইরূপে) জায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করে)। অতঃ (এই অবস্থা হইতে) বৈ খলু (নিশ্চয়ই) দুর্নিষ্প্রপতরম্ (দুরতিক্রমণীয়, সহজে অতিক্রম করা যায় না)। যঃ যঃ (যে যে প্রাণী) হি অন্নম্ (অন্নকে) অত্তি (ভোজন করে) যঃ রেতঃ সিঞ্চতি (সন্তান উৎপন্ন করে) তৎ ভূয়ঃ এব ভবতি (সেই প্রকারই হয় ; কিংবা তাহা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে)।

সরলার্থ ঃ (৫ম ও ৬ষ্ঠ মঃ) যে পর্যন্ত কর্মক্ষয় না হয়, সে পর্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া যে পথে গিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া আসে। (চন্দ্রমন্ডল হইতে) আকাশে এবং আকাশ হইতে বায়ুতে যায়। বায়ু হইয়া ধূম হয় এবং ধূম হইতে অভ্র হয়। অভ্র হইয়া মেঘ হয় ; মেঘ হইয়া বর্ষণ করে। তারপর তাহারা এই পৃথিবীতে ব্রীহি ও যব, ওষধি ও বনস্পতি, তিল ও মাষ—এই সব হইয়া জন্মায়। এই অবস্থা হইতে নিঃসরণ অত্যন্ত কঠিন। যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে ও সন্তান উৎপন্ন করে ইহাই সেই সব প্রাণিরূপে আবার জন্মগ্রহণ করে। (অর্থাৎ ব্রীহি যবাদিরূপে অবস্থিত আত্মা অন্নরূপে সেই সেই প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া রেতোরূপ ধারণ করে)।

মন্তব্য ঃ ৫।১০।৫. 'যাবৎ সম্পাতম্' কে ক্রিয়াবিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্পাত=সম্+পৎ+ঘঞ্ ; 'পৎ' ধাতুর অর্থ গমন করা, উড়িয়া যাওয়া, পতিত হওয়া ইত্যাদি। শঙ্করাচার্যের মতে সম্পাতঃ—কর্মের ক্ষয় ; কর্মক্ষয়ে মানুষের স্বর্গাদি লোক হইতে পতন হয়, এই জন্য কর্মক্ষয়ের নাম 'সম্পাত'। রামানুজের মতে সম্পাত=কর্ম ; কর্মদ্বারা স্বর্গাদি লোকে যাওয়া যায়, এইজন্য কর্মের নাম 'সম্পাত'। 'যথেতম্' ইত্যাদির অর্থ—যে ভাবে গমন করে, সেই ভাবেই প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু উভয় পথ যে ঠিক একই, তাহা নহে। চন্দ্রলোকে গমন করিবার ক্রম এই—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ এবং চন্দ্রলোক। প্রত্যাগমন করিবার পথ চন্দ্রলোক, আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ, ব্রীহিযবাদি। (গীতা, ৮।২৫-২৬)।

'বায়ুঃ ভূত্বা' ইত্যাদি (৫।১০।৫) মন্ত্রের 'বায়ুঃ ভূত্বা' হইতে আরম্ভ করিয়া (৫।১০।৭) মন্ত্রের শেষ পর্যন্ত অংশ বৃহদারণ্যকে নাই। ইহার পরিবর্তে (৬।২।১৬) মন্ত্রে যাহা আছে তাহার অর্থ হইল—বায়ু হইতে বৃষ্টিতে এবং বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে গমন করে। পৃথিবীতে গমন করিলে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয় এবং তৎপরে যোষারূপ অগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে তাহারা লোকসমূহের অভিমুখে উত্থান করে এবং বিবর্তমান হয়। আর যাহারা এই দুই পথের বিষয় জানে না (কিংবা এই দুইটি পথের কোন পথেই গমন করে না) তাহারা কীট-পতঙ্গ এবং দন্দশূকরূপে জন্মগ্রহণ করে।

'তে ইহ' ইত্যাদি—'তে' শব্দ বহুবচন। পূর্বে যাহাদের বিষয় এক এক করিয়া বলা হইয়াছিল, এস্থলে তাহাদিগের বিষয়েই সমগ্রভাবে বলা হইল ; এইজন্য এস্থলে বহুবচন প্রয়োগ।

৪০৭. তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥ ৭

অন্বয় : তৎ (তাহার পর, বা তাহাদিগের মধ্যে) যে (যাহারা) ইহ (এই পৃথিবীতে) রমণীয়চরণাঃ (শোভনকর্মা) অভ্যাশঃ (শীঘ্র, কিংবা 'ফল' ১।৩।১২) হ যৎ (যে) তে (তাহারা) রমণীয়াম্ যোনিম্ (রমণীয় জন্মকে) আপদ্যেরন্ (প্রাপ্ত হয়)। ব্রাহ্মণযোনিম্ বা ক্ষত্রিয়যোনিম্ বা বৈশ্যযোনিম্ বা। অথ (আর) যে ইহ কপূয়চরণাঃ (কুকর্মা ; কপূয় অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত আচরণ যাহাদিগের), অভ্যাশঃ হ যৎ তে কপূয়াম্ যোনিম্ (কুৎসিৎ জন্মকে) আপদ্যেরন্—শ্বযোনিম্ বা (কুকুর জন্মকে) সূকরযোনিম্ বা (বা শূকরজন্মকে) চণ্ডালযোনিম্ বা (বা চণ্ডালজন্মকে)।

সরলার্থ : তাহাদের মধ্যে যাহারা (পূর্বজন্মে) এই পৃথিবীতে শোভন কর্ম করিয়াছিল, তাহারা শীঘ্রই ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনিতে জন্মলাভ করে। আর যাহারা এই পৃথিবীতে কুৎসিত কর্ম করিয়াছিল, তাহাদের শীঘ্র জন্ম হয় কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনিতে।

মন্তব্য : পাঠান্তর—দুইটি 'অভ্যাশঃ' স্থলেই 'অভ্যাস'। 'সূকর' স্থলে 'শূকর'। 'চণ্ডাল' স্থলে চাণ্ডাল'। 'সূ কর'—'সূ' 'সূ' শব্দ করে বলিয়া এই জন্তুকে সূকর বলে। (Monier Williams)

৪০৮. অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত। তদেষ শ্লোকঃ ৮

অন্বয় : অথ এতয়োঃ পথোঃ (এই দুই পথের ; ১। অর্চির পথ অর্থাৎ দেবযান ; ২। ধূমের পথ অর্থাৎ পিতৃযাণ) ন (না) কতরেণ চ ন (কোন পথ দ্বারাই) তানি ইমানি (সেই এই সমুদয়) ক্ষুদ্রাণি [ভূতানি] (ক্ষুদ্র জন্তুসমূহ) অসকৃৎ আবর্তিনী (পুনঃ পুনঃ আবর্তনশীল ; সকৃৎ—একবার ; অসকৃৎ—বহুবার ; আবর্তিনী—যাহারা বারবার যাতায়াত করে) ভূতানি (ভূতসমূহ) ভবন্তি (হয়)। জায়স্ব (জন্মগ্রহণ কর) ম্রিয়স্ব (মরিয়া যাও) ইতি এতৎ (এই) তৃতীয়ম্ স্থানম্। তেন (সেইজন্য) অসৌ (ঐ) লোকঃ ন সম্পূর্যতে (পূর্ণ হয়)। তস্মাৎ (সেইজন্য) জুগুপ্সেত (সংসারগতিকে ঘৃণা করিবে)। তৎ (এ বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ।

সরলার্থ : যাহারা এই দুইটির কোনটি দ্বারাই যায় না, তাহারা নিত্য আবর্তনশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মায়। (ইহাদের বিষয়ে বলা যায়)—জন্মাও আর মর। অর্থাৎ ইহারা এতই ক্ষণস্থায়ী যে জন্মগ্রহণ করা মাত্রই মরিয়া যাইতেছে। এই জন্মমৃত্যু ছাড়া ইহাদের জীবনের অন্য কোন ঘটনা নাই—ইহাই তৃতীয় স্থান। সুতরাং জনাই ঐ লোক (অর্থাৎ চন্দ্রলোক) পূর্ণ হইতেছে না। সুতরাং সংসার-গতিকে ঘৃণা করিবে। এবিষয়ে এই শ্লোক আছে—।

মন্তব্য : (ক) এই অষ্টম মন্ত্রের স্থলে বৃহদারণ্যক (৬।২।১৬) এইরূপ আছে—'অথ যে এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ, তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যৎ ইদম্ দন্দশূকম্' অর্থাৎ আর যাহারা এই দুইটি পথের বিষয় জানে না (কিংবা এই দুইটি পথের কোন পথেই

গমন করে না) তাহারা কীট-পতঙ্গ এবং দন্দশূকরূপে জন্মগ্রহণ করে। 'ন কতরেণ চন' অংশের দুই প্রকার পদপাঠ হইতে পারে।—(১) ন, কতরেণ, চন ; অনিশ্চয়ার্থে 'চন' প্রত্যয়। (২) ন, কতরেণ, চ, ন—না, কোন পথ দ্বারাই নয়। 'ন' পদের দ্বিরুক্তি। শঙ্কর অষ্টম মন্ত্রের প্রথমাংশের এইরূপ অন্বয় ও অর্থ করিয়াছেন—(১) অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণ চ ন—(যাহারা বিদ্যা বা ইষ্টাপূর্তাদি কর্মের সেবা করে না, তাহারা) দুই পথের কোন পথেই (গমন করে) না। (২) তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃৎ আবর্তিনী ভূতানি ভবন্তি—(তাহারা) এই সমুদয় পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে। মোক্ষমূলার ও গঙ্গানাথ ঝা এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—'পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এতদুভয়ের কোন পথ দ্বারাই গমন করে না।' এ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এই দুইটি পথ কেবল মানবাত্মার জন্যই ; অন্য কোন প্রাণীই এই দুইটি পথে গমনাগমন করে না। সুতরাং পুনঃপুনঃ জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এই দুই পথে গমনাগমন করে না—এরূপ বলিবার সার্থকতা কোথায় ? আর মানবাত্মার পরলোকতত্ত্বই এস্থলের বক্তব্য বিষয় ; অন্য প্রাণীর পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করা ঋষির উদ্দেশ্য নহে। উক্ত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে—(১) যাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার বিষয় অবগত আছে কিংবা যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার সেবা করে, তাহারা দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলাভ করে। (২) যাহারা সংসারে থাকিয়া যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ধূমের পথে গমন করে, তাহার পর নানাভাবে ভ্রমণ করিয়া পুনর্বার পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসে। (৩) আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাহারা এতদুভয়ের কোন পথেই যাতায়াত করে না। ইহার ক্ষণস্থায়ী কীটপতঙ্গাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগের জন্য এই তৃতীয় স্থান। কাহারা এই সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহা এই মন্ত্রে বলা হয় নাই।

(খ) 'তস্মাৎ জুগুপ্সতে' হইতে এই খণ্ডের শেষ পর্যন্ত অংশ কেবল ছান্দোগ্য উপনিষদেই আছে। প্রবাহণ জৈবলি শ্বেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন (৫।৩।২ ও ৩ মন্ত্রে) করিয়াছিলেন। উক্ত প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর নিম্নে বর্ণিত হইল : (১) মৃত্যুর পর প্রাণিগণ কোথায় যায় ? ইহার উত্তর এই খণ্ডের ১ম-৪র্থ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। (২) কি প্রকারে প্রাণিগণ পুনরাবর্তন করে ? উত্তর—যাহারা ধূমাদির পথে গমন করে, তাহাদিগকে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কি প্রণালীতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে, তাহা ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। (৩) পিতৃযাণ ও দেবযান কোথায় পৃথক হইয়াছে ? উত্তর মৃত্যুর পর সকলকেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। ইহার পর কেহ অর্চির পথে যায়, কেহ ধূমের পথে যায়। অর্চির পথই দেবযান এবং ধূমের পথই পিতৃযাণ। দেবযানে উত্তরায়ণের ছয় মাসের পর সংবৎসর, তাহার পর আদিত্য, তাহার পর চন্দ্রলোক প্রাপ্তি। পিতৃযাণে দক্ষিণায়ণের ছয়মাস পরই চন্দ্রলোক প্রাপ্তি। জ্ঞানিগণ অর্থাৎ দেবযানযাত্রিগণ চন্দ্রলোক হইতে ব্রহ্মে গমন করেন ; কর্মিগণ আবার পৃথিবীতে আগমন করে (১ম-৭ম মন্ত্র দ্রঃ)। (৪) চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না ? উত্তর—চন্দ্রলোক হইতে কেহ ব্রহ্মে গমন করে, কেহ পৃথিবীতে পুনরাগমন করে। এই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না (৮ম মন্ত্র দ্রঃ)। (৫) পঞ্চমী আহুতিতে জলকে কেন মানুষ বলা হয় ? উত্তর—৫।৮।২ মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৪০৯. স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈরিতি ॥ ৯

অন্বয় : স্তেনঃ (চোর) হিরণ্যস্য (সুবর্ণের) সুরাম্ পিবন্ চ (সুরা পান করে

এমন লোক) গুরোঃ (গুরুর) তল্পম্ (শয্যায়,) আবসন্ (যে গমন করে বা দূষিত করে) ব্রহ্মহা চ (ব্রহ্মঘাতক)—এতে [চত্বারঃ] (এই চারিজন) পতন্তি (পতিত হয়) চত্বারঃ। পঞ্চমঃ চ (পঞ্চম ব্যক্তিও) আচরন্ তৈঃ (তাহাদিগের সহিত যে আচরণ করে) ইতি।

সরলার্থ ঃ সুবর্ণচোর, সুরাপায়ী, গুরুপত্নীগামী এবং ব্রহ্মঘাতক—এই চারিজন পতিত হয় এবং ইহাদিগের সহিত যে সংসর্গ করে, সেই পঞ্চম ব্যক্তিও পতিত হয়।

৪১০. অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১০

অন্বয় ঃ অথ হ যঃ (যিনি) এতান্ (এই) এবম্ (এই প্রকারে) পঞ্চাগ্নীন্ (পঞ্চাগ্নিকে) ন (না), সহ তৈঃ অপি (তাহাদিগের সহিতও) আচরন্ (আচরণ করিয়া) পাপ্মনা (পাপ দ্বারা) লিপ্যতে (লিপ্ত হয়) ; শুদ্ধঃ পূতঃ (পবিত্র) পুণ্যলোকঃ (পুণ্যলোকবাসী) ভবতি (হন) যঃ এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন) যঃ এবম্ বেদ (পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ কিন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, তিনি ইহাদিগের সংসর্গ করিয়াও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না। যিনি ইহা জানেন তিনি শুদ্ধ ও পূত ; তিনি পুণ্যলোকে যান।

একাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্‌ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (১)

৪১১. প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ প্রাচীনশালঃ ঔপমন্যবঃ (উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল) সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিঃ (পুলুষের পুত্র বা বংশোদ্ভব), ইন্দ্রদ্যুম্নঃ ভাল্লবেয়ঃ (ভাল্লবিপুত্র ; ভাল্লবি—ভল্লবির পুত্র), জনঃ শার্করাক্ষ্যঃ (শর্করাক্ষের পুত্র), বুড়িলঃ আশ্বতরাশ্বিঃ (অশ্বতরাশ্বপুত্র)—তে হ এতে (এই তাহারা) মহাশালাঃ (মহাগৃহস্থগণ ; মহাশালা যাহাদিগের ; শালা—গৃহ), মহাশ্রোত্রিয়াঃ (যাহারা ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করে তাহারা, কিংবা শ্রোত্র—বেদজ্ঞান ; শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞানসম্পন্ন) সমেত্য (একত্র হইয়া) মীমাংসাম্ চক্রুঃ (মীমাংসা করিয়াছিল) কঃ (কে), নঃ (আমাদিগের) আত্মা ; কিম্ (কি) ব্রহ্ম ইতি।

সরলার্থ ঃ উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষপুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্ব পুত্র বুড়িল—এই কয় মহাগৃহস্থ এবং বেদজ্ঞানী মিলিত হইয়া এই বিচার করিয়াছিলেন—'কে আমাদিগের আত্মা ? ব্রহ্ম কি ?'

মন্তব্য ঃ (ক) জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে প্রাচীনশালী নামক একজন উদ্গাতার উল্লেখ আছে (৩।৭।২ ; ৩।১০।২) এবং প্রাচীনশালদিগেরও নাম পাওয়া যায় (৩।১০।১)। (খ) এই উপনিষদের ৫।১৩।১ অংশে সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে প্রাচীনযোগ্য (অর্থাৎ প্রাচীনযোগের বংশোদ্ভব) বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ (১০।৬।১।১) এবং জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। সত্যযজ্ঞ, পুলুষ প্রাচীনযোগ্যের শিষ্য ছিলেন (জৈঃ উঃ ব্রাঃ ৩।৪০।২)। (গ) ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বৈয়াঘ্রপদ্য (অর্থাৎ ব্যাঘ্রপদের অপত্য) বলা হইয়াছে (৫।১৪।১)। শতপথ ব্রাহ্মণেও ইহার নাম পাওয়া যায় (১০।৬।১।৮)। (ঘ) বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকেও বৈয়াঘ্রপদ্য বলা হইয়াছে (৪।১৫।১)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।৩০) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৫।১৪।৮) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১।১) ইঁহার নাম পাওয়া যায় ; (ঙ) জন শার্করাক্ষ্যের নাম শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (১০।৬।১।১)।

৪১২. তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ তে (তাহারা) হ সম্পাদয়াম্ চক্রুঃ (নিরূপণ করিলেন)—উদ্দালকঃ বৈ, ভগবন্তঃ (হে ভগবদ্‌গণ) অয়ম্ আরুণিঃ (এই আরুণি) সম্প্রতি (বর্তমান সময়ে) ইমম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) অধ্যেতি (জানেন) তম্ (তাঁহার নিকট) হন্ত (ব্যাকুলতা বা আনন্দসূচক অব্যয়) অভি+আগচ্ছাম (আমরা যাই) ইতি। তম্ হ অভি+আজগ্মুঃ (গমন করিয়াছিল)।

সরলার্থ ঃ তাঁহারা (এ বিষয়ে যাহা) স্থির করিলেন (তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অপর সকলকে তাহা বলিলেন)—'ভগবানগণ, উদ্দালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয় জানেন। চলুন তাঁহার নিকট যাই।' তারপর তাঁহারা তাঁহার নিকট গেলেন।

মন্তব্য ঃ বৈশ্বানর—বিশ্ব এবং নর এই দুইটি শব্দ হইতে বৈশ্বানরের উৎপত্তি। বিশ্বসমুদয় ; নর—মানব। নর শব্দ 'নৃ' ধাতু হইতেও হইতে পারে ; তাহা হইলে নর—নেতা। 'বৈশ্বানর' শব্দের এই সকল অর্থ হইতে পারে—(ক) যিনি সমুদয় নরের মধ্যে বর্তমান। (খ) যিনি সকলের নেতা। (গ) যিনি সমস্ত নরের হিতকর। (ঘ) সমুদয় নর যাঁহাকে স্থাপন করে অর্থাৎ অগ্নি। (ঙ) সমুদয় মানব যাঁহার।

৪১৩. স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি ॥ ৩

৪১৪. তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ (উদ্দালক) হ সম্পাদয়াম্ চকার (স্থির করিলেন) প্রক্ষ্যন্তি (প্রশ্ন করিবেন) মা (আমাকে) ইমে (এই সমুদয়) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ (১ মঃ দ্রঃ) তেভ্যঃ (তাহাদিগকে) ন (না) সর্বম্ (সমুদয় বিষয়কে) ইব (হয়ত) প্রতিপৎস্যে (বলিতে সমর্থ হইব)। হন্ত, অহম্ (আমি) অন্যম্ (অন্য উপদেষ্টার নাম) অভি অনুশাসানি (বলিয়া দি) ইতি। তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—অশ্বপতিঃ বৈ ভগবন্তঃ ! অয়ম্ (এই) কৈকেয়ঃ সম্প্রতি (এখন) ইমম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ অধ্যেতি। তম্ হন্ত অভ্যাগচ্ছাম ইতি। তং হ অভ্যাজগ্মুঃ (২ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ উদ্দালক (মনে মনে) এই স্থির করিলেন—এই সকল মহাগৃহস্থ মহাশ্রোত্রিয় আমাকে প্রশ্ন করিবেন। সম্ভবত আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। ইহাদিগকে অন্য উপদেষ্টার কথা বলিয়া দি। এই প্রকার স্থির করিয়া

তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—'হে ভগবান্‌গণ, সম্প্রতি কৈকয়পুত্র অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয় জানেন। চলুন আমরা তাঁহার নিকট যাই।' তখন তাঁহারা তাঁহার নিকট গেলেন।

মন্তব্য ঃ ৫।১১।৪. কৈকয়ঃ—'কেকয়' শব্দ একটি ক্ষত্রিয় জাতির নাম এবং ইহারা যে দেশে বাস করে তাহার নামও কেকয়। ইহাদিগের রাজ্যও কেকয় নামে পরিচিত। 'কৈকেয়' অর্থ, কেকয়ের অপত্য কিংবা কেকয় জাতির রাজা। শতপথ ব্রাহ্মণেও অশ্বপতি কৈকেয়ের উল্লেখ আছে (১০।৬।১।২)।

৪১৫. তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ। যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ তেভ্যঃ হ প্রাপ্তেভ্যঃ (অভ্যাগত সেই সমুদয় লোকদিগকে ; ৫।৩।৬ মঃ দ্রঃ) পৃথক্ (প্রত্যেককে পৃথক পৃথক) অর্হাণি (পূজা) কারয়াঞ্চকার (করাইলেন)। সঃ (অশ্বপতি) হ প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) সমুজ্জিহানঃ (বৈদিক প্রয়োগ ৪।১।৫ দ্রঃ ; শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া) উবাচ (বলিলেন)—ন (না) মে (আমার) স্তেনঃ (চোর) জনপদে (রাজ্যে) ন কদর্যঃ (কুৎসিৎ ব্যক্তি) ন মদ্যপঃ (মদ্যপায়ী) ন অনাহিতাগ্নি (অগ্নিহোত্রী নয় এমন ব্রাহ্মণ ; আহিত—স্থাপিত) ন অবিদ্বান্ ন স্বৈরী (স্বেচ্ছাচারী, চরিত্রহীন) ; স্বৈরিণী (স্বেচ্ছাচারিণী) কুতঃ (কোথা হইতে)? যক্ষ্যমাণঃ (যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে এমন লোক) বৈ ভগবন্তঃ (হে ভগবদ্‌গণ) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) যাবৎ (যে পরিমাণ) এক+একস্মৈ ঋত্বিজে (এক একজন ঋত্বিককে) ধনম্ দাস্যামি (দিব) তাবৎ (সেই পরিমাণ) ভগবদ্ভ্যঃ (আপনাদিগকে) দাস্যামি (দিব)। বসন্তু (বাস করুন) মে আমার 'গৃহে') ভগবন্তঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ অশ্বপতি সেই অভ্যাগতদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক পূজা করাইলেন। (পরদিন) প্রাতে উঠিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'আমার রাজ্যে কোন চোর নাই অবিদ্বান নাই, কদর্য (কৃপণ ব্যক্তি নাই, আহিতাগ্নি নয় এমন ব্রাহ্মণ নাই, কোন ব্যভিচারীও নাই—ব্যভিচারিণী কোথা হইতে আসিবে? ভগবান্‌গণ, আমি যজ্ঞ করিতেছি ; এক একজন ঋত্বিককে আমি যত ধন দিব, আপনাদেরও সেই পরিমাণই দিব। আপনারা এখানে বাস করুন।'

৪১৬. তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ তে (তাঁহারা) হ উচুঃ (বলিলেন) যেন হ এব অর্থেন (যে প্রয়োজনে : অর্থ—প্রয়োজন) পুরুষঃ চরেৎ (আগমন করেন) তম্ (সেই প্রয়োজনকে) হ এব বদেৎ (বলিয়া থাকে, বলা উচিত)। আত্মানম্ এব+ইমম্ বৈশ্বানরম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) সম্প্রতি (এখন) অধ্যেষি (জানেন)। তম্ এব (তাহাকেই) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বলুন) ইতি।

সরলার্থ ঃ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন—মানুষ যে উদ্দেশ্যে আগমন করে তাহাই প্রথমে বলিয়া থাকে। আপনি বৈশ্বানর আত্মার বিষয় জানেন, এখন তাহাই আমাদিগকে বলুন।

৪১৭. তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ ॥ ৭

অন্বয় ঃ তান্ (তাঁহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—প্রাতঃ বঃ (আপনাকে) প্রতিবক্তা অস্মি (প্রত্যুত্তর দিব) তে (তাঁহারা) হ সমিৎপাণয়ঃ (সমিধ হস্তে লইয়া, ইহা শিষ্যত্বের লক্ষণ) পূর্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে (পুনর্বার আগমন করিলেন)। তান্ হ অনুপনীয় এব (ন+উপনীয়—উপনীত না করিয়াই ; উপনয়ন সংস্কার না করিয়াই) এতৎ (ইহা) উবাচ—।

সরলার্থ ঃ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—'প্রাতে আপনাদিগকে উত্তর দিব।' তাহারা সমিধ হাতে পরদিন পূর্বাহ্ণে আবার তাঁহার নিকট গেলেন। তিনি তাহাদের 'উপনীত' না করিয়াই বলিলেন—।

দ্বাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্‌ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (২)

৪১৮. ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১

৪১৯. অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ ঔপমন্যব (হে উপমন্যুর পুত্র) কম্ (কাহাকেও) ত্বম্ (তুমি) আত্মানম্ (আত্মারূপে) উপাস্সে (উপাসনা কর)? ইতি। দিবম্ এব (দ্যুলোককেই) (প্রাচীন প্রয়োগ) রাজন্! ইতি হ উবাচ। এষঃ (এই) দ্যৌ বৈ (নিশ্চয়ই) সুতেজাঃ (শোভন তেজোযুক্ত) আত্মা বৈশ্বানরঃ যম্ (যাহাকে) ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ (সেইজন্য) তব (তোমার) সুতম্, প্রসুতম্, আসুতম্ কুলে দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়)। অৎসি (ভোজন করিতেছ) অন্নম্, পশ্যসি (দর্শন করিতেছ) প্রিয়ম্ (প্রিয়বস্তুকে, প্রিয়জনকে)। অত্তি (ভোজন করে) অন্নম্ পশ্যতি (দর্শন করে) প্রিয়ম্ ভবতি (হয়) অস্য (ইহার) ব্রহ্মবর্চসম্ (বেদজ্ঞানজনিত দীপ্তি) কুলে যঃ (যিনি) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপে) আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ (বৈশ্বানর আত্মারূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে)। মূর্ধা (মস্তক) তু এষ (এই) আত্মনঃ (আত্মার) ইতি হ উবাচ (বলিলেন)। মূর্ধা তে (তোমার) ব্যপতিষ্যৎ (পতিত হইত) যৎ (যদি) মাম্ (আমার নিকট) ন আগমিষ্যঃ (আসিতে) ইতি। ['এতম্ ··· বৈশ্বানরম্ আত্মানম্' অংশের দুই অর্থ হইতে পারে—(১) এই বৈশ্বানর আত্মাকে, (২) ইহাকে বৈশ্বানর আত্মারূপে]।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—'হে ঔপমন্যব! তুমি কাহাকে আত্মারূপে উপাসনা কর?' ঔপমন্যব বলিলেন—'হে ভগবান রাজা; আমি দ্যুলোককেই আত্মা বলিয়া

উপাসনা করি।' অশ্বপতি বলিলেন—'তুমি যাঁহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইনি নিশ্চয়ই অতি তেজোময় বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্য তোমার কুলে সুত, প্রসুত ও আসুত দেখা যায়। এইজন্য অন্নভোজন করিতেছ, প্রিয়জন বা প্রিয়বস্তু দেখিতেছ (অর্থাৎ লাভ করিতেছ)। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয়জনকে দেখেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। কিন্তু এই দ্যুলোক আত্মার মস্তক মাত্র। তুমি যদি আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য আমার নিকটে না আসিতে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত।'

মন্তব্য : ৫।১২।১. সুত, প্রসুত এবং আসুত—এই তিনটি সোমরসের কিংবা সোমসবনের বিভিন্ন নাম। 'একাহ' যজ্ঞে ইহার নাম 'সুত', 'অহীন' যজ্ঞে ইহার নাম 'প্রসুত' এবং 'সত্র' যজ্ঞে ইহার নাম 'আসুত' (আনন্দগিরি)। সুতেজা, সুত, প্রসুত ও আসুত—এই কয়েক শব্দেই 'সুত' রহিয়াছে। এইজন্যই সম্ভবত সুত, প্রসুত ও আসুতকে সুতেজার উপাসনার ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কয়েকটি খণ্ডে বলা হইয়াছে যে উপাস্য দেবতার যে নাম উপাসনার ফলেরও তাহাই নাম। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১) এইস্থলে 'সুততেজা' ব্যবহৃত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৩)

৪২০. অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১

৪২১. প্রবৃত্তোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কোঽৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে চক্ষুষ্টেবতদাত্মন ইতি হোবাচান্ধোঽভবিষ্যো যন্ মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

অন্বয় : অথ হ উবাচ (বলিল) সত্যযজ্ঞম্ পৌলুষিম্ প্রাচীনযোগ্য (প্রাচীনযোগের অপত্য) কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে? ইতি। আদিত্যম্ এব ভগবঃ রাজন্ ইতি হ উবাচ। এষঃ বৈ (এই আদিত্যই) বিশ্বরূপঃ (নানা রূপ যাহার; বিশ্ব—বিবিধ) আত্মা বৈশ্বানরঃ যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ তব বহু বিশ্বরূপম্ (বিবিধ প্রকার ধন) কুলে দৃশ্যতে (৫।১২।১ দ্রঃ)। প্রবৃত্তঃ (নিযুক্ত, প্রস্তুত; শংকরের মতে ইহার অর্থ, ত্বাম্ অনু প্রবৃত্ত—তোমার অনুগত) অশ্বতরীরথঃ (অশ্বতরযুক্ত রথ) দাসী-নিষ্কঃ (দাসী ও কণ্ঠহার) অৎসি অন্নম্ পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্ পশ্যতি প্রিয়ম্ ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। চক্ষুঃ তু এতৎ (ইহা) আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। অন্ধঃ অভবিষ্যঃ (হইতে) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ ইতি (৫।১২।২ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : (১ম ও ২য় মন্ত্র) তারপর রাজা সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে বলিলেন—'প্রাচীনযোগ্য, তুমি কাহাকে আত্মারূপে উপাসনা কর?' সত্যযজ্ঞ বলিলেন—

'ভগবান্ রাজা, আদিত্যকেই।' রাজা বলিলেন—'তুমি যাঁহার উপাসনা কর, তিনি বিশ্বরূপ নামে বৈশ্বানর আত্মা। সেই জন্য তোমার কুলে সকল সম্পদ দেখা যায়। অশ্বতরীতে টানা রথ, দাসী, কণ্ঠহার—এই সবই তোমার জন্য প্রস্তুত; তুমি অন্নভোজন করিতেছ ও প্রিয়বস্তু দেখিতেছ। যিনি এইরূপে বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দেখেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। (কিন্তু) এই (আদিত্য) আত্মার চক্ষুমাত্র। তুমি যদি (আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তবে তুমি অন্ধ হইয়া যাইতে।'

চতুর্দশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৪)

৪২২. অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বাং পৃথগ্বলয় আয়ন্তি পৃথগ্রথশ্রেণয়োঽনুযন্তি ॥ ১

৪২৩. অৎসা[illegible]্যাসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

অন্বয় : অথ হ উবাচ ইন্দ্রদ্যুম্নম্ ভাল্লবেয়ম্ বৈয়াঘ্রপদ্য, কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে? ইতি। বায়ুম্ এব ভগবঃ রাজন্ ইতি চ উবাচ। এষঃ বৈ পৃথক্বর্ত্মা (পৃথক্বর্ত্মা নামক, নানা গতি বিশিষ্ট) আত্মা বৈশ্বানরঃ যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ ত্বাম্ (তোমার নিকট) পৃথক্ (নানাবিধ; নানাদিক হইতে আগত) বলয়ঃ (বলিসমূহ) আয়ন্তি (আগমন করে) পৃথক্ রথশ্রেণয়ঃ (রথশ্রেণীসমূহ) অনুযন্তি (অনুগমন করে) (৫।১২।১দ্রঃ)। অৎসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্ পশ্যতি প্রিয়ম্ ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। প্রাণঃ তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। প্রাণঃ তে উদক্রমিষ্যৎ (উৎক্রমণ করিত) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২ দ্রঃ)।

সরলার্থ : (১ম ও ২য় মন্ত্র)—অশ্বপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বলিলেন—'হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাহাকে আত্মারূপে উপাসনা কর?' ভাল্লবেয় বলিলেন, 'ভগবান্ রাজন্, বায়ুকেই।' অশ্বপতি বলিলেন, 'তুমি যাঁহার উপাসনা কর, তিনি পৃথক্বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেই জন্য পৃথক পৃথক্ অর্থাৎ নানারকম বলি উপহার তোমার নিকট আসে এবং নানা রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে। (সেই জন্য) তুমি অন্নভোজন করিতেছ। যিনি বৈশ্বানর আত্মাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজন করেন, প্রিয়বস্তু দেখেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। কিন্তু এই বায়ু আত্মার প্রাণ (অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস) মাত্র। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তোমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।'

পঞ্চদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৫)

৪২৪. অথ হোবাচ জনং শার্করাক্ষ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে তস্মাত্ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ১

৪২৫. অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে সন্দেহস্তেৎষ আত্মন ইতি হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যশীর্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ হ উবাচ জনম্—শার্করাক্ষ্য, কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে ? ইতি। আকাশম্ এব ভগবঃ রাজন্—ইতি হ উবাচ, এষঃ বৈ বহুলঃ (বহুল নামক ; বহুল—বিস্তৃত, প্রশস্ত ; পূর্ণতাপ্রাপ্ত) আত্মা বৈশ্বানরঃ যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ ত্বম্ বহুলঃ (পূর্ণ) অসি প্রজয়া চ (সন্ততি দ্বারা) ধনেন চ (ধন দ্বারা) অৎসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্ পশ্যতি প্রিয়ম্ ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। সংদেহঃ (দেহের মধ্যভাগ, মধ্যম শরীর) তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। সংদেহঃ তে (তোমায়) বি-অশীর্যৎ (বিশীর্ণ হইত) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—ইহার পর অশ্বপতি জনকে বলিলেন, 'হে শার্করাক্ষ্য, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ?' জন বলিল, 'ভগবান রাজা, আকাশকেই (আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি)।' রাজা বলিলেন—'তুমি যাঁহাকে উপাসনা কর, তিনি বহুল নামে বৈশ্বানর আত্মা ; সেইজন্য তুমি সন্ততি ও ধনে বহুল (সমৃদ্ধ) হইয়াছ। (সেইজন্য) অন্ন ভোজন করিতেছ, এবং প্রিয়বস্তু দেখিতেছ। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্তু দেখেন ; তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান থাকে। (কিন্তু) এই আকাশ আত্মার মধ্যদেহ। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার শরীরের মধ্যভাগ বিশীর্ণ হইত।'

ষোড়শ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৬)

৪২৬. অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যপ এব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানম উপাস্সে তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি ॥ ১

৪২৭. অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্তেৎষ আত্মন ইতি হোবাচ, বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যৎ যন্মাং ন্যাগমিষ্য ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ হ উবাচ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিম্ বৈয়াঘ্রপদ্য, কম্ ত্বম্ আত্মানম্

উপাস্সে ? ইতি। অপঃ এব (জলকেই) ভগবঃ রাজন্ ইতি হ উবাচ। এষঃ বৈ রয়ি আত্মা বৈশ্বানরঃ যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ ত্বম্ রয়িমান্ (ধনবান) পুষ্টিমান্ অসি (৫।১২।২ দ্রঃ)। অৎসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্, পশ্যতি প্রিয়ম্, ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। বস্তিঃ (মূত্রাশয়) তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। বস্তি তে বি + অভেৎস্যৎ (বিদীর্ণ হইত), যৎ মাম্ ন অগমিষ্যঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—তারপর অশ্বপতি বুড়িল অশ্বতরাশ্বিকে বলিলেন—'হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাহাকে আত্মারূপে উপাসনা কর ?' বুড়িল বলিলেন—'ভগবান রাজা, জলকেই (আমি আত্মারূপে উপাসনা করি)।' রাজা বলিলেন—'তুমি যাহাকে উপাসনা কর, তিনি রয়ি নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্য তুমি ধনবান এবং পুষ্টিমান। সেইজন্য অন্নভোজন করিতেছ, প্রিয়বস্তু দেখিতেছ। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয়বস্তু দেখেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। (কিন্তু) এই জল আত্মার বস্তিদেশ (মূত্রাশয়)। তুমি যদি (আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে. তবে তোমার মূত্রাশয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।'

সপ্তদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৭)

৪২৮. অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিং গৌতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতোঽসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ ॥ ১

৪২৯. অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ হ উবাচ উদ্দালকম্ আরুণিম্—গৌতম, কম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে ? ইতি। পৃথিবীম্ এব ভগবঃ রাজন্ ইতি। হ উবাচ—এষঃ বৈ প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠা নামধেয় ; প্রতিষ্ঠা—প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি) আত্মা বৈশ্বানরঃ. যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে। তস্মাৎ ত্বম্ প্রতিষ্ঠিতঃ অসি (হও) প্রজয়া চ পশুভিঃ চ (৫।১২।১ ; ৫।১৫।১ দ্রঃ)। অৎসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অত্তি অন্নম্, পশ্যতি প্রিয়ম্ ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। পাদৌ (পাদদ্বয়) তু এতৌ (এই দুই) আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাম্ (বি-ম্লৈ + স্যেতাম্, ম্লান হইত) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ ইতি (৫।১২।২ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—তখন অশ্বপতি উদ্দালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'গৌতম, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ?' উদ্দালক বলিলেন, 'ভগবান রাজা, পৃথিবীকেই (আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি)।' রাজা বলিলেন—'তুমি যাহাকে উপাসনা কর, তিনি প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্য তুমি

সন্ততি ও পশুলাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়াছ। (সেই জন্য) তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, প্রিয়বস্তু দেখিতেছ। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয়বস্তু লাভ করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান থাকে। (কিন্তু) ইহা আত্মার দুইটি পা মাত্র। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার পা দুটিও শিথিল হইয়া যাইত।'

অষ্টাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্‌ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৮)

৪৩০. তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমথ; যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি ॥ ১

অন্বয়ঃ তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ - এতে [যূয়ম্] (এই তোমরা) বৈ খলু যূয়ম্ পৃথক্ ইব (যেন পৃথক্ এইরূপে) ইমম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) বিদ্বাংসঃ (জানিয়া) অন্নম্ অথ (ভোজন করিতেছ)। যঃ (যিনি) তু (কিন্তু) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকারে) প্রাদেশমাত্রম্ (দ্যুলোকাদি সমুদয় প্রদেশ যাহার পরিমাণ) অভিবিমানম্ (অভিব্যাপ্ত এবং অপরিমেয়) আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ (বৈশ্বানর আত্মাকে) উপাস্তে, সঃ সর্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সর্বেষু আত্মসু (সমুদয় আত্মাতে) অন্নম্ অত্তি (ভোজন করে)।

সরলার্থঃ অশ্বপতি বলিলেন—(এই বৈশ্বানর আত্মা পৃথক পৃথক নন)। কিন্তু তোমরা ইঁহাকে পৃথক পৃথক কল্পনা করিয়া অন্নভোজন করিতেছ। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাদেশমাত্র ও অভিবিমান (সর্বত্র ব্যাপ্ত ও অপরিমেয়) রূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্বলোকে, সর্বভূতে ও সর্ব আত্মাতে অন্নভোজন করেন।

মন্তব্যঃ অষ্টাদশ খণ্ডে সর্বলোকে, সর্বভূতে এবং সর্ব আত্মাকে প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান বলা হইয়াছে। প্রাচীনশালাদি ছয় জন সর্বলোক ও সর্বভূতকেই বৈশ্বানররূপে উপাসনা করিতেন; মানবাত্মাও যে বৈশ্বানর ইহা কেহই জানিতেন না। অশ্বপতি উপদেশ দিলেন—কেবল দ্যুলোকাদিই যে বৈশ্বানরের অন্তর্ভূত তাহা নহে, সর্ব আত্মাও ইহারই অন্তর্গত; মানবদেহও বৈশ্বানর, অন্নভোজনও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। মানুষ যখন অন্নভোজন করে, তখন সেই অন্ন বৈশ্বানরকেই আহুতিরূপে অর্পণ করা হয়।

'প্রাদেশমাত্রম্' ও 'অভিবিমানম্'—এই দুইটি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন ভাষ্যকার নিজ নিজ মত অনুযায়ী শব্দ দুইটির অর্থ করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, যে অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে, সেই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। দেখা যাউক এই

অংশের পূর্বে ও পরে এবিষয়ে কি বলা হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী ছয় খণ্ডে বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে বলা হইয়াছে—যিনি দ্যৌ অর্থাৎ সুতেজা নামক বৈশ্বানর উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে সুত, প্রসুত ও আসুত দৃষ্ট হয় (৫।১২।১)। সুতেজা শব্দেও 'সুত' এবং সুত, প্রসুত ও আসুত শব্দেও 'সুত', এইজন্যই বোধ হয় সুতেজার সহিত সুত প্রসুতাদির সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অনুরূপ স্থলে 'সুততেজা' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার পরে বলা হইয়াছে—যিনি আদিত্য অর্থাৎ বিশ্বরূপ বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাহার কুলে 'বহু বিশ্বরূপ' বস্তু দৃষ্ট হয় (৫।১৩।১)। যিনি বায়ু অর্থাৎ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে 'পৃথক' বলি আগমন করে (৫।১৪।১)। যিনি আকাশ অর্থাৎ বহুল নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রজা ও ধনে 'বহুল' হন (৫।১৫।১। যিনি আপ্ অর্থাৎ রয়ি নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি 'রয়িমান' হন (৫।১৬।১)। যিনি পৃথিবী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (৫।১৭।১)। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রতিষ্ঠার উপাসনার ফল প্রতিষ্ঠা, রয়ির উপাসনার ফল রয়ি, বহুলের উপাসনার ফল বহুল ইত্যাদি।

উপাস্য বস্তু যাহা, উপাসনার ফলও তদনুরূপ। পূর্বোক্ত ছয় বৈশ্বানরের উপাসনার কথা বলিয়া অশ্বপতি বলিতেছেন—যে বৈশ্বানর প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান; তাঁহার উপাসনার ফল সর্বলোকে, সর্বভূতে এবং সর্ব আত্মার অন্নভোজন। উপাস্য যাহা, উপাসনার ফলও যখন তাহাই তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান যাহা, সর্বলোক, সর্বভূত এবং সর্ব আত্মা তাহাই। এস্থলে যদি কেবল 'প্রাদেশমাত্র' শব্দটি থাকিত তাহা হইলে অতি সহজেই ইহার অর্থ নির্ণয় করা যাইত। 'প্রাদেশমাত্র' এবং 'অভিবিমান' এই দুইটি শব্দ থাকাতে অর্থ কিঞ্চিৎ জটিল হইয়াছে। এস্থল দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—(ক) সর্বলোক ও সর্বভূতের সহিত প্রাদেশমাত্রের সম্বন্ধ এবং সর্ব আত্মার সহিত অভিবিমানের সম্বন্ধ। সর্বলোক ও সর্বভূত অর্থাৎ দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্যন্ত সমুদয় প্রদেশ ইঁহার মাত্রা এই জন্য ইঁহার নাম প্রাদেশমাত্র (শঙ্কর)। সর্ব আত্মারূপে ইনি অভিবিমিত হন অর্থাৎ জ্ঞাত হন, এইজন্য ইঁহার নাম অভিবিমান। প্রাদেশমাত্র নাম দ্বারা সমুদয় অনাত্মবস্তুকে বৈশ্বানরের অন্তর্ভূত করা হইল। 'অভিবিমান' নাম দ্বারা বলা হইল সমুদয় আত্মবস্তুও তিনি। (খ) দ্বিতীয় অর্থ এই—প্রাদেশমাত্র বলিলে সর্বলোক, সর্বভূত ও সর্ব আত্মা এই তিনটিকেই বুঝিতে হইবে। 'সর্ব আত্মা' প্রদেশের বাহিরে, এপ্রকার আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। এস্থলে 'আত্মা' অর্থ অবশ্যই অশরীর 'আত্মা' নহে - যখন অন্নভোজনের কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে এই আত্মা সশরীর 'আত্মা'। আর উপনিষদের বহুস্থলে 'দেহ' অর্থে 'আত্মা' ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সর্বলোক, সর্বভূত এবং সর্বআত্মা—এই তিনটি দ্বারাই প্রাদেশমাত্র বুঝাইতে পারে।

অভিবিমান—অভিবি-মা+অনট্, 'মা' ধাতুর অর্থ 'পরিমাণ করা'। যাহার পরিমাণ নাই তাহার নাম 'বিমান' বা অতিবিমান বা অভিবিমান (শঙ্কর)। রামানুজ 'অভিব্যাপ্ত' অর্থে 'অভি' এবং 'অপরিমেয়' অর্থে 'বিমান' গ্রহণ করিয়াছেন। 'প্রাদেশমাত্র' বলিলে বৈশ্বানরকে দেশ-পরিচ্ছিন্ন করা হয়; এইজন্য প্রাদেশমাত্র বলিয়াই সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল ইনি 'অভিবিমান' অর্থাৎ অপরিমেয় (কিংবা সর্বব্যাপী ও অপরিমেয়)। 'প্রদেশমাত্র' দ্বারা বলা হইল বৈশ্বানর আত্মা জগদ্রূপে প্রকাশিত;

অভিবিমান দ্বারা বলা হইল জগৎ দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না। তিনি জগতের অতীত।

সঃ সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষু আত্মসু অন্নম্ অত্তি—তিনি সর্বলোকে সর্বভূতে এবং সমুদয় আত্মাতে অন্নভোজন করেন অর্থাৎ তিনি সকলের সহিত একত্ব অনুভব করেন; সুতরাং তাঁহার ভোগে সকলের ভোগ এবং সকলের ভোগে তাঁহার ভোগ হইয়া থাকে। যতদিন মানুষ এই একত্ব অনুভব করিতে না পারে, ততদিন কেবল ক্ষুদ্র আমিত্বেই আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দ্যো, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী—এই ছয়টির কোনটিই পূর্ণ বৈশ্বানর আত্মা নহে; ইহারা বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ইহার পরে বলা হইয়াছে দ্যো ইহার মস্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল এবং পৃথিবী ইহার পাদ। এইভাবে মাথা হইতে পা পর্যন্ত সবকিছুই বর্ণনা করা হইল। এই স্থলে মন্ত্র শেষ হইলে উপমার কোন হানি হইত না। শতপথ ব্রাহ্মণেও আর নূতন কোন উপমা দেওয়া হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে অতিরিক্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার সহিত উপরের অংশের বিশেষ কোন সঙ্গতি দেখা যায় না। দ্যো যাহার মস্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল বস্তি, এবং পৃথিবী পদ—তাহার উরু, লোম, হৃদয়, মন ও মুখের সহিত বেদি, কুশ, গার্হপত্য অগ্নি, অন্বাহার্যপচন অগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নির তুলনা দেওয়া সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শঙ্কর এই শেষ অংশকে পরবর্তী খণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঊনবিংশ খণ্ড হইতে ত্রয়োবিংশ খণ্ড পর্যন্ত অংশে প্রাণাগ্নিহোত্রের বিষয় বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বেদি কুশ প্রভৃতির আবশ্যক হয়। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গকে এই সমুদয় বস্তুরূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন ভোক্তার বক্ষঃস্থলই যজ্ঞের বেদি, বক্ষঃস্থলের লোমসমূহই কুশ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি, মনই অন্বাহার্যপচন এবং মুখই আহবনীয় অগ্নি। প্রতিদিন যে ভোজন করা হয় তাহাই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ এবং মুখে যে অন্ন নিক্ষেপ করা হয় তাহাই এই যজ্ঞের আহুতি।

৪৩১. তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ তস্য হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য (সেই বৈশ্বানর আত্মার) মূর্ধা এব সুতেজাঃ (৫।১২।১); চক্ষুঃ বিশ্বরূপ (৫।১৩।১); প্রাণঃ পৃথক্ বর্ত্মাত্মা (৫।১৪।১); সন্দহঃ বহুলঃ (৫।১৫।১); বস্তিঃ এব রয়িঃ (৫।১৬।১); পৃথিবী এব পাদৌ (৫।১৭), উরঃ (উরস্ শব্দ; বক্ষস্থল) এব বেদিঃ; লোমানি (লোমসমূহ) বর্হিঃ (কুশ); হৃদয়ম্ গার্হপত্যঃ (৪।১১) মনঃ অন্বাহার্যপচনঃ (৪।১২); আস্যম্ (মুখ) আহ আহবনীয়ঃ (৪।১৩)।

সরলার্থঃ 'সুতেজা' এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক; বিশ্বরূপ' ইহার চক্ষু; 'পৃথগ্-বর্ত্মাত্মা' প্রাণ; 'বহুল' শরীরের মধ্যভাগ; 'রয়ি' বস্তি এবং পৃথিবী ইহার দুই পা;

'বেদি' ইহার বক্ষ; কুশ লোম; গার্হপত্য অগ্নি হৃদয়; দক্ষিণাগ্নি মন এবং আহবনীয় অগ্নি ইহার মুখ।

ঊনবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (১)

৪৩২. তদ্ যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি ॥ ১

অন্বয়ঃ তৎ (সেই জন্য) যৎ ভক্তম্ (যে অন্ন; কিংবা তৎ যৎ—সেই যে; ২।১১।২ মন্তব্য) প্রথমম্ (প্রথমে) আগচ্ছেৎ (উপস্থিত হয়) তৎ (তাহা) হোমীয়ম্ (হোমস্থানীয়)। সঃ (সেই অন্নভোক্তা) যাম্ প্রথমাম্ আহুতিম্ (যে প্রথম আহুতিকে) জুহুয়াৎ (হু; হোম করিবে) তাম্ (তাহাকে) জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা ইতি (প্রাণের উদ্দেশ্যে স্বাহা এই বলিয়া)। প্রাণঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়)।

সরলার্থঃ সেই জন্য যে অন্ন প্রথম উপস্থিত হয় তাহা (অর্থাৎ অন্নের প্রথম অংশ) হোমের জন্য। অন্নভোক্তা প্রথমে যে আহুতি অর্পণ করেন তাহা 'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া অর্পণ করিবে। ইহাতে প্রাণ তৃপ্ত হয়। [এখনও অনেকে অন্নভোজন করিবার সময় কল্পনা করেন যে প্রথম গ্রাসকে প্রাণের উদ্দেশে, দ্বিতীয় গ্রাসকে ব্যানের উদ্দেশে, তৃতীয় গ্রাসকে অপানের উদ্দেশে, চতুর্থ গ্রাসকে সমানের উদ্দেশে এবং পঞ্চম গ্রাসকে উদানের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইল।]

৪৩৩. প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

অন্বয়ঃ প্রাণে তৃপ্যতি (প্রাণ তৃপ্ত হইলে) চক্ষুঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়); চক্ষুষি তৃপ্যতি (চক্ষু তৃপ্ত হইলে) আদিত্যঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়), আদিত্যে তৃপ্যতি (আদিত্য তৃপ্ত হইলে) দ্যৌঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়), দিবি তৃপ্যন্ত্যাম্ (দ্যো তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ (অধিষ্ঠান করে; পরিচালনা করে) তৎ তৃপ্যতি (তাহা তৃপ্ত হয়); তস্য (তাহার) অনুতৃপ্তিম্ (তৃপ্তিম্ অনু, তৃপ্তিকে অনুসরণ করিয়া) তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়) প্রজয়া (সন্ততি দ্বারা) পশুভিঃ (পশুগণ দ্বারা) অন্নাদ্যেন (খাদ্যাদি দ্বারা) তেজসা (তেজ দ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (১।১৬।২ দ্রঃ, ব্রহ্মবর্চস দ্বারা) ইতি।

সরলার্থঃ প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু, চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য, আদিত্য তৃপ্ত হইলে স্বর্গলোক তৃপ্ত হয়। স্বর্গলোক তৃপ্ত হইলে, দ্যুলোক আদিত্যে যাহা কিছু আছে, সে সবই তৃপ্ত হয়। এই তৃপ্তির ফলস্বরূপ ভোক্তাও সন্ততি, পশুসমূহ, অন্নাদি, দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া তৃপ্ত হন।

বিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (২)

৪৩৪. অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদ্ব্যানায় স্বাহেতি ব্যানস্তৃপ্যতি ॥ ১

৪৩৫. ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎ কিংচ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ যাম্ দ্বিতীয়াম্ (যে দ্বিতীয়া আহুতিকে) জুহুয়াৎ তাম্ জুহুয়াৎ ব্যানায় স্বাহা (ব্যানের উদ্দেশ্যে 'স্বাহা') ইতি (এই বলিয়া)। ব্যানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।১)। ব্যানে তৃপ্যতি (ব্যান তৃপ্ত হইলে) শ্রোত্রম্ তৃপ্যতি ; শ্রোত্রে তৃপ্যতি (শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে) চন্দ্রমাঃ তৃপ্যতি ; চন্দ্রমসি তৃপ্যতি (চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে) দিশঃ (দিকসমূহ) তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত হয়) ; দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু (দিকসমূহ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ (যেকোন বস্তুতে) দিশঃ চ চন্দ্রমাঃ চ অধিতিষ্ঠন্তি (অধিষ্ঠান করে) তৎ তৃপ্যতি। তস্য অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন। ইতি (৫।১৯।২)।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—তাহার পর যাহাকে দ্বিতীয় আহুতিরূপে অর্পণ করিবে, তাহাকে 'ব্যানায় স্বাহা' (ব্যানের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে। ইহাতে ব্যান তৃপ্ত হয়। ব্যান তৃপ্ত হইলে কর্ণ, কর্ণ তৃপ্ত হইলে চন্দ্র, চন্দ্র তৃপ্ত হইলে দিকসমূহ তৃপ্ত হয় ; দিকসমূহ তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু দিক ও চন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত, সে সবই তৃপ্ত হয়। ভোক্তা এই তৃপ্তির ফলে সন্ততি, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজজনিত তৃপ্তি লাভ করেন।

একবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৩)

৪৩৬. অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্যপানস্তৃপ্যতি ॥ ১

৪৩৭. অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপ্যত্যগ্নৌ তৃপ্যতি, পৃথিবী তৃপ্যতি, পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিংচ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি, তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ যাম্ তৃতীয়াম্ (যে তৃতীয়া আহুতিকে) জুহুয়াৎ, তাম্ জুহুয়াৎ অপানায় (অপানের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি। অপানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।১)। অপানে তৃপ্যতি (অপান তৃপ্ত হইলে ', বাক্ তৃপ্যতি ; বাচি তৃপ্যন্ত্যাম্ (বাক্ তৃপ্ত হইলে) অগ্নিঃ তৃপ্যতি ; অগ্নৌ তৃপ্যতি (অগ্নি তৃপ্ত হইলে) পৃথিবী তৃপ্যতি। পৃথিব্যাম্ তৃপ্যন্ত্যাম্ (পৃথিবী তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি। তস্য অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—তাহার পর যাহাকে তৃতীয় আহুতিরূপে দিবে তাহাকে 'অপানায় স্বাহা' (অপানের উদ্দেশ্যে স্বাহা) এই বলিয়া দিবে। ইহাতে অপান

তৃপ্ত হয়। অপান তৃপ্ত হইলে বাগিন্দ্রিয়, বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি, অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত হয় ; পৃথিবী তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু পৃথিবী ও অগ্নি দ্বারা পরিচালিত সে সমস্তই তৃপ্ত হয়। ভোক্তা এই তৃপ্তির ফলে প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহলাবণ্য ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া তৃপ্ত হন।

দ্বাবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৪)

৪৩৮. অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি ॥ ১

৪৩৯. সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পর্জন্যস্তৃপ্যতি, পর্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুত্তৃপ্যতি, বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিংচ বিদ্যুচ্চ পর্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি, প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ যাম্ চতুর্থীম্ (যে চতুর্থী আহুতিকে) জুহুয়াৎ, তাম্ জুহুয়াৎ সমানায় (সমানের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি। সমানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।১)। সমানে তৃপ্যতি (সমান তৃপ্ত হইলে) মনঃ তৃপ্যতি ; মনসি তৃপ্যতি (মন তৃপ্ত হইলে) পর্জন্যঃ তৃপ্যতি ; পর্জন্যে তৃপ্যতি (পর্জন্য তৃপ্ত হইলে) বিদ্যুৎ তৃপ্যতি ; বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাম্ (বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ বিদ্যুৎ চ পর্জন্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি। তস্য অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি (৫।১৯।২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—অনন্তর যাহাকে চতুর্থী আহুতিরূপে অর্পণ করিবে তাহাকে 'সমানায় স্বাহা' (সমানের উদ্দেশ্যে স্বাহা)—এই বলিয়া হোম করিবে। ইহাতে 'সমান' তৃপ্ত হয়। 'সমান' তৃপ্ত হইলে মন, মন তৃপ্ত হইলে পর্জন্য, পর্জন্য তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হয় ; বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু বিদ্যুৎ ও পর্জন্য দ্বারা পরিচালিত, সে সবই তৃপ্ত হয়। অন্নভোক্তা এই তৃপ্তির ফলে প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া তৃপ্ত হন।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৫)

৪৪০. অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেত্যুদানস্তৃপ্যতি ॥ ১

৪৪১. উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি বায়ৌ তৃপত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎ কিংচ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি, তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ যাম্ পঞ্চমীম্ (যে পঞ্চমী আহুতিকে) জুহুয়াৎ তাম্ জুহুয়াৎ

উদানায় (উদানের উদ্দেশ্যে) স্বাহা ইতি। উদানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।২) উদানে তৃপ্যতি (উদান তৃপ্ত হইলে) ত্বক্ তৃপ্যতি ; ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাম্ (ত্বক্ তৃপ্ত হইলে) বায়ুঃ তৃপ্যতি ; বায়ৌ তৃপ্যতি (বায়ু তৃপ্ত হইলে) আকাশঃ তৃপ্যতি ; আকাশে তৃপ্যতি (আকাশ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিঞ্চ বায়ুঃ চ আকাশঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ তৎ তৃপ্যতি। তস্য অনু তৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি (৫।১৯।২)।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—অনন্তর যাহাকে পঞ্চমী আহুতিরূপে অর্পণ করিবে, তাহাকে 'উদানায় স্বাহা' (উদানের উদ্দেশে স্বাহা)—এই বলিয়া অর্পণ করিবে। ইহাতে উদান তৃপ্ত হয়। উদান তৃপ্ত হইলে ত্বক্, ত্বক্ তৃপ্ত হইলে বায়ু, বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হয়। আকাশ তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু বায়ু ও আকাশ কর্তৃক পরিচালিত সে সবই তৃপ্ত হয়। ভোক্তা এই তৃপ্তি হেতু প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া তৃপ্ত হন।

চতুর্বিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৬)

৪৪২. স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াত্তাদৃক্ তৎ স্যাৎ ॥ ১

৪৪৩. অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্য সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মসু হুতং ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (সেই যে কোন লোক) ইদম্ (ইহাকে) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (অগ্নিহোত্র হোম করে) যথা (যেমন) অঙ্গারান্ (জ্বলদঙ্গারকে) অপোহ্য (পরিত্যাগ করিয়া) ভস্মনি (ভস্মে) জুহুয়াৎ (হোম করে) তাদৃক্ (সেই প্রকার) তৎ স্যাৎ (হয়)। অথ যঃ এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (১মঃ) তস্য (তাহার) সর্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সর্বেষু আত্মসু (সমুদয় আত্মাতে) হুতম্ ভবতি (হোম করা হয়)।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—যে লোক ইহা অর্থাৎ এই বৈশ্বানর বিদ্যা না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে—জ্বলন্ত অঙ্গার ছাড়িয়া ভস্মে আহুতি দিলে যাহা হয়—ইহারও তাহাই হয়। আর যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাঁহার সর্বলোকে, সর্বভূতে ও সকল আত্মাতে হোম করা হয়।

মন্তব্য ঃ অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার নাম 'অগ্নিহোত্র'। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে নির্দিষ্ট অগ্নিতে আহুতি দেওয়া গৃহস্থের পক্ষে একটি নিত্য কর্ম।

৪৪৪. তদ্ যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥ ৩

৪৪৫. তস্মাদু হৈবংবিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতং স্যাদিতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৪

৪৪৬. যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্যুপাসতে।
এবং সর্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ তৎ যথা (যেমন) ইষীকাতূলম্ (মুঞ্জা ঘাসের তুলা) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (নিক্ষিপ্ত হইলে) প্রদূয়েত (সম্যক্ দগ্ধ হইয়া যায়), এবম্ (এই প্রকার) হ অস্য (ইহার) সর্বে পাপ্মানঃ (সমুদয় পাপ) প্রদূয়ন্তে (সম্যক দগ্ধ হইয়া যায়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (১মঃ)। তৎ যথা—(৪।১৬।৩ মন্তব্য)। তস্মাৎ (সেই জন্য) উ হ এবংবিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) যদ্যপি চণ্ডালায় (চণ্ডালকে) উচ্ছিষ্টম্ প্রযচ্ছেৎ (প্রদান করে) ; আত্মনি (আত্মাতে) হ এব অস্য (ইহার) তৎ (সেই উচ্ছিষ্টকে) বৈশ্বানরে [আত্মনি] (বৈশ্বানর আত্মাতে) হুতম্ স্যাৎ (আহুত হইয়া থাকে) ইতি। তৎ (এ বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ যথা (যেমন) ইহ (এই পৃথিবীতে) ক্ষুধিতাঃ বালাঃ (ক্ষুধিত শিশুগণ) মাতরম্ (মাতাকে) পরি + উপাসতে (উপাসনা করে), এবম্ (এই প্রকার) সর্বাণি ভূতানি (সমুদয় ভূত) অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি ; অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ (৩য়—৫ম মন্ত্র) যেমন ইষীকার তুলাকে আগুনে দিলে তাহা সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। সেই জন্য এই রকম জ্ঞানবান ব্যক্তি যদি চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, তাহা হইলে বৈশ্বানর আত্মাতেই তাঁহার হোম করা হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—যেমন এই পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত শিশুগণ মাতার উপাসনা করে (অর্থাৎ সাগ্রহে তাঁহার কাছে গিয়া জড় হয়) তেমনি সকল চরাচর প্রাণী অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকে।

মন্তব্য ঃ ৫।২৪।৪. 'যদ্যপি চণ্ডালায় উচ্ছিষ্টম্' ইত্যাদি—এখানে বলিবার উদ্দেশ্য, এই পবিত্র অগ্নিতেই পবিত্র বস্তুকে হোম করিতে হয় ; কিন্তু চণ্ডাল অস্পৃশ্য জাতি এবং উচ্ছিষ্টও অপবিত্র বস্তু। চণ্ডালস্থ বৈশ্বানর অগ্নিতে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করিলে আহুতি প্রদানের কোন ফল লাভ হইবার কথা নয়। কিন্তু যিনি প্রাণাহুতি-তত্ত্ব জানেন, তিনি এ প্রকার করিলেও ফল লাভ করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদ (১)—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান

৪৪৭. ওঁ শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ শ্বেতকেতুঃ হ আরুণেয় (৫।৩।১ দ্রঃ) আস (ছিল ; বৈদিক প্রয়োগ)। তম্ (তাহাকে) হ পিতা উবাচ (বলিলেন)—শ্বেতকেতো, বস (বাস কর—ব্রহ্মচারী-রূপে) ব্রহ্মচর্যম্। ন (না) বৈ (যেহেতু নিশ্চয়ই) সোম্য অস্মৎকুলীনঃ ('অস্মাৎ+কুল' হইতে নিষ্পন্ন ; কুলীনঃ—কুলে উৎপন্ন ; আমাদিগের বংশোদ্ভব কেহ) অননূচ্য (বেদ অধ্যয়ন না করিয়া) ব্রহ্মবন্ধুঃ ইব (ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায়) ভবতি (হয়)। [ব্রহ্মবন্ধুঃ—ব্রাহ্মণের গুণ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ—এই অর্থে ব্রহ্মবন্ধু, ৫।৩।৫ মন্তব্যঃ দ্রষ্টব্য]।

সরলার্থ ঃ আরুণির শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র ছিল। পিতা তাহাকে বলিলেন—'শ্বেতকেতু, তুমি ব্রহ্মচর্য নাও। আমাদিগের বংশে কেহই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর মত হন নাই।'

৪৪৮. স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ ॥ ২

৪৪৯. যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ (শ্বেতকেতু) হ দ্বাদশবর্ষঃ (বার বছর বয়স্ক) উপেত্য ('গুরুগৃহে' গমন করিয়া) চতুর্বিংশতিবর্ষঃ (চব্বিশ বৎসর বয়সে) সর্বান্ বেদান্ (সমুদয় বেদকে) অধীত্য (অধ্যয়ন করিয়া) মহামনাঃ (গম্ভীর যাহার মন ; যে মনে করে আমার মন উন্নত) অনূচানমানী (পাণ্ডিত্যাভিমানী ; যে মনে করে আমি বেদজ্ঞ) স্তব্ধঃ (অবিনীত) এয়ায় (ফিরিয়া আসিল)। তম্ (তাহাকে) হ পিতা উবাচ (বলিলেন)—শ্বেতকেতো যৎ নু সোম্য ইদম্ (যৎ ইদম্=এই যে,) মহামনাঃ অনূচানমানী, স্তব্ধঃ অসি (হইয়াছ)। উত (কি) তম্ আদেশম্ (সেই আদেশকে, উপদেশকে) অপ্রাক্ষ্যঃ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে) যেন (যে উপদেশ দ্বারা) অশ্রুতম্ (অশ্রুতবিষয়) শ্রুতম্ ভবতি (শ্রুত হয়), অমতম্ (যাহা মনন করা হয় নাই সেই বিষয়) মতম্ (বোধগম্য), অবিজ্ঞাতম্ (অবিজ্ঞাত বিষয়) বিজ্ঞাতম্ (বিজ্ঞাত)? ইতি কথম্ নু (কি প্রকার) ভগবঃ (ভগবন্) সঃ আদেশঃ ভবতি ইতি।

সরলার্থ ঃ (২য় ও ৩য় মন্ত্র)—শ্বেতকেতু বার বছর বয়সে গুরুগৃহে গিয়া চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিল। বেদ অধ্যয়নের পর সে গম্ভীরচিত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হইয়া গৃহে ফিরিল। পিতা তাহাকে বলিলেন—

'শ্বেতকেতু, তুমি ত মহামনা, পাণ্ডিত্যাভিমানী, অবিনীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। কিন্তু তুমি কি সেই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহাতে অশ্রুতবিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়?' শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান কি সেই উপদেশ?'

৪৫০. যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ যথা (যেমন) সোম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন (একটি মৃৎপিণ্ড দ্বারা) সর্বম্ মৃন্ময়ম্ (সমুদয় মৃন্ময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ (বিজ্ঞাত হয়) ; বাচা+আরম্ভণম্ (বাক্যসমূহের অবলম্বন) বিকারঃ (মৃন্ময় বস্তুরূপ বিকার) নামধেয়ম্ (নামমাত্র) ; মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্।

সরলার্থ ঃ পিতা বলিলেন, 'হে সোম্য, একটি মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমস্ত মৃন্ময় বস্তু জানা যায় ; বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, কেবল একটি নাম। মৃত্তিকাই সত্য (অর্থাৎ মৃন্ময় বস্তু মৃত্তিকারই বিকার ; কিন্তু এই বিকার আর কিছুই নহে, ইহা কেবল শব্দাত্মক)। [ভাষায় বলিতে হয়, এইটা ঘট, এইটা সরা, কিন্তু ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করিলে সবই মৃত্তিকা হইয়া যায় ; সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য।]

৪৫১. যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥ ৫

৪৫২. যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ যথা সোম্য! একেন লোহমণিনা (একটি স্বর্ণপিণ্ড দ্বারা) সর্বম্ লোহময়ম্ (সমুদয় স্বর্ণময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ ; বাচা আরম্ভণম্ বিকারঃ (লোহময় বস্তুরূপ বিকার) নামধেয়ম্ ; লোহম্ ইতি এব সত্যম্ (৪ মঃ দ্রঃ)। যথা সোম্য একেন নখনিকৃন্তনেন (একটি নরুণ দ্বারা অর্থাৎ একখণ্ড লোহদ্বারা ; নিকৃন্তন—যাহা দ্বারা ছেদন করা যায় ; নখনিকৃন্তন—যাহা দ্বারা নখ ছেদন করা যায়) সর্বম্ কার্ষ্ণায়সম্ (লোহময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ, বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্, কৃষ্ণায়সম্ ইতি এব সত্যম্। এবম্ সোম্য সঃ (সেই) আদেশঃ (উপদেশ) ভবতি (হয়) ইতি (৪র্থ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ (৫ম ও ষষ্ঠ মন্ত্র)—হে সোম্য, যেমন একটি সুবর্ণপিণ্ড জানিলেই সব সুবর্ণময় বস্তু জানা যায় ; বিকার শব্দমূলক, নামমাত্র, এবং সুবর্ণই সত্য (অর্থাৎ সুবর্ণময় বস্তু সুবর্ণেরই বিকার, এই বিকার কেবল শব্দমূলক, কেবল একটি নামমাত্র ; ভাষায় বলিতে হয় এইটি কুণ্ডল, এইটি বলয় ; কিন্তু ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করিলে সমস্ত সুবর্ণময় বস্তু এক সুবর্ণই হইয়া যায় ; সুতরাং সুবর্ণই সত্য পদার্থ)। হে সোম্য, যেমন একটা নরুণকে জানিলে সব লোহময় বস্তু জানা যায়, বিকার শব্দাত্মক, নামমাত্র, লোহই সত্য, তেমনি হে সোম্য, সেই উপদেশ (অর্থাৎ সেই উপদেশ শ্রবণ করিলে অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়)।

মন্তব্য ঃ ৬।১।৫. লোহমণি—সুবর্ণপিণ্ড (শঙ্কর)। 'লোহ' শব্দ হইতেই 'লোহিত'

শব্দ। এইজন্য কেহ কেহ বলেন 'লোহ' নামক ধাতু লোহিত বর্ণই হইবে, সুতরাং লোহ = তাম্র এবং লোহমণি = তাম্রময় অলঙ্কার। ডয়সন্ ইহার অনুবাদে 'copper button or ornament' ব্যবহার করিয়াছেন। (৬ষ্ঠ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

৬।১।৬ (ক) নিকৃন্তন, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'নিকৃন্তন' না হইয়া 'নিকর্তন' হওয়া উচিত। কিন্তু প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যেও এই প্রকার ব্যবহার রহিয়াছে (ভাগবত ৩।৩০।২৭, ৬।২।৪৬)। (খ) 'কার্ষ্ণায়স' শব্দ 'কৃষ্ণায়স্' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কৃষ্ণায়স্—কৃষ্ণ + অয়স্—কৃষ্ণবর্ণ, অয়স-লোহ। 'অয়স' একটি ধাতু, কিন্তু ইহা কোন ধাতু তাহা বলা কঠিন। বাজসনেয়ি সংহিতাতে (১৮।১৩) এই ছয়টি ধাতুর নাম করা হইয়াছে—(১) হিরণ্য, (২) অয়স্, (৩) শ্যাম, (৪) লোহ, (৫) সীস, (৬) ত্রপু। 'হিরণ্য' অর্থ সুবর্ণ; আমরা বর্তমান সময়ে যাহাকে লৌহ বলি, তাহারই প্রাচীন নাম 'শ্যাম'। অথর্ববেদে এই অর্থেই 'শ্যাম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৯।৫।৪, ১১।৩।৭)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকে মনে করেন লোহ = তাম্র (৬।১।৫ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) এবং 'অয়স্' bronze নামক রক্তাভ মিশ্র ধাতু। সাধারণত লোকে মনে করে অয়স্ = লৌহ। ঋগ্বেদে (১০।৮৭।২) অগ্নিকে 'অয়োদ্রংষ্ট' বলা হইয়াছে। অন্য এক স্থলে (১।৮৮।৫) 'অয়োদংষ্টান্' শব্দের ব্যবহার আছে, Macdonell-এর মতে এই শব্দ অগ্নিরই বিশেষণ। অগ্নির জিহ্বাকে লক্ষ করিয়াই এই সমুদয় কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নির জিহ্বা বা শিখা অবশ্যই লৌহের মত নহে। একটি মন্ত্রে (৬।৭১।৪) সূর্যকে হিরণ্যপাণি ও অয়োহনু বলা হইয়াছে। 'অয়স্' এখানে অবশ্যই লৌহ নহে। ইহা এমন এক ধাতু যাহার বর্ণ সূর্যের মত। সায়ণের মতে অয়োহনুঃ = হিরণ্যহনুঃ। এক স্থলে 'বান'কে অয়োমুখম্ বলা হইয়াছে (৬।৭৫।১৫), অপর এক স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে (১০।৯৯।৬) 'অয়ো অগ্রয়া'। এই দুই স্থলে 'অয়স্' অর্থ যে 'লৌহ'ই করিতে হইবে তাহা নহে, ইহার অর্থ তাম্র বা bronze-ও হইতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণ (৫।৪।১২) 'অয়স্' ও লোহায়স্ এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। জৈমিনীয় উপনিষদ্ (৩।১৭।৩) ব্রাহ্মণের মতে লোহায়স্ এবং কার্ষ্ণায়স্ বিভিন্ন ধাতু। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (৩।৬২।৬।৫) কৃষ্ণায়স্ ও লোহায়স্‌কে দুই ধাতু বলা হইয়াছে। এই সমুদয় অংশ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এক সময়ে 'অয়স্' শব্দ 'লৌহ' অর্থে ব্যবহৃত হইত না।

৪৫৩. ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্‌ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৭

অন্বয় ঃ ন (না) বৈ নূনম্ ভগবন্তঃ (পূজনীয়) তে (তাঁহারা, উপাধ্যায়গণ) এতৎ (ইহা) অবেদিষুঃ (জানিতেন)। যৎ (যদি) হি এতৎ অবেদিষ্যন্ (জানিতেন), কথম্ (কেন) মে (আমাকে) ন (না) অবক্ষ্যন্ (বলিবেন) ইতি। ভগবান্ তু এব মে তৎ ব্রবীতু (বলুন) ইতি। তথা (তাহাই) সোম্য ! ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ পুত্র বলিল 'পূজনীয় উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন না। যদি জানিতেনই তবে বলিলেন না কেন ? সুতরাং আপনিই আমাকে তাহা বলুন।' পিতা বলিলেন, 'সোম্য, তাহাই হউক।'

দ্বিতীয় খণ্ড

সৎস্বরূপ হইতে তেজ, জল ও অন্নের সৃষ্টি

৪৫৪. সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥ ১

অন্বয় ঃ সৎ এব (সৎস্বরূপই, যাহা আছে তাহাই সৎ) সোম্য ! ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে আসীৎ (ছিল) একম্ এব অদ্বিতীয়ম্। তৎ (ইহাকে, এবিষয়ে) হ একে (কেহ কেহ) আহুঃ (বলেন) অসৎ এব (অসৎই, যাহা নাই তাহার নাম 'অসৎ') ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ (সেই অসৎ হইতে) সৎ (সত্তা) জায়ত (বৈদিক প্রয়োগ অজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছে)।

সরলার্থ ঃ সোম্য, প্রথমে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎরূপে বর্তমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় 'অসৎ' রূপে বর্তমান ছিল এবং সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

৪৫৫. কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ কুতঃ তু খলু (কি প্রকারে) ? সোম্য, এবম্ (এই প্রকারে) স্যাৎ (হইতে পারে) ? ইতি। হ উবাচ (বলিলেন)। কথম্ (কি প্রকারে) অসতঃ সৎ জায়েত (উৎপন্ন হইতে পারে) ইতি। সৎ তু এব সোম্য, ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ (১মঃ)।

সরলার্থ ঃ কিন্তু সোম্য, ইহা কি করিয়া হইতে পারে ? কি করিয়া অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে ? এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎরূপেই বর্তমান ছিল।

৪৫৬. তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত। তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ (সেই সৎ) ঐক্ষত (সঙ্কল্প করিয়াছিল)—বহু স্যাম্ (বহু হই) প্রজায়েয় (উৎপন্ন হই) ইতি। তৎ (সেই সৎ) তেজঃ অসৃজত (সৃষ্টি করিল)। তৎ (সেই) তেজঃ ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি তৎ অপঃ (জলকে) অসৃজত। তস্মাৎ (সেই জন্য) যত্র ক্ব চ (যে কোন স্থানে) শোচতি (শোক করে স্বেদতে বা (ঘর্মাক্ত হয়) পুরুষঃ তেজসঃ এব (তেজ হইতেই) তৎ (সেই স্থলে) অধি আপঃ (জল) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ সেই সৎ-স্বরূপ আলোচনা করিলেন (বা সংকল্প করিলেন)—'আমি বহু হই, আমি জন্মগ্রহণ করি।' তারপর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজও সংকল্প করিল, 'আমি বহু হই, আমি জন্মগ্রহণ করি।' সেই তেজ জল সৃষ্টি করিল। তাই পুরুষ যখন যেখানে শোকার্ত বা ঘর্মাক্ত হয়, সেখানেই তেজ হইতে জল উৎপন্ন হয়।

৪৫৭. তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে ॥ ৪

অন্বয় ঃ তাঃ আপঃ (সেই জল) ঐক্ষন্ত (সঙ্কল্প করিল)—বহ্ব্যঃ (বহু) স্যাম (হই) প্রজায়েমহি (উৎপন্ন হই) ইতি। তাঃ (সেই জল) অন্নম্ অসৃজন্ত (সৃষ্টি করিল)। তস্মাৎ যত্র ক্ব চ বর্ষতি (বৃষ্টিপাত হয়), তৎ (তখনই) ভূয়িষ্ঠম্ (বহু পরিমাণে) অন্নম্ ভবতি (হয়)। অদ্ভ্যঃ এব (জল হইতেই) তৎ (তখন) অধি [জায়তে] (উৎপন্ন হয়) অন্নাদ্যম্ (অন্নাদি) জায়তে।

সরলার্থ ঃ সেই জল সঙ্কল্প করিল, 'বহু হই, জাত হই।' সেই জল অন্ন সৃষ্টি করিল। এই জন্য যেখানে যখন বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে বহু অন্ন উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য ঃ ঐক্ষত—ঈক্ষ্ ধাতু হইতে। দর্শন করা, চিন্তা করা, সঙ্কল্প করা ইত্যাদি বহু অর্থে এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। যত্র ক্ব চ—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ, দেশ এবং কাল উভয় হইতে পারে, 'দেশে কালে বা'।

তৃতীয় খণ্ড

আদি দেবত্রয়ের মিশ্রণে জগতের উৎপত্তি

৪৫৮. তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ॥ ১

অন্বয় ঃ তেষাম্ খলু এষাম্ ভূতানাম্ (সেই এই ভূতসমূহের) ত্রীণি এব (তিন প্রকারই) বীজানি (কারণ) ভবন্তি (হয়)—আণ্ডজম্ (অণ্ডজম্—অণ্ড হইতে উৎপন্ন ; আণ্ড, বৈদিক প্রয়োগ=অণ্ড), জীবজম্ (জীব হইতে উৎপন্ন) উদ্ভিজ্জম্ (উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন) ইতি। [অর্থাৎ তাহারা তিনরকম ভাবে জন্মায়।]

সরলার্থ ঃ সেই ভূতগণের উৎপত্তির তিনটি কারণ—ইহারা অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।

মন্তব্য ঃ 'উদ্ভিজ্জম্' শব্দের অনেক অর্থ করা হইয়াছে—(ক) উদ্ভিদ্ অর্থাৎ বৃক্ষাদি হইতে জাত, (খ) উদ্ভিদ্ অর্থ বীজ বা অঙ্কুর ; বীজ বা অঙ্কুর হইতে যাহা জাত তাহাই উদ্ভিজ্জ।

৪৫৯. সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ২

৪৬০. তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনেব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সা ইয়ম্ দেবতা (সেই এই দেবতা) ঐক্ষত (আলোচনা বা সঙ্কল্প করিলেন, ৬।২।৩ মন্তব্য) হন্ত (আচ্ছা, বেশ) অহম্ (আমি) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতাতে অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্ন—এই তিন দেবতাতে) অনেন জীবেন আত্মনা (এই জীবাত্মারূপে) অনুপ্রবিশ্য (অনুপ্রবেশ করিয়া) নামরূপে (নাম ও রূপকে) ব্যাকরবাণি (ব্যাকৃত করি, ব্যক্ত করি) ইতি। তাসাম্ (সেই তিন দেবতার)

ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ (ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ) একৈকাম্ (প্রত্যেককে) করবাণি (করি)। ইতি। সা ইয়ম্ দেবতা (সেই এই দেবতা) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতাতে) অনেন এব জীবেন আত্মনা অনু প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ (ব্যক্ত করিলেন)।

সরলার্থ ঃ (২য় ও ৩য় মন্ত্র)—সেই সৎস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—'আচ্ছা, আমি এই জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতাতে (তেজ, জল ও অন্ন নামক দেবতাতে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। আমি এই তিন দেবতাকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করি।' তারপর তিনি জীবাত্মারূপে এই সব দেবতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন।

মন্তব্য ঃ ৬।৩।৩. ত্রিবৃৎকরণের অর্থ এই—তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিনটি ভূত। তেজ যে কেবল বিশুদ্ধ তেজ, তাহা নহে ; ইহাতে জল ও পৃথিবী এই দুই-এর অংশও আছে। তবে তেজে তেজের অংশই বেশী। এইরূপ জলে তেজ ও পৃথিবীর অংশও আছে। আমাদের দেশের দার্শনিকগণ বলেন—তেজ = $\frac{1}{2}$ ভাগ তেজ + $\frac{1}{4}$ ভাগ জল + $\frac{1}{4}$ ভাগ পৃথিবী। জল = $\frac{1}{2}$ ভাগ জল + $\frac{1}{4}$ ভাগ তেজ + $\frac{1}{4}$ ভাগ পৃথিবী। পৃথিবী = $\frac{1}{2}$ ভাগ পৃথিবী + $\frac{1}{4}$ ভাগ তেজ + $\frac{1}{4}$ ভাগ জল।

৪৬১. তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ তাসাম্ ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ। যথা (যে প্রকারে) তু খলু সোম্য, ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ এক+একা ভবতি, তৎ (তাহা) মে (আমার নিকটে) বিজানীহি (অবগত হও) ইতি। (৩য় মন্ত্র)।

সরলার্থ ঃ সেই সৎস্বরূপ দেবতা তাহাদিগের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। হে সৌম্য, এই তিন দেবতা প্রত্যেকে কি প্রকারে ত্রিবৃৎ হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট জানিয়া লও।

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নি-সূর্যাদি সমুদয় বস্তুতে আদি দেবত্রয়ের অবস্থিতি

৪৬২. যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ যৎ (যে) অগ্নেঃ (অগ্নির) রোহিতম্ (লোহিত) রূপম্ তেজসঃ (তেজের) তৎ রূপম্ (সেইরূপ)। যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্ (জলের)। যৎ কৃষ্ণম্, তৎ অন্নস্য (অন্নের)। অপ-অগাৎ (চলিয়া গেল) অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) অগ্নিত্বম্। বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ (৬।১।৪ টীকা)। ত্রীণি রূপাণি (তিনটি রূপ) ইতি এব সত্যম্।

সরলার্থ ঃ অগ্নির যে রক্তবর্ণ তাহা তেজের রূপ ; শুক্লবর্ণ জলের রূপ এবং

কৃষ্ণবর্ণ অন্নের রূপ। সুতরাং অগ্নি হইতে অগ্নিত্ব চলিয়া গেল। সমস্ত বিকারই শব্দাত্মক নামমাত্র। এই তিনটি রূপই কেবল সত্য।

৪৬৩. যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ যৎ আদিত্যস্য (আদিত্যের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ রূপম্; যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্ যৎ কৃষ্ণম্, তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) আদিত্যত্বম্। বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ (৬।১।৪)। ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যম্ (১মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থঃ সূর্যের যে লোহিতবর্ণ তাহা তেজের রূপ, তাহার শুক্লবর্ণ জলের রূপ এবং কৃষ্ণবর্ণ অন্নের রূপ। এইভাবে সূর্য হইতে সূর্যত্ব চলিয়া গেল। সব বিকারই শব্দাত্মক, নামমাত্র। এই রূপ তিনটিই সত্য।

৪৬৪. যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৩

৪৬৫. যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্ বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ যৎ চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রের) রোহিতম্ রূপম্ তেজসঃ তৎ রূপম্; যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্ তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ চন্দ্রাৎ (চন্দ্র হইতে) চন্দ্রত্বম্। বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যম্ (১ম মন্ত্র দ্রঃ)। যৎ বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ রূপম্; যৎ শুক্লম্ তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্ তৎ অন্নস্য। অপাগাৎ বিদ্যুতঃ (বিদ্যুৎ হইতে) বিদ্যুত্ত্বম্ (বিদ্যুত্ত্ব—বিদ্যুতের ভাব)। বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যম্ (১ম মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থঃ (৩য় ও ৪র্থ মন্ত্র)—চন্দ্রের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ, তাহার যে শুক্লরূপ তাহা জলের রূপ এবং কৃষ্ণরূপ অন্নের রূপ। সুতরাং চন্দ্র হইতে চন্দ্রত্ব চলিয়া গেল। সব বিকারই শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই রূপ তিনটিই সত্য। বিদ্যুতের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের, শুক্লরূপ জলের এবং ইহার কৃষ্ণরূপ অন্নের। সুতরাং বিদ্যুৎ হইতে বিদ্যুত্ত্ব চলিয়া গেল। বিকার বাক্যমূলক, কেবল একটি নাম। এই যে তিনটি রূপ ইহাই সত্য।

৪৬৬. এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ এতৎ হ (এই) স্ম বৈ তৎ বিদ্বাংসঃ (তাহার জ্ঞাতাসকল) আহুঃ (বলিয়াছিলেন) পূর্বে (পূর্বকালের) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ (৫।১১।১ টীঃ) ন (না) নঃ (আমাদের) অদ্য কঃ চন (কোন ব্যক্তি) অশ্রুতম্ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ (৬।১।২,৩ মন্ত্র) উদাহরিষ্যতি (বলিবেন) ইতি। হি এভ্যঃ (এই সমুদয় অর্থাৎ লোহিতাদি রূপ হইতে) বিদাঞ্চক্রুঃ (অবগত হইয়াছিলেন)

সরলার্থঃ ইহা জানিয়াই পূর্বে মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছিলেন—আজ হইতে কোন ব্যক্তি আমাদের এমন কিছু বলিতে পারিবে না যাহা আমরা শুনি নাই, চিন্তা করি নাই বা আমাদের জানা নাই।' তাঁহাদের এই রকম বলার কারণ—এই সব অর্থাৎ লোহিতাদি প্রভা তো জ্ঞান হইতেই তাঁহারা জানিয়াছিলেন [অর্থাৎ লোহিতাদিই সত্য আর সমস্ত লোহিতাদির বিকার; সুতরাং লোহিতাদি জানিলেই আর সব জানা যায়]।

৪৬৭. যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ যৎ (যাহা) উ রোহিতম্ ইব (লোহিতের ন্যায়) অভূৎ (ছিল) ইতি, তেজসঃ (তেজের) তৎ রূপম্ (সেইরূপ) ইতি, তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ (জানিয়াছিলেন) যৎ উ শুক্লম্ ইব (শুক্লের ন্যায়) অভূৎ ইতি, অপাম্ রূপম্ (জলের রূপ) ইতি, তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ; যৎ উ কৃষ্ণম্ ইব (কৃষ্ণের ন্যায়) অভূৎ ইতি, অন্নস্য (অন্নের) রূপম্ ইতি তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ।

সরলার্থঃ যাহা লোহিতের মত মনে হইত অর্থাৎ লোকে যাহাকে লোহিত বলিয়া মনে করিত তাহা তাঁহারা তেজের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; যাহা শুক্লের মত মনে হইত, তাহা জলের রূপ ও যাহা কৃষ্ণের মত মনে হইত, তাহাকে অন্নের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

৪৬৮. যদ্ববিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৭

অন্বয়ঃ যৎ উ (যাহা) অবিজ্ঞাতম্ ইব (অবিজ্ঞাতের ন্যায়) অভূৎ (ছিল), ইতি এতাসাম্ এব দেবতানাম্ (এই দেবতাদিগেরই) সমাসঃ (সংযোগ, সমষ্টি) ইতি, তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ। যথা খলু তু সোম্য! ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ পুরুষম্ প্রাপ (পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি (হয়), তৎ মে বিজানীহি ইতি (৬।৩।৪ মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থঃ যাহা কিছু অজ্ঞাত মনে হইত; তাহাও যে এই দেবতাদেরই (অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্নেরই) সমষ্টি—তাহারা সে কথা বুঝিয়াছিলেন। সৌম্য, এই তিন দেবতা পুরুষকে পাইয়া প্রত্যেকে যেরূপ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট জানিয়া লও।

পঞ্চম খণ্ড

আদি দেবত্রয় হইতে শরীর, মন, প্রাণ ও বাক্যের উৎপত্তি

৪৬৯. অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ অন্নম্ অশিতম্ (ভুক্ত হইলে) ত্রেধা (তিন প্রকার) বিধীয়তে (বিভক্ত

হয়) ; তস্য (তাহার) যঃ (যাহা) স্থবিষ্ঠঃ (স্থূলতম) ধাতুঃ (অংশ), তৎ (তাহা) পুরীষম্ ভবতি ; যঃ মধ্যমঃ, তৎ মাংসম্, যঃ অণিষ্ঠঃ (সূক্ষ্মতম) তৎ মনঃ।

সরলার্থ : অন্ন ভুক্ত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। অন্নের স্থূলতম অংশ হয় পুরীষ, মধ্যম ভাগ মাংস এবং সূক্ষ্মতম অংশ হয় মন।

৪৭০. আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥ ২

৪৭১. তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ॥ ৩

অন্বয় : আপঃ (জল) পীতাঃ (পীত হইয়া) ত্রেধা বিধীয়ন্তে (বিভক্ত হয়); তাসাম্ (সেই জলের) যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ মূত্রম্ ভবতি ; যঃ মধ্যমঃ, তৎ লোহিতম্ (রক্ত) ; যঃ অণিষ্ঠঃ, সঃ প্রাণঃ (১মঃ দ্রঃ)। তেজঃ (ঘৃতাদি তেজস্কর পদার্থ) অশিতম্ (ভুক্ত হইয়া) ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি ; যঃ মধ্যমঃ, সঃ মজ্জা ; যঃ অণিষ্ঠঃ, সা বাক্ (১ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : (২য় ও ৩য় মন্ত্র)—জল পীত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। জলের স্থূলতম অংশ হয় মূত্র। ঘৃত প্রভৃতি মধ্যম অংশ রক্ত এবং সূক্ষ্মতম অংশ হয় প্রাণ। ঘৃত প্রভৃতি তেজস্কর পদার্থ ভুক্ত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূলতম অংশ অস্থি হয়, মধ্যম অংশ মজ্জা এবং সূক্ষ্মতম অংশ বাক্-এ পরিণত হয়।

৪৭২. অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৪

অন্বয় : অন্নময়ম্ হি সোম্য, মনঃ ; আপোময়ঃ (প্রাচীন প্রয়োগ অম্ময়=জলময়) প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্ ইতি। ভূয়ঃ এব মা (আমাকে) ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু (বিজ্ঞাপন করুন) ইতি। তথা (সেই প্রকার হউক) সোম্য ! ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ : 'সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।' শ্বেতকেতু বলিলেন—'আপনি পুনরায় আমাকে বুঝাইয়া দিন।' পিতা বলিলেন—'সোম্য, তাহাই হউক।'

ষষ্ঠ খণ্ড

আদি দেবত্রয় হইতে মন, প্রাণ ও বাক্যের উৎপত্তি (পুনরুক্তি)

৪৭৩. দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তৎ সর্পির্ভবতি ॥ ১

৪৭৪. এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি ॥ ২

অন্বয় : দধ্নঃ (দধির) সোম্য ! মথ্যমানস্য (যাহা মন্থন করা হইতেছে তাহার) যঃ (যাহা) অণিমা (সূক্ষ্মতম অংশ) সঃ ঊর্ধ্বঃ (ঊর্ধ্বদিকে) সমুদীষতি (উত্থিত হয়) ; তৎ (তাহা) সর্পিঃ (নবনীত) ভবতি (হয়)। এবম্ এব (এইরূপই) খলু সোম্য ! অন্নস্য অশ্যমানস্য (ভুক্ত অন্নের) যঃ অণিমা, সঃ ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি ; তৎ মনঃ ভবতি (১ মঃ দ্রঃ)। ['অণিমা' শব্দের প্রচলিত অর্থ অণুর ভাব বা অণুত্ব। প্রাচীনকালে 'অণুতম অংশ' অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত]।

সরলার্থ : (১ম ও ২য় মন্ত্র)—দধি মন্থন করার সময় তাহার সূক্ষ্মতম অংশ উপরে উঠিয়া আসে ; তাহা ঘৃত হয়। সোম্য, এইভাবে ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ উপর-দিকে উঠিয়া মনরূপে পরিণত হয়।

৪৭৫. অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি ॥ ৩

৪৭৬. তেজসঃ সোম্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি সা বাগ্ ভবতি ॥ ৪

অন্বয় : অপাম্ (জলের) সোম্য, পীয়মানানাম্ (যাহা পান করা হয়, তাহার), যঃ অণিমা, সঃ ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি ; সঃ প্রাণঃ ভবতি (১ম মঃ)। তেজসঃ (তেজের) সোম্য, অশ্যমানস্য [তেজসঃ] (ভুক্ত তেজের) যঃ অণিমা, সঃ ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি সা (তাহা) বাক্ ভবতি (১ম মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ : (৩য় ও ৪র্থ মন্ত্র)—সোম্য, যে জল পান করা হয়, তাহার সূক্ষ্মতম অংশ উপরদিকে উঠিয়া প্রাণরূপে পরিণত হয়। তেজস্কর বস্তু ভুক্ত হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা উপরে উঠে এবং বাক্‌রূপে পরিণত হয়।

৪৭৭. অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৫

অন্বয় : অন্নময়ম্ হি সোম্য, মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্ ইতি। ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সোম্য ! ইতি হ উবাচ (৬।৫।৪ দ্রঃ)

সরলার্থ : 'সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।' শ্বেতকেতু বলিলেন, 'আপনি আবার আমাকে বুঝাইয়া দিন।' পিতা বলিলেন, 'তাহাই হউক।'

সপ্তম খণ্ড

শ্বেতকেতুর অনশন ও পুনর্ভোজন দ্বারা উক্ত তত্ত্বের প্রমাণ

৪৭৮. ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি ॥ ১

অন্বয় : ষোড়শকলঃ (ষোল কলা যাহার) সোম্য, পুরুষঃ। পঞ্চদশ অহানি (পনের দিন) মা (না) অশীঃ (ভোজন করিও)। কামম্ (যথেচ্ছ) অপঃ (জল) পিব (পান কর)। আপোময়ঃ (জলময়) প্রাণঃ। ন (না) পিবতঃ (পানকারীর) বিচ্ছেৎস্যতে (বিচ্ছেদ হয় না) ইতি।

সরলার্থ : সোম্য, পুরুষ ষোলকলাযুক্ত। পনের দিন ভোজন করিও না, কিন্তু যতটা ইচ্ছা জল পান করিও ; কারণ প্রাণ জলময়। যে জল পান করে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় না।

৪৭৯. স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ (সে) হ পঞ্চদশ + অহানি ন আশ (ভোজন করিল)। অথ হ এনম্‌ (ইহার নিকট) উপসসাদ (গমন করিল)। কিম্‌ (কি) ব্রবীমি (বলিব) ভোঃ ইতি। ঋচঃ (ঋক্‌মন্ত্রসমূহকে) সোম্য, যজূংষি (যজুর্মন্ত্রসমূহকে) সামানি (সাম মন্ত্রসমূহকে) ইতি। সঃ হ উবাচ (বলিল)—ন (না) বৈ মা (আমার নিকট) প্রতিভান্তি (প্রতিভাত হইতেছে) ভোঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ শ্বেতকেতু পনের দিন ভোজন করিলেন না। তারপর পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন—'পিতা, আমি কি বলিব?' পিতা বলিলেন, 'ঋক্‌, যজু ও সাম মন্ত্র উচ্চারণ কর।' শ্বেতকেতু বলিলেন—'ঐ সব আমার মনে হইতেছে না।'

৪৮০. তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশানাথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তম্‌ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন) যথা (যেমন); সোম্য, মহতঃ অভ্যাহিতস্য (মহান প্রজ্বলিত অগ্নির ; অভ্যাহিত—ইন্ধনাদি দ্বারা পরিবর্ধিত) একঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ (খদ্যোতপরিমিত আকাশে দ্যুতি প্রদান করে, এই জন্য জোনাকি পোকার নাম খদ্যোত) পরিশিষ্টঃ (অবশিষ্ট) স্যাৎ (থাকে); তেন (তাহা দ্বারা) ততঃ অপি (তাহা অপেক্ষাও) ন (না) বহু দহেৎ (দগ্ধ করে), এবম্‌ (এইপ্রকার) সোম্য, তে (তোমার) ষোড়শানাম্‌ কলানাম্‌ (ষোল কলার) একা কলা (এক কলা) অতিশিষ্টা (অবশিষ্ট) স্যাৎ (ছিল); তয়া (তাহা দ্বারা) এতর্হি (এখন) বেদান্‌ (বেদসমূহ) ন অনুভবসি (বুঝিতে পারিতেছ)। অশান (ভোজন কর)। অথ মে (আমার কথা) বিজ্ঞাস্যসি (বিশেষভাবে বুঝিতে পারিবে) ইতি।

সরলার্থ ঃ পিতা তাহাকে বলিলেন—'সোম্য, যদি বিরাট ভাবে প্রজ্বলিত অগ্নির ছোট একখণ্ড অঙ্গার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা দ্বারা তাহার অপেক্ষা বড় কোন বস্তু দগ্ধ করা যায় না। তেমনি তোমার ষোলটি কলার একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহাদ্বারা বেদসমূহ বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি আহার কর, পরে আমার কথা বুঝিতে পারিবে।'

৪৮১. স হাশাথ হৈনমুপসসাদ তং হ যৎ কিংচ পপ্রচ্ছ সর্বং হ প্রতিপেদে ॥ ৪

৪৮২. তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রাজ্বলয়েত্তেন ততোঽপি বহু দহেৎ ॥ ৫

৪৮৩. এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ সাহন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ হ আশ (ভোজন করিল)। অথ হ এনম্‌ উপসসাদ (২য় মঃ)। তম্‌ হ (তাহাকে) যৎ কিম্‌ চ (যাহা কিছু) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন) সর্বম্‌ হ (সমুদয়ই) প্রতিপেদে (বুঝিলেন)। তম্‌ হ (তাহাকে) উবাচ—যথা সোম্য, মহতঃ অভ্যাহিতস্য একম্‌ অঙ্গারম্‌ খদ্যোতমাত্রম্‌ পরিশিষ্টম্‌ (অবশিষ্ট) তম্‌ (সেই অঙ্গারকে) তৃণৈঃ (তৃণদ্বারা) উপসমাধায় (উপচিত করিল) প্রাজ্বলায়েৎ (প্রজ্বলিত

হয়), তেন ততঃ অপি বহু দহেৎ এবম্‌ সোম্য, তে ষোড়শানাম্‌ কলানাম্‌ একা কলা অতিশিষ্টা অভূৎ (ছিল) (৩য় মঃ), সা (সেই কলা) অন্নেন (অন্নদ্বারা) উপসমাহিতা (বর্ধিত হইয়া) প্রাজ্বালী (বৈদিক প্রয়োগ ; প্রাজ্বালী—প্রজ্বলিত হইয়াছে), তয়া এতর্হি বেদান্‌ অনুভবসি—(৩য় মঃ)। অন্নময়ম্‌ হি সোম্য; মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্‌ ইতি (৬।৫।৪ দ্রঃ)। তৎ (এই বাক্যকে) হ অস্য (পিতার নিকট) বিজজ্ঞৌ (বুঝিয়াছিল) ইতি, বিজজ্ঞৌ ইতি (দ্বিরুক্তি)।

সরলার্থ ঃ (৪র্থ-৬ষ্ঠ মন্ত্র)—শ্বেতকেতু ভোজন করিয়া পিতার নিকট গেলেন। পিতা তাঁহাকে যাহা কিছু বলিলেন সেই সবই তিনি অনায়াসে বুঝিলেন। পিতা বলিলেন—'বিশাল প্রজ্বলিত অগ্নির অবশিষ্ট সেই অঙ্গারকে যদি তৃণদ্বারা বাড়ান যায় তবে তাহাদ্বারা তাহার অপেক্ষাও বেশি পরিমাণ বস্তু দগ্ধ করা যায়। তেমনি হে সৌম্য, তোমার ষোড়শ কলার এক কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল ; তাহা অন্নদ্বারা বর্ধিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে। তাহার সাহায্যেই তুমি বেদ বুঝিতেছ। হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্‌ তেজোময়। (তখন শ্বেতকেতু) পিতার উপদেশ বুঝিতে পারিলেন।

অষ্টম খণ্ড

সুষুপ্তি ও পান-ভোজনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তত্ত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যা

৪৮৪. উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি ॥ ১

অন্বয় ঃ উদ্দালকঃ হ আরুণিঃ (অরুণের পুত্র উদ্দালক) শ্বেতকেতুম্‌ পুত্রম্‌ উবাচ—স্বপ্নান্তম্‌ (সুষুপ্তি-তত্ত্বকে) মে (আমার নিকট) সোম্য, বিজানীহি (অবগত হও) ইতি—যত্র (যে সময়ে) এতৎ পুরুষঃ (এই পুরুষ) স্বপিতি (সুষুপ্ত হয়) নাম (বাক্যালঙ্কারে) সতা (সৎস্বরূপ দ্বারা) সোম্য, তদা (সেই সময়ে) সম্পন্নঃ (সম্মিলিত) ভবতি (হয়), স্বম্‌ (আপনাকে ; আত্মস্বরূপকে) অপীতঃ (প্রাপ্ত) ভবতি। তস্মাৎ (সেইজন্য) এনম্‌ (ইহাকে) স্বপিতি ইতি আচক্ষতে (ইহা বলা হয়); স্বম্‌ হি অপীতঃ ভবতি।

সরলার্থ ঃ উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন—সোম্য, আমার নিকট সুষুপ্তিতত্ত্ব শোন। যখন পুরুষ নিদ্রিত হয়, তখন সে সৎস্বরূপের সহিত মিলিত হয়। সেই সময়ে সে স্বীয় রূপ (স্বম্‌ রূপম্‌) পায় (অপীতঃ)। এই জন্য লোকে ইঁহাকে বলে 'সুষুপ্ত' (স্বপিতি—নিদ্রা যাইতেছে)—কারণ তখন সে স্ব-রূপ পায়।

মন্তব্য ঃ (ক) 'যত্র এতৎ পুরুষঃ' ইত্যাদি—এই অংশের দুই প্রকার অন্বয় হইতে পারে। (১) যত্র এতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম—যখন এই পুরুষ সুষুপ্ত হয়।

নাম—বাক্যালঙ্কারে। (২) যত্র পুরুষঃ স্বপিতি এতৎ নাম—যখন পুরুষ 'স্বপিতি' এই নাম যুক্ত হয়।

(খ) 'স্বপিতি' এবং 'স্বম্ অপীতঃ' এই দুইটিকে একার্থসূচক বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের ধাত্বর্থ এক নহে। উচ্চারণে কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঋষি বলিতেছেন—যে ব্যক্তির বিষয়ে বলা যায় 'স্বপিতি' (নিদ্রা যাইতেছে) তাহার বিষয়েই বলা যাইতে পারে 'স্বম্ অপীত' (অর্থাৎ সে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে)।

৪৮৫. স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যথা (যেমন) শকুনিঃ (পক্ষী) সূত্রেণ (সূত্রদ্বারা) প্রবদ্ধঃ (আবদ্ধ হইয়া) দিশম্ দিশম্ (সর্বদিকে) পতিত্বা (উড়িয়া) অন্যত্র আয়তনম্ (আশ্রয়কে) অলব্ধ্বা (প্রাপ্ত না হইয়া) বন্ধনম্ এব (বন্ধনকেই) উপশ্রয়তে (আশ্রয় করে); এবম্ এব (এই প্রকারই) খলু সোম্য, তৎ মনঃ (এই মন, জীবাত্মা) দিশম্ দিশম্ পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা প্রাণম্ এব উপশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনম্ (প্রাণের সহিত বন্ধন যাহার) হি সোম্য, মনঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ সূতায় বাঁধা পাখি যেমন এদিক ওদিক উড়ে, কিন্তু অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া শেষে সেই বন্ধন স্থানেই আশ্রয় নেয়, তেমনি এই মন চারিদিকে ঘুরিয়া যখন কোথাও আশ্রয় না পায়, তখন প্রাণকেই অবলম্বন করে। হে সৌম্য, মন প্রাণেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

৪৮৬. অশনাপিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্ যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেঽশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অশনা-পিপাসে (ক্ষুধা ও পিপাসাকে ; এস্থলে 'অশনা' বৈদিক প্রয়োগ ; অশনায়া—ভোজন করিবার ইচ্ছা) মে (আমার নিকট) সোম্য ; বিজানীহি (অবগত হও) ইতি। যত্র (যখন) এতৎ পুরুষঃ (এই পুরুষ) অশিশিষতি (ক্ষুধার্ত হয়) নাম, আপঃ (জল) এব তৎ অশিতম্ (সেই ভুক্ত খাদ্যকে) নয়ন্তে (যথাস্থানে লইয়া যায়)। তৎ যথা (যেমন, ৪।১৬।৩ মন্তব্য) গোনায়ঃ অশ্বনায়ঃ, পুরুষনায়ঃ ইতি (এই সমুদয় বলা হয়), এবম্ (এই প্রকার) তৎ (সেইজন্য) অপঃ (জলকে) আচক্ষতে (বলা হয়) অশনায় ইতি। তত্র (সেই বিষয়ে) এতৎ শুঙ্গম্ (এই অঙ্কুর শরীর) উৎপতিতম্ (উৎপন্ন হইয়াছে) সোম্য, বিজানীহি (জানিও)। ন (না) ইদম্ (ইহা) অমূলম্ (মূলবিহীন) ভবিষ্যতি (হইবে) ইতি।

সরলার্থ ঃ সৌম্য, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথা আমার নিকট শোন। যখন পুরুষ ক্ষুধার্ত হয় তখন জলই অন্নকে (যথাস্থানে বা যথাকার্যে) চালাইয়া নিয়া যায় (অর্থাৎ ঐ অন্নের নেতা হয়)। যেমন (গো-নেতাকে) 'গোনায়', (অশ্ব-নেতাকে) 'অশ্বনায়', (পুরুষের নেতাকে) 'পুরুষনায়' (বলা হয়), তেমনি জলকে 'অশনায়' অর্থাৎ অশনের (অন্ন বা খাদ্যের) নেতা বলা হয়। এইভাবে এই অঙ্কুর (রূপ-শরীর) উৎপন্ন হয়। (এই শরীর) কারণবিহীন নহে।

মন্তব্য ঃ যত্র এতৎ পুরুষঃ ইত্যাদি—এই অংশের দুই প্রকার অন্বয় হইতে পারে—(ক) যত্র এতৎ পুরুষঃ অশিশিষতি নাম—যখন এই পুরুষ ক্ষুধার্ত হয় ; 'নাম' বাক্যালঙ্কারে। (খ) যত্র পুরুষঃ অশিশিষতি এতৎ নাম—যখন পুরুষ 'অশিশিষতি' (ক্ষুধার্ত হয়) এই নামযুক্ত হয়। (৬।৮।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

৪৮৭. তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ তস্য (সেই দেহের) ক্ব (কোথায়) মূলম্ (কারণ) স্যাৎ (হইবে) অন্যত্র অন্নাৎ (অন্ন হইতে) এবম্ এব খলু (এই প্রকারেই) সোম্য, অন্নেন শুঙ্গেন (অন্নরূপ অঙ্কুর দ্বারা) অপঃ মূলম (মূলস্বরূপ জলকে) অন্বিচ্ছ (অনুসন্ধান কর)। অদ্ভিঃ সোম্য, শুঙ্গেন [অদ্ভিঃ] (জলরূপ অঙ্কুর দ্বারা) তেজঃ মূলম্ (তেজোরূপ মূলকে) অন্বিচ্ছ। তেজসা সোম্য, শুঙ্গেন (হে সোম্য, তেজোরূপ অঙ্কুর দ্বারা) সৎমূলম্ (কারণরূপী সৎস্বরূপকে) অন্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ (সৎমূলক) সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ (এই সমুদয়) প্রজাঃ (জন্মবান্ পদার্থ) সৎ আয়তনাঃ (সৎ যাহাদিগের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়) সৎ-প্রতিষ্ঠাঃ (সৎ-ই যাহাদিগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা—সম্যক্, স্থিতি ; শঙ্করের মতে—লয়)।

সরলার্থ ঃ অন্ন ছাড়া এই দেহের মূল কোথায় ? হে সৌম্য, অন্নরূপ অঙ্কুর দ্বারা ইহার কারণস্বরূপ জলকে জান। এই জলরূপ অঙ্কুর দ্বারা মূলস্বরূপ তেজকে জান। এই অঙ্কুররূপ তেজ দ্বারা সৎস্বরূপ মূলকে জান। সৎস্বরূপই এই চরাচরের মূল, আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠা।

৪৮৮. অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজ এব তৎ পীতং নয়তে তদ্ যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ (তাহার পর) যত্র (যখন) এতৎ পুরুষঃ পিপাসতি (তৃষ্ণার্ত হয়) নাম তেজঃ এব (তেজই) তৎপীতম্ (সেই পীত জলকে) নয়তে (লইয়া যায়, নেতা হয়) তৎ যথা (যেমন) গোনায়ঃ (গো-নেতা) অশ্বনায়ঃ (অশ্ব-নেতা) পুরুষনায়ঃ (পুরুষনেতা) ইতি—এবম্ (এই প্রকার) তৎ তেজঃ (সেই তেজকে) আচষ্টে (বলা হয় ;) উদন্যা (উদক-নেতা) ইতি। তত্র (সেই বিষয়ে, সেইরূপে) এতৎ এব শুঙ্গম্ উৎপতিতম্ সোম্য, বিজানীহি, ন ইদম্ অমূলম্ ভবিষ্যতি ইতি।

সরলার্থ ঃ যখন পুরুষ তৃষ্ণার্ত হয়, তখন তেজই পীত জলের নেতা হয় অর্থাৎ জলকে লইয়া যায়। যেমন (গো-নেতাকে) 'গো-নায়', (অশ্ব-নেতাকে) 'অশ্ব-নায়', (পুরুষনেতাকে) 'পুরুষনায়' বলা হয় ; তেমনি জলের নেতারূপী সেই তেজকে 'উদন্যা' বলা হয়। এইভাবে এই দেহরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। হে সৌম্য, জানিও, ইহা মূলবিহীন নহে।

মন্তব্য ঃ 'যত্র এতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম'—এই অংশের দুই প্রকার অন্বয় হইতে

পারে—(ক) যত্র এতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম—যখন এই পুরুষ পিপাসিত হয়, 'নাম' বাক্যালঙ্কারে। (খ) পুরুষঃ পিপাসতি এতৎ নাম—যখন পুরুষ 'পিপাসতি' (পিপাসিত হয়) এই নামযুক্ত হয়।

৪৮৯. তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ তস্য (সেই দেহের) ক্ব (কোথায়) মূলম্ স্যাৎ অন্যত্র অদ্ভ্যঃ (জল ভিন্ন অন্যত্র)? অদ্ভিঃ সোম্য? শুঙ্গেন (হে সোম্য, জলরূপ শুঙ্গ দ্বারা) তেজঃ মূলম্ (কারণরূপ তেজকে) অন্বিচ্ছ (অন্বেষণ কর)। তেজসা সোম্য শুঙ্গেন (হে সোম্য, তেজোরূপ শুঙ্গ দ্বারা) সৎ মূলম্ (কারণরূপ সৎস্বরূপকে) অন্বিচ্ছ। সৎ-মূলাঃ সোম্য! ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয় প্রজা; প্রজা—উৎপন্ন বস্তু) সৎ-আয়তনাঃ সৎ-প্রতিষ্ঠাঃ। যথা (যে প্রকার) তু খলু সোম্য ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতা) পুরুষম্ প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একা-একা (প্রত্যেক) ভবতি, তৎ (তাহা) উক্তম্ (উক্ত) পুরস্তাৎ এব (পূর্বেই) ভবতি। অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রযতঃ (হে সোম্য, এই মুমূর্ষু পুরুষের) বাক্ মনসি (মনে) সম্পদ্যতে (সম্মিলিত হয়), মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি (তেজে) তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্ (পরম দেবতাতে)।

সরলার্থ ঃ জল ভিন্ন এই দেহের মূল আর কোথায়? হে সোম্য, জলরূপ অঙ্কুর দ্বারা কারণরূপ তেজকে অন্বেষণ কর; তেজরূপ অঙ্কুর দ্বারা কারণরূপ সৎ-স্বরূপকে অন্বেষণ কর। চরাচর এই সমস্তই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়। এই তিন দেবতা পুরুষকে পাইয়া প্রত্যেকে যে ভাবে 'ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ' হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মুমূর্ষু পুরুষের বাক্ মনের সহিত মিলিত হয়, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের সহিত এবং তেজ পরম দেবতায় মিলিত হয়।

৪৯০. সঃ যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৭

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এষঃ (এই) অণিমা (সূক্ষ্মতম বস্তু), এতৎ+আত্ম্যম্ (এতদ্—ইহা, এই ব্রহ্ম; 'এতদ্' যাহার আত্মা, তাহাই 'এতদাত্ম'; ঐতদাত্ম্যম্—এতদাত্মার ভাব) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়); তৎ (তাহা) সত্যম্ সঃ আত্মা তত্ত্বমসি (তৎ + ত্বম্ + অসি; তৎ—তাহা; ত্বম্—তুমি; অসি—হও) শ্বেতকেতো, ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সোম্য ইতি হ উবাচ। ['অণিমা' বিষয়ে ৬।৬।১-এর অন্বয় দ্রষ্টব্য]।

সরলার্থ ঃ এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান, আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন।' পিতা বলিলেন 'সোম্য, তাহাই হউক'।

নবম খণ্ড

মধুচক্র ও জীব-বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

৪৯১. যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি ॥ ১

৪৯২. তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ যথা (যে প্রকার) সোম্য, মধু মধুকৃতঃ (মধু মক্ষিকাগণ) নিস্তিষ্ঠন্তি (প্রস্তুত করে) নানা অত্যয়ানাম্ (নানাগতি সম্পন্ন, নানাবিধ) বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষ-সমূহের) রসান্ (রসসমূহকে) সম্ অবহারম্ (সংগ্রহ করিয়া) একতাম্ (একভাব রসম্ (রসকে) গময়ন্তি (প্রাপ্ত করায়)। তে (তাহারা) যথা (যেমন) তত্র (সেইস্থলে) ন (না) বিবেকম্ (জ্ঞান, পার্থক্যবোধ) লভন্তে (লাভ করে) অমুষ্য (অমুক) অহম্ (আমি) বৃক্ষস্য (বৃক্ষের) রসঃ অস্মি (হই) ইতি এবম্ এব খলু (এই প্রকারই) সোম্য! ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয় প্রাণী) সতি (সৎস্বরূপে) সম্পদ্য (মিলিত হইয়া) ন বিদুঃ (জানে না) সতি সম্পদ্যামহে (মিলিত হইয়াছি)।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—সোম্য, মৌমাছিরা নানা বৃক্ষের রস আহরণ করিয়া একত্র করিলে যেমন রসসমূহের 'আমি অমুক বৃক্ষের রস'—এইরকম কোন পৃথক পরিচয় থাকে না, তেমনি প্রাণিগণ (সুষুপ্তি সময়ে) সৎ-স্বরূপকে পাইয়াও 'আমরা সৎস্বরূপকে পাইয়াছি' ইহা জানিতে পারে না।

৪৯৩. ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তদাভবন্তি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তে (তাহারা) ইহ (ইহলোকে) ব্যাঘ্রঃ বা, সিংহঃ বা, বৃকঃ বা, বরাহঃ বা, কীটঃ বা, পতঙ্গঃ বা, দংশঃ বা (ডাঁশ), মশকঃ বা—যৎ যৎ (যাহা যাহা) ভবন্তি (হয়, ছিল), তৎ (তাহা) আভবন্তি (পুনর্বার হয়)।

সরলার্থ ঃ বাঘ, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক—ইহলোকে (সুষুপ্তির পূর্বে) যে যেভাবে ছিল, সুষুপ্তির পর জাগ্রত হইয়াও সেই সেই ভাবই পায়।

৪৯৪. স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি ৬।৮।৭ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

সরলার্থ ঃ এই যে সূক্ষ্মতম সৎবস্তু, ইহাই সমস্ত জগতের আত্মা; তিনিই সত্য,

তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু বলিল—'আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন।' পিতা বলেলেন—'তাহাই হউক।'

দশম খণ্ড

নদীর উৎপত্তি-বিলয় ও জীব-বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

৪৯৫. ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যাস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিযন্তি স সমুদ্র এব ভবতি তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহম্ অস্মীতি। এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি ॥ ১

অন্বয় : ইমাঃ (এই) সোম্য, নদ্যঃ (নদীসমূহ) পুরস্তাৎ (পূর্বদিকে) প্রাচ্যঃ (প্রাচ্য দেশস্থ) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়); পশ্চাৎ (পশ্চিম দিক) প্রতীচ্যঃ (পশ্চিম দেশস্থ) তাঃ (তাহারা) সমুদ্রাৎ (সমুদ্র হইতে 'উৎপন্ন হইয়া') সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) অপিযন্তি (গমন করে) সঃ (সে) সমুদ্রঃ এব (সমুদ্রই) ভবতি (হয়); তাঃ (তাহারা) যথা তত্র ন বিদুঃ (জানে), ইয়ম্ (এই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ইতি এবম্ এব খলু সোম্য ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতঃ (সৎ হইতে) আগম্য (আসিয়া) ন বিদুঃ সতঃ আগচ্ছামহে (আসিয়াছি) ইতি।

সরলার্থ : হে সৌম্য, পূর্বদেশের সব নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, পশ্চিমদেশের নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। তাহারা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার সমুদ্রেই যায় এবং সমুদ্রই হইয়া যায়। তখন তাহারা যেমন জানিতে পারে না যে 'আমি এই নদী', 'আমি এই নদী'—তেমনি হে সৌম্য, জীবগণ সৎস্বরূপ হইতে আসিয়া জানিতে পারে না যে—'আমরা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি'।

৪৭৬ ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তদাভবন্তি ॥ ২

অন্বয় : 'তে ইহ' ইত্যাদি—৬।৯।৩ অন্বয় দ্রষ্টব্য।

সরলার্থ : বাঘ সিংহ, বৃক, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক—ইহারা ইহলোকে সুষুপ্তির পূর্বে যে যে ভাবে ছিল সুষুপ্তির পর জাগ্রত হইলেও সে সেই ভাবই পায়।

৪৯৭. স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

অন্বয় : 'সঃ যঃ অণিমা' ইত্যাদি—৬।৮।৭ অন্বয় দ্রষ্টব্য।

সরলার্থ : এই যে সূক্ষ্মতম সৎবস্তু, ইহাই নিখিল জগতের আত্মা, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্, আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন।' পিতা বলিলেন—'তাহাই হউক।'

একাদশ খণ্ড

বৃক্ষের জীবন-মৃত্যুর দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

৪৯৮. অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥ ১

অন্বয় : অস্য সোম্য, মহতঃ বৃক্ষস্য (এই মহান বৃক্ষের) যঃ (যে কেহ) মূলে অভ্যাহন্যাৎ (আঘাত করে), জীবন্ (জীবনধারণ করিয়া) স্রবেৎ (রস ক্ষরণ করে)। যঃ মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ। যঃ অগ্রে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ সঃ এষঃ (সেই বৃক্ষ) জীবেন আত্মনা (জীবিত আত্মা দ্বারা, জীবাত্মা দ্বারা) অনুপ্রভূতঃ (অনুব্যাপ্ত হইয়া) পেপীয়মানঃ (ক্রমাগত রস পান করিয়া) মোদমানঃ (হর্ষযুক্ত হইয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থান করে)।

সরলার্থ : হে সোম্য, এই বিশাল বৃক্ষের মূলে যদি কেহ আঘাত করে, তবে সে বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ তাহার মাঝখানে আঘাত করে, তখনও সে বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ তাহার মাথার দিকে আঘাত করে, তবেও সে বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে। এই বৃক্ষ জীবাত্মা কর্তৃক অনুব্যাপ্ত হইয়া অবিরাম রসপান করিয়া সানন্দে অবস্থান করে।

৪৯৯. অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতি ॥ ২

অন্বয় : অস্য (এই বৃক্ষের) যৎ (যখন) একাম্ শাখাম্ (এক শাখাকে) জীবঃ জহাতি (ত্যাগ করে), অথ সা (সেই শাখা) শুষ্যতি (শুষ্ক হয়); দ্বিতীয়াম্ (দ্বিতীয় শাখাকে) জহাতি অথ সা শুষ্যতি; তৃতীয়াম্ (তৃতীয় শাখাকে) জহাতি, অথ সা শুষ্যতি; সর্বম্ (সমুদয়কে) জহাতি, সর্বঃ (সমুদয় বৃক্ষ) শুষ্যতি।

সরলার্থ : যদি জীব এই বৃক্ষের এক শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেই শাখা শুকাইয়া যায়; যদি দ্বিতীয় শাখা পরিত্যাগ করে, তবে দ্বিতীয় শাখাও শুকাইয়া যায়, তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করিলে তাহাও শুকায় এবং যদি সমস্ত বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, তবে সমস্তটিই শুকাইয়া যায়।

৫০০. এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

অন্বয় : এবম্ এব (এই প্রকারই) খলু সোম্য, বিদ্ধি (জানিও) ইতি হ উবাচ (বলিয়াছিলেন)—জীব অপেতম্ (জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া; অপেত—চলিয়া যাওয়া) বাব কিল ইদম্ (এই দেহ) ম্রিয়তে (মৃত হয়); ন (না) জীবঃ ম্রিয়তে ইতি। সঃ যঃ এষঃ—ইত্যাদি পূর্ববৎ (৬।৮।৭ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ : পিতা বলিলেন, 'হে সৌম্য, এইকথা জানিও—জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত

হইলে এই দেহ মরিয়া যায়, কিন্তু জীব মরে না। এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু ইহাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।' শ্বেতকেতু বলিলেন—'আবার আমাকে উপদেশ দিন।' পিতা বলিলেন, 'তাহাই হউক।'

দ্বাদশ খণ্ড

ন্যগ্রোধ বৃক্ষবীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

৫০১. ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ ন্যগ্রোধফলম্ অতঃ (এই বৃক্ষ হইতে) আহর (আহরণ কর) ইতি। ইদম্ (এই) ভগবঃ! ইতি। ভিন্ধি (ভাঙ) ইতি। ভিন্নম্ (ভাঙা হইয়াছে) ভগবঃ ইতি। কিম্ (কি) অত্র (এখানে) পশ্যসি (দেখিতেছ) ইতি। অণ্ব্যঃ ইব (অণুর ন্যায়; অতি সূক্ষ্ম) ইমাঃ ধানাঃ (এই বীজসমূহ) ভগবঃ ইতি। আসাম্ (এই 'ধানা' অর্থাৎ বীজসমূহের) অঙ্গ (অব্যয়, সম্বোধনে) একাম্ (একটি বীজকে) ভিন্ধি ইতি। ভিন্না (ভাঙা হইয়াছে) ভগবঃ ইতি। কিম্ অত্র পশ্যসি? ইতি ন কিম্ চন (কিছুই না) ভগবঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ উদ্দালক বলিলেন—'এই বটবৃক্ষ হইতে একটি ফল নিয়া আস।' শ্বেতকেতু বলিল, 'ভগবান, আনিয়াছি।' উ। 'ইহা ভাঙিয়া ফেল।' শ্বে। 'ভাঙিয়াছি।' উ। 'এখানে কি দেখিতেছ?' শ্বে। 'অণুর মত সব বীজ'। উ। 'ইহাদিগের একটি ভাঙ।' শ্বে। 'ভগবান, ভাঙা হইয়াছে।' উ। 'কি দেখিতেছ?' শ্বে। 'কিছুই না।'

৫০২. তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তম্ (তাহাকে, পুত্রকে) হ উবাচ (বলিলেন)—যম্ (যাহাকে) বৈ সোম্য! এতম্ অণিমানম্ (এই অণু পরিমাণকে) ন (না) নিভালয়সে (দেখিতেছ), এতস্য [অণিম্নঃ] (এই অণুপরিমাণের) এবম্ (এই প্রকার) মহান্যগ্রোধঃ তিষ্ঠতি (বর্তমান আছে) শ্রদ্ধৎস্ব (শ্রদ্ধাযুক্ত হও) সোম্য, ইতি।

সরলার্থ ঃ উদ্দালক বলিলেন—হে সোম্য, বীজের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম অংশ আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই বিরাট বটবৃক্ষ রহিয়াছে। সোম্য, শ্রদ্ধাযুক্ত হও।

৫০৩. স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

অন্বয় ঃ 'সঃ যঃ এষঃ' ইত্যাদি (৬।৮।৭ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ এই যে অণিমা, ইহাই অখিল জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই

আত্মা। হে শ্বেতকেতু, 'তুমিই তিনি।' শ্বেতকেতু বলিল, 'ভগবান, আবার আমাকে উপদেশ দিন।' পিতা বলিলেন, 'তাহাই হউক।'

ত্রয়োদশ খণ্ড

লবণাক্ত জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

৫০৪. লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স হ তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ যথা বিলীনমেব ॥ ১

অন্বয় ঃ লবণম্ এতৎ (এই লবণকে) উদকে (জলে) অবধায় (নিক্ষেপ করিয়া) অথ মা (আমার নিকট) প্রাতঃ উপসীদথাঃ (বৈদিক প্রয়োগ; উপসীদ কিংবা উপসীদেঃ—আসিও) ইতি। সঃ (শ্বেতকেতু) হ তথা (সেই প্রকার) চকার (করিল)। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—যৎ [লবণম্] (যে লবণকে) দোষা (রাত্রিতে) লবনম্ উদকে অবাধাঃ (নিক্ষেপ করিয়াছিলে) অঙ্গ (হে পুত্র) তৎ (তাহা) আহর (আনয়ন কর) ইতি। তৎ (তাহাকে) হ অবমৃশ্য (অনুসন্ধান করিয়া) ন (না) বিবেদ (প্রাপ্ত হইল; 'অবগত হইল') যথা (যেহেতু) বিলীনম্ এব (বিলীনই হইয়াছিল)।

সরলার্থ ঃ উদ্দালক বলিলেন—'এই লবণখণ্ড জলে রাখিয়া পরদিন সকালে আমার নিকট আসিবে।' শ্বেতকেতু তাহাই করিল। উদ্দালক তাহাকে বলিলেন, 'রাত্রিতে জলে যে লবণ রাখিয়াছিলে, তাহা আন।' শ্বেতকেতু লবণ খুঁজিয়া পাইল না, কারণ তাহা জলে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

৫০৫. অঙ্গাস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অঙ্গ (হে বৎস) অস্য (ইহার) অন্তাৎ (অন্তভাগ হইতে; উপরিভাগ হইতে) আচাম (পান কর) ইতি। কথম্ (কি প্রকার)? ইতি। লবণম্ ইতি। মধ্যাৎ (মধ্যভাগ হইতে) আচাম ইতি। কথম্? ইতি। লবণম্ ইতি। অন্তাৎ (নিম্নভাগ হইতে) আচাম ইতি কথম্? ইতি। লবণম্ ইতি অভিপ্রাস্য (নিক্ষেপ করিয়া) এতৎ (ইহাকে) অথ মা (আমার নিকট) উপসীদথাঃ (বৈদিক প্রয়োগ; আসিও) ইতি। তৎ হ (তাহা কিংবা তদনন্তর) তথা (সেই প্রকার) চকার (করিল)। তৎ (তাহা, সেই লবণ) শশ্বৎ (নিত্যই) সংবর্ততে (বিদ্যমান রহিয়াছে), তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন) অত্র (এখানে, এই দেহে) বাব কিল সৎ (বিদ্যমান থাকিলেও; কিংবা সৎস্বরূপকে) সোম্য, ন নিভালয়সে (দেখিতেছ) অত্র এব কিল ইতি।

সরলার্থ ঃ উদ্দালক বলিলেন—'ইহার উপরের দিক হইতে জলপান কর।' (শ্বেত-কেতু জলপান করিলে পর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন)—'কি রকম?' শ্বেতকেতু বলিল, 'লবনাক্ত।' উদ্দালক বলিলেন, 'ইহার মাঝখান হইতে পান কর।' 'কি রকম?'

'লবণাক্ত'। 'ইহার নীচের দিক হইতে পান কর।' 'কি রকম?' 'লবণাক্ত'। 'এই জল ফেলিয়া আমার কাছে এস।' শ্বেতকেতু তাহাই করিল। উদ্দালক বলিলেন, 'লবণ জলের সর্বত্রই রহিয়াছে। হে সৌম্য, (জলে সর্বদা বিদ্যমান লবণকে যেমন তুমি দেখিতে পাও নাই, তেমনি) এই দেহে সৎস্বরূপ আত্মা নিত্য বর্তমান আছেন, কিন্তু তুমি দেখিতে পাইতেছ না।'

৫০৬. স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

অন্বয়ঃ সঃ যঃ—পূর্ববৎ (৬।৮।৭ মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থঃ এই যে অণিমা, ইহাই জগতের আত্মা; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্, আবার আমাকে উপদেশ দিন' পিতা বলিলেন—'তাহাই হউক।'

চতুর্দশ খণ্ড

দস্যু কর্তৃক বদ্ধচক্ষু গন্ধারদেশীয় পথিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা তত্ত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যা

৫০৭. যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্বোদঙ্ বাধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ যথা (যেমন) সোম্য, পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) গন্ধারেভ্যঃ গন্ধার হইতে অভিনদ্ধ + অক্ষম্ (যাহার চক্ষু বাঁধা হইয়াছে) আনীয় (আনিয়া) তম্ (তাহাকে) ততঃ (অনন্তর; কিংবা তাহা অপেক্ষাও) অতিজনে (বিসৃজেৎ পরিত্যাগ করে), সঃ যথা (যেমন) তত্র (সেইস্থানে) প্রাঙ্ বা (পূর্বাভিমুখ 'হইয়া') উদঙ্ বা (উত্তরাভিমুখ 'হইয়া') অধরাঙ্ বা (দক্ষিণাভিমুখ 'হইয়া') প্রত্যঙ্ বা (পশ্চিমাভিমুখ 'হইয়া') প্রধ্মায়ীত; (বর্তমান প্রয়োগ, প্রধমেৎ—চীৎকার করে), অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ (চক্ষু বাঁধিয়া আমাকে আনা হইয়াছে) অভিনদ্ধাক্ষঃ বিসৃষ্টঃ (পরিত্যক্ত 'হইয়াছি')।

সরলার্থঃ হে সৌম্য, যেমন কোন পুরুষের চোখ বাঁধিয়া তাহাকে গন্ধার দেশ হইতে কোন নির্জন স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে সে যেরূপ (দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া) কখনও পূর্ব, কখনও দক্ষিণ, কখনও পশ্চিমমুখী হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে—'চোখ বাঁধিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে, চোখ বাঁধিয়া আমাকে এখানে ফেলিয়া দিয়াছে।'

৫০৮. তস্য যথাভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি ॥ ২

অন্বয়ঃ তস্য (তাহার) যথা (যেমন) অভিনহনম্ (চক্ষুর বন্ধন) প্রমুচ্য (মোচন করিয়া) প্রব্রূয়াৎ (কেহ বলে), এতাম্ দিশম্ (এইদিকে) গন্ধারাঃ

(গন্ধার দেশ); এতাম্ দিশম্ ব্রজ (গমন কর) ইতি—সঃ গ্রামাৎ (এক গ্রাম হইতে) গ্রামম্ পৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসা করিয়া) পণ্ডিতঃ (উপদেশবান 'হইয়া') (মেধাবী অর্থাৎ বিচারসমর্থ 'হইয়া') গন্ধারান্ এব (গন্ধার প্রদেশেই) উপসম্পদ্যেত (উপস্থিত হয়)—এবম্ এব (এই প্রকারই) ইহ (এই পৃথিবীতে) আচার্যবান্ পুরুষঃ বেদ (জানেন)—তস্য [মম] (সেই আমার) তাবৎ এব (তত দিনই) চিরম্ (বিলম্ব) যাবৎ (যতদিন) ন (না) বিমোক্ষ্যে (দেহ হইতে বিমুক্ত হইবে)। অথ (অনন্তর) সম্পৎস্যে (সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইবে) ইতি।

সরলার্থঃ তখন যেমন কেহ তাহার চোখের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলে—'এইদিকে গন্ধার, এইদিকে যাও' সে যেমন তখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে (এবং লোকের উপদেশে পথ বিষয়ে) অভিজ্ঞ ও বিচারসমর্থ হইয়া গন্ধার প্রদেশেই গিয়া পৌঁছায়; সেইরকম যিনি গুরুর উপদেশ পাইয়াছেন তিনি জানেন—'যতদিন দেহ হইতে মুক্ত না হইব তত দিনই দেরী, তাহার পর আমি সৎস্বরূপকে (ব্রহ্মকে) লাভ করিব।'

মন্তব্যঃ (ক) পণ্ডিতো মেধাবী'—কেহ কেহ অর্থ করেন—(যদি) সে পণ্ডিত (হয়) অর্থাৎ যদি সে বুদ্ধিমান হয়। (খ) এবম্ এব আচার্যবান্ পুরুষঃ ইত্যাদি। শঙ্কর এই অংশের এই রকম অর্থ করিয়াছেন—সেইরকম আচার্যবান পুরুষ (সৎস্বরূপ আত্মাকে) জানেন। যতদিন দেহ হইতে মুক্ত না হয় ততদিন তাঁহার বিলম্ব, তারপর তিনি সৎপুরুষকে পাইবেন।

৫০৯. স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

অন্বয়ঃ সঃ যঃ এষঃ—ইত্যাদি পূর্ববৎ (৬।৮।৭ দ্রষ্টব্য)।

সরলার্থঃ 'এই যে অণিমা, ইহাই সমগ্র জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।' শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান, আবার আমাকে উপদেশ দিন দিন।' পিতা বলিলেন—'হে সৌম্য, তাহাই হউক।'

পঞ্চদশ খণ্ড

মুমূর্ষু ও মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

৫১০. পুরুষং সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি ॥ ১

অন্বয়ঃ পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) সোম্য, উত উপতাপিনম্ [পুরুষম্] (রোগসন্তপ্ত পুরুষকে) জ্ঞাতয়ঃ (জ্ঞাতিগণ) পরি + উপাসতে (পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে) জানাসি (চিনিতেছ, চেন) মাম্ (আমাকে) জানাসি মাম্ ইতি; তস্য (তাহার) যাবৎ (যে পর্যন্ত) ন (না) বাক্ মনসি (মনে) সম্পদ্যতে (মিলিত হয়, বিলীন হয়), মনঃ প্রাণে, তেজসি (তেজে) তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্ (পরম দেবতাতে), তাবৎ (সেই পর্যন্ত) জানাতি (চিনিতে পারে)।

সরলার্থ ঃ সৌম্য, জ্ঞাতিগণ রোগসন্তপ্ত ব্যক্তিকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসা করে—'আমাকে চিনিতে পার কি? আমাকে চিনিতে পার কি?' যতক্ষণ তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতাতে বিলীন না হয়, ততক্ষণ সে তাহাদিগকে চিনিতে পারে।

৫১১. অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পাদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি ॥ ২

৫১২. স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ (অনন্তর) যদা (যখন) অস্য (এই ব্যক্তির) বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্, অথ ন জানাতি (১ম মন্ত্র দ্রঃ)। সঃ যঃ এষঃ—ইত্যাদি ৬।৮।৭ মন্ত্র দ্রঃ।

সরলার্থ ঃ (২য় ও ৩য় মন্ত্র)—পরে যখন বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতাতে লীন হয়, তখন আর সে ব্যক্তি তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। এই যে অণিমা ইহাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু বলিল—'আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন।' পিতা বলিলেন—'হে সৌম্য, তাহাই হউক।'

ষোড়শ খণ্ড

তপ্ত পরশুস্পর্শের দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্ত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

৫১৩. পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি। স যদি তস্য কর্তা ভবতি তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে, সোহনৃতাভিসন্ধোহনৃতেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স দহ্যতেহথ হন্যতে ॥ ১

অন্বয় ঃ পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) সোম্য, উত হস্তগৃহীতম্ [পুরুষম্] (যাহার হাত ধরা হইয়াছে বা বাঁধা হইয়াছে, তাহাকে) আনয়ন্তি (আনয়ন করে), অপহার্ষীৎ (বৈদিক প্রয়োগ; অপহরণ করিয়াছে) স্তেয়ম্ (চৌর্য) অকার্ষীৎ (করিয়াছে); পরশুম্ অস্মৈ (ইহার জন্য) তপত (উত্তপ্ত কর) ইতি। সঃ (সে) যদি তস্য (ইহার, চৌর্যের) কর্তা ভবতি (হয়), ততঃ (তাহা হইলে) এব (নিশ্চয়ই) অনৃতম্ (অসত্য) আত্মানম্ (আপনাকে) কুরুতে (করে); নঃ অনৃতাভিসন্ধঃ (অসত্যমনা; অভিসন্ধা—বাক্য, প্রতিজ্ঞা, অভিসন্ধি) অনৃতেন (অসত্য দ্বারা) আত্মানম্ (আপনাকে) অন্তর্ধায় (আচ্ছাদন করিয়া) পরশুম্ তপ্তম্ (উত্তপ্ত কুঠারকে) প্রতিগৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), সঃ দহ্যতে (দগ্ধ হয়), অথ (অনন্তর) হন্যতে (হত হয়)।

সরলার্থ ঃ হে সৌম্য, যদি কোন ব্যক্তির হাত বাঁধিয়া আনা হয় এবং বলা হয় 'এ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, চুরি করিয়াছে ইহার জন্য কুঠার উত্তপ্ত কর'—সে যদি চুরি

করিয়া থাকে তাহা হইলে সে নিজের বিষয়ে সত্য গোপন করিবে। তারপর সেই অসত্যমনা ব্যক্তি নিজেকে মিথ্যায় আবৃত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করিবে এবং দগ্ধ হইয়া শেষে নিহত হইবে।

৫১৪. অথ যদি তস্যাকর্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স ন দহ্যতেহথ মুচ্যতে ॥ ২

৫১৫. স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ যদি তস্য অকর্তা ভবতি, ততঃ এব সত্যম্ আত্মানম্ কুরুতে। সঃ সত্যাভিসন্ধঃ (সত্যমনা) সত্যেন আত্মানম্ অন্তর্ধায় পরশুম্ তপ্তম্ প্রতিগৃহ্ণাতি; সঃ ন দহ্যতে অথ মুচ্যতে (মুক্ত হয়)। (১মঃ দ্রঃ)। সঃ (সে) যথা (যেমন) তত্র (সেই স্থলে) ন অদাহ্যেত (দগ্ধ হয় না) 'ঐতদাত্ম্যম্' ইত্যাদি পূর্ববৎ (৬।৮।৭ দ্রঃ)। অস্য (আরুণির নিকট হইতে) তৎ হ (সেই সংস্বরূপকে) বিজজ্ঞৌ (জানিয়াছিলেন) ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ (২য় ও ৩য় মন্ত্র)—যদি সে ব্যক্তি ঐ কাজ না করিয়া থাকে, তবে সে নিজেকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে; সেই সত্যাভিসন্ধ পুরুষ নিজেকে সত্যে আবৃত করিবে, দগ্ধ হইবে না এবং অবশেষে মুক্তিলাভ করিবে। সেই ব্যক্তি যেমন দগ্ধ হয় না এবং মুক্ত হয়, তেমনি সত্যপরায়ণ ব্যক্তি পরলোকে পাপদগ্ধ হয় না। সে মুক্তি লাভ করে ও সত্যস্বরূপকে লাভ করে। এই যে অণিমা, ইহাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। পিতা আরুণির নিকটে শ্বেতকেতু সেই সংস্বরূপকে জানিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ—ভূমাতত্ত্ব : ঋগ্বেদাদি সকল বিদ্যাই 'নাম' মাত্র

৫১৬. অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্ধ্বং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ ॥ ১

অন্বয় : অধীহি (বৈদিক প্রয়োগ ; অধ্যাপয়—অধ্যয়ন করান) ভগবঃ (ভগবন্) ইতি হ উপসসাদ (উপস্থিত হইল) সনৎকুমারম্ (সনৎকুমারের কাছে) নারদঃ। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—যৎ (যাহা) বেত্থ (জান) তেন (তাহার সহিত, তাহা বলিয়া) মা (আমার নিকট) উপসীদ (উপস্থিত হও) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) তে (তোমাকে) ঊর্ধ্বম্ (অধিক, অতিরিক্ত) বক্ষ্যামি (বলিব) ইতি। সঃ (তিনি অর্থাৎ সনৎকুমার) হ উবাচ (বলিলেন)।

সরলার্থ : নারদ সনৎকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন—'ভগবান, আমাকে শিক্ষা দিন।' সনৎকুমার বলিলেন, 'তুমি যাহা জান, তাহা প্রথমে বল ; তার পরে তাহার অতিরিক্ত আমি বলিব।'

মন্তব্য : অধীহি অর্থ 'অধ্যয়ন করুন'। কিন্তু এই মন্ত্রে ইহা 'অধ্যয়ন করান' 'শিক্ষা দিন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্মরণ করা অর্থে 'অধীহি' বলিলে 'স্মরণ করান' বোঝায়। কিন্তু এখানে স্মরণ করা অর্থ সঙ্গত হয় না। নারদ যাহা শিখিতে গিয়াছিলেন সে বিষয় তিনি কিছুই জানিতেন না। কাজেই গুরু তাঁহাকে কি স্মরণ করাইবেন ?

৫১৭. ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য-মেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজন-বিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি ॥ ২

অন্বয় : ঋগ্বেদম্ ভগবঃ (ভগবন্) অধ্যেমি (জানি] যজুর্বেদম্ সামবেদম্ আথর্বণম্ চতুর্থম্ (চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ), ইতিহাসপুরাণম্ পঞ্চমম্ (ইতিহাস-পুরাণ নামক পঞ্চম বেদকে) বেদানাম্ বেদম্ (বেদসমূহের বেদকে, ব্যাকরণকে) পিত্র্যম্ (পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ-বিষয়ক তত্ত্বকে), রাশিম্ (গণিতশাস্ত্রকে) দৈবম্ (দৈব উৎপাতসমূহের বিদ্যাকে), নিধিম্ (কালতত্ত্বকে বা ধনতত্ত্বকে) বাকোবাক্যম্, একায়নম্, দেববিদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্ (ভূতযোনি-সংক্রান্ত বিদ্যা) ক্ষত্রবিদ্যাম্ (ধনুর্বেদকে), নক্ষত্রবিদ্যাম্ (জ্যোতির্বিদ্যাকে) সর্প-দেবজন-বিদ্যাম্ (সর্পবিদ্যা ও দেবজনবিদ্যাকে)—এতৎ (এই সমুদয়কে) ভগবঃ অধ্যেমি।

সরলার্থ : নারদ বলিলেন—ভগবান্, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণ নামক পঞ্চম বেদ, সমস্ত বেদেরও যে বেদ (অর্থাৎ ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দেব-উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা, কালতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা,

ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা – আমি এই সবই জানি।

মন্তব্য : পাণিনির মতে 'অথর্বণম্' শব্দ হইতে আথর্বণিক হইয়াছে। অথর্বা একজন ঋষি ; অথর্বদৃষ্ট মন্ত্রে যাঁহারা পারদর্শী, তাঁহাদিগের নাম আথর্বণিক। যাহা আথর্বণিকদিগের তাহাই আথর্বণ। ইহা অথর্ববেদেরই একটি প্রাচীন নাম। 'অথর্বাঙ্গিরস' নামেও ইহা অভিহিত হইত (৩।৪।১ মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

'ইতিহাস-পুরাণম্'—ইতিহাস = ইতি + হ আস। ইতি—এই প্রকার ; 'হ' নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। 'ইতিহ' = এই প্রকারই। আস—প্রাচীন প্রয়োগ ; ছিল। ইতি + হ + আস = এই প্রকার ছিল, এই প্রকার ঘটিয়াছিল। এই প্রকার অর্থ হইতেই বর্তমান ইতিহাস অর্থ আসিয়াছে। ইতিহাস একটি বাক্য, কিন্তু কালক্রমে 'ইতি' বিশেষ্যপদ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষায় 'ইতিহ' শব্দেরও প্রয়োগ আছে। 'ঐতিহ্য' শব্দ 'ইতিহ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন। 'পুরা' শব্দ হইতে 'পুরাণ' শব্দের উৎপত্তি। পুরাণ—পুরাকালের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।৪।১, ২ ; ৭।১।২ ; ৪ ; ৭।২।১ ; ৭।৭।১) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৫।৬।৮) 'ইতিহাস পুরাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইতিহাস এবং পুরাণ এতদুভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও ইহারা যে এক বিষয় নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পঞ্চ লক্ষণ-যুক্ত গ্রন্থকে যে পুরাণ বলা হয়, ইহা আধুনিক মত। দৈবম্—দৈব উৎপাতসমূহের জ্ঞান (শঙ্কর ও মোক্ষমুলার)। কেহ কেহ 'দৈবম্' পদকে নিধিম্' পদের বিশেষণ বলিয়া মনে করেন।

নিধিম্—মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র (শঙ্কর) ; the science of time (মোক্ষমুলার)। 'নিধি' শব্দের মৌলিক অর্থ 'সম্পত্তির আধার' ; পরে ইহা 'সম্পত্তি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইস্থলে 'নিধি' ধন অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

বাকোবাক্য— তর্কশাস্ত্র (শঙ্কর ও মোক্ষমুলার) ; Macdonell এবং Keith বলেন এ অর্থ নিতান্তই অসঙ্গত। ইঁহাদিগের মতে, বেদের যে অংশ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত তাহাই 'বাকোবাক্য'। Monier Williams-এর অভিধানে ইহার দইটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে– (১) কথোপকথন, (২) বেদের নির্দিষ্ট কোন অংশ।

একায়নম্—এক + অয়ন ; অয়ন—পথ, গতি। ভিন্ন ভিন্ন লোক ইহার এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন : (ক) নীতিশাস্ত্র (শঙ্কর), Ethics (মোক্ষঃ), (খ) The only way or manner of conduct অর্থাৎ আচরণের একমাত্র পথ ; worldly wisdom, সাংসারিক জ্ঞান (Mon. Will. অভিধান)। (গ) The doctrine (অয়ন) of unity (এক) অর্থাৎ একত্ববাদ ; monotheism অর্থাৎ একেশ্বরবাদ।

দেববিদ্যা—নিরুক্ত (শঙ্কর), Etymology (Maxmuller) ; কেহ কেহ অর্থ করেন 'দেবতা-সংক্রান্ত-বিদ্যা'। ব্রহ্মবিদ্যা—শিক্ষা কল্পাদি বিদ্যা (শঙ্কর ও মোক্ষ-মুলার) ; Knowledge of the Absolute অর্থাৎ পরব্রহ্মের জ্ঞান (Vedic Index) সর্প-দেবজন-বিদ্যা = সর্পবিদ্যা ও দেবজন-বিদ্যা। সর্পবিদ্যা—সর্প ও সর্পবিষ-সংক্রান্ত বিদ্যা। দেবজন—গন্ধর্ব ; দেবজনবিদ্যা = গন্ধর্বদিগের বিদ্যা অর্থাৎ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী ও নৃত্য-গীতাদি বিদ্যা (শঙ্কর)। কেহ কেহ যগণের বিদ্যা'।

৫১৮. সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি তং হোবাচ যদ্বৈ কিংচৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ অহম্ (এমন যে আমি, এত বিদ্যা লাভ করিয়াও আমি) ভগবঃ ! মন্ত্রবিৎ এব (কেবল মন্ত্রবিৎই) অস্মি (হই) : ন আত্মবিৎ (আত্মবিৎ নই ; আত্মা কি জানি না) শ্রুতম্ হি এব মে (আমি শুনিয়াছি) ভগবৎ+দৃশেভ্যঃ (ভগবৎ সদৃশ লোকের নিকট) তরতি (উত্তীর্ণ হয়) শোকম্ আত্মবিৎ ইতি। সঃ অহম্ ভগবঃ ! শোচামি (শোক অনুভব করিতেছি)। তম্ মা (সেই আমাকে) ভগবান্ শোকস্য পারম্ (শোকের পরপারে) তারয়তু (উত্তীর্ণ করুন) ইতি। তম্ হ উবাচ —যৎ বৈ কিম্ চ এতৎ (যাহা কিছু) অধ্যগীষ্ঠা (অধ্যয়ন করিয়াছ) নাম এব (নামমাত্র) এতৎ (ইহা)।

সরলার্থ ঃ 'এত জানিয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিৎ আত্মবিৎ নই। আপনার মত ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছি যে আত্মবিৎ শোক অতিক্রম করেন। আমি শোকমগ্ন ; আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যান।' সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—'তুমি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা নাম (বাক্য) মাত্র।'

৫১৯. নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বণশ্চতুর্থ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্স্বেতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ নাম বৈ ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বণঃ চতুর্থঃ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ, বেদানাম্ বেদঃ, পিত্র্যঃ রাশি, দৈবঃ, নিধিঃ বাকোবাক্যম্ একায়নম্ দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-দেবজন-বিদ্যা —নাম এব এতৎ (এ সমুদয় নামই)। নাম (নামকে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর) ইতি (২য় মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থত অথর্ববেদ, পঞ্চমত ইতিহাস ও পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, দৈব-উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা, কালবিদ্যা, বাকোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজন বিদ্যা—এই সবই নাম। নামের উপাসনা কর।

৫২০. স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ যঃ (সেই যে কোন ব্যক্তি) নাম (নামকে) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে (উপাসনা করে) যাবৎ (যে পর্যন্ত) নাম্নঃ (নামের) গতম্ (গতি), তত্র (সেই নাম বিষয়ে) অস্য (ইহার) যথাকামচারঃ (স্বেচ্ছাচরণ) ভবতি (হয়) যঃ (যিনি) নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে (দ্বিরুক্তি)। অস্তি (আছে) ভগবঃ নাম্নঃ (নাম অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিক, শ্রেষ্ঠ) ? ইতি। নাম্নঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ (তাহা) মে (আমাকে) ভগবান্ ব্রবীতু (বলুন) ইতি।

সরলার্থ ঃ যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—নামের গতি যতদূর, ততদূর তিনি ইচ্ছানুযায়ী যাইতে পারেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবান, নাম অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?' সনৎকুমার বলিলেন—'নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে।' নারদ বলিলেন, 'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

মন্তব্য ঃ যথাকামচারঃ—শঙ্কর বলেন ঃ 'নিজ রাজ্যে রাজার যেমন কামচরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা, সেই প্রকার।' Monier Williams-এর মতে 'Actions according to pleasure or without control'.

দ্বিতীয় খণ্ড

নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ

৫২১. বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চ যদ্বৈ বাঙ্নাভবিষ্যন্ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ বাক্ বাব নাম্নঃ (নাম অপেক্ষা) ভূয়সী (শ্রেষ্ঠ)। বাক্ বৈ ঋগ্বেদম্ বিজ্ঞাপয়তি (জানায়) ; যজুর্বেদম্ সামবেদম্, আথর্বণম্ চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণম্ পঞ্চমম্, বেদানাম্ বেদম্, পিত্র্যম্, রাশিম্, দৈবম্ নিধিম্ বাকোবাক্যম্ একায়নম্, দেববিদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্ ক্ষত্রবিদ্যাম্ নক্ষত্রবিদ্যাম্, সর্পদেবজনবিদ্যাম্ (৭।১।২ দ্রঃ), দিবম্ চ (দ্যুলোককে), পৃথিবীম্ চ, বায়ুম্ চ, আকাশম্ চ, অপঃ চ, তেজঃ চ, দেবান্ চ (দেবগণকে) মনুষ্যান্ চ (মনুষ্যগণকে) পশূন্ চ, (পশুগণকে), বয়াংসি চ (পক্ষিগণকে, বয়স্—পক্ষী) তৃণবনস্পতীন্ (তৃণ ও বনস্পতি সমূহকে) শ্বাপদানি (হিংস্রজন্তুদিগকে) আকীট-পতঙ্গ-পিপীলকম্ (কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা পর্যন্ত সমুদয় প্রাণীকে) ধর্মম্ চ, অধর্মম্ চ, সত্যম্ চ, অনৃতম্ চ, সাধু চ (শুভ বিষয়কে), অসাধু চ (অসাধু বিষয়কে), হৃদয়জ্ঞম্ চ (মনোরম) অহৃদয়জ্ঞং চ (অপ্রীতিকর বিষয়কে)। যৎ (যদি) বৈ বাক্ ন অভবিষ্যৎ (থাকিত), ন ধর্মঃ, ন অধর্মঃ, ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ (আপনাকে জানাইত) ন সত্যম্ ন অনৃতম্, ন সাধু ন অসাধু ; ন হৃদয়জ্ঞঃ, ন অহৃদয়জ্ঞঃ। বাক্ এব এতৎ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) বিজ্ঞাপয়তি। বাচম্ (বাক্‌কে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর)।

সরলার্থ ঃ বাক্ অবশ্যই নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈববিদ্যা, নিধিবিদ্যা, বাকোবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা, স্বর্গলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদগণ, কীটপতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্যন্ত যাবতীয় প্রাণী, ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর

বিষয়—এই সমস্তকেই বাক্ বিজ্ঞাপিত করে। যদি বাক্ না থাকিত, ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর—কিছুই বিজ্ঞাপিত হইত না। বাক্ই এই সবকে বিজ্ঞাপিত করে। বাক্‌কেই উপাসনা কর।

৫২২. স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় : সঃ যঃ বাচম্ 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে, যাবৎ বাচঃ (বাক্যের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ বাচম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ বাচঃ ভূয়ঃ ? ইতি। বাচঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫)।

সরলার্থ : যিনি বাক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, বাক্যের যতদূর গতি ততদূর পর্যন্ত তিনি যথেচ্ছ যাইতে পারেন। নারদ বলিলেন—'ভগবান্, বাক্ অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?' সনৎকুমার বলিলেন—'বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন বস্তু নিশ্চয়ই আছে।' নারদ বলিলেন —'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

তৃতীয় খণ্ড

বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ

৫২৩. মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচং চ নাম চ মনোঽনুভবতি, স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে কর্মাণি কুর্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে, মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় : মনঃ বাব বাচঃ (বাক অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। যথা বৈ দ্বে বৈ আমলকে (দুইটি আমলক ফলকে) দ্বে বা কোলে (দুইটি বদরী ফলকে), দ্বৌ বা অক্ষৌ (দুইটি অক্ষ ফলকে ; অক্ষ—বিভীতক, বহেড়া) মুষ্টিঃ (হস্তের মুষ্টি), অনুভবতি (ধারণ করে, অন্তর্ভুক্ত করে, অনুভব করে), এবম্ (এই প্রকার) বাচম্ চ নাম চ (নামকে) মনঃ অনুভবতি সঃ (মানুষ) যদা (যখন) মনসা (মনদ্বারা) মনস্যতি (মনন করে), মন্ত্রান্ (মন্ত্রসমূহকে) অধীয়ীয় (অধ্যয়ন করি) ইতি, অথ অধীতে (অধ্যয়ন করে)। কর্মাণি (কর্মসমূহকে) কুর্বীয় (করি) ইতি অথ কুরুতে (করে)। পুত্রান্ চ (পুত্রসমূহকে), পশূন্ চ (পশুসমূহকে) ইচ্ছেয় (বৈদিক, ইচ্ছেয়ম—ইচ্ছা করি) ইতি, অথ ইচ্ছতে (বৈদিক, ইচ্ছা করে, লাভ করে) ; ইমম্ চ লোকম্ (এই লোককে) অমুম্ চ (ঐ লোককে, পরলোককে) ইচ্ছেয় ইতি অথ ইচ্ছতে। মনঃ হি আত্মা, মনঃ লোকঃ ; মনঃ হি ব্রহ্ম। মনঃ উপাস্স্ব (উপাসনা কর) ইতি।

সরলার্থ : মন বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হাতের মুঠি যেমন দুইটি আমলকী, বদরী (কুল) বা বিভীতক (বহেড়া) ফলকে ধরিয়া রাখে, মন তেমনি বাক্ ও নামকে ধারণ করিয়া থাকে। কারণ মন যখন স্থির করে যে 'আমি পড়ি', তখন সে পড়ে ; যখন স্থির করে যে 'আমি কাজ করি,' তখন সে কাজ করে ; যখন স্থির করে যে 'আমি পুত্র চাই পশু চাই' তখন সে সেই সবই পায় ; যখন স্থির করে যে 'আমি ইহলোক ও পরলোক লাভ করিতে চাই' তখন তাহাই পায় (অর্থাৎ মানুষ প্রথমে মন দ্বারা একটি বিষয় ঠিক করে তাহার পর সেই অনুযায়ী কাজ করে)। মনই আত্মা, মনই লোক, মনই ব্রহ্ম। মনকেই উপাসনা কর।

৫২৪. স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় : সঃ যঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ মনসঃ (মনের) গতম্ তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি, যঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ মনসঃ ভূয়ঃ ? ইতি। মনসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫)।

সরলার্থ : যিনি মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের গতি যত দূর, তত দূর পর্যন্ত তিনি স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান, মন অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?' সনৎকুমার বলিলেন—'মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।' নারদ বলিলেন—'আপনি আমাকে তাহা বলুন।'

চতুর্থ খণ্ড

মন অপেক্ষা সংকল্প শ্রেষ্ঠ

৫২৫. সংকল্পো বাব মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি ॥ ১

অন্বয় : সংকল্পঃ বাব মনসঃ (মন অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। যদা (যখন) বৈ সঙ্কল্পয়তে (সংকল্প করে), অথ মনস্যতি (চিন্তা করে), অথ বাচম্ ঈরয়তি (প্রেরণ করে), তাম্ (সেই বাক্‌কে) উ নাম্নি (নামে) ঈরয়তি, নাম্নি মন্ত্রাঃ (মন্ত্রসমূহ) একম্ ভবন্তি (হয়), মন্ত্রেষু (মন্ত্রসমূহে) কর্মাণি (কর্মসমূহ)।

সরলার্থ : সংকল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমে মন সংকল্প করে, পরে চিন্তা করে, পরে বাগিন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে, তাহার পর ইহাকে নাম উচ্চারণে প্রবৃত্ত করে। সমস্ত মন্ত্র নামে এবং সমস্ত কর্ম মন্ত্রে একীভূত হয়।

৫২৬. তানি হ বা এতানি সংকল্পৈকায়নানি সংকল্পাত্মকানি সংকল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লৃপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষং সংকল্পতে বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যা অন্নং সংকল্পতেঽন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সংকল্পন্তে প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্মাণি সংকল্পন্তে কর্মাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সংকল্পতে লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্বং সংকল্পতে স এষ সংকল্পঃ সংকল্পমুপাস্স্বেতি ॥ ২

অন্বয় : তানি হ বা এতানি (সেই সমুদয় অর্থাৎ মন, বাক্, নাম, মন্ত্র ও কর্ম) সংকল্প + একায়নানি (সংকল্পে যাহাদিগের লয়) সংকল্পাত্মকানি (সংকল্পে যাহা-

দিগের উৎপত্তি) সংকল্পে প্রতিষ্ঠিতানি (প্রতিষ্ঠিত)। সমকৢপতাম্ (সংকল্প করিয়াছিল) দ্যাবাপৃথিবী (বৈদিক শব্দ দ্যো এবং পৃথিবী) ; সমকল্পেতাম্ (সংকল্প করিয়াছিল) বায়ুঃ চ আকাশম্ চ (আকাশ) সমকল্পন্ত আপঃ চ (জল) তেজঃ চ। তেষাম্ (তাহাদিগের) সংকৢপ্ত্যৈ (সংকল্পের নিমিত্ত) বর্ষম্ (বৃষ্টি) সংকল্পতে (সংকল্প করে), বর্ষস্য (বৃষ্টির) সংকৢপ্ত্যৈ (সংকল্পবশতঃ) অন্নম্ সংকল্পতে ; অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সংকল্পন্তে (সংকল্প করে) ; প্রাণানাম্ (প্রাণসমূহের) সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে ; মন্ত্রাণাম্ সংকৢপ্ত্যৈ কর্মাণি সংকল্পন্তে ; কর্মণাম্ সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ (স্বর্গাদিলোকে) সংকল্পতে ; লোকস্য (স্বর্গাদি লোকের) সংকৢপ্ত্যৈ সর্বম্ (সমুদয়ই) সংকল্পতে ; সঃ (সেই) এষঃ (এই প্রকার) সংকল্পঃ। সংকল্পম্ উপাস্স্ব (উপাসনা করে) ইতি।

সরলার্থ : সংকল্পই এই সবকিছুর গতি, সংকল্পই এই সকলের আত্মা, সংকল্পেই এইসব প্রতিষ্ঠিত। দ্যুলোক ও পৃথিবী সংকল্প করিয়াছিল ; বায়ু ও আকাশ সংকল্প করিয়াছিল ; জল ও তেজ সংকল্প করিয়াছিল। ইহাদের সংকল্পেই বৃষ্টি সংকল্প করে (অর্থাৎ নিজের কাজ করে) ; বৃষ্টির সংকল্পেই অন্ন সংকল্প করে ; অন্নের সংকল্পেই সমস্ত প্রাণ সংকল্প করে। প্রাণের সংকল্পেই মন্ত্র সংকল্প করে ; মন্ত্রের সংকল্পেই কর্ম সংকল্প করে ; কর্মের সংকল্পেই (স্বর্গাদি) লোক সংকল্প করে ; এবং (স্বর্গাদি) লোকের সংকল্পে সমস্ত জগৎ সংকল্প করে। সেই সংকল্প এই রকম। (এই) সংকল্পের উপাসনা কর।

মন্তব্য : (ক) সংকল্পৈকায়নানি—সংকল্প + একায়নানি, সংকল্পে যাহাদিগের লয় ; (খ) সংকল্পাত্মকানি—সংকল্পে যাহাদিগের উৎপত্তি ; (গ) সংকল্পে প্রতিষ্ঠিতানি—সংকল্পে ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা (শঙ্কর)। এই সমুদয়ের অন্য অর্থও হইতে পারে। সংকল্প যাহা-সকলের পথ, গতি, আশ্রয় বা মিলনের স্থল যাহা তাহাই 'একায়ন'। সংকল্প যাহাদিগের একায়ন সেই সমুদয় 'সংকল্পৈকায়নানি'। সংকল্প যাহাদিগের আত্মা বা স্বরূপ সেই সমুদয় সংকল্পাত্মকানি।

৫২৭. স যঃ সংকল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে সংকৢপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি। যাবৎ সংকল্পস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ সংকল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ সংকল্পাদ্ভূয় ইতি সংকল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩

অন্বয় : সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) সংকল্পম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে সংকৢপ্তান্ লোকান্ বৈ সঃ লোকান্ ধ্রুবান্ (ধ্রুবলোক সমূহকে) ধ্রুবঃ (স্বয়ং ধ্রুব হইয়া) প্রতিষ্ঠিতান্ (প্রতিষ্ঠিত লোকসমূহকে) প্রতিষ্ঠিতঃ (স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত 'হইয়া') অব্যথমানান্ [লোকান্] (ব্যথারহিত লোকসমূহকে) অব্যথমানঃ (স্বয়ং ব্যথা রহিত 'হইয়া') অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হন)। যাবৎ সংকল্পস্য গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ সংকল্পং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ সংকল্পাৎ ভূয়ঃ ইতি। সংকল্পাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫)।

সরলার্থ : যিনি সংকল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সকল লোক সংকল্প করেন, সেই সকল লোক পান। নিজে ধ্রুব হইয়া ধ্রুবলোক লাভ করেন ; নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত লোক পান এবং নিজে ব্যথাশূন্য হইয়া ব্যথারহিত লোক

লাভ করেন। যিনি সংকল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, সংকল্পের যত দূর গতি তত দূর তিনি ইচ্ছানুযায়ী যাইতে পারেন। (নারদ)—'হে ভগবান, সংকল্প অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?' (সনৎকুমার)—'সংকল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

পঞ্চম খণ্ড

সংকল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ

৫২৮. চিত্তং বাব সংকল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সংকল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি ॥ ১

অন্বয় : চিত্তম্ বাব সংকল্পাৎ ভূয়ঃ। যদা (যখন) বৈ চেতয়তে (অনুভব করে, বুঝিতে পারে) অথ সংকল্পয়তে (সংকল্প করে), অথ মনস্যতি অথ বাচম্ ঈরয়তি, তাম্ উ নাম্নি ঈরয়তি, নাম্নি মন্ত্রাঃ একম্ ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি (৭।৪।১ টীঃ)।

সরলার্থ : সংকল্প অপেক্ষা 'চিত্ত শ্রেষ্ঠ। মানুষ প্রথমে অনুভব করে, তারপর ক্রমে সংকল্প করে, মনন করে, এবং বাগিন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করে ; তারপর তাহাকে নাম উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত করে। মন্ত্রসমূহ নামে এবং কর্মসমূহ মন্ত্রে একীভূত হয়।

৫২৯. তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্ যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিতি। অথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে চিত্তং হ্যেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্স্বেতি ॥ ২

অন্বয় : তানি হ বৈ এতানি (এই সমুদয় ; সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মন্ত্র ও কর্ম) চিত্ত+একায়নানি (চিত্ত যাহাদিগের একায়ন, ৭।৪।২ দ্রঃ) চিত্তাত্মানি (চিত্তই যাহা-দিগের আত্মা) চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি (চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত)। তস্মাৎ (সেইজন্য) যদ্যপি বহুবিৎ (বহুজ্ঞ) অচিত্তঃ (বিবেচনারহিত) ভবতি (হয়)—ন (না) অয়ম্ (এই ব্যক্তি) অস্তি (আছে) ইতি এব এনম্ আহুঃ (বলিয়া থাকে) - যৎ অয়ম্ বেদ (এ ব্যক্তি যতই জানুক না কেন) যৎ (যদি) বৈ অয়ম্ বিদ্বান্ (জানিত) ন (না) ইত্থম্ (এইপ্রকার) অচিত্তঃ (চিত্তবিহীন) স্যাৎ (হইত) ইতি। অথ (আর) যদি অল্পবিৎ (অল্পজ্ঞ) চিত্তবান্ (বিবেচনাশীল) ভবতি (হয়), তস্মৈ (তাহাকে) এব উত শুশ্রূষন্তে (শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে)। চিত্তম্ হি এব এষাম্ (ইহাদিগের) একায়নম্ (একমাত্র গতি) চিত্তম্ আত্মা চিত্তম্ প্রতিষ্ঠা। চিত্তম্ উপাস্স্ব ইতি (৭।৪।২ টীকা)।

সরলার্থ : চিত্তই সঙ্কল্প প্রভৃতির গতি, চিত্তই ইহাদের আত্মা এবং চিত্তেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা। কোন মানুষ যতই জানুক না কেন তাহার বিবেচনাশক্তি না থাকিলে লোকে বলে, 'এব্যক্তি (থাকিয়াও) নাই ; সে যদি সত্যই বিদ্বান হইত, তবে এমন চিত্ত-হীন (বুদ্ধিহীন) হইত না।' আর অল্প জানিয়াও কেহ যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে সকলেই তাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করে। চিত্তই ইহাদের একমাত্র গতি, চিত্তই আত্মা এবং চিত্তেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা। চিত্তেরই উপাসনা কর।

মন্তব্য : 'যৎ অয়ম্ বেদ' এই অংশ পূর্ববাক্যের সহিতও যুক্ত হইতে পারে, পরবাক্যের সহিতও যুক্ত হইতে পারে। পূর্ববর্তী বাক্যের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হইবে 'এই ব্যক্তি যতই জানুক না কেন' আর পরবর্তী বাক্যের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হইবে—'এই ব্যক্তি যদি জানিত'।

৫৩০. স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে চিত্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবচ্চিত্তস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি চিত্তাদ্ বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩

অন্বয় : সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) চিত্তম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, চিত্তান্ [লোকান্] (যে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে) বৈ সঃ লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ, প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতঃ, অব্যথমানান্ অব্যথমানঃ অভিসিধ্যতি। যাবৎ চিত্তস্য গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ চিত্তম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' অস্তি ভগবঃ চিত্তাৎ (চিত্ত অপেক্ষা) ভূয়ঃ ইতি। চিত্তাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫ দ্রঃ)।

সরলার্থ : যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সব লোকের বিষয় অন্তরে বিবেচনা করেন, সেই সব লোক লাভ করেন। তিনি ধ্রুব হইয়া ধ্রুবলোক, সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া সুপ্রতিষ্ঠ লোক, ব্যথারহিত হইয়া ব্যথারহিত লোক লাভ করেন। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—চিত্তের যত দূর গতি, তত দূর তাঁহার ইচ্ছানুরূপ গতি হয়। (নারদ)—'ভগবান, চিত্ত অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?' (সনৎকুমার)—'চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

মন্তব্য : শংকর বলেন—চিত্তান্ (উপচিতান্)=যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে, তাহাকে। চতুর্থ খণ্ডে সংকল্পের গুণকীর্তন করা হইয়াছে এবং ইহার তৃতীয় মন্ত্রে 'ক্লৃপ্তান্ লোকান'' লাভের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এইখণ্ডে (৭।৫) চিত্তের মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এখানে 'চিত্তান্ লোকান্' লাভের বিষয় বলা হইতেছে। উভয় অংশ তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে 'ক্লৃপ্তান্'-এর সহিত সংকল্পের যে সম্বন্ধ, 'চিত্তান্'-এর সহিতও চিত্তের সেই সম্পর্ক। ক্লৃপ্ত, কল্প, সংকল্প একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'চিত্তান্', 'চিত্ত'ও সেইরূপ এক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং চিত্তান্ লোকান্=যে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা (চিত্ত) করা হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে।

ষষ্ঠ খণ্ড

চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ

৫৩১. ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাস্তস্মাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যে অল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তেঽথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় : ধ্যানম্ বাব চিত্তাৎ (চিত্ত অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। ধ্যায়তি (ধ্যান

করিতেছে) ইব (যেন) পৃথিবী, ধ্যায়তি ইব অন্তরিক্ষম্ ; ধ্যায়তি ইব দ্যৌঃ ; ধ্যায়ন্তি (ধ্যান করিতেছে) ইব আপঃ (জল) ; ধ্যায়ন্তি ইব পর্বতাঃ, ধ্যায়ন্তি ইব দেবমনুষ্যাঃ। তস্মাৎ (সেইজন্য) যে (যাহারা) ইহ (এই পৃথিবীতে) মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণের মধ্যে) মহত্তাম্ (মহত্তকে) প্রাপ্নুবন্তি (লাভ করে) ধ্যানাপাদাংশাঃ (ধ্যান + আপাদ + অংশাঃ—ধ্যানফলের অংশী, আপাদ ফল লাভ) ইব এব তে ভবন্তি (হয়)। অথ যে অল্পাঃ (ক্ষুদ্রচেতা) কলহিনঃ (কলহপ্রিয়) পিশুনাঃ (ক্রুর, খল) উপবাদিনঃ (কুৎসাপ্রিয় বা চাটুকার) তে (তাহারা ; ইহার ক্রিয়া 'ধ্যান ফলের অংশী হয়' উহ্য)। অথ যে প্রভবঃ (প্রভু, শ্রেষ্ঠ) ধ্যানাপাদাংশাঃ ইব তে ভবন্তি। ধ্যানম্ উপাস্স্ব ইতি।

সরলার্থ : ধ্যান চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে ; অন্তরিক্ষ, স্বর্গলোক, জল ও পর্বত যেন ধ্যান করিতেছে ; দেবতা এবং মনুষ্যগণও যেন ধ্যান নিরত। মানুষের মধ্যে যিনি মহত্ত্ব লাভ করেন, তিনি যেন ধ্যানফলের অংশ লাভ করেন। আর যাহারা ক্ষুদ্র, তাহারা কলহপ্রিয়, ক্রুর এবং কুৎসাপ্রিয়। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা ধ্যানফলের অংশী হন। এই ধ্যানের উপাসনা কর।

মন্তব্য : ঋগ্বেদে (৭।১০৪।২০) এবং অথর্ববেদে 'পিশুন' শব্দের ব্যবহার আছে। সায়ণের অর্থ 'কপট' ; Whitney and Lanman ইহার 'treacherous ones' অর্থ করিয়াছেন। এই উপনিষদের অনুবাদে মোক্ষমুলার 'abusive' শব্দ ব্যবহার করিয়াছন। Vedic Index-এ এই শব্দের অর্থ traitor করা হইয়াছে। শংকরের মতে যাহারা পরের দোষ কীর্তন করে'।

৫৩২. স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ভূয় ইতি ধ্যানাদ্ বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় : সঃ যঃ (২।১১।৩ মন্তব্য) ধ্যানম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ ধ্যানস্য (ধ্যানের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ ধ্যানম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) ভূয়ঃ ? ইতি ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি।

সরলার্থ : যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ধ্যানের যতদূর গতি, ততদূর তিনি যেমন ইচ্ছা যাইতে পারেন। (নারদ)—'ভগবান, ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে ?' (সনৎকুমার)—'ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

সপ্তম খণ্ড

ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ

৫৩৩. বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্প-দেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং

চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চান্নং চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ বিজ্ঞানম্ বাব ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) ভূয়ঃ। বিজ্ঞানেন (বিজ্ঞান দ্বারা) বৈ ঋগ্বেদম্ বিজানাতি (জানে, 'মানব' ইহার কর্তা, উহ্য), যজুর্বেদম্, সামবেদম্, আথর্বণম্ চতুর্থম্ ইতিহাস-পুরাণম্ পঞ্চমম্ বেদানাম্ বেদম্, পিত্র্যম্, রাশিম্, দৈবম্, নিধিম্, বাকোবাক্যম্, একায়নম্, দেববিদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাম্, নক্ষত্রবিদ্যাম্, সর্প-দেবজন-বিদ্যাম্, দিবম্ চ, পৃথিবীম্ চ, বায়ুম্ চ, আকাশম্ চ; আপঃ চ, তেজঃ চ, দেবান্ চ, মনুষ্যান্ চ, পশূন্ চ, বয়াংসি চ, তৃণ বনস্পতীন্, শ্বাপদানিঃ আকীট-পতঙ্গ-পিপীলিকম্ ধর্মম্ চ, সত্যম্ চ, অনৃতম্ চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়জ্ঞম্ চ, অহৃদয়জ্ঞম্ চ, অন্নম্ চ রসম্ চ, ইমম্ চ লোকম্, অমুম্ চ, বিজ্ঞানেন এব বিজানাতি। বিজ্ঞানম্ উপাস্স্ব ইতি। (৭।১।২ ; ৭।২।১ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান দ্বারা ঋগ্বেদ জানা যায় এবং যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্র-বিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা, দ্যো, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জলসমূহ, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শ্বাপদ, কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকা পর্যন্ত (সমস্ত প্রাণী), ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য, শুভ ও অশুভ, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর, অন্ন ও রস, ইহলোক ও পরলোক—(এই সবই) বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়। এই বিজ্ঞানের উপাসনা কর।

৫৩৪. স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকাঞ্ জ্ঞানবতোঽ-ভিসিধ্যতি যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, বিজ্ঞানবতঃ [লোকান্] (বিজ্ঞানসম্পন্ন লোকসমূহকে) বৈ সঃ লোকান্, জ্ঞানবতঃ [লোকান্] (জ্ঞানসম্পন্ন লোকসমূহকে) অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হয়)। যাবৎ বিজ্ঞানস্য (বিজ্ঞানের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ বিজ্ঞানাৎ (বিজ্ঞান অপেক্ষা) ভূয় ? ইতি। বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি। (৭।১।৫ দ্রঃ) [বিজ্ঞান—শাস্ত্রাস্ত বিষয়ের জ্ঞান। জ্ঞান—সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান (শঙ্কর)।]

সরলার্থ ঃ যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় জগৎ লাভ করেন। যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বিজ্ঞানের যত দূর গতি, তত দূর তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী গতি হইয়া থাকে। (নারদ)—'ভগবান, বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে ?' (সনৎকুমার)—'বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।' (নারদ)—'আপনি আমাকে তাহা বলুন।'

অষ্টম খণ্ড

বিজ্ঞান অপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ

৫৩৫. বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ বলম্ বাব বিজ্ঞানাৎ (বিজ্ঞান অপেক্ষা) ভূয়ঃ। অপি হ শতম্ বিজ্ঞান-বতাম্ (বিজ্ঞানবানদিগের) একঃ বলবান্ আকম্পয়তে (কম্পিত করে)। সঃ যদা বলী ভবতি (হয়), অথ উত্থাতা (যে উত্থিত হইতে পারে ; মতান্তরে—উদ্যমশীল) ভবতি ; উত্তিষ্ঠন্ (উত্থিত হইয়া বা উদ্যমশীল হইয়া) পরিচরিতা (পরিচর্যাপরায়ণ) ভবতি ; পরিচরন্ (পরিচর্যা করিয়া) উপসত্তা (যে নিকটে উপবেশন করে ; সমীপস্থ) ; উপসীদন্ (সমীপে উপবেশন করিয়া) দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা (মননকর্তা) ভবতি, বোদ্ধা (যে বুঝিতে পারে, সেই বোদ্ধা) ভবতি। কর্তা (যে করে সেই ব্যক্তি, অনুষ্ঠাতা) ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি। বলেন (বল দ্বারা) বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি (অবস্থান করে), বলেন অন্তরিক্ষম্, বলেন দ্যোঃ, বলেন পর্বতাঃ, বলেন দেবমনুষ্যাঃ, বলেন পশবঃ চ (পশুগণও), বয়াংসি চ (পক্ষিগণও) তৃণবনস্পতয়ঃ (তৃণ ও বনস্পতিসমূহ) শ্বাপদানি (হিংস্রজন্তুসমূহ) আকীটপতঙ্গপিপীলিকম্ (কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্যন্ত), বলেন লোকঃ (স্বর্গাদি লোক) তিষ্ঠতি বলম্ উপাস্স্ব ইতি।

সরলার্থ ঃ বল বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একজন বলবান ব্যক্তি শত বিজ্ঞানবান ব্যক্তিকেও কম্পিত করিতে পারে। মানুষ যদি বলী হয়, তবে সে উদ্যমশীল হইতে পারে, উদ্যমশীল হইয়া (গুরু প্রভৃতির) পরিচর্যা করিতে পারে, পরিচর্যা করিয়া (তাঁহাদিগের) নিকট উপবেশন করিতে পারে, নিকটে উপবেশন করিয়া দেখিতে পারে, শুনিতে পারে, চিন্তা করিতে পারে, বুঝিতে পারে, কাজ করিতে পারে ও বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারে। বলের দ্বারাই পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। বল দ্বারাই অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পর্বতসমূহ, দেবমানব, পশুপক্ষী, তৃণ-বনস্পতি, শ্বাপদ, কীট-পতঙ্গ, পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্তকিছু এবং স্বর্গাদি লোক অবস্থান করে। বলেরই উপাসনা কর।

৫৩৬. স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বলস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বলাদ্ভূয় ইতি বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ বলম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ বলস্য গতম্ তত্র তস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ বলম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ বলাৎ (বল অপেক্ষা) ভূয়ঃ ? ইতি। বলাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ যিনি বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বলের গতি যত দূর, তত দূর পর্যন্ত তাঁহার যথেচ্ছগতি। (নারদ)—'ভগবান, বল অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?' (সনৎকুমার)—'বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

নবম খণ্ড

বল অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ

৫৩৭. অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশরাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্যদ্যু হ জীবেদথ বাঽদ্রষ্টাঽশ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্তাঽবিজ্ঞাতা ভবত্যথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অন্নম্ বাব বলাৎ (বল অপেক্ষা) ভূয়ঃ। তস্মাৎ (সেই জন্য) যদ্যপি দশরাত্রীঃ (অর্থাৎ দশ রাত্রি ও দশ দিন) ন আশ্নীয়াৎ (আহার করে না) যদি উ হ (যদিও) জীবেৎ (জীবিত থাকে), অথ (তখন) বা (নিশ্চয়ই) অদ্রষ্টা, অশ্রোতা, অমন্তা (সে মনন করিতে পারে না), অকর্তা, অবিজ্ঞাতা ভবতি। অথ অন্নস্য (অন্নের) আয়ৈ (লাভে), দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি ইতি। অন্নম্ উপাস্স্ব (৭।৮।১ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যদি কেহ দশ দিন ও দশ রাত্রি আহার না করে, তবে সে জীবিত থাকিলেও দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না, চিন্তা করিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, কাজ করিতে পারে না, জানিতে পারে না। কিন্তু আহার করিলে সে দেখিতে, শুনিতে, চিন্তা করিতে, বুঝিতে পারে, কাজ করিতে পারে, জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এই অন্নের উপাসনা কর।

৫৩৮. স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽভিসিধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইত্যন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ অন্নম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, অন্নবতঃ [লোকান্] (অন্নবান লোকসমূহকে) বৈ সঃ লোকান্ পানবতঃ [লোকান্] (পানযুক্ত লোকসমূহকে) অভিসিধ্যতি (লাভ করে)। যাবৎ অন্নস্য (অন্নের) গতম্ তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ অন্নম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ অন্নাৎ (অন্ন অপেক্ষা) ভূয়ঃ ইতি। অন্নাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ যিনি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ও পানযুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন। যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, অন্নের গতি যত দূর, তত দূর তাঁহার যথেচ্ছগতি হয়। (নারদ)—'ভগবান অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?' (সনৎকুমার)—'অন্ন হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

দশম খণ্ড

অন্ন অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ

৫৩৯. আপো বাবান্নাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীত্যথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাপ এবেমা মূর্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্ দ্যৌর্যৎ পর্বতা যদ্দেবমনুষ্যা যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ এবেমা মূর্তা অপ উপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ আপঃ (জল) বাব অন্নাৎ (অন্ন অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। তস্মাৎ (সেই জন্য) যদা (যখন) সুবৃষ্টিঃ ন ভবতি (হয়), ব্যাধীয়ন্তে (দুঃখিত হয়) প্রাণাঃ 'অন্নম্ কনীয়ঃ ভবিষ্যতি' (অন্ন অল্প হইবে এই ভাবিয়া)। অথ যদা সুবৃষ্টিঃ ভবতি, আনন্দিনঃ (হৃষ্ট) প্রাণাঃ ভবন্তি অন্নম্ বহু ভবিষ্যতি ইতি (বহু অন্ন হইবে এই ভাবিয়া)। আপঃ এব ইমাঃ (এই সমুদয়) মূর্তাঃ (বিবিধ মূর্তিরূপে পরিণত)—যা ইয়ম্ (এই) পৃথিবী যৎ (এই যে) অন্তরিক্ষম্, যৎ দ্যৌঃ, যৎ পর্বতাঃ, যৎ দেবমনুষ্যাঃ যৎ পশবঃ চ, বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ, শ্বাপদানি আকীট-পতঙ্গ-পিপীলকম্—আপঃ এব ইমাঃ মূর্তাঃ। অপঃ (জলকে) উপাস্স্ব ইতি (৭।৮।১ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যখন সুবৃষ্টি না হয় তখন অন্ন কম উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণ দুঃখিত হয়; আর যখন সুবৃষ্টি হয়, তখন বহু অন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণ আনন্দিত হয়। এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পর্বতসমূহ, দেব ও মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ-বনস্পতি, শ্বাপদ এবং কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী—এই সব জলেরই রূপ। জলেরই উপাসনা কর।

৫৪০. স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আপ্নোতি সর্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইত্যদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ অপঃ (জলকে) 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে, আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) সর্বান্ কামান্ (সমুদয় কল্পনাকে) তৃপ্তিমান্ ভবতি (হয়)। যাবৎ অপাম্ (জলের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ অপঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ অদ্ভ্যঃ (জল অপেক্ষা) ভূয়ঃ? ইতি। অদ্ভ্যঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫ টীকা)।

সরলার্থ ঃ যিনি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যাবতীয় কাম্যবস্তু লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। যিনি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, জলের গতি যত দূর, তত দূর পর্যন্ত তাঁহার স্বাধীন বিচরণ। (নারদ)—'ভগবান্, জল হইতে কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?' (সনৎকুমার)—'জল হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

একাদশ খণ্ড

জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ

৫৪১. তেজো বাবাদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভিতপতি তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্ধ্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রাদাশ্চরন্তি তস্মাদাহুর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ তেজঃ বাব অদ্ভ্যঃ (জল অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। তৎ (সেইজন্য) বৈ এতৎ বায়ুম্ আগৃহ্য (অবলম্বন করিয়া) আকাশম্ অভিতপতি (উত্তপ্ত করে)। তদা (তখন) আহুঃ (লোকে বলে) নিশোচতি (উত্তাপ দিতেছে, দগ্ধ করিতেছে) নিতপতি (সন্তপ্ত করিতেছে) বর্ষিষ্যতি (বর্ষণ করিবে) বৈ ইতি। তেজঃ এব তৎ পূর্বম্ (প্রথমে) দর্শয়িত্বা (দেখাইয়া) অথ (পরে) অপঃ (এই সমুদয় অবস্থাকে) পূর্বম্ (প্রথমে) দর্শয়িত্বা (দেখাইয়া) অথ (পরে) অপঃ (জলকে) সৃজতে (সৃষ্টি করে)। তৎ এতৎ [আহ্লাদাঃ]—(মেঘধ্বনি সমুদয় ; মন্তব্য দ্রষ্টব্য) ঊর্ধ্বাভিঃ চ তিরশ্চীভিঃ চ বিদ্যুদ্ভিঃ (ঊর্ধ্বগতিবিশিষ্ট এবং তির্যক গতি বিশিষ্ট বিদ্যুৎগণের সহিত) আহ্লাদাঃ চরন্তি (বিচরণ করে)। তস্মাৎ (সেইজন্য) আহুঃ বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে) স্তনয়তি (গর্জন করিতেছে) বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। তেজঃ এব তৎ পূর্বম্ দর্শয়িত্বা অথ অপঃ সৃজতে। তেজঃ উপাস্স্ব (উপাসনা কর) ইতি।

সরলার্থ ঃ তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখন এই তেজ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশকে উত্তপ্ত করে, তখন লোকে বলে, 'বড় গরম, গা পোড়াইতেছে, বৃষ্টি হইবে।' তেজ প্রথমে এই অবস্থা দেখাইয়া পরে জল সৃষ্টি করে। সেইজন্য ঊর্ধ্বগামী ও আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে চলে মেঘের গর্জন। তখন লোকে বলে—'বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ ডাকিতেছে, বৃষ্টি হইবে।' তেজ পূর্বে এইরূপ দেখাইয়া পরে জল সৃষ্টি করে। (এই) তেজেরই উপাসনা কর।

৫৪২. স যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিধ্যতি যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে তেজস্বী বৈ সঃ তেজস্বতঃ লোকান্ (তেজোময় লোকসমূহকে) ভাস্বতঃ [লোকান্] (প্রকাশবান্ বা দীপ্তিমান্ লোকসমূহকে) অপহততমস্কান্ [লোকান্] (যে সমুদয় লোকের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে) অভিসিধ্যতি (লাভ করে)। যাবৎ তেজসঃ গতম্ ; তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ তেজসঃ (তেজ অপেক্ষা) ভূয়ঃ ? ইতি। তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি।

সরলার্থ ঃ যিনি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তিনি তেজস্বী হন। তিনি তোজোময়, দীপ্তিমান এবং তমোহীন লোক লাভ করেন। যিনি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন,—তেজের গতি যতদূর ততদূর পর্যন্ত তাঁহার যথেচ্ছগতি। (নারদ)—

'তেজ হইতে কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?' (সনৎকুমার)—'তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

দ্বাদশ খণ্ড

তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ

৫৪৩. আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশমভিজায়ত আকাশমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ আকাশঃ বাব তেজসঃ (তেজ অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। আকাশে বৈ সূর্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য ও চন্দ্রমা) উভৌ (এই উভয়) বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ) অগ্নিঃ। আকাশেন (আকাশ দ্বারা) আহ্বয়তি (আহ্বান করে); আকাশেন শৃণোতি (শ্রবণ করে) আকাশেন প্রতিশৃণোতি (প্রত্যুত্তর দেয়), আকাশে রমতে (রমণ করে), আকাশে ন রমতে ; আকাশে জায়তে (উৎপন্ন হয়), আকাশম্ অভিজায়তে (আকাশের অভিমুখে উত্থিত হয় ; বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া আকাশের অভিমুখে উত্থিত হয়)। আকাশম্ (আকাশকে) উপাস্স্ব ইতি।

সরলার্থ ঃ আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আকাশেই চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রসমূহ এবং অগ্নি রহিয়াছে। আকাশের সাহায্যে মানুষ পরস্পরকে আহ্বান করে, শ্রবণ করে, উত্তর প্রত্যুত্তর দেয়। মানুষ আকাশেই আনন্দ লাভ করে, আকাশেই দুঃখ ভোগ করে। আকাশেরই উপাসনা কর।

৫৪৪. স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আকাশবতো বৈ স লোকান্ প্রকাশবতোঽসংবাধানুরুগায়বতোঽভিসিধ্যতি যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আকাশাদ্ভূয় ইত্যাকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ আকাশম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, আকাশবতঃ [লোকান্]—(আকাশবান্ অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত লোকসমূহকে) সঃ লোকান্ প্রকাশবতঃ (প্রকাশবান অর্থাৎ উজ্জ্বল লোকসমূহকে) অসংবাধান্ [লোকান্] (বাধারহিত লোকসমূহকে) উরুগায়বতঃ [লোকান্] (বিস্তীর্ণ) অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হয়)। যাবৎ আকাশস্য (আকাশের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ আকাশম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ আকাশাৎ (আকাশ অপেক্ষা) ভূয়ঃ ? ইতি। আকাশাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি। (৭।১।৫ মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ যিনি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি জ্যোতির্ময়, বাধাহীন এবং সুবিস্তীর্ণ লোকসমূহ লাভ করেন। যিনি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, আকাশের গতি যত দূর তত দূর তাঁহার স্বাধীন বিচরণ হইয়া থাকে। (নারদ)—

'আকাশ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?' (সনৎকুমার)—'আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন'।

মন্তব্য ঃ 'অসংবাধান্‌,—'সম্বাধ' শব্দের দুই অর্থ ঃ (ক) পরস্পরের পীড়া উৎপাদন, (খ) সংকীর্ণ স্থান। স্থান সংকীর্ণ হইলেই পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে পারে এবং পরস্পরের পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং অর্থ বিভিন্ন হইলেও উভয়ের ভাবার্থ একই। **উরুগায়বতঃ** ইত্যাদি—যাস্ক ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, উরু অর্থ বিস্তীর্ণ ; উরুগায়—বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপ। 'গায়'—'গা' ধাতু হইতে, এই ধাতুর অর্থ 'গতি'। **উরুগায়বৎ**—যে স্থলে বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপ করা যায়।

ত্রয়োদশ খণ্ড

আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ

৫৪৫. স্মরো বাবাকাশাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদ্যপি বহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্‌ যদা বাব তে স্মরেয়ুরথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্‌ স্মরেণ বৈ পুত্রান্‌ বিজানাতি স্মরেণ পশূন্‌ স্মরমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ স্মরঃ (স্মৃতি) বাব আকাশাৎ (আকাশ অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। তস্মাৎ (সেই জন্য) যদ্যপি বহবঃ (বহুলোক) আসীরন্‌ (উপবেশন করে, একত্র হয়) ন (না) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া) ন এব তে (তাহারা) কম্‌+চন (কোন বিষয়কে বা ব্যক্তিকে) শৃণুয়ুঃ (শুনিতে পারে), ন মন্বীরন্‌ (মনন করিতে পারে) ন বিজানীরন্‌ (জানিতে পারে) যদা (যখন) বাব তে (তাহারা) স্মরেয়ুঃ (স্মরণ করিতে পারে), অথ মন্বীরন্‌, অথ বিজানীরন্‌ ; স্মরেণ বৈ (স্মৃতি দ্বারাই) পুত্রান্‌ (পুত্রগণকে) বিজানাতি (জানে), স্মরেণ পশূন্‌ (পশুসমূহকে)। স্মরম্‌ (স্মৃতিকে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর) ইতি।

সরলার্থ ঃ স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই, যদি স্মৃতি না থাকে, তবে বহুলোক একত্র হইলেও তাহারা কোন বিষয় শুনিতে, চিন্তা করিতে বা জানিতে পারে না। আর যদি তাহারা স্মরণ করিতে পারে, তবে তাহারা শুনিতে, চিন্তা করিতে এবং জানিতে পারে। স্মৃতির সাহায্যে পুত্র ও পশুগণকে জানা যায়। স্মৃতিকে উপাসনা কর।

৫৪৬. স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ভূয় ইতি ; স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্‌ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ স্মরম্‌ (স্মরণকে) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ স্মরস্য (স্মৃতির) গতম্‌, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ স্মরম্‌ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ স্মরাৎ (স্মৃতি অপেক্ষা) ভূয়ঃ ? ইতি। স্মরাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি তৎ মে ভগবান্‌ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫ দ্রঃ)

সরলার্থ ঃ যে ব্যক্তি স্মরণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, স্মরণের গতি যত দূর তত দূর তাহার স্বাধীন গতি। (নারদ)—'ভগবান্‌, স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে ?' (সনৎকুমার)—'স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

চতুর্দশ খণ্ড

স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ

৫৪৭. আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছত আশামুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ আশা (অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা) বাব স্মরাৎ (স্মৃতি অপেক্ষা) ভূয়সী (শ্রেষ্ঠ)। আশা+ইদ্ধঃ (আশা দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া ; ইদ্ধ—প্রজ্বলিত) বৈ স্মরঃ (স্মৃতি) মন্ত্রান্‌ (মন্ত্রসমূহকে) অধীতে (অধ্যয়ন করে), কর্মাণি (কর্মসমূহকে) কুরুতে (করে), পুত্রান্‌ চ (পুত্রগণকে), পশূন্‌ চ (পশুসমূহকে) ইচ্ছতে (ইচ্ছা করে) ইমম্‌ চ লোকম্‌ (এই লোককে) অমুম্‌ চ (ঐ লোককে, পরলোককে) ইচ্ছতে। আশাং উপাস্স্ব ইতি (আশারই উপাসনা কর)।

সরলার্থ ঃ স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ। আশা দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া স্মৃতি (অর্থাৎ স্মৃতিমান পুরুষ) মন্ত্র পাঠ করে, কর্মের অনুষ্ঠান করে, পুত্র ও পশু কামনা করে, ইহলোক ও পরলোক লাভ করিবার ইচ্ছা করে। (এই) আশারই উপাসনা কর।

৫৪৮. স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আশয়াস্য সর্বে কামাঃ সমৃধ্যন্ত্যমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেত্যু-পাস্তেঽস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইত্যাশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্‌ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ যঃ আশাম্‌ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, আশয়া (আশাদ্বারা) অস্য (ইহার) সর্বে কামাঃ (সমুদয় কামনা) সমৃধ্যন্তি (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), অমোঘাঃ (অব্যর্থ ; মোঘ নিষ্ফল) হ অস্য আশিষঃ (প্রার্থনা, ইচ্ছা), ভবন্তি (হয়)। যাবৎ আশায়াঃ (আশার) গতম্‌, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ আশাম্‌ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। অস্তি ভগবঃ আশায়াঃ (আশা অপেক্ষা) ভূয়ঃ ? ইতি আশায়াঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। তৎ মে ভগবান্‌ ব্রবীতু ইতি (৭।১।৫ টীকা)।

সরলার্থ ঃ যিনি আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, আশা দ্বারাই তাঁহার সব কামনা পূর্ণ এবং প্রার্থনা সফল হয়। যিনি আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, আশার গতি যতদূর, তত দূর তাঁহার যথেচ্ছ গতি হয়। (নারদ)—'আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে ?' (সনৎকুমার)—'আশা অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।' (নারদ)—'আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

পঞ্চদশ খণ্ড

আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ

৫৪৯. প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ প্রাণঃ বৈ আশায়াঃ (আশা অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। যথা (যেমন) বৈ অরাঃ (অরসমূহ ; অর—চাকার কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত শলাকা) নাভৌ (চাকার নাভিতে ; নাভি—কেন্দ্রস্থিত কাষ্ঠ, এই কাষ্ঠে অরসমূহের এক দিক্ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে) ; সমর্পিতাঃ (নিহিত হইয়া থাকে)—এবম্ (এই প্রকার) অস্মিন্ প্রাণে (এই প্রাণে) সর্বম্ (সমুদয়) সমর্পিতম্ (নিহিত)। প্রাণঃ প্রাণেন (প্রাণদ্বারা ; স্বশক্তি দ্বারা) যাতি (যায়, স্বীয় কার্য করে), প্রাণঃ প্রাণম্ দদাতি (দান করে), প্রাণায় (প্রাণকে, প্রাণের উদ্দেশ্যে) দদাতি। প্রাণঃ হ পিতা, প্রাণঃ মাতা, প্রাণঃ ভ্রাতা, প্রাণঃ স্বসা (ভগিনী) প্রাণঃ আচার্যঃ, প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ।

সরলার্থ ঃ প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (রথের চাকার) অরসমূহ যেমন (রথের) নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, তেমনি সমস্তই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাণদ্বারাই প্রাণ কাজ করে, প্রাণই প্রাণকে এবং প্রাণের উদ্দেশ্যে দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগ্নী, প্রাণই আচার্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ।

৫৫০. স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বাস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ (কেহ) যদি পিতরম্ বা (পিতাকে), মাতরম্ বা (বা মাতাকে), ভ্রাতরম্ বা (বা ভ্রাতাকে), স্বসারম্ বা (বা স্বসাকে), আচার্যম্ বা (বা আচার্যকে) ব্রাহ্মণম্ (বা ব্রাহ্মণকে) কিম্ + চিৎ (কিছু) ভৃশম্ ইব (যেন রুক্ষভাবে ; শংকর বলেন—এখানে 'তুমি' কিংবা এই প্রকার কোন অনুচিত বাক্যপ্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে) প্রতি-আহ (প্রত্যুত্তর করে), ধিক্ ত্বা (তোমাকে ধিক) অস্তু (হউক) ইতি বা এনম্ (ইহাকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে) পিতৃহা (পিতৃহন্তা) বৈ ত্বম্ (তুমি) অসি (হও), মাতৃহা (মাতৃহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি, ভ্রাতৃহা (ভ্রাতৃহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি, স্বসৃহা (ভগিনীহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি, আচার্যহা (আচার্যহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি, ব্রাহ্মণহা (ব্রাহ্মণহন্তা) বৈ ত্বম্ অসি ইতি।

সরলার্থ ঃ যদি কেহ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আচার্য বা ব্রাহ্মণকে সম্মান না দেখাইয়া রুক্ষভাবে উত্তর দেয়, তবে লোকে তাহাকে বলে—'তোমাকে ধিক, তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনীহন্তা, তুমি আচার্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা।'

৫৫১. অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্শূলেন সমাসং ব্যতিষন্দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাসীতি ন মাতৃহাসীতি ন ভ্রাতৃহাসীতি ন স্বসৃহাসীতি নাচার্যহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসীতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ + অপি এনান্ (ইহাদিগকে) উৎক্রান্তপ্রাণান্ (মৃতদেহকে ; যাহাদিগের প্রাণ উৎক্রমণ করিয়াছে তাহাদিগকে) শূলেন (শূল দ্বারা) সমাসম্ (একত্র করিয়া) ব্যতিষম্ (বৈদিক প্রয়োগ, খণ্ড খণ্ড করিয়া) দহেৎ (দগ্ধ করে), ন এব এনম্ (ইহাকে) ব্রূয়ুঃ (বলিয়া থাকে)—পিতৃহা অসি ইতি ন (না, ইহা বলিবে না) মাতৃহা অসি ইতি ন ; ভ্রাতৃহা অসি ইতি ন ; স্বসৃহা অসি ইতি ন ; আচার্যহা অসি ইতি ন, ন ব্রাহ্মণহা অসি ইতি।

সরলার্থ ঃ কিন্তু ইহারা বিগতপ্রাণ হইলে যদি কেহ শূলদ্বারা (দেহের অবয়বসমূহকে) একত্র করিয়া, বা খণ্ড খণ্ড করিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলেও কেহ বলে না—'তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনীহন্তা, তুমি আচার্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা।'

মন্তব্য ঃ শব দাহ করিবার সময় বর্তমান সময়েও অনেক স্থলে কাঁচা বাঁশ দ্বারা বা কাঁচা কাঠ দ্বারা দেহকে উলট পালট করিয়া দেওয়া হয়, অনেক সময়ে ইহার দ্বারা দেহকে বিদ্ধ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করা হয়। এই কার্যের জন্য এখানে শূলের ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে।

৫৫২. প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি তং চেদ্ ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত ॥ ৪

অন্বয় ঃ প্রাণঃ হি এব এতানি সর্বাণি ভবতি (এই সমুদয় হয়)। সঃ বৈ এষঃ (সেই প্রাণবিৎ ব্যক্তি) এবম্ (এই প্রকার) পশ্যন্ (দেখিয়া) এবম্ মন্বানঃ (মনন করিয়া) এবম্ বিজানন্ (জানিয়া) অতিবাদী ভবতি (হন)। তম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ (কেহ বলে) অতিবাদী অসি (হও) অতিবাদী অস্মি (হই) ইতি ব্রূয়াৎ (বলিবে)। ন অপহ্নুবীত (অস্বীকার করিবে না ; গোপন করিবে না)।

সরলার্থ ঃ প্রাণই এই সব কিছু হইয়াছে। যিনি এই ভাবে দেখেন, মনন করেন এবং এই রকমই জ্ঞান লাভ করেন, তিনি 'অতিবাদী' হন। যদি কেহ তাঁহাকে বলে 'তুমি অতিবাদী', তিনি অস্বীকার না করিয়া বলিবেন, 'হাঁ, আমি অতিবাদী'।

মন্তব্য ঃ 'নামই ব্রহ্ম' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আশাই ব্রহ্ম' এই পর্যন্ত যে তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অনেকে জানেন। কিন্তু 'প্রাণই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান পূর্বোক্ত সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পূর্ব পূর্ব সত্যকে অতিক্রম করিয়া নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত জানেন এবং অতিরিক্ত বলেন ; তাঁহার নাম 'অতিবাদী'। অতি—অধিক ; বাদী—বক্তা। অতিবাদী—অধিক তত্ত্বের বক্তা। 'মৈত্রায়ণ' উপনিষদে (৪।৫) 'অতিবাদী' শব্দের উল্লেখ আছে (সম্ভবত অর্থ একই)। 'অতিবাদী' শব্দের একটা অর্থ 'যে বেশী কথা বলে'। নিন্দাচ্ছলে অনেক জায়গায় এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৪) এই শব্দের ব্যবহার আছে।

ষোড়শ খণ্ড

প্রাণবিৎ ও সত্যবিদের প্রভেদ

৫৫৩. এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি। সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ এষঃ (এই ব্যক্তি) তু বৈ অতিবদতি (অতিবাদী হন) যঃ (যিনি) সত্যেন (সত্যদ্বারা, সত্যস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া) অতিবদতি। সঃ অহম্ (এমন যে আমি) ভগবঃ! সত্যেন অতিবদানি (অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি) ইতি। সত্যম্ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে) ইতি। সত্যম্ (সত্যকে) ভগবঃ! বিজিজ্ঞাসে (জিজ্ঞাসা করি) ইতি।

সরলার্থ ঃ কিন্তু যিনি সত্যস্বরূপকে জানিয়া অতিবাদী হন, তিনিই (প্রকৃতপক্ষে) অতিবাদী। (নারদ)—ভগবান, আমি সত্যস্বরূপকে জানিয়া অতিবাদী হইতে চাই। (সনৎকুমার)—তবে সত্যস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য উৎসুক হইতে হইবে। (নারদ)—ভগবান, আমি সত্য সত্যস্বরূপকেই বিশেষরূপে জানিতে চাই।

মন্তব্য ঃ 'প্রাণই ব্রহ্ম' এই পর্যন্ত শুনিয়াই নারদ পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন আমি অতিবাদী হইয়াছি, আমি শ্রেষ্ঠ সত্য লাভ করিয়াছি। এইজন্য তিনি আর এই প্রশ্ন করিলেন না—'ভগবান প্রাণ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?' নারদের এই ভুল বিশ্বাস দূর করিবার জন্য সনৎকুমার নিজেই উপদেশ দিতে লাগিলেন, আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা করিলেন না। তাঁহার উপদেশ ৭।১৬ হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত।—(শংকর)।

সপ্তদশ খণ্ড

সত্যস্বরূপের বিজ্ঞান

৫৫৪. যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ যদা (যখন) বৈ বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে) অথ (তখন) সত্যম্ বদতি (বলে); ন অবিজানন্ (বিশেষরূপে না জানিয়া) সত্যম্ বদতি। বিজানন্ এব (বিশেষরূপে জানিয়াই) সত্যম্ বদতি। বিজ্ঞানম্ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্। বিজ্ঞানম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৬ মন্ত্র দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ সনৎকুমার বলিলেন—'যখন মানুষ বিশেষরূপে জানে, তখন সত্য বলে, না জানিয়া বলে না। বিশেষ জানিলেই সত্য বলা চলে। এই বিজ্ঞানকেই জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—'আমি বিজ্ঞানকেই জানিতে ইচ্ছা করি।'

অষ্টাদশ খণ্ড

বিজ্ঞান মননসাপেক্ষ

৫৫৫. যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ যদা বৈ মনুতে (মনন করে) অথ বিজানাতি; ন অমত্বা (মনন না করিয়া) বিজানাতি। মত্বা এব (মনন করিয়াই) বিজানাতি। মতিঃ (মনন, তর্ক—শঙ্কর) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। মতিম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭)।

সরলার্থ ঃ সনৎকুমার বলিলেন—'যখন মানুষ মনন করে, তখনই বিশেষরূপে জানে, মনন না করিলে জানিতে পারে না। এই মননকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।' নারদ বলিলেন—'আমি মননকেই বিশেষরূপে জানিতে চাই।'

ঊনবিংশ খণ্ড

মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষ

৫৫৬. যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ যদা বৈ শ্রদ্দধাতি (মন্তব্য বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়), অথ মনুতে। ন অশ্রদ্দধৎ (শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে) মনুতে। শ্রদ্দধৎ এব (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াই) মনুতে শ্রদ্ধা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি। (৭।১৭)।

সরলার্থ ঃ সনৎকুমার বলিলেন—'যখন মানুষ শ্রদ্ধাবান হয় তখনই মনন করে, শ্রদ্ধাবান না হইলে মনন করিতে পারে না, শ্রদ্ধাবান হইলেই পারে। এই শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।' নারদ বলিলেন—'ভগবান, আমি শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে চাই।'

বিংশ খণ্ড

শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ

৫৫৭. যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ যদা বৈ নিস্তিষ্ঠতি (গুরুতে নিষ্ঠাবান হয়) অথ শ্রদ্দধাতি। ন অনিস্তিষ্ঠন্ (নিষ্ঠা না থাকিলে) শ্রদ্দধাতি। নিস্তিষ্ঠন্ এব (নিষ্ঠা থাকিলেই)

শ্রদ্দধাতি। নিষ্ঠা (নিশ্চিতরূপে স্থিতি) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। নিষ্ঠাম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭-১৯ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ মানুষ যখন নিষ্ঠাবান হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবান না হইলে শ্রদ্ধাবান হইতে পারে না, নিষ্ঠাবান হইলেই পারে। এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে। নারদ বলিলেন—'আমি নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিতে চাই।'

একবিংশ খণ্ড

নিষ্ঠা কর্মসাপেক্ষ

৫৫৮. যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ যদা বৈ করোতি (কর্তব্যকর্ম করে), অথ নিস্তিষ্ঠতি, ন অকৃত্বা (কর্তব্য কর্ম না করিয়া) নিস্তিষ্ঠতি। কৃত্বা এব (করিয়াই) নিস্তিষ্ঠতি। কৃতিঃ (কর্তব্যকর্ম) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। কৃতিম্ (কর্মকে) ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি।

সরলার্থ ঃ সনৎকুমার বলিলেন—'যখন লোকে কর্তব্য কর্ম করে, তখনই নিষ্ঠাবান হয়। কর্ম না করিলে নিষ্ঠাবান হয় না, করিলেই হয়। এই কৃতিকেই (কর্মে একাগ্রতা) বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—'ভগবান, আমি এই কৃতিকে বিশেষরূপে জানিতে চাই।'

মন্তব্য ঃ কৃতিঃ—ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন (শঙ্কর)। এখানে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে।

দ্বাবিংশ খণ্ড

কর্ম সুখসাপেক্ষ

৫৫৯. যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ যদা বৈ সুখম্ লভতে (লাভ করে), অথ করোতি (কর্ম করে)। ন অসুখম্ লব্ধ্বা (সুখ লাভ না করিয়া) করোতি। সুখম্ এব লব্ধ্বা করোতি। সুখম্ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। সুখম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি। (৭।১৭)।

সরলার্থ ঃ সনৎকুমার বলিলেন—'যদি মানুষ সুখ পায় তবেই কর্ম করে। সুখ না পাইলে কর্ম করে না ; সুখ পাইলেই করে। এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে উৎসুক হওয়া দরকার।' নারদ বলিলেন—'ভগবান, এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে চাই।'

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ভূমাই সুখস্বরূপ

৫৬০. যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ যঃ বৈ ভূমা (মহান) তৎ (তাহা) সুখম্। ন অল্পে (সীমাবিশিষ্ট বস্তুতে) সুখম্ অস্তি (আছে)। ভূমা এব সুখম্। ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি। ভূমানম্ (ভূমাকে) ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ সনৎকুমার বলিলেন—'যাহা ভূমা, তাহাই সুখ ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। এই ভূমাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে।' নারদ বলিলেন—'এই ভূমাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।'

চতুর্বিংশ খণ্ড

ভূমার লক্ষণ

৫৬১. যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ যত্র (যে স্থলে) ন (না) অন্যৎ (অন্যবস্তুকে) পশ্যতি (দেখে), ন অন্যৎ শৃণোতি (শ্রবণ করে), ন অন্যৎ বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে) সঃ ভূমা (মহান)। অথ (আর) যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তৎ অল্পম্। যঃ (যাহা) বৈ ভূমা, তৎ (তাহা) অমৃতম্ ; অথ যৎ অল্পম্, তৎ মর্ত্যম্ (মরণশীল)। সঃ (সেই ভূমা) ভগবঃ ! কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি। স্বে মহিম্নি (নিজের মহিমাতে) যদি বা (অথবা) ন মহিম্নি ইতি।

সরলার্থ ঃ যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায়—তাহাই অল্প। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প তাহাই মরণশীল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান, সেই ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত?' সনৎকুমার বলিলেন—'(তিনি) স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অথবা কোনরূপ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নন।'

মন্তব্য ঃ ভূমা নিজেই নিজেতে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থে বলা হইয়াছে তিনি স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা শুনিয়া হয়ত নারদ মনে করিতে পারিতেন 'ভূমারও আশ্রয় আবশ্যক' এবং ইহাও হয়ত মনে হইত যে 'ভূমা ও ভূমার মহিমা আলাদা এবং ইহাদিগের মধ্য এক অপরে প্রতিষ্ঠিত'। এই প্রকার সন্দেহ দূর করিবার জন্য সনৎকুমার

বলিলেন—'ভূমা নিজ মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন' অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় আবশ্যক হয় না, তিনি প্রতিষ্ঠাবিহীন, তিনি নিরালম্ব।

৫৬২. গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ গো-অশ্বম্ (গো ও অশ্বকে) ইহ (এই পৃথিবীতে) মহিমা ইতি আচক্ষতে (বলে), হস্তিহিরণ্যম্ (হস্তী ও সুবর্ণকে) দাসভার্যম্ (দাস ও ভার্যাকে) ক্ষেত্রাণি (ক্ষেত্রসমূহকে) আয়তনানি (বাসস্থানসমূহকে) ইতি। ন (না) অহম্ (আমি) এবম্ (এই প্রকার) ব্রবীমি (বলি) ব্রবীমি ইতি হ উবাচ। অন্যঃ (অন্যবস্তু) হি অন্যস্মিন্ (অন্যবস্তুতে) প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ লোকে এই জগতে গরু, ঘোড়া, হাতী, সোনা, ভৃত্য, স্ত্রী, ভূসম্পদ, বাসগৃহ—এই সবকে 'মহিমা' বলে। কিন্তু আমি এই জাতীয় মহিমার কথা বলিতেছি না ; কারণ ইহারা একে অপর বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চবিংশ খণ্ড

ভূমা সর্বময়—ভূমাবিদের স্বারাজ্য

৫৬৩. স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি ॥ ১

অন্বয় ঃ সঃ (সেই ভূমা) এব অধস্তাৎ (আধোদেশে) সঃ উপরিষ্টাৎ (ঊর্ধ্বদেশে) সঃ পশ্চাৎ (পশ্চাৎভাগে) সঃ পুরস্তাৎ (পুরোভাগে), সঃ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণদিকে), সঃ উত্তরতঃ (বামদিকে)—স এব ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়) ইতি। অথ+অতঃ (এখন, তাহার পর) অহম্+কার+আদেশঃ ('অহম্' এই দৃষ্টিতে উপদেশ ; অহম্=আমি, অহংকার='আমি' এই ভাব) এব—অহম্ এব অধস্তাৎ, অহম্ উপরিষ্টাৎ, অহম্ পশ্চাৎ, অহম্ পুরস্তাৎ, অহম্ দক্ষিণতঃ অহম্ উত্তরতঃ—অহম্ এব ইদং সর্বম্ ইতি।

সরলার্থ ঃ সেই ভূমাই নিম্নে, তিনিই ঊর্ধ্বে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে—তিনিই এই সমস্ত কিছু। এখন 'অহম্' দৃষ্টিতে উপদেশ—আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্ধ্বে, আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে—আমিই এই সমস্ত।

মন্তব্য ঃ পশ্চাৎ=দেহের পশ্চাৎভাগে ; পৃথিবীর পশ্চিমদিকে। পুরস্তাৎ=দেহের পুরোভাগে ; পৃথিবীর পূর্বদিকে। দক্ষিণতঃ=দেহের দক্ষিণভাগে ; পৃথিবীর দক্ষিণদিকে। উত্তরতঃ=দেহের বামভাগে ; পৃথিবীর উত্তরদিকে। সম্ভবতঃ প্রথম অর্থই মৌলিক। সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যকে পুরোভাগে করিয়া দাঁড়াইলে যাহা সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম হয়, তাহাই যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ কেহ প্রথম অর্থ কেহ বা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

৫৬৪. অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি। তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ অতঃ (ইহার পর) আত্মাদেশঃ (আত্মদৃষ্টিতে উপদেশ) এব আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা উত্তরতঃ—আত্মা এব ইদম্ সর্বম্ ইতি (১ম মন্ত্রের মন্তব্য দ্রঃ)। সঃ বৈ এষঃ (সেই সাধক) এবম্ (এই প্রকারে) পশ্যন্ (দেখিয়া) এবম্ মন্বানঃ (মনন করিয়া) এবম্ বিজানন্ (জানিয়া) আত্মরতিঃ (আত্মাতে যাঁহার রতি তিনি), আত্মক্রীড়ঃ (আত্মাতে যিনি ক্রীড়া করেন), আত্মমিথুনঃ (আত্মাতে যাঁহার মিথুনভাব), আত্মানন্দঃ (আত্মাতে যাঁহার আনন্দ) ; সঃ স্বরাট্ (স্ব+রাজ্=আত্মেশ্বর ; স্বাধীন) ভবতি। তস্য সর্বেষু লোকেষু (সমুদয় লোকে) কামচারঃ (স্বাধীন আচরণ) ভবতি। অথ যে (যাহারা) অন্যথা (অন্যপ্রকার) অতঃ (ইহা অপেক্ষা) বিদুঃ (জানে) অন্যরাজানঃ (পরাধীন ; অন্য ব্যক্তি যাহাদের রাজা) তে (তাহারা) ক্ষয্যলোকাঃ (যাহাদিগের স্বর্গাদি লোক ক্ষয়শীল) ভবন্তি (হয়) তেষাম্ (তাহাদিগের) সর্বেষু লোকেষু অকামচারঃ (পরাধীনতা) ভবতি।

সরলার্থ ঃ এইবারে আত্মদৃষ্টিতে উপদেশ—আত্মাই নিম্নে, আত্মাই ঊর্ধ্বে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই বামে—আত্মাই এই সমস্ত। যিনি এইভাবে দেখেন, মনন করেন, এই রকম বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্বরাট্ হন। আর যে ইহা ছাড়া অন্যরকম জানে, সে অন্যের অধীন হয়, এবং ক্ষয়শীল লোক লাভ করে।' সমস্ত লোকে তাহার গতি সীমিত হয়।

মন্তব্য ঃ স্বরাট্—যিনি স্বাধীন, কিংবা যিনি আপনাতে আপনি বিরাজমান।

ষড়্‌বিংশ খণ্ড

ভূমাতত্ত্ববিদ সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন

৫৬৫. তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আবির্ভাব-তিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মত-শ্চিত্তমাত্মতঃ সংকল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্বমিতি ॥ ১

অন্বয় ঃ তস্য হ বৈ এতস্য (এই প্রকার ব্যক্তির) এবম্ পশ্যতঃ (এই প্রকার দ্রষ্টার) এবম্ মন্বানস্য (এই প্রকার মননকারীর) এবম্ বিজানতঃ (এই প্রকার বিজ্ঞাতার) আত্মতঃ (আত্মা হইতে) প্রাণঃ আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মরঃ (স্মৃতি), আত্মতঃ

আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মতঃ পাপঃ, আত্মতঃ আবির্ভাব-তিরোভাবৌ (আবির্ভাব ও তিরোভাব), আত্মতঃ অন্নম্, আত্মতঃ বলম্, আত্মতঃ বিজ্ঞানম্, আত্মতঃ ধ্যানম্, আত্মতঃ চিত্তম্, আত্মতঃ সংকল্পঃ আত্মতঃ মনঃ, আত্মতঃ বাক্ আত্মতঃ নাম, আত্মতঃ মন্ত্রাঃ, আত্মতঃ কর্মাণি, আত্মতঃ এব ইদম্ সর্বম্ ইতি।

সরলার্থ ঃ এইপ্রকার দ্রষ্টা, মননকারী ও বিজ্ঞাতার নিকটে আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব। আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সংকল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্র, আত্মা হইতে কর্ম, আত্মা হইতে এই সবই উৎপন্ন হয়।

৫৬৬. তদেষ শ্লোকো—ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশ ইতি। স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতং চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ—ন পশ্যঃ (দর্শনকারী) মৃত্যুম্ পশ্যতি (দেখে), ন রোগম্ ন উত দুঃখতাম্ (দুঃখকে)। সর্বম্ হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্বম্ আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), সর্বশঃ (সর্বদা, সর্বত্র, সম্পূর্ণরূপে বা সর্বপ্রকারে) ইতি। সঃ একধা ('সৃষ্টির পূর্বে" এক) ভবতি ; ত্রিধা (তিন প্রকার ; তেজ, অপ্ ও অন্ন) ভবতি, পঞ্চধা (পাঁচ প্রকার), সপ্তধা (সাত প্রকার), নবধা (নয় প্রকার) চ এব ; পুনঃ চ একাদশঃ স্মৃতঃ (একাদশ বলিয়া কথিত হন) শতম্ চ দশ চ একঃ চ সহস্রাণি চ বিংশতি (= ১০২০)। আহারশুদ্ধৌ (আহারশুদ্ধি =১১০), হইলে) সত্ত্বশুদ্ধিঃ (সত্ত্বের বিশুদ্ধত্ব) সত্ত্বশুদ্ধৌ (সত্ত্বের শুদ্ধি হইলে) ধ্রুবা (নিশ্চল) স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে (স্মৃতিলাভ হইলে) সর্বগ্রন্থীনাম্ (সমুদয় বন্ধনের ; গ্রন্থি—বন্ধন) বিপ্রমোক্ষঃ (বিশেষরূপে মুক্তি)। তস্মৈ (সেই) মৃদিতকষায়ায় (যাহার মলিনতা দূর হইয়াছে, তাহাকে ; মৃদিত—বিনষ্ট, বিদূরীত ; কষায়—মলিনতা) তমসঃ (অন্ধকারের) পারম্ (অপর পার) দর্শয়তি (দেখাইলেন) ভগবান্ সনৎকুমারঃ। তম্ (সনৎকুমারকে) স্কন্দঃ ইতি ('স্কন্দ' এই নাম, স্কন্দ=জ্ঞানী) আচক্ষতে (বলিয়া থাকে), তম্ স্কন্দ ইতি আচক্ষতে (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—তত্ত্বদর্শী মৃত্যুদর্শন করেন না, রোগ দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্বদর্শী সবই দর্শন করেন, এবং সর্বদা সবই লাভ করেন। তিনি সৃষ্টির পূর্বে এক, তারপরে তিন, পাঁচ, সাত, নয় প্রকার হন ; আবার তাঁহাকে একাদশ, একশত দশ এবং একহাজার বিশ বলা হয়। আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়; সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিশ্চল হয় ; স্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত গ্রন্থির মোচন হয়। ভগবান সনৎকুমার নারদের সকল মলিনতা দূর করিয়া তাঁহাকে অন্ধকারের পার দেখাইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ সনৎকুমারকে পরম জ্ঞানী বলিয়া থাকেন।

মন্তব্য ঃ 'আহারশুদ্ধি' বিষয়ে শঙ্কর বলেন—যাহা আহরণ করা যায়, তাহাই আহার।

মানুষ শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করে, সুতরাং বিষয়োপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানও রাগদ্বেষাদি এই বিজ্ঞানের মলা। সুতরাং জ্ঞান যদি রাগদ্বেষাদি বিরহিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আহারশুদ্ধি বলা যাইতে পারে। সত্ত্বশুদ্ধি—সত্ত্বের বিশুদ্ধতা ; সত্ত্ব বা সত্তা শব্দের মৌলিক অর্থ অস্তিত্ব বা আত্মার স্বভাব। শঙ্করের মতে সত্ত্ব—অন্তঃকরণ। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৮) 'জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব' আছে। এস্থলে সত্ত্ব—অন্তঃকরণ। কঠোপনিষদে আছে 'মনসঃ সত্ত্বম্ উত্তমম্ (২।৩।৭) ; এস্থলে সত্ত্ব—বুদ্ধি।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

দহরবিদ্যা—বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মার একত্বজ্ঞান ও তৎফল

৫৬৭. অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ-স্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ (অনন্তর) যৎ ইদম্ [বেশ্ম] (এই যে গৃহে) অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে (এই ব্রহ্মপুরে=শরীরে) দহরম্ (অল্প) পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম) বেশ্ম দহরঃ, অস্মিন্ (ইহাতে) অন্তরাকাশঃ (অভ্যন্তরস্থ আকাশ ; কিংবা অন্তঃ-অভ্যন্তরে) তস্মিন্ (তাহাতে) যৎ (যাহা) অন্তঃ (অন্তর্বর্তী ; মধ্যে) তৎ (তাহা) অন্বেষ্টব্যম্ (অন্বেষণ করিতে হইবে), তৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে)।

সরলার্থ ঃ (দেহরূপ) ব্রহ্মপুরে এই যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ ইহাতে এক ক্ষুদ্র আকাশ আছে। তার মধ্যে যাহা আছে তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।

মন্তব্য ঃ ব্রহ্মপুরে=ব্রহ্মের পুরে। ব্রহ্মন্ ও পুর শব্দের সমাসে 'ব্রহ্মপুর' হইতে পারে। কোন কোন মতে 'যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি'=যদা+এতৎ+জরা+বা+আপ্নোতি—যখন 'জরা' দেহকে প্রাপ্ত হয়। আমরা যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে 'জরাঃ' শব্দ বহুবচন। জরাবাপ্নোতি=জরা+অবাপ্নোতিও হইতে পারে।

৫৬৮. তৎ চেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ২

৫৬৯. স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তম্ (আচার্যকে) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ (যদি বলে)—যৎ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকম্ বেশ্ম দহরঃ অস্মিন্ অন্তঃ আকাশঃ কিম্ (কি) তৎ (তাহা) অত্র (এখানে) বিদ্যতে (আছে), যৎ (যাহা) অন্বেষ্টব্যম্ যৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ? ইতি—সঃ (আচার্য) ব্রূয়াৎ (বলিবেন) (১মঃ) যাবান্ (যে পরিমাণ) বৈ অয়ম্ (এই) আকাশঃ তাবান্ (সেই পরিমাণ) এষঃ (এই) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) হৃদয়ে আকাশঃ। উভে (উভয়) অস্মিন্ (ইহাতে) দ্যাবাপৃথিবী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ—দ্যৌ ও পৃথিবী) অন্তঃ এব সমাহিতে (সমাহিত) উভৌ (উভয়) অগ্নিঃ চ বায়ুঃ চ, সূর্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য ও চন্দ্র) উভৌ, বিদ্যুৎ+নক্ষত্রাণি (বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ), যৎ চ (যাহা) অস্য (দেহবান্ আত্মার) ইহ (ইহলোকে) অস্তি

(আছে), যৎ চ ন অস্তি—সর্বম্ তৎ (সেই সমুদয়) অস্মিন্ (ইহাতে) সমাহিতম্ ইতি।

সরলার্থ ঃ (২য় ও ৩য় মন্ত্র)—ইহা শুনিয়া যদি শিষ্যগণ আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহের মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ—তাহাতে এমন কি আছে যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে এবং বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? তবে আচার্য বলিবেন—বাহিরের এই আকাশ যতখানি, হৃদয়ের আকাশও ততখানিই। স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়েই ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আরও আছে অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ এবং এই দেহবান্ আত্মার ইহলোকে নিজের বলিতে যাহা আছে বা নাই তাহার সমস্ত কিছুও ইহাতে নিহিত।

৫৭০. তং চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্বং সমাহিতং সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামা যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ তম্ (আচার্যকে) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ (শিষ্যগণ বলেন) অস্মিন্ [ব্রহ্মপুরে] (এই ব্রহ্মপুরে) চেৎ ইদম্ [সর্বম্] (এই সমুদয়) ব্রহ্মপুরে সর্বম্ সমাহিতম্, সর্বাণি চ ভূতানি (সমুদয় ভূত) সর্বে চ কামাঃ (সমুদয় কামনা) —যদা (যখন) এতৎ (ইহা ; এই শরীর) জরাঃ (বার্ধক্যদশাকে) বা আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) প্রধ্বংসতে বা (কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)—কিম্ (কি) ততঃ (তখন ; কিংবা ইহা হইতে 'পৃথক্') অতিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ইতি।

সরলার্থ ঃ শিষ্যগণ যদি আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই ব্রহ্মপুরে যদি সর্বভূত, সকল কামনা এই সমস্তই নিহিত থাকে, তবে এই দেহ যখন জরাগ্রস্ত হয় কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন কি অবশিষ্ট থাকে ?'

৫৭১. স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুর-মস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ (তিনি) ব্রূয়াৎ (বলিবেন)—ন (না) অস্য (ইহার অর্থাৎ দেহের) জরয়া (জরা দ্বারা) এতৎ (ইহা, হৃদয়স্থ আকাশ) জীর্যতি (জীর্ণ হয়), ন বধেন (বিনাশ দ্বারা) অস্য (ইহার, দেহের) হন্যতে (হত হয়)। এতৎ (ইহা) সত্যম্ ব্রহ্মপুরম্। অস্মিন (ইহাতে) কামাঃ (কামনাসমূহ) সমাহিতাঃ (নিহিত)। এষঃ (এই) আত্মা ; অপহতপাপ্মা (যাহার পাপ বিগত হইয়াছে ; পাপ্মা—পাপ, দুঃখ) বিজরঃ (জরারহিত), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিত), বিশোকঃ (শোকরহিত) বিজিঘৎসঃ (ভোজনেচ্ছারহিত ; জিঘৎসা—ভোজন করিবার ইচ্ছা) অপিপাসঃ (পিপাসারহিত) সত্যকামঃ (সত্য যাহার কামনা) সত্যসংকল্পঃ (সত্য যাহার সংকল্প)। যথা (যেমন) হি এব ইহ (ইহলোকে) প্রজাঃ (মানবগণ) অনু+আবিশন্তি (অনুবর্তন করে) যথা+অনুশাসনম্ (রাজশাসনানুসারে) যম্ যম্ অন্তম্ (যে যে প্রদেশকে) অভিকামাঃ ভবন্তি (কামনা করে)—যম্ জনপদম্ (যে কোন জনপদকে), যম্ ক্ষেত্রভাগম্ (যে কোন ক্ষেত্রকে)—তম্ তম্ এব (সেই সেই বস্তুকে) উপজীবন্তি (উপভোগ করিয়া থাকে)।

সরলার্থ ঃ আচার্য উত্তরে বলিবেন—দেহের জরায় অন্তরস্থ আকাশ জীর্ণ হয় না; দেহ নষ্ট হইলে ইহার নাশ হয় না। ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর। ইহাতে সমস্ত কামনা নিহিত রহিয়াছে। ইনিই আত্মা এবং ইনি পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক ও ক্ষুধা-রহিত—সত্যকাম, সত্যসংকল্প। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি রাজার আদেশানুসারে কাজ করে তবে সে যে যে বস্তু কামনা করে—যে যে জনপদ, যে যে ক্ষেত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করে—(রাজার অনুগ্রহে) সে সেই সবই লাভ করে।

মন্তব্য ঃ 'যম্ যম্ অন্তম্', 'যম্ জনপদম্', 'যম্ ক্ষেত্রভাগম্'—এই কয়েকটির একাধিক অর্থ হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন 'অন্তম্' কথাটি 'জনপদম্' এবং 'ক্ষেত্রভাগম্' এই দুইটির বিশেষণ, ইহার অর্থ নিকটস্থ। কাহারও কাহারও মতে এখানে 'অন্তম্, জনপদম্' ও 'ক্ষেত্রভাগম্' এই তিনটি বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে, ইহাদিগের মতে অন্তম্—প্রদেশ। আবার কেহ বলেন, 'অন্তম্' কথাটিকেই 'জনপদম্' ও 'ক্ষেত্রভাগম্' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এস্থলে অন্তম্—নিকটস্থ বস্তু বা প্রদেশ। তাহা হইলে অর্থ হইবে এই—যে যে বস্তু কামনা করে, তাহা জনপদই হউক বা ভূমিখণ্ডই হউক।

৫৭২. তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি। অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥ ৬

অন্বয় ঃ তৎ যথা (যেমন) ইহ (এই জগতে) কর্মজিতঃ (কর্মলব্ধ, রাজসেবাদি কর্মদ্বারা লব্ধ) লোকঃ (ক্ষেত্রাদি) ক্ষীয়তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়), এবম্ এব (এই প্রকার) অমুত্র (পরলোকে) পুণ্যজিতঃ (অগ্নিহোত্রাদি এবং দানাদি দ্বারা লব্ধ) লোকঃ (স্বর্গাদি) ক্ষীয়তে। তৎ যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ (আত্মাকে) অননুবিদ্য (না জানিয়া, লাভ না করিয়া; অনুবিদ্য—জানিয়া বা লাভ করিয়া) ব্রজন্তি (পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়), এতান্ চ সত্যান্ কামান্ (এই সমুদয় সত্য কামনাকে), তেষাম্ (তাহাদিগের) সর্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) অকামচারঃ (পরাধীনতা) ভবতি (হয়)। অথ (আর) যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতান্ চ সত্যান্ কামান্, তেষাম্ সর্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাধীনতা) ভবতি।

সরলার্থ ঃ কিন্তু কর্মলব্ধ এই সব বস্তু অর্থাৎ ভূমি কি জনপদের (ইহলোকে) যেমন ক্ষয় হয় তেমনি পরলোকেও পুণ্যার্জিত ভোগের বিনাশ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে না জানিয়া চলিয়া যায়, সে সর্বলোকে পরাধীন হয়, আর যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে জানিয়া দেহত্যাগ করেন সর্বলোকে তাঁহার স্বাধীন গতি হইয়া থাকে।

মন্তব্য ঃ শঙ্করাচার্য ৫ম মন্ত্রের শেষ অংশ এবং ৬ষ্ঠ মন্ত্রের প্রথমাংশকে পৃথক পৃথক দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পঞ্চম মন্ত্রের শেষ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—প্রজাগণ যাহাকে প্রভু বলিয়া মনে করে, তাহার শাসনের অধীন হইয়া জনপদ ক্ষেত্রভাগাদি ভোগ করিয়া থাকে। এখানে প্রজার যেমন স্বাধীনতা নাই, তেমনি পুণ্যফলভোগেও মানুষের স্বাধীনতা নাই। শঙ্করাচার্য বলেন এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পুণ্যফলভোগের অস্বাতন্ত্র্য-দোষ দেখান হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অন্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কর্মফলের ক্ষয় হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় খণ্ড

পরলোকে জ্ঞানীর কামনাপূরণ

৫৭৩. স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ ১

অন্বয় ঃ সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব (সংকল্প হইবামাত্রই) অস্য (ইহার) পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) সম্-উৎ + তিষ্ঠন্তি (পুরোভাগে উপস্থিত হন)। তেন পিতৃলোকেন (সেই পিতৃলোকের সহিত) সম্পন্নঃ (যুক্ত হইয়া) মহীয়তে (পূজনীয় হন, মহিমাযুক্ত হন)।

সরলার্থ ঃ তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তবে সংকল্পমাত্রই পিতৃগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোক লাভ করিয়া মহীয়ান হন।

মন্তব্য ঃ 'পিতৃলোক' অর্থ 'পিতৃপুরুষগণের লোক' নহে। এস্থলে পিতৃপুরুষগণকেই লোক বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন—'পিতৃপুরুষগণ আমাদিগকে সুখপ্রদান করেন, সুতরাং তাঁহারাও আমাদিগের বিষয়বস্তু। এইজন্য ইহাদিগকেও লোক বলা হইয়াছে। মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক প্রভৃতিরও এই ব্যাখ্যা।

৫৭৪. অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ ২

অন্বয় ঃ অথ যদি মাতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য মাতরঃ (মাতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন (মাতৃগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১ মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ তিনি যদি মাতৃলোক কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই মাতাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি মাতৃলোক লাভ করিয়া মহীয়ান হন।

৫৭৫. অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ যদি ভ্রাতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য ভ্রাতরঃ (ভ্রাতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন (ভ্রাতৃগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১ মঃ)।

সরলার্থ ঃ আর তিনি যদি ভ্রাতৃলোক কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই ভ্রাতাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি ভ্রাতৃলোক লাভ করিয়া মহীয়ান হন।

৫৭৬. অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যদি স্বসৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্য স্বসারঃ (ভগিনীগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নঃ মহীয়তে (১ মঃ)।

সরলার্থ ঃ আর যদি তিনি ভগিনীলোক কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই ভগিনীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি ভগিনীলোক লাভ করিয়া মহীয়ান হন।

৫৭৭. অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি ।
তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ যদি সখিলোককামঃ ভবতি, সংকল্পাৎ এব অস্য সখায়ঃ (সমুদয় সখা) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন (সখাদিগের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

সরলার্থ ঃ আর যদি তিনি সখিলোক কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই সখিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি সখিলোক পাইয়া মহীয়ান হন ।

৫৭৮. অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ যদি গন্ধমাল্য-লোককামঃ ভবতি, সংকল্পাৎ এব অস্য গন্ধমাল্যে (গন্ধ ও মাল্য) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন গন্ধমাল্যলোকেন (গন্ধমাল্যরূপ লোকের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

সরলার্থ ঃ আর যদি তিনি গন্ধমাল্যরূপ লোক পাইবার অভিলাষ করেন, সংকল্পমাত্রই গন্ধমাল্যরূপ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি গন্ধমাল্যলোক পাইয়া মহীয়ান হন ।

৫৭৯. অথ যদন্নপানলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৭

অন্বয় ঃ অথ যদি অন্নপান লোককামঃ ভবতি, সংকল্পাৎ এব অস্য অন্নপানে (অন্ন ও পানীয়) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়) ; তেন অন্নপান-লোকেন (অন্নপানরূপ লোকের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে ।

সরলার্থ ঃ আর যদি তিনি অন্নপানরূপ-লোক কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই অন্নপানরূপ-লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি অন্নপানলোক পাইয়া মহীয়ান হন ।

৫৮০. অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৮

অন্বয় ঃ অথ যদি গীত-বাদিত্র-লোককামঃ (বাদিত্র = বাদ্যযন্ত্র বা বাদ্য) ভবতি, সংকল্পাৎ এব অস্য গীতবাদিত্রে (গীত ও বাদিত্র) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়), তেন গীত-বাদিত্র-লোকেন (গীত ও বাদিত্রের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

সরলার্থ ঃ আর যদি তিনি গীতবাদ্য-লোক কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই গীতবাদ্য-লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি গীতবাদ্যলোক লাভ করিয়া মহীয়ান হন ।

৫৮১. অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি ।
তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৯

অন্বয় ঃ অথ যদি স্ত্রীলোককামঃ ভবতি, সংকল্পাৎ এব অস্য স্ত্রিয়ঃ (নারীগণ)

সমুত্তিষ্ঠন্তি (সমীপে উপস্থিত হয়) ; তেন স্ত্রীলোকেন (নারীগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

সরলার্থ ঃ আর যদি তিনি নারীলোক কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই নারীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি নারীলোক লাভ করিয়া মহীয়ান হন ।

৫৮২. যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সংকল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি । তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১০

অন্বয় ঃ যম্ যম্ অন্তম্ (যে যে বিষয়ের বা প্রদেশের প্রতি) অভিকামঃ (অভিলাষী) ভবতি, যম্ কামম্ (যে যে কামনাকে) কাময়তে (কামনা করে), সঃ (তাহা) অস্য সংকল্পাৎ এব সমুত্তিষ্ঠতি ; তেন সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

সরলার্থ ঃ তিনি যে যে বিষয় (বা প্রদেশ) পাইতে ইচ্ছা করেন, যে কাম্যবস্তু কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং তিনি উহা লাভ করিয়া মহিমান্বিত হন ।

তৃতীয় খণ্ড

অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত সত্য কামনা—'সত্য' ও 'হৃদয়' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা

৫৮৩. ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ॥ ১

অন্বয় ঃ তে ইমে (সেই এই) সত্যাঃ কামাঃ (সত্য কামনাসমূহ) অনৃত+অপিধানাঃ (অসত্য যাহাদিগের আবরণ) । তেষাম্ সত্যানাম্ (সেই সত্যকামনা-সমূহের) সতাম্ (আত্মাতে বর্তমান) অনৃতম্ (অসত্য) অপিধানম্ (আচ্ছাদন) । যঃ যঃ (যে যে 'আত্মীয়') হি অস্য (ইহার) ইতঃ (এই পৃথিবী হইতে) প্রৈতি (চলিয়া যায়) ন (না) তম্ (তাহাকে) ইহ (এই পৃথিবীতে) দর্শনায় (দর্শন করিবার জন্য) লভতে (লাভ করে) ।

সরলার্থ ঃ কিন্তু এই সব সত্যকামনা অসত্যের আবরণে আবৃত । এই সকল সত্যকামনা আত্মাতে থাকিলেও তাহারা অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত । সেইজন্য ইহার (অর্থাৎ অজ্ঞান ব্যক্তির) কোন আত্মীয় যদি ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে তাহাকে আর পৃথিবীতে দেখিতে পায় না ।

৫৮৪. অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ । তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ যে চ (যাহারা) অস্য (ইহার ; শঙ্করের মতে বিদ্বান জীবের)

ইহ জীবাঃ (জীবিত) যে চ প্রেতাঃ (যে দূরে গমন করে, মৃত), যৎ চ অন্যৎ (অন্য যে সমুদয় বস্তু) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) ন লভতে (প্রাপ্ত হয়)—সর্বম্ তৎ (সেই সমুদয়) অত্র (এই স্থানে) গত্বা (গমন করিয়া) বিন্দতে (লাভ করে)। অত্র হি অস্য এতে সত্যাঃ কামাঃ অনৃত+অপিধানাঃ (১মঃ)। তৎ+যথা (যেমন) অপি হিরণ্যনিধিম্ (সুবর্ণরূপ ধনকে) নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞাঃ (ক্ষেত্রে নিহিত ধনের বিষয় যাহারা জানে না) উপরি+উপরি (বারংবার) সঞ্চরন্তঃ [অপি] (বিচরণ করিয়াও) ন (না) বিন্দেয়ুঃ (লাভ করিতে পারে),—এবম্ এব (এই প্রকার) ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয় প্রাণী) অহঃ + অহঃ (প্রতিদিন) গচ্ছন্ত্যঃ (গমন করিয়া) এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মলোককে) ন বিন্দন্তি (লাভ করে) অনৃতেন (অসত্য দ্বারা) প্রত্যূঢ়াঃ (প্রতি-উহ ; আচ্ছাদিত)।

সরলার্থ ঃ আর ইহার যে সব আত্মীয় জীবিত রহিয়াছে ও যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে এবং মানুষ ইচ্ছা করিয়াও যে সকল বস্তু লাভ করিতে পারে না—সেই হৃদয়াকাশে যাইয়া এই সমস্তই সে লাভ করে। মানুষের যাবতীয় সত্যকামনাই এইখানে বর্তমান ; কিন্তু সে সব অসত্য আবরণে আবৃত। অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বারবার বিচরণ করিয়াও ক্ষেত্রে নিহিত সুবর্ণধন লাভ করিতে পারে না, তেমনি প্রাণিগণ অহরহ ব্রহ্মলোকে গেলেও সত্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, কারণ তাহারা অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত।

মন্তব্য ঃ এই হৃদয়াকাশে বিশ্বচরাচর নিহিত। সুষুপ্তির সময়ে সকলেই এইখানে ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয় ; এই সময়ে সকলেই বিশ্বচরাচর সহ ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে। তবে যে ইহা জানিতে পারে না তাহার কারণ অজ্ঞানতা।

৫৮৫. স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ বৈ এষঃ (সেই এই) আত্মা হৃদি (হৃদয়ে) ; তস্য (তাহার) এতদ্ এব (ইহাই) নিরুক্তম্ (নিঃ-উক্তম্ =ব্যাখ্যা, মৌলিক অর্থ)—হৃদি অয়ম্ ইতি ; তস্মাৎ (সেইজন্য) হৃদয়ম্ (হৃদয় এই নাম)। অহঃ+অহঃ বৈ এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোকে) এতি (গমন করে)।

সরলার্থ ঃ সেই আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। তাহার ব্যাখ্যা এই—অয়ম্ (ইহা) হৃদি (হৃদয়ে) এইজন্য ইহার নাম হৃদয়ম্। যিনি এই কথা জানেন, তিনি প্রতিদিন স্বর্গলোকে যান অর্থাৎ সুষুপ্তির সময়ে হৃদয়াকাশে ব্রহ্মলাভ করেন।

মন্তব্য ঃ (১) এখানে 'নিরুক্ত' একটি সাধারণ শব্দ ; অনেকেই মনে করেন 'নিরুক্ত' নামক গ্রন্থ বহু পরে রচিত হইয়াছিল। (২) হৃদায়ম্ =হৃদি + অয়ম্—ইনি হৃদয়ে। 'হৃদায়ম্' এবং 'হৃদয়ম্' এই দুইটির উচ্চারণ প্রায় এক। ঋষি বলিতেছেন—ইনি (ইদম্) অর্থাৎ ব্রহ্ম হৃদয়ে (হৃদি), এইজন্য তাহার বিষয় বলা হয় 'হৃদায়ম্'। সুতরাং হৃদয়ম্ =হৃদয়ই ব্রহ্ম।

৫৮৬. অথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যঃ এষঃ (এই যে) সম্প্রসাদঃ (প্রসন্নভাব, প্রসাদ গুণযুক্ত বলিয়া সুষুপ্ত আত্মার নাম সম্প্রসাদ) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া) পরং জ্যোতিঃ (পরম জ্যোতি) উপসম্পদ্য (লাভ করিয়া) স্বেন রূপেন (স্বীয়রূপে) অভিনিষ্পদ্যতে (প্রকাশিত হয়)। এষঃ (ইনিই) আত্মা, ইতি হ উবাচ ; এতৎ (ইহা) অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণঃ (সেই এই ব্রহ্মের) নাম সত্যম্ ইতি।

সরলার্থ ঃ আচার্য বলিলেন, 'আর এই যে সম্প্রসাদ (প্রসাদগুণ পুরুষ) যিনি শরীর হইতে বাহির হইয়া পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হন—ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম ; এই ব্রহ্মের নামই সত্য।'

৫৮৭ তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যত্তি তন্মার্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যম-হরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ তানি হ বৈ এতানি ত্রীণি (সেই এই তিন) অক্ষরাণি (অক্ষরসমূহ) সতীয়ম্ (=স + তী + যম্ ; স, ত এবং যম্ এই তিনটি অক্ষর ; 'তী'র 'ঈ' উচ্চারণের জন্য) ইতি। তৎ যৎ (সেই যে ; কিংবা তৎ—সেই স্থলে) 'সৎ' ('সৎ' এই অক্ষর ; কিংবা 'স' অক্ষর '<৭>' উচ্চারণার্থ) তৎ (তাহা) অমৃতম্ ; অথ (তাহার পর) যৎ (যে) তি ('ত' এই অক্ষর, 'ই' উচ্চারণের জন্য), তৎ মার্ত্যম্ (মরনশীল) ; অথ যৎ যম্ ('যম্' এই অক্ষর), তেন (তাহার দ্বারা) উভে (উভয়কে অর্থাৎ 'স' এবং 'ত' এই দুই অক্ষরকে) যচ্ছতি (যম্ ; নিয়মিত করে, কর্তা উহ্য)। যৎ (যেহেতু) অনেন (ইহা দ্বারা ; 'যম্' অক্ষর দ্বারা) উভে যচ্ছতি, তস্মাৎ (সেইজন্য) যম্ (ইহার নাম 'যম্')। অহরহঃ বৈ এবম্বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি) স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোকে) এতি (গমন করে)।

সরলার্থ ঃ ('সত্যম্' শব্দে) এই তিনটি অক্ষর সৎ (বা স), তি, যম্। এই যে 'সৎ' অক্ষর ইহা অমৃত ; আর 'তি' অক্ষর মর্ত্য। 'যম্' অক্ষর দ্বারা এই উভয়কে (অর্থাৎ 'সৎ' ও 'তি'কে অথবা অমৃত ও মর্ত্যকে) নিয়মিত করা হয়। ইহা দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য এই উভয়কে নিয়মিত করা হয় বলিয়া ইহার নাম যম্। যিনি ইহা জানেন, তিনি অহরহ স্বর্গলোকে যান।

মন্তব্য ঃ (ক) 'সত্যম্' এবং 'সতীয়ম্' এই দুইটি শব্দের উচ্চারণ প্রায় একই ; সুতরাং মনে করিয়া লইতে হইবে এ দুইটি একই কথা। (খ) শঙ্কর ও আনন্দগিরি বলেন—এই মন্ত্রে একস্থলে 'তী' অপর স্থলে 'তি'। 'সতীয়ম্' শব্দে 'তী' ; এস্থলে 'ত' অক্ষরে 'ঈ'। 'যৎ তি' অংশে 'তি' ; এ স্থলে 'ত' অক্ষরে 'ই' ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই 'ঈ' এবং 'ই' কেবল উচ্চারণের জন্য, ইহাদিগের অন্য কোন অর্থ নাই। সুতরাং সতীয়ম্ =স+ত+যম্। (গ) মোক্ষমুলার বলেন 'সতীয়ম্' পাঠ গ্রহণ না করিয়া 'সত্তীয়ম্' পাঠ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সত্তীয়ম্ =সৎ + তী + য়ম্। এই শব্দের পরে প্রথমে 'সৎ' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সতীয়ম্ পাঠ হইলে 'স' বর্ণের ব্যাখ্যা দেওয়া হইত। (ঘ) বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'সত্যম্' শব্দের 'স', 'ত' এবং 'যম্' এই তিন অক্ষরের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলেও মন্ত্রে 'ত' স্থলে 'তী' ব্যবহৃত হইয়াছে (৫।৫।১)। (ঙ) তৈত্তিরীয় উপনিষদে সত্য = 'স্যাৎ' এবং ত্যৎ (২।৬)।

চতুর্থ খণ্ড

ব্রহ্ম সেতুস্বরূপ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (১)

৫৮৮. অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ অথ (অনন্তর) যঃ (যিনি) আত্মা, সঃ (তিনি) সেতুঃ, বিধৃতিঃ (ধারণকর্তা) এষাম্ লোকানাম্ (এই স্বর্গাদি লোকসমূহের) অসম্ভেদায় (ভিন্ন না হইয়া যায়, এইজন্য)। ন এতম্ সেতুম্ (এই সেতুকে) অহোরাত্রে (দিবস ও রাত্রি) তরতঃ (পার হইয়া যায়) ; ন জরা, ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন সুকৃতম্, ন দুষ্কৃতম্ সর্বে পাপ্মানঃ (সমুদয় পাপ) অতঃ (ইহা হইতে) নিবর্তন্তে (ফিরিয়া আইসে)। অপহত-পাপ্মা (বিগতপাপ) হি এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মলোক)।

সরলার্থ ঃ এই যে আত্মা, ইনি সেতুস্বরূপ। লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, এইজন্য ইনি তাহাদের ধরিয়া রাখিয়াছেন। দিন ও রাত্রি এই সেতু পার হইতে পারে না ; জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃতি, দুষ্কৃতি—ইহারাও পারে না। সমস্ত পাপ ইহা হইতে ফিরিয়া আসে, কারণ এই ব্রহ্মলোক পাপবিহীন।

মন্তব্য ঃ 'সেতু' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ—(ক) দুই ক্ষেত্রকে পৃথক রাখিবার জন্য যে 'আলি' দেওয়া হয় তাহার নাম সেতু। (খ) জলাভূমির মধ্য দিয়া যে বাঁধ দেওয়া হয়, কিংবা জলের এক পার হইতে অপর পারে যাইবার জন্য যে 'সাঁকো' প্রস্তুত করা হয় তাহার নামও সেতু। এস্থলে প্রশ্ন এই—এখানে সেতুকে পৃথক রাখিবার হেতু বলা হইয়াছে, না সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে ? অনেকেই প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে দ্বিতীয় অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহার পরের মন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মলোকে যাইতে হইলে এই সেতুই পার হইয়া যাইতে হয়। সুতরাং এই মন্ত্রে 'সেতু'কে সংযোগেরই হেতু বলিতে হইবে।

অসম্ভেদায়—অ-সম্ + ভেদায়। 'অসম্ভেদায়' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে (১) মিশ্রিত না হইয়া যায় এই জন্য। (২) ভিন্ন না হইয়া যায় এই জন্য। (৩) বিদীর্ণ না হইয়া যায় বা বিনষ্ট না হইয়া যায় এই জন্য (শঙ্কর)। যাঁহারা সেতুকে পৃথক রাখিবার হেতু বলেন তাঁহারা প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন ; আর যাঁহারা সংযোগের হেতু বলেন তাঁহারা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিরা থাকেন।

৫৮৯. তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেইজন্য) বৈ এতম্ সেতুম্ (এই সেতুকে) তীর্ত্বা (পার হইয়া) অন্ধঃ সন্ (অন্ধ হইলেও) অনন্ধঃ (চক্ষুষ্মান্, অন্ধ নয় এমন) ভবতি (হয়) ; বিদ্ধঃ সন্ (বিদ্ধ বা আহত হইলেও) অবিদ্ধঃ (বিদ্ধ নয়, এমন) ভবতি ; উপতাপী সন্ (সন্তপ্ত হইলেও) অনুপতাপী (সন্তাপবিহীন ; উপতাপী নয়, এমন) ভবতি। তস্মাৎ বৈ এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা, অপি নক্তম্ (রাত্রিও) অহঃ এব (দিন রূপেই) অভিনিষ্পদ্যতে (প্রকাশিত হইয়া থাকে) ; সকৃৎ বিভাতঃ (নিত্য বিভাসিত) হি এব এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ।

সরলার্থ ঃ এই সেতু পার হইলে অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়, শোকক্লিষ্টের ক্লেশ থাকে না, সমস্ত ব্যক্তির সন্তাপ দূর হয়। এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিও দিন হয়, কারণ ব্রহ্মলোক চির-জ্যোতির্ময়।

৫৯০. তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ + যে (যাহারা) এব এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মলোককে) ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচর্য দ্বারা) অনুবিন্দন্তি (লাভ করেন) তেষাম্ এব তাহাদিগেরই) এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ ; তেষাম্ সর্বেষু লোকেষু (সমুদয় লোকে) কামচারঃ ভবতি।

সরলার্থ ঃ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। সমস্ত লোকেই তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন।

পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্মচর্যরূপে নানা যজ্ঞের উল্লেখ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (২)

৫৯১ অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেন হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ যৎ (যাহাকে) যজ্ঞঃ ইতি আচক্ষতে ('লোকে' বলে) ব্রহ্মচর্যম্ এব তৎ (তাহা)। ব্রহ্মচর্যেণ হি এব (ব্রহ্মচর্য দ্বারাই) যঃ জ্ঞাতা (যিনি জ্ঞাতা) তম্ (তাহাকে, ব্রহ্মলোককে) বিন্দতে (লাভ করে)। অথ যৎ ইষ্টম্ (ইষ্ট—যজ্ঞ, পূজা করা) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্যম্ এব তৎ। ব্রহ্মচর্যেণ হি এব ইষ্ট্বা (অনুসন্ধান করিয়া) আত্মানম্ (আত্মাকে) অনুবিন্দতে (লাভ করে)।

সরলার্থ ঃ যাহাকে 'যজ্ঞ' বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ যিনি জ্ঞাতা (যঃ জ্ঞাতা), তিনি ব্রহ্মচর্য দ্বারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যাহাকে 'ইষ্ট' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ ব্রহ্মচর্য সহকারে অনুসন্ধান করিয়াই (ইষ্ট্বা) আত্মাকে লাভ করা হয়।

মন্তব্য ঃ এই যুগে প্রধানত দুই শ্রেণীর সাধক ছিলন, এক শ্রেণীর সাধক কর্মবাদী ছিলেন, আর এক শ্রেণীর সাধক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কর্মবাদিগণ যাগযজ্ঞ লইয়া থাকিতেন, আর জ্ঞানবাদিগণ ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমাদির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেন। আমাদের ঋষি কর্মবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি জ্ঞানবাদীদিগের মতও স্বীকার করেন ; তিনি দেখাইতে চান যে যজ্ঞাদিকেও ব্রহ্মচর্য বলা যাইতে পারে। ভাষার সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। (ক) কর্মবাদী বলেন—'যজ্ঞ' দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ হয়, জ্ঞানবাদী বলেন 'যঃ জ্ঞাতা' (যিনি জ্ঞাতা) তিনি ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করেন। 'যজ্ঞ' এবং 'জ্ঞাতা' এতদুভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। 'যঃ' শব্দের 'য' এবং 'জ্ঞাতা' শব্দের 'জ্ঞ' লইলেই 'যজ্ঞ' হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া ঋষি বলিতেছেন, যজ্ঞই ব্রহ্মচর্য। (খ) 'ইষ্ট্বা' শব্দের দুই অর্থ—(১) যজ্ +ক্ত্বা, যজন করিয়া, পূজা করিয়া।

(২) ইষ্+ক্ত্বা অন্বেষণ করিয়া। 'ইষ্ট' কর্মে অর্থাৎ যজ্ঞকর্মে পূজা করিয়া (ইষ্ট্বা) ব্রহ্মলোক লাভ করা হয়; আবার ব্রহ্মচর্য দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া (ইষ্ট্বা) ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। উভয় স্থলেই 'ইষ্ট্বা'। সুতরাং ইষ্টই ব্রহ্মচর্য।

৬৯২. অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে ॥ ২

অন্বয়ঃ অথ যৎ 'সত্রায়ণম্' (সত্র+অয়নম্; সত্র – যজ্ঞ; অয়ন – গতি। দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞবিশেষ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্যম্ এব তৎ। ব্রহ্মচর্যেণ হি এব সতঃ (সৎস্বরূপের নিকটে) আত্মনঃ (জীবাত্মার) ত্রাণম্ বিন্দতে। অথ যৎ মৌনম্ (যজ্ঞারম্ভে মৌনভাব) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্যম্ এব তৎ। ব্রহ্মচর্যেণ হি এব আত্মানম্ অনুবিদ্য (লাভ করিয়া, অবগত হইয়া) মনুতে (মনন করে)।

সরলার্থঃ যাহাকে 'সত্রায়ণ' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য; কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারাই সৎস্বরূপের নিকটে (সতঃ) আত্মার ত্রাণ (আত্মনঃ ত্রাণম্) লাভ হয়। আবার যাহাকে 'মৌন' বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য; কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারাই লোকে আত্মাকে জানিয়া 'মনন' করে।

মন্তব্যঃ (ক) 'সত্রায়ণ' একটি বিশেষ যজ্ঞ। 'সত্রায়ণ' যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়; আবার ব্রহ্মচর্য দ্বারাও 'সতঃ আত্মনঃ ত্রাণম্' অর্থাৎ সৎস্বরূপের নিকট হইতে আত্মার ত্রাণ লাভ করা যায়। 'সত্রায়ণ' এবং 'সতঃ আত্মনঃ ত্রাণম্' এই দুয়ের মধ্যে উচ্চারণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং সত্রায়ণই ব্রহ্মচর্য। (খ) যজ্ঞের আরম্ভে 'মৌন' অবলম্বন আবশ্যক। আবার ব্রহ্মচর্য দ্বারা আত্মাকে মনন করা যায় (মনুতে)। 'মৌন' এবং 'মনুতে' উচ্চারণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং মৌনই ব্রহ্মচর্য।

৬৯৩ অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দতে। অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি। তদৈরং মদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ অথ যৎ অনাশকায়নম্ (অনাশক+অয়নম্—উপবাসব্রত; অনাশক—উপবাস; অয়ন—গতি, পথ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্যম্ এব তৎ। এষঃ (এই) হি আত্মা ন (না) নশ্যতি (বিনষ্ট হয়) যম্ (যে আত্মাকে) ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচর্যের দ্বারা) অনুবিন্দতে। অথ যৎ অরণ্যায়নম্) অরণ্য+অয়নম্=অরণ্যে বাস (ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্যম্ এব তৎ। তৎ (সেখানে) অরঃ চ (অর-নামক) বৈ ণ্যঃ চ (ও ণ্য নামক) অর্ণবৌ (অর্ণবদ্বয়) ব্রহ্মলোকে তৃতীয় স্যাম্ [দিবি] (তৃতীয় দ্যুলোকে) ইতঃ (এই স্থল হইতে) দিবি তৎ (সেই স্থলে) ঐরম্+মদীয়ম্ (ঐরম্মদীয় নামক; ইরা=অন্ন; ঐরঃ=ইরাময়, মণ্ড; ঐরম্=মণ্ডপূর্ণ; মদীয়ম্=মদকর, হর্ষোৎপাদক) সরঃ (সরোবর)। তৎ অশ্বত্থঃ সোমসবনঃ (সোমস্রাবী; কিংবা সোমসবন নামক)। তৎ অপরাজিতা (অপরাজিতা নামক; যাহা পরাজিত হয় না) পূঃ (পুরী) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের), প্রভুবিমিতম্ (প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্ম কর্তৃক বিমিত=যাহা বিশেষভাবে নির্মিত, এস্থলে মণ্ডপ) হিরণ্ময় (সুবর্ণময়)।

সরলার্থঃ যাহাকে 'অনাশকায়ন' (অনশনব্রত) বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য, কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা হয়, তাহার নাশ নাই (ন নশ্যতি)। আবার যাহাকে 'অরণ্যায়ন' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য, কারণ এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে,—ব্রহ্মলোকে—'অর' ও 'ণ্য' নামক দুইটি সমুদ্র আছে। সেখানে 'ঐরম্মদীয়' নামে সরোবর, সোমরসস্রাবী অশ্বত্থবৃক্ষ, 'অপরাজিতা' নামে ব্রহ্মের পুরী এবং ব্রহ্মা কর্তৃক বিশেষভাবে নির্মিত একটি স্বর্ণমণ্ডপ আছে।

মন্তব্যঃ (ক) 'অনাশকায়ন' শব্দের দুই অর্থ: (১) অনাশক+অয়ন=উপবাস-ব্রত; আশক=ভক্ষণ; অনাশক=উপবাস। (২) যাহাতে নাশ হয় না তাহাই অনাশক। এই প্রকার পথের নাম 'অনাশকায়ন'। যজ্ঞেও অনাশকায়ন এবং ব্রহ্মচর্যেও অনাশকায়ন। সুতরাং যজ্ঞের অনাশকায়নই ব্রহ্মচর্য। (খ) 'অরণ্য' শব্দের দুই অর্থ: (১) বন; (২) অর এবং ণ্য নামক অর্ণবদ্বয়। কর্মপথে অরণ্যায়ন (অর্থাৎ বনগমন বিধি) আবার জ্ঞানপথেও অরণ্যায়ন (অর্থাৎ অর ও ণ্য নামক সমুদ্রদ্বয় লাভ)। সুতরাং অরণ্যায়নই ব্রহ্মচর্য। (গ) কৌষীতকি উপনিষদে যে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে 'আর' নামক হ্রদ, বিজরা নদী, ইল্য বৃক্ষ, সালজ্য নগর, 'অপরাজিত' প্রাসাদ, 'বিভুপ্রমিত' মণ্ডপ, 'বিচক্ষণা' সিংহাসন, 'অমিতৌজা' নামক পর্যঙ্ক ইত্যাদি সেই ব্রহ্মলোকে বর্তমান রহিয়াছে।

৬৯৪. তদ্ য এবৈতাবরং চ ণ্যং চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৪

অন্বয়ঃ তৎ যে (যাহারা) এব এতৌ (এই দুই) অরম্ চ ণ্যম্ চ ('অর' ও 'ণ্য' নামক) অর্ণবৌ (অর্ণবদ্বয়কে) ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচর্যদ্বারা) অনুবিন্দন্তি (লাভ করেন), তেষাম্ (তাহাদিগের) এব এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ; তেষাম্ সর্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) কামচারঃ (স্বাধীন আচরণ) ভবতি (হয়)।

সরলার্থঃ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকে 'অর' ও ণ্য' নামে দুই সমুদ্র লাভ করেন, ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই; সর্বলোকে তাঁহাদের যথেচ্ছ গতি হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

নাড়ী ও সূর্যরশ্মির সংযোগ— ব্রহ্মলোকের পথ ও দ্বার

৬৯৫. অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ অথ যাঃ এতা [নাড্যঃ] (এই যে নাড়ীসমূহ) হৃদয়স্য (হৃদয়ের) নাড্যঃ তাঃ (সে সমুদয়) পিঙ্গলস্য (পিঙ্গলবর্ণের) অণিম্নঃ (অণুপরিমাণ) তিষ্ঠন্তি (রহিয়াছে) শুক্লস্য (শুক্লবর্ণের) নীলস্য (নীলবর্ণের) পীতস্য লোহিতস্য (লোহিতবর্ণের) ইতি। অসৌ (ঐ) বৈ আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ এষঃ (এই আদিত্য) শুক্লঃ এষঃ নীলঃ, এষঃ পীতঃ, এষঃ লোহিতঃ।

সরলার্থ ঃ হৃদয়ের এই যে নাড়ীসমূহ—এইগুলি পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণের সূক্ষ্মরস পরিপূর্ণ। এই আদিত্যই পিঙ্গল, ইহাই (আদিত্যই) শুক্ল, নীল, পীত এবং লোহিত বর্ণ।

মন্তব্য ঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদেও অনুরূপ একটি মন্ত্র আছে (৪।৩।২০)।

৫৯৬. তদ্ যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং চৈবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং চামুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ যথা (যেমন) মহাপথঃ (বিস্তীর্ণ পথ) আততঃ (বিস্তৃত) উভৌ গ্রামৌ (দুই গ্রামে) গচ্ছতি (গমন করে) ; ইমম্ চ (ঐ গ্রামে) ; অমুং চ এবম্ এব (এই প্রকারেই) এতাঃ (এই সমুদয়) আদিত্যস্য (আদিত্যের) রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ, স্ত্রীং, ইহার বিশেষণ এতাঃ) উভৌ লোকৌ (উভয় লোকে) ; গচ্ছন্তি (গমন করে) ইমম্ চ (এইলোকে) অমুম্ চ (ঐ লোকে)। অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ (ঐ আদিত্যলোক হইতে) প্রতায়ন্ত (বিস্তৃত হয়), তাঃ (সেই সমুদয়) আসু নাড়ীষু (এই সমুদয় নাড়ীতে) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্ট হয়) আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ (এই সমুদয় নাড়ী হইতে) প্রতায়ন্তে, তে (তাহারা ; রশ্মিসমূহ পুং) অমুষ্মিন্ আদিত্যে (ঐ আদিত্যে) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্ট হয়)।

সরলার্থ ঃ যেমন এক মহাপথ বিস্তৃত হইয়া নিকট এবং দূরের দুই গ্রামেই যায়। তেমনি সূর্যের রশ্মিসমূহও এই লোক এবং ঐ লোক দুই লোকেই যায়। রশ্মিসমূহ ঐ আদিত্য হইতে বিস্তৃত হয় এবং (বিস্তৃত হইয়া) এইসব নাড়ীতে প্রবেশ করে। আবার এই নাড়ী হইতে বিস্তৃত হইয়া তাহারা ঐ সূর্যে প্রবেশ করে।

মন্তব্য ঃ (ক) 'রশ্মি' শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই। (খ) দুটি গ্রাম যদি একটি পথদ্বারা সংযুক্ত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে যে পথটি ঐ গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া এই গ্রাম পর্যন্ত আসিয়াছে, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে পথটি এই গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছে। এই প্রকার ইহাও বলা যায় যে রশ্মিসমূহ সূর্য হইতে বিস্তৃত হইয়া নাড়ীসমূহে আসিয়াছে, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে নাড়ী হইতে বিস্তৃত হইয়া সূর্যে গিয়াছে। (গ) সচরাচর 'পরলোকে যাইবার পথ' বা 'মৃত্যু' অর্থে 'মহাপথ' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রাচীনকালে 'বিস্তীর্ণ পথ' অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত।

৫৯৭. তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি, তন্ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৎ [অতৎ] (সেই এই জীব ; ক্লীং বৈদিক) যত্র (যখন) এতৎ সুপ্তঃ (নিদ্রিত) সমস্তঃ (একীভূত) সংপ্রসন্নঃ (সাম্যকরূপে প্রসন্নতাপ্রাপ্ত) স্বপ্নম্ ন বিজানাতি (জানে) আসু [নাড়ীষু] (এই সমুদয় নাড়ীতে) তদা (তখন) নাড়ীষু সৃপ্তঃ (প্রবিষ্ট) ভবতি (হয়), তম্ (তাহাকে) ন কঃ+চন [পাপ্মা] (কোন পাপ) পাপ্মা স্পৃশতি (স্পর্শ করে) ; তেজসা ('সূর্যের' তেজের সহিত) হি তদা (তখন) সম্পন্নঃ (যুক্ত) ভবতি (হয়)।

সরলার্থ ঃ জীব নিদ্রিত হইলে যখন একীভূত হয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ্য

বিষয় ত্যাগ করিয়া একত্র হয়), পরিপূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে এবং স্বপ্নও দেখে না, তখন সে এই সব নাড়ীতে প্রবেশ করে। কোন পাপ (তখন) তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং সে তেজোযুক্ত হয় (অর্থাৎ সূর্যের তেজের সহিত সংযুক্ত হয়)।

মন্তব্য ঃ সমস্তঃ—সম্-অস্ + ক্ত। অস্ ধাতুর অর্থ একত্র করা বা সংগ্রহ করা। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহ নানা বিষয়ে ধাবিত হয় ; সুষুপ্তির সময় তাহারা বিষয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া একীভূত হয়। এখানে এই অবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

৫৯৮. অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহুর্জানাসি মাং জানাসি মামিতি। স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যত্র (যখন) এতৎ (এষঃ, এই জীব) অবলিমানম্ (দৌর্বল্য) নীতঃ ভবতি (প্রাপ্ত হয়) তম্ অভিতঃ (তাহার চারিদিকে) আসীনাঃ (আসীন হইয়া) আহুঃ (বলিয়া থাকে) জানাসি মাম্ (আমাকে কি চেন ?) জানাসি মাম্ ইতি—সঃ (সে) যাবৎ (যে পর্যন্ত) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) অনুৎক্রান্তঃ ভবতি (উৎক্রান্ত না হয়) তাবৎ (সেই পর্যন্ত) জানাতি (চিনিতে পারে)।

সরলার্থ ঃ যখন মানুষ (রোগগ্রস্ত হইয়া) অত্যন্ত দুর্বল হয়, তখন সকলে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করে—'আমাকে কি চেন ?' যতক্ষণ এই দেহ হইতে সে চলিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাহাদিগকে চিনিতে পারে।

৫৯৯. অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্ধ্বমাক্রমতে স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ (আর) যত্র এতৎ (এই জীব) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) উৎক্রামতি (উৎক্রান্ত হয়) অথ (তখন) এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ (এই সমুদয় রশ্মিদ্বারা) ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্বদিকে) আক্রমতে (গমন করে ; বা গমন করিতে আরম্ভ করে)। সঃ (সে) 'ওম্' ইতি (ওম্ এই 'অক্ষর ধ্যান করিলে') বা হ (নিশ্চয়ার্থ অব্যয় =এব) উৎ (ঊর্ধ্বে) বা (নিশ্চয়ই) মীয়তে (মৃত হয়, মরিয়া চলিয়া যায়)। সঃ (সে); যাবৎ (যে সময়) ক্ষিপ্যেৎ (এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে পারে) মনঃ তাবৎ (সেই সময়ে) আদিত্যম্ গচ্ছতি (গমন করে)। এতৎ বৈ (ইহাই) খলু (নিশ্চয়ই) লোকদ্বারম্ (ব্রহ্মলোকে যাইবার দ্বার)। বিদুষাম্ (বিদ্বানদিগের) প্রপদনম্ (প্রবেশ) ; নিরোধঃ (প্রবেশের বাধা) অবিদুষাম্ (অবিদ্বানদিগের)।

সরলার্থ ঃ যখন পুরুষ এই দেহ হইতে বাহির হয় তখন এই সব রশ্মিদ্বারা সে ঊর্ধ্বে যাইতে থাকে। 'ওম্', এই অক্ষরের ধ্যান করিতে করিতেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে সে নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বে যায়। এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে মনের যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই আদিত্যে চলিয়া যায়। এই আদিত্যই ব্রহ্মলোকের দ্বার। যাহারা বিদ্বান তাহারা এখানে প্রবেশ করে, আর যাহারা বিদ্বান নয় তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না।

মন্তব্য ঃ 'সঃ ওম্ ইতি বা হ উৎ বা মীয়তে'—শংকর বলেন 'বা হ'=এব—নিশ্চয়ই ; আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় 'বা' শব্দের অর্থও 'নিশ্চয়ই'। সমগ্র অংশের অর্থ এই—সে ওম্ এই (অক্ষরের ধ্যান করিলেই) মরিয়া নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বদিকে যায়। শঙ্কর বলেন—যাহারা অবিদ্বান, তাহারা সূর্যরশ্মি

দ্বারা গমন করিয়া কর্মলব্ধ লোক লাভ করে। আর যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারা ওঙ্কারের ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

'স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ' ইত্যাদি। মোক্ষমূলার এই অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'While his mind is failing he is going to the Sun' অর্থাৎ তাহার মন যতক্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে, ততক্ষণ সে সূর্যলোকে যাইতে থাকে। শঙ্করের অর্থ—এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে মনের যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ে আত্মা সূর্যলোকে গমন করে অর্থাৎ ক্ষিপ্র সূর্যলোকে গমন করে।

৬০০. তদেষ শ্লোকঃ—শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ৬

অন্বয় ঃ তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ—শতম্ চ একা চ (১০১টি) হৃদয়স্য (হৃদয়ের) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ)। তাসাম্ [একা] (তাহাদিগের একটি নাড়ী) মূর্ধানম্ অভি (মূর্ধার অভিমুখে) নিঃসৃতা (নিঃসৃত হইয়া) একা। তয়া (সেই নাড়ীর দ্বারা) ঊর্ধ্বম্ আয়ন্ (ঊর্ধ্বদিকে গমন করিয়া) অমৃতত্বম্ এতি (প্রাপ্ত হয়)। বিষ্বঙ্ [ভবন্তি] (নানাদিকে গতিবিশিষ্ট হয়) অন্যাঃ (অন্য নাড়ীসমূহ) উৎক্রমণে (উৎক্রমণ বিষয়ে) ভবন্তি, উৎক্রমণে ভবন্তি (কঠ ২।৩।১৬)।

সরলার্থ ঃ এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—হৃদয়ের একশত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি মূর্ধা পর্যন্ত গিয়াছে। যিনি এই নাড়ীদ্বারা ঊর্ধ্বদিকে যান, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্য যে সব নাড়ী বিভিন্নদিকে যায় তাহাদের দ্বারা কেবল দেহত্যাগই হইয়া থাকে।

সপ্তম খণ্ড

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (১)

৬০১. য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ১

অন্বয় ঃ যঃ (যে) আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সঃ অন্বেষ্টব্যঃ (তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে); সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে); সঃ সর্বান্ চ লোকান্ (সমুদয় লোককে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), সর্বান্ চ কামান্ (সমুদয় কামনাকে) যঃ (যে) তম্ আত্মানম্ (আত্মাকে) অনুবিদ্য (বিচার করিয়া) বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে), ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ (বলিয়াছিলেন)।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—'যে আত্মা পাপরহিত, জরা-মৃত্যু-শোকরহিত, ভোজনেচ্ছা এবং পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া জানেন তিনি সমস্ত লোক ও সকল কাম্যবস্তু লাভ করেন।'

মন্তব্য ঃ শঙ্করের ভাষ্যে 'অনুবিদ্য' স্থলে 'অন্বিষ্য' আছে। ইহাতে মনে হয় তিনি যে হস্তলিপি পাইয়াছিলেন, তাহাতে মূলে 'অন্বিষ্য'ই ছিল। আর অন্বিষ্য (অনুসন্ধান করিয়া) হইলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়। প্রথম বলা হইল 'সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে (অন্বেষ্টব্যঃ), সেই আত্মাকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে (বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ)'। তাহার পর যদি বলা হয় 'তিনি অন্বেষণ করিয়া (অন্বিষ্য) তাঁহাকে জানেন ইত্যাদি'—তাহা হইলে অর্থ অতি সুন্দর হয়।

৬০২. তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামানিতীন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাং তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতি সকাশমাজগ্মতুঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ (সেই উপদেশ), হ উভয়ে (উভয়) দেবাসুরাঃ (দেবতা ও অসুরগণ) অনুবুবুধিরে (লোকপরম্পরায় জানিতে পারিয়াছিল ; অনু = লোকপরম্পরায় কর্ণগোচর হইয়াছিল এই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য—শঙ্কর)। তে (তাহারা) হ উচুঃ (বলিয়াছিল)—হন্ত ! তম্ আত্মানম্ (সেই আত্মাকে) অনু ইচ্ছামঃ (অন্বেষণ করি), যম্ আত্মানম্ (যে আত্মাকে) অন্বিষ্য (অন্বেষণ করিয়া) সর্বান্ চ লোকান্ (সমুদয় লোককে) আপ্নোতি (লাভ করে) সর্বান্ চ কামান্ (সমুদয় কামনাকে) ইতি। ইন্দ্র হ এব দেবানাম্ (দেবগণের মধ্যে) অভি প্রবব্রাজ (গমন করিলেন)। বিরোচনঃ অসুরাণাম্ (অসুরগণের মধ্যে)। তৌ (তাহারা দুই জন) হ অসংবিদানৌ (পরস্পরকে না জানাইয়া) এব সমিৎপাণী (সমিধহস্তে) প্রজাপতিসকাশম্ (প্রজাপতির নিকটে) আজগ্মতুঃ (গমন করিয়াছিলেন)।

সরলার্থ ঃ দেব ও অসুর উভয়েই লোকপরম্পরায় এই উপদেশের কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিলে সর্বলোক ও সকল কাম্যবস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মার অনুসন্ধান করিব।' এই উদ্দেশ্যে দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্যে বিরোচন প্রজাপতির নিকট গেলেন। তাঁহারা পরস্পরকে না জানাইয়া সমিধহস্তে তাঁহার নিকট গেলেন।

৬০৩. তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যমূষতুস্তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি তৌ হোচতুর্য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি ॥ ৩

সরলার্থ ঃ তৌ (তাহারা দুইজন) হ দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি (৩২ বৎসর) ব্রহ্মচর্যম্ ঊষতুঃ (ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল)। তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ (বলিলেন)—কিম্ (কি) ইচ্ছন্তৌ (ইচ্ছা করিয়া) অবাস্তম্ (বৈদিক, দুইজনে বাস করিয়াছ) ইতি। তৌ হ উচতুঃ (বলিল)—যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ (৮৷১৷৫ দ্রঃ), সঃ অন্বেষ্টব্যঃ, সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সঃ সর্বান্ চ লোকান্ আপ্নোতি, সর্বান্ চ কামান্—যঃ তম্ আত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতি ইতি (৮।৭।১ দ্রঃ)—ভগবতঃ বচঃ (ভগবানের বাক্যকে) বেদয়ন্তে (জ্ঞাপন করেন ; ইহার কর্তা 'জ্ঞানিগণ' উহ্য)। তম্ (সেই আত্মাকে) ইচ্ছন্তৌ (ইচ্ছা করিয়া) অবাস্তম্ (বৈদিক অবাৎস্ব ; বাস করিয়াছি)। ইতি।

সরলার্থ ঃ তাঁহারা দুইজন বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সেখানে রহিলেন। তখন প্রজাপতি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কেন এখানে আছ?' তাঁহারা বলিলেন—'যে আত্মা নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প—তাঁহাকেই অন্বেষণ করা এবং জানা প্রয়োজন। যিনি এই আত্মাকে জানেন, তিনি সর্বলোক ও কাম্যবস্তু লাভ করেন—ইহাই আপনার বাণী। সেই আত্মাকেই জানিবার ইচ্ছায় আমরা দুইজনে এখানে রহিয়াছি।

৬০৪. তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্বেষ্বন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ ॥ ৪

অন্বয় ঃ তৌ (সেই দুই জনকে) হ প্রজাপতিঃ উবাচ—যঃ এষঃ (এই যে) অক্ষিণি (বৈদিক প্রয়োগ; অক্ষ্মি বা অক্ষণি, চক্ষুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), এষঃ (ইনি) আত্মা ইতি হ উবাচ (বলিলেন); এতৎ (ইনি) অমৃতম্, অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম ইতি। অথ যঃ অয়ম্ (এই যে 'পুরুষ') ভগবঃ! (ভগবন্) অপ্সু (জলে) পরিখ্যায়তে অনুভূত হয়, দৃষ্ট হয়), যঃ চ অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে), কতমঃ (কে) এষঃ (এই)? ইতি। এষঃ (এই আত্মা) উ এব এষু সর্বেষু অন্তেষু (এই সমুদয়ের অভ্যন্তরে) পরিখ্যায়তে ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি ঐ দুই জনকে বলিলেন—'চক্ষুতে এই যে পুরুষ দেখা যায় ইনিই আত্মা।' তিনি আরও বলিলেন—'ইনিই অমৃত, অভয় এবং ব্রহ্ম।' তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান, জলে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, আর যে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয়, ইহারা কে?' প্রজাপতি বলিলেন—'এই সমস্ত বিষয়েতেই আত্মা দৃষ্ট হন।'

মন্তব্য ঃ প্রজাপতি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই—চক্ষুর মধ্যে যিনি দ্রষ্টারূপে থাকিয়া দর্শন করেন, তিনিই আত্মা; যোগিগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও এই দ্রষ্টারূপী আত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন বুঝিয়াছিলেন যে চক্ষুর মধ্যে যে প্রতিবিম্বিত মূর্তি দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মা (শঙ্কর)।

অষ্টম খণ্ড

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (২)—আসুরী উপনিষদ

৬০৫. উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে প্রব্রূতমিতি। তৌ হোদশরাবেঽবেক্ষাংচক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি। তৌ হোচতুঃ সর্বমেবেদমাবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি ॥ ১

অন্বয় ঃ উদশরাবে (উদকপূর্ণ শরাবে; শরাব=পাত্র) আত্মানম্ (আপনাকে) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) যৎ (যাহা) আত্মনঃ (আত্মার) ন বিজানীথঃ (না জানিতে পার) তৎ (তাহা) মে (আমাকে) প্রব্রূতম্ (বল)। ইতি। তৌ (তাহারা দুই জন) হ উদশরাবে অবেক্ষাম্+চক্রাতে (দর্শন করিয়াছিল); তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ (কি) পশ্যথঃ (দেখিলে)? ইতি। তৌ (তাহারা দুইজন) হ উচতুঃ

(বলিল) সর্বম্ এব ইদম্ (এই সমুদয়ই) আবাম্ (আমরা দুই জন) ভগবঃ (ভগবন্!) আত্মানম্ (আপনাকে) পশ্যাবঃ (দেখিলাম) আলোমভ্যঃ (লোম পর্যন্ত) আনখেভ্যঃ (নখ পর্যন্ত) প্রতিরূপম্ (প্রতিমূর্তিকে) ইতি।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি বলিলেন—'জলপূর্ণ পাত্রে নিজেকে দেখিয়া আত্মার সম্বন্ধে যাহা বুঝিবে না, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও।' তাঁহারা জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের দেখিলেন। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দেখিলে?' তাঁহারা বলিলেন, 'ভগবান, আমরা সমগ্র আত্মা—লোম ও নখ পর্যন্ত ইহার প্রতিমূর্তি দেখিলাম।'

৬০৬. তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষেথামিতি। তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষাংচক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি ॥ ২

অন্বয় ঃ তৌ (তাহাদিগকে) হ প্রজাপতিঃ উবাচ—সাধু+অলংকৃতৌ (সুন্দর বেশে অলংকৃত) সুবসনৌ (সুবসন পরিহিত) পরিষ্কৃতৌ (পরিষ্কৃত) ভূত্বা (হইয়া) উদশরাবে (উদকপূর্ণ পাত্রে) অবেক্ষেথাম্ (দেখ) ইতি। তৌ হ সাধু+অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষাম্+চক্রাতে (১মঃ)। তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ পশ্যথঃ? ইতি (১মঃ)।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—'সুন্দর অলঙ্কার ও বসনে সজ্জিত এবং পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দেখ।' তাঁহারা সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুন্দর বস্ত্র পরিয়া এবং পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দেখিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখিলে?'

৬০৭. তৌ হোচতুর্যথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলংকৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্ব এবমেবেমৌ ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতাবিত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ তৌ (তাহারা দুই জন) হ উচতুঃ (বলিল)—যথা এব (যেমন) ইদম্ (এই প্রকার) আবাম্ (আমরা দুই জন) ভগবঃ সাধু+অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ, পরিষ্কৃতৌ স্বঃ (আছি,) এবম্ এব (এই প্রকারই) ইমৌ (জলে দৃষ্ট এই দুই জন) ভগবঃ! সাধ্বলংকৃতৌ, সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ইতি। এষঃ (এই) আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ (ইহা) অমৃতম্, অভয়ম্; এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তৌ (তাহারা দুইজন) হ শান্তহৃদয়ৌ (শান্তহৃদয় হইয়া) প্রবব্রজতুঃ (প্রতিগমন করিল)।

সরলার্থ ঃ তাঁহারা বলিলেন—'ভগবান, এই আমরা যেমন সুন্দর অলঙ্কারে ও বসনে সজ্জিত এবং পরিষ্কৃত, তেমনি জলের মধ্যে দুইজনও সুন্দর অলঙ্কারে ও বসনে ভূষিত এবং পরিষ্কৃত।' প্রজাপতি বলিলেন—'ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।' তখন দুইজনে শান্তহৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন।

৬০৮. তৌ হান্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচানুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজতো যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বাসুরা বা তে পরাভবিষ্যন্তীতি। স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম, তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমং চামুং চেতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ তৌ (তাহাদিগকে) হ অনু+ঈক্ষ্য (নিরীক্ষণ করিয়া) প্রজাপতিঃ উবাচ

(বলিলেন)—অনুপলভ্য (লাভ না করিয়া, অনুভব না করিয়া), আত্মানম্ (আত্মাকে) অনুবিদ্য (না জানিয়া, প্রাপ্ত না হইয়া) ব্রজতঃ (গমন করিল)। যতরে (এই দুইয়ের মধ্যে যে—দেবগণ বা অসুরগণ) এতৎ+উপনিষদঃ (এই প্রকার হইয়াছে উপনিষৎ অর্থাৎ বিদ্যা যাহাদিগের) ভবিষ্যন্তি (হইবে), দেবাঃ বা অসুরাঃ বা (দেবগণ বা অসুরগণ), তে (তাহারা) পরাভবিষ্যন্তি (বিনষ্ট হইবে, পরাভূত হইবে) ইতি। সঃ (সেই) হ শান্তহৃদয়ঃ এব বিরোচনঃ অসুরান্ (অসুরগণের নিকট) জগাম (গমন করিল)। তেভ্যঃ (তাহাদিগকে) হ এতাম্ উপনিষদম্ (উপনিষৎকে, এই তত্ত্বকে) প্র-উবাচ (বলিল)—আত্মা এব (এই দেহই) ইহ (এই পৃথিবীতে) মহয্যঃ (পূজনীয়) আত্মা পরিচর্যঃ (সেব্য)। আত্মানম্ এব ইহ মহয়ন্ (মহীয়ান্ করিলে) আত্মানম্ পরিচরন্ (পরিচর্যা করিলে) উভৌ লোকৌ (উভয় লোককে) অব আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) ইমম্ চ (এই লোককে) অমুম্ চ (ঐ লোককে) ইতি।

সরলার্থ ঃ তাঁহাদের চলিয়া যাইতে দেখিয়া প্রজাপতি মনে মনে বলিলেন—'ইহারা আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই, আত্মাকে না জানিয়াই চলিয়া গেল। ইহাদের মধ্যে যে এই জ্ঞানকেই উপনিষৎ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিবে—সে দেবতাই হউক বা অসুরই হউক—বিনষ্ট হইবে।' অসুররাজ বিরোচন শান্তচিত্তে অসুরগণের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে এই উপনিষৎ শিক্ষা দিলেন—'এই পৃথিবীতে দেহেরই (অর্থাৎ আত্মারই) পূজা ও পরিচর্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিলে এবং তারপর পরিচর্যা করিলে ইহলোক পরলোক—উভয় লোকই লাভ করা যায়।'

মন্তব্য ঃ এস্থলে 'আত্মা'=দেহ। এ বিষয়ে ১।২।১৪ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৬০৯. তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহুরাসুরো বতেত্যসুরাণাং হ্যেষা-
পনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন
হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে ॥ ৫

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেইজন্য) অপি অদ্য (অদ্যাপি) ইহ (এই পৃথিবীতে) অদদানম্ (দানবিহীন লোককে) অশ্রদ্দধানম্ (শ্রদ্ধাবিহীন লোককে) অযজমানম্ (যজ্ঞবিহীন লোককে) আহুঃ (বলিয়া থাকে) আসুরঃ বত ইতি (অসুরস্বভাবসম্পন্ন) অসুরাণাম্ (অসুরদিগের) হি এষা (এই) উপনিষৎ—প্রেতস্য (মৃত ব্যক্তির) শরীরম্ ভিক্ষয়া (ভিক্ষা, গন্ধমাল্য অন্নপানাদি দ্বারা—শঙ্কর) বসনেন (বসন দ্বারা) অলঙ্কারেণ (অলংকার দ্বারা) ইতি সংস্কুর্বন্তি (ভূষিত করে); এতেন (এই উপায়ে) হি অমুম্ লোকম্ (ঐ লোককে) জেষ্যন্তঃ (জয় করিবে) মন্যন্তে (মনে করে)।

সরলার্থ ঃ এইজন্য আজও দানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞহীন ব্যক্তিকে অসুর বলা হয়। ইহাই অসুরদের উপনিষৎ। তাহারা গন্ধমালা, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহকে সাজায়; কারণ তাহারা মনে করে যে ঐ ভাবেই পরলোক জয় করিবে।

মন্তব্য ঃ 'ভিক্ষয়া' (ক) Monier Williams বলেন—'ভোগ করিবার ইচ্ছা' অর্থে 'ভজ্' ধাতু হইতে 'ভিক্ষ্' ধাতু হইয়াছে। এই মত গ্রহণ করিলে 'ভিক্ষা'র একটি অর্থ 'ভোগ্যবস্তু' হইতে পারে। তাহা হইলে ভিক্ষয়া=ভোগ্যবস্তুর দ্বারা। (খ) মৃত-দেহকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় অনেকে হয়ত ইহার জন্য গন্ধমালাদি প্রদান করিত; ইহাকেও 'ভিক্ষা' বলা হইতে পারে।

নবম খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—দেহাত্মবোধের ভ্রম

৬১০. অথ হেন্দ্রোঽপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ যথৈব খল্বয়মস্মিঞ্ছরীরে সাধু-
অলংকৃতে সাধ্বলংকৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত
এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব
শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ হ ইন্দ্রঃ অপ্রাপ্য এব (না পাইয়া, না যাইয়া) দেবান্ (দেবতাদিগের নিকট) এতৎ ভয়ং (এই শঙ্কা) দদর্শ (দেখিল)—যথা এব (যেমন) খলু অয়ম্ (এই জলে প্রতিবিম্বিত দেহ) অস্মিন্ শরীরে সাধু+অলংকৃতে (এই শরীর সুন্দররূপ অলঙ্কৃত হইলে) সাধু+অলংকৃতঃ (সুন্দর অলঙ্কৃত) ভবতি (হয়), সুবসনে (সুবসন পরিধান করিলে) সুবসন পরিহিত), পরিষ্কৃতে (পরিষ্কৃত হইলে) পরিষ্কৃতঃ, এবম্ এব (এই প্রকারেই) অয়ম্ অস্মিন্ অন্ধে (ইহা অন্ধ হইলে) অন্ধঃ ভবতি, স্রামে (খঞ্জ হইলে) স্রামঃ (খঞ্জ), পরিবৃক্ণে (হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে) পরিবৃক্ণঃ, অস্য এব শরীরস্য (এই শরীরের) নাশম্ অনু (নাশের পর) এষঃ (এই প্রতিবিম্বিত দেহ) নশ্যতি (বিনষ্ট হয়)। ন অহম্ (আমি) অত্র (এই উপদেশে) ভোগ্যম্ (ফল) পশ্যামি (দেখিতেছি) ইতি।

সরলার্থ ঃ এদিকে দেবতাদের কাছে ফিরিয়া যাইবার পূর্বেই ইন্দ্রের আশংকা হইল যে, এই দেহ সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে জলে প্রতিবিম্বিত দেহও অলঙ্কৃত হয়, ইহা সুবসন পরিহিত হইলে ঐ দেহও তাহাই হয়, ইহা পরিষ্কৃত হইলে উহাও পরিষ্কৃত হয়। আবার এই দেহ অন্ধ হইতে প্রতিবিম্বও অন্ধ হয়, ইহা খঞ্জ হইলে উহাও হয়, ইহার হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে উহারও তাহাই হয়, ইহার বিনাশ হইলে উহারও বিনাশ হয়। এই বিদ্যাতে আমি মঙ্গল দেখিতেছি না।

মন্তব্য ঃ শঙ্করের মতে স্রাম শব্দের দুইটি অর্থ—(ক) কানা অর্থাৎ যাহার একটি মাত্র চক্ষু, (খ) যাহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে ক্লেদ বহির্গত হয়। ঋগ্বেদে প্রথমোক্ত অর্থে 'স্রাম' শব্দের ব্যবহার আছে (৮।৪।৫)।

৬১১. স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়, তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ
প্রাব্রাজীঃ সার্ধং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ যথৈব
খল্বয়ং ভগবোঽস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলংকৃতে সাধ্বলংকৃতো ভবতি সুবসনে
সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে
স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র
ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ (সে) সমিৎপাণিঃ (হস্তে সমিধ্ লইয়াই) পুনঃ এয়ায় (ফিরিয়া আসিল)। তম্ (তাহাকে) হ প্রজাপতিঃ উবাচ—মঘবন্! যৎ (যে, যেহেতু) শান্তহৃদয়ঃ (শান্তহৃদয় হইয়া) প্র+আব্রাজীঃ (গিয়াছিল) সার্ধম্ বিরোচনেন (বিরোচনের সহিত), কিম্ ইচ্ছন্ (কি ইচ্ছা করিয়া) পুনঃ আগমঃ (আগমন করিলে)? ইতি। সঃ হ উবাচ—যথা এব খলু অয়ং ভগব অস্মিন্ শরীরে সাধ্বলংকৃতে সাধ্বলংকৃতঃ ভবতি, সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ—এবম্ এব

অয়ম্ অস্মিন্ অন্ধে অন্ধঃ ভবতি, স্রামে স্রামঃ, পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণঃ অস্য এব শরীরস্য নাশম্ অনু এষঃ নশ্যতি, ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি ইতি (১মঃ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ ইন্দ্র আবার সমিধ হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন 'ইন্দ্র, তুমি শান্তহৃদয়ে বিরোচনের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিলে। কি মনে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলে ?' ইন্দ্র বলিলেন—'ভগবান্, এই শরীর উত্তমরূপে অলংকৃত হইলে ছায়াদেহও অলংকৃত হয়, ইহার পরিধানে সুবসন থাকিলে উহারও তাহাই হয়, ইহা পরিষ্কৃত থাকিলে উহাও পরিষ্কৃত থাকে। তেমনি ইহা অন্ধ হইলে উহাও অন্ধ হয়, খঞ্জ হইলে খঞ্জ হয়, ছিন্নাবয়ব হইলে ছিন্নাবয়ব হয় ; শরীর বিনষ্ট হইলে উহাও বিনষ্ট হয়। এই বিদ্যাতে আমি মঙ্গল দেখিতেছি না।'

৬১২. এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩

অন্বয় ঃ এবম্ এব (এই প্রকারেই) এষঃ (ইহা) মঘবন্ ! ইতি হ উবাচ —এতম্ (ইহা) তু এব তে (তোমাকে) ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব)। বস (বাস কর) অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি (আরও বত্রিশ বৎসর) ইতি। স হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি উবাস (বাস করিল)। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন—)

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি বলিলেন—'ইন্দ্র, ইহা এই রকমই। তোমাদের নিকট এই বিষয়টি আবার ব্যাখ্যা করিব। তুমি আরও বত্রিশ বৎসর এখানে বাস কর।' ইন্দ্র আরও বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন। তারপর (প্রজাপতি) তাঁহাকে বলিলেন—।

দশম খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—স্বপ্নাবস্থার শুভাশুভ

৬১৩. য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ ভয়ং দদর্শ তদ্ যদ্যপীদং শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈ-ষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥ ১

৬১৪. ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যে স্রাম্যেণ ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবা-প্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২

অন্বয় ঃ যঃ এষঃ (এই যিনি) স্বপ্নে মহীয়মানঃ (পূজ্যমান হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন), এষঃ (ইনিই) আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি (৮।৮।৩ দ্রঃ)। সঃ হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। সঃ হ অপ্রাপ্য এব দেবান্ এতৎ ভয়ম্ দদর্শ (৮।৯।১ দ্রঃ)—তৎ যদি অপি ইদম্ শরীরম্ অন্ধম্ ভবতি (হয়), অনন্ধঃ (অন্ধ নয় এমন, চক্ষুষ্মান্) সঃ ভবতি। যদি স্রামম্ (খঞ্জ) অস্রামঃ (খঞ্জ নয় এমন)। ন এব অস্য (এই শরীরের) দোষেণ (দোষদ্বারা)

দুষ্যতি (দূষিত হয়) (৮।৯।২), ন বধেন (বধ দ্বারা) অস্য (এই শরীরের) হন্যতে (বিনাশ প্রাপ্ত হয়), ন অস্য স্রামেণ (খঞ্জত্বদ্বারা) স্রামঃ (খঞ্জ)। ঘ্নন্তি (বিনাশ করে) তু এব (=ইব, যেন) এনম্ (ইহাকে) বিচ্ছাদয়ন্তি ইব (যেন ধাবিত হয়—শঙ্কর) অপ্রিয়বেত্তা ইব (যেন অপ্রিয় ঘটনার বেত্তা ; বেত্তা = বেতৃ, যে জানে বা অনুভব করে) ভবতি (হয়) অপি রোদিতি ইব (যেন ক্রন্দন করিতেছে)। ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ (কল্যাণ) পশ্যামি ইতি (দেখিতেছি)।

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—এই যিনি স্বপ্নে পূজিত হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত, অভয়, তিনিই ব্রহ্ম। তখন ইন্দ্র শান্তহৃদয়ে চলিয়া গেলেন, কিন্তু দেবতাদের নিকট উপস্থিত হইবার আগেই তাঁহার মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল—'যদিও এই শরীর অন্ধ হইলে স্বপ্নপুরুষ অন্ধ হয় না, শরীর খঞ্জ হইলে সে খঞ্জ হয় না, এই শরীরের দোষে সে দূষিত হয় না, দেহ বিনষ্ট হইলে সে বিনষ্ট হয় না, দেহের অশ্রুপাতেও ইহার অশ্রুপাত হয় না—তবুও (নিদ্রাবস্থায় মনে হয়, এই স্বপ্নপুরুষকে) যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, কেহ ইহাকে তাড়া করিতেছে, এই স্বপ্নপুরুষ যেন দুঃখ অনুভব করিতেছে, রোদন করিতেছে। এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।

মন্তব্য ঃ ৮।১০।২ শঙ্করের মতে বিচ্ছাদয়ন্তি = বিদ্রাবয়তি—পশ্চাৎ ধাবিত হয়। মোক্ষমূলার বলেন—এই শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আবরণ উন্মুক্ত করা', সুতরাং এস্থলে এ অর্থ সঙ্গত হয় না।' এই জন্য তিনি 'বিচ্ছায়য়ন্তি' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৪।৩।২০) এরূপ স্থলে 'বিচ্ছায়য়তি' প্রয়োগ আছে।

৬১৫. স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ তদ্ যদ্যপীদং ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥ ৩

৬১৬. ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবা-প্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীত্যেবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাঽপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায়। তম্ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—মঘবন্ ! যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিম্, ইচ্ছন্, পুনঃ আগমঃ ? ইতি (৮।১০।২)। সঃ হ উবাচ—তৎ যদি অপি ইদম্ ভগবঃ শরীরম্ অন্ধম্ ভবতি ; অনন্ধঃ সঃ ভবতি ; যদি স্রামম্, অস্রামঃ ; ন এব এষঃ অস্য দোষেণ দুষ্যতি (১মঃ)। ন বধেন অস্য হন্যতে ন অস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ, ঘ্নন্তি তু এব এনম্, বিচ্ছাদয়ন্তি ইব, অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি, অপি রোদিতি ইব। ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি ইতি (২মঃ)। এবম্ এব এষঃ মঘবন্ ইতি হ উবাচ, এতম্ তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি। বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি ইতি। সঃ হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি উবাস। তস্মৈ হ উবাচ—

সরলার্থ ঃ (৩য় ও ৪র্থ মন্ত্র)—তিনি সমিধহস্তে আবার ফিরিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইন্দ্র, তুমি শান্তচিত্তে চলিয়া গিয়াছিলে, আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে ?' ইন্দ্র বলিলেন—ভগবান্, এই শরীর অন্ধ হইলে যদিও

স্বপ্নাত্মা অন্ধ হয় না, শরীর খঞ্জ হইলে খঞ্জ হয় না, শরীরের দোষে ইহা দূষিত হয় না, শরীরকে বিনাশ করিলে বিনষ্ট হয় না, শরীর খঞ্জ হইলে খঞ্জ হয় না—তবুও (স্বপ্নে দেখা যায়) ইহাকে যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, ইহার পশ্চাতে যেন কেহ ধাবিত হইতেছে, ইহা যেন দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং ইহা যেন ক্রন্দন করিতেছে। ইহাতে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।' প্রজাপতি বলিলেন—'ইন্দ্র, ইহা এই রকমই। তোমার নিকট ইহা আমি আবার ব্যাখ্যা করিব। তুমি আরও বত্রিশ বৎসর এখানে বাস কর।' ইন্দ্র আবার বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন—।

একাদশ খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—সুষুপ্ত অবস্থার শুভাশুভ

৬১৭. যদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হ অপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়-মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ১

অন্বয়ঃ তৎ [এতৎ] (সেই এই) যত্র (যখন) এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নম্ ন বিজানাতি (৮।৬।৩), এষঃ আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি। সঃ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। সঃ হ অপ্রাপ্য এব দেবান্ এতৎ ভয়ম্ দদর্শ (৮।৯।১)—নাহ (না+হ=নিশ্চয়ই নয়; কিংবা ন + অহ; ন=না, অহ=নিশ্চয়ই) খলু অয়ম্ (ইহা) এবম্ (এই প্রকার) সম্প্রতি (এই সময়ে) আত্মানম্ (আপনাকে) জানাতি (জানে)—অয়ম্ (ইহা) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ইতি নো (ন+উ=না) এব ইমানি ভূতানি (এই সর্বভূতকেও) বিনাশম্ এব (বিনাশকেই; কিংবা যেন বিনাশকে, এব=যেন) অপীতঃ (প্রাপ্ত) ভবতি। ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি (২মঃ)।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি বলিলেন—'এই যে প্রসুপ্ত জীব (নিদ্রিতাবস্থায়) একীভূত হন, প্রসন্নতা লাভ করেন এবং স্বপ্নদর্শন হইতেও বিরত হন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।' ইন্দ্র তখন শান্তহৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই তাহার এই আশঙ্কা দেখা দিল—'এই সময়ে ইনি নিজেকে 'ইহাই আমি' এইভাবে জানিতে পারেন না, এবং ইনি এইসব প্রাণীদেরও জানিতে পারেন না। সেই সময়ে ইহার যেন বিনাশ হয়। এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।'

৬১৮. স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ নাহ খল্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২

অন্বয়ঃ সঃ সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায়। তম্ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—মঘবন্! যৎ

শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিম্ ইচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ? ইতি (৮।৯।২)। সঃ হ উবাচ—নাহ খলু অয়ম্ ভগবঃ এবম্ সম্প্রতি আত্মানম্ জানাতি—অয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি, নো এব ইমানি ভূতানি। বিনাশম্ এব অপীতঃ ভবতি। ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি ইতি (৮।১১।১)।

সরলার্থ ঃ (তখন) সমিধহস্তে ইন্দ্র আবার ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—'ইন্দ্র, তুমি শান্তহৃদয়ে চলিয়া গিয়েছিলে, আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে?' ইন্দ্র বলিলেন—'ভগবান, এই সময়ে ইনি নিজের বিষয়েই জানিতে পারেন না যে 'ইহাই আমি' এবং ইনি প্রাণীদিগকেও জানিতে পারেন না। ঐ সময়ে ইহার যেন বিনাশ হয়। এ উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।'

৬১৯. এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদ্বসাপরাণি পঞ্চবর্ষাণীতি। স হাপরাণি পঞ্চ বর্ষা-ণ্যুবাস তান্যেকশতং সম্পেদুরেতত্তদ্ যদাহুরেকশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্যমুবাস তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩

অন্বয়ঃ এবম্ এব এষঃ, মঘবন্! ইতি হ উবাচ এতম্ তু এব তে ভূয়ঃ অনু-ব্যাখ্যাস্যামি (৮।৯।৩)। নো (ন+উ, না) এব অন্যত্র (অন্য) এতস্মাৎ (প্রকৃত আত্মা হইতে)। বস (বাস কর) অপরাণি পঞ্চবর্ষাণি (আর পাঁচ বৎসর) ইতি। সঃ হ অপরাণি পঞ্চবর্ষাণি উবাস (বাস করিয়াছিল)। তানি (সেই সমুদয়) একশতম্ (১০১ বৎসর) সম্পেদুঃ (পূর্ণ হইয়াছিল)। এতৎ (ইহা) তৎ (সেই জন্য) যৎ (যে) আহুঃ (লোকে বলে) একশতম্ হ বৈ বর্ষাণি (১০১ বৎসর) মঘবান্ প্রজাপতৌ (প্রজাপতির নিকট) ব্রহ্মচর্যম্ উবাস (ব্রহ্মচারীরূপে বাস করিয়াছিল)। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি বলিলেন—ইন্দ্র, ইহা এই রকমই। এই আত্মার বিষয়ে আবার তোমাকে উপদেশ দিব, ইহা ছাড়া অন্য কিছু ব্যাখ্যা করিব না। তুমি আরও পাঁচ বৎসর এখানে বাস কর। ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসর বাস করিলেন। সবশুদ্ধ একশ এক বৎসর হইল। এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে, 'ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশ এক বৎসর ব্রহ্মচর্য নিয়া বাস করিয়াছিলেন।' (তখন) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—।

দ্বাদশ খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—অশরীরী আত্মা ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা

৬২০. মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽ-ধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়া-প্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ মঘবন্! মর্ত্যম্ বৈ ইদম্ (এই) শরীরম্ আত্তম্ (গৃহীত, গ্রস্ত) মৃত্যুনা (মৃত্যু কর্তৃক)। তৎ (সেই শরীর) অস্য অমৃতস্য অশরীরস্য আত্মনঃ (এই অশরীরী অমৃতস্বরূপ আত্মার) অধিষ্ঠানম্। আত্তঃ (গ্রস্ত) বৈ সশরীরঃ (শরীরী অবস্থায়) প্রিয়+অপ্রিয়াভ্যাম্ (প্রিয় ও অপ্রিয় কর্তৃক)। ন বৈ সশরীরস্য সতঃ

(শরীরী আত্মার, সৎ = সত্তা, সৎস্বরূপ) প্রিয়+অপ্রিয়য়োঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ের) অপহতিঃ (বিনাশ) অস্তি (আছে)। অশরীরম্ বাব সন্তম্ (অশরীর আত্মাকে) ন প্রিয়+অপ্রিয়ে (প্রিয় ও অপ্রিয়) স্পৃশতঃ (স্পর্শ করে)।

সরলার্থ ঃ হে ইন্দ্র, এই শরীর মরণশীল এবং মৃত্যুগ্রস্ত। ইহাই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। যাহার শরীর আছে তিনিই সুখদুঃখগ্রস্ত হন, তাঁহার সুখদুঃখের বিরাম নাই। অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।

৬২১. অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥ ২

৬২২. এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অশরীরঃ (শরীরবিহীন) বায়ুঃ, অভ্রম্ (মেঘ ; মেঘের প্রথমাবস্থা) বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নুঃ (মেঘগর্জন) অশরীরাণি এতানি (এ সমুদয় অশরীর)। তৎ যথা (যেমন) এতানি (এ সমুদয়) অমুষ্মাৎ আকাশাৎ (ঐ আকাশ হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া) পরম্ জ্যোতিঃ (পরম জ্যোতিকে) উপসম্পদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) স্বেন রূপেণ (স্বীয় রূপে) অভিনিষ্পদ্যন্তে (প্রকাশিত হয়)। এবম্ এব (তেমনি) এষঃ সম্প্রসাদঃ (প্রসন্নতাপ্রাপ্ত এই আত্মা) অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে (৮।৩।৪ টীকা)। সঃ (সেই আত্মা) উত্তমঃ পুরুষঃ (শ্রেষ্ঠ পুরুষ)। সঃ তত্র (সেই অবস্থাতে) পর্যেতি (সর্বত্র বিচরণ করে) জক্ষৎ (ভোজন করিয়া, বা হাস্য করিয়া) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিয়া) রমমাণঃ (আনন্দ লাভ করিয়া) স্ত্রীভিঃ বা (স্ত্রীলোকের সহিত) যানৈঃ বা (যানের সহিত, যানে আরোহণ করিয়া), জ্ঞাতিভিঃ বা (জ্ঞাতিগণের সহিত) ন (না) উপজনম্ (শরীরকে) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) ইদম্ শরীরম্ (এই শরীরকে)।—সঃ যথা (যেমন, ৪।১৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ) প্রযোগ্যঃ (রথাদিতে যাহাদিগকে যুক্ত করা হয় ; অশ্ব বা বলীবর্দ) আচরণে (রথে ; যাহাতে লোকে বিচরণ করিতে পারে) যুক্তঃ এবম্ এব (এই প্রকার) অয়ম্ প্রাণঃ (এই প্রাণ) অস্মিন্ শরীরে যুক্তঃ।

সরলার্থ ঃ (২য় ও ৩য় মন্ত্র)—বায়ু অশরীর ; মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন এই সবও তাই। ইহারা যেমন আকাশ হইতে উঠিয়া পরম জ্যোতির্ময় হইয়া আপন আপন রূপে প্রকাশিত হয়, সেই রকম সম্প্রসন্ন এই আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া পরম জ্যোতির্ময় হইয়া বিরাজ করে। ইহাই সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তখন নারী বা জ্ঞাতিগণের সঙ্গে বা যানে আরোহণ করিয়া সে আহারে, ক্রীড়ায় আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করিতে থাকে। যে দেহে তাহার উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন সে ভুলিয়া যায়। অশ্ব যেমন রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

মন্তব্য ঃ ৮।১২।৩. দেহে আত্মার জন্ম হয় বা উপজন্ম হয়, এই জন্য দেহের নাম 'উপজন'। শঙ্কর ইহার দুইটি অর্থ দিয়াছেন, (ক) স্ত্রীপুংসয়োঃ অন্যোন্যোপগমেন জায়তে ইতি উপজনম্ ; (খ) আত্মভাবেন বা আত্মসামীপ্যেন জায়তে ইতি উপজনম্ অর্থাৎ আত্মভাবে—আত্মার সমীপস্থরূপে উৎপন্ন হয়, এইজন্য শরীরকে উপজন বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ-গর্জন প্রভৃতির হস্তপদাদি অবয়ব নাই, সুতরাং ইহারা অশরীর। এই অশরীরের বায়ু প্রভৃতির ন্যায় আত্মাও অশরীর। কিন্তু বায়ু, অভ্রাদি কখন কখন স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তখন যেন ইহারা আকাশত্বই প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করা যায় না ; লোকে মনে করে কেবল আকাশই রহিয়াছে। তেমনি আত্মাও যখন শরীরে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন ইহার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করা যায় না, লোকে কেবল দেহই দেখে ; ইহার অতিরিক্ত যে আত্মা নামে এক বস্তু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না। শীতকালে বায়ু ইত্যাদি আকাশে বিলীন হইয়া থাকে। শীতের অবসানে ইহারা আকাশ হইতে উত্থিত হয় এবং সূর্যের কিরণ লাভ করিয়া নিজ নিজ প্রকৃতি লাভ করে। তখন ইহারা বায়ু, মেঘ প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয় এবং ইহা ইহাদিগের স্বরূপ। ইহারা যেমন আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া সূর্যের উত্তাপ লাভ করিয়া স্ব স্ব রূপ লাভ করে, আত্মাও তেমনি দেহ হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মাকেই সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে এবং ইহাই আত্মার স্বরূপ।

৬২৩. অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ যত্র (যে স্থলে) এতৎ [চক্ষুঃ] (এই চক্ষু) আকাশম্ (চক্ষুর যে কৃষ্ণতারা, সেই আকাশ) অনুবিষণ্ণম্ (অনুপ্রবিষ্ট) চক্ষুঃ সঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ (চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ) ; দর্শনায় (দর্শন করিবার জন্য) চক্ষুঃ। অথ যঃ (যিনি) বেদ (জানেন)—ইদম্ (ইহাকে) জিঘ্রাণি (ঘ্রাণ করিতে পারি) ইতি, সঃ আত্মা ; গন্ধায় (গন্ধ গ্রহণ করিবার জন্য) ঘ্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়)। অথ যঃ বেদ ইদম্ অভিব্যাহরাণি (কথা কহিতে পারি) ইতি, সঃ আত্মা ; অভিব্যাহারায় (কথা বলার জন্য) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়)। অথ যঃ বেদ ইদম্ শৃণবানি (শ্রবণ করিতে পারি) ইতি, সঃ আত্মা শ্রবণায় (শ্রবণ করিবার জন্য) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়)।

সরলার্থ ঃ এই দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ) আকাশের (অর্থাৎ কৃষ্ণ তারকার) যেই জায়গায় অনুপ্রবিষ্ট আছে, সেইখানেই চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ রহিয়াছেন। চক্ষু কেবল দেখিবার জন্য (অর্থাৎ পুরুষই দেখেন, চক্ষু কেবল দেখিবার যন্ত্র মাত্র)। দেহের মধ্যে থাকিয়া যিনি জানেন 'আমি আঘ্রাণ লইতেছি' তিনিই আত্মা, নাসিকা কেবল গন্ধ নিবার জন্য। যিনি জানেন 'আমি বাক্য উচ্চারণ করি' তিনিই আত্মা ; বাগিন্দ্রিয় কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য। যিনি জানেন 'আমি শুনিতে পারি' তিনিই আত্মা, কর্ণ কেবল শুনিবার জন্য।

৬২৪. অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ যঃ বেদ ইদম্ মন্বানি (মনন করিতে পারি) ইতি, সঃ আত্মা ; মনঃ অস্য (ইহার) দৈবম্ চক্ষুঃ (দৈব চক্ষু)। সঃ বৈ এষঃ (সেই এই পুরুষ) এতেন দৈবেন চক্ষুষা—মনসা (মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা) এতান্ কামান্ (এই সমুদয় কাম্যবস্তুকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) রমতে (আনন্দ লাভ করে)।

সরলার্থ ঃ আর যিনি জানেন যে 'আমিই মনন করিতেছি', তিনিই আত্মা, মন তাঁহার দৈব চক্ষু, তিনি মনোরূপ দৈব চক্ষু দ্বারা সমস্ত কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

মন্তব্য ঃ এই দুই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কেবল যন্ত্র মাত্র, ইন্দ্রিয়গণ দর্শনশ্রবণাদি করে না, করেন আত্মা।

৬২৫. যে এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাং সর্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্বে চ কামাঃ, স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৬

অন্বয় ঃ যে এতে (এই যে সমুদয় 'দেবতা') ব্রহ্মলোকে তম্ বৈ এতম্ [আত্মানম্] (সেই এই আত্মাকে) দেবাঃ (দেবগণ) আত্মানম্ উপাসতে (উপাসনা করেন)। তস্মাৎ (সেই জন্য) তেষাম্ (তাহাদিগের) সর্বে চ লোকাঃ (সমুদয় লোক) আত্তাঃ (প্রাপ্ত) সর্বে চ কামাঃ (সমুদয় কামনা)। সঃ সর্বান চ লোকান্ (সমুদয় লোককে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) সর্বান্ চ কামান্ (সমুদয় কাম্যবস্তুকে), যঃ (যিনি) তম্ আত্মানম্ (সেই আত্মাকে) অনুবিদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) বিজানাতি (জানেন) ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ—প্রজাপতিঃ উবাচ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ এই যে ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ ইঁহারা সেই আত্মাকেই উপাসনা করেন। সেইজন্য তাঁহারা সর্বলোক ও সকল কাম্যবস্তু লাভ করেন। এইভাবে যিনি সেই আত্মাকে জানিয়া বিশেষরূপে অনুভব করেন, তিনিও সকল লোক ও সকল কাম্যবস্তু লাভ করেন। প্রজাপতি এই কথাই বলিয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ (ক) কোন কোন সংস্করণে 'যে এতে ব্রহ্মলোকে' এই অংশকে ৫ম মন্ত্রের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ মন্ত্রের শেষ অংশের এই অর্থ হইবে—ব্রহ্মলোকে যে সমুদয় কামনা আছে (যে এতে ব্রহ্মলোকে), তিনি মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা সেই সমুদয় কামনা দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। (খ) কেহ কেহ ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রথম অংশের এই প্রকার অর্থ করেন—এই যে দেবতাগণ, ইঁহারা ব্রহ্মলোকে এই আত্মাকে উপাসনা করেন।

ত্রয়োদশ খণ্ড

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম

৬২৬. শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ শ্যামাৎ (শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ একাকার ব্রহ্ম হইতে) শবলম্ (বিচিত্র 'ব্রহ্মকে') প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই)। শবলাৎ (বিচিত্র ব্রহ্ম হইতে) শ্যামম্ (একাকার ব্রহ্মকে) প্রপদ্যে। অশ্ব ইব রোমাণি (অশ্ব যেমন লোমসমূহকে) বিধূয় (কম্পিত করিয়া, দূর করিয়া) পাপম্ (পাপকে), চন্দ্রঃ ইব (চন্দ্র যেমন) রাহোঃ (রাহুর) মুখাৎ (মুখ হইতে) প্রমুচ্য (প্রমুক্ত হইয়া) ধূত্বা (ত্যাগ করিয়া) শরীরম্, অকৃতম্ [ব্রহ্মলোকম্] (অসৃষ্ট বা নিত্য ব্রহ্মলোককে) কৃতাত্মা (কৃতকৃত্য হইয়া) ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্ভবামি (প্রাপ্ত হই) ইতি—অভিসম্ভবামি ইতি (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ আমি শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ভেদরহিত ব্রহ্ম) হইতে বিচিত্রবর্ণে (বিচিত্রতাপূর্ণ ব্রহ্মে) যাই। আবার বিচিত্র হইতে শ্যামবর্ণে যাই। অশ্ব যেমন লোম কম্পিত করে, তেমনি আমি পাপকে (কম্পিত করিয়া) দূর করি; চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হয়, আমিও তেমনি শরীর হইতে মুক্তি লাভ করি। তারপর কৃতাত্মা হইয়া অসৃষ্ট (অর্থাৎ শাশ্বত) ব্রহ্মলোক লাভ করি, (ব্রহ্মলোকই) লাভ করি।

মন্তব্য ঃ শঙ্করের মতে শ্যাম=হৃদয়স্থ ব্রহ্ম। দুরবগাহ্য বলিয়া ইহাকে শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। শবল=বহু কামনাযুক্ত ব্রহ্মলোক।

চতুর্দশ খণ্ড

আকাশরূপ ব্রহ্ম—পুনর্জন্মে অনিচ্ছা

৬২৭. আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশোঽহমনুপ্রাপৎসি স হাহং যশসাং যশঃ শ্যেতমদৎকমদৎকং শ্যেতং লিন্দু মাভিগাং লিন্দু মাভিগাম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ আকাশঃ বৈ নাম নামরূপয়োঃ (নাম ও রূপের) নির্বহিতা (নির্বাহক, প্রকাশক)। তে যৎ অন্তরা (নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে কিংবা যাহা নামরূপের অভ্যন্তরে) তৎ (তাহা) ব্রহ্ম, তৎ অমৃতম্ সঃ আত্মা। প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির) সভাম্ বেশ্ম (সভাগৃহকে) প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই)। যশঃ অহম্ (আমি) ভবামি (হই) ব্রাহ্মণানাম্ (ব্রাহ্মণগণের); যশঃ রাজ্ঞাম্ (রাজগণের), যশঃ বিশাম্ (বৈশ্যগণের, বিশ্ শব্দের মৌলিক অর্থ মনুষ্য)। যশঃ (যশকে) অহম্ অনুপ্রাপৎসি (প্রাপ্ত হইয়াছি)। সঃ হ অহম্ (সেই আমি) যশসাম্ (যশসমূহের) যশঃ। শ্যেতম্ (রক্তাভ শ্বেতবর্ণ) অদৎকম্ (ন দৎকম্=দন্তরহিত) অদৎকম্ (ভক্ষণশীল, 'অদ্' হইতে) শ্যেতম্ লিন্দু (পিচ্ছিল, ক্লেদময়) মা (না) অভিগাম্ (যেন পাই) লিন্দু মা অভিগাম্ (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ আকাশ নামরূপের প্রকাশক; এই নাম ও রূপ যাঁহার অভ্যন্তরে (কিংবা যিনি এই নামরূপের অভ্যন্তরে), তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা। আমি প্রজাপতির সভাগৃহে গমন করি। আমি ব্রাহ্মণগণের, রাজগণের ও বৈশ্যগণের যশলাভ করিয়াছি। আমি সমস্ত যশের যশ; আমি যেন রক্তবর্ণ, দন্তহীন অথচ ভক্ষক, পিচ্ছিল ক্লেদময় গৃহে না যাই (অর্থাৎ আমাকে যেন আবার জন্মগ্রহণ করিতে না হয়)।

পঞ্চদশ খণ্ড

সাধু জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র

৬২৮. তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ আচার্য-কুলাদ্ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরা-বর্ততে ॥ ১

অন্বয় ঃ তৎ হ এতৎ (সেই এই তত্ত্ব) ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে (প্রজাপতিকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে) মনুঃ প্রজাভ্যঃ (মানবগণকে)। আচার্যকুলাৎ (আচার্যকুল হইতে) বেদম্ অধীত্য (অধ্যয়ন করিয়া) যথাবিধানম্ (যথারীতি) গুরোঃ কর্ম + অতিশেষেণ (গুরুর কর্ম শেষ করিয়া অবসর-সময়ে), অভিসমাবৃত্য (প্রত্যাবর্তন করিয়া) কুটুম্বে (গার্হস্থ্যে) শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) স্বাধ্যায়াম্ অধীয়ানঃ (বেদপাঠ করিয়া) ধার্মিকান্ বিদধৎ (ধার্মিক পুত্রগণের পিতা হইয়া ; কিংবা ধার্মিক পুত্র ও শিষ্যগণকে পালন করিয়া) আত্মনি (নিজ আত্মাতে বা পরমাত্মাতে) সর্বেন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংপ্রতিষ্ঠাপ্য (সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া) অহিংসন্ (হিংসা না করিয়া) সর্বভূতানি (ভূতসমূহকে) অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ (তীর্থ ব্যতীত অন্যস্থানে) সঃ খলু এবম্ (এই প্রকারে) বর্তয়ন্ (জীবন যাপন করিয়া) যাবৎ + আয়ুষম্ (যাবজ্জীবন) ব্রহ্মলোকম্ অভি-সম্পদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ন চ পুনঃ আবর্ততে (প্রত্যাবর্তন করে), ন চ পুনঃ আবর্ততে (দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু মানবগণকে এই তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। যিনি আচার্যকুলে গুরুসেবা করিয়া অবসর সময়ে যথাবিধি অধ্যয়ন করেন, তারপর গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরিয়া পবিত্র স্থানে বেদ পাঠ করেন, ধার্মিক পুত্রের পিতা হন (কিংবা ধার্মিক পুত্র ও শিষ্যগণকে পালন করেন), সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আত্মাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তীর্থ ভিন্ন অন্যত্র হিংসা ত্যাগ করেন এবং যাবজ্জীবন এই রকম আচরণ করেন, তিনি (মৃত্যুর পর) ব্রহ্মলোকে যান, তাঁহাকে আর (জন্মলাভের জন্য) ফিরিয়া আসিতে হয় না—আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

মন্তব্য ঃ (ক) 'কর্মাতিশেষেণ'—কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ বিদ্যাসমাপ্তির পর গুরুর প্রতি যে কর্তব্য তাহা শেষ করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণা দিয়া। কিন্তু আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, মহাভারতেও ঠিক সেই অর্থেই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (শান্তিপর্ব, ২৪১।১৯)। (খ) তীর্থ—শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়, ক্ষেত্রাদি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মত

এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এই ব্রাহ্মণটিই কিঞ্চিৎ পূর্ণতর ও পরিবর্তিত আকারে চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাঠক আমাদের ব্যাখ্যা পড়িবার পূর্বে উপনিষদের এই দুইটি স্থল মনোযোগপূর্বক পাঠ করিবেন। মহর্ষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইয়া তদীয় পত্নীদ্বয়ের মধ্যে সম্পত্তিবিভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 'স্ত্রীপ্রজ্ঞা' কাত্যায়নীর তাহাতে অনিচ্ছা না হইবারই কথা। কিন্তু 'ব্রহ্মবাদিনী' মৈত্রেয়ী যখন প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই, তখন তিনি বলিলেন, "যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব তাহা দ্বারা কি করিব ? ভগবান্, এ বিষয়ে (অমৃতত্ব বিষয়ে) যাহা জানেন তাহা আমাকে বলুন্।" মহর্ষি সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে যাইতেছেন বটে, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি প্রেমশূন্য হন নাই, বরং মৈত্রেয়ীর এই কথায় তাঁহার পত্নীপ্রেম বর্ধিতই হইল। তিনি বলিলেন, 'তুমি প্রিয়াই ছিলে, (এখন) প্রিয়ত্ব বর্ধিত করিলে।' এই প্রিয়ত্বের কথা হইতেই আত্মোপদেশ আরম্ভ হইল। প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে এক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত আত্ম-তত্ত্বের সারসংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সে স্থলে আছে, "এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, এই সমুদয় অপেক্ষাই প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে প্রিয়তর বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলে—'তোমার প্রিয় (বস্তু) বিনাশ প্রাপ্ত হইবে'—সে এ প্রকার বলিতে সমর্থ এবং এ প্রকার ঘটিবেই। সুতরাং আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তাহার প্রিয় (বস্তু) নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।" 'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে' এই মতই দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা যে স্ত্রীপুত্রাদি আপন জনকে ভালবাসি, তাহার কারণ কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন আত্মপ্রীতিই মূল প্রীতি ; আত্মা স্বভাবতই আপনাকে ভালবাসে। জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে সে যে পরিমাণে আপনাকে দেখিতে পায়, সেই পরিমাণেই সে সকলকে ভালবাসে। পতি, পত্নী, সন্তান, স্বজাতি, স্বর্গ, দেবতা, সর্ববস্তু, এই-রূপেই প্রীতির আস্পদ হয়।

'আত্মপ্রীতির জন্য সর্ববস্তু প্রিয় হয়।' কিন্তু জাগতিক বস্তুগুলি কি প্রকৃত-পক্ষে আত্মা হইতে পৃথক্ এবং আত্মা কি তাহাদের অতিরিক্ত একটি ক্ষুদ্র বস্তু ? এই ক্ষুদ্র বস্তুর জন্যই কি সমুদয় বস্তু প্রিয় হয় ? যাজ্ঞবল্ক্যের মত না বুঝিলে এরূপই মনে হয় বটে। মনে হয় যেন তিনি প্রেমের নামে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতাই শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু বস্তুত তিনি এরূপ ভ্রমের অবসর রাখেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা মনোযোগপূর্বক পড়িলে দেখা যায় তিনি 'আত্মা' বলিতে এমন একটি বৃহৎ বস্তু বুঝেন যাহার বাহিরে কিছুই নাই, সমস্ত বস্তু যাহার অন্তর্গত। তাঁহার প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যার পর তিনি বলিতেছেন, '(সুতরাং এই) আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপ ধ্যান) করিতে হইবে। অয়ি মৈত্রেয়ী, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সমুদয় অবগত হওয়া যায়।' কিন্তু লোকে তো তাহা মনে করে না। লোকে মনে করে সহস্র প্রকার বস্তুর মধ্যে

আত্মা এক প্রকার বস্তুমাত্র, আত্মার অতিরিক্ত অসংখ্য বস্তু আছে, আত্মাকে সম্যক্‌রূপে না জানিয়াও, আত্মার সহিত ঐ সকল বস্তুর সম্বন্ধ বিচার না করিয়াও, বস্তুগুলিকে জানা যায়। এই ধারণা লইয়া কেবল সাধারণ লোক কেন, অপরা বিদ্যায় অনুরক্ত অধিকাংশ পণ্ডিত লোকও, নানা বস্তুর তত্ত্ব অনুসন্ধান করে, এবং এই ভাবে যে জ্ঞান লাভ করে তাহাকে পরম তত্ত্ব বলিয়াই মনে করে, ইহার অতিরিক্ত আর কোন গভীরতর তত্ত্ব আছে বলিয়া মনে করে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন এরূপ প্রয়াস বৃথা। আত্মাকে ছাড়িয়া কোন বস্তু সম্যক্‌রূপে জানিতে চেষ্টা করিলে সেই বস্তু অনুসন্ধিৎসুকে বঞ্চিত করে, পরিত্যাগ করে, তাহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে না। তাঁহার মতে, 'যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়দিগকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।...যে ব্যক্তি সমুদয় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সমুদয় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদয় বস্তু—(এই সমস্ত তাহা) যাহা এই আত্মা।' বিষয়কে বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র মনে করিলে তাহা যে ছিন্নসত্তা (abstract) কল্পনামাত্র হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি তাড্যমান্ দুন্দুভি, বাদ্যমান্ শঙ্খ, বাদ্যমান্ বীণা এবং অগ্নি হইতে নির্গত ধূমের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, ও বীণা এবং ইহাদের বাদক ব্যতীত যেমন ইহাদের শব্দের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, অগ্নি ব্যতীত যেমন ধূমের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, তেমনি বিষয়ী আত্মা ব্যতীত বিষয়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। আর এক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত সমুদ্র ও জলের, রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় ও চক্ষুরসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, এবং কর্ম ও গতি প্রভৃতি ও কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিতের সম্বন্ধ। সমুদ্র যেমন জলের 'একায়ন' অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয়, চক্ষুরসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন রূপরসনাদি বিষয়ের একায়ন, এবং হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় যেমন কর্ম ও গতি প্রভৃতির একায়ন, তেমনি আত্মা সমুদয় বস্তুর একায়ন। আত্মা সর্ববস্তুব্যাপী; স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যায় তিনি বস্তুমাত্রের সঙ্গেই জ্ঞেয়। যাজ্ঞবল্ক্য এই সত্যের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন, 'যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না, (কিন্তু) যে কোন স্থল হইতে জলগ্রহণ করা যায় তাহা লবণময়ই, তেমনি এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানময়।'

কিন্তু আত্মার সর্বব্যাপিত্ব দেখান ছাড়া এই দৃষ্টান্তের আর একটি উদ্দেশ্যও আছে। সেই উদ্দেশ্য এই যে আত্মা অসীমরূপে, সমষ্টিরূপে, সর্বদাই থাকেন বটে, কিন্তু আত্মার যে ব্যষ্টিরূপে, সসীমরূপে প্রকাশ,—যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি, সেই প্রকাশ অস্থায়ী। আত্মা বিজ্ঞানময় বটে, কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান, অভেদ বিজ্ঞান, বিষয়-বিষয়ি-ভেদশূন্য বিজ্ঞান, ইহা জীবের বিজ্ঞানের মত বিশেষ বিজ্ঞান নহে, বিষয়-বিষয়ি-ভেদযুক্ত বিজ্ঞান নহে। মৃত্যুর অবস্থায় এই বিশেষ বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়। এই মত শিক্ষা দিবার জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন—'(এই মহান্ আত্মা) এই সমুদয় ভূত হইতে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত হইয়া এই সমুদয়েই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর আর তাহার সংজ্ঞা থাকে না।'

এই শিক্ষাতে যে মৈত্রেয়ী বিস্মিত হইবেন, ইহা তাঁহার অবোধ্য হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাই তিনি বলিতেছেন, 'মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবে না—ইহা

বলিয়া ভগবান আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন।' এই সংবাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন—'ভগবান আমাকে গভীর মোহের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'আমি মোহজনক কোন কথা বলিতেছি না। বিজ্ঞানলাভের জন্য ইহাই পর্যাপ্ত।' অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমি মোহজনক কিছুই বলিতেছি না। এই আত্মা অবিনাশী এবং উচ্ছেদবিহীন।' তৎপরে যাহা বলিতেছেন তাহার ভাব এই যে—জীবদ্দশায় আমাদের জ্ঞানে বিষয়-বিষয়ীর, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ থাকে, কিন্তু মৃত্যুর অবস্থায় তা থাকে না, সুতরাং দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞান-ক্রিয়ায় যে বিচিত্র জগৎ প্রতীয়মান হয়,—যাহার মূল জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ—তাহা তখন থাকে না। বিষয়ের সহিত প্রভেদবশতই বিষয়ী জ্ঞানগোচর হন, জ্ঞেয়ের সহিত ভেদেই জ্ঞাতাকে জানা যায়; যে অবস্থায় বিষয়জগৎ থাকে না, কেবল আত্মাই থাকে, সে অবস্থায় আত্মা কিরূপে জ্ঞানগোচর হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, 'যে স্থলে (মনে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেই স্থলে একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন ইহার (অর্থাৎ জ্ঞানীর) নিকট সমুদয়ই আত্মা হইয়া যায়, তখন কিরূপে [কাহাদ্বারা] কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে, কিরূপে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কিরূপে কাহাকে মনন করিবে এবং কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাহাদ্বারা এই সমুদয়কে জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? অয়ি! বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?' এখন জিজ্ঞাস্য এই, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদবর্জিত যে অবস্থার কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন সেই অবস্থার পরিচয় তিনি কোথায় পাইলেন? পরিচয় অর্থাৎ জ্ঞানলাভ না করিলে কোন বস্তুর কথা বলা যায় না, উহা আছে কি না আছে, কিছুই বলা যায় না। আর যাহার পরিচয় বা জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাকে আর অজ্ঞেয় বলা যায় না, তাহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে?

ফলত, কথা এই যে জ্ঞানব্যাপারকে যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিশ্লেষণ তাঁহাকে জ্ঞানের উপাদানগুলির ভেদমাত্রই দেখাইয়াছে, অভেদের দিকটা, অথবা সম্যক্‌রূপে বলিতে গেলে ভেদের মধ্যে যে অভেদ—ভেদাভেদ—সেদিকটা স্পষ্টরূপে দেখান নাই। দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানব্যাপারে দ্রষ্টৃ-দৃষ্ট, শ্রোতৃ-শ্রুত, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, এরূপ দুইটি বস্তু সম্বন্ধ ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধই জ্ঞানের মূল ভাব, সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে আর জ্ঞানের জ্ঞানত্ব থাকে না। এই সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই আছে, ভেদাভেদই ইহার স্বরূপ। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় এই সম্বন্ধের এক দিক স্থায়ী বিজ্ঞাতা, অন্য দিক রূপরসাদি অস্থায়ী বিজ্ঞানমাত্র। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় যে এই সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে অসীম ও সসীমের সম্বন্ধ,—ইহার একদিকে অসীম জ্ঞানময় পরমাত্মা, অন্যদিকে সসীম জীবাত্মা যাহার নিকট পরমাত্মা নিজ জ্ঞানৈশ্বর্য প্রকাশিত করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। সুতরাং বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সসীম-অসীমের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে জ্ঞানের কিছুই থাকে না, এবং জ্ঞান না থাকিলে আত্মাও থাকে না, কারণ জ্ঞানই আত্মার মূল লক্ষণ, জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি অন্যান্য আত্মলক্ষণ অবস্থান করে। সুতরাং যে অবস্থার কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ থাকা দূরে থাক, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ ছাড়িয়া আত্মা থাকে, এই কথার কোনও অর্থই নাই। কোন অজ্ঞেয় অচিন্তনীয় অবস্থা এবং সেই অবস্থাযুক্ত কোন বস্তু যদি থাকেও, তাহা 'অমৃতত্ব' নামের উপযুক্ত

নহে। জ্ঞান, প্রেম, কর্মশক্তি প্রভৃতিতেই আত্মার মাহাত্ম্য। এই সমস্ত লক্ষণবিহীন হইয়া 'আত্মা' যদি অনন্ত কালও থাকে, সেই থাকার কোন মূল্য নাই। আখ্যায়িকার মৈত্রেয়ী দেবী স্বামীর অমৃতত্ব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না জানি না। আমরা ব্যাখ্যা-স্থলে উপস্থিত থাকিলে বলিতাম, যে সকল লক্ষণে আত্মার মূল্যবত্তা, সে সকল লক্ষণ-বিরহিত 'অমৃতত্ব' লইয়া আমরা কি করিব? 'ছান্দোগ্যে'র ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে ইন্দ্র বস্তুত তাহাই বলিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ-বর্জিত অবস্থার পরিচয় যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় পাইলেন? এই উপনিষদে চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সেই উত্তর—সুষুপ্তিতে। আমরা যথাস্থানে সেই উত্তরের বিচার করিব। এখন এইমাত্র বক্তব্য যে সেই উত্তরের জন্য সুষুপ্তি পর্যন্ত যাইবার প্রয়োজন নাই। জাগ্রতকালেও লোকে সেই একান্ত অভেদ অবস্থার প্রমাণ পায় বলিয়া মনে করে। যাজ্ঞবল্ক্য সেই 'প্রমাণের' উল্লেখ করিতে পারিতেন। জাগ্রদবস্থায় আমরা দেখি যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় বলিয়া মনে হয়—রূপ রসাদি বিজ্ঞান সে সমস্ত একে একে জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া যায়; কিন্তু জ্ঞাতৃরূপী আমরা থাকি। প্রত্যেক বিষয়ই যখন চলিয়া যায়, তখন এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কোন বিষয়ই আত্মার মূলস্বরূপের অন্তর্গত নহে, প্রত্যেকেই আগন্তুক, ব্যবহারিক; কোনটারই স্থায়ী পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; স্থায়ী পারমার্থিক অস্তিত্ব কেবল আত্মারই আছে, যে আত্মা এই পরিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে স্থির থাকে।

জ্ঞানের গোটা বিষয় অসম্বন্ধ বিজ্ঞান নহে। প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারে সসীম আত্মার নিজ অন্তরাত্মারূপে বিশ্বাত্মাকে জানে। বিশ্বাত্মা—সর্ববিষয়াশ্রয় বিশ্বরূপ পরমাত্মাই—প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারের অখণ্ড বিষয়। সুতরাং আমাদের সমক্ষে কোন বিষয় আসার প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট আংশিকভাবে বিশ্বাত্মার আবির্ভাব, এবং আমাদের নিকট হইতে কোন বিষয় চলিয়া যাইবার প্রকৃত অর্থ আমাদের সম্বন্ধে আংশিকভাবে বিশ্বাত্মার তিরোভাব। সুতরাং জ্ঞানের বিষয়সমূহ আগন্তুক নহে, ব্যবহারিক নহে। সসীম আত্মার নিকট তাহাদের আবির্ভাব এবং তাহা হইতে তাহাদের তিরোভাব অস্থায়ী। পরমাত্মার জ্ঞানে উহারা চিরস্থায়ী, তাঁহার চিন্ময় অঙ্গকান্তিরূপে উহারা পারমার্থিক। বিষয় যে স্থায়ী, পারমার্থিক, আমরা প্রত্যেক স্মৃতিব্যাপারেই তাহার পরিচয় পাই। প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারেই পূর্বজ্ঞান স্মৃতির আকারে উদিত হইয়া বলে, 'যাহা দেখিতেছ, শুনিতেছ, তাহা পূর্বের দেখা ও শোনা বিষয়, অথবা পূর্বের দেখা ও শোনা বিষয়ের সদৃশ।' বিষয় ও বিষয়জ্ঞান অস্থায়ী হইলে স্মৃতি, অর্থাৎ পূর্বজ্ঞানের পুনরুদয় সম্ভব হইত না এবং স্মৃতির অভাবে দেশকালপরিচ্ছিন্ন মানবীয় জ্ঞানও সম্ভব হইত না। স্মৃতির সময়ে যাহা আমাদের সমক্ষে আসে তাহা নূতন বিজ্ঞান নহে, পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব। পুরাতন বিজ্ঞান যদি বিনাশশীলই হইত,—(সাধারণ লোক এবং ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী যাহা মনে করেন),—যদি কোন স্থায়ী নিত্য আত্মাতে তাহা না থাকিত, তবে 'ইহাই সেই বিষয়, সেই পুরাতন বিজ্ঞান' এরূপ ধারণা অসম্ভব হইত। ফলত কোন অনির্দিষ্ট অনুমেয় পুরুষে নহে, আমাদেরই সাক্ষাৎ অন্তরাত্মারূপী নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মাতেই বিজ্ঞানসমূহ স্থায়িভাবে বর্তমান থাকে, কারণ তাহাদের পুনরাবির্ভাবে আমরা দেখি এবং বলি—ইহারা তো আমাদেরই পূর্বদৃষ্ট বা পূর্বশ্রুত বিষয়। আমাদের নিজ আত্মার ছাপ লইয়াই তাহারা পুনরাবির্ভূত হয়। বস্তুত যে নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ঐ সকল বিজ্ঞান লইয়া আমাদের আত্মারূপে পূর্বে আবির্ভূত

হইয়াছিলেন, তিনিই ঐ সকল বিজ্ঞান লইয়া পরে পুনরাবির্ভূত হন। জ্ঞান, স্মৃতি, বিস্মৃতি তাঁহারই আবির্ভাব-তিরোভাব।[১]

বিষয় যেমন স্থায়ী, পারমার্থিক, সসীম বিষয়ীও তেমনি স্থায়ী, পারমার্থিক। বিস্মৃতি-ভঙ্গে, স্মৃতির উদয়ে, দেখা যায় বিষয় আপাতদৃষ্টিতে অস্থায়ী, ব্যবহারিক হইলেও বস্তুত পরমাত্মার আশ্রয়ে স্থায়ী, সুতরাং পারমার্থিক। তেমনি সসীম জ্ঞান, সসীম আত্মা বিস্মৃতির অধীন অতএব আপাতদৃষ্টিতে অস্থায়ী হইলেও বস্তুত ইহা নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মার আশ্রয়ে স্থায়ী। বিস্মৃতির সময় যে কেবল আমরা আংশিকভাবে বিষয়জ্ঞানবর্জিত হই, তাহা নহে, আংশিকভাবে আত্মজ্ঞানবর্জিতও হই। প্রত্যেক বিষয়ের স্বরূপ এই—'আমি এই বিষয় জানিতেছি।' বিস্মৃতিতে কেবল যে বিষয়-জ্ঞানটি তিরোহিত হয় তাহা নহে; সেই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আত্মজ্ঞানটিও তিরো-হিত হয়। বিস্মৃতিতে যেমন বিষয়টিকে জানি না, তেমনি বিষয়টির জ্ঞাতাকেও জানি না। বিষয়টির সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্বের যে অংশটি ঐ বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ, সেই অংশটিও তিরোহিত হয়, যখন সমস্ত বিষয়জ্ঞান তিরোহিত হয়—যেমন মূর্ছা বা সুষুপ্তিতে—তখন আত্মজ্ঞানও তিরোহিত হয়। কিন্তু বিষয়জ্ঞান যেমন তিরোহিত হইলেও নিত্যজ্ঞানময় পরমাত্মাতে বর্তমান থাকে এবং স্মৃতির আকারে জীবাত্মায় পুনরাবির্ভূত হয়, আত্মজ্ঞানও তেমনি ব্যষ্টি বা সসীম আকারে তিরোহিত হইলেও সমষ্টিরূপী বিশ্বাত্মাতে বর্তমান থাকে এবং ব্যষ্টিরূপে পুনরাবির্ভূত হয়। ইহাতে নিশ্চিতরূপেই দেখা যায় যে সসীম আত্মা পরমাত্মার আশ্রয়ে স্থায়িভাবে অবস্থান করে,—তাহার সমস্ত ভেদ, ব্যক্তিত্বের সমস্ত সীমা লইয়াই অবস্থান করে। বিস্মৃতির অন্তে, স্মৃতির উদয়ে, যখন আমার জ্ঞান আমাতে ফিরিয়া আসে, তখন তাহা আমার জ্ঞান-রূপেই ফিরিয়া আসে, অন্যের জ্ঞানরূপে নহে। আমি যেমন অন্য ব্যক্তির জ্ঞান পাই না, আমার জ্ঞানই পাই, তেমনি অন্য ব্যক্তির অজ্ঞান, অন্য ব্যক্তির সীমাও পাই না, আমার অজ্ঞান, আমার সীমাই পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সর্বাধার পরমাত্মা অদ্বৈত অখণ্ড; তাঁহার বাহিরে, তাঁহার অতিরিক্ত কিছুই নাই; কিন্তু তাঁহার ভিতরে অসংখ্য ভেদ বর্তমান। তিনি তাঁহার অখণ্ড সমষ্টি-চৈতন্যকে তাঁহার আশ্রিত অসংখ্য ব্যষ্টি-চৈতন্যে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্যষ্টি-চৈতন্যের তিরোভাবের সময়ে মনে হইতে পারে সমষ্টিতে ব্যষ্টি বিলীন হইয়া গেল—সমষ্টির সহিত এবং পরস্পরের সহিত তাহাদের কোন ভেদ রহিল না; কিন্তু ব্যষ্টি যে তাহার সমস্ত ভেদ লইয়া—সমষ্টির সহিত ভেদ এবং পরস্পরের সহিত ভেদ লইয়া—পুনরাবির্ভূত হয়, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে ভেদ ব্যবহারিক নহে, মায়িক নহে। ইহা পারমার্থিক, পরমাত্মার স্বরূপের মধ্যেই ইহার স্থান আছে। পরমাত্মার জ্ঞানে ভেদের স্থান না থাকিলে তাহা জীবের জীবনে প্রকাশিত হইতে পারিত না—এক মুহূর্তের জন্যও নহে। যাহা কারণে নাই তাহা কার্যে আসিতে পারে না। হেগেলের কথায়—'Once is for ever'—যাহা সৃষ্টিতে একবার প্রকাশিত হইল তাহা সৃষ্টিকর্তাতে নিত্য কালই আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট গভীর সাধনপ্রণালী—আলোচনাধীন ব্রাহ্মণদ্বয়ের দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বিশ্বপ্রেম-সাধন এবং চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, পাপজয় ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি—সমস্তই ভেদাভেদমূলক। নির্বিশেষ অভেদই যদি পরম তত্ত্ব হয়, তবে এই সাধনব্যবস্থার কোন অর্থই নাই। আত্মা বা ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ ভেদশূন্য বস্তুই হন, দ্বৈত যদি 'ইব'ই হয়, অবিদ্যাজাতই হয়, তবে

১ "মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ"—(গীতা, ১৫।১৫)।

এই অবিদ্যার আধার কোন সসীম পুরুষের অভাবে এই অবিদ্যা তো সম্পূর্ণরূপে অর্থশূন্যই হয়, ঋষির প্রচারিত উৎকৃষ্ট সাধনতন্ত্রও অর্থহীন ও মূল্যহীন হয়। আত্মাকে দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে, আত্মবোধে সকলকে ভালবাসিতে হইবে—এই উপদেশ কাহাকে করা হইয়াছে? শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত—কাহাকে বলা হইতেছে? ব্রহ্মলোকে যাইতে বলা হইয়াছে কাহাকে? উপদেষ্টা উপদিষ্ট, সাধ্য সাধক, সকলই কি এক পরমাত্মা? সরল, নিরপেক্ষ, পক্ষপাতশূন্য হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে এবং ইহার সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিলে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের অসঙ্গতিদোষ স্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হইবে। যে ভেদের উপর সমস্ত ঔপনিষদিক সাধনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত, প্রথম হইতেই তাহা মিথ্যা, অবিদ্যাজনিত বলিয়া ধারণা হইলে সাধনে উৎসাহও হইবে না। অসত্যমূলক প্রচেষ্টায় কখনও দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় থাকিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা 'ইব'বাদ—যাহা পরবর্তী সময়ে 'মায়াবাদ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহার ভ্রম দেখাইতে কিঞ্চিৎ যত্ন করিলাম। কেবল 'মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ' ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াই এত কথা বলিতে হইল। এখনও অন্তত আরো দুইটি ব্রাহ্মণের সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা আবশ্যক। কিন্তু অনেক কথাই বলা হইয়া গেল। পরে এসকলের পুনরুক্তি না করিলেও চলিবে।

অতঃপর আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে জনক-যজ্ঞভূমিতে যাজ্ঞবল্ক্যের সাক্ষাৎ পাই। সেই যজ্ঞভূমিতে রাজর্ষি জনক এক সহস্র গাভী অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গে দশ পাদ স্বর্ণ বাঁধা ছিল। দেশ-বিদেশাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক বেদজ্ঞ, তাহার জন্য রাজার এই দক্ষিণা। রাজার ঘোষণার পর সকলেই নীরব হইলেন। কে আপনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিবে? যাজ্ঞবল্ক্য গরু ভালবাসিতেন। তিনি আপনাকে 'গোকাম' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেহ গাভীগুলি লইতেছেন না দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার একজন শিষ্যকে সেগুলি তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। রাজার হোতা পুরোহিত অশ্বল বলিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই কি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করিতেছি। কিন্তু আমরা গো লাভ করিতেই ইচ্ছা করি।' প্রকারান্তরে বলা হইল—'আপনারা আমার ব্রহ্মিষ্ঠত্ব পরীক্ষা করুন।' ব্রাহ্মণগণ তাহাই করিলেন। অশ্বলপ্রমুখ আট জন ঋষি তাঁহাকে বেদের কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড উভয় বিষয়েই নানা প্রশ্ন করিলেন। ঋষিদের মধ্যে একজন মহিলা, সম্ভবত চিরকুমারী ছিলেন,—গার্গী বাচক্নবী, অর্থাৎ গর্গগোত্রীয়া বচক্নুকন্যা। সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য আপন ব্রহ্মিষ্ঠতা প্রমাণ করিলেন। প্রশ্নগুলি এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর পাঠক বিশেষভাবে মূলগ্রন্থে পাঠ করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্যের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানবত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে দেশ কত উন্নত ছিল, দেশের পণ্ডিতগণ, কি পুরুষ কি নারী, সকলেই কতদূর চিন্তাশীল ছিলেন, তাহার পরিচয় পাইয়া জন্মভূমির গৌরবে হৃদয় উৎফুল্ল হয়।

যাহা হউক, আমরা আলোচ্য অধ্যায়ের নয়টি ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনটি মাত্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিসে সমুদয় ওতপ্রোত?' নানা সসীম বস্তুর নাম করিয়া অবশেষে মহর্ষি বলিলেন, 'ব্রহ্মলোকেই সমুদয় লোক ওতপ্রোত।' গার্গী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোত?' যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নকে 'অতিপ্রশ্ন' বলিয়া গার্গীকে থামাইয়া দিলেন। তিনি যেন বুঝিলেন যে প্রশ্নকর্ত্রী 'ব্রহ্মলোক' কথাটির অর্থই

বুঝিতে পারিতেছেন না। যে 'ব্রহ্মলোক' কথার অর্থ বুঝে সে এরূপ প্রশ্ন করে না। অনেকে জিজ্ঞাসা করে—'ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করিয়াছে?' তাহারা ঈশ্বর ও সৃষ্টির অর্থ বুঝে না। 'সৃষ্টি'র মধ্যে অনিত্যতার ভাব এবং 'স্রষ্টা' বা 'ঈশ্বর'-এর মধ্যে অসৃষ্টত্ব ও নিত্যত্বের ভাব নিহিত আছে। ঈশ্বর অর্থাৎ নিত্য বস্তুকে দেখাইয়া দিলেও যাহারা জিজ্ঞাসা করে, 'ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা কে?' তাহারা বুঝে না যে তাহাদের অসঙ্গত প্রশ্নের এই অর্থ—'নিত্য বস্তু কিরূপে হইল?'

যাহা হউক অষ্টম অধ্যায়ে গার্গী পুনরায় উঠিয়া মহর্ষিকে আবার সেই প্রশ্নই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ধরনটা লক্ষ করিবার উপযুক্ত। জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন দুইটিকে গার্গী ক্ষত্রিয়যুবকদের শত্রুঘাতী বাণদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি যেন ভাবিতেছিলেন যে এই 'বাণ'দ্বয়ে যাজ্ঞবল্ক্য নিহত হইবেন, তাঁহার ব্রহ্মিষ্ঠত্বের দাবি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না, যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নদ্বয়ের সন্তোষকর উত্তর দিলেন এবং গার্গী উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। ইহার পরে আর একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তৎপরেই সভাভঙ্গ হইল। যাহা হউক এবারেও গার্গীর প্রথম প্রশ্ন—'কিসে সমুদয় ওতপ্রোতভাবে বর্তমান?' সমুদয় বস্তু আকাশে অবস্থিত, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম উত্তর—'আকাশ'। এখানেই তো অধিকাংশ জিজ্ঞাসু থামিয়া যায়। আকাশও যে নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা যে একটি বৃহত্তর বস্তুর আশ্রিত, যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু নাই, যাহা স্বাধীন, অন্য-নিরপেক্ষ, স্বয়ম্ভু, এই চিন্তা কয়জন লোকের মনে উঠে? গার্গীর মনে এই চিন্তা উঠিয়াছিল, তাই তিনি প্রশ্ন করিলেন—'আকাশ কিসে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—'অক্ষর পুরুষে'। এবং তিনি সেই অক্ষর পুরুষের অভাবাত্মক ও ভাবাত্মক লক্ষণ দুইই বর্ণনা করিলেন। রূপ-রসাদি যাহা কিছু সসীম, তাহাদ্বারা তাঁহার লক্ষণা করিলে তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত বর্ণনা হয় না, তাঁহার অনন্তত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সমুদয়কেই তাঁহার সম্বন্ধে নিষেধ করিতে হয়, যদিও এই সমুদয়ই তাঁহার আশ্রিত, অন্তর্গত। তাঁহার অনন্তত্ব কোথায়? কি সেই লক্ষণ তাঁহার, যাহাতে তিনি সমুদয়কে ধারণ করিয়া সমুদয়ের অতীত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার বাহিরে আর কিছুই থাকিতে পারে না? সেই লক্ষণ তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব, তাঁহার জ্ঞান। জ্ঞানের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না, জ্ঞানই প্রকৃত অসীম। এই পুস্তক যে আকাশে আছে, তাহার বাহিরে অন্য আকাশ। এই দুই আকাশখণ্ড পরস্পরের বাহিরে। কিন্তু এই উভয় আকাশখণ্ডই জ্ঞানের—যে জ্ঞানকে 'আমার' বলি সেই জ্ঞানেরই—ভিতরে, অর্থাৎ ইহার আশ্রিত। জ্ঞানের পক্ষে চলিত অর্থে ভিতর-বাহির নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, অক্ষর অর্থাৎ জ্ঞানময় পুরুষ 'অন্তররহিত, বাহ্যরহিত'। আকাশের খণ্ডত্ব—'এখান' 'ওখানের' প্রভেদ—জ্ঞানের অখণ্ডত্ব-সাপেক্ষ। যে জ্ঞান 'এখান' 'ওখানে'র প্রভেদ করে, সে এই প্রভেদের অতীত। আকাশকে আপাতত অনন্ত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আপাত অপরিমেয় (indefinite) হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে অনন্ত (infinite) নহে, ইহা জ্ঞানের অধীন। আকাশকে যত বড়ই ভাবা যাক, ইহাকে জ্ঞানের অধীন বলিয়াই ভাবিতে হয়, যে জ্ঞানকে আমরা নিজ জ্ঞান বলি তাহারই অধীন ভাবিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়, নচেৎ ভাবনা বা বিশ্বাস কিছুই সম্ভব হয় না। এই জ্ঞানই প্রকৃত অনন্ত, ভূমা, যাহার ব্যাখ্যা পাঠক 'ছান্দোগ্যে'র সপ্তমাধ্যায়ে পাইয়াছেন। জ্ঞানরূপী অনন্ত বা ভূমা বহু সসীমের সমষ্টি নহেন। সসীমের সমষ্টি কখনও অসীম হইতে পারে না। তিনি প্রত্যেক সসীমের মধ্যে, তাহার আশ্রয়রূপে রহিয়াছেন। তিনি বিশ্বে যেমন অসীম, অণুতেও তেমনি

অসীম। এবং অসীম কেবল একই হইতে পারে, দুই অসীম অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞাতা একই—এক স্বাধীন জ্ঞাতার জ্ঞানই অসংখ্য অধীন জ্ঞাতাতে 'অনুস্যূত' হইয়া আছে।

এই সত্যের আভাস পাইলেই পাঠক গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের এই শেষ মীমাংসার অর্থ বুঝিতে পারিবেন, 'হে গার্গী, এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দর্শন করেন, তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু তিনি শ্রবণ করেন। তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন। তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন। ইঁনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, ইঁনি ভিন্ন অন্য কোন শ্রোতা নাই, ইঁনি ভিন্ন অন্য কেহ মন্তা নাই, ইঁনি ভিন্ন অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গী, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত-ভাবে বর্তমান রহিয়াছে।'

এখন আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে 'অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ' নামক সপ্তম ব্রাহ্মণে মীমাংসা ব্যাখ্যা করিব। উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে জানেন কি না। 'সূত্রাত্মা' অর্থ যিনি সূত্রের ন্যায় সমুদয় বস্তুকে একত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এবং 'অন্তর্যামী' অর্থ যিনি প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে অর্থাৎ ভিতরে থাকিয়া তাহাকে যমন অর্থাৎ নিয়মন, পরিচালন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বায়ু অর্থাৎ প্রাণই সূত্রাত্মা। তিনি অন্তর্যামি-তত্ত্ব কিছু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। মূল কথাটা এই—দেশকালাশ্রিত সসীম বস্তুর সহিত অনন্তস্বরূপ আত্মার সম্বন্ধ কি? সসীম বস্তু অসীমের আশ্রয় ছাড়া থাকিতে পারে না, ইহা ঠিক। এই অর্থে সসীম অসীমের সহিত এক। অসীমকে ছাড়িয়া, অসীমকে না জানিয়া, না ভাবিয়া, সসীমকে জানা যায় না, সুতরাং সসীম বস্তু বলিয়া স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই, অসীমই একমাত্র স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ বস্তু।

কিন্তু অসীমের সহিত সসীমের যেমন অভেদ আছে, তেমনি ভেদও আছে। জ্ঞানরূপী অসীম যেমন প্রত্যেক সসীম বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে, তেমনি প্রত্যেককে অতিক্রম করিতেছে, প্রত্যেকের সীমা ছাড়াইয়া অন্য বস্তুতে যাইতেছে। আমরা যাহাকে 'আমাদের জ্ঞান' বলি তাহাই তো অসীমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। সেই জ্ঞান যেমন এই পুস্তকখানাকে প্রকাশ ও ধারণ করিয়া আছে, তেমনি ইহাকে অতিক্রম করিতেছে। সে ইহার সীমা জানে এবং সীমা জানিতে যাইয়াই সীমা অতিক্রম করে ও অন্য বস্তুতে যায়। এই বস্তুকে জানা অর্থই ইহার সীমা জানা এবং অন্য বস্তুতে যাওয়া। এই রূপে ইহা প্রত্যেক বস্তুকে অতিক্রম করিয়া, সীমামাত্রকেই অতিক্রম করিয়া, নিজ অসীমত্বের পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে ইহার যে ধারণা, সেই ধারণার ভিতরে, সেই ধারণার আশ্রয়রূপে, অসীমের ধারণা রহিয়াছে। অসীমের ধারণা তাহার নিজ স্বরূপেরই ধারণা, সে নিজেই অসীম। কেবল অসীমই সসীমকে জানিতে পারে। আমরা অসীমের সঙ্গে এক বলিয়াই সসীমকে জানি, এবং সসীমকে জানিতে যাইয়াই অসীমকে জানি। সুতরাং অসীমের সহিত সসীমের সম্বন্ধ দাঁড়াইল এই যে সসীম এক অর্থে অসীমের সহিত ভিন্ন; ভিন্ন না হইলে, অসীমের সহিত একান্ত অভিন্ন হইলে, তাঁহার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারিত না, কারণ সম্বন্ধের পক্ষে ভিন্নতা চাই, অথচ অসীম সসীমের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে ধারণ ও চালন করিতেছে, যেমন শরীরের ভিতর আত্মা থাকিয়া শরীরকে জীবিত রাখে ও পরিচালিত করে। এই অর্থে সসীম অসীমের সহিত এক, অস্বতন্ত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা ভৌতিক বস্তু এবং প্রাণ, মন,

বিজ্ঞানাদি আধ্যাত্মিক বস্তুর উল্লেখ করিয়া এই সকল বস্তুর সঙ্গে অন্তর্যামিরূপী আত্মার—যিনি বিশ্বের আত্মা এবং জীবেরও আত্মা, সেই আত্মার—ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন যে আমাদের প্রত্যেকের সসীম ব্যক্তিত্বও এই সকল সসীম বস্তুর অন্তর্গত, কিন্তু আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের সীমা জানিতে যাইয়াই সীমা অতিক্রম করি, আমাদের মধ্যে, আমাদের অন্তরাত্মারূপে, অসীমের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। যাজ্ঞবল্ক্য সম্ভবত এই সসীম ব্যক্তিত্বকেই 'বিজ্ঞান' বলিয়াছেন। যে সকল বস্তুর ব্যক্তিত্ব নাই, যাহাদিগকে আমরা জড় বস্তু বলি, তাহারা অসীমকে না জানিয়াই তাঁহাদ্বারা পরিচালিত হয়। বিজ্ঞানরূপী আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তাহা অনেক স্থলেই নিদ্রিত ও অস্ফুট। যাহা হউক, আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের অন্তর্যামি-ব্যাখ্যার দুইটি নমুনামাত্র উদ্ধৃত করি। ইহা সর্বত্রই একরূপ। 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, (অথচ) পৃথিবী হইতে পৃথক (অর্থাৎ ভিন্ন), পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, কিন্তু পৃথিবী যাঁহার শরীর এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, ইঁনি তোমার আত্মা, (ইঁনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।' '…যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত, (অথচ) বিজ্ঞান হইতে পৃথক, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, কিন্তু বিজ্ঞান যাঁহার শরীর এবং বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বিজ্ঞানকে নিয়মিত করিতেছেন, ইঁনিই তোমার আত্মা, (ইঁনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।'

উপসংহারে যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতভাবের দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন। যেমন গার্গীকে বলিয়াছিলেন, তেমনি এস্থলেও বলিতেছেন, '(তিনি) অদৃষ্ট (কিন্তু সকলের) দ্রষ্টা, অশ্রুত (কিন্তু সকলের) শ্রোতা; তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু (তিনি সকলের) মননকর্তা; তিনি অবিজ্ঞাত, কিন্তু (সকলের) বিজ্ঞাতা। ইঁনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই, ইঁনি ভিন্ন কেহ শ্রোতা নাই, ইঁনি ভিন্ন কেহ মননকর্তা নাই, ইঁনি ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই। ইঁনিই তোমার আত্মা, ইঁনিই অন্তর্যামী ও অমৃত; ইঁনি ভিন্ন আর সমুদয় আর্ত।' তদনন্তর উদ্দালক আরুণি বিরত হইলেন।

এই অদ্বৈতভাবের ব্যাখ্যা আমরা অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায়ই দিয়াছি। অনন্তকে দর্শন মননাদি করা যায় না, ইহার অর্থ এই যে সসীম বস্তুকে যেভাবে দর্শন-মননাদি করা যায় সেভাবে অনন্তকে করা যায় না। এক ভাবে যে তাঁহাকেও দর্শন-মননাদি করা যায় তাহা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে স্পষ্টই বলিয়াছেন। এক অর্থে যে অনন্তই একমাত্র দর্শন-মননাদির বিষয় তাহাও নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ প্রভৃতি উপনিষদ শাস্ত্রে নানা স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আচার্য রামানুজ 'অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ'কে তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দর্শনের শাস্ত্রীয় ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক অর্থে একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অদ্বৈতের দিকে যাজ্ঞবল্ক্যের যেরূপ প্রবল ঝোঁক রামানুজ-দর্শনে তাহা দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের অমৃতত্বের ব্যাখ্যাও রামানুজদর্শনের বিরুদ্ধ। তাহা যে আমাদেরও সম্মত নহে, তাহা আমরা ইতিমধ্যেই দেখাইয়াছি, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আরো স্পষ্টরূপে দেখাইব।

সমস্ত চতুর্থ অধ্যায়টিই জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ। কিন্তু আমরা কেবল ইহার তৃতীয় ব্রাহ্মণটিই ব্যাখ্যা করিব। ইহাতে জনক যাজ্ঞবাল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ ?' অর্থাৎ জীবাত্মার জ্যোতি কি ?—কিসের দ্বারা জীবাত্মা ইহলোকে ও পরলোকে পরিচালিত হয় ? এই প্রশ্নের সহজ ও স্থূল উত্তর এই—সূর্যালোক দ্বারা, তাহার অভাবে চন্দ্রালোক দ্বারা, তাহার অভাবে অগ্নির আলোক দ্বারা

তাহার অভাবেও বাক্যদ্বারা। সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে কোন লোকের উচ্চারিত বাক্যই আমাদের চালক। কিন্তু এসকল 'জ্যোতি'ও তো স্বতন্ত্র জ্যোতি নহে। মূল জ্যোতি আত্মার নিজস্ব জ্ঞানশক্তি, তাছাড়া সূর্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, অগ্নি—এ সকলের জ্যোতি জ্ঞানলাভের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফলত এসকল জ্যোতিষ্মান বস্তু আত্মজ্যোতিরই অনুভাসন মাত্র[১] কিন্তু এস্থলে ঋষি স্পষ্টরূপে তাহা বলিতেছেন না। যেখানে সমুদয় অবান্তর আলোকের অভাব, সেখানে জিজ্ঞাসুকে লইয়া গিয়া মূল আত্মালোকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাইতেছেন। ইহাই যে মূল আলোক, ইহা যে নিজ শক্তিতে বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য ঋষি জিজ্ঞাসুকে জাগ্রদবস্থা ছাড়িয়া স্বপ্নাবস্থায় লইয়া গিয়াছেন।

যেসকল বস্তুকে লোকে আত্মার অতিরিক্ত বাহ্যবস্তু মনে করে, স্বপ্নাবস্থায় সেসকল বস্তু নাই, অথচ আত্মা নিজ শক্তিতে সে সকল বস্তু সৃষ্টি করে—'সেই স্থলে রথ নাই, রথের বাহনাদি নাই, এবং পথ নাই; তখন (এই আত্মা সেই স্থলে) রথ, রথের বাহনাদি এবং পথ সৃষ্টি করেন। সেই স্থলে আনন্দ, মোদ এবং প্রমোদ নাই, তখন আত্মাই আনন্দ, মোদ ও প্রমোদ সৃষ্টি করেন। যে স্থলে বেশান্ত, পুষ্করিণী বা নদী নাই, তখন (আত্মাই) বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্তা।' স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুসমূহ যে মানসিক, সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না। সেগুলি যে 'বাহ্যবস্তুর' অনুরূপ, তাহাও নিশ্চিত—এত অনুরূপ যে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত সেগুলিকে 'বাহ্যবস্তু' বলিয়াই বিশ্বাস হয়। যাহা মনের 'বাহিরে', যাহা 'জড়', তাহা কিরূপে মানসিক ব্যাপারের অনুরূপ হইল, ইহা সাধারণ অদার্শনিক লোকে ভাবিয়া দেখে না, তাই এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও বাহ্যবস্তু ও মানসিক বস্তুকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু বলিয়াই মনে করে। দার্শনিক জানেন মনের সঙ্গে সম্বন্ধ দুয়েরই এক, দুইই মানসিক বস্তু, তবে তিনি দ্বৈতবাদী হইলে বিশ্বাস করেন যে জ্ঞানগোচর 'বাহ্যবস্তুর একটা অজ্ঞেয় কারণ আছে। যাহা হউক, ঋষি এস্থলে ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আত্মা যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলির কর্তা, তেমনি তিনিই জাগ্রৎকালে দৃষ্ট 'বাহ্যবস্তু'সমূহেরও কর্তা, জড়জগৎ ও আত্মজগতে বস্তুত কোন দ্বৈত ভাব নাই। কিন্তু তাঁহার মতে বাহ্য ও অন্তর উভয় প্রকার বস্তুই বিনাশশীল,—'মৃত্যো রূপাণি' (৪।৩।৭)। এই সকল বস্তু আত্মার স্বরূপ—অমৃতত্ব—প্রকাশ করে না। অমৃতত্ব আমরা দেখি সুষুপ্তিতে—স্বপ্নহীন নিদ্রায়। এইস্থলে সুপ্ত হইয়া 'তিনি কোন প্রকার কামনাও করেন না, কোন প্রকার স্বপ্নও দর্শন করেন না' (৪।৩।১৯)—'ইহাই ইহার কামনা-রহিত, পাপরহিত, অভয় রূপ।······ইহাই ইহার আপ্তকাম, আত্মরাম, অকাম ও শোকাতীত রূপ।' (৪।৩।২১)। এই অবস্থায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভেদ ও ভেদমূলক সম্বন্ধ, এবং নৈতিক ভেদ—ধর্মাধর্ম—কিছুই থাকে না। 'এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হন। এই অবস্থায় স্তেন অস্তেন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস (হন)। পুণ্য ইহার অনুগমন করে না, পাপ ইহার অনুগমন করে না। তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদয় শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।' (৪।৩।২২)। এখন প্রশ্ন এই যে, এই অবস্থায় জ্ঞান থাকে কি না? 'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে' যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত এবং অনেকটাই নিষেধাত্মক উত্তর দিয়াছিলেন। এস্থলে তিনি ইহার বিস্তৃততর ও স্পষ্টতর উত্তর দিয়াছেন। এই

[১] তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি (মুণ্ডক ২।২।১০)।

উত্তর ৪।৩।২৩-৩২ শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। ইহার সারসংগ্রহ এই: দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, কথন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শ—এক কথায় জ্ঞান বিষয়-বিষয়ীর ভেদমূলক। জ্ঞান আত্মারই শক্তি, সুতরাং অবিনাশী। সুষুপ্তিতে এই জ্ঞানশক্তি থাকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে আত্মা এমন কিছু জানেন না যাহা তাহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত।

এখন, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই—আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি, যাহা জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিত হয়,—তাহাতে বিষয়-বিষয়ীর, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার, সসীম-অসীমের, ভেদ ও অভেদ অপরিহার্যরূপে বর্তমান। আমরা এরূপ জ্ঞানই জানি, অন্য কোনরূপ জ্ঞান জানি না. অন্য কোন অবস্থা যদি থাকেও, তাহাকে জ্ঞান বলিতে পারি না। আমাদের পরিচিত জ্ঞান যাহাতে স্মৃতি এবং বিস্মৃতি উভয়ই আছে, ইহাও দেখাইয়া দেয় যে সসীম আত্মার বিস্মৃতির সময়ে তাহার বিস্মৃত বিষয় অসীম আত্মাতে বর্তমান থাকে এবং স্মৃতির পুনরুদয়ে তাহা সসীমের সমক্ষে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তি একটি অভাবাত্মক অবস্থা। ইহাতে সসীম আত্মার জ্ঞান ও স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। ইহা নিজের পরিচয় দিতে পারে না। স্মৃতি ও জাগরণের তুলনায়ই ইহার পরিচয়। স্মৃতির পুনরুদয়ে যেমন বিস্মৃতির পরিচয়, পুনর্জাগরণে তেমনি সুষুপ্তির পরিচয়। বিস্মৃতি যেমন স্মৃতির অভাবমাত্র, সুষুপ্তি তেমনি জাগরণ ও স্বপ্নের অভাবমাত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য সুষুপ্তিকে আনন্দ ও অমৃতত্বের অবস্থা বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে কল্পনিক। জাগ্রদবস্থার বিষয়সমূহ শোক ও মৃত্যুর রূপ, তাঁহার এরূপ ধারণাবশতই এই সমুদয়ের অভাবযুক্ত সুষুপ্তিকে তাঁহার আনন্দ ও অমৃতত্ব বলিয়া বোধ হইয়াছে। সুষুপ্তিতে যখন জ্ঞান নাই, জ্ঞানের বিষয় নাই, বিষয়াভাবে বিষয়ীও নাই, তখন আনন্দ ও অমৃতত্বের বার্তা কে বলিবে? যাহা হউক বিষয়-বিষয়ীর ভেদাভেদমূলক জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানঘটিত জাগরণ ও স্মৃতি যে সাক্ষ্য দেয়, তাহাতে তো নিঃসন্দিগ্ধরূপেই দেখা যায় যে সসীমাত্মার সুষুপ্তিকালে তাহার জ্ঞান, তাহার আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই, তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু মূল জ্ঞান, যে জ্ঞান তাহার জ্ঞানরূপে আসে এবং তাহার জ্ঞানরূপে চলিয়া যায়, সেই জ্ঞান তাহার সর্বাবস্থায়ই—তাহার স্মৃতি বিস্মৃতিতে, নিদ্রা জাগরণে—অক্ষুণ্নই থাকে। তাহা সর্বাবস্থায় অক্ষুণ্ন না থাকিলে জীবের জ্ঞানোদয়, জ্ঞানাস্ত, স্মৃতি-বিস্মৃতি, নিদ্রা-জাগরণ, এ সকল অবস্থা সম্ভবই হইত না। জীব সুষুপ্তির পর পুনরায় জাগ্রত হইয়া দেখে তাহার তিরোহিত আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই পুনরাবির্ভূত হইয়াছে ও হইতেছে, নিদ্রার পূর্বে যে সকল ভেদযুক্ত হইয়া সেই জ্ঞান বর্তমান ছিল, সেই সকল ভেদ লইয়াই পুনরাবির্ভূত হইতেছে। সুষুপ্তির অবস্থাকে যাজ্ঞবাল্ক্য যেরূপ একান্ত অভেদের অবস্থা, প্রকৃতপক্ষে শূন্যময় অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সে অবস্থা হইতে জাগ্রৎকালীন বিচিত্র ভেদযুক্ত অবস্থা কদাচ আসিতে পারে না। জীবের ভোলার সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্রহ্মও সব ভুলিয়া যাইতেন, জীবের সুষুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্রহ্মও সুষুপ্ত হইতেন, তবে পুনর্জাগরণ, ভেদযুক্ত জগতের পুনরাবির্ভাব, অসম্ভব হইত। পূর্বেই বলিয়াছি যে স্মৃতির পুনরুদয়ে স্মৃত বিষয়ের পূর্বত্ব, প্রাচীনত্ব সূচিত হয়। পূর্ব বা পুরাতন জ্ঞানের পুনরাবির্ভাবে এই প্রকাশ পায় যে সে তিরোভাবের সময়েও বর্তমান ছিল, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদাভেদযুক্ত সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াই বর্তমান ছিল। সেইভাবে বর্তমান না থাকিলে সে পুনরায় সেই ভাবে আবির্ভূত হইতে পারিত না। সুতরাং সুষুপ্তির পর জীবের পুনর্জাগরণে ইহাই প্রমাণ হয় যে তাহার সুষুপ্তিকালীন

তিরোহিত জ্ঞান অনিদ্র চিরজাগ্রত পরমাত্মার আশ্রয়ে অপরিবর্তিত ভাবে বর্তমান ছিল এবং তথা হইতেই প্রত্যাগত হইতেছে।

প্রকৃত কথা এই যে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার মৌলিক একত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া জীব-ব্রহ্ম, সসীম-অসীম—এই ভেদই স্পষ্টরূপে করিতে পারেন নাই। মৌলিক অভেদের আশ্রয়ে উহার অবিরোধী একটি ভেদ যে থাকিতে পারে এবং জগতের সকল বিভাগেই যে সেই ভেদ সূচিত হইতেছে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। অভেদ স্বীকার করিলেই যেন ভেদ অস্বীকার করিতে হয়, এই তাঁহার ভাব। এরূপ চিন্তা একান্ত অভেদ-ন্যায়ের ফল, এবং একান্ত অভেদ-ন্যায় ও একান্ত ভেদ-ন্যায় উভয়ই অসম্যক, ভেদাভেদ-ন্যায়ই প্রকৃত ন্যায়। সুষুপ্তিতে সূচিত অবস্থাকেই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মলোক বলিয়াছেন। তিনি সর্বভেদরহিত আত্মার সম্বন্ধে বলিতেছেন—'তিনি সলিল (অর্থাৎ সলিলের ন্যায় ভেদরহিত) এক দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত। হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মলোক। ইঁনিই ইহার (অর্থাৎ ভেদযুক্ত জীবাত্মার) পরম গতি, ইঁনিই ইহার পরম সম্পৎ, ইঁনিই ইহার পরম লোক এবং ইঁনিই ইহার পরম আনন্দ। অন্য সমুদয় ভূত এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করে।' (৪।৩।৩২)। আলোচনাধীন ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে ঋষি নানা প্রকার উন্নত আনন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন ব্রহ্মানন্দ অন্য সকল আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চতুর্থ ব্রাহ্মণে ঋষি বলিয়াছেন যে কামনা লইয়া দেহত্যাগ করিলে পুনঃপুনঃ জন্ম হয়, কর্মানুসারে নানা প্রকার দেহ ধারণ করিতে হয়, কিন্তু যিনি দেহ থাকিতেই নিষ্কাম হন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। (৭ম শ্রুতি)। কিন্তু দেহ থাকিতেও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। 'এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া নিজ আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সমুদয় বস্তুকে আত্মরূপে দর্শন করেন; পাপ ইঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না, তিনি পাপকে সন্তপ্ত করেন। ইঁনি নিষ্পাপ, বিরজ ও সন্দেহরহিত হইয়া ব্রাহ্মণ হন। ইহাই ব্রহ্মলোক'—যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার বলিলেন। জনক বলিলেন, 'সেই আমি (অর্থাৎ ভগবৎ কর্তৃক উপদিষ্ট আমি) ভগবানকে বিদেহ দেশ দান করিতেছি এবং দাস্য কর্মের জন্য নিজেকেও দান করিতেছি।'

যাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে এবং অন্যত্র জীবন্মুক্ত অবস্থায় প্রেম, পবিত্রতা ও আনন্দের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে রাজার রাজ্যদান ও আপনাকে গুরুর দাস্যে বিনিয়োগ কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু এই প্রেম, পবিত্রতা ও আনন্দের অবস্থা জ্ঞানগ্রাহ্য—এমন জ্ঞানগোচর যে জ্ঞানে জ্ঞেয়-জ্ঞাতার, সসীম-অসীমের ভেদ ও অভেদ আছে, ইহাকে শূন্যময় সুষুপ্তির সঙ্গে এক করিতে যাইয়াই তিনি ভুল করিয়াছেন। তাঁহার সাধনের অভিজ্ঞতা অতি গভীর, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এই গভীরতা আলোচনাধীন ব্রাহ্মণদ্বয়ের নানা শ্লোকে সূচিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ঐ অসমীচীন তুলনা এবং তাঁহার মূল অভেদ-ন্যায় তাঁহার উচ্চ সাধনাদির উপরেও একটি সন্ন্যাস ও কর্মহীনতার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই ছায়া আধুনিক সাধকদিগকে যত্নের সহিত অপনীত করিতে হইবে।

উপনিষদের কোন কোন ঋষি, বিশেষত 'ছান্দোগ্যের' প্রজাপতি এবং 'কৌষীতকি'র চিত্র ও ইন্দ্র, যাজ্ঞবল্ক্যের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিষদ। 'ছান্দোগ্যে'র অষ্টম অধ্যায়ে যে ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ আছে, তাহা পড়িলে স্পষ্টই বোধ হয় এই সংবাদ-লেখক যাজ্ঞবল্ক্যের ভুল সংশোধন করিবার জন্যই এই সংবাদ লিখিয়াছেন। 'কৌষীতকি'র

ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদ পড়িলেও অনেকটা তাহাই বোধ হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতীয় ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ চিন্তাধারা চলিয়া আসিতেছে, ইহা নিঃসন্দেহ। আত্মার জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থাসমূহ, মানবজীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব—ইহাদের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেই ভারতীয় ব্রহ্মবাদ-দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সুষুপ্তির অবস্থা হইতে প্রলয়ের ধারণা, সুষুপ্তির পর জ্ঞানের উদয় হইতে সৃষ্টির ধারণা, এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা হইতে স্থিতির ধারণা হইয়াছে। সুষুপ্তির স্বরূপ নির্ণয়ে মতভেদ হওয়াতে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ হইয়াছে। আরুণি-যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ ঋষিগণ সুষুপ্তি ও সুষুপ্তি-সূচিত মৃত্যুকে একান্ত অভেদাবস্থা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের মতে আদিকারণ ব্রহ্ম—যাঁহা হইতে সমুদয়ের উৎপত্তি ও যাঁহাতে সমুদয়ের পুনঃপ্রবেশ, তিনি—অভেদ, নির্বিশেষ। নির্বিশেষ অভেদ হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, অথবা উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা বাস্তব জগৎ হইতে পারে না, তাহা 'ইব' মাত্র, অর্থাৎ মায়িক।

এই মতাবলম্বী ঋষিগণ সুষুপ্তিতেই থামিয়া যান, আত্মার যে আর একটি অবস্থা আছে, যাহা বস্তুত পরমাবস্থা, তাহা তাঁহারা দেখেন না। মানব জীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব তিরোভাব সত্ত্বেও, এই অবস্থা পরিবর্তনের মধ্যেও, মূল জ্ঞান তো অপরিবর্তনীয়ই থাকে। তিরোভাবের পর যে পুনরাবির্ভাব তাহাতে এই অপরিবর্তনীয়তা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের সমালোচনা করিতে যাইয়া বিশেষভাবেই তাহা দেখাইয়াছি। মূল জ্ঞানের এই অপরিবর্তনীয় অবস্থাই আত্মার চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা। ইহাই আত্মার পরমাবস্থা, ইহাই পরমাত্মভাব, ব্রহ্মভাব, ইহাই ব্রহ্মলোক। 'মাণ্ডুক্য' উপনিষদে ইহা অস্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। গৌড়পাদের 'মাণ্ডুক্য-কারিকাতে' ইহা মায়াবাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'ছান্দোগ্যে'র ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে ইহা অনেকটা স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে এবং 'কৌষীতকি'র চিত্র-আরুণি-সংবাদে এবং ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদে স্পষ্টতর হইয়াছে। প্রজাপতির প্রদত্ত চিত্তাকর্ষক আত্মস্বরূপ-বর্ণনার বার্তা শুনিয়া ইন্দ্র ও বিরোচন আত্মতত্ত্ব-শিক্ষার জন্য প্রজাপতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাপতির প্রথম উপদেশ—জাগ্রদবস্থার বর্ণনা—শুনিয়াই বিরোচন সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ইন্দ্র পরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার বর্ণনা শুনিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য যে সুষুপ্তির এত প্রশংসা করিয়াছেন, যাহাকে তিনি ব্রহ্মলোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ইন্দ্র অতিশয় উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং প্রজাপতিও এই উপেক্ষার অনুমোদন করিয়াছেন। ইন্দ্র এই অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছেন, "হে ভগবন্, এই সময়ে ইহা (অর্থাৎ জীবাত্মা) নিজের বিষয়ই জানিতে পারে না যে 'ইহাই আমি' এবং ইহা ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না। এ সময়ে ইহা বিনাশপ্রাপ্তই হয় (অথবা যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়), এ উপদেশে আমি ভোগ্য দেখিতেছি না।" (যে ভোগ্যভাব ইন্দ্র পূর্বে আত্মস্বরূপ বর্ণনায় দেখিয়াছিলেন)। প্রজাপতি বলিলেন, 'হে মঘবন্, ইহা এই প্রকারই। এ বিষয়ে তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিব এবং প্রকৃত আত্মা হইতে অন্য কিছু ব্যাখ্যা করিব না।'

প্রজাপতির শেষ উপদেশ পাঠক 'ছান্দোগ্য' উপনিষদের টীকা, অনুবাদ ও মন্তব্যের সাহায্যে পাঠ করিবেন। অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিলে ইহার এই মর্ম পাওয়া যায়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এ সকল অবস্থা মূল আত্মার অবস্থা নহে, এ সকল

শরীরী আত্মার অবস্থা। জীবাত্মা শরীরমুক্ত হইলেও, এমনকি শরীর থাকিতেও, তাহার দৈব চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মলোকের ভোগ্য সামগ্রীসমূহ দেখিতে পায়। ব্রহ্মলোকবাসী দেবতাগণ অর্থাৎ শুদ্ধাত্মাগণের সম্বন্ধে প্রজাপতি বলিয়াছেন, 'এই যে ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ—ইঁহারা সেই আত্মাকে উপাসনা করেন। সেই জন্য তাঁহারা সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন। যিনি এই প্রকারে সেই আত্মাকে লাভ করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন।' প্রজাপতি-কথিত ব্রহ্মলোক ও যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত ব্রহ্মলোক যে পরস্পর হইতে ভিন্ন, তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। 'কৌষীতকি'র বর্ণনাদ্বয় পাঠ করিলে এই ভিন্নতা আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা ঋষিদিগকে সর্বজ্ঞ মনে করেন তাঁহারা এইসকল পরস্পর-বিরুদ্ধ বর্ণনার একটা সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করেন। আমাদের ধারণা আমরা এই ভূমিকার প্রথমাংশেই বলিয়াছি। ঋষিদের প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টিতে অনেক তারতম্য আছে। যিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, ততটুকুই বলিয়াছেন। সকলের চিন্তার সামঞ্জস্য থাকা অসম্ভব। সেরূপ সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা আমাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। ঋষিগণ কোন বাহ্যিক প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া নিজ অভিজ্ঞতার উপরই দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিলেই ঋষিদিগের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখান হয় এবং ঋষিপথ অনুসরণ করা হয়।

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

সূচনা

বৃহদারণ্যক উপনিষদ শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ চতুর্দশ খণ্ড। শুক্ল যজুর্বেদের বহু শাখা আছে। তাদের মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যান্দিন শাখাই প্রসিদ্ধ। উভয় শাখার ব্রাহ্মণের নামই শতপথ ব্রাহ্মণ। আচার্য শংকর কাণ্ব শাখার অনুসরণ করেছেন। এখানেও কাণ্ব শাখার শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসরণ করা হয়েছে।

বৈদিক উপনিষদাবলীর মধ্যে এ উপনিষদ যে অতি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। পরবর্তী অনেক উপনিষদেই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আচার্য শংকর বলেন যে এ উপনিষদ আকারে বৃহৎ এবং অরণ্যে উপদিষ্ট হয়েছে বলে এর নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদ। এ উপনিষদ শুধু আকারে বড় নয়, ভাবগৌরবেও সমৃদ্ধ। এতে অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের আলোচনা আছে, ফলে প্রথম পাঠে এ উপনিষদ নীরস ও দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। পরে অবশ্য এ দুর্বোধ্যতা আর থাকে না।

সমগ্র উপনিষদখানি যে একই সময়ে সংকলিত হয়েছে তা মনে হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ব্রাহ্মণে একবার আচার্যদের বংশ পরিচয়, চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে দ্বিতীয়বার এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে তৃতীয়বার আচার্যদের বংশ পরিচয় আছে। তিনটি আবার এক প্রকার নয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ একবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং পুনরায় সামান্য পরিবর্তিত আকারে চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং এ থেকে এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে মনে হয় যে এ উপনিষদের সকল অংশ একই সময়ে বা একই ব্যক্তি দ্বারা সংকলিত হয়নি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের শংকরের বিস্তৃত ভাষ্য ব্যতীত, রঙ্গরামানুজের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এবং মধ্ব বিরচিত ভাষ্য আছে। বর্তমান যুগে রাধাকৃষ্ণণের ব্যাখ্যা ছাড়া আরো অনেক অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়।

এই উপনিষদটিতে এমন অনেক বিষয় আছে যা সাধারণত ধর্মগ্রন্থে থাকার কথা নয়। প্রাচীন ঋষিগণের নিকট ধর্ম ছিল সমগ্র জীবন ; কেবল মাত্র ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনের সীমাতেই তা আবদ্ধ থাকে নি। সেজন্য গতানুগতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনার বাইরে অনেক জীবনধর্মী বিষয়ও স্থান পেয়েছে এই উপনিষদে। ঐ সকল বিষয়ের প্রবক্তা ঋষির দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারলেই প্রকৃত তত্ত্বটি বোঝা যাবে।

শংকরভাষ্যের বার্তিকে সুরেশ্বরাচার্য বৃহদারণ্যককে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন—মধুখণ্ড, মুনিখণ্ড ও খিলখণ্ড। মুনিখণ্ড হচ্ছে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ আলোচনা আর মধুখণ্ডে অদ্বৈতবাদ আলোচিত হয়েছে। খিলখণ্ড হল পরিশিষ্ট। মুনিখণ্ডে উপদেশের যৌক্তিকতা বা উপপত্তি আর খিলখণ্ডে হল উপাসনা। বিষয় বিভাগের পরিকল্পনাটি এই বলে বোঝান যেতে পারে যে জীবন তো কর্ম বা যজ্ঞময় ; কিন্তু কর্মই শেষ কথা নয়, জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই পরম কাম্য।

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সান্বয় অনুবাদ ঃ অদঃ (উহা, ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (সর্বব্যাপী, অনন্ত) ইদং (এই সোপাধিক কার্যব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী) পূর্ণাৎ (কারণব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (কার্যব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্‌গত হন)। পূর্ণস্য (কার্যব্রহ্মের) পূর্ণম্ (পূর্ণত্ব) আদায় [বিদ্যাসহায়ে] (গ্রহণ করিলে, বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকৃত ভেদ দূর করিয়া পরব্রহ্মের সহিত আপনার একত্ব সম্পাদন করিলে) পূর্ণম্ এব (কেবল পূর্ণ ব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন, স্বরূপে অবস্থান করেন)।

সরলার্থ ঃ উহা (পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহা (নামরূপে স্থিত ব্রহ্ম) পূর্ণ। এই সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উদ্‌গত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আর সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম হইতে পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ত্রিবিধ বিঘ্নের (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) শান্তি হউক।

ভাবার্থ ঃ ব্রহ্ম জগদতীত ও জগদ্‌ব্যাপী; জন্ম বা সৃষ্টি ব্রহ্মের একত্বের বা পূর্ণত্বের কোন পরিবর্তন করে না।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

মানস অশ্বমেধ—জগতের নানা অংশকে অশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এবং অন্যান্য যজ্ঞাঙ্গরূপে চিন্তা

১. ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নি-র্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মাশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যম্। দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্ধমা-সাশ্চ পর্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি উদ্যন্ পূর্বার্ধো নিম্লোচঞ্জঘনার্ধো যদ্বিজৃম্ভতে তদ্বিদ্যোততে যদ্বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্ ॥ ১

অন্বয় ঃ ওম্। উষা বৈ অশ্বস্য মেধ্যস্য (যজ্ঞার্হ অশ্বের ; মেধ্য—যজ্ঞের উপযুক্ত) শিরঃ (মস্তক)। সূর্যঃ চক্ষুঃ ; বাতঃ (বায়ু) প্রাণঃ ; ব্যাত্তম্ (বিবৃত মুখ ; ব্যাদান করা হইয়াছে, এমন মুখ) অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর অগ্নি) ; সংবৎসরঃ আত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্ ; অন্তরিক্ষম্ উদরম্ ; পৃথিবী পাজস্যম্ (খুর) ; দিশঃ (চারি দিক) পার্শ্বে (দুই পার্শ্ব) ; অবান্তর-দিশঃ (মধ্যবর্তী চারিটি কোণ ; অব+অন্তর=মধ্যবর্তী) পর্শবঃ (পার্শ্বের অস্থিসমূহ) ; ঋতবঃ (ঋতুসমূহ) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ) ; মাসাঃ চ অর্ধমাসাঃ চ (অর্ধমাস অর্থাৎ পক্ষসমূহ) পর্বাণি (সন্ধিস্থলসমূহ) ; অহোরাত্রাণি (দিনরাত্রিসমূহ) ; প্রতিষ্ঠাঃ (পাদ) ; নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ) অস্থীনি (অস্থিসমূহ) ; নভঃ (নভস্থ মেঘ) মাংসানি (মাংসসমূহ) ; ঊবধ্যম্ (উদরস্থ অর্ধজীর্ণ খাদ্য) সিকতাঃ (বালুকারাশি) সিন্ধবঃ (নদীসমূহ) গুদাঃ (রক্ত প্রবাহিত হইবার নাড়ীসমূহ ; কিংবা অন্ত্র) ; যকৃৎ চ ক্লোমানঃ চ (ক্লোম নামক অংশ), পর্বতাঃ (পর্বতসমূহ) ; ওষধয়ঃ চ (ওষধিসমূহ) বনস্পতয়ঃ চ (বনস্পতিসমূহ) লোমানি (লোমসমূহ) ; উদ্যন্ (উদীয়মান ; উদীয়মান সূর্য) পূর্বার্ধঃ (দেহের সম্মুখ ভাগ) ; নিম্লোচন্ (অস্তগামী সূর্য) জঘনার্ধঃ (উত্তর ভাগ ; জঘন=দেহের নিম্নভাগ), যৎ (যে) বিজৃম্ভতে (মুখ বিদারণ করে ; গাত্র কম্পিত করে) তৎ বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়) ; যৎ বিধূনুতে (শরীর কম্পিত করে), তৎ স্তনয়তি (মেঘ গর্জন করে) ; যৎ মেহতি (মূত্রত্যাগ করে), তৎ বর্ষতি (বর্ষণ করে)। বাক্ এব (বাক্যই) অস্য (ইহার ; অশ্বের) বাক্ (বাক্য অর্থাৎ হ্রেষাধ্বনি)।

সরলার্থ ঃ উষাই যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তক ; সূর্য ইহার চক্ষু ; বায়ু প্রাণ ; অগ্নি বৈশ্বানর ইহার ব্যাদিত মুখ ; সংবৎসর এই অশ্বের দেহ। দ্যৌ ইহার পৃষ্ঠ ; অন্তরিক্ষ উদর ; পৃথিবী খুর ; উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক্‌গুলি ইহার দুই পার্শ্ব ; অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান এই মধ্যবর্তী দিকগুলি ইহার পাঁজর ; ঋতুসমূহ অঙ্গ ; মাস ও পক্ষ সন্ধিস্থল ; দিন ও রাত্রি পদসমূহ ; নক্ষত্রগণ অস্থি ; মেঘ ইহার মাংস ; বালুকারাশি ইহার উদরস্থ অর্ধজীর্ণ খাদ্য ; নদীসমূহ নাড়ী ;

পর্বতসমূহ যকৃৎ ও ক্লোম; ওষধি ও বনস্পতিরা লোম; উদীয়মান সূর্য ইহার পূর্বার্ধ এবং অস্তগামী সূর্য উত্তরার্ধ; তাহার জৃম্ভণে বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়; তাহার গাত্র কম্পনই মেঘগর্জন; অশ্ব যে মূত্র ত্যাগ করে, তাহাই হইল বারিবর্ষণ আর তাহার হ্রেষারবই শব্দ।

মন্তব্য ঃ (ক) পাজস্যম্—শঙ্কর বলেন পাদস্য স্থলে 'পাজস্যম্' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ পাদাসন স্থান (=খুর, আনন্দগিরি)। মহীধর ও উবটের মতে ইহার অর্থ 'বলকর' অঙ্গ। কিথ (Keith) 'flanks' (পার্শ্বাস্থি) ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে 'পর্শবঃ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার অর্থ পার্শ্বাস্থি। মোক্ষমূলার উপনিষদের অনুবাদে 'chest' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু শুক্লযজুর্বেদে (২৫।৮) এবং কৃষ্ণযজুর্বেদে (৫।৭।১৬) পাজস্য এবং ক্রোড় উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে; এই 'ক্রোড়' শব্দের অর্থ chest, তবে উপনিষদে ইহার অর্থ বক্ষঃস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া উদরের বহির্ভাগ পর্যন্ত সমস্ত অংশই হইতে পারে। দ্যোকে পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষকে উদর এবং পৃথিবীকে পাজস্য বলা হইয়াছে। (খ) ক্লোমানঃ—'ক্লোম' শব্দের অর্থবিষয়ে মতভেদ আছে। মোক্ষমূলার, গ্রিফিথ্‌স্ ও মনিয়ার উইলিয়ম্‌সের মতে ইহার অর্থ কুমকুম; কিথের মতে যকৃৎ, বোয়ারের মতে প্লীহা। শঙ্করাচার্য বলেন, হৃদয়ের অধোভাগে দক্ষিণদিকে যকৃৎ, বামদিকে ক্লোম; ইহা নিত্যবহুবচনান্ত, এই জন্য 'ক্লোমানঃ' ব্যবহৃত হইয়াছে। শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্যে মহীধর ও উবট উভয়ই ক্ষীরস্বামী ও কর্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ক্ষীরস্বামী বলেন, হৃদয়ের দক্ষিণে যকৃৎ ও ক্লোম এবং বামভাগে প্লীহা ও ফুস্‌ফুস্। কর্কের মতে 'ক্লোম' অর্থ গলনাড়ী অর্থাৎ গলনালী। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ 'Pancreas'। (গ) 'গুদ' শব্দের অর্থ মলদ্বার; কিন্তু এই শব্দ এস্থলে বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং নদীর সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। এই জন্য শঙ্করাচার্য 'নাড়ী' অর্থে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। টীকায় আনন্দগিরি বলেন ইহার অর্থ 'শিরা'। যজুর্বেদে 'স্থূলগুদা' ও 'গুদা' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্ভবত এই সকল স্থলে গুদা=অন্ত্র এবং স্থূলগুদা বা স্থূরগুদা=বৃহৎ অন্ত্র।

২. অহর্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমান্বজায়ত তস্য পূর্বে সমুদ্রে যোনী রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমান্বজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সংবভূবতুঃ। হয়ো ভূত্বা দেবানবহদ্বাজী গন্ধর্বানর্বাঽসুরানশ্বো মনুষ্যান্ সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ অহঃ (দিন) বৈ অশ্বম্ [অনু] (অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া) পুরস্তাৎ (পুরোভাগে; পূর্ব+অস্তাৎ) মহিমা (হবনীয় দ্রব্যের আধারভূত পাত্রবিশেষ) অনু অজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছিল)। তস্য (তাহার) পূর্বে সমুদ্রে (পূর্বসমুদ্রে) যোনিঃ (উৎপত্তিস্থল)। রাত্রিঃ এনম্ [অনু] (ইহা লক্ষ্য করিয়া) পশ্চাৎ (পশ্চিমভাগে) তস্য অপরে সমুদ্রে (পশ্চিম সমুদ্রে; কিংবা পশ্চিম সমুদ্র) যোনিঃ। এতৌ [মহিমানৌ] (মহিমা নামক এই দুইটি পাত্র) বৈ অশ্বম্ [অভিতঃ] (অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে) অভিতঃ সম+বভূবতুঃ (উৎপন্ন হইয়াছিল)। হয়ঃ (হয় জাতীয় অশ্ব) ভূত্বা (হইয়া) দেবান্ (দেবগণকে) অবহৎ (বহন করিয়াছিল); বাজী (বাজীজাতীয় অশ্ব; বাজ=শক্তি, বেগ) গন্ধর্বান্ (গন্ধর্বদিগকে); অর্বা (অর্বন্ নামক অশ্ব) অসুরান্ (অসুরদিগকে); অশ্বঃ মনুষ্যান্ (মনুষ্যগণকে)। সমুদ্রঃ এব অস্য বন্ধুঃ, সমুদ্রঃ যোনিঃ।

সরলার্থ ঃ সম্মুখে মহিমা নামে যে (সুবর্ণময়) পাত্র রাখা হয়, দিবসই সেই পাত্র; অশ্বের পরিচায়করূপে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব সমুদ্র ইহার উৎপত্তিস্থল। ইহার পশ্চাতে মহিমা নামে যে (রজতময়) পাত্র রাখা হয়, রাত্রিই সেই পাত্র; ইহাও অশ্বের পরিচায়করূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। পশ্চিম সমুদ্র ইহার উৎপত্তিস্থল। অশ্বের উভয়দিকে রাখা হইবে এই জন্যই মহিমা নামে এই দুইটি পাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। 'হয়' নাম ধরিয়া ইহা দেবগণকে বহন করিয়াছিল। 'বাজী' নাম ধরিয়া ইহা গন্ধর্বদের, 'অর্বা' নাম ধরিয়া অসুরদের এবং 'অশ্ব' নাম নিয়া মনুষ্যদের বহন করিয়াছিল। সমুদ্রই ইহার বন্ধু, সমুদ্রই ইহার উৎপত্তিস্থল।

মন্তব্য ঃ (ক) 'মহিমা' এক রকম পাত্র; ইহাতে হবনীয় দ্রব্য রাখা হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে দুইটি 'মহিমা'র আবশ্যক— সুবর্ণময়, অপরটি রজতময়। সুবর্ণময় 'মহিমা'কে অশ্বের পুরোভাগে এবং রজতময় 'মহিমা'কে অশ্বের পশ্চাৎভাগে রাখা হয়। (খ) শঙ্কর বলেন—'হয়,' 'বাজী', 'অর্বা' প্রভৃতি নির্দিষ্ট জাতিও হইতে পারে। (গ) 'অশ্বম্ ...... অন্বজায়ত'—শঙ্করাচার্য বলেন, 'আমরা যেমন বলি বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছে, (বৃক্ষম্ অনু বিদ্যোততে বিদ্যুৎ), তেমনি এস্থলে বলা হইয়াছে অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া মহিমা নামক পাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। টীকায় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন, এস্থলে 'অনু' শব্দ পশ্চাৎবাচী নহে, কিন্তু লক্ষণবাচী।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

কবিত্বের ভাষায় জগৎ ও অশ্বমেধের উৎপত্তি-কথন

১. নৈবেহ কিংচনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। সোঽর্চন্নচরত্তস্যার্চত আপোঽজায়ন্তার্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বম্। কং হ বা অস্মৈ ভবতি য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ ॥ ১

অন্বয় ঃ না (না) এব ইহ (এই সংসারে) কিম্+চন (কিছুই) অগ্রে আসীৎ (ছিল) মৃত্যুনা (মৃত্যুদ্বারা) এব ইদম্ (এই জগৎ) আবৃতম্ (আবৃত) আসীৎ অশনায়য়া (অশনায়া=ভোজনেচ্ছা); অশনায়া হি মৃত্যুঃ। তৎ (তখন) মনঃ (সঙ্কল্প) অকুরুত (করিল) আত্মন্বী (আত্মবান্=দেহযুক্ত; মনস্বী, প্রযত্নবান) স্যাম্ (হই) ইতি। সঃ অর্চন্ (অর্চনা করিয়া) অচরৎ (বিচরণ করিলেন)। অস্য অর্চতঃ (অর্চনাশীল মৃত্যু হইতে) আপঃ (জল) অজায়ন্ত (উৎপন্ন হইয়াছিল)। অর্চতে [মে] (অর্চনাকারীর যে আমি, সেই আমাতে) বৈ মে (আমার জন্য) কম্ (জল; সুখ) অভূৎ (হইয়াছিল) ইতি। তৎ এব (সেই জন্য, কিংবা তাহাই) অর্কস্য (অগ্নির—শঙ্কর; জলের—মোক্ষমূলার) অর্কত্বম্ (অর্কত্ব)। কম্ (জল, সুখ) হ বৈ অস্মৈ (ইহার জন্য) ভবতি (হয়), যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতৎ [অর্কত্বম্] (এই অর্কত্বকে) অর্কস্য (অর্কের) অর্কত্বক বেদ (জানেন)।

সরলার্থ ঃ পূর্বে এই সংসারে কিছুই ছিল না। 'অশনায়া' রূপ মৃত্যুদ্বারা এই সবই আবৃত ছিল, কারণ অশনায়াই (অর্থাৎ বুভুক্ষাই) মৃত্যু। তখন মৃত্যু সঙ্কল্প

করিলেন, 'আমি আত্মবান্ (অর্থাৎ দেহযুক্ত) হইব ' তিনি নিজেই নিজের অর্চনা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অর্চনারত সেই মৃত্যু হইতে জল উৎপন্ন হইল। (তিনি চিন্তা করিলেন) অর্চনারত আমার জন্য 'ক' অর্থাৎ জল উৎপন্ন হইল। ইহাই অর্কের অর্কত্ব অর্থাৎ এই জন্যই অর্কের নাম অর্ক হইয়াছে। যিনি এই রকম ভাবে ইহাকে জানেন তাঁহার জন্য জলের সমাগম হয়।

মন্তব্য : (ক) তৎ মনঃ অকুরুত—শংকরের মতে ইহার অর্থ—(তিনি) সেই মনকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি বলেন—'তৎ' শব্দ 'মনঃ' শব্দের বিশেষণ। (খ) আত্মন্বী—বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থলে 'আত্মা'=দেহ। (গ) অর্কস্য অর্কত্বম্—'অর্চ্' ধাতুর 'অর্' এবং 'ক' শব্দের যোগে অর্ক হইয়াছে। মূলে আছে—মৃত্যু অর্চনা করিয়াছিলেন, তাহার পর 'ক' উৎপন্ন হইয়াছিল। এই জন্য অর্কের অর্কত্ব। ইহার পরের মন্ত্রে আছে 'আপঃ বৈ অর্কঃ'। ইহাতে মনে হইতেছে 'অর্ক' অর্থ জল। শংকর বলেন—'অর্ক' অর্থ অগ্নি এবং 'অর্চনা'র সহিত ও 'ক' অর্থাৎ জলের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ আছে—এই জন্যই অগ্নির গৌণ নাম অর্ক। জলের সহিত অগ্নির কি সম্বন্ধ? তাহার উত্তর এই জলের অংশবিশেষ পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে। মৃত্যু এই পৃথিবীর উপরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দেহ উত্তপ্ত হইয়াছিল। এই উত্তপ্ত দেহ হইতেই অগ্নির উৎপত্তি।

২. আপো বা অর্কস্তদ্যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ
তস্যামশ্রাম্যত্তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজো রসো নিরবর্ততাগ্নিঃ ॥ ২

অন্বয় : আপঃ (জল) বৈ অর্কঃ। তৎ যৎ [শরঃ] (সেই যে শর) অপাম্ (জলের) শরঃ (শরবৎ অংশ) আসীৎ (ছিল), তৎ সম্ + অহন্যত (কঠিন হইল) সা পৃথিবী অভবৎ। তস্যাম্ (সেই পৃথিবী সৃষ্টিতে) অশ্রাম্যৎ (শ্রম করিয়াছিলেন, ক্লান্ত হইয়াছিলেন); তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য (সেই শ্রান্ত ও উত্তপ্ত মৃত্যুর) তেজোরসঃ (তেজোরূপ রস অর্থাৎ সারাংশ) নিরবর্তত (উৎপন্ন হইল) অগ্নিঃ।

সরলার্থ : জলই অর্ক। জলের যে সরের মত অংশ ছিল, তাহাই কঠিন হইল; তাহাই পৃথিবী (রূপে পরিণত) হইল। সেই সৃষ্টিকার্যে মৃত্যু ক্লান্ত হইয়াছিলেন। পরিশ্রান্ত এবং উত্তপ্ত মৃত্যু হইতে তেজের সার অংশ রূপে অগ্নি উৎপন্ন হইল।

মন্তব্য : (ক) তৎ যৎ—যৎ শব্দের অর্থ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য 'তৎ' শব্দের ব্যবহার; ইহার স্বতন্ত্র কোন অর্থ নাই। কেহ কেহ বলেন তৎ=সেখানে কিংবা তাহাতে। 'যৎ' শব্দ 'শরঃ' শব্দের বিশেষণ। কিন্তু 'শরঃ' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং 'যৎ' ক্লীবলিঙ্গ। বৈদিক সাহিত্যে সর্বলিঙ্গেই 'যৎ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে যৎ তৎ = যঃ সঃ। (খ) নিরবর্তত অগ্নিঃ—শংকর বলেন—এই অগ্নিই বিরাট্; উক্ত অংশের সারার্থ এই—জল হইতে অণ্ড উৎপন্ন হইল; এই অণ্ড হইতে বিরাটের উৎপত্তি এবং এই বিরাটই প্রথম শরীরী। (গ) অশ্রাম্যৎ—১।২।৬ অংশে ইহার অর্থ 'শ্রম করিয়াছিলেন'।

৩. স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ। তস্য প্রাচী দিক্ শিরোঽসৌ চাসৌ চেৰ্মৌ। অথাস্য প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্থ্যৌ দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়মুরঃ স এষোঽপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক্ব চৈতি তদেব প্রতিতিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্ ॥ ৩

অন্বয় : সঃ (সেই মৃত্যু; সেই অগ্নি) ত্রেধা (তিন প্রকারে) আত্মানম্ (আপনাকে)

বি + অকুরুত (ব্যাকৃত করিল; বিভক্ত করিল)—আদিত্যম্ তৃতীয়ম্ (তিন জনের একজন); বায়ুম্ তৃতীয়ম্। সঃ এষঃ প্রাণঃ ত্রেধা (তিন ভাগে) বিহিতঃ (সম্পন্ন হইল) তস্য (তাহার) প্রাচী দিক্ (পূর্বদিক) শিরঃ; অসৌ চ অসৌ চ (ঐ কোণ ঐ কোণ; ঈশাণ কোণ ও অগ্নিকোণ) ঈর্মৌ (বাহুদ্বয়); অথ অস্য প্রতীচী (পশ্চিম) দিক্ পুচ্ছম্; অসৌ চ অসৌ চ (ঐ কোণ, ঐ কোণ অর্থাৎ বায়ুকোণ ও নৈঋত কোণ) সক্থ্যৌ (উরুদ্বয়) দক্ষিণা চ (দক্ষিণ দিক্) উদীচী চ (উত্তরদিক) পার্শ্বে (দুই পার্শ্ব) দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্, অন্তরিক্ষম্ উদরম্; ইয়ম্ (এই; এই পৃথিবী) উরঃ (বক্ষঃস্থল) সঃ এষঃ (এই অর্করূপী মৃত্যু) অপ্সু (জলসমূহে) প্রতিষ্ঠিতঃ। যত্র ক্ব চ (যে কোন স্থলে) এতি (গমন করে) তৎ এব (সেই স্থলেই) প্রতি+তিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠালাভ করেন) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (যিনি জানেন)।

সরলার্থ : তিনি আপনাকে তিন ভাগ করিলেন—(তিন ভাগের এক ভাগ অগ্নি), এক ভাগ আদিত্য এবং এক ভাগ বায়ু। সেই প্রাণ এইরূপে তিনভাগে বিভক্ত হইলেন। পূর্বদিক তাঁহার মস্তক, ঐ কোণ, ঐ কোণ (অর্থাৎ অগ্নিকোণ ও ঈশানকোণ) তাঁহার দুই বাহু, আর পশ্চিম কোণ তাঁহার পুচ্ছ; নৈঋত ও বায়ু কোণ তাঁহার দুই উরু; দক্ষিণ ও উত্তর দিক তাহার দুই পার্শ্ব; দ্যুলোক তাঁহার পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ উদর এবং এই পৃথিবী বক্ষ। সেই অর্করূপী মৃত্যু জলে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইহা জানেন, তিনি যেখানেই যান না কেন সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

৪. সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুস্তদ্যদ্রেত আসীৎ স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদসৃজত। তং জাতমভিব্যাদদাৎ স ভাণকরোৎ সৈব বাগভবৎ ॥ ৪

অন্বয় : সঃ (তিনি) অকাময়ত (কামনা করিলেন); দ্বিতীয়ঃ মে (আমার) আত্মা (দেহ) জায়েত (উৎপন্ন হউক) ইতি। স মনসা (মন দ্বারা) বাচম্ (বাক্যকে; বাক্যের সহিত) মিথুনম্ সম্-অভবৎ (মিথুন ভাবে সম্মিলিত হইল) অশনায়া মৃত্যুঃ (অশনায়া নামক মৃত্যু)। তৎ যৎ (সেই যে) রেতঃ আসীৎ (হইয়াছিল) সঃ সংবৎসরঃ অভবৎ (হইল)। ন হ পুরা ততঃ (তাহার পূর্বে) সংবৎসরঃ আস (ছিল)। তম্ (তাহাকে, সেই রেতকে) এতাবন্তম্ কালম্ (এই পরিমাণ কাল) অবিভঃ (ধারণ করিয়াছিল) যাবান্ (যে পরিমাণ কাল) সংবৎসরঃ তম্ (রেত হইতে উৎপন্ন শিশুকে) এতাবতঃ কালস্য (এই পরিমাণ কালের) পরস্তাৎ (পরে) অসৃজত (সৃষ্টি করিল)। তম্ জাতম্ (জাত হইলে তাহাকে) অভি + বি + আ + অদদাৎ (গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল) সঃ (সেই শিশু) ভাণ ('ভাণ্' এই শব্দ) অকরোৎ (করিল)। সা এব (সেই শব্দই) বাক্ অভবৎ (হইল)।

সরলার্থ : তিনি কামনা করিলেন—'আমার দ্বিতীয় দেহ উৎপন্ন হউক'। তিনি (অশনায়ারূপী মৃত্যু) মনদ্বারা বাক্যের সহিত মিথুনভাবে মিলিত হইলেন। সেই মিথুনে যে বীজ ছিল তাহা সংবৎসর হইল। ইহার পূর্বে সংবৎসর ছিল না। সংবৎসরে যে পরিমাণ সময় তত সময় তিনি। মৃত্যু কিংবা বাক) তাহাকে (সেই বীজকে) ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে তাহাকে (সন্তানরূপে) সৃষ্টি করিলেন। যখন সে জাত হইল তখন তিনি (মৃত্যু) তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিলেন। সে

(উৎপন্ন শিশু) 'ভাণ্' এই শব্দ উচ্চারণ করিল। তাহাই হইল বাক্ অর্থাৎ এই রূপে প্রথম বাক্য সৃষ্টি হইল।

৭. স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে কনীয়োঽন্নং করিষ্য ইতি স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত যদিদং কিংচর্চো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্। স যদ্ যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমাধ্রিয়ত সর্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্বস্যৈতস্যাত্তা ভবতি সর্বমস্যান্নং ভবতি য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ (সেই মৃত্যু) ঐক্ষত (চিন্তা করিলেন) যদি বৈ ইমম্ (এই শিশুকে) অভিমংস্যে (হিংসা করি ; ভক্ষণ করি) কনীয়ঃ (অল্পতর) অন্নম্ (অন্নকে) করিষ্যে (করিব) ইতি। সঃ তয়া বাচা (সেই বাক্যদ্বারা) তেন আত্মনা (সেই দেহ দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সকলকে) অসৃজত (সৃষ্টি করিল) যৎ ইদম্ কিম্ চ (যাহা এই কিছু) ঋচঃ (ঋক্‌সমূহকে), যজূংষি (যজুর্মন্ত্রসমূহ) সামানি (সামমন্ত্রসমূহ) ছন্দাংসি (গায়ত্র্যাদি ছন্দসমূহ), যজ্ঞান্ (যজ্ঞসমূহ) প্রজাঃ (মনুষ্যাদিগকে) পশূন্ (পশুসমূহকে)। সঃ (সেই মৃত্যু) যৎ যৎ এব (যাহাকে যাহাকে) অসৃজত, তৎ তৎ (সেই সেই বস্তুকে) অত্তুম্ (ভক্ষণ করিতে) অধ্রিয়ত (সংকল্প করিল)। সর্বম্ (সর্ব বস্তুকে) বৈ অত্তি (ভক্ষণ করে) ইতি তৎ অদিতেঃ (অদিতির) অদিতিত্বম্। সর্বস্য এতস্য (এই সমুদয়ের) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি, সর্বম্ অস্য অন্নম্ ভবতি, যঃ এবম্ (এই প্রকারে) অদিতেঃ অদিতিত্বম্ বেদ (জানেন)।

সরলার্থ ঃ তিনি (অর্থাৎ মৃত্যু) চিন্তা করিলেন—যদি ইহাকে ভোজন করি তবে অল্প অন্নই সৃষ্টি করিতে পারিব। তখন তিনি সেই বাক্ এবং (সংবৎসররূপী) দেহের সাহায্যে ঋক্, যজুঃ, সাম, ছন্দ, যজ্ঞ, মানুষ, পশু ইত্যাদি যাহা কিছু আছে, সেই সবই সৃষ্টি করিলেন। তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহাই খাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি এই সব আহার করেন, তাই অদিতির নাম অদিতি। যিনি এই ভাবে অদিতির অদিতিত্ব জানেন, তিনি সকলের ভোক্তা এবং তাঁহার কাছে সব বস্তুই অন্ন (খাদ্য)।

মন্তব্য ঃ অত্তি অদিতিত্বম্—এই দুইটির মধ্যে উচ্চারণ সাদৃশ্য দেখিয়া ঋষি বলিয়াছেন—'অত্তি' ইহাই 'অদিতিত্ব'।

৮. সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্যমুদক্রামৎ। প্রাণা বৈ যশো বীর্যং তৎ প্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ অকাময়ত (কামনা করিলেন) ভূয়সা যজ্ঞেন (মহান যজ্ঞদ্বারা) ভূয়ঃ (পুনর্বার) যজেয় (যজ্ঞ করি) সঃ অশ্রাম্যৎ (শ্রম করিলেন) ; সঃ তপঃ অতপ্যত (তপস্যা করিলেন) ; তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য (সেই পরিশ্রমযুক্ত ও তপস্যাযুক্ত মৃত্যু হইতে) যশঃ বীর্যম্, উৎ+অক্রামৎ (নির্গত হইল)। প্রাণাঃ বৈ যশঃ বীর্যম্। তৎ [শরীরম্] (সেই শরীর কিংবা তৎ=তখন) প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু (প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হইলে) শরীরম্ শ্বয়িতুম্ অধ্রিয়ত (স্ফীত হইতে আরম্ভ হইল) তস্য শরীরে এব মনঃ আসীৎ (ছিল)।

সরলার্থ ঃ মৃত্যু কামনা করিলেন—'আমি মহাযজ্ঞ দ্বারা আবার যজন করিব।' পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি তপস্যা করিলেন। শ্রান্ত ও তপঃক্লিষ্ট সেই মৃত্যু হইতে যশ এবং বীর্য বাহির হইয়া গেল। প্রাণই এই যশ এবং বীর্য। প্রাণ বাহির হইয়া আসিলে তাঁহার শরীর স্ফীত হইতে লাগিল। মন শরীরেই রহিয়া গেল।

৯. সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্যদশ্বৎ তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্। এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনবরুধ্যৈবামন্যত। তং সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ। তস্মাৎ সর্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্তে, এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মায়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানস্তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সো পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্যাত্মা ভবত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ সঃ অকাময়ত (কামনা করিল) মেধ্যম্ (যজ্ঞার্হ) মে (আমার) ইদম্ (এই দেহ) স্যাৎ (হউক), আত্মন্বী (আত্মবান, দেহবান) অনেন (এই দেহদ্বারা) স্যাম্ (হই) ইতি। ততঃ (অনন্তর) অশ্বঃ সম্+অভবৎ (হইয়াছিল), যৎ অশ্বৎ (স্ফীত হইয়াছিল)। তৎ (তাহা) মেধ্যম্ অভূৎ (হইয়াছিল) ইতি। তৎ এব (ইহাই, এই হেতু) অশ্বমেধস্য (অশ্বমেধ যজ্ঞের) অশ্বমেধত্বম্। এষঃ (এই ব্যক্তি হ বৈ অশ্বমেধম্ বেদ (জানেন) যঃ এনম্ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ। তম্ (তাহাকে) অনবরুধ্য (অবরোধ না করিয়া, বন্ধন মোচন করিয়া) এব অমন্যত (চিন্তা করিলেন) ; তম্ সংবৎসরস্য পরস্তাৎ (সংবৎসর পরে) আত্মনে (আপনার জন্য) আলভত (উৎসর্গ করিলেন, হিংসা করিলেন) ; পশূন্ (অপরাপর পশুসমূহকে দেবতাভ্যঃ (দেবগণের উদ্দেশে) প্রতি+ঔহৎ (বিনাশ করিলেন) তস্মাৎ (সেই জন্য) সর্বদেবত্যম্ প্রোক্ষিতম্ (সকল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গকৃত) প্রাজাপত্যম্ (প্রাজাপত্য পশু) আলভন্তে (হিংসা করে), এষ (ইহাই) হ বৈ অশ্বমেধঃ যঃ এষঃ (এই যাহা) তপতি (উত্তাপ দিতেছে)। তস্য (তাহার অশ্বমেধরূপ আদিত্যের) সংবৎসরঃ আত্মা (দেহ) ; অয়ম্ অগ্নিঃ অর্কঃ ; তস্য ইমে লোকাঃ (এই সকল লোক) আত্মনঃ (দেহের অবয়বসমূহ)। তৌ এতৌ (এই দুইটি) অর্ক+অশ্বমেধৌ (অর্ক ও অশ্বমেধ) সা [দেবতা] (সেই দেবতা) উ পুনঃ একা এব (একই) দেবতা ভবতি মৃত্যুঃ এব (মৃত্যুই)। অপ [জয়তি] পুনর্মৃত্যুম্ (পুনর্বার মৃত্যুকে) জয়তি (জয় করেন) ন এনম্ (ইহাকে) মৃত্যুঃ আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), মৃত্যুঃ অস্য আত্মা ভবতি, এতাসাম্ (এই সমুদয় দেবতার মধ্যে) একঃ ভবতি।

সরলার্থ ঃ তিনি কামনা করিলেন, 'আমার এই দেহ (যজ্ঞের উপযুক্ত)হউক এবং আমি ইহাদ্বারা আত্মবান (দেহযুক্ত) হই।' তাঁহার দেহ স্ফীত (অশ্বৎ) হইয়াছিল। এই জন্য তিনি অশ্ব হইয়াছিলেন এবং তিনি মেধ্যও হইয়াছিলেন। এইভাবে অশ্বমেধ নাম হইল। যিনি ইঁহাকে এইরকম জানেন, তিনি অশ্বমেধতত্ত্ব জানেন। সেই পশুকে মুক্ত রাখিয়াই তিনি তাহার বিষয়ে চিন্তা করিলেন। এক বৎসর পরে তিনি তাহাকে নিজের জন্য উৎসর্গ করিলেন। অন্য সব পশু দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। এইজন্য, সে সকল পশুকে প্রাজাপত্য (প্রজাপতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত) রূপেই হিংসা (বধ) করা হয়। (কিংবা যে সকল পশুকে প্রাজাপত্য রূপে হিংসা করা হয়, তাহা সর্ব দেবতার উদ্দেশ্যই প্রদান করা হয়)। এই যে সূর্য তাপ বিকিরণ করেন, ইঁনিই অশ্বমেধ। সংবৎসর ইঁহার আত্মা, পার্থিব অগ্নিই অর্ক ; পৃথিবী প্রভৃতি লোক-

সমূহ ইঁহার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অর্ক ও অশ্বমেধ এই দুই মিলিয়া আবার একই দেবতা অর্থাৎ মৃত্যু। যিনি ইহা জানেন তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, মৃত্যু ইঁহাকে পায় না। মৃত্যু ইঁহার আত্মস্বরূপ হয় এবং তিনি এই দেবগণের সহিত অভিন্ন হন।

মন্তব্য ঃ (ক) 'অশ্বৎ' এবং 'অশ্ব' এই উভয়ের মধ্যে উচ্চারণ-সাদৃশ্য আছে, এই জন্য বলা হইয়াছে 'অশ্বৎ' (স্ফীত হইয়াছিল) বলিয়া ইহার নাম অশ্ব। (খ) পুনর্মৃত্যুম্—কেহ কেহ বলেন, এই স্থলে পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কথা বলা হইতেছে না। পরলোকে গমন করিবার পরে সেই লোকেও মৃত্যু হইয়া থাকে; এস্থলে সেই কথাই বলা হইতেছে। পরলোকেও যে মৃত্যু হয়, শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার বর্ণনা আছে (১২।৯।৩।১২ , ১০।৪।৩।১০ ইত্যাদি)।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

পাপের উৎপত্তি—দেবগণের উত্থান এবং অমৃতত্ব প্রাপ্তি—প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব

১০. দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ দ্বয়া (দুই প্রকার) হ প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তানগণ)—দেবাঃ চ, অসুরাঃ চ। ততঃ (তাহাদিগের মধ্যে) কানীয়সাঃ (কনিষ্ঠ) এব দেবাঃ জ্যায়সাঃ (জ্যেষ্ঠ) অসুরাঃ। তে (তাহারা) এষু লোকেষু (এই সকল লোকে অর্থাৎ ভোগ্য লোকের ভোগের জন্য) অস্পর্ধন্ত (স্পর্ধা করিয়াছিল) তে হ দেবাঃ উচুঃ (বলিয়াছিল) হন্ত (আনন্দসূচক অব্যয়) অসুরান্ (অসুরদিগের) যজ্ঞে উদ্গীথেন (উদ্গীথ দ্বারা ; উদ্গীথ=সামগান) অতি+অয়াম (পরাভব করিব) ইতি।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতির দুই সন্তান—দেব ও অসুর। ইহাদের মধ্যে দেবতারা কনিষ্ঠ এবং অসুরেরা জ্যেষ্ঠ। এই সব (ভোগ্য) লোকের জন্য তাঁহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। দেবতারা বলিলেন—'আমরা যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা অসুরদের পরাস্ত করিব।'

১১. তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো বাগুদগায়ৎ। যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং বদতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা ॥ ২

অন্বয় ঃ তে (তাহারা) হ বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়কে) উচুঃ (বলিয়াছিল) ত্বম্ (তুমি) নঃ (আমাদিগের জন্য) উদ্গায় (উদ্গীথ গান কর)। ইতি। তথা (তাহাই) ইতি। তেভ্যঃ (তাহাদিগের জন্য) বাক্ উৎ + অগায়ৎ (গান করিয়াছিল)। যঃ (যে ভোগ) বাচি (বাক্যে) ভোগঃ, তম্ (তাহাকে) দেবেভ্যঃ (দেবগণের জন্য , সকল ইন্দ্রিয়ের জন্য) আ + অগায়ৎ ('উদ্গান করিয়া লাভ করিয়াছিল); যৎ কল্যাণম্ বদতি (বলে) তৎ আত্মনে (নিজের জন্য)। তে (তাহারা) বিদুঃ (জানিয়াছিল)

অনেন উদ্গাত্রা (এই উদ্গাতা দ্বারা) বৈ নঃ (আমাদিগকে) অতি+এষ্যন্তি (পরাভব করিবে) ইতি। তম্ (তাহাকে) অভিদ্রুত্য (দ্রুত গমন করিয়া) পাপ্মনা (পাপ দ্বারা) অবিধ্যন্ (বিদ্ধ করিয়াছিল)। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপম্ (অনুচিত) বদতি, সঃ এব সঃ পাপ্মা।

সরলার্থ ঃ তাঁহারা বাগিন্দ্রিয়কে বলিলেন —'তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর'। বাক্ বলিলেন —'তাহাই হউক।' তখন বাক্ তাঁহাদের জন্য উদ্গীথ গান করিলেন। 'বাক্যের দ্বারা যে ভোগ লাভ হয়, তাহা সর্ব দেবতা (অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়গণ) ভোগ লাভ করুক, কিন্তু বাক্যের দ্বারা যে কল্যাণ লাভ হয় তাহা নিজের হউক'—(এই ভাবে বাক্ উদ্গান করিয়াছিলেন)। অসুরগণ জানিতে পারিল যে দেবতাগণ এই উদ্গাতা দ্বারা তাহাদের পরাজিত করিবে। এই জন্য তাহারা বাগিন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পাপবিদ্ধ করিল। লোকে যে অনুচিত বাক্য বলে ইহাই সেই পাপ। (অর্থাৎ অনুচিত বাক্য উচ্চারণই সেই পাপ —বাগিন্দ্রিয় এই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল, এই জন্য ইহা অনুচিত বাক্য উচ্চারণ করে)।

১২. অথ হ প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ প্রাণ উদগায়দ্ যঃ প্রাণে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং জিঘ্রতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ হ প্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে) উচুঃ (বলিয়াছিল)—ত্বম্ নঃ উদ্গায় ইতি। তথা ইতি। তেভ্যঃ প্রাণঃ উৎ+অগায়ৎ। যঃ প্রাণে ভোগঃ তম্ দেবেভ্যঃ আ+অগায়ৎ, যৎ কল্যাণম্ জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে) তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ অনেন বৈ নঃ উদ্গাত্রা অতি + এষ্যন্তি ইতি। তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপম্ জিঘ্রতি, সঃ এব সঃ পাপ্মা।

সরলার্থ ঃ তারপর তাঁহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বলিলেন, 'তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর'। তিনি বলিলেন, 'তাহাই হউক'। ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহাদের জন্য উদ্গীথ গান করিলেন। 'ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে ভোগ লাভ হয়, তাহা সর্বেন্দ্রিয়ই ভোগ করুক আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় (সুগন্ধ রূপ) যে কল্যাণ আঘ্রাণ করে তাহা নিজের হউক'—(এই ভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উদ্গান করিয়াছিলেন)। অসুরগণ জানিতে পারিল যে দেবতারা এই উদ্গাতার সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। এই জন্য তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পাপবিদ্ধ করিল। লোকে যে অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে, তাহা সেই পাপ। (অর্থাৎ অপ্রিয় গন্ধ গ্রহণই সেই পাপ ; ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই জন্য ইহা অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে)।

১৩. অথ হ চক্ষুরূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ৎ। যশ্চক্ষুষি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্যৎ কল্যাণং পশ্যতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্। স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি স এব স পাপ্মা ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ হ চক্ষুঃ উচুঃ ত্বম্ নঃ উদ্গায় ইতি। তথা ইতি। তেভ্যঃ চক্ষুঃ উৎ+অগায়ৎ। যঃ চক্ষুষি (চক্ষুতে) ভোগঃ, তম্ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ, যৎ কল্যাণম্ পশ্যতি (দেখে), তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ অনেন বৈ নঃ উদ্গাত্রা অত্যেষ্যন্তি ইতি

তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপম্ পশ্যতি, সঃ এব পাপ্মা।

সরলার্থ : ইহার পর তাঁহারা চক্ষুকে বলিলেন—'তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গান কর'। চক্ষু বলিলেন—'তাহাই হউক'। তখন চক্ষু তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন। 'চক্ষু দ্বারা যে ভোগ লাভ হয়, তাহা সর্বেন্দ্রিয়েরই হউক, কিন্তু চক্ষু যে (সুন্দর দৃশ্যরূপ) কল্যাণ দেখে তাহা নিজের হউক'—এই ভাবে চক্ষু উদ্‌গান করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল যে, দেবতারা এই উদগাতা দ্বারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিবে। এই জন্য তাহারা চক্ষুকে আক্রমণ করিয়া পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। লোকে যে কুরূপ দর্শন করে, তাহাই এই পাপ (অর্থাৎ কুরূপ দর্শনই এই পাপ; চক্ষু এই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল। এই জন্য চক্ষু কুরূপ দর্শন করে)।

১৪. অথ হ শ্রোত্রমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদগায়দ্যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্যৎ কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং শৃণোতি স এব স পাপ্মা ॥ ৫

অন্বয় : অথ হ শ্রোত্রম্ ঊচুঃ—ত্বম্ নঃ উদ্‌গায় ইতি। তথা ইতি। তেভ্যঃ শ্রোত্রম্ উদগায়ৎ। যঃ শ্রোত্রে ভোগঃ, তম্ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ, যৎ কল্যাণম্ শৃণোতি (শ্রবণ করে) তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ অনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রা অত্যেষ্যন্তি ইতি। তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ ইদম্ অপ্রতিরূপম্ শৃণোতি, সঃ এব সঃ পাপ্মা।

সরলার্থ : তারপর তাঁহারা কর্ণকে বলিলেন, 'তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গান কর।' তিনি বলিলেন, 'তাহাই হউক'। তিনি তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন। 'কর্ণ দ্বারা যে ভোগ লাভ হয় তাহা সর্বেন্দ্রিয়ই ভোগ করুক, কিন্তু যে কল্যাণবাণী শ্রবণ হয় তাহা নিজের হউক'—(এই ভাবে কর্ণ উদ্‌গান করিলেন)। অসুরগণ জানিতে পারিয়াছিল যে দেবগণ এই উদ্‌গাতা দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। এই জন্য তাহারা কর্ণকে আক্রমণ করিয়া পাপবিদ্ধ করিল। লোকে যে অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করে, তাহাই সেই পাপ (অর্থাৎ অশোভন বিষয় শ্রবণই পাপ, কর্ণ এই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল; এই জন্য কর্ণ অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করে)।

১৫. অথ হ মন উচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য মন উদগায়দ্যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্যৎ কল্যাণং সংকল্পয়তি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্। স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং সংকল্পয়তি স এব স পাপ্মৈবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিরুপাসৃজন্নেবমেনাঃ পাপ্মনাবিধ্যন্ ॥ ৬

অন্বয় : অথ হ মনঃ ঊচুঃ—ত্বম্ নঃ উদ্‌গায় ইতি। তথা ইতি। তেভ্যঃ মনঃ উদগায়ৎ। যঃ মনসি (মনে) ভোগঃ, তম্ দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণম্ সংকল্পয়তি (সংকল্প করে) তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ অনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রা অত্যেষ্যন্তি ইতি। তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এবং ইদম্ অপ্রতিরূপম্ সংকল্পয়তি, সঃ এব সঃ পাপ্মা। এবম্ উ (এই প্রকারে) খলু এতাঃ দেবতাঃ (এই সব দেবতা) পাপ্মভিঃ (পাপসমূহ দ্বারা) উপ + অসৃজন্ (সংসৃষ্ট করিয়াছিল) এবম্ এনাঃ (ইহাদিগকে) পাপ্মনা অবিধ্যন্।

সরলার্থ : তারপর তাঁহারা মনকে বলিলেন, 'তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গান কর'। তিনি বলিলেন, 'তাহাই হউক'। তখন মন তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন। 'মনে যে সুখ লাভ হয় তাহা সর্বেন্দ্রিয়ই ভোগ করুক, কিন্তু মন যে কল্যাণ সংকল্প করে তাহা নিজের হউক'—এই ভাবে মন উদ্‌গান করিয়াছিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিয়াছিল যে দেবগণ এই উদ্‌গাতা দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করিবে; এই জন্য তাহারা মনকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। মন যে অশুভ সংকল্প করে তাহাই সেই পাপ। (অশুভ সংকল্প একটি পাপ, মন এই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল; এই জন্য মন অশুভ সংকল্প করে)। এইভাবে সকল দেবতাকেই পাপ স্পর্শ করিল এবং অসুরগণই ইঁহাদিগকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল।

১৬. অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদ্‌গায়ত্তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনা-বিধ্যৎসন্ স যথাশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেতৈবং হৈব বিধ্বংসমানা বিষ্বঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাসুরা ভবত্যাত্মনা পরাস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭

অন্বয় : অথ হ ইমম্ আসন্যম্ প্রাণম্ (মুখস্থিত এই প্রাণকে) ঊচুঃ—নঃ উদ্‌গায় ইতি। তথা ইতি। তেভ্যঃ এষঃ প্রাণঃ উদগায়ৎ। তে বিদুঃ অনেন বৈ নঃ উৎগাত্রা অত্যেষ্যন্তি ইতি। তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যৎসন্ (বিদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল)। সঃ যথা (যেমন) অশ্মানম্ ঋত্বা (প্রস্তরকে প্রাপ্ত হইয়া; ঋত্বা = যাইয়া) লোষ্টঃ (মৃৎপিণ্ড) বিধ্বংসেত (বিশেষরূপে ধ্বংস হয়) এবম্ হ এব (এই প্রকারেই) বিধ্বংসমানাঃ (বিশেষরূপে ধ্বংসমান হইয়া) বিষ্বঞ্চঃ (সর্বদিকে গতি বিশিষ্ট) বিনেশুঃ (বিনষ্ট হইয়াছিল)। ততঃ (অনন্তর) দেবাঃ অভবন্ (হইয়াছিল; শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল); পরা [অভবন্] (পরাভূত হইয়াছিল) অসুরাঃ। ভবতি (শ্রেষ্ঠ হয়) আত্মনা (নিজেই; আপনার শক্তিদ্বারা) পরা [ভবতি] (পরাভূত হয়) অস্য (ইহার) দ্বিষন্ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যঃ (শত্রু) ভবতি, যঃ এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

সরলার্থ : ইহার পর তাঁহারা মুখস্থিত প্রাণকে বলিলেন, 'তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গান কর।' তিনি বলিলেন, 'তাহাই হউক'। এই প্রাণ তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিয়াছিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিয়াছিল, 'দেবগণ এই উদ্‌গাতা দ্বারা আমাদিগকে পরাস্ত করিবে।' তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপবিদ্ধ করিতে চাহিল। কিন্তু মাটির পিণ্ড যেমন পাথরকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই ধ্বংস হয়, তেমনি ইহারাও মুখ্য প্রাণকে বিনাশ করিতে গিয়া নিজেরাই বিধ্বস্ত হইল এবং চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। এইভাবে দেবগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অসুরগণ পরাভূত হইল। যিনি ইহা জানেন, তিনি আত্মশক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন এবং তাঁহার শত্রুগণ পরাভূত হয়।

মন্তব্য : ২-৭ এই ছয়টি মন্ত্রে বাক্, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং মুখ্য প্রাণের বিষয় আলোচনা করিয়া ঋষি মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র প্রাণই নিঃস্বার্থভাবে সকলের সেবা করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য সব ইন্দ্রিয় কেবল সাধারণভাবে অপরের সেবা করে, আর যাহা কল্যাণকর তাহা কেবল নিজের জন্যই রাখিয়া দেয়। বাক্যের যাহা কল্যাণ, অর্থাৎ যাহা কল্যাণকর বাক্য তাহা অপরাপর ইন্দ্রিয় ভোগ করিতে পারে না, তাহা কেবল বাগিন্দ্রিয়ের জন্যই। এইরূপ সুঘ্রাণ

কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের জন্য, সুদৃশ্য কেবল চক্ষুর জন্য, সুস্বর কেবল কর্ণের জন্য এবং সুসংকল্প কেবল মনের জন্য—এ সকল অপরাপর ইন্দ্রিয় ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু প্রাণ যাহা করে তাহা সকলের জনাই ; নিজের জন্য বিশেষভাবে কিছুই করে না। এইরূপে ঋষি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'প্রাণ সর্বশ্রেষ্ঠ'। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য (৫।১।৬-১৫)), কৌষীতকি (২।১৪) ও প্রশ্ন (২।২-১৩) দ্রষ্টব্য।

ভ্রাতৃব্যঃ—এই শব্দের মৌলিক অর্থ জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা, বা খুল্লতাত ভ্রাতা ইত্যাদি। নানা ঘটনায় ইহাদের মধ্যে শত্রুতা উপস্থিত হয়। এই জন্য কালক্রমে 'ভ্রাতৃব্য' অর্থ হইয়াছে 'শত্রু'।

১৭. তে হোচুঃ ক্ব নু সোঽভূদ্যো ন ইত্থমসক্তেত্যয়মাস্যেঽন্তরিতি সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ তে (তাহারা, দেবগণ) হ উচুঃ—ক্ব (কোথায়) নু সঃ (সে) অভূৎ (ছিল), যঃ (যে) নঃ (আমাদিগকে) ইত্থম্ (এই প্রকারে) অসক্ত (সংযুক্ত করিল) ইতি। অয়ম্ (ইহা) আস্যে অন্তঃ (মুখের মধ্যে) ইতি। সঃ (অয়াস্য নামক) আঙ্গিরসঃ (আঙ্গিরস নামক) অঙ্গানাম্ (অঙ্গসমূহের) হি রসঃ (সারভূত)।

সরলার্থঃ তারপর দেবগণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) বলিলেন, 'যিনি আমাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিলেন, তিনি কোথায় ছিলেন?' তিনি আস্যের মধ্যে (অর্থাৎ মুখের অভ্যন্তরে) ছিলেন। এই জন্য তাঁহার নাম 'অয়াস্য' এবং 'আঙ্গিরস', কারণ তিনি অঙ্গসমূহের রস অর্থাৎ সার।

১৮. সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯

অন্বয়ঃ সা বৈ এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) দূঃ নাম (দূর্ নামক) ; দূরম্ (দূরে) হি অস্যাঃ (এই দেবতার) মৃত্যুঃ। দূরম্ হ বৈ অস্মাৎ (এই ব্যক্তি হইতে) মৃত্যুঃ ভবতি (হয়), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

সরলার্থঃ এই দেবতা 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধ, কারণ মৃত্যু ইহার নিকট হইতে দূর হয়। যিনি এই রকম জানেন, মৃত্যু তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকে।

১৯. সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্ গময়াঞ্চকার তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাত্তস্মান্ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি ॥ ১০

অন্বয়ঃ সা বৈ এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) এতাসাম্ দেবতানাম্ (এই সমুদয় দেবতার) পাপ্মানম্ মৃত্যুম্ (পাপরূপ মৃত্যুকে) অপহত্য (পৃথক করিয়া ; বিনাশ করিয়া) যত্র (যেখানে) আসাম্ দিশাম্ এই সমুদয় দিকের) অন্তঃ (শেষ), তৎ (সেই স্থলে) গময়াঞ্চকার (প্রেরণ করিয়াছিল)। তৎ আসাম্ (ইহাদিগের) পাপ্মনঃ (পাপসমূহকে) বি-নি-অদধাৎ (স্থাপন করিয়াছিল)। তস্মাৎ (সেই জন্য) ন জনম্ (লোকের নিকট) ইয়াৎ (যাইবে) ন অন্তম্ (অন্তপ্রদেশে) ইয়াৎ নেৎ (শেষে ; ভয়সূচক অব্যয়) পাপ্মানম্ মৃত্যুম্ অনু + অব + আয়ানি (প্রাপ্ত হই), ইতি।

সরলার্থঃ সেই দেবতা এই সব দেবতার পাপরূপ মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া—যেখানে

সব দিক্ শেষ হইয়াছে সেখানে পাঠাইয়াছেন এবং সেখানেই তাঁহাদের পাপকে স্থাপন করিয়াছেন। সেইজন্য ঐ দেশের লোকের নিকটে যাইবে না এবং সীমান্ত প্রদেশেও না—শেষে না বলিতে হয়, 'আমি পাপরূপ মৃত্যুর কবলস্থ হইলাম'।

২০. সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্যাথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ ॥ ১১

অন্বয়ঃ সা বৈ এষা দেবতা এতাসাম্ দেবতানাম্ পাপ্মানম্ মৃত্যুম্ অপহত্য অথ এনাঃ (ইহাদিগকে) মৃত্যুম্ অতি + অবহৎ (বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল)।

সরলার্থঃ সেই দেবতা এই সকল দেবতাদিগকে পাপরূপ মৃত্যু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মৃত্যুর অতীত করিয়াছিলেন।

২১. স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত সোঽগ্নিরভবৎ সোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে ॥ ১২

অন্বয়ঃ সঃ বৈ বাচম্ এব (বাক্‌কেই) প্রথমাম্ (প্রথম স্থানীয় ; বাচম্-এর বিশেষণ) অতি + অবহৎ। সা (সেই বাক্) যদা (যখন) মৃত্যুম্ অতি + অমুচ্যত (মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিল), সঃ অগ্নিঃ অভবৎ (হইয়াছিল)। সঃ অয়ম্ অগ্নিঃ পরেণ [মৃত্যুম্] (মৃত্যুর পর) মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ (নির্মুক্ত) দীপ্যতে।

সরলার্থঃ তিনি বাক্‌কেই প্রথমে (মৃত্যুর পরপারে) লইয়া গেলেন। বাক্ যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি অগ্নিস্বরূপ হইলেন। সেই অগ্নি মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

মন্তব্যঃ (ক) মৃত্যুম্ অতি + অমুচ্যত – এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে।
(১) মৃত্যুম্ অতি = মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া ; অমুচ্যত = মুক্ত হইয়াছিলেন।
(২) অতি + অমুচ্যত = অতিক্রম করিয়াছিল।
(খ) পরেণ = সম্পূর্ণরূপে ; কিংবা = পরস্তাৎ, পরেণ মৃত্যুম্ = মৃত্যুর পরে।

২২. অথ প্রাণমত্যবহৎ স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যতে স বায়ুরভবৎ সোঽয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ অথ প্রাণম্ অত্যবহৎ। সঃ যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, সঃ বায়ুঃ অভবৎ। সঃ অয়ম্ বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ পবতে (প্রবাহিত হয়)।

সরলার্থঃ তারপর তিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে (মৃত্যুর পরপারে) লইয়া গেলেন। যখন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি বায়ু হইলেন। সেই বায়ু মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

২৩. অথ চক্ষুরত্যবহৎ তদ্ যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যোঽভবৎ সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ অথ চক্ষুঃ অত্যবহৎ। তৎ যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, সঃ আদিত্যঃ অভবৎ। সঃ অসৌ আদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ তপতি (তাপ দেয়)।

সরলার্থঃ তারপর তিনি চক্ষুকে (মৃত্যুর পরপারে) লইয়া গেলেন। যখন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি আদিত্য হইলেন। সেই আদিত্য মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া উত্তাপ দিতে লাগিলেন।

২৪. অথ শ্রোত্রমত্যবহৎ তদ্ যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত তা দিশোঽভবংস্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ অথ শ্রোত্রম্ অত্যবহৎ। তৎ যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, তাঃ দিশঃ (দিক্‌সমুদয়) অভবন্ (হইয়াছিল)। তাঃ ইমাঃ দিশঃ (সেই এই দিকসকল) পরেণ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তাঃ (নিমুক্ত)।

সরলার্থঃ তারপর তিনি কর্ণকে (মৃত্যুর পরপারে) লইয়া গেলেন। তিনি যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি দিক্‌সমূহ হইলেন। সেই দিকসমূহ মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া বর্তমান রহিয়াছে।

২৫. অথ মনোঽত্যবহৎ তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবং বেদ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ অথ মনঃ অত্যবহৎ। তৎ যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, সঃ চন্দ্রমাঃ অভবৎ। সঃ অসৌ চন্দ্র পরেণ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ ভাতি (দীপ্তি পায়)। এবং হ বৈ এনম্ (ইহাকে) এষা দেবতা (এই দেবতা) মৃত্যুম্ অতিবহতি, য এবম্ বেদ (জানে)।

সরলার্থঃ ইহার পর তিনি মনকে (মৃত্যুর পরপারে) লইয়া গেলেন। তিনি যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি চন্দ্র হইলেন। সেই চন্দ্র মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া দীপ্যমান হইলেন। যিনি এই রকম জানেন, মুখ্যপ্রাণ তাঁহাকে মৃত্যুর পরপারে বহন করিয়া লইয়া যান।

২৬. অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্যদ্ধি কিংচান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ অথ আত্মনে (আপনার জন্য) অন্নাদ্যম্ (অন্নাদিকে) অ + অগায়ৎ (গান দ্বারা লাভ করিয়াছিল) যৎ হি কিম্ চ অন্নম্ (যে কিছু অন্ন) অদ্যতে (ভুক্ত হয়) অনেন (ইহা দ্বারা ; কেহ কেহ বলেন অন=প্রাণ, অনেন=প্রাণদ্বারা) এব তৎ অদ্যতে। ইহ (ইহাতে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকে)।

সরলার্থঃ তারপর (মুখ্যপ্রাণ) গান করিয়া নিজের জন্য অন্নাদি লাভ করিয়াছিলেন। প্রাণিগণ যাহা কিছু আহার করে, তাহা এই প্রাণের সাহায্যেই করিয়া থাকে। এই প্রাণ অন্নেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

২৭. তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসীরনু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি তে বৈ মাভিসংবিশতেতি তথেতি তং সমন্তং পরিণ্যবিশন্ত। তস্মাদ্যদনেনান্নমত্তি তেনৈতাস্তৃপ্যন্ত্যেবং হ বা এনং স্বা অভিসংবিশন্তি ভর্তা স্বানাং শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্যন্নাদোঽধিপতির্য এবং বেদ য উ হৈবংবিদং স্বেষু প্রতি প্রতির্বুভূষতি ন হৈবালং ভার্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনুভবতি যো বৈ তমনু ভার্যান্ বুভূর্ষতি স হৈবালং ভার্যেভ্যো ভবতি ॥ ১৮

অন্বয়ঃ তে দেবাঃ (সেই দেবগণ) অব্রুবন্ (বলিয়াছিলেন) — এতাবৎ (এই পর্যন্ত, এই পরিমাণ) বৈ ইদম্ সর্বম্ যৎ অন্নম্ (যাহা অন্ন, কিংবা যে অন্নকে ভোজন করা হয়), তৎ (সেই অন্নকে) আত্মনে (নিজের জন্য) আ+অগাসীঃ (গান করিয়া লাভ করিয়াছ)। অনু (পশ্চাৎ) নঃ (আমাদিগকে) অস্মিন্ অন্নে (এই অন্নে) আভাজস্ব (বৈদিক, আভাজয়স্ব ; অংশী কর)। তে (সেই তোমরা) বৈ মা (আমাতে) অভি + সম্ + বিশত (প্রবেশ কর) ইতি। তথা ইতি। তম্ (তাহাকে) সম্ + অন্তম্ (সর্বতোভাবে) পরি + নি + অবিশন্ত (প্রবেশ করিল)। তস্মাৎ (সেই জন্য) যৎ [অন্নম্] (যে অন্নকে) অনেন (ইহা দ্বারা, প্রাণ দ্বারা) অন্নম্ অত্তি (ভোজন করে) তেন (তাহা দ্বারা) এতাঃ (এই সমুদায়) তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত হয়)। এবম্ (এই প্রকার) হ বৈ এনম্ (ইহাকে) স্বাঃ (জ্ঞাতিগণ) অভিসংবিশন্তি (আশ্রয় গ্রহণ করেন) ভর্তা (পালনকর্তা) স্বানাম্ (জ্ঞাতিগণের), শ্রেষ্ঠঃ পুরঃ এতা (শ্রেষ্ঠ হইয়া যে পুরোভাগে গমন করে ; শ্রেষ্ঠ নেতা)। ভবতি অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) অধিপতিঃ যঃ এবম্ বেদ। যঃ (যে ব্যক্তি) উ হ এবম্ + বিদম্ [প্রতি] (এই প্রকার জ্ঞানীর প্রতি) স্বেষু (জ্ঞাতিগণের মধ্যে) প্রতি প্রতিঃ (প্রতিকূল) বুভূষতি (হইতে ইচ্ছা করে) ন হ এব অলম্ (সমর্থ) ভার্যেভ্যঃ (পোষ্যগণ বিষয়ে), ভবতি। অথ যঃ এব এতম্ (ইহার প্রতি) অনু (অনুকূল, অনুগত) ভবতি যঃ বৈ তম্ অনু (অনুগত হইয়া) ভার্যান্ (ভরণীয়গণকে) বুভূর্ষতি (পালন করিতে ইচ্ছা করেন) সঃ হ এব অলম্ ভার্যেভ্যঃ ভবতি।

সরলার্থঃ তারপর দেবগণ বলিলেন—'এই যে পরিমাণ অন্ন রহিয়াছে, তুমি গান করিয়া তাহা নিজের জন্যই লাভ করিয়াছ। এখন আমাদিগকেও এই অন্নের অংশী কর।' প্রাণ বলিলেন - 'তোমরা আমাতে প্রবেশ কর।' তাঁহারা বলিলেন, 'তাহাই হউক'। তখন সকলে সর্বতোভাবে তাঁহাতে প্রবেশ করিলেন। এই জন্য প্রাণ যাহা কিছু ভোজন করেন, তাহাতে সকল ইন্দ্রিয়ই পরিতৃপ্ত হন। যিনি ইহা জানেন, তাঁহার জ্ঞাতিগণ ঐভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি জ্ঞাতিগণের ভর্তা ও নেতা হন। তিনি অন্নভোক্তা ও সকলের অধিপতি হন। যদি এইরকম বিদ্বান ব্যক্তির সহিত তাঁহার কোন জ্ঞাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চায় তবে সেই জ্ঞাতি পোষ্যপালনে অক্ষম হয়। কিন্তু যে তাঁহার অনুগত হয় এবং অনুবর্তী হইয়া পোষ্যগণকে পালন করিতে চায়, তবে সে তাহা করিতে সমর্থ হয়।

মন্তব্য ঃ (ক) অন্নাদঃ—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ অনাময়াবী অর্থাৎ ব্যাধিরহিত। ইহার প্রচলিত অর্থ অন্নভোক্তা। (খ) প্রতি প্রতিঃ—কেহ কেহ এই দুইটিকে একটি শব্দরূপে গ্রহণ করেন। ইহার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী।

২৮. সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ প্রাণো হি বা অঙ্গানাং রসস্তস্মাদ্যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব তচ্ছুষ্যত্যেষ হি বা অঙ্গানাং রসঃ ॥ ১৯

২৯. এষ উ এব বৃহস্পতির্বাগ্ বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ সঃ অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ অঙ্গানাম্ (অঙ্গসমূহের) হি রসঃ। প্রাণঃ বৈ অঙ্গানাম্ রসঃ। প্রাণঃ হি বৈ অঙ্গানাম্ রসঃ ; তস্মাৎ (সেই জন্য) যস্মাৎ কস্মাৎ চ অঙ্গাৎ (যে কোন অঙ্গ হইতে) প্রাণঃ উৎক্রামতি (উৎক্রান্ত হয়) তৎ এব তৎ (সেই সেই অঙ্গই) শুষ্যতি (শুষ্ক হয়)। এষঃ হি বৈ অঙ্গানাম্ রসঃ। এষঃ (এই প্রাণ) উ এব বৃহস্পতিঃ। বাক্ বৈ বৃহতী (বৃহতী নামক ছন্দ ; এ স্থলে ঋক্‌মন্ত্র) ; তস্যাঃ (তাহার) এষঃ (ইহা) পতিঃ, তস্মাৎ (সেই জন্য) বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি এই নাম)।

সরলার্থ ঃ তাঁহার নাম অয়াস্য আঙ্গিরস, কারণ তিনি সব অঙ্গের রস। প্রাণই অঙ্গসমূহের রস, এইজন্য শরীরের কোন অঙ্গ হইতে যদি প্রাণ বাহির হয় তবে সেই অঙ্গ সেখানেই শুষ্ক হয়। এই প্রাণই অঙ্গসমূহের রস, আবার প্রাণই বৃহস্পতি। বাক্যই বৃহতী, প্রাণ ইহার পতি। এই জন্য ইহার নাম বৃহস্পতি।

৩০. এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতির্বাগ্‌ বৈ ব্রহ্ম তস্যা এষ পতিস্তস্মাদ্‌ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ২১

অন্বয় ঃ এষঃ উ এব ব্রহ্মণস্পতিঃ; বাক্‌ বৈ ব্রহ্ম (মন্ত্র); তস্যাঃ এষঃ পতিঃ; তস্মাৎ উ ব্রহ্মণস্পতিঃ।

সরলার্থ ঃ এই প্রাণই ব্রহ্মণস্পতি; বাক্যই ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র); প্রাণ ইহার পতি। তাই ইহার নাম ব্রহ্মণস্পতি।

৩১. এষ উ এব সাম বাগ্‌ বৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎসাম্নঃ সামত্বম্‌ যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্বেণ তস্মাদ্বেব সামাশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ২২

অন্বয় ঃ এষঃ (এই প্রাণ) উ এব সাম। বাক্‌ বৈ সাম; এষঃ সা (সাম শব্দের 'সা' অংশ) চ অমঃ (সাম শব্দের 'অম' অংশ) ইতি। তৎ (তাহাই, কিংবা এই জন্য) সাম্নঃ (সামের) সামত্বম্‌। যৎ উ (যেহেতু) এব সমঃ (সমান) প্লুষিণা (প্লুষিণ্‌=পুত্তিকা, উই পোকা) সমঃ মশকেন, সমঃ নাগেন (হস্তী), সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ (এই তিন লোক), সমঃ অনেন সর্বেণ (এই সমুদায়), তস্মাৎ উ এব সাম। অশ্নুতে (ভোগ করে) সাম্নঃ (সামের) সাযুজ্যম্‌ (একত্ব), সলোকতাম্‌ (একই লোকে অবস্থান), যঃ এবম্‌ (এই প্রকারে) এতৎ সাম (এই সামকে) বেদ (জানে)।

সরলার্থ ঃ এই প্রাণই সাম। বাক্যই সাম। ইহা (এই প্রাণ) 'সা' এবং 'অম' দুইই (অর্থাৎ সাম্‌ শব্দের 'সা' অংশ এবং 'অম' অংশ উভয়ই) এই প্রাণ। তাহাই সামের সামত্ব। এই প্রাণ পুত্তিকার সমান, মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই তিন লোকের সমান; এই জন্য ইহার নাম 'সাম'। যিনি এইরকম জানেন, তিনি সামের সাযুজ্য এবং সালোক্য লাভ করেন।

৩২. এষ উ বা উদ্গীথঃ প্রাণো বা উৎপ্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্ধং বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদ্গীথঃ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ এষঃ উ বৈ উদ্‌গীথঃ (সামবেদের অংশবিশেষ)। প্রাণঃ বৈ উৎ (উদ্‌গীথ শব্দের 'উৎ' অংশ); প্রাণেন (প্রাণ দ্বারা) হি ইদম্‌ সর্বম্‌ (এই সমুদায়) উত্তব্ধম্‌ (বিধৃত); বাক্‌ এব গীথা (গান)। উৎ চ গীথা চ ইতি—সঃ উদ্‌গীথঃ।

সরলার্থ ঃ এই প্রাণই উদ্‌গীথ। প্রাণই 'উৎ', কারণ প্রাণদ্বারাই সব কিছু উত্তব্ধ (বিধৃত) হয়; আর বাক্‌ই গীথা (গান)। সুতরাং ইহা (অর্থাৎ প্রাণ) 'উৎ' এবং 'গীথা' এই দুই-ই। এই জন্য ইহার নাম উদ্গীথ।

৩৩. তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং ত্যস্য রাজা মূর্ধানং বিপাতয়তাদ্যদিতোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽন্যেনোদগায়দিতি বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥ ২৪

অন্বয় ঃ তৎ হ অপি ব্রহ্মদত্তঃ চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানের পুত্র চৈকিতান, তাহার পুত্র চৈকিতানেয়) রাজানম্‌ (রাজাকে অর্থাৎ সোমকে) ভক্ষয়ন্‌ (ভক্ষণ করিতে করিতে) উবাচ (বলিয়াছিলেন) অয়ম্‌ ত্যস্য (ত্যস্য=তস্য মম; সেই আমার) রাজা (সোম) মূর্ধানম্‌ (মস্তককে) বিপাতয়তাৎ (নিপাতিত করুন); যৎ (যদি) ইতঃ (ইহা হইতে; ইদম্‌ + তস্‌) অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ অন্যেন (অন্যরূপে) উৎ + অগায়ৎ (উদ্‌গান করিতেন) ইতি। বাচা (বাক্যরূপে) চ হি এব সঃ প্রাণেন চ (প্রাণরূপে) উৎ + অগায়ৎ। ইতি।

সরলার্থ ঃ এ বিষয়ে (এই আখ্যায়িকাও) আছে যে চিকিতানপুত্র ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞে সোম পান করিবার সময় বলিয়াছিলেন, 'অয়াস্য আঙ্গিরস যদি ভিন্নভাবে উদ্‌গান করিয়া থাকেন, তবে রাজা (সোম) আমার মাথা কাটিয়া ফেলুন।' তিনি (অয়াস্য আঙ্গিরস) উদ্‌গীথকে বাক্‌ ও প্রাণরূপেই ভজনা করিয়াছিলেন।

৩৪. তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হাস্য স্বং তস্য বৈ স্বর এব স্বং তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্বাচি স্বরমিচ্ছেত তয়া বাচা স্বরসংপন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্যাত্তস্মাদ্যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এবাথো যস্য স্বং ভবতি ভবতি হাস্য স্বং য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ ॥ ২৫

অন্বয় ঃ তস্য হ এতস্য সাম্নঃ (সেই এই সামের) যঃ (যিনি) স্বম্‌ (নিজস্ব অর্থাৎ তত্ত্ব, ধন), বেদ ভবতি (হয়) হ অস্য (ইহার) স্বম্‌ (ধন)। তস্য বৈ স্বরঃ এব স্বম্‌। তস্মাৎ (সেইজন্য) আর্ত্বিজ্যম্‌ (ঋত্বিক্‌ কর্ম) করিষ্যন্‌ (করিবেন) বাচি (বাক্যে) স্বরম্‌ (স্বরকে) ইচ্ছেত (ইচ্ছা করিবে); তয়া বাচা স্বর-সম্পন্নতয়া (সুস্বর সম্পন্ন বাক্যদ্বারা) আর্ত্বিজ্যম্‌ কুর্যাৎ (করিবে)। তস্মাৎ যজ্ঞে স্বরবন্তম্‌ (সুস্বর সম্পন্ন উদ্‌গাতাকে) দিদৃক্ষন্তে (দেখিতে ইচ্ছা করে) এব অথো (=অথ; অনন্তর) যস্য (যাহার) স্বম্‌ (ধন) ভবতি। ভবতি হ অস্য স্বম্‌, যঃ এবম্‌ (এই প্রকার) এতৎ [স্বম্‌], (এই ধনকে) সাম্নঃ (সামের) স্বম্‌ বেদ।

সরলার্থ ঃ যিনি সামের এই তত্ত্বরূপ ধনকে জানেন, তাঁহার ধন লাভ হয়। স্বরই তাঁহার ধন। যিনি ঋত্বিকের কর্ম করিবেন, তিনি সুস্বর লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং সেই সুস্বরযুক্ত বাক্যদ্বারা ঋত্বিকের কার্য করিবেন। এই জন্য সকলে যজ্ঞে সুকণ্ঠ ঋত্বিক্‌কেই দেখিতে চায়। কারণ তিনি সুকণ্ঠরূপ সম্পদের অধিকারী। যিনি সামের এই সম্পদকে জানেন, তাঁহার সম্পদ লাভ হয়।

মন্তব্য ঃ 'তস্মাৎ যজ্ঞে' ইত্যাদি—শঙ্করের অর্থ ঃ এই প্রকার জগতে যেমন লোকে ধনী ব্যক্তিকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তেমনি সকলে যজ্ঞে সুস্বরযুক্ত ঋত্বিক্‌কেই দেখিতে ইচ্ছা করে।

৩৫. তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ ভবতি হাস্য সুবর্ণং তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণং ভবতি হাস্য সুবর্ণং য এবমেতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদ ॥ ২৬

অন্বয় ঃ তস্য হ এতস্য সাম্নঃ (সেই এই সামের) যঃ সুবর্ণম্‌ (সুস্বর, স্বর্ণ)

বেদ, ভবতি হ অস্য সু-বর্ণম্। তস্য বৈ স্বরঃ এব সুবর্ণম্। ভবতি হ অস্য সুবর্ণম্, যঃ এবম্ এতৎ সাম্নঃ সুবর্ণম্ বেদ (১।৩।২৫ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ যিনি সামের সুবর্ণ (সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণ) জানেন, তাঁহার সুবর্ণ লাভ হয়। স্বরই তাঁহার সুবর্ণ। যিনি এইরূপে সামের সুবর্ণকে জানেন, তাঁহার সুবর্ণ লাভ হয়।

মন্তব্য ঃ 'সুবর্ণ' শব্দ দ্বারা দুইটি অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে ঃ (ক) সু+বর্ণ অর্থাৎ বর্ণগত উৎকর্ষ অর্থাৎ স্বর ; (খ) স্বর্ণ।

৩৬. তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ ॥ ২৭

অন্বয় ঃ তস্য হ এতস্য সাম্নঃ যঃ প্রতিষ্ঠাম্ (প্রতিষ্ঠাকে, আশ্রয়কে) বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠতি (প্রতিতিষ্ঠতি হ = প্রতিষ্ঠা লাভ করেন)। তস্য বৈ বাক্ এব প্রতিষ্ঠা। বাচি (বাক্যে) হি খলু এষঃ [প্রাণঃ] (এই প্রাণ) এতৎ (ইহা, এই সাম) প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত হইয়া) গীয়তে (গান করা হয়) ; অন্নে ইতি উ হ একে (কেহ কেহ) আহুঃ (বলিয়া থাকে)।

সরলার্থ ঃ যিনি এই সামের প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাক্ই এই সামের প্রতিষ্ঠা, কারণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই এই প্রাণ সামরূপে গানে পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা অন্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই ঐরকম হয়।

৩৭. অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি স যত্র প্রস্তুয়াত্তদেতানি জপেৎ। অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি। স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যোর্মামৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মামৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েত্তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবংবিদুদ্গাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তি তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাস্তি য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ২৮

অন্বয় ঃ অথ অতঃ (এই হেতু) পবমানানাম্ (পবমান নামক মন্ত্রসমূহের) এব অভি+আরোহঃ (জপ) সঃ খলু প্রস্তোতা (প্রস্তোতা নামক ঋত্বিক্) সাম প্রস্তৌতি (সামের প্রস্তাব নামক অংশ গান করেন)। সঃ যত্র (যে সময়ে) প্রস্তুয়াৎ (গান আরম্ভ করিবেন) তৎ (তখন) এতানি (এই সমুদয়কে) জপেৎ (জপ করিবেন)—অসতঃ (অসৎ হইতে) মা (আমাকে) সৎ (সৎস্বরূপে) গময় (লইয়া যাও, প্রাপ্ত করাও)। তমসঃ (অন্ধকার হইতে) মা জ্যোতিঃ (জ্যোতিতে) গময়। মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) মা অমৃতম্ (অমৃতে) গময়। ইতি। সঃ যদা (যখন) হ অসতঃ মা সৎ গময় ইতি (ইহা) মৃত্যুঃ বৈ অসৎ, সৎ অমৃতম্ (অমরত্ব)। মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময় ; অমৃতম্ মা কুরু (কর) ইতি এব এতৎ (ইহাই) আহ (বলে) তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময় ইতি। মৃত্যুঃ বৈ তমঃ, জ্যোতিঃ অমৃতম্ মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময়, অমৃতম্ মা কুরু

ইতি এব এতৎ আহ। মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময় ইতি ন (না) অত্র (এই স্থলে) তিরোহিতম্ ইব (যেন তিরোহিত ; যেন অস্পষ্ট) অস্তি (আছে)। অথ যানি ইতরাণি স্তোত্রাণি (আর যে অপর সমুদয় স্তোত্র) তেষু (সেই সমুদায়ে) আত্মনে (আপনার জন্য) অন্নাদ্যম্ আ+অগায়েৎ (গান করিয়া লাভ করিবে)। তস্মাৎ (সেই জন্য) উ তেষু (সেই সমুদায়ে, সেই সমুদায় মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া) বরম্ (বরকে) বৃণীত (প্রার্থনা করিবে) যম্ কামম্ (যে কামনাকে) কাময়েত (কামনা করিবে)। তম্ (সেই কামনাকে ; কেহ কেহ এই তম্-এর পরে ছেদ দিয়া ইহাকে পূর্ব বাক্যের সহিত সংযুক্ত করেন।) সঃ এষঃ এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) উদ্গাতা আত্মনে বা (আপনার জন্য) যজমানায় বা (কিংবা যজমানের জন্য) যম্ কামম্ কাময়তে, তম্ (তাহা) আ+গায়তি (লাভ করিবার জন্য গান করে)। তৎ হ এতৎ (সেই এই জ্ঞান) লোকজিৎ এব (স্বর্গাদি লোক জয়কারী) ; ন হ এব অলোক্যতায়াঃ (অ+লোক্যতা, লোকপ্রাপ্তির অভাব) আশা (আশঙ্কা, সম্ভাবনা) অস্তি (আছে)। যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতৎ সাম বেদ।

সরলার্থ ঃ এখন পবমান নামক মন্ত্রসমূহের জপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। প্রস্তোতা প্রস্তাব নামে অংশ গান করেন। তিনি যখন গান আরম্ভ করিবেন তখন এই মন্ত্রগুলি জপ করিবেন—'অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।' যখন তিনি বলিবেন—'অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও' (তখন বুঝিতে হইবে)—মৃত্যুই অসৎ, সৎই অমৃত। সুতরাং তিনি ইহাই বলেন যে মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও, আমাকে অমৃত কর। 'অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও' (ইহার অর্থ এই) অন্ধকারই মৃত্যু ; জ্যোতিই অমৃত। সুতরাং তিনি ইহাই বলেন—'মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও'—এখানে কিছুই যেন অস্পষ্ট নাই। আর যে স্তোত্রসমূহ অবশিষ্ট রহিল, সেই সব গান করিয়া উদ্গাতা নিজের জন্য অন্নাদ্য লাভ করিবে। সেইজন্য এই মন্ত্রসমূহ উচ্চারণের সময়ে উদ্গাতা যে ফল কামনা করেন, সেই (কামনা বিষয়ক) বর প্রার্থনা করিবে। সেই উদ্গাতা ইহা জানেন তিনি নিজের বা যজমানের জন্য যে ফল লাভের কামনা করেন, উদ্গান করিয়া তাহা লাভ করেন। এই জ্ঞানদ্বারাই লোকসমূহ জয় করা যায়। যিনি সামকে এইভাবে জানেন তাঁহার লোকপ্রাপ্তি হইবে না—এরকম মনে করিবার কারণ নাই।

মন্তব্য ঃ অভ্যারোহঃ—জপকর্ম দ্বারা দেবভাবে আরোহণ করা যায়, অর্থাৎ দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য ইহার নাম 'অভ্যারোহ' (শঙ্কর)।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

মিথুনোৎপত্তির কথন—ব্রহ্মের সৃষ্টি ও অতিসৃষ্টি

৩৮. আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহংনামাভবৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্বোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মান ঔষত্তস্মাৎ পুরুষ ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্বো বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১

অন্বয় ঃ আত্মা এব ইদম্ (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) অগ্রে আসীৎ (ছিল) পুরুষ-

বিধঃ (পুরুষরূপে)। সঃ অনু+বি+ঈক্ষ্য (সম্যক্ দর্শন করিয়া) ন অন্যৎ (অন্য বস্তুকে) আত্মনঃ (আত্মা হইতে) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিল)। সঃ (সেই আত্মা) অহম্ অস্মি (হই) ইতি অগ্রে বি+আ+অহরৎ (বলিয়াছিল)। ততঃ (সেই জন্য) অহম্ নাম (অহম্ অর্থাৎ 'আমি' এই নাম) অভবৎ (হইয়াছিল)। তস্মাৎ অপি এতর্হি (এখনও) আমন্ত্রিতঃ (আহূত হইলে) অহম্ অয়ম্ (এই) ইতি এব অগ্রে উক্ত্বা (বলিয়া) অথ (পরে) অন্যৎ নাম (অন্য নাম) প্রব্রূতে (বলিয়া থাকে), যৎ (যাহা) অস্য (ইহার) ভবতি (থাকে)। সঃ যৎ (যেহেতু) পূর্বঃ (পূর্ববর্তী হইয়া) অস্মাৎ সর্বস্মাৎ (এই সমুদয়) সর্বান্ পাপ্মানঃ (সমুদায় পাপকে) ঔষৎ (দগ্ধ করিয়াছিল) তস্মাৎ পুরুষঃ ভবতি (হয়)। ওষতি (দগ্ধ করে,) হ বৈ সঃ তম্ (তাহাকে) যঃ অস্মাৎ পূর্বঃ (তাহার অপেক্ষা পূর্বে; অগ্রগামী) বুভূষতি (হইতে ইচ্ছা করে) যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ) পূর্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে বর্তমান ছিল। সেই আত্মা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখিলেন না। তিনি প্রথমেই বলিলেন, 'আমি আছি' (কিংবা এই আমি)। এইরূপে 'অহম্' (অর্থাৎ 'আমি') নাম হইল। এই জন্য এখনও লোককে সম্বোধন করিলে সে প্রথমেই বলে 'এই আমি'; তাহার পর যদি (তাহার) অন্য কোন নাম থাকে, তবে সেই নাম বলে। যেহেতু তিনি এই সকলের পূর্বে সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন (পূর্বঃ ঔষৎ) সেই জন্য তাঁহার নাম পুরুষ। ইহা যিনি জানেন তিনি যে ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতে ইচ্ছা করে তাহাকে দগ্ধ করেন।

৩৯. সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাং চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ অবিভেৎ (ভীত হইয়াছিল); তস্মাৎ একাকী বিভেতি (ভীত হয়)। সঃ হ অয়ম্ (সেই এই) ঈক্ষাঞ্চক্রে (আলোচনা করিয়াছিল)? যৎ (যেহেতু) মৎ (আমা হইতে) অন্যৎ (অন্য) ন (না) অস্তি (আছে), কস্মাৎ (কেন, কাহা হইতে) নু বিভেমি (ভীত হই) ইতি। ততঃ (এই হেতু) এব অস্য (ইহার) ভয়ম্ বি+ইয়ায় (চলিয়া গিয়াছিল) কস্মাৎ হি অভেষ্যৎ (ভয় করিবে)। দ্বিতীয়াৎ (দ্বিতীয় বস্তু হইতে) বৈ ভয়ম্ ভবতি।

সরলার্থ ঃ তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। সেই জন্য (আজও) লোকে একা থাকিতে ভয় পায়। তিনি চিন্তা করিলেন—'যখন আমি ছাড়া অন্য কিছুই নাই তখন আমি কেন ভয় পাইব?' ইহাতেই তাঁহার ভয় চলিয়া গেল, কারণ তিনি কেন ভয় করিবেন? দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হয়।

৪০. স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ বৈ ন এব রেমে (আনন্দ লাভ করিয়াছিল)। তস্মাৎ একাকী ন রমতে (আনন্দ লাভ করে)। সঃ দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ (ইচ্ছা করিয়াছিল) সঃ হ এতাবান্ (এই পরিমাণ) আস (ছিল) যথা (যেমন) স্ত্রীপুমাংসৌ (স্ত্রী ও পুরুষ) সম্+পরিষ্বক্তৌ

(আলিঙ্গিত) সঃ ইমম্ (এই), এব আত্মানম্ (দেহকে) দ্বেধা (দুই ভাগে) অপাতয়ৎ (বিভক্ত করিয়াছিল)। ততঃ (তাহা হইতে, দ্বিভাগকরণ বশতঃ) পতিঃ চ পত্নী চ অভবতাম্ (হইয়াছিল) তস্মাৎ (সেই জন্য) ইদম্ (এই) অর্ধবৃগলম্ ইব (অর্ধ বিদলের ন্যায়) স্বঃ (প্রত্যেকে নিজে) ইতি স্ম আহ (বলিয়াছেন) যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাৎ অয়ম্ আকাশঃ (আকাশের ন্যায় শূন্য স্থান) স্ত্রিয়া পূর্যতে (পূর্ণ হয়) এব। তাম্ (তাহাকে, তাহাতে) সম্+অভবৎ (মিথুন ভাবে উপগত হইয়াছিল); ততঃ (তাহা হইতে) মনুষ্যাঃ (মানবসমূহ) অজায়ন্ত (উৎপন্ন হইয়াছিল)।

সরলার্থ ঃ (কিন্তু) তিনি আনন্দ পাইলেন না; সেইজন্য কেহ একা থাকিয়া আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় (সঙ্গী লাভ করিতে) চাহিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ আলিঙ্গিত হইলে যে পরিমাণ হয়, তিনি ততখানিই ছিলেন। তিনি নিজের দেহকে দুইভাগে ভাগ করিলেন। এইভাবে পতি ও পত্নী হইল। এই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'প্রত্যেকে নিজে অর্ধ বিদলের মত'; এইজন্য এই শূন্য স্থান স্ত্রী দ্বারা পূর্ণ হয়। তিনি সেই পত্নীতে মিথুনভাবে উপগত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে মানুষের উৎপত্তি হইল।

মন্তব্য ঃ তস্মাৎ ইদম্ অর্ধবৃগলমিব স্বঃ—(ক) মটরাদি শস্যে সমান সমান দুই অংশ আছে, এক এক অংশের নাম বৃগল। (খ) শঙ্করের মত অনুসারে এই অংশের অর্থ এই—এই দেহ (ইদম্) আত্মার (স্বঃ) অর্ধ বিদলের ন্যায়। কেহ কেহ বলেন 'ইদম্' শব্দ 'অর্ধবৃগলম্'এর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। (গ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যজ্ঞবল্কের পুত্র। শংকর বলেন—'যাজ্ঞবল্ক্যঃ' অর্থ যজ্ঞের বক্তা; বল্ক=বক্তা।

৪১. সো হেয়মীক্ষাংচক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি হন্ত তিরোঽসানীতি সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততো গাবোঽজায়ন্ত বড়বেতরাভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবত্তত একশফমজায়তাজেতরাভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততোঽজাবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিংচ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্বমসৃজত ॥ ৪

অন্বয় ঃ সা+উ (সেই স্ত্রী) হ ইয়ম্ (এই) ঈক্ষাম্ চক্রে (চিন্তা করিয়াছিল)। কথম্ (কি প্রকারে) নু মা (আমাকে) আত্মনঃ (আপনা হইতে) জনয়িত্বা (উৎপন্ন করিয়া) সম্ ভবতি (উপগত হয়)। হন্ত! (অব্যয়) তিরঃ অসানি (তিরোভূত হই) ইতি। সা গৌঃ (গাভী) অভবৎ (হইয়াছিল)। ঋষভঃ (বৃষ) ইতরঃ (অপরে; মৌলিক অর্থ দুই-এর মধ্যে এক) তাম্ (সেই গাভীতে) সম্+এব+অভবৎ (উপগত হইল)। ততঃ (তাহা হইতে) গাবঃ (গোসমূহ) অজায়ন্ত। বড়বা (অশ্বা) ইতরা (ইতর স্ত্রীং) অভবৎ, অশ্ব+বৃষঃ (অশ্ব) ইতরঃ; গর্দভী ইতরা, গর্দভঃ ইতরঃ তাম্ সম্+এব+অভবৎ। ততঃ একশফম্ (যাহার পায়ে একটি খুর) অজায়ত। অজা ইতরা অভবৎ, বস্তঃ (ছাগ) ইতরঃ; অবিঃ (মেষী) ইতরা, মেষঃ ইতরঃ তাম্ সম্+এব+অভবৎ। ততঃ অজা+অবয়ঃ (অজা ও অবিসমূহ) অজায়ন্ত। এবম্ এব (এই প্রকার) যৎ ই[illegible]ম্+চ (যাহা কিছু এই) মিথুনম্ (স্ত্রী-পুরুষ) আপিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকা পর্যন্ত) তৎ সর্বম্ অসৃজত (সৃষ্টি করিয়াছিল);

সরলার্থ ঃ সেই স্ত্রী এই প্রকার চিন্তা করিল—'আমাকে আপনা হইতে উৎপন্ন করিয়া ইনি কিভাবে আমাতে উপগত হইতেছেন? আমি অদৃশ্য হই।' সে গাভী হইল; অন্যজন (অর্থাৎ প্রজাপতি) বৃষ হইয়া তাহাতেই উপগত হইলেন; এইরূপে গরু

উৎপন্ন হইল। একজন অশ্বা হইল, অপর জন অশ্ব হইলেন ; একজন গর্দভী, অপর জন গর্দভ হইলেন। তিনি তাহাতে উপগত হইলেন। এইরূপে এক খুরবিশিষ্ট জন্তু উৎপন্ন হইল। একজন অজা, অন্যজন অজ হইলেন ; এক জন মেষী, অপরে মেষ হইলেন। তিনি তাহাতে উপগত হইলেন। এইরূপে ছাগ ও মেষ উৎপন্ন হইল। পিপীলিকা পর্যন্ত যত প্রকার মিথুন আছে, সেই সবই তিনি এই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪২. সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫

অন্বয়ঃ সঃ অবেৎ (জানিয়াছিল) অহম্ বাব (নিশ্চয়ার্থক অব্যয়) সৃষ্টিঃ অস্মি (হই) ; অহম্ হি ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদায়কে) অসৃক্ষি (সৃষ্টি করিয়াছি) ইতি। ততঃ (সেইজন্য) সৃষ্টিঃ অভবৎ (তিনি হইলেন)। সৃষ্ট্যাম্ হ অস্য (ইহার) এতস্যাম্ [সৃষ্ট্যাম্] (এই সৃষ্টিতে) ভবতি (হয়, স্রষ্টা হয়) য এবং বেদ।

সরলার্থঃ তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমিই এই সৃষ্টি, কারণ আমিই এই সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছি।' তাই তিনি সৃষ্টিরূপে পরিণত হইলেন। যিনি এই রকম জানেন তিনি এই সৃষ্টিতে স্রষ্টা হন (কিংবা সৃষ্ট জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)।

৪৩. অথেত্যভ্যমন্থৎ স মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাং চাগ্নিমসৃজত তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতোঽলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ। তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ। অথ যৎ কিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত তদু সোম এতাবদ্বা ইদং সর্বমন্নং চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ। যচ্ছ্রেয়সো দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬

অন্বয়ঃ অথ ইতি (এই প্রকারে, হস্ত দ্বারা দেখাইয়া বলিল 'এই প্রকারে') অভি অমন্থৎ (মন্থন করিলেন)। সঃ মুখাৎ চ যোনেঃ (মুখরূপ যোনি হইতে ; যোনি =উৎপত্তি স্থান) হস্তাভ্যাম্ চ (হস্তদ্বয় হইতে) অগ্নিম্ অসৃজত। তস্মাৎ (সেইজন্য) এতৎ উভয়ম্ (এই উভয় ; মুখ ও হস্তদ্বয়) অলোমকম্ (লোমরহিত) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরে)। অলোমকা (লোমবিহীন) হি যোনিঃ অন্তরতঃ। তৎ (সেইজন্য) যৎ (যখন) ইদম্ (এই বাক্য) আহুঃ (বলে)—অমুম্ যজ (অমুক দেবতার যজ্ঞ কর), অমুম্ যজ ইতি। এক + একম্ দেবম্ (এক এক দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া) এতস্য (ইহার) এব সা (এই) বিসৃষ্টিঃ (সৃষ্টি)। এষঃ উ হি এব সর্বে দেবাঃ (সকল দেবতা)। অথ যৎ কিম্ চ ইদম্ আর্দ্রম্ (আর্দ্রবস্তু), তৎ (তাহাকে) রেতসঃ (রেত হইতে) অসৃজত। তৎ উ সোমঃ। এতাবৎ বৈ ইদম্ সর্বম্ অন্নম্ চ এব অন্নাদঃ চ। সোমঃ এব অন্নম্ অগ্নিঃ অন্নাদঃ। সা এষা ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) অতিসৃষ্টিঃ (শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি)। যৎ (যেহেতু) শ্রেয়সঃ (শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে) দেবান্ (দেবগণকে) অসৃজত অথ যৎ মর্ত্যঃ সন্ (মরণশীল হইয়াও) অমৃতান্ (অমরদিগকে) অসৃজত—তস্মাৎ (সেইজন্য) অতিসৃষ্টিঃ। অতিসৃষ্ট্যাম্ হ অস্য (ইহার) এতস্যাম্ [অতিসৃষ্ট্যাম্] (এই অতিসৃষ্টিতে) ভবতি (হয়) যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থঃ তারপর (ঋষি হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন যে প্রজাপতি) এইভাবে

মন্থন করিয়াছিলেন। মুখরূপ যোনি এবং হাত হইতে তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এইজন্য মুখ ও হাত উভয়ই অভ্যন্তরে লোমহীন, কারণ যোনির অভ্যন্তর লোমহীন। লোকে যে বলে 'অমুক দেবতার যজ্ঞ কর', 'অমুক দেবতার যজ্ঞ কর', তাহা এক একজন দেবতাকে (পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করিয়াই ইহা বলা হয়, কিন্তু) ঐ (পৃথক পৃথক দেবতা) সেই প্রজাপতিরই সৃষ্টি ; তিনিই ঐসব দেবতা। যে সব বস্তু আর্দ্র সেই সব তিনি শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই সোম। এ পর্যন্ত (যে সব বস্তুর বিষয় বলা হইল) তাহার সবই অন্ন এবং অন্নাদ। সোমই অন্ন এবং অগ্নিই অন্নভোক্তা। ইহাই ব্রহ্মের অতিসৃষ্টি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি যে নিজের শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজে মর্ত্য হইয়াও অমরগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই জন্য ইহা তাঁহার অতিসৃষ্টি। যিনি ইহা জানেন তিনি তাঁহার এই অতিসৃষ্টিতে (স্রষ্টা) হন।

৪৪. তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বংভরো বা বিশ্বংভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব একং ভবন্তি। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎসর্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥ ৭

অন্বয়ঃ তৎ হ ইদম্ (সেই এই) তর্হি (সেই সময়ে) অব্যাকৃতম্ (অব্যাকৃত, অনভিব্যক্ত) আসীৎ (ছিল)। তৎ (তাহা) নামরূপাভ্যাম্ (নামরূপ দ্বারা) এব বি + আ + অক্রিয়ত (অভিব্যক্ত হইয়াছিল)—অসৌ নামা (ঐ নাম যুক্ত) অয়ম্ (ইহা) ইদম্ + রূপঃ (এই রূপবিশিষ্ট) ইতি। তৎ (এইজন্য) ইদম্ অপি (এ সমুদয়ও) এতর্হি (এখন) নাম-রূপাভ্যাম্ এব বি+আ+ক্রিয়তে (অভিব্যক্ত হয়)—অসৌ নামা অয়ম্ ইদম্ + রূপঃ ইতি। সঃ এষঃ (সেই তিনি) ইহ (ইহাতে, এই দেহে) প্রবিষ্টঃ অনখাগ্রেভ্যঃ (নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত), যথা (যেমন) ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে (নাপিতের ক্ষুর রাখিবার কোশে) অবহিতঃ (অন্তঃস্থিত) স্যাৎ (হয়) বিশ্বম্ভরঃ (অগ্নি) বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে (অগ্নির জন্মস্থানে যেমন কাষ্ঠাদিতে ; কিংবা অগ্নি রাখিবার স্থানে)। তম্ (তাহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখে)—অকৃৎস্নঃ (অপূর্ণ ; সমগ্র আত্মা নহেন এইজন্য অপূর্ণ) হি সঃ প্রাণম্ এব (নিশ্বাসাদি কার্য করিলে) প্রাণঃ নাম ভবতি ; বদন্ (কথা বলিলে) বাক্ ; পশ্যন্ (দর্শন করিলে) চক্ষুঃ ; শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিলে) শ্রোত্রম্, মন্বানঃ (মনন করিলে) মনঃ তানি [এতানি] (সেই এই সমুদায়) অস্য (ইহার) এতানি কর্মনামানি (পৃথক পৃথক কর্মের নাম) এব। সঃ যঃ (যে ব্যক্তি) অতঃ (এই হেতু) এক+একম্ (এক এককে, পৃথক পৃথক্ রূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে) ন সঃ বেদ (জানে)। অকৃৎস্নঃ হি এষঃ। অতঃ এক+একেন (এক এক, পৃথক্ পৃথক) ভবতি (হয়)। আত্মা ইতি এব উপাসীত (উপাসনা করিবে)। অত্র (এই স্থলে) হি এতে সর্বে (এই সমুদায়) একম্ ভবন্তি (হয়)। তৎ এতৎ (সেই এই) পদনীয়ম্ (অন্বেষণীয় ; গমনীয়)

অস্য সর্বস্য (এই সমুদায়ের) যৎ (যে) অয়ম্ (এই) আত্মা। অনেন (ইহা দ্বারা) হি এতৎ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) বেদ (জানে)। যথা (যেমন) হ বৈ পদেন (পদচিহ্ন দ্বারা) অনুবিন্দেৎ (লাভ করে) এবম্ (এই প্রকার) কীর্তিম্ (খ্যাতি) শ্লোকম্ (যশকে) বিন্দতে, যঃ এবম্ বেদ (জানে)।

সরলার্থ ঃ এই সবকিছুই তখন অব্যাকৃত ছিল। তারপর ইহা নামরূপে অভিব্যক্ত (বা ব্যাকৃত) হইল ; (সুতরাং তখন বলা যাইতে পারিত)—ইহার এই নাম, ইহার এই রূপ। সেই জন্য এখনও এই জগৎ 'ইহার এই নাম', 'ইহার এই রূপ'—এই রকম নামরূপে ব্যাকৃত হয়। যেমন ক্ষুর ক্ষুরের আধারে বা অগ্নি অগ্নির আধারে থাকে, তেমনি আত্মাও এই দেহে নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। লোকে যাহাকে দেখে তাহা অপূর্ণ (আত্মা)। যখন ইনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদির কাজ করেন তখন ইঁহার নাম হয় প্রাণ ; বাক্য উচ্চারণ করেন তখন তাঁহার নাম বাক্ ; যখন দেখেন তখন নাম হয় চক্ষু ; যখন শোনেন তখন কর্ণ ; যখন মনন করেন তখন তাঁহার নাম মন—এই সবই ইঁহার কর্মের বিভিন্ন নাম। এই জন্য যে এই আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবিয়া উপাসনা করে, সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। এই প্রকার আত্মা অপূর্ণ ; এই জন্য ইহা পৃথক পৃথক (রূপে কল্পিত) হয়। 'ইনি আত্মা'—এই ভাবেই উপাসনা করিবে, কারণ আত্মাতে এই সবই একীভূত। এই যে আত্মা ইহাই সকলের জ্ঞাতব্য ; এই আত্মা দ্বারাই সমস্ত জানা যায়। যেমন পদচিহ্ন দেখিয়া (হারান পশুকে) খুঁজিয়া পাওয়া যায় তেমনি আত্মাকে জানিতে পারিলে এই সমস্তকে জানা যায়। যিনি ইহা জানেন, তিনি কীর্তি ও যশ লাভ করেন।

মন্তব্য ঃ অনেন······এবম্ বেদ—মোক্ষমূলার সমুদয় অংশকে একটি বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন ঃ যেমন পদাংক অনুসরণ করিয়া হারাণ বস্তু পুনর্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি যিনি ইহা জানেন তিনি গৌরব ও যশ লাভ করেন।

৪৫. তদেৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৮

অন্বয় ঃ তৎ এতৎ (সেই এই আত্মা) প্রেয়ঃ (অতিশয় প্রিয়) পুত্রাৎ (পুত্র অপেক্ষা), প্রেয়ঃ বিত্তাৎ (বিত্ত অপেক্ষা), প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ (অন্য সমুদয় অপেক্ষা), অন্তরতরম্ (অন্তরতম) যৎ (যাহা) অয়ম্ আত্মা। সঃ যঃ অন্যম্ (অন্যকে) আত্মনঃ (আত্মা অপেক্ষা) প্রিয়ম্ ব্রুবাণম্ (যে বলে তাহাকে) ব্রুয়াৎ (বলে)—প্রিয়ম্ (প্রিয়বস্তু) রোৎস্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হইবে) ইতি। ঈশ্বরঃ (সমর্থ অর্থাৎ সে ইহা বলিতে সমর্থ) হ। তথা এব (সেই প্রকারই) স্যাৎ (হইবে)। আত্মানম্ (আত্মাকে) এব প্রিয়ম্ (প্রিয়রূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। সঃ যঃ আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে (উপাসনা করে), ন হ অস্য প্রিয়ম্ প্রমায়ুকম্ (মরণশীল) ভবতি।

সরলার্থ ঃ এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অপর সকল অপেক্ষাই প্রিয়। যে আত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে প্রিয়তর বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলে—'তোমার প্রেমাস্পদ মরিয়া যাইবে',

তবে ঠিক তাহাই ঘটিবে। কারণ তাঁহার ঐ রকম সত্যকথা বলিবার যোগ্যতা আছে। সুতরাং আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তাহার প্রেমাস্পদের অবশ্যই মরণ হয় না।

৪৬. তদাহুর্যদ্ ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে। কিমু তদ্ ব্রহ্মাবেদ্যস্মাত্তৎ সর্বমভবদিতি ॥ ৯

অন্বয় ঃ তৎ (তাহা) আহুঃ (বলিয়া থাকে)—যৎ (যে, যেহেতু) ব্রহ্মবিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা) সর্বম্ (সমুদয়) ভবিষ্যন্তঃ (হইব, এইপ্রকার ভাবযুক্ত) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মন্যন্তে (মনে করে)—কিম্ উ (কি ; কোন বস্তুকে) তৎ ব্রহ্ম অবেৎ (জানিয়াছিলেন) যস্মাৎ (যে কারণবশতঃ) তৎ (তিনি, ব্রহ্ম) সর্বম্ (সমুদয়) অভবৎ (হইয়াছিলেন) ? ইতি।

সরলার্থ ঃ ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন—'মানুষ মনে করে যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আমরা এই সব হইব। কিন্তু প্রশ্ন এই—ব্রহ্ম এমন কি জানিয়াছিলেন যে (সেই বিদ্যার ফলে) তিনি সমস্ত কিছু হইয়াছিলেন ?'

মন্তব্য ঃ (১) শঙ্করের মতে যৎ+ব্রহ্মবিদয়া একটি কথা ; অর্থ 'যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা'। (২) এখানে ঋষির প্রশ্ন এই—ব্রহ্মবিদ্যার ফলে মানুষ এই সমুদয় হইতে পারে ; ব্রহ্ম যে এই সমুদয় হইয়াছিলেন তাহা কোন্ বিদ্যার ফলে ? (৩) মোক্ষমূলারের ব্যাখ্যা—যস্মাৎ তৎ সর্বম্ অভবৎ—যাঁহা হইতে (যস্মাৎ) সেই সমুদয় (তৎ সর্বম্) উৎপন্ন হইয়াছে (অভবৎ)।

৪৭. ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্বমভবৎ তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবত্যথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবং একৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ ॥ ১০

অন্বয় ঃ ব্রহ্ম বৈ ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে আসীৎ, তৎ (ব্রহ্ম কিংবা সেই সময়ে) আত্মানম্ (আপনাকে) এব অবেৎ (জানিয়াছিলেন)—অহম্ (আমি) ব্রহ্ম অস্মি (হই) ইতি তস্মাৎ (সেই জন্য) তৎ (তিনি) সর্বম্ অভবৎ (হইলেন)। তৎ (সেই জন্য) যঃ যঃ (যে যে) দেবানাম্ (দেবগণের মধ্যে) প্রতি+অবুধ্যত (প্রবুদ্ধ হইয়াছিল) সঃ এব তৎ (তাহা, কিংবা জগৎ) অভবৎ। তথা (সেই প্রকার, এবং) ঋষীণাম্ (ঋষিগণের মধ্যে) তথা মনুষ্যাণাম্ (মানুষের মধ্যে। তৎ হ এতৎ (সেই এই বিষয়) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে (জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন)—অহম্ (আমি) মনুঃ অভবম্ সূর্যঃ চ ইতি। তৎ (সেইজন্য) ইদম্ অপি এতর্হি (এখনও) যঃ এবম্ বেদ—অহম্ ব্রহ্ম অস্মি ইতি। সঃ ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়) ভবতি (হয়)। তস্য (তাহার) ন হ দেবাঃ চন (কোন দেবতাই) অভূত্যৈ (অভূতি=না হওয়া অর্থাৎ সর্ববস্তুরূপী না হওয়া ; অভূত্যৈ=ব্রহ্মজ্ঞ সর্ববস্তু হইবে না এই বিষয়ে) ঈশতে (সমর্থ হয়)। আত্মা হি

এষাম্ (এই সকলের) সঃ ভবতি। অথ (আর) যঃ (যে) অন্যাম্ দেবতাম্ (অন্য দেবতাকে) উপাস্তে (উপাসনা করে)—অন্যঃ অসৌ (ঐ ; ঐ দেবতা) অন্যঃ অহম্ (আমি) অস্মি ইতি। ন সঃ বেদ—যথা (যেমনি) পশুঃ (মানুষের নিকটে পশু), এবম্ সঃ (সে) দেবানাম্ (দেবগণের মধ্যে)। যথা হ বৈ বহবঃ পশবঃ (বহু পশু) মনুষ্যম্ (মানুষকে) ভুঞ্জ্যুঃ (পালন করে) এবম্ এক+ একঃ (এক এক) পুরুষঃ দেবান্ (দেবসমূহকে) ভুনক্তি (সেবা করে)। এক-স্মিন্ এব পশৌ (একটি পশুতেও) আদীয়মানে (না পাইলে) অপ্রিয়ম্ (দুঃখ) ভবতি, কিম্ উ বহুষু (বহু পশু বিষয়ে)। তস্মাৎ (সেই জন্য) এষাম্ (ইহা-দিগের) তৎ (তাহা) ন প্রিয়ম্, যৎ (যে) এতৎ (ইহাকে, ব্রহ্মতত্ত্বকে) মনুষ্যাঃ বিদ্যুঃ (জানিবে)।

সরলার্থ : এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই বর্তমান ছিল। তিনি নিজেকে এইভাবে জানিয়াছিলেন—'আমিই ব্রহ্ম'। তাই তিনি সর্বাত্মক হইয়াছেন। দেবতাদের মধ্যে যিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও সর্বাত্মক হইলেন ; এইভাবে ঋষিদের এবং মানুষের মধ্যেও (যাঁহারা ইহা জানিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐরকম হইয়াছিলেন)। ইহা দেখিয়া ঋষি বামদেব এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—'আমি মনু এবং সূর্য হইয়াছিলাম'। এই জন্য এখনও যিনি 'আমিই ব্রহ্ম' এইরকম জানেন তিনি এই সব হন ; দেবতারাও তাঁহার সর্বরূপ হওয়াতে বাধা দিতে পারে না, কারণ তিনি সর্বভূতের আত্মা হন। আর 'আমার উপাস্য দেবতা এবং আমি ভিন্ন'—এই ভাবিয়া যে অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে কিছুই জানে না ; মানুষের কাছে যেমন পশু, দেবতাদের কাছে সে তেমনি। যেমন বহু পশু মানুষের সেবা করে, তেমনি এক এক ব্যক্তি দেবতাদের সেবা করিয়া থাকে। একটি পশু গেলেই মানুষের দুঃখ হয়, বহু পশু চলিয়া গেলে তাহার কত বেশী দুঃখ হইবে! এই জন্য মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করুক, ইহা দেবতাদের ইচ্ছা নয়।

মন্তব্য : অহম্ মনুঃ অভবম্ সূর্যশ্চ—এই অংশ ঋগ্বেদ ৪।২৬।১ হইতে গৃহীত। এইস্থলে ইহা ইন্দ্রের উক্তি এবং এই মন্ত্রের ঋষি বামদেব।

৪৮. ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়ো রূপমত্য-সৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্‌ব্রহ্ম তস্মাদ্যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ এনং হিনস্তি স্বাং স যোনিমৃচ্ছতি স পাপীয়ান্ ভবতি যথা শ্রেয়াংসং হিংসিত্বা ॥ ১১

অন্বয় : ব্রহ্ম বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব (অদ্বিতীয়রূপে)। তৎ (সেই ব্রহ্ম) একম্ সৎ (ছিল বলিয়া) ন বি+অভবৎ (সমর্থ হইয়াছিলেন, কিংবা সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছিলেন)। তৎ (তদনন্তর ; কিংবা ব্রহ্ম) শ্রেয়ঃ রূপম্ (শ্রেষ্ঠরূপ) অতি+ অসৃজত (সৃষ্টি করিয়াছিলেন) ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয়জাতিকে)। যানি এতানি [ক্ষত্রাণি] (এই সমুদয় ক্ষত্রিয়) দেবত্রা (দেবগণের মধ্যে) ক্ষত্রাণি (বলশালী ; ক্ষত্র) ইন্দ্রঃ, বরুণঃ, সোমঃ, রুদ্রঃ, পর্জন্যঃ, যমঃ, মৃত্যুঃ, ঈশানঃ (জ্যোতির দেবতা—শঙ্কর) ইতি। তস্মাৎ (সেই জন্য) ক্ষত্রাৎ (ক্ষত্রিয় অপেক্ষা) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন অস্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ম্ অধস্তাৎ (নিম্নে) উপাস্তে (উপবেশন করে, বা উপাসনা করে)

রাজসূয়ে (রাজসূয় যজ্ঞে)। ক্ষত্রে (ক্ষত্রিয় জাতিতে) এব তৎ যশঃ (সেই যশকে) দধাতি (স্থাপন করে)। সা এষা (ইহাই) ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয় জাতির) যোনিঃ (উৎপত্তির কারণ) যৎ (যাহা) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতি) তস্মাৎ যদি+অপি রাজা পরমতাম্ (শ্রেষ্ঠত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণকে) এব অন্ততঃ (শেষে) উপ-নি-শ্রয়তি (আশ্রয় গ্রহণ করে), স্বাম্ যোনিম্ (নিজ উৎপত্তিস্থানকে)। যঃ উ এনম্ (ইহাকে) হিনস্তি (হিংসা করে) স্বাম্ [যোনিম্] (স্বীয় উৎপত্তিস্থলকে) সঃ যোনিম্ ঋচ্ছতি (বিনাশ করে)। সঃ পাপীয়ান্ (অধিকতর পাপী) ভবতি, যথা (যেমন) শ্রেয়াংসম্ (শ্রেয়কে) হিংসিত্বা (হিংসা করিয়া)।

সরলার্থ : প্রথমে এই জগৎ এক ব্রহ্মরূপে বর্তমান ছিল। তিনি একা ছিলেন বলিয়া (কোন কার্য সম্পাদন করিতে) সমর্থ হন নাই (কিংবা তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হন নাই)। সেইজন্য তিনি শ্রেয়োরূপী ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্টি করিলেন—(যেমন) দেব-গণের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশান—ইহারা ক্ষত্রিয়। সেইজন্য ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, সেই জন্যই রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নীচে বসেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতিতেই আপনার ব্রাহ্মণত্বরূপ যশ স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ জাতিই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থল। এইজন্য যদিও রাজা (রাজসূয় যজ্ঞে প্রথমে) শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন, তবুও যজ্ঞের শেষে তিনি নিজের উৎপত্তিস্থল ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন। যে এই ব্রাহ্মণকে হিংসা করে, সে নিজের উৎপত্তিস্থলকেই হিংসা করে। যেমন লোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া পাপী হয় তেমনি সে আরও বেশী পাপী হয়।

৪৯. স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি ॥ ১২

অন্বয় : সঃ ন এব বি+অভবৎ বিশম্ (বৈশ্য জাতিকে) অসৃজত—যানি এতানি দেবজাতানি (দেবজাতি বিশেষ) গণশঃ (গণরূপে) আখ্যায়ন্তে (আখ্যা-লাভ করে)—বসবঃ (বসুসমূহ), রুদ্রাঃ, আদিত্যাঃ, বিশ্বেদেবাঃ মরুতঃ (মরুৎগণ) ইতি।

সরলার্থ : ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াও তিনি কর্মক্ষম হইলেন না (কিংবা, সম্যক ব্যক্ত হইলেন না)। সেইজন্য তিনি বৈশ্যজাতি অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে যাহারা গণদেবতা বলিয়া পরিচিত, যেমন বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, মরুৎগণ তাহাদের সৃষ্টি করিলেন।

মন্তব্য : গণশঃ—এমন অনেক দেবতা আছেন যাঁহাদের পৃথক্ পৃথক নাম নাই। এঁদের নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হয়—এক শ্রেণীর দেবতার নাম বসু, এক শ্রেণীর নাম রুদ্র ইত্যাদি। 'বিশ্বদেব'ও এই শ্রেণীর দেবতা। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে কোন কোন স্থলে সমুদয় দেবতাকে সম্মিলিতভাবে 'বিশ্বদেবাঃ' বলা হইয়াছে।

৫০. স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১৩

অন্বয় : সঃ ন এব বি+অভবৎ। সঃ শৌদ্রম্ (শূদ্রজাতিকে) অসৃজত পূষণম্ (পূষণরূপী, যে পোষণ করে, তাহার নাম পূষণ)। ইয়ম্ (এই পৃথিবী) বৈ পূষা। ইয়ম্ হি ইদম্ সর্বম্ (এই সকলকে) পুষ্যতি (পোষণ করে) যৎ ইদম্ কিম্+চ (এই যাহা কিছু)।

সরলার্থ ঃ তিনি তখনও কর্মক্ষম হইলেন না (কিংবা সম্যক্ ব্যক্ত হইলেন না)। সেই জন্য তিনি পূষণরূপী শূদ্রজাতি সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ যে শূদ্রজাতি সকল মানুষকে পোষণ করে সেই শূদ্রজাতিকে সৃষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীই পূষা। কারণ যাহা কিছু আছে, পৃথিবী সেই সমস্তকেই পোষণ করে।

৫১. স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্মস্ত-
স্মাদ্ধর্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্মেণ যথা
রাজ্ঞৈবং যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তত্তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্মং বদতীতি
ধর্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি ॥ ১৪

অন্বয় ঃ সঃ ন এব বি+অভবৎ। তৎ শ্রেয়ঃ+রূপম্ [ধর্মম্] (শ্রেয়োরূপী ধর্মকে) অতি+অসৃজত ধর্মম্ (রাজনীতিকে)। তৎ এতৎ (শ্রেয়োরূপী ধর্ম) ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্, যৎ ধর্মঃ। তস্মাৎ ধর্মাৎ (সেই ধর্ম অপেক্ষা) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন অস্তি (আছে)। অথ অবলীয়ান্ (দুর্বল লোক) বলীয়াংসম্ (বলী লোককে) আশংসতে (কামনা করে, জয় করিতে কামনা করে) ধর্মেণ (শাসননীতি দ্বারা)—যথা রাজ্ঞা (রাজ সাহায্যে) এবম্ (এই প্রকার)। যঃ বৈ সঃ ধর্মঃ, সত্যম্ বৈ তৎ ; তস্মাৎ সত্যম্ বদন্তম্ (যে সত্য বলে, তাহাকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে)—ধর্মম্ বদতি (ধর্ম বলিতেছে) ইতি। ধর্মম্ বা বদন্তম্ (যে ধর্ম বলে, তাহাকে)—সত্যম্ বদতি ইতি। এতৎ হি এব এতৎ উভয়ম্ ভবতি।

সরলার্থ ঃ ইহাতেও তিনি সর্বকর্মে সমর্থ হইলেন না (বা সম্যক্ ব্যাকৃত হইলেন না)। তখন তিনি শ্রেয়োরূপী ধর্মকে সৃষ্টি করিলেন। এই যে শ্রেয়োরূপী ধর্ম ইহা ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ বলশালী অপেক্ষাও বলশালী! এইজন্য ধর্ম অপেক্ষা বলশালী আর কিছুই নাই। ধর্মের সাহায্যে বলহীন লোকও বলবানকে শাসন করিয়া থাকে—যেমন রাজার সাহায্যে বলবান লোককেও শাসন করা যায় সেই রকম। যাহা ধর্ম, তাহাই সত্য! এইজন্য লোকে সত্যবাদীকে লক্ষ করিয়া বলে—'এ ধর্ম বলিতেছে' এবং ধর্মবাদীকে লক্ষ করিয়া বলে—'এ সত্য বলিতেছে'। সুতরাং এই দুইটি অর্থাৎ ধর্ম ও সত্য একই।

মন্তব্য ঃ ধর্মঃ=নিয়ম, বিধি-ব্যবস্থাদি। বর্তমান সময়ে যাহাকে 'আইন' বলা হয় প্রাচীনকালে তাহাকেই ধর্ম বলা হইত।

৫২. তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্‌শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো
মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব
দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ
অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো
ন ভুনক্তি যথা বেদো বাননূক্তোঽন্যদ্বা কর্মাকৃতং যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্
মহৎ পুণ্যং কর্ম করোতি তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমু-
পাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম ক্ষীয়তে অস্মা-
দ্ধ্যেবাত্মনো যদ্যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে ॥ ১৫

অন্বয় ঃ তৎ এতৎ (সেই এই) ব্রহ্ম, ক্ষত্রম্ বিট্ (বৈশ্য) শূদ্র তৎ অগ্নিনা এব (অগ্নিরূপেই) দেবেষু (দেবগণের মধ্যে) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) অভবৎ (হইয়াছিল)। ব্রাহ্মণঃ মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) ক্ষত্রিয়েণ (ক্ষত্রিয়রূপে) ক্ষত্রিয়ঃ। বৈশ্যেন (বৈশ্যরূপে) বৈশ্যঃ। শূদ্রেণ (শূদ্ররূপে) শূদ্রঃ। তস্মাৎ অগ্নৌ এব (অগ্নিতেই)

দেবেষু লোকম্ (স্বর্গাদিলোক ; ভোগ্যফল) ইচ্ছন্তে (ইচ্ছা করে)। ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণ জাতিতে) মনুষ্যেষু। এতাভ্যাম্ হি রূপাভ্যাম্ (এই দুই রূপ দ্বারা) ব্রহ্ম অভবৎ। অথ যঃ হ বৈ অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) স্বম্ লোকম্ (স্বীয় লোককে, আত্মলোককে) অদৃষ্ট্বা (না দেখিয়া) প্র+এতি (মৃত হয়) সঃ (আত্মা) এনম্ (ইহাকে) অবিদিতঃ বিদিত না হইয়া) ন ভুনক্তি (পালন করে) যথা (যেমন) বেদঃ বা অননূক্তঃ (অন্+অনু+উক্তঃ=অপঠিত) অন্যৎ বা কর্ম (অন্যকর্ম) অকৃতম্ (করা না হইলে)। যৎ (যদি) ইহ (এই পৃথিবীতে) বৈ অপি অনেবংবিদ্ (অন্+এবম্+বিদ্=এই প্রকার যে জানে না সে) মহৎ পুণ্যম্ কর্ম করোতি (করে), তৎ হ অস্য (তাহার) অন্ততঃ (পরিণামে) ক্ষীয়তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) এব। আত্মানম্ এব লোকম্ (আত্মরূপ লোককেই) উপাসীত। সঃ যঃ আত্মানম্ এব লোকম্ উপাস্তে, ন হ অস্য কর্ম ক্ষীয়তে। অস্মাৎ হি এব আত্মনঃ (এই আত্মা হইতেই) যৎ যৎ (যে যে ফল) কাময়তে (কামনা করে), তৎ তৎ (সেই সেই কামনা) সৃজতে (সৃষ্টি করে, লাভ করে)।

সরলার্থ ঃ এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইল। তিনি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপে ব্রাহ্মণ হইলেন। তিনি ক্ষত্রিয় রূপ ধরিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরূপ ধরিয়া বৈশ্য এবং শূদ্ররূপ ধরিয়া শূদ্র হইলেন। তাই উপাসক দেবতাদের মধ্যে অগ্নিকেই ভোগ্য লোক কামনা করে এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণকে কামনা করে, কারণ এই দুই রূপেই ব্রহ্ম (অবিকৃতভাবে প্রকাশিত) হইয়াছেন। যে আত্মতত্ত্ব না জানিয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে আত্মাকে জানে না বলিয়া, আত্মা তাহাকে রক্ষা করে না—যেমন বেদপাঠ না করিলে বা অন্যকর্ম সম্পন্ন না করিলে (এই সমস্ত কোন প্রকারে আসে না, তেমনি আত্মাকে না জানিলে আত্মা কোন উপকার করেন না)। যাঁহার ইহা জানা নাই তিনি যদি এই পৃথিবীতে মহৎ পুণ্যকর্মও করেন, পরিণামে সেই কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আত্মাকেই স্বলোক বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে স্বলোক বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার কর্মের ক্ষয় হয় না—কারণ তিনি যে যে বস্তু কামনা করেন, আত্মা হইতেই সেই সেই বস্তু তিনি সৃষ্টি করেন অর্থাৎ লাভ করেন।

মন্তব্য ঃ (ক) ব্রাহ্মণ··· ক্ষত্রিয়েণ······বৈশ্যেন······শূদ্রেণ ইত্যাদি বলিবার উদ্দেশ্য এই, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের অবিকৃত রূপ, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি রূপ ব্রহ্মের বিকার প্রাপ্ত রূপ। (খ) অগ্নৌ এব দেবেষু ইত্যাদি। অগ্নৌ এব দেবেষু=দেবগণের মধ্যে অগ্নিতেই। শঙ্কর বলেন, এস্থলে 'অগ্নৌ' অর্থ 'অগ্নিসম্বন্ধীয় কর্ম করিয়া'। ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষু=মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণে। শংকর বলেন—'ব্রাহ্মণে' অর্থ 'ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া'। কেহ কেহ বলেন, 'অগ্নৌ' অর্থ 'অগ্নিদ্বারা' এবং 'ব্রাহ্মণে' অর্থ 'ব্রাহ্মণদ্বারা'।

৫৩. অথো অয়ং বা আত্মা সর্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যজ্জুহোতি যদ্যজতে
তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো
নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৃণামথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽ
শনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং
যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকো
যথা হ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবংবিদে সর্বাণি ভূতান্যরিষ্টি-
মিচ্ছন্তি তদ্বা এতদ্বিদিতং মীমাংসিতম্ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ অথো অয়ম্ বৈ আত্মা সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (সর্বভূতের) লোকঃ

(ভোগ্যবস্তু) সঃ যৎ জুহোতি (হোম করে), যৎ যজতে (যজ্ঞ করে), তেন (তাহা দ্বারা) দেবানাম্ (দেবসমূহের) লোকঃ। অথ যৎ অনুব্রূতে (বেদপাঠ করে) তেন ঋষীণাম্ (ঋষিগণের) ; অথ যৎ পিতৃভ্যঃ (পিতৃপুরুষগণকে) নি+পৃণাতি (তর্পণ করে), যৎ প্রজাম্ (সন্তানকে) ইচ্ছতে (ইচ্ছা করে) তেন পিতৃণাম্), অথ যৎ মনুষ্যান্ (মনুষ্যগণকে) বাসয়তে (বাসস্থান দেয়) যৎ এভ্যঃ (ইহাদিগকে) অশনম্ (খাদ্য) দদাতি (দেয়) তেন মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণের) অথ যৎ পশুভ্যঃ (পশুগণের জন্য) তৃণ+উদকম্ (তৃণ ও উদক) বিন্দতি (লাভ করে, সংগ্রহ করে) তেন পশূনাম্ (পশুগণের)। যৎ অস্য গৃহেষু (গৃহসমূহে) শ্বাপদাঃ (পশুগণ) বয়াংসি (পক্ষিগণ) আপিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকা পর্যন্ত) উপজীবন্তি (উপজীবিকা লাভ করে) ; তেন তেষাম্ লোকঃ। যথা হ বৈ স্বায় লোকায় (স্বীয় লোকের প্রতি) অরিষ্টিম্ (কল্যাণ ; রিষ্টি=অনিষ্ট) ইচ্ছেৎ (ইচ্ছা করে), এবম্ হ (এই প্রকার) এবম্+বিদে (এবংবিৎ এই প্রকার জ্ঞানীর প্রতি) সর্বাণি ভূতানি (সর্বভূত) অরিষ্টম্ ইচ্ছন্তি (ইচ্ছা করে), তৎ বৈ এতৎ (ইহা) বিদিতম্ (জানা গিয়াছে), মীমাংসিতম্ (মীমাংসিত হইয়াছে)।

সরলার্থ : এই আত্মা সর্বভূতের ভোগ্যবস্তু বা আশ্রয়। সে যে হোম এবং যজ্ঞ করে, তাহাদ্বারা সে দেবগণের ভোগ্য হয়। সে যে বেদপাঠ করে, তাহাদ্বারা ঋষিগণের, সে যে পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করে এবং সন্তান কামনা করে তাহাদ্বারা পিতৃগণের ; সে যে মানুষকে বাসস্থান এবং অন্নদান করে তাহাদ্বারা মানুষের, আর সে যে পশুদের জন্য তৃণ-জল সংগ্রহ করে, তাহাদ্বারা পশুদের আশ্রয় হয়। আর ইহার বাড়ীতে যে পশুপাখী হইতে পিঁপড়া পর্যন্ত সব প্রাণী আহার পাইয়া জীবিত থাকে, তাহা সে তাহাদেরও আশ্রয় হয়। যেমন কেহ নিজের লোকের বিনাশ চায় না, তেমনি এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অনিষ্ট কেহ কামনা করে না। ইহাই শাস্ত্রবিদিত ও সর্বমীমাংসিত।

৫৪. আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীয়েত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চনাতো ভূয়ো বিন্দেত্তস্মাদপ্যেতর্হ্যেকাকী কাময়তে জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীয়েতি স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে তস্যো কৃৎস্নতা মন এবাস্যাত্মা বাগ্জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবং শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোতি আত্মৈবাস্য কর্মাত্মনা হি কর্ম করোতি স এষ পাঙ্ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্ক্তঃ পশুঃ পাঙ্ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্ক্তমিদং সর্বং যদিদং কিংচ তদিদং সর্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ১৭

অন্বয় : আত্মা (আত্মারূপে) এব ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে আসীৎ (ছিল) এব সঃ অকাময়ত (কামনা করিয়াছিল)—জায়া মে (আমার) স্যাৎ (হউক) ; অথ প্রজায়েয় (সন্তান উৎপন্ন করি) অথ বিত্তম্ মে স্যাৎ, অথ কর্ম কুর্বীয় (কর্ম করি)। এতাবান্ বৈ (এই পরিমাণ, এই পর্যন্ত) কামঃ (কামনা)। ন [বিন্দেৎ] ইচ্ছন্+চন (ইচ্ছা করিলেও) ; অতঃ (ইহা অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিক) বিন্দেৎ (প্রাপ্ত হইবে) তস্মাৎ অপি এতর্হি, ইদানীম্ একাকী (যে ব্যক্তি একাকী সে) কাময়তে (কামনা করে)—জায়া মে স্যাৎ অথ প্রজায়েয়। অথ বিত্তম্ মে স্যাৎ, অথ কর্ম কুর্বীয়। ইতি সঃ যাবৎ অপি এতেষাম্ (এই সমুদায়ের) এক+একম্ (একটিও) ন প্র+

অপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), অকৃৎস্নঃ (অসম্পূর্ণ) এব তাবৎ মন্যতে (মনে করে)। তস্য উ (তাহার) কৃৎস্নতা (পূর্ণতা) মনঃ এব অস্য আত্মা। বাক্ জায়া। প্রাণঃ প্রজাঃ। চক্ষুঃ মানুষম্ বিত্তম্ (মানুষসম্বন্ধীয় বিত্ত),—চক্ষুষা হি (চক্ষুদ্বারাই) তৎ (বিত্তকে) বিন্দতে (লাভ করে)। শ্রোত্রম্ দৈবম্ [বিত্তম্]—শ্রোত্রেণ হি (শ্রোত্র দ্বারাই)। তৎ শৃণোতি (শ্রবণ করে)। আত্মা (শরীর) এব অস্য কর্ম ; আত্মনা হি (দেহ দ্বারাই) কর্ম করোতি (করে)। সঃ এষঃ (সেই এই) পাংক্তঃ (পাঁচ প্রকার), যজ্ঞঃ। পাংক্তঃ পশুঃ। পাংক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তম্ ইদম্ সর্বম্ (এই সকল) যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু)। তৎ ইদম্ সর্বম্ অপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ : অগ্রে এই জগৎ অদ্বিতীয় এক আত্মারূপেই বর্তমান ছিল। তিনি কামনা করিলেন—'আমার পত্নী হউক, আমি সন্তান উৎপন্ন করি। আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম করি। এই পর্যন্তই কামনা ছিল। তাই ইহার অপেক্ষা বেশী ইচ্ছা করিলেও কেহ তাহা পায় না। এইজন্য এখনও অকৃতদার ব্যক্তি কামনা করে—আমার পত্নী হউক, আমি সন্তান উৎপন্ন করি ; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম করি। যে পর্যন্ত মানুষ এই সবের একটিও না পায় সে পর্যন্ত সে নিজেকে অপূর্ণই মনে করে। এইরূপেও তাহার পূর্ণতা হয়—মনই আত্মা বা পতি, বাক্ জায়া এবং প্রাণ সন্তান। চক্ষু মানবীয় সম্পদ, কারণ চক্ষু দ্বারাই সে সম্পদ লাভ করে। কর্ণ দৈব সম্পদ, কারণ কর্ণ দ্বারাই সে ইহার বিষয় শোনে। এই শরীরই ইহার কর্ম, কারণ শরীর দ্বারাই মানুষ কর্ম করে। ইহাই পঞ্চবিধ যজ্ঞ, পঞ্চবিধ পশু, পঞ্চবিধ পুরুষ—যাহা কিছু আছে, সে সবই পঞ্চবিধ। যিনি ইহা জানেন তিনি এই সবই লাভ করেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

সপ্তবিধ অন্নের সৃষ্টি—মন, বাক্ ও প্রাণের সৃষ্টি—ইহাদের সর্বরূপিত্ব—তিনলোক ও তাহা পাইবার উপায়—ইন্দ্রিয় ও দেবগণের প্রাণরূপিত্ব।

৫৫. যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণং দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ। ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রায়চ্ছৎ। তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্বদা যো বৈতামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন। স দেবানপি গচ্ছতি স ঊর্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ ॥ ১

অন্বয় : যৎ (যখন) সপ্ত+অন্নানি (সাত প্রকার অন্ন) মেধয়া (মেধাদ্বারা), তপসা (তপস্যাদ্বারা) অজনয়ৎ (উৎপন্ন করিয়াছিলেন) পিতা, একম্ (একটিকে) অস্য (ইহার) সাধারণম্ (সর্বসাধারণের ভোগ্য) ; দ্বে (দুইটি অন্নকে) দেবান্ (দেবগণকে) অভাজয়ৎ (দিয়াছিলেন), ত্রীণি (তিনটিকে) আত্মনে (নিজের জন্য) অকুরুত (করিয়াছিলেন) ; পশুভ্যঃ (পশুদিগকে) একম্ (একটি অন্নকে) প্র+অযচ্ছৎ (দিয়াছিলেন)। তস্মিন্ (তাহাতে) সর্বম্ (সমুদায়) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে) যৎ চ (যাহা) প্রাণিতি (নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য করে) যৎ চ ন (না)। কস্মাৎ (কেন) তানি ন ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) অদ্যমানানি

[তানি] (সে সমুদায় ভুক্ত হইলেও) সর্বদা যঃ (যে) বা এতাম্ অ+ক্ষিতিম্ (ক্ষয়রহিত এই সমুদায়কে) বেদ (জানে) সঃ অন্নম্ অত্তি (ভোজন করে) প্রতীকেন (মুখদ্বারা)। সঃ দেবান্ (দেবগণের নিকটে) অপি গচ্ছতি (গমন করে)। সঃ ঊর্জম্ (বল) উপজীবতি (ভোগ করে)—ইতি। শ্লোকাঃ (এই সমুদয় শ্লোক)।

সরলার্থ ঃ যখন পিতা (সৃষ্টিকর্তা) মেধা ও তপস্যা দ্বারা সাত রকম অন্ন সৃষ্টি করিলেন, তাহার মধ্যে একটি সর্বসাধারণকে ও দুইটি দেবতাদিগকে দিয়াছিলেন, তিনটি নিজের জন্য রাখিয়া একটি পশুদিগকে দিয়াছিলেন। যাহারা প্রাণ ধারণ করে এবং যাহারা করে না—অর্থাৎ চেতন, অচেতন সকলেই—সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। সকলে সর্বদা অন্ন ভোজন করিতেছে, তবুও অন্নের কেন ক্ষয় হয় না? যিনি অন্নের এই অক্ষয়ত্বের বিষয় জানেন তিনি প্রতীকদ্বারা (অর্থাৎ মুখ্যরূপে) অন্নভোজন করেন ; তিনি দেবত্বভাব পান এবং বল লাভ করেন। এই সব শ্লোক আছে—

৫৬. যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতেতি মেধয়া হি তপসাঽজনয়ৎ পিতৈকমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ দ্বে দেবানভাজয়দিতি হুতং চ প্রহুতং চ তস্মাদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহুর্দর্শপূর্ণমাসাবিতি তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ। পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি তৎ পয়ঃ। পয়ো হ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈবাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি। তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি পয়সি হীদং সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। তদ্যদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি ন তথা বিদ্যাদ্যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজয়ত্যেবং বিদ্বান্ সর্বং হি দেবেভ্যোঽন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি। কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্বদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জনয়তে। যো বৈতামক্ষিতিং বেদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে। কর্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্যাৎ ক্ষীয়েত হ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ। স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জমুপ-জীবতীতি প্রশংসা ॥ ২

অন্বয় ঃ যৎ সপ্ত+অন্নানি মেধয়া তপসা অজনয়ৎ পিতা ইতি (ইহার অর্থ এই) —মেধয়া হি তপসা অজনয়ৎ পিতা। একম্ অস্য সাধারণম্ ইতি (ইহার অর্থ)— ইদম্ (ইহা) এব অস্য (ইহার) তৎ সাধারণম্ অন্নম্, যৎ (এই যাহা) অদ্যতে (ভুক্ত হয়)। সঃ যঃ (যে ব্যক্তি) এতৎ (ইহাকে) উপাস্তে (উপাসনা করে, ভোজন করে) ন সঃ পাপ্মনঃ (পাপ হইতে) বি+আবর্ততে (মুক্ত হয়) মিশ্রম্ (মিশ্র সম্পত্তি, সাধারণের সম্পত্তি) হি এতৎ (ইহা)। দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ ইতি (ইহার অর্থ)—হুতম্ চ (অগ্নিতে যাহা আহুতি দেওয়া হয়), প্রহুতম্ চ (আহুতির পরে যে বলি অর্পণ করা হয়)। তস্মাৎ (সেইজন্য) দেবেভ্যঃ (দেবতাদিগকে) জুহ্বতি চ (আহুতি দেওয়া হয়), প্র চ জুহ্বতি (=প্রজুহ্বতি চ—বলি অর্পণ করা হয়) অথ আহুঃ (কেহ কেহ বলিয়া থাকে) দর্শপূর্ণমাসৌ (দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ ; দর্শ—অমাবস্যার যাগ ; পূর্ণমাস—পূর্ণিমার যাগ) ইতি।

তস্মাৎ ন ইষ্টিযাজুকঃ (কাম্য যাগের অনুষ্ঠানকারী, ইষ্টি=কাম্যযাগ) স্যাৎ (হইবে)। পশুভ্য একম্ প্রাযচ্ছৎ ইতি (এই অংশের অর্থ এই)—তৎ (তাহা) পয়ঃ (দুগ্ধ)। পয়ঃ হি এব অগ্রে মনুষ্যাঃ চ পশবঃ চ (পশুসমূহ) উপজীবন্তি (ভোগ করিয়া থাকে)। তস্মাৎ কুমারম্ জাতম্ (নবজাত কুমারকে) ঘৃতম্ বৈ বা অগ্রে প্রতি+লেহয়ন্তি (লেহন করায়), স্তনম্ বা অনু+ধাপয়ন্তি (পান করায়)। অথ বৎসম্ জাতম্ (নবজাত বৎসকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে) অ-তৃণাদঃ (অ-তৃণভোজী) ইতি। তস্মিন্ সর্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্—যৎ চ প্রাণিতি, যৎ চ ন ইতি (এই অংশের অর্থ এই) —পয়সি (দুগ্ধে) হি ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদায়) প্রতিষ্ঠিতম্, যৎ চ প্রাণিতি, যৎ চ ন। তৎ যৎ ইদম্ আহুঃ (বলে)—সংবৎসরম্ (এক বৎসর পর্যন্ত) পয়সা (দুগ্ধদ্বারা) জুহ্বৎ (হোম করিয়া) অপ [জয়তি] (জয় করে) পুনঃ+মৃত্যুম্ (পুনর্মৃত্যুকে ; ১।২।৭ দ্রঃ) জয়তি ইতি। ন তথা বিদ্যাৎ (এপ্রকার বুঝিবেন না)। যৎ অহঃ (যেই দিনে) এব জুহোতি (আহুতি দেয়) তৎ অহঃ (সেই দিনে) পুনঃ+মৃত্যুম্ অপ জয়তি। এবম্ বিদ্বান্ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ; কিংবা এইপ্রকার জানিয়া) সর্বম্ হি দেবেভ্যঃ (দেবগণকে) অন্নাদ্যম্ [সর্বং] (অন্নাদি দুগ্ধ) প্রযচ্ছতি (আহুতিরূপে অর্পণ করে)। কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্বদা ইতি (এই অংশের অর্থ এই)—পুরুষঃ বৈ অ+ক্ষিতিঃ (ক্ষয়রহিত) ; সঃ হি ইদম্ অন্নম্ (এই অন্নকে) পুনঃ পুনঃ জনয়তে (উৎপন্ন করে)। যঃ বা এতাম্ অক্ষিতিম্ বেদ ইতি। (এই অংশের অর্থ এই) পুরুষ বৈ অক্ষিতিঃ ; সঃ হি ইদম্ অন্নম্ ধিয়া ধিয়া ; (ধীদ্বারা, জ্ঞান দ্বারা ; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া) জনয়তে। কর্মভিঃ (কর্মদ্বারা), যৎ এতৎ (ইহাকে) ন কুর্যাৎ (করে) ক্ষীয়েত হ (ক্ষয় হয়)। সঃ অন্নম্ অত্তি প্রতীকেন ইতি (এই অংশের অর্থ এই)—মুখম্ (মুখ) প্রতীকম্ ; মুখেন (মুখদ্বারা) ইতি এতৎ (এই অন্নকে)। সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি সঃ ঊর্জম উপজীবতি ইতি (এই অংশ) প্রশংসা (প্রশংসাসূচক)।

সরলার্থ ঃ 'যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ' (এই অংশের অর্থ)—পিতা যখন মেধা ও তপস্যার দ্বারা সপ্ত অন্ন উৎপন্ন করিয়াছিলেন। 'একম্ অস্য সাধারণম্' (এই অংশের অর্থ)—'(লোকে) এই যে, (অন্ন) ভোজন করে, তাঁহার (অর্থাৎ পিতার) সেই অন্ন সর্বসাধারণের অন্ন।' যে ব্যক্তি ইহাকে উপাসনা করে (অর্থাৎ এই অন্ন ভোজন করে) সে পাপ হইতে মুক্ত হয় না (কারণ) এই অন্ন মিশ্রসম্পত্তি (অর্থাৎ সর্বসাধারণের সম্পত্তি)। 'দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ' (এই অংশে 'হুত' এবং 'প্রহুত' এই দুইয়ের কথা অর্থাৎ আহুতি দেওয়া ও বলি দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে)। এইজন্য দেবগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয় এবং বলি দেওয়া হয়। (কিন্তু কেহ কেহ) বলেন এস্থলে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য ইষ্টিযাজুক হইবে না (অর্থাৎ কাম্যবস্তু লাভের জন্য যাগ করিবে না)। 'পশুভ্যঃ একম্ প্রাযচ্ছৎ' (এই অংশে বলা হইল)—ইহা দুগ্ধই। প্রথমে মানুষ ও পশু দুধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করে। এইজন্য নবজাত কুমারকে প্রথমেই ঘৃত লেহন করিতে কিংবা স্তন্যপান করিতে দেওয়া হয়। এবং নবজাত বৎসকে 'অতৃণাদি' (অর্থাৎ অতৃণভোজী) বলা হয়। 'তস্মিন্ সর্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্ যৎ চ প্রাণিতি, যৎ চ ন' (এই অংশের অর্থ এই)—যাহারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য করে এবং যাহারা করে না তাহারা সকলেই দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত। এই যে বলা হয়—'সংবৎসর দুধ দিয়া হোম করিলে পুনর্মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, উহা সেই অর্থে গ্রহণীয় নহে। যে

দিন (মানুষ) আহুতি দেয়, সেই দিনই সে পুনর্মৃত্যু অতিক্রম করে (এইরকম বুঝিতে হইবে)। যিনি ইহা জানেন, তিনি (দুগ্ধরূপ) সমস্ত অন্নই দেবগণকে (আহুতিরূপে) অর্পণ করেন। 'কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্বদা' (এই অংশের অর্থ)—পুরুষই অক্ষিতি (অর্থাৎ ক্ষয়রহিত); সেই পুরুষই এই অন্নকে বার বার উৎপন্ন করেন। 'য বা এতাম্ অক্ষিতিম্ বেদ' (এই অংশের অর্থ এই) —পুরুষই অক্ষিতি ; সেই পুরুষই বার বার চিন্তা দ্বারা এই অন্নকে সৃষ্টি করেন। তিনি যদি (চিন্তাদি) কর্মদ্বারা এই সব সৃষ্টি না করিতেন, তবে সবই বিনাশ পাইত। 'স অন্নম্ অত্তি প্রতীকেন' (এই অংশের অর্থ এই)—প্রতীকের অর্থ প্রাধান্য, তিনি প্রধানরূপেই এই অন্ন ভোজন করেন। 'সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি' স ঊর্ধ্বম্ উপজীবতি'—(এই অংশ) প্রশংসাসূচক।

মন্তব্য : (ক) মিশ্রম্—মিশ্র সম্পত্তি। সর্বসাধারণের সম্পত্তি। একজন তাহা ভোগ করিতে, অপরে তাহাতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং এইরূপ ভোগ পরপীড়াকর। এই জন্য ইহা পাপজনক (শঙ্কর)। ন ইষ্টিযাজুকঃ - দুইটি অন্ন দেবতাদিগের জন্য ; মানুষ ইহা কামনা করিবে না। এইজন্যই বলা হইয়াছে, 'ইষ্টিযাজুক' হইবে না। (ঘ) পয়সি হি ইদম্ সর্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্—দুগ্ধদ্বারা যজ্ঞ করা হয় এবং এই জগৎ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং জগৎ দুগ্ধেই প্রতিষ্ঠিত (শঙ্কর)।

৫৭. ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সৈষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৩

অন্বয় : ত্রীণি আত্মনে অকুরুত ইতি (ইহার অর্থ এই) মনঃ বাচম্ প্রাণম্- তানি (এই সমুদায়কে) আত্মনে অকুরুত। অন্যত্রমনাঃ (অন্য বিষয়ে যাহার মন গিয়াছে) অভূবম্ (হইয়াছিলাম) ন অদর্শম্ (দেখিয়াছি) ; অন্যত্রমনাঃ অভূবম্ ন অশ্রৌষম্ (শুনিয়াছি,) ইতি। মনসা (মনদ্বারা) হি এব পশ্যতি (দর্শন করে), মনসা শৃণোতি (শ্রবণ করে)। কামঃ, সঙ্কল্পঃ, বিচিকিৎসা (সংশয়) শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ (ধৈর্য) অধৃতিঃ, হ্রীঃ (লজ্জা) ধীঃ (প্রজ্ঞা), ভীঃ (ভয়) ইতি— এতৎ সর্বম্ মনঃ এব। তস্মাৎ অপি পৃষ্ঠতঃ (পৃষ্ঠভাগে) উপস্পৃষ্টঃ (স্পৃষ্ট হইলেও) মনসা বিজানাতি (জানে)। যঃ কঃ চ শব্দঃ (যে কোন প্রকার শব্দ বাক্‌) এব সা। এষা (এই বাক্) হি অন্তম্ আয়ত্তা (বক্তব্যবিষয়-প্রকাশক ; অন্তম্ = লক্ষ্যবিষয় ; আয়ত্তা = অনুগত) ; এষা হি ন। প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ উদানঃ সমানঃ—অনঃ ইতি এতৎ ; সর্বম্ প্রাণঃ এব। এতৎ + ময়ঃ (এই প্রকার) বৈ অয়ম্ আত্মা—বাঙময়ঃ, মনোময়ঃ, প্রাণময়ঃ।

সরলার্থ : 'ত্রীণি আত্মনে অকুরুত' (এই অংশের অর্থ)—তিনি (নিজের জন্য) মন, বাক্ ও প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লোকে বলে, 'আমি আনমনা হইয়াছিলাম এইজন্য দেখি নাই', 'আমি আনমনা হইয়াছিলাম এই জন্য শুনি নাই।' (সুতরাং) মনদ্বারাই লোকে দেখে, মনদ্বারাই লোকে শোনে। কামনা, সংকল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভয়—এই সবই মন। এই জন্য কেহ পিঠে

হাত দিলেও তাহা মন দ্বারা জানা যায়। যে কোন প্রকার শব্দই বাক্—ইহা অর্থপ্রকাশক আবার অর্থপ্রকাশক নয়ও। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান—এই সবই 'অন', এই সবই প্রাণ। আত্মাও এই রকম বাঙ্ময়, মনোময় এবং প্রাণময়।

মন্তব্য : (ক) ধৃতি—memory, স্মৃতি (মোক্ষমুলার) ; steadiness (Roer)। শঙ্কর বলেন—'শরীর অবসন্ন হইলেও কাজ করিবার জন্য মনের যে বল থাকে, তাহাই ধৃতি বা ধারণা। অধৃতির অর্থ ইহার বিপরীত। (খ) এষা হি ন—যে শব্দ অর্থ প্রকাশ করে তাহাই বাক্, আর যাহা অর্থ প্রকাশ করে না তাহাও বাক্। প্রকৃতপক্ষে ঋষি ইহা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—'সর্বপ্রকার শব্দই বাক্' ; ইহা বলিয়াই ঋষি বলিলেন, ইহা অর্থপ্রকাশিকা, ইহার পরই বলিলেন, ইহা নয়ও (এষা হি ন)। সুতরাং 'ইহা নয়ও' অর্থ—ইহা অর্থপ্রকাশিকা নয়ও। (গ) প্রাণ—মুখ ও নাসিকাস্থ বায়ু ; অপান—অধোগামী বায়ু ; ব্যান—প্রাণ ও অপানের সন্ধি ; বীর্যসাধ্য কাজ করিবার সময় নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদির যে অবস্থা হয়, তাহাই ব্যান ; উদান—ঊর্ধ্বগামী বায়ু ; পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত স্থানে ইহার অবস্থিতি ; সমান—যে বায়ু ভুক্ত ও পানীয় বস্তুর সমীকরণ করে (শঙ্কর)। এই পাঁচটিই 'অন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; সুতরাং এই শব্দ বলার মধ্যে একটি সাধারণ ভাব রহিয়াছে। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন —'এই সবই অন'।

৫৮. ত্রয়ো লোকা এতে এব বাগেবায়ং লোকো মনোঽন্তরিক্ষলোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৪

৫৯. ত্রয়ো বেদা এত এব বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ ৫

৬০. দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬

অন্বয় : ত্রয়ঃ লোকাঃ এতে (এই সমুদয়) এব ; বাক্ এব অয়ম্ লোকঃ (পৃথিবীলোক) ; মনঃ অন্তরিক্ষলোকঃ প্রাণঃ অসৌ লোকঃ (ঐ লোক ; স্বর্গলোক)। ত্রয়ঃ বেদাঃ এতে এব—বাক্ এব ঋগ্বেদঃ, মনঃ যজুর্বেদঃ, প্রাণঃ সামবেদঃ। দেবাঃ পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) মনুষ্যাঃ এতে এব—বাক্ এব দেবাঃ ; মনঃ পিতরঃ, প্রাণঃ মনুষ্যাঃ।

সরলার্থ : (৪-৬ মন্ত্র) বাক্, মন এবং প্রাণ ইহারাই তিন লোক—বাক্, পৃথিবী, মন অন্তরীক্ষ এবং প্রাণ ঐ স্বর্গলোক। ইহারাই তিন বেদ—বাক্ ঋগ্বেদ, মন যজুর্বেদ, প্রাণ সামবেদ। ইহারাই দেব, পিতা এবং মনুষ্য। বাকই দেবতা, মন পিতা আর প্রাণ মনুষ্য।

৬১. পিতা মাতা প্রজৈত এব মন এব পিতা বাঙ্মাতা প্রাণঃ প্রজা ॥ ৭

অন্বয় : পিতা, মাতা, প্রজা (পুত্রাদি) এতে এব ; মনঃ এব পিতা ; বাক্ মাতা ; প্রাণঃ প্রজা।

সরলার্থ : ইহারাই পিতা, মাতা, পুত্র ইত্যাদি। মনই পিতা, বাক্ মাতা আর প্রাণ সন্তান।

৬২. বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব যৎ কিংচ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্‌ঘি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভূত্বাবতি ॥ ৮

অন্বয় ঃ বিজ্ঞাতম্, বিজিজ্ঞাস্যম্ (জিজ্ঞাস্য বিষয়), অবিজ্ঞাতম্—এতে এব। যৎ কিম্ + চ বিজ্ঞাতম্ — বাচঃ (বাক্যের) তৎ (তাহা) রূপম্। বাক্ হি বিজ্ঞাতা (বিজ্ঞাত বিষয়), বাক্ এনম্ (মানুষকে) তৎ (বিজ্ঞাত বিষয়) ভূত্বা (হইয়া) অবতি (পালন করে)।

সরলার্থ ঃ বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাত এই সমস্ত বিষয়ই বাক্, মন ও প্রাণ। যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তাহা বাকের রূপ, কারণ বাক্ই বিজ্ঞাত বিষয়। বাক্ সেই বিজ্ঞাত বিষয় হইয়া মানুষকে পালন করে।

৬৩. যৎ কিংচ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং মন এনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ ৯

অন্বয় ঃ যৎ কিম্ + চ বিজিজ্ঞাস্যম্ (জিজ্ঞাস্য বিষয়), মনসঃ (মনে) তৎ (তাহা) রূপম্। মনঃ হি বিজিজ্ঞাস্যম্ ; মনঃ এনম্ তৎ (জিজ্ঞাস্য বিষয়) ভূত্বা অবতি (১৷৫৷৭ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্য তাহাই মনের রূপ ; কারণ মনই জিজ্ঞাস্য বিষয়। মন সেই জিজ্ঞাস্য বিষয় হইয়া মানুষকে পালন করে।

৬৪. যৎ কিংচাবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হি অবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ ১০

অন্বয় ঃ যৎ কিম্ চ অবিজ্ঞাতম্, প্রাণস্য তৎ (তাহা) রূপম্। প্রাণঃ হি অবিজ্ঞাতঃ প্রাণঃ এনম্ (অবিজ্ঞাত বিষয়) ভূত্বা অবতি।

সরলার্থ ঃ যাহা কিছু অবিজ্ঞাত বিষয়, তাহাই প্রাণের রূপ ; কারণ প্রাণই অবিজ্ঞাত বিষয়। প্রাণ সেই অবিজ্ঞাত বিষয় হইয়া মানুষকে পালন করে।

৬৫. তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্যাবত্যেব বাক্তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ তস্যৈ বাচঃ (সেই বাক্যের) পৃথিবী শরীরম্ ; জ্যোতিঃ রূপম্ অয়ম্ (এই) অগ্নিঃ। তৎ (সেই জন্য) যাবতী (যে পরিমাণ) এব বাক্, তাবতী (সেই পরিমাণ) পৃথিবী তাবান্ (সেই পরিমাণ) অয়ম্ অগ্নিঃ।

সরলার্থ ঃ পৃথিবী সেই বাক্যের শরীর এবং অগ্নি তাহার প্রকাশক রূপ। সুতরাং বাক্ যেই পরিমাণ, পৃথিবীও সেই পরিমাণ এবং অগ্নিও তাহাই।

৬৬. অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্যাবদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ প্রাণোহজায়ত সঃ ইন্দ্রঃ স এষোহসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো নাস্য সপত্নো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২

অন্বয় ঃ অথ এতস্য মনসঃ (এই মনের) দ্যৌঃ শরীরম্ , জ্যোতিঃ রূপম্ অসৌ আদিত্যঃ। তৎ যাবৎ এব মনঃ তাবতী দ্যৌঃ (এস্থলে স্ত্রীং) তাবান্ অসৌ আদিত্যঃ তৌ (অগ্নি ও আদিত্য) মিথুনম্ (মিথুন ভাব) সম্ ঐতাম্ (প্রাপ্ত

হইয়াছিল)। ততঃ (তাহা হইতে) প্রাণঃ অজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছিল)। সঃ ইন্দ্রঃ, স এষঃ অসপত্নঃ (প্রতিপক্ষ রহিত)। দ্বিতীয়ঃ বৈ সপত্নঃ (প্রতিপক্ষ, শত্রু)। ন অস্য সপত্নঃ ভবতি, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ আর দ্যুলোক এই মনের শরীর এবং ঐ আদিত্য (ইহার) জ্যোতির্ময় রূপ। সুতরাং মন যেই পরিমাণ, দ্যুলোকও সেই পরিমাণ এবং আদিত্যও তাহাই। তাহারা উভয়ে (মন ও বাক্ কিংবা আদিত্য ও অগ্নি) পরস্পর মিলিত হইল। তাহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইল। ইনিই ইন্দ্র এবং ইনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। দ্বিতীয় বস্তু থাকিলেই প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ থাকে না।

মন্তব্য ঃ (ক) তৌ মিথুনম্—তৌ=দুই জন। ইহাদের মধ্যে একজন পিতা, অপরজন মাতা। শঙ্করের মতে মনোরূপী আদিত্যই পিতা এবং বাক্‌রূপী অগ্নিই মাতা। ১১শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—বাক্, পৃথিবী ও অগ্নি একই বস্তু, এবং এই মন্ত্রে মন, দ্যৌ ও আদিত্য এই তিনের একত্ব স্বীকার করা হইল। (খ) সপত্নঃ—যে সমানভাবে পতিত্ব অর্থাৎ কর্তৃত্ব লাভ করিতে চাহে, সেই 'সপত্ন'। Monier Williams বলেন, এই শব্দ 'সপত্নী' হইতে উৎপন্ন।

৬৭. অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্যাবানেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সর্ব এব সমাঃ সর্বেহনন্তাঃ স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেহন্তবন্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেহনন্তং স লোকং জয়তি ॥ ১৩

অন্বয় ঃ অথ এতস্য প্রাণস্য আপঃ শরীরম্ জ্যোতিঃ রূপম্ অসৌ চন্দ্রঃ। তৎ যাবান্ এব প্রাণঃ, তাবত্যঃ (সেই পরিমাণ) আপঃ, তাবান্ অসৌ চন্দ্রঃ। (১৷৫৷১১ দ্রঃ)। তে এতে (সেই এই সমুদায় ; বাগাদি) সর্বে এব সমাঃ (সমান), সর্বে অনন্তাঃ। সঃ যঃ হ এতান্ (এই সমুদায়কে) অন্তবতঃ (অন্তবান বলিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করে), অন্তবন্তম্ (অন্তবান্) সঃ লোকম্ (ভোগের স্থান) জয়তি (জয় করে)। অথ যঃ হ এতান্ অনন্তান্ (অনন্তরূপে) উপাস্তে অনন্তম্ সঃ লোকম্ জয়তি।

সরলার্থ ঃ আর জলই প্রাণের শরীর এবং চন্দ্র ইহার জ্যোতির্ময় রূপ। সুতরাং প্রাণের পরিমাণ যত, জলের পরিমাণ তত, চন্দ্রের পরিমাণও তত। এই (বাক্ প্রভৃতি) সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে অন্তবান্ বলিয়া উপাসনা করে সে সসীম লোক লাভ করে, আর যে ইহাদিগকে অসীম বলিয়া উপাসনা করে সে অনন্ত লোক পায়।

৬৮. স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব পঞ্চদশ কলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্যতেহপ চ ক্ষীয়তে সোহমাবাস্যাং রাত্রিমেতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সর্বমিদং প্রাণভৃদনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে তস্মাদেতাং রাত্রিং প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ সঃ এষঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ, ষোড়শকলঃ (ষোড়শ কলা বিশিষ্ট)। তস্য রাত্রয়ঃ (রাত্রিসমূহ অর্থাৎ পঞ্চদশ তিথি) এব পঞ্চদশ কলাঃ ; ধ্রুবা (ধ্রুবরূপে স্থিতা) এব অস্য ষোড়শী কলা। সঃ (চন্দ্ররূপী প্রজাপতি) রাত্রিভিঃ (রাত্রিসমূহ

দ্বারা) এব আ চ পূর্যতে (আপূর্যতে চ—পরিপূর্ণ হয়) অপ চ ক্ষীয়তে (অপ-ক্ষীয়তে চ—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)। সঃ অমাবাস্যাম্ রাত্রিম্ (অমাবস্যা রজনীতে) এতয়া ষোড়শ্যা কলয়া (এই ষোড়শ কলার সহিত) সর্বম্ ইদম্ প্রাণভৃৎ (প্রাণীকে) অনুপ্রবিশ্য (অনুপ্রবেশ করিয়া) ততঃ (তাহা হইতে , কিংবা তদনন্তর) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে ; প্রতিপদ তিথিতে) জায়তে (উৎপন্ন হয়)। তস্মাৎ এতাম্ রাত্রিম্ (এই অমাবস্যা রাত্রিতে) প্রাণভৃতঃ (প্রাণীর) প্রাণম্ ন বিচ্ছিন্দ্যাৎ (বিনাশ করিবে না) অপি কৃকলাসস্য (এমন কি কৃকলাসেরও) এতস্যাঃ এব দেবতায়াঃ (দেবতার) অপচিত্যৈ (পূজার জন্য)।

সরলার্থ ঃ এই সংবৎসর ষোড়শ কলাযুক্ত প্রজাপতি। রাত্রিই (অর্থাৎ পঞ্চদশ-তিথি) পঞ্চদশ কলা ; ধ্রুবরূপে যে কলা তাহাই ষোড়শ কলা। এই (চন্দ্ররূপী প্রজাপতি) শুক্লপক্ষে রাত্রিসমূহ দ্বারা পূর্ণ হন, আবার কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় পান। তিনি অমাবস্যা রাত্রিতে ষোড়শ কলার সহিত সব প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পরদিন প্রাতে (প্রতিপদ তিথিতে) আবার জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবতাকে সম্মান দেখাইবার এই রকম বিধি—অমাবস্যা রাত্রিতে কোন প্রাণীর, এমন কি কৃকলাসেরও, প্রাণনাশ করিবে না

৬৯. যো বৈ স সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোঽয়মেব স যোঽয়মেবংবিৎ পুরুষস্তস্য বিত্তমেব পঞ্চদশ কলা আত্মৈবাস্য ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্নভ্যং যদয়মাত্মা প্রধির্বিত্তং তস্মাদ্যদ্যপি সর্বজ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাহুঃ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ যঃ বৈ সঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলঃ, অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ এবম্‌বিৎ (এই পুরুষজ্ঞানসম্পন্ন) পুরুষঃ তস্য বিত্তম্ এব পঞ্চদশ কলা। আত্মা এব অস্য ষোড়শী কলা। সঃ বিত্তেন (বিত্ত দ্বারা) এব আ চ পূর্যতে, অপ চ ক্ষীয়তে (১৷৫৷১৪ দ্রঃ)। তৎ এতৎ নভ্যম্ (নাভিস্থানীয়) যৎ (বৈদিক, যঃ —যে) অয়ম্ আত্মা (দেহপিণ্ড) ; প্রধিঃ বিত্তম্। তস্মাৎ যদি অপি সর্বজ্যানিম্ (সর্বস্বহানি ; জ্যানি — জ্যা + নি) ক্ষীয়তে (হানি প্রাপ্ত হয়) আত্মনা (নাভিস্থানীয় আত্মাদ্বারা ; নিজে ; আত্মা — দেহপিণ্ড) চেৎ জীবতি (জীবিত থাকে), প্রধিনা অগাৎ (প্রধি—চলিয়া গিয়াছে) ইতি এব আহুঃ।

সরলার্থ ঃ যিনি এই রকম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ষোলকলা যুক্ত সংবৎসররূপী প্রজাপতিই। পনেরটি কলাই ইহার সম্পত্তি এবং ষোড়শ কলাই ইঁহার আত্মা। এই বিত্তদ্বারাই প্রজাপতি পূর্ণ হন এবং এই বিত্তের অপচয়ের জন্যই আবার ক্ষয় পান। এই যে আত্মা (দেহ) ইহাই নাভি ; বিত্তই নেমি। সেই জন্য যখন ইঁহার সর্বস্ব নষ্ট হয়, ইনি কেবল নিজে জীবিত থাকেন ; লোকে বলে 'ইনি নেমিহীন হইয়াছেন' (অর্থাৎ জীবিত আছেন, ইঁহার কেবল বিত্ত নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সময়ে আবার ইনি বিত্ত লাভ করিতে পারিবেন)।

৭০. অথ ত্রয়ো বা লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্মণা। কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ। দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ ১৬

অন্বয় ঃ অথ ত্রয়ঃ বাব লোকাঃ—মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ দেবলোকঃ ইতি। সঃ

অয়ম্ মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ (পুত্রদ্বারা) এব জয্যঃ (জেতব্য) ন অন্যেন কর্মণা (অন্য কর্মদ্বারা)। পিতৃলোকঃ বিদ্যয়া (বিদ্যাদ্বারা) দেবলোকঃ। দেবলোকঃ বৈ লোকানাম্ (লোকসমূহের) শ্রেষ্ঠঃ ; তস্মাৎ বিদ্যাম্ (বিদ্যাকে) প্রশংসন্তি (প্রশংসা করে)।

সরলার্থ ঃ লোক তিন প্রকার—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। পুত্রদ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করা যায়, অন্য কাহারও দ্বারা নয়। কর্মদ্বারা পিতৃলোক এবং বিদ্যাদ্বারা দেবলোক জয় করা যায়। লোকসমূহের মধ্যে দেবলোকই শ্রেষ্ঠ ; এই জন্য সকলে বিদ্যারই প্রশংসা করিয়া থাকে।

৭১. অথাতঃ সম্প্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি স পুত্রঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি যদ্বৈ কিংচানূক্তং তস্য সর্বস্য ব্রহ্মেত্যেকতা। যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাং সর্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেকতা। যে বৈ কে চ লোকাস্তেষাং সর্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সর্বমেতন্মা সর্বং সন্নয়মিতোঽভুনজদিতি তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুস্তস্মাদেনমনুশাসতি স যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি। স যদ্যনেন কিংচিদক্ষ্ণয়াকৃতং ভবতি তস্মাদেনং সর্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ পুত্রো নাম স পুত্রেণৈবাস্মিঁল্লোকে প্রতিতিষ্ঠত্যথৈনমেতে দৈবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশন্তি ॥ ১৭

অন্বয় ঃ অথ অতঃ সম্প্রত্তিঃ (সম্প্রদান ; পিতা নিজে যে কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিতেন. মৃত্যুর সময়ে পুত্রকে সেই কর্মের ভার অর্পণ করিতেছেন, ইহারই নাম সম্প্রত্তি)—যদা (যে সময়ে) প্রৈষ্যন্ (মরিতেছে এমন) মন্যতে (মনে করে)—অথ পুত্রম্ আহ (বলে)—ত্বম্ ব্রহ্ম, ত্বম্ যজ্ঞঃ ত্বম্ লোকঃ ইতি। সঃ পুত্রঃ প্রতি-আহ (প্রত্যুত্তরে বলে)—অহম্ ব্রহ্ম, অহম্ যজ্ঞঃ অহম্ লোকঃ ইতি। যৎ বৈ কিম্ চ অনু উক্তম্ (যাহা কিছু পিতা কর্তৃক পঠিত হইয়াছে) তস্য সর্বস্য (সেই সমুদায় অনুক্ত বিষয়ের) ব্রহ্ম ইতি একতা, যে বৈ কে চ যজ্ঞাঃ, তেষাম্ সর্বেষাম্ (সেই সমুদয়ের) যজ্ঞ ইতি একতা, যে বৈ কে চ লোকাঃ তেষাম্ সর্বেষাম্ লোকঃ ইতি একতা, এতাবৎ (এই পর্যন্ত) বৈ ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদায়) এতৎ মা (আমাকে) সর্বম্ সন্ (হইয়া) অয়ম্ (এই পুত্র) ইতঃ (এই পৃথিবী হইতে) অভুনজৎ (রক্ষা করিবে, স্বর্গলোকে লইয়া যাইবে) ইতি। তস্মাৎ পুত্রম্ অনুশিষ্টম্ (উপদেশ প্রাপ্ত পুত্রকে) লোক্যম্ (লোক প্রাপ্তির উপায়) আহুঃ (বলে) তস্মাৎ এনম্ (ইহাকে) অনুশাসতি (উপদেশ দেয়) সঃ যদা এবম্ + বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্র + এতি (পরলোকে গমন করে)। অথ এভিঃ এব প্রাণৈঃ সহ পুত্রম্ আবিশতি (প্রবেশ করে)। সঃ যদি অনেন (পিতা কর্তৃক) কিম্-চিৎ (কিছু) অক্ষ্ণয়া (প্রমাদবশতঃ) অকৃতম্ ভবতি (কর্ম না করা হয়), তস্মাৎ (তাহা হইতে) এনম্ (ইহাকে, পিতাকে) সর্বস্মাৎ (সমুদয় হইতে) পুত্রঃ মুঞ্চতি (মুক্ত করে)। তস্মাৎ (সেই জন্য) পুত্রঃ নাম সঃ ; পুত্রেণ (পুত্রদ্বারা) এব অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রতিষ্ঠা লাভ করে)। অথ এনম্ এতে দৈবাঃ প্রাণাঃ অমৃতাঃ আবিশন্তি (প্রবেশ করে)।

সরলার্থ ঃ তারপর পিতা (জীবিতাবস্থায় যে কর্তব্যকর্ম করিতেন), মৃত্যুর আগে

সন্তানকে সেই কর্মের ভার অর্পণ করিয়া বলেন, 'তুমি ব্রহ্ম (অর্থাৎ বেদমন্ত্র), তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক।' উত্তরে পুত্র বলেন—'আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক।' পিতা যেই সব মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, (পুত্র) সে সমুদয়েরই ব্রহ্ম ; সুতরাং (এখানে মন্ত্র) একত্ব লাভ করিল অর্থাৎ পুত্র পিতার মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মন্ত্রের একত্ব রক্ষা করে। পিতা যেই সমস্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন, পুত্র সে সমুদয়েরই যজ্ঞ ; সুতরাং (এখানে যজ্ঞ) একত্ব লাভ করিল, অর্থাৎ পুত্র পিতার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যজ্ঞের একত্ব রক্ষা করে। (পিতা) যেই সমস্ত লোক লাভ করিয়াছেন পুত্র সেই সমুদয়েরই লোক ; সুতরাং (এস্থলে লোক) একত্ব লাভ করিল। ইহার ব্যাখ্যা এই পর্যন্ত। 'এই পুত্র এই সমুদয় হইয়া আমাকে পৃথিবী হইতে উদ্ধার করিবে' (পিতা এরূপ চিন্তা করেন)। এই জন্য উপদেশপ্রাপ্ত পুত্রকে সকলে লোকপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া মনে করে এবং তাহাকে উপদেশ দিয়া থাকে। এই জ্ঞান লাভ করিয়া পিতা যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তিনি এই প্রাণসমূহের সহিত পুত্রেই প্রবেশ করেন। তিনি যদি ভুলে কোন কর্তব্য কর্ম না করিয়া থাকেন, তবে পুত্র তাঁহাকে এই সমুদয় হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে ; এই জন্য ইহার নাম পুত্র। পুত্রদ্বারাই পিতা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার পরে দৈব ও অমর প্রাণসমূহ তাঁহাতে প্রবেশ করে।

মন্তব্য ঃ মোক্ষমূলার মন্ত্রটির বিভিন্ন অংশের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন ঃ (ক) যাহা কিছু পিতা কর্তৃক অধীত হইয়াছে তাহাই সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে ব্রহ্ম হয়। (খ) যত কিছু যজ্ঞ আছে সে সমুদায়কে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে যজ্ঞ হয়। (গ) যত লোক আছে সে সমুদায়কে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে লোক হয়। আমাদের অনুবাদ শঙ্করের অনুযায়ী। শঙ্কর বলেন—'সন্তান পিতার ছিদ্র পূর্ণ করিয়া (পূরয়িত্বা) তাহাকে ত্রাণ করে (ত্রায়তে) ; এইজন্য সন্তানের নাম পুত্র। মনু বলেন, 'পুৎ' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া সুতের নাম পুত্র। (ঘ) অনুরূপ মন্ত্র কৌষীতকি উপনিষদে আছে (দ্রঃ কৌ ২।১৫)।

৭২. পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি সা বৈ দৈবী বাগ্যয়া যদ্যদেব বদতি তত্তদ্ভবতি ॥ ১৮

৭৩. দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ॥ ১৯

অন্বয় ঃ পৃথিব্যৈ (পৃথিবী হইতে) চ এনম্ অগ্নেঃ চ (এবং অগ্নি হইতে) দৈবী বাক্ আবিশতি (প্রবেশ করে)। সা বৈ দৈবী বাক্, যয়া (যাহা দ্বারা) যৎ যৎ এব বদতি (যাহা যাহা বলে) তৎ তৎ ভবতি। দিবঃ চ (দ্যুলোক হইতে) এনম্ আদিত্যাৎ চ (আদিত্য হইতে) দৈবম্ মনঃ আবিশতি (১।৫।১৮ দ্রঃ)। তৎ বৈ দৈবম্ মনঃ, যেন আনন্দী (আনন্দবান্) এব ভবতি, অথ ন শোচতি (শোক করে না)।

সরলার্থ ঃ পৃথিবী ও অগ্নি হইতে দৈবী বাক্ ইঁহাতে প্রবেশ করে। দৈবী বাক্ তাহাই যাহা দ্বারা লোকে যাহা যাহা বলে, তাহাই সম্পন্ন হয়। দ্যুলোক এবং আদিত্য হইতে দৈব মন ইঁহাতে প্রবেশ করে। যাহাদ্বারা আনন্দলাভ করা যায় আর শোক পাইতে হয় না—তাহাই দৈব মন।

৭৪. অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি স বৈ দৈবঃ প্রাণো যঃ সংচরংশ্চাসংচরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি স এবংবিৎ সর্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি যথৈষা দেবতৈবং স যথৈতাং দেবতাং সর্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্বাণি ভূতান্যবন্তি যদু কিংচেমাঃ প্রজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ভবতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি ॥ ২০

অন্বয় ঃ অদ্ভ্যঃ চ (জলসমূহ হইতে) এনম্ চন্দ্রমসঃ চ (এবং চন্দ্র হইতে) দৈবঃ প্রাণঃ আবিশতি (১।৫।১৮ দ্রঃ)। সঃ বৈ দৈবঃ প্রাণঃ, যঃ সঞ্চরন্ (সঞ্চারিত হইয়া) অসংচরন্ চ (সঞ্চারিত না হইয়াও) ন ব্যথতে (ব্যথিত হয়), অথ ন রিষ্যতি (বিনষ্ট হয়)। সঃ এবম্‌বিৎ (এই প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (সমুদয় ভূতের) আত্মা ভবতি। যথা (যেমন) এষা (এই) দেবতা, এবম্ (এইপ্রকার) সঃ। যথা এতাম্ দেবতাম্ (এই দেবতাকে) সর্বাণি ভূতানি (সমুদয় ভূত) অবন্তি (পালন করে, পূজা করে), এবম্ হি এবম্‌বিদম্ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে) সর্বাণি ভূতানি অবন্তি। যৎ উ কিম্ চ (যাহা কিছু) ইমাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয় জীব) শোচন্তি (শোক করে), অমা (সহিত ; তাহাদিগের সহিত) এব আসাম্ (সেই প্রজাগণের) তৎ (তাহা) ভবতি (থাকে) ; পুণ্যম্ এব অমুম্ (ইহার নিকট) গচ্ছতি (যায়) ; ন হ বৈ দেবান্ (দেবগণের নিকট) পাপম্ গচ্ছতি।

সরলার্থ ঃ জল ও চন্দ্র হইতে দৈব প্রাণ ইঁহাতে প্রবেশ করে। যাহা সঞ্চারিত হউক বা নাই হউক, কোন অবস্থাতেই ব্যথিত হয় না এবং বিনাশ পায় না তাহাই দৈব প্রাণ। এই জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি সর্বভূতের আত্মা হন। এই দেবতা (অর্থাৎ প্রজাপতি) যে রকম, ইনিও সেই রকম হন। সমস্ত প্রাণী যেমন এই দেবতার পূজা করে, তেমনি এইরকম জ্ঞানী ব্যক্তিকেও সকলে পূজা করে। এই সমস্ত প্রাণী যে শোক করে, তাহা তাহাদের সহিতই সংযুক্ত থাকে। ঐসব জ্ঞানীর নিকট কেবল পুণ্যই যায় ; দেবগণকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

৭৫. অথাতো ব্রতমীমাংসা প্রজাপতির্হ কর্মাণি সসৃজে। তানি সৃষ্টান্যন্যোন্যেনাস্পর্ধন্ত বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্দধ্রে দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কর্মাণি যথা কর্ম তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তান্যাপ্নোৎ তান্যাপ্ত্বা মৃত্যুরবারুন্ধ। তস্মাচ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথেমমেব নাপ্নোদ্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধ্রিরে। অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সংচরংশ্চাসংচরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি। হন্তাস্যৈব সর্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি তেন হ বাব তৎ কুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ। য উ হৈবংবিদা স্পর্ধতেঽনুশুষ্যত্যনুশুষ্য হৈবান্ততো ম্রিয়ত ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ২১

অন্বয় ঃ অথ (এখন) অতঃ (অনন্তর) ব্রতমীমাংসা (ব্রতবিষয়ক আলোচনা)—প্রজাপতিঃ হ কর্মাণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সসৃজে (সৃষ্টি করিয়াছেন) তানি সৃষ্টানি (সৃষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহকে) অন্যোন্যেন (অন্যঃ+অন্যেন ; পরস্পরের সহিত) অস্পর্ধন্ত (স্পর্ধা করিয়াছিল) বদিষ্যামি (বলিব) এব অহম্ ইতি বাক্ দধ্রে (মনে স্থির করিল)। দ্রক্ষ্যামি (দর্শন করিব) অহম্ ইতি চক্ষুঃ। শ্রোষ্যামি (শ্রবণ করিব) অহম্ ইতি

শ্রোত্রম্‌। এবম্‌ (এই প্রকারে) অন্যানি কর্মাণি (অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহ) যথা কর্ম (নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে) তানি (তাহাদিগকে) মৃত্যুঃ শ্রমঃ (ক্লান্তি) ভূত্বা (হইয়া) উপযেমে (নিকটে উপস্থিত হইল, আক্রমণ করিল) তানি আপ্নোৎ (প্রাপ্ত হইল) তানি (তাহাদিগকে) আপ্ত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) মৃত্যুঃ অবারুন্ধ (অবরোধ করিল) তস্মাৎ শ্রাম্যতি (পরিশ্রান্ত হয়) এব বাক্‌, শ্রাম্যতি চক্ষুঃ, শ্রাম্যতি শ্রোত্রম্‌। অথ (অনন্তর, কিন্তু) ইমম্‌ (ইহাকে) এব ন আপ্নোৎ (প্রাপ্ত হয় নাই) যঃ অয়ম্‌ মধ্যমঃ (মুখ্য, মধ্যম) প্রাণঃ। তানি (ইন্দ্রিয়সমূহ) জ্ঞাতুম্‌ (জানিতে অর্থাৎ মধ্যম প্রাণকে জানিতে) দধ্রিরে (মনে স্থির করিল) অয়ম্‌ বৈ নঃ (আমাদিগের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ, যঃ সঞ্চরন্‌ চ, অসঞ্চরন্‌ চ ন ব্যথতে, অথো (অথ) ন রিষ্যতি (১৷৫৷২০ দ্রঃ)। হন্ত! (নিশ্চয়ার্থক অব্যয়) অস্য (এই প্রাণের) এব সর্বে (=সর্বে বয়ম্‌ =আমরা সকলে) রূপম্‌ অসাম (হই) ইতি। তে এতস্য (ইহার) এব সর্বে (সকলে) রূপম্‌ অভবন্‌ (হইয়াছিল), তস্মাৎ (সেই জন্য) এতে (ইহারা) এতেন (এই নামে) আখ্যায়ন্তে (পরিচিত হয়)—প্রাণাঃ ইতি ('প্রাণ' এই নাম)। তেন (তাহাদ্বারা, তাহার নামে) হ বাব তং কুলম্‌ (সেই কুলকে) আচক্ষতে (বলা হয়) যস্মিন্‌ কুলে (যে কুলে) ভবতি, যঃ এবম্‌ বেদ। যঃ উ হ এবম্‌বিদা (এই প্রকার জ্ঞানের সহিত) স্পর্ধতে (স্পর্ধা করে), অনুশুষ্যতি (শুষ্ক হইয়া যায়), অনুশুষ্য (শুষ্ক হইয়া) হ এব অন্ততঃ (শেষে) ম্রিয়তে (মরিয়া যায়) ইতি অধ্যাত্মম্‌ (দেহ সংক্রান্ত)।

সরলার্থ ঃ ইহার পর ব্রতবিষয়ক মীমাংসা এই—প্রজাপতি সব ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ইন্দ্রিয়গণ পরস্পরের সহিত রেষারেষি করিতে লাগিল। বাগিন্দ্রিয় সংকল্প করিল—'আমি বাক্য বলিব।' চক্ষু সংকল্প করিল, 'আমি দর্শন করিব।' কর্ণ সংকল্প করিব, 'আমি শ্রবণ করিব।' অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরাও যাহার যা কাজ সেই অনুযায়ী এক একটি সংকল্প করিল। মৃত্যু শ্রমরূপ ধরিয়া ইহাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং ইহাদিগকে বশ করিল। তাহাদিগকে নিজের অধীন করিয়া মৃত্যু তাহাদের কার্যে বাধা দিল। এই জন্যই বাক্‌, চক্ষু এবং কর্ণও পরিশ্রান্ত হয়। কিন্তু যিনি মধ্যম প্রাণ, মৃত্যু তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এই জন্য ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকেই জানিবার জন্য সংকল্প করিল। তাঁহারা বলিলেন—'ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি কর্ম করুন বা না করুন, কিছুতেই শ্রান্ত হন না। আমরা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করি।' তারপর ইহারা প্রাণের রূপই ধারণ করিয়াছিল। এই জন্য ইহারা 'প্রাণ' নামেই পরিচিত। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল তাঁহার নামেই পরিচিত হয়। এই রকম জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি স্পর্ধা করে, সে শীর্ণ হয় এবং শীর্ণ হইতে হইতে অবশেষে মরিয়া যায়। ইহাই অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা।

৭৬. অথাধিদৈবতং জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে তপ্স্যাম্যহমিত্যাদিত্যো ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতং স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুর্ম্লোচন্তি হ্যন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষানস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ ॥ ২২

অন্বয় ঃ অথ অধিদৈবতম্‌ (দেবতা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা)—জ্বলিষ্যামি (জ্বলিব) এব অহম্‌ ইতি অগ্নিঃ দধ্রে (মনে স্থির করিল) তপ্স্যামি (তাপ দিব) অহম্‌ ইতি আদিত্যঃ। ভাস্যামি (প্রভাযুক্ত হইব) অহম্‌ ইতি চন্দ্রমাঃ; এবম্‌ অন্যাঃ দেবতাঃ যথাদৈবতম্‌ (যেমন ইহাদিগের দেবপ্রকৃতি)। সঃ যথা (যেমন) এষাম্‌ প্রাণানাম্‌ (এই ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে) মধ্যমঃ প্রাণঃ এবম্‌ (এই প্রকার) এতাসাম্‌ দেবতানাম্‌

(এই দেবতাদিগের মধ্যে) বায়ুঃ। ম্লোচন্তি (অস্তমিত হয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) হি অন্যাঃ দেবতাঃ (অন্য সকল দেবতা); ন বায়ুঃ। সা এষা অনস্তমিতা (ন+অস্তমিতা; অস্তবিহীনা), যৎ (যে) বায়ুঃ।

সরলার্থ ঃ ইহার পর দেবতা-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা—অগ্নি সংকল্প করিল, 'আমি প্রজ্বলিত হইব।' আদিত্য সংকল্প করিল, 'আমি উত্তাপ দিব।' চন্দ্র সংকল্প করিল, 'আমি কিরণ দিতে থাকিব।' এরূপ অন্যান্য দেবতাও তাহাদের প্রবৃত্তি অনুসারে এক এক সংকল্প করিল। এই ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে যেমন মধ্যম প্রাণ, তেমনি দেবগণের মধ্যে বায়ু। অন্যান্য দেবগণ মলিন হয়, কিন্তু বায়ু কখনও ম্লান হন না। বায়ু অস্তবিহীন দেবতা।

৭৭. অথৈষ শ্লোকো ভবতি—যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি যদ্বা এতেঽমুর্হ্যধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যদ্য কুর্বন্তি। তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ নেন্মা পাপ্মা মৃত্যুরাপ্নুবদিতি যদ্যু চরেৎ সমাপিপয়িষেত্তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ॥ ২৩

অন্বয় ঃ অথ এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—যতঃ (যাহা হইতে) চ উদেতি (উদিত হয়) সূর্যঃ, অস্তম্‌ যত্র (যাহাতে) চ গচ্ছতি (গমন করে) ইতি। প্রাণাৎ (প্রাণ হইতে) বৈ এষঃ (এই সূর্য) উদেতি প্রাণে অস্তম্‌ এতি (গমন করে) তম্‌ (তাহাকে) দেবাঃ চক্রিরে (করিয়াছিল) ধর্মম্‌ (ধর্মরূপে)। সঃ এব অদ্য সঃ উ শ্বঃ (কল্য) ইতি। যৎ (যাহা) বৈ এতে (এই দেবগণ) অমুর্হি (প্রাচীনকালে) অধ্রিয়ন্ত (ব্রতধারণ করিয়াছিল) তৎ (তাহা) এব অপি অদ্য কুর্বন্তি তস্মাৎ (সেইজন্য) একম্‌ এব ব্রতম্‌ (একটি ব্রতকেই) চরেৎ (আচরণ করিবে)—প্রাণ্যাৎ (প্রাণনকার্য করিবে) চ এব অপান্যাৎ (অপানন কার্য করিবে); নেৎ (ন+ইৎ, যেন না) মা (আমাকে) পাপ্মা মৃত্যুঃ (পাপরূপ মৃত্যু) আপ্নুবৎ (বৈদিক প্রয়োগ; আপ্নুয়াৎ—প্রাপ্ত হয়) ইতি। যদি উ চরেৎ (ব্রত আচরণ করে),—সম্‌+আপিপয়িষেৎ (সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করিবে)। তেন (সেই ব্রতপালন দ্বারা) উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ (=এতস্যাঃ দেবতায়াঃ =এই দেবতার) সাযুজ্যম্‌ (একত্ব) সলোকতাম্‌ (একলোকে বাস) জয়তি (জয় করে)।

সরলার্থ ঃ এ বিষয়ে শ্লোক আছে—সূর্য যাঁহা হইতে উদিত হয় এবং যাঁহাতে অস্তমিত হয়, তিনি কে? সূর্য প্রাণ হইতেই উদিত হয় এবং প্রাণেই অস্ত যায়। দেবগণ তাঁহাকেই ধর্মরূপে ধারণ করিয়াছে। আজও তিনি, কালও তিনি। প্রাচীনকালে দেবগণ যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, আজও সেই ব্রত অনুসারে কাজ করিতেছেন। সুতরাং এই ব্রত আচরণ করিবে—'আমি যেন পাপরূপ মৃত্যু দ্বারা অভিভূত না হই'। এই ভাবিয়া প্রাণ এবং অপান ক্রিয়া করিবে। কেহ যদি কোন ব্রত ধারণ করে, তবে সে যেন তাহা সমাপ্ত করে। এই ব্রত পালন করিলে এই দেবতার সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ হইবে।

মন্তব্য ঃ একমেব ব্রতং চরেৎ—প্রাণব্রত ও বায়ুব্রত মিলিয়া দুইটি ব্রত নহে, একটি মাত্র। ব্রতটি এইরূপ উপাসনাত্মক—'সর্বভূতে অবস্থিত বাগাদি ও অগ্ন্যাদি আমার সহিত অভিন্ন; আমি সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ার কর্তা ও প্রাণরূপী আত্মা।' এই উপাসনার ফলে সাধক প্রাণদেবতার সহিত অভেদ লাভ করেন, কিংবা উপাসনার সমুচিত উৎকর্ষ না হইলে প্রাণের সালোক্য লাভ করেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

নাম, রূপ ও কর্ম—ইহাদের কারণ ও আত্মরূপিত্ব

৭৮. ত্রয়ং বা ইদম্ নাম রূপং কর্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি নামানি বিভর্তি ॥ ১

অন্বয় ঃ ত্রয়ম্ বৈ ইদম্ (ইহা) নাম, রূপম্, কর্ম তেষাম্ নাম্নাম্ (সেই নামসমূহের) বাক্ ইতি এতং (যাহার নাম বাক্ তাহা) এষাম্ (এই সমুদায়ের ; তেষাম্ এষাম্ নাম্নাম্ =সেই এই নামসমূহের) উক্থম্ (দুই অর্থ—১. উক্থ নামক মন্ত্র ; ২. উৎপত্তিস্থল) । অতঃ হি সর্বাণি নামানি (সকল নাম) উৎ+তিষ্ঠন্তি (উত্থিত হয়) । এতৎ (এই বাক্ ; শব্দ) এষাম্ (নামসমূহের) সাম (দুই অর্থ—১. সাম মন্ত্র, ২. সমান, অভিন্ন) এতৎ (এই শব্দ) হি সর্বৈঃ নামভিঃ সকল নামের সহিত) সমম্ (একই) । এতং (এই শব্দ) এষাম্ (নামসমূহের) ব্রহ্ম (দুই অর্থ—১. মন্ত্র ; ২. ধারক) । এতৎ (ইহা) হি সর্বাণি নামানি (সমুদায় নামকে) বিভর্তি (ধারণ করে) ।

সরলার্থ ঃ ইহা তিন রকম—নাম, রূপ ও কর্ম । বাক্ ঐ নামসমূহের উক্থ (উৎপত্তিস্থল) । কারণ ইহা হইতেই সমস্ত নাম উৎপন্ন হয় । এই বাক্ নামসমূহের সাম ; কারণ ইহা সমস্ত নামের সমান । ইহা নামসমূহের ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র ও ধারক) ; কারণ ইহাই নামসমূহকে ধারণ করে ।

মন্তব্য ঃ (ক) 'উক্থ' এবং 'উত্তিষ্ঠন্তি'—উচ্চারণে সাদৃশ্য দেখিয়া উক্থ ও উত্তিষ্ঠন্তি এই দুইটির সংযোগ করা হইয়াছে । (খ) 'সাম' ও 'সমম্'—এতদুভয়েরও উচ্চারণ সাদৃশ্য আছে । (গ) 'ব্রহ্ম' এবং 'বিভর্তি'—এতদুভয়েরও আংশিক সাদৃশ্য আছে ।

৭৯. অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈঃ রূপৈঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি রূপাণি বিভর্তি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ রূপাণাম্ (রূপসমূহের)—চক্ষুঃ ইতি এতং (যাহার নাম চক্ষু, তাহা) এষাম্ (রূপসমূহের) উক্থম্ ; অতঃ (সেই চক্ষু হইতে) হি সর্বাণি রূপাণি (সমুদায় রূপ) উত্তিষ্ঠন্তি । এতং (ইহা ; চক্ষু) এষাম্ (রূপসমূহের) সাম । এতৎ (এই চক্ষু) হি সর্বৈঃ রূপৈঃ (সমুদায় রূপের সহিত) সমম্ (সমান) । এতং (এই চক্ষু) এষাম্ (রূপসমূহের) ব্রহ্ম । এতং (এই চক্ষু) হি সর্বানি রূপাণি (সমুদায় রূপকে) বিভর্তি (১।৬।১ টীকা ও মন্তব্য দ্রঃ) ।

সরলার্থ ঃ ইহার পর রূপসমূহের (বিষয়)—এই যে চক্ষু, ইহা রূপসমূহের উক্থ ; কারণ ইহা হইতেই রূপসমূহের উৎপত্তি । ইহা আবার রূপসমূহের সাম, কারণ ইহা রূপসমূহের সহিত সমভাব প্রাপ্ত । ইহা সমুদয় রূপের ব্রহ্ম (মন্ত্র ও ধারক), কারণ ইহাই সমস্ত রূপকে ধারণ করিয়া থাকে ।

৮০. অথ কর্মণামাত্মেত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি কর্মাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈঃ কর্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি । তদেতত্ত্রয়ং সদেকময়মাত্মাত্মো একঃ সন্নেতত্ত্রয়ং তদেতদমৃতং সত্যেন চ্ছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ কর্মণাম্ (কর্মসমূহের) আত্মা ইতি এতং (যাহার নাম আত্মা, তাহা ; আত্মা =দেহ—শ) এষাম্ (এই কর্মসমূহের) উক্থম্ ; অতঃ হি সর্বাণি কর্মাণি (সকল কর্ম) উত্তিষ্ঠন্তি । এতং (এই দেহ) এষাম্ সাম । এতৎ হি সর্বৈঃ কর্মভিঃ (সকল কর্মের সহিত) সমম্ । এতং এষাম্ ব্রহ্ম । এতৎ হি সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি । তৎ এতং (সেই এই ; নাম, রূপ ও কর্ম) ত্রয়ম্ (তিন) সৎ (হইয়া) একম্ অয়ম্ আত্মা (এই এক আত্মাই) আত্মা উ একঃ সন্ এতৎ ত্রয়ম্ । তৎ এতৎ অমৃতম্ সত্যেন (=সত্যদ্বারা) ছন্নম্ (আচ্ছাদিত) । প্রাণঃ বৈ অমৃতম্ । নামরূপে সত্যম্ । তাভ্যাম্ (নাম ও রূপদ্বারা) অয়ম্ প্রাণঃ ছন্নঃ ।

সরলার্থ ঃ এইবার কর্মসমূহের (বিষয়)—এই যে শরীর, ইহা কর্মসমূহের উক্থ ; কারণ এই শরীর হইতেই কর্মসমূহ উৎপন্ন হয় । ইহা আবার কর্মসমূহের সাম ; কারণ ইহা কর্মসমূহের সহিত সমভাবপ্রাপ্ত । ইহা কর্মসমূহের ব্রহ্ম (মন্ত্র ও ধারক) ; কারণ ইহাই কর্মসমূহকে ধারণ করিয়া থাকে । ইহা তিন হইয়াও এক (এক আত্মারূপে বর্তমান) ; আত্মা এক হইয়াও তিন । ইহাই অমৃত এবং সত্যদ্বারা আচ্ছাদিত । প্রাণই অমৃত ; নামরূপই সত্য ; এই নামরূপ দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত ।

মন্তব্য ঃ সত্যেন—সত্যেন, সত্যদ্বারা । আনন্দগিরি বলেন, এই শব্দ 'সৎ' এবং 'তৎ' হইতে উৎপন্ন ; ইহার অর্থ পঞ্চভূত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদ—আংশিক ও সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান*

৮১. দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস। স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ দৃপ্তবালাকিঃ (গর্বিত বালাকি ; বালাকি—বলাকা নাম্নী নারীর পুত্র) হ অনূচানঃ (বিদ্বান, বাগ্মী) গার্গ্যঃ (গর্গবংশীয়) আস (ছিল)। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুম্ কাশ্যম্ (কাশীরাজ অজাতশত্রুকে) ব্রহ্ম তে (তোমাকে) ব্রবাণি (বলিব) ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ সহস্রম্ (সহস্র গাভীকে) এতস্যাম্ বাচি (এই বাক্যে) দদ্মঃ (দান করিতেছি)। জনকঃ ইতি বৈ জনাঃ (লোকসমূহ) ধাবন্তি (ধাবিত হয়) ইতি।

সরলার্থ ঃ বালাকি নামে গর্গবংশীয় এক গর্বিতস্বভাব বিদ্বান ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে বলিলেন—আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব। অজাতশত্রু বলিলেন—তুমি যে এই কথা বলিলে, ইহার জন্যই তোমাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি, লোকে কেবল 'জনক' 'জনক' বলিয়াই (তাঁহার সভার দিকে) ধাবিত হয়।

মন্তব্য ঃ (ক) গৌতম বুদ্ধের সময়ে অজাতশত্রু নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি এ অজাতশত্রু নন। (খ) জনক রাজা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এই জন্য বিদ্বান-গণ তাঁহার সভায় যাইতেন। এখানে অজাতশত্রু বলিতেছেন —"সকলেই 'জনক' 'জনক' বলিয়া তাঁহার সভার দিকে ধাবিত হয়, আর তুমি এখানে আসিয়া বলিতেছ, আপনাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব'। তুমি যে এই কথা বলিলে এই জন্যই তোমাকে সহস্র গাভী দান করিব।" শেষ অংশের এই রকম অর্থও হইতে পারে—(রাজা) জনক (আমাদের) জনক (অর্থাৎ পিতৃতুল্য) এই বলিয়া সকলে তাঁহার সভার দিকে ধাবিত হয়।

৮২. স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজা ভবতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অসৌ (ঐ) আদিত্যে পুরুষঃ, এতম্ এব (ইহাকেই) অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে) উপাসে (উপাসনা করি) ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ মা মা (না, না ; কিংবা একটি 'মা'=আমাকে ; অপর 'মা'= না) এতস্মিন্ (এই আদিত্য বিষয়ে) সংবদিষ্ঠাঃ (উপদেশ দিও)। অতিষ্ঠাঃ

---

* এই প্রসঙ্গে কৌষীতকি উপনিষদ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(সর্বশ্রেষ্ঠ) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (সর্বভূতের) মূর্ধা (শির) রাজা (দীপ্তিমান বা রাজা) ইতি বৈ অহম্ এতম্ (ইহাকে) উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ (এই প্রকারে) উপাস্তে (উপাসনা করে), অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মূর্ধা রাজা ভবতি।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন—'আদিত্যে ঐ যে পুরুষ ইঁহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—'না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বভূতের মস্তক এবং দীপ্তিমান—এইরূপে আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বভূতের মস্তক ও দীপ্তিমান হন।'

৮৩. স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽহরহর্ সুতঃ প্রসুতো ভবতি নাস্যান্নং ক্ষীয়তে ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ যঃ এব অসৌ চন্দ্রে পুরুষঃ, এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। বৃহন্ (বৃহৎ, মহান্) পাণ্ডরবাসাঃ (যাহার পরিধানে পাণ্ডরবাস, পাণ্ডর=শুভ্র, বাস=বস্ত্র) সোমঃ রাজা ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, অহঃ+অহঃ (প্রতিদিন) হ সুতঃ প্রসুতঃ ভবতি (হয়), ন অস্য (ইহার) অন্নম্ ক্ষীয়তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'চন্দ্রে ঐ যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—'না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি মহান, শ্বেতবাস, সোমরাজা এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন তাঁহার গৃহে অহরহ সুত ও প্রসুত সম্পন্ন হয় এবং তাঁহার অন্ন কখনও ক্ষয় হয় না।'

মন্তব্য ঃ (ক) 'সুতঃ প্রসুতঃ' ইত্যাদি—বিভিন্ন যজ্ঞে সোমলতা হইতে রস নির্গত করা হয়। 'একাহ' যজ্ঞে এই সোমাভিষবের নাম 'সুত' এবং 'অহীন' যজ্ঞে ইহার নাম 'প্রসুত'। (খ) 'সোম' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' এবং 'সোমলতা' উভয়ই। এই মন্ত্রে উভয় ভাবেরই সন্নিবেশ আছে। (গ) 'সোমঃ রাজা'—ইহার অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে—(১) সোম-রাজা, (২) সোম এবং রাজা।

৮৪. স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্যুতি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাস্তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে তেজস্বী হ ভবতি তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অসৌ বিদ্যুতি (বিদ্যুতে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। তেজস্বী ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, তেজস্বী হ ভবতি, তেজস্বিনী হ অস্য প্রজা ভবতি।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন—'বিদ্যুতে ঐ যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া

উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—'না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি তেজস্বী—এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন তিনি তেজস্বী হন এবং তাঁহার সন্তানও তেজস্বী হয়।'

৮৫. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবর্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে পূর্যতে প্রজয়া পশুভির্না-স্যাস্মাল্লোকাৎ প্রজোদ্বর্ততে ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অয়ম্ আকাশে পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। পূর্ণম্ অপ্রবর্তি (অপ্রবর্তক, নিষ্ক্রিয়, অচঞ্চল) ইতি বৈ অহম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, পূর্যতে (পূর্ণ হয়) প্রজয়া (সন্তান দ্বারা) পশুভিঃ (পশু-সমূহ দ্বারা)। ন অস্য (ইহার) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্রজা উদ্বর্ততে (বিচ্ছিন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'আকাশে ঐ যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি পূর্ণ ও অচঞ্চল—এই ভাবে আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি সন্ততি ও পশুসমূহে পূর্ণ হন এবং এ জগতে কখনও তাঁহার বংশ লুপ্ত হয় না।

৮৬. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হাপরাজিষ্ণুর্ভবত্যন্যত-স্ত্যজায়ী ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অয়ম্ (এই) বায়ৌ (বায়ুতে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। ইন্দ্রঃ বৈকুণ্ঠঃ (অপ্রতিহত প্রভাব; কুণ্ঠ—প্রতিবন্ধক) অপরাজিতা সেনা ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, জিষ্ণুঃ (জয়শীল) হ অপরাজিষ্ণুঃ (অজেয়) ভবতি (হয়) অন্যতস্ত্যজায়ী (শত্রুজয়ী; অন্যতস্ত্য=দ্বিতীয় ব্যক্তি, শত্রু; জায়ী = যে জয় করে)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'বায়ুতে এই যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'না, ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি ইন্দ্র, বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত সেনা—এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি জয়শীল, অজেয় এবং শত্রুঞ্জয় হন।'

৮৭. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হ ভবতি বিষাসহির্হাস্য প্রজা ভবতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ যঃ এব অয়ম্ অগ্নৌ (অগ্নিতে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। বিষাসহিঃ (সহনশীল বিজয়ী বা বিক্রমশীল) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে বিষাসহিঃ হ ভবতি, বিষাসহিঃ হ অস্য প্রজা ভবতি।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'অগ্নিতে এই যে পুরুষ, ইঁহাকে আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'না, ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি বিষাসহি (অর্থাৎ সহনশীল বিজয়ী বা পরাক্রান্ত)—এই ভাবেই আমি ইঁহাকে উপাসনা করি। যিনি এইভাবে ইঁহার উপাসনা করেন, তিনি পরসহিষ্ণু হন এবং তাঁহার সন্তানও পরসহিষ্ণু হয়।'

মন্তব্য ঃ বিষাসহিঃ—শঙ্করের অর্থ মর্ষয়িতা অর্থাৎ সহনশীল। আনন্দগিরি বলেন—যে হবি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয় (বিষ্যতে, ক্ষিপ্যতে) অগ্নি সেই সমুদায়কে ভস্মীভূত করিয়া সহ্য করেন (সহতে), এইজন্য অগ্নির নাম 'বিষাসহি'। সুতরাং তাঁহার মতে 'বিষ্' ধাতু ও 'সহ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন দুইটি শব্দের যোগে 'বিষাসহি' হইয়াছে। রঙ্গরামানুজ বলেন—শত্রুগণ ইঁহাকে সহ্য করিতে পারে না এইজন্য ইঁহার নাম বিষাসহি। নিত্যানন্দ মুনি মিতাক্ষরাতে লিখিয়াছেন যে 'বি' ও 'সাসহি' হইতে এই শব্দ উৎপন্ন। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত সমুদায় বস্তুকে বিশেষভাবে ভস্মীভূত করিয়া সহ্য করেন এইজন্য ইঁহার নাম 'বিষাসহি'। বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থলে 'পরাভব করা' অর্থে সহ্ ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে (ঋগ্বেদ—৫।২।৯; ৬।৪৭।১ ইত্যাদি)। ঋগ্বেদে অগ্নিকে সহস্রজিৎ এহা প্রভৃতি বলা হইয়াছে (১।১৮৮।১; ৫।২৬।৬; ১।৫৯।৬; ১।৭৪।৩ ইত্যাদি)। সুতরাং 'বিষাসহি' অর্থ বিজয়ী কিংবা ক্ষমতাশালীও হইতে পারে।

৮৮. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মপ্সু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেত-মুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপং হৈবৈনমুপগচ্ছতি নাপ্রতি-রূপমথো প্রতিরূপোঽস্মাজ্জায়তে ॥ ৮

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অয়ম্ অপ্সু (জলসমূহে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। প্রতিরূপঃ (সদৃশ, অনুরূপ) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, প্রতিরূপম্ হ এব এনম্ (ইহাকে) উপগচ্ছতি (গমন করে, প্রাপ্ত হয়), ন অপ্রতিরূপম্ (অসদৃশ); অথো (আর) প্রতিরূপঃ (আত্মসদৃশ সন্তান) অস্মাৎ (ইহা হইতে) জায়তে (উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'জলে এই যে পুরুষ, আমি ইঁহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'না, ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি প্রতিরূপ—এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট অনুকূল বিষয়ই আসে, প্রতিকূল বিষয় আসে না। আর ইহা হইতে নিজের অনুরূপ সন্তান জন্মায়।'

মন্তব্য ঃ জলে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহা মূল বস্তুরই অনুরূপ। এইজন্যই এখানে বলা হইয়াছে, জলে অবস্থিত পুরুষকে আমি প্রতিরূপ মনে করিয়া উপাসনা করি। শংকর বলেন, 'অপ, রেতঃ এবং হৃদয়—এই তিনে একই দেবতা।' তাঁহার মতে 'প্রতিরূপ' অর্থ অনুরূপ অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের অপ্রতিকূল।

৮৯. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ রোচিষ্ণুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে রোচিষ্ণুর্হ ভবতি রোচিষ্ণুর্হাস্য প্রজা ভবত্যথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্বাংস্তানতিরোচতে ॥ ৯

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে) পুরুষঃ এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। রোচিষ্ণুঃ (দীপ্তিস্বভাব) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, রোচিষ্ণুঃ হ ভবতি, রোচিষ্ণুঃ হ অস্য প্রজা ভবতি ; অথো যৈঃ (যাহাদিগের সহিত) সম্ + নি + গচ্ছতি (সম্মিলিত হয়), সর্বান্ তান্ (সে সকলকেই) অতিরোচতে (দীপ্তিতে অতিক্রম করে)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'দর্পণে এই যে পুরুষ, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'না, ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি দীপ্তিশীল—এইভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি দীপ্তিস্বভাব হন, তাঁহার সন্তানও দীপ্তিস্বভাব হয় এবং তিনি যাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হন তাঁহাদের সকলকে দীপ্তিতে অতিক্রম করেন।'

১০. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছব্দোঽনূদেত্যেতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে সর্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালাৎ প্রাণো জহাতি ॥ ১০

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অয়ম্ যন্তম্ পশ্চাৎ (পশ্চাৎভাগে) শব্দঃ অনু [যন্তম্] (গমনশীল ব্যক্তিকে লক্ষ করিয়া) উদেতি (উত্থিত হয়) এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। অসুঃ (প্রাণ) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, সর্বম্ [আয়ুঃ] (পূর্ণায়ু) হ এব অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) আয়ুঃ এতি (প্রাপ্ত হয়)। ন এনম্ (ইহাকে) পুরা কালাৎ (কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে) প্রাণঃ জহাতি (ত্যাগ করে)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'মানুষ চলিবার সময় তাহার যে শব্দ হয়, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'না, ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি অসু (অর্থাৎ প্রাণ)—এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে পূর্ণায়ু পান। কাল শেষ হইবার পূর্বে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয় না।'

১১. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিক্ষু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি নাস্মাদ্ গণশ্ছিদ্যতে ॥ ১১

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অয়ম্ দিক্ষু (দিক্‌সমূহে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। দ্বিতীয়ঃ অনপগঃ (যে দূরে চলিয়া যায় না, নিত্য সঙ্গী) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি ন অস্মাৎ (ইহা হইতে) গণঃ (স্ব-জন) ছিদ্যতে (ছিন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'দিকসমূহে এই যে পুরুষ আমি ইঁহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'না, ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি অনপগ (অর্থাৎ নিত্যসহচর)—এই ভাবেই আমি ইঁহাকে উপাসনা করি। যিনি এই ভাবে ইহার উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়রূপ অর্থাৎ সহায়যুক্ত হন এবং তাহার স্বজন-বিচ্ছেদ হয় না।'

১২. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে সর্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্মৃত্যুরাগচ্ছতি ॥ ১২

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—যঃ এব অয়ম্ ছায়াময়ঃ পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। মৃত্যুঃ ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, সর্বম্ হ এব অস্মিন্ লোকে আয়ুঃ এতি ; ন এনম্ পুরা কালাৎ মৃত্যুঃ আগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)। (২।১।২, ১০ মন্ত্রদ্বয় দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন, 'এই যে ছায়াময় পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'না, ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি মৃত্যু—এই ভাবেই আমি ইঁহাকে উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি ইহকালে পূর্ণায়ু লাভ করেন ; কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যু ইঁহার নিকটে আসে না।'

১৩. স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাত্মনি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ আত্মন্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে আত্মন্বী হ ভবত্যাত্মন্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ যঃ এব অয়ম্ আত্মনি (দেহে) পুরুষঃ এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ হ অজাতশত্রুঃ উবাচ—মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। আত্মন্বী (আত্মবান্, দেহবান্) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, আত্মন্বী হ ভবতি ; আত্মন্বিনী (স্ত্রী) হ অস্য প্রজা ভবতি। সঃ হ তূষ্ণীম্ (নীরব) আস (হইল)।

সরলার্থ ঃ গার্গ্য বলিলেন—'আত্মাতে (অর্থাৎ দেহে) এই যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—'না, ইঁহার বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি আত্মবান্—এইভাবে আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি এইভাবে ইঁহার উপাসনা করেন, তিনি আত্মবান হন এবং তাঁহার সন্তানও আত্মবান হয়।' ইহার পর গার্গ্য নীরব হইলেন।

১৪. স হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু ইত্যেতাবদ্ধীতি নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বা যানীতি ॥ ১৪

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ এতাবৎ নু (এই পর্যন্ত কি)? ইতি এতাবৎ হি

(এই পর্যন্তই) ইতি। ন এতাবতা (এই পরিমাণ জ্ঞান দ্বারা) বিদিতম্ (জ্ঞাত) ভবতি (হয়) ইতি। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ স্বা উপায়ানি (আপনার নিকট শিষ্যরূপে উপস্থিত হইতেছি) ইতি।

সরলার্থ: অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পর্যন্তই কি?' গার্গ্য বলিলেন, 'হাঁ, এই পর্যন্ত।' অজাতশত্রু বলিলেন—'এইটুকু মাত্র জ্ঞানে (ব্রহ্মকে) জানা যায় না।' তখন গার্গ্য বলিলেন, 'আমি শিষ্যরূপে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।'

১৫. স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং পাণাবাদায়োত্তস্থৌ তৌ হ পুরুষং সুপ্তমাজগ্মতুস্তমেতৈর্নামভিরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি স নোত্তস্থৌ তং পাণিনাপেষং বোধয়াংচকার স হোত্তস্থৌ ॥ ১৫

অন্বয়: সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—প্রতিলোমম্ (বিপরীত রীতি) চ এতৎ (ইহা)—যৎ (যে) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ম্ (ক্ষত্রিয়ের নিকট) উপ+ইয়াৎ (উপনীত হইবে)—ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) মে (আমাকে) বক্ষ্যতি (বলিবে) ইতি (এই মনে করিয়া)। বি এব ত্বা (তোমাকে) [বি] জ্ঞপয়িষ্যামি (জানাইব, উপদেশ দিব) ইতি। তম্ (তাহাকে) পাণৌ (হস্তদ্বয়কে) আদায় (গ্রহণ করিয়া) উৎ+তস্থৌ (উত্থিত হইলেন)। তৌ (তাহারা দুইজন) হ পুরুষম্ সুপ্তম্ (একজন সুপ্ত পুরুষকে) আজগ্মতুঃ (গমন করিয়াছিল)। তম্ (তাহাকে) এতৈঃ নামভিঃ (এই সমুদয় নামদ্বারা) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আহ্বান করিল)—বৃহন্ (বৃহৎ, সম্বোধনে; হে মহান্) পাণ্ডরবাসঃ (হে শ্বেতবাস, ২।১।৩ মঃ দ্রঃ) সোম! রাজন্! ইতি। সঃ ন উত্তস্থৌ। তম্ পাণিনা (হস্তদ্বারা) আপেষম্ (পেষণ করিয়া, ধাক্কা দিয়া) বোধয়াঞ্চকার (জাগাইল)। সঃ হ উত্তস্থৌ।

সরলার্থ: অজাতশত্রু বলিলেন, 'ইনি আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন এই মনে করিয়া একজন ব্রাহ্মণ যে একজন ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইবে—ইহা প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত রীতি। (যাহা হউক) আমি ব্রহ্মোপদেশ দিব।' তারপর তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দুই জন কোন এক নিদ্রিত পুরুষের নিকট আসিলেন। অজাতশত্রু তাহাকে এই নামে ডাকিলেন, 'হে মহান, হে শুভ্রবাস, হে সোমরাজা'। কিন্তু সে উঠিল না। তখন তিনি হাত দিয়া বারবার ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইলেন। এইবার সে উঠিয়া বসিল।

মন্তব্য: এই ব্রাহ্মণে বালাকি বার জন পুরুষকে যথাক্রমে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে চন্দ্র দ্বিতীয় পুরুষ। অজাতশত্রু এই দ্বিতীয় পুরুষকে 'বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোমঃ রাজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫শ মন্ত্রে সুপ্ত পুরুষকে এই সমুদয় নামে আহ্বান করা হইয়াছে।

১৬. স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদাভূৎ কুত এতদাগাদিতি তদু হ ন মেনে গার্গ্যঃ ॥ ১৬

অন্বয়: সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—যত্র (যেখানে, যখন) এষঃ (এই) এতৎ (এই প্রকারে) সুপ্তঃ অভূৎ (ছিল), যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্ব (কোথায়) এষঃ তদা (তখন) অভূৎ? কুতঃ (কোথা হইতে) এতৎ (এই পুরুষ; কিংবা এই সময়ে বা এইরূপে) আগাৎ (আসিয়াছে)? ইতি। তৎ উ হ ন মেনে (জানিতে) গার্গ্যঃ।

সরলার্থ: অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যখন এই ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল, তখন এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি কোথায় ছিলেন? কোথা হইতে ইনি এইরূপে আসিলেন?' গার্গ্য ইহা জানিতেন না।

১৭. স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে তানি যদা গৃহ্ণাত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ ॥ ১৭

অন্বয়: সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—যত্র এষঃ এতৎ (এইরূপে) সুপ্তঃ অভূৎ, যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, তৎ (তখন কিংবা সে) এষাম্ প্রাণানাম্ (এই প্রাণসমূহে) বিজ্ঞানেন (বিজ্ঞানদ্বারা) বিজ্ঞানম্ আদায় (গ্রহণ করিয়া) যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, তস্মিন্ (তাহাতে) শেতে (শয়ন করে)। তানি (সেই বিজ্ঞান সমুদায়কে) যদা (যখন) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে, সংযত করে) অথ হ এতৎ (বৈদিক প্রয়োগ, এবং—এই পুরুষ; কিংবা এইরূপে বা এই সময়ে) স্বপিতি (নিদ্রিত হয়) নাম (বাক্যালংকারে ব্যবহৃত)। তৎ (তখন) গৃহীত (উপসংহৃত) এব প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ভবতি, গৃহীতা (স্ত্রীং) বাক্, গৃহীতম্ চক্ষুঃ, গৃহীতম্ শ্রোত্রম্, গৃহীতম্ মনঃ।

সরলার্থ: অজাতশত্রু বলিলেন, 'যখন এই ব্যক্তি এইরূপে নিদ্রিত ছিল, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞানদ্বারা প্রাণসমূহের বিজ্ঞানকে (অর্থাৎ সামর্থ্যকে) গ্রহণ করিয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ, সেই আকাশে শয়ন করেন। যখন এই পুরুষ এই সকল বিজ্ঞান গ্রহণ করে, তখন সে নিদ্রিত হয়। তখন (এই পুরুষ কর্তৃক) ঘ্রাণেন্দ্রিয় গৃহীত হয়, বাক্, চক্ষু এবং মন গৃহীত হয়।'

মন্তব্য: প্রাণানাম্ বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়—এই অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) প্রাণসমূহের বিজ্ঞানদ্বারা (তাহাদের) বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া। (২) (নিজের) বিজ্ঞানদ্বারা প্রাণসমূহের বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া।

১৮. স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজো ভবত্যুতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্তেতৈবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে ॥ ১৮

অন্বয়: সঃ যত্র (যে সময়ে) এতৎ (এই কিংবা এইরূপে) স্বপ্ন্যয়া (অব্যয়, স্বপ্নাবস্থায়; স্বপ্নেন বা 'স্বপ্ন্যা' স্থলে বৈদিক প্রয়োগ) চরতি (বিচরণ করে), তে (সেই সমুদায়; এই সমুদায় অর্থাৎ নিম্নে বর্ণিত অবস্থা) হ অস্য (ইহার) লোকাঃ (লোকসমূহ, ভোগ্যস্থান)। তৎ (তখন) উত ইব (যেন) মহারাজঃ ভবতি, উত ইব মহাব্রাহ্মণঃ, উত ইব উচ্চ+অবচম্ (উচ্চে ও নিম্নে) নিগচ্ছতি (গমন করে)। সঃ যথা (যেমন) মহারাজঃ জানপদান্ (জনপদবাসীদিগকে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া, আয়ত্ত করিয়া), স্বে জনপদে (স্বীয় রাজ্যে) যথাকামম্ (নিজের ইচ্ছানুসারে) পরিবর্তেত (বিচরণ করেন) এবম্ এব (এই প্রকারেই) এষঃ (এই স্বপ্নদ্রষ্টা) এতৎ প্রাণান্ (এই প্রাণসমূহকে) গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামম্ পরিবর্ততে (বিচরণ করে)।

সরলার্থ : যখন এই পুরুষ স্বপ্নে বিচরণ করে, (তখন) এইগুলি তাহার পরম লোক—তখন সে যেন মহারাজা হয়, যেন মহাব্রাহ্মণ হয়, যেন উপরে ওঠে, নীচে নামে। মহারাজ যেমন জনপদবাসিগণকে নিজের বশে আনিয়া আপন রাজ্যে ইচ্ছামত বিচরণ করেন, তেমনি এই (স্বপ্নদ্রষ্টা, পুরুষ) ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া নিজের শরীরে যেমন ইচ্ছা বিচরণ করে।

৯৯. অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিঘ্নী-মানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে ॥ ১৯

অন্বয় : অথ যদা সুষুপ্তঃ ভবতি, যদা ন কস্যচন (কাহারও বিষয়ে) বেদ (জানে), হিতা নাম নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) দ্বাসপ্ততি সহস্রাণি (৭২০০০) হৃদয়াৎ (হৃৎপিণ্ড হইতে) পুরীততম্ (হৃদয়ের বেষ্টন, শঙ্করের মতে সমস্ত দেহ) অভি + প্র + তিষ্ঠন্তে (অভিমুখে গমন করে), তাভিঃ (সেই নাড়ীসমূহ দ্বারা) প্রতি + অবসৃপ্য (বিস্তৃত হইয়া) পুরীততি (হৃদয়ের বেষ্টনে) শেতে (শয়ন করে)। সঃ যথা (যেমন) কুমারঃ বা মহারাজঃ বা মহাব্রাহ্মণঃ বা, আনন্দস্য (আনন্দের) অতিঘ্নীম্ (শ্রেষ্ঠাবস্থা ; এই অবস্থায় সমস্ত দুঃখের বিনাশ হয়, এইজন্য ইহার নাম অতিঘ্নী) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) শয়ীত (শয়ন করে), এবম্ এব এষঃ এতৎ (এতৎ শয়নম্—শঙ্কর ; এই প্রকার নিদ্রিতাবস্থায়) শেতে।

সরলার্থ : যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয় এবং কোন বিষয়েই জানিতে পারে না, তখন হিতা নামে যে বাহাত্তর হাজার নাড়ী হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সর্বশরীরে ছড়াইয়া আছে তাহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সে শয়ন করিয়া থাকে। যেমন কোন শিশু বা মহারাজ বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের চরম অবস্থা লাভ করে, তেমনি এই পুরুষ (পরমাবস্থা লাভ করিয়া) নিদ্রামগ্ন হয়।

১০০. স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যে-বমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ২০

অন্বয় : সঃ যথা (যেমন) উর্ণনাভিঃ (মাকড়সা ; নাভিতে উর্ণা থাকে সেইজন্য এই নাম) তন্তুনা (সূত্র দ্বারা) উৎ+চরেৎ (উর্ধ্বে গমন করে), যথা অগ্নেঃ (অগ্নির) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (অগ্নিকণা) বি+উৎ+চরন্তি (নানা দিকে নির্গত হয়) এবম্ এব অস্মাৎ আত্মনঃ (এই আত্মা হইতে) সর্বে প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ) সর্বে লোকাঃ (স্বর্গাদি লোক,) সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি বি+উৎ+চরন্তি। তস্য (তাহার ; সেই আত্মার) উপনিষৎ (গুহ্য নাম বা তত্ত্ব)—সত্যস্য সত্যম্ (সত্যের সত্য) ইতি। প্রাণাঃ বৈ সত্যম্, তেষাম্ (সেই প্রাণসমূহের) এষঃ (এই আত্মা) সত্যম্।

সরলার্থ : যেমন মাকড়সা নিজের শরীরের তন্তু দ্বারা উপরে উঠে, যেমন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে ছড়ায়, তেমনি এই আত্মা হইতে সকল প্রাণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ), সমস্ত লোক, সকল দেবতা ও সকল প্রাণী নানারূপে নির্গত হয়। 'সত্যের সত্য' ইহাই এই আত্মার উপনিষৎ (অর্থাৎ গুহ্য নাম বা তত্ত্ব)। প্রাণসমূহই সত্য এবং এই আত্মা তাহাদেরও (অর্থাৎ সেই প্রাণসমূহেরও) সত্য।

মন্তব্য : (ক) সত্যস্য সত্যম্ - এখানে প্রাণমূলক জগৎকে সত্য বলা হইল। জগৎ সত্য এবং আত্মা সত্যের সত্য। (খ) মুণ্ডক উপনিষৎ ২।১।৭ ও ২।১।১ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

ইন্দ্রিয়, দেবতা ও ঋষির একত্ব কল্পনা

১০১. যো হ বৈ শিশুং সাধানং সপ্রত্যাধানং সস্থূণং সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিষতো ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্ধ্যয়ং বাব শিশুর্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তস্যেদমেবাধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ স্থূণান্নং দাম ॥ ১

অন্বয় : যঃ (যে ব্যক্তি) হ বৈ শিশুম্ স + আধানম্ (আধানের সহিত ; আধান—আশ্রয়) স+প্রতি+আধানম্ (প্রত্যাধানের সহিত ; প্রত্যাধান—যে স্থলে কিছু রাখা যায়), সস্থূণম্ (স্থূণার সহিত ; স্থূণা—খুঁটি) স-দামম্ (দামের সহিত ; দাম—রজ্জু) বেদ (জানেন) সপ্ত হ দ্বিষতঃ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যান্ (শত্রুসমূহকে) অবরুণদ্ধি (পরাভব করেন)। অয়ম্ (এই) বাব শিশুঃ যঃ অয়ম্ (এই) মধ্যমঃ প্রাণঃ (শরীরমধ্যস্থ প্রাণ) ; তস্য (তাহার) ইদম্ এব (ইহাই, এই দেহই) আধানম্ ; ইদম্ (এই ; এই মস্তক) প্রত্যাধানম্ ; প্রাণঃ স্থূণা ; অন্নম্ দাম।

সরলার্থ : যিনি এই শিশুকে (তাহার) আধান, প্রত্যাধান, স্থূণা ও দামের সহিত জানেন, তিনি দ্বেষকারী সপ্ত শত্রুকে বিনাশ করেন। শরীরস্থ এই যে প্রাণ ইহাই শিশু ; এই দেহই তাঁহার আধান (আশ্রয়), এই মস্তকই প্রত্যাধান (আধার), প্রাণই স্থূণা (খুঁটি) এবং অন্নই দাম (রজ্জু)।

মন্তব্য : (ক) ভ্রাতৃব্যান্—১।৩।৭ মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। (খ) ইদম্—এস্থলে হস্তদ্বারা দেখাইয়া বলা হইতেছে 'ইদম্' (এই)। (গ) প্রত্যাধান—নানাদিকে রাখা শয্যার উপকরণ। (ঘ) কারণসমষ্টি এই দেহকে যে এভাবে শিশুর মত দেখে, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি তাহার বশীভূত হয়।

১০২. তমেতাঃ সপ্তাক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে তদ্যা ইমা অক্ষন্ লোহিন্যো রাজয়স্তা-ভিরেনং রুদ্রোঽন্বায়ত্তোঽথ যা অক্ষন্নাপস্তাভিঃ পর্জন্যো যা কনীনকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাগ্নির্যচ্ছুক্লং তেনেন্দ্রোঽধরয়ৈনং বর্তন্যা পৃথি-ব্যন্বায়ত্তা দ্যৌরুত্তরয়া নাস্যান্নং ক্ষীয়তে য এবং বেদ ॥ ২

অন্বয় : তম্ (সেই প্রাণকে) এতাঃ সপ্ত+অক্ষিতয়ঃ (ক্ষয়রহিত সপ্তজন, অক্ষিতি—ক্ষয়রহিত) উপ তিষ্ঠন্তে (সেবা করে)। তৎ যাঃ (সেই যে ; 'তাঃ' স্থলে 'তৎ' বৈদিক, কিংবা তৎ—সেই স্থলে) ইমাঃ (এই সমুদায়) অক্ষন্ (বৈদিক প্রয়োগ—অক্ষণি বা অক্ষি—চক্ষুতে) লোহিন্যঃ (লোহিনী—লোহিত বর্ণ) রাজয়ঃ (রাজি—রেখাসমূহ) তাভিঃ (সেই সমুদয় দ্বারা) এনম্ রুদ্রঃ অন্বায়ত্তঃ (অনু+আয়ত্তঃ ; আয়ত্তঃ—অনুগত)। অথ যাঃ অক্ষন্ আপঃ (জলসমূহ) তাভিঃ পর্জন্যঃ ; যা কনীনকা (চক্ষুর তারকা), তয়া (তাহাদ্বারা) আদিত্যঃ ; যৎ কৃষ্ণম্ (কৃষ্ণ অংশ), তেন অগ্নিঃ ; যৎ শুক্লম্ (শুক্ল অংশ), তেন ইন্দ্রঃ ; অধরয়া [বর্তন্যা] (চক্ষুর

নিম্ন পক্ষদ্বারা, অথবা—নিম্ন) এনম্ বর্তন্যা (পক্ষদ্বারা) পৃথিবী অন্বায়ত্তাঃ, দ্যৌঃ উত্তরয়া (ঊর্ধ্বপক্ষদ্বারা)। ন অস্য অন্নম্ ক্ষীয়তে (ক্ষীণ হয়) যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ : ক্ষয়রহিত সপ্তজন এই প্রাণের সেবা করেন। চক্ষুতে যে এই সকল লোহিত রেখা, তাহার দ্বারা রুদ্র ইহার অনুগত। আর চক্ষুর জলের দ্বারা পর্জন্য (মেঘের দেবতা) অনুগত ; চক্ষুর তারকা দ্বারা আদিত্য, ইহার কৃষ্ণ অংশ দ্বারা অগ্নি এবং শ্বেতাংশ দ্বারা ইন্দ্র অনুগত। ইহার নিম্ন পক্ষদ্বারা পৃথিবী এবং ঊর্ধ্বপক্ষ দ্বারা দ্যুলোক অনুগত। যিনি ইহা জানেন, তাঁহার অন্নাভাব হয় না।

মন্তব্য : সপ্তাক্ষিতয়ঃ—ক্ষয়রহিত সপ্তজন এই : (১) রুদ্র, (২) পর্জন্য, (৩) আদিত্য, (৪) অগ্নি, (৫) ইন্দ্র, (৬) পৃথিবী, (৭) দ্যৌ। অথর্ববেদে (১০।৮।৯) অনুরূপ একটি মন্ত্র আছে।

১০৩. তদেষ শ্লোকো ভবতি—অর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্যশো নিহিতং বিশ্বরূপং তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি অর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্ন ইতীদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপং প্রাণান্ এতদাহ তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীর ইতি। প্রাণা বৈ ঋষয়ঃ প্রাণানে-তদাহ বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি বাগ্‌ঘ্যষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে ॥ ৩

অন্বয় : তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ ভবতি (হয়)— অর্বাক্ + বিলঃ (নিম্নদিকে যাহার বিল ; বিল = গর্ত, মুখ) চমসঃ (চমস নামক পাত্র) ঊর্ধ্ববুধ্নঃ (ঊর্ধ্বদিকে যাহার তলা ; বুধ্ন—নিম্নতম ভাগ, তল), তস্মিন্ (তাহাতে) যশঃ নিহিতম্ বিশ্বরূপম্ (বিশ্বরূপ যশ, বিশ্বরূপ—সর্ব প্রকার) ; তস্য [তীরে] আসতে (আছেন) ঋষয়ঃ (ঋষিসমূহ) সপ্ত (সাতজন) তীরে (সমীপে) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) অষ্টমী (অষ্টম স্থানীয়) ব্রহ্মণা (মন্ত্র দ্বারা ; ব্রহ্ম = মন্ত্র, মৌলিক অর্থ) সংবিদানা (আলোচনা করেন, এমন) ইতি। অর্বাক্ + বিলঃ চমসঃ ঊর্ধ্ববুধ্নঃ। ইতি (ইহার অর্থ এই) — ইদম্ (ইহা) তৎ (সেই) শিরঃ—এষঃ হি অর্বাক্ বিলঃ চমসঃ ঊর্ধ্ববুধ্নঃ। তস্মিন্ যশঃ নিহিতম্ বিশ্বরূপম্ ইতি (ইহার অর্থ এই)—প্রাণাঃ বৈ যশঃ বিশ্বরূপম্ — প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে লক্ষ্য করিয়া) এতৎ (এই মন্ত্রকে) আহ (বলিয়াছে)। তস্য আসতে ঋষয়ঃ সপ্ততীরে ইতি (ইহার অর্থ এই)—প্রাণা বৈ ঋষয়ঃ প্রাণান্ এতৎ আহ বাক্ অষ্টমী, ব্রহ্মণা সম্বিদানা ইতি (ইহার অর্থ এই) বাক্ হি অষ্টমী (মন্ত্রদ্বারা, মন্ত্র বিষয়ে) ব্রহ্মণা সংবিত্তে (বিচার করে)।

সরলার্থ : সে বিষয়ে এই শ্লোক আছে—একটি চমস, ইহার মুখ নিচের দিকে এবং তলা উপরদিকে। ইহাতে সর্বপ্রকার যশ নিহিত আছে। ইহার তীরে সাতজন ঋষি রহিয়াছেন। অষ্টম জন হইলেন বাগিন্দ্রিয়। তিনি ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র) লইয়া আলোচনা করেন। 'অর্বাগ্ বিলঃ চমসঃ ঊর্ধ্ববুধ্নঃ' (এই অংশের অর্থ এই)—ইহার সেই শির ; ইহাই (এই শিরই) 'অবাক্ বিল ঊর্ধ্ববুধ্ন চমস'। 'তস্মিন্ যশঃ নিহিতম্ বিশ্বরূপম্' (এই অংশের অর্থ এই)—প্রাণই বিশ্বরূপ যশ ; প্রাণসমূহকে লক্ষ করিয়াই ইহা বলা হইয়াছে। তস্য আসতে ঋষয়ঃ সপ্ত (এই অংশের অর্থ এই) — প্রাণসমূহই ঋষি ; প্রাণসমূহকে লক্ষ করিয়া ইহা বলা হইয়াছে। বাক্ হি অষ্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদানা (এই অংশের অর্থ এই)—অষ্টম স্থানীয় বাগিন্দ্রিয় ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র) লইয়া বিচার করে।

১০৪. ইমাবেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইমাবেব বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরিমাবেব বসিষ্ঠকশ্যপাবয়মেব বসিষ্ঠোঽয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্যদ্ অত্রিরিতি সর্বস্যাত্তা ভবতি সর্বমস্যান্নং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪

অন্বয় : ইমৌ (এই দুইটি, এই কর্ণদ্বয়) এব গোতম-ভরদ্বাজৌ ; অয়ম্ এব (এই, দক্ষিণ কর্ণ) গোতমঃ, অয়ম্ (এই, বামকর্ণ) ভরদ্বাজঃ। ইমৌ (এই দুইটি, এই চক্ষুদ্বয়) এব বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী ; অয়ম্ এব (এই, দক্ষিণ চক্ষু) বিশ্বামিত্র ; অয়ম্ (এই, বাম চক্ষু) জমদগ্নিঃ। ইমৌ এব (এই দুই, এই নাসিকাদ্বয়) বসিষ্ঠ-কশ্যপৌ, অয়ম্ এব (এই, দক্ষিণ নাসিকা) বসিষ্ঠঃ ; অয়ম্ (এই, বাম নাসিকা) কশ্যপঃ। বাক্ এব অত্রিঃ ; বাচা (বাগিন্দ্রিয় দ্বারা, জিহ্বাদ্বারা) হি অন্নম্ অদ্যতে (ভুক্ত হয়)। অত্তিঃ ('অত্তি' এই নাম) হ বৈ নাম এতৎ, যৎ অত্রিঃ ইতি। সর্বস্য (সমুদয় বস্তুর) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি, সর্বম্ অস্য অন্নম্ ভবতি, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ : এই দুইটি (কর্ণই) গোতম ও ভরদ্বাজ ; এই (দক্ষিণ কর্ণ) গোতম এবং এই (বাম কর্ণ) ভরদ্বাজ। এই দুইটি (চক্ষু) বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ; এই (দক্ষিণ চক্ষু) বিশ্বামিত্র এবং এই (বাম চক্ষু) জমদগ্নি। এই দুইটি (নাসারন্ধ্র) বসিষ্ঠ ও কশ্যপ : এই (দক্ষিণ) নাসিকা বসিষ্ঠ এবং এই (বাম নাসিকা) কশ্যপ। বাক্ই অত্রি, কারণ বাগিন্দ্রিয় (অর্থাৎ জিহ্বা) দ্বারা অন্ন ভোজন করা হয় (অদ্যতে)। যাহাকে অত্রি বলা হয়, তাহারই নাম 'অত্তি' (অর্থাৎ ভোজন)। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সকল বস্তুর ভোক্তা হন এবং সকল বস্তু তাঁহার অন্ন হয়।

মন্তব্য : কেবল উচ্চারণ সাদৃশ্যেই যে 'অত্রি' এবং 'অত্তি' এই দুইটির একত্ব দেখান হইয়াছে তাহা নহে ; ঋগ্বেদে (২।৮।৫) 'ভক্ষক' অর্থে 'অত্রি' শব্দের প্রয়োগ আছে। অনেকে মনে করেন 'অদ্' ধাতু হইতে 'অত্রি' শব্দের উৎপত্তি।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মের দুই রূপ

১০৫. দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ ১

অন্বয় : দ্বে (দুই) বাব ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) রূপে (রূপ) মূর্তম্ চ (মূর্তিমান) এব, অমূর্তম্ চ (অমূর্তিমান), মর্ত্যম্ চ (মরণশীল) অমৃতম্ চ (অমর) স্থিতম্ চ (স্থিতিশীল], যৎ চ (গমনশীল) সৎ চ (সত্তাশীল, ব্যক্ত) ত্যৎ চ (ঐ, অব্যক্ত)।

সরলার্থ : ব্রহ্মের দুইটি রূপ—মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত, স্থিতিশীল ও গতিশীল, সৎ (সত্তাশীল) ও ত্যৎ (অব্যক্ত)।

মন্তব্য : 'সৎ চ ত্যৎ চ' ইত্যাদি। এস্থলে 'সত্য' শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(১) 'স' এবং (২) 'ত্য'। এই মন্ত্রে 'স' কে 'সৎ' এবং 'ত্য' কে 'ত্যৎ' বলা হইয়াছে।

১০৬. তদেতন্মূর্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সত্তস্য এতস্য মূর্তস্যৈতস্য মর্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি সতো হ্যেষ রসঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ এতৎ (সেই ইহা) মূর্তম্, যৎ (যাহা) অন্যৎ (অন্য) বায়োঃ চ (বায়ু অপেক্ষা) অন্তরিক্ষাৎ চ (অন্তরিক্ষ অপেক্ষা) ; এতৎ মর্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্, এতৎ সৎ । তস্য এতস্য (সেই ইহার) মূর্তস্য (মূর্ত বস্তুর) এতস্য মর্ত্যস্য (মর্ত্য বস্তুর) এতস্য স্থিতস্য (স্থিতিশীল বস্তুর) এতস্য সতঃ (সত্তাশীল বস্তুর) এষঃ (এই) রসঃ, যঃ এষঃ তপতি (উত্তাপ দেয়) ; সতঃ হি এষ রসঃ ।

সরলার্থ ঃ বায়ু ও আকাশ হইতে যাহা ভিন্ন তাহাই মূর্ত ; তাহাই মর্ত্য, তাহাই স্থিত, তাহাই সৎ । যিনি উত্তাপ দেন, তিনিই এই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই স্থিতিশীলের এবং সত্তাশীলের রস । ইনিই ভূতত্রয়ের রস ।

১০৭. অথামূর্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতমেতদ্যদেতত্ত্যৎ তস্যৈতস্যামূর্তস্য এতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রস ইত্যধিদেবতম্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ অমূর্তম্—বায়ুঃ চ অন্তরিক্ষম্ চ ; এতৎ অমৃতম্, এতৎ যৎ, এতৎ ত্যৎ (২।৩।১ দ্রঃ) । তস্য এতস্য অমূর্তস্য অমৃতস্য, এতস্য যতঃ (গতিশীলের) এতস্য ত্যস্য (এই অব্যক্ত সত্তার)—এষঃ রসঃ যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ—ত্যস্য হি এষঃ রসঃ – ইতি অধিদেবতম্ (দেবতাবিষয়ক) ।

সরলার্থ ঃ বায়ু ও আকাশই অমূর্তরূপ—ইহাই অমৃত, ইহাই গতিশীল, ইহাই ত্যৎ (অর্থাৎ অব্যক্ত সত্তা) । এই সূর্যমণ্ডলে যে পুরুষ, ইনিই এই অমূর্তের, এই অমৃতের, এই গতিশীলের, এই 'ত্যৎ' সত্তার রস । এই পর্যন্ত দেবতাবিষয়ক বলা হইল ।

১০৮. অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতন্মর্ত্যম্ এতৎ স্থিতমেতৎ সত্তস্যৈতস্য মূর্তস্যৈতস্য মর্তস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রসঃ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ অধ্যাত্মম্ (দেহবিষয়ক)—ইদম্ এব (ইহাই) মূর্তম্—যৎ অন্যৎ (অন্যে) প্রাণাৎ চ (প্রাণ হইতে), যৎ চ অয়ম্ অন্তঃ আত্মন্ (=আত্মনি, দেহে) আকাশঃ [এতস্মাৎ=ইহা হইতে]—এতৎ মর্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্, এতৎ সৎ । তস্য এতস্য, মূর্তস্য, এতস্য মর্তস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ—এষঃ রসঃ যৎ চক্ষুঃ—সতঃ হি এষঃ রসঃ ।

সরলার্থ ঃ এখন দেহবিষয়ক ব্যাখ্যা—প্রাণ ও দেহের অন্তরাকাশ হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাই মূর্ত, তাহাই মর্ত্য, স্থিতিশীল, সৎ । চক্ষুই এই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই স্থিতিশীলের এবং এই সত্তাশীলের রস—ইহাই এই সত্তাশীলের রস ।

১০৯. অথামূর্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতদমৃতমেতদ্যদেতত্ত্যৎ তস্যৈতস্যামূর্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রসঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ অমূর্তম্—প্রাণঃ চ; যঃ চ অয়ম্ অন্তঃ আত্মন্ (=আত্মনি—দেহে) আকাশঃ—এতৎ অমৃতম্ এতৎ যৎ, এতৎ ত্যৎ । তস্য এতস্য অমূর্তস্য, এতস্য অমৃতস্য যতঃ (গতিশীলের), এতস্য ত্যস্য ('ত্যৎ' সত্তার)—এষঃ রসঃ যঃ অয়ম্ দক্ষিণে অক্ষন্ (বৈদিক, অক্ষণি বা অক্ষি—চক্ষুতে) পুরুষঃ—ত্যস্য হি এষঃ রসঃ ।

সরলার্থ ঃ এই যে প্রাণ এবং দেহের অন্তরাকাশ ইহাই অমূর্ত, ইহাই অমৃত, ইহাই গতিশীল, ইহাই 'ত্যৎ' । দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ, ইনিই এই অমূর্তের, এই অমৃতের, এই গতিশীলের, এই 'ত্যৎ' সত্তার রস—ইনিই এই 'ত্যৎ' সত্তার রস ।

১১০. তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্ । যথা মাহারাজনং বাসো যথা পাণ্ডাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাগ্ন্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃদ্বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদাথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যম্ তেষামেষ সত্যম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ তস্য হ এতস্য পুরুষস্য রূপম্—যথা (যেমন) মাহারজনম্ (মহারজনের ন্যায় বর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ) বাসঃ (পরিচ্ছদ), যথা পাণ্ড+আবিকম্ (অবি—মেষ ; আবিকম্—মেষলোমজাত), যথা ইন্দ্রগোপঃ (কীটের ন্যায় রক্তবর্ণ) যথা অগ্নি+অর্চি (অগ্নির শিখা) যথা পুণ্ডরীকম্ (শ্বেতপদ্ম), যথা সকৃৎ বিদ্যুত্তম্ (একবারে বহু বিদ্যুতের প্রকাশ ; সকৃৎ=একবার) সকৃৎ বিদ্যুত্তা ইব (বহু বিদ্যুতের যুগপৎ প্রকাশের ন্যায়) হ বৈ অস্য শ্রীঃ ভবতি য এবম্ বেদ । অথ অতঃ (এই হেতু) আদেশঃ নেতি (ন+ইতি—ইহা নয়) নেতি—ন হি এতস্মাৎ (ইহা হইতে) ইতি,—ন ইতি অন্যৎ পরম্ (শ্রেষ্ঠ) অস্তি । অথ নামধেয়ম্ (এই নাম বিশিষ্ট) সত্যস্য সত্যম্ ইতি । প্রাণাঃ বৈ সত্যম্, তেষাম্ এষঃ সত্যম্ । (২।১।২০ টীকা দ্রঃ) ।

সরলার্থ ঃ এই পুরুষের রূপ হরিদ্রারঞ্জিত বসনের মতো পীতবর্ণ, মেষলোমের মতো পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ কীটের মতো রক্তবর্ণ ; (ইহা) অগ্নিশিখার মতো, শ্বেতপদ্মের মতো এবং চমকিত বিদ্যুতের মতো । যিনি এই প্রকার জানেন তিনি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো শ্রী লাভ করেন । ইহার পর (ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ এই)—'নেতি' 'নেতি'—'ইহা নয়', ইহা নয় । ইহা অপেক্ষা (শ্রেষ্ঠ কিছুই) নাই, (ইহা অপেক্ষা) অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই । 'সত্যের সত্য'—এই ইহার নাম । প্রাণসমূহ সত্য এবং ইনি সেই সমস্ত প্রাণের সত্য ।

মন্তব্য ঃ ন হি এতস্মাৎ ইতি, ন ইতি অন্যৎ পরম্ অস্তি—সমুদয় অংশের এই প্রকার অর্থও হইতে পারে—ইহা অপেক্ষা (অন্য কিছু) নাই, (ইহা অপেক্ষা) অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ নাই ।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ—মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—আত্মতত্ত্ব ও অমৃতত্বের উপদেশ

১১১. মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ মৈত্রেয়ি (হে মৈত্রেয়ি) ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উদ্ যাস্যন্ (উচ্চতর

আশ্রমে যাইবার জন্য—শঙ্কর) বৈ অরে ! অহম্ (আমি) অস্মাৎ স্থানাৎ (এই স্থান বা আশ্রম হইতে) অস্মি (হই) । হন্ত ! তে (তোমার) অনয়া কাত্যায়ন্যা (এই কাত্যায়নীর সহিত) অন্তম্ (ভাগ, ব্যবস্থা) করবাণি (করি) ইতি ।

সরলার্থ : যাজ্ঞবল্ক্য (গার্হস্থ্য ছাড়িয়া অন্য আশ্রমে) যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—মৈত্রেয়ী, আমি এইস্থান (আশ্রম) হইতে চলিয়া যাইতেছি । এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার ভাগ-ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি ।

১১২. সা হোবাচ মৈত্রেয়ী । যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি । নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি ॥ ২

অন্বয় : সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী—যৎ (যদি) নু মে (আমার) ইয়ম্ [সর্বা] (এই সমুদয়) ভগো (ভগবান্) সর্বা (সমুদয়) পৃথিবী বিত্তেন (বিত্তদ্বারা) পূর্ণা (পূর্ণ) স্যাৎ (হয়), কথম্ (কি) তেন (তাহা দ্বারা) অমৃতা (অমৃত) স্যাম্ (হইবে) ? ইতি । ন ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যথা (যেমন) ইব উপকরণবতাম্ (ধনাদি উপকরণযুক্ত ব্যক্তিদিগের) জীবিতম্ (জীবন), তথা (সেই প্রকার) এব তে (তোমার) জীবিতম্ স্যাৎ (হইবে) । অমৃতত্বস্য (অমৃতত্বের) তু ন আশা অস্তি বিত্তেন (বিত্তদ্বারা) ইতি ।

সরলার্থ : মৈত্রেয়ী বলিলেন—‘ভগবন্, সমস্ত পৃথিবী যদি বিত্তদ্বারা পূর্ণ হয়, আমি কি তাহাতে অমর হইতে পারিব ?’ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—‘না, সম্পদশালী ব্যক্তিদের জীবন যেমন তোমার জীবনও সেই রকম হইবে । বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই ।’

১১৩. সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং ? যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩

অন্বয় : সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী যেন (যাহা দ্বারা) অহম্ ন অমৃতা স্যাম্ (হইতে পারি), কিম্ অহম্ তেন কুর্যাম্ ? যৎ (যাহা ; অমৃতত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে যাহা) এব ভগবান্ বেদ (জানেন), তৎ এব (তাহাই) মে (আমাকে) ব্রূহি (বলুন) ইতি ।

সরলার্থ : মৈত্রেয়ী বলিলেন—যাহা দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা দ্বারা কি করিব ? আপনি এ বিষয়ে যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন ।

১১৪. স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৪

অন্বয় : সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বত (প্রীতি বা অনুকম্পাসূচক অব্যয়) অরে নঃ (আমাদের, এস্থলে আমার) সতী (হইয়া) প্রিয়ম্ (প্রিয় বাক্যকে) ভাষসে (বলিতেছ) । এহি (আইস), আস্স্ব (উপবেশন কর), ব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব) তে (তোমাকে) ব্যাচক্ষাণস্য (ব্যাখ্যাকারীর) তু মে (আমার) নিদিধ্যাসস্ব (মনোযোগ কর) ইতি ।

সরলার্থ : যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তুমি আমার প্রিয় ছিলে, (এখনও) প্রিয়বাক্যই

বলিতেছ । এসো, বস । (এই তত্ত্ব) তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি । আমি বলিতেছি, আমার কথায় মনোযোগ দাও ।

১১৫. স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি । ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি । ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি । ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি । আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্ ॥ ৫

অন্বয় : সঃ হ উবাচ—ন বৈ অরে পত্যুঃ (পতির) কামায় (কামনার জন্য) পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি । আত্মনঃ (আপনার, আত্মার) তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি । ন বৈ অরে জায়ায়ৈ (জায়ার) কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনঃ তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, । ন বৈ অরে পুত্রাণাম্ কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি । ন বৈ অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি, । ন বৈ অরে ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণের) কামায় ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি । ন বৈ অরে ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়ের) কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি । ন বৈ অরে লোকানাম্ (স্বর্গাদি লোকসমূহের) কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, অত্মনঃ তু কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি । ন বৈ অরে দেবানাম্ কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি । ন বৈ অরে ভূতানাম্ (ভূতসমূহের) কামায় ভূতানি (ভূতসমূহ) প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি । ন বৈ অরে সর্বস্য কামায় সর্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি । আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ । মৈত্রেয়ি ! আত্মনঃ বৈ অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা (মননদ্বারা) বিজ্ঞানেন (বিজ্ঞানদ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়) বিদিতম্ ।

সরলার্থ : তিনি বলিলেন—প্রিয়ে, পতির প্রতি প্রীতিবশত পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয় । জায়ার প্রতি প্রীতিবশত জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয় । পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশত পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয় । বিত্তের প্রতি প্রীতিবশত বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয় । ব্রাহ্মণের প্রতি প্রীতিবশত ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় । ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রীতিবশত ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় । (স্বর্গাদি) লোকসমূহের প্রতি প্রীতিবশত

(এই) লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই লোকসমূহ প্রিয় হয়। দেবগণের প্রতি প্রীতিবশত দেবগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হয়। ভূতসমূহের প্রতি প্রীতিবশত ভূতগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। সর্ববস্তুর প্রতি প্রীতিবশত সর্ববস্তু প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়। প্রিয়া মৈত্রেয়ী, আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ নিশ্চিন্তরূপ ধ্যান) করিতে হইবে। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত অবগত হওয়া যায়।

১১৬. ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥ ৬

অন্বয় : ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতি) তম্ (তাহাকে) পরাদাৎ (পরিত্যাগ করিবে) যঃ (যে) অন্যত্র আত্মনঃ (আত্মা হইতে) ব্রহ্ম বেদ। ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয়জাতি) তম্ পরাদাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ক্ষত্রম্ বেদ। লোকাঃ (স্বর্গাদি লোকসমূহ) তম্ পরাদুঃ (পরিত্যাগ করে), যঃ অন্যত্র আত্মনঃ লোকান্ (লোকসমূহকে) বেদ। দেবাঃ তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ দেবান্ বেদ। ভূতানি তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ভূতানি বেদ। সর্বম্ তম্ পরাদাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্বম্ বেদ। ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ ক্ষত্রম্, ইমে (এই সমুদায়) লোকাঃ, ইমে দেবাঃ, ইমানি ভূতানি, ইদম্ সর্বম্—যৎ (যাহা) অয়ম্ আত্মা।

সরলার্থ : যে ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে (স্বর্গাদি) লোককে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, (স্বর্গাদি) লোক তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; যে ব্যক্তি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, ভূতসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি সকল বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, সকল বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই ভূতসমহ, এই সমুদয় বস্তুই এই আত্মা।

১১৭. স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৭

১১৮. স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮

১১৯. স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯

অন্বয় : সঃ+যথা (যেমন) দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য (তাড্যমান দুন্দুভির) ন বাহ্যান্ শব্দান্ (বহির্গত শব্দসমূহকে) শক্নুয়াৎ (সমর্থ হয়) গ্রহণায় (গ্রহণ করিবার জন্য), দুন্দুভেঃ (দুন্দুভির) তু গ্রহণেন (গ্রহণ দ্বারা) দুন্দুভ্যাঘাতস্য

(দুন্দুভি-বাদকের) বা শব্দঃ গৃহীতঃ। সঃ যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য (বাদ্যমান শঙ্খের) ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন, শঙ্খধ্মস্য (শঙ্খবাদকের) বা শব্দঃ গৃহীতঃ। সঃ যথা (যেমন) বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ (বাদ্যমান বীণার) ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, বীণায়ৈ (বীণার) তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য (বীণা-বাদকের) বা শব্দঃ গৃহীতঃ।

সরলার্থ : যেমন দুন্দুভি হইতে নির্গত শব্দসমূহ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি বা দুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়, যেমন শঙ্খ হইতে নির্গত শব্দসমূহ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ বা শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়, যেমন বীণা হইতে নির্গত শব্দসমূহ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা বা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয় (তেমনি আত্মা হইতে নির্গত বস্তু সমুদয়কে স্বতন্ত্রভাবে অবগত হওয়া যায় না। এক আত্মাকে জানিলেই এই জগৎকে জানা যায়)।

মন্তব্য : সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্রে দুন্দুভ্যাঘাতস্য, শঙ্খধ্মস্য ও বীণাবাদস্য—এই তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটির দুইটি অর্থ হইতে পারে (১) দুন্দুভিবাদকের ও (২) দুন্দুভিধ্বনির। তৃতীয়টিরও দুইটি অর্থ হওয়া সম্ভব—(১) বীণাবাদকের ও (২) বীণাধ্বনির। কিন্তু দ্বিতীয়টির কেবল একটি অর্থ—শঙ্খবাদকের। এই তিনটি স্থল তুলনা করিয়া দেখিলে এই তিনটি শব্দকে 'বাদক' অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। বৈদিক গ্রন্থে এই অর্থেই তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৮।১৩ এবং বাজসনেয় সংহিতা ৩০।১৯ দ্রষ্টব্য। উভয়স্থলেই এ সমুদয় শব্দের অর্থ বাদক। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শঙ্কর 'ধ্বনি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। [কোঃ উঃ ৩।৮ মন্ত্র দ্রঃ]।

১২০. স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি ॥ ১০

অন্বয় : সঃ যথা আর্দ্র+এধ · অগ্নেঃ (আর্দ্র ইন্ধন যুক্ত অগ্নি হইতে ; এধ—ইন্ধন) অভি+আহিতাৎ (ইন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ; অভ্যাহিত—যাহাতে ইন্ধন দেওয়া হইয়াছে) পৃথক্ ধূমাঃ (পৃথক্ পৃথক্ ধূমসমূহ) বি+নিঃ+চরন্তি (বিনির্গত হয়), এবম্ বৈ (এই প্রকারই) অরে ! অস্য মহতঃ ভূতস্য (এই মহৎ ভূতের) নিশ্বসিতম্ (নিশ্বাসের ন্যায় বিনির্গত) যৎ (যাহা) ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্বাঙ্গিরসঃ, ইতিহাসঃ, পুরাণং, বিদ্যা, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অনুব্যাখ্যানানি (ব্রাহ্মণের অংশ বিশেষ, ইহাতে পূর্ববর্তী কোন অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়), ব্যাখ্যানানি (কোন বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা)—অস্য এব এতানি (এই সমুদয়) নিশ্বসিতানি (নিশ্বাসের ন্যায় নির্গত)।

সরলার্থ : যেমন আর্দ্র ইন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে নানা রকম ধূম নির্গত হয়, তেমনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (সঙ্গীত বা কলাবিদ্যা), উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান—এই সমস্তই সেই মহাভূত হইতে নির্গত ; এইসকল ইঁহারই নিঃশ্বাস।

১২১. স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়ন-
মেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বৈ-
কায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং শব্দানাং
শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সংকল্পানাং মন একায়নমেবং সর্বাসাং
বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষা-
মানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং
সর্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১১

অন্বয় : সঃ যথা সর্বাসাম্ অপাম্ (সমুদয় জলের) সমুদ্রঃ একায়নম্, এবম্ (এই প্রকার) সর্বেষাম্ স্পর্শানাম্ ত্বক্ একায়নম্, এবং সর্বেষাম্ গন্ধানাম্ নাসিকে (নাসিকাদ্বয়) একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ রসানাম্ জিহ্বা একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ রূপাণাম্ চক্ষুঃ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ শব্দানাম্ শ্রোত্রম্ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ সংকল্পানাম্ মনঃ একায়নম্, এবম্ সর্বাসাম্ বিদ্যানাম্ হৃদয়ম্ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ কর্মণাম্ হস্তৌ একায়নম্, এবম্ সর্বেসাম্ আনন্দানাম্ উপস্থঃ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ বিসর্গানাম্ (মলত্যাগের) পায়ুঃ (মলদ্বার) একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ অধ্বনাম্ (পথের বা গতির) পাদৌ (পদদ্বয়) একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ বেদানাম্ বাক্ একায়নম্ ।

সরলার্থ : যেমন সমুদ্র সমস্ত জলরাশির মিলনাধার, যেমন ত্বক্ সমস্ত স্পর্শের একমাত্র গতি, যেমন নাসিকাদ্বয় সমস্ত গন্ধের, জিহ্বা সমস্ত রসের, চক্ষু সমস্ত রূপের, কর্ণ সমস্ত শব্দের, মন সমস্ত সংকল্পের, হৃদয় সমস্ত বিদ্যার, হস্তদ্বয় সমস্ত কর্মের, উপস্থ সমস্ত আনন্দের, পায়ু সমস্ত ত্যাগের, পদদ্বয় সমস্ত পথের, বাক্ সকল বেদের একমাত্র গতি (তেমনি সেই আত্মা সর্বভূতের একমাত্র গতি) ।

মন্তব্য : 'একায়ন' শব্দের দুই অর্থ হইতে পারে—(১) একত্র হইবার স্থল, মিলনের স্থল ; (২) লীন হইবার স্থল (শংকর) ।

১২২. স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্গ্রহ-
ণায়েব স্যাৎ । যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূত-
মনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব । এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু-
বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১২

অন্বয় : সঃ যথা সৈন্ধবখিল্যঃ (সৈন্ধব—সিন্ধুর বিকার, লবণ ; খিল্য—খণ্ড) উদকে (জলে) প্রাস্তঃ (নিক্ষিপ্ত) উদকম্ এব অনু বিলীয়েত (বিলীন হয়), ন হ অস্য (ইহার) উৎ গ্রহণায় (উদ্ধৃত করিয়া পূর্ববৎ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত) ইব স্যাৎ—যতঃ যতঃ (যে কোন স্থল হইতে) তু আদদীত (গ্রহণ করে) লবণম্ এব—এবম্ (এই প্রকার) বৈ অরে ! ইদম্ (এই) মহৎ ভূতম্ অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘনঃ এব ; এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (এই সর্বভূত হইতে) সমুত্থায় (সম্যক্ উত্থিত হইয়া) তানি (তাহাতেই) এব অনু বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়) । ন প্র+ইত্য (বিনষ্ট হইয়া) সংজ্ঞা (নাম) অস্তি ইতি । অরে ! ব্রবীমি (বলিতেছি) ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

সরলার্থ : যেমন একখণ্ড লবণ জলে ফেলিলে তাহা জলেই বিলীন হয়, আর তাহাকে তুলিয়া লওয়া যায় না, (কিন্তু) যে কোন স্থান হইতে জল নিলে তাহাতে

লবণাস্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি প্রিয়ে, এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানময় । (এই মহান আত্মা) এই সর্বভূত হইতে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত হইয়া ইহাতেই আবার বিলীন হয় । মৃত্যুর পর (আর তাহার) সংজ্ঞা থাকে না । প্রিয়ে, আমি ইহাই বলিতেছি ।—যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলেন ।

১২৩. সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি স হোবাচ
ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥ ১৩

অন্বয় : সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী—অত্র (এ বিষয়ে) এব মা (আমাকে) ভগবান্ অমূমুহৎ (মোহ প্রাপ্ত করাইলেই) ন প্রেত্য (মরিলে) সংজ্ঞা অস্তি ইতি (এই বলিয়া) সঃ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] হ উবাচ ন বৈ অরে ! অহম্ মোহম্ ব্রবীমি । অলম্ (পর্যাপ্ত) বৈ অরে ! ইদম্ (ইহা) বিজ্ঞানায় (বিজ্ঞানের জন্য) ।

সরলার্থ : মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবে না—ইহা বলিয়া আপনি আমাকে এ বিষয়ে বিভ্রান্ত করিলেন ।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'আমি মোহজনক কোন কথা বলিতেছি না । বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ইহাই যথেষ্ট ।'

১২৪. যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি
তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে
তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং
জিঘ্রেত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ
কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ । যেনেদং সর্বং বিজানাতি
তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১৪

অন্বয় : যত্র (যে স্থলে) হি দ্বৈতম্ ইব (যেন দ্বৈত) ভবতি (হয়) তৎ (সে স্থলে) ইতরঃ (একজন) ইতরম্ (বৈদিক প্রয়োগ, ইতরৎ স্থলে, অন্যকে) জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে) তৎ ইতরঃ ইতরম্ পশ্যতি (দর্শন করে), তৎ ইতরঃ ইতরম্ শৃণোতি (শ্রবণ করে) তৎ ইতরঃ ইতরম্ অভিবদতি (অভিবাদন করে কিংবা বলে) তৎ ইতরঃ ইতরম্ মনুতে (চিন্তা করে) তৎ ইতরঃ ইতরম্ বিজানাতি (জানে) । যত্র বৈ অস্য (ব্রহ্মবিদের) সর্বম্ আত্মা এব অভূৎ (হয়) তৎ কেন কম্ জিঘ্রেৎ (ঘ্রাণ করিতে পারিবে), তৎ কেন কম্ পশ্যেৎ (দর্শন করিতে পারিবে), তৎ কেন কম্ শৃণুয়াৎ (শ্রবণ করিতে পারিবে) তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ (অভিবাদন করিতে বা বলিতে পারিবে) তৎ কেন কম্ মন্বীত (মনন করিতে পারিবে), তৎ কেন কম্ বিজানীয়াৎ (জানিতে পারিবে), যেন (যাহা দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদায়) বিজানাতি (জানিতে পারে), তম্ কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারম্ (বিজ্ঞাতাকে) অরে ! কেন বিজানীয়াৎ ? ইতি ।

সরলার্থ : যেখানে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেইখানে এক জন অপরজনকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দেখে, অপরের কথা শোনে, অপরকে অভিবাদন করে, অপরের কথা চিন্তা করে, অপরকে জানে । কিন্তু যখন সবকিছুই ইহার (ব্রহ্মবিদের) আত্মা হইয়া যায়—তখন সে কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে দেখিবে, শুনিবে, অভিবাদন করিবে, চিন্তা করিবে এবং কিরূপেই বা কাহাকে জানিবে ? যাঁহার দ্বারা এই সমস্তকে জানা যায়, তাঁহাকে জানিবে কিসের দ্বারা ? প্রিয়ে, বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে ?

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

মধুবিদ্যা—জগৎ, জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব

১২৫. ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ ইয়ম্ (এই) পৃথিবী সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (সমুদয় ভূতের) মধু; অস্যৈ পৃথিব্যৈ (=অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ—এই পৃথিবীর) সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ (এই যে) অস্যাম্ পৃথিব্যাম্ (এই পৃথিবীতে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ (অব্যয়, দেহসম্বন্ধী) শারীরঃ (শরীরে অবস্থিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ ঃ এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজোময়, অমৃতময় শারীর পুরুষ—এই উভয় পুরুষই মধু: ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই অখিল বস্তু।

১২৬. ইমা আপঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ২

অন্বয় ঃ ইমাঃ আপঃ (এই জলসমূহ) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, আসাম্ অপাম্ (এই জলসমূহের) সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ আসু অপ্সু (এই জলসমূহে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ রৈতসঃ (রেতসম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ ঃ এই জল সর্বভূতের মধু, সর্বভূতও এই জলের মধু। জলে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে শুক্র-অধিষ্ঠিত যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই উভয় পুরুষই আত্মা (বলিয়া বিদিত)। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই সমুদয় বস্তু।

১২৭. অয়মগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অয়ম্ অগ্নিঃ সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য অগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ অগ্নৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ বাঙ্ময়ঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ ঃ এই অগ্নি সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যে তেজোময় পুরুষ এবং এই দেহে যে বাঙ্ময়, তেজোময়, অমৃতময়, পুরুষ—এই উভয় পুরুষই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই সমুদয় বস্তু।

১২৮. অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৪

অন্বয় ঃ অয়ম্ বায়ুঃ সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ প্রাণঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ ঃ এই বায়ু সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে প্রাণরূপী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় পুরুষই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সমুদয় বস্তু।

১২৯. অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৫

অন্বয় ঃ অয়ম্ আদিত্যঃ সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য আদিত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আদিত্যে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ চাক্ষুষঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ - অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ ঃ এই আদিত্য সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই আদিত্যের মধু। এই আদিত্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে চক্ষুস্থিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় পুরুষই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, (এবং) ইনিই সমুদয় বস্তু।

১৩০. ইমা দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসাং দিশাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ ইমাঃ দিশঃ (এই সমুদয় দিক্) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু আসাম্ দিশাম্ (এই সমুদয় দিকের) সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ আসু দিক্ষু (এই দিকসমূহে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ শ্রৌত্রঃ (শোত্রসম্বন্ধী) প্রাতিশ্রুৎকঃ (প্রতিধ্বনিতে অবস্থিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ : এই দিকসমূহ সর্বভূতের মধু, এই সর্বভূতও দিকসমূহের মধু। দিকসমূহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে শ্রবণেন্দ্রিয়-অধিষ্ঠিত ও শ্রবণকালে অভিব্যক্ত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এই উভয় পুরুষই তিনি, এই আত্মা যিনি। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই সমুদয় বস্তু।

১৩১. অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৭

অন্বয় : অয়ম্ চন্দ্রঃ সর্বেষাম্ মধু, অস্য চন্দ্রস্য সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ চন্দ্রে তেজোময়ঃ পুরুষঃ—যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ মানসঃ (মনঃসম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ : এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু, সর্বভূতও এই চন্দ্রের মধু। (চন্দ্রে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই হেহে যে মানস তেজোময় অমৃতময় পুরুষ— এই উভয় পুরুষই তিনি, যিনি এই আত্মা। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই সমুদয় বস্তু।

১৩২. ইয়ং বিদ্যুৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৮

অন্বয় : ইয়ম্ বিদ্যুৎ সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্যৈ (= অস্যাঃ) বিদ্যুতঃ (এই বিদ্যুতের) সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্যাম্ বিদ্যুতি (এই বিদ্যুতে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ তৈজসঃ (তেজে অবস্থিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ : এই বিদ্যুৎ সর্বভূতের মধু, সর্বভূতও এই বিদ্যুতের মধু। এই বিদ্যুতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে তেজে অবস্থিত, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ— এই উভয় পুরুষই তিনি এই আত্মা যিনি। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই সমুদয় বস্তু।

১৩৩. অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৯

অন্বয় : অয়ম্ স্তনয়িত্নুঃ (মেঘগর্জন) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য স্তনয়িত্নোঃ (মেঘগর্জনের) সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ (মেঘগর্জনে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ শাব্দঃ (শব্দসম্বন্ধী) সৌবরঃ (স্বরে অধিষ্ঠিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ যঃ অয়ম্ আত্মা ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ : এই মেঘগর্জন সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই মেঘগর্জনের মধু। এই মেঘগর্জনে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে শব্দে স্থিত ও স্বরে অভিব্যক্ত যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—উভয় পুরুষই তিনি, এই আত্মা যিনি। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, এবং ইনিই সমুদয় বস্তু।

১৩৪. অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১০

অন্বয় : অয়ম্ আকাশঃ সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য আকাশস্য সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আকাশে [illegible]ময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ হৃদি (হৃদয়ে) আকাশঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ : এই আকাশ সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই আকাশের মধু। আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং দেহে হৃদয়কাশে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—উভয় পুরুষই তিনি, এই আত্মা যিনি। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই সর্ব বস্তু।

১৩৫. অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্মস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ ধর্মে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং ধার্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১১

অন্বয় : অয়ম্ ধর্মঃ সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য ধর্মস্য সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ ধর্মে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ ধার্মঃ (ধর্মে প্রতিষ্ঠিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ : এই ধর্ম সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই ধর্মের মধু। ধর্মে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং দেহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ— এই উভয় পুরুষই তিনি, এই আত্মা যিনি। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই সর্বভূত।

১৩৬. ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১২

অন্বয় : ইদম্ সত্যম্ সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ সত্যে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ সাত্যঃ (সত্যে প্রতিষ্ঠিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ : এই সত্য সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই সত্যের মধু। সত্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং দেহে যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ— এই উভয় পুরুষই তিনি, এই আত্মা যিনি। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই সমুদয় বস্তু।

১৩৭. ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ মানুষে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ ইদম্ মানুষম্ (মানবজাতি) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ মানুষে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ মানুষঃ (মানুষ সম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ ঃ এই মানবজাতি সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও মানবজাতির মধু। মানবজাতিতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে মানবসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—উভয় পুরুষই তিনি, এই আত্মা যিনি। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম এবং ইনিই এই সমুদয় বস্তু।

১৩৮. অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ অয়ম্ আত্মা (মনুষ্যগণের দেহ) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য আত্মনঃ (এই দেহের) সর্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আত্মনি (দেহে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ আত্মা (জীবাত্মরূপী) তেজোময় অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম ইদম্ সর্বম্।

সরলার্থ ঃ এই আত্মা (অর্থাৎ দেহ) সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই আত্মার (অর্থাৎ দেহের) মধু। দেহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে জীবাত্মরূপী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় পুরুষই তিনি, এই আত্মা যিনি। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সমুদয় বস্তু।

মন্তব্য ঃ (ক) এস্থলে 'আত্মা' শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে ঃ (১) মনুষ্যাদির ভিন্ন ভিন্ন দেহ, (২) প্রত্যেকের আত্মা (প্রচলিত অর্থে) ইত্যাদি।

১৩৯. স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা, এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ সঃ বৈ অয়ম্ আত্মা সর্বেষাম্ ভূতানাম্ অধিপতিঃ, সর্বেষাম্ ভূতানাম্ রাজা। তৎ + যথা (যেমন) রথনাভৌ চ (রথনাভিতে) রথনেমৌ চ (রথনেমিতে অর্থাৎ পরিধিতে) অরাঃ (অরসমূহ, যে সমুদয় কাষ্ঠশলাকা দ্বারা রথনাভি ও রথনেমিকে সংযুক্ত করা হয়—তাহাদিগের নাম 'অর') সর্বে সমর্পিতাঃ (নিহিত), —এবম্ এব অস্মিন্ আত্মনি (এই আত্মাতে) সর্বাণি ভূতানি, সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ (স্বর্গাদি লোকসমূহ), সর্বে প্রাণাঃ, সর্বে এতে আত্মানঃ (পৃথিবী, জল প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আত্মাসমূহ) সমর্পিতাঃ (প্রতিষ্ঠিত)।

সরলার্থ ঃ এই আত্মা সমস্ত ভূতের অধিপতি এবং সর্বভূতের রাজা। যেমন রথের

রথনাভিতে এবং তার চাকার নেমিতে শলাকাগুলি নিহিত থাকে, তেমনি এই আত্মাতে সর্বভূত, সকল লোক এবং (পৃথিবী, জল প্রভৃতিতে অধিষ্ঠিত) সকল আত্মা সন্নিবিষ্ট আছে।

১৪০. ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ। তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্। দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচেতি ॥ ১৬

অন্বয় ঃ ইদম্ বৈ তৎ মধু দধ্যঙ্ আথর্বণঃ ('অথর্বা'র পুত্র) অশ্বিভ্যাম্ (অশ্বিদ্বয়কে) উবাচ। তৎ এতৎ (সেই এই বিষয়) ঋষিঃ (কক্ষীবান্ নামক ঋষি) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) অবোচৎ (বলিয়াছিলেন)—তৎ (সেই, 'দংস'-এর বিশেষণ) বাম্ (তোমাদিগের দুই জনের) নরা (—নরৌ = নেতৃদ্বয়) সনয়ে (ধনলাভের জন্য) দংসঃ (দংস নামক) উগ্রম্ (শ্রেষ্ঠ কিংবা ক্রূর) আবিঃ + কৃণোমি (= আবিঃ করোমি—প্রকাশ করিব), তন্যতুঃ (মেঘগর্জন) ন (যেমন, বৈদিক শব্দ), বৃষ্টিম্ দধ্যঙ্ (+ আথর্বণ = দধ্যঙ্ আথর্বণ নামক ঋষি) হ যৎ (যে) মধু (মধুবিদ্যা) আথর্বণঃ বাম্ (তোমাদিগের দুইজনকে) অশ্বস্য (অশ্বের) শীর্ষ্ণা (শীর্ষন্ ; মস্তকদ্বারা) প্র যৎ ঈম্ উবাচ (প্র + উবাচ ; বলিয়াছিলেন) [ঋগ্বেদ ১।১১৬।১২]।

সরলার্থ ঃ অথর্বার পুত্র দধ্যঙ্ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। (কক্ষীবান্) ঋষি ইহা জানিতে পারিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন—হে নেতৃদ্বয়, দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বশির দ্বারা তোমাদের মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ; মেঘগর্জন যেমন বৃষ্টিকে প্রকাশিত করে, তেমনি আমি ধনলাভের জন্য তোমাদের এই শ্রেষ্ঠকর্ম প্রকাশিত করিব।

মন্তব্য ঃ (ক) দধ্যঙ্—'দধ্যচ্' শব্দ। মহাভারতাদি গ্রন্থে ইঁহার নাম দধীচি। (খ) যজুর্বেদের শাট্যায়ন শাখায় এই আখ্যায়িকাটি আছে। ইন্দ্র দধীচি ঋষিকে মধুবিদ্যা ও প্রবর্গবিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন—'তুমি যদি কাহাকেও এই বিদ্যা দান কর, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করিব'। অশ্বিদ্বয় এই মধুবিদ্যা লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা দধীচির সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিলেন। সেই পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা দধীচির মস্তক ছেদন করিয়া এক জায়গায় রাখিয়া দিলেন এবং দধীচিকে তাহার পরিবর্তে অশ্বশির দিলেন। তিনি এই অশ্বমুখ দ্বারা অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। দধীচি মধুবিদ্যা দান করিলে ইন্দ্র পূর্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। ইহাতে দধীচির অশ্বমুণ্ডই ছিন্ন হইল। অশ্বিদ্বয় দধীচির পূর্বমস্তক যথাস্থানে সংযোগ করিয়া দিলেন। তিনি পুনরায় স্বমস্তক লাভ করিলেন। (গ) শঙ্কর এই মন্ত্রের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—'হে নেতৃদ্বয়, দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বশির দ্বারা তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তোমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই ক্রূর কর্ম করিয়াছ। পর্জন্য যেমন মেঘ গর্জনাদি দ্বারা বৃষ্টিকে প্রকাশিত করে, আমিও তেমনি তোমাদের এই ক্রূর কর্ম প্রকাশ করিতেছি।

১৪১. ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচদাথর্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্। স বাং মধু প্রবোচদৃতায়ন্ ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপি কক্ষ্যং বামিতি ॥ ১৭

অন্বয় ঃ ইদম্ বৈ তৎ মধু দধ্যঙ্ আথর্বণঃ অশ্বিভ্যাম্ উবাচ। তৎ এতৎ ঋষিঃ

পশ্যন্ (দেখিয়া) অবোচৎ আথর্বণায় [দধীচে]—(দধ্যঙ্ আথর্বণকে) অশ্বিনা (অশ্বিনৌ—হে অশ্বিদ্বয়) দধীচে (দধ্যঙ্‌কে) অশ্ব্যম্ (অশ্বসম্বন্ধীয়) শিরঃ (শিরকে) প্রতি+ঐরয়তম্ (প্রেরণ করিয়াছিলে, যোজনা করিয়াছিলে) সঃ (দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি) বাম্ (তোমাদিগের দুইজনকে) মধু প্রবোচৎ (=প্রাবোচৎ, বলিয়াছিলেন) ঋতায়ন্ (ঋত=সত্য ; সত্য পালনেচ্ছু হইয়া) ত্বাষ্ট্রম্ (ত্বষ্টার নিকট হইতে লব্ধ) যৎ (যাহা) দস্রৌ (অদ্ভুতকর্মা) অপি কক্ষ্যম্ (গুহ্য) বাম্ ইতি (ঋগ্বেদ ১।১১৭।২২)।

সরলার্থ ঃ দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। (কক্ষীবান্) ঋষি ইহা জানিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন—হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দধ্যঙ্ অথার্বণ ঋষির স্কন্ধে অশ্বের শির সংযোজন করিয়াছিলে। হে দস্র, আথর্বণ ত্বষ্টার কাছে যে মধুবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, অতি গুহ্য হইলেও সত্য পালন করিবার জন্য তিনি তোমাদিগকে তাহা বলিয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ অপি কক্ষ্যম্—ঋগ্বেদের পদপাঠে 'অপিকক্ষ্যম্' শব্দটির অর্থ 'কক্ষপ্রদেশ সম্বন্ধী'। উইলসন-এর মতে ইহার অর্থ 'Ligature of the waist' ; গ্রিফিথ্স্-এর মতে 'Girdles'। শঙ্করের মতে ইহা দুইটি শব্দ—'অপি' ও 'কক্ষ্যম্' ; কক্ষ্যম্=গুহ্য।

১৪২. ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ। পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি। স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিংচনাসংবৃতম্ ॥ ১৮

অন্বয় ঃ ইদম্ বৈ তৎ মধু দধ্যঙ্ আথর্বণঃ অশ্বিভ্যাম্ উবাচ। তৎ এতৎ ঋষিঃ পশ্যন্ অবোচৎ পুরঃ (দেহসমূহকে) চক্রে (করিয়াছিলেন) দ্বিপদঃ (দুই-পদযুক্ত) পুরঃ চক্রে চতুষ্পদঃ (চারিপদ যুক্ত)। পুরঃ (প্রথমে) সঃ পক্ষী ভূত্বা (হইয়া) পুরঃ (দেহসমূহকে) পুরুষঃ (পুরুষরূপে কিংবা সঃ পুরুষঃ —সেই পুরুষ) আবিশৎ (প্রবেশ করিয়াছিলেন) ইতি। সঃ বৈ অয়ম্ পুরুষঃ (সেই এই পুরুষ) সর্বাসু পূর্ষু (দেহসমূহে) পুরিশয়ঃ (দেহবাসী) ন এনেন (ইহা দ্বারা) কিম্+চ অনাবৃতম্, ন এনেন কিম্+চন অসংবৃতম্ (অনুপ্রবিষ্ট নয় এমন)।

সরলার্থ ঃ দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঋষি ইহা জানিয়া বলিয়াছিলেন—তিনি দ্বিপদ শরীরসমূহ নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি চতুষ্পদ শরীরসমূহ নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে পক্ষী হইয়া পুরুষরূপে নানা দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই পুরুষ নিখিল দেহপুরে শয়ান। এমন কিছুই নাই যাহা ইঁহা দ্বারা আচ্ছাদিত নয়, এমন কিছুই নাই যাহা ইঁহার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট নয়।

মন্তব্য ঃ (ক) 'পুর্' শব্দের মৌলিক অর্থ 'দুর্গ' বা 'নগর'। তাহার পরে অর্থ হইয়াছে 'বাস করিবার স্থল'। আত্মা দেহে বাস করেন—এই জন্য 'দেহ'কে পুর্ বা পুর বলা হয়। (খ) পুরিশয়ঃ—যিনি দেহপুরে শয়ন করেন।

১৪৩. ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ ইদম্ বৈ তৎ মধু দধ্যঙ্ আথর্বণঃ অশ্বিভ্যাম্ উবাচ। তৎ এতৎ ঋষিঃ পশ্যন্ অবোচৎ। রূপম্ রূপম্ (প্রত্যেক রূপের প্রতি) প্রতিরূপঃ (অনুরূপ) বভূব (হইয়াছেন)। তৎ (তাহা, সেই রূপ প্রাপ্তি) অস্য (ইহার) রূপম্ (রূপকে) প্রতিচক্ষণায় (প্রকাশ করিবার জন্য)। ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ (শক্তি দ্বারা) পুরু-রূপঃ (বহুরূপ) ঈয়তে (গমন করেন, প্রকাশিত হন)। যুক্তাঃ (সংযুক্ত) হি যস্য হরয়ঃ (অশ্বসমূহ, উপনিষদের অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ) শতা (শতানি – শত) দশ ইতি (ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮)। অয়ম্ (এই আত্মা) বৈ হরয়ঃ (অশ্ব) অয়ম্ বৈ দশ, চ সহস্রাণি বহূনি চ অনন্তানি চ। তৎ এতৎ (সেই এই) ব্রহ্ম অপূর্বম্ (যাহার পূর্ববর্তী কিছু নাই, কারণবিহীন) অনপরম্ (যাহার পরবর্তী কিছু নাই ; কার্যবিহীন) ; অনন্তরম্ (যাহার অন্তর নাই ; যাহার অভ্যন্তরে কিছু নাই) অবাহ্যম্ (যাহার বাহ্য নাই)। অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, সর্বানুভূঃ (যিনি সকল বস্তুকে অনুভব করিয়াছেন) ইতি অনুশাসনম্।

সরলার্থ ঃ দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া (ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ) ঋষি বলিয়াছিলেন—তিনি প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছেন। ইহা (অর্থাৎ এইরূপ প্রাপ্তি) ইঁহার রূপ প্রকাশ করিবার জন্য। ইন্দ্র মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন। শত ও দশ অশ্ব (ইন্দ্রিয়) ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাই (অর্থাৎ এই আত্মাই) অশ্ব (ইন্দ্রিয়), ইহাই দশ এবং সহস্র (অথবা দশ সহস্র) – বহু এবং অনন্ত। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই কারণরহিত, কার্য-রহিত, অন্তররহিত, বাহ্যরহিত ; এই আত্মাই ব্রহ্ম ও সর্বানুভূ। ইহাই অনুশাসন (বেদান্তের উপদেশ)।

মন্তব্য ঃ (ক) মায়াভিঃ – ঋগ্বেদের এ স্থলে 'মায়া' অর্থ শক্তি ; নব্য বৈদান্তিকদের মায়া নহে। ঋগ্বেদে, বিশেষত এইখানে (৬।৪৭।২৮), মায়াবাদের কোন চিহ্ন নাই। (খ) রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—কঠ উপনিষদ্ ২।২।৯-১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

আচার্য ও শিষ্যপরম্পরা

১৪৪-৪৬. অথ বংশঃপৌতিমাষ্যো গৌপনাদ্‌গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্চানভিম্লাতাচ্চানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাতো গৌতমাদ্‌গৌতমঃ সৈতবপ্রাচীনযোগ্যাভ্যাং সৈতবপ্রাচীনযোগ্যো পারাশর্যাৎ পারাশর্যো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজো ভারদ্বাজাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজঃ পারাশর্যাৎ পারাশর্যো বৈজবাপায়নাদ্বৈজবাপায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পারা-

শর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণঃ পারাশর্যাৎ পারাশর্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্ গৌতমো গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসনপাদ্ বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাত্ত্বাষ্ট্রাদ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽথর্বণো দৈবাদথর্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ংভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১-৩

সরলার্থ : অনন্তর বংশ (অর্থাৎ আচার্য ও শিষ্যপরম্পরা বর্ণিত হইতেছে) — (১) পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে (দীক্ষাপ্রাপ্ত) ; (২) গৌপবন পৌতিমাষ্য হইতে ; (৩) পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে ; (৪) গৌপবন কৌশিক হইতে ; (৫) কৌশিক কৌণ্ডিন্য হইতে ; (৬) কৌণ্ডিন্য শাণ্ডিল্য হইতে ; (৭) শাণ্ডিল্য কৌশিক ও গৌতম হইতে ; (৮) গৌতম আগ্নিবেশ্য হইতে ; (৯) আগ্নিবেশ্য শাণ্ডিল্য ও আনভিম্লাত হইতে ; (১০) আনভিম্লাত আনভিম্লাত হইতে ; (১১) আনভিম্লাত আনভিম্লাত হইতে ; (১২) আনভিম্লাত গৌতম হইতে ; (১৩) গৌতম —সৈতব এবং প্রাচীনযোগ্য হইতে ; (১৪) সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য পারাশর্য হইতে ; (১৫) পারাশর্য ভারদ্বাজ হইতে ; (১৬) ভারদ্বাজ ভারদ্বাজ ও গৌতম হইতে ; (১৭) গৌতম ভারদ্বাজ হইতে ; (১৮) ভারদ্বাজ পারাশর্য হইতে ; (১৯) পারাশর্য বৈজবাপায়ন হইতে ; (২০) বৈজবাপায়ন কৌশিকায়নি হইতে ; (২১) কৌশিকায়নি ঘৃতকৌশিক হইতে ; (২২) ঘৃতকৌশিক পারাশর্যায়ণ হইতে ; (২৩) পারাশর্যায়ণ পারাশর্য হইতে ; (২৪) পারাশর্য জাতূকর্ণ্য হইতে ; (২৫) জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণ ও যাস্ক হইতে ; (২৬) আসুরায়ণ ত্রৈবণি হইতে ; (২৭) ত্রৈবণি ঔপজন্ধনি হইতে ; (২৮) ঔপজন্ধনি আসুরি হইতে ; (২৯) আসুরি ভারদ্বাজ হইতে ; (৩০) ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে ; (৩১) আত্রেয় মাণ্টি হইতে ; (৩২) মাণ্টি গৌতম হইতে। (৩৩) গৌতম গৌতম হইতে ; (৩৪) গৌতম বাৎস্য হইতে ; (৩৫) বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে ; (৩৬) শাণ্ডিল্য কৈশোর্য কাপ্য হইতে ; (৩৭) কৈশোর্যকাপ্য কুমার হারিত হইতে ; (৩৮) কুমার হারিত গালব হইতে ; (৩৯) গালব বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে ; (৪০) বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য বৎস নপাৎ বাভ্রব হইতে ; (৪১) বৎস নপাৎ বাভ্রব পন্থা-সৌভর হইতে ; (৪২) পন্থা-সৌভর অয়াস্য আঙ্গিরস হইতে ; (৪৩) অয়াস্য আঙ্গিরস আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে ; (৪৪) আভূতি ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে ; (৪৫) বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র অশ্বিদ্বয় হইতে ; (৪৬) অশ্বিদ্বয় দধ্যঙ্ অথর্বণ হইতে ; (৪৭) দধ্যঙ্ অথর্বণ অথর্বা দৈব হইতে ; (৪৮) অথর্বা দৈব মৃত্যু-প্রাধ্বংসন হইতে ; (৪৯) মৃত্যু-প্রাধ্বংসন প্রাধ্বংসন হইতে ; (৫০) প্রধ্বংসন একর্ষি হইতে ; (৫১) একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে ; (৫২) বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে (৫৩) ব্যষ্টি সনারু হইতে ; (৫৪) সনারু সনাতন হইতে ; (৫৫) সনাতন সনগ হইতে ; (৫৬) সনগ পরমেষ্ঠী হইতে ; (৫৭) পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম হইতে ; (৫৮) ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

জনকযজ্ঞ—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ

১৪৭. জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুস্তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃ স্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি স হ গবাং সহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্যাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ ॥ ১

অন্বয় : জনকঃ হ বৈদেহঃ বহুদক্ষিণেন (বহুদক্ষিণাযুক্ত) যজ্ঞেন (যজ্ঞদ্বারা) ইজে (যজ্ঞ করিয়াছিলেন)। তত্র (সেই, যজ্ঞে) কুরুপঞ্চালানাম্ (কুরুপঞ্চালদিগের জনপদের) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) অভিসমেতাঃ (সম্মিলিত) বভূব (হইয়াছিলেন)। তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য (সেই বিদেহরাজ জনকের) বিজিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা) বভূব হইয়াছিল) কঃ (কে) স্বিৎ (প্রশ্নসূচক অব্যয়) এষাম্ ব্রাহ্মণানাম্ (এই সকল ব্রাহ্মণের) অনূচানতমঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্) ইতি। সঃ হ গবাম্ (গোসমূহের) সহস্রম্ অবরুরোধ (অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন)। দশ দশ পাদাঃ (দশ দশ পাদ ; এক পলের চতুর্থাংশের নাম পাদ) একৈকস্যাঃ (এক একটির) শৃঙ্গয়োঃ (শৃঙ্গদ্বয়ে) আবদ্ধাঃ বভূবুঃ।

সরলার্থ : বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পঞ্চাল জনপদের অনেক ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান বৈদেহ জনক তাহা জানিতে চাহিলেন। এই জন্য তিনি (কোন স্থানে) এক সহস্র গরু বাঁধিয়া রাখিলেন ; এবং এক একটির শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ সুবর্ণ মুদ্রা বাঁধা হইল।

১৪৮. তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতামিতি। তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সোম্যোদজ সামশ্রবা৩ ইতি, তা হোদাচকার। তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রুবীতেত্যথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতাশ্বলো বভূব স হৈনং পপ্রচ্ছ ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসী৩ ইতি। স হোবাচ নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায়, কুর্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি। তং হ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাশ্বলঃ ; ২

অন্বয় : তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ ব্রাহ্মণাঃ। ভগবন্তঃ যঃ (ব্রাহ্মণঃ) বঃ (আপনাদিগের মধ্যে) ব্রহ্মিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বা বেদজ্ঞ) সঃ এতাঃ গাঃ (এই সকল গাভীকে) উদজতাম্ (লইয়া যাউন) ইতি। তে হ ব্রাহ্মণাঃ ন দধৃষুঃ (সাহস করিলেন)। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বম্ এব ব্রহ্মচারিণম্ (নিজ ব্রহ্মচারীকে অর্থাৎ শিষ্যকে) উবাচ—এতাঃ (এই সমুদায়কে) সোম্য, উদজ (লইয়া যাও) সামশ্রবাঃ, (যিনি সামবেদ শ্রবণ করেন অর্থাৎ অধ্যায়ন করেন, তাঁহার নমে সামশ্রব) ইতি। তাঃ

(সেই সমুদয়কে) হ উদাচকার (বাহির করিয়া লইয়া গেল)। তে হ ব্রাহ্মণাঃ (সেই ব্রাহ্মণগণ) চুক্রুধুঃ (ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন)—কথম্ (কিরূপে) নঃ (আমাদিগের মধ্যে) ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রুবীত (বলিতে পারেন) ইতি। অথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতা অশ্বলঃ বভূব। সঃ হ এনম্ (ইহাকে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)—ত্বম্ (তুমি) নু খলু নঃ যাজ্ঞবল্ক্য! ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি (হও : প্লুত বলিয়া 'অসি' স্থলে 'অসী')? ইতি। সঃ হ উবাচ—নমঃ (অব্যয়, নমস্কার) বয়ম্ (আমরা) ব্রহ্মিষ্ঠায় (ব্রহ্মিষ্ঠকে) কুর্মঃ (করি)। গোকামাঃ (গো অভিলাষী) এব বয়ম্ স্মঃ (হই) ইতি। তম্ হ ততঃ (তদনন্তর) এব প্রষ্টুম্ (প্রশ্ন করিতে) দধ্রে (মনে ধারণা করিলেন) হোতা অশ্বলঃ।

সরলার্থ : তিনি তাঁহাদের বলিলেন, 'পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই গাভীগুলি লইয়া যান।' ব্রাহ্মণগণ (কেহ গাভী লইয়া যাইতে) সাহস করিলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজ শিষ্যকে বলিলেন—'সোম্য সামশ্রব, এই গাভীগুলি লইয়া যাও।' শিষ্য গাভী বাহির করিয়া লইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'ইনি যে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ তাহার প্রমাণ কি?' বৈদেহ জনকের অশ্বল নামক একজন হোতা ছিলেন। তিনি বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই কি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার। (কিন্তু) আমরা গো-লাভ করিতেই ইচ্ছা করি।' তখন অশ্বল তাঁহাকে প্রশ্ন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

মন্তব্য : যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অন্যত্র (বৃঃ উঃ ৬।৩।৭-৮) যাজ্ঞবল্ক্যকে বাজসনেয় বলা হইয়াছে। সম্ভবত ইঁহার কোন পূর্বপুরুষের নাম ছিল 'বাজসনি'; এই নাম হইতে 'বাজসনেয়' হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্বেদের প্রবর্তক; এইজন্য এই বেদের একটি নাম 'বাজসনেয় সংহিতা'। শতপথ ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের মতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ইনি সর্বপ্রধান ঋষি।* যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উদ্দালক আরুণির শিষ্য (বৃঃ উঃ ৬।৫।৪)। কিন্তু জনক রাজার সভায় উভয়ের মধ্যে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে বিচার হইয়াছিল তাহাতে উদ্দালককে নীরব হইতে হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন (বৃহঃ উঃ, ৪র্থ অধ্যায়)। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে এক সময়ে যাজ্ঞবল্ক্যও জনক রাজার নিকট হইতে 'অগ্নিহোত্র' বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন (১১।৬।২)। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।৯।১৯ অংশ পাঠ করিলে মনে হয় যাজ্ঞবল্ক্য কুরুপঞ্চালবাসী ছিলেন না। সম্ভবত তিনি বিদেহদেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিদেহ কুরুপঞ্চাল দেশের পূর্বদিকে অবস্থিত। যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদের এক শাখার প্রবর্তক হইয়াও নিজ শিষ্যকে 'সামশ্রবা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহা ত বুঝা যাইতেছে যে যাজ্ঞবল্ক্য চতুর্বেদজ্ঞ (শঙ্কর)।

১৪৯. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্বং মৃত্যুনাভিপন্নং কেন
যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি হোত্রর্ত্বিজাগ্নিনা বাচা বাগ্বৈ যজ্ঞস্য
হোতা তদ্যেয়ং বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ স হোতা সঃ মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ৩

অন্বয় : যাজ্ঞবল্ক্য! ইতি হ উবাচ—যৎ (যেহেতু) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়)

* শাংখায়ন আরণ্যকে (৯।৭,১৩।১) যাজ্ঞবল্ক্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। অপর কোন বৈদিক গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্যের নাম পাওয়া যায় না।

মৃত্যুনা (মৃত্যুদ্বারা) আপ্তম্ (প্রাপ্ত, ব্যাপ্ত) সর্বম্ মৃত্যুনা অভিপন্নম্ (বশীকৃত), কেন (কোন্ উপায়দ্বারা) যজমানঃ মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) আপ্তিম্ (প্রাপ্তিকে) অতিমুচ্যতে? (অতিক্রম করে) ইতি। হোত্রা ঋত্বিজা (হোতা নামক ঋত্বিক দ্বারা), অগ্নিনা (অগ্নিদ্বারা), বাচা (বাক্যদ্বারা) বাক্ বৈ যজ্ঞস্য হোতা। তৎ যা (সেই যাহা) ইদম্ (এই) বাক্, সঃ অয়ম্ অগ্নিঃ সঃ হোতা, সঃ মুক্তিঃ সা অতিমুক্তিঃ (সম্পূর্ণ মুক্তি)।

সরলার্থ : তিনি বলিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন সমস্তই মৃত্যুদ্বারা ব্যাপ্ত এবং সমস্তই মৃত্যুর অধীন (তখন) কি উপায়ে যজমান মৃত্যুর হাত হইতে আত্যন্তিক মুক্তি লাভ করিবে?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হোতা নামক ঋত্বিক্ দ্বারা, অগ্নিদ্বারা, বাক্যদ্বারা। বাক্যই যজ্ঞের হোতা; যাহা এই বাক্য, তাহাই অগ্নি, তাহাই মুক্তি, তাহাই অতিমুক্তি।'

মন্তব্য : মৃত্যোঃ আপ্তিম্ অতিমুচ্যতে—শংকরের মতে ইহার অর্থ : মৃত্যুর ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তি লাভ করে। 'অতি' শব্দ 'আপ্তিম্' এর সহিত যুক্ত; আপ্তিম্ অতি—প্রাপ্তিকে অতিক্রম করিয়া। কিন্তু উপনিষদের এই অংশে এবং অন্যান্য স্থানেও 'অতিমুক্তি' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে 'অতিমুক্তি'র ন্যায় 'অতিমুচ্যতে'ও একটি শব্দ।

১৫০. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমহোরাত্রাভ্যামাপ্তং সর্বমহোরাত্রাভ্যাম-
ভিপন্নং কেন যজমানোঽহোরাত্রয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যধ্বর্যুণর্ত্বিজা
চক্ষুষাদিত্যেন চক্ষুর্বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্যুস্তদ্যদিদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ
সোঽধ্বর্যুঃ স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ৪

অন্বয় : যাজ্ঞবল্ক্য! ইতি হ উবাচ - যৎ ইদম্ সর্বম্ অহোরাত্রাভ্যাম্ (অহোরাত্র দ্বারা) আপ্তম্, সর্বম্ অহোরাত্রাভ্যাম্ অভিপন্নম্, কেন যজমানঃ অহোরাত্রয়োঃ আপ্তিম্ অতিমুচ্যতে? ইতি। অধ্বর্যুণা ঋত্বিজা (অধ্বর্যু ঋত্বিক্ দ্বারা) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) আদিত্যেন (আদিত্যদ্বারা)। চক্ষুঃ বৈ যজ্ঞস্য অধ্বর্যুঃ, তৎ যৎ ইদম্ চক্ষুঃ, সঃ অসৌ আদিত্যঃ, সঃ অধ্বর্যুঃ. সঃ (=সা) মুক্তিঃ. সা অতি-মুক্তিঃ। (৩।১।৩ দ্রঃ)

সরলার্থ : অশ্বল বলিলেন - 'হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই সমস্তই আহোরাত্র দ্বারা ব্যাপ্ত. সমস্তই অহোরাত্রের বশ (তখন) যজমান কি ভাবে আহোরাত্রের হাত হইতে অতিমুক্তি লাভ করিতে পারে?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'অধ্বর্যু নামে ঋত্বিকদ্বারা, চক্ষুদ্বারা, আদিত্যদ্বারা। চক্ষুই যজ্ঞের অধ্বর্যু। এই চক্ষুই আদিত্য। তাহাই অধ্বর্যু, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি।'

১৫১. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামাপ্তং সর্বং
পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানঃ পূর্বপক্ষাপরপক্ষয়োরা-
প্তিমতিমুচ্যত ইত্যুদ্গাত্রর্ত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন প্রাণো বৈ যজ্ঞস্যোদ্গাতা
তদ্যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ স উদ্গাতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ৫

অন্বয় : যাজ্ঞবল্ক্য! ইতি হ উবাচ—যৎ ইদম্ সর্বম্ পূর্বপক্ষ-অপরপক্ষা-ভ্যাম্ (পূর্বপক্ষ ও অপরপক্ষ দ্বারা; পূর্বপক্ষ—শুক্লপক্ষ; অপরপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ) আপ্তম্, সর্বম্ পূর্বপক্ষ-অপরপক্ষাভ্যাম্, অভিপন্নম্, কেন যজমানঃ পূর্বপক্ষাপর-

পক্ষয়োঃ আপ্তিম্ অতিমুচ্যতে ? ইতি। উদ্গাত্রা ঋত্বিজা (উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্ দ্বারা), বায়ুনা, প্রাণেন। প্রাণঃ বৈ যজ্ঞস্য উদ্গাতা ; তৎ যঃ অয়ম্ প্রাণঃ, সঃ বায়ুঃ, সঃ উদ্গাতা, সঃ (=সা) মুক্তিঃ সা অতিমুক্তিঃ।

সরলার্থ ঃ অশ্বল বলিলেন—'যে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সর্বকিছুই যখন শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ (এই উভয় পক্ষ) দ্বারা ব্যাপ্ত, সবই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ (এই উভয় পক্ষ) দ্বারা বশীকৃত, (তখন) যজমান কি ভাবে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ হইতে অতিমুক্তি লাভ করিতে পারে ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'উদ্গাতা নামে ঋত্বিক্ দ্বারা, বায়ুদ্বারা, প্রাণদ্বারা। এই প্রাণই বায়ু, তাহাই উদ্গাতা, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি।

১৫২. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদমন্তরিক্ষমনারম্বণমিব কেনাক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি ব্রহ্মণর্ত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ মনো বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা তদ্যাদিদং মনঃ সোঽসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষা অথ সংপদঃ ॥ ৬

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—যৎ ইদম্ অন্তরিক্ষম্ অনারম্বণম্ ইব (যেন অবলম্বনবিহীন ; আরম্বণ=আলম্বন), কেন আক্রমেণ (কোন উপায়দ্বারা ; আক্রমণ—স্তম্ভ, আরোহণী, সিঁড়ি) যজমানঃ স্বর্গম্ লোকম্ আক্রমতে (গমন করে) ? ইতি। ব্রহ্মণা, ঋত্বিজা, মনসা, চন্দ্রেণ। মনঃ বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা। তৎ যৎ ইদম্ মনঃ, সঃ অসৌ চন্দ্রঃ, সঃ ব্রহ্মা, সঃ (সা) মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তি ইতি মোক্ষাঃ। অথ সম্পদঃ (ফলপ্রাপ্তি)—

সরলার্থ ঃ অশ্বল বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য, এই অন্তরিক্ষকে যখন অবলম্বনবিহীন বলিয়া মনে হয় তখন কোন্ উপায়ে যজমান স্বর্গলোকে গমন করে ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ দ্বারা, মনদ্বারা, চন্দ্রদ্বারা। এই মনই সেই চন্দ্র, তাহাই ব্রহ্মা, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি।' এই পর্যন্ত অতিমোক্ষ (বিষয়ক উপদেশ) ; তারপর (ইহার) ফলপ্রাপ্তি (এই)—

১৫৩. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্যর্গ্ভির্হোতাস্মিন্যজ্ঞে করিষ্যতীতি তিসৃভিরিতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কিং তাভির্জয়তীতি যৎ কিংচেদং প্রাণভৃদিতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ যাজ্ঞ্যবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—কতিভিঃ [ঋগ্ভিঃ] (কতগুলি ঋক্ দ্বারা) অয়ম্ [হোতা] (এই হোতা) অদ্য ঋগ্ভিঃ হোতা অস্মিন্ যজ্ঞে করিষ্যতি ? ইতি। তিসৃভিঃ (তিনটি দ্বারা) ইতি। কতমাঃ তাঃ তিস্রঃ ? ইতি। পুরঃ + অনুবাক্যা (যজ্ঞের সময়ে সর্বপ্রথমে যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়) চ ; যাজ্যা চ (যাগের সময়ে যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়) ; শস্যা (প্রশংসাসূচক ঋক্) এব তৃতীয়া। কিম্ তাভিঃ জয়তি ? ইতি। যৎ কিম্ চ ইদম্ প্রাণভৃৎ (প্রাণী) ইতি।

সরলার্থ ঃ অশ্বল—'হে যাজ্ঞবল্ক্য, কতগুলি ঋক্দ্বারা আজ হোতা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন ?' যা।—'তিনটি ঋক্দ্বারা।' অ।—'সেই তিনটি ঋক্ কি কি ?' যা।—'পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা এবং তৃতীয় শস্যা।' অ।—'এই তিনটি দ্বারা কি জয় করা যায় ?' যা।—'যত কিছু প্রাণী আছে।'

১৫৪. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যাধ্বর্যুরস্মিন্যজ্ঞ আহুতীর্হোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি যা হুতা অতিনেদন্তে যা হুতা অধিশেরতে কিং তাভির্জয়তীতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকমেব তাভির্জয়তি দীপ্যত ইব হি দেবলোকো যা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভির্জয়ত্যতীব হি পিতৃলোকো যা হুতা অতিশেরতে মনুষ্যলোকমেব তাভির্জয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ ॥ ৮

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—কতি [আহুতীঃ] (কয়টি আহুতিতে অয়ম্ [অধ্বর্যুঃ] (এই অধ্বর্যু) অদ্য অধ্বর্যুঃ অস্মিন্ যজ্ঞে আহুতীঃ হোষ্যতি (আহুতি প্রদান করিবে) ? ইতি। তিস্রঃ ইতি। কতমা তাঃ তিস্রঃ ? ইতি যাঃ হুতাঃ (আহুতি রূপে নিক্ষিপ্ত হইলে) উজ্জ্বলন্তি (প্রজ্বলিত হয়) ; যাঃ হুতাঃ অতিনেদন্তে (অতিশয় শব্দ করে) ; যাঃ হুতাঃ অধিশেরতে, (নিম্নভাগে পড়িয়া থাকে)। কিম্ তাভিঃ জয়তি ? ইতি। যা হুতাঃ উজ্জ্বলন্তি (প্রজ্বলিত হয়) ; দেবলোকম্ এব তাভিঃ জয়তি ; দীপ্যতে (দীপ্ত হয়) ইব (যেন, কিংবা নিশ্চয়ই) হি দেবলোকঃ। যাঃ হুতাঃ অতিনেদন্তে, পিতৃলোকম্ এব তাভিঃ জয়তি ; অতি ইব হি পিতৃলোকঃ। যা হুতাঃ অধিশেরতে মনুষ্যলোকম্ এব তাভিঃ জয়তি ; অধঃ (নিম্নস্থ) ইব হি মনুষ্যলোকঃ।

সরলার্থ ঃ অশ্বল।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই যজ্ঞে আজ (অধ্বর্যু) কয়টি আহুতি দ্বারা হোম করিবেন ? যা।—তিনটি। আ।—সেই তিনটি কি কি ? যা।—(১) যে আহুতি অগ্নিতে দিলে প্রজ্বলিত হয়, (২) যে আহুতি অগ্নিতে দিলে অতিশয় শব্দ করে এবং (৩) যে আহুতি অগ্নিতে দিলে নিচে পড়িয়া থাকে। অ।—এই সকল দ্বারা কি জয় করা যায় ? যা।—যাহা আহুত হইলে প্রজ্বলিত হয়, তাহা দ্বারা দেবলোক জয় করা যায়, (কারণ) দেবলোক দেদীপ্যমান। যাহা আহুত হইলে অতিশয় শব্দ করে, তাহাদ্বারা পিতৃলোক জয় করা যায়, (কারণ) পিতৃলোক কোলাহলপূর্ণ। যাহা আহুত হইলে নিচে পড়িয়া থাকে, তাহাদ্বারা মনুষ্যলোক জয় করা যায়, (কারণ) মনুষ্যলোক নিচে অবস্থিত।

মন্তব্য ঃ (ক) এই আহুতি বিষয়ে শংকর বলেন ঃ (১) ঘৃত সমিধাদি—এই সকল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়, (২) মাংসাদি—এই সকল বস্তুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে একপ্রকার বিকট শব্দ উত্থিত হয়, (৩) দুগ্ধ সোমাদি—এই সমুদয়কে আহুতিরূপে নিক্ষেপ করিলে এসমুদয় ভূমিতলেই পড়িয়া থাকে। (খ) অতিনেদন্তে—Monier Williams-এর অভিধানে 'অতি + নেদ' অর্থ 'to stream, flow or foam over'—প্রবাহিত হওয়া বা ফেনায়ুক্ত হইয়া উথলিয়া উঠা। পিতৃলোককে 'অতি' এবং মনুষ্যলোককে 'অধঃ' বলা হইয়াছে। 'অধঃ' অর্থ নিম্ন, ইহাতে মনে হয় 'অতি' অর্থ—অধিক, উচ্চ, ঊর্ধ্ব ইত্যাদি।

১৫৫. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি কতমা সৈকেতি মন এবেত্যনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ৯

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ইতি হ উবাচ—কতিভিঃ (+ দেবতাভিঃ—কয়জন দেবতাদ্বারা) অয়ম্ [ব্রহ্মা] (এই ব্রহ্মা ঋত্বিক্) অদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞম্ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণদিকে) দেবতাভিঃ গোপায়তি (রক্ষা করে) ? ইতি। একয়া (একজন দেবতাদ্বারা) ইতি।

কতমা সা একা? ইতি মনঃ এব ইতি, অনন্তম্ বৈ মনঃ ; অনন্তাঃ বিশ্বে দেবাঃ ; অনন্তম্ এব সঃ তেন (সেই মন দ্বারা) লোকম্ জয়তি।

সরলার্থ ঃ অশ্বল—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্মা ঋত্বিক্ আজ কয়জন দেবতাদ্বারা দক্ষিণদিকে (উপবেশন করিয়া) এই যজ্ঞকে রক্ষা করিবেন ? যা।—একজন দেবতাদ্বারা। অ।—সেই এক দেবতা কে ? যা।—মন, (কারণ) মনই অনন্ত ; বিশ্বদেবও অনন্ত। তিনি মনদ্বারা অনন্ত লোকই জয় করেন।

১৫৬. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যোদ্গাতাঽস্মিন্যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ স্তোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কতমাস্তা যা অধ্যাত্মমিতি প্রাণ এব পুরোঽনুবাক্যাঽপানো যাজ্যা ব্যানঃ শস্যা কিং তাভির্জয়তীতি পৃথিবীলোকমেব পুরোঽনুবাক্যয়া জয়ত্যন্তরিক্ষলোকং যাজ্যয়া দ্যুলোকং শস্যয়া ততো হ হোতাশ্বল উপররাম ॥ ১০

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—কতি [স্তোত্রিয়াঃ] (কয়টি স্তোত্রিয়া মন্ত্র) অয়ম্ অদ্য উদ্‌গাতা অস্মিন্ যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ (যে সকল ঋক্ গান করা হয় সে সকলের নাম স্তোত্রিয়া) স্তোষ্যতি (স্তুতি করিবে) ? ইতি তিস্রঃ ইতি কতমাঃ তাঃ তিস্রঃ ? ইতি পুরঃ+অনুবাক্যা চ, যাজ্যা চ, শস্যা এব তৃতীয়া (৩।১।৭ দ্রঃ) কতমাঃ তাঃ যাঃ অধ্যাত্মম্ (দেহসম্বন্ধী) ইতি। প্রাণঃ এব পুরঃ+অনুবাক্যা ; অপানঃ যাজ্যা ; ব্যানঃ শস্যা, কিম্ তাভিঃ জয়তি ? ইতি। পৃথিবীলোকম্ এব পুরঃ+অনুবাক্যয়া জয়তি। অন্তরিক্ষলোকম্ যাজ্যয়া ; দ্যুলোকম্ শস্যয়া। ততঃ হ হোতা অশ্বলঃ উপররাম (বিরত হইল)।

সরলার্থ ঃ অশ্বল—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আজ এই যজ্ঞে উদ্গাতা কতগুলি স্তোত্রিয়া ঋক্ গান করিবেন ? যা।—তিনটি। অ।—সেই তিনটি কি কি ? যাজ্ঞবল্ক্য—পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা। অ।—অধ্যাত্মবিষয়ে এগুলি কি কি ? যা।—প্রাণ পুরোনুবাক্যা, অপান যাজ্যা এবং ব্যান শস্যা। অ।—এই সব দ্বারা কি জয় করা যায় ? যা।—পুরোনুবাক্য দ্বারা পৃথিবীলোক, যাজ্যা দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং শস্যা দ্বারা দ্যুলোক। তখন অশ্বল বিরত হইলেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

আর্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—গ্রহ ও অতিগ্রহ

১৫৭. অথ হৈনং জারৎকারব আর্তভাগঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইত্যষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা ইতি যে তেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ কতমে ত ইতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ (যাজ্ঞবল্ক্যকে) জারৎকারবঃ (জরৎকারু গোত্রের) আর্তভাগঃ (ঋতভাগের অপত্য) পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—কতি (কয়টি) গ্রহাঃ (যাহা দ্বারা গ্রহণ করা যায় ; ইন্দ্রিয়) ! কতি অতিগ্রহাঃ (যাহা গৃহীত হয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়) ? ইতি। অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ। ইতি। যে তে অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ, কতমে তে ? ইতি

সরলার্থ ঃ ইহার পর জারৎকারব আর্তভাগ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কয়টি ? অতিগ্রহ কয়টি ? যা।—আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ। আ।—এই যে আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ সেগুলি কি কি ?

মন্তব্য ঃ (ক) জারৎকারবঃ আর্তভাগঃ—শাংখায়ন আরণ্যকেও (৭।২৩) ইঁহার নাম ও উপদেশ পাওয়া যায়। (খ) 'গ্রহাঃ' ও 'অতিগ্রহাঃ'—মোক্ষমূলার বলেন—সম্ভবত 'গ্রহ' শব্দের মৌলিক অর্থ একটি বিশেষ যজ্ঞীয় পাত্র, এস্থলে গ্রহ শব্দ গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রহের সংখ্যা আটটি—(১) ঘ্রাণেন্দ্রিয়, (২) বাগিন্দ্রিয়, (৩) জিহ্বা, (৪) চক্ষু, (৫) কর্ণ, (৬) মন, (৭) হস্তদ্বয় এবং (৮) ত্বক্। গ্রহগুলির বিষয়ের নাম অতিগ্রহ বা অতিগ্রাহ। ইহাদের নাম গ্রহানুসারে যথাক্রমে (১) আঘ্রাণ, (২) নাম, (৩) রস, (৪) রূপ, (৫) শব্দ, (৬) কামনা, (৭) কর্ম এবং (৮) স্পর্শ

১৫৮. প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোঽপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোঽপানেন হি গন্ধাঞ্জিঘ্রতি ॥ ২

১৫৯. বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি ॥ ৩

১৬০. জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি রসান্বিজানাতি ॥ ৪

১৬১. চক্ষুর্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) বৈ গ্রহঃ ; সঃ অপানেন অতিগ্রাহেণ (অপানরূপ অতিগ্রাহদ্বারা) গৃহীতঃ (আক্রান্ত, বশীভূত)। অপানেন হি গন্ধান্ জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে)। বাক্ বৈ গ্রহঃ ; সঃ নাম্না অতিগ্রাহেণ (নামরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ ; বাচা (বাগিন্দ্রিয় দ্বারা) হি নামানি (নামসমূহকে) অভিবদতি (বলে)। জিহ্বা বৈ গ্রহঃ ; সঃ রসেন অতিগ্রাহেণ (রসরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ ; জিহ্বয়া (জিহ্বা দ্বারা) হি রসান্ বিজানাতি (জানে)। চক্ষুঃ বৈ গ্রহঃ ; সঃ রূপেণ অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ, চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) হি রূপাণি পশ্যতি (দেখে)।

সরলার্থ ঃ (২-৫ মন্ত্র) ঃ প্রাণই একটি গ্রহ ; ইহা অপান নামে অতিগ্রাহ কর্তৃক গৃহীত অর্থাৎ বশীকৃত ; কারণ অপান দ্বারাই লোকে আঘ্রাণ করে। বাগিন্দ্রিয় একটি গ্রহ, ইহা নামরূপ অতিগ্রাহ কর্তৃক গৃহীত ; কারণ বাগিন্দ্রিয় দ্বারাই লোকে নাম উচ্চারণ করে। জিহ্বা একটি গ্রহ ; ইহা রসরূপ অতিগ্রাহ কর্তৃক গৃহীত ; কারণ জিহ্বা দ্বারাই লোকে রস আস্বাদন করে। চক্ষু একটি গ্রহ ; ইহা রূপ নামক অতিগ্রাহ কর্তৃক গৃহীত ; কারণ চক্ষুদ্বারাই লোকে রূপ দর্শন করে।

১৬২. শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ হি শব্দাঞ্শৃণোতি ॥ ৬

১৬৩. মনো বৈ গ্রহঃ স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি কামান্ কাময়তে ॥ ৭

১৬৪. হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম করোতি ॥ ৮

১৬৫. ত্বগ্বৈ গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্বচা হি স্পর্শান্বেদয়ত ইত্যেতেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ শ্রোত্রম্ বৈ গ্রহঃ ; স শব্দেন অতিগ্রাহেণ (শব্দরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ ; শ্রোত্রেণ (শ্রোত্রদ্বারা) হি শব্দান্ শৃণোতি (শ্রবণ করে)। মনঃ বৈ গ্রহঃ ; সঃ কামেন অতিগ্রাহেণ (কামরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ ; মনসা হি কামান্ কাময়তে (কামনা করে)। হস্তৌ বৈ গ্রহঃ ; সঃ কর্মণা অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ ; হস্তাভ্যাম্ হি কর্ম করোতি। ত্বক্ বৈ গ্রহঃ ; সঃ স্পর্শেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ ; ত্বচা

(ত্বক্ দ্বারা) হি স্পর্শান্ বেদয়তে (জানে)। ইতি এতে অষ্টৌ গ্রহাঃ অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ।

সরলার্থ ঃ (৬-৯ মন্ত্র) ঃ কর্ণ একটি গ্রহ ; ইহা শব্দ নামক অতিগ্রাহ কর্তৃক গৃহীত ; কারণ কর্ণ দ্বারাই লোকে শব্দ শোনে। মন একটি গ্রহ ; ইহা কামনা নামে অতিগ্রাহ কর্তৃক গৃহীত ; কারণ মনদ্বারাই লোকে কাম্যবস্তু কামনা করে। হস্ত-দ্বয় একটি গ্রহ ; ইহা কর্ম নামক অতিগ্রাহ কর্তৃক গৃহীত, (কারণ) লোকে হস্তদ্বারা কর্ম করে। ত্বক্ একটি গ্রহ ; ইহা স্পর্শ নামক অতিগ্রাহ কর্তৃক গৃহীত ; কারণ ত্বক্ দ্বারাই লোকে স্পর্শ করে।

১৬৬. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোঽপামন্নমপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি ॥ ১০

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—যৎ ইদম্ সর্বম্ (এই যে সমুদায় ; যৎ অর্থ 'যেহেতু'ও হইতে পারে) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) অন্নম্। কা স্বিৎ (অব্যয়, প্রশ্ন-সূচক) সা দেবতা, যস্যাঃ মৃত্যুঃ অন্নম্ ? ইতি। অগ্নিঃ বৈ মৃত্যুঃ ; স অপাম্ (জলের) অন্নম্ ; অপ পুনঃ মৃত্যুম্ [অপ] জয়তি (জয় করে)।

সরলার্থ ঃ আ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই সমস্তই মৃত্যুর অন্ন (বশ) তখন এমন দেবতা কে আছে মৃত্যু যাহার অন্ন (বশ) ? যা।—অগ্নিই মৃত্যু ; ইহা জলের অন্ন (অর্থাৎ মৃত্যুরূপী অগ্নি জলদ্বারা ভক্ষিত বা বিনষ্ট হয়)। (যিনি ইহা জানেন) তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন।

মন্তব্য ঃ অপ পুনঃ মৃত্যুম্ জয়তি—পুনর্মৃত্যুকে জয় করে। এস্থলে ক্রিয়া 'অপ+জয়তি' ইহার কর্তা উহ্য।

১৬৭. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যা-ধ্মাতো মৃতঃ শেতে ॥ ১১

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—যত্র (যে সময়ে) অয়ম্ পুরুষঃ ম্রিয়তে (হয়), উৎ অস্মাৎ (এই দেহ হইতে) প্রাণাঃ [উৎ] ক্রামন্তি (উৎক্রান্ত হয়) ? আহো (প্রশ্নবোধক অব্যয়) ন ? ইতি। ন ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অত্র এব (এই দেহেই) সম্+অব+নীয়ন্তে (একত্র মিলিত হয়), সঃ উৎ+শ্বয়তি (স্ফীত হয়), আধ্মায়তি (বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয়) আধ্মাতঃ (বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়া) মৃতঃ শেতে (শয়ন করিয়া থাকে)।

সরলার্থ ঃ আ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই পুরুষ মরে তখন কি তাহার প্রাণসমূহ উপর দিকে উৎক্রমণ করে. না করে না ? যা।—না, তাহারা এই দেহেই সম্মিলিত হয় ; দেহ তখন স্ফীত হয়, বায়ুতে পূর্ণ হয় এবং বায়ুপূর্ণ হইয়া এই মৃতদেহ নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে।

১৬৮. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে কিমেনং ন জহাতীতি নামেত্যনন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ১২

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবাল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—যত্র অয়ম্ পুরুষঃ ম্রিয়তে, কিম্ এনম্ (ইহাকে)

ন জহাতি (ত্যাগ করে) ? ইতি। নাম ইতি ; অনন্তম্ বৈ নাম অনন্তাঃ বিশ্বেদেবাঃ ; (৩।১।৯ মন্ত্র দ্রঃ) অনন্তম্ এব সঃ তেন (সেই নাম দ্বারা) লোকম্ জয়তি।

সরলার্থ ঃ আ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই পুরুষ মরে তখন কোন বস্তু ইহাকে পরিত্যাগ করে না ? যা।—নাম, কারণ নামই অনন্ত ; বিশ্বদেবও অনন্ত। ঐ পুরুষ সেই নাম দ্বারা অনন্তলোক জয় করে।

১৬৯. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চ-ক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধী-র্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্য হস্তমার্তভাগাবামেবৈতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন ইতি। তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াংচক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম হৈব তদূচতুরথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেনেতি। ততো হ জারৎকারব আর্তভাগ উপররাম ॥ ১৩

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি উবাচ—যত্র (যখন) অস্য পুরুষস্য মৃতস্য (এই মৃত পুরুষের) অগ্নিম্ বাক্ অপ্যেতি (গমন করে), বাতম্ প্রাণঃ ; চক্ষু আদিত্যম্ ; মনঃ চন্দ্রম্, দিশঃ (দিকসমূহকে) শ্রোত্রম্ ; পৃথিবীম্ শরীরম্ ; আকাশম্ আত্মা (শঙ্করের মতে হৃদয়াকাশ) ; ওষধীঃ লোমানি ; বনস্পতীন্ কেশাঃ, অপ্সু লোহিতম্ (শোণিত) চ, রেতঃ চ, নিধীয়তে (স্থাপিত হয়), ক্ব (কোথায়) অয়ম্ তদা পুরুষঃ ভবতি ? ইতি। আহর (প্রদান কর) সোম্য ! হস্তম্, আর্তভাগ ! আবাম্ (আমরা দুইজন) এব এতস্য (ইহাকে)) বেদিষ্যাবঃ (জানিব) ন নৌ (আমাদিগের দুইজনের) এতৎ সজনে ইতি। তৌ হ উৎক্রম্য (অন্যত্র গমন করিয়া) মন্ত্রয়াঞ্চ-ক্রাতে (আলোচনা করিয়াছিল)। তৌ হ যৎ ঊচতুঃ কর্ম হ এব তৎ ঊচতুঃ। অথ যৎ প্রশশংসতুঃ (প্রশংসা করিয়াছিল) কর্ম হ এব তৎ প্রশশংসতুঃ। পুণ্যঃ (পুণ্যবান্) বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ (পাপী) পাপেন ইতি। ততঃ হ জারৎকারবঃ আর্তভাগঃ উপররাম (বিরত হইল)।

সরলার্থ ঃ আ।—'হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রমাতে, কর্ণ দিক্সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোমসমূহ ওষধীতে, কেশসমূহ বনস্পতিতে প্রবেশ করে, শোণিত ও শুক্র জলে বিলীন হয়, তখন পুরুষ কোথায় থাকে ? যা—সোম্য আর্তভাগ, তোমার হাত (আমাকে) দাও। আমরা দুইজনে এই রহস্য জানিব। কিন্তু ইহা জনবহুল স্থানে বিচার করিবার নয়। তখন তাঁহারা অন্যত্র যাইয়া আলোচনা করিলেন। তাঁহারা কর্ম সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন আব তাঁহারা কর্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। এইজন্য লোকে পুণ্য কর্মদ্বারা পুণ্যবান হয় এবং পাপ কর্মদ্বারা পাপী হয়। ইহার পর জারৎকারব আর্তভাগ বিরত হইলেন।

মন্তব্য ঃ আর্তভাগ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মৃত্যুর পর পুরুষ কোথায় যায় ? যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উত্তরে কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে পুণ্যকর্ম দ্বারা মানুষ পুণ্যবান হয় এবং পাপকর্ম দ্বারা মানুষ পাপী হয়। ইহাই আর্তভাগের প্রশ্নের উত্তর। যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার অর্থ সম্ভবত এই—মৃত্যুর পর কর্মই থাকে এবং পুণ্যকর্ম পুণ্যবান ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং

পাপকর্ম পাপী ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করে। যখন নির্জনে এই মত আলোচিত হইয়াছিল, তখন বুঝিতে হইবে, এ মত জনসমাজে প্রচলিত ছিল না।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

ভুজ্যু-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—ব্যষ্টি ও সমষ্টি বায়ু

১৭০. অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষু চরকাঃ পর্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম তস্যাসীদ্দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি, সোঽব্রবীৎ সুধন্বাঙ্গিরস ইতি তং যদা লোকানামন্তানপৃচ্ছামাথৈনমব্রূম ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্ স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ॥ ১

অন্বয়ঃ অথ হ এনম্ (ইহাকে) ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ (লহ্যের পুত্র লাহ্য ; লাহ্যের পুত্র লাহ্যায়নি) প্রপচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)—যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ—মদ্রেষু (মদ্রদেশে) চরকাঃ (ভ্রমণশীল শিক্ষার্থীসমূহ) পরি + অব্রজাম (চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলাম)। তে (তাহারা ; এ স্থলে তে + বয়ম্—এই প্রকার ভ্রমণশীল আমরা) পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য (কপিবংশোদ্ভব) গৃহান্ (গৃহে) ঐম (গিয়াছিলাম)। তস্য আসীৎ (ছিল) দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা (গন্ধর্ব কর্তৃক আবিষ্টা)। তম্ (সেই গন্ধর্বকে) অপৃচ্ছাম (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) — কঃ অসি ? ইতি সঃ অব্রবীৎ সুধন্বা আঙ্গিরসঃ (আঙ্গিরস গোত্রোৎপন্ন) ইতি। তম্ যদা লোকানাম্ (লোকসমূহের) অন্তান্ (শেষ সীমা) অপৃচ্ছাম (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) অথ এনম্ (এই গন্ধর্বকে) অব্রূম (বলিয়াছিলাম) — ক্ব (কোথায়) পারিক্ষিতাঃ (পারিক্ষিতগণ) অভবন্ (ছিল, গিয়াছে) ? ইতি। ক্ব পারিক্ষিতাঃ অভবন্—সঃ (সঃ অহম্, সেই আমি) ত্বা (তোমাকে) পৃচ্ছামি—যাজ্ঞবল্ক্য ! ক্ব পারিক্ষিতাঃ অভবন্ ? ইতি।

সরলার্থঃ ইহার পর ভুজ্যু লাহ্যায়নি প্রশ্ন করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা এক সময়ে মদ্রদেশে ব্রহ্মচারীরূপে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাহার এক কন্যা গন্ধর্ব কর্তৃক আবিষ্ট হইয়াছিল। সেই গন্ধর্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কে ?' সে বলিল—'আমি সুধন্বা আঙ্গিরস'। ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমার কথা জানিবার জন্য তখন তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'পারিক্ষিতগণ কোথায় গিয়াছে ?' আমি তোমাকেও এই প্রশ্ন করিতেছি—'পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়াছে—হে যাজ্ঞবল্ক্য, পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়াছে ?"

মন্তব্যঃ (ক) চরকাঃ—শঙ্কর ইহার দুইটি অর্থ দিয়াছেন—(১) যাহারা অধ্যয়নের জন্য ব্রত আচরণ করেন, (২) অধ্বর্যু। কৃষ্ণ যজুর্বেদের এক শাখার নাম 'চরক'; যাহারা ইহা শিক্ষা করে তাহাদিগের নাম 'চরকাঃ'। উপনিষদের এই স্থলে সম্ভবত 'ভ্রমণশীল' অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (খ) পারিক্ষিতাঃ—অথর্ববেদে (২২।১২৭।৭-১০) লিখিত আছে যে পরিক্ষিৎ নামক এক রাজা কুরুদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই বংশধরগণকে পারিক্ষিৎ বা পারিক্ষিত বলা হইত। পারিক্ষিত বলিলে সাধারণত জনমেজয়কেই বুঝায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪।২) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২১) লিখিত আছে যে 'আসন্দীবান' নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। উগ্রসেন, ভীমসেন এবং শ্রোতসেনকে 'পারিক্ষিতীয়াঃ' এবং 'পারিক্ষিতাঃ' উভয়ই বলা হইয়াছে (শতঃ ব্রাঃ ১৩।৫।৪।৩)। এই স্থলেই লিখিত আছে যে, 'ব্রহ্মহত্যা' এবং অন্যান্য পাপ দূর করিবার জন্য ইঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (গ) মৃত্যুর পর ইহাদিগের কি গতি হইয়াছিল—ভুজ্যু সেই বিষয়েই যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ভুজ্যুর প্রশ্ন হইতে ইহাও অনুমিত হয় যে ঐ সময়ে পারিক্ষিতের বংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

১৭১. স হোবাচোবাচ বৈ সোঽগচ্ছন্বৈ তে তদ্যত্রাশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি ক্ব ন্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি। দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্ন্যান্যয়ং লোকস্তং সমন্তং পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ পর্যেতি তাং সমন্তং পৃথিবীং দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রঃ পর্যেতি। তদ্যাবতী ক্ষুরস্য ধারা যাবদ্বা মক্ষিকায়াঃ পত্রং তাবানন্তরেণাকাশস্তানিন্দ্রঃ সুপর্ণো ভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছত্তান্বায়ুরাত্মনি ধিত্বা তত্রাগময়দ্যত্রাশ্বমেধযাজিনোঽভবন্নিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশংস। তস্মাদ্বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিরপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ। ততো হ ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিরুপররাম ॥ ২

অন্বয়ঃ সঃ হ উবাচ—উবাচ বৈ সঃ (গন্ধর্ব) অগচ্ছন্ (গিয়াছে) বৈ তে তৎ (সেই স্থলে), যত্র (যে স্থলে) অশ্বমেধযাজিনঃ (অশ্বমেধযাজিগণ) গচ্ছন্তি। ইতি। ক্ব নু অশ্বমেধযাজিনঃ গচ্ছন্তি ? ইতি। দ্বাত্রিংশতম্ (বত্রিশ গুণ) বৈ দেবরথ-অহ্ন্যানি (সূর্য-রথের দৈনিক গতি) অয়ম্ লোকঃ (এই লোক)। তম্ সমন্তম্ (সম্ + অন্তম্, চতুর্দিকে) পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ (দ্বিস্ + তাবৎ—দ্বিগুণ পরিমিত) পরি + এতি (পরিবেষ্টন করে)। তাম্ [পৃথিবীম্] (সেই পৃথিবীকে) সমন্তম্ পৃথিবীম্ দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রঃ পরি + এতি। তৎ যাবতী (যে পরিমাণ) ক্ষুরস্য ধারা, যাবৎ (যে পরিমাণ) বা মক্ষিকায়াঃ (মক্ষিকার) পত্রম্ (পক্ষ) তাবান্ (সেই পরিমাণ) অন্তরেণ (মধ্যে) আকাশঃ। তান্ (পারিক্ষিতগণকে) ইন্দ্রঃ সুপর্ণঃ (পক্ষী) ভূত্বা (হইয়া) বায়বে (বায়ুকে) প্র + অযচ্ছৎ (দিয়াছিল)। তান্ (তাহাদিগকে) বায়ুঃ আত্মনি (নিজের মধ্যে) ধিত্বা (স্থাপন করিয়া) তত্র (সেই স্থলে) অগময়ৎ (লইয়া গিয়াছিল), যত্র (যে স্থলে) অশ্বমেধযাজিনঃ অভবন্ (গিয়াছে) ইতি। এবম্ ইব (এই প্রকারে) বৈ সঃ (সেই গন্ধর্ব) বায়ুম্ এব প্রশশংস (প্রশংসা করিয়াছিল)। তস্মাৎ (সেই জন্য) বায়ুঃ এব ব্যষ্টিঃ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গৃহীত বস্তু) বায়ুঃ সমষ্টিঃ (সমুদয় বস্তুর সমষ্টি)। অপ পুনঃ মৃত্যুম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ (৩।১।১০ মন্তব্য দ্রঃ)। ততঃ হ ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ উপররাম (বিরত হইল)।

সরলার্থঃ যা।—গন্ধর্ব বলিয়াছিল, 'অশ্বমেধযাজিগণ যেখানে যায় পারিক্ষিতগণ সেইখানেই গিয়াছে।' ভু।—'অশ্বমেধযাজিগণ কোথায় যায় ?' যা।—'সূর্যরথের দৈনিক গতি যতদূর, এই লোকের পরিমাণ তাহার বত্রিশ গুণ। পৃথিবী ইহার চতুর্দিকে দ্বিগুণ পরিমাণ স্থান পরিবেষ্টন করে, আর সমুদ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ স্থান পরিবেষ্টন করিয়াছে। ক্ষুরের ধারা বা মক্ষিকার পক্ষের পরিমাণ যতটুকু সেই পরিমাণ আকাশ ইহাদের (অর্থাৎ পৃথিবী ও পূর্বোক্ত লোক এই দুয়ের) মাঝখানে রহিয়াছে। ইন্দ্র পক্ষীরূপ ধরিয়া পারিক্ষিতদের বায়ুর নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। বায়ু তাহাদের নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া অশ্বমেধযাজিগণ যেখানে যায় সেখানে লইয়া

গেলেন। এইরূপে সেই গন্ধর্ব বায়ুর প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুতরাং বায়ুই ব্যষ্টি এবং বায়ুই সমষ্টি। যিনি ইহা জানেন তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন।' তারপর ভুজ্যু লাহ্যায়নি বিরত হইলেন।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

উষস্ত-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—সর্বান্তর আত্মা

১৭২. অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্ব ইত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো। যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো, যোঽপানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো, যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো, য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্বান্তর, এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ উষস্তঃ চাক্রায়ণঃ (চক্রের পুত্র) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিল) – যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ – যৎ (যাহা) সাক্ষাৎ (স+অক্ষ, অব্যয় ; চক্ষুসহ) অপরোক্ষাৎ (অপর + অক্ষ, অব্যয় ; প্রত্যক্ষ) ব্রহ্ম, যঃ আত্মা, সর্ব+অন্তরঃ (সকলের অভ্যন্তরস্থ) তম্ মে (আমাকে) ব্যাচক্ষ্ব (বল)। ইতি এষঃ (ইনি) তে (তোমার) আত্মা সর্বান্তরঃ কতমঃ, যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরঃ ? যঃ প্রাণেন প্রাণিতি (নিঃশ্বাসাদির কার্য করে) সঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ অপানেন অপানিতি (অপান বায়ুর কর্ম করে), সঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ যঃ ব্যানেন ব্যানিতি (ব্যান বায়ুর কার্য করে), সঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ ; যঃ উদানেন উদানিতি (উদান বায়ুর কার্য করে), সঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ এষঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ।

সরলার্থ ঃ তারপর উষস্ত চাক্রায়ণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন— হে যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁহার বিষয় আমাকে বল। যা – এই তোমার আত্মাই সকলের অন্তরাত্মা। উ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সবের মধ্যে কোনটি সর্বান্তর ? যা।—যিনি প্রাণদ্বারা নিশ্বাসাদির কাজ করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্বান্তর ; যিনি অপান বায়ুদ্বারা অপান-ক্রিয়া করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্বান্তর ; যিনি ব্যান দ্বারা ব্যানকার্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্বান্তর। যিনি উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্বান্তর।

মন্তব্য ঃ (ক) ছান্দোগ্য উপনিষদে 'উষস্তি চাক্রায়ণ' নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে (১।১০।১,১১।১)। 'উষস্তি' এবং 'উষস্ত' সম্ভবত একই ব্যক্তি। (খ) প্রাণ অপানাদি—১।৫।৩ মন্তব্য এবং ছাঃ ১।৩।৩ মন্তব্য দ্রষ্টব্য। (গ) এষঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ—এই অংশের বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে—(১) ইনিই তোমার আত্মা ও (ইনিই) সর্বান্তর। (২) তোমার আত্মাই এই সর্বান্তর পুরুষ। (৩) সেই সর্বান্তর পুরুষই তোমার আত্মা।

১৭৩. স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিব্রূয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো, ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ, এষ ত আত্মা সর্বান্তরোঽতোঽন্যদার্তং ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ উষস্তঃ চাক্রায়ণঃ—যথা বি+ব্রূয়াৎ (বিশেষ ভাবে বলে) অসৌ (ঐ, ঐ প্রকার) গৌঃ, অসৌ অশ্বঃ ইতি এবম্ এব (এই প্রকারই) এতৎ (ইহা) ব্যপদিষ্টম্ ভবতি (হইল)। যৎ এব সাক্ষাৎ অপরোক্ষং ব্রহ্ম, যঃ আত্মা সর্বান্তরঃ তম্ মে ব্যাচক্ষ্ব ইতি। এষঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ। কতমঃ যাজ্ঞবল্ক্য ! শ্রুতেঃ (শ্রবণের) শ্রোতারম্ (শ্রোতাকে) শৃণুয়াঃ (শ্রবণ করিতে পারে), ন মতেঃ (মননের) মন্তারম্ (মননকর্তাকে) মন্বীথাঃ (মনন করিতে পারে), ন বিজ্ঞাতেঃ (বিজ্ঞানের) বিজ্ঞাতারম্ (বিজ্ঞাতাকে) বিজানিয়াঃ (জানিতে পারে)। এষঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ, অতঃ (ইহা অপেক্ষা) অন্যৎ (অন্য) আর্তম্ (দুঃখজনক, বিনাশী)। ততঃ হ উষস্তঃ চাক্রায়ণঃ উপররাম (বিরত হইলেন)।

সরলার্থ ঃ সেই উষস্ত চাক্রায়ণ, বলিলেন—লোকে যেমন বলে গরু এইরূপ, ঘোড়া এইরূপ, তোমার উপদেশও সেইরকম হইল। যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা আত্মা ও সর্বান্তর তাহাই আমাকে বল। যা।—তোমার এই আত্মাই সর্বান্তর। উ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সবের মধ্যে কোন্‌টি সর্বান্তর ? যা।—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে কেহ দেখিতে পারে না, শ্রুতির শ্রোতাকে শুনিতে পারে না, মননের মননকর্তাকে মনন করিতে পারে না, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিতে পারে না। তোমার এই আত্মাই সর্বান্তর। ইহা ভিন্ন অন্য সমস্তই বিনাশী।

ইহার পর উষস্ত চাক্রায়ণ বিরত হইলেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম

১৭৪. অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেম্বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোঽন্য-দার্তং ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম ॥ ১

... হোলঃ কৌষীতকেয়ঃ (কুষীতকের বংশোদ্ভব) পপ্রচ্ছ—

যাজ্ঞবল্ক্য! ইতি হ উবাচ যৎ এব সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, যঃ আত্মা সর্বান্তরঃ, তম্ মে ব্যাচক্ষ্ব ইতি (৩।৪।১ দ্রঃ) এষঃ তে আত্মা সর্বান্তরঃ কতমঃ যাজ্ঞবল্ক্য! সর্বান্তরঃ? যঃ অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও পিপাসা; অশনায়া—অশনা বা ভোজন করিবার ইচ্ছা) শোকম্, মোহম্, জরাম্, মৃত্যুম্ অতি এতি (অতিক্রম করে)। এতম্ বৈ তম্ আত্মানম্ বিদিত্বা (জানিয়া) ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াঃ (পুত্র+এষণায়াঃ—পুত্রকামনা হইতে) চ, বিত্ত+এষণায়াঃ (বিত্ত কামনা হইতে) চ, লোক+এষণায়াঃ (স্বর্গাদি লোক কামনা হইতে) চ ব্যুত্থায় (উত্থিত হইয়া) অথ ভিক্ষাচর্যম্ (ভিক্ষাবৃত্তিকে) চরন্তি (আচরণ করে)। যা হি এব পুত্রৈষণা, সা বিত্তৈষণা; যা বিত্তৈষণা, সা লোকৈষণা। উভে (উভয়) হি এতে এষণে (এষণা, কামনা) এব ভবতঃ (হয়)। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্ নির্বিদ্য (নিশ্চিতরূপে ত্যাগ করিয়া) বাল্যেন (বাল্যভাবে) তিষ্ঠাসেৎ (স্থিতি করিতে ইচ্ছা করিবে); বাল্যম্ (বাল্যভাবকে) চ পাণ্ডিত্যম্ চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ; অমৌনম্ চ মৌনম্ চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ। সঃ ব্রাহ্মণঃ কেন (কি প্রকারে) স্যাৎ? যেন স্যাৎ, তেন ঈদৃশঃ (এই প্রকার) এব। অতঃ (ইহা হইতে) অন্যৎ আর্তম্ (দুঃখজনক)। ততঃ হ কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ উপররাম (বিরত হইলেন)।

সরলার্থ : এইবার কহোল কৌষীতকেয় প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তাঁহার বিষয়ই আমাকে বল। যা।—'এই আত্মাই সর্বান্তর।' ক।—'হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সকলের মধ্যে কোন্‌টি সর্বান্তর?' যা।—'যিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনিই। ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে জানিয়া পুত্র, বিত্ত ও লোক কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করেন। যাহা পুত্রকামনা তাহাই বিত্তকামনা—উভয়ই কামনা। (আবার) যাহা বিত্তকামনা তাহাই লোককামনা, উভয়ই কামনা। সেই জন্য ব্রাহ্মণকে পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া বালকভাবে অবস্থান করিতে হইবে। তাহার পর বাল্যভাব এবং পাণ্ডিত্য ত্যাগ করিয়া তিনি মুনি হইবেন। তাহারও পরে তিনি অমৌন এইং মৌনভব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইবেন।' ক।—'কি করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ হন?' যা।—'যে ভাবেই হউন, তিনি ব্রাহ্মণই হন। ইহা ছাড়া অন্য সমস্তই দুঃখজনক।'

তখন কহোল কৌষীতকেয় বিরত হইলেন।

মন্তব্য : (ক) কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ—শতপথ ব্রাহ্মণে (২।৪।৩।১) কহোল কৌষীতকি নামক এক ঋষির নাম ও উপদেশ পাওয়া যায়। শাঙ্খায়ন আরণ্যকের বংশব্রাহ্মণেও ইহার নাম আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'কহোল কৌষীতকেয়' উদ্দালক আরুণির সমসাময়িক এবং শাঙ্খায়ন আরণ্যকে কহোল কৌষীতকি ইঁহার শিষ্য। ইহাতেই মনে হয় এই উভয় নাম একই ব্যক্তির। (খ) নির্বিদ্য—শঙ্করের অর্থ 'নিঃশেষরূপ অবগত হইয়া'। নিঃ+বিদ্ ধাতুর অন্য একটা অর্থ—'পরিত্যাগ করা'। সঙ্গত বলিয়া আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ধাতুর অর্থ বিচার করিয়া শঙ্করের ব্যাখ্যাও সমর্থন করা যায়। (গ) বাল্যেন—শঙ্কর দুই স্থলে এই শব্দের দুই প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উপনিষদের ভাষ্যে বলিয়াছেন, বাল্য—বলের ভাব; বল—আত্মজ্ঞান রূপ বল। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে (২।৪।৫০) বলিয়াছেন: বাল্য—বালকের কর্ম বা ভাব; এস্থলে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের অভাবকেই 'বাল্য' বলা হইয়াছে। ৩।৪।৫০ সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে বাল্যকালে ইন্দ্রিয়তা বিকশিত হয় না, এইজন্য বালক অপরের নিকট আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে না।

এই প্রকার মুমুক্ষু ব্যক্তি জ্ঞান, অধ্যয়ন, ধার্মিকত্বাদি দেখাইয়া আপনাকে প্রখ্যাত করিবার চেষ্টা করিবেন না, তিনি দম্ভ ও দর্পাদিরহিত হইয়া অবস্থান করিবেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ, নিম্বার্ক, শঙ্করানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'বাল্য' শব্দকে 'বালকের ধর্ম বা ভাব' অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন ডয়সেন (Deussen) এবং গফ্ (Gough) উভয়েই এই মত পোষণ করেন। কিন্তু মোক্ষমূলার শঙ্করের প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাল্যেন = by real strength. তিনি বলেন—"I doubt whether the 'knowledge of babes' is not a Christian rather than an Indian idea। তিনি মনে করেন 'বালকের ন্যায় হওয়া'—এ ভাব ভারতীয় ভাব নহে, বরং ইহা খৃষ্টানদের ভাব।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ (১)—কিসে সমুদয় ওতপ্রোত?

১৭৫. অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমপ্সোতং চ প্রোতং চ কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু গন্ধর্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাতিপ্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম ॥ ১

অন্বয় : তথ হ এনম্ (যাজ্ঞবল্ক্যকে) গার্গী বাচক্নবী (বচক্নুর কন্যা) পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি হ উবাচ—যৎ ইদম্ সর্বম্ (এই যে সমুদয়; 'যৎ' অর্থ 'যেহেতু'ও হইতে পারে) অপ্সু (জলসমূহে) ওতম্ (আ+উতম্, বয়ন করা বস্ত্রের দীর্ঘ-দিকের সূত্রের ন্যায়; ওত—টানা) চ প্রোতম্ (প্র+উতম্, প্রস্থের দিকের সূতার ন্যায়) চ কস্মিন্ (কোন্ বস্তুতে) উ খলু আপঃ ওতাঃ চ, প্রোতাঃ চ? ইতি বায়ৌ (বায়ুতে) গার্গি ইতি কস্মিন্ নু খলু বায়ুঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ? ইতি অন্তরিক্ষলোকেষু গার্গি। ইতি। কস্মিন্ নু খলু অন্তরিক্ষলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি। গন্ধর্বলোকেষু গার্গি। ইতি কস্মিন্ নু খলু গন্ধর্বলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি আদিত্যলোকেষু গার্গি ইতি। কস্মিন্ নু খলু আদিত্যলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি। চন্দ্রলোকেষু গার্গি! ইতি কস্মিন্ নু খলু চন্দ্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গি ইতি। কস্মিন্ নু খলু নক্ষত্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ?

ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। দেবলোকেষু গার্গি ইতি। কস্মিন্ নু খলু দেবলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। ইন্দ্রলোকেষু গার্গি ! ইতি। কস্মিন্ নু খলু ইন্দ্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। প্রজাপতিলোকেষু গার্গি ! ইতি। কস্মিন্ নু প্রজাপতিলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। ব্রহ্মলোকেষু গার্গি ইতি। কস্মিন্ নু খলু ব্রহ্মলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। সঃ হ উবাচ—গার্গি ! মা অতিপ্রাক্ষীঃ (অতিরিক্ত প্রশ্ন করিও না), মা (না) তে (তোমার) মূর্ধা (মস্তক) ব্যপপ্তৎ (পতিত হয়)। অনতিপ্রশ্ন্যাম্ (যাহার বিষয় অধিক প্রশ্ন করা উচিত নয়) বৈ দেবতাম্ অতিপৃচ্ছসি (অধিক প্রশ্ন করিতেছ)। গার্গি ! মা অতিপ্রাক্ষীঃ ইতি। ততঃ হ গার্গী বাচক্নবী উপররাম (বিরত হইলেন)।

সরলার্থ ঃ তারপর গার্গী বাচক্নবী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সবকিছুই জলে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু জল কাহাতে ওতপ্রোত হয় ? যা।—হে গার্গি, বায়ুতে। গা—বায়ু কাহাতে ওতপ্রোত ? যা।—অন্তরিক্ষলোকে। গা।—অন্তরিক্ষলোক কাহাতে ওতপ্রোত ? যা।—গন্ধর্ব-লোকে। গা। - গন্ধর্বলোক কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান ? যা। আদিত্যলোকে। গা।—আদিত্যলোক কাহাতে ওতপ্রোত ? যা।—চন্দ্রলোকে। গা—চন্দ্রলোক কাহাতে ওতপ্রোত ? যা।—নক্ষত্রলোকে। গা। —নক্ষত্রলোক কাহাতে ওতপ্রোত ? যা।—দেবলোকে। গা।—দেবলোক কাহাতে ওতপ্রোত ? যা।—ইন্দ্রলোকে। গা।—ইন্দ্রলোক কাহাতে ওতপ্রোত ? যা।—প্রজাপতিলোকে। গা।—প্রজাপতি-লোক কাহাতে ওতপ্রোত ? যা।—ব্রহ্মলোকে। গা।—ব্রহ্মলোক কাহাতে ওতপ্রোত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, 'অতিপ্রশ্ন' করিও না—তোমার মস্তক যেন খসিয়া না পড়ে। যে দেবতার বিষয়ে 'অতিপ্রশ্ন' করা উচিত নয়, তুমি তাহারই বিষয়ে অতিপ্রশ্ন করিতেছ। হে গার্গি, অতিপ্রশ্ন করিও না। তখন গার্গী বাচক্নবী বিরত হইলেন।

মন্তব্য ঃ প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিতে পারে, কিন্তু প্রশ্নেরও সীমা আছে। পূর্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে 'ব্রহ্মলোক'ই শেষ সীমা ; সীমাকে আর অতিক্রম করা যায় না। ইহা অতিক্রম করিবার জন্য যদি কোন প্রশ্ন করা হয় তবে তাহা 'অতিপ্রশ্ন'। যজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, 'অতিপ্রশ্ন' করিও না অর্থাৎ সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক প্রশ্ন করিও না।

সপ্তম ব্রাহ্মণ

উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ

১৭৬. অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষ্ববসাম পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্যাসীদ্ভার্যা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎ কবন্ধ আথর্বণ ইতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তৎসূত্রং যেনায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তীতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ভগবন্ বেদেতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্যামিণং য ইমং চ লোকং সর্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তং ভগবন্বেদেতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ যো বৈ তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাত্তং চান্তর্যামিণমিতি স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ববিদিতি তেভ্যোঽব্রবীত্তদহং বেদ তচ্চেত্ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাংস্তং চান্তর্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি বেদ বা অহং গৌতম তৎসূত্রং তং চান্তর্যামিণমিতি যো বা ইদং কশ্চিদ্ ব্রূয়াদ্বেদ বেদেতি যথা বেত্থ তথা ব্রূহীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ উদ্দালকঃ আরুণিঃ (অরুণের পুত্র) প্রপচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্য ! ইতি হ উবাচ মদ্রেষু (মদ্রদেশে, মদ্রবাসীদিগের মধ্যে) অবসাম (বাস করিয়া-ছিলাম) পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য (পতঞ্চল কাপ্যের ; কাপ্য = কপি গোত্রের) গৃহেষু যজ্ঞম্ অধীয়ানাঃ (শিক্ষার্থী হইয়া)। তস্য অসীৎ (ছিল) ভার্যা গন্ধর্ব-গৃহীতা (গন্ধর্বাবিষ্টা)। তম্ (সেই গন্ধর্বকে) অপৃচ্ছাম (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম)—কঃ অসি ? ইতি। সঃ অব্রবীৎ—কবন্ধঃ অথর্বণঃ ইতি। সঃ অব্রবীৎ পতঞ্চলম্ কাপ্যম্ যাজ্ঞিকান্ চ (এবং যাজ্ঞিকদিগকেও, শিষ্যদিগকেও)—বেত্থ (জান) ? নু ত্বম্ কাপ্য ; তৎসূত্রম্ (সেই সূত্রকে) যেন (যাহা দ্বারা) অয়ম্ চ লোকঃ (এই লোক), পরঃ চ লোকঃ (পরলোক), সর্বাণি চ ভূতানি (সর্বভূত) সম্ + দৃব্ধানি (গ্রথিত) ভবন্তি ? ইতি। সঃ অব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ ন অহম্ তৎ ভগবন্ বেদ (জানি) ইতি সঃ অব্রবীৎ পতঞ্চলম্ কাপ্যম্ যাজ্ঞিকান্ চ বেত্থ নু ত্বম্ কাপ্য ! তম্ অন্তর্যামিণম্ (সেই অন্তর্যামীকে) যঃ ইমম্ চ লোকম্ (এই লোকে), পরম্ চ লোকম্ (পরলোককে), সর্বাণি চ ভূতানি (সর্বভূতকে) যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরে থাকিয়া) যময়তি (নিয়মিত করেন) ? ইতি। সঃ অব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ—ন অহম্ ভগবন্ ! বেদ ইতি ! স অব্রবীৎ পতঞ্চলম্ কাপ্যম্ যাজ্ঞিকান্ চ যঃ বৈ তৎ কাপ্য ! সূত্রম্ বিদ্যাৎ (জানে), তম্ চ অন্তর্যামিণম্ ইতি সঃ ব্রহ্মবিৎ, সঃ লোকবিৎ, সঃ দেববিৎ, স বেদবিৎ, সঃ ভূতবিৎ, সঃ আত্মবিৎ, সঃ সর্ববিৎ ইতি—তেভ্যঃ (তাহাদিগকে) অব্রবীৎ (সেই গন্ধর্ব বলিয়াছিল)। তৎ (এই তত্ত্বকে) অহম্ বেদ (জানি)। তৎ চেৎ (যদি) ত্বম্ যাজ্ঞবল্ক্য ! সূত্রম্ অবিদ্বান্ ত্বম্ চ অন্তর্যামিণম্ ব্রহ্মগবীঃ (ব্রহ্মজ্ঞের প্রাপ্য গরু) উৎ+অজসে (লইয়া যাও) মূর্ধা তে (তোমার) বিপতিষ্যতি (নিপতিত হইবে), ইতি। বেদ বৈ অহম্, গৌতম ! তৎসূত্রম্, তম্ চ অন্তর্যামিণম্ ইতি। যঃ বৈ ইদম্ কঃ+চিৎ ব্রূয়াৎ (বলিতে পারে), বেদ, বেদ ইতি। যথা (যে প্রকারে) বেত্থ (জান) তথা ব্রূহি (বল) ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর উদ্দালক আরুণি ইহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যজ্ঞ অধ্যয়ন করিবার জন্য আমরা মদ্রদেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। তাহার ভার্যা গন্ধর্বাবিষ্টা হইয়াছিল। সেই গন্ধর্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কে ?' সে বলিল, 'আমি কবন্ধ আথর্বণ।' সে কাপ্যকে এবং যাজ্ঞিকগণকেও বলিল—'কাপ্য, তুমি কি সেই সূত্রের বিষয় জান যাহা দ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং সর্বভূত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ?' পতঞ্চল বলিল—'ভগবান, আমি তাহা জানি না।' সে পতঞ্চল কাপ্যকে এবং যাজ্ঞিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—'কাপ্য, তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অন্তরে থাকিয়া ইহলোক, পরলোক ও সর্বভূতকে নিয়মিত করিতেছেন ?' কাপ্য উত্তর করিল, 'আমি

তাঁহাকে জানি না।' তখন গন্ধর্ব কাপ্য এবং যাজ্ঞিকদিগকে বলিল—'হে কাপ্য, সেই সূত্র ও সেই অন্তর্যামীকে যে জানে, সে ব্রহ্মবিৎ, লোকবিৎ, দেববিৎ, বেদবিৎ, ভূতবিৎ, আত্মবিৎ এবং সর্ববিৎ হয়।' এই কথা শুনিয়া উদ্দালক বলিলেন, 'আমি তাহা জানি। তুমি যদি (সেই) সূত্র ও সেই অন্তর্যামীকে না জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞের প্রাপ্য এইসব গরু লইয়া যাও তবে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে।' যা।—হে গৌতম, আমি সেই সূত্র ও সেই অন্তর্যামীকে জানি। উ।—যে কেহ তো বলিতে পারে 'আমি জানি', 'আমি জানি।' যাহা জান, বল।

মন্তব্য : উদ্দালকঃ আরুণিঃ—ইনি গৌতম নামে পরিচিত। 'প্রিয়ব্রত সৌমাপি' ইঁহার একজন গুরু (শাঙ্খায়ন আরণ্যক, ১৫)। যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকের অন্যতম শিষ্য (বৃহঃ উঃ ৬।৩।৭ ; ৬।৫।৩)। ইঁহার আরও দুইজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়—কৌষীতকি (শাঙ্খায়ন আঃ ১৫) এবং প্রোতি কৌশাম্বেয় কৌসুরুবিন্দি (শতপথ ব্রাঃ ১২।২।২।১৩)। উদ্দালক 'ব্রহ্মোদ্য' বিষয়ে প্রাচীনযোগ্য শৌচেয়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন (শতপথ ব্রাঃ ১১।৫।৩)। নানা বৈদিক গ্রন্থে ইঁহার মতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ইঁহার প্রধান উপদেশ জগদ্বিখ্যাত 'তত্ত্বমসি' বাক্য (ছাঃ উঃ, ৬ষ্ঠ প্রপাঠক)। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে (বৃহঃ ৩।৭) যে ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহাও তিনি অবগত ছিলেন। উদ্দালক অতি উদারচেতা জ্ঞানীপিপাসু ঋষি ছিলেন। তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিবার জন্য তিনি রাজা অশ্বপতি কৈকেয় (ছাঃ উঃ ৫।১১) ও রাজা প্রবাহণ জৈবলি (ছাঃ ৫।৩ ; বৃহঃ উঃ ৬।২) এই দুইজন ক্ষত্রিয়েরও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৭৭. স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি, তস্মাদ্বৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহুর্ব্যস্রংসিষতাস্যাঙ্গানীতি বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সংদৃব্ধানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্যামিণং ব্রূহীতি ॥ ২

অন্বয় : সঃ হ উবাচ—বায়ুঃ বৈ গৌতম ! তৎসূত্রম্ ; বায়ুনা [সূত্রেণ] (বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা) বৈ গৌতম ! সূত্রেণ অয়ম্ চ লোকঃ পরঃ চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সম্+দৃব্ধানি ভবন্তি। তস্মাৎ বৈ গৌতম ! পুরুষম্ প্র+ইতম্ (মৃত মানুষকে) আহুঃ (বলে) বি+অস্রংসিষত (বিস্রস্ত অর্থাৎ শিথিল হইয়া যায়) অস্য অঙ্গানি ইতি। বায়ুনা হি গৌতম! সূত্রেণ সম্+দৃব্ধানি ভবন্তি ইতি। এবম্ এব (এই প্রকারেই) এতৎ (ইহা), যাজ্ঞবল্ক্য ! অন্তর্যামিণম্ ব্রূহি ইতি।

সরলার্থ : যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র ; বায়ুরূপী সূত্র দ্বারাই ইহলোক, পরলোক ও সর্বভূত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য মানুষ মারা গেলে (লোকে) বলে 'তাহার সবই শিথিল হইয়া গিয়াছে'। কারণ বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই সবকিছু গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। উ—ইহা এই রকমই বটে। এখন অন্তর্যামীর কথা বল।

১৭৮. যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩

অন্বয় : য পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) তিষ্ঠন্ (থাকিয়া) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে) অন্তরঃ (পৃথক্) যম্ (যাহাকে) পৃথিবী ন বেদ (জানে), যস্য পৃথিবী

শরীরম্ যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ (অভ্যন্তরে থাকিয়া) যময়তি (নিয়মিত করেন), এষঃ (ইনি) তে (তোমার) আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

সরলার্থঃ যা।—যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর এবং পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া যিনি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৭৯. যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪

১৮০. যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫

১৮১. যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬

অন্বয় : যঃ অপ্সু (জলে) তিষ্ঠন্, অদ্ভ্যঃ (জল হইতে) অন্তরঃ যম্ আপঃ (জলসমূহ) ন বিদুঃ (জানে), যস্য আপঃ শরীরম্, যঃ অপঃ (জলসমূহকে) অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ। যঃ অগ্নৌ (অগ্নিতে) তিষ্ঠন্, অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) অন্তরঃ, যম্ অগ্নিঃ ন বেদ, যস্য অগ্নিঃ শরীরম্, যঃ অগ্নিম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ। যঃ অন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্, অন্তরিক্ষাৎ অন্তরঃ, যম্ অন্তরিক্ষম্ ন বেদ, যস্য অন্তরিক্ষম্ শরীরম্ যঃ অন্তরিক্ষম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

সরলার্থ (৪-৬ মন্ত্র) : যিনি জলে আছেন, অথচ জল হইতে পৃথক্, জল যাঁহাকে জানে না, কিন্তু জল যাঁহার শরীর এবং যিনি জলের মধ্যে থাকি জলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, কিন্তু অগ্নি যাঁহার শরীর এবং যিনি অগ্নির মধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি অন্তরিক্ষে থাকিয়াও অন্তরিক্ষ হইতে পৃথক্, অন্তরিক্ষ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু অন্তরিক্ষ যাঁহার শরীর এবং যিনি অন্তরিক্ষের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৮২. যো বায়ৌ তিষ্ঠন্বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭

১৮৩. যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮

১৮৪. য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯

অন্বয় : যঃ বায়ৌ (বায়ুতে) তিষ্ঠন্, বায়োঃ (বায়ু হইতে) অন্তরঃ, যম্ বায়ুঃ ন বেদ, যস্য বায়ুঃ শরীরম্ যঃ বায়ুম্ অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ। যঃ দিবি (দ্যুলোকে) তিষ্ঠন্, দিবঃ (দ্যুলোক হইতে) অন্তরঃ, যম্ দ্যৌঃ ন বেদ, যস্য দ্যৌঃ শরীরম্, যঃ দিবম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ। যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্, আদিত্যাৎ অন্তরঃ, যম্ আদিত্যঃ ন বেদ, যস্য আদিত্যঃ শরীরম্, যঃ আদিত্যম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

সরলার্থ (৭-৯ মন্ত্র) : যিনি বায়ুতে আছেন, অথচ বায়ু হইতে পৃথক্, বায়ু যাঁহাকে জানে না, কিন্তু বায়ু যাঁহার শরীর এবং যিনি বায়ুর অন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা ; তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি দ্যুলোকে থাকিয়াও দ্যুলোক হইতে পৃথক, দ্যুলোক যাঁহাকে জানে না, কিন্তু দ্যুলোক যাঁহার শরীর এবং যিনি দ্যুলোকের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে পৃথক, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, কিন্তু আদিত্য যাঁহার শরীর এবং যিনি আদিত্যের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৮৫. যো দিক্ষু তিষ্ঠন্দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০

১৮৬. যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১

অন্বয় : যঃ দিক্ষু (দিক্‌সমূহে) তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যঃ (দিক্‌সমূহ হইতে) অন্তরঃ, যম্ দিশঃ (দিক্‌সমূহ) ন বিদুঃ (জানে) যস্য দিশঃ শরীরম্, যঃ দিশঃ (দিক্‌সমূহকে) অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ। যঃ চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্, চন্দ্রতারকাৎ (চন্দ্রতারকা হইতে) অন্তরঃ, যম্ চন্দ্রতারকম্ ন বেদ, যস্য চন্দ্রতারকম্ শরীরম্, যঃ চন্দ্রতারকম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।

সরলার্থ : (১০-১১ মন্ত্র) : যিনি দিক্‌সমূহে থাকিয়াও দিক্‌সমূহ হইতে পৃথক, দিক্‌সমূহ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর, এবং যিনি দিক্‌সমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি চন্দ্রতারকাতে রহিয়াছেন অথচ চন্দ্রতারকা হইতে পৃথক্, চন্দ্রতারকা যাঁহাকে জানে না, কিন্তু চন্দ্রতারকা যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৮৭. য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২

১৮৮. যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩

১৮৯. যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবতমথাধিভূতম্ ॥ ১৪

অন্বয় : যঃ আকাশে তিষ্ঠন্, আকাশাৎ (আকাশ হইতে) অন্তরঃ, যম্ আকাশঃ ন বেদ, যস্য আকাশঃ শরীরম্, যঃ আকাশম্ অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। যঃ তমসি (অন্ধকারে) তিষ্ঠন্, তমসঃ (অন্ধকার হইতে) অন্তরঃ, যম্ তমঃ ন বেদ, যস্য তমঃ শরীরম্, যঃ তমঃ অন্তরঃ যময়তি,—এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ। যঃ তেজসি (তেজে) তিষ্ঠন্, তেজসঃ (তেজ হইতে) অন্তরঃ, যম্ তেজঃ ন বেদ শরীরম্, যঃ তেজঃ অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ। ইতি অধিদৈবতম্। অথ অধিভূতম্।

সরলার্থ : (১২-১৪ মন্ত্র)—যিনি আকাশে থাকিয়াও আকাশ হইতে পৃথক্, আকাশ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু আকাশ যাঁহার শরীর এবং আকাশের অন্তরে থাকিয়া যিনি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি অন্ধকারে থাকিয়াও অন্ধকার হইতে পৃথক্, অন্ধকার যাঁহাকে জানে না, কিন্তু অন্ধকার যাঁহার শরীর এবং অন্তরে থাকিয়া যিনি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি তেজে আছেন অথচ তেজ হইতে পৃথক্, তেজ যাহাকে জানে না, কিন্তু তেজ যাঁহার শরীর এবং তেজের মধ্যে থাকিয়া যিনি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। এই পর্যন্ত দেবতাবিষয়ক। ইহার পর ভূতবিষয়ে বলা যইতেছে।

১৯০. যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৫

১৯১. যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬

অন্বয় : যঃ সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) তিষ্ঠন্, সর্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (সমুদয় ভূত হইতে) অন্তরঃ, যম্ সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ (জানে), যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরম্, যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ। ইতি অধিভূতম্ অথ অধ্যাত্মম্ (দেহ সংক্রান্ত)—যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্, প্রাণাৎ (প্রাণ হইতে) অন্তরঃ, যম্ প্রাণঃ ন বেদ, যস্য প্রাণঃ শরীরম্, যঃ প্রাণম্ অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

সরলার্থ : (১৫-১৬ মন্ত্র) যিনি সর্বভূতে আছেন অথচ সর্বভূত হইতে পৃথক্, সর্বভূত যাঁহকে জানে না, কিন্তু সর্বভূত যাঁহার শরীর এবং সর্বভূতের অন্তরে থাকিয়া যিনি সর্বভূতকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। এই পর্যন্ত অধিভূত-বিষয়ক।

এইবার অধ্যাত্মবিষয়ে—যিনি প্রাণে রহিয়াছেন অথচ প্রাণ হইতে পৃথক্, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু প্রাণ যাঁহার শরীর এবং প্রাণের মধ্যে থাকিয়া যিনি প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৯২. যো বাচি তিষ্ঠন্বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭

১৯৩. যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮

১৯৪. যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠঞ্ছ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯

অন্বয় : যঃ বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) তিষ্ঠন্, বাচঃ (বাক্ হইতে) অন্তরঃ, যম্ বাক্ ন বেদ, যস্য বাক্ শরীরম্, যঃ বাচম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ। যঃ চক্ষুষি (চক্ষুতে) তিষ্ঠন্, চক্ষুষঃ (চক্ষু হইতে) অন্তরঃ, যম্ চক্ষুঃ ন বেদ, যস্য চক্ষুঃ শরীরম্, যঃ চক্ষুঃ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাৎ (শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে) অন্তরঃ, যম্ শ্রোত্রম্ ন বেদ, যস্য শ্রোত্রম্ শরীরম্, যঃ শ্রোত্রম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

সরলার্থ (১৭-১৯ মন্ত্র) : যিনি বাগিন্দ্রিয়ে থাকিয়াও বাক্ হইতে পৃথক, বাক্ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু বাক্ যাঁহার শরীর এবং বাগিন্দ্রিয়ের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি চক্ষুতে আছেন, অথচ চক্ষু হইতে পৃথক্, চক্ষু যাহাকে জানে না, কিন্তু চক্ষু যাঁহার শরীর এবং যিনি চক্ষুর অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি কর্ণে থাকিয়াও কর্ণ হইতে পৃথক্, কর্ণ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু কর্ণ যাঁহার শরীর এবং যিনি কর্ণের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৯৫. যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০

১৯৬. যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১

১৯৭. যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২২

অন্বয় : যঃ মনসি (মনে) তিষ্ঠন্, মনসঃ (মন হইতে) অন্তরঃ, যম্ মনঃ ন বেদ, যস্য মনঃ শরীরম্, যঃ মনঃ অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ। যঃ ত্বচি (ত্বকে) তিষ্ঠন্, ত্বচঃ (ত্বক্ হইতে) অন্তরঃ, যম্ ত্বক্ ন বেদ, যস্য ত্বক্ শরীরম্, যঃ ত্বচম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ। যঃ বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্, বিজ্ঞানাৎ (বিজ্ঞান হইতে) অন্তরঃ, যঃ বিজ্ঞানম্ ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানম্ শরীরম্, যঃ বিজ্ঞানম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

সরলার্থ : (২০-২২ মন্ত্র) : যিনি মনে আছেন অথচ মন হইতে পৃথক্, মন যাঁহাকে জানে না, কিন্তু মন যাঁহার শরীর এবং যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি ত্বকে অবস্থিত, অথচ ত্বক্ হইতে পৃথক, ত্বক্ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু ত্বক্ যাঁহার শরীর এবং ত্বকের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়াও বিজ্ঞান হইতে পৃথক্, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, কিন্তু বিজ্ঞান যাঁহার শরীর এবং বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন—তিনিই আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৯৮. যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥ ২৩

অন্বয় : যঃ রেতসি (শুক্রে, জীববীজে) তিষ্ঠন্, রেতসঃ অন্তরঃ, যম্ রেতঃ ন

বেদ, যস্য রেতঃ শরীরম্, যঃ রেতঃ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ। অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা ; অশ্রুতঃ শ্রোতা ; অমতঃ (যাহাকে মনন করা হয় নাই) মন্তা ; অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতা। ন অন্যঃ অতঃ (ইহা হইতে) অস্তি দ্রষ্টা ; ন অন্যঃ অতঃ অস্তি শ্রোতা ; ন অন্যঃ অতঃ অস্তি মন্তা ; ন অন্যঃ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতা। এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ ; অতঃ অন্যৎ আর্তম্ (দুঃখজনক, বিনাশী)। ততঃ (তদনন্তর) হ উদ্দালকঃ আরুণিঃ উপররাম (বিরত হইলেন)।

সরলার্থ : যিনি শুক্রে থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক্, শুক্র যাঁহাকে জানে না, কিন্তু শুক্র যাঁহার শরীর এবং শুক্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন—তিনিই তোমার আত্মা ; ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। তিনি অদৃষ্ট কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু সকলের শ্রোতা, তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি সকলের মননকর্তা ; তিনি অবিজ্ঞাত, কিন্তু বিজ্ঞাতা। ইনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই, কেহ শ্রোতা নাই, কেহ মননকর্তা নাই, কেহ বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত ; ইনি ভিন্ন আর সবই বিনাশী। ইহার পর উদ্দালক আরুণি বিরত হইলেন।

অষ্টম ব্রাহ্মণ

গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ (২)—আকাশ ও আকাশের আধার অক্ষর

১৯৯. অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১

অন্বয় : অথ হ বাচক্নবী (বচক্নুর কন্যা) উবাচ—ব্রাহ্মণাঃ ! ভগবন্তঃ ! (ভগবান্‌গণ) হন্ত ! অহম্ ইমম্ (ইঁহাকে) দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি (প্রশ্ন করিব)। তৌ (সেই দুই প্রশ্নকে) চেৎ (যদি) মে (আমাকে) বক্ষ্যতি (বলিবেন), ন জাতু (কদাচিৎ) যুষ্মাকম্ (আপনাদিগের মধ্যে) ইমম্ (ইঁহাকে) কঃ চিৎ (কেহ) ব্রহ্মোদ্যম্ (ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে) জেতা ইতি। পৃচ্ছ (জিজ্ঞাসা কর) গার্গি ! ইতি।

সরলার্থ : তারপর বাচক্নবী বলিলেন—'ভগবান ব্রাহ্মণগণ, আমি ইঁহাকে দুইটি প্রশ্ন করিব। ইনি যদি এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবে আপনারা কেহই ইঁহাকে ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।' ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—'গার্গি, জিজ্ঞাসা কর'।

মন্তব্য : ব্রহ্মোদ্যম্—এই শব্দের দুই অর্থ হইতে পারে : (১) ব্রহ্মবাদী, (২) ব্রহ্মবিচার। ভারতীয় ব্যাখ্যাকারগণ অনেকেই 'ব্রহ্মবাদী' অর্থে 'ব্রহ্মোদ্য' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, শতপথ ব্রাহ্মণে বহুস্থলে 'ব্রহ্মবিচার' অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলেও 'ব্রাহ্মণগণের সংবাদ বা বিচার' অর্থে এই শব্দকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২০০. সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ২

অন্বয় : সা হ উবাচ—অহম্ বৈ ত্বা (তোমাকে) যাজ্ঞবল্ক্য ! যথা (যেমন)

কাশ্যঃ (কাশীদেশের) বা বৈদেহঃ বা (বিদেহ দেশের) উগ্রপুত্রঃ (বীরপুত্র) উজ্জ্যম্ (যে ধনুতে জ্যা নাই) ধনুঃ অধিজ্যম্ (জ্যাযুক্ত) কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্ন+অতিব্যাধিনৌ (শত্রু সন্তাপকারী ; সপত্ন—শত্রু, অতিব্যাধিন্—যে বিদ্ধ করে) হস্তে কৃত্বা উপোত্তিষ্ঠেৎ (উপস্থিত হয়), এবম্ এব (এই প্রকার) অহম্ ত্বা দ্বাভ্যাম্ প্রশ্নাভ্যাম্ (দুইটি প্রশ্নের সহিত) উপ + উৎ + অস্থাম্ (উপস্থিত হইয়াছি) তৌ (এই দুইটি প্রশ্ন) মে (আমাকে) ব্রূহি (বল) ইতি । পৃচ্ছ গার্গি ! ইতি ।

সরলার্থ : গার্গী বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য, যেমন কাশী কিংবা বিদেহ দেশের বীরপুত্র ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া শত্রুবিদারী দুই শর হাতে লইয়া উপস্থিত হয় আমিও তেমনি দুইটি প্রশ্ন লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি । তুমি আমাকে এই দুই প্রশ্নের উত্তর দাও ।' যাজ্ঞবল্ক্য—'গার্গি, জিজ্ঞাসা কর ।'

২০১. সা হোবাচ যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৩

অন্বয় : সা হ উবাচ—যৎ (যাহা) উর্ধ্বম্, যাজ্ঞবল্ক্য, দিবঃ (দ্যো অপেক্ষা), যৎ অবাক্ (নিম্নে) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে), যৎ অন্তরা (মধ্যে, অব্যয়) দ্যাবাপৃথিবী (বৈদিক, দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যো ও পৃথিবী) ইমে (এই দুই), যৎ ভূতম্ (অতীত) চ, ভবৎ (বর্তমান) চ, ভবিষ্যৎ চ, ইতি আচক্ষতে (বলে) কস্মিন্ (কাহাতে) তৎ ওতম্ চ প্রোতম্ চ ? ইতি (৩।৬।১ মন্ত্র দ্রঃ) ।

সরলার্থ : গার্গী বলিলেন—'যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে, পৃথিবীর নিম্নে এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে রহিয়াছে, যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—লোকে যাহা এইরকম বলে—তাহা কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান ?'

মন্তব্য : (ক) যৎ অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে—মোক্ষমূলারের এই অংশের অর্থ : 'embracing heaven and earth'—দ্যো ও পৃথিবী সমন্বিত । (খ) ইতি আচক্ষতে—কেহ কেহ বলেন এই অংশ পূর্ববর্তী সমুদয় অংশের সহিত অর্থাৎ 'যৎ উর্ধ্বম্……ভবিষ্যৎ চ' এই অংশের সহিত যুক্ত ।

২০২. স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৪

অন্বয় : সঃ হ উবাচ—যৎ উর্ধ্বং গার্গি ! দিবঃ যৎ অবাক্ পৃথিব্যাঃ যৎ অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যৎ ভূতম্ চ, ভবৎ চ ভবিষ্যৎ চ ইতি আচক্ষতে—আকাশে তৎ ওতম্ চ প্রোতম্ চ ইতি ।

সরলার্থ : যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে, পৃথিবীর নিম্নে, যাহা এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে, যাহা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এইরকম লোকে যাহা বলে—তাহা সবই আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে ।

২০৩. সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপরস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ৫

অন্বয় : সা হ উবাচ—নমঃ তে অস্তু যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ (যঃ-ত্বম্, যে তুমি) মে (আমাকে) এতম্ (এই প্রশ্নকে) বি+অবোচঃ (বলিয়াছ) । অপরস্মৈ (অপর প্রশ্নের জন্য) ধারয়স্ব (ধারণ কর, মনকে প্রস্তুত কর) । পৃচ্ছ গার্গি ! ইতি ।

সরলার্থ : গা।—যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ, তোমাকে নমস্কার । এইবার অপর প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হও । যা।—গার্গি, জিজ্ঞাসা কর ।

২০৪. সা হোবাচ যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা-পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৬

অন্বয় : সা হ উবাচ—যৎ উর্ধ্বম্ যাজ্ঞবল্ক্য ! দিবঃ, যৎ অবাক্ পৃথিব্যাঃ, যৎ অন্তরা—দ্যাবা-পৃথিবী ইমে, যৎ ভূতম্ চ ভবৎ চ, ভবিষ্যৎ চ—ইতি আচক্ষতে কস্মিন্ তৎ ওতম্ প্রোতম্ চ ? ইতি ।

সরলার্থ : গা।—যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে, পৃথিবীর নিম্নে এবং এই উভয়লোকের মধ্যে অবস্থিত, যাহা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এইরকম যাহা লোকে বলে—তাহা কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোত রহিয়াছে ?

২০৫. স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ৭

অন্বয় : সঃ হ উবাচ —যৎ উর্ধ্বম্ গার্গি ! দিবঃ যৎ অবাক্ পৃথিব্যাঃ যৎ অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যৎ ভূতম্ চ, ভবৎ চ ভবিষ্যৎ চ—ইতি আচক্ষতে—আকাশে এব তৎ ওতম্ চ প্রোতম্ চ ইতি । কস্মিন্ (কোন বস্তুতে) নু খলু আকাশঃ ওতঃ চ, প্রোতঃ চ ? ইতি ।

সরলার্থ : যা।—যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে, পৃথিবীর নিম্নে এবং যাহা এই উভয় লোকের মধ্যে রহিয়াছে, যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এইরূপ যাহা লোকে বলে—তাহা সবই আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে । গা।—এই আকাশ কিসে ওতপ্রোত রহিয়াছে ?

২০৬. স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম-লোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রম-অবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ ৮

অন্বয় : সঃ হ উবাচ—এতৎ বৈ তৎ (এই সেই) অক্ষরম্ (ক্ষয়রহিত) গার্গি ! ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি (বলেন)—অস্থূলম্, অনণু (যাহা অণু নহে), অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ (যাহা তরল নহে), অচ্ছায়ম্ (যাহা ছায়া নহে) অতমঃ (যাহা তম নহে), অবায়ু, অনাকাশম্ (যাহা আকাশ নহে), অসঙ্গম্ (যাহা কোন বস্তুতে আসক্ত হয় না অর্থাৎ লাক্ষাদির ন্যায় লগ্ন হয় না), অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ (চক্ষুবিহীন) অশ্রোত্রম্ (শ্রোত্রবিহীন), অবাক্ (বাগিন্দ্রিয়-বিহীন) অমনঃ (মনোরহিত), অতেজস্কম্ (তেজশূন্য) অপ্রাণম্ (প্রাণবিহীন) অমুখম্ (মুখবিহীন), অমাত্রম্ (মাত্রা অর্থাৎ পরিমাণবিহীন) অনন্তরম্ (অন্তর-রহিত) অবাহ্যম্ (যাহার বাহ্য নাই) । ন তৎ অশ্নাতি (ভোজন করে) কিম্ চ, ন তৎ (তাহাকে) অশ্নাতি কঃ+চন (কেহ) ।

সরলার্থ : যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ বলেন—ইনি সেই অক্ষর। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব, দীর্ঘ বা লোহিত নহেন ; তিনি স্নেহবস্তু নহেন, ছায়া নহেন, অন্ধকার, কি বায়ু বা আকাশও নহেন ; তিনি অসঙ্গ, অ-রস, অ-চক্ষু, অ-কর্ণ ; তিনি বাগিন্দ্রিয়-বিহীন, মনোবিহীন, তেজোরহিত, প্রাণরহিত, মুখরহিত ; তিনি অপরিমেয়, অন্তররহিত, বাহ্যরহিত। তিনি কিছুই ভোজন করেন না এবং তাঁহাকে কেহ ভোজন করে না।

২০৭. এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ ৯

অন্বয় : এতস্য বৈ অক্ষরস্য (এই অক্ষরের) প্রশাসনে গার্গি ! সূর্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য+চন্দ্রমস্, সূর্য ও চন্দ্র) বিধৃতৌ (বিধৃত অবস্থায়, বিশেষভাবে ধৃত) তিষ্ঠতঃ (বর্তমান রহিয়াছে)। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে (বিধৃত অবস্থায়) তিষ্ঠতঃ। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! নিমেষাঃ (নিমেষসমূহ) মুহূর্তাঃ (মুহূর্তসমূহ) অহোরাত্রাণি (অহোরাত্রসমূহ) অর্ধমাসাঃ মাসাঃ ঋতবঃ (ঋতুসমূহ), সংবৎসরাঃ ইতি বিধৃতাঃ (বিধৃত অবস্থায়) তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করে)। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! প্রাচ্যঃ (পূর্বদেশস্থিতা, পূর্ববাহিনী) অন্যাঃ (কোন কোন) নদ্যঃ (নদীসমূহ) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়) শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ (শ্বেত পর্বতসমূহ হইতে), প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদেশস্থিতা, পশ্চিমবাহিনী) অন্যাঃ যাম্ যাম্ চ দিশম্ অনু (যে যে দিকের অভিমুখে)। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! দদতঃ (দানশীলদিগকে) মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি (প্রশংসা করে)। যজমানম্ [অন্বায়ত্তাঃ] (যজমানের অনুগামী) দেবাঃ দর্বীম্ [অন্বায়ত্তাঃ] (দর্বী হোমের অনুগত ; দর্বী = কাষ্ঠনির্মিত 'হাতা') পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) অন্বায়ত্তাঃ (অনু + আয়ত্তাঃ = অনুগত)।

সরলার্থ : হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, এই অক্ষরের প্রশাসনেই দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছে। ইহারই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসর বিধৃত রহিয়াছে। এই অক্ষরের প্রশাসনে শ্বেতপর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য নদীগুলি যে যাহার গতি অনুযায়ী প্রবাহিত হইতেছে। হে গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে মানুষ দানশীলদের প্রশংসা করে, দেবগণ যজমানের এবং পিতৃগণ দর্বী হোমের অনুগত হন।

২০৮. যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০

অন্বয় : যঃ বৈ এতৎ অক্ষরম্ গার্গি, অবিদিত্বা (না জানিয়া) অস্মিন্ লোকে (এই পৃথিবীতে) জুহোতি (হোম করে), যজতে (যাগ করে) তপঃ তপ্যতে (তপস্যা করে), বহূনি বর্ষসহস্রাণি (বহু সহস্র বৎসর) অন্তবৎ (অন্তশীল) এব অস্য তৎ (তাহা) ভবতি। যঃ বৈ এতৎ অক্ষরম্ গার্গি ! অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (গমন করে) স কৃপণঃ (কৃপার পাত্র)। অথ যঃ এতৎ অক্ষরম্ গার্গি ! বিদিত্বা (অবগত হইয়া) অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ।

সরলার্থ : হে গার্গি, এই অক্ষরকে না জানিয়াই যে হোম, যজ্ঞ করে, কি বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করে, তাহার সেই কাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়াই যে ইহলোক ত্যাগ করে, সে কৃপাপাত্র। আর যে এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করে, সে ব্রাহ্মণ।

মন্তব্য : কৃপণঃ—এস্থলে 'কৃপণ' শব্দের অর্থ 'কৃপার পাত্র'। ইহার আর একটি অর্থ 'দীন'। (দ্রঃ গীতা, ২।৭ শ্লোক)।

২০৯. তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ১১

অন্বয় : তৎ বৈ এতৎ (সেই এই) অক্ষরম্ গার্গি। অদৃষ্টম্ দ্রষ্টৃ (দ্রষ্টা), অশ্রুতম্ শ্রোতৃ (শ্রোতা), অমতম্ (যাহাকে মনন করা হয় নাই, মনের অতীত) মন্তৃ (মননকারী), অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতৃ (বিজ্ঞাতা) ; ন অন্যৎ অতঃ (ইহা হইতে) অস্তি দ্রষ্টৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি শ্রোতৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি মন্তৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতৃ। এতস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গি ! আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ইতি।

সরলার্থ : হে গার্গি, এই অক্ষরকে দেখা যায় না কিন্তু তিনি দেখেন, তাঁহাকে শোনা যায় না কিন্তু তিনি শোনেন, তাঁহাকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি মনন করেন, তাঁহাকে জানা যায় না কিন্তু তিনি জানেন। ইনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে।

২১০. সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহু মন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি ততো হ বাচক্নব্যুপররাম ॥ ১২

অন্বয় : সা হ উবাচ—ব্রাহ্মণাঃ ভগবন্তঃ ! তৎ (তাহাকে, সেই ঘটনাকে) এব বহু মন্যেধ্বম্ (যথেষ্ট মনে করিবেন) যৎ (যে) অস্মাৎ (ইঁহা হইতে) নমস্কারেণ (নমস্কার দ্বারা) মুচ্যেধ্বম্ (মুক্তিলাভ করিবেন)। ন বৈ জাতু (কখন) যুষ্মাকম্ (আপনাদিগের মধ্যে) ইমম্ (ইঁহাকে) কঃ + চিৎ (কেহ) ব্রহ্মোদ্যম্ জেতা ইতি (৩।৮।১ দ্রঃ)। ততঃ (তদনন্তর) হ বাচক্নবী উপররাম (বিরত হইলেন)।

সরলার্থ : গার্গী বলিলেন—'শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, যদি ইঁহাকে নমস্কার করিয়া ইঁহা হইতে নিষ্কৃতি পান তবে যথেষ্ট মনে করিবেন। ব্রহ্মবিচারে আপনারা কেহই ইঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।' তারপর বাচক্নবী (গার্গী) বিরত হইলেন।

নবম ব্রাহ্মণ

শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—দেবতার সংখ্যা ও শ্রেণী

২১১. অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদ্যুচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়-স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়িত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যধ্যর্ধ ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যেক ইত্যোমিতি হোবাচ কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥ ১

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ (শকলের পুত্র) পপ্রচ্ছ—কতি (কতজন) দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ? ইতি। সঃ হ এতয়া এব নিবিদা (এই নিবিৎ নামক মন্ত্রদ্বারা) প্রতিপেদে (উত্তর করিলেন) যাবন্তঃ (যত দেবতা) বৈশ্বদেবস্য (বিশ্বদেবগণের) নিবিদি (নিবিৎ নামক মন্ত্রে) উচ্যন্তে (উক্ত হয়)—ত্রয়ঃ (তিন) চ ত্রী চ শতা (বৈদিক, ত্রীণি চ শতানি, এবং তিনশত), ত্রয়ঃ (তিন) চ ত্রী চ সহস্রা (এবং তিন হাজার) ইতি। 'ওম্' (হাঁ) ইতি হ উবাচ। কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ? ইতি ত্রয়ঃ ত্রিংশৎ ইতি। ওম্ ইতি হ উবাচ—কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ? ইতি। ষট্ ইতি। ওম্ ইতি হ উবাচ—কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ? ইতি ত্রয়ঃ ইতি। ওম্ ইতি হ উবাচ—কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ? ইতি দ্বৌ ইতি। ওম্ ইতি হ উবাচ—কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ইতি। অধি+অর্ধঃ (অর্ধ অধিক অর্থাৎ এক অপেক্ষা অর্ধ অধিক (১½) ইতি। ওম্ ইতি হ উবাচ, কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ? ইতি। একঃ ইতি। ওম্ ইতি হ উবাচ—কতমে (কে কে, বহুর মধ্যে কে) তে (সেই) ত্রয়ঃ চ ত্রী চ শতা, ত্রয়ঃ চ ত্রী চ সহস্রা ? ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর বিদগ্ধ শাকল্য ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত জন ?' তিনি নিবিৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উত্তর দিলেন—'বিশ্বদেবগণের নিবিদে যত জন দেবতার উল্লেখ আছে, তত অর্থাৎ তিনশত তিন এবং তিন হাজার তিন জন।' শাকল্য বলিলেন—'ওম্' (অর্থাৎ হাঁ)। শা।—'হে যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক কত জন দেবতা ?' যা।—'তেত্রিশ জন।' শাকল্য বলিলেন—'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক কত জন দেবতা ?' যা।—'ছয় জন।' শাকল্য বলিলেন—'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক কত জন দেবতা ?' যা।—'দুই জন।' শাকল্য বলিলেন—'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক কত জন দেবতা ?' যা।—'দেড় জন।' শাকল্য বলিলেন—'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক কত জন দেবতা ?' যা।—'এক জন।' শাকল্য বলিলেন—'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য, সেই তিনশত তিন এবং তিন হাজার তিন দেবতা কে কে ?'

মন্তব্য ঃ (ক) বিদগ্ধ শাকল্য—ইঁনি এক জন কুরুপঞ্চাল ব্রাহ্মণ। জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণেও (২।৭৬) ইঁহার নাম পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।৩) লিখিত আছে যে বৈদেহ জনক বহু দক্ষিণাযুক্ত এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং একস্থলে সহস্র গাভী অবরুদ্ধ করিয়া সমবেত ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেন—'আপনাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই গাভীসমূহ লইয়া যাউন।' যাজ্ঞবল্ক্য নিজ শিষ্যকে গাভীসমূহ

লইয়া যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে আপত্তি করায়, ব্রহ্মবিষয়ে বিচার আরম্ভ হইল। এস্থলে লিখিত আছে একমাত্র শাকল্যই যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচার করিয়াছিলেন। (খ) নিবিৎ—দেবতাদের সংখ্যাবাচক কতগুলি মন্ত্র। বৈশ্বদেব যাগে এই মন্ত্র পড়া হয়।

২১২. স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ—মহিমানঃ (মহিমা, বিভূতি) এব এষাম্ (ইহাদের ; এই তেত্রিশ দেবতার) এতে (এই সমুদয়)। ত্রয়ঃ ত্রিংশৎ (তেত্রিশ) তু এব দেবাঃ ইতি। কতমে (কে কে) তে (সেই সমুদয়) ত্রয়ঃ ত্রিংশৎ ? ইতি। অষ্টৌ বসবঃ (আটজন বসু) একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, তে (তাহারা অর্থাৎ বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ) একত্রিংশৎ, ইন্দ্রঃ চ এব প্রজাপতিঃ চ—ত্রয়ঃ ত্রিংশৌ (তেত্রিশ সংখ্যার পূরণ) ইতি।

সরলার্থ ঃ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—দেবগণ মাত্র তেত্রিশ জন ; অপরেরা ইঁহাদের বিভূতি। শা।—এই তেত্রিশ দেবতা কে কে ? যা।—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, এই একত্রিশ জন ; আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলিয়া তেত্রিশ জন।

২১৩. কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং সর্বং হিতমিতি তস্মা-দ্বসব ইতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ কতমে (কাহারা) বসবঃ ? ইতি। অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ বায়ুঃ চ, অন্ত-রিক্ষং চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ, চন্দ্রমাঃ চ, নক্ষত্রাণি চ—এতে (এই সমুদয়) বসবঃ। এতেষু (এই সমুদয়ে) হি ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়) হিতম্ (ধৃত, নিহিত) ইতি। তস্মাৎ (সেই জন্য) বসবঃ ইতি।

সরলার্থ ঃ শা।—বসুগণ কে কে ? যা।—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহ—ইহারাই বসু। এই নিখিল পদার্থ ইঁহাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, এই জন্য ইঁহাদের নাম বসু।

মন্তব্য ঃ তস্মাৎ বসবঃ—শঙ্কর বলেন, ইঁহারা সকলকে বাস করাইতেছেন (বাসয়ন্তি), এই জন্য ইঁহাদের নাম বসু।

২১৪. কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্যা-দুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ কতমে রুদ্রাঃ ইতি দশ ইমে পুরুষে (এই পুরুষে) প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়); আত্মা (মন—শঙ্করের মতে), একাদশঃ (একাদশ স্থানীয়) তে (তাহারা) যদা (যখন) অস্মাৎ শরীরাৎ মর্ত্যাৎ (এই মর্ত শরীর হইতে) উৎক্রামন্তি (উৎক্রমণ করে), অথ (তখন) রোদয়ন্তি (রোদন করায়)—তৎ যৎ (যেহেতু) রোদয়ন্তি, তস্মাৎ রুদ্রাঃ, ইতি।

সরলার্থ ঃ শা।—রুদ্র কে কে ? যা।—পুরুষের দশটি ইন্দ্রিয় এবং একাদশ স্থানীয় আত্মা (অর্থাৎ মন)। তাহারা যখন এই মর্ত্য শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন সকলকে রোদন করায়। রোদন করায় বলিয়া তাহাদের নাম রুদ্র।

২১৫. কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈত আদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ৫

অন্বয় : কতমে আদিত্যাঃ ? ইতি ? দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সম্বৎসরস্য (সংবৎসরের) এতে (এই সমুদয়) আদিত্যাঃ। এতে হি ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) আদদানাঃ (গ্রহণ করিয়া) যন্তি (গমন করে)। তে যৎ ইদম্ সর্বম্ আদদানাঃ যন্তি, তস্মাৎ আদিত্যাঃ ইতি।

সরলার্থ : শা।—আদিত্যগণ কে কে ? যা।—সংবৎসরের যে বারটি মাস, ইঁহারাই আদিত্য। ইঁহারা সকলকে লইয়া (আদদানাঃ) চলিয়া যান (যন্তি), এই জন্য ইঁহাদের নাম আদিত্য।

২১৬. কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি কতমঃ স্তনয়িত্নুরিত্যশনিরিতি কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি ॥ ৬

অন্বয় : কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিঃ ইতি। স্তনয়িত্নুঃ (অশনি) এব ইন্দ্রঃ; যজ্ঞঃ প্রজাপতিঃ ইতি। কতমঃ স্তনয়িত্নুঃ ? ইতি। অশনিঃ (বজ্র) ইতি কতমঃ যজ্ঞঃ ? ইতি। পশবঃ (পশুসমূহ) ইতি।

সরলার্থ : শা।—ইন্দ্র কে ? প্রজাপতি কে ? যা।—স্তনয়িত্নুই ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি। শা।—স্তনয়িত্নু কে ? যা।—অশনি। শা।—যজ্ঞ কি ? যা।—পশুসমূহ।

২১৭. কতমে ষড়িত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চৈতে ষড়েতে হীদং সর্বং ষড়িতি ॥ ৭

অন্বয় : কতমে ষট্ ? ইতি অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ অন্তরিক্ষম্ চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ—এতে ষট্ ; এতে [ষট্] (এই ছয়) হি ইদম্ সর্বম্ ষট্ ইতি।

সরলার্থ : শা।—এই ছয় দেবতা কে কে ? যা।—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ আদিত্য ও দ্যৌ—এই ছয়। জগতের সমুদয় বস্তুই এই ছয়ের অন্তর্ভূত।

২১৮. কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু হীমে সর্বে দেবা ইতি কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নং চৈব প্রাণশ্চেতি কতমোঽধ্যর্ধ ইতি যোঽয়ং পবত ইতি ॥ ৮

অন্বয় : কতমে তে ত্রয়ঃ দেবাঃ ? ইতি—ইমে এব ত্রয়ঃ লোকাঃ এষু (এই সমুদয়ে) হি ইমে সর্বে দেবাঃ ইতি। কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবৌ ? ইতি অন্নম্ চ এব, প্রাণঃ চ ইতি। কতমঃ অধ্যর্ধঃ (অধি + অর্ধঃ) ? ইতি। যঃ অয়ম্ পবতে (প্রবাহিত হয়)।

সরলার্থ : শা।—এই তিন দেবতা কে কে ? যা।—এই তিন লোকই, কারণ এই সব লোকেই এই দেবতারা প্রতিষ্ঠিত। শা।—সেই দুই দেবতা কে কে ? যা।—অন্ন এবং প্রাণ। শা।—অধ্যর্ধ (অর্থাৎ দেড় জন) দেবতা কে ? যা।—এই যিনি বায়ুরূপে প্রবাহিত হন।

২১৯. তদাহুর্যদয়মেক ইবৈব পবতেঽথ কথমধ্যর্ধ ইতি যদস্মিন্নিদং সর্বমধ্যার্ধ্নোত্তেনাধ্যর্ধ ইতি কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৯

অন্বয় : তৎ (সে বিষয়ে) আহুঃ (লোকে বলে) যৎ অয়ম্ এক ইব এব পবতে, অথ কথম্ অধ্যর্ধঃ ? ইতি—যৎ (যেহেতু) অস্মিন্ (ইহাতে) ইদম্ সর্বম্ অধি + অর্ধ্নোৎ (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), তেন (সেই জন্য) অধ্যর্ধঃ। ইতি। কতমঃ একঃ দেব ? ইতি। প্রাণঃ ইতি। সঃ ব্রহ্ম ; ত্যৎ (বৈদিক শব্দ ; ত্যৎ=তৎ—তাহা) ইতি আচক্ষতে (বলে)।

সরলার্থ : (কিন্তু) সে বিষয়ে লোকে বলে—যখন এই বায়ু যেন এক হইয়াই প্রবাহিত হয়, তখন সে দেড় হইল কি প্রকারে ? (ইহার উত্তর এই)—ইহাতেই সবকিছু বৃদ্ধি পায় (অধ্যাধ্নোৎ), এই জন্য ইহার নাম অধ্যর্ধ। শা।—(সেই) এক দেবতা কে ? যা।—প্রাণ ; তিনি ব্রহ্ম, (তিনি) ত্যৎ (অর্থাৎ তাহা)—এইরূপ বলা হয়।

মন্তব্য : অধ্যর্ধঃ—দেড়, কিন্তু অধ্যাধ্নোৎ—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে, এই জন্য উভয়ের একত্ব দেখান হইয়াছে।

২২০. পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষ বদেব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ ॥ ১০

অন্বয় : পৃথিবী এব যস্য আয়তনম্ (আশ্রয়), অগ্নিঃ লোকঃ (বাসস্থান কিংবা ভোগস্থান) মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ (জানেন) সর্বস্য আত্মনঃ (সমুদয় আত্মার) পরায়ণম্ (পর + অয়ণম্—শেষগতি), সঃ বৈ বেদিতা (পণ্ডিত) স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য। বেদ (জানি) বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, যম্ (যাহাকে) আত্থ (বলিতেছ) ; যা এব অয়ম্ শারীরঃ পুরুষঃ ; সঃ এষঃ। বদ (বল) এব শাকল্য ! তস্য কা দেবতা ইতি। অমৃতম্ ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ : শা।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবী যাঁহার আশ্রয় অগ্নি যাঁহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা (পণ্ডিত)। যা।—তুমি যাঁহার কথা বলিতেছ, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। এই দেহে অবস্থিত যে পুরুষ ইনিই তিনি। হে শাকল্য, আবার প্রশ্ন কর। শা।—তাঁহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অমৃত।

২২১. কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণঃ স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদেব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ ॥ ১১

অন্বয় : কাম এব যস্য আয়তনম্, হৃদয়ম্ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ—সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য ! বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ কামময়ঃ পুরুষঃ, সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য ! তস্য কা দেবতা ? ইতি। স্ত্রিয়ঃ ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শা—হে যাজ্ঞবল্ক্য. কাম যাহার আশ্রয়, হৃদয় যাঁহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাঁহার কথা বলিতেছ, সমস্ত আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে কামময় পুরুষ ইনিই তিনি। হে শাকল্য, আবার প্রশ্ন কর। শা।—ইঁহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—স্ত্রীলোক।

২২২. রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি সত্যমিতি হোবাচ ॥ ১২

অন্বয় ঃ রূপাণি (রূপসমূহ) এব যস্য আয়তনম্, চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্—স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য! বেদ বৈ অহম্ তম্, পুরুষম্ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ, সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য! তস্য কা দেবতা? ইতি সত্যম্ ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শা।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, রূপসমূহ যাঁহার আশ্রয়, চক্ষু যাঁহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাঁহার বিষয় বলিতেছ, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে আদিত্যস্থ পুরুষ, ইনিই তিনি। হে শাকল্য, আবার প্রশ্ন কর। শা।—ইঁহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সত্য।

২২৩. আকাশ এব যস্যায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি দিশ ইতি হোবাচ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ আকাশঃ এব যস্য আয়তনম্, শ্রোত্রম্ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য! বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ শ্রোত্রঃ (শ্রোত্র সম্বন্ধী) প্রাতিশ্রুৎকঃ (প্রতি শ্রবণ সম্বন্ধী) পুরুষঃ, সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য তস্য কা দেবতা? ইতি দিশঃ (দিক্‌সমূহ) ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শা।—আকাশ যাঁহার আশ্রয়, কর্ণ যাঁহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাঁহার বিষয় বলিতেছ, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। কর্ণে অধিষ্ঠিত এবং শ্রবণকালে অভিব্যক্ত এই যে পুরুষ ইনিই তিনি। হে শাকল্য, আবার প্রশ্ন কর। শা।—ইঁহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—দিক্‌সমূহ।

২২৪. তম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ তমঃ (অন্ধকার) এব যস্য আয়তনম্, হৃদয়ম্ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ

তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্বস্য আত্মন্ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য! বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ ছায়াময়ঃ পুরুষঃ সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য! তস্য কা দেবতা? ইতি। মৃত্যুঃ ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শা।—অন্ধকার যাঁহার আশ্রয়, হৃদয় যাঁহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা—তুমি যাঁহার বিষয়ে বলিতেছ সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে ছায়াময় পুরুষ, ইনিই তিনি। হে শাকল্য, আবাব প্রশ্ন কর। শা।—ইঁহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—মৃত্যু।

২২৫. রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকা মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মাদর্শে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যসুরিতি হোবাচ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ রূপাণি (রূপসমূহ) এব যস্য আয়তনম্, চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, য বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য! বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্—যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে) পুরুষঃ সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য। তস্য কা দেবতা? ইতি। অসুঃ (প্রাণ) ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শা।—রূপসমূহ যাঁহার আশ্রয়, চক্ষু যাঁহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাঁহার বিষয় বলিতেছ, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। দর্পণে এই যে পুরুষ, ইনিই তিনি। হে শাকল্য, আবার প্রশ্ন কর। শা।—ইঁহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রাণ।

২২৬. আপ এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ আপঃ এব যস্য আয়তনম্, হৃদয়ম্ লোকঃ মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য! বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ অপ্সু পুরুষঃ সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য! তস্য কা দেবতা? ইতি বরুণঃ ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শা।—জল যাঁহার আশ্রয়, হৃদয় যাঁহার চোখ, মন যাঁহার জ্যোতি, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাঁহার বিষয় বলিতেছ, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। জলে অধিষ্ঠিত এই যে পুরুষ, ইনিই তিনি। হে শাকল্য, আবার প্রশ্ন কর। শা।—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বরুণ।

২২৭. রেত এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যথাত্থ য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি প্রজাপতিরিতি হোবাচ ॥ ১৭

অন্বয় ঃ রেতঃ এব যস্য আয়তনম্, হৃদয়ম্ লোকঃ মনঃ জ্যোতিঃ যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য। বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ পুত্রময়ঃ পুরুষঃ সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য। তস্য কা দেবতা? ইতি প্রজাপতিঃ ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শা।—জীববীজ (শুক্র) যাঁহার আশ্রয়, হৃদয় যাঁহার লোক, মন যাঁহার জ্যোতি—সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাঁহার কথা বলিতেছ, সকল আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে পুত্রময় (পুত্ররূপী) পুরুষ ইনিই তিনি। হে শাকল্য, আবার প্রশ্ন কর। শা।—ইঁহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রজাপতি।

মন্তব্য ঃ দশম মন্ত্র হইতে সপ্তদশ মন্ত্র পর্যন্ত আটটি মন্ত্রে শাকল্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আত্মার পরায়ণকে এ বিষয়ে তিনি আট বার আটটি উত্তর দিয়াছেন—(১) পৃথিবী যাঁহার আয়তন, (২) কাম যাঁহার আয়তন, (৩) রূপ যাঁহার আয়তন, (৪) আকাশ যাঁহার আয়তন, (৫) তম যাঁহার আয়তন, (৬) প্রতিরূপ যাঁহার আয়তন, (৭) জল যাঁহার আয়তন ও (৮) রেত যাঁহার আয়তন। ইহাদিগের প্রত্যেককেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ইঁহারা সকলেই সসীম দেবতা, কেহই ব্রহ্ম নন। যিনি ঔপনিষদ ব্রহ্ম, তিনি এ সমুদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৩।৯।২৬ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

২২৮. শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত্বাং স্বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণমক্রতা ৩ ইতি ॥ ১৮

অন্বয় ঃ শাকল্য ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ত্বাম্ (তোমাকে) স্বিৎ (কি) ইমে ব্রাহ্মণাঃ (এই ব্রাহ্মণগণ) অঙ্গার+অবক্ষয়ণম্ (অঙ্গারদাহক যন্ত্র) অক্রত (করিয়াছেন, বৈদিক প্রয়োগ, প্লুত বলিয়া 'অক্রতা')। ইতি।

সরলার্থ ঃ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—শাকল্য, এই ব্রাহ্মণগণ কি তোমাকে অঙ্গার-দহন যন্ত্র করিয়াছেন?

মন্তব্য ঃ অঙ্গারাবক্ষয়ণম্=শব্দটি দুরূহ। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই ঃ (১) যে অঙ্গার দগ্ধ করে, (২) অঙ্গার রাখিবার পাত্র, (৩) অঙ্গার পোড়াইবার জন্য যে সাঁড়াশী ব্যবহৃত হয়, (৪) মোক্ষমূলরের মতে cat's paw, (৫) যে জলন্ত অঙ্গারকে নির্বাপিত করে। সম্ভবত ভাবার্থ এই—ব্রাহ্মণগণ কেহই আমার সহিত ব্রহ্মবিচার করিতে সাহসী হইতেছেন না। তোমাদ্বারাই এই কার্য করাইয়া লইতেছেন। ফল হইল এই যে তুমিই দগ্ধ হইতেছ।

২২৯. যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি দিশো বেদ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি যদ্দিশো বেত্থ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ১৯

২৩০. কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষীতি কস্মিন্নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি রূপেষ্বিতি চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি কস্মিন্নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২০

অন্বয় ঃ যাজ্ঞবল্ক্য! ইতি হ উবাচ শাকল্যঃ—যৎ ইদম্ (এই প্রকারে যে) কুরুপঞ্চালানাম্ (কুরুপঞ্চালদিগের) ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) অতি+অবাদীঃ (তুচ্ছজ্ঞান করিতেছ) কিম্ ব্রহ্ম (কি প্রকার ব্রহ্মকে) বিদ্বান্ (জানিয়া) ইতি দিশঃ (দিক্‌সমূহকে) বেদ (জানি) সদেবাঃ (ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সহ) স প্রতিষ্ঠাঃ (ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা সহ) ইতি। যৎ দিশঃ বেত্থ (জান) সদেবাঃ স প্রতিষ্ঠাঃ—কিম্+দেবতঃ (ত্বম্ উহ্য; কি প্রকার দেবতাবিশিষ্ট) অস্যাম্ প্রাচ্যাম্ দিশি (এই পূর্বদিকে) অসি (হও)? ইতি। আদিত্যদেবতঃ (আদিত্য যাহার দেবতা) ইতি সঃ আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি। চক্ষুষি (চক্ষুতে) ইতি কস্মিন্ নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতম্? ইতি। রূপেষু ইতি। চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) হি রূপাণি পশ্যতি। কস্মিন্ নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি? ইতি হৃদয়ে ইতি হ উবাচ—হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি; হৃদয়ে হি এব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ইতি এবম্ (এই প্রকার) এব এতৎ (ইহা) যাজ্ঞবল্ক্য।

সরলার্থ ঃ শাকল্য বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি রকম ব্রহ্মকে জানিয়াছ যে কুরু ও পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণগণকে অপমান করিতেছ? যা।—আমি দিক্‌সমূহ, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং তাহাদিগের আশ্রয় এই সমস্তই জানি। শাকল্য বলিলেন—তুমি যখন দিকসমূহ, তাহাদের দেবতা ও প্রতিষ্ঠা (এ সবই) জান, তবে বল এই পূর্বদিকে তোমার দেবতা কে? যা।—আদিত্য আমার দেবতা। শা।—সেই আদিত্য কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা।—চক্ষুতে। শা।—চক্ষু কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা।—রূপসমূহে, কারণ চক্ষুদ্বারাই লোকে রূপসমূহ দেখে। শা।—রূপসমূহ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হৃদয়ে, কারণ হৃদয়দ্বারাই লোকে রূপসমূহ জানে। হৃদয়েই রূপসমূহ প্রতিষ্ঠিত। শা।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিকই ইহা এই রকমই।

মন্তব্য ঃ কুরুপঞ্চালানাম্—এই মন্ত্র হইতে বুঝা যাইতেছে যে শাকল্য কুরুপঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণ, এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঐ দেশের ব্রাহ্মণ নন। কেহ কেহ মনে করেন যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহবাসী ছিলেন।

২৩১. কিংদেবতোঽস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি যমদেবত ইতি স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি যজ্ঞ ইতি কস্মিন্নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি দক্ষিণায়ামিতি কস্মিন্নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি শ্রদ্ধায়ামিতি যদা হ্যেব শ্রদ্ধত্তেঽথ দক্ষিণাং দদাতি শ্রদ্ধায়াং হ্যেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২১

অন্বয় ঃ কিম্+দেবতঃ অস্যাম্ দক্ষিণায়াম্ দিশি (এই দক্ষিণ দিকে) অসি?

ইতি । যমদেবতঃ (যম যাহার দেবতা) ইতি । সঃ যমঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি । যজ্ঞে ইতি । কস্মিন্‌ নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । দক্ষিণায়াম্‌ (দক্ষিণাতে) ইতি । কস্মিন্‌ নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি শ্রদ্ধায়াম্‌ (শ্রদ্ধাতে) ইতি । যদাহি এব শ্রৎ + ধত্তে (শ্রদ্ধাবান্‌ হয়) অথ দক্ষিণাম্‌ দদাতি ; শ্রদ্ধায়াম্‌ হি এব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতা ইতি । কস্মিন্‌ নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি । হৃদয়ে ইতি হ উবাচ—হৃদয়েন (হৃদয়দ্বারা) হি শ্রদ্ধাম্‌ জানাতি (জানে), হৃদয়ে হি এব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ইতি । এবম্‌ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য ।

সরলার্থ : শা ।—এই দক্ষিণ দিকে তোমার কোন্‌ দেবতা ? যা ।—যম আমার দেবতা । শা ।—সেই যম কিসে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—যজ্ঞে । শা ।—যজ্ঞ কিসে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—দক্ষিণাতে । শা ।—দক্ষিণা কিসে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—শ্রদ্ধাতে ; লোকে যখন শ্রদ্ধাবান হয় তখনই দক্ষিণা দেয়, অতএব দক্ষিণা শ্রদ্ধাতেই প্রতিষ্ঠিত । শা ।—শ্রদ্ধা কিসে প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হৃদয়ে ; হৃদয়দ্বারাই শ্রদ্ধাকে জানা যায়, অতএব হৃদয়েই শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত । শা ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই বটে ।

২৩২. কিংদেবতোঽস্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি বরুণদেবত ইতি স বরুণঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্স্বিতি কস্মিন্‌ ন্বাপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি রেতসীতি কস্মিন্নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি তস্মাদপি প্রতিরূপং জাতমাহুর্হৃদয়াদিব সৃপ্তো হৃদয়াদিব নির্মিত ইতি হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২

অন্বয় : কিম্‌ + দেবতঃ অস্যাম্‌ প্রতীচ্যাম্‌ দিশি (পশ্চিমদিকে) অসি ? ইতি । বরুণ-দেবতঃ (বরুণ যাহার দেবতা) ইতি । সঃ বরুণঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি । অপ্সু (জলসমূহে) ইতি ! কস্মিন্‌ নু আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ? ইতি রেতসি ইতি, কস্মিন্‌ নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ? ইতি । হৃদয়ে ইতি । তস্মাৎ অপি প্রতিরূপম্‌ (অনুরূপ, পুত্র) জাতম্‌ (উৎপন্ন) আহুঃ (বলিয়া থাকে) – হৃদয়াৎ (হৃদয় হইতে) ইব (যেন) সৃপ্তঃ (বহির্গত) হৃদয়াৎ ইব নির্মিতঃ ইতি । হৃদয়ে হি এব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ভবতি ইতি । এবম্‌ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য ।

সরলার্থ : শা ।—এই পশ্চিম দিকে তোমার কোন্‌ দেবতা ? যা ।—বরুণ আমার দেবতা । শা ।—এই বরুণ কোন্‌ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—জলে । শা ।—জল কোন্‌ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—শুক্রে । শা ।—শুক্র কোন্‌ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—হৃদয়ে ; সেই জন্য পিতার অনুরূপ সন্তান হইলে লোকে বলে, 'যেন পিতার হৃদয় হইতেই নির্গত হইয়াছে, হৃদয় দিয়াই যেন নির্মিত হইয়াছে' । অতএব হৃদয়েই শুক্র প্রতিষ্ঠিত । শা ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই বটে ।

২৩৩. কিংদেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোমদেবত ইতি স সোমঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি দীক্ষায়ামিতি কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্য ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্যং বদেতি সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৩

অন্বয় : কিম্‌ + দেবতঃ অস্যাম্‌ উদীচ্যাম্‌ দিশি (উত্তরদিকে) অসি ? ইতি ।

সোমদেবতঃ (সোম যাহার দেবতা) ইতি । সঃ সোমঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি । দীক্ষায়াম্‌ (দীক্ষাতে) । ইতি । কস্মিন্‌ নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি । সত্যে ইতি তস্মাৎ অপি দীক্ষিতম্‌ (দীক্ষিত ব্যক্তিকে) আহুঃ—সত্যম্‌ বদ (বল) ইতি । সত্যে হি এব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা ইতি । কস্মিন্‌ নু সত্যম্‌ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ইতি । হৃদয়ে ইতি—হ উবাচ হৃদয়েন হি সত্যম্‌ জানাতি হৃদয়ে হি এব সত্যম্‌ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ভবতি । ইতি । এবম্‌ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য ।

সরলার্থ : শা ।—এই উত্তর দিকে তোমার কোন্‌ দেবতা ? যা ।—সোম আমার দেবতা । শা ।—সোম কিসে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—দীক্ষাতে । শা ।—দীক্ষা কিসে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—সত্যে ; এই জন্য লোকে দীক্ষিত পুরুষকে বলিয়া থাকে, 'সত্য বলিও' । সত্যেই দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত । শা ।—সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হৃদয়ে ; হৃদয়দ্বারাই লোকে সত্যকে জানে, সুতরাং হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত । শা ।—হে যাজ্ঞবাল্ক্য, ইহা এই রকমই বটে ।

২৩৪. কিং দেবতোঽস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি সোঽগ্নিঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি বাচীতি কস্মিন্নু বাক্‌ প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি কস্মিন্নু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ২৪

অন্বয় : কিম্‌ + দেবতঃ অস্যাম্‌ ধ্রুবায়াম্‌ দিশি (উর্ধ্বদিকে) অসি ? ইতি । অগ্নিদেবতঃ (অগ্নি যাহার দেবতা) ইতি । সঃ অগ্নিঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি । বাচি (বাক্যে) ইতি । কস্মিন্‌ নু বাক্‌ প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি । হৃদয়ে ইতি । কস্মিন্‌ নু হৃদয়ম্‌ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ? ইতি ।

সরলার্থ : শা ।—ধ্রুব দিকে অর্থাৎ উর্ধ্বদিকে তোমার কোন্‌ দেবতা ? যা ।—অগ্নি আমার দেবতা । শা ।—অগ্নি কিসে প্রতিষ্ঠিত ? যা । বাক্যে । শা ।—বাক্য কিসে প্রতিষ্ঠিত ? যা ।—হৃদয়ে । শা ।—হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

২৩৫. অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্মন্যাসৈ যদ্ধ্যেতদন্যত্রাস্মৎ স্যাচ্ছ্বানো বৈনদদ্যুর্বয়াংসি বৈনদ্বিমথ্নীরন্নিতি ॥ ২৫

অন্বয় : অহল্লিক ! ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যত্র (যখন) এতৎ (এই হৃদয়) অন্যত্র অস্মৎ (আমাদিগের দেহ হইতে অন্যত্র) মন্যাসৈ (বৈদিক=মন্যসে, মনে কর) যৎ (যদি) হি এতৎ অন্যত্র অস্মৎ স্যাৎ, শ্বানঃ (কুক্কুরসমূহ) বা এনৎ অদ্যুঃ (ভক্ষণ করিতে পারে) বয়াংসি (পক্ষিগণ) বা এনৎ বিমথ্নীরন্‌ (ছিন্নভিন্ন করিতে পারে) ইতি ।

সরলার্থ : যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অহল্লিক, তুমি মনে করিতেছ যে এই হৃদয় আমাদের দেহ ছাড়া অন্য কোথাও থাকিতে পারে । যদি ইহা অন্য কোথাও থাকিত, তবে এই শরীর কুকুরে খাইত, পাখীতে ছিন্ন ভিন্ন করিত ।

মন্তব্য : অহল্লিক—একটি অপ্রচলিত শব্দ । ইহার বিভিন্ন অর্থ হয় : (১) আনন্দগিরি বলেন, ইহার অর্থ 'প্রেত'—'অহনি লীয়তে' ; দিবসে লীন হয় এই জন্য প্রেতের নাম 'অহল্লিক' । (২) 'অহল্লিক' শাকল্যেরই একটি নাম । (৩) রঙ্গরামানুজের মতে ইহার অর্থ 'ষণ্ড' । অন্যান্য অর্থ এই—(৪) মূর্খ, (৫) বাচাল, (৬) প্রগল্ভ ইত্যাদি ।

২৩৬. কস্মিন্নু ত্বং চাত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি প্রাণ ইতি কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কস্মিন্নপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যান ইতি কস্মিন্নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি কস্মিন্নুদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি সমান ইতি স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতান্যষ্টাবায়তনান্যষ্টৌ লোকা অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ স যস্তান্ পুরুষান্নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামত্তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি তং চেন্মে ন বিবক্ষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি তং হ ন মেনে শাকল্যস্তস্য হ মূর্ধা বিপপাতাপি হাস্য পরিমোষিণোঽস্থীন্যপজহ্রুরন্যন্মন্যমানাঃ ॥ ২৬

অন্বয় : কস্মিন্ নু ত্বম্ চ (তোমার দেহ) আত্মা চ (হৃদয়—শংকর) প্রতিষ্ঠিতৌ স্থঃ (হয়)? ইতি। প্রাণে ইতি। কস্মিন্ নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি। অপানে ইতি কস্মিন্ নু অপানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি ব্যানে ইতি। কস্মিন্ নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি। উদানে ইতি। কস্মিন্ নু উদানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি। সমানে ইতি। সঃ এষঃ [আত্মা] (সেই এই আত্মা) নেতি (ন+ইতি—ইহা নয়), নেতি আত্মা; অগৃহ্যঃ (যাহাকে গ্রহণ করা যায় না), ন হি গৃহ্যতে (গৃহীত হয়); অশীর্যঃ (যাহা শীর্ণ হয় না), ন হি শীর্যতে (শীর্ণ হয়), অসঙ্গঃ (যাহা কোন বস্তুতে আসক্ত হয় না), ন হি সজ্যতে (আসক্ত হয়); অসিতঃ (বন্ধনে যাহা আবন্ধ নহে), ন ব্যথতে (ব্যথা পায়), ন রিষ্যতি (হিংসিত হয়)। এতানি অষ্টৌ আয়তনানি (পৃথিব্যাদি অষ্ট আয়তন; ৩।৯।১০-১৭ মঃ দ্রঃ), অষ্টৌ লোকাঃ (অগ্ন্যাদি অষ্টলোক), অষ্টৌ দেবাঃ (অমৃতাদি অষ্ট দেবতা), অষ্টৌ পুরুষাঃ (শারীর পুরুষাদি অষ্ট পুরুষ)।—সঃ যঃ তান্ পুরুষান্ (সেই অষ্ট পুরুষকে) নিরুহ্য (কার্যে প্রেরণ করিয়া) প্রত্যুহ্য (প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বা আপনাতে একীভূত করিয়া) অত্যক্রামৎ (অতিক্রম করিয়াছেন) তম্ তু ঔপনিষদম্ পুরুষম্ (সেই ঔপনিষদ্ পুরুষকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি), তম্ চেৎ মে (আমাকে) ন বিবক্ষ্যসি (বলিব), মূর্ধা তে বিপতিষ্যতি (নিপতিত হইবে) ইতি। তম্ হ ন মেনে (জানিত) শাকল্যঃ। তস্য হ মূর্ধা বিপপাত (নিপতিত হইল)। অপি হ অস্য (শাকল্যের) পরিমোষিণঃ (তস্করগণ) অস্থীনি (অস্থিসমূহকে) অপজহ্রুঃ (অপহরণ করিয়াছিল) অন্যৎ (অন্য বস্তু) মন্যমানাঃ (মনে করিয়া)।

সরলার্থ : শা।—তুমি ও তোমার আত্মা কিসে প্রতিষ্ঠিত? যা।—প্রাণে। শা।—প্রাণ কিসে প্রতিষ্ঠিত? যা।—অপানে। শা।—অপান কিসে প্রতিষ্ঠিত? যা।—ব্যানে। শা।—ব্যান কিসে প্রতিষ্ঠিত? যা।—উদানে। শা।—উদান কিসে প্রতিষ্ঠিত? যা।—সমানে। এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ ইহা নয়, ইহা নয় (এইরূপে ব্যক্তব্য)। ইঁনি অগ্রাহ্য, ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না; ইঁনি অশীর্য, ইঁনি শীর্ণ হন না; ইঁনি অসঙ্গ, ইঁনি কোন বস্তুতে আসক্ত হন না; ইঁনি অ-বন্ধ, তাই ব্যথা পান না, হিংসিত হন না। (পৃথিবী প্রভৃতি) এই আটটি আয়তন, (অগ্নি প্রভৃতি) এই আটটি লোক, (অমৃতাদি) এই আট দেবতা, (শরীর-পুরুষাদি) এই আটটি পুরুষ—যিনি এই সকলকে (আয়তন, লোকাদি ভেদে পৃথক্ পৃথক্) ভাগ করেন এবং (আপনাতে) একত্র করেন, অথচ যিনি এই সব কিছু অতিক্রম করিয়া বর্তমান আমি উপনিষদ-উক্ত সেই ব্রহ্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি তাঁহার বিষয়ে আমাকে বলিতে না পার, তবে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে।

শাকল্য তাঁহার বিষয়ে জানিতেন না। (সুতরাং) তাঁহার মস্তক খসিয়া পড়িল। তস্করেরা তাঁহার অস্থিকে অন্য বস্তু মনে করিয়া অপহরণ করিল।

২৩৭. অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু সর্বে বা মা পৃচ্ছত যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি সর্বান্বা বঃ পৃচ্ছামীতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ ॥ ২৭

অন্বয় : অথ হ উবাচ—ব্রাহ্মণাঃ! ভগবন্তঃ! যঃ বঃ (আপনাদিগের মধ্যে যিনি) কাময়তে (ইচ্ছা করেন), সঃ মা (আমাকে) পৃচ্ছতু (প্রশ্ন করুন),; সর্বে (=সর্বে যূয়ম্—আপনারা সকলে) বা মা পৃচ্ছত (প্রশ্ন করুন)। যঃ বঃ কাময়তে তম্ বঃ পৃচ্ছামি, সর্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামি ইতি। তে হ ব্রাহ্মণাঃ ন দধৃষুঃ (সাহস করিল)।

সরলার্থ : (তখন) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন, কিংবা আপনারা সকলেই আমাকে প্রশ্ন করুন; অথবা যদি ইচ্ছা করেন, আমিই আপনাদের মধ্যে কাহাকেও কিংবা আপনাদের সকলকেই প্রশ্ন করি।' কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সাহস করিলেন না।

২৩৮. তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ। (১) যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা। তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ। (২) ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ। তস্মাত্তদাতৃন্নাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ। (৩) মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎ স্থিরম্। অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা। (৪) যদ্বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ। মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি। (৫) রেতস ইতি মা বোচত জীবতস্তৎ প্রজায়তে। ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্য সংভবঃ। (৬) যৎ সমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ। মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি। (৭) জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণং তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি ॥ ২৮

অন্বয় : তান্ হ এতৈঃ শ্লোকৈঃ (এই শ্লোকসমূহ দ্বারা) পপ্রচ্ছ—(১) যথা বৃক্ষঃ বনস্পতিঃ তথা এব পুরুষঃ অমৃষা (অব্যয়; সত্যই)। তস্য লোমানি পর্ণানি (পত্রসমূহ), ত্বক্ অস্য উৎপাটিকা বহিঃ (বাহিরের ত্বক্)। (২) ত্বচঃ (ত্বক্ হইতে), এব অস্য (পুরুষের) রুধিরম্ প্রস্যন্দি (স্রাব) ত্বচঃ উৎপটঃ (নির্যাস); তস্মাৎ তৎ (রুধির) আতৃন্নাৎ (আহত স্থান হইতে) প্র+এতি (নির্গত হয়), রসঃ বৃক্ষাৎ ইব আহতাৎ (যেমন আহত বৃক্ষ হইতে)। (৩) মাংসানি অস্য শকরাণি (শকল; বাহিরের ত্বকের নিম্নে যে অংশ) কিনাটম্ (শকল নামক অংশের নিম্নে যে অংশ) স্নাব (স্নায়ু) তৎ স্থিরম্ (দৃঢ়); অন্তরতঃ (অভ্যন্তরস্থ) অস্থীনি (অস্থিসমূহ) দারূণি (কাষ্ঠ, দারু নামক কঠিন অংশ); মজ্জা (মনুষ্যের মজ্জা) মজ্জোপমা (মজ্জা+উপমা, বৃক্ষ-মজ্জার সহিত উপমা) কৃতা। (৪) যৎ (যদি) বৃক্ষঃ বৃক্ণঃ (ছিন্ন) রোহতি (উৎপন্ন হয়, প্ররোহণ করে) মূলাৎ নবতরঃ পুন; মর্ত্যঃ স্বিৎ (প্রশ্নবোধক অব্যয়) মৃত্যুনা (মৃত্যুদ্বারা) বৃক্ণঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি (উৎপন্ন হয়)? (৫) রেতসঃ (জীববীজ হইতে) ইতি মা বোচত (মা+অবোচত—

হইতে) তৎ (সেই শুক্র) প্রজায়তে বলিও না) জীবতঃ (জীবিত পুরুষ হইতে উৎপন্ন ধান—বীজ ; রুহ—উৎপন্ন) ইব (জন্মায়)। ধানারুহঃ (বীজ হইতে উৎপন্ন (সাক্ষাৎ, প্রকৃতপক্ষে) প্রেত্য (মৃত (শব্দয়, 'ইব' অনর্থক) বৈ বৃক্ষঃ অঞ্জসা (সাক্ষাৎ, প্রকৃতপক্ষে) প্রেত্য (মৃত হইয়া) সম্ভবঃ (উৎপত্তি)। (৬) যৎ (যদি) সমূলম্ (মূলের সহিত) আবৃহেয়ুঃ (উৎপাটিত করা হয়) বৃক্ষম্ (বৃক্ষকে), ন পুনঃ আ ভবেৎ (উৎপন্ন হয়) ; মর্ত্যঃ স্বিৎ (প্রশ্নবোধক অব্যয়) মৃত্যুনা বৃকণঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি ? (৭) জাতঃ এব (উৎপন্ন হইয়া) ন জায়তে (উৎপন্ন হয়) ; কঃ (কে) নু এনম্ (ইহাকে) জনয়েৎ (উৎপন্ন করিবে) পুনঃ ? বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম, রাতিঃ (ধন) দাতুঃ (দাতার, যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম করে তাহাদের) পরায়ণম্ (পরম গতি) তিষ্ঠমানস্য (ব্রহ্মে অবস্থিত ব্যক্তির) তৎ + বিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির)।

সরলার্থ : (তখন) যাজ্ঞবল্ক্য এই সব শ্লোকে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন—(১) ইহা সত্য যে বনস্পতি বৃক্ষ যেইরকম মানুষও প্রকৃতপক্ষে তেমনি। তাহার লোমসমূহই পত্র, তাহার ত্বকই বৃক্ষের বাকল। (২) পুরুষের ত্বক হইতে রক্তক্ষরণ হয়, বৃক্ষের ত্বক হইতেও রস ঝরে। যেমন পুরুষের আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির হয়, সেরূপ আহত বৃক্ষ হইতে রস বাহির হয়। (৩) মানুষের মাংসই বৃক্ষের 'শকল' (ভিতরের বাকল) আর দৃঢ় স্নায়ুই কিনাট (একেবারে ভিতরের বাকল)। অস্থিই কাঠ। একের মজ্জা অপরের মজ্জার সঙ্গে তুলনীয়। (৪) বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলে তাহার মূল হইতে আবার নতুন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষের মৃত্যু হইলে কোন্ মূল হইতে সে আবার উৎপন্ন হইয়া থাকে ? (৫) শুক্র হইতে (উৎপন্ন) হয় এ কথা বলিও না, কারণ জীবিত পুরুষ হইতেই শুক্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ মৃত্যুর পরও (কাণ্ড ইত্যাদি হইতে) আবার উৎপন্ন হয়। (৬) বৃক্ষকে মূল সহ তুলিয়া ফেলিলে আর জন্মায় না। মানুষের যদি মৃত্যু ঘটে তবে সে কোন্ মূল হইতে আবার উৎপন্ন হয় ? (৭) (একবার) উৎপন্ন হইলে (আবার) উৎপন্ন হয় না। কে উহাকে উৎপন্ন করিবে ? বিজ্ঞান ও আনন্দময় ব্রহ্মই (ইনি)। যিনি দানাদি কর্ম করেন, ব্রহ্ম যেমন তাঁহার পরম গতি, তেমনি যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মবিৎ তাঁহারও তিনিই পরম গতি।

মন্তব্য : (ক) প্রেত্য সম্ভবঃ—মোক্ষমূলারের মতে ইহা একটা শব্দ ; বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইলে ইহার অর্থ 'মৃত্যুর পরে উৎপন্ন'। 'প্রেত্যভাব' একটি অনুরূপ শব্দ। (খ) 'জাতঃ এব ন জায়তে' ইত্যাদি—শঙ্করের অর্থ এই : (কেহ কেহ বলিতে পারে) ইহা জাতই (অর্থাৎ ইহা জাত, সুতরাং ইহার উৎপত্তির প্রশ্ন হইতে পারে না ; যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে তাহার বিষয়েই এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে)। (ইহার উত্তরে আমি বলিব) না, ইহা উৎপন্ন হয়। (সুতরাং এখন প্রশ্ন এই)—কে ইহাকে আবার উৎপন্ন করে ?

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—ষড়াচার্য-ব্রাহ্মণ

২৩৯. জনকো হ বৈদেহ আসাংচক্রেঽথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্নণ্বন্তানিত্যুভয়মেব সম্রাডিতি হোবাচ ॥ ১

অন্বয় : জনকঃ হ বৈদেহঃ আসাঞ্চক্রে (উপবেশন করিয়াছিলেন) অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ আবব্রাজ (আগমন করিয়াছিলেন)। তম্ হ উবাচ—যাজ্ঞবল্ক্য ! কিম্ অর্থম্ (কি উদ্দেশ্যে) অচারীঃ (আসিয়াছেন)—পশূন্ (পশুদিগকে) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া), অণু + অন্তান্ (সূক্ষ্ম প্রশ্নসমূহকে) ইতি। উভয়ম্ এব সম্রাট্ ! ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ : বৈদেহ জনক (এক দিন) বসিয়া আছেন, এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। জনক বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন—পশুলাভের ইচ্ছায়, না সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'সম্রাট্, উভয় উদ্দেশ্যেই।'

২৪০. যত্তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীদ্বাগ্বৈ ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎসম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত। কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেব সম্রাডিতি হোবাচ। বাচা বৈ সম্রাড্ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট্ প্রজ্ঞায়ন্তে বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং বাগ্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২

অন্বয় : যৎ (যাহা) তে (আপনাকে) কঃ চিৎ (কেহ) অব্রবীৎ, তৎ (তাহা) শৃণবাম (আমরা শ্রবণ করি) ইতি অব্রবীৎ মে (আমাকে) জিত্বা শৈলিনিঃ (শিলিনের অপত্য) বাক্ বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্রূয়াৎ (বলে), তথা তৎ শৈলিনিঃ অব্রবীৎ—বাক্ বৈ ব্রহ্ম ইতি। অবদতঃ (যে কথা বলিতে পারে না তাহার ; মূকের) হি কিম্ স্যাৎ ? ইতি। অব্রবীৎ তু (বলিয়াছেন কি ?) তে (আপনাকে) তস্য আয়তনম্ (শরীর, স্থান) প্রতিষ্ঠাম্ (আশ্রয়) ? ন মে (আমাকে) অব্রবীৎ ইতি। একপাৎ (একপদ বিশিষ্ট) বৈ এতৎ সম্রাট্ ইতি। সঃ (সঃ ত্বম্—সেই আপনি) বৈ নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বলুন) যাজ্ঞবল্ক্য।

বাক্ এব (বাগিন্দ্রিয়ই) আয়তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা ; প্রজ্ঞা ইতি এনৎ (=এনাম্—ইহাকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। কা প্রজ্ঞতা (প্রজ্ঞার প্রকৃতি) যাজ্ঞবল্ক্য? বাক্ এব সম্রাট্ ইতি হ উবাচ—বাচা (বাক্য দ্বারা) বৈ সম্রাট্। বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তে (জানা যায়) ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্বাঙ্গিরসঃ, ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বিদ্যা, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অনুব্যাখ্যানানি, ব্যাখ্যানানি, ইষ্টম্ (যজ্ঞম্), হুতম্ (হোম), আশিতম্ (ভোজ্য), পায়িতম্ (পেয়), অয়ম্ চ লোকঃ (এই লোক), পরঃ চ লোকঃ (পরলোক), সর্বাণি চ ভূতানি (সর্বভূত)—বাচা এব সম্রাট্! প্রজ্ঞায়ন্তে (প্রজ্ঞাত হয়)। (২।৪।১০; ৪।৫।১১ টীকা দ্রঃ) বাক্ বৈ সম্রাট্! পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ (ইহাকে) বাক্ জহাতি (ত্যাগ করে) সর্বাণি [ভূতানি] (সর্বভূত) এনম্ ভূতানি, অভিক্ষরন্তি (উপহারাদি লইয়া উপস্থিত হয়) দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপি+এতি (গমন করে), যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ (এতাম্ বাচম্—এই বাক্যকে) উপাস্তে (উপাসনা করে)। হস্তি+ঋষভম্ (হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত) সহস্রম্ (সহস্র গাভীকে) দদামি (দিতেছি) ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মে (আমার) অমন্যত (মনে করিতেন) ন অননুশিষ্য (সম্যক্‌রূপে শিক্ষা না দিয়া) হরেত (গ্রহণ করিবে) ইতি।

সরলার্থ : আপনাকে অন্য কেহ (ব্রহ্মতত্ত্ব) বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রথমে শুনিতে চাই। জ।—জিত্বা শৈলিনি আমাকে বলিয়াছেন, 'বাক্‌ই ব্রহ্ম'। যা।—যেমন মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্যবান্ ব্যক্তি (জ্ঞান লাভ করিয়া) উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি শৈলিনিও বলিয়াছেন—'বাক্‌ই ব্রহ্ম'। যাহার বাক্ নাই, তাহার কি আছে? (কিন্তু) এই বাক্যের আয়তন (শরীর) ও প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) কি তাহা কি তিনি বলিয়াছেন? জ।—আমাকে বলেন নাই। যা।—সম্রাট্, এই ব্রহ্ম এক পাদ (অর্থাৎ ব্রহ্মের একটি মাত্র অংশ)। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই এ বিষয়ে আমাদিগকে বলুন। যা।—বাগিন্দ্রিয়ই ইহার আয়তন, আকাশই প্রতিষ্ঠা। ইহা প্রজ্ঞা—এই ভাবে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ।—এই প্রজ্ঞার প্রকৃতি (অর্থ বা স্বরূপ) কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সম্রাট্, বাক্‌ই ইহার স্বরূপ। বাক্যদ্বারাই বন্ধুকে জানা যায়। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট, হোম, অশন, পানীয়, ইহলোক, পরলোক, সর্বভূত—এই সমস্ত বাক্‌দ্বারাই জানা যায়। বাক্‌ই পরম ব্রহ্ম। যিনি ইহা জানিয়া বাক্যের উপাসনা করেন, বাক্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সকল প্রাণী (উপহারাদি লইয়া) তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট যান। জনক বৈদেহ বলিলেন—(এই উপদেশের জন্য) আপনাকে হস্তিতুল্য বৃষের সহিত এক সহস্র গাভী দিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন, 'সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না দিয়া দান গ্রহণ করা ঠিক নয়।'

২৪১. যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্ম উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ
ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৌল্বায়নোঽব্রবীৎ
প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যপ্রাণতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং
প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি
যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত কা
প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এব সম্রাডিতি হোবাচ প্রাণস্য বৈ সম্রাট্ কামায়া-
যাজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহ্যস্য প্রতিগৃহ্ণাত্যপি তত্র বধাশঙ্কং ভবতি যাং

দিশমেতি প্রাণস্যৈব সম্রাট্ কামায় প্রাণো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং
প্রাণো জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি
য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো
বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরে-
তেতি ॥ ৩

অন্বয় : যৎ এব তে কঃ-চিৎ অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম ইতি অব্রবীৎ মে উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ (শুল্বের অপত্য) প্রাণঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তৎ শৌল্বায়নঃ অব্রবীৎ প্রাণঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। অপ্রাণতঃ (প্রাণবিহীনের) হি কিম্ স্যাৎ? ইতি অব্রবীৎ তু তে তস্য আয়তনম্ প্রতিষ্ঠাম্? ন মে অব্রবীৎ ইতি। একপাৎ বৈ এতৎ সম্রাট্! ইতি। সঃ (সঃ ত্বম্—সেই তুমি) বৈ নঃ ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। প্রাণঃ এব আয়তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা; প্রিয়ম্ ইতি এনৎ (এনম্; ইহাকে) উপাসীত। কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য? প্রাণঃ এব সম্রাট্ ইতি হ উবাচ—প্রাণস্য বৈ সম্রাট্, কামায় অযাজ্যম্ (যাহার যাগ করা উচিত নহে) যাজয়তি (যজন করে), অপ্রতিগৃহ্যস্য (যাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করা উচিত নহে, তাহার) প্রতিগৃহ্ণাতি (দান গ্রহণ করে)। অপি তত্র (সেই স্থানে) বধ+আশঙ্কম্ (মৃত্যুভয়) ভবতি, যাম্ দিশম্ (যে দেশে) এতি (গমন করে) প্রাণস্য এব সম্রাট্, কামায় (কামনার জন্য) প্রাণঃ বৈ সম্রাট্! পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ প্রাণঃ জহাতি, সর্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি, দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি, যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে। হস্তি-বৃষভম্ সহস্রম্ দদামি ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—পিতা মে অমন্যত ন অননুশিষ্য হরেত ইতি। (৪।১।২ দ্রঃ)।

সরলার্থ : যা—আপনাকে অন্য কেহ (ব্রহ্মবিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন তাহাই শুনি। জ—উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমাকে বলিয়াছেন 'প্রাণই ব্রহ্ম'। যা—যেমন মাতৃমান, পিতৃমান, আচার্যবান ব্যক্তি (জ্ঞানলাভ করিয়া) উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি শৌল্বায়নও উপদেশ দিয়াছেন যে 'প্রাণই ব্রহ্ম'। যাহার প্রাণ নাই তাহার কি আছে? (কিন্তু) ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কি, তাহা কি তিনি বলিয়াছেন? জ।—আমাকে বলেন নাই। যা।—সম্রাট্, (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম একপাদ। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই (এ বিষয়ে) আমাদিগকে উপদেশ দিন। যা।—প্রাণই ইহার আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। 'ইহা প্রিয়' এইরূপে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয়ের স্বরূপ কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সম্রাট্, প্রাণই প্রিয়ের স্বরূপ। এই প্রাণের জন্যই লোকে এমন লোকের দ্বারাও যজ্ঞ করায় যজ্ঞে যাহার অধিকার নাই, এমন লোকের দান গ্রহণ করে যাহার দান গ্রহণীয় নয়। এই প্রাণের প্রতি প্রীতির জন্যই লোকে যেখানেই যায় সেখানেই মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হয়। সম্রাট্, প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি এই জ্ঞানে ইহার উপাসনা করেন, প্রাণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, সকল প্রাণী (উপহার লইয়া) তাঁহার নিকট আসে। তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট যান। জনক বৈদেহ বলিলেন—(এই উপদেশের জন্য) আমি হস্তিতুল্য বৃষের সহিত সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন, সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না দিয়া দান গ্রহণ করিবে না।'

মন্তব্য : উদঙ্ক শৌল্বায়ন—তৈত্তিরীয় সংহিতাতে (৭।৪।৫।৪, ৭।৫।৪।২) ইঁহার একটি মত প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। 'অপি তত্র' ইত্যাদির অর্থান্তর এই—যে স্থলে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, জীবিকা উপার্জনের জন্য মানুষ সে দেশেও গমন করে।

২৪২. যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বর্কুর্বার্ষ্ণশ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তদ্বার্ষ্ণোঽব্রবীচ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেত্যপশ্যতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেব সম্রাডিতি হোবাচ চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহুরদ্রাক্ষীরিতি স আহাদ্রাক্ষমিতি তৎ সত্যং ভবতি চক্ষুর্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ যৎ এব তে কঃ চিৎ অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম ইতি। অব্রবীৎ মে বর্কুঃ বার্ষ্ণঃ (বৃষ্ণের পুত্র) চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তৎ বার্ষ্ণঃ অব্রবীৎ চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। অপশ্যতঃ (যে দেখে না, তাহার) হি কিম্ স্যাৎ ? ইতি। অব্রবীৎ তু তে তস্য আয়তনম্, প্রতিষ্ঠাম্ ? ন মে অব্রবীৎ ইতি। একপাৎ বৈ এতৎ সম্রাট্ ! ইতি। সঃ (=সঃ ত্বম্) বৈ নঃ ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য ! চক্ষুঃ এব আয়তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা। সত্যম্ ইতি এনৎ উপাসীত। কা সত্যতা (সত্যের প্রকৃতি) যাজ্ঞবল্ক্য ! চক্ষুঃ এব সম্রাট্ ! ইতি হ উবাচ। চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) বৈ সম্রাট্ ! পশ্যন্তম্ (দর্শনকারীকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে) অদ্রাক্ষীঃ (দেখিয়াছ ?) ইতি। সঃ আহ অদ্রাক্ষম্ (দেখিয়াছি) ইতি—তৎ সত্যম্ ভবতি। চক্ষুঃ বৈ সম্রাট্ পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ চক্ষুঃ জহাতি, সর্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি, দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে। হস্তি+ঋষভম্ সহস্রম্ দদামি ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—পিতা মে অমন্যত ন অননুশিষ্য হরেত ইতি (৪।১।২ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ যা।—আপনাকে অন্য কেহ (ব্রহ্মবিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই। জ।—বর্কু বার্ষ্ণ আমাকে বলিয়াছেন—চক্ষুই ব্রহ্ম। যা।—যেমন মাতৃমান, পিতৃমান, আচার্যবান ব্যক্তি (জ্ঞানলাভ করিয়া) উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি বার্ষ্ণও বলিয়াছেন 'চক্ষুই ব্রহ্ম'। যাহার দৃষ্টি নাই, তাহার কি আছে ? কিন্তু ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কি তাহা কি তিনি বলিয়াছেন ? জ।—আমাকে বলেন নাই। যা।—সম্রাট্, তাহা হইলে এই ব্রহ্ম একপাদ। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমাদিগকে (এ বিষয়ে) বলুন। যা।—চক্ষুই ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা। 'ইহা সত্য'—এইরূপে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, সত্যের স্বরূপ কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সম্রাট্, চক্ষুই ইহার স্বরূপ। দ্রষ্টাকে যখন লোকে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি দেখিয়াছ ?' তখন সে যদি বলে 'আমি দেখিয়াছি', তবেই তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই জ্ঞানে ইহাকে উপাসনা করেন, সর্বভূত (উপহার লইয়া) তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়; তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট যান। জনক বৈদেহ বলিলেন—তাঁহার নিকট আমি হস্তিতুল্য বৃষের সহিত সহস্র গাভী আপনাকে দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন, 'সম্যক উপদেশ না দিয়া দান গ্রহণ করিবে না।'

মন্তব্য ঃ বর্কুঃ বার্ষ্ণঃ—শতপথ ব্রাহ্মণে (১।১।১।১০) ইহার একটি মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৪৩. যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে গর্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তদ্ভারদ্বাজোঽব্রবীচ্ছ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রোত্রমেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠানন্ত ইত্যেনদুপাসীত কানন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য দিশ এব সম্রাডিতি হোবাচ তস্মাদ্বৈ সম্রাডপি যাং কাং চ দিশং গচ্ছতি নৈবাস্যা অন্তং গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো দিশো বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রং, শ্রোত্রং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং শ্রোত্রং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ যৎ এব তে কঃ+চিৎ অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম ইতি। অব্রবীৎ মে গর্দভী-বিপীতঃ ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজ গোত্রের)—শ্রোত্রম্ বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্রূয়াৎ, তথা তৎ ভারদ্বাজঃ অব্রবীৎ শ্রোত্রম্ বৈ ব্রহ্ম ইতি। অশৃণ্বতঃ (যে শ্রবণ করে না, তাহার) হি কিম্ স্যাৎ ইতি। অব্রবীৎ তু তে তস্য আয়তনম্ প্রতিষ্ঠাম্ ? ন মে অব্রবীৎ ইতি। একপাৎ বৈ এতৎ সম্রাট্। ইতি। সঃ (সঃ ত্বম্) বৈ নঃ ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। শ্রোত্রম্ এব আয়তনম্ আকাশঃ প্রতিষ্ঠা। অনন্তঃ ইতি এনৎ উপাসীত। কা অনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য ? দিশঃ এব সম্রাট্। ইতি হ উবাচ—তস্মাৎ বৈ সম্রাট্ ! অপি যাম্ কাম্ চ দিশম্ (যে কোন দিকে) গচ্ছতি, ন এব অস্যাঃ অন্তম্ (শেষ) গচ্ছতি। অনন্তাঃ হি দিশঃ (দিক্‌সমূহ)। দিশঃ বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রম্ ; শ্রোত্রম্ বৈ সম্রাট্, পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ শ্রোত্রম্ জহাতি, সর্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি, যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে। হস্তি+ঋষভম্ সহস্রম্ দদামি ইতি উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—পিতা মে অমন্যত ন অননুশিষ্য হরেত ইতি (৪।১।২ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ যা।—আপনাকে অন্য কেহ ব্রহ্মবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন প্রথমে তাহা শুনি। জ।—গর্দভীবিপীত ভারদ্বাজ আমাকে বলিয়াছেন—শ্রোত্রই ব্রহ্ম। যা।—যেমন মাতৃমান, পিতৃমান, আচার্যবান ব্যক্তি (জ্ঞান লাভ করিয়া) উপদেশ দিয়া থাকেন, ভারদ্বাজও তেমনি বলিয়াছেন—কর্ণই ব্রহ্ম। বধিরের কি আছে ? (কিন্তু) তাহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা (কি তাহা) কি তিনি বলিয়াছেন ? জ।—আমাকে তাহা বলেন নাই। যা।—সম্রাট্, (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম একপাদ। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই (এ বিষয়ে) আমাদিগকে বলুন। যা।—কর্ণই ইহার আয়তন, আকাশই প্রতিষ্ঠা। 'ইহা অনন্ত'—এই ভাবে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, (ইহার) অনন্ততা কি ? যা।—সম্রাট্, দিক্‌সমূহই অনন্ত। সেই জন্য মানুষ যে কোন দিকেই যাউক না কেন, সে অন্ত পাইবে না। দিক্‌সমূহ অনন্ত। সম্রাট্, দিক্‌সমূহই কর্ণ (শ্রোত্র)। কর্ণই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই জ্ঞানে ইহার উপাসনা করেন, কর্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী (উপহার লইয়া) তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট যান। জনক বৈদেহ বলিলেন—আমি হস্তিসম বৃষের সহিত আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন, 'সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান গ্রহণ করিবে না'।

২৪৪. যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তজ্জাবালোঽব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য মন এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠানন্দ ইত্যেনদুপাসীত কা আনন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য মন এব সম্রাডিতি হোবাচ মনসা বৈ সম্রাট্ স্ত্রিয়মভিহার্যতে তস্যাং প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং মনো জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যতে নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ যৎ এব তে কঃ চিৎ অব্রবীৎ তৎ শৃণবাম ইতি। অব্রবীৎ মে সত্যকামঃ জাবালঃ (জবালার পুত্র) মনঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্, পিতৃমান, আচার্যবান্ ব্রূয়াৎ, তথা তৎ জাবালঃ অব্রবীৎ মনঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। অমনসঃ (যাহার মন নাই, অর্থাৎ চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই তাহার) হি কিম্ স্যাৎ ? ইতি। অব্রবীৎ তু তে তস্য আয়তনম্, প্রতিষ্ঠাম্ ? ন মে অব্রবীৎ ইতি। একপাৎ বৈ এতৎ সম্রাট্ ইতি সঃ বৈ নঃ ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য ! মনঃ এব আয়তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা। আনন্দঃ ইতি এনৎ উপাসীত। কা আনন্দতা (আনন্দের ভাব) যাজ্ঞবল্ক্য ? মনঃ এব সম্রাট্ ! ইতি হ উবাচ—মনসা (মন দ্বারা) বৈ সম্রাট্, স্ত্রিয়ম্ অভিহার্যতে (প্রার্থনা করে) ; তস্যাম্ (তাহাতে) প্রতিরূপঃ পুত্রঃ (অনুরূপ পুত্র) জায়তে সঃ (সেই পুত্র) আনন্দঃ (আনন্দের হেতু)। মনঃ বৈ সম্রাট্ পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ মনঃ জহাতি সর্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে হস্তি + ঋষভম্ সহস্রম্ দদামি ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মে অমন্যত ন অননুশিষ্য হরেত ইতি।

সরলার্থ ঃ যা।—অন্য কেহ (ব্রহ্মবিষয়ে) আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনি। জ।—সত্যকাম জাবাল আমাকে বলিয়াছেন 'মনই ব্রহ্ম'। যা।—যেমন মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তি উপদেশ দেন, তেমনি জাবালও বলিয়াছেন, 'মনই ব্রহ্ম'। যাহার মন নাই তাহার কি আছে ? (কিন্তু) ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা (কি তাহা) কি তিনি বলিয়াছেন ? জ।—আমাকে বলেন নাই। যা।—সম্রাট্, (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম একপাদ। জ।—আপনি এ বিষয়ে আমাদিগকে বলুন। যা।—মনই ইহার আয়তন আকাশই প্রতিষ্ঠা। 'ইহা আনন্দ'—এই ভাবে ইহাকে উপাসনা করিতে হইবে। জ।—(ইহার) আনন্দের ভাব কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সম্রাট্, মনই আনন্দ। মন দ্বারাই মানুষ স্ত্রী প্রার্থনা করে এবং তাহাতে অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রই আনন্দ। সম্রাট্, মনই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই জ্ঞানে ইঁহার উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী (উপহার লইয়া) ইঁহার নিকট যায়। তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট যান। জনক বৈদেহ বলিলেন—আমি আপনাকে হস্তিসম বৃষের সহিত সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন, 'সম্যক উপদেশ না দিয়া দান গ্রহণ করা উচিত নয়'।

মন্তব্য ঃ সত্যকামঃ জাবালঃ—সত্যকামের মাতার নাম জবালা ; পিতার নাম মাতাও জানিত না। এই জন্য **সন্তান সত্যকাম** জাবাল নামে পরিচিত হইয়াছিলেন (ছান্দোগ্য উঃ ৪।৪।১, ২)। গোতম হারিদ্রুমত ইঁহার প্রথম গুরু। সত্যকাম গুরুর নিকট হইতে কি উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শিষ্যগণকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে (৪।৫-৯ ; ৪।১৪-১৫ ; ৫।২)। জানকি আয়স্থূণা নামক এক জন ঋষিও সত্যকামের এক জন গুরু। শতপথ ব্রাহ্মণে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ইঁহার কথা পাওয়া যায়।

২৪৫ যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছাকল্যোঽব্রবীদ্ধৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়স্য হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেব সম্রাডিতি হোবাচ হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বেষাং ভূতানামায়তনং হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হ্যেব সম্রাট্ সর্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং হৃদয়ং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ যৎ এব তে কঃ চিৎ অব্রবীৎ তৎ শৃণবাম ইতি। অব্রবীৎ মে বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ (শকলের পুত্র ৩।৯।১ মন্তব্য দ্র ঃ) হৃদয়ম্ বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তৎ শাকল্যঃ অব্রবীৎ হৃদয়ম্ বৈ ব্রহ্ম ইতি। অহৃদয়স্য (হৃদয়বিহীনের) হি কিম্ স্যাৎ ? ইতি অব্রবীৎ তু তে তস্য আয়তনম্, প্রতিষ্ঠাম্ ? ন মে অব্রবীৎ ইতি একপাৎ বৈ এতৎ সম্রাট্ ইতি সঃ বৈ নঃ ব্রূহি, যাজ্ঞবল্ক্য। হৃদয়ম্ এব আয়তনম্ আকাশঃ প্রতিষ্ঠা। স্থিতিঃ ইতি এনৎ উপাসীত। কা স্থিততা (স্থিতির প্রকৃতি) যাজ্ঞবল্ক্য ? হৃদয়ম্ এব সম্রাট্ ! ইতি হ উবাচ—হৃদয়ম্ বৈ সম্রাট্, সর্বেষাম্ ভূতানাম্ প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হি এব সম্রাট্ ! সর্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি (প্রতিষ্ঠিত) ভবন্তি। হৃদয়ম্ বৈ সম্রাট্, পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ হৃদয়ম্ জহাতি, সর্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি। দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে। হস্তি + ঋষভম্ সহস্রম্ দদামি ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—পিতা মে অমন্যত ন অননুশিষ্যঃ হরেত ইতি।

সরলার্থ ঃ যা।—অন্য কেহ (ব্রহ্ম বিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনি। জ।—বিদগ্ধ শাকল্য আমাকে বলিয়াছেন, হৃদয়ই ব্রহ্ম। যা।—যেমন মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তি (জ্ঞানলাভ করিয়া) উপদেশ দেন, তেমনি শাকল্যও বলিয়াছেন যে হৃদয়ই ব্রহ্ম। যাহার হৃদয় নাই, তাহার কি আছে ? (কিন্তু) ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কি, তাহা কি তিনি বলিয়াছেন ? জ।—আমাকে বলেন নাই। যা।—সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি এ বিষয়ে আমাদিগকে বলুন। যা। হৃদয়ই ইহার আয়তন, আকাশই প্রতিষ্ঠা। 'ইহা স্থিতি' এইভাবে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ। স্থিতির প্রকৃতি কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্, হৃদয়ই স্থিতি, হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন, হৃদয়েই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়েই সর্বভূত প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। সম্রাট্, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই জ্ঞানে ইহার উপাসনা করেন, হৃদয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না, সর্বভূত উপহার লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট যান। জনক

বৈদেহ বলিলেন—আমি হস্তিসদৃশ বৃষের সহিত সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন, 'সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান গ্রহণ করা উচিত নয়'।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—কূর্চ-ব্রাহ্মণ—অভয়পদ

২৪৬. জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্যানু মা শাধীতি স হোবাচ যথা বৈ সম্রাণ্মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপনিষদ্ভিঃ সমাহিতাত্মাঽস্যেবং বৃন্দারক আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসীতি নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীত্যথ বৈ তেঽহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি ব্রবীতু ভগবানিতি ॥ ১

অন্বয় ঃ জনকঃ হ বৈদেহঃ কূর্চাৎ (আসন হইতে) উপাবসর্পন্ (উত্থিত হইয়া) উবাচ—নমঃ তে অস্তু, যাজ্ঞবল্ক্য ! অনু + শাধি মা (আমাকে উপদেশ দিন) ইতি। সঃ হ উবাচ—যথা বৈ সম্রাট্ মহান্তম্ অধ্বানম্ (দীর্ঘ পথ) এষ্যন্ (যাইবার ইচ্ছা করিলে) রথম্ বা নাবম্ বা (নৌকা) সমাদদীত (সংগ্রহ করে), এবম্ এব এতাভিঃ উপনিষদ্ভিঃ (এই সমুদয় উপনিষৎ অর্থাৎ উপদেশ দ্বারা) সমাহিতাত্মা (সংযতচিত্ত) অসি। এবং বৃন্দারকঃ (পূজ্য ; নেতা) আঢ্যঃ (ধনী) সন্ (হইয়া) অধীতবেদঃ (যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন) উক্ত + উপনিষৎকঃ (যাঁহার নিকট উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে) ইতঃ (এই পৃথিবী হইতে) বিমুচ্যমানঃ (মুক্ত হইয়া) ক্ব (কোথায়) গমিষ্যসি? ইতি। ন অহম্ তৎ ভগবন্! বেদ যত্র গমিষ্যামি ইতি। অথ বৈ তে (আপনাকে) অহম্ তৎ বক্ষ্যামি (বলিব) যত্র গমিষ্যসি? ইতি। ব্রবীতু (বলুন) ভগবান্ ইতি।

সরলার্থ ঃ বৈদেহ জনক সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার ; আমাকে উপদেশ দিন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'সম্রাট্, যেমন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে গেলে (মানুষ) রথ বা নৌকা সংগ্রহ করে আপনিও তেমনি এই সব উপনিষৎ (উপদেশ) দ্বারা সংযতচিত্ত হইয়াছেন। আপনি পূজ্য ও ধনী হইয়াছেন; আপনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং উপনিষদও আপনার অধীত। এ অবস্থায় এই পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনি কোথায় যাইবেন? জ।—ভগবন্, আমি কোথায় যাইব তাহা জানি না। যা।—তবে আপনি কোথায় যাইবেন তাহা আপনাকে বলি। জ।—ভগবন্, বলুন।

মন্তব্য ঃ যখন জনক বুঝিতে পারিলেন যাজ্ঞবল্ক্য সত্য সত্যই ব্রহ্মজ্ঞ, তখন আর তিনি স্ব আসনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন প্রকৃত শিক্ষার্থীর মত আসন হইতে উঠিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার উপদেশপ্রার্থী হইলেন। পূর্বে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ঋষি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন—এখন 'ভগবান্' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। পূর্বে সাধারণভাবে বলিয়াছিলেন 'আমাদিগকে বলুন' (নঃ ব্রূহি) এখন বলিলেন—'আমাকে উপদেশ দিন' (অনু মা শাধি)।

২৪৭. ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২

অন্বয় ঃ ইন্ধঃ (যাহা দীপ্তিবিশিষ্ট) হ বৈ নাম এষঃ যঃ অয়ম্ দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষি, চক্ষুতে) পুরুষঃ, তম্ বৈ এতম্ (সেই তাহাকে) ইন্ধম্ সন্তম্ (ইন্ধ নামধারী হইলেও) ইন্দ্রঃ ইতি আচক্ষতে (লোকে বলিয়া থাকে) পরোক্ষেণ এব (পরঃ + অক্ষেণ, অব্যয়, পরোক্ষভাবেই) ; পরোক্ষ-প্রিয়াঃ ইব (যেন) হি দেবাঃ ; প্রত্যক্ষদ্বিষঃ (যাহারা প্রত্যক্ষ সত্তাকে দ্বেষ করে)। [দ্রঃ ঐতরেয় উপঃ ১।৩।১৪]

সরলার্থ ঃ দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ, ইহার নাম ইন্ধ। ইহার নাম ইন্ধ হইলেও, ইহাকে লোকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলে, কারণ দেবগণ যেন পরোক্ষ নামই পছন্দ করেন এবং প্রত্যক্ষ নাম অপছন্দ করেন।

২৪৮. অথৈতদ্বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিত-পিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সংচরণী যৈষা হৃদয়াদূর্ধ্বা নাড্যুচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারীরা-দাত্মনঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ এতৎ বামে অক্ষণি পুরুষ-রূপম্ (পুরুষ রূপ বিশিষ্ট), এষা অস্য পত্নী বিরাট্। তয়োঃ (তাহাদিগের দুই জনের) এষঃ সংস্তাবঃ (সম্মিলন স্থান, সম্মিলিত হইয়া স্তুতি করিবার স্থান) যঃ এষঃ অন্তঃহৃদয়ে আকাশঃ ; অথ এনয়োঃ (ইহাদের) এতৎ অন্নম্, যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ। অথ এনয়োঃ এতৎ প্র + আবরণম্ (আচ্ছাদন), যৎ এতৎ অন্তঃ + হৃদয়ে জালকম্ ইব (জালের ন্যায় বস্তু)। অথ এনয়োঃ এষা সৃতিঃ সঞ্চরণী (সঞ্চরণ স্থান ; সৃতি—মার্গ) যা এষা হৃদয়াৎ ঊর্ধ্বা নাড়ী উৎ + চরতি (উদ্‌গমন করে)। যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ (বিভক্ত) এবম্ অস্য এতাঃ হিতাঃ নাম নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) অন্তঃ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি। এতাভিঃ (এই সমুদয় দ্বারা) বৈ এতৎ (ইহা, অন্ন) আস্রবৎ (প্রবাহিত হইয়া) আস্রবতি (প্রবাহিত হয়)। তস্মাৎ এষঃ (এই, তৈজস আত্মা ; প্রবিবিক্তাহারতর (প্রবিবিক্ত + আহার + তর ; প্রবিবিক্ত—সূক্ষ্ম ; প্রবিবিক্ততর—সূক্ষ্মতর ; প্রবিবিক্ততর আহার যাহার, তাহাকে বলা হয় প্রবিবিক্তাহারতর ; বৈদিক) ইব এব ভবতি, অস্মাৎ শরীরাৎ আত্মনঃ (শরীরী আত্মা হইতে)।

সরলার্থ ঃ আর বাম চক্ষুতে পুরুষরূপী এই (যাহা দেখা যায়), ইহাই ইহার পত্নী বিরাট্। হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ, তাহাই ইহাদের মিলনস্থান। হৃদয়ের মধ্যে এই যে লোহিতপিণ্ড ইহাই ইহাদের অন্ন। হৃদয়ের মধ্যে জালের মত যে বস্তু, তাহাই ইহাদের আবরণ। হৃদয় হইতে এই যে সব নাড়ী ঊর্ধ্বদিকে গিয়াছে তাহাই ইহাদের সঞ্চরণস্থান। কেহ সহস্র ভাগে ভাগ হইলে যেমন অতি সূক্ষ্ম হয়, দেহের হিতা নামে নাড়ীগুলি তেমনি অতি সূক্ষ্ম এবং ইহারা হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নরস যখন ক্ষরিত হয় তখন এই সব নাড়ীতে প্রবাহিত হয়। এই জন্য ইনি (তৈজস আত্মা) যেন এই শরীরী আত্মা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অন্নই ভোজন করেন।

২৪৯. তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ দক্ষিণা দিগ্দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণা ঊর্ধ্বা দিগূর্ধ্বা প্রাণা অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্বা দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো বৈদেহোঽভয়ং ত্বা গচ্ছতাদ্যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে নমস্তেঽস্ত্বিমে বিদেহা অয়মহমস্মি ॥ ৪

অন্বয় : তস্য (সেই তৈজস আত্মার) প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণঃ প্রাণাঃ। দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ; ঊর্ধ্বাঃ দিক্ ঊর্ধ্বাঃ প্রাণাঃ; অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্বাঃ দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ। সঃ এষঃ নেতি (ন+ইতি, ইহা নয়) নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে; অশীর্যঃ ন হি শীর্যতে; অসঙ্গঃ ন হি সজ্যতে; অসিতঃ ন হি ব্যথতে, ন রিষ্যতি (৩।৯।২৬ টীকা দ্রঃ)। অভয়ম্ বৈ জনকঃ প্রাপ্তঃ অসি ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সঃ হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ অভয়ম্ ত্বা (আপনাকে) গচ্ছতাৎ (গমন বা আগমন করুক) যাজ্ঞবল্ক্যঃ যঃ নঃ (আমাদিগকে) ভগবন্ অভয়ম্ বেদয়সে (অবগত করাইয়াছেন)। নমঃ তে অস্তু। ইমে বিদেহাঃ (বিদেহবাসিগণ কিংবা বিদেহ দেশ) অয়ম্ অহম্ (এই আমি) অস্মি (হই; আপনার হইলাম)।

সরলার্থ : ইহার পূর্বদিকই পূর্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক উত্তর প্রাণ, ঊর্ধ্বদিক ঊর্ধ্ব প্রাণ, নিম্নদিক নিম্ন প্রাণ এবং সর্ব দিকই সকল প্রাণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি'—ইহা নয়, ইহা নয়—এইরূপ। ইহা অগ্রাহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইহা অশীর্য, ইহা শীর্ণ হয় না; ইহা অসঙ্গ, ইহা কোন বস্তুতে আসক্ত হয় না; ইহা অবন্ধ, ইহা ব্যথিত হয় না এবং হিংসিত হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'হে জনক, আপনি অভয় লাভ করিয়াছেন।' বৈদেহ জনক বলিলেন—'ভগবান্, আপনি আমায় অভয়ের কথা বলিলেন, তাই আপনারও অভয় লাভ হউক। আপনাকে নমস্কার। এই বিদেহবাসিগণ এবং আমি আপনারই হইলাম।'

মন্তব্য : (ক) প্রাচী, প্রাঞ্চঃ—(যে পূর্বদিকে গমন করে। অঞ্চ্ ধাতুর অর্থ গমন করা। (খ) সেইরূপ 'উৎ' উপসর্গ যোগে উদীচী ও উদঞ্চঃ (যে উত্তর দিকে গমন করে) এবং 'অব' যোগে অবাচী ও অবাঞ্চঃ (যে নিম্নদিকে গমন করে)।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—আত্মা স্বয়ংজ্যোতি—মোক্ষ—ব্রহ্মানন্দ

২৫০. জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম স মেনে ন বদিষ্য ইত্যথ হ যজ্জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাগ্নিহোত্রে সমূদাতে তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে তং হাস্মৈ দদৌ তং হ সম্রাডেব পূর্বং পপ্রচ্ছ ॥ ১

অন্বয় : জনকম্ হ বৈদেহম্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ জগাম। সঃ মেনে (স্থির করিয়াছিলেন

ন বদিষ্যে (বলিব) ইতি। অথ হ যৎ (যখন) জনকঃ চ বৈদেহঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ অগ্নিহোত্রে (অগ্নিহোত্র বিষয়ে) সমূদাতে (আলোচনা করিয়াছিলেন) তস্মৈ (জনককে) হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বরম্ দদৌ (দিয়াছিলেন); সঃ (জনক) হ কামপ্রশ্নম্ (নিজ ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন) বব্রে (প্রার্থনা করিয়াছিলেন)।—তম্ (সেই বর) হ অস্মৈ (জনককে) দদৌ। তম্ (যাজ্ঞবল্ক্যকে) হ সম্রাট্ এব পূর্বম্ (প্রথমে) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিয়াছিলেন)।

সরলার্থ : যাজ্ঞবল্ক্য একদিন বৈদেহ জনকের নিকট গেলেন। তিনি ঠিক করিলেন, 'আমি কিছুই বলিব না।' কিন্তু পূর্বে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে অগ্নিহোত্র বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তখন যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এক বর দিয়াছিলেন। জনক প্রার্থনা করিয়াছিলেন তিনি যেন ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন করিতে পারেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে সেই বর দেন। সুতরাং সম্রাট্ই প্রথমে প্রশ্ন করিলেন।

মন্তব্য : (ক) স মেনে ন বদিষ্যে—একজন ক্ষত্রিয় বিনানুমতিতে প্রথমেই ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিবেন ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।২।১০) আছে যে এক সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন যে, তিনি বিনা অনুমতিতে এই প্রকার প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

২৫১. যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি। আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাডিতি হোবাচাদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতী-ত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২

অন্বয় : যাজ্ঞবল্ক্য! কিম্+জ্যোতিঃ (কি প্রকার জ্যোতির্বিশিষ্ট) অয়ম্ পুরুষঃ ইতি। আদিত্য-জ্যোতিঃ (আদিত্য যাঁহার জ্যোতিঃ) সম্রাট্। ইতি হ উবাচ—আদিত্যেন জ্যোতিষা (আদিত্যরূপ জ্যোতিদ্বারা) এব অয়ম্ (এই পুরুষ) আস্তে (উপবেশন করে), পল্যয়তে (পরিভ্রমণ করে), কর্ম কুরুতে, বিপল্যেতি (প্রত্যাগমন করে), ইতি। এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য।

সরলার্থ : জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ কি রকম জ্যোতির্বিশিষ্ট? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সম্রাট্, আদিত্যই ইহার জ্যোতি। আদিত্যরূপ জ্যোতিদ্বারাই এই পুরুষ বসে, নানা স্থানে যায়, কাজ-কর্ম করে ও ফিরিয়া আসে। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই বটে।

২৫২. অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৩

অন্বয় : অস্তমিতে (অস্তম্+ইতে—অস্তগত হইলে) আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য, কিম্+জ্যোতিঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ? ইতি চন্দ্রমাঃ এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি ইতি। চন্দ্রমসা জ্যোতিষা (চন্দ্ররূপ জ্যোতি দ্বারা) এব অয়ম্ আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি। এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য! (৪।৩।২ দ্রঃ)।

সরলার্থ : জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তে গেলে কোন্ জ্যোতি পুরুষের সহায়ক হয়? যা।—তখন চন্দ্রই ইহার জ্যোতি হয়। চন্দ্ররূপ জ্যোতি দ্বারাই পুরুষ বসে, নানাস্থানে যায়, কাজকর্ম করে ও ফিরিয়া আসে। যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই (৪।৩।২ দ্রঃ)।

২৫৩. অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যগ্নিরেবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যগ্নিনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৪

অন্বয় ঃ অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমসি অস্তমিতে (চন্দ্র অস্তগত হইলে), কিম্ + জ্যোতিঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ ? ইতি। অগ্নিঃ এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি ইতি। অগ্নিনা জ্যোতিষা (অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা) এব অয়ম্ আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি। এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য ইতি।

সরলার্থ ঃ যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে এবং চন্দ্রও অস্তে গেলে এই পুরুষের কি জ্যোতি থাকে ? যা।—তখন অগ্নিই ইহার জ্যোতি হয়। অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা পুরুষ বসে, নানাস্থানে যায়, কাজকর্ম করে এবং ফিরিয়া আসে। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই।

২৫৪. অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি তস্মাদ্বৈ সম্রাডপি যত্র স্বঃ পাণির্ন বিনির্জ্ঞায়তে অথ যত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৫

অন্বয় ঃ অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমসি অস্তমিতে (চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে) শান্তে অগ্নৌ (অগ্নি শান্ত অর্থাৎ নির্বাপিত হইলে) কিম্ + জ্যোতিঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ ? ইতি। বাক্ এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি ইতি। বাচা জ্যোতিষা (বাক্যরূপ জ্যোতি দ্বারা) এব অয়ম্ আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি। তস্মাৎ (সেই জন্য) বৈ সম্রাট্, অপি যত্র স্বঃ পাণিঃ (নিজের হস্ত) ন বিনির্জ্ঞায়তে (জানা যায়) ; অথ যত্র বাক্ উচ্চরতি (উত্থিত হয়), এব তত্র উপন্যেতি (উপনীত হয়) ইতি। এবম্ এব এতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য।

সরলার্থ ঃ জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য ও চন্দ্র অস্ত গেলে আর অগ্নিও নিভিয়া গেলে এই পুরুষের কি জ্যোতি হয় ? যা।—বাক্যই তখন ইহার জ্যোতি হয়। বাক্যরূপ জ্যোতি দ্বারা পুরুষ বসে, কাজকর্ম করে এবং ফিরিয়া আসে। সেইজন্য যখন নিজের হাতও দেখা যায় না, তখন যেদিকে বাক্য উচ্চারিত হয়, লোকে সেই দিকেই যায়। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই।

২৫৫. অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমসি অস্তমিতে, শান্তে অগ্নৌ, শান্তায়াম্ বাচি (বাক্ নিরস্ত হইলে) কিম্ + জ্যোতিঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ ? ইতি আত্মা এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি ইতি। আত্মনা জ্যোতিষা (আত্মরূপ জ্যোতি দ্বারা) এব অয়ম্ আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি। (৪।৩।২ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য এবং চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি নিভিয়া গেলে আর বাক্য থামিয়া গেলে এই পুরুষের কি জ্যোতি হয় ? যা—(তখন) আত্মাই পুরুষের জ্যোতি হয়। আত্মারূপ জ্যোতি দ্বারাই পুরুষ বসে, যায়, কাজ করে ও ফিরিয়া আসে।

২৫৬. কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসংচরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি ॥ ৭

অন্বয় ঃ কতমঃ (ইহাদিগের মধ্যে কে) আত্মা ইতি। যঃ অয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু (প্রাণসমূহের মধ্যে) হৃদি (হৃৎপিণ্ড) অন্তঃ (অভ্যন্তরস্থ) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃস্বরূপ) পুরুষঃ। সঃ সমানঃ সন্ (একই থাকিয়া) উভৌ লোকৌ (এই উভয় লোক : ইহলোক ও পরলোক, জাগ্রত অবস্থায় ইহলোক, সুষুপ্ত অবস্থায় পরলোক) অনু-সম্ + চরতি (সঞ্চরণ করে)। ধ্যায়তি ইব (যেন ধ্যান করিতেছে) লেলায়তি ইব (যেন ক্রীড়া করিতেছে) সঃ হি স্বপ্নঃ ভূত্বা (হইয়া) ইমম্ লোকম্ (এই লোককে) অতিক্রামতি (অতিক্রম করে) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) রূপাণি (রূপসমূহকে)।

সরলার্থ ঃ [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন]—'ইহাদের মধ্যে আত্মা কে ?' [উত্তর —] 'এই প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের মধ্যস্থ জ্যোতিঃপুরুষ, তিনি এক থাকিয়া উভয় লোকেই বিচরণ করেন। তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন খেলা করেন। স্বপ্নাবস্থায় তিনি ইহলোক এবং মৃত্যুময় রূপসমূহকে অতিক্রম করেন।

মন্তব্য ঃ প্রাণেষু ইত্যাদি—আত্মা প্রাণের সন্নিকটে। মোক্ষমূলারের অর্থ — 'প্রাণসমূহ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া'।

২৫৭. স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি ॥ ৮

অন্বয় ঃ সঃ বৈ অয়ম্ পুরুষঃ জায়মানঃ (উৎপন্ন হইয়া) শরীরম্ অভি-সম্পদ্যমানঃ (লাভ করিয়া) পাপ্মভিঃ (পাপসমূহের সহিত) সংসৃজ্যতে (সংযুক্ত হয়)। সঃ উৎক্রামন্ (উৎক্রান্ত হইয়া) ম্রিয়মাণঃ (মরিয়া) পাপ্মনঃ (পাপসমূহকে) বিজহাতি (ত্যাগ করে)।

সরলার্থ ঃ এই পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শরীর লাভ করিলে পাপের সহিত যুক্ত হন মৃত্যুকালে দেহত্যাগের সময় সমস্ত পাপকে ত্যাগ করেন।

২৫৮. তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ সংধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি ॥ ৯

অন্বয় ঃ তস্য বৈ এতস্য (সেই এই) পুরুষস্য দ্বে (দুই) এব স্থানে ভবতঃ (হয়) —ইদম্ চ (এই লোক), পরলোকস্থানম্ চ (পরলোকরূপ স্থান) ; সংধ্যম্ (সন্ধিস্থল) তৃতীয়ম্ স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে (সন্ধিস্থানে) তিষ্ঠন্ (অবস্থান করিয়া) এতে উভে স্থানে (এই উভয় স্থানকে) পশ্যতি (দেখে)—ইদম্ চ পরলোকস্থানম্ চ। অথ যথাক্রমঃ (যথা + আক্রমঃ—যে প্রকার আশ্রয়যুক্ত হইয়া ; আক্রম—অবলম্বন) অয়ম্ পরলোকস্থানে ভবতি, তম্ আক্রমম্ (সেই আশ্রয়কে) আক্রম্য (অবলম্বন করিয়া) উভয়ান্ (উভয়কে)—পাপ্মনঃ (পাপসমূহকে) আনন্দান্ চ (আনন্দসমূহকে)

পশ্যতি। সঃ যত্র (যখন যে অবস্থায়) প্র=স্বপিতি (প্রসুপ্ত হয়), অস্য লোকস্য (এই লোকের) সর্বাবতঃ (সর্বভূতযুক্ত) মাত্রাম্ (উপাদানসমূহকে) অপ+আদায় (গ্রহণ করিয়া) স্বয়ম্ বিহত্য (বিনাশ করিয়া) স্বয়ম্ নির্মায় (নির্মাণ করিয়া) স্বেন ভাসা (স্বীয় দীপ্তিদ্বারা) স্বেন জ্যোতিষা (স্বীয় জ্যোতি দ্বারা) প্রস্বপিতি। অত্র (এই অবস্থায়) অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ম্+জ্যোতিঃ ভবতি।

সরলার্থ ঃ সেই পুরুষের দুই স্থান—ইহলোক এবং পরলোক। ইহাদের সন্ধি অর্থাৎ স্বপ্নস্থানই তৃতীয় স্থান। সেই সন্ধি স্থানে থাকিয়া এই পুরুষ ইহলোক এবং পরলোক এই উভয় লোকই দেখেন। যেই আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তিনি পরলোকে যান, সেই আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই পাপ ও আনন্দ এই উভয়কেই দেখেন। তিনি যখন প্রসুপ্ত হন তখন সর্বভূত-যুক্ত এই লোকের উপাদানগুলি গ্রহণ করেন, আবার নিজেই এই সকলকে বিনাশ করেন এবং নূতন জগৎ নির্মাণ করিয়া নিজের জ্যোতি দ্বারা স্বপ্ন দেখেন। এই অবস্থায় এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতি হন।

২৫৯. ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে, স হি কর্তা ॥ ১০

অন্বয় ঃ ন তত্র রথাঃ, ন রথযোগাঃ (রথে যাহাদিগকে যুক্ত করা হয়, অশ্বাদি), ন পন্থানঃ (পথসমূহ) ভবন্তি ; অথ রথান্ রথযোগান, পথঃ সৃজতে (সৃষ্টি করে)। ন তত্র আনন্দাঃ মুদঃ (হর্ষ) প্রমুদঃ (প্রমোদ) ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ (ক্ষুদ্র জলাশয়) পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ (নদীসমূহ) ভবন্তি ; অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ (পুষ্করিণীসমূহকে) স্রবন্তীঃ (নদীসমূহকে) সৃজতে। সঃ হি কর্তা।

সরলার্থ ঃ সেখানে যখন রথ, রথের বাহন বা পথ কিছুই নাই, তখন (এই আত্মা সেখানেই) রথ, রথের বাহন এবং পথ সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ, হর্ষ এবং প্রমোদ না থাকিলেও (আত্মাই) আনন্দ, হর্ষ ও প্রমোদ সৃষ্টি করেন। সেখানে জলাশয়, পুষ্করিণী বা নদী না থাকিলেও (আত্মাই) জলাশয়, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্তা।

মন্তব্য ঃ বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ—বেশান্তাঃ=বেশ+অন্ত ; বেশ—গৃহ, অন্ত—সীমা। গৃহের নিকটে যে ক্ষুদ্র জলাশয় (ডোবা) তাহার নাম বেশান্ত। পুষ্করিণ্যঃ—পুষ্করিণী, পুষ্কর+ইনি, পুষ্করবিশিষ্ট জলাশয়।

২৬০. তদেতে শ্লোকা ভবন্তি। স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি। শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ তৎ (সেই বিষয়ে) এতে শ্লোকাঃ (এই সব শ্লোক) ভবন্তি (হয়) স্বপ্নেন (নিদ্রাদ্বারা , 'স্বপ্ন' শব্দের মৌলিক অর্থ 'নিদ্রা') শারীরম্ (শরীরস্থ আত্মাকে) অভি+প্র+হত্য (নিশ্চেষ্ট করিয়া) অসুপ্তঃ (সুপ্ত না হইয়া) সুপ্তান্ (সুপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে) অভিচাকশীতি (বৈদিক, বার বার দর্শন করে); শুক্রম্ (শুদ্ধজ্যোতিকে) আদায় (গ্রহণ করিয়া) পুনঃ ঐতি (আগমন করে) স্থানম্ (জাগরিত স্থানে) হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ (এক পক্ষী)।

সরলার্থ ঃ এই বিষয়ে এই সব শ্লোক আছে—নিদ্রাদ্বারা শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া, অথচ নিজে সুপ্ত না হইয়া (সেই পুরুষ) সুপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে দেখেন। এই হিরণ্ময় পুরুষ—এই একপক্ষী - শুদ্ধ জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া আবার জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।

২৬১. প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা। স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ১২

অন্বয় ঃ প্রাণেন (প্রাণদ্বারা) রক্ষন্ (রক্ষা করিয়া) অবরম্ (নিকৃষ্ট,) কুলায়ম্ (নীড়কে, দেহকে) বহিঃ (বহির্ভাগে) কুলায়াৎ (কুলায় হইতে) অমৃতঃ (অমৃত-স্বরূপ) চরিত্বা (বিচরণ করিয়া) সঃ ঈয়তে (গমন করেন) অমৃতঃ যত্রকামম্ (যেখানে কামনা সেই স্থলে) হিরণ্ময়ঃ একহংসঃ।

সরলার্থ ঃ সেই অমৃতস্বরূপ প্রাণদ্বারা (শরীররূপ) নিকৃষ্ট নীড়টি রক্ষা করিয়া নিজে সেই নীড়ের বাহিরে বিচরণ করেন। সেই হিরণ্ময় পুরুষ, (সেই) একহংস, (সেই) অমৃতস্বরূপ যথেচ্ছ বিচরণ করেন।

২৬২. স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি। উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ স্বপ্নান্তে (স্বপ্নস্থানে) উচ্চ+অবচম্ (উচ্চ ও নিম্ন) ঈয়মানঃ (প্রাপ্ত হইয়া) রূপাণি বহূনি (বহুপ্রকার রূপ) দেবঃ (দেবতা হইয়া) কুরুতে (করে) উত ইব (যেন) স্ত্রীভিঃ সহ (স্ত্রীলোকের সহিত) মোদমানঃ (আমোদ করিয়া) জক্ষৎ (জাগিয়া) উত ইব অপি ভয়ানি পশ্যন্ (দেখিয়া)।

সরলার্থ ঃ স্বপ্নাবস্থায় মানবাত্মারূপী সেই দেবতা কখনও উপরে উঠিয়া কখনও নীচে নামিয়া বহু রূপ সৃষ্টি করেন ; কখনও যেন স্ত্রীলোকের সহিত আমোদ-আহ্লাদ হাসি-ঠাট্টা করেন, কখনও বা যেন ভয়ানক কিছু দেখেন।

মন্তব্য ঃ উচ্চাবচম্ ঈয়মানঃ—এই অংশের একাধিক অর্থ হইতে পারে ঃ (১) উচ্চ এবং নীচ ভাব প্রাপ্ত হইয়া, (২) ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে গমন করিয়া।

২৬৩. আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি। তন্নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতেঽথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায় ব্রূহীতি ॥ ১৪

অন্বয় ঃ আরামম্ (ক্রীড়াস্থলকে) অস্য পশ্যন্তি (দর্শন করে) ন তম্ (তাহাকে) পশ্যতি কঃ চন (কেহ) ইতি। তম্ (সুষুপ্ত ব্যক্তিকে) ন আয়তম্ (সহসা) বোধয়েৎ (জাগ্রত করিবে) ইতি আহুঃ (বলিয়া থাকে)। দুর্ভিষজ্যম্ (দুশ্চিকিৎস্য) হ অস্মৈ (ইহার বিষয়ে) ভবতি, যম্ (যাহাকে, যে দেহকে) এষঃ (এই আত্মা) ন প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)। অথ উ খলু আহুঃ জাগরিতদেশঃ এব অস্য এষঃ (স্বপ্নদেশ) ইতি। যানি (যাহা) হি এব জাগ্রৎ (জাগ্রত থাকিয়া) পশ্যতি, তানি (তাহা) সুপ্তঃ (সুপ্ত হইয়া) ইতি। অত্র (এই স্থলে) অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ম্+জ্যোতিঃ ভবতি। সঃ অহম্ ভগবতে (ভগবানকে) সহস্রম্ দদামি (দিতেছি)। অতঃ

(ইহা অপেক্ষা) ঊর্ধ্বম্ (আরও, কিংবা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব) বিমোক্ষায় ব্রূহি (বলুন) ইতি।

সরলার্থ : 'লোকে তাঁহার ক্রীড়াই দেখে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। লোকে বলে—ঘুমন্ত লোককে সহসা জাগাইতে নাই, কারণ আত্মা যদি (ঐ সময়ে) দেহে ফিরিয়া না আসে, তবে তাহার দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন—জাগ্রত অবস্থাই আত্মার স্বপ্ন; কারণ তিনি জাগ্রত অবস্থায় যাহা দেখেন সুপ্ত হইয়াও তাহাই দেখেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়, এই অবস্থায় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি রূপে বিরাজ করেন।' জনক। আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। মোক্ষ বিষয়ে আরও কিছু উচ্চ তত্ত্ব বলুন।

২৬৪. স বা এষ এতস্মিন্ সংপ্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ।
পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব স যত্তত্র কিংচিৎ
পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য
সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ১৫

অন্বয় : সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ সম্ + প্রসাদে (প্রসাদগুণযুক্ত, প্রসাদ—প্রসন্ন ভাব) রত্বা (আরাম লাভ করিয়া) চরিত্বা (বিচরণ করিয়া) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ, পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ (যে ভাবে আগমন করিয়াছিল, বিপরীত ক্রমে সেই ভাবে প্রত্যাগমন করিয়া (ন্যায়—নিশ্চিত আগমন) প্রতি-যোনি (যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে; যোনি—উৎপত্তি স্থান বা আশ্রয়স্থল) আদ্রবতি (ধাবিত হয়) স্বপ্নায় (স্বপ্নস্থানের জন্য; 'স্বপ্ন' শব্দের মৌলিক অর্থ 'নিদ্রা') এব। সঃ যৎ (যাহা) তত্র (সেই স্বপ্নস্থানে) কিম্ চিৎ (কিছু) পশ্যতি (দেখে) অনন্বাগতঃ (অন্ + অনু + আগতঃ, অনাসক্ত) তেন (তাহার সহিত) ভবতি; অসঙ্গঃ হি অয়ম্ পুরুষ ইতি। এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ অহম্ ভগবতে সহস্রম্ দদামি। অতঃ ঊর্ধ্বম্ বিমোক্ষায় এব ব্রূহি ইতি (৪।৩।১ দ্রঃ)।

সরলার্থ : 'সেই পুরুষ ঐ স্বপ্নের অবস্থায় আনন্দ উপভোগ ও বিচরণ করিয়া এবং পুণ্য-পাপ দর্শন করিয়া আবার বিপরীত ক্রমে যথাস্থানে (অর্থাৎ নিদ্রাস্থানে) স্বপ্ন দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসেন। সেখানে তিনি যাহা দেখেন, তাহাতে তিনি আসক্ত হন না। কারণ এই পুরুষ অনাসক্ত।' জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই। আমি (এই উপদেশের জন্য) আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। মোক্ষ বিষয়ে আরও উচ্চতত্ত্ব বলুন।

মন্তব্য : 'সম্প্রসাদ' শব্দের প্রকৃত অর্থ সুষুপ্তি। কিন্তু এস্থলে এ অর্থ সঙ্গত নয়। সেই জন্য রঙ্গরামানুজ বলেন, এ স্থলে সম্প্রসাদ অর্থ 'স্বপ্নাবস্থা'।

২৬৫. স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ
প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব স যত্তত্র কিংচিৎ
পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য
সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ১৬

অন্বয় : সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ স্বপ্নে (এই স্বপ্নাবস্থায়) রত্বা চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ, পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় (জাগ্রৎ অবস্থার জন্য) এব। সঃ যৎ তত্র কিম্ চিৎ পশ্যতি, অনন্বাগতঃ তেন ভবতি, অসঙ্গঃ হি অয়ম্ পুরুষঃ ইতি। (৪।৩।১৫ দ্রঃ) এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ অহম্ ভগবতে সহস্রম্ দদামি। অতঃ ঊর্ধ্বম্ বিমোক্ষায় এব ব্রূহি ইতি। (৪।৩।১৪ দ্রঃ)

সরলার্থ : যা।—এই পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় আনন্দে বিচরণ করিয়া এবং পুণ্যপাপ দেখিয়া আবার (বিপরীতক্রমে) পূর্বের পথে উৎপত্তির স্থানে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। স্বপ্নে (বা সুষুপ্তিতে) যাহা কিছু দেখেন তাহাতে তিনি আসক্ত হন না; কারণ এই পুরুষ নিরাসক্ত। জ।—যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই। আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। মুক্তির জন্য আরও উচ্চতত্ত্ব বলুন।

২৬৬. স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ
পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব ॥ ১৭

অন্বয় : সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে (বুদ্ধ + অন্তে; জাগরিত অবস্থায়) রত্বা, চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যম্ চ, পাপম্ চ, পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নান্তায় (স্বপ্নস্থানের জন্য) এব [৪।৩।১৪, ১৫ দ্রঃ]।

সরলার্থ : এই আত্মা এই জাগরিত অবস্থায় আরামে বিচরণ করিয়া এবং পুণ্য-পাপ দর্শন করিয়া আবার বিপরীতক্রমে পূর্বপথে উৎপত্তিস্থানে অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে স্বপ্ন দেখিবার জন্যই ফিরিয়া আসেন।

২৬৭. তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসংচরতি পূর্বং চাপরং চৈবমেবায়ং
পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসংচরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ ॥ ১৮

অন্বয় : তৎ + যথা (যেমন) মহামৎস্যঃ উভে কূলে অনুসঞ্চরতি (বিচরণ করে) পূর্বম্ চ (পূর্বপার, এই পার), অপরম্ চ (ঐ পার), এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ এতৌ উভৌ অন্তৌ (এই উভয় অবস্থায়) অনুসঞ্চরতি—স্বপ্নান্তম্ চ, বুদ্ধান্তম্ চ।

সরলার্থ : কোন বিশাল মাছ যেমন নদীর এপার এবং ওপার এই উভয় পারেই বিচরণ করে, তেমনি এই পুরুষ স্বপ্ন এবং জাগরণ এই উভয় অবস্থাতেই বিচরণ করেন।

২৬৮. তদ্যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য
পক্ষৌ সল্লয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি যত্র
সুপ্তো ন কংচন কামং কাময়তে ন কংচন স্বপ্নং পশ্যতি ॥ ১৯

অন্বয় : তৎ + যথা (যেমন) অস্মিন্ আকাশে শ্যেনঃ বা সুপর্ণঃ (সুপর্ণ নামক পক্ষী কিংবা কোন দ্রুতগামী পক্ষী, পর্ণ—পক্ষ, সু + পর্ণ—সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট), বিপরিপত্য (বিচরণ করিয়া) শ্রান্তঃ (শ্রান্ত হইয়া) সংহত্য (সঙ্কোচ করিয়া) পক্ষৌ (পক্ষদ্বয়কে), সল্লয়ায় (নীড়ের প্রতি; যাহাতে লীন হইয়া থাকে তাহার নাম 'সল্লয়') এব ধ্রিয়তে (আপনাকে ধারণ করে; গমন করে), এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায় (এই স্থানের দিকে; সুষুপ্তি অবস্থায়) ধাবতি, যত্র সুপ্ত ন কম্ + চন কামম্ (কোন প্রকার কামনাকে) কাময়তে (কামনা করে), ন কম্ + চন স্বপ্নম্ পশ্যতি।

সরলার্থ : যেমন শ্যেন বা সুপর্ণ পক্ষী আকাশে উড়িয়া উড়িয়া শ্রান্ত হইলে পাখা গুটাইয়া নিজের নীড়ের দিকে যায়, তেমনি এই পুরুষ সুষুপ্তির দিকে ছুটিয়া চলেন। সেখানে সুপ্ত হইয়া তিনি কোন কামনাও করেন না, স্বপ্নও দেখেন না।

২৬৯. তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাঽণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতেঽথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ ॥ ২০

অন্বয় : তাঃ বৈ অস্য এতাঃ হিতা নাম নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ তাবতা (সেই পরিমাণ) অণিম্না (অণু পরিমাণ), তিষ্ঠন্তি (আছে) শুক্লস্য, নীলস্য, পিঙ্গলস্য, হরিতস্য, লোহিতস্য পূর্ণাঃ। অথ যত্র (যখন) এনম্ (ইহাকে) ঘ্নন্তি (হনন করিতেছে) ইব (যেন) জিনন্তি (বশীভূত করিতেছে) ইব (যেন), হস্তী ইব বিচ্ছায়য়তি (বিদারিত করিতেছে বা ছেদন করিতেছে), গর্তম্ ইব (যেন) পততি (পতিত হইতেছে), যৎ ভয়ম (যে ভয়) এব জাগ্রৎ (জাগ্রদাবস্থায়) পশ্যতি, তৎ (সেই ভয়) অত্র (স্বপ্নাবস্থায়) অবিদ্যয়া (অবিদ্যাবশত) মন্যতে (মনে করে)। অথ যত্র (যখন) দেবঃ ইব (যেন), রাজা ইব অহম্ এব ইদম্ সর্বঃ অস্মি (হই), ইতি মন্যতে, সঃ অস্য পরমঃ লোকঃ।

সরলার্থ : ইঁহার হিতা নামে যে সব নাড়ী আছে সেগুলি সহস্র ভাগে বিভক্ত কেশের মত অতি সূক্ষ্ম এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত এবং লোহিত রসে পূর্ণ। স্বপ্নদ্রষ্টা যখন মনে করেন—ইঁহাকে কেহ যেন হত্যা করিতেছে বা বশ করিতেছে, হাতী যেন তাড়া করিতেছে, তিনি যেন কোন গর্তে পড়িতেছেন, তখন তিনি জাগ্রত অবস্থায় যে সব ভয়ের বস্তু দেখেন স্বপ্নাবস্থায় অবিদ্যাবশতই সে সবকে সত্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যখন তিনি মনে করেন 'আমি যেন দেবতা', 'আমি যেন রাজা', 'আমিই এই সব কিছু'—ইহাই তখন তাঁহার পরম প্রাপ্তি।

মন্তব্য : বিচ্ছায়য়তি—এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত দুইটি অর্থ হইতে পারে : (১) ছেদন করা, (২) ধাবিত করা।

২৭০. তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্। তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্ ॥ ২১

অন্বয় : তৎ বৈ অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দঃ (কামনারহিত) অপহত-পাপ্মা (পাপরহিত) অভয়ম্ রূপম্। তৎ যথা (যেমন) প্রিয়য়া স্ত্রিয়া (প্রিয় স্ত্রী কর্তৃক) সম্+পরিষ্বক্তঃ (সম্যক্ আলিঙ্গিত) ন বাহ্যম্, কিম্ চন্ বেদ, ন আন্তরম্—এবম্ এব (এই প্রকারই) অয়ম্ পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা (প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা) সম্ পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যম্ কিম্-চন বেদ, ন আন্তরম্। তৎ (তাহাই) বৈ অস্য এতৎ আপ্তকামম্ (যাহাতে সমুদয় কামনার পরিসমাপ্তি হয়), আত্মকামম্ (যাহাতে আত্মাই একমাত্র কামনা) অকামম্ (কামনাবিহীন) রূপম্ শোকান্তরম্ (শোকাতীত)।

সরলার্থ : ইহাই ইঁহার কামনারহিত, পাপরহিত অভয়রূপ। যেমন প্রিয়া রমণী আলিঙ্গন করিলে কোনটা বাহির বা কোনটা ভিতর লোকের সেই জ্ঞান থাকে না, তেমনি প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলন হইলে পুরুষ ভিতর বাহির কিছুই জানিতে পারে না। এই যে রূপটি ইহাই ইহার আপ্তকাম, আত্মকাম, কামনারহিত ও শোকাতীত রূপ।

মন্তব্য : অতিচ্ছন্দাঃ = ছন্দস্—কামনা ; অতিচ্ছন্দস্—কামনারহিত।

২৭১. অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি ॥ ২২

অন্বয় : অত্র (এই অবস্থাতে) পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকাঃ (স্বর্গাদি লোকসমূহ) অলোকাঃ, দেবাঃ অদেবাঃ, বেদাঃ অবেদাঃ ; অত্র স্তেনঃ (চোর) অস্তেনঃ (যে চোর নহে) ভবতি ; ভ্রূণহা (ভ্রূণঘাতী) অভ্রূণহা (যে ভ্রূণহা নহে) ; চাণ্ডালঃ (চণ্ডালঃ) অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ (পৌল্কস নামক নিম্নজাতি) অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ তাপসঃ অতাপসঃ অনন্বাগতম্ (সঙ্গরহিত) পুণ্যেন, অনন্বাগতম্ পাপেন ; তীর্ণঃ (উত্তীর্ণ) হি তদা সর্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।

সরলার্থ : এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হন। এই অবস্থায় তস্কর অতস্কর, ভ্রূণহন্তা অভ্রূণহন্তা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। পুণ্য বা পাপ ইঁহার অনুগমন করে না। তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সকল শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

২৭২. যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥ ২৩

অন্বয় : যৎ (যে) বৈ তৎ (তাহা) ন পশ্যতি (দেখে), পশ্যন্ (দেখিয়া) বৈ তৎ ন পশ্যতি ; ন হি দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টার) দৃষ্টেঃ (দৃষ্টির) বিপরিলোপঃ (বিনাশ) বিদ্যতে (আছে), অবিনাশিত্বাৎ (অবিনাশী বলিয়া), ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ (সেই দ্বিতীয় বস্তু) অস্তি, ততঃ (তাহা হইতে) অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ (যাহাকে) পশ্যেৎ (দেখিবে)।

সরলার্থ : সুষুপ্ত অবস্থায় তিনি যে দেখেন না বলিয়া মনে হয়, তখন তিনি দেখিয়াও দেখেন না। কারণ দ্রষ্টা অবিনাশী বলিয়া দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অন্য বস্তু নাই যাহা তিনি দেখিবেন।

২৭৩. যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি ন হি ঘ্রাতুর্ঘ্রাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যজ্জিঘ্রেৎ ॥ ২৪

অন্বয় : যৎ বৈ তৎ ন জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে) জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ করিয়া) বৈ তৎ ন জিঘ্রতি, ন হি ঘ্রাতুঃ (ঘ্রাণকারীর) ঘ্রাতেঃ (ঘ্রাণের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাৎ ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ (যাহাকে) জিঘ্রেৎ (ঘ্রাণ করিবে)।

সরলার্থ : এই অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করিয়াও করেন না। (তিনি আঘ্রাণ করেন ইহার কারণ এই যে নিত্য বর্তমান আত্মাই ঘ্রাণের কর্তা এবং) ঘ্রাতার ঘ্রাণ কখনও বিলুপ্ত হয় না কারণ তিনি অবিনাশী। (অঘ্রাণ করেন না তাহার কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অন্য বস্তু নাই যাহা তিনি আঘ্রাণ করিবেন।

২৭৪. যদ্বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্বৈ তন্ন রসয়তে ন হি রসয়িতূরসয়তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্রসয়েৎ ॥ ২৫

অন্বয় ঃ যৎ বৈ তৎ ন রসয়তে (রস গ্রহণ করে), রসয়ন্ (রস গ্রহণ করিয়া) বৈ তৎ ন রসয়তে, ন হি রসয়িতুঃ (রসয়িতার) রসয়তে, (রস গ্রহণের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ রসয়েৎ (রস গ্রহণ করিবে)।

সরলার্থ ঃ এই অবস্থায় তিনি যে রসাস্বাদন করেন না, (তাহা যেন) রসাস্বাদন করিয়াও করেন না। (তিনি রসাস্বাদন করেন ইহার কারণ এই যে আত্মাই রস গ্রহণের কর্তা) রসয়িতার রসাস্বাদন কখনও বিলুপ্ত হয় না কারণ ইনি অবিনাশী। (তিনি রসাস্বাদন করেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা পৃথক্ বস্তু নাই যাহা তিনি আস্বাদন করিবেন।

২৭৫. যদ্বৈ তন্ন বদতি বদন্বৈ তন্ন বদতি ন হি বক্তুর্বক্তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বদেৎ ॥ ২৬

অন্বয় ঃ যৎ বৈ তৎ ন বদতি (বলে), বদন্ (বলিয়া) বৈ তৎ ন বদতি ; ন হি বক্তুঃ (বক্তার) বক্তেঃ (বাক্য উচ্চারণের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ বদেৎ (বলিবে)।

সরলার্থ ঃ এই অবস্থায় তিনি বলেন না, বলিয়াও বলেন না। (তিনি বলেন ইহার কারণ এই যে নিত্য বর্তমান আত্মাই বক্তা)। বক্তার উক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইনি অবিনাশী। (তিনি বলেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা পৃথক বস্তু নাই যাহা তিনি বলিবেন।

২৭৬. যদ্বৈ তন্ন শৃণোতি শৃন্বন্বৈ তন্ন শৃণোতি ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ ॥ ২৭

অন্বয় ঃ যৎ বৈ তৎ ন শৃণোতি (শ্রবণ করে) শৃন্বন্ (শ্রবণ করিয়া) বৈ তৎ ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ (শ্রোতার) শ্রুতেঃ (শ্রবণের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে—অবিনাশিত্বাৎ ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যৎ শৃণুয়াৎ (শ্রবণ করিবে)।

সরলার্থ ঃ এই অবস্থায় তিনি যে শ্রবণ করেন না, (তাহা যেন) শ্রবণ করিয়াও করেন না। (শ্রবণ করেন ইহার কারণ এই যে নিত্য বর্তমান আত্মাই শ্রোতা)। শ্রোতার শ্রুতির বিনাশ নাই, কারণ ইনি অবিনাশী। (তিনি শ্রবণ করেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা পৃথক বস্তু নাই যাহা তিনি শ্রবণ করিবেন।

২৭৭. যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে ন হি মন্তুর্মতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যন্মন্বীত ॥ ২৮

অন্বয় ঃ যৎ বৈ তৎ ন মনুতে (মনন করে), মন্বানঃ (মনন করিয়া) বৈ তৎ ন

মনুতে, ন হি মন্তুঃ (মননকারীর) মতেঃ (মননের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে—অবিনাশিত্বাৎ ; ন তু তৎদ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যৎ মন্বীত (মনন করিবে)।

সরলার্থ ঃ এই অবস্থায় তিনি যে মনন করেন না, (তাহা যেন) মনন করিয়াও করেন না। (তিনি মনন করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্য বর্তমান আত্মাই মননকর্তা)। মননকর্তার মনন কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি মনন করেন না, ইহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা পৃথক বস্তু নাই যাহা তিনি মনন করিবেন।

২৭৮. যদ্বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্বৈ তন্ন স্পৃশতি ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ ॥ ২৯

অন্বয় ঃ যৎ বৈ তৎ ন স্পৃশতি (স্পর্শ করে) স্পৃশন্ (স্পর্শ করিয়া) বৈ তৎ ন স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ (স্পর্শনকারীর) স্পৃষ্টেঃ (স্পর্শের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ স্পৃশেৎ (স্পর্শ করিবে)।

সরলার্থ ঃ এই অবস্থায় তিনি যে স্পর্শ করেন না, (তাহা যেন স্পর্শ করিয়াও করেন না। (তিনি স্পর্শ করেন তাহার কারণ এই যে নিত্য বর্তমান আত্মাই স্পর্শকর্তা)। স্পর্শকর্তার স্পর্শ কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি স্পর্শ করেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা অন্য এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন।

২৭৯. যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্বৈ তন্ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ৩০

অন্বয় ঃ যৎ বৈ তৎ ন বিজানাতি (জানে) বিজানন্ (জানিয়া) বৈ তৎ ন বিজানাতি, নহি বিজ্ঞাতুঃ (বিজ্ঞাতার) বিজ্ঞাতেঃ (জ্ঞানের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ অস্তি, যৎ বিজানীয়াৎ (জানিবে)।

সরলার্থ ঃ এই অবস্থায় তিনি যে জানেন না (তাহা যেন) জানিয়াও জানেন না। (তিনি জানেন, ইহার কারণ এই যে নিত্য বর্তমান আত্মাই জ্ঞাতা)। জ্ঞাতার জ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি জানেন না, ইহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন।

২৮০. যত্র বান্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্রসয়েদন্যোঽন্যদ্বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদন্যোঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎস্পৃশেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ৩১

অন্বয় ঃ যত্র (যে স্থলে) বৈ অন্যৎ ইব (যেন অন্য বস্তু) স্যাৎ (থাকে), তত্র (সেই স্থলে) অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত (মনন করিতে পারে), অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ (৪।৩।২৩-৩০ দ্রঃ)।

সরলার্থ : সেখানে (মনে হয়) যেন অন্য বস্তু রহিয়াছে, সেখানে একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে এবং একে অপরকে জানে।

২৮১. **সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডিতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সংপদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ৩২**

অন্বয় : সলিলঃ (সমুদ্রের ন্যায়) একঃ দ্রষ্টা অদ্বৈতঃ ভবতি। এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক) সম্রাট্, ইতি হ এনম্ (ইহাকে) অনুশশাস (উপদেশ দিয়াছিলেন) যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এষা (এই অবস্থা) অস্য পরমা গতিঃ, এষা অস্য পরমা সম্পৎ (শ্রী), এষঃ অস্য পরমঃ লোকঃ, এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ। এতস্য এব আনন্দস্য (এই আনন্দের) অন্যানি ভূতানি (অন্য ভূতসমূহ) মাত্রাম্ (অংশমাত্র) উপজীবন্তি (ভোগ করে)।

সরলার্থ : (কিন্তু) তিনি জলের ন্যায় (স্বচ্ছ বা নির্মল) এক এবং অদ্বিতীয় দ্রষ্টা। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মলোক। ইনিই পরম গতি, ইনিই পরম সম্পৎ, ইনিই পরম লোক এবং ইনিই পরম আনন্দ। অন্য সব জগৎ এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করে।

২৮২. **স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সংপন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দো যে কর্মণা দেবত্বমভিসংপদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াংচকার মেধাবী রাজা সর্বেভ্যো মান্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি ॥ ৩৩**

অন্বয় : সঃ যঃ মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যদিগের মধ্যে) রাদ্ধঃ (পূর্ণাঙ্গ; সুস্থ, সৌভাগ্যবান্) সমৃদ্ধঃ (সম্ + ঋদ্ধঃ—সম্যক ধনশালী) ভবতি, অন্যেষাম্ (অন্য সকলের) অধিপতিঃ সর্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ (মানুষের সমুদয় ভোগ্যবস্তুর সহিত) সম্পন্নতমঃ (অতিশয় সম্পন্ন)—সঃ মনুষ্যাণাম্ পরমঃ আনন্দঃ। অথ যে শতম্ মনুষ্যাণাম্ আনন্দাঃ সঃ একঃ পিতৃণাম্ জিতলোকানাম্ (যাহারা পিতৃলোক জয় করিয়াছে, তাহাদের) আনন্দঃ। অথ যে শতম্ পিতৃণাম্ জিতলোকানাম্ আনন্দাঃ সঃ একঃ গন্ধর্বলোকে আনন্দঃ। অথ যে শতম্ গন্ধর্বলোকে আনন্দাঃ সঃ একঃ কর্মদেবানাম্ (যাহারা কর্মদ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছে, তাহাদের) আনন্দঃ, যে কর্মণা

দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়)। অথ যে শতম্ কর্মদেবানাম্ আনন্দাঃ, সঃ একঃ, আজান-দেবানাম্ (যাহারা জন্ম হইতেই) দেবতা ; আজান—জন্ম। আনন্দাঃ ; যঃ চ শ্রোত্রিয়ঃ (যে বেদ অধ্যয়ন করে) অবৃজিনঃ (নিষ্পাপ ; বৃজিন—পাপ, কুটিলমতি) অকামহতঃ (কামনারহিত)। অথ যে শতম্ আজানদেবানাম্ আনন্দাঃ সঃ একঃ প্রজাপতিলোকে আনন্দঃ, যঃ চ শ্রোত্রিয়ঃ অবৃজিনঃ অকামহতঃ। অথ যে শতম্ প্রজাপতিলোকে আনন্দাঃ, সঃ একঃ ব্রহ্মলোকে আনন্দঃ যঃ চ শ্রোত্রিয়ঃ অবৃজিনঃ অকামহতঃ। অথ এষঃ এব পরমঃ আনন্দঃ, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্! ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সঃ অহম্ ভগবতে সহস্রম্ দদামি। অতঃ ঊর্ধ্বম্ বিমোক্ষায় এব ব্রূহি ইতি (৪।৩।১৪ দ্রঃ)। অত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভয়াঞ্চকারে (ভীত হইল) মেধাবী রাজা সর্বেভ্যঃ অন্তেভ্যঃ (সমুদয় সিদ্ধান্ত কিংবা শেষ সীমা) মা (আমাকে) উৎ+অরৌৎসীৎ (অবরুদ্ধ করিয়াছেন, বা করিবেন) ইতি।

সরলার্থ : মানুষের মধ্যে যিনি সুস্থ, সমৃদ্ধ, অন্য সকলের অধিপতি, মানুষের লভ্য সমস্ত ভোগ্যবস্তুর অধিকারী—তাহার আনন্দ মানুষের পরম আনন্দ। আর মানুষের আনন্দের যাহা শতগুণ আনন্দ, তাহাই জিতলোক পিতৃগণের একটি আনন্দ। জিতলোক পিতৃগণের আনন্দের যাহা শতগুণ তাহাই গন্ধর্বলোকের একটি আনন্দ। গন্ধর্বলোকের আনন্দের যাহা শতগুণ তাহাই কর্মদেবগণের (অর্থাৎ যাহারা কর্মদ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন) একটি আনন্দ। কর্মদেবগণের আনন্দের যাহা শতগণ তাহাই আজান দেবগণের একটি আনন্দ এবং যিনি নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয় (তাঁহারও ইহাই একটি আনন্দ)। আজান দেবগণের আনন্দের যাহা শতগুণ তাহাই প্রজাপতিলোকের একটি আনন্দ (এবং) যিনি নিষ্পাপ কামনারহিত শ্রোত্রিয় (তাঁহার আনন্দও এইরকম)। আর প্রজাপতিলোকের আনন্দের যাহা শতগুণ আনন্দ, তাহাই ব্রহ্মলোকের একটি আনন্দ এবং যিনি নিষ্পাপ শ্রোত্রিয় (তাঁহার আনন্দও এইরকম)। হে সম্রাট্, ইহাই পরম আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মলোক। যাজ্ঞবল্ক্য এই রকম বলিলেন। রাজা জনক বলিলেন—আমি আপনাকে এক সহস্র গাভী দান করিতেছি। আমার মুক্তির জন্য আরও উচ্চ তত্ত্ব বলুন। ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্যের ভয় হইল যে মেধাবী রাজা শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতেছেন।

মন্তব্য : (ক) কেহ কেহ শেষ বাক্যের এই রকম অর্থ করেন—'যাজ্ঞবল্ক্যের এই ভয় হইল যে মেধাবী রাজা আমাকে প্রত্যেক স্থান হইতে বিতাড়িত করিবেন অর্থাৎ আমাকে এমন প্রশ্ন করিবেন যে, আমি তাহার উত্তর দিতে পারিব না।' 'সর্বেভ্যঃ' অন্তেভ্যঃ' অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে : (১) সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্য অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত, (২) সকল স্থান হইতে শেষ সীমা পর্যন্ত, (খ) এই মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২।৮।৩-৫ মন্ত্রসমূহের অনুরূপ।

২৮৩. **স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ॥ ৩৪**

অন্বয় : সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে (স্বপ্নাবস্থায়) রত্বা চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব (৪।৩।১৭ দ্রঃ)

সরলার্থ : (তারপর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন)—এই আত্মা স্বপ্নাবস্থায় আনন্দ লাভ করিয়া, বিচরণ করিয়া, পুণ্য ও পাপ দেখিয়া, আবার পূর্বের পথে (বিপরীত ক্রমে) যথাস্থানে (অর্থাৎ জাগরণের স্থানে) জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।

২৮৪. তদ্যথানঃ সুসমাহিতমুৎসর্জদ্যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন্যাতি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ তৎ যথা (যেমন) অনঃ (শকট) সুসমাহিতম্ (ভারাক্রান্ত) উৎসর্জৎ (শব্দ করিয়া) যায়াৎ (যায়), এবম্ এব অয়ম্ শারীরঃ আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা (প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক) অনু+আরূঢ় (আরূঢ়ঃ অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হইয়া) উৎসর্জন্ যাতি (শব্দ করিতে করিতে যায়) যত্র (যখন) এতৎ (এই শারীর আত্মা) ঊর্ধ্ব+উৎ+শ্বাসী (ঊর্ধ্বশ্বাসযুক্ত) ভবতি।

সরলার্থঃ যেমন ভারাক্রান্ত রথ শব্দ করিতে করিতে চলে, তেমনি শরীরে অবস্থিত এই ঊর্ধ্বশ্বাস উপস্থিত হইলে পরমাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত (চালিত) হইয়া সেই শারীর আত্মা (মর্মান্তিক) শব্দ করিয়া (দেহত্যাগ করিয়া) চলিয়া যায়।

২৮৫. স যত্রায়মণিমানং ন্যেতি জরয়া বোপতপতা বাণিমানং নিগচ্ছতি তদ্যথাম্রং বোদুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যত এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি প্রাণায়ৈব ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ সঃ যত্র (যখন) অয়ম্ অণিমানম্ (ক্ষীণতা) নি+এতি (প্রাপ্ত হয়,) জরয়া বা (জরা দ্বারা) উপতপতা (ব্যাধি কর্তৃক) বা অণিমানম্ নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)—তৎ যথা (যেমন) আম্রম্ বা উদুম্বরম্ (ডুমুর) বা পিপ্পলম্ বা (অশ্বত্থ ফল) বন্ধনাৎ (বন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্ত হয়) এবম্ এব (এই প্রকার) অয়ম্ পুরুষঃ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (এই সকল অঙ্গ হইতে) সম্ প্রমুচ্য (সম্যক্ মুক্ত হইয়া) পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোনি আদ্রবতি (৪।৩।১৫ দ্রঃ) প্রাণায় (প্রাণ লাভের জন্য) এব।

সরলার্থঃ এই শরীর যখন জরায় অথবা রোগে জীর্ণশীর্ণ হয়, তখন (পাকা) আম, ডুমুর বা অশ্বত্থ ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি এই পুরুষ (দেহের) সকল অঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া যথাগত পথে (নূতন) প্রাণ লাভ করিবার জন্য যোনি-স্থানে (অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থানে) ফিরিয়া যায়।

২৮৬. তদ্যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽন্নৈঃ পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেঽয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবং হৈবংবিদং সর্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমাগচ্ছতীতি ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ তৎ যথা (যেমন) রাজানম্ আয়ান্তম্ (আগমনকারী রাজাকে) উগ্রাঃ (শান্তিরক্ষা কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী) প্রতি+এনসঃ (অপরাধীর বিচার করিবার জন্য কর্মচারীসমূহ ; এনস্ - অপরাধ) সূতগ্রামণ্যঃ (রথচালক এবং গ্রামের নেতৃগণ) অন্নৈঃ (অন্ন সহ) পানৈঃ (পানীয়বস্তু সহ) আবসথৈঃ (আবাসগৃহ সহ) প্রতিকল্পন্তে (প্রতীক্ষা করে) অয়ম্ আয়াতি (আসিতেছেন) অয়ম্ আগচ্ছতি ইতি। এবম্ হ এবম্+বিদম্ (এই প্রকার জ্ঞানীকে) সর্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্তে—ইদম্ ব্রহ্ম (এই ব্রহ্ম) আয়াতি, ইদম্ আগচ্ছতি ইতি।

সরলার্থঃ যেমন রাজা আসিতেছেন জানিয়া শান্তিরক্ষক, বিচারক, রথচালক ও গ্রামের নেতৃগণ খাদ্য-পানীয় সহ গৃহ সজ্জিত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করে এবং বলে 'এই আসিতেছেন', 'এই আসিতেছেন'—তেমনি এই রকম জ্ঞানীর জন্য সকলে প্রতীক্ষা করে এবং বলে 'এই ব্রহ্ম আসিতেছেন, এই (ব্রহ্ম) আসিতেছেন'।

২৮৭. তদ্যথা রাজানং প্রয়িয়াসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽভিসমায়ন্তি এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ তৎ যথা (যেমন) রাজানম্ প্রয়িয়াসন্তম্ (প্রতিগমনেচ্ছু রাজাকে) উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূত-গ্রামণ্যঃ অভি+সম্+আয়ন্তি (চতুর্দিকে সমাগত হয়) - এবম্ এব ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি, যত্র এতৎ (এই আত্মা) ঊর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি।

সরলার্থঃ রাজা যখন, ফিরিয়া যান, তখন যেমন শান্তিরক্ষক, বিচারক, রথচালক ও গ্রামের নেতৃগণ তাঁহার চারিদিকে সমবেত হয়, তেমনি মৃত্যুকালে যখন এই শারীর আত্মার ঊর্ধ্বশ্বাস উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়) ইহার চতুর্দিকে সমাগত হয়।

মন্তব্যঃ এই প্রসঙ্গে কৌষীতকি উপনিষদের (৩।৩-৪) মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ—আত্মার উৎক্রমণ, পুনর্জন্ম, মুমুক্ষু ও সদ্যোমুক্তি—সন্ন্যাস - আত্মার নির্মলাবস্থা

২৮৮. স যত্রায়মাত্মাঽবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্যাবর্ততেঽথারূপজ্ঞো ভবতি ॥ ১

অন্বয়ঃ সঃ যত্র (যখন) অয়ম্ আত্মা অবল্যম্ (দৌর্বল্য) নি+এত্য (প্রাপ্ত হইয়া), সম্+মোহম্ (সম্মোহ), ইব (যেন) নি+এতি, অথ এনম্ এতে প্রাণাঃ অভি+সম্+আ+যন্তি (অভিমুখে সমাগত হয়) সঃ এতাঃ তেজোমাত্রাঃ (তেজের অবয়ব ; রূপাদি-প্রকাশক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ) সম+অভি+আ+দদানঃ (সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া) হৃদয়ম্ এব অনু+অব+ক্রামতি (হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে)। সঃ যত্র এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ (বিপরীত গতিতে) পরি+আ+বর্ততে (প্রত্যাবর্তন করে) অথ অরূপজ্ঞঃ ভবতি।

সরলার্থঃ সেই আত্মা (শারীর আত্মা) যখন দুর্বল হইয়া যেন সংজ্ঞাহীন হন, তখন ইন্দ্রিয়গুলি ইঁহার নিকট আসে। তিনি তেজোরূপী সেইসব (রূপাদি প্রকাশক ইন্দ্রিয়বর্গ) গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষুতে অধিষ্ঠিত এই পুরুষ যদি বিপরীত দিকে যান (নিজের কাজ হইতে নিবৃত্ত হন), তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির রূপজ্ঞান লোপ পায়।

২৮৯. একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতীত্যাহুরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকীভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহুস্তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বান্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ ॥ ২

অন্বয় : একীভবতি (একীভূত হয়), ন পশ্যতি ইতি আহুঃ (বলিয়া থাকে) ; একীভবতি, ন জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে) ইতি আহুঃ ; একীভবতি, ন রসয়তে (রসাস্বাদন করে) ইতি আহুঃ ; একীভবতি, ন বদতি (বলে) ইতি আহুঃ ; একীভবতি, ন শৃণোতি (শ্রবণ করে) ইতি আহুঃ ; একীভবতি, ন মনুতে (মনন করে) ইতি আহুঃ ; একীভবতি, ন স্পৃশতি (স্পর্শ করে) ইতি আহুঃ ; একীভবতি, ন বিজানাতি ইতি আহুঃ। তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রম্ (অগ্রভাগ, নাড়ীমুখ, নির্গমনদ্বার) প্রদ্যোততে (দীপ্তিযুক্ত হয়), তেন প্রদ্যোতেন (সেই জ্যোতিঃ দ্বারা) এষঃ আত্মা নিঃ + ক্রামতি (বহির্গত হয়) চক্ষুষ্টঃ (চক্ষু হইতে) বা মূর্ধ্নঃ (মূর্ধা হইতে) বা অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ (কিংবা শরীরের অপর কোন অবয়ব হইতে)। তম্ উৎক্রামন্তম্ (উৎক্রমণকারীকে) প্রাণঃ অনু + উৎক্রামতি (অনুগমন করিয়া উৎক্রমণ করে) প্রাণম্ অনু + উৎক্রামন্তম্ সর্বে প্রাণাঃ অনু + উৎক্রামন্তি। সবিজ্ঞানঃ (বিজ্ঞানযুক্ত) ভবতি ; সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানযুক্ত পুরুষকে) এব অনু + অব + ক্রামতি (অনুগমন করে)। তম্ বিদ্যাকর্মণী (বিদ্যা ও কর্ম,) সম্ + অনু + আ + রভেতে (সম্যক অনুগমন করে) পূর্বপ্রজ্ঞা (পূর্বানুভূত বিষয়ের প্রজ্ঞা) চ।

সরলার্থ : তখন লোকে বলে—(এই আত্মা) এক হইয়া গিয়াছে (বলিয়া) দেখিতেছে না ; এক হইয়া গিয়াছে (তাই) ঘ্রাণ লইতেছে না ; আস্বাদ করিতেছে না ; শুনিতেছে না ; চিন্তা করিতেছে না ; স্পর্শ করিতেছে না ; জানিতেছে না। (তখন) তাহার হৃদয়ের অগ্রভাগ উজ্জ্বল হইয়া উঠে ; সেই জ্যোতি দ্বারা এই আত্মা চক্ষু, ব্রহ্মতালু বা অপর কোন অঙ্গের পথে বাহির হইয়া আসেন। আত্মা বাহির হইলে (মুখ্য) প্রাণ তাঁহার অনুগমন করে, (মুখ্য) প্রাণ অনুগমন করিলে অন্য সকল প্রাণ বা ইন্দ্রিয় তাঁহার অনুগমন করে। তখন আত্মা বিজ্ঞানময় হন এবং (প্রাণ) এই বিজ্ঞানময় পুরুষের অনুগমন করে। বিদ্যা, কর্ম এবং পূর্বসংস্কারও তাঁহার অনুগমন করে।

মন্তব্য : সবিজ্ঞানম্ এব অনু অবক্রামতি—পণ্ডিতগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যাহা বিজ্ঞানময়, (আত্মা) তাহার অনুগমন করে। সবিজ্ঞানম্—যাহা বিজ্ঞানময় তাহাকে। (২) আত্মা বিজ্ঞানযুক্ত হইয়া অনুগমন করে। এখানে আত্মাকে 'সবিজ্ঞানম্' বলা হইয়াছে। (৩) রামানুজের মতে, সবিজ্ঞানম্—বিজ্ঞানময় পুরুষকে। আমরা এই মতই গ্রহণ করিলাম। তাঁহার মতে 'অন্ববক্রামতি'র কর্তা 'প্রাণবর্গঃ' (উহ্য)। আমরা 'প্রাণঃ' অর্থাৎ মুখ্য প্রাণকেই কর্তারূপে গ্রহণ করিয়াছি। মুখ্য প্রাণ গমন করিলে অপরাপর প্রাণও তাহার অনুগমন করে।

২৯০. তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ ৩

অন্বয় : তৎ যথা (যেমন) তৃণজলায়ুকা (জোঁক) তৃণস্য অন্তম্ (শেষভাগে) গত্বা (যাইয়া), অন্যম্ আক্রমম্ (অন্য আশ্রয়কে) আক্রম্য (অবলম্বন করিয়া) আত্মানম্ (আপনাকে) উপসংহরতি (ইহার নিকট লইয়া আইসে) এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরম্ নিহত্য (বিনাশ করিয়া, ত্যাগ করিয়া) অবিদ্যাম্ গময়িত্বা (দূর করিয়া) অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।

সরলার্থ : যেমন জোঁক একটি তৃণের প্রান্তে যাইয়া অন্য তৃণকে আশ্রয় করে এবং নিজেকে তাহার উপর তুলিয়া লয়, তেমনি আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করিয়াও অবিদ্যা দূর করিয়া অন্য একটি আশ্রয়কে (অর্থাৎ দেহকে) অবলম্বন করেন এবং নিজেকে সেখানে লইয়া যান।

মন্তব্য : অবিদ্যাম্ গময়িত্বা—দেহকে অবিদ্যাগ্রস্ত করাইয়া।

২৯১. তদ্যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥ ৪

অন্বয় : তৎ যথা (যেমন) পেশস্কারী (স্বর্ণকার) পেশসঃ (অলংকারের, স্বর্ণের) মাত্রাম্ (অংশকে) অপ + আদায় (গ্রহণ করিয়া) অন্যৎ নবতরম্ কল্যাণতরম্ রূপম্ তনুতে (নির্মাণ করে), এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরম্ নিহত্য অবিদ্যাম্ গময়িত্বা অন্যৎ নবতরম্ কল্যাণতরম্ রূপম্ কুরুতে পিত্র্যম্ (পিতৃপুরুষগণের ন্যায়) বা গান্ধর্বম্ বা দৈবম্ বা প্রাজাপত্যম্ (প্রজাপতিতুল্য) বা, ব্রাহ্মম্ (ব্রহ্মতুল্য) বা, অন্যেষাম্ বা ভূতানাম্ (অন্য ভূতগণের ন্যায়)।

সরলার্থ : যেমন স্বর্ণকার একখণ্ড স্বর্ণ লইয়া (তাহাকে) অভিনব ও সুন্দরতর রূপ দেয় তেমনি এই আত্মা দেহ ত্যাগের পর অবিদ্যা দূর করিয়া পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, বা দেব, প্রজাপতি ব্রহ্মা কিংবা অন্য কোন জীবের উপযোগী একটি নূতন ও সুন্দরতর রূপ প্রস্তুত করেন।

২৯২. স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ, শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্মময়োঽধর্মময়ঃ সর্বময়স্তদ্ যদেতদিদংময়োঽদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে ॥ ৫

অন্বয় : সঃ বৈ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, বিজ্ঞানময়ঃ, মনোময়ঃ, প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ময়ঃ, শ্রোত্রময়ঃ, পৃথিবীময়ঃ, আপোময়ঃ (জলময়), বায়ুময়ঃ, আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ, অতেজোময়ঃ, কামময়ঃ, অকামময়ঃ, ক্রোধময়ঃ, অক্রোধময়ঃ, ধর্মময়ঃ, অধর্মময়ঃ, সর্বময়ঃ। তৎ যৎ

এতৎ (এই আত্মা) ইদম্‌+ময়ঃ (ইহাদ্বারা গঠিত) অদোময়ঃ (অদস্‌+ময়ঃ—উহাদ্বারা গঠিত) ইতি। যথাকারী (যে প্রকার কর্মশীল) যথাচারী (যে প্রকার আচরণযুক্ত), তথা (সেই প্রকার) ভবতি। সাধুকারী সাধুঃ ভবতি পাপকারী পাপঃ ভবতি, পুণ্যঃ (পুণ্যবান) পুণ্যেন কর্মণা (পুণ্যকর্মদ্বারা) ভবতি, পাপঃ (পাপী) পাপেন [কর্মণা] (পাপকর্মদ্বারা) অথ (পক্ষান্তরে) খলু আহুঃ (বলিয়া থাকে) কামময়ঃ এব অয়ম্‌ পুরুষঃ ইতি। সঃ যথাকামঃ (যে প্রকার কামনাযুক্ত) ভবতি, তৎক্রতুঃ (সেই প্রকার ক্রতুযুক্ত ; ক্রতু—অধ্যবসায়) ভবতি ; যৎক্রতুঃ (যে প্রকার ক্রতুযুক্ত) ভবতি, তৎ কর্ম কুরুতে , যৎ কর্ম কুরুতে তৎ-অভি+সম্‌+পদ্যতে (ফল প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ : এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময় ; ধর্মময়, অধর্মময় এবং সর্বময়। এই যে (বলা হয় যে) 'ইহা এই প্রকারে গঠিত, ইহা ঐ প্রকারে গঠিত' (ইহার অর্থ এই)। যে ব্যক্তি যে রকম কাজ করে ও যেই আচরণ করে, সে ব্যক্তি সেই রকম হয়—শুভকারী সাধু হয়, পাপচারী পাপী হয়, পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান এবং পাপকর্মের ফলে পাপী হয়। আবার অনেকে বলেন 'এই পুরুষ কামময়'। সে যেমন কামনা করে সেই রকম সংকল্পযুক্ত হয়, যেমন সংকল্পযুক্ত হয় সেই রকম কর্ম করে। সে যেমন কর্ম করে তেমনি ফল পায়।

মন্তব্য : কামময়ঃ এব অয়ম্‌ পুরুষঃ—পূর্বে বলা হইল পুরুষ কর্মময়। এখন ঋষি পক্ষান্তর উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—কাহারও কাহারও মত এই : পুরুষ কামময়। এ বিষয়ে ঋষির সিদ্ধান্ত—সঃ যথাকামঃ……কুরুতে ; এখানে উভয় মতের সামঞ্জস্য করা হইল।

২৯৩. তদেষ শ্লোকো ভবতি। তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিংচেহ করোত্যয়ম্‌। তস্মা-ল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে ইতি। নু কাময়মানোঽথা-কাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ ৬

অন্বয় : তৎ (সেই বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—তৎ (সে বিষয়ে) এব সক্তঃ (আসক্ত পুরুষ) সহ কর্মণা (কর্মের সহিত) এতি (গমন করে) মনঃ লিঙ্গং (আত্মার লিঙ্গস্বরূপ মন), যত্র (যে বিষয়ে) নিষক্তম্‌ (আসক্ত) অস্য (ইহার)। প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) অন্তম্‌ (ফল, শেষ সীমা) কর্মণঃ (কর্মের) তস্য (সেই কর্মের), যৎ কিম্‌ চ (যাহা কিছু) ইহ (ইহলোকে) করোতি অয়ম্‌ তস্মাৎ লোকাৎ (সেই লোক হইতে) পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্মণে (এই কর্মলোকের জন্য ; এই লোক কর্মপ্রধান, এইজন্য ইহার নাম কর্মলোক) ইতি। নু কাময়মানঃ (কামনাবান্‌)। অথ অকাময়মানঃ (কামনাবিহীন লোক) যঃ অকামঃ, নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ, আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি (উৎক্রমণ করে), ব্রহ্ম এব সন্‌ ব্রহ্ম অপি+এতি (প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ : সেই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া নিজের কর্মসহ সেই দিকে যায়। এই লোকে পুরুষ যে কর্ম করে, সে (স্বর্গাদি লোকে) তাহার ফললাভ করিয়া সেখান হইতে

এই কর্মলোকে আবার ফিরিয়া আসে। সকাম পুরুষের এইরকম হয়। এখন কামনা-বিহীন পুরুষের বিষয় বলা হইতেছে—যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না ; তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই পান।

২৯৪. তদেষ শ্লোকো ভবতি। যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি। তদ্যথাঽহিনির্ব্লয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতেঽথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ ॥ ৭

অন্বয় : তৎ এষঃ শ্লোকঃ ভবতি যদা সর্বে যে কামাঃ (যে সমুদায় কামনা,) প্রমুচ্যন্তে (প্রমুক্ত হয়) অস্য হৃদি (হৃদয়ে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত, স্থিত) অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি অত্র (এই স্থলে ; এই শরীরে অবস্থান করিয়াই) ব্রহ্ম সম্‌+অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়) ইতি। তৎ যথা (যেমন) অহিঃ-নির্ব্লয়নী (সর্প-নির্মোক, নির্ব্লয়নী—সাপের খোলস) বল্মীকে মৃতা প্রতি+অস্তা (নিক্ষিপ্ত) শয়ীত (পড়িয়া থাকে) এবম্‌ এব ইদম্‌ শরীরম্‌ শেতে (পড়িয়া থাকে)। অথ অয়ম্‌ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম এব তেজঃ এব। সঃ অহম্‌ ভগবতে সহস্রম্‌ দদামি ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ।

সরলার্থ : এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—'হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা বর্তমান, সেই ব যখন দূর হয়, তখন মর্ত্য অমৃত হয়, এবং এইখানেই (অর্থাৎ এই দেহে বর্তমান থাকিয়াই) আত্মা ব্রহ্ম লাভ করে।' যেমন প্রাণহীন ও পরিত্যক্ত সাপের খোলস বল্মীকে পড়িয়া থাকে, তেমনি এই শরীর (আত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া) পড়িয়া থাকে। আর এই যে অশরীরী অমৃত প্রাণ (ইহা) ব্রহ্মই, (ইহা) তেজঃস্বরূপই। জনক বৈদেহ বলিলেন—(এই উপদেশের জন্য) আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি।

মন্তব্য : (ক) নির্ব্লয়নী—যাহাতে সর্প লীন হইয়া থাকে তাহার নাম নির্ব্লয়নী—(আনন্দগিরি)। (খ) দ্রঃ কঠ, ২।৩।১৪ ; পৃঃ ১৪৯

২৯৫. তদেতে শ্লোকা ভবন্তি। অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাংস্পৃষ্টোঽনু-বিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ ॥ ৮

অন্বয় : তৎ এতে শ্লোকাঃ ভবন্তি—অণুঃ (সূক্ষ্ম ; দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া 'অণু') পন্থাঃ বিততঃ (বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত) পুরাণঃ মাম্‌ (বৈদিকে—ময়া, আমাকর্তৃক) স্পৃষ্টঃ (স্পৃষ্ট), অনুবিত্তঃ (প্রাপ্ত) ময়া এব। তেন (সেই পথদ্বারা) ধীরাঃ (ধীর ব্যক্তিগণ) অপি+যন্তি (গমন করে) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবিৎগণ) স্বর্গম্‌ লোকম্‌ ইতঃ (ইহা হইতে) ঊর্ধ্বম্‌ (ঊর্ধ্বে) বিমুক্তাঃ (বিমুক্ত হইয়া)।

সরলার্থ : যা।—এ বিষয়ে এই সব শ্লোক আছে : 'এই যে সূক্ষ্ম পুরাতন পথ বিস্তৃত রহিয়াছে, আমি ইহা স্পর্শ করিয়াছি ; আমি (ইহা) পাইয়াছি। ব্রহ্মবিদ ধীর ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া সেই পথে এই লোক হইতে উপরের দিকে স্বর্গলোকে যান।

মন্তব্য : (ক) 'এতে শ্লোকাঃ'—৮ম হইতে ২১শ মন্ত্র পর্যন্ত। (খ) 'ইতঃ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে : (১) পৃথিবী হইতে, (২) দেহত্যাগের পরে, (৩) স্বর্গ-লোক হইতে। তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে ঐ মন্ত্রের শেষ অংশের অর্থ এই রকম হইবে —ব্রহ্মবিদ ধীর ব্যক্তি সেই পথে স্বর্গলোকে যান এবং মুক্ত হইয়া এই লোক

হইতে আরও ঊর্ধ্বে যান। (গ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মবিদ ইহলোকেই ব্রহ্মলাভ করেন। কিন্তু অষ্টম মন্ত্রে বলা হইতেছে তিনি স্বর্গলোকে যান। এই জন্য শঙ্কর বলেন এখানে 'স্বর্গলোক প্রাপ্তি' অর্থ 'মোক্ষলাভ'।

২৯৬. তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃত্তৈজসশ্চ ॥ ৯

অন্বয় : তস্মিন্ (সেই পথে) শুক্লম্, উত নীলম্, আহুঃ (বলিয়া থাকে), পিঙ্গলম্, হরিতম্, লোহিতম্ চ ; এষঃ পন্থাঃ ব্রহ্মণা (ব্রাহ্মণ কর্তৃক, ব্রহ্মজ্ঞ কর্তৃক) হ অনুবিত্তঃ তেন এতি (গমন করে) ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ, তৈজসঃ চ (এবং যাহারা তেজোযুক্ত, তাহারা)।

সরলার্থ : (পণ্ডিতগণ) বলেন—এই পথে শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ ও লোহিত বর্ণ রহিয়াছে। ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ) এই পথ লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ, পুণ্যকর্মা এবং তেজস্বী ব্যক্তি এই পথে যান।

মন্তব্য : ব্রহ্মণা অনুবিত্তঃ—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে : (১) ব্রহ্ম কর্তৃক আবিষ্কৃত, (২) ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত।

২৯৭. অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা ॥ ১০

অন্বয় : অন্ধম্ তমঃ (গভীর অন্ধকার) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) যে (যাহারা অবিদ্যাম্ উপাসতে (উপাসনা করে); ততঃ (ইহা অপেক্ষাও) ভূয়ঃ (অধিকতর) ইব (যেন) তে (তাহারা) তমঃ, যে (যাহারা) উ বিদ্যায়াম্ (বিদ্যাতে) রতাঃ।

সরলার্থ : যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা বিদ্যায় রত, তাহারা যেন গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

মন্তব্য : এই মন্ত্রটি ঈশ উপনিষদে (৯ম মন্ত্রে) গৃহীত হইয়াছে। দ্রঃ পৃঃ ১৭

২৯৮. অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্য-বিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ ॥ ১১

অন্বয় : অনন্দা নাম (অনন্দা নামক, অনন্দা —আনন্দবিহীন) তে লোকাঃ অন্ধেন তমসা (গাঢ় অন্ধকার দ্বারা) আবৃতাঃ (আচ্ছন্ন)। তান্ (সেই সমুদয় লোকে) তে (তাহারা) প্র+ইত্য (মরিয়া) অভিগচ্ছন্তি (গমন করে) অবিদ্বাংসঃ (অবিদ্বানগণ) অবুধঃ (যাহারা 'বুধ' অর্থাৎ জ্ঞানী নহে) জনাঃ।

সরলার্থ : 'অনন্দা' নামে স্থানগুলি গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যাহারা বিদ্যাহীন ও অবোধ তাহারা মৃত্যুর পর ঐখানে যায়।

মন্তব্য : ঈশ উপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এখানে গৃহীত হইয়াছে। দ্রঃ পৃঃ ৯

২৯৯. আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥ ১২

অন্বয় : আত্মানম্ (আত্মাকে) চেৎ (যদি) বিজানীয়াৎ (জানিতে পারে) অয়ম্ (ইহা) অস্মি (হই) ইতি পুরুষঃ, কিম্ (কি) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) কস্য কামায় (কোন্ বস্তুর কামনায়) শরীরম্ অনু সম্+জ্বরেৎ (শরীরের অনুগত হইয়া সন্তাপ ভোগ করিবে)?

সরলার্থ : 'ইহাই আমি' এইভাবে যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি কি ইচ্ছা করিয়া কোন বস্তুর কামনায় এই শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন ?

৩০০. যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ। স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা তস্য লোকঃ স উ লোক এব ॥ ১৩

অন্বয় : যস্য (যাহার ; এস্থলে যাহা দ্বারা) অনুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধঃ (সাক্ষাৎকৃত) আত্মা অস্মিন্ সন্দেহ্যে (শরীরে) গহনে (শঙ্কটপূর্ণ) প্রবিষ্টঃ, সঃ বিশ্বকৃৎ সঃ হি সর্বস্য কর্তা, তস্য লোকঃ, সঃ উ লোকঃ এব।

সরলার্থ : এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বের কর্তা, তিনিই সকলের কর্তা। সকল লোক তাঁহারই এবং তিনিই সকল লোকের।

মন্তব্য : 'সন্দেহ্যে' = সন্দেহে—সম্ + দেহে. বহু অনর্থযুক্ত দেহে (শঙ্কর ও আনন্দগিরি)।

৩০১. ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ। যে তদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥ ১৪

অন্বয় : ইহ (এই পৃথিবীতে) এব সন্তঃ (থাকিয়া) অথ বিদ্মঃ (জানিতে পারি) তৎ বয়ম্ ; ন চেৎ অবেদিঃ মহতী বিনষ্টিঃ (বিনাশ)। যে তৎ (তাহা) বিদুঃ (জানে) অমৃতাঃ তে ভবন্তি, অথ ইতরে (অপর সকলে) দুঃখম্ এব অপি+যন্তি (প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ : এই পৃথিবীতে থাকিয়াই আমরা আত্মাকে জানিতে পারি। যদি না পারি, তবে আমাদের মহা বিনাশ ঘটে। যাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন। কিন্তু অন্যেরা দুঃখই পান।

মন্তব্য : (ক) অবেদিঃ—শঙ্কর বলেন যাহার 'বেদ' (অর্থাৎ জ্ঞান) আছে সে 'বেদিঃ' ; যাহার জ্ঞান নাই, সে অবেদিঃ। 'অবেদিঃ' অর্থ অজ্ঞানতাও হইতে পারে (রঙ্গরামানুজ)। (খ) কেন উপনিষদ, ২।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৫।

৩০২. যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। ঈশানম্ ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ১৫

অন্বয় : যদা (যখন) এতম্ আত্মানম্ (এই আত্মাকে) অনুপশ্যতি (দর্শন করে) দেবম্ অঞ্জসা (সাক্ষাৎ ভাবে, প্রকৃত ভাবে) ঈশানম্ (ঈশ্বরকে) ভূতভব্যস্য (ভূত ও ভবিষ্যতের), ন ততঃ বিজুগুপ্সতে।

সরলার্থ : যিনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না।

মন্তব্য : (ক) ততঃ—তখন, কিংবা ঈশানাৎ—ঈশান হইতে (খ) 'বিজুগুপ্সতে'র ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই : (১) কাহারও নিন্দা করে না, (২) কিছুই গোপন করে না, (৩) ভীত হয় না। (গ) দ্রঃ কঠ উপনিষদ, ২।১।৫ শ্লোক পৃঃ ১২০।

৩০৩. যস্মাদর্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ততে। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি-
রায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ যস্মাৎ অর্বাক্ (যাঁহার অধোভাগে, যাঁহার পশ্চাৎভাগে) সম্ + বৎসরঃ + অহোভিঃ (দিনসকলের সহিত) পরিবর্ততে (আবর্তিত হয়), তৎ (তাহাকে) দেবাঃ জ্যোতিষাম্ (জ্যোতির) জ্যোতিঃ আয়ুঃ হ উপাসতে অমৃতম্ ।

সরলার্থ ঃ যাঁহার পিছনে দিন ও সংবৎসর আবর্তন করিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি; আয়ুস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপকে দেবতারা উপাসনা করিয়া থাকেন ।

৩০৪. যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং
বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥ ১৭

অন্বয় ঃ যস্মিন্ (যাহাতে) পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশঃ চ প্রতিষ্ঠিতঃ ; তম্ এব (তাঁহাকেই) মন্যে (মনে করি) আত্মানম্ (আত্মারূপে) বিদ্বান্ ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে) অমৃতঃ অমৃতম্ (অমৃতরূপে) ।

সরলার্থ ঃ যাঁহাতে পঞ্চ মানবজাতি ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আমি তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি। আমি অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া অমৃত হইয়াছি ।

মন্তব্য ঃ (ক) পঞ্চজনাঃ—কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়। শঙ্কর দুইটি অর্থ দিয়াছেন ঃ (১) গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ এবং রাক্ষসগণ, (২) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং নিষাদ। এই দুইটি অর্থ যাস্কের নিরুক্ত হইতে (৩।৮) গৃহীত হইয়াছে ; যাস্কের সময়েই এই শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে কেহ কেহ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন, আর ঔপমন্যব দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মৌলিক অর্থ পঞ্চজনপদের মানব। ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণ প্রধানতঃ পাঁচটি স্থানে বাস করিতেন ; এই পঞ্চদেশের লোকের নাম পঞ্চজন। ঋগ্বেদে বহুস্থলে পঞ্চকৃষ্টি, পঞ্চচর্ষণি, পঞ্চজন, পঞ্চক্ষিতি ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। এক শ্রেণীর লোক পশু লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইত। কিন্তু অনেকে নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিয়া কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের নাম হইয়াছিল কৃষ্টি (কৃষক) বা চর্ষণি (চাষা)। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে সকলেই এই শ্রেণীর লোক ছিল। পঞ্চদেশের মানবদিগকে পঞ্চকৃষ্টি এবং পঞ্চচর্ষণি বলা হইত। 'পঞ্চক্ষিতি' অর্থ পঞ্চদেশ বা পঞ্চদেশের লোক। সাদৃশ্য দেখিয়া বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে 'পঞ্চজন' অর্থও পঞ্চজনপদের মানব। সেই সময়ে 'মানব' বলিলে 'পঞ্চজন'ই বুঝিত। এই রূপে 'পঞ্চজন' অর্থ 'মানব' হইয়াছিল ।

(খ) অনেকে শেষ অংশের এই রকম অর্থও করিয়াছেন ঃ (১) আমি বিদ্বান্ ও অমৃতস্বরূপ, (সেই) আমি সেই আত্মাকেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি। (২) আমি তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি ; (আমি) বিদ্বান্, (সেই আমি তাঁহাকে) ব্রহ্ম (বলিয়া মনে করি), (আমি) অমৃতস্বরূপ, (সেই আমি তাঁহাকে) অমৃতস্বরূপ বলিয়া মনে করি ।

৩০৫. প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ।
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥ ১৮

অন্বয় ঃ প্রাণস্য প্রাণম্ উত চক্ষুষঃ (চক্ষুর) চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসঃ

(মনের) যে (যাহারা) মনঃ বিদুঃ (জানে), তে (তাহারা) নিচিক্যুঃ (নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন) ব্রহ্ম পুরাণম্ অগ্র্যম্ (অগ্র্য—যিনি সর্বাগ্রে অর্থাৎ সর্বপ্রথমে ছিলেন, আদিকারণ) ।

সরলার্থ ঃ যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র ও মনের মন বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সেই শাশ্বত ও আদিকারণ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন ।

৩০৬. মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি
য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১৯

অন্বয় ঃ মনসা (মনদ্বারা) এব অনুদ্রষ্টব্যম্ (বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য), ন ইহ (ইহাতে) নানা অস্তি (আছে) কিম্ + চন। মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) সঃ মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), যঃ (যে) ইহ নানা ইব (যেন) পশ্যতি (দেখে) ।

সরলার্থ ঃ মনদ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। ইঁহাতে নানাত্ব (ভেদ) নাই। যে ইঁহাতে নানাত্ব দেখে সে বার বার মৃত্যুর অধীন হয় ।

মন্তব্য ঃ কঠোপনিষদে (২।১।১১) এই মন্ত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। দ্রঃ পৃঃ ১২৫

৩০৭. একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা
মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ২০

অন্বয় ঃ একধা এব (এক প্রকারেই) অনুদ্রষ্টব্যম্ এতৎ অপ্রমেয়ম্ (যাহার পরিমাণ করা যায় না, প্রমাণ দ্বারা যাহাকে জানা যায় না) ধ্রুবম্। বিরজঃ (নির্মল) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) আকাশাৎ অজঃ (জন্মরহিত) আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ।

সরলার্থ ঃ এই অপ্রমেয় অবিনাশী আত্মাকে একই রূপে দর্শন করিতে হইবে। তিনি বিরজ, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ, জন্মরহিত, মহান এবং ধ্রুব ।

৩০৮, তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্বাচো
বিগ্লাপনং হি তদিতি ॥ ২১

অন্বয় ঃ তম্ এব ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ বিজ্ঞায় (জানিয়া) প্রজ্ঞাম্ (প্রজ্ঞাসাধন) কুর্বীত (করিবে)। ন অনুধ্যায়াৎ (অনুধ্যান করিবে) বহূন্ শব্দান্ (বহুশব্দকে ; শাস্ত্র অধ্যয়ন) ; বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বিগ্লাপনম্ (গ্লানিকর, শ্রমকর) হি তৎ (তাহা) ইতি ।

সরলার্থ ঃ ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাঁহাকে জানিয়া প্রজ্ঞা লাভ করিবেন। তিনি বহু বাক্যের সাধন করিবেন না, কারণ তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি (অবসাদ) জন্মায় ।

৩০৯. স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয়
আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ স ন
সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্বেশ্বর এষ ভূতা-
ধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়
তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশ-
কেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ

প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ২২

অন্বয় : সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা, যঃ অয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু (৪।৩।৭দ্রঃ) যঃ এষঃ অন্তঃ+হৃদয়ে (হৃদয়ের মধ্যে) আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে (শয়ন করে) সর্বস্য বশী (বশকারী), সর্বস্য ঈশানঃ (শাসনকর্তা) সর্বস্য অধিপতিঃ। সঃ ন সাধুনা কর্মণা (সাধুকর্মদ্বারা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), নো (ন+উ=না) এব অসাধুনা [কর্মণা] (অসাধু কর্মদ্বারা) কনীয়ান্ (অল্পতর) এষঃ সর্বেশ্বরঃ এষঃ ভূতাধিপতিঃ (ভূতগণের অধিপতি), এষঃ ভূতপালঃ (ভূতসমূহের পালক), এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ (ধারণকর্তা) এষাম্ লোকানাম্ (এই লোকসমূহের) অ+সম্+ভেদায় (বিভিন্ন না হইয়া যায় এই জন্য ; কিংবা মিশ্রিত না হইয়া যায় এই জন্য)। তম্ এতম্ বেদ+অনুবচনেন (বেদাধ্যায়ন দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি (জানিবার জন্য ইচ্ছা করেন) —যজ্ঞেন, দানেন, তপসা (তপস্যাদ্বারা) অনাশকেন (উপবাস দ্বারা ; আশক—আহার ; অনাশক—অনাহার)। এতম্ এব বিদিত্বা (জানিয়া) মুনিঃ ভবতি। এতম্ লোকম্ (এই আত্মরূপ লোককে) এব প্রব্রাজিনঃ (সন্ন্যাসিগণ) লোকম্ ইচ্ছন্তঃ (কামনা করিয়া) প্রব্রজন্তি (প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন)। এতৎ (ইহা) হ স্ম বৈ তৎ (এই জন্য) পূর্বে বিদ্বাংসঃ (প্রাচীনকালের বিদ্বানগণ) প্রজাম্ ন কাময়ন্তে (+স্ম—কামনা করিয়াছিলেন) কিম্ প্রজয়া (সন্তানদ্বারা, প্রজা—সন্তান) করিষ্যামঃ (করিব) যেষাম্ নঃ (যে আমাদের) অয়ম্ আত্মা, অয়ম্ লোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক) ইতি তে হ স্ম পুত্র+এষণায়াঃ (পুত্রকামনা হইতে) চ, বিত্ত+এষণায়াঃ (বিত্তকামনা হইতে) চ, লোক+এষণায়াঃ (স্বর্গাদি লোক কামনা হইতে) বি+উত্থায় (উত্থিত হইয়া) অথ ভিক্ষাচর্যম্ চরন্তি (+স্ম, আচরণ করিয়াছিলেন)। যা হি এব পুত্রৈষণা ; সা বিত্তৈষণা, সা বিত্তৈষণা, সা লোকৈষণা ; উভে হি এতে (এই উভয়ই) এষণে (কামনা) এব ভবতঃ। সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা ; অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে ; অশীর্যঃ ন হি শীর্যতে ; অসঙ্গঃ, ন হি সজ্যতে ; অসিতঃ, ন ব্যথতে, ন রিষ্যতি (৩।৯।২৬, ৪।২।৪ দ্রঃ)। এতম্ (এই প্রকার জ্ঞানীকে) উ হ এব এতে (এই দুইটি) ন তরতঃ (পরাভব করে) ইতি—অতঃ (এই হেতুতে) পাপম্ অকরবম্ (করিয়াছি) ইতি—অতঃ কল্যাণম্ অকরবম্, ইতি। উভে উ হ এব এষঃ এতে (+উভে—এই দুইকে) তরতি ; ন এনম্ (ইহাকে) কৃত+অকৃতে (কৃত ও অকৃত কর্মে) তপতঃ (সন্তপ্ত করে)।

সরলার্থ : যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের মধ্যে এই আকাশে অবস্থিত, তিনি মহান অজ আত্মা, তিনি সকলের বশী, সকলের শাসনকর্তা ও সকলের অধিপতি। সাধু কাজের দ্বারা তিনি মহৎ হন না, অসাধু কাজের দ্বারাও হীন হন না। ইনি সর্বেশ্বর, সর্বভূতের অধিপতি, পালক। লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায় এই জন্য তিনি সেতুস্বরূপ এবং ধারণকর্তা (হইয়া রহিয়াছেন)।

বেদবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশনব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে জানিতে চাহেন। ইঁহাকে জানিয়াই মানুষ মুনি হয়। এই ব্রহ্মরূপ লোক কামনা করিয়া সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস নেন। এই জন্যই প্রাচীন কালের বিদ্বানগণ সন্তান কামনা করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন—আমরা যখন ব্রহ্মরূপ লোক লাভ করিয়াছি তখন সন্তান দিয়া কি করিব ? তাঁহারা পুত্র, বিত্ত ও লোককামনা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা পুত্রকামনা তাহাই বিত্তকামনা, যাহা বিত্তকামনা তাহাই লোক-কামনা—এই দুইটি মাত্রই কামনা। এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়)—এই প্রকার। ইনি অগ্রহণীয়, ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না ; ইনি অশীর্য, ইনি শীর্ণ হন না ; ইনি অসঙ্গ, কিছুতেই আসক্ত হন না ; ইনি অবদ্ধ, ব্যথা পান না এবং হিংসিত হন না। 'এই জন্য কেন আমি পাপ করিয়াছি', 'এই জন্য কেন আমি কল্যাণ করিয়াছি'—এই চিন্তা এই প্রকার জ্ঞানীকে আকুল করে না। তিনি এই উভয় চিন্তাকেই অতিক্রম করেন ; কৃত এবং অকৃত কর্ম ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না।

৩১০. তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্ধতে কর্মণা নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্মণা পাপকেনেতি। তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্বমাত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডেনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়েতি ॥ ২৩

অন্বয় : তৎ এতৎ (ইহা) ঋচা (ঋক্ মন্ত্রদ্বারা) (অভি+উক্তম্ (উক্ত হইয়াছে) এষঃ (এই) নিত্যঃ মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) কর্মণা, নো (ন+উ =না) কনীয়ান্। তস্য এব স্যাৎ পদবিৎ (তত্ত্বজ্ঞ ; পদ—চিহ্ন)। তম্ বিদিত্বা (জানিয়া) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয়) কর্মণা পাপকেন (পাপকর্মদ্বারা) ইতি। তস্মাৎ এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) শান্তঃ দান্তঃ (অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত) উপরতঃ (সমুদয় উদ্যম হইতে বিরত) তিতিক্ষুঃ (সুখদুঃখাদি-সহিষ্ণু) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্ত) ভূত্বা (হইয়া) আত্মনি (আপনাতে ; নিজ আত্মাতে, দেহে) এব আত্মানম্ পশ্যতি (দেখে)। সর্বম্ (সর্ববস্তুকে) আত্মানম্ (আত্মারূপে) পশ্যতি। ন এনম্ পাপ্মা (পাপ) তরতি (পরাভূত করে), সর্বম্ পাপ্মানম্ (সমুদয় পাপকে) তরতি ; ন এনম্ পাপ্মা তপতি (সন্তাপ দেয়) ; সর্বম্ পাপ্মানম্ তপতি ; বিপাপঃ (পাপরহিত) বিরজঃ (মলিনতারহিত) অবিচিকিৎসঃ (সন্দেহরহিত) ব্রাহ্মণঃ ভবতি। এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক) সম্রাট্ এনং প্রাপিতঃ অসি (ইহাকে পাইয়াছেন) ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সঃ অহম্ ভগবতে (ভগবান্‌কে) বিদেহান্ (বিদেহ দেশকে ; বা বিদেহবাসীদিগকে) দদামি (দান করিতেছি) ; মাম্ চ অপি (আমাকেও) সহ (বিদেহবাসীদিগের সহিত) দাস্যায় (দাস্য কার্যের জন্য) ইতি।

সরলার্থ : একটি ঋকে বলা হইয়াছে—'ব্রাহ্মণের এই নিত্য মহিমা কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না। এই মহিমার তত্ত্ব জানিতে হইবে। এই তত্ত্ব জানা হইলে পুরুষ কর্মে লিপ্ত হয় না।' সেই জন্য এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া নিজের আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন। তিনি সকল

বস্তুকে আত্মরূপে দেখেন। পাপ ইঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না, ইনিই পাপকে সন্তপ্ত করেন। ইনিই নিষ্পাপ, বিরজ ও সন্দেহরহিত হইয়া ব্রাহ্মণ হন। ইহাই ব্রহ্মলোক। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সম্রাট্ (আমার উপদেশে) এই ব্রহ্মলোকই আপনি লাভ করিয়াছেন। জনক বলিলেন—আপনার নিকট যে উপদেশ পাইলাম সেজন্য আমি আপনাকে বিদেহ দেশ দান করিতেছি এবং দাসকর্মের জন্য নিজেকেও দান করিতেছি।

৩১১. স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ ॥ ২৪

অন্বয় ঃ সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অন্নাদঃ (অন্নদাতা) বসুদানঃ (ধনদাতা; বসু—ধন) বিন্দতে (লাভ করে) বসু (ধনকে), যঃ এবম্ বেদ (জানে)।

সরলার্থ ঃ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ইনিই মহান অজ আত্মা এবং অন্নদাতা ও ধনদাতা। যিনি ইহা জানেন তিনি ধনলাভ করেন।

৩১২. স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৫

অন্বয় ঃ সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ (জরারহিত) অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ (ভয়রহিত) ব্রহ্ম। অভয়ম্ বৈ ব্রহ্ম অভয়ম্ হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ ইনিই মহান অজ আত্মা; ইনিই অজর, অমর, অমৃত, অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অভয়; যিনি ইহা জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের (২।৪) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকার

৩১৩. অথ হ যাজ্ঞবল্কস্য দ্বে ভার্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্ ॥ ১

৩১৪. মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্যে (দুই ভার্যা) বভূবতুঃ (ছিল)—মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োঃ (তাহাদিগের মধ্যে) হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রী-প্রজ্ঞা (স্ত্রীজনোচিত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট) এব তর্হি কাত্যায়নী। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্যৎ বৃত্তম্ (গৃহস্থাশ্রম হইতে অন্যবৃত্তি = সন্ন্যাসাশ্রম) উপ-আ + করিষ্যন্ (অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া)। মৈত্রেয়ি! ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ (প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার জন্য; ২।৪ মন্ত্রে আছে উদ্‌যাস্যন্) বৈ অরে! অহম্ অস্মাৎ স্থানাৎ (এই স্থান হইতে) অস্মি (হই)। হন্ত। (ইহার অর্থ যদি 'ইচ্ছা হয়') তে অনয়া কাত্যায়ন্যা অন্তম্ করবাণি ইতি। [২।৪।১ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ (১ম ও ২য় মন্ত্র)—যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্যা ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও

কাত্যায়নী। ইঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী স্ত্রীবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম হইতে অন্য আশ্রম অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া বলিলেন—'মৈত্রেয়ী, আমি প্রব্রজ্যা লইয়া এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি। তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে আমি সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিতেছি।

৩১৫. সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো নেতি ৩ নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবো-পকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী—যৎ নু মে ইয়ম্ ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাম্ নু অহম্ তেন অমৃতা? অহো নেতি নেতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যথা এব উপকরণবতাম্ জীবিতম্ তথা এব তে জীবিতম্ স্যাৎ, অমৃতত্বস্য তু ন আশা অস্তি বিত্তেন ইতি। [২।৪।২ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ মৈত্রেয়ী বলিলেন—'ভগবন্, সমস্ত পৃথিবী যদি বিত্তে পরিপূর্ণ হয় আমি কি তাহার দ্বারা অমৃত হইতে পারিব?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'না, ধনী ব্যক্তিদের জীবন যেমন তোমার জীবনও তেমনি হইবে। বিত্তের দ্বারা অমরত্বের কোন আশা নাই।'

৩১৬. সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং, যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী—যেন অহম্ ন অমৃতা স্যাম্ কিম্ অহম্ তেন কুর্যাম্? যৎ এব ভগবান্ বেদ, তৎ এব মে ব্রূহি ইতি। [২।৪।৩ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ মৈত্রেয়ী বলিলেন—যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব? আপনি এ বিষয় (অমৃতত্ব প্রাপ্তি) যাহা জানেন তাহা আমাকে বলুন।

৩১৭. স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধদ্ধন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বৈ খলু নঃ (আমাদিগের) ভবতী সতী (সৎ, হইয়া) প্রিয়ম্ অবৃধৎ (বর্ধিত করিয়াছেন) হন্ত! তর্হি (তবে) ভবতি এতৎ ব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব), তে (তোমার জন্য) ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্ব ইতি [২।৪।৪ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তুমি প্রিয়াই ছিলে, (এখন) আরও প্রিয় হইলে। তোমার নিকট আমি ইহা ব্যাখ্যা করিতেছি, ব্যাখ্যাকর্তার (অর্থাৎ আমার) বাক্যে মনোযোগ দাও।

মন্তব্য ঃ (ক) ভবতী—সম্মানার্হ পুরুষকে 'ভবান্' এবং সম্মানার্হ স্ত্রীলোককে 'ভবতী' বলা হয়। ইংরাজীতে 'ভবতী'র অনুরূপ প্রয়োগ—'your ladyship'। (খ) 'ব্যাখ্যাস্যামি'-এর পূর্বে ২।৪ মন্ত্রে অতিরিক্ত আছে—'এহি আস্‌স্ব'।

৩১৮. স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্ ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ—ন বৈ অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি; আত্মনঃ তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। ন বৈ অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি! আত্মনঃ তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বৈ অরে পুত্রাণাম্ কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। আত্মনঃ তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। ন বৈ অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি আত্মানঃ তু কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি। ন বৈ অরে পশূনাম্ কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি আত্মনঃ তু কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। ন বৈ অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি। ন বৈ অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি। ন বৈ অরে লোকানাম্ কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি আত্মানঃ তু কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। ন বৈ অরে দেবানাম্ কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। ন বৈ অরে বেদানাম্ কামায় বেদাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় বেদাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। ন বৈ অরে ভূতানাম্ কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি আত্মনঃ তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বৈ অরে সর্বস্য কামায় সর্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি। আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ; মৈত্রেয়ি! আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে, ইদম্ সর্বম্ বিদিতম্। [২।৪।৫ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ তিনি বলিলেন—প্রিয়ে, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। বিত্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ বিত্ত প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়। পশুগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পশুগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই পশুগণ প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণজাতির প্রতি প্রীতিবশতঃ ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি প্রীতিবশতঃ ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, (কিন্তু)

আত্মপ্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। (স্বার্গাদি) লোকসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ লোকসমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই লোকসমূহ প্রিয় হয়। দেবগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ দেবগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হয়। বেদসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ বেদসমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই বেদসমূহ প্রিয় হয়। ভূতসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ ভূতসমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই ভূতসমূহ প্রিয় হয়। সমুদয় বস্তুর প্রতি প্রীতিবশতঃ সকল বস্তু প্রিয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই সকল বস্তু প্রিয় হয়। সুতরাং প্রিয়ে, এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন করিলে ও জ্ঞাত হইলে এই সমস্তই জানা হয়।

৩১৯. ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্বেদ বেদাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্বেদ ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥ ৭

অন্বয় ঃ ব্রহ্ম তম্ পরাদাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ব্রহ্ম বেদ। ক্ষত্রম্ তম্ পরাদাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ক্ষত্রম্ বেদ। লোকাঃ তম্ পরাদুঃ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ লোকান্ বেদ। দেবাঃ তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ দেবান্ বেদ। বেদাঃ তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ বেদান্ বেদ। ভূতানি তম্ পরাদুঃ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ভূতানি বেদ। সর্বম্ তম্ পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্বম্ বেদ। ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ ক্ষত্রম্, ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ, ইমে বেদাঃ, ইমানি ভূতানি, ইদম্ সর্বম্ যৎ অয়ম্ আত্মা। [২।৪।৬ মঃ দ্রঃ]।

সরলার্থ ঃ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে (স্বর্গাদি) লোককে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, (স্বর্গাদি) লোক তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে বেদসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, বেদসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে সর্বভূত তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি সকল বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে, বস্তুসকল তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, লোকসমূহ, এই দেবগণ, বেদসমূহ, ভূতসমূহ—সবই আত্মা।

৩২০. স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮

৩২১. স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯

৩২২. স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১০

অন্বয় ঃ সঃ যথা দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায় দুন্দুভেঃ

তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দঃ গৃহীতঃ। সঃ যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দঃ গৃহীতঃ। সঃ যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দঃ গৃহীতঃ। [২।৩।৭-৯ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ (৮-১০ মন্ত্র) যেমন দুন্দুভি হইতে নির্গত শব্দসমূহ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি বা দুন্দুভি-বাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়। যেমন শঙ্খ হইতে নির্গত শব্দসমূহ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ বা শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়। যেমন বীণা হইতে নির্গত শব্দসমূহ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা বা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়। [তেমনি আত্মা হইতে নির্গত এই সব বস্তুকে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করা যায় না—একমাত্র আত্মাকে অবগত হইলেই সমস্ত অবগত হওয়া যায়।]

৩২৩. স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিশ্বসিতানি ॥ ১১

অন্বয় ঃ সঃ যথা আর্দ্রৈধাগ্নেঃ অভ্যাহিতস্য পৃথক্ ধূমাঃ বিনিশ্চরন্তি, এবম্ বৈ, অরে! অস্য মহতঃ ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্বাঙ্গিরসঃ, ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বিদ্যাঃ, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অনু-ব্যাখ্যানানি, ব্যাখ্যানানি, ইষ্টম্, হুতম্, আশিতম্, পায়িতম্, অয়ম্ চ লোকাঃ, পরঃ চ লোকঃ, সর্বাণি চ ভূতানি অস্য এব এতানি সর্বাণি নিশ্বসিতানি। [২।৪।১০ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ যেমন আর্দ্র কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে নানারকম ধূম নির্গত হয়, তেমনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাম, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, যজ্ঞ, হোম, অন্ন, পান, ইহলোক ও পরলোক এবং সর্বভূত—এই সবই সেই মহাভূত নির্গত, এই সব তাহারই নিঃশ্বাস।

৩২৪. স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সংকল্পানাং মন একায়নমেবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১২

অন্বয় ঃ সঃ যথা সর্বাসাম্ অপাম্ সমুদ্রঃ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ স্পর্শানাম্ ত্বক্ একায়নম্ এবম্ সর্বেষাম্ গন্ধানাম্ নাসিকে একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ রসানাম জিহ্বা একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ রূপাণাম্ চক্ষুঃ একায়নাম্ এবম্ সর্বেষাম্ শব্দানাম্ শ্রোত্রম্ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ সঙ্কল্পানাম্ মনঃ একায়নম্, এবম্ সর্বাসাম্ বিদ্যানাম্ হৃদয়ম্ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ কর্মণাম্ হস্তৌ একায়নম্

এবম্ সর্বেষাম্ আনন্দানাম্ উপস্থঃ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ বিসর্গাণাম্ পায়ুঃ একায়নম্ এবম্ সর্বেষাম্ অধ্বনাম্ পাদৌ একায়নম্, এবম্ সর্বেষাম্ বেদানাম্ বাক্ একায়নম্। [২।৪।১১ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ যেমন সমুদ্র সমস্ত জলের আশ্রয়, সেইরূপ ত্বক্ সকল স্পর্শের, নাসিকা গন্ধের, জিহ্বা রসের, চক্ষু রূপের, কর্ণ শব্দের, মন সঙ্কল্পের, হৃদয় বিদ্যার, হস্তদ্বয় কর্মের, উপস্থ আনন্দের, পায়ু মলত্যাগের, পদদ্বয় গতির (বা পথের), বাক্ সকল বেদের একমাত্র আশ্রয় বা গতি (তেমনি সেই আত্মা সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়)।

৩২৫. স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়ম্ আত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ সঃ যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ (অন্তরবিহীন) অবাহ্যঃ (বাহ্যবিহীন) কৃৎস্নঃ (সর্বত্র, সম্পূর্ণরূপে) রসঘনঃ, এব এবম্ বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব এতেভ্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি অরে ব্রবীমি ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। [২।৪।১২ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ যেমন সৈন্ধব লবণের খণ্ড অন্তরে বাহিরে লবণ রসময়, তেমনি এই আত্মাও অন্তরে বাহিরে প্রজ্ঞানঘন। (এই আত্মা) ভূত সকল হইতে (জীবাত্মরূপে) উত্থিত হইয়া সেই ভূতসমূহের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। মৃত্যুর পরে আর তাহার সংজ্ঞা থাকে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি ইহাই বলিতেছি।

৩২৬. সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্মা ॥ ১৪

অন্বয় ঃ সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী অত্র (এই স্থলে) এব মা (আমাকে) ভগবান্ মোহান্তম্ (মোহের শেষ সীমায়) আপীপিপৎ (বৈদিক = আপীপৎ, আনয়ন করিয়াছিলেন) ন বৈ অহম্ ইমম্ (ইহাকে) বিজানামি ইতি। সঃ হ উবাচ – ন বৈ অরে অহম মোহম্ ব্রবীমি ; অবিনাশী বৈ অরে অয়ম্ আত্মা, অনুচ্ছিত্তিধর্মা (যাহার উচ্ছেদ নাই)। [২।৪।১৩ মঃ দ্রঃ]।

সরলার্থ ঃ মৈত্রেয়ী বলিলেন—আপনি আমাকে গভীর মোহের মধ্যে ফেলিলেন। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি মোহজনক কিছু বলিতেছি না। এই আত্মা অবিনাশী এবং উচ্ছেদবিহীন।

৩২৭. যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন গৃহ্যতেঽশীর্যো ন শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি

সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥ ১৫

অন্বয় ঃ যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ পশ্যতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ জিঘ্রতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ রসয়তে, তৎ ইতরঃ ইতরম্ অভিবদতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ শৃণোতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ মনুতে, তৎ ইতরঃ ইতরম্ স্পৃশতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ বিজানাতি। যত্র তু অস্য সর্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কম্ পশ্যেৎ, তৎ কেন কম্ জিঘ্রেৎ, তৎ কম্ রসয়েৎ তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ, তৎ কেন কম্ শৃণুয়াৎ, তৎ কেন, কম্ মন্বীত, তৎ কেন কম্ স্পৃশেৎ (২।৪-এ নাই) তৎ কেন কম্ বিজানীয়াৎ ? যেন ইদম্ সর্বম্ বিজানাতি তম্ কেন বিজানীয়াৎ ? সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ, ন হি গৃহ্যতে ; অশীর্যঃ, ন হি শীর্যতে ; অসঙ্গঃ ন হি সজ্যতে ; অসিতঃ ন ব্যথতে, ন রিষ্যতি। বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ ? ইতি উক্তা (কথিতা) অনুশাসনা (উপদেশপ্রাপ্তা) অসি মৈত্রেয়ি ! এতাবৎ (এই পর্যন্ত) অরে খলু অমৃতত্বম্ ইতি হ উক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য বিজহার (প্রস্থান করিলেন)। [২।৪।১৪ মঃ দ্রঃ]

সরলার্থ ঃ যেখানে (মনে হয়) দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেখানে একে অপরকে দেখে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, অভিবাদন করে, একে অপরের কথা শোনে একে অপরকে মনন করে, স্পর্শ করে এবং জানে। (কিন্তু) যখন সবই ইহার সহিত একাত্ম হইয়া গেল, তখন (কে) কি করিয়া (অন্য) কাহাকে দেখিবে, আঘ্রাণ করিবে, আস্বাদন করিবে, কি করিয়া (অন্য) কাহাকেও শ্রবণ করিবে, মনন করিবে বা স্পর্শ করিবে, কিভাবে কাহাকে জানিবে ? যাঁহাদ্বারা এই সব জানা যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ? এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' ('ইহা নয়', 'ইহা নয়') ; ইঁনি অগৃহ্য, ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য, ইঁনি শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ, কোন বস্তুতে আসক্ত হন না, ইনি অবন্ধ, ইনি ব্যথা পান না এবং হিংসিত হন না। যিনি বিজ্ঞাতা তাঁহাকে কি করিয়া জানিবে ? মৈত্রেয়ি, তুমি এই উপদেশ পাইলে। অমৃতত্ব এই পর্যন্ত।

এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

বংশ ব্রাহ্মণ

৩২৮. অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ১

৩২৯. অগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গৌতমাদ্গৌতমঃ সৈতবাৎ সৈতবঃ পারাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণো গার্গ্যায়ণাদ্গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়নাদুদ্দালকায়নো জাবালায়নাজ্জাবালায়নো মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌকরায়ণাৎ সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎ কাষায়ণঃ সায়কায়নাৎ সায়কায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ২

৩৩০. ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণঃ পারাশর্যাৎ পারাশর্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্গৌতমো গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসনপাদ্বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাত্ত্বাষ্ট্রাদ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্বণো দৈবাদথর্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ংভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩

সরলার্থ ঃ ইহার পর বংশ (অর্থাৎ গুরুশিষ্য-পারম্পর্য বর্ণিত হইয়াছে।) (১ পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে, (২) গৌপবন পৌতিমাষ্য হইতে, (৩) পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে, (৪) গৌপবন কৌশিক হইতে, (৫) কৌশিক কৌণ্ডিন্য হইতে, (৬) কৌণ্ডিন্য শাণ্ডিল্য হইতে, (৭) শাণ্ডিল্য কৌশিক ও গৌতম হইতে, (৮) গৌতম আগ্নিবেশ্য হইতে, (৯) আগ্নিবেশ্য গার্গ্য হইতে, (১০) গার্গ্য গার্গ্য হইতে, (১১) গার্গ্য গৌতম হইতে, (১২) গৌতম সৈতব হইতে; (১৩) সৈতব পারাশর্যায়ণ হইতে, (১৪) পারাশর্যায়ণ গার্গ্যায়ণ হইতে, (১৫) গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়ন হইতে, (১৬) উদ্দালকায়ন জাবালায়ন হইতে, (১৭) জাবালায়ন মধ্যন্দিনায়ন হইতে, (১৮) মাধ্যন্দিনায়ন সৌকরায়ণ হইতে, (১৯) সৌকরায়ণ কাষায়ণ হইতে, (২০) কাষায়ণ সায়কায়ন হইতে, (২১) সায়কায়ন কৌশিকায়নি হইতে, (২২) কৌশিকায়নি ঘৃতকৌশিক হইতে, (২৩) ঘৃতকৌশিক পারাশর্যায়ণ হইতে, (২৪) পারাশর্যায়ণ পারাশর্য হইতে, (২৫) পারাশর্য জাতূকর্ণ হইতে, (২৬) জাতূকর্ণ অসুরায়ণ হইতে ও যাস্ক হইতে (২৭) আসুরায়ণ ত্রৈবণি হইতে, (২৮) ত্রৈবণি ঔপজন্ধনি হইতে (২৯) ঔপজন্ধনি আসুরি হইতে, (৩০) আসুরি ভারদ্বাজ হইতে, (৩১) ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে, (৩২) আত্রেয় মাণ্টি হইতে, (৩৩) মাণ্টি গৌতম হইতে, (৩৪) গৌতম গৌতম হইতে, (৩৫) গৌতম বাৎস্য হইতে, (৩৬) বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে, (৩৭) শাণ্ডিল্য কৈশোর্যকাপ্য হইতে, (৩৮) কৈশোর্যকাপ্য কুমার হারিত হইতে, (৩৯) কুমার হারিত গালব হইতে, (৪০) গালব বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে, (৪১) বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে, (৪২) বৎসনপাৎ বাভ্রব পন্থাসৌভর হইতে, (৪৩) পন্থাসৌভর অয়াস্য আঙ্গিরস হইতে, (৪৪) অয়াস্য আঙ্গিরস আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে, (৪৫) আভূতি ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে, (৪৬) বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র অশ্বিদ্বয় হইতে, (৪৭) অশ্বিদ্বয় দধ্যঙ্ আথর্বণ হইতে, (৪৮) দধ্যঙ্ আথর্বণ অথর্বাদৈব হইতে, (৪৯) অথর্বাদৈব মৃত্যুপ্রাধ্বংসন হইতে, (৫০) মৃত্যুপ্রাধ্বংসন প্রধ্বংসন হইতে, (৫১) প্রধ্বংসন একর্ষি হইতে, (৫২) একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে, (৫৩) বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে, (৫৪) ব্যষ্টি সনারু হইতে, (৫৫) সনারু সনাতন হইতে, (৫৬) সনাতন সনগ হইতে, (৫৭) সনগ পরমেষ্ঠী হইতে, (৫৮) পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম হইতে (৫৯) ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ। ব্রহ্মকে নমস্কার।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

[এই অধ্যায় খিলকাণ্ড অর্থাৎ পরিশিষ্ট]

ব্রহ্মের পূর্ণত্ব

৩৩১. ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রো বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ পূর্ণম অদঃ (ঐ) ; পূর্ণম্ ইদম্ (এই) ; পূর্ণাৎ (পূর্ণ হইতে) পূর্ণম্ উদচ্যতে (নির্গত হয়)। পূর্ণস্য (পূর্ণ হইতে) পূর্ণম্ (পূর্ণকে) আদায় (গ্রহণ করিয়া) পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ; ওম্, খম্ (আকাশ) ব্রহ্ম ; খম্ পুরাণম্ ; বায়ুরম্ (যাহাতে বায়ু আছে) খম্ ইতি হ স্ম আহ (=আহস্ম—বলিয়াছেন) কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ। বেদঃ (বেদ) অয়ম্ (ইহা)— ব্রাহ্মণাঃ (জানেন)। বিদুঃ (জানে, কিংবা জানি) এনেন (ইহা দ্বারা) যৎ বেদিতব্যম্।

সরলার্থঃ ঐ (অদৃশ্য ব্রহ্ম) পূর্ণ ; এই (দৃশ্য ব্রহ্ম) পূর্ণ। পূর্ণ (অদৃশ্য ব্রহ্ম) হইতে পূর্ণ (দৃশ্য ব্রহ্ম) উৎপন্ন হয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণকে গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। ওম্ ; আকাশই ব্রহ্ম ; আকাশই পুরাতন (সত্তা)। বায়ুর আধার আকাশ— কৌরব্যায়ণী-পুত্র এইরূপ বলিয়াছেন। 'ইহাই বেদ'—ব্রাহ্মণগণ এইরূপ জানেন। ইহা দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

মন্তব্যঃ (ক) 'পূর্ণ'বিষয়ক মন্ত্রের প্রথম অংশ এই : 'উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ'। 'উহা' শব্দের অর্থ—অব্যক্ত, দেশকালের অতীত, স্ব-রূপে অবস্থিত, নিরুপাধিক ব্রহ্ম। 'ইহা' শব্দের অর্থ—ব্যক্ত, দেশকালে প্রকাশিত, সোপাধিক ব্রহ্ম। ঋষি বলিতেছেন—এই উভয়ই পূর্ণ। (খ) ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ এই : 'পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়' অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে (পূর্ণাৎ) ব্যক্ত ব্রহ্ম (পূর্ণম্) উৎপন্ন হন। (গ) ঐ মন্ত্রের তৃতীয় অংশ এই : 'পূর্ণের পূর্ণকে গ্রহণ করিলে (আদায়) পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে'। এই অংশ অত্যন্ত জটিল। 'আদায়' শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে—বিদূরিত করিলে ও অবগত হইলে। সমগ্র বাক্যের এই চারি প্রকার অর্থ করা যায় : (১) ঐ অব্যক্ত ব্রহ্মের ((পূর্ণস্য) এই ব্যক্ত ভাবকে (পূর্ণম্) বিদূরিত করিলে অব্যক্ত ব্রহ্মই (পূর্ণম্) অবশিষ্ট থাকেন। (২) ব্যক্ত ব্রহ্মের (পূর্ণস্য) ব্যক্ত ভাবকে (পূর্ণম্) বিদূরিত করিলে অব্যক্তই (পূর্ণম্) অবশিষ্ট থাকেন। (৩) অব্যক্ত ব্রহ্মের (পূর্ণস্য) কার্যরূপে প্রকাশিত যে ব্যক্ত ব্রহ্ম, এই ব্যক্ত ব্রহ্মকে (পূর্ণম্) অবগত হইলে (এই জ্ঞান হয় যে ব্যক্তাবস্থা ঔপাধিক ও অনিত্য, ইহা কারণরূপী অব্যক্ত ব্রহ্মে লীন হয় ; লীন হইলে (কেবল) অব্যক্ত ব্রহ্মই (পূর্ণম্) অবশিষ্ট থাকেন। (৪) ব্যক্ত ব্রহ্মের (পূর্ণস্য) কারণ যে অব্যক্ত ব্রহ্ম,—এই অব্যক্ত

ব্রহ্মকে অবগত হইলে এই জ্ঞান হয় যে ব্যক্তাবস্থা উপাধিক ও অনিত্য ; ইহা কারণরূপী অব্যক্ত ব্রহ্মে লীন হয় ; লীন হইলে কেবল অব্যক্ত ব্রহ্মই (পূর্ণম্) অবশিষ্ট থাকেন।

এই চারিটি অর্থ বিষয়ে বক্তব্য এই : প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে ('ক' ও 'খ' দ্রষ্টব্য) প্রথম 'পূর্ণকে' অব্যক্ত ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় 'পূর্ণকে' ব্যক্ত ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তৃতীয় অংশেরও প্রথম পূর্ণ (পূর্ণস্য) অব্যক্ত ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় পূর্ণ (পূর্ণম্) ব্যক্ত ব্রহ্ম। এই যুক্তি অবলম্বন করিলে পূর্বোক্ত চারিটি অর্থের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অর্থ বর্জন করিতে হয়। তাহা হইলে অবশিষ্ট থাকে প্রথম ও তৃতীয় অর্থ। দ্বিতীয় অংশে ('খ' দ্রষ্টব্য) ব্যক্ত ব্রহ্মের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে এবং তৃতীয় অংশের ('গ' অংশের) শেষভাগে বলা হইয়াছে 'অব্যক্ত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন'। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, কোন স্থলে ব্যক্ত ব্রহ্মের বিলীন হইবার কথাও বলা হইয়াছে। এই যুক্তির সার্থকতা হয় যদি আমরা বলি 'আদায়' অর্থ 'বিদূরিত' করিলে এবং 'পূর্ণম্ আদায়' অর্থ ব্যক্ত ব্রহ্মকে বিদূরিত করিলে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তৃতীয় অর্থও পরিত্যক্ত হইবে। তাহা হইলে গ্রহণ করিতে হয় প্রথম অর্থ। এই মন্ত্রের অর্থ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহার ভাবার্থ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভাবার্থ এই : দেশ-কালাতীত ব্রহ্মই পারমার্থিক নিত্য সত্তা ; ইনিই দেশ-কালে প্রকাশিত হন ; এই প্রকাশমান অবস্থা তিরোহিত হইলে ব্রহ্ম স্ব-রূপে অব্যক্তভাবে বর্তমান থাকেন। (ঘ) অথর্ববেদে অনুরূপ একটি অংশ আছে—পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচতি, পূর্ণম্ পূর্ণেন সিচ্যতে। উতো তৎ অদ্য বিদ্যাম্ যতঃ তৎ পরিষিচ্যতে (১০।৮।২৯)। পূর্ণ হইতে পূর্ণকে উদ্ধৃত করেন, পূর্ণ দ্বারা পূর্ণকে সেচন করেন। যাহা হইতে ইহাকে পরিসেচন করা হয়, তাহাকে অদ্য আমরা জানি। (ঙ) 'ওম্' খম্ ব্রহ্ম—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে : (১) 'ওম্' (অর্থাৎ ইহাই সত্য) (যে) আকাশই ব্রহ্ম। (২) আকাশরূপ 'ওম্' ব্রহ্ম (৩) 'ওম্'রূপী আকাশই ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

দম, দান ও দয়া

৩৩২. ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্যং দেবা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ১

অন্বয়ঃ ত্রয়াঃ (ত্রি সংখ্যক) প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তানগণ) প্রজাপতৌ পিতরি (পিতা প্রজাপতির নিকটে) ব্রহ্মচর্যম্ ঊষুঃ (ব্রহ্মচারীরূপে বাস করিয়াছিল) —দেবাঃ মনুষ্যাঃ, অসুরাঃ। উষিত্বা (বাস করিয়া) ব্রহ্মচর্যম্ দেবাঃ ঊচুঃ (বলিয়াছিল) ব্রবীতু (বলুন) নঃ (আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি) ইতি। তেভ্যঃ (তাহাদিগকে) হ এতৎ অক্ষরম্ উবাচ—দ ('দ' এই অক্ষরকে) ইতি। বি+অজ্ঞাসিষ্ট (জানিলে)? বি+অজ্ঞাসিষ্ম (জানিয়াছি) ইতি হ ঊচুঃ—

দাম্যত (দান্ত হও) ইতি নঃ আত্থ (বলিলেন,) ওম্ (হাঁ) ইতি হ উবাচ বি+ অজ্ঞাসিষ্ট (জানিয়াছি) ইতি।

সরলার্থ ঃ দেবতা, মানুষ ও অসুর—প্রজাপতির এই তিন সন্তান পিতা প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল। ব্রহ্মচারীরূপে বাস করিয়া দেবতারা প্রজাপতিকে বলিলেন—'আপনি আমাদের উপদেশ দিন।' প্রজাপতি তাঁহাদের নিকটে 'দ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন। (তাহার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন) —'তোমরা কি বুঝিলে?' দেবতারা বলিল ঃ 'আমরা বুঝিয়াছি—দাম্যত—দান্ত হও, ইহাই আমাদিগকে বলিয়াছেন।' প্রজাপতি বলিলেন—'ওম্,—হাঁ, বুঝিয়াছ।'

৩৩৩. অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ২

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ (তাঁহাকে) মনুষ্যাঃ উচুঃ ব্রবীতু নঃ ভবান্ ইতি। তেভ্যঃ হ এতৎ এব অক্ষরম্ উবাচ—দ ইতি। বি+অজ্ঞাসিষ্ট? ইতি বি+অজ্ঞাসিষ্ম ইতি হ উচুঃ—দত্ত (দান কর) ইতি নঃ (আমাদিগকে) আত্থ (বলিলেন) ইতি। ওম্ ইতি হ উবাচ—বি + অজ্ঞাসিষ্ট ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর মানুষেরা তাঁহাকে বলিল, 'আপনি আমাদের উপদেশ দিন।' প্রজাপতি তাহাদের নিকটেও 'দ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন। (তাঁহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—) 'তোমরা কি বুঝিলে?' তাহারা বলিল—'আমরা বুঝিয়াছি—দত্ত—দান কর—আপনি আমাদিগকে ইহাই বলিয়াছেন।' প্রজাপতি বলিলেন— 'ওম্—হাঁ, বুঝিয়াছ।'

৩৩৪. অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যো-মিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ হ এনম্ অসুরাঃ উচুঃ—ব্রবীতু নঃ ভবান্ ইতি। তেভ্যঃ হ এতৎ এব অক্ষরম্ উবাচ—দ ইতি। বি+অজ্ঞাসিষ্ট? ইতি বি+অজ্ঞাসিষ্ম ইতি হ উচুঃ—দয়ধ্বম্ (দয়া কর) ইতি নঃ আত্থ ইতি ওম্ ইতি হ উবাচ বি+অজ্ঞাসিষ্ট ইতি তৎ (সেই জন্য) এতৎ এব (এই প্রকার)। এষা (এই) দৈবী বাক্ অনুবদতি (পুনরুক্তি করিয়া থাকে) স্তনয়িত্নুঃ (মেঘগর্জন) দ, দ, দ ইতি— দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্ ইতি। তৎ এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিনটিকে) শিক্ষেৎ (শিক্ষা করিবে) —দমম্ (দম), দানম্ (দান), দয়াম্ (দয়া) ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর অসুরগণ প্রজাপতিকে বলিল—'আপনি আমাদের উপদেশ দিন।' প্রজাপতি তাহাদের নিকটেও 'দ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি বুঝিলে?' তাহারা বলিল—'আমরা বুঝিয়াছি—দয়ধ্বম্— দয়া কর—আপনি আমাদের ইহাই বলিয়াছেন।' প্রজাপতি বলিলেন—'ওম্—হাঁ বুঝিয়াছ।' মেঘগর্জন (আজও) এই দৈব বাণী প্রতিধ্বনিত করিতেছে 'দ', 'দ', 'দ'—'দমন কর', 'দান কর', দয়া কর'। সুতরাং এই তিনটি শিক্ষা করিবে—দম, দান, দয়া।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

ব্রহ্ম হৃদয়

৩৩৫. এষ প্রজাপতির্যদ্ধৃদয়মেতদ্ ব্রহ্মৈতৎ সর্বং তদেতৎ ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি হৃ ইত্যেকমক্ষরমভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ দ ইত্যেকমক্ষরং দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ ॥ ১

অন্বয় ঃ এষঃ প্রজাপতিঃ যৎ (যাহা) হৃদয়ম্ ; এতৎ ব্রহ্ম ; এতৎ সর্বম্। তৎ এতৎ (+ হৃদয়ম্ = সেই এই হৃদয়) ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত) হৃদয়ম্ ইতি। হৃ ইতি একম্ অক্ষরম্। অভিহরন্তি (আনয়ন করে) অস্মৈ (ইহার জন্য) স্বাঃ (স্বজনগণ) চ, অন্যে চ (এবং অন্যলোক) যঃ এবম্ বেদ। দ ইতি একম্ অক্ষরম্। দদতি (দান করে) অস্মৈ স্বাঃ চ অন্যে চ যঃ এবম্ বেদ। যম্ ইতি একম্ অক্ষরম্। এতি (গমন করে) স্বর্গম্ লোকম্ যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ এই হৃদয়ই সেই প্রজাপতি, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সমস্ত কিছু। হৃদয় কথাটি তিন অক্ষরযুক্ত। 'হৃ' একটি অক্ষর। যিনি ইহা জানেন, তাঁহার জন্য আত্মীয়গণ এবং অন্য সকলেও উপহার আনে। 'দ' একটি অক্ষর। যিনি ইহা জানেন, আত্মীয়গণ এবং অন্য সকলে তাঁহাকে (অর্থাদি) দান করে। 'যম্' একটি অক্ষর। যিনি ইহা জানেন তিনি স্বর্গলোকে যান।

মন্তব্য ঃ ঋষির মতে হৃদয়ম্ = হৃ+দ+যম্। হৃ এবং অভিহরন্তি (হৃ ধাতু); দা এবং দদতি (দা ধাতু); যম্ এবং এতি (ই ধাতু) একই অর্থপ্রকাশক। ঋষির এই ব্যাখ্যা ব্যাকরণসঙ্গত নহে। ধর্ম সাধনের জন্য তিনি নিজে এই প্রকার কল্পনা করিয়াছেন।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

ব্রহ্ম সত্য

৩৩৬. তদ্বৈ তদেতদেব তদাস সত্যমেব স যো হৈতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমাল্লোঁকান্ জিত ইন্নসাবসদ্য এবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম ॥ ১

অন্বয় ঃ তৎ (তাহা) বৈ তৎ এতৎ এব (ইহাই) ; তৎ আস (ছিল) সত্যম্ এব। সঃ যঃ হ এতম্ মহৎ যক্ষম্ (পূজনীয়কে) প্রথমজম্ বেদ সত্যম্ ব্রহ্ম ইতি জয়তি (জয় করেন) ইমান্ লোকান্ (এই লোকসমূহকে) ; জিতঃ (জয়লব্ধ) ইৎ নু অসৌ (ঐ) অসৎ (হইয়াছে)। যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতম্ মহৎ যক্ষম্ প্রথমজম্ বেদ সত্যম্ ব্রহ্ম ইতি। সত্যম্ হি এব ব্রহ্ম।

সরলার্থ ঃ ইহাই (অর্থাৎ এই হৃদয়ই) তিনি ; তিনি সত্যই ছিলেন। যিনি এই পূজনীয়, মহান প্রথমজাতকে 'সত্যব্রহ্ম' বলিয়া জানেন—তিনি সকল লোক জয় করেন

এবং তাঁর শত্রু পরাভূত হয়। যিনি এই প্রথমজাত মহৎ পূজনীয়কে 'সত্যব্রহ্ম' বলিয়া জানেন—(তিনিই সকল লোক জয় করেন এবং তাঁহার শত্রু পরাভূত হয়)। 'সত্যই ব্রহ্ম'।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

'সত্যের' নিরুক্ত—আদিত্য পুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষ

৩৩৭. আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে তদেৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি ॥ ১

অন্বয় ঃ আপঃ এব ইদম্ (এই ; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) অগ্রে আসুঃ (=বভূবুঃ—ছিল)। আপঃ সত্যম্ অসৃজন্ত (সৃষ্টি করিয়াছিল); সত্যম্ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিম্ ; প্রজাপতিঃ দেবান্ (দেবগণকে)। তে দেবাঃ (সেই দেবগণ) সত্যম্ এব উপাসতে। তৎ এতৎ ত্রি + অক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত) সত্যম্ ইতি। স ইতি একম্ অক্ষরম্। তি ইতি একম্ অক্ষরম্। যম্ ইতি একম্ অক্ষরম্। প্রথম + উত্তমে (প্রথম ও শেষ ; উত্তম = শেষ) অক্ষরে সত্যম্। মধ্যতঃ (মধ্যস্থ) অনৃতম্ (অসত্য)। তৎ এতৎ অনৃতম্ (সেই এই অসত্য ; কিংবা তৎ = সেইজন্য) উভয়তঃ (উভয় দিকে) সত্যেন (সত্যদ্বারা) পরিগৃহীতম্ (আবেষ্টিত), সত্যভূয়ম্ (সত্যের প্রকৃতি প্রাপ্ত) এব ভবতি। ন এবম্ বিদ্বাংসম্ (এই প্রকার বিদ্বানকে) অনৃতম্ হিনস্তি (হিংসা করে)।

সরলার্থ ঃ পূর্বে এই জগৎ জলরূপে বর্তমান ছিল। ঐ জল সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছিল; সত্য ব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছিল, ব্রহ্ম প্রজাপতিকে, প্রজাপতি দেবতাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই দেবতারা সত্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সত্য তিনটি অক্ষরযুক্ত। 'স' একটি অক্ষর ; 'তি' (অর্থাৎ 'ৎ') একটি অক্ষর এবং 'যম' (অর্থাৎ য=য) একটি অক্ষর। প্রথম এবং শেষ অক্ষর সত্য এবং মধ্যবর্তী অক্ষর অসত্য। সুতরাং এই অসত্য ('ৎ' অক্ষর) উভয় দিকে সত্য দ্বারা বেষ্টিত। এইজন্য (ইহা অসত্য হইলেও) সত্যভাব পাইয়াছি। যিনি ইহা জানেন, অসত্য তাঁহার ক্ষতি করিতে পারে না।

মন্তব্য ঃ (ক) কেহ কেহ বলেন 'সত্যম্ ব্রহ্ম' = সত্যই ব্রহ্ম। কাহারও কাহারও মতে ইহার অর্থ সত্য ব্রহ্মকে (সৃষ্টি করিয়াছে)। ইহার পূর্বে আছে জল সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছে ; পরে আছে 'ব্রহ্ম প্রজাপতিকে' এবং 'প্রজাপতি দেবগণকে' এই শেষ দুইটিতে 'সৃষ্টি করিয়াছিল' উহ্য আছে এইরূপ 'সত্যম্ ব্রহ্ম' এই অংশের অর্থ 'সত্য ব্রহ্মকে (সৃষ্টি করিয়াছে)'। (খ) ত্র্যক্ষরম্—'সত্যম্' = স + ৎ + যম্। এস্থলে ঋষি 'ৎ' কে উচ্চারণ সৌকর্যার্থে 'তি' বলিয়াছেন। ঋষির এই ব্যাখ্যার সহিত ব্যাকরণের কোন সম্বন্ধ নাই। শঙ্কর বলেন 'মৃত্যু' ও 'অনৃত' এই দুইটির মধ্যেই 'ত' রহিয়াছে, এইজন্যই এই মন্ত্রে 'ত' কে অনৃত বলা হইয়াছে। (গ) সত্যভূয়ম্—

শঙ্কর বলেন, ইহার অর্থ 'সত্যবাহুল্য' আমাদের অর্থ 'সত্যভাব প্রাপ্ত'। অর্থাৎ 'তি' যদিও অসত্য, তথাপি ইহার উভয় দিকে 'সত্য' অক্ষর থাকায় ইহাও সত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার অনুরূপ প্রয়োগও আছে যেমন 'ব্রহ্মভূয়' = ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত।

৩৩৮. তদ্যত্তৎসত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্ স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি ॥ ২

অন্বয় ঃ তৎ যৎ তৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ। যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ দক্ষিণে অক্ষন্ (বৈদিক প্রয়োগ = অক্ষি., অক্ষণি = চক্ষুতে) পুরুষঃ—তৌ এতৌ (এই দুইজন) অন্যোন্যস্মিন্ (একজন অপরেতে ; অন্য + অন্যস্মিন্) প্রতিষ্ঠিতৌ। রশ্মিভিঃ (রশ্মিসমূহ দ্বারা) এষঃ (এই, আদিত্য) অস্মিন্ (ইহাতে, চাক্ষুষ পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতঃ। প্রাণৈঃ (প্রাণসমূহ দ্বারা) অয়ম্ (এই চাক্ষুষ পুরুষ) অমুষ্মিন্ (ঐ আদিত্য পুরুষে)। সঃ যদা (যখন) উৎক্রমিষ্যন্ (উৎক্রমণ করিবে এমন অবস্থায়) ভবতি, শুদ্ধম্ (শুভ্র রশ্মিবিহীন) এব এতৎ মণ্ডলম্ (সূর্যমণ্ডলকে) পশ্যতি (দর্শন করে) ; ন এনম্ (ইহাকে) এতে রশ্ময়ঃ (এই সমুদয় রশ্মি) প্রতি + আ + যন্তি (গমন করে, প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ সেই সত্যই ঐ আদিত্য। এই যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ, ইহারা দুইজন পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। আদিত্য পুরুষ রশ্মিদ্বারা চাক্ষুষ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত এবং চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণ দ্বারা আদিত্য পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। যখন এই পুরুষের মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন সে আদিত্যমণ্ডলকে শুভ্র দেখে এবং রশ্মিগুলি আর তাঁহার নিকট আসে না (তাঁহার চোখকে পীড়িত করে না)।

৩৩৯ য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহরিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩

অন্বয় ঃ যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, তস্য ভূঃ ইতি শিরঃ ; একম্ শিরঃ, একম্ এতৎ অক্ষরম্। ভুবঃ ইতি বাহূ (বাহুদ্বয়) ; দ্বৌ বাহূ, দ্বে এতে অক্ষরে (অক্ষরদ্বয়)। স্বর্ ইতি প্রতিষ্ঠা (পাদদ্বয়) ; দ্বে প্রতিষ্ঠে (পাদদ্বয়) ; দ্বে এতে অক্ষরে। তস্য উপনিষৎ (গুহ্য নাম) অহঃ (দিন) ইতি। হন্তি (বিনাশ করে) পাপ্মানম্ (পাপকে) জহাতি (ত্যাগ করে) চ, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ এই সূর্যমণ্ডলে যে পুরুষ, 'ভূঃ' তাহার শির—শিরও একটি এবং 'ভূঃ' শব্দেও একটি অক্ষর। ভুবঃ তাহার দুই বাহু—বাহুও দুইটি এবং 'ভুবঃ' শব্দেও দুইটি অক্ষর। 'স্বর্' ইহার দুই পদ—পদও দুইটি এবং 'স্বর্' (অর্থাৎ 'সুবর্') শব্দেও দুইটি অক্ষর। 'অহঃ' (দিন) ইহার উপনিষৎ (গুহ্য নাম)। যিনি ইহা জানেন, তিনি পাপ বিনাশ করেন এবং ত্যাগ করেন।

মন্তব্য ঃ (ক) 'স্বর্' শব্দে একটি অক্ষর ; কিন্তু ঋষি বলিতেছেন দুইটি অক্ষর ;

সুতরাং 'স্বর্'কে 'সুবর্' করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। (খ) ঋষি বলিতেছেন—'অহঃ' শব্দ দ্বারা 'হন্' ধাতু (হন্তি) এবং 'হা' ধাতু (জহাতি) এই উভয় ধাতুরই অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। (গ) ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিনটিকে 'ব্যাহৃতি' বা 'মহাব্যাহৃতি' বলা হয়। 'ভূঃ' এই পৃথিবীলোক, 'ভুবঃ' অন্তরিক্ষলোক এবং 'স্বর্' স্বর্গলোক। (ঘ) 'অহম্'-এর সহিত 'হন্তি' ও 'জহাতি'র সাদৃশ্য রহিয়াছে, তিনটিতেই 'হ'।

৩৪০. যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহমিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৪

অন্বয় : যঃ অয়ম্ দক্ষিণে অক্ষন্ (৫।৫।২ দ্রঃ) পুরুষঃ, তস্য ভূঃ ইতি শিরঃ; একম্ শিরঃ, একম্ এতৎ অক্ষরম্। ভুবঃ ইতি বাহূ (বাহুদ্বয়) দ্বৌ বাহূ; দ্বে এতে অক্ষরে স্বর্ ইতি প্রতিষ্ঠা; দ্বে প্রতিষ্ঠে; দ্বে এতে অক্ষরে। তস্য উপনিষৎ—অহম্ (আমি) ইতি। হন্তি পাপ্মানম্ জহাতি চ, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ : দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ, ভূঃ তাঁহার শির—শিরও একটি এবং 'ভূঃ' শব্দে অক্ষরও একটি। 'ভুবঃ' ইহার দুই বাহু—বাহুও দুইটি এবং 'ভুবঃ' শব্দে অক্ষরও দুইটি। 'স্বর্' ইহার দুই পদ—পদও দুইটি এবং স্বর্ (সুবর্) শব্দেও দুইটি অক্ষর। 'অহম্' (আমি) ইহার উপনিষৎ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পাপ বিনাশ করেন এবং ত্যাগ করেন।

মন্তব্য : দুইটি গুহ্যনামেও উভয় পুরুষের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। 'অহঃ' এবং 'অহম্' উচ্চারণে প্রায় এক।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

হৃদয়স্থ পুরুষ

৩৪১. মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃসত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা স এষ সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিং চ ॥ ১

অন্বয় : মনোময়ঃ অয়ম্ পুরুষঃ, ভাঃসত্যঃ (ভাঃ স্বরূপ; ভাঃ—জ্যোতি) তস্মিন্ অন্তঃ + হৃদয়ে, যথা ব্রীহিঃ বা যবঃ বা। সঃ এষঃ সর্বস্য ঈশানঃ (স্বামী) সর্বস্য অধিপতিঃ, সর্বম্ ইদম্ প্রশাস্তি (সম্যক্ শাসন করেন) যৎ ইদম্ কিম্ + চ।

সরলার্থ : হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে পুরুষ (আছেন), তিনি মনোময়, জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং ব্রীহি ও যবের মত (সূক্ষ্ম)। তিনি সকলেরই ঈশ্বর ও সকলের অধিপতি। এই জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তকেই তিনি শাসন করেন।

সপ্তম ব্রাহ্মণ

বিদ্যুতে ব্রহ্মদৃষ্টি

৩৪২ বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেত্যাহুর্বিদানাদ্বিদ্যুদ্বিদ্যত্যেনং পাপ্মনো য এবং বেদ বিদ্যুদ্‌ ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম ॥ ১

অন্বয় : বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইতি আহুঃ (বলিয়া থাকে) বিদানাৎ (খণ্ডন করেন বলিয়া) বিদ্যুৎ। বিদ্যতি (খণ্ডন করে) এনম্ (ইহাকে) পাপ্মনঃ (পাপ হইতে) যঃ এবম্ বেদ বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইতি। বিদ্যুৎ হি এব ব্রহ্ম।

সরলার্থ : লোকে বলিয়া থাকে 'বিদ্যুৎই ব্রহ্ম'। বিদীর্ণ (খণ্ড খণ্ড) করে বলিয়া ইহার নাম বিদ্যুৎ। 'বিদ্যুৎই ব্রহ্ম' এইকথা যিনি জানেন, তাহার পাপ খণ্ডিত হয়। বিদ্যুৎই ব্রহ্ম।

মন্তব্য : ঋষি 'বিদ্যুৎ' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ব্যাকরণসম্মত নহে। (৫।৩।১ মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

অষ্টম ব্রাহ্মণ

বাক্‌রূপিণী ধেনুতে ব্রহ্মদৃষ্টি

৩৪৩. বাচং ধেনুমুপাসীত তস্যাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারস্তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ হন্তকারং মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতরস্তস্যাঃ প্রাণ ঋষভো মনো বৎসঃ ॥ ১

অন্বয় : বাচম্ (বাক্‌কে) ধেনুম্ (ধেনুরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। তস্যাঃ (তাহার; স্ত্রীং) চত্বারঃ স্তনাঃ (চারিটি স্তন)—স্বাহাকারঃ, বষট্‌কারঃ হন্তকারঃ, স্বধাকারঃ। তস্যৈ (=তস্যাঃ) দ্বৌ স্তনৌ (দুইটি স্তনকে) দেবাঃ উপজীবন্তি (পান করিয়া জীবনধারণ করে)—স্বাহাকারম্ চ, বষট্‌কারম্ চ, হন্তকারম্ মনুষ্যাঃ; স্বধাকারম্ পিতরঃ (পিতৃগণ)। তস্যাঃ প্রাণঃ ঋষভঃ (বৃষ); মনঃ বৎসঃ।

সরলার্থ : বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। এই বাক্যের চারিটি স্তন—স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার এবং স্বধাকার। দেবতারা স্বাহাকার এবং বষট্‌কার নামে দুইটি স্তন পান করেন। মানুষ হন্তকার নামে স্তন এবং পিতৃগণ স্বধাকার নামে স্তন পান করেন। প্রাণ এই বাক্যরূপ ধেনুর বৃষ এবং মন ইহার বৎস।

মন্তব্য : স্বাহাকারঃ, বষট্‌কারঃ, হন্তকারঃ, স্বধাকারঃ—দেবগণের উদ্দেশে আহুতি দিবার সময় উচ্চারণ করা হয় 'স্বাহা' কিংবা 'বষট্'। মানুষকে অন্নাদি দিবার সময় বলা হয় 'হন্ত'। শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃকর্মে 'স্বধা'—এই শব্দ উচ্চারণ করা হয়। 'স্বাহা' শব্দের ব্যাখ্যা ৬।৩।২ মন্তব্যে দ্রষ্টব্য।

নবম ব্রাহ্মণ

বৈশ্বানরে ব্রহ্মদৃষ্টি

৩৪৪. অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি। যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি ॥ ১

অন্বয়ঃ অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ, যঃ অয়ম্ অন্তঃপুরুষে (পুরুষের অভ্যন্তরে) যেন (যাহা দ্বারা) ইদম্ অন্নম্ পচ্যতে (জীর্ণ হয়)। যৎ ইদম্ (এই যাহা) অদ্যতে (ভুক্ত হয়)। তস্য এষঃ ঘোষঃ (ধ্বনি) ভবতি, যম্ এতৎ (এই যাহাকে) কর্ণৌ (কর্ণদ্বয়কে) অপিধায় (আচ্ছাদন করিয়া) শৃণোতি (শ্রবণ করে)। সঃ যদা (যখন) উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি (৫।৫।২ দ্রঃ) ন এনম্ ঘোষম্ (এই শব্দকে) শৃণোতি।

সরলার্থঃ পুরুষের দেহের মধ্যে যে অগ্নি, ইহাই বৈশ্বানর। যে অন্ন ভোজন করা হয়, তাহা ঐ অগ্নিতেই জীর্ণ হয়। কর্ণ আচ্ছাদন করিলে যে শব্দ শোনা যায় সেই শব্দই ইহার ধ্বনি। মানুষ যখন দেহত্যাগে উদ্যত হয়, তখন এই ধ্বনি শুনিতে পায় না।

দশম ব্রাহ্মণ

পরলোকগতি

৩৪৫. যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমং তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্রৈতি (প্র+এতি, গমন করে, মৃত হয়), সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি। তস্মৈ (তাহার জন্য) সঃ তত্র (তাহাতে, আপনাতে) বিজিহীতে (ছিদ্রযুক্ত করে) যথা (যে পরিমাণ) রথচক্রস্য (রথচক্রের) খম্ (আকাশ)। তেন (সেই ছিদ্রদ্বারা) সঃ ঊর্ধ্বঃ আক্রমতে (গমন করে)। সঃ আদিত্যম্ আগচ্ছতি; তস্মৈ সঃ তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য (লম্বর নামক বাদ্যযন্ত্রের) খম্। তেন সঃ ঊর্ধ্বঃ আক্রমতে। সঃ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রে) আগচ্ছতি। তস্মৈ সঃ তত্র বিজিহীতে, যথা দুন্দুভেঃ (দুন্দুভির) খম্। তেন সঃ ঊর্ধ্বঃ আক্রমতে। সঃ লোকম্ আগচ্ছতি অশোকম্ (শোকরহিত) অহিমম্ (হিমরহিত)। তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ (চিরকাল; সমা=বৎসর)।

সরলার্থঃ মানুষ যখন ইহলোক হইতে চলিয়া যায় তখন প্রথমে সে বায়ুমণ্ডলে যায়। বায়ু তাহার যাইবার জন্য নিজের মধ্যে একটি ছিদ্র উৎপন্ন করে—রথচক্রের মধ্যে যে

পরিমাণ ছিদ্র থাকে (এ ছিদ্র সেই পরিমাণ)। সেই ছিদ্রপথে সেই পুরুষ উপরের দিকে যাইয়া আদিত্যে উপস্থিত হয়। আদিত্যও তাহার জন্য একটি ছিদ্র উৎপন্ন করে—লম্বর নামে বাদ্যযন্ত্রের ছিদ্র যে পরিমাণ হয় (এ ছিদ্রও সেই পরিমাণ)। তাহার পর সে সেই ছিদ্রপথে আরো ঊর্ধ্বে যাইয়া চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয়। চন্দ্র তাহার জন্য একটি ছিদ্র উৎপন্ন করে—দুন্দুভির ছিদ্র যতখানি হয় (এ ছিদ্রও সেই পরিমাণ)। এই ছিদ্রপথে সে আরো ঊর্ধ্ব দিকে ধাবিত হয়। তারপর সে শোকরহিত, হিমরহিত লোকে উপস্থিত হয় এবং সেই লোকে চিরকাল বাস করে।

একাদশ ব্রাহ্মণ

ব্যাধি প্রভৃতিতে তপোদৃষ্টি

৩৪৬. এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যং হরন্তি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১

অন্বয়ঃ এতৎ বৈ পরমম্ তপঃ, যৎ বি+আহিতঃ (ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া) তপ্যতে (কষ্ট পায়; দুঃখভোগরূপ তপস্যা করে)। পরমম্ হ এব লোকম্ জয়তি যঃ এবম্ বেদ। এতৎ বৈ পরমম্ তপঃ, যম্ প্রেতম্ (মৃতব্যক্তিকে) অরণ্যম্ হরন্তি (লইয়া যায়)। পরমম্ হ এব লোকম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ। এতৎ বৈ পরমম্ তপঃ, যম্ প্রেতম্ অগ্নৌ (অগ্নিতে) অভি+আদধতি (স্থাপন করে)। পরমম্ হ এব লোকম্ জয়তি যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থঃ মানুষ যে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করে, ইহাই পরম তপস্যা। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন। মৃতদেহকে যে (সংকারের জন্য) অরণ্যে লইয়া যাওয়া হয় ইহাই পরম তপস্যা। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন। মৃতদেহকে যে অগ্নিতে দেওয়া হয়, ইহাই পরম তপস্যা। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন।

মন্তব্যঃ এখানে বলা হইয়াছে যে মানুষ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয় তখন মনে করিতে হইবে ‘আমি তপস্যা করিতেছি।’ প্রাচীনকালে মৃতদেহকে ভস্মীভূত করিবার জন্য গ্রামের বাহিরে অরণ্যে প্রেরণ করা হইত। এই ঘটনাকে বানপ্রস্থাবলম্বনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

দ্বাদশ ব্রাহ্মণ

অন্ন ও প্রাণের একত্বে ব্রহ্মদৃষ্টি

৩৪৭. অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ প্রাণো ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাদেতে হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতস্তদ্ধ স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং

কিংস্বিদেবৈবং বিদুষে সাধু কুর্যাং কিমেবাস্মা অসাধু কুর্যামিতি স হ স্মাহ পাণিনা মা প্রাতৃদ। কস্ত্বেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি তস্মা উ হৈতদুবাচ বীত্যন্নং বৈ বি অন্নে হীমানি সর্বাণি ভূতানি বিষ্টানি রমিতি প্রাণো বৈ রং প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি রমন্তে সর্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি সর্বাণি ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ ॥ ১

অন্বয় ঃ 'অন্নম্ ব্রহ্ম' ইতি একে (কেহ কেহ) আহুঃ। তৎ (তাহা) ন তথা ; পূয়তি (পচিয়া যায়) বৈ অন্নম্ ঋতে প্রাণাৎ (প্রাণ ব্যতীত)। 'প্রাণঃ ব্রহ্ম' ইতি একে আহুঃ। তৎ ন তথা। শুষ্যতি (শুষ্ক হয়) বৈ প্রাণঃ ঋতে অন্নাৎ (অন্ন ব্যতীত)। এতে (এতৎ, এই দুই) হ তু এব দেবতে (দেবতাদ্বয়) একধাভূয়ম্ (একধা ভাব প্রাপ্ত) ভূত্বা (হইয়া) পরমতাম্ (পরমত্বকে) গচ্ছতঃ (প্রাপ্ত হয়)। তৎ (এ বিষয়ে, কিংবা সেইজন্য) হ স্ম আহ (বলিয়াছিলেন) প্রাতৃদঃ (প্রাতৃদ নামক ঋষি) পিতরম্ (পিতাকে)— কিম্ স্বিৎ (প্রশ্নবোধক অব্যয়) এব এবম্ বিদুষে (এই প্রকার বিদ্বানের প্রতি) সাধু কুর্যাম্ (করিতে পারি)? কিম্ এব অস্মৈ অসাধু কুর্যাম্? ইতি। সঃ হ স্ম আহ পাণিনা (হস্তদ্বারা, হস্ত সঞ্চালন করিয়া)—মা (না) প্রাতৃদ। কঃ (কে) তু এনয়োঃ (এই দুইটি) একধাভূয়ম্ ভূত্বা পরমতাম্ গচ্ছতি? ইতি। তস্মৈ উ হ এতৎ উবাচ- বি ('বি' এই অক্ষর) ইতি। অন্নম্ বৈ বি ; অন্নে হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি বিষ্টানি (আশ্রিত)। 'রম্' ('রম্' এই অক্ষর) ইতি। প্রাণঃ বৈ রম্, প্রাণে হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি রমন্তে (আরাম লাভ করে)। সর্বাণি হ বৈ অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি, সর্বাণি ভূতানি রমন্তে, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ কেহ কেহ বলেন—অন্নই ব্রহ্ম। ইহা সত্য নয়, কারণ প্রাণ না থাকিলে অন্ন পচিয়া যায়। কেহ বলেন 'প্রাণই ব্রহ্ম'। ইহা সত্য নয়—কারণ অন্নের অভাবে প্রাণ শুকাইয়া যায়। (এইজন্য প্রাতৃদ নামক ঋষি সিদ্ধান্ত করিলেন যে) এই দুই দেবতা একত্র হইলেই ইহাদের পরমত্ব লাভ হয়। (এই প্রকার বর্ণনা করিয়া) প্রাতৃদ পিতাকে বলিলেন—'যিনি ইহা জানেন, তাঁহার কি কল্যাণ করিতে পারি আর কি অকল্যাণই বা করিতে পারি?' পিতা হাত নাড়িয়া বলিলেন—'না, প্রাতৃদ, (এইরকম ভাবিও না) অন্ন ও প্রাণের একত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কে ব্রহ্মত্ব পাইতে পারে?' তারপর পিতা বলিলেন—'বি'। অন্নই এই 'বি' ; কারণ অন্নেই সর্বভূত বিষ্টিত অর্থাৎ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার পরে পিতা বলিলেন—'রম্'। প্রাণই 'রম' ; কারণ প্রাণেই সর্বভূত আনন্দ উপভোগ করে। যিনি ইহা জানেন, নিখিল প্রাণী তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া আনন্দ লাভ করে।

মন্তব্য ঃ (ক) প্রাতৃদের সিদ্ধান্ত এই—অন্নও ব্রহ্ম নহে এবং প্রাণও ব্রহ্ম নহে, এই দুয়ের একত্বই ব্রহ্ম। যিনি এই একত্ব জানেন তিনি ব্রহ্মবিৎ। কেহ ব্রহ্মবিদের উপকারও করিতে পারে না এবং অপকারও করিতে পারে না। এই ভাব হইতে প্রাতৃদ পিতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে যিনি অন্ন ও ব্রহ্মের একত্ব জানেন, কেহ তাঁহার কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করিতে পারে কি না। পিতার উত্তর এই—অন্ন ও ব্রহ্মের একত্ব ব্রহ্ম নহে, সুতরাং এই একত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নহে। তবে এ জ্ঞানেরও ফল আছে। মন্ত্রের শেষ অংশে এই ফলের কথা বলা হইয়াছে। (খ) 'বি' এবং 'রম্'। ঋষি বিষ্টানি ও বিশন্তির সহিত 'বি' অক্ষরের এবং 'রমন্তে'র সহিত 'রম্'-এর সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ

প্রাণ ও উক্থের একতায় ব্রহ্মদৃষ্টি

৩৪৮. উক্থং প্রাণো বা উক্থং প্রাণো হীদং সর্বমুত্থাপয়ত্যুদ্ধাস্মাদুক্থবিদ্বীরস্তিষ্ঠত্যুক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১

অন্বয় ঃ উক্থম্ (উক্থ বিষয়ে এই ; উক্থ এক প্রকার মন্ত্র)—প্রাণঃ বৈ উক্থম্। প্রাণঃ হি ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) উত্থাপয়তি (উত্থাপিত করে)। উৎ [তিষ্ঠতি] (উত্থিত হয়) হ অস্মাৎ (উক্থবিৎ হইতে) উক্থবিৎ বীরঃ (বীর পুত্র) তিষ্ঠতি উক্থস্য (উক্থের) সাযুজ্যম্ (সমানতা) সলোকতাম্ (একলোকে বাস) জয়তি, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ উক্থ (বিষয়ে এইরূপ)—প্রাণই উক্থ কারণ প্রাণই সমস্ত জগৎকে তুলিয়া ধরে। যিনি ইহা জানেন, তাঁহার উক্থবিৎ বীর পুত্র জন্মায় এবং তিনি নিজে উক্থের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

মন্তব্য ঃ 'উক্থ' ও 'উৎ'—এই দুয়ের মধ্যে উচ্চারণে আংশিক সাদৃশ্য আছে। আবার প্রাণের সহিত 'উৎ+স্থা'র সম্বন্ধ আছে। ইহা দেখিয়া প্রাণ ও উক্থের একত্ব স্থাপন করা হইল।

৩৪৯. যজুঃ প্রাণো বৈ যজুঃ প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে যুজ্যন্তে হাস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ২

অন্বয় ঃ যজুঃ (যজুঃ নামক মন্ত্র বিষয়ে এই)—প্রাণঃ বৈ যজুঃ। প্রাণে হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে (যুক্ত হয়) যুজ্যন্তে হ অস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় (শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য), যজুষঃ (যজুর) সাযুজ্যম্ সলোকতাম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ যজুঃ (বিষয়ে এইরূপ)—প্রাণই যজুঃ ; কারণ প্রাণেই সকল প্রাণী যুক্ত হয়। যিনি ইহা জানেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সর্বভূত সম্মিলিত হয় এবং তিনি যজুর সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

মন্তব্য ঃ 'যজুঃ' এবং 'যুজ্'—এই দুয়ের মধ্যে উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে। আবার প্রাণের সহিত 'যুজ্' ধাতুর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। এইজন্য বলা হইয়াছে—'প্রাণই যজুঃ'।

৩৫০. সাম প্রাণো বৈ সাম প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি সম্যঞ্চি হাস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩

অন্বয় ঃ সাম (সামবিষয়ে এই) প্রাণঃ বৈ সাম। প্রাণে হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি (সম্যক্ গমনশীল)। সম্যঞ্চি হি হ অস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে (সমর্থ হয়) সাম্নঃ (সামের) সাযুজ্যম্ সলোকতাম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ (৫।১৩।১ দ্রঃ) ;

সরলার্থ ঃ সাম (বিষয়ে এইরূপ)—প্রাণই সাম, কারণ সকল প্রাণী প্রাণেই সাম্য-

লাভ করে (অর্থাৎ সম্মিলিত হয়)। যিনি ইহা জানেন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য সর্বভূত সম্মিলিত হয় এবং তিনি সামের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

মন্তব্য : 'সাম' ও 'সম্যাঞ্চি'—এই দুয়ের মধ্যে উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে। আবার প্রাণের সহিত 'সম্যাঞ্চি' শব্দের সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। এইজন্য বলা হইয়াছে 'প্রাণই সাম'।

৩৫১. ক্ষত্রং প্রাণো বৈ ক্ষত্রং প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রং ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ প্রক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৪

অন্বয় : ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রবিষয়ে এই)—প্রাণঃ হি বৈ ক্ষত্রম্ (সামর্থ্য ; রক্ষা করিবার ক্ষমতা)। প্রাণঃ হি বৈ ক্ষত্রম্ ; ত্রায়তে (ত্রাণ করে) হ এনম্ (ইহাকে) ক্ষণিতোঃ (ক্ষণিতু ; ক্ষত হইতে)। প্রক্ষত্রম্ (ক্ষমতা) অত্রম্ (যাহার ত্রাণের জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক হয় না ; অনন্যারক্ষিত) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), ক্ষত্রস্য সাযুজ্যম্ সলোকতাম্ জয়তি যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ : ক্ষত্র (বিষয়ে এইরূপ)—প্রাণই ক্ষত্র ; কারণ প্রাণই ইহাকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করে। যিনি ইহা জানেন তিনি অনন্যাশ্রিত ক্ষত্র প্রাপ্ত হন এবং ক্ষত্রের সহিত সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ করেন।

চতুর্দশ ব্রাহ্মণ

গায়ত্রী-জ্ঞানের ফলশ্রুতি

৩৫২. ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু ত্রিষু লোকেষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ১

অন্বয় : ভূমিঃ অন্তরিক্ষম্, দ্যৌঃ—ইতি অষ্টৌ+অক্ষরাণি। অষ্টাক্ষরম্ হ বৈ এবম্ গায়ত্র্যৈ (গায়ত্র্যাঃ=গায়ত্রীর) পদম্। এতৎ (ইহা ; এক পদ) উ হ এব অস্যাঃ (গায়ত্রীর) এতৎ (এই তিন লোক)। সঃ যাবৎ (যে পরিণাম) এষু ত্রিষু লোকেষু (এই তিন লোকে), তাবৎ হ (সেই পরিমাণ) জয়তি, যঃ অস্যাঃ এতৎ এবম্ পদম্ (পদকে) বেদ।

সরলার্থ : 'ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ'—এই শব্দ কয়টিতে আটটি অক্ষর আছে। গায়ত্রীর একটি পদেও আটটি অক্ষর। ইহার একপদই এই তিন লোক। যিনি ইহার এক পদ জানেন তিনি এই তিন লোকে যাহা কিছু আছে, সবই জয় করেন।

৩৫৩. ঋচো যজূংষি সামানীত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ২

অন্বয় : ঋচঃ (ঋক্‌সমূহ) যজূংষি (যজুঃসমূহ) সামানি (সামসমূহ)—ইতি অষ্টৌ+অক্ষরাণি। অষ্ট+অক্ষরম্ হ বৈ একম্ গায়ত্র্যৈ (৫।১৪।১ দ্রঃ) পদম্। এতৎ (এই একপাদ) উ হ এব অস্যাঃ এতৎ (ঋক্, যজুঃ ও সাম)। সঃ যাবতী ইয়ম্ (এই যাহা) ত্রয়ী বিদ্যা তাবৎ হ জয়তি, যঃ অস্যাঃ এতৎ, এবম্ পদম্ বেদ।

সরলার্থ : 'ঋচঃ, যজূংষি, সামানি'—এই আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর একটি পদেও আটটি অক্ষর। ইহার এক পদই এই তিনটি (অর্থাৎ ঋক্, যজু ও সাম)। যিনি ইহা জানেন, এই ত্রয়ী বিদ্যাদ্বারা যাহা লাভ করা যায় তিনি তাহাই জয় করেন।

৩৫৪. প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি দদৃশ ইব হ্যেষ পরোরজা ইতি সর্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্যুপরি তপত্যেবং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩

অন্বয় : প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ ইতি অষ্টৌ+অক্ষরাণি। অষ্ট+অক্ষরম্ হ বৈ একম্ গায়ত্র্যৈ পদম্। এতৎ উ হ এব অস্যাঃ এতৎ (প্রাণ, অপান, ব্যান)। সঃ যাবৎ ইদম্ (এই যাহা) প্রাণি তাবৎ হ জয়তি, যঃ অস্যাঃ এতৎ এবম্ পদম্ বেদ। অথ অস্যাঃ এতৎ এব (ইহাই) তুরীয়ম্ (চতুর্থ ; চতুর+ঈয়) দর্শতম্ (দর্শনীয়, সুন্দর) পদম্, পরোরজাঃ (আকাশের পরপারে অবস্থিত) ; রজঃ (আকাশ) যঃ এষঃ তপতি (উত্তাপ দেয়)। যৎ বৈ চতুর্থম্, তৎ তুরীয়ম্। দর্শতম্ পদম্—ইতি—দদৃশে (বৈদিক, দৃশ্যতে—দৃষ্ট হয়) ইব (যেন) হি এষঃ (এই) পরোরজাঃ ইতি—সর্বম্ উ হি এব এষঃ রজঃ উপরি+উপরি তপতি। এবম্ (এই প্রকারে) হ এব শ্রিয়া (শ্রীদ্বারা) যশসা (যশ দ্বারা) তপতি, যঃ অস্যাঃ এতৎ এবম্ পদম্ বেদ।

সরলার্থ : 'প্রাণ, অপান, ব্যান'—এই আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর একটি পদেও আটটি অক্ষর। ইহার এক পদই এই তিনটি (অর্থাৎ প্রাণাদি)। যিনি ইহার এক পদ জানেন, যত প্রাণী আছে, তিনি সে সবই জয় করেন। আকাশের পরপারে যিনি উত্তাপ দিতেছেন, তিনিই গায়ত্রীর দর্শনীয় চতুর্থ পদ। যাহা চতুর্থ, তাহাই তুরীয়। 'দর্শতম্ পদম্' অংশের অর্থ—'সেই (পুরুষ) যাহাকে সূর্যমণ্ডলে দেখা যায়'। 'পরোরজা' শব্দের অর্থ—'যিনি আকাশের উপরিভাগে উত্তাপ দিতেছেন'। যিনি গায়ত্রীর এই পদকে জানেন, তিনি শ্রী ও যশঃসম্পন্ন হইয়া উত্তাপ দেন অর্থাৎ উজ্জ্বল হন।

মন্তব্য : 'ব্যানঃ' কে 'বিয়ানঃ' রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। নতুবা ঐ তিনটি শব্দে আটটি অক্ষর হইবে না।

৩৫৫. সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা তদ্বৈ তৎসত্যে প্রতিষ্ঠিতং চক্ষুর্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং তস্মাদ্যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি য এবং ব্রূয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম তদ্বৈ তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণো বৈ বলং তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্বলং সত্যাদোগীয় ইত্যেবংবেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব সা স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥ ৪

অন্বয় : সা এষা গায়ত্রী এতস্মিন্ তুরীয় দর্শতে পদে (দর্শনীয় চতুর্থ পদে) পরো রজসি (আকাশের উপরিভাগে) প্রতিষ্ঠিতা। তৎ বৈ (তাহা) তৎ+সত্যে

(সেই সত্যে) প্রতিষ্ঠিতম্। চক্ষুঃ বৈ সত্যম্ ; চক্ষুঃ হি বৈ সত্যম্। তস্মাৎ যৎ ইদানীম্ (এখনও) দ্বৌ বিবদমানৌ (বিবাদ করিতেছে এমন দুই জন লোক) এয়াতাম্ (আ + ইয়াতাম্, আগমন করে)—অহম্ অদর্শম্ (দেখিয়াছি), অহম্ অশ্রৌষম্ (শুনিয়াছি) ইতি—যঃ এবম্ ব্রূয়াৎ অহম্ অদর্শম্ ইতি তস্মৈ (তাহাকে) এব শ্রদ্ দধ্যাম (বিশ্বাস করিব ; শ্রৎ—সত্য)। তৎ বৈ তৎসত্যম্ বলে প্রতিষ্ঠিতম্। প্রাণঃ বৈ বলম্, তৎ (সত্য) প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাৎ আহুঃ বলম্ সত্যাৎ (সত্য অপেক্ষা) ওগীয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) ইতি। এবম্ উ এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতা। সা হ এষা (সেই গায়ত্রী) গয়ান্ (গয়সমূহকে) তত্রে (ত্রাণ করে)। প্রাণা বৈ গয়াঃ। তৎ (তাহা ; সেইজন্য) প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) তত্রে। তৎ যৎ (যেহেতু) গয়ান্ তত্রে, তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। সঃ (আচার্য) যাম্ এব অমূম্ সাবিত্রীম্ (এই যে সাবিত্রী মন্ত্রকে) অনু + আহ (শিক্ষা দেন), এষা এব (ইহাই) সা। সঃ যস্মৈ (যাহাকে) অন্বাহ, তস্য প্রাণান্ ত্রায়তে (রক্ষা করে)।

সরলার্থ : এই (ত্রিপাদযুক্ত) গায়ত্রী আকাশের উপরের দিকে সেই দর্শনীয় পদে প্রতিষ্ঠিত। সেই পদ আবার সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুই সত্য, চক্ষু নিশ্চয়ই সত্য। সেইজন্য এখনও যদি দুই জন লোক বিবাদ করিতে করিতে (আমাদের নিকটে) আসে এবং (এক জন) বলে 'আমি দেখিয়াছি' আর (অপর জন বলে) 'আমি শুনিয়াছি'— তাহা হইলে যে বলে 'আমি দেখিয়াছি' আমরা তাহার কথাই বিশ্বাস করি। সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই বল এবং সেই সত্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য লোকে বলিয়া থাকে 'বল সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' এইরূপে এই গায়ত্রী অধ্যাত্ম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রী 'গয়'সমূহকে ত্রাণ করে। গয়ই প্রাণ এবং ইহা (অর্থাৎ গায়ত্রী) প্রাণসমূহকে ত্রাণ করে। ইহা গয়সমূহকে ত্রাণ করে বলিয়া ইহার নাম গায়ত্রী। আচার্য (শিষ্যগণকে) যে সাবিত্রীমন্ত্র শিক্ষা দেন, তাহা প্রাণই। তিনি যাহাকে ইহা শিক্ষা দেন, (ইহা দ্বারা) তাহার প্রাণকে রক্ষা করেন।

মন্তব্য : (ক) শঙ্করের মতে 'রজঃ' শব্দের অর্থ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এই অর্থে সচরাচর 'রজঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয় না। ইহার বৈদিক অর্থ 'অন্তরিক্ষ', 'আকাশ'। (খ) গয়ান্—'গয়্' শব্দ 'জি' ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাহা জয় করা হইয়াছে, তাহাই 'গয়'। বৈদিক সাহিত্যে ইহার অর্থ গৃহ, ধন, জন ইত্যাদি। (গ) ঋষি 'গায়ত্রী' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তা ব্যাকরণসঙ্গত নহে (৫ ৩।১ এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি অনুসারে গায়ত্রী অর্থ যে গানকারীকে ত্রাণ করে (স্ত্রীলিঙ্গ) অথবা যে গান দ্বারা ত্রাণ করে ৬।৩।৬-এর মন্তব্যে গায়ত্রী মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৫৬. তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহুর্বাগনুষ্টুবেতদ্বাচমনুব্রূম ইতি
ন তথা কুর্যাদ্ গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াদ্যদি হ বা অপ্যেবংবিদ্বহ্বিব
প্রতিগৃহ্ণাতি ন হৈব তদ্ গায়ত্র্যা একংচন পদং প্রতি ॥ ৫

অন্বয় : তাম্ হ এতাম্ (সাবিত্রীম্ =এই সাবিত্রীকে) একে (কেহ কেহ) সাবিত্রীম্ অনুষ্টুভম্ (অনুষ্টুপ্ রূপে) অনু + আহ (উপদেশ দেন)। বাক্ অনুষ্টুপ্ ; এতৎ + বাচম্ (এই বাক্যকে) অনুব্রূমঃ (উপদেশ দিই) ইতি। ন তথা কুর্যাৎ। গায়ত্রীম্ এব সাবিত্রীম্ (গায়ত্রী ছন্দের সাবিত্রীকেই, কিংবা গায়ত্রীকেই সাবিত্রীরূপে) অনুব্রূয়াৎ (উপদেশ দিবে)। যঃ (যাহা) ইহ বৈ অপি এবম্ + বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) বহু ইব (বহু দানরূপে) প্রতিগৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), ন হ এব তৎ (তাহা) গায়ত্র্যাঃ (গায়ত্রীর) একম্ + চন পদম্ প্রতি (এক পাদের সমান)।

সরলার্থ : কেহ কেহ অনুষ্টুপ ছন্দের একটি মন্ত্রকে সাবিত্রী মন্ত্র বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। (তাঁহারা বলেন) 'বাক্যই অনুষ্টুপ এবং আমরা এই অনুষ্টুপ্ বাক্যই উপদেশ দিই'। (কিন্তু) এই রকম করিবে না। গায়ত্রীছন্দের সাবিত্রীই উপদেশ দিবে। এরকম জ্ঞানী ব্যক্তি যদি কখনও বহুদান গ্রহণ করিতেছেন মনে হয় তবুও তাহা গায়ত্রীর এক পাদেরও সমান হইবে না।

মন্তব্য : অনুষ্টুপ্ সাবিত্রী এই :

তৎ সবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরম্ ভগস্য ধীমহি।—ঋগ্বেদ, ৫।৮২।১

আমরা সবিতৃদেবের নিকট হইতে ভোগার্হ ধন প্রার্থনা করিতেছি ; আমরা যেন ভগ দেবতার নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্বভোগ্যপ্রদ এবং শত্রুবিনাশক (ধন) লাভ করিতে পারি (কিংবা ধন প্রার্থনা করিতেছি)।

৩৫৭. স য ইমাংস্ত্রীল্লোঁকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ প্রথমং
পদমাপ্নুয়াদথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা
এতদ্ দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ
সোঽস্যা এতৎ তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং
পদং পরোরজা য এষ তপতি নৈব কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ
প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ॥ ৬

অন্বয় : স যঃ ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ (এই তিন লোককে), পূর্ণান্ (পূর্ণ) প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ (দানরূপ গ্রহণ করে) সঃ অস্যাঃ (ইহার) এতৎ প্রথমম্ পদম্ আপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হয়)। অথ যাবতী ইয়ম্ ত্রয়ী বিদ্যা (সমগ্র ত্রয়ীবিদ্যা), যঃ তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ অস্যাঃ এতৎ দ্বিতীয়ম্ পদম্ আপ্নুয়াৎ। অথ যাবৎ ইদম্ প্রাণি, যঃ তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ অস্যাঃ এতৎ তৃতীয়ম্ পদম্ আপ্নুয়াৎ। অথ অস্যাঃ এতৎ এব তুরীয়ম্ দর্শতম্ পদম্ পরোরজাঃ যঃ এষঃ তপতি (৫।১৪।৩ দ্রঃ), ন এব কেন + চন (কোন ব্যক্তিদ্বারাই) আপ্যম্ (প্রাপ্য)—কুতঃ (কোথা হইতে) উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ?

সরলার্থ : যদি কেহ নানা ধনে পূর্ণ এই তিন লোক দানরূপে গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার কেবল গায়ত্রীর প্রথম পদটি লাভ হয়। ত্রয়ী বিদ্যার ক্ষমতা যত দূর (বিস্তৃত), সেই পর্যন্ত দান যদি কেহ গ্রহণ করেন, তাহাতে গায়ত্রীর দ্বিতীয় পদ লাভ হয়। প্রাণবান্ জগৎ যত দূর (বিস্তৃত), কেহ যদি সেই পর্যন্ত দান গ্রহণ করেন, তাহাতে গায়ত্রীর তৃতীয় পদ লাভ হয়। আর আকাশের উপরিভাগে যিনি উত্তাপ দিতেছেন, সেই দর্শনীয় তুরীয় (বা চতুর্থ) পদকে কেহই লাভ করিতে পারে না। এই পরিমাণ দান কে গ্রহণ করিতে পারে ?

৩৫৮ তস্যা উপস্থানং গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি
পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো মা
প্রাপদিতি যং দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা ন হৈবাস্মৈ
স কামঃ সমৃধ্যতে যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেঽহমদঃ প্রাপমিতি বা ॥ ৭

অন্বয় : তস্যাঃ (তাহার) উপস্থানম্ (স্তুতি)—গায়ত্রি ! অসি (হও) একপদী (এক পদযুক্তা), দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ; অপৎ (পদ-বিহীনা) অসি ; ন হি

পদ্যসে (জ্ঞানগোচর হও)। নমঃ তে তুরীয়ায় (চতুর্থ) দর্শতায় (দর্শনীয়, উজ্জ্বল) পদায় (পাদকে) পরোরজসে (আকাশের উপরে স্থিত) ; অসৌ (ঐ, শত্রু ; এস্থলে শত্রুর নাম করিতে হইবে) অদঃ (ইহা, মনোবাঞ্ছা,) মা (না) প্রাপৎ (যেন প্রাপ্ত হয়) ইতি যম্ (যাহা ক) দ্বিষ্যাৎ (এই উপাসক দ্বেষ করে)—অসৌ (ঐ ; এই স্থলে শত্রুর নাম করিতে হইবে) অস্মৈ (ইহার জন্য) কামঃ মা সমৃদ্ধী (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) ইতি বা। ন হ এব অস্মৈ সঃ কামঃ সমৃধ্যাতে (পূর্ণ হয়), যস্মৈ (যাহাকে লক্ষ করিয়া) এবম্ (এই প্রকার) উপতিষ্ঠতে (উপাসনা করে)। অহম্ অদঃ (ইহাকে, মনোবাঞ্ছাকে) প্র + আপম্ (যেন প্রাপ্ত হই) বা।

সরলার্থ : সেই গায়ত্রীর স্তুতি এই—'হে গায়ত্রি, তুমি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী। তুমি পদবিহীনা ; তোমাকে কেহ জানিতে পারে না। আকাশের উপরিভাগে তোমার যে উজ্জ্বল চতুর্থ পদ তাহাকে নমস্কার'। (ক) (গায়ত্রীকে এইভাবে স্তুতি করিয়া এই অভিচার বাক্য উচ্চারণ করিবে)—'ঐ (শত্রু ; এখানে শত্রুর নাম করিতে হইবে) যেন ইহা (অর্থাৎ নিজের বাঞ্ছিত বস্তু) লাভ করিতে না পারে'। (খ) (কিংবা উপাসক) যাহাকে দ্বেষ করে (তাহাকে লক্ষ করিয়া এই অভিচার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে)—'ঐ ব্যক্তির (তাহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে) কামনা যেন পূর্ণ না হয়'। (গ) যাহাকে লক্ষ করিয়া এইরূপে উপাসনা করা হইবে, তাহার কামনা পূর্ণ হইবে না। (ঘ) (কিংবা সেই উপাসক বলিবে)—'আমি যেন ইহা (অর্থাৎ মনোবাঞ্ছা) লাভ করিতে পারি'।

মন্তব্য : (১) শঙ্করাচার্য (ক) অংশের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন : অসৌ—পাপরূপী শত্রু ; লোকে গায়ত্রীকে লাভ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পাপরূপী শত্রু এই কার্যে বাধা দেয়। এই শত্রুকেই এখানে অসৌ (ঐ) বলা হইয়াছে ; অদঃ—ইহা ; পাপরূপী শত্রুর কর্ম। মা প্রাপৎ = যেন প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ সে যেন এই দুষ্ট কর্ম সাধন করিতে সমর্থ না হয়। সমুদয় (খ) অংশের এই অর্থ—'হে গায়ত্রি, আমরা যখন তোমাকে লাভ করিতে চেষ্টা করি, তখন ঐ পাপরূপ শত্রু যেন নিজের দুষ্ট অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে সমর্থ না হয় অর্থাৎ আমরা যে তোমাকে লাভ করিতে চাই—এ বিষয়ে যেন সে বাধা দিতে না পারে।' (২) কামঃ মা সমৃদ্ধী—কামনা যেন পূর্ণ না হয়। শঙ্করের পদপাঠ 'সমৃদ্ধী' স্থলে 'সমৃদ্ধি' ; তাঁহার মতে 'সমৃদ্ধিম্' স্থলে 'সমৃদ্ধি' ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার ব্যাখ্যা—কামঃ মা সমৃদ্ধিম্ (প্রাপ্নোতু) অর্থাৎ 'কামনা যেন সমৃদ্ধি লাভ না করে'। আমরা রঙ্গরামানুজের পদপাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

৩৫৯ এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ যন্নু হো তদ্‌গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি মুখং হ্যস্যাঃ সম্রাণ্ ন বিদাংচকারেতি হোবাচ তস্যা অগ্নিরেব মুখং যদি হ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্বমেব তৎ সংদহত্যেবং হৈবৈবংবিদ্যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরঃ অমৃতঃ সংভবতি ॥ ৮

অন্বয় : এতৎ হ বৈ তৎ জনকঃ বৈদেহঃ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিম্ উবাচ—যৎ নু হো (সম্বোধনসূচক অব্যয়) তৎ গায়ত্রীবিৎ (আমি গায়ত্রীবিৎ) অব্রূথাঃ (বলিয়াছিলে), অথ (তবে) কথম্ (কেন) হস্তীভূতঃ (হস্তী হইয়া) বহসি (বহন করিতেছ) ? ইতি মুখম্ হি অস্যা সম্রাট্ ন বিদাঞ্চকার (জানিয়াছি) ইতি হ উবাচ। তস্যাঃ অগ্নিঃ এব মুখম্। যদি হ বৈ অপি বহু (বহু কাষ্ঠ) ইব (যেন)

অগ্নৌ (অগ্নিতে) অভি + আ + দধতি (নিক্ষেপ করে) সর্বম্ এব তৎ (তাহাকে) সম্ + দহতি (সম্যক্ দগ্ধ করে)। এবম্ হ এব এবম্ + বিৎ (এই প্রকার জ্ঞান-সম্পন্ন) যদি অপি বহু ইব পাপম্ কুরুতে, সর্বম্ এব তৎ সম্ + প্সায় (বিনাশ করিয়া) শুদ্ধঃ, পূতঃ, অজরঃ, অমৃতঃ সংভবতি (হয়)।

সরলার্থ : এ বিষয়ে বৈদেহজনক বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে বলিয়াছিলেন—'তুমি বলিয়াছিলে যে আমি গায়ত্রীবিৎ, তাহা হইলে তুমি কেন হস্তী হইয়া ভার বহন করিতেছ ?' তিনি বলিলেন—'সম্রাট্, গায়ত্রীর মুখ যে কি তাহা আমি জানি না।' (জনক বলিলেন)—'অগ্নিই তাহার মুখ। লোকে যদি বহু পরিমাণ কাঠও অগ্নিতে দেয়, অগ্নি তাহার সমস্তই দগ্ধ করে। এই রকম জ্ঞানী ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন, তিনি সেই সবই বিনাশ করিয়া শুদ্ধ, পূত, অজর ও অমৃত হন।

মন্তব্য : হস্তীভূতঃ বহসি—এ অংশ দুর্বোধ্য। অনেকে এই প্রকার অর্থ করেন—যিনি গায়ত্রীবিৎ, তিনি ব্রহ্মবিৎ ; যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি দানাদি গ্রহণ করেন না। কিন্তু বুড়িল দানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য জনক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—তাহা হইলে তুমি কেন হস্তীর ন্যায় দানাদি ভার বহন করিতেছ ?

পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ

সূর্য ও অগ্নির স্তব

৩৬০. হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য-ধর্মায় দৃষ্টয়ে। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্। সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১

অন্বয় : হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময় পাত্রদ্বারা) সত্যস্য (সত্যের) অপিহিতম্ (আচ্ছাদিত) মুখম্। তৎ (তাহাকে) ত্বম্ (তুমি) পূষন্ (হে পূষা) অপাবৃণু (আবরণ উন্মোচন কর), সত্যধর্মায় (সত্যধর্মের জন্য অর্থাৎ আমার জন্য) দৃষ্টয়ে (দেখিবার জন্য)। শুক্ল যজুঃ ৪০।১৭ ; ঈশোপঃ ১৫ ; মৈত্রী উঃ ৬।৩৫) পূষন্ ! একর্ষে। (হে একঋষি = একমাত্র দ্রষ্টা, বা একমাত্র গমনশীল) যম ! (হে যম = নিয়ন্তা) সূর্য ; প্রাজাপত্য (হে প্রাজাপতির তনয়) ব্যূহ (সংযত কর) রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহকে) সমূহ (উপসংহার কর) তেজঃ (তেজকে) যৎ (যে) তে রূপম্ কল্যাণতমম্ (কল্যাণতম রূপ) তৎ (তাহাকে) তে (তোমার ; তোমার প্রসাদে) পশ্যামি (দেখি)। যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ (ঐ ঐ যে পুরুষ) সঃ অহম্ অস্মি। (শুক্ল যজুঃ ৪০।১৬ ; ঈশোপঃ ১৬ ; মৈত্রী ৬।৩৫) বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অনিলম্ (বায়ু) অমৃতম্ ; অথ ইদম্ (এই) ভস্মান্তম্ (ভস্মসাৎ) শরীরম্। ওম্ ক্রতো (হে মন) স্মর (স্মরণ কর), কৃতম্

(স্বকৃত কর্মকে) স্মর ; ক্রতো ! স্মর ; কৃতম্ স্মর । (শতপথ ব্রাঃ ১৪।৮।৩১, শুক্ল যজুর্বেদ ৪০।১৫, ঈশোপঃ ১৭) । অগ্নে ! (হে অগ্নি) নয় (লইয়া যাও) সুপথা (সুপথদ্বারা) রায়ে (ধনের জন্য) অস্মান্ (আমাদিগকে) বিশ্বানি (সমুদয়) দেবঃ বয়ুনানি (কর্মসমূহকে) বিদ্বান্ (জানিয়া ; কিংবা জানিতেছ, এমন যে তুমি) যুযোধি (বৈদিক, পৃথক কর) । অস্মৎ (আমাদিগের নিকট হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল,) । এনঃ (এনস্ ; পাপকে) ভূয়িষ্ঠাম্ (বহুতর) তে (তোমার উদ্দেশে) নমঃ উক্তিম্ (নমস্কারবচন) বিধেম (পরিচর্যা করি, পূজা করি) (ঋগ্বেদ ১।১৮৯।১, শুক্লযজুঃ ৫।৩৬, ৭।৪৩, ৪০।১৬ ; তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।১।১৪।৩, ১।৪।৪৩।১ ; ঈশোপঃ ১৮)

সরলার্থ : হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে । হে পূষা, সত্যধর্মা আমার জন্য (অর্থাৎ আমার দেখিবার জন্য) তাহার আবরণ মোচন কর । হে পূষা, হে একর্ষি, হে যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতি-তনয়, তোমার রশ্মিসমূহ সংযত কর, তোমার তেজ সংহত কর । তোমার যে কল্যাণতম রূপ তোমার প্রসাদে তাহা যেন দেখিতে পাই । ঐ যে (সূর্যমণ্ডলস্থ) পুরুষ তিনিই আমি । এখন (প্রাণ) বায়ু অমৃতবায়ুতে বিলীন হউক । শরীর ভস্ম হউক । ওম্ । হে মন, স্মরণ কর ; কৃতকর্ম স্মরণ কর । হে অগ্নি, ধন (লাভের) জন্য আমাদের সুপথে লইয়া যাও । হে দেব, সকল কর্ম তুমি জান । আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপ অপসারিত কর । বহু নমস্কার উচ্চারণ করিয়া তোমার পূজা করি ।

মন্তব্য : এই মন্ত্রটি ঈশোপনিষদের ১৫-১৮ এই চারিটি মন্ত্রের সমাহার । ব্যাখ্যাদির জন্য এই পুস্তকের ২৫-৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ*

৩৬১. ওঁ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১

অন্বয় : যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠম্ চ শ্রেষ্ঠম্ চ বেদ (জানে) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ স্বানাম্ (জ্ঞাতিগণের) ভবতি । প্রাণঃ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ । জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ স্বানাম্ ভবতি, অপি চ যেষাম্ (যাহাদের মধ্যে) বুভূষতি (হইতে ইচ্ছা করে) যঃ এবম্ বেদ ।

সরলার্থ : যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন । প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ । যিনি ইহা জানেন তিনি জ্ঞাতিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন এবং আর যাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইতে চান তাহাদের মধ্যেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন ।

মন্তব্য : বয়স বিষয়ে 'জ্যেষ্ঠ' এবং গুণ বিষয়ে 'শ্রেষ্ঠ ব্যবহৃত হয় ।

৩৬২. যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি বাগ্বৈ বসিষ্ঠা বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ২

অন্বয় : যঃ হ বৈ বসিষ্ঠাম্ (বসিষ্ঠকে) বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাম্ ভবতি । বাক্ বৈ বসিষ্ঠা (স্ত্রীং) বসিষ্ঠঃ স্বানাম্ ভবতি, অপি চ যেষাং বুভূষতি যঃ এবম্ বেদ (১ম মঃ দ্রঃ)

সরলার্থ : যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিদের মধ্যে বসিষ্ঠ হন । বাক্ই বসিষ্ঠ । যিনি ইহা জানেন তিনি জ্ঞাতিদের মধ্যে বসিষ্ঠ হন এবং অন্য যাহাদের মধ্যে বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের মধ্যেও হন ।

মন্তব্য : বসিষ্ঠ—বসু+ইষ্ঠ =অতিশয় বসুমান, অর্থাৎ অতিশয় ধনশালী । শঙ্কর ও আনন্দগিরির মতে অন্য অর্থও হয় : যেমন বাসয়িতা, যিনি অপরকে বাস করান ; আচ্ছাদয়িতা, যিনি পরিচ্ছদাদি দ্বারা অপরকে আচ্ছাদন করেন ।

৩৬৩. যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবং বেদ ॥ ৩

অন্বয় : যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাম্ (প্রতিষ্ঠাকে, প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি) বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১, ঐতরেয় আরণ্যক ২।৪, কৌষীতকি উপনিষদ ৩।৩, প্রশ্নোপনিষদ ২।২-৪ মন্ত্রাবলী দ্রষ্টব্য ।

(প্রতিষ্ঠা লাভ করে; প্রতিতিষ্ঠতি হয়) সমে (সমভূমিতে), প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে (দুর্গম স্থানে)। চক্ষুঃ বৈ প্রতিষ্ঠা। চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি সমভূমিতে এবং দুর্গম স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা, কারণ চক্ষু দ্বারাই সমভূমি ও দুর্গমভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। যিনি ইহা জানেন, তিনি সমভূমিতে ও দুর্গমভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

৩৬৪. যো হ বৈ সংপদং বেদ সং হাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে শ্রোত্রং বৈ সংপৎ শ্রোত্রে হীমে সর্বে বেদা অভিসংপন্নাঃ সং হাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে য এবং বেদ ॥ ৪

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ সম্পদম্ (সম্পদকে) বেদ, সম্ পদ্যতে হ (প্রাপ্ত হয়) অস্মৈ (ইহাকে) যম্ কামম্ (যে কামনাকে) কাময়তে (কামনা করে)। শ্রোত্রম্ বৈ সম্পদ্। শ্রোত্রে হি ইমে সর্বে বেদাঃ (এই সমুদয় বেদ) অভিসম্পন্নাঃ (সুসম্পন্ন)। সম্ হ অস্মৈ পদ্যতে, যম্ কামম্ কাময়তে যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ যিনি সম্পদকে জানেন, তিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই লাভ করেন। শ্রোত্রই সম্পদ, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই বেদ অধিগত হয়। যিনি ইহা জানেন, তিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই লাভ করেন।

৩৬৫. যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং মনো বা আয়তনমায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং য এবং বেদ ॥ ৫

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ আয়তনম্ (আশ্রয়কে) বেদ, আয়তনম্ স্বানাম্ ভবতি, আয়তনম্ জনানাম্ (লোকসমূহের)। মনঃ বৈ আয়তনম্। আয়তনম্ স্বানাম্ ভবতি, আয়তনম্ জনানাম্, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ যিনি আয়তন (আশ্রয়) কি তাহা জানেন, তিনি স্বজনদের এবং অন্য সকলের আশ্রয় হন। মনই আয়তন। যিনি ইহা জানেন, তিনি স্বজনদের এবং অন্য সকলের আশ্রয় হন।

৩৬৬. যো হ বৈ প্রজাতিং বেদ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভী রেতো বৈ প্রজাতিঃ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥ ৬

অন্বয় ঃ যঃ হ বৈ প্রজাতিম্ (উৎপাদনকে) বেদ, প্রজায়তে (উৎপন্ন হয়; সম্পন্ন হয়) হ প্রজয়া পশুভিঃ (পশুসমূহ) রেতঃ বৈ প্রজাতিঃ। প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভিঃ, যঃ এবম্ বেদ।

সরলার্থ ঃ যিনি প্রজাপতিকে জানেন, তিনি সন্তান ও পশু লাভ করিয়া সম্পন্ন হন। জীববীজই প্রজাতি। যিনি ইহা জানেন, তিনি সন্তান ও পশুদ্বারা সমৃদ্ধ হন।

৩৬৭. তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুস্তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি তদ্ধোবাচ যস্মিন্ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে স বো বসিষ্ঠ ইতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ তে হ ইমে প্রাণাঃ অহম্ + শ্রেয়সে (আমি শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে) বিবদমানাঃ

(বিবাদ করিয়া) ব্রহ্ম (প্রজাপতি) জগ্মুঃ (গিয়াছিল)। তৎ (তাঁহাকে) হ উচুঃ (বলিয়াছিল)—কঃ (কে) নঃ (আমাদের মধ্যে) বসিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ)? ইতি। তৎ (তিনি) হ উবাচ—যস্মিন্ উৎক্রান্তে (যে উৎক্রান্ত হইলে) বঃ (তোমাদিগের মধ্যে) ইদম্ শরীরম্ (এই শরীর) পাপীয়ঃ (অধিকতর পাপী) মন্যতে (মনে করে), সঃ বঃ বসিষ্ঠঃ। ইতি।

সরলার্থ ঃ 'আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?'—ইহা লইয়া বিবাদ করিতে করিতে প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়সমূহ) ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে বলিল—'আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' ব্রহ্ম বলিলেন—'তোমাদের মধ্যে যে (দেহ হইতে) চলিয়া গেলে দেহ হীনতর হয়, সেই [illegible]ষ্ঠ।'

৩৬৮. বাগ্ঘোচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথাকলা অবদন্তো বাচা প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তঃ চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্ম ইতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৮

অন্বয় ঃ বাক্ হ উৎচক্রাম (উৎক্রান্ত হইল)। সা সংবৎসরম্ পোষ্য (প্রবাস করিয়া) আগত্য (আগমন করিয়া) উবাচ—কথম্ (কিরূপে) অশকত (সমর্থ হইয়াছিলে) মদ্ ঋতে (আমা বিনা) জীবিতুম্ (জীবনধারণ করিতে)? ইতি। তে হ উচুঃ—যথা অকলাঃ (মূকসমূহ) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়া) বাচা (বাগিন্দ্রিয়দ্বারা), প্রাণন্তঃ (প্রাণনকার্য করিয়া) প্রাণেন (প্রাণদ্বারা), পশ্যন্তঃ (দেখিয়া), চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা), শৃণ্বন্তঃ (শ্রবণ করিয়া) শ্রোত্রেণ (শ্রোত্র দ্বারা), বিদ্বাংসঃ (জানিয়া) মনসা (মনদ্বারা), প্রজায়মানাঃ (উৎপন্ন করিয়া) রেতসা—একম্ (এইরূপে) অজীবিষ্ম (জীবনধারণ করিয়াছি) ইতি। প্রবিবেশ (প্রবেশ করিল) হ বাক্।

সরলার্থ ঃ (তখন) বাগিন্দ্রিয় বাহির হইয়া গেল। সে এক বৎসর বাহিরে থাকিবার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'আমার অভাবে তোমরা কি করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিলে?' তাহারা বলিল—'মূক যেমন বাক্য উচ্চারণ করিলেও প্রাণের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে, চক্ষু দিয়া দেখে, কান দিয়া শোনে, মনের দ্বারা জ্ঞান লাভ করে এবং জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করে, তেমনি আমরা জীবনধারণ করিয়াছি।' তখন বাক্য (দেহে) প্রবেশ করিল।

৩৬৯. চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা অন্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ চক্ষুঃ হ উৎচক্রাম। তৎ সম্বৎসরম্ পোষ্য আগত্য উবাচ—কথম্ অশকত মদ্ ঋতে জীবিতুম্? ইতি। তে হ উচুঃ—যথা অন্ধাঃ অপশ্যন্তঃ (না দেখিয়া) চক্ষুষা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসঃ মনসা, প্রজায়মানাঃ রেতসা, এবম্ অজীবিষ্ম ইতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ (৬।১।৮ দ্রঃ)।

সরলার্থ ঃ (ইহার পর) চক্ষু বাহির হইয়া গেল। সে এক বৎসর প্রবাসে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া তোমরা কিভাবে জীবনধারণ

করিতে পারিলে ?' তাহারা বলিল—'অন্ধ যেমন চক্ষুদ্বারা দেখিতে না পাইলেও প্রাণের দ্বারা বাঁচে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, কানের দ্বারা শোনে, মনের দ্বারা জ্ঞান লাভ করে এবং জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, আমরা তেমনি জীবিত ছিলাম।' (তখন) চক্ষু (দেহে) প্রবেশ করিল।

৩৭০. শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবম্ অজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০

অন্বয় : শ্রোত্রম্ হ উৎচক্রাম। তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য আগত্য উবাচ—কথম্ অশকত মদ্ ঋতে জীবিতুম্ ? ইতি। তে হ উচুঃ—যথা বধিরাঃ অশৃণ্বন্তঃ (শ্রবণ না করিয়া) শ্রোত্রেণ, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, বিদ্বাংসঃ মনসা, প্রজায়মানাঃ রেতসা, এবম্ অজীবিষ্ম ইতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্। (৬।১।৮ দ্রঃ)।

সরলার্থ : তারপর কর্ণ বাহির হইয়া গেল। সে এক বৎসর প্রবাসে কাটাইয়া প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া তোমরা কি করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিলে ?' তাহারা বলিল—'বধির যেমন কানে না শুনিলেও প্রাণের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষু দ্বারা দেখে মন দ্বারা জ্ঞান লাভ করে, জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, আমরা তেমনি জীবিত ছিলাম।' তখন কর্ণ (দেহে) প্রবেশ করিল।

৩৭১. মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা মুগ্ধা অবিদ্বাংসো মনসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রজায়মানা রেতসৈবম্ অজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১

অন্বয় : মনঃ হ উৎচক্রাম। তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য আগত্য উবাচ — কথম্ অশকত মদ্ ঋতে জীবিতুম্ ? ইতি। তে হ উচুঃ—যথা মুগ্ধাঃ (মোহপ্রাপ্ত লোকসমূহ) অবিদ্বাংসঃ (না জানিয়া) মনসা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, প্রজায়মানাঃ রেতসা এবম্ অজীবিষ্ম ইতি। প্রবিবেশ হ মনঃ।

সরলার্থ : তারপর মন বাহির হইয়া গেল। সে এক বৎসর প্রবাসে থাকার পর প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া তোমরা কি ভাবে জীবনধারণ করিতে পারিলে ?' তাহারা বলিল—'নির্বোধ লোক (কিংবা মোহপ্রাপ্ত লোক) যেমন মনদ্বারা কিছুই জানিতে পারে না, কিন্তু প্রাণদ্বারা বাঁচে, বাক্‌দ্বারা কথা বলে, চক্ষুদ্বারা দেখে, কর্ণদ্বারা শোনে এবং জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তেমনি আমরা জীবিত ছিলাম।' (তখন) মন (দেহে) প্রবেশ করিল।

৩৭২. রেতো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসৈবম্ অজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ রেতঃ ॥ ১২

অন্বয় : রেতঃ হ উৎচক্রাম। তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য আগত্য উবাচ—কথম অশকত মদৃ ঋতে জীবিতুম্ ? ইতি। তে হ উচুঃ—যথা ক্লীবাঃ অপ্রজায়মানাঃ (উৎপাদন না করিয়া) রেতসা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসঃ মনসা— এবম্ অজীবিষ্ম, ইতি। প্রবিবেশ হ রেতঃ।

সরলার্থ : তারপর জননেন্দ্রিয় বাহির হইয়া গেল। সেও এক বৎসর প্রবাসে থাকিবার পর প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া তোমরা কি করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিলে ?' তাহারা বলিল—'ক্লীব যেমন জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তান উৎপাদন না করিলেও কিন্তু প্রাণ দ্বারা বাঁচিয়া থাকে, বাক্‌দ্বারা কথা বলে, চক্ষুদ্বারা দেখে, কর্ণদ্বারা শোনে এবং মনদ্বারা জ্ঞানলাভ করে, তেমনি আমরা জীবিত ছিলাম।' তখন জননেন্দ্রিয় (দেহে) প্রবেশ করিল।

৩৭৩. অথ হ প্রাণ উৎ[illegible]যথা মহাসুহয়ঃ সৈন্ধবঃ পড্বীশশঙ্কূন্ সংবৃহেদেবং হৈবেমা[illegible]ান্ সংববর্হ তে হোচুর্মা ভগব উৎক্রমীর্ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুমিতি তস্যো মে বলিং কুরুতেতি তথেতি ॥ ১৩

অন্বয় : অথ হ প্রাণঃ উৎক্রমিষ্যন্ (উৎক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে) যথা মহাসুহয়ঃ (মহান্ ও শ্রেষ্ঠ অশ্ব) সৈন্ধবঃ (সিন্ধুদেশীয়) পড্বীশশঙ্কূন্ (পাদবন্ধনের খুঁটাকে) সম্ + বৃহেৎ (উৎপাটন করে)— এবম্ হি এব (এই প্রকারই) ইমান্ প্রাণান্ (এই প্রাণসমূহকে) সম্ + ববর্হ (উৎপাটিত করিয়াছিল)। তে হ উচুঃ—ভগবঃ (ভগবন্) মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণ করিবেন না) ন বৈ শক্ষ্যামঃ (সমর্থ হইব) ত্বৎ ঋতে (আপনাকে ছাড়িয়া) জীবিতুম্ (জীবন ধারণ করিতে)। ইতি। তস্য মে উ (সেই আমার) বলিম্ (উপহার) কুরুত (কর, আনয়ন কর) ইতি। তথা ইতি।

সরলার্থ : তারপর প্রাণ বাহির হইতে আরম্ভ করিল। শ্রেষ্ঠ সিন্ধুদেশীয় অশ্ব যেমন পাদবন্ধন খুঁটি উৎপাটন করে, তেমনি প্রাণ সেই সময়ে অন্য সব ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাটিত করিতে লাগিল। তখন তাহারা বলিল—'ভগবান, আপনি বাহির হইবেন না। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা জীবিত থাকিতে পারিব না।' প্রাণ বলিল—'তবে আমাকে বলি অর্পণ কর'। তাহারা বলিল—'তাহাই হইবে।'

৩৭৪. সা হ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠাস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠাস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসীতি চক্ষুর্যদ্বা অহং সংপদস্মি ত্বং তৎ সংপদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি মনো যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎপ্রজাতিরসীতি রেতস্তস্যো মে কিমন্নং কিং বাস ইতি যদিদং কিংচাশ্বভ্য আকৃমিভ্য আকীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নমাপো বাস ইতি ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং প্রতিগৃহীতং য এবমেতদনস্যান্নং বেদ তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্বন্তো মন্যন্তে ॥ ১৪

অন্বয় : সা হ বাক্ উবাচ যৎ (যে বিষয়ে কিংবা যে প্রকার) বৈ অহম্ বসিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠ) অস্মি (হই), ত্বম্ তৎ + বসিষ্ঠঃ (সেই বিষয়ে বা সেই প্রকার বসিষ্ঠ) অসি (হও) ইতি। যৎ বৈ অহম্ প্রতিষ্ঠা অস্মি, ত্বম্ তৎ প্রতিষ্ঠঃ (সেই বিষয়ে বা সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা) অসি ইতি চক্ষুঃ। যৎ বৈ অহম্ সম্পৎ অস্মি, ত্বম্ তৎ+সম্পৎ (সেই প্রকার বা সেই বিষয়ে সম্পৎ) অসি ইতি শ্রোত্রম্ [illegible]ৎ বৈ অহম্ আয়তনম্ অস্মি, ত্বম্ তৎ+আয়তনম্ অসি ই[illegible] মনঃ। যৎ বৈ অহম্ প্রজাতিঃ অস্মি ত্বম্ তৎ + প্রজাতিঃ অসি ইতি রেতঃ।। তস্য উ মে কিম্ অন্নম্ ?

কিম্‌ বাসঃ (বস্ত্র) ইতি। যৎ (যাহা) ইদম্‌ (এই) কিম্‌ চ (কিছু) আশ্বভ্যঃ (কুকুর পর্যন্ত, শ্বন্‌—কুকুর), আকৃমিভ্যঃ (কৃমি পর্যন্ত) আকীট-পতঙ্গেভ্যঃ (কীট পতঙ্গ পর্যন্ত), তৎ (তাহা), তে (তোমার) অন্নম্‌ ; আপঃ (জলসমূহ) বাসঃ ইতি। ন হ বৈ অস্য অনন্নম্‌ (অন্‌ অন্নম্‌ ; যাহা অন্ন নয় ; অভক্ষ্য) জগ্ধম্‌ (ভুক্ত) ভবতি, ন অনন্নম্‌ প্রতিগৃহীতম্‌, যঃ এবম্‌ (এই প্রকারে) এতৎ (ইহাকে) অনস্য (প্রাণের ; অন—প্রাণ) অন্নম্‌ বেদ। তৎ বিদ্বাংসঃ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) শ্রোত্রিয়াঃ অশিষ্যন্তঃ (ভোজন করিবে এমন অবস্থায়) আচামন্তি (আচমন করে) অশিত্বা (ভোজন করিয়া) আচামন্তি—এতম্‌ এব তৎ অনম্‌ (সেই প্রাণীকে) অনগ্নম্‌ (অ+নগ্নম্‌ ; নগ্ন নয় এমন) কুর্বন্তঃ (করিয়া, করিতেছি এই প্রকার) মন্যন্তে (মনে করে)।

সরলার্থ ঃ বাক্‌ বলিল, 'আমি যে বিষয়ে (বা যেই প্রকার) বসিষ্ঠ আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) বসিষ্ঠ হউন।' চক্ষু বলিল, 'আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকার) প্রতিষ্ঠা, আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) প্রতিষ্ঠা হউন।' কর্ণ বলিল, 'আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকার) সম্পদ হই, আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) সম্পদ হউন।' মন বলিল, 'আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকার) আয়তন হই, আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) আয়তন হউন।' জননেন্দ্রিয় বলিল, 'আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকার) প্রজাতি হই, আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) প্রজাতি হউন।' প্রাণ বলিল, 'আমার অন্ন কি হইবে ? আমার বস্ত্র কি হইবে ?' তাহারা বলিল, 'কুকুর, কৃমি, কীট, পতঙ্গ পর্যন্ত যাহা কিছু আছে—সমস্তই আপনার অন্ন হইল এবং জলই হইল আপনার বস্ত্র।' প্রাণের অন্ন কি ইহা যিনি জানেন তাঁহার নিকটে কোন খাদ্যই অভক্ষ্য নহে ; কোন খাদ্যই তাঁহার অগ্রহণীয় হয় না। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন শ্রোত্রিয় আহারের পূর্বে এবং পরে আচমন করেন ; কারণ তাঁহারা মনে করেন যে এই ভাবে তাঁহারা প্রাণেরই নগ্নতা দূর করিতেছেন।

মন্তব্য ঃ 'অনন্নম্‌ জগ্ধম্‌ ভবতি' ইত্যাদি। এই অংশের অর্থ এই ঃ অনন্ন (অর্থাৎ অভক্ষ্য) ভুক্ত হয় না…অনন্ন প্রতিগৃহীত হয় না। ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, যথা ঃ (১) অনেক বস্তু আছে যাহা অভক্ষ্য ; তাহা তিনি ভক্ষণও করেন না এবং গ্রহণও করেন না, (২) তিনি সমুদয় বস্তুই ভক্ষণ করেন এবং তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট কিছুই অনন্ন নহে, তিনি যাহা ভোজন করেন তাহাই তাঁহার অন্ন। সুতরাং একথা বলা যায় যে তিনি অভক্ষ্য ভোজনও করেন না, গ্রহণও করেন না।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

আরুণি-প্রবাহণ-সংবাদ—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা*

৩৭৫. শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণং তমুদীক্ষ্যাভ্যুবাদ কুমারা৩ ইতি স ভো৩ ইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিষ্টো ন্বসি পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ ॥ ১

অন্বয় ঃ শ্বেতকেতুঃ হ বৈ আরুণেয়ঃ (অরুণের পুত্র আরুণি, আরুণির পুত্র আরুণেয়) পঞ্চালানাম্‌ (পঞ্চালদেশের ; পঞ্চালবাসীদিগের) পরিষদম্‌ (সভায়) আজগাম (গিয়াছিল)। সঃ আজগাম জৈবলিম্‌ (জীবলের পুত্র) প্রবাহণম্‌ পরিচারয়মাণম্‌ (পরিচারকগণ কর্তৃক সেব্যমান)। তম্‌ উদীক্ষ্য (দেখিয়া) অভি+উবাদ (সম্বোধন করিয়া বলিলেন)—কুমারা৩ (তিন প্লুতস্বরের চিহ্ন)। সঃ ভো৩ ইতি প্রতিশুশ্রাব (উত্তর করিল)। অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট) নু অসি (হইয়াছ) পিত্রা (পিতা কর্তৃক) ইতি 'ওম্‌' (হাঁ) ইতি হ উবাচ।

সরলার্থ ঃ শ্বেতকেতু আরুণেয় এক সময়ে পঞ্চালদিগের সভায় গিয়াছিল। পরিচারকগণ যখন জৈবলি প্রবাহণের সেবা করিতেছিল সেই সময়ে শ্বেতকেতু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া প্রবাহণ কুমার বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সে উত্তর করিল, 'ভো !' প্রবাহণ বলিলেন—'পিতার নিকট উপদেশ পাইয়াছ কি ?' শ্বেতকেতু বলিলেন—'ওম্‌' (অর্থাৎ হাঁ)।

মন্তব্য ঃ পরিচারয়মাণম্‌—যিনি ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছিলেন (মোক্ষমূলর)।

৩৭৬. বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রযত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তা৩ ইতি নেতি হোবাচ বেত্থো যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো যথাসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভির্ন সংপূর্যতা৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বা যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযাণং বাপি হি ন ঋষের্বচঃ শ্রুতম্‌। দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্‌। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চেতি নাহমত একঞ্চন বেদেতি হোবাচ ॥ ২

অন্বয় ঃ বেত্থ (জান) যথা ইমাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয় লোক) প্রযত্যঃ (মৃত হইয়া) বিপ্রতিপদ্যন্তে (বিভিন্ন পথাবলম্বী হয় ! প্লুত বলিয়া শেষ 'এ' স্থলে 'আ') ? ইতি। ন ইতি হ উবাচ। বেত্থ উ যথা ইদম্‌ লোকম্‌ পুনঃ আপদ্যন্তে (ফিরিয়া আইসে) ? ইতি ন ইতি হ এব উবাচ। বেত্থ উ যথা অসৌ (ঐ) লোকঃ এবম্‌ বহুভিঃ প্রযদ্ভিঃ (বহু মৃতলোক দ্বারা) পুনঃ পুনঃ ন সম্পূর্যতে (পূর্ণ হয়) ? ইতি ন ইতি হ এব উবাচ। বেত্থ উ যতিথ্যাম্‌ আহুত্যাম্‌ (যে আহুতিতে ; যৎ হইতে যতিথ, স্ত্রীং যতিথী যে সংখ্যক) হুতায়াম্‌ (আহুতিরূপে প্রদত্ত হইলে) আপঃ (জলসমূহ) পুরুষবাচঃ (পুরুষের বাক্‌যুক্ত) ভূত্বা (হইয়া) সম্‌+উত্থায় (উত্থিত হইয়া) বদন্তি (বলে, প্লুত বলিয়া শেষ স্বর দীর্ঘ) ইতি। ন ইতি হ এব উবাচ। বেত্থ উ দেবযানস্য বা পথঃ (দেবযান নামক পথের) প্রতিপদম্‌ (প্রাপ্তির উপায়কে) পিতৃযাণস্য বা (পিতৃযাণের)—যৎ (যে কর্মকে) কৃত্বা (করিয়া) দেবযানম্‌ বা পন্থানম্‌ (দেবযান পথকে) প্রতিপদ্যন্তে (লাভ করে) পিতৃযাণম্‌ বা ? অপি হি নঃ (আমাদের) ঋষেঃ (ঋষির) বচঃ (বচন) শ্রুতম্‌ (শ্রুত হইয়াছে)। দ্বে (দুই) সৃতী (পথদ্বয়) অশৃণবম্‌ (শুনিয়াছি) পিতৃণাম্‌ (পিতৃগণসম্বন্ধী) অহম্‌ (আমি) দেবানাম্‌ (দেবগণসম্বন্ধী) উত, মর্ত্যানাম্‌ (মর্তগণের ; অর্থাৎ মর্ত্যগণের গমনাগমনের জন্য)। তাভ্যাম্‌ (এই দুইটি পথ দ্বারা) ইদম্‌ (এই) বিশ্বম্‌ (সমুদয়) এজৎ (যাহা গমনাগমন করে, জঙ্গম ; কিংবা গমন করিয়া) সম্‌+এতি (সম্যক্‌ গমন করে ; কিংবা গমন করিয়া সম্মিলিত হয় ; কিংবা প্রাপ্ত হয়)—যৎ (যে পথদ্বয়) অন্তরা (মধ্যে ; দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে) পিতরম্‌ (পিতা)

* ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয় হইতে দশম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

মাতরম্ (মাতা, পৃথিবী) চ ইতি ন অহম্ অতঃ (ইহার মধ্যে ; এই সমুদয় প্রশ্নের মধ্যে) একম্+চন (একটিকেও)) বেদ (জানি) ইতি হ উবাচ ।

সরলার্থ : প্রবাহণ ।—মৃত্যুর পরে মানুষ কি করিয়া বিভিন্ন পথে যায় তাহা কি তুমি জান ? শ্বেতকেতু বলিল—না । প্র ।—কি ভাবে মানুষ ফিরিয়া আসে তাহা কি তুমি জান ? শ্বেতকেতু বলিল—'না' । প্র ।—মৃত্যুর পরে বহুলোক সেখানে গেলেও তাহা কেন পূর্ণ হইতেছে না তাহা কি তুমি জান ? শ্বেতকেতু বলিল—'না'। প্র ।—জলকে কোন আহুতিতে আহুতি দিলে তাহা মানুষের মত বাক্‌শক্তি পায় এবং কথা বলে তাহা কি তুমি জান ? শ্বেতকেতু বলিল—'না' । প্র ।—পিতৃযাণ পথ ও দেবযান পথ পাইবার উপায় কি (অর্থাৎ) যে কর্ম করিলে দেবযান অথবা পিতৃযাণ পথ লাভ করা যায় তাহা কি তুমি জান ? আমরা ঋষির এই বাক্য শুনিয়াছি—আমি মানুষের লভ্য দুইটি পথের বিষয় শুনিয়াছি- একটি পিতৃগণ ও অপরটি দেবগণ সম্পর্কিত । দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে যে দুইটি পথ রহিয়াছে সমস্ত প্রাণীই ঐ পথে যায় । শ্বেতকেতু বলিল—আমি এ সকল প্রশ্নের একটিরও উত্তর জানি না ।

মন্তব্য : (ক) দ্বে সৃতী……মর্ত্যানাম্—এই অংশের অর্থ বিষয়ে অনেক মতভেদ। কয়েকটি অর্থ এই : (১) আমি পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ সম্বন্ধীয় দুইটি পথের কথা শুনিয়াছি (ঋগ্বেদ) । (২) আমি পিতৃগণের নিকটে দেবগণ ও মর্ত্যগণ সম্বন্ধীয় দুইটি পথের কথা শুনিয়াছি (বাজসনেয় সংহিতার ১৯।৪৭ এর ভাষ্যে উবট)। (৩) শতপথ ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—'দুইটিই পথ, ইহাই বলা হইয়াছে ; একটি দেবগণের এবং একটি পিতৃগণের ।' শঙ্কর, মহীধর এবং সায়ণ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—'আমি মর্ত্যগণের গমনাগমন বিষয়ে দুইটি পথের কথা শুনিয়াছি—একটি পিতৃগণ সম্বন্ধী (পিতৃযাণ), অপরটি দেবগণ সম্বন্ধী (দেবযান) ।' আমরা এস্থলে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি । (খ) 'যদন্তরা' ইত্যাদি অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই—(১) যাহা (যৎ) অর্থাৎ যে বিশ্বজগৎ দ্যো ও পৃথিবীর মধ্যে, (২) যে পথদ্বয় (যৎ) দ্যো ও পৃথিবীর মধ্যে, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্যো পর্যন্ত বিস্তৃত । এ স্থলে যৎ—যে দুইটি পথ ।

৩৭৭. অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াংচক্রে অনাদৃত্য বসতিং কুমারঃ প্রদুদ্রাব স আজগাম পিতরং তং হোবাচেতি বাব কিল নো ভবান্ পুরানুশিষ্টান্ অবোচ ইতি কথং সুমেধ ইতি পঞ্চ মা প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীত্ততো নৈকংচন বেদেতি কতমে ত ইতীম ইতি হ প্রতীকান্যুদাজহার ॥ ৩

অন্বয় : অথ এনম্ (ইহাকে) বসত্যা (বাস করিবার জন্য) উপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন) । অনাদৃত্য (অনাদর করিয়া) বসতিম্ (অবস্থিতি) কুমারঃ প্র+দুদ্রাব (ফিরিয়া গিয়াছিল) । সঃ আজগাম পিতরম্ । তম্ হ উবাচ—ইতি বাব কিল (এই : এই বলিয়াছিলেন) নঃ (আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি) পুরা (পূর্বে) অনুশিষ্টান্ (সম্যক্ উপদিষ্ট) অবোচৎ (বলিয়াছিলেন) ইতি । কথম্ (কেন ?) সুমেধঃ (সু-মেধাবি !) ইতি পঞ্চ প্রশ্নান্ (পাঁচটি প্রশ্নকে) মা (আমাকে) রাজন্যবন্ধুঃ (রাজ-নামধারী লোকটা) অপ্রাক্ষীৎ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) । ততঃ (সেই সমুদায়ের মধ্যে) ন একম্+চন্ বেদ ইতি । কতমে (কি কি ?) তে (সেই সমুদয়) ? ইতি । ইমে ইতি হ প্রতীকানি (মুখসমূহ ; প্রশ্নের মুখ্য অংশ-সমূহ) উদ্+আজহার (উদাহৃত করিল, উল্লেখ করিল) ।

সরলার্থ : প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে সেখানে বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন । কিন্তু সে সেই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল । তারপর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'আপনি না পূর্বে আমাকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ ?' পিতা বলিলেন—'সুমেধ (সুবোধ), এ প্রশ্ন কেন ?' 'রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল, আমি তাহার একটিও বুঝিতে পারি নাই ।' 'প্রশ্নগুলি কি কি ?' শ্বেতকেতু প্রশ্নগুলির মুখ্য অংশসমূহ বলিলেন, 'এই সমুদয়' ।

৩৭৮. স হোবাচ তথা নস্ত্বং তাত জানীথা যথা যদহং কিঞ্চ বেদ সর্বমহং তৎ তুভ্যমবোচং প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্যং বৎস্যাব ইতি ভবানেব গচ্ছত্বিতি স আজগাম গৌতমো যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস তস্মা আসন-মাহৃত্যোদকম্ আহারয়াংচকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার তং হোবাচ বরং ভগবতে গৌতমায় দদ্ম ইতি ॥ ৪

অন্বয় : সঃ হ উবাচ—তথা (সেই প্রকার) নঃ (আমাদিগকে) ত্বম্ (তুমি) তাত (হে বৎস) জানীথাঃ (জানিবে) যথা (যে প্রকারে) যৎ (যাহা) অহম্ কিম্+চন (কিছু) বেদ (জানি) সর্বম্ তৎ (সেই সমুদয়ই) অহম্ (আমি তুভ্যম্ (তোমাকে) অবোচম্ (বলিয়াছি) প্রেহি (চল) তত্র (সেই স্থলে) তু প্রতি+ইত্য (গমন করিয়া) ব্রহ্মচর্যম বৎস্যাবঃ (ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব) ইতি । ভবান্ এব গচ্ছতু ইতি । সঃ আজগাম (গমন করিলেন) গৌতমঃ, যত্র (যে স্থলে) প্রবাহণস্য জৈবলেঃ (জৈবল প্রবাহণের) আস (ছিল) তস্মৈ (তাঁহার জন্য) আসনম্ আহৃত্য (আনয়ন করিয়া) উদকম্ (জল) আহারয়াঞ্চকার (আহরণ করাইলেন) । অথ হ অস্মৈ অর্ঘ্যম্ চকার (অর্ঘ্য প্রদান করাইলেন) তম্ হ উবাচ বরম্ ভগবতে গৌতমায় (ভগবান্ গৌতমকে) দদ্ম (দান করি) ইতি ।

সরলার্থ : পিতা বলিলেন—'তুমি আমাদের বিষয়ে ইহা জানিও (বা বিশ্বাস করিও) যে আমি যাহা জানি, সে সমস্তই তোমকে বলিয়াছি । চল, আমরা সেখানে যাইয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করি ।' (পুত্র বলিল)—'আপনিই যান ।' প্রবাহণ জৈবলি যেখানে থাকিতেন, গৌতম সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । প্রবাহণ তাঁহাকে বসিবার আসন দিলেন । জল আনিয়া অর্ঘ্য দান করিলেন । তারপর বলিলেন—'ভগবান গৌতমকে বর দিতে চাই ।'

৩৭৯. স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যাং তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তাং মে ব্রূহীতি ॥ ৫

অন্বয় : সঃ হ উবাচ—প্রতিজ্ঞাতঃ (স্বীকৃত) মে (আমার) এষঃ বরঃ ! যাম্ বাচম্ (যে বাক্যকে) তু কুমারস্য অন্তে (নিকটে) বাচম্ (বাক্যকে) অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন) তাম্ (তাহা) মে (আমাকে) ব্রূহি (বলুন) ইতি ।

সরলার্থ : গৌতম বলিলেন—'বর গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলাম । আমার পুত্রের নিকট যে বিষয় বলিয়াছিলেন আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিন ।'

৩৮০. স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্বরেষু মানুষাণাং ব্রূহীতি ॥ ৬

অন্বয় : সঃ হ উবাচ—দৈবেষু বরেষু (দৈববরসমূহের মধ্যে) বৈ গৌতম ! তৎ (তাহা) মানুষাণাং (মানবসম্বন্ধী) ব্রূহি ইতি ।

সরলার্থ ঃ তিনি বলিলেন—উহা দৈববরের অন্তর্গত। আপনি মানুষের বিষয়ে বর প্রার্থনা করুন।

৩৮১. স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যাপাত্তং গো-অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিধানস্য মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যাপর্যন্তস্যাভ্যবদান্যো ভূদিতি স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তম্ ইতি বাচা হ স্মৈব পূর্ব উপযন্তি স হোপায়নকীর্ত্যোবাস ॥ ৭

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ—বিজ্ঞায়তে (আপনার জানা আছে) হ অস্তি (আছে) হিরণ্যস্য (সুবর্ণের) অপ+আত্তম্ (প্রাপ্তি) গো—অশ্বানাম্ দাসীনাম্ প্রবারাণাম্ (=পরিবারাণাম্ অর্থাৎ পরিবারবর্গের—শঙ্কর; 'প্রবার' শব্দের প্রচলিত অর্থ 'আচ্ছাদন') পরিধানস্য (বস্ত্রের) নঃ (আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি) বহোঃ (বহু) অনন্তস্য অপরি+অন্তস্য (অশেষ) অভি+অ+বদান্যঃ (অবদান্য, অদাতা) মা ভূৎ (=অভূৎ, হইবেন না) ইতি। সঃ (=সঃ ত্বম্—সেই তুমি) বৈ গৌতম! তীর্থেন (যথারীতি) ইচ্ছাসৈ (ইচ্ছা করে) ইতি। উপ+এমি (উপনীত হই) অহম্ ভগবন্তম্ (ভগবানের নিকটে) ইতি। বাচা (বাক্যদ্বারা) হ স্ম এব পূর্বে (প্রাচীনকালের শিক্ষার্থিগণ; বা পুরাকালে) উপযন্তি [স্ম] (উপনীত হইতেন)। সঃ হ উপায়নকীর্ত্যা ('আমি উপনীত হইলাম'—এই বলিয়াই) উবাস।

সরলার্থঃ গৌতম বলিলেন—'সকলেই জানে যে স্বর্ণ, গাভী, অশ্ব, দাসী, পরিচারক, বস্ত্র, এইসব আমার আছে। আপনি আমাকে বহু, অনন্ত এবং অশেষ (ফলপ্রদ বিদ্যা) দান বিষয়ে কার্পণ্য করিবেন না।' প্রবাহণ বলিলেন, 'গৌতম, আপনি যথারীতি এই বিদ্যালাভ করিতে যত্ন করুন।' তিনি (গৌতম) বলিলেন, 'আমি আপনার নিকটে শিষ্যরূপে উপনীত হইতেছি।' প্রাচীনকালের শিক্ষার্থীরা কেবল মুখের কথায় (শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াই) উপনীত হইতেন। গৌতমও (পাদবন্দনাদি না করিয়া কেবল) 'আমি উপনীত হইলাম' এই কথা বলিয়াই (শিষ্যরূপে) বাস করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য ঃ উপায়ন-কীর্ত্যা—উপায়ন=উপ+অয়ন। গুরুর নিকটে শিষ্যভাবে উপস্থিত হওয়ার নাম 'উপনীত হওয়া' বা উপায়ন। কীর্ত্যা; কীর্তি=বর্ণনা। উপায়ন-কীর্ত্যা='উপনীত হইলাম' ইহা বর্ণনা দ্বারা। মোক্ষমুলার বলেন—ইহার অর্থ 'গুরু সেবার্জিত কীর্তি লাভের জন্য'। শংকর বলেন—উদ্দালক গুরুশুশ্রূষাদি করেন নাই; কেবল গুরুসেবার গুণকীর্তনই করিয়াছিলেন। কিন্তু মোক্ষমুলার বলেন তিনি গুরুর শুশ্রূষাদিও করিয়াছিলেন।

৩৮২. স হোবাচ তথা নস্তবং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহা যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি ॥ ৮

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ তথা (সেইরূপ), নঃ (আমাদিগের) ত্বম্ গৌতম! মা (না) অপরাধাঃ (অপরাধসমূহকে), তব চ পিতামহাঃ যথা (যেমন)। ইয়ম্ (এই) বিদ্যা ইতঃ পূর্বম্ (ইহার পূর্বে) ন কস্মিন্+চন ব্রাহ্মণে উবাস (বাস করিয়াছিল)। তাম্ (সেই বিদ্যাকে) তু অহম্ তুভ্যম্ (তোমাকে) বক্ষ্যামি (বলিব)। কঃ (কে) হি এবম্ ব্রুবন্তম্ ত্বা (এই প্রকার যে বলে, তাহাকে) অর্হতি (সমর্থ হয়) প্রতি+আখ্যাতুম্ (প্রত্যাখ্যান করিতে) ইতি।

সরলার্থ ঃ তিনি বলিলেন—গৌতম, তুমি আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিও না, যেমন তোমার পিতামহগণ (পূর্বে অপরাধ গ্রহণ করেন নাই)। এই বিদ্যা ইহার পূর্বে কোন ব্রাহ্মণের আয়ত্ত হয় নাই। তবুও আমি তোমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিব। তুমি এইভাবে প্রার্থনা করিলে কে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে?

৩৮৩. অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চির্দিশঃ অঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সংভবতি ॥ ৯

অন্বয় ঃ অসৌ বৈ লোকঃ (ঐ লোক; দ্যুলোক) অগ্নিঃ গৌতম! তস্য আদিত্যঃ এব সমিৎ (সমিধ কাষ্ঠ); রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ) ধূমঃ; অহঃ (দিন) অর্চিঃ; দিশঃ (দিকসমূহ) অঙ্গারাঃ; অবান্তর+দিশঃ (নৈর্ঋতাদি দিক্) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (সেই এই অগ্নিতে) দেবাঃ শ্রদ্ধান্ (শ্রদ্ধাকে, জলরূপী শ্রদ্ধাকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করে) তস্যৈ আহুত্যৈ (সেই আহুতি হইতে) সোমঃ রাজা সম্ভবতি (উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ হে গৌতম, ঐ দ্যুলোকই অগ্নি, আদিত্য ইহার সমিধ্, রশ্মিসমূহ ধূম, দিন ইহার শিখা, দিক্সমূহ অঙ্গার, অবান্তর দিক্সমূহ স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। এই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন হন।

৩৮৪. পর্জন্যো বাঽগ্নির্গৌতম তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সংভবতি ॥ ১০

অন্বয় ঃ পর্জ্জন্যঃ (বৃষ্টির দেবতা) বৈ অগ্নিঃ গৌতমঃ! তস্য—সংবৎসরঃ এব সমিৎ; অভ্রাণি (মেঘসমূহ) ধূমঃ; বিদ্যুৎ অর্চিঃ; অশনিঃ (বজ্র) অঙ্গারাঃ; হ্রাদুনয়ঃ (হ্রাদুনি—গর্জন) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমম্ রাজানম্ (সোমরাজাকে) জুহ্বতি। তস্যৈ আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি।

সরলার্থ ঃ গৌতম, পর্জন্যই অগ্নি; সংবৎসরই ইহার সমিধ্, মেঘসমূহ ধূম, বিদ্যুৎ ইহার শিখা, অশনি অঙ্গার, গর্জন স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা সোমরাজাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য ঃ হ্রাদুনয়ঃ—শিলাবৃষ্টির শিলকেও বৈদিক সাহিত্যে 'হ্রাদুনি' বলা হয়।

৩৮৫. অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্য পৃথিব্যেব সমিদগ্নির্ধূমো রাত্রিরর্চিশ্চন্দ্রমাঽঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যা অন্নং সংভবতি ॥ ১১

অন্বয় ঃ অয়ম্ বৈ লোকঃ অগ্নিঃ গৌতম! তস্য পৃথিবী এব সমিৎ; অগ্নিঃ ধূমঃ; রাত্রিঃ অর্চিঃ; চন্দ্রমাঃ অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বৃষ্টিং জুহ্বতি। তস্যৈ আহুত্যৈ অন্নম্ সম্ভবতি।

সরলার্থ ঃ হে গৌতম, এই লোক অগ্নি। পৃথিবী ইহার ইন্ধন, অগ্নি ধূম, রাত্রি শিখা, চন্দ্র অঙ্গার, নক্ষত্রসমূহ স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।

৩৮৬. পুরুষো বাব গ্নিগৌতম তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগর্চিশ্চক্ষু-রঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতৈ রেতঃ সংভবতি ॥ ১২

অন্বয় ঃ পুরুষঃ বৈ অগ্নিঃ গৌতম ! তস্য ব্যাত্তম্ (বিবৃতমুখ) এব সমিৎ ; প্রাণঃ ধূমঃ ; বাক্ অর্চিঃ ; চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, শ্রোত্রম্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, তস্মিন্ এতস্মিন অগ্নৌ দেবাঃ অগ্নিম্ জুহ্বতি । তস্যৈ আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি ।

সরলার্থ ঃ 'হে গৌতম, এই পুরুষই অগ্নি । তাহার বিবৃত মুখ সমিধ্, প্রাণ ধূম, বাক্ শিখা, চক্ষু অঙ্গার, কর্ণ স্ফুলিঙ্গ । এই অগ্নিতে দেবতারা অন্নকে আহুতি দিলে সেই আহুতি হইতে শুক্র উৎপন্ন হয় ।

৩৮৭. যোষা বা অগ্নিগৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনি-রর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সংভবতি স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে ॥ ১৩

অন্বয় ঃ যোষা (স্ত্রীলোক) বৈ অগ্নিঃ গৌতম ! তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিৎ ; লোমানি ধূমঃ ; যোনিঃ অর্চিঃ ; যৎ অন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ ; অভিনন্দাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ । তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি ; অথ যদা ম্রিয়তে (মৃত হয়)—

সরলার্থ ঃ হে গৌতম, স্ত্রী হইতেছে পঞ্চম অগ্নি । উপস্থ ইহার সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ), লোমসমূহ ইহার ধূম, যোনি ইহার অর্চি (শিখা), মৈথুন ইহার অঙ্গার এবং ক্ষুদ্র আনন্দসমূহ ইহার স্ফুলিঙ্গ (আগুনের ফুল্কি) । ইহাতে দেবতারা শুক্র (জীববীজ) আহুতি দেন ; সেই আহুতি হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয় । যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন সে জীবিত থাকে । তাহার পর যখন তাহার মৃত্যু হয় —

৩৮৮. অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো ধূমোঽর্চি-রর্চিরঙ্গারা অঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সংভবতি ॥ ১৪

অন্বয় ঃ অথ এনম্ (ইহাকে) অগ্নয়ে (অগ্নির জন্য) হরন্তি (আনয়ন করে) । তস্য (আহুতিরূপ মৃত শরীরের) অগ্নিঃ এব অগ্নিঃ ভবতি ; সমিৎ সমিৎ ; ধূমঃ ধূমঃ ; অর্চিঃ অর্চিঃ ; অঙ্গারাঃ অঙ্গারাঃ ; বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ । তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ পুরুষম্ জুহ্বতি । তস্যৈ আহুত্যৈ পুরুষঃ ভাস্বরবর্ণঃ (অতিশয় দীপ্তিমান ; ভাস্বর —ভাস্ + বর) সম্ভবতি ।

সরলার্থ ঃ তখন ইহাকে অগ্নিসাৎ করিবার (আগুনে দিবার) জন্য লইয়া যায় । তখন অগ্নিই (তাহার) (আহুতির) অগ্নি ; সমিধই সমিধ্ ; ধূমই ধূম ; অর্চিই অর্চি ; অঙ্গারই অঙ্গার ; স্ফুলিঙ্গই স্ফুলিঙ্গ । এই অগ্নিতে দেবতারা পুরুষকে আহুতি দিলে সেই আহুতি হইতে পুরুষ অতিশয় দীপ্তিমান হয় ।

৩৮৯. তে য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চির-ভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসানু-দঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈ-দ্যুতং তান্বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ তে যে (সেই যাহারা) এবম্ (এইরূপে) এতৎ (ইহা) বিদুঃ (জানে),

যে (যাহারা) চ অমী (ঐ) অরণ্যে শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাকে) সত্যম্ (সত্যভাবে) উপাসতে, তে (তাহারা) অর্চিঃ (অর্চিকে) অভি+সম্ + ভবন্তি (প্রাপ্ত হয়) ; অর্চিষঃ (অর্চি হইতে) অহঃ (দিনকে) ; অহ্নঃ (দিন হইতে) আপূর্যমাণপক্ষম্ (শুক্লপক্ষকে ; যে পক্ষে চন্দ্র পূর্ণ হইতে থাকে) ; আপূর্যমাণপক্ষাৎ (শুক্লপক্ষ হইতে) যান্ ষট্ মাসান্ (যে ছয় মাসে) উদঙ্ (উত্তরদিকে) আদিত্যঃ এতি (গমন করে) ; মাসেভ্যঃ (মাসসমূহ হইতে) দেবলোকম্, দেবলোকাৎ আদিত্যম্ ; আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্ (বিদ্যুতের অবস্থা) ; তান্ বৈদ্যুতান্ (বিদ্যুৎ দশা প্রাপ্ত মানবসকলকে) পুরুষঃ মানসঃ (মনোময় পুরুষ) এত্য (আসিয়া) ব্রহ্মলোকান্ গময়তি (প্রাপ্ত করায়) । তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু (সেই সমুদয় ব্রহ্মলোকে) পরাঃ (শ্রেষ্ঠ হইয়া) পরাবতঃ (বহুকাল) বসন্তি (বাস করে) । তেষাম্ (তাহাদিগের) ন পুনরাবৃত্তিঃ (পৃথিবীতে পুনরাগমন) ।

সরলার্থ ঃ যাঁহারা এই বিদ্যা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে সত্যভাবে শ্রদ্ধার উপাসনা করেন (কিংবা শ্রদ্ধাকে সত্যরূপে উপাসনা করেন) তাঁহারা সকলেই অর্চিদেবতাকে লাভ করেন । অর্চি হইতে তাঁহারা দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে সূর্যের উত্তরায়ণের ছয় মাসে, মাসসমূহ হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে বিদ্যুৎলোকে যান । তখন এক মনোময় পুরুষ আসিয়া তাঁহাদের বিদ্যুৎলোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান । শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করিয়া তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোকে চিরকাল বাস করেন ; আর তাঁহাদের সংসারে ফিরিতে হয় না ।

মন্তব্য ঃ শ্রদ্ধাম্ সত্যম্ উপাসতে – এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে ঃ (১) শ্রদ্ধাকে এবং সত্যকে উপাসনা করে, (২) শ্রদ্ধা (অবলম্বন করিয়া) সত্য-স্বরূপের উপাসনা করে, (৩) সত্যভাবে শ্রদ্ধার উপাসনা করে । আমরা তৃতীয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি । কারণ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে শ্রদ্ধাই প্রথম আহুতি এবং ইহার শেষ ফল মানবের উৎপত্তি । এই সমুদয় আহুতিতে শ্রদ্ধাই বিশেষত্ব ; সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে এখানে শ্রদ্ধার উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে ।

৩৯০. অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসান্দক্ষিণা-দিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাং-স্তত্র ভক্ষয়ন্তি তেষাং যদা তৎ পর্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্ বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ অথ যে (যাহারা) যজ্ঞেন (যজ্ঞদ্বারা) দানেন (দানদ্বারা) তপসা (তপস্যাদ্বারা) লোকান্ (স্বর্গাদি লোকসমূহকে) জয়ন্তি (জয় করে) তে (তাহারা) ধূমম্ অভি+সম্+ভবন্তি (প্রাপ্ত হয়) ; ধূমাৎ (ধূম হইতে) রাত্রিম্ ; রাত্রেঃ (রাত্রি হইতে) অপ+ক্ষীয়মাণ পক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ মাসান্ (যে ছয় মাস) দক্ষিণা (দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণ+আ) আদিত্যঃ এতি (গমন করে); মাসেভ্যঃ (মাসসমূহ হইতে) পিতৃলোকম্ পিতৃলোকাৎ (পিতৃলোক হইতে) চন্দ্রম্ । তে চন্দ্রম্ প্রাপ্য (পাইয়া) অন্নম্

ভবন্তি। তান্ (তাহাদিগকে) তত্র (সেই স্থানে) দেবাঃ (দেবগণ), যথা (যেমন) সোমম্ রাজানম্ (সোমরাজাকে) আপ্যায়স্ব (স্ফীত হও) অপ+ক্ষীয়স্ব (ক্ষয়প্রাপ্ত হও) ইতি এবম্ এনান্ তত্র ভক্ষয়ন্তি (ভক্ষণ করে)। তেষাম্ (তাহাদিগের) যদা (যখন) তৎ (কর্মফল) পরি + অব + এতি (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) অথ ইমম্ এব আকাশম্ অভি + নিঃ + পদ্যন্তে ('প্রাপ্ত হয়')। আকাশাৎ (আকাশ হইতে) বায়ুম্ ; বায়োঃ (বায়ু হইতে) বৃষ্টিম্ ; বৃষ্টেঃ (বৃষ্টি হইতে) পৃথিবীম্ ; তে পৃথিবীম্ প্রাপ্য অন্নম্ ভবন্তি। তে পুনঃ পুরুষ + অগ্নৌ (পুরুষরূপ অগ্নিতে) হূয়ন্তে (আহূত হয়)। ততঃ (তাহা হইতে) যোষা + অগ্নৌ (স্ত্রীলোকরূপ অগ্নিতে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)। লোকান্ প্রতি (স্বর্গাদি লোকসমূহের দিকে) উত্থায়িনঃ (উত্থিত হইয়া) তে এবম্ এব (এই প্রকারে) অনুপরিবর্তন্তে (বারবার আবর্তন করে)। অথ যে (যাহারা) এতৌ পন্থানৌ (এই দুই পথকে) ন বিদুঃ (জানে), তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যৎ ইদম্ দন্দশূকম্ (দংশ-মশকাদি)।

সরলার্থ ঃ আর যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা (স্বর্গাদি) লোকসমূহ জয় করে, তাহারা (মৃত্যুর পরে চিতাগ্নির) ধূমে গমন করে ; ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে সূর্যের দক্ষিণায়নের ছয় মাসে, মাসসমূহ হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে যায়। তাহারা চন্দ্রলোকে যাইয়া অন্ন হয়। যেমন যজমান বৃদ্ধিশীল ও ক্ষয়শীল সোমরাজাকে (অর্থাৎ পার্থিব সোমলতার রসকে) পান করে, তেমনি দেবতারা (সোমলোকে অন্নরূপে পরিণত) এইসব মানুষকে ভক্ষণ করে। যখন তাহাদের কর্মক্ষয় হয়, তখন তাহারা আকাশে যায় ; আকাশ হইতে তাহারা বায়ুতে, বায়ু হইতে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে আসিয়া অন্ন হয়। তারপর আবার তাহারা পুরুষাগ্নিতে আহূত হয় এবং যোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। তাহারা বিভিন্ন লোকে যাইয়া এই ভাবে বার বার ফিরিয়া আসে। যাহারা এই উভয় পথের কোনটিতেই যায় না তাহারা কীট, পতঙ্গ ও দংশ-মশকাদিরূপে জন্মায়।

মন্তব্য ঃ (১) আপ্যায়স্ব, অপক্ষীয়স্ব—আপ্যায়স্ব=স্ফীত হও ; অপক্ষীয়স্ব=ক্ষয় প্রাপ্ত হও। 'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' ইতি=যাহার বিষয়ে বলা যায় স্ফীত হও এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হও অর্থাৎ যাহারা স্ফীত হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সোমলতাকে জলে ভিজাইলে ইহা স্ফীত হয় এবং ইহা হইতে রস নির্গত করিলে সঙ্কুচিত হয়। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই 'আপ্যায়স্ব' ও 'অপক্ষীয়স্ব' এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সোম অর্থ চন্দ্র ও পার্থিব সোমলতা উভয়ই। চন্দ্রও পার্থিব সোমের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(২) এই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা ছান্দোগ্য উপনিষদে (পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় হইতে দশম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

মহত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশে মন্থকর্ম

৩৯১. স যঃ কাময়েত মহৎ প্রাপ্নুয়ামিত্যুদগয়ন আপূর্যমাণপক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপসদ্‌ব্রতী ভূত্বৌদুম্বরে কংসে চমসে বা সর্বৌষধং ফলানীতি সংভৃত্য পরিসমুহ্য পরিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্যাবৃতাজ্যং সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থং সংনীয় জুহোতি। যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদস্তির্যঞ্চো ঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্। তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে মা তৃপ্তাঃ সর্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু স্বাহা। যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি। তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীম্ অহং স্বাহা ॥ ১

অন্বয় ঃ সঃ যঃ কাময়েত (কামনা করে) মহৎ (মহত্ব) প্রাপ্নুয়াম্ (প্রাপ্ত হই) ইতি উদক্ + অয়নে (উত্তরায়ণের সময়ে) আপূর্যমাণপক্ষস্য (শুক্লপক্ষের) পুণ্যাহে (পুণ্যদিনে) দ্বাদশাহম্ (দ্বাদশ + অহম্, বার দিন) উপসদ্ ব্রতী (উপসদ্ ব্রতাবলম্বী) ভূত্বা (হইয়া) ঔদুম্বরে (উদুম্বর কাষ্ঠনির্মিত পাত্রে) কংসে (কংসনামক পাত্রে) চমসে বা (চমসাকার পাত্রে) সর্ব + ঔষধম্ (সমুদায় ওষধি) ফলানি (ফলসমূহ) ইতি সম্ + ভৃত্য (সংগ্রহ করিয়া) পরি + সম্ + উহ্য (ভূমি পরিষ্কার করিয়া) পরিলিপ্য (পরিলেপন করিয়া) অগ্নিম্ উপ + সমাধায় (অগ্নি স্থাপন করিয়া) পরি + স্তীর্য (কুশ বিস্তার করিয়া) আবৃতা (বিধি অনুসারে) আজ্যম্ (আজ্যকে) সংস্কৃত্য (সংস্কার করিয়া) পুংসা নক্ষত্রেণ (পুং নামক নক্ষত্রে) মন্থম্ (ওষধি, ফল, দুগ্ধাদির মিশ্রণকে) সম্ + নীয় (পাত্রে স্থাপন করিয়া) জুহোতি (আহুতি প্রদান করে)—যাবন্তঃ দেবাঃ (যত দেবতা) ত্বয়ি (তোমাতে) জাতবেদঃ (হে অগ্নি) তির্যঞ্চঃ (অশুভ) ঘ্নন্তি (বিনাশ করে) পুরুষস্য কামান্ (কামনা-সমূহকে), তেভ্যঃ (তাহাদের উদ্দেশে) অহম্ ভাগধেয়ম্ (এক অংশ) জুহোমি (আহুতি দিতেছি)। তে (তাহারা) মা (আমাকে) তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত হইয়া) সর্বৈঃ কামৈঃ (সমুদয় কামনা দ্বারা) তর্পয়ন্তু (তর্পণ করুন)। স্বাহা। যা তিরশ্চীঃ (বক্রমতি) নিপদ্যতে (বর্তমান রহিয়াছে)—অহম্ বিধরণী (ধারণকর্ত্রী ; কিংবা পৃথক্‌কর্ত্রী) ইতি—তাম্ ত্বা (সেই তোমাকে=সেই প্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন তোমাকে) ঘৃতস্য ধারয়া (ঘৃতের ধারাদ্বারা) যজে (পূজা করি) সংরাধনীম্ (সর্বসাধনীরূপে ; যিনি সন্তুষ্ট হইয়া কল্যাণসাধন করেন, তাহাকে) অহম্। স্বাহা!

সরলার্থ ঃ 'আমি যেন মহত্ব লাভ করি'—যিনি এই কামনা করেন, তিনি উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে পুণ্যদিনে বারদিন ব্যাপী উপসদ্‌ব্রত নিয়া উদুম্বর কাঠের কংসপাত্রে বা চমসে সমস্ত ওষধি সংগ্রহ করিবেন। ভূমি পরিষ্কার করিয়া ও লেপিয়া অগ্নিস্থাপনপূর্বক কুশ বিছাইবেন। তারপর বিধি অনুসারে আজ্যকে সংস্কৃত করিয়া পুংনক্ষত্রে পাত্রে মন্থ মিশ্রিত করিয়া এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন— হে জাতবেদ, তোমাতে আশ্রিত যে সব তির্যক্ দেবতা মানুষের কাম্যবস্তু লাভে ব্যাঘাত ঘটান তাঁহাদের উদ্দেশে আমি এই অংশ আহুতি দিতেছি ; তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া সকল কাম্যবস্তু দান করিয়া আমাকে তৃপ্ত করুন। স্বাহা।' 'যে ক্রুর দেবতা তোমাকে আশ্রয় করিয়া ভাবিতেছেন—আমি সকল বস্তুকে পৃথক করিয়া (বা ধারণ করিয়া) রাখিয়াছি—সেই সর্বসাধক দেবতাকে ঘৃতদ্বারা পূজা করিতেছি। স্বাহা।'

মন্তব্য ঃ 'জাতবেদঃ' — সম্বোধনে। জাত—উৎপন্ন ভূত ; বিদ্ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি বা জ্ঞান। যাস্ক ইহার পাঁচটি অর্থ দিয়াছেন (৩।১৯)—(১) যিনি জাত ভূত-গণকে জানেন (বেদ), (২) জাত ভূতগণ যাঁহাকে জানে (বিদুঃ), (৩) যিনি জাত ভূতে বর্তমান (বিদ্যতে), (৪) জাত ভূতগণ যাঁহার বিত্ত বা ধন, (৫) জাতবিদ্যঃ বা জাতপ্রজ্ঞানঃ অর্থাৎ জাত ভূতগণ যাঁহার বিদ্যা অর্থাৎ প্রজ্ঞান।

৩৯২. জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি চক্ষুষে স্বাহা সংপদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি শ্রোত্রায় স্বাহায়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ২

অন্বয় ঃ জ্যেষ্ঠায় (জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে) স্বাহা ; শ্রেষ্ঠায় (শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে) স্বাহা —ইতি অগ্নৌ (অগ্নিতে) হুত্বা (আহুতি প্রদান করিয়া) মন্থে সংস্রবম্ (অবশিষ্ট অংশকে ; 'স্রুব' হাতার ন্যায় এক প্রকার পাত্র ; সংস্রব = স্রুবসংলগ্ন অংশ—শঙ্কর) অবনয়তি (নিক্ষেপ করে), প্রাণায় (প্রাণের উদ্দেশে) স্বাহা। বসিষ্ঠায়ৈ (বসিষ্ঠের উদ্দেশে) স্বাহা—ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; বাচে (বাক্যের উদ্দেশে) স্বাহা। প্রতিষ্ঠায়ৈ (প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; চক্ষুষে (চক্ষুর উদ্দেশে) স্বাহা। সম্পদে (সম্পদের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; শ্রোত্রায় (শ্রোত্রের উদ্দেশে) স্বাহা। আয়তনায় (আশ্রয়ের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; মনসে (মনের উদ্দেশে) স্বাহা। প্রজাত্যৈ (প্রজাতির উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; রেতসে স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি।

সরলার্থ ঃ 'জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা, শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া তিনি অগ্নিতে আহুতি দিয়া সংস্রব মন্থে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন)—'প্রাণের উদ্দেশে স্বাহা'। 'বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া তিনি আহুতি দেন এবং সংস্রব নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন)—'বাক্যের উদ্দেশে স্বাহা।' 'প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেন এবং সংস্রব মন্থে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন) 'চক্ষুর উদ্দেশে স্বাহা'। 'সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া তিনি আহুতি দেন এবং সংস্রব মন্থে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন) 'শ্রোত্রের উদ্দেশে স্বাহা'। 'আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেন এবং সংস্রব মন্থে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন) 'মনের উদ্দেশে স্বাহা।' প্রজাতির উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেন এবং সংস্রব মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'শুক্রের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রব মন্থে নিক্ষেপ করেন।

মন্তব্য ঃ স্বাহা—সু + আহা ; সম্ভবত 'অহ্' ধাতু (বৈদিক প্রয়োগ, অর্থ = বলা) হইতেই আহা শব্দের উৎপত্তি। তাহা হইলে 'স্বাহা' শব্দের অর্থ হইবে সু-বাক্য, শুভ-বাক্য ইত্যাদি। অথর্ববেদে ইহার বিপরীত অর্থে 'দুরাহা' শব্দের প্রয়োগ আছে।

৩৯৩. অগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি

ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বিশ্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সর্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ৩

অন্বয় ঃ অগ্নয়ে স্বাহা—ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। সোমায় স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। ভূঃ স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। ভুবঃ স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। স্বঃ স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ! ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। ব্রহ্মণে (ব্রাহ্মণের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। ক্ষত্রায় (ক্ষত্রিয়ের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। ভূতায় (ভূতকালের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। ভবিষ্যতে (ভবিষ্যৎকালের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। বিশ্বায় (বিশ্বজগতের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। সর্বায় (সর্ব বস্তুর উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। প্রজাপতয়ে (প্রজাপতির উদ্দেশে) স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি।

সরলার্থ ঃ 'অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা', 'সোমের উদ্দেশে স্বাহা', 'ভূ'র উদ্দেশে স্বাহা', 'ভুবের উদ্দেশে স্বাহা', 'স্ব-র উদ্দেশে স্বাহা', 'ভূ, ভুব, স্ব ইহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা', 'সোমের উদ্দেশে স্বাহা'—এরূপ এক এক বার বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেন এবং সংস্রব মন্থে নিক্ষেপ করেন। আবার 'ব্রাহ্মণের উদ্দেশে স্বাহা', 'ক্ষত্রিয়ের উদ্দেশে স্বাহা', 'ভূতকালের উদ্দেশে স্বাহা', 'ভবিষ্যৎকালের উদ্দেশে স্বাহা', 'বিশ্বের উদ্দেশে স্বাহা', 'সর্ববস্তুর উদ্দেশে স্বাহা', 'প্রজাপতির উদ্দেশে স্বাহা'—এরূপ এক এক বার বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেন এবং সংস্রব মন্থে নিক্ষেপ করেন।

৩৯৪. অথৈনমভিমৃশতি ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্যেকসভমসি হিংকৃতমসি হিংক্রিয়মাণমস্যুদ্গীথমসি উদ্গীয়মানমসি শ্রাবিতমসি প্রত্যাশ্রাবিতমস্যার্দ্রে সংদীপ্তমসি বিভূরসি প্রভূরস্যন্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসীতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ অথ এনম্ (এই মন্থকে) অভিমৃশতি (স্পর্শ করে)—ভ্রমৎ (ভ্রমণকারী) অসি (হও), জ্বলৎ (জাজ্বল্যমান) অসি ; পূর্ণম্ অসি, প্রস্তব্ধম্ (নিশ্চল) অসি ; একসভম্ (মিলনের একমাত্র স্থল ; এক + সভা—সমাসে) অসি ; হিংকৃতম্ (যজ্ঞের প্রারম্ভে 'হিং' উচ্চারণদ্বারা পূজিত) অসি, হিংক্রিয়মাণম্ (যজ্ঞের মধ্যে হিং উচ্চারণ) অসি উদ্গীথম্ (যজ্ঞের প্রারম্ভে উদ্গাতা কর্তৃক গীত) অসি ; উদ্গীয়মানম্ (যজ্ঞের মধ্যভাগে উদ্গাতা কর্তৃক গীত) অসি ; শ্রাবিতম্ (যজ্ঞের প্রারম্ভে অধ্বর্যু যাহার বিষয় শ্রবণ করায়) অসি ; প্রতি+আশ্রাবিতম্ (যজ্ঞের মধ্যভাগে আগ্নীধ্র যাহার বিষয়ে পুনর্বার শ্রবণ করায়) অসি ; আর্দ্রে (আর্দ্রকাষ্ঠে বা মেঘে) সংদীপ্তম্ অসি ; বিভূঃ (শ্রেষ্ঠ ; ব্যাপক) অসি ; প্রভূঃ অসি ; অন্নম্ অসি ; জ্যোতিঃ অসি ; নিধনম্ (প্রলয় স্থান) অসি ; সংবর্গঃ (গ্রাসকারী) অসি ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর মন্থ স্পর্শ করিয়া বলেন—তুমি গতিশীল, তুমি জাজ্বল্যমান, তুমি পূর্ণ, তুমি নিশ্চল, তুমি সকলের মিলনস্থল, যজ্ঞের আরম্ভে 'হিং' উচ্চারণ করিয়া তোমার পূজা করা হয়, যজ্ঞের মধ্যভাগে 'হিং' উচ্চারণ করিয়া তোমার পূজা

করা হয়, যজ্ঞের আরম্ভে (উদ্‌গাতাগণ) তোমার গান করেন, যজ্ঞের মধ্যভাগেও তোমার গান করেন ; যজ্ঞের আরম্ভে (অধ্বর্যুগণ) তোমার বিষয় শোনান। যজ্ঞের মধ্যভাগে (আগ্নীধ্রগণ) তোমার বিষয় আবার শোনান। আর্দ্রকাষ্ঠে তুমি দীপ্ত হও ; তুমি বিভু, তুমি প্রভু, তুমি অন্ন, তুমি জ্যোতি, তুমি প্রলয়স্থল, তুমি সর্বগ্রাস।

৩৯৫. অথৈনমুদ্যচ্ছত্যামংস্যামংহি তে মহি স হি রাজেশানোঽধিপতিঃ স মাং রাজেশানোঽধিপতিং করোত্বিতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ অথ এনম্ (মন্থকে) উদ্ + যচ্ছতি (গ্রহণ করে) আমংসি (তুমি মনন কর, চিন্তা কর) আমংহি (চিন্তা কর) তে (তোমার) মহি (মহত্ত্বকে)। সঃ হি রাজা ঈশানঃ অধিপতিঃ। সঃ মাম্ (আমাকে) রাজা ঈশানঃ অধিপতিম্ করোতু (করুন) ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর তিনি (হাতে) মন্থ নিয়া বলেন—তুমি চিন্তা কর ; তোমার মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা কর। তিনি রাজা, ঈশান ও অধিপতি। সেই রাজা ও ঈশান আমাকে অধিপতি করুন।

৩৯৬. অথৈনমাচামতি তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্, মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎমধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ স্বঃ স্বাহেতি। সর্বাং চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্বাশ্চ মধুমতীরহমেবেদং সর্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাক্‌শিরাঃ সংবিশতি প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে দিশামেকপুণ্ডরীকমস্যহং মনুষ্যাণামেক-পুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি যথেতমেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বংশং জপতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ এনম্ (মন্থকে) আচামতি (ভক্ষণ করে)—(ক) ১। তৎ সবিতুঃ বরেণ্যম্ (গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথম পাদ)। ২। মধু (মধুকে) বাতাঃ (বায়ুসমূহ) ঋতায়তে (ঋতপ্রার্থীর জন্য ; ঋতায়ৎ ; ঋত = যজ্ঞ, সত্য), মধু ক্ষরন্তি (ক্ষরণ করে) সিন্ধবঃ (নদীসমূহ) মাধ্বীঃ (মধুময়ী) নঃ (আমাদিগের নিকট) সন্তু (হউক) ওষধীঃ (ওষধিসমূহ) ভূঃ স্বাহা। (খ) ১। ভর্গঃ দেবস্য ধীমহি (গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ)। ২। মধু নক্তম্ (রাত্রি) উত (এবং) উষসঃ (১৷৩ ; ঊষা-সমূহ, দিনসমূহ) মধুমৎ পার্থিবম্ রজঃ (পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডল) মধু দ্যৌঃ অস্তু (হউক) নঃ (আমাদের) পিতা। ভুবঃ স্বাহা ! (গ) ১। ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ (গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ)। ২। মধুমান্ নঃ (আমাদের জন্য) বনস্পতিঃ ; মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ ! মাধ্বীঃ (মধুময়ী) গাবঃ (গোসমূহ) ভবন্তু (হউক) নঃ (আমাদিগের জন্য) স্বঃ স্বাহা ইতি। সর্বাম্ চ সাবিত্রীম্ (সমুদয় সাবিত্রীমন্ত্রকে) অনু + আহ (উচ্চারণ করে), সর্বাঃ চ মধুমতীঃ ('মধু বাতাঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মাধ্বীঃ গাবঃ ভবন্তু নঃ' পর্যন্ত মধুসংক্রান্ত সমুদয় অংশ)। অহম্ এব ইদম্ সর্বম্ ভূয়াসম্ (ভূ আশীঃ—যেন হইতে পারি)। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ইতি। অন্ততঃ (সর্বশেষে) আচম্য (ভক্ষণ করিয়া) পাণী (হস্তদ্বয়কে) প্রক্ষাল্য (প্রক্ষালন করিয়া) জঘনেন (পশ্চাৎভাগে রাখিয়া) অগ্নিম্ প্রাক্‌শিরাঃ

(পূর্বদিকে মুখ করিয়া) সংবিশতি (উপবেশন করে)। প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) আদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে (উপাসনা করে) দিশাম্ (দিকসমূহের) এক + পুণ্ডরীকম্ (এক পুণ্ডরীক অর্থাৎ পদ্ম) অসি (হও) অহম্ মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণের মধ্যে) এক পুণ্ডরীকম্ ভূয়াসম্ ইতি। যথা (যে ভাবে) ইতম্ (আসিয়াছিল) এত্য (প্রত্যাগমন করিয়া) জঘনেন অগ্নিম্ আসীনঃ (উপবেশন করিয়া) বংশম্ (গুরুশিষ্যের পারম্পর্য) জপতি (জপ করে)।

সরলার্থ ঃ তারপর তিনি মন্থ ভক্ষণ করেন (এবং এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করেন)—(ক) ১। তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ = অর্থাৎ সেই সবিতার বরণীয় (ভর্গকে) ২। মধু···ওষধীঃ—অর্থাৎ বায়ুসমূহ ঋতকামীর জন্য মধুক্ষরণ করে, নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করে, ওষধিসমূহ আমাদিগের নিকট মধুময় হউক। 'ভূ'র উদ্দেশে স্বাহা। (খ) ১। 'ভর্গ দেবস্য ধীমহি'—অর্থাৎ দেবতার ভর্গকে ধ্যান করি। ২। 'মধু···পিতা' অর্থাৎ রাত্রি ও দিন মধুময় হউক ; পৃথিবীর উপরের বায়ুমণ্ডল এবং আমাদের পিতা দ্যৌ মধুমান হউক। ভুবের উদ্দেশে স্বাহা। (গ) ১। 'ধিয়ঃ—প্রচোদয়াৎ' অর্থাৎ যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণা দেন। ২। 'মধুমান্···নঃ' অর্থাৎ বনস্পতি আমাদের নিকটে মধুময় হউক, সূর্য এবং গাভীসমূহ মধুমান হউক ! 'স্বঃ'র উদ্দেশে স্বাহা। তারপর তিনি সম্পূর্ণ সাবিত্রীমন্ত্র এবং ('মধু বাতাঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মাধ্বীঃ গাবঃ ভবন্তু নঃ' পর্যন্ত) সমস্ত 'মধুমতী' উচ্চারণ করেন (এবং চিন্তা করেন) 'আমি যেন এই সব হইতে পারি। ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ ইহাদের উদ্দেশে স্বাহা'। সর্বশেষে তিনি আচমন করিয়া, দুই হাত ধুইয়া এবং অগ্নিকে পিছনে রাখিয়া, পূর্বমুখ হইয়া বসেন, প্রাতে তিনি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আদিত্যের উপাসনা করেন—'তুমি সকল দিকের অদ্বিতীয় পদ্মস্বরূপ ; আমি যেন সকল মানুষের মধ্যে অদ্বিতীয় পদ্ম হইতে পারি।' তারপর তিনি যে ভাবে আসিয়াছিলেন সেই ভাবে ফিরিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে বসিয়া 'বংশ ব্রাহ্মণ' জপ করেন।

মন্তব্য ঃ (ক) সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্রটি এই—তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ঋগ্বেদ ৩৷৬২৷১০ ; সামবেদ ২৷৬৷৩৷১০ ; বাজসনেয় ৩৷৩৫ এবং আরও তিনটি স্থলে ; তৈত্তিরীয় সংহিতা ১৷৫৷৬৷৪ ; ৪৷১৷১১৷১ ইত্যাদি। তৎ সবিতুঃ (সেই সবিতার) ; 'তৎ' শব্দকে 'ভর্গঃ' শব্দের সহিতও যোগ করা যায়। তৎ ভর্গঃ (সেই ভর্গকে) বরেণ্যম্ (বরণীয়), ভর্গঃ (ভর্গস্, তেজকে) দেবস্য (দেবতার) ধীমহি (আমরা ধ্যান করি) ধিয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে ; অর্থান্তর —মন্ত্রসমূহকে, কর্মসমূহকে ইত্যাদি) যঃ (যিনি) নঃ (আমাদিগের) প্রচোদয়াৎ (বৈদিক প্রয়োগ ; প্রচোদয়তি, প্রচোদিত করেন, প্রেরণ করেন)।

অনুবাদ—আমরা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজকে ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে প্রেরণ করিতেছেন (অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন করিয়া আপন আপন কার্যে নিয়োজিত করিতেছেন)।

গায়ত্রীমন্ত্র সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত মন্তব্য কৌতূহলী পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(১) বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের ঋষি ; ইহা গায়ত্রীছন্দে রচিত। এই গায়ত্রীছন্দের তিনটি পাদ ও চব্বিশটি অক্ষর। কিন্তু এই স্থলে তেইশটি অক্ষর। এই একটি অক্ষরের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য 'বরেণ্যম্' শব্দকে 'বরেণিয়ম্' রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(২) ঋগ্বেদের (অনেক স্থলে) ২।৩৮, ৪।১৪২, ৭।৬৩।১-৪ ইত্যাদি (সূর্যকেই সবিতা বলা হইয়াছে); কোন কোন স্থলে ইহারা পৃথক দেবতা (১।৩৫।৯, ১।১২৩।৩; ৫।৮১।৪; ৭।৬৬।৪ ইত্যাদি)। যাস্ক ও সায়ণের মতে সবিতা ও সূর্য একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। যাস্ক বলেন, অন্ধকার বিদূরিত হইবার পরে যখন আকাশ রশ্মিদ্বারা আকীর্ণ হয় তখনই এই দেবতাকে সবিতা বলা হয় (নিরুক্ত ১২।১২)। সায়ণ বলেন, উদয়ের পূর্বে এই দেবতার নাম সবিতা এবং উদয় হইতে অস্তকাল পর্যন্ত ইহার নাম সূর্য (৫।৮১।৪ ভাষ্য)। কিন্তু ঋগ্বেদে সর্বত্র এই রকম পার্থক্য দেখা যায় না।

(৩) গায়ত্রী মন্ত্র ৩।৬২ সূক্তের দশম ঋক্। সমগ্র সূক্তে আঠারটি ঋক্। ঋক্‌সমূহের দেবতা এই : ১ম হইতে ৩য় ঋকের দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ; ৪র্থ-৬ষ্ঠ ঋকের দেবতা বৃহস্পতি, ৭ম-৯ম ঋকের দেবতা পূষা; ১০ম-১২শ ঋকের দেবতা সবিতা; ১৩শ-১৫শ ঋকের দেবতা সোম; ১৬শ-১৮শ ঋকের দেবতা মিত্র-বরুণ।

এখানে দেখা যাইতেছে যে সবিতা বহু দেবতার মধ্যে এক জন। দশম ঋক্ সাবিত্রী মন্ত্র। অন্য অন্য দেবতার নিকটে যেমন অন্নাদি প্রার্থনা করা হয় একাদশ ঋকে সবিতার নিকটেও তেমনি অন্নাদি প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্বাদশ ঋকে সবিতার উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে। এই সবিতা অবশ্যই বহু দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা। গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতাও এই সবিতাই।

(৪) 'ধীমহি' অর্থ 'আমরা ধ্যান করি'। ক্রিয়া বহুবচনান্ত। বলা হইতেছে বহু লোকে সম্মিলিত হইয়া ধ্যান করিতেছে। যে সবিতার উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয় (১২শ ঋক), এই ধ্যান সেই সবিতারই ধ্যান। সুতরাং এই সবিতা আদিত্যমণ্ডলই। এস্থলে ভর্গকে ধ্যান করিবার কথা বলা হইয়াছে। 'ভর্গ' অর্থ সূর্যের রশ্মি বা তেজ।

(৫) ঋগ্বেদের কোন স্থলেই 'পরমাত্মা' অর্থে 'সবিতা' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরকালে অনেকে সাবিত্রী মন্ত্রকে ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করের মতে 'সবিতা' অর্থ 'পরমাত্মা'। সায়ণ, উবট ও মহীধর বলেন—ইহার অর্থ সূর্য ও পরমাত্মা উভয়ই হইতে পারে। ধাত্বর্থ গ্রহণ করিলে সবিতাকে 'পরমাত্মা' রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সবিতা 'সূ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। সূ ধাতুর প্রধান অর্থ দুইটি—(১) প্রেরণ করা অর্থাৎ চালিত করা, প্রণোদিত করা, (২) প্রসব করা, উৎপন্ন করা। যিনি জগৎকে চালিত করেন কিংবা জগৎকে উৎপন্ন করেন তিনিই 'সবিতা'। যাস্ক বলেন, 'সর্বস্য প্রসবিতা' অর্থাৎ সকলের প্রসবিতা, এই জন্য ইহার নাম সবিতা (নিরুক্ত ১০।৩১)। অনেকের মতে এই স্থলে 'প্রসবিতা' শব্দের অর্থ অর্থাৎ যিনি প্রেরণা দেন (stimulator, নিরুক্তের অনুবাদ, L. Sarup কৃত; Macdonell-এর Vedic Mythology পৃঃ ৩৪)। পরমাত্মাই জগতের প্রেরক ও প্রসবিতা; এই জন্য তাঁহাকে সবিতা বলা যাইতে পারে। সুতরাং ধাত্বর্থ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রীমন্ত্রকে ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই রকম ব্যাখ্যার আদর্শ অতি উচ্চ এবং এই ব্যাখ্যা দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশ্বামিত্রের অর্থ নহে।

(৬) ঐ মন্ত্রের 'প্রচোদয়াৎ' বৈদিক প্রয়োগ; বর্তমান প্রয়োগ প্রচোদয়তি। ভাষ্যকারগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন 'প্রেরয়তি' (অর্থাৎ প্রেরণ করেন)। 'প্রেরণ'

শব্দের দুইটি অর্থের মধ্যে 'প্রেরণা' সূচক অর্থই মুখ্য। অন্য অর্থে পাঠাইয়া দেওয়া। বাংলাতেও শব্দটি দ্বিতীয় অর্থেই প্রচলিত। মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় সবিতা বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত করেন। গৌণ অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় সবিতা মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ প্রদান করেন। আমরা প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

গায়ত্রীর ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা কত প্রাচীন তাহা বলা যায় না। কিন্তু শঙ্কর যে এই রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শঙ্কর নবম শতাব্দীর লোক। সুতরাং হাজার বৎসরের উপর এই ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে ছিল ইহা সূর্যের ধ্যান; আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে ব্রহ্মধ্যানে পরিণত করিয়াছেন†

(খ) মধুমন্ত্রসমূহ এই—মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ (ঋগ্বেদ ১।৯০।৬)। মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা (১।৯০।৭)। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ (১।৯০।৮)। ঋতকামীর জন্য (অর্থাৎ আমাদের জন্য) বাতসমূহ মধুক্ষরণ করুক, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করুক, ওষধীসমূহ আমাদের নিকট মধুময়ী হউক। দিবারাত্রি ও উষা আমাদের নিকট মধুময় হউক, পার্থিব রজঃ (অর্থাৎ আকাশ) মধুময় হউক, পিতা দ্যৌ আমাদের নিকট মধুময় হউন। বনস্পতি আমাদের নিকট মধুময় হউক, সূর্য মধুময় হউক এবং গোসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হউক।

(গ) 'গায়ত্রী' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এই উপনিষদের ৫।১৪।৪-৫ মন্ত্রসমূহ দ্রষ্টব্য।

৩৯৭. তং হৈতমুদ্দালক আরুণির্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বা উবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৭

অন্বয় : তং হ এতম্ (এই উপদেশকে) উদ্দালকঃ আরুণিঃ বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায় (বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে শুক্লযজুর্বেদের একটি নাম বাজসনেয়ী; যাজ্ঞবল্ক্য ইহার প্রবর্তক, তিনি বাজসনেয় নামে পরিচিত) অন্তেবাসিনে (শিষ্যকে; অন্তে অর্থাৎ সমীপে বাস করে বলিয়া শিষ্যের নাম অন্তেবাসী) উক্ত্বা উবাচ—অপি যঃ এনম্ (এই মন্থকে) শুষ্কে স্থাণৌ (শুষ্ক স্থাণুতে) নিষিঞ্চেৎ (সেচন করিবে) জায়েরন্ (উৎপন্ন হইবে) শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ (উদ্‌গত হইবে,) পলাশানি (পল্লবসমূহ) ইতি।

সরলার্থ : উদ্দালক আরুণি শিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে সেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্‌গত হইবে।

৩৯৮. এতমু হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বা উবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৮

অন্বয় : এতম্ উ হ এব বাজসনেয়ঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ মধুকায় পৈঙ্গ্যায় (পৈঙ্গ্য মধুককে)

অন্তেবাসিনে উক্ত্বা উবাচ—অপি যঃ এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি ইতি।

সরলার্থ: বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য পৈঙ্গ্য মধুককে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে সেচন করে তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্গত হইবে।

৩৯৯. এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চূলায় ভাগবিত্তয়েঽন্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৯

অন্বয়: এতম্ উ হ এব মধুকঃ পৈঙ্গ্যঃ চূলায় ভাগবিত্তয়ে (চূল ভাগবিত্তিকে) অন্তেবাসিনে উক্ত্বা উবাচ—অপি যঃ এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি ইতি।

সরলার্থ: পৈঙ্গ্য মধুক শিষ্য চূলভাগবিত্তিকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে সেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্গত হইবে।

মন্তব্য: মধুকঃ পৈঙ্গ্যঃ—শতপথ ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণে ইঁহার উল্লেখ আছে।

৪০০. এতমু হৈব চূলো ভাগবিত্তির্জানকয়ে আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১০

অন্বয়: এতম্ উ হ এব চূলঃ ভাগবিত্তিঃ জানকয়ে আয়স্থূণায় (জানকি আয়স্থূণকে) অন্তেবাসিনে উক্ত্বা উবাচ—অপি য এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি ইতি।

সরলার্থ: চূল ভাগবিত্তি শিষ্য জানকি আয়স্থূণকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে সেচন করে তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্গত হইবে।

৪০১. এতমু হৈব জানকিরায়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১১

অন্বয়: এতম্ উ হ এব জানকিঃ আয়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায় (সত্যকাম জাবালকে) অন্তেবাসিনে উক্ত্বা উবাচ—অপি যঃ এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি। ইতি।

সরলার্থ: জানকি আয়স্থূণ শিষ্য জাবাল সত্যকামকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে সেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্গত হইবে।

৪০২. এতমু হৈব সত্যকামো জাবালোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি তমেতন্নাপুত্রায় বানন্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ ॥ ১২

অন্বয়: এতম্ উ হ এব সত্যকামঃ জাবালঃ অন্তেবাসিভ্যঃ (শিষ্যদিগকে) উক্ত্বা উবাচ—অপি যঃ এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি

ইতি। তম্ এতম্ (এই উপদেশকে) ন অপুত্রায় (পুত্র ভিন্ন অপরকে) বা অনন্তেবাসিনে (অন্তেবাসী ভিন্ন অপরকে) বা ব্রূয়াৎ (বলিবে)।

সরলার্থ: সত্যকাম জাবাল তাঁহার শিষ্যদের এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে সেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্গত হইবে। পুত্র এবং শিষ্য ভিন্ন আর কাহাকেও এই উপদেশ দিবে না।

৪০৩. চতুরৌদুম্বরো ভবত্যৌদুম্বরঃ স্রুব ঔদুম্বরশ্চমস ঔদুম্বর ইধ্ম ঔদুম্বর্যা উপমন্থন্যৌ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহিযবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ তান্ পিষ্টান্দধনি মধুনি ঘৃত উপসিঞ্চত্যাজ্যস্য জুহোতি ॥ ১৩

অন্বয়: চতুঃ ঔদুম্বরঃ (উদুম্বর অর্থাৎ ডুমুর বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত) ভবতি—ঔদুম্বরঃ স্রুবঃ (হোতা), ঔদুম্বরঃ চমসঃ (চমসনামক পাত্র), ঔদুম্বরঃ ইধ্মঃ (কাষ্ঠ), ঔদুম্বর্যৌ (ঔদুম্বরী) উপমন্থন্যৌ (উপমন্থনী, মন্থন করিবার জন্য অরণি কাষ্ঠদ্বয়)। দশ গ্রাম্যাণি (গ্রামে উৎপন্ন) ধান্যানি (শস্যসমূহ) ভবন্তি; ব্রীহিযবাঃ (ধান্য ও যবসমূহ), তিলমাষাঃ (তিল ও মাষ ; মাষ = মাষকলায়) অণুপ্রিয়ঙ্গবঃ (অণু ও প্রিয়ঙ্গু ; অণু – চীনাধান্য ; প্রিয়ঙ্গু—কঙ্গু, কাউন) গোধূমাঃ চ মসূরাঃ চ খল্বাঃ (এক প্রকার ডাল ; শঙ্কর বলেন—ইহার অন্য নাম নিষ্পাব, বল্ল) চ খলকুলাঃ (কুলথ, কুরথী)। তান্ পিষ্টান্ (নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদিগকে) দধনি (দধিতে) মধুনি (মধুতে) ঘৃতে উপসিঞ্চতি (উপসেচন করে) আজ্যস্য (ঘৃতের, দ্বিতীয়া স্থলে ষষ্ঠী ; ঘৃতের আহুতিকে আজ্য বলে) জুহোতি (আহুতি দেয়)।

সরলার্থ: উদুম্বর বা যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ হইতে এই চারিটি বস্তু প্রস্তুত হয়—স্রুব, চমস, ইন্ধন এবং অরণি। গ্রাম্য শস্য এই দশটি—ব্রীহি ও যব, তিল ও মাস, অণু ও প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসূর, খল্ব এবং খলকুল। তিনি সেই সবকে পিষ্ট করিয়া দধি, মধু ও ঘৃতে সিক্ত করেন এবং আজ্যের (উপযুক্ত অংশকে) আহুতিরূপে অর্পণ করেন।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

নানাপ্রকার ক্রিয়ার বিধান

৪০৪. এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ ॥ ১

অন্বয়: এষাম্ বৈ ভূতানাম্ (এই সমুদয় ভূতের) পৃথিবী রসঃ ; পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) আপঃ (জলসমূহ) ; অপাম্ (জলসমূহের) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) ওষধীনাম্ (ওষধিসমূহের) পুষ্পাণি (পুষ্পসমূহ) পুষ্পাণাম্ (পুষ্পসমূহের) ফলানি (ফলসমূহ) ; ফলানাম্ (ফলসমূহের) পুরুষঃ ; পুরুষস্য রেতঃ।

সরলার্থ: পৃথিবীই চরাচর প্রাণিবর্গের সার ; পৃথিবীর সার জল, জলের সারাংশ

ওষধিসমূহ, ওষধির সার পুষ্প, পুষ্পের সার ফল ; পুরুষ ফলের সার এবং শুক্র পুরুষের নির্যাস।

৪০৫. স হ প্রজাপতিরীক্ষাংচক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি স স্ত্রিয়ং সসৃজে তাং সৃষ্টবাধ উপাস্ত তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ত্তেনৈনামভ্যসৃজৎ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ হ প্রজাপতিঃ ঈক্ষাম্‌+চক্রে (আলোচনা করিলেন) হন্ত ! অস্মৈ (ইহার জন্য) প্রতিষ্ঠাম্‌ (আধার) কল্পয়ানি (সৃষ্টি করি) ইতি। সঃ স্ত্রিয়ম্‌ (স্ত্রীকে) সসৃজে (সৃষ্টি করিলেন)। তাম্‌ সৃষ্টবা অধঃ উপাস্ত ; তস্মাৎ স্ত্রিয়ম্‌ অধঃ উপাসীত। সঃ এতম্‌ প্রাঞ্চম্‌ গ্রাবাণম্‌ আত্মনঃ এব সমুদপারয়ৎ। তেন এনাম্‌ অভ্যসৃজৎ।

সরলার্থ ঃ প্রজাপতি চিন্তা করিলেন—আমি এই মানববীজের জন্য আধার সৃষ্টি করি। তখন তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন। স্ত্রী সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নীচে রাখিয়া তিনি [মিথুন কর্মরূপ] উপাসনা করিয়াছিলেন। তাই (এখনও) স্ত্রীকে নীচে রাখিয়াই উপাসনা করিবে। প্রজাপতি নিজের স্পন্দনশীল প্রস্তরকঠিন পুরুষাঙ্গটি (স্ত্রী-অঙ্গে) পাঠাইয়াছিলেন। এইভাবেই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করিয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ এই কর্মে বাজপেয় যজ্ঞের দৃষ্টি আরোপ করা হইয়াছে। প্রজাপতির কঠিনতাযুক্ত অঙ্গ সোমাভিষেষণের পাষাণখণ্ড। এই তুলনা পরবর্তী মন্ত্রেও বর্তমান।

৪০৬. তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ স যাবান্‌ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি য এবং বিদ্বানধোপহাসং চরত্যাসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙ্‌ক্তেঽথ য ইদমবিদ্বানধোপহাসং চরত্যাস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে ॥ ৩

অন্বয় ঃ তস্যাঃ বেদিঃ উপস্থঃ লোমানি বর্হিঃ চর্ম অধিষবণে ; সমিদ্ধঃ মধ্যতঃ তৌ মুষ্কৌ। সঃ যাবান্‌ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকঃ ভবতি, তাবান্‌ অস্য লোকঃ ভবতি - যঃ এবম্‌ বিদ্বান্‌ অধোপহাসম্‌ চরতি আসাম্‌ স্ত্রীণাম্‌ সুকৃতম্‌ বৃঙ্‌ক্তে, অথ যঃ ইদম্‌ অবিদ্বান্‌ অধোপহাসম্‌ চরতি আ অস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতম্‌ বৃঞ্জতে।

সরলার্থ ঃ স্ত্রীর উপস্থকে বেদি, লোমসমূহকে কুশ, চর্মকে চর্ম এবং মুষ্কদ্বয়কে (উভয় পার্শ্বস্থ স্থূল মাংসখণ্ডকে) অধিষবণদ্বয় (সোমপেষণের পাষাণ খণ্ডদ্বয়) বলিয়া চিন্তা করিবে। বাজপেয় যজ্ঞকারী যে লোক বা ফল পায়, যথোপযুক্ত জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিও সেইরকম ফল লাভ করে। যে ইহা জানিয়া অধোপহাস (মৈথুনকর্ম) করে সে স্ত্রীগণের সুকৃতি (পুণ্য) অর্জন করে। আর ইহা না জানিয়া যে অধোপহাস করে স্ত্রীগণ তাহার সুকৃতি ঢাকিয়া রাখে।

৪০৭. এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্নাকো মৌদ্গল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্‌ কুমারহারিত আহ বহবো মর্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি য ইদমবিদ্বাং-সোঽধোপহাসং চরন্তীতি বহু বা ইদং সুপ্তস্য বা জাগ্রতো বা রেতঃ স্কন্দতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্‌ উদ্দালকঃ আরুণিঃ আহ ; এতৎ হ স্ম বৈ তৎ

বিদ্বান্‌ নাকঃ মৌদ্গল্য আহ ; এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্‌ কুমারহারিতঃ আহ—বহবঃ মর্যাঃ (মরণশীল) ব্রাহ্মণায়নাঃ (ব্রাহ্মণ নামধারী কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণহীন) নিরিন্দ্রিয়াঃ বিসুকৃতঃ (বি + সুকৃৎ, সুকৃতিবিহীন) অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি (গমন করে) যে ইদম্‌ অবিদ্বাংসঃ অধোপহাসম্‌ চরন্তি ইতি বহু বৈ ইদম্‌ সুপ্তস্য বা জাগ্রতঃ বা রেতঃ স্কন্দতি।

সরলার্থ ঃ এই বিষয়টি (বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ অধোপহাস) জানিয়াই উদ্দালক আরুণি, মুদ্গলপুত্র নাক এবং কুমার হারিত বলিয়াছিলেন, 'এমন অনেক নামে মাত্র ব্রাহ্মণ আছে যাহারা এই তত্ত্ব না জানিয়া রীতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ফলে বিকলেন্দ্রিয় ও পুণ্যহীন হইয়া ইহলোক ত্যাগ করে।' জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় উহাদের বহু পরিমাণ শুক্র স্খলন হয়।

৪০৮. তদভিমৃশেদনু বা মন্ত্রয়েত যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কান্‌ৎসীদ্যদোষ-ধীরপ্যসরদ্যদপঃ ইদমহং তদ্রেত আদদে পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ। পুনরগ্নির্ধিষ্ণ্যা যথাস্থানং কল্পন্তামিত্যনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যামা-দায়ান্তরেণ স্তনৌ বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ ॥ ৫

অন্বয় ঃ তৎ অভিমৃশেৎ অনু বা মন্ত্রয়েত—যৎ মে অদ্য রেতঃ পৃথিবীম্‌ অস্কান্‌ৎ-সীৎ যৎ ওষধীঃ অপি অসরৎ, যৎ অপঃ [অসরৎ] ইদম্‌ অহম্‌ তৎ রেতঃ আদদে ; পুনঃ মাম্‌ ঐতু ইন্দ্রিয়ম্‌ পুনঃ তেজঃ পুনঃ ভগঃ পুনঃ অগ্নিঃ ধিষ্ণ্যাঃ যথাস্থানম্‌ কল্পতাম্‌ ইতি অনামিকা+অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্‌ আদায় অন্তরেণ স্তনৌ (দুই স্তনের মধ্যভাগে) বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ (মর্দন করিব)।

সরলার্থ ঃ নির্গত শুক্র স্পর্শ করিয়া সে তখন এই মন্ত্র জপ করিবে—'আজ আমার যে শুক্র পৃথিবীতে স্খলিত হইল অথবা যে শুক্র ওষধি ও জলে নির্গত হইয়াছে, তাহা আমি গ্রহণ করিতেছি।' এই মন্ত্র পাঠের পর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় বলিবে—'নির্গত শুক্ররূপ ইন্দ্রিয় পুনরায় আমাতে ফিরিয়া আসুক এবং দেহকান্তি, সৌভাগ্য ও তেজ আমাতে প্রত্যাবর্তন করুক। অগ্নিতে আশ্রিত দেবগণ পুনরায় এই শুক্রকে যথাস্থানে স্থাপন করুন।' এই মন্ত্র উচ্চারণের পর সেই শুক্র স্তনদ্বয় বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ঘষিয়া দিবে।

৪০৯. অথ যদ্যুদক আত্মানং পশ্যেত্তদভিমন্ত্রয়েত—ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণং সুকৃতমিতি শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্মলোদ্বাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যোপমন্ত্রয়েত ॥ ৬

অন্বয় ঃ অথ যদি উদকে (জলে) আত্মানম্‌ (আপনাকে) পশ্যেৎ (দর্শন করে) তৎ (তাহা হইলে) অভিমন্ত্রয়েত (জপ) করিবে)—ময়ি (আত্মাতে) তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্‌ (ইন্দ্রিয়সামর্থ্য) যশঃ দ্রবিণম্‌ (ধন) সুকৃতম্‌ ইতি। শ্রীঃ (শ্রী, যশস্বিনী) হ বৈ এষা (এই) স্ত্রীণাম্‌ (স্ত্রীলোকের মধ্যে, যৎ (যেহেতু ; কিংবা যে) মল + উৎবাসাঃ (যে স্ত্রীলোক ঋতুর পরে মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে) তস্মাৎ (সেইজন্য) মলোৎবাসসম্‌ (ঋতুকালের অপবিত্র বস্ত্র যে স্ত্রীলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে) যশস্বিনীম্‌ (যশস্বিনীকে) অভিক্রম্য (নিকটে গমন করিয়া) উপমন্ত্রয়েত (আহ্বান করিবে)।

সরলার্থ ঃ যদি কেহ জলমধ্যে নিজের ছায়া দেখে তবে এই মন্ত্র জপ করিবে—

দেবতারা আমায় তেজ, শক্তি, যশ, ধন ও সুকৃতি দান করুন। যে স্ত্রী ঋতুকালীন মলিনবাস পরিত্যাগ করিয়াছে, সে স্ত্রীগণের মধ্যে লক্ষ্মীরূপা। (সেই পুরুষ) মলিনবাস পরিত্যক্তা সেই যশস্বিনী স্ত্রীর নিকট যাইয়া তাহাকে আহ্বান করিবে।

৪১০. সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যষ্ট্যা পাণিনা বোপহত্যাতিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইত্যযশা এব ভবতি ॥ ৭

অন্বয় ঃ সা চেৎ অস্মৈ (ইহাকে) ন দদ্যাৎ (প্রদান করে) কামম্ (কামনাকে), এনাম্ (এই স্ত্রীলোকে) অব+ক্রীণীয়াৎ (নিজবশে আনয়ন করিবে)। সা চেৎ অস্মৈ ন এব দদ্যাৎ কামম্, এনাম্ যষ্ট্যা (যষ্টিদ্বারা) বা পাণিনা (হস্তদ্বারা) বা উপহত্য (প্রহার করিয়া) অতিক্রামেৎ (অভিভূত করিবে)—ইন্দ্রিয়েণ (ইন্দ্রিয়-শক্তিদ্বারা) যশসা (আমার যশদ্বারা) তে যশঃ (তোমার যশকে) আদদে (গ্রহণ করি) ইতি। অযশাঃ এব ভবতি।

সরলার্থ ঃ যদি সেই স্ত্রী এই পুরুষকে কামনা না যোগায় তবে সে সেই স্ত্রীলোককে উপহারাদি দ্বারা বশীভূত করিবে। তাহাতেও যদি সে পুরুষের কামনা চরিতার্থ না করে তবে সেই স্ত্রীকে সে হাত বা লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিবে—'আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশদ্বারা তোমার যশ গ্রহণ করিতেছি।' এই বলিয়া তাহাকে বশীভূত করিবে। ইহাতে সেই স্ত্রী যশোহীনা হইবে।

৪১১. সা চেদস্মৈ দদ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশস্বিনাবেব ভবতঃ ॥ ৮

অন্বয় ঃ স চেৎ অস্মৈ দদ্যাৎ ইন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশঃ আদধামি (প্রদান করি) ইতি। যশস্বিনৌ (উভয়ই যশস্বী) এব ভবতঃ (হয়)।

সরলার্থ ঃ যদি সেই স্ত্রী উক্ত পুরুষকে কামনা দান করে, তবে সে বলিবে—'আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশ দ্বারা তোমাতে যশ অর্পণ করিতেছি।' ইহার ফলে উভয়েই যশস্বী হয়।

৪১২. স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সংধায়োপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেদঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। স ত্বমঙ্গকষায়োঽসি দিগ্ধবিদ্ধামিব মাদয়েমামমূং ময়ীতি ॥ ৯

অন্বয় ঃ সঃ যাম্ ইচ্ছেৎ কাময়েত মা (আমাকে) ইতি তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় (স্থাপন করিয়া) মুখেন মুখম্ সন্ধায় (সংযোগ করিয়া) উপস্থম্ অস্যাঃ অভিমৃশ্য জপেৎ—অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সম্ভবসি, হৃদয়াৎ অধিজায়সে, সঃ ত্বম্ অঙ্গকষায়ঃ (অঙ্গের রস) অসি দিগ্ধবিদ্ধাম্ ইব (বিষলিপ্ত শরবিদ্ধা মৃগীর ন্যায়) মাদয় (বশীভূত কর) ইমাম্ অমূম্ ময়ি ইতি।

সরলার্থ ঃ যে (পুরুষ) ইচ্ছা করে যে স্ত্রী তাহাকে কামনা দান করুক, সে সেই স্ত্রীতে আপনার ইন্দ্রিয় সংযোগ করিয়া, তাহার মুখে মুখ মিলাইয়া ও তাহার উপস্থ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে—তুমি (শুক্র) আমার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে সম্ভূত হও, হৃদয় হইতে জন্মাও, তুমি আমার সর্বাঙ্গের রস, তুমি ইহাকে (স্ত্রীকে) বিষবাণবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় বশীভূত করিয়া আমাকে আনন্দে মত্ত কর।

৪১৩. অথ যামিচ্ছেন্ন গর্ভং দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সংধায়াভিপ্রাণ্যাপান্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদ ইত্যরেতা এব ভবতি ॥ ১০

অন্বয় ঃ অথ যাম্ ইচ্ছেৎ—ন গর্ভম্ দধীত (ধারণ করুক) ইতি তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্ সন্ধায় অভিপ্রাণ্য (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) অপান্যাৎ ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেতঃ আদদে ইতি অরেতাঃ এব ভবতি।

সরলার্থ ঃ যদি সে কামনা করে যে স্ত্রী যেন গর্ভধারণ না করে, তবে সেই স্ত্রীতে ইন্দ্রিয় সংযোগ করিয়া মুখে মুখ মিলাইয়া, প্রথমে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পরে প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া বলিবে—'আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা ও শুক্র দ্বারা আমি তোমা হইতে শুক্র পুনর্গ্রহণ করিতেছি।' তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হয় না।

৪১৪. অথ যামিচ্ছেদ্দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সংধায়াপান্যাভি-প্রাণ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামীতি গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥ ১১

অন্বয় ঃ অথ যাম্ ইচ্ছেৎ—দধীত ইতি অস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্ সন্ধায় অপান্য অভিপ্রাণ্যাৎ ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেতঃ আদধামি ইতি গর্ভিণী এব ভবতি।

সরলার্থ ঃ আর যদি পুরুষ চায় যে স্ত্রী গর্ভধারণ করুক, তবে পূর্ববৎ ইন্দ্রিয় সংযোগ করিয়া, মুখে মুখ মিলাইয়া, প্রথমে প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া পরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিবে—'আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা ও শুক্র দ্বারা আমি তোমাতে শুক্র রক্ষা করিতেছি।'

৪১৫. অথ যস্য জায়ায়ৈ জারঃ স্যাত্তং চেদ্ দ্বিষ্যাদামপাত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় প্রতিলোমং শরবর্হিস্তীর্ত্বা তস্মিন্নেতাঃ শরভৃষ্টীঃ প্রতিলোমাঃ সর্পিষাক্তা জুহুয়ান্মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ পুত্রপশূংস্ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীরিষ্টাসুকৃতে ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীরাশাপরাকাশৌ ত আদদেঽসাবিতি স বা এষ নিরিন্দ্রিয়ো বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি যমেবংবিদ্ ব্রাহ্মণঃ শপতি তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেদুত হ্যেবংবিৎ পরো ভবতি ॥ ১২

অন্বয় ঃ অথ যস্য জায়া বৈ (জায়ার প্রতি) জারঃ স্যাৎ, তম্ চেৎ দ্বিষ্যাৎ (যদি দ্বেষ করে) আমপাত্রে (কাঁচা মাটির পাত্রে) অগ্নিম্ উপ+সম্+আধায় (স্থাপন করিয়া) প্রতিলোমম্ (প্রচলিত রীতির বিপরীতভাবে) শরবর্হিঃ (কুশের স্তরকে) তীর্ত্বা (বিস্তৃত করিয়া) তস্মিন্ (তাহাতে) এতাঃ শরভৃষ্টীঃ (কুশের অগ্রভাগকে) প্রতিলোমাঃ সর্পিষা (ঘৃতদ্বারা) আক্তাঃ (মাখাইয়া) জুহুয়াৎ—মম সমিদ্ধে (অগ্নিতে; যোষারূপ অগ্নিতে) অহৌষীঃ (আহুতি দিয়াছ) প্রাণ+অপানৌ (প্রাণ ও অপানকে) তে (তোমার) আদদে (গ্রহণ করি) অসৌ (ঐ—এস্থলে তাহার নাম উচ্চারণ করে) ইতি! মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ, পুত্রপশূন্ (পুত্র ও পশুসমূহকে) তে আদদে—অসৌ—ইতি। মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ, ইষ্টা+সুকৃতে (যজ্ঞ ও সুকৃতিকে) তে আদদে—অসৌ—ইতি। মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ আশাপরাকাশৌ (আশা ও পরাকাশকে;

পরাকাশ = দূরবর্তী আশা) তে আদদে—অসৌ—ইতি। সঃ বৈ এষঃ (সেই লোক) নিরিন্দ্রিয়ঃ বিসুকৃতঃ (সুকৃতি বিহীন) অস্মাৎ লোকাৎ (এই পৃথিবী হইতে) প্র + এতি (পরলোক গমন করে), যম্ এবম্ + বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন; যে এই প্রকার অভিসম্পাত জানে) ব্রাহ্মণঃ শপতি (শাপ দেয়)। তস্মাৎ এবংবিৎ + শ্রোত্রিয়স্য (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন শ্রোত্রিয়ের) দারেণ (দারার সহিত) ন উপহাসম্ ইচ্ছেৎ; উত হি এবংবিৎ পরঃ (শত্রু) ভবতি।

সরলার্থ ঃ যদি কাহারও স্ত্রীর উপপতি থাকে এবং সে যদি সেই উপপতির অনিষ্ট করিতে চায় তবে কাঁচা মৃৎপাত্রে আগুন রাখিয়া তাহাতে বিপরীতভাবে শরকুশ বিছাইবে। পরে কুশাগ্রভাগ ঘৃতে সিক্ত করিয়া অগ্নিতে বিপরীতক্রমে উপপতির নাম উচ্চারণ করিয়া এইভাবে আহুতি দিবে—'তুমি আমার (স্ত্রীরূপ) প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার প্রাণ ও অপানকে আমি গ্রহণ করিতেছি। তুমি আমার প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার সন্তান ও পশু আমি গ্রহণ করিতেছি। তুমি আমার প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার ইষ্ট ও সুকৃতি আমি গ্রহণ করিতেছি। তুমি আমার প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমি গ্রহণ করিতেছি।' এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাহাকে অভিশাপ দেন, সেই লোক ইন্দ্রিয়শক্তিরহিত ও সুকৃতিহীন হইয়া ইহলোক ত্যাগ করে। সুতরাং এইরূপ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সহিত উপহাস করিতেও যাইও না (দুষ্কর্ম তো দূরের কথা) এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিও শত্রু হইতে পারেন।

৪১৬. অথ যস্য জায়ামার্তবং বিন্দেৎ ত্র্যহং কংসেন পিবেদহতবাসা নৈনাং
বৃষলো ন বৃষল্যুপহন্যাৎ ত্রিরাত্রান্ত আপ্লুত্য ব্রীহীনবঘাতয়েৎ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ অথ যস্য জায়াম্ আর্তবম্ (ঋতুভাব) বিন্দেৎ (প্রাপ্ত হয়), ত্র্যহম্ (ত্রি + অহন্, তিন দিন) কংসেন (কংসপাত্রে) পিবেৎ (পান করিবে) অহতবাসাঃ (অচ্ছিন্নবাস পরিধান করিয়া) ন এনাম্ (এই স্ত্রীলোককে) বৃষলঃ (শূদ্র), ন বৃষলী (শূদ্রা) উপহন্যাৎ (স্পর্শ করিবে)। ত্রিরাত্রান্তে (তিন রাত্রির পরে) আপ্লুত্য (স্নান করিয়া) ব্রীহীন্ (ধান্য) অবঘাতয়েৎ (ভাঙ্গিবার জন্য নিয়োগ করিবে)।

সরলার্থ ঃ জায়ার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে সে তিন দিন অচ্ছিন্নবাস পরিয়া কংসপাত্রে পান করিবে। কোন শূদ্র বা শূদ্রী যেন ইহাকে স্পর্শ না করে। তিন রাত্রির পর তাহাকে স্নান করাইয়া ধান ভাঙ্গিবার কাজে লাগাইবে।

মন্তব্য ঃ কংসেন—পাঠান্তর ঃ কংসে + ন (অর্থাৎ কংসপাত্রে নহে)।

৪১৭. স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি
ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ সঃ যঃ ইচ্ছেৎ—পুত্রঃ মে (আমার) শুক্ল (শ্বেতবর্ণ) জায়েত (জন্মগ্রহণ করুক) বেদম্ অনুব্রুবীত (এক বেদ অধ্যয়ন করুক; অনু + ব্রূ = অপরের মুখে শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করা), সর্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণায়ু) ইয়াৎ (প্রাপ্ত হউক) ইতি—ক্ষীর + ওদনম্ (দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন) পাচয়িত্বা (রন্ধন করিয়া) সর্পিষ্মন্তম্ (ঘৃতযুক্ত) অশ্নীয়াতাম্ (ভোজন করিবে) ঈশ্বরৌ (সমর্থ) জনয়িতবৈ (= জনয়িতুম্—উৎপন্ন করিতে)।

সরলার্থ ঃ যদি কেহ চায়—আমার গৌরবর্ণ পুত্র হউক, এক বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু লাভ করুক—তবে তাহারা দুইজন (স্বামী-স্ত্রী) পায়স রাঁধিয়া তাহাতে ঘি দিয়া খাইবে। (তাহা হইলে তাহারা ঐ রকম সন্তান) উৎপাদন করিতে পারিবে।

৪১৮. অথ যঃ ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদাবনুব্রুবীত
সর্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ
জনয়িতবৈ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ অথ যঃ ইচ্ছেৎ—পুত্রঃ মে কপিলঃ (কপিলবর্ণ) পিঙ্গলঃ (পিঙ্গল চক্ষুযুক্ত) জায়েত (উৎপন্ন হউক) দ্বৌ বেদৌ (দুই বেদ) অনুব্রুবীত (অধ্যয়ন করুক) সর্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি—দধি + ওদনম্ (দধিমিশ্রিত অন্ন) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্ ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

সরলার্থ ঃ যদি কেহ চায়—আমার পিঙ্গল চক্ষুযুক্ত ও কপিলবর্ণ সন্তান হউক, সে দুই বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু লাভ করুক—তবে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুই জন দধি দিয়া চরু রাঁধিয়া তাহাতে ঘি মিশাইয়া খাইবে। (তাহা হইলে তাহারা ঐ রকম সন্তান) উৎপাদন করিতে পারিবে।

৪১৯. অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্বেদাননুব্রুবীত
সর্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ
জনয়িতবৈ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ অথ যঃ ইচ্ছেৎ—পুত্রঃ মে শ্যামঃ লোহিতাক্ষঃ জায়েত ত্রীন্ বেদ (তিন বেদ) অনুব্রুবীত, সর্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ—উদ + ওদনম্ (জলে সিদ্ধ অন্ন) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্ ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

সরলার্থ ঃ যদি কেহ চায়—আমার রক্তচক্ষু ও শ্যামবর্ণ পুত্র হউক, সে তিন বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু লাভ করুক—তবে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজন জলে সিদ্ধ অন্ন ঘি মিশাইয়া খাইবে। (তাহা হইলে তাহারা ঐ রকম সন্তান) উৎপাদন করিতে পাবিরে।

৪২০. অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং
পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৭

অন্বয় ঃ অথ যঃ ইচ্ছেৎ—দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত, সর্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি—তিল + ওদনম্ (তিলমিশ্রিত অন্ন) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্ ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

সরলার্থ ঃ যদি কেহ চায়—আমার বিদুষী কন্যা জন্মলাভ করুক এবং সে পূর্ণায়ু হউক—তবে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুই জন তিলমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করিয়া তাহাতে ঘি মিশাইয়া খাইবে। (তাহা হইলে তাহারা ঐরকম কন্যা) উৎপাদন করিতে পারিবে।

মন্তব্য ঃ এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে এই যুগে নারীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইত।

৪২১. অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বান্বেদাননুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা ॥ ১৮

অন্বয় ঃ অথ যঃ ইচ্ছেৎ—পুত্রঃ মে পণ্ডিতঃ বিগীতঃ (বিশেষরূপে গীত বিখ্যাত) সমিতিম্‌+গমঃ (সভায় যাইয়া বিচার করিতে সমর্থ) শুশ্রূষিতাম্‌ বাচম্‌ (রমণীয় বাক্য) ভাষিতা (বক্তা) জায়েত, সর্বান্‌ বেদান্‌ অনুব্রুবীত, সর্বম্‌ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি—মাংস+ওদনম্‌ (মাংসমিশ্রিত অন্ন) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্‌ অশ্নীয়াতাম্‌ ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ ঔক্ষেণ (বৃষমাংসের সহিত ; উক্ষ=বৃষ) বা আর্ষভেণ (অধিকবয়স্ক বৃষ-মাংসের সহিত) বা ।

সরলার্থ ঃ যে চায়—আমার এমন এক পুত্র হউক যে পণ্ডিত, প্রখ্যাত, সভাসদ ও সুভাষ হইবে, সর্ববেদ অধ্যয়ন করিবে এবং পূর্ণায়ু হইবে—তবে তাহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মাংসমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করিয়া তাহাতে ঘি মিশাইয়া খাইবে। এই মাংস তরুণ বা বয়স্ক বৃষের হইলে (তাহারা ঐ রকম সন্তান) জন্ম দিতে পারিবে।

মন্তব্য ঃ এই যুগে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না। এই মন্ত্রে গোমাংস ভোজনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এখানে বলা যাইতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণে (৩।১।২।২১) গোমাংস ভোজন নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু নিষেধ করিয়াও সেখানে বলা হইয়াছে 'হ উবাচ যাজ্ঞবল্কঃ অশ্নামি এব অহম্‌ অংসলং চেৎ ভবতি'—অর্থাৎ 'যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, '(এই মাংস) যদি অংসল অর্থাৎ কোমল হয়, তাহা হইলে আমি ভোজনই করি' (৩।১।২।২১)। এস্থলে অনড্বান্‌ (অর্থাৎ বলদ) এবং ধেনুর মাংসের কথা হইয়াছে।

৪২২. অথাভিপ্রাতরেব স্থালীপাকাবৃতাজ্যং চেষ্টিত্বা স্থালীপাকস্যোপঘাতং জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহানুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি প্রাশ্যেতরস্যাঃ প্রযচ্ছতি প্রক্ষাল্য পাণী উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনৈনাং ত্রিরভ্যুক্ষত্যুত্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রপূর্ব্যাং সং জায়াং পত্যা সহেতি। ১৯

অন্বয় ঃ অথ অভিপ্রাতঃ এব (প্রাতঃকালের অভিমুখে) স্থালী+পাক+আবৃতা (স্থালীপাক=স্থালীতে অর্থাৎ পাত্রে রন্ধন, আবৃতা=বিধি অনুসারে) আজ্যম্‌ চেষ্টিত্বা (প্রস্তুত করিয়া ; সংস্কার করিয়া) স্থালীপাকস্য উপঘাতম্‌ (অল্প অল্প করিয়া লইয়া) জুহোতি—অগ্নয়ে স্বাহা অনুমতয়ে (অনুমতি দেবীর উদ্দেশে) স্বাহা দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় (সত্যপ্রসবিত সবিতা দেবের উদ্দেশে) স্বাহা ইতি—হুত্বা (আহুতি দিয়া) উদ্ধৃত্য (তুলিয়া) প্র+অশ্নাতি (ভক্ষণ করে)। প্রাশ্য (ভোজন করিয়া) ইতরস্যাঃ (অপরকে, স্ত্রীকে) প্রযচ্ছতি (দেয়)। প্রক্ষাল্য (ধৌত করিয়া) পাণী (দুই হাত) উদপাত্রম্‌ (উদক+পাত্রম্‌ ; জলের পাত্রকে) পূরয়িত্বা (পূর্ণ করিয়া) তেন (তাহা দ্বারা) এনাম্‌ (স্ত্রীকে) ত্রিঃ (তিনবার) অভ্যুক্ষতি (অভি+উক্ষতি=জলসিক্ত করে)—উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) অতঃ (এই স্থান হইতে) বিশ্ববসো (বিশ্বাবসু, সম্বো) অন্যাম্‌ (অন্যকে) ইচ্ছ (কামনা করে) প্র পূর্ব্যাম্‌ জায়াম্‌ সম্‌ (যুবতী জায়াকে ; তরুণীম্‌—আনন্দদায়িনী) পত্যা সহ (পতির সহিত) ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর প্রত্যুষের দিকে স্থালীপাকের নিয়মানুসারে আজ্য সংস্কার করিয়া স্থালীপাক হইতে অল্প অল্প করিয়া হোমদ্রব্য লইয়া—অগ্নিতে আহুতি দিয়া (এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে)—'অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা ! অনুমতির উদ্দেশে স্বাহা ! সত্যপ্রসবিতা সবিতৃদেবের উদ্দেশে স্বাহা !' (এই প্রকারে) আহুতি দিয়া পাত্রের অবশিষ্ট অংশটি ভক্ষণ করিবে। নিজে ভক্ষণ করিয়া ভুক্তাবশেষ স্ত্রীকে দিবে। তারপর দুই হাত ধুইয়া জল দিয়া জলপাত্র পূর্ণ করিবে এবং সেই জলে স্ত্রীকে তিন বার সিক্ত করিবে। পরে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—'হে বিশ্বাবসু, তুমি এখান হইতে উঠিয়া অন্য কোথাও যাও ; অন্য কোন যুবতীকে, পতিসহ কোন জায়াকে, কামনা কর।

মন্তব্য ঃ পত্যা সহ—কেহ কেহ এই অংশকে দুইটি বাক্যরূপে গ্রহণ করেন। সমগ্র অংশের অর্থ এই—হে বিশ্বাবসু, উত্থিত হইয়া অন্যত্র গমন করে ; অন্য কোন যুবতীকে কামনা কর। পতিসহ (এই নারী বর্তমান)। ভাবার্থ এই—এই রমণী পতিলাভ করিয়াছে, সুতরাং তুমি ইহাকে কামনা করিও না, তুমি অন্য কোন যুবতীর নিকটে যাও।

৪২৩. অথৈনামভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সংরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি ॥ ২০

অন্বয় ঃ অথ এনাম্‌ অভিপদ্যতে (অভিগমন করে)—অমঃ (প্রাণ) অহম্‌ অস্মি ; সা (বাক্‌) ত্বম্‌ (তুমি) ; সা ত্বম্‌ অসি, অমঃ অহম্‌। সাম অহম্‌ অস্মি ; ঋক্‌ ত্বম্‌, দ্যৌঃ অহম্‌, পৃথিবী ত্বম্‌। তৌ (সেই আমরা দুই জন) এহি (এস) সম্‌+রভাবহে (চেষ্টা করি) সহ রেতঃ দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয়ে ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর সে সেই নারীর নিকট যাইয়া বলিবে—আমি 'অম', তুমি 'সা'। তুমি 'সা', আমি 'অম'। আমি সাম, তুমি ঋক্‌। আমি দ্যৌ, তুমি পৃথিবী। এস আমরা দুই জনে চেষ্টা করি যেন আমাদের পুত্র-সন্তান লাভ হয়।

৪২৪. অথাস্যা ঊরূ বিহাপয়তি বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী ইতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সংধায় ত্রিরেনামনুলোমামনুমার্ষ্টি—বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ২১

অন্বয় ঃ অথ অস্যাঃ ঊরূ বিহাপয়তি—বিজিহীথাম্‌ দ্যাবাপৃথিবী ইতি। তস্যাম্‌ অর্থম্‌ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্‌ সংধায় ত্রি এনাম্‌ অনুলোমাম্‌ অনুমার্ষ্টি বিষ্ণুঃ যোনিম্‌ কল্পয়তু ; ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ ; ধাতা গর্ভম্‌ দধাতু তে [(ক), অংশ (বিষ্ণু⋯তে) ঋগ্বেদ ১০।১৮৪।১, অথর্ববেদ ৫।২৫।৫, কৌষীতকি ব্রাঃ ৮।৫ প্রভৃতি স্থলেও আছে]। গর্ভম্‌ ধেহি সিনীবালি ! গর্ভম্‌ ধেহি পৃথুষ্টুকে ! গর্ভম্‌ তে অশ্বিনৌ দেবৌ আধত্তাম্‌ পুষ্করস্রজৌ। [(খ), এই অংশ ঋগ্বেদ, ১০।৮।২ এবং অথর্ববেদ ৫।২৫।৩ প্রভৃতি স্থলে আছে ; পার্থক্য অতি সামান্য।]

সরলার্থ ঃ 'হে আকাশ ও পৃথিবী, তোমরা পৃথক হও।'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে স্ত্রীর উরুদ্বয় বিযুক্ত করে। তারপর আপন ইন্দ্রিয় তাহাতে প্রবেশ করাইয়া মুখে মুখ মিলিত করিয়া তিনবার অনুলোমক্রমে তাহার আপাদমস্তক

মার্জনা করে। অতঃপর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলে—'বিষ্ণু তোমাকে গর্ভধারণ-সমর্থ করুন, প্রজাপতি (তোমার আত্মায় থাকিয়া) শুক্র সিঞ্চন করুক, ধাত্রী (তোমার আত্মায় থাকিয়া) গর্ভধারণ করুন। হে সিনীবালি (অমাদেবী), তুমি গর্ভধারণ কর। হে পৃথুষ্টুকা, তুমি গর্ভধারণ কর। হে পদ্মমালাধারী অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা গর্ভধারণ কর।'

৪২৫. হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাং নির্মন্থতামশ্বিনৌ। তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে। যথাঽগ্নিগর্ভা পৃথিবী যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসাবিতি ॥ ২২

অন্বয় ঃ হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাম্ নির্মন্থতাম্ অশ্বিনৌ, তম্ তে গর্ভম্ হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে। যথা অগ্নিগর্ভা পৃথিবী, যথা দ্যৌঃ ইন্দ্রেণ গর্ভিণী, বায়ুঃ দিশাম্ যথা গর্ভঃ এবম্ গর্ভম্ দধামি তে অসৌ ইতি।

সরলার্থ ঃ অশ্বিনীদ্বয় যে দুইটি হিরণ্ময় অরণি দ্বারা মন্থন করেন, আমি দশম মাসে পুত্র প্রসবের জন্য তোমার সেই গর্ভ তাহাতে আহুতি দিতেছি। পৃথিবী যেমন অগ্নিগর্ভা, আকাশ যেমন সূর্যদ্বারা গর্ভবতী, দিকসকল যেমন বায়ুদ্বারা গর্ভিণী, তেমনি আমি তোমাতে গর্ভাধান করি।

৪২৬. সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি—যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা। ইন্দ্রস্যায়ং ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ। তমিন্দ্র নির্জহি গর্ভেণ সাবরাং সহেতি ॥ ২৩

অন্বয় ঃ সোষ্যন্তীম্ (আসন্নপ্রসবা নারীকে) অদ্ভিঃ অভ্যুক্ষতি। যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীম্ সম্ + ইঙ্গয়তি সর্বতঃ এবা তে গর্ভঃ এজতু সহ অবৈতু জরায়ুণা। ইন্দ্রস্য অয়ম্ ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ তম্ ইন্দ্রঃ নির্জহি গর্ভেণ সাবরাম্ সহ (মাংসপেশী সহ) ইতি।

সরলার্থ ঃ (পরে সুখপ্রসবের জন্য) আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর উপর জল সিঞ্চন করিয়া বলিবে—বায়ু যেমন পুষ্করিণীকে সকল দিকে আন্দোলিত করে, সেইরকম তোমার গর্ভ সর্বত্র সচল হইয়া জরায়ুসহ নির্গত হউক। ইন্দ্রের (গর্ভের) জন্য একটি আবরণযুক্ত পথ প্রস্তুত আছে। হে ইন্দ্র (প্রাণ), সেই পথ ধরিয়া তুমি গর্ভ ও গর্ভনিঃসরণ সময়ের মাংসপেশীর সহিত বাহির হইয়া আস।

মন্তব্য ঃ এই মন্ত্রটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে ঋগ্বেদ (৫।৭৮।৭) হইতে গৃহীত। ঋগ্বেদের ৫।৭৮।৮ অংশও প্রসব মন্ত্র।

৪২৭. জাতেঽগ্নিমুপসমাধায়াঙ্ক আধায় কংসে পৃষদাজ্যং সংনীয় পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোতি—অস্মিন্ সহস্রং পুষ্যাসমেধমানঃ স্বে গৃহে। অস্যোপসংদ্যাং মা চ্ছৈৎসীৎ প্রজয়া চ পশুভিশ্চ স্বাহা। ময়ি প্রাণাংস্ত্বয়ি মনসা জুহোমি স্বাহা। যৎ কর্মণাত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ স্বিষ্টং সুহুতং করোতু নঃ স্বাহেতি ॥ ২৪

অন্বয় ঃ জাতে (জন্মগ্রহণ করিলে) অগ্নিম্ উপ + সম্ + আধায় (আধান করিয়া, প্রজ্বলিত করিয়া) অঙ্কে আধায় কংসে (কাংসপাত্রে) পৃষৎ + আজ্যম্ (দধিমিশ্রিত

ঘৃত, পৃষৎ = বিচিত্রবর্ণ) সম্ + নীয় (রাখিয়া) পৃষৎ + আজ্যস্য উপঘাতম্ (৬।৪।১৯ দ্রঃ) জুহোতি—অস্মিন্ স্বে গৃহে (এই আমার গৃহে) সহস্রম্ পুষ্যাসম্ (যেন পোষণ করিতে পারি) এধমানঃ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া)। অস্য (ইহার উপসংদ্যাম্ (বংশে ; সন্ততিতে - আনন্দগিরি) মা ছৈৎসীৎ (ছিন্ন হয়) প্রজয়া পশুভিঃ চ। স্বাহা। ময়ি (আমাতে, আমাতে যাহা আছে) প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) ত্বয়ি (তোমাতে, অর্থাৎ পুত্রে) মনসা (মনদ্বারা) জুহোমি (আহুতি দিতেছি) স্বাহা। যৎ (যাহা) কর্মণা (কর্মদ্বারা) অতি অরীরিচম্ (অতিক্রম করিয়াছি, অধিক করিয়াছি) বা যৎ ন্যূনম্ (অল্প) ইহ অকরম্ (করিয়াছি), অগ্নিঃ তৎ (তাহাকে) (স্বিষ্টকৃৎ (সু + ইষ্টকৃৎ = শ্রেষ্ঠযজ্ঞকারী ; অগ্নির বিশেষণ) বিদ্বান্ (জানিয়া ; কিংবা জ্ঞানী) স্বিষ্টম্ (সু + ইষ্টম্, সুসম্পাদিত ইষ্ট) সুহুতম্ (সুন্দররূপে আহুত,) করোতু (করুন) নঃ (আমাদিগের পক্ষে)। স্বাহা। ইতি।

সরলার্থ ঃ পুত্র জন্মাইলে (পিতা) অগ্নি জ্বালিয়া তাহাকে কোলে নেন এবং কাঁসার পাত্রে পৃষদাজ্য (অর্থাৎ দধিমিশ্রিত ঘৃত) রাখিয়া তাহা অল্পে অল্পে আহুতি দিতে দিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন—'আমি এই পুত্ররূপে নিজের গৃহে বাড়িয়া যেন সহস্র (মানুষ ও পশুকে) পোষ্য করিতে পারি। ইহার বংশে সন্তান ও পশু যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। স্বাহা। (পুত্র) আমাতে যে প্রাণ আছে, তাহা আমি মনদ্বারা তোমাতে আহুতি দিতেছি। স্বাহা। আমি অল্প বা অধিক যাহা কিছু করিয়াছি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী অগ্নি তাহা জানিয়া আমাদের হোমকর্মকে সুসম্পাদিত ও সুহুত করুন।

৪২৮. অথাস্য দক্ষিণং কর্ণমভিনিধায় বাগ্বাগিতি ত্রিরথ দধি মধু ঘৃতং সংনীয়ানন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি। ভূস্তে দধামি ভুবস্তে দধামি স্বস্তে দধামি ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্বং ত্বয়ি দধামীতি ॥ ২৫

অন্বয় ঃ অথ অস্য দক্ষিণম্ কর্ণম্ অভিনিধায় (কর্ণে মুখসংলগ্ন করিয়া) বাক্ বাক্ ইতি ত্রিঃ (তিন বার)। অথ দধি, মধু, ঘৃতম্ সম্ + নীয় (মিশ্রিত করিয়া) অন্ + অন্তর্হিতেন (অন্তর্নিহিত না করিয়া, মুখের মধ্যে প্রবেশ না করাইয়া) জাতরূপেণ (হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা ; জাতরূপ—সুবর্ণ) প্র + অশয়তি (ভোজন করায়) ভূঃ (ভূর্লোককে) তে (তোমার জন্য) দধামি (স্থাপন করিতেছি), ভুবঃ (ভুবর্লোককে) তে দধামি ; স্বঃ (স্বর্লোককে) তে দধামি ; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ত্বয়ি (তোমাতে) দধামি ইতি।

সরলার্থ ঃ তারপর (পিতা) তাহার দক্ষিণ কানে মুখ লাগাইয়া তিন বার 'বাক্' 'বাক্' উচ্চারণ করে। তারপর দধি, মধু ও ঘৃত মিশাইয়া তাহা সোনার চমসদ্বারা, কিন্তু সেই চমস মুখের মধ্যে প্রবেশ না করাইয়া, (শিশুকে) পান করায় এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করে—'আমি তোমার জন্য ভূঃ-লোক, ভুবঃ-লোক ও স্বঃ-লোক স্থাপন করিতেছি ; আমি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-লোক তোমাতে স্থাপন করিতেছি।'

৪২৯. অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি তদস্য তদ্‌গুহ্যমেব নাম ভবতি ॥ ২৬

অন্বয় ঃ অথ অস্য নাম করোতি (নামকরণ করে) বেদঃ অসি (হও) ইতি। তৎ (তাহাই) অস্য তৎ গুহ্যম্ এব নাম ভবতি।

সরলার্থ ঃ তারপর এই বলিয়া তাহার নামকরণ করে—'তুমি বেদ'। ইহাই তাহার সেই গুহ্য নাম।

৪৩০. অথৈনং মাত্রে প্রদায় স্তনং প্রযচ্ছতি—যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবে করিতি ॥ ২৭

অন্বয়ঃ অথ এনম্ মাত্রে (মাতাকে) প্রদায় (প্রদান করিয়া) স্তনম্ প্রযচ্ছতি (প্রদান করে) যঃ তে স্তনঃ, শশয়ঃ (যাহা হইতে সর্বদা নির্গত হয়); যঃ ময়োভূঃ (আনন্দপ্রদ ; ময়ম্—আনন্দ), যঃ রত্নধা (রত্নধারয়িতা), যঃ বসুবিৎ (ধনবান্ ; যিনি বসু অর্থাৎ ধন লাভ করিয়াছেন) যঃ সুদত্রঃ (কল্যাণপ্রদ ; দত্র—দান), যেন বিশ্বা (বৈদিক, বিশ্বানি--সমুদয়) পুষ্যসি (পোষণ কর) বার্যাণি (বরণীয়) সরস্বতি ! তম্ (তোমার স্তনকে) ইহ (ইহাতে, আমার ভার্যার স্তনে) ধাতবে (পান করিবার জন্য) কঃ (বৈদিক,=কুরু—কর অর্থাৎ প্রবিষ্ট কর—আনন্দগিরি) ইতি।

সরলার্থঃ তারপর মাতাকে সন্তান দিয়া স্তনপান করিতে দেয় (এবং বলে)—সরস্বতী, তোমার যে স্তন হইতে নিত্য দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, যাহা আনন্দদায়ক, রত্নে পূর্ণ, ধনশালী, সুদাতা এবং যাহাদ্বারা তুমি সকল বরণীয় বস্তুকে পোষণ কর—তোমার সেই স্তন ইহাতে (অর্থাৎ আমার ভার্যার স্তনে) প্রবেশ করাও।

মন্তব্যঃ এই মন্ত্র পরিবর্তিত আকারে ঋগ্বেদ (১।১৬৪।৪৯) হইতে গৃহীত।

৪৩১. অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে—ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ। সা ত্বং বীরবতী ভব যাস্মান্ বীরবতোঽকরদিতি। তং বা এতমাহুরতিপিতা বতাভূরতিপিতামহো বতাভূঃ পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপচ্ছ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়ত ইতি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ অথ অস্য (শিশুর) মাতরম্ (মাতাকে) অভিমন্ত্রয়তে (সম্বোধন করিয়া বলে) ইলা অসি (হও) মৈত্রাবরুণী ; বীরে (বীরা, সম্বো) বীরম্ অজীজনৎ (উৎপন্ন করিয়াছে) সা ত্বম্ বীরবতী ভব (হও), যা (যে) আস্মান্ (আমাদিগকে) বীরবতঃ (বীরযুক্ত) অকরৎ (বৈদিক ; অকরোৎ—করিয়াছ) ইতি। তম্ বৈ এতম্ (এই শিশুকে) আহুঃ (বলে)—অতি পিতা (পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) বত (হর্ষসূচক অব্যয়) অভূঃ (হইয়াছ) অতি পিতামহঃ (পিতামহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) বত অভূঃ। পরমাম্ (শ্রেষ্ঠ) বত কাষ্ঠাম্ (শেষ সীমা) প্র+আপৎ (প্রাপ্ত হইয়াছে) শ্রিয়া (শ্রীদ্বারা) যশসা (যশদ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজদ্বারা) যঃ এবম্+বিদঃ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণের) পুত্রঃ জায়তে (উৎপন্ন হয়) ইতি।

সরলার্থঃ তারপর মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে—‘তুমি ইলা মৈত্রাবরুণী। বীরা, তুমি বীর পুত্র প্রসব করিয়াছ ; তুমি আমাদিগকে বীর করিয়াছ—তুমি বীরবতী হও।’ এই শিশুর বিষয়ে লোকে এইরূপ বলে, ‘তুমি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ (অর্থাৎ পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছ), তুমি পিতামহকে অতিক্রম করিয়াছ। যে এই রকম জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মায় সে শ্রী, যশ ও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করে।’

মন্তব্যঃ **অশ্লীল অংশাদিঃ** (ক) ৬।২।১৩, ৬।৪।২-১২ ও ৬।৪।২১-২৩ প্রভৃতি মন্ত্র অশ্লীল বোধে ইহাদের অনুবাদ দেওয়া গেল না।* এস্থলে প্রশ্ন এই—

---

* গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে এই মন্ত্রগুলির অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

উপনিষদে অশ্লীল বিষয়ের স্থান হইল কেন? এ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য এই—সাধারণ লোকের নিকটে বিবাহধর্ম ইন্দ্রিয়ভোগের ব্যাপার এবং হাস্য পরিহাসের বিষয়। ঋষি এস্থলে অন্য আদর্শ দেখাইয়াছেন। আমরা বলি বিধাতার সৃষ্টিব্যাপার অতি গম্ভীর ; ঋষির নিকটে মানবের উপ-সৃষ্টি ব্যাপারও তেমনি গম্ভীর। তিনি উপ-সৃষ্টিকে একটি যজ্ঞরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (৬।৪।৩) ; ইহা যজ্ঞ, সুতরাং ইহার শুভেক্ষণও আছে, মন্ত্রও আছে। উপনিষদের এই প্রকরণে এই উপসৃষ্টি-যজ্ঞই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার মন্ত্রাদি বর্তমান আদর্শের বিরোধী এবং এই যজ্ঞ বর্ণনাও সকলের পাঠ্য নহে। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের সমুদয় তত্ত্ব সকলের নিকটে ব্যক্ত করা যায় না। উপসৃষ্টি-যজ্ঞও গুহ্য বিষয় অর্থাৎ উপনিষৎ ঋষিগণ সাধারণের নিকট ইহা ব্যক্ত করিতেন না, উপদেশ দিতেন উপযুক্ত শিষ্যকে।

(খ) ৬।৪।৬-৮ অংশে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই উপদেশটিকে আমরা ঘোর দুর্নীতি বলিয়া মনে করি। ইহা সর্ব সমাজেই নিন্দনীয় এবং এজন্য রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হয়। উপনিষদে কেন ইহা স্থান পাইল সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই—যে যুগে বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হয় নাই বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যে যুগে নরনারীর দৈহিক সম্বন্ধকে আহার-নিদ্রার ন্যায় একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করা হইত, যে যুগে স্ত্রীজাতিকে গো, অশ্ব ও ধনধান্যের ন্যায় সম্পত্তি ও শস্যক্ষেত্রের ন্যায় ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং যে যুগে মানুষের পক্ষে কর্মার্থ ও আত্মরক্ষার্থ পুত্রলাভ ও পুত্রের সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল--উপনিষদের পূর্বোক্ত উপদেশ সেই যুগের নীতি।

ইহা অতি বর্বর যুগের নীতি। উপনিষদের যুগও যে এই প্রকার বর্বর ছিল তাহা নহে। সে যুগে যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ঋষির অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং গার্গী ও মৈত্রেয়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের আদর্শ উন্নত ছিল না। এই সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল ছিল। তাহার প্রমাণ এই—১। বামদেব্য-ব্রতে ব্যভিচার সমর্থন করা হইয়াছে (ছান্দোগ্য উঃ ২।১৩) ; ২। সত্যকাম জাবালের জন্ম (ছান্দোগ্য উঃ ৪।৪) ; ৩। মহাভারতের আদিপর্বে (১২২ অধ্যায়ে) ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। লিখিত আছে যে এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ উদ্দালক ও তাহার পুত্র শ্বেতকেতুর সমক্ষেই উদ্দালক-পত্নীকে যেন বল প্রকাশ করিয়াই (বলাৎ ইব) অন্যত্র লইয়া গেল। ইহাতে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু উদ্দালক বলিলেন—তাত! কোপ করিও না ; এষঃ ধর্মঃ সমাতনঃ অর্থাৎ ইহা সনাতন ধর্ম (১।১২২।১৪)। ইহার পরে তিনি আরও বলিলেন—পৃথিবীতে সর্ববর্ণের অঙ্গনাগণ অনাবৃতা। মনুষ্যগণ স্ব-স্ব বর্ণের নারীর সহিত গোবৎ আচরণ করে। (১।১২৩।১৪-১৫)।

উদ্দালক বৃহদারণ্যক উপনিষদের একজন ঋষি এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সমসাময়িক। কিন্তু এ যুগেও যে ব্যভিচার সমর্থিত হইয়াছে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নয় ; আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই প্রকার নিম্নস্তরের সমাজেও যাজ্ঞবল্ক্যাদির ন্যায় ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনিষদের এই মন্ত্রে ঋষি যে প্রচলিত নীতি অপেক্ষা হীন নীতি প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি প্রচলিত নীতিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

সন্তান ও শিষ্যপরম্পরা

৪৩২. অথ বংশঃ পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্রাদৌপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রঃ কাত্যয়নীপুত্রাৎ বাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ কৌশিকীপুত্রঃ আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কাম্বীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রঃ ॥ ১

৪৩৩. আত্রেয়ীপুত্রাদাত্রেয়ীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বাৎসীপুত্রাদ্বাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্র আর্তভাগীপুত্রাদার্তভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্রঃ সাংকৃতীপুত্রাৎ সাংকৃতীপুত্র আলম্বায়নীপুত্রাদালম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্রাদালম্বীপুত্রো জায়ন্তীপুত্রাজ্জায়ন্তীপুত্রো মাণ্ডূকায়নীপুত্রান্মাণ্ডূকায়নীপুত্রো মাণ্ডূকীপুত্রান্মাণ্ডূকীপুত্রঃ শাণ্ডলীপুত্রাচ্ছাণ্ডলীপুত্রো রাথীতরীপুত্রাদ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকীপুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুত্রৌ বৈদভৃতীপুত্রাদ্বৈদভৃতীপুত্রঃ কার্শকেয়ীপুত্রাৎ কার্শকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ প্রাচীনযোগীপুত্রঃ সাংজীবীপুত্রাৎ সাংজীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাদাসুরিবাসিনঃ প্রাশ্নীপুত্র অসুরায়ণাদাসুরায়ণ আসুরেরাসুরিঃ ॥ ২

৪৩৪. যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকাদুদ্দালকোঽরুণাদরুণ উপবেশেরুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্বাজশ্রবসো বাজশ্রবা জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্বাধ্যোগোঽসিতাদ্বার্ষগণাদসিতো বার্ষগণো হরিতাৎ ক্যশ্যপাদ্ধরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎ কশ্যপাচ্ছিল্পঃ কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈ ধ্রুবেঃ কশ্যপো নৈধ্রুবির্বাচো বাগম্ভিণ্যা অম্ভিণ্যাদিত্যাদাদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে ॥ ৩

৪৩৫. সমানমা সাংজীবীপুত্রাৎ সাংজীবীপুত্রো মাণ্ডূকায়নের্মাণ্ডূকায়নির্মাণ্ডব্যান্মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎ কৌৎসো মাহিত্থের্মাহিত্থির্বামকক্ষায়ণাদ্বামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্যজ্ঞবচসো রাজস্তম্বায়নাদ্যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়নস্তুরাৎ কাবষেয়াত্তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ংভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৪

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সরলার্থ ঃ অনন্তর বংশ (অর্থাৎ গুরুশিষ্য পারম্পর্য কথিত হইতেছে)—(১) পৌতিমাষীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে; (২) কাতায়নীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে; (৩) গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে; (৪) ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে; (৫) পারাশরীপুত্র উপস্বস্তীপুত্র হইতে; (৬) উপস্বস্তীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে; (৭) পারাশরী পুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে; (৮) কাত্যায়নীপুত্র কৌশিকীপুত্র হইতে; (৯) কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্র হইতে এবং বৈয়াঘ্রপদীপুত্র হইতে

(১০) বৈয়াঘ্রপদীপুত্র কাম্বীপুত্র ও কাপীপুত্র হইতে; (১১) কাপীপুত্র আত্রেয়ীপুত্র হইতে; (১২) আত্রেয়ীপুত্র গোতমীপুত্র হইতে; (১৩) গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে; (১৪) ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে; (১৫) পারাশরীপুত্র বাৎসীপুত্র হইতে; (১৬) বাৎসীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে; (১৭) পারাশরীপুত্র বার্কারুণীপুত্র হইতে; (১৮) বার্কারুণীপুত্র বার্কারুণীপুত্র হইতে; (১৯) বার্কারুণীপুত্র আর্তভাগীপুত্র হইতে; (২০) আর্তভাগীপুত্র শৌঙ্গীপুত্র হইতে; (২১) শৌঙ্গীপুত্র সাংকৃতীপুত্র হইতে; (২২) সাংকৃতীপুত্র আলম্বায়ণীপুত্র হইতে; (২৩) আলম্বায়ণীপুত্র আলম্বীপুত্র হইতে; (২৪) আলম্বীপুত্র জায়ন্তীপুত্র হইতে; (২৫) জায়ন্তীপুত্র মাণ্ডূকায়ণীপুত্র হইতে; (২৬) মাণ্ডূকায়ণীপুত্র মাণ্ডূকীপুত্র হইতে; (২৭) মাণ্ডূকীপুত্র শাণ্ডিলীপুত্র হইতে; (২৮) শাণ্ডিলীপুত্র রাথিতরীপুত্র হইতে; (২৯) রাথিতরীপুত্র ভালুকীপুত্র হইতে; (৩০) ভালুকীপুত্র ক্রৌঞ্চিকীপুত্রদ্বয় হইতে; (৩১) ক্রৌঞ্চিকীপুত্রদ্বয় বৈদভৃতীপুত্র হইতে; (৩২) বৈদভৃতীপুত্র কার্শকেয়ীপুত্র হইতে; (৩৩) কার্শকেয়ীপুত্র প্রাচীনযোগীপুত্র হইতে; (৩৪) প্রাচীনযোগীপুত্র সাঞ্জীবীপুত্র হইতে; (৩৫) সাঞ্জীবীপুত্র প্রাশ্নীপুত্র আসুরিবাসী হইতে; (৩৬) প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণ হইতে; (৩৭) আসুরায়ণ আসুরি হইতে; (৩৮) আসুরি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে; (৩৯) যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক হইতে; (৪০) উদ্দালক অরুণ হইতে; (৪১) অরুণ উপবেশি হইতে; (৪১) উপবেশি কুশ্রি হইতে; (৪৩) কুশ্রি বাজশ্রবা হইতে; (৪৪) বাজশ্রবা জিহ্বাবান বাধ্যোগ হইতে; (৪৫) জিহ্বাবান বাধ্যোগ অসিতবার্ষগণ হইতে; (৪৬) অসিতবার্ষগণ হরিতকশ্যপ হইতে; (৪৭) হরিতকশ্যপ শিল্পকশ্যপ হইতে; (৪৮) শিল্পকশ্যপ কশ্যপনৈধ্রুবি হইতে; (৪৯) কশ্যপনৈধ্রুবি বাক্ হইতে; (৫০) বাক্ অম্ভিণী হইতে; (৫১) অম্ভিণী আদিত্য হইতে। আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই শুক্লযজুঃসমূহ বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সাঞ্জীবীপুত্র পর্যন্ত (আচার্য ও শিষ্য) সমান (৩৪, ৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। (৩৫) সাঞ্জীবীপুত্র মাণ্ডূকায়নি হইতে; (৩৬) মাণ্ডূকায়নি মাণ্ডব্য হইতে; (৩৭) মাণ্ডব্য কৌৎস হইতে; (৩৮) কৌৎস মাহিত্থি হইতে; (৩৯) মাহিত্থি বামকক্ষায়ণ হইতে; (৪০) বামকক্ষায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে; (৪১) শাণ্ডিল্য বাৎস্য হইতে; (৪২) বাৎস্য কুশ্রি হইতে; (৪৩) কুশ্রি যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন হইতে; (৪৪) যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ণ তুর কাবষ হইতে; (৪৫) তুর কাবষ প্রজাপতি হইতে; (৪৬) প্রজাপতি ব্রহ্ম হইতে; (৪৭) ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার।

কৌষীতকি উপনিষদ

সূচনা

কৌষীতকি উপনিষদ ঋগ্‌বেদীয় শাংখায়ন শাখার অন্তর্গত। এ-উপনিষদ কৌষীতকি ব্রাহ্মণের অংশ নয়, কৌষীতকি আরণ্যকের অংশ। একে কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদও বলা হয়।

রূপকের সাহায্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ এ-উপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বহু পণ্ডিত উপনিষদটিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

যদিও আচার্য শঙ্কর এ-উপনিষদের ভাষ্য লেখেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে কৌষিতকি উপনিষদ থেকে অষ্টাশীটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রঙ্গরামানুজ বা মধ্বও এর কোন ভাষ্য লেখেন নি। প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে একমাত্র শঙ্করানন্দের একখানি ভাষ্য পাওয়া যায়। অধ্যাপক ই. বি. কাওয়েল (E. B. Cowell) ১৮৬১ সালে কৌষীতকি উপনিষদের মূল, তার ইংরেজি অনুবাদ এবং শঙ্করানন্দ দীপিকার বিশেষ বিশেষ অংশের অনুবাদ Bibliotheca Indica Series-এর এক অংশরূপে প্রকাশ করেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স (William Jones)-এর ঈশোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদের পর ইউরোপীয় পণ্ডিত কর্তৃক এটি দ্বিতীয় উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ। বর্তমান যুগে রাধাকৃষ্ণণের ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। শঙ্করানন্দের দীপিকা এবং তাঁর গৃহীত এই উপনিষদের মূল আনন্দাশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। Biblotheca Indica-র পাঠের সঙ্গে আনন্দাশ্রমের পাঠের স্থানে স্থানে পার্থক্য আছে।

এই উপনিষদখানি বৈদিক উপনিষদাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন উপনিষদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বৃহদারণ্যক উপনিষদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ বিষয়ে অনেকে অবশ্য আবার ভিন্ন মত পোষণ করেন। শ্রীঅনির্বাণ ঐতরেয় উপনিষদকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করেন। কৌষীতকি ও ঐতরেয় উভয় উপনিষদই ঋগ্‌বেদীয়। ঋগ্‌বেদ বেদসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে উপনিষদ দুটির প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত বলে মনে করা যেতে পারে।

শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্‌ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌, আবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্‌ সংদধামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারম্‌। অবতু রক্তারম্‌॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

সান্বয় অনুবাদ : ওঁ বাক্‌ মনসি প্রতিষ্ঠিতা [ভবতু] (আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক), মে মনঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌ [ভবতু] (আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক), আবিঃ (হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম), মে আবীঃ এধি (আমার নিকট প্রকাশিত হও)। [হে বাক্য ও মন] মে বেদস্য আণী স্থঃ (আমার নিকট বেদার্থ আনয়নে সমর্থ হও), মে শ্রুতং মা প্রহাসীঃ (আমার শ্রুত বেদার্থ বিষয় আমাকে পরিত্যাগ না করুক)। অনেন অধীতেন (এই অধীত শাস্ত্রের দ্বারা) অহোরাত্রান্‌ সংদধামি (দিবা ও রাত্রিকে আমি সংযোজিত করিব)। ঋতং বদিষ্যামি (আমি মানসিক সত্য বলিব), সত্যং বদিষ্যামি (আমি বাক্যেও সত্য বলিব), তৎ মাম্‌ অবতু (সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন)। তৎ বক্তারম্‌ অবতু (তিনি বক্তা অর্থাৎ আচার্যকে রক্ষা করুন), অবতু মাম্‌ (আমাকে রক্ষা করুন), অবতু বক্তারম্‌ (আচার্যকে রক্ষা করুন), অবতু বক্তারম্‌ (আচার্যকে রক্ষা করুন)।

সরলার্থ : (এই উপনিষদ পাঠে প্রবৃত্ত) আমি মনে যে চিন্তা করি তাহা যথাযথ বাক্যে প্রকাশিত হউক, উপনিষদে উক্ত যে বাক্যসমূহ আমি উচ্চারণ করি তাহা আমার চিন্তায় প্রতিভাত হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও ; হে বাক্য ও মন, তোমরা আমার নিকট বেদার্থ আনয়নে সমর্থ হও ; আমি আচার্যের নিকট যে বেদার্থ শুনিয়া থাকি তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। দিবারাত্র যেন আমার অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি মানসিক সত্য বলিব, বাক্যেও সত্য বলিব। আমি যে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছি, সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, তিনি আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন।

প্রথম অধ্যায়

পুনর্জন্ম ও মুক্তি

১. চিত্রো হ বৈ গাঙ্গ্যায়নির্যক্ষ্যমাণ আরুণিং বব্রে। স হ পুত্রং শ্বেতকেতুং প্রজিধায় যাজয়েতি। তং হাসীনং পপ্রচ্ছ গৌতমস্য পুত্রাস্তি সংবৃতং লোকে যস্মিন্ মা ধাস্যসি, অন্যতমো বাধ্বা তস্য, মা লোকে ধাস্যসীতি। স হোবাচ নাহমেতদ্ বেদ, হন্তাচার্যং পৃচ্ছানীতি। স হ পিতরমাসাদ্য পপ্রচ্ছ—ইতীতি মাঽপ্রাক্ষীৎ কথং প্রতিব্রবাণীতি। স হোবাচ—অহম্ অপ্যেতন্ন বেদ। সদস্যেব বয়ং স্বাধ্যায়মধীত্য হরামহে, যন্নঃ পরে দদতি। এহি উভৌ গমিষ্যাব ইতি। স হ সমিৎপাণিশ্চিত্রং গাঙ্গ্যায়নিং প্রতিচক্রম উপায়ানীতি। তং হোবাচ ব্রহ্মার্হোঽসি গৌতম যো ন মানমুপাগা এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ চিত্রঃ হ বৈ গাঙ্গ্যায়নিঃ (গাঙ্গের পুত্র গাঙ্গ্যায়নি চিত্র), যক্ষ্যমাণঃ (যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া), আরুণিং বব্রে (অরুণের পুত্র— আরুণিকে [পুরোহিত রূপে] (বরণ করিলেন)। স হ (তিনি, আরুণি), পুত্রং শ্বেতকেতুং (পুত্র শ্বেতকেতুকে), প্রজিধায় (প্রেরণ করিলেন), যাজয় ইতি [চিত্রকে] (যজ্ঞ করাও)। [চিত্র] (আসিলে) তং (শ্বেতকেতুকে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন), গৌতমস্য পুত্র (হে গৌতমের পুত্র অর্থাৎ গৌতমবংশীয় আরুণির পুত্র), [এমন] লোকে সংবৃতঃ (জগতে গুপ্তস্থান), অস্তি (আছে কি) যস্মিন্ মা (যেখানে আমাকে), ধাস্যসি (স্থাপন করিবেন)? বা (অথবা), অন্যতমো (অন্য কোন) বা অধ্বা (পথ) [আছে কি] তস্য (তাহার নির্দিষ্ট), লোকে (লোক), মা (আমাকে) ধাস্যসি ইতি (স্থাপন করিবেন)? স হোবাচ (তিনি বলিলেন)—ন অহম্ এতৎ বেদ (আমি ইহা জানি না), হন্ত (যদি অনুমতি হয়), আচার্যং পৃচ্ছানি ইতি (আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিব)। স হ পিতরমাসাদ্য পপ্রচ্ছ (তিনি পিতার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন), ইতি ইতি (ইহা ইহা—এই সমস্ত), [চিত্র] মা অপ্রাক্ষীৎ (আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন)। কথং প্রতিব্রবাণি ইতি (কি প্রকারে ইহার প্রত্যুত্তর দিব)? স হ উবাচ (তিনি— আরুণি বলিলেন), অহম্ অপি এতৎ ন বেদ (আমিও ইহা জানি না)। সদসি এব (রাজা চিত্রের সভাতেই), বয়ং (আমরা), স্বাধ্যায়ম্ অধীতঃ (অধ্যয়ন করিয়া), হরামহে (এই বিদ্যা আহরণ করিব)। যৎ (যথা), নঃ (আমাদের), পরে (অন্যে), দদতি (বিদ্যাদি দান করেন) [সেরূপ চিত্রও আমাদিগকে বিদ্যা দান করিবেন]। এহি (এস)। উভৌ (উভয়ে) গমিষ্যাবঃ (গমন করিব) ইতি। সঃ (আরুণি), হ সমিৎপাণিঃ (সমিৎ কাষ্ঠ হস্তে) গাঙ্গ্যায়নিং (গাঙ্গ্যায়নি) চিত্রং (চিত্রের নিকট), প্রতিচক্রম (গমন করিলেন), উপায়ানি ইতি (এবং বলিলেন শিষ্যরূপে আমি উপস্থিত হইয়াছি)। তং (তাহাকে), হোবাচ (চিত্র বলিলেন), ব্রহ্মার্হঃ অসি গৌতম (গৌতম, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত), যঃ (যিনি অর্থাৎ তুমি) [ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি] মানম্ (অভিমান), ন উপাগাঃ (প্রাপ্ত হও নাই—অভিমানী হও নাই) এহি (এস), ত্বা এব বিজ্ঞপয়িষ্যামি ইতি (তোমাকেই বুঝাইয়া দিব)।

সরলার্থ ঃ গাঙ্গ্যপুত্র চিত্র একটি যজ্ঞ করিবার জন্য আরুণিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে 'চিত্রকে যজ্ঞ করাও' এই আদেশ দিয়া পাঠাইলেন। শ্বেতকেতু আসিলে চিত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৌতমপুত্র, এই লোকে কি এমন কোন গুপ্ত স্থান আছে অথবা অন্য কোন পথ আছে যেই স্থানে বা পথে তুমি আমাকে স্থাপন করিতে পার?' শ্বেতকেতু বলিলেন, 'আমি তাহা জানি না। আচ্ছা, আমার আচার্যকে জিজ্ঞাসা করি।' এই বলিয়া তিনি পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন, 'চিত্র আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি ইহার কি উত্তর দিব?' আরুণি বলিলেন, 'আমিও এই বিষয়ে কিছু জানি না। আমরা চিত্রের সভায় যাইয়া বেদের যেই অংশে এই বিষয় আছে তাহা অধ্যয়ন করিব। যেমন অন্যে আমাদের জ্ঞান দান করে, (তেমনি তিনিও তাহা করিবেন) চল দুই জনেই যাই।'

আরুণি [গুরুদর্শনে যাইবার প্রচলিত প্রথানুসারে] সমিধহস্তে গাঙ্গ্যপুত্র চিত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমি আপনার দ্বারা উপনীত হইতে চাই।' চিত্র তাঁহাকে বলিলেন, 'গৌতম, তুমি অভিমান বোধ কর নাই,[1] সুতরাং তুমি ব্রহ্মবৎ পূজনীয়। এসো, তোমাকে বিষয়টা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিই।'

মন্তব্য ঃ (১) এই উপাখ্যানের অনুরূপ উপাখ্যান বৃঃ উঃ ৬।২ মন্ত্রে এবং ছাঃ উঃ ৫।৩-১০ মন্ত্রসমূহে আছে। কিন্তু সেখানে রাজার নাম প্রবাহণ জৈবলি। ইনি পঞ্চালদের রাজা ছিলেন। (২) সমিৎপাণি—পুরাকালে শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য গুরুর নিকট গমনকালে যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া যাওয়ার প্রথা ছিল।

২. স হোবাচ যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি। তেষাং প্রাণৈঃ পূর্বপক্ষ আপ্যায়তে, তানপরপক্ষে ন প্রজনয়তি। এতদ্ বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যশ্চন্দ্রমাঃ। তং যঃ প্রত্যাহ তমতিসৃজতে। অথ য এনং ন প্রত্যাহ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি। স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বাঽন্যো বৈতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম যথাবিদ্যম্। তমাগতং পৃচ্ছতি—কোঽসীতি? তং প্রতিব্রূয়াৎ—বিচক্ষণাৎ ঋতবো রেতঃ আভৃতং পঞ্চদশাৎ প্রসূতাৎ পিত্র্যবতঃ। তং মা পুংসি কর্তর্যেরয়ধ্বম্। পুংসা কর্ত্রা মাতরি মা নিষিক্তঃ। স জায় উপজায়মানো দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাসো দ্বাদশত্রয়োদশেন পিত্রাঽসম্। তদ্বিদে প্রতিতদ্বিদেঽহং। তন্ম ঋতবো অমর্ত্যব আভরধ্বম্। তেন সত্যেন তেন তপসা ঋতুরস্মি, আর্তবোঽস্মি। কোঽস্মি ত্বমস্মীতি, তমতিসৃজতে ॥ ২

অন্বয় ঃ সঃ (চিত্র) হ উবাচ (বলিলেন)— যে বৈ কে চ (যে কেহ) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে), প্রয়ন্তি (প্রয়াণ করে অর্থাৎ পরলোক গমন করে), তে সর্বে (তাহারা সকলেই), চন্দ্রমসম্ এব (চন্দ্রলোকেই), গচ্ছন্তি (গমন করে)। [চন্দ্রমাঃ] তেষাং প্রাণৈঃ (তাহাদের প্রাণসমূহের দ্বারা), পূর্বপক্ষে আপ্যায়তে (আপ্যায়িত হন, আনন্দ পান), অপরপক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে), তান্ ন প্রজনয়তি (আনন্দ উৎপাদন করে না)। যঃ চন্দ্রমাঃ (যে চন্দ্র), এতৎ বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারম্ (এই স্বর্গলোকের দ্বার), তং (চন্দ্রমাকে), যঃ প্রত্যাহ (যথাযথ উত্তর দেন অর্থাৎ বলেন—আমি এখানে থাকিব

[1] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ের নিকট উপনীত হইতে। মূলের বর্ণনায় চিত্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই বোধ হয়।

না), ত্বম্ অতিসৃজতে (তাঁহাকে মর্তলোকের বাঁধন কাটিয়া উচ্চতর লোকে প্রেরণ করেন)। যঃ (যিনি), এনং (তাঁহাকে—চন্দ্রকে), ন প্রত্যাহ (যথাযথ উত্তর দেন না), ত্বম্ (তাহাকে), ইহ (ইহলোকে), বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি (বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন)। সঃ (সে), ইহ (ইহলোকে), যথাকর্ম যথাবিদ্যাম্ (কর্মানুযায়ী ও জ্ঞানানুযায়ী) কীটঃ (কীট), বা পতঙ্গঃ (বা পতঙ্গ), বা শকুনিঃ (অথবা পক্ষী), বা শার্দূলঃ (বা ব্যাঘ্র), বা সিংহঃ (অথবা সিংহ), বা মৎস্যঃ (মৎস্য), বা পরশ্বা (অথবা সর্প), বা পুরুষঃ (অথবা মনুষ্য) বা অন্যঃ বা (বা অন্য কিছু), এতেষু স্থানেষু (এই সকল দেহে), প্রত্যাজায়তে (পুনরায় জাত হয়)। তম্ আগতম্ (সেই আগতকে), পৃচ্ছতি (চন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন), কঃ অসি ? (তুমি কে), তং (তাহাকে—চন্দ্রমাকে) প্রতিব্রূয়াৎ (প্রত্যুত্তর দিবেন)। বিচক্ষণাৎ (উজ্জ্বল), ঋতবঃ (ঋতুগণ, ঋতুস্বরূপ), পঞ্চদশাৎ (পঞ্চদশ-কলাযুক্ত), প্রসূতাৎ (আহুতি সম্ভূত),পিত্র্যবতঃ (পিতৃলোকস্বরূপ) [চন্দ্র হইতে], তৎ রেতঃ (সেই বীজকে), আভৃতং (স্খলিত), মা (আমাকে) কর্তরি পুংসি (পুরুষ রেতসেচক কর্তাকে), ঈরয়ধ্বম্ (প্রেরণ করিয়াছেন)। পুংসা কর্ত্রা (পুরুষ কর্তার দ্বারা), মাতরি (মাতাতে), নিষিক্তঃ (সিঞ্চিত)। সঃ (সেই আমি) জায় (জন্মগ্রহণ করিয়া), উপজায়মানঃ (শরীর ধারণ করিয়াছি)। উপমাস(সংবৎসর), দ্বাদশ ত্রয়োদশেন (দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশঃ (দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসযুক্ত), মাসযুক্ত সংবৎসরের দ্বারা পরিমিত আয়ু) পিত্রা (পিতার সহিত একান্ত হইয়া) আসম (হইয়াছিলাম), তদ্বিদে (তাহার—ব্রহ্মের জ্ঞানলাভের জন্য), প্রতিতদ্বিদে (এবং তাহার—ব্রহ্মের প্রতিকূল জ্ঞানলাভের জন্য), অহম্ (আমি জাত হইয়াছি) তৎ (সেজন্য), মে (আমার), ঋতবঃ (ঋতুগণ, অর্থাৎ মহাকাল) অমর্ত্যবে (অমৃতত্ব লাভের জন্য), আভরধ্বম্ (আমাকে ধারণ করুন)। তেন সত্যেন (সেই সত্যের দ্বারা), তেন তপসা (সেই তপস্যার দ্বারা), ঋতুঃ অস্মি (আমি ঋতুকাল স্বরূপ) আর্তবঃ অস্মি (আমি ঋতুজাত)। কঃ অস্মি (আমি কে), ত্বম্ অস্মি (আমি তুমি)। ত্বম্ অতিসৃজতে (তাহাকে ঊর্ধ্বলোকে প্রেরণ করেন)।

সরলার্থ : চিত্র বলিলেন—যাহারা এই লোক হইতে চলিয়া যায় তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়। চন্দ্র পূর্বপক্ষে (অর্থাৎ শুক্লপক্ষে) তাহাদের প্রাণে (অর্থাৎ তাহাদের উপস্থিতিতে) আনন্দিত হন, কিন্তু অপরপক্ষে (অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে) তাহাদের আনন্দ দান করেন না। চন্দ্রই স্বর্গলোকের দ্বার। যে চন্দ্রলোকে থাকিতে অস্বীকার করে তাহাকে চন্দ্র উচ্চতর লোকে (অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে) পাঠান। যে সেখানে থাকিতে অস্বীকার করে না তাহাকে তিনি বৃষ্টির আকারে এই লোকে বর্ষণ করেন। সে নিজের কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৎস্য, সর্প বা মনুষ্য এই সকল দেহ ধারণ করিয়া এই লোকে আবার জন্মগ্রহণ করে। সে আসিলে তাহাকে [চন্দ্র বা কোন গুরু] জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে ?' সে উত্তরে বলে, 'ঋতুরূপী পঞ্চদশ কলাময়, আহুতিসঞ্জাত, পিতৃলোকস্বরূপ, উজ্জ্বল চন্দ্র হইতে [দেবতারা] আমাকে পাঠাইয়াছেন ও কোন পুরুষে বীজরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই পুরুষদ্বারা আমাকে মাতৃগর্ভে সেচিত করিয়াছেন। তারপর জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আমি শরীর ধারণ করিয়া পিতাসহ ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার প্রতিকূল জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে জন্মাইলাম। আমার বয়স পিতার বয়সের মতই বার বা তের মাসযুক্ত বৎসর দ্বারা গণিত হইতে লাগিল। অতএব (হে দেবতাগণ) আমি যাহাতে অমরত্ব লাভ করিতে পারি সেই জন্য আমার জীবনকে আপনারা পোষণ করুন। সেই সত্য

ও তপস্যাদ্বারা আমি ঋতু এবং ঋতুজাত। [কিন্তু চিদংশে] আমি কে ? আমিই তুমি (কারণ চন্দ্রাদি সকলেই ব্রহ্মাত্মক)। [তারপরে চন্দ্র] তাহাকে ঊর্ধ্বলোকে পাঠান।

মন্তব্য : (১) বিচক্ষণাৎ—বি+চক্ষ্ (দেখা)+অন, বিচক্ষণ, তিনি সব কিছু দেখিতেছেন। বৈদিককালে এই শব্দ উজ্জ্বল অর্থে ব্যবহৃত হইত। (২) ঋতবঃ—বৈদিক যুগে 'ঋতু' শব্দ কালকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। সুতরাং কালস্বরূপ এই অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) প্রসূতাৎ—ঋগ্বেদ ১০।৯০ পুরুষ সূক্তে পুরুষ যজ্ঞ হইতে প্রজা সৃষ্টির কথা উল্লেখ আছে। ১০।৯০।১৩ মন্ত্রে প্রজাপতির 'চন্দ্রমা মনসঃ জাতঃ'—অর্থাৎ চন্দ্র প্রজাপতির মন হইতে জাত হইলেন। (৪) ত্রয়োদশ মাস—মল মাস থাকিলে ত্রয়োদশ মাস হয়।

ব্রহ্মলোক

৩. স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, স বায়ু-লোকম্, স আদিত্যলোকম্, স বরুণলোকম্, স ইন্দ্রলোকম্, স প্রজাপতি-লোকম্, স ব্রহ্মলোকম্। তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরো হ্রদঃ, মুহূর্তা যেষ্টিহাঃ, বিজরা নদী, ইল্যো বৃক্ষঃ, সালজ্যং সংস্থানম্, অপরা-জিতমায়তনম্, ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ। বিভুপ্রমিতং বিচক্ষণাহসন্দী, অমিতৌজাঃ পর্যঙ্কঃ। প্রিয়া চ মানসী, প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী, পুষ্পাণ্যা-বয়তো বৈ চ জগানি, অম্বাশ্চ অম্বায়বীশ্চ অপ্সরসঃ, অম্বয়া নদ্যঃ, তম্ ইত্থংবিদাগচ্ছতি। তং ব্রহ্মাহাভিধাবত মম যশসা বিজরাং বা অয়ং নদীং প্রাপৎ ন বা অয়ং জরয়িষ্যতীতি ॥ ৩

অন্বয় : সঃ (তিনি) এতং (এই), দেবযানং পন্থানং (দেবযান পথকে), আপদ্য (প্রাপ্ত হইয়া), অগ্নিলোকম্ (অগ্নিলোকে), আগচ্ছতি (আগমন করেন)। সঃ বায়ুলোকম্-, স আদিত্যলোকম্, সঃ বরুণলোকম্, সঃ ইন্দ্রলোকম্, সঃ প্রজাপতিলোকম্, সঃ ব্রহ্মলোকম্ (তিনি বায়ুলোকে, তিনি আদিত্যলোকে, তিনি বরুণলোকে, তিনি ইন্দ্রলোকে, তিনি প্রজাপতিলোকে এবং তিনি ব্রহ্মলোকে) [আগমন করেন], তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য (এই ব্রহ্মলোকে), আরঃ (কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি অরি অর্থাৎ রিপুদ্বারা বিরচিত) হ্রদঃ (হ্রদ), যেষ্টিহাঃ (য+ইষ্টি+হা—যে ইষ্ট হননকারী, অর্থাৎ কামক্রোধাদি উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পথ বিনাশ করে), মুহূর্তাঃ (মুহূর্ত অভিমানী দেবতাগণ), বিজরা (যাহারা দর্শনে জরা দূর হয় অথবা জরাবিহীন নদী), ইল্যং (ইলা—পৃথিবী, ইল্যঃ—পৃথিবীরূপী বৃক্ষ), সালজ্যং সংস্থানম্ (সালবৃক্ষ সমান ধনুকের জ্যাযুক্ত উপতীর বিশিষ্ট সরোবর এবং যেখানে বহু সরোবর, নদী, হ্রদ, কূপ আছে এইরূপ স্থান), অপরাজিতম্ (অনেক সূর্য-সমান বলিয়া অপরাজিত) আয়তনম্ (নিবাস—হিরণ্যগর্ভের রাজমন্দির)। ইন্দ্রপ্রজাপতী (ইন্দ্র এবং প্রজাপতি, বায়ু এবং আকাশ) দ্বারগোপৌ (দ্বাররক্ষকদ্বয়), বিভুপ্রমিতম্ (বিভু নামক সভাস্থল), বিচক্ষণা (উজ্জ্বল) আসন্দী (সভামধ্য বেদী), অমিতৌজাঃ (অপরিমিত দীপ্তি-শালী), পর্যঙ্কঃ (পালঙ্ক), মানসী চ প্রিয়া (আনন্দদায়িনী ভার্যা), চাক্ষুষী

চ প্রতিরূপা (চক্ষু প্রকৃতিরূপা তেজোময়ী প্রতিচ্ছায়া) পুষ্পাণি (পুষ্পের ন্যায়), জগানি (জগৎসমূহ), আবয়তো (বয়নকারিণী দুইজন), অম্বাঃ (জগৎ-মাতা শ্রুতি) অম্বায়বীঃ (পালিকাগণ, তুলনারহিত বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ), চ অপ্সরসঃ (অপ্সরাগণ), অম্বয়াঃ নদ্যঃ (মাতৃরূপা নদীসমূহ)। তম্ (ব্রহ্মলোকম্) ইত্থংবিৎ (এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি), আগচ্ছতি (আগমন করেন)। তং (তাহার উদ্দেশে), ব্রহ্ম আহ (ব্রহ্ম বলিলেন), অভিধাবত (ধাবিত হও), মম যশসা (আমার যোগ্য সম্মানদ্বারা) [তাহাকে সম্মানিত কর], অয়ং (ইনি), বিজরাং নদীং (বিজরা নদী), প্রাপৎ (প্রাপ্ত হইয়াছেন), ন বা অয়ং (ইনি আর) জরয়িষ্যতীতি (জরাগ্রস্ত হইবেন না) ॥ ১।৩

সরলার্থ ঃ দেবযান পথে তিনি প্রথমে অগ্নিলোকে, তারপরে ক্রমে বায়ুলোকে, আদিত্যলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে, এবং অবশেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। এই ব্রহ্মলোকে আর নামক হ্রদ, বিজরা (যাহা দেখিলে জরা দূর হয় এমন) নদী, ইলা (ইলা বা পৃথিবীরূপ) বৃক্ষ, সালজ্য নগর (সালবৃক্ষের সমান ধনুকের গুণের মত উপতীর আছে এমন জলাশয়যুক্ত নগর) এবং অপরাজিত নামে মন্দির আছে ; ইন্দ্র ও প্রজাপতি তাহার দ্বাররক্ষক। সেখানে বিভু (সর্বব্যাপী) নামে সভাগৃহ, বিচক্ষণা (জ্ঞানময়ী) নামে আসন্দী (সভামধ্য বেদী) অমিতৌজা (অপরিমিত দীপ্তিশালী) নামে পালঙ্ক, মানসী (আনন্দদায়িনী) নামে [ব্রহ্মের] প্রিয়া (প্রকৃতি) এবং চাক্ষুষী নামে তাঁহার প্রতিরূপা (সম্ভবতঃ জীবাত্মা) আছেন। তাঁহারা দুইজনে পুষ্পের মত প্রাণীসকলকে বয়ন করিতেছেন। জগজ্জননী শ্রুতি, অতুলনীয়া বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ, দেবাঙ্গনাগণ এবং অম্বয়া (ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী উপাসনারূপিণী নদীসমূহ) ঐ ব্রহ্মলোকে আছে। জ্ঞানী ব্রহ্মলোকের নিকটে আসিলে ব্রহ্ম তাঁহার সম্বন্ধে (সহচরীদিগকে) বলেন, 'সত্বর গিয়া আমার যোগ্য সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা কর। তিনি বিজরা নদী পার হইয়াছেন, আর তিনি জরাগ্রস্ত হইবেন না।'

মন্তব্য ঃ (১) দেবযান—আমাদের শাস্ত্রে দুইটি পথের কথা আছে—দেবযান ও পিতৃযাণ। ব্রহ্মবিদরা দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে যান, আর পিতৃযাণ পথে পিতৃলোকে যান। ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু পিতৃযাণ পথের যাত্রীকে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। (২) ইন্দ্র ও প্রজাপতি—বায়ু ও আকাশ (শং)। (৩) মানসী ও চাক্ষুষী—ইঁহারা ব্রহ্মশক্তি। তাঁহারা বিশ্বভুবনরূপ ফুল দ্বারা মালা গাঁথেন।

৪. তং পঞ্চশতান্যপ্সরসাং প্রতিযন্তি—শতং চূর্ণহস্তাঃ, শতং বাসোহস্তাঃ, শতং ফলহস্তাঃ, শতং আঞ্জনহস্তাঃ, শতং মাল্যহস্তাঃ। তং ব্রহ্মালঙ্কারেণ অলংকুর্বন্তি। স ব্রহ্মালঙ্কারেণালংকৃতো ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মাভিপ্রৈতি। স আগচ্ছত্যারং হ্রদং, তং মনসাঽত্যেতি। তমিত্বা সংপ্রতিবিদো মজ্জন্তি। স আগচ্ছতি মুহূর্তান্ যেষ্টিহান্, তে অস্মাদপদ্রবন্তি। স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে। তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্। তদ্ যথা রথেন ধাবয়ন্ রথচক্রে পর্যবেক্ষত, এবম্ অহোরাত্রে পর্যবেক্ষত এবং সুকৃতদুষ্কৃতে সর্বাণি চ দ্বন্দ্বানি। স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ তং (ব্রহ্মলোকে অভ্যাগত ব্রহ্মবিদ্‌কে), পঞ্চশতানি (পাঁচশত),

অপ্সরসাং (অপ্সরাগণ), প্রতিযন্তি (ব্রহ্মবিদের নিকট আগমন করে), শতং চূর্ণহস্তাঃ (একশত অপ্সরার হরিদ্রা কেশর কুঙ্কুমচূর্ণহস্তে) শতং (একশত), বাসোহস্তাঃ (বস্ত্রহস্তে), শতং ফলহস্তাঃ (একশত ফলহস্তে), শতং আঞ্জনহস্তাঃ (একশত মালাহস্তে)। তং (ব্রহ্মবিদকে), ব্রহ্মালঙ্কারেণ অলংকুর্বন্তি (হিরণ্যগর্ভের উপযুক্ত অলঙ্কারদ্বারা অলঙ্কৃত করেন)। সঃ (তিনি) ব্রহ্মালঙ্কারেণ (ব্রহ্ম অলঙ্কারদ্বারা অলঙ্কৃত), ব্রহ্মবিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞানী) ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি (ব্রহ্মাভিমুখে গমন করেন)। সঃ (তিনি), আরং (কামক্রোধাদি শত্রুদ্বারা বিরচিত) হ্রদং (হ্রদের নিকট) আগচ্ছতি (আগমন করেন)। তৎ (সেই হ্রদকে) মনসা (মনের দ্বারা) অত্যেতি (অতিক্রম করেন)। তম্ (সেই হ্রদ) ইত্বা (প্রাপ্ত হইয়া), সংপ্রতিবিদঃ (যাঁহারা বর্তমানকেই শুধু জানেন অর্থাৎ অব্রহ্মবিদ) মজ্জন্তি (নিমজ্জিত হয়)। সঃ (ব্রহ্মবিদ্) যেষ্টিহান্ মুহূর্তান্ (ইষ্টবিনাশী মুহূর্তসমূহের নিকট) আগচ্ছতি (আগমন করেন), তে (তাহারা—মুহূর্তসমূহ), অস্মাৎ (তাহার—ব্রহ্মবিদের নিকট হইতে) অপদ্রবন্তি (পলায়ন করেন)। সঃ (তিনি, ব্রহ্মবিদ), বিজরাং নদীং (বিজরা নদীর নিকট), আগচ্ছতি (আগমন করেন), তাং (সেই বিজরা নদীকে), মনসা এব (মনের দ্বারাই), অত্যেতি (অতিক্রম করেন)। তৎ (সেখানে), [সঃ—তিনি] সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপ) ধুনুতে (পরিত্যাগ করেন) তস্য (তাঁহার—ব্রহ্মবিদের) প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ (প্রিয় জ্ঞাতিগণ), সুকৃতম্ উপযন্তি (সুকৃতি অর্থাৎ পুণ্য প্রাপ্ত হন), অপ্রিয়াঃ (অপ্রিয়গণ), দুষ্কৃতম্ (দুষ্কৃতি—পাপ) [উপযন্তি—প্রাপ্ত হয়]। তৎ যথা (যেমন) রথেন ধাবয়ন্ (রথ গমনকারী) রথচক্রে (রথচক্রদ্বয়), পর্যবেক্ষতে (পর্যবেক্ষণ করেন), এবং (সেইরূপ) [সঃ—তিনি], অহোরাত্রে (দিবস এবং রাত্রি), পর্যবেক্ষতে (পর্যবেক্ষণ করেন)। এবং (এইরূপে), সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপ), সর্বাণি চ দ্বন্দ্বানি (সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বভাব—যেমন আলোছায়া, সুঃখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব), সঃ এষঃ ব্রহ্মবিদ্বান্ (সেই তিনি ব্রহ্মবিদ), বিসুকৃতঃ (সুকৃতিহীন অর্থাৎ অপগতপুণ্য), বিদুষ্কৃতঃ (দুষ্কৃতিহীন—অপগতপাপ হইয়া) ব্রহ্ম এব অভিপ্রৈতি (ব্রহ্মাভিমুখে গমন করেন)।

সরলার্থ ঃ পাঁচশত অপ্সরা তাঁহার নিকট আসেন। (তাঁহাদের) একশতের হাতে প্রসাধনচূর্ণ, একশতের হাতে বস্ত্র, একশতের হাতে ফল, একশতের হাতে অঞ্জন এবং বাকী একশতের হাতে মালা। তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন। সেই ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হন। তিনি 'আর' নামে হ্রদের নিকটে আসিয়া মনদ্বারা তাহা পার হন। যাহারা ব্রহ্মবিদ নয় তাহারা ঐ হ্রদের নিকটে গেলে উহাতে ডুবিয়া যায়। তিনি (ব্রহ্মবিদ) যেষ্টিহা নামক মুহূর্তসমূহের নিকটে গেলে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে। তিনি বিজরা নামে নদীও মনদ্বারাই পার হন। সেখানে তিনি তাঁহার পাপপুণ্য উভয়ই বিসর্জন দেন। তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিরা তাঁহার পুণ্য এবং শত্রুরা পাপ গ্রহণ করে। রথে যে যায় সে যেমন রথের চাকাগুলি পর্যবেক্ষণ করে, তেমনি তিনি দিবারাত্রি, পাপপুণ্য এবং সমস্ত দ্বন্দ্ব (সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিপরীত বস্তুযুগল) পর্যবেক্ষণ করেন। সেই ব্রহ্মবিদ পাপপুণ্য হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হন।

মন্তব্য ঃ (১) তং মনসা এব অত্যেতি—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিকে সংযতমনে আমাদের জয় করিতে হয়। সুতরাং কামক্রোধাদি বিরচিত 'আর' হ্রদ মন দ্বারাই ব্রহ্মবিদ অতিক্রম করেন। (২) সংপ্রতিবিদঃ—যাঁহারা শুধু বর্তমানটাই দেখেন অর্থাৎ

ইহলোকই জানেন, পরলোক বা লোকোত্তরকে মানেন না বা জানেন না তাঁহারা সংপ্রতিবিদ। ইঁহাদের কথাই কঠ উপনিষদে (১।২।৬ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। (৩) সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে—সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করেন। আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী পাপপুণ্যের অতীতে না গেলে তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। এখানে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ধারণা হইতে আমাদের ধারণা ভিন্ন। তাঁহারা পুণ্যের উপরই নির্ভর করেন। পাপপুণ্যের অতীতে যে লোক আছে তাহা তাঁহাদের ধারণার বাহিরে। (৪) অহোরাত্রে পর্যবেক্ষতে—তিনি (ব্রহ্মবিদ) তখন বাস্তব জগতের বাহিরে চলিয়া যান, তাই দিনরাত্রির আবর্তন দেখেন।

৫. স আগচ্ছতীল্যং বৃক্ষং, তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং, তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছত্যপরাজিতম্ আয়তনম্,তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ, তাবস্মাদপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভুপ্রমিতং তং ব্রহ্মযশঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি বিচক্ষণামাসন্দীম্। বৃহদ্রথন্তরে সামনী পূর্বৌ পাদৌ, শ্যৈতনৌধসে চাপরৌ। বৈরূপবৈরাজে অনূচ্যে শাক্বররৈবতে তিরশ্চী। সা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি। স আগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্যঙ্কম্। স প্রাণঃ তস্য ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পূর্বৌ পাদৌ। শ্রীশ্চেরা চাপরৌ। বৃহদ্রথন্তরে অনূচ্যে, ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়ে শীর্ষণ্যে। ঋচশ্চ সামানি চ প্রাচীনাতানানি। যজূংষি তিরশ্চীনানি। সোমাংশব উপস্তরণম্, উদ্‌গীথঃ, উপশ্রীঃ, শ্রীরুপবর্হণম্, তস্মিন্ ব্রহ্মাস্তে। তমিত্থংবিৎ পাদেনৈবাগ্র আরোহতি। তং ব্রহ্ম পৃচ্ছতি কোঽসীতি। তং প্রতিব্রূয়াৎ ॥ ৫

অন্বয় ঃ যঃ (ব্রহ্মবিদ), ইল্যং বৃক্ষম্ (ইল্য বৃক্ষের নিকটে) আগচ্ছতি (আগমন করেন), ব্রহ্মগন্ধঃ (ব্রহ্মগন্ধ); তম্ (তাহাতে), প্রবিশতি (প্রবেশ করে)। সঃ (তিনি), সালজ্যং সংস্থানম্ (সালজ্য নামক স্থানে), আগচ্ছতি (আগমন করেন) তম্ ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি (ব্রহ্মরস তাহাতে প্রবেশ করে)। সঃ (তিনি), অপরাজিতম্ আয়তনম্ (অপরাজিত নামক নিবাসে আগচ্ছতি (আগমন করেন), ব্রহ্মতেজঃ তম্ প্রবিশতি (ব্রহ্মতেজ তাহাতে প্রবেশ করে)। সঃ (তিনি), আগচ্ছতি (আসেন) দ্বারগোপৌ (দ্বাররক্ষক) ইন্দ্রপ্রজাপতী (ইন্দ্র এবং প্রজাপতি), তৌ (তাহারা দুইজন) অস্মাৎ (সেখান হইতে), অপদ্রবতঃ (অপসরণ করেন)। সঃ (তিনি), বিভুপ্রমিতম্ (বিভু নামক সভাস্থানে) আগচ্ছতি (আগমন করেন), তম্ (তাহাতে) ব্রহ্মযশঃ (ব্রহ্মযশ) প্রবিশতি (প্রবেশ করে)। সঃ (তিনি) বিচক্ষণাম্ (বিচক্ষণা নামীয়) আসন্দীম্ (সভামধ্য বেদীর নিকট) আগচ্ছতি (আগমন করেন)। বৃহদ্রথন্তরে সামনী (বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয়)। পূর্বৌ (সম্মুখস্থ), পাদৌ (পাদদ্বয়), শ্যৈতনৌধসে (শ্যৈত ও নৌধস নামক সামদ্বয়), চ অপরৌ (পশ্চাৎভাগের) [পাদদ্বয়]। বৈরূপবৈরাজে (বৈরূপ ও বৈরাজ নামক সামদ্বয়), অনূচ্যে (দক্ষিণোত্তরে অর্থাৎ দক্ষিণ-উত্তরের দৈর্ঘ্যের প্রান্তদ্বয়)। শাক্বররৈবতে (শাক্বর ও রৈবত নামক সামদ্বয়) তিরশ্চী [ইহার](পূর্ব পশ্চিম প্রান্তদ্বয়)। সা (তিনি), প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা), প্রজ্ঞয়া হি (প্রজ্ঞার দ্বারা), বিপশ্যতি (সম্যক দর্শন করেন)। সঃ (তিনি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ), অমিতৌজসম্ পর্যঙ্কম্ (অমিতৌজা নামক পালঙ্কের নিকট), আগচ্ছতি (আগমন করেন)। সঃ (তিনি), প্রাণঃ (প্রাণ)। তস্য (তাহার), ভূতং চ ভবিষ্যৎ চ (অতীত এবং ভবিষ্যৎ),

পূর্বৌ পাদৌ (সম্মুখস্থ পাদদ্বয়), শ্রীঃ চ ইরা চ (শ্রী এবং পৃথিবী দেবতা), অপরৌ (পশ্চাৎভাগের পাদদ্বয়), বৃহদ্রথন্তরে (বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয়), অনূচ্যে (ইহার ও দক্ষিণ দৈর্ঘ্য প্রান্তদ্বয়) ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়ে (ভদ্র এবং যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম), শীর্ষণ্যে (শীর্ষ ও পদদিকস্থ প্রান্তদ্বয়), ঋচশ্চ সামানি চ (ঋক্ ও সাম মন্ত্রসমূহ), প্রাচীনাতানানি (পূর্ব পশ্চিম দৈর্ঘ্যে প্রসারিত পট্টিকা), যজূংষি (যজুঃ মন্ত্রসমূহ), তিরশ্চীনানি (উত্তর দক্ষিণ প্রস্থে প্রসারিত)। সোমাংশবঃ (চন্দ্রকিরণ) উপস্তরণম্ (শয্যা), উদ্‌গীথঃ (সামবেদের উক্তিবিশেষ), উপশ্রীঃ (শয্যার উপর নরম বস্ত্র), শ্রীঃ (লক্ষ্মী), উপবর্হণম্ (শিরোধান, বালিশ), তস্মিন্ (সেখানে, সেই পালঙ্কে), ব্রহ্মাস্তে (ব্রহ্ম আছেন) তম্ (সেই পালঙ্কে), ইত্থংবিৎ (এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মবিদ), পাদেন এব (এক পদ দ্বারাই)। অগ্রে (প্রথমে), আরোহতি (আরোহণ করেন)। তম্ (তাহাকে, ব্রহ্মবিদকে), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), পৃচ্ছতি (প্রশ্ন করেন), কঃ অসি (তুমি কে) ? তম্ (তিনি, ব্রহ্মবিদ্)। প্রতিব্রূয়াৎ (উত্তর দেন)।

সরলার্থ ঃ তিনি ইল্য বৃক্ষের নিকটে গেলে তাঁহাতে ব্রহ্মগন্ধ প্রবেশ করে। তিনি সালজ্যনগরের নিকটে গেলে তাঁহাতে ব্রহ্মরস প্রবেশ করে। তিনি অপরাজিত নামক নিবাসের নিকটবর্তী হইলে তাঁহাতে ব্রহ্মতেজ প্রবেশ করে। তিনি দ্বাররক্ষক ইন্দ্র ও প্রজাপতির নিকটে গেলে তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া যান। তিনি বিভুনামক সভাগৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাতে ব্রহ্মযশ প্রবেশ করে। তারপর তিনি বিচক্ষণা নামক সভা-মধ্যবেদীর নিকটবর্তী হন। বৃহৎ ও রথন্তর নামে দুই সাম উহার সম্মুখের দুটি পদ। শৈত্য ও নৌধস নামে দুই সাম উহার পশ্চাতের দুই পদ। বৈরূপ ও বৈরাজ নামে দুই সাম উহার উত্তর ও দক্ষিন দুই প্রান্ত এবং শাক্বর ও রৈবত এই দুই সাম উহার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত। সেই বেদী প্রজ্ঞা, কারণ প্রজ্ঞাদ্বারাই সম্যক্ দর্শন হয়। তারপর তিনি অমিতৌজা নামে পর্যঙ্কের নিকটে যান। উহা প্রাণ। ভূত ও ভবিষ্যৎ উহার সম্মুখের দুই পা। [লৌকিকী] শ্রী ও পৃথিবী উহার পশ্চাতের দুই পা। বৃহৎ ও রথন্তর নামে দুই সাম উহার মস্তক ও পায়ের দিকের দুই প্রান্ত। ঋক্ ও সাম উহার পূর্ব ও পশ্চিমের দীর্ঘ পট্টিকা। যজুঃ উহার উত্তর ও দক্ষিণের বক্র পট্টিকা। চন্দ্রকিরণ উহার উপস্তরণ (গদি), উদ্গীথ উহার উপশ্রী (শতরঞ্চ) এবং [বৈদিকী] শ্রী উহার শিরোধান (বালিশ)। উহার উপর ব্রহ্ম বসিয়া আছেন। তত্ত্ববিদ এই পালঙ্কে প্রথমে একপদে আরোহণ করেন। তাঁহাকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে ?' ব্রহ্মবিদ ইহার উত্তরে বলেন—।

মন্তব্য ঃ বিভিন্ন সামের পরিচয় ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে (দ্রঃ ২য় অধ্যায়)।

৬. ঋতুরস্মি, আর্তবোঽস্মি, আকাশাদ্‌যোনেঃ সংভূতো ভায়া এতং সংবৎসরস্য তেজো ভূতস্য ভূতস্য আত্মা। ভূতস্য ভূতস্য ত্বমাত্মাঽসি, যস্ত্বমসি সোঽহমস্মীতি ; তমাহ কোঽহমস্মীতি। সত্যমিতি ব্রূয়াৎ। কিং তদ্ যৎ সত্যমিতি। যদন্যদ্ দেবেভ্যশ্চ প্রাণেভ্যশ্চ তৎ সৎ ; অথ যৎ দেবাশ্চ প্রাণাশ্চ তৎ তাম্। তদেতয়া বাচাঽভিব্যাহ্রিয়তে, সত্যমিতি এতাবৎ ইদং সর্বম্। ইদং সর্বমসি। ইত্যেবৈনং তদাহ। তদেতদ্ ঋক্‌শ্লোকেন অভ্যুক্তম্ যজূদরঃ সামশিরা অসাবৃঙ্ মূর্তিরব্যয়ঃ। স ব্রহ্মেতি স বিজ্ঞেয় ঋষি ব্রহ্মময়ো মহানিতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ ঋতুঃ অস্মি (আমি ঋতু), আর্তবঃ অস্মি (আমি ঋতু সম্বন্ধী), আকাশাৎ

যোনেঃ (আকাশরূপ উৎপত্তিস্থান হইতে), সম্ভূতঃ (উৎপন্ন), ভায়াঃ (জ্যোতি)। সংবৎসরস্য (সংবৎসরের), এতৎ তেজঃ (এই তেজ)। ভূতস্য (সর্বভূতের), আত্মা (আত্মা)। ভূতস্য ভূতস্য (সর্বভূতের) ত্বমাত্মাঽসি (সর্বভূতের তুমিই আত্মা)। যস্ত্বমসি (তুমি যিনি) সোঽহমস্মি ইতি (আমিও তিনি)। [ব্রহ্ম] তম্ (তাঁহাকে, ব্রহ্মবিদ্‌কে) আহুঃ (বলেন), কঃ অহম্ অস্মি ইতি (আমি কে ?), [ব্রহ্মবিদ্] ব্রূয়াৎ (বলিবেন), সত্যম্ ইতি (সত্য)। [ব্রহ্ম] যৎ সত্যম্ (যাহা সত্য) কিং তদ্ (তাহা কি ? অর্থাৎ সত্য কি) [ব্রহ্মবিদ্] যৎ দেবেভ্যঃ (দেবগণ হইতে), প্রাণেভ্যঃ চ (প্রাণসমূহ হইতে), অন্যৎ (ভিন্ন)। তৎ সৎ (তাহাই সত্য)। অথ (আর), যৎ (যাহা), দেবাশ্চ (দেবগণ), প্রাণাশ্চ (প্রাণসমূহ), তৎ (তাহা) ত্যম্ (ত্যম্) তৎ (সুতরাং), এতয়া (এই সত্যরূপ) বাচা (শব্দের দ্বারা) এতাবৎ (যাহা কিছু আছে), ইদং (তাহা), সর্বং (সবই); সত্যম্ (সত্য), ইতি (এইরূপ), অভিব্যাহ্রিয়তে (বলা হইয়াছে), ইদং সর্বম্ অসি (তুমি এই সমস্ত)। ইতি এব এনং (এইরূপ ইহাকে বা ব্রহ্মকে), তদ্ (তখন), আহ (বলিলেন)। ঋক্‌শ্লোকেন (ঋগ্‌বেদীয় শ্লোক দ্বারা), তৎ এতৎ (এইরূপ), অভ্যুক্তম্ (বলা হইয়াছে)। যজূদরঃ (যজুর্বেদ যাঁহার উদর), সামশিরাঃ (সামবেদ যাঁহার শির) ঋঙ্‌মূর্তিঃ (ঋগ্‌বেদ যাঁহার মূর্তি) অসৌ অব্যয়ঃ (ইনি অব্যয়) সঃ বিজ্ঞেয়ঃ (তাঁহাকে জানিতে হইবে) [তিনি] মহান্ ব্রহ্মময়ঃ ঋষিঃ ইতি (মহান, ব্রহ্মময় ঋষি)।

সরলার্থ : 'আমি কাল—কাল এবং অনন্ত কারণ হইতে উৎপন্ন জ্যোতি। আমি সংবসংরের তেজ, অতীতের, প্রকৃত কারণের, চেতন অচেতন সকল বস্তুর এবং সর্বভূতের আত্মা। তুমি আত্মা। তুমি যে আমিও সে।' ব্রহ্ম তাঁহাকে বলেন, 'আমি কে ?' তিনি বলেন—'সত্যম্'। (ব্রহ্ম পুনরায় বলেন) 'সত্য কি ?' (উপাসক বলিবেন) —দেবতা এবং প্রাণ হইতে যাহা ভিন্ন তাহাই 'সৎ' এবং যাহা দেবতা ও প্রাণ তাহা 'ত্যম্'। সুতরাং এই বাক্যদ্বারা এই সমস্তকেই 'সত্যম্' বলা হয়। তুমি এই সব। তারপর উপাসক ব্রহ্মকে এই সমস্ত বলেন। তিনি ব্রহ্মকে তখন বলেন, 'ঋক্ শ্লোকে এরূপ কথিত আছে—যজুর্বেদ যাঁহার উদর, সামবেদ যাঁহার শির, ঋগ্‌বেদ যাঁহার মূর্তি তাঁহাকে অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি ব্রহ্মময়, মহান ঋষি।'

৭. তমাহ কেন মে পৌংস্যানি নামান্যাপ্নোষীতি। প্রাণেনেতি ব্রূয়াৎ, কেন স্ত্রীনামানীতি ? বাচেতি। কেন নপুংসকানীতি ? মনসেতি। কেন গন্ধানিতি ? প্রাণেনেত্যেব ব্রূয়াৎ। কেন রূপাণীতি ? চক্ষুষেতি। কেন শব্দানিতি ? শ্রোত্রেণেতি। কেন অন্নরসানিতি ? জিহ্বয়েতি। কেন কর্মাণীতি ? হস্তাভ্যামিতি। কেন সুখদুঃখে ইতি ? শরীরেণেতি। কেনানন্দং রতিং প্রজাতিম্ ইতি ? উপস্থেনেতি। কেনেত্যা ইতি ? পাদাভ্যামিতি। কেন ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানিতি ? প্রজ্ঞয়েতি ব্রূয়াৎ। তমাহ। আপো বৈ খলু মে হ্যসাবয়ং ত লোক ইতি। সা যা ব্রহ্মণো জিতির্যা ব্যষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি তাং ব্যষ্টিং ব্যশ্নুতে য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৭

অন্বয় : [ব্রহ্ম] তম্ (তাহাকে, ব্রহ্মবিদকে), আহ (বলেন)—কেন (কাহার দ্বারা —কিরূপে—অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা), মে (আমার), পৌংস্যানি (পুংলিঙ্গ সম্বন্ধী), নামানি (নামসমূহ), আপ্নোষি ইতি (প্রাপ্ত হও) ? [ব্রহ্মবিদ্] ব্রূয়াৎ

(বলিবেন) প্রাণেন ইতি (প্রাণের দ্বারা)। কেন স্ত্রীনামানি ইতি (কিরূপে স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধী নামসকল প্রাপ্ত হও) ? বাচা ইতি (বাক্যের দ্বারা) কেন নপুংসকানি ইতি (কিরূপে নপুংসক নামসকল জান) ? মনসা ইতি (মনের দ্বারা। কেন গন্ধানিতি (কিসের দ্বারা গন্ধ পাইলে) ? প্রাণেন (প্রাণ নাসিকার দ্বারা) ইতি এব (এইরূপই) ব্রূয়াৎ (বলিলেন)। [ব্রহ্ম]—কেন রূপাণি ইতি (রূপসমূহ কিরূপে) [জানিবেন] ? [ব্রহ্মবিদ্]—চক্ষুষা ইতি (চক্ষু দ্বারা। [ব্রহ্মা] —কেন শব্দান্ ইতি (কিরূপে শব্দ) [শুনিবেন] ? [ব্রহ্মবিদ্]—শ্রোত্রেণ ইতি (কর্ণের দ্বারা]। [ব্রহ্ম] —কেন অন্নরসান্ ইতি (কিরূপে অন্নরস) [আস্বাদন কর] ; [ব্রহ্মবিদ্]—জিহ্বয়া ইতি (জিহ্বাদ্বারা। [ব্রহ্ম] কেন কর্মাণি (কিরূপে কর্ম কর ? [ব্রহ্মবিদ্] —হস্তাভ্যাম্ ইতি (হস্তের দ্বারা)। [ব্রহ্ম]—কেন সুখদুঃখে ইতি (কিরূপে সুখদুঃখ) [অনুভব কর] ? [ব্রহ্মবিদ্]—শরীরেণ ইতি (শরীর দ্বারা)। [ব্রহ্ম]—কেন আনন্দং রতিম্ প্রজাতিম্ ইতি (কিরূপে মৈথুনসুখ, রতিজসুখ এবং পুত্রকন্যা প্রাপ্তি হয়) ? [ব্রহ্মবিদ্]—উপস্থেন (উপস্থ দ্বারা)। [ব্রহ্ম] —কেন ইত্যাঃ ইতি (গতি কিরূপে) [প্রাপ্ত হও] ? [ব্রহ্মবিদ্]—পাদাভ্যাম্, ইতি। (পাদদ্বয় দ্বারা) ? [ব্রহ্ম] —কেন (কিরূপে), ধিয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তি) বিজ্ঞাতব্যম্ (বিষয়জ্ঞান), কামান্ (বিবিধ ইচ্ছা) [প্রাপ্ত হও] ? [ব্রহ্মবিদ্] প্রজ্ঞয়া (প্রজ্ঞা দ্বারা) ইতি ব্রূয়াৎ (ইহা বলিলেন)। তম্ আহ [ব্রহ্ম] (তাঁহাকে, ব্রহ্মবিদকে বলেন), আপঃ (জলময় লোক), বৈ খলু (ইহাদের কোন অর্থ নাই), মে (আমার) হি (ইহার কোন অর্থ নাই), অসৌ অয়ং (ঐ জলময় লোক), তে লোকঃ (এখন তোমার লোক)। সা যা (সে যে), ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের), জিতিং (জয়), যা ব্যষ্টিঃ (যে ব্যাপ্তি), তাং জিতিং (সেই জয়কে) জয়তি (জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন) তাং ব্যষ্টিং ব্যশ্নুতে (সেই ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হন) যঃ এবম্ বেদ য এবং বেদ (যিনি এইরূপ জানেন, যিনি এইরূপ জানেন)। [তিনিও এরূপ জয় এবং ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হন]।

সরলার্থ : ব্রহ্ম তাঁহাকে বলেন 'তুমি আমার পুরুষবাচক নামগুলি কিরূপে পাইলে ?'—'প্রাণদ্বারা।' 'স্ত্রী নামগুলি ?'—'বাক্যদ্বারা।' 'নপুংসক নামগুলি কিরূপে পাইলে ?'—'মনদ্বারা।' 'গন্ধ কিভাবে পাও ?' তিনি বলিবেন—'প্রাণদ্বারা।' 'রূপসমূহ কিভাবে গোচর হয় ?'—'চক্ষুদ্বারা।' 'শব্দ কিভাবে শোন ?'—'কর্ণদ্বারা।' 'অন্নরস কি দিয়া আস্বাদন কর ?'—'জিহ্বাদ্বারা।' 'কর্ম কি দিয়া কর ?'—'হস্তদ্বারা।' 'সুখদুঃখ কি দিয়া অনুভব কর ?'—'শরীরদ্বারা।' আনন্দ, রতি, সন্তান এইসব কিভাবে লাভ কর ?'—'উপস্থদ্বারা।' 'কিভাবে গমনাগমন কর ?'—'পদদ্বারা।' চিন্তা, জ্ঞান এবং ইচ্ছা কি করিয়া কর ?'—'প্রজ্ঞাদ্বারা।' তারপর ব্রহ্ম তাঁহাকে বলেন, 'এই যে আমার অপোময়[১] লোক তাহা তোমার।' যিনি ইহা জানেন তিনি ব্রহ্মের যে জয়, ব্রহ্মের যে ব্যাপ্তি (অর্থাৎ শক্তি) তাহা লাভ করেন।

মন্তব্য : এই মন্ত্রটি 'আনন্দ আশ্রম' সংস্করণে নাই। মন্ত্রটির অর্থ—প্রাণ, বাক্, ঘ্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হস্ত, পদ, উপস্থ, শরীর এবং প্রজ্ঞা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই (সর্বসত্তা দ্বারা আমাদের তাঁহাকে পাইতে হইবে)।

---

[১] শঙ্করানন্দের মতে জল প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত দ্বারা গঠিত লোক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণতত্ত্ব

৮. প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ কৌষীতকিঃ। তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো দূতং, বাক্ পরিবেষ্ট্রী, চক্ষুর্গোপ্তৃ, শ্রোত্রং সংশ্রাবয়িতৃ। তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে এতাঃ সর্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি। এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে এতাঃ সর্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি। তথো এবাস্মৈ সর্বাণি ভূতান্যযাচমানায়ৈব বলিং হরন্তি। য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদিতি। তদ্ যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বাহলব্ধোপবিশেন্নাহমতো দত্তমশ্নীয়ামিতি। য এবৈনং পুরস্তাৎ প্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনম্ উপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি। এষ ধর্মোঽযাচিতো ভবতি। অন্যতস্ত্বেবৈনম্ উপমন্ত্রয়ন্তে—দদাম ত ইতি ॥ ১

অন্বয়ঃ কৌষীতকিঃ (কৌষীতকি নামক ব্রহ্মবিদ), হ (পাদপূরণে) আহ (বলেন), স্ম (অতীতার্থে), প্রাণঃ (প্রাণই), ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম), তস্য (তাহার), হ বা এতস্য (এই) প্রাণস্য ব্রহ্মণঃ (প্রাণ-ব্রহ্মের) মনঃ (মন) দূতম্ (দূত), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) পরিবেষ্ট্রী (পরিবেশনকারিণী) চক্ষুঃ (চক্ষু) গোপ্তৃ (রক্ষক) শ্রোত্রম্ (কর্ণ) সংশ্রাবয়িতৃ (সম্যক শ্রবণকারী প্রতিহাররূপী। তস্মৈ (তাহার) বা এতস্মৈ (এই), প্রাণায় ব্রহ্মণে (প্রাণ-ব্রহ্মকে), এতা (এই) সর্বাঃ (সকল) দেবতাঃ (দেবতা, অর্থাৎ মন, বাক্, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণ) অযাচমানায় (অযাচিতভাবে), বলিং (উপহার) হরন্তি (আহরণ করে)। তথা উ এব (সেইরূপে) সর্বাণি ভূতানি (সর্বভূত) অযাচমানায় এব (অযাচিত ভাবে), অস্মৈ (ইহাকে) বলিং হরন্তি (উপহার আনয়ন করে)। যঃ এবং বেদ (যিনি এইরূপ জানেন), তস্য (তাহার), উপনিষদ্ (রহস্য ব্রত), ন যাচেৎ ইতি (যাচ্ঞা করিবে না), তৎ (সেইরূপ), যথা (যেমন) গ্রামং (গ্রামে), ভিক্ষিত্বা (ভিক্ষা করিয়া), অলব্ধ্বা (কিছু না পাইয়া), উপবিশেৎ (উপবেশন করিয়া) আহ (বলে) অতঃ দত্তম্ (ইহাদের দান) অহম্ (আমি) ন অশ্নীয়াম্ (কিছুই আহার করিব না), যে এব (যাহারাই) এনং (ইহাকে), পুরস্তাৎ (পূর্বে), প্রত্যাচক্ষীরন্ (প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল), তে এব (তাহারাই), এনম্ (ইহাকে) উপমন্ত্রয়ন্তে (আহ্বান করে)—দদাম তে ইতি (তোমাকে দান করিব), অযাচিতঃ (অযাচকের), এষঃ (এই) ধর্মঃ (ধর্ম), ভবতি (হয়)। অন্যতঃ (অন্যেরাও), তু এনম্ এব (ইহাকেই) উপমন্ত্রয়ন্তে (আহ্বান করে)—দদামঃ তে ইতি (তোমাকে দান করিব)।

সরলার্থ ঃ কৌষীতকি বলেন—'প্রাণই ব্রহ্ম' এই প্রাণরূপী ব্রহ্মের মন দূত, বাক্ পরিবেশনকর্তা, চক্ষু রক্ষক, কর্ণ দ্বাররক্ষক। প্রাণরূপী ব্রহ্মের নিকট এই সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অযাচিতভাবে বলি উপহার আনে। যিনি ইহা জানেন তাঁহার নিকট এইরূপে সকল প্রাণী অযাচিতভাবে বলি নিয়া আসে। এরূপ ব্যক্তির রহস্য-ব্রত এই—'যাচ্ঞা করিবে না।' যেমন কোন ব্যক্তি গ্রামে ভিক্ষার জন্য ঘুরিয়া কিছু না পাইয়া বসিয়া থাকে এবং বলে, 'আমি এই গ্রামবাসীদের প্রদত্ত কোন বস্তু লইব না,'

তখন যাহারা পূর্বে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই তাহাকে এই বলিয়া ডাকে—'আমরা তোমাকে দিব।' অযাচকের ইহাই ধর্ম। অন্যেরাও তাহাকে ডাকিয়া বলে—'আমরা তোমাকে দিব।'

মন্তব্য ঃ (১) প্রাণো ব্রহ্মেতি—শঙ্করানন্দ ও কাবয়েল অর্থ করেন—প্রাণই ব্রহ্ম। অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও রাধাকৃষ্ণণ অর্থ করেন—প্রাণই ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। এখানে অর্থের সামান্য তারতম্য হয়। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার প্রথম প্রকাশ। তাহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করা হয়। 'প্রাণই ব্রহ্ম' এই পাঠই আমরা এখানে গ্রহণ করিয়াছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ হিসাবে বলা হইয়াছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম—অর্থাৎ তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। তৈঃ উঃ—৩।৬ মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'আনন্দং ব্রহ্ম'—অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান এবং ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং তৈঃ উঃ ৩।১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তৎ ব্রহ্মেতি—অর্থাৎ যাহা হইতে ভূতসকল জাত হয়, যাঁহার দ্বারা জাত ভূতসমূহ জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে প্রয়াণ করে এবং বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। প্রাণকে এই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার কথা বলা হইয়াছে—অর্থাৎ এই প্রাণই সত্য, জ্ঞান, আনন্দাদিস্বরূপ জগৎ-কারণ। (২) মনো দূতং—রাজাদের যেমন সন্ধি-বিগ্রহাদি কর্মের জন্য ভৃত্য থাকে, সেইরূপ মন যেন পঞ্চবৃত্তি ব্রহ্মের দূত। (৩) বাক্ পরিবেষ্ট্রী—বাক্ পরিবেশনকারিণী—অর্থাৎ বাক্ দ্বারা প্রাণের ভাবসমূহ যেন পরিবেশন করা হয়। (৪) চক্ষুর্গোপ্তৃ—চক্ষু রক্ষণকারী। চক্ষু দ্বারাই আমরা দেখি এবং সেইজন্য নিজেদের রক্ষা করিতে পারি। (৫) শ্রোত্রং সংশ্রাবয়িতৃ—কর্ণ সংবাদশ্রাবক। রাজার যেমন সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রতিহার থাকে, কর্ণ তদ্রূপ।

৯. প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্ম আহ পৈঙ্গ্যঃ। তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো বাক্ পরস্তাৎ চক্ষুরারুন্ধে চক্ষুঃ পরস্তাৎ শ্রোত্রমারুন্ধে, শ্রোত্রং পরস্তান্মন আরুন্ধে, মনঃ পরস্তাৎ প্রাণ আরুন্ধে। তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণ এতাঃ সর্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি, তথো এবাস্মৈ সর্বাণি ভূতানি অযাচমানায়ৈব বলিং হরন্তি। য এবং বেদ, তস্য উপনিষন্ন যাচেদিতি। তদ্ যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বাহলব্ধোপবিশেন্নাহমতো দত্তমশ্নীয়ামিতি। য এবৈনং পুরস্তাৎ প্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনম্ উপমন্ত্রয়ন্তে—দদাম ত ইতি। এষঃ ধর্মোঽযাচিতো ভবতি। অন্যতস্ত্বেবৈনম্ উপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি ॥ ২

অন্বয়ঃ পৈঙ্গ্যঃ হ স্ম আহ (পৈঙ্গ্য ঋষি) প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি (প্রাণই ব্রহ্ম), তস্য (তাহার), হ বৈ (পাদপূরণে), এতস্য (এই), প্রাণস্য ব্রহ্মণঃ (প্রাণ ব্রহ্মের), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), পরস্তাৎ (পশ্চাতে), চক্ষুঃ (চক্ষু) আরুন্ধে (আছে), চক্ষুঃ পরস্তাৎ (চক্ষুর পশ্চাতে) শ্রোত্রম্ আরুন্ধে (কর্ণ আছে), শ্রোত্রম্ পরস্তাৎ (কর্ণের পশ্চাতে) মনঃ আরুন্ধে (মন আছে), মনঃ পরস্তাৎ (মনের পশ্চাতে) প্রাণঃ আরুন্ধে (প্রাণ আছে)। তস্মৈ (তাহার উদ্দেশে), বৈ এতস্মৈ (এই), প্রাণায় ব্রহ্মণে (এই প্রাণ ব্রহ্মের), এতাঃ (এই সমস্ত চক্ষু, কর্ণ, মন, প্রাণ), সর্বাঃ (সকল), দেবতাঃ (দেবতা), অযাচমানায় (অযাচিত ভাবে), বলিং (উপহার), হরন্তি (আনয়ন করে)। যঃ এবং বেদ (যিনি এইরূপ জানেন), তথা (সেইরূপ), উ এব অস্মৈ (তাহাকে), সর্বাণি ভূতানি (সর্বভূতে), অযাচমানায় এব (অযাচিত

ভাবেই), বলিং হরন্তি (উপহার আনয়ন করে)। তস্য উপনিষৎ (তাহার উপনিষৎ —অর্থাৎ ব্রত); ন যাচেৎ ইতি (যাচ্ঞা করিবে না)। তৎ যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বা (গ্রামে ভিক্ষা করিয়া), অলব্ধ্বা (কিছু না পাইয়া), উপবিশেৎ (উপবেশন করে এবং বলে)—ন অহম্ অতঃ দত্তম্ অশ্নীয়াম্ (আমি ইহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করিব না), যে এব (যাহারাই), এনম্ (ইহাকে), পুরস্তাৎ (পূর্বে), প্রত্যাচক্ষীরন্ (প্রত্যাখান করিয়াছিলেন), তে এব (তাহারাই) এনম্ (ইহাকে), উপমন্ত্রয়ন্তে (আহ্বান করিয়া বলেন)—তে দদামঃ (তোমাকে দিব)। অযাচিতঃ (অযাচকের), এষঃ ধর্মঃ (এই ধর্ম) ভবতি (হয়)। অন্যতঃ (অন্যেরাও), তু এনম্ এব (ইহাকেই), উপমন্ত্রয়ন্তে (আহ্বান করিয়া বলে)—তে দদামঃ (তোমাকে দান করিব), ইতি।

সরলার্থ ঃ পৈঙ্গ্য বলেন, 'প্রাণই ব্রহ্ম।' এই প্রাণরূপী ব্রহ্মের বাক্যের পর চক্ষু, চক্ষুর পর কর্ণ, কর্ণের পর মন, মনের পর প্রাণ—প্রাণরূপী ব্রহ্মের নিকট এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি অযাচিতভাবে বলি নিয়া আসে। যিনি ইহা জানেন তাঁহার নিকট এইরূপে সকল প্রাণী অযাচিতভাবে বলি আনে। এইরূপ ব্যক্তির ব্রত এই—'যাচ্ঞা করিবে না।' যেমন কোন ব্যক্তি গ্রামে ভিক্ষার জন্য ঘুরিয়া কিছু না পাইলে বসিয়া থাকে এবং বলে—'আমি এই গ্রামবাসীদের প্রদত্ত কোন বস্তু লইব না।' তারপর যাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই তাহাকে এই বলিয়া ডাকে—'তোমাকে দিব।' অযাচকের ইহাই ধর্ম। অন্যেরাও তাহাকে এই বলিয়া ডাকে—'আমরা তোমাকে দিব।'

১০. অথাত একধনাবরোধনম্। যদেকধনম্ অভিধ্যায়াৎ পৌর্ণমাস্যাং বাঽমাবাস্যায়াং বা শুদ্ধপক্ষে বা পুণ্যে নক্ষত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় পরিসমূহ্য পরিস্তীর্য পর্যুক্ষ্যোৎপূয় দক্ষিণং জান্বাচ্য স্রুবেণ বা চমসেন বা কংসেন বৈতা আজ্যাহুতীর্জুহোতি। বাঙ্নাম দেবতাঽবরোধিনী। সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধা তস্যৈ স্বাহা। প্রাণো নাম দেবতাঽবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাম্ তস্যৈ স্বাহা। চক্ষুর্নাম দেবতাঽবরোধিনী। সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাম্, তস্যৈ স্বাহা। শ্রোত্রং নাম দেবতাঽবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাম্, তস্যৈ স্বাহা। মনো নাম দেবতাঽবরোধিনী। সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাম্, তস্যৈ স্বাহা। প্রজ্ঞা নাম দেবতাঽবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাম্, তস্যৈ স্বাহেতি। অথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াজ্যলেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রব্রজ্যার্থং ব্রূবীত দূতং বা প্রহিণুয়াৎ, লভতে হৈব ॥ ৩

অন্বয় ঃ অথ অতঃ (অতঃপর), একধনাবরোধনম্ (একধন প্রাপ্তির উপায়) [বলা হইতেছে]। যৎ (যদি) [কোন ব্যক্তি], একধনম্ (একধন), অভিধ্যায়াৎ (বিশেষভাবে পাইতে ইচ্ছা করেন) [তবে], পৌর্ণমাস্যাং (পূর্ণিমাতে), বা (অথবা), অমাবাস্যায়াং (অমাবস্যাতে), বা (অথবা), শুদ্ধপক্ষে (শুক্লপক্ষে), বা (অথবা), পুণ্যে নক্ষত্রে (শুভ নক্ষত্রে), অগ্নিম্ (অগ্নি), উপসমাধায় (প্রতিষ্ঠা করিয়া), পরিসমূহ্য (মৃত্তিকা পরিষ্কার করিয়া), পরিস্তীর্য (দূর্বা বিকীর্ণ করিয়া), পর্যুক্ষ্য (মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন করিয়া), দক্ষিণং জানু (দক্ষিণ জানু), আচ্য (পাতিয়া) স্রুবেণ (খদির কাষ্ঠ নির্মিত ঘৃতাহুতি দিবার চামচ বিশেষ), চমসেন (চামচদ্বারা), কংসেন (কাংস্যপাত্র দ্বারা), আজ্যাহুতীঃ (ঘৃতের দ্বারা আহুতি),

জুহোতি (প্রদান করিবেন)। বাক্ (বাক্ নাম্নী), দেবতা (দেবতা), অবরোধিনী (অভীষ্টসম্পাদিকা), সা (তিনি), মে (আমাকে), অমুষ্মাৎ (অমুক হইতে), ইদম্ (ইহা অর্থাৎ অভীষ্ট দ্রব্য), অবরুন্ধাম্ (আনয়ন করুন), তস্যৈ স্বাহা (তাহার উদ্দেশ্যে 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতেছি)। চক্ষুর্নাম (চক্ষু নামক), দেবতা (দেবতা), অবরোধিনী (অভীষ্টসম্পাদিকা), সা (তিনি), মে (আমাকে), অমুষ্মাৎ (অমুক ব্যক্তি হইতে), ইদম্ (ইহা অর্থাৎ অভীষ্ট দ্রব্য), অবরুন্ধাম্ (আনয়ন করুন), তস্যৈ স্বাহা (তাহার উদ্দেশ্যে 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমি আহুতি দিতেছি)। শ্রোত্রং নাম (কর্ণ নামে) দেবতা (দেবতা), অবরোধিনী (অভীষ্ট-সম্পাদিকা), সা (তিনি), মে (আমাকে), অমুষ্মাৎ (অমুক ব্যক্তি হইতে), ইদম্ (ইহা—অর্থাৎ অভীষ্ট দ্রব্য), অবরুন্ধাম্ (আনয়ন করুন), তস্যৈ স্বাহা (পূর্ববৎ)। মনো নাম (মন নামক) দেবতা (দেবতা), অবরোধিনী (অভীষ্ট-সম্পাদিকা), সা (তিনি), মে (আমাকে), অমুষ্মাৎ (অমুক ব্যক্তি হইতে), ইদম্ (ইহা), অবরুন্ধাম্ (আনয়ন করুন), তস্যৈ স্বাহা। প্রজ্ঞা নাম (প্রজ্ঞানামক) দেবতা (দেবতা), অবরোধিনী (অভীষ্ট-সম্পাদিকা) সা মে অমুষ্মাৎ ইদম্ অবরুন্ধাম্ (তিনি আমাকে অমুক ব্যক্তি হইতে ইহা আনয়ন করুন), তস্যৈ স্বাহা। অথ (অনন্তর), ধূমগন্ধঃ (যজ্ঞীয় ধূমের গন্ধ)। প্রজিঘ্রায় (আঘ্রাণ করিয়া), অঙ্গানি (অঙ্গসমূহকে) আজ্যালেপেন (যজ্ঞ ঘৃতের দ্বারা), অনুবিমৃজ্য (অনুলেপন করিয়া), বাচংযমঃ (বাক সংযম করিয়া), অভিপ্রব্রজ্য (দ্রব্যাধিকারীর নিকট গমন করিবেন), অর্থং ব্রূবীত (অর্থপ্রাপ্তির বিষয় বলিবেন), বা (অথবা), দূতং প্রহিণুয়াৎ (দূত প্রেরণ করিবেন), স লভতে হ এব (তিনি অভীষ্ট দ্রব্য নিশ্চয়ই লাভ করিবেন)।

সরলার্থ ঃ অতঃপর একধন (কোন বিশেষ মূল্যবান বস্তু) পাইবার উপায় বলা হইতেছে। যদি কেহ একধন পাইতে ইচ্ছা করে, তবে সে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথিতে অথবা শুক্লপক্ষে শুভনক্ষত্রে যথারীতি অগ্ন্যাধান করিয়া চতুর্দিক পরিষ্কার করিয়া দূর্বা ছড়াইয়া এবং মন্ত্রপূত জল সেচন দ্বারা স্থানটি পবিত্র করিয়া দক্ষিণ হাঁটু পাতিয়া বসিবে এবং যজ্ঞপাত্র স্রুব বা চমস্ বা কাঁসার পাত্রে করিয়া এই বলিয়া ঘৃতাহুতি দিবে—'বাক্‌দেবতা অবরোধিনী (অর্থাৎ অভীষ্ট-সম্পাদিকা), তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আমাকে ইহা (অভীষ্ট দ্রব্য) আনিয়া দিন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেছি। প্রাণদেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আমাকে ইহা আনিয়া দিন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেছি। চক্ষু-দেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আমাকে ইহা আনিয়া দিন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেছি। শ্রোত্রদেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আমাকে ইহা আনিয়া দিন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেছি। মনোদেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আমাকে ইহা আনিয়া দিন, আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেছি। প্রজ্ঞাদেবতা অভীষ্ট-সম্পাদিকা, তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আমাকে ইহা আনিয়া দিন, আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেছি। তারপর সে ধূমগন্ধ আঘ্রাণ, যজ্ঞঘৃতে অঙ্গলেপন এবং বাক্‌সংযমপূর্বক যজ্ঞস্থান ত্যাগ করিয়া সেই দ্রব্যের অধিকারীর নিকট যাইবে অথবা দূত পাঠাইবেন। (এরূপ করিলে উহা সে) নিশ্চয়ই তাহা পাইবে।

মন্তব্য ঃ একধন—প্রাণই জগতের একমাত্র ধন এবং প্রাণব্রহ্মকেই একধন বলা হইয়াছে।

১১. অথাতো দৈবঃ স্মরঃ—যস্য প্রিয়ো বুভূষেদ্ যস্যৈ বা যেষাং বা যাসাং বা একস্মিন্ পর্বণ্যগ্নিম্ উপসমাধায়ৈতয়ৈবাবৃতৈতা আজ্যাহুতীর্জুহোতি। বাচং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রাণং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। চক্ষুস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। শ্রোত্রং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। মনস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রজ্ঞা তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহেতি। অথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াজ্যলেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচং যমোঽভিপ্রব্রজ্য সংস্পর্শং জিগমিষেদ্ অপি বাতাদ্বা সংভাষমাণস্তিষ্ঠেৎ। প্রিয়ো হৈব ভবতি, স্মরন্তি হৈবাস্মাৎ ॥ ৪

অন্বয়ঃ অতঃ অথ (অতঃপর), দৈবঃ (ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়), স্মরঃ (অভিলাষ) [প্রাণবিৎ] যস্য (যে পুরুষের), যস্যৈ (বৈদিক প্রয়োগ=যস্যা—যে স্ত্রীর); বা যেষাং (বা যে পুরুষদের), বা যাসাং (অথবা যে স্ত্রীদের) প্রিয়ং বুভূষেৎ (প্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন), একস্মিন্ পর্বণি (কোন পর্বের বা শুভদিনের), অগ্নিম্ উপসমাধায় (অগ্নি স্থাপন করিয়া), এতয়া এব আবৃতা (পূর্বোক্ত প্রকারে—মৃত্তিকা পরিস্কৃত করিয়া কুশ বা দূর্বা বিকীর্ণ করিয়া, জল সিঞ্চন করিয়া), এতাঃ (এই ভাবে), আজ্যাহুতীঃ (ঘৃতাহুতী দিবেন), তে বাচং (তোমার বাক্য), ময়ি (আমাকে), জুহোমি (আহুতি দিতেছি), অসৌ স্বাহা (ইহার উদ্দেশ্যে স্বাহা মন্ত্র বলিয়া আহুতি দেন)। তে প্রাণং (তোমার প্রাণ), মে (আমাতে), জুহোমি (আহুতি দিতেছি), অসৌ স্বাহা। তে চক্ষুঃ (তোমার চক্ষু), ময়ি (আমাতে), জুহোমি (আহুতি দিতেছি), অসৌ স্বাহা। তে শ্রোত্রং (তোমার কর্ণ), ময়ি (আমাতে), জুহোমি (আহুতি দিতেছি), অসৌ স্বাহা। তে মনঃ (তোমার মন), ময়ি (আমাতে), জুহোমি (আহুতি দিতেছি), অসৌ স্বাহা। তে প্রজ্ঞা (তোমার প্রজ্ঞা), ময়ি (আমাতে), জুহোমি (আহুতি দিতেছি), অসৌ স্বাহা, ইতি (বাক্যশেষ)। অথ (অতঃপর), ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায় (যজ্ঞীয় ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া), অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ) আজ্যলেপেন অনুবিমৃজ্য (যজ্ঞীয় ঘৃতদ্বারা লেপন করিয়া), বাচংযমঃ (বাক্‌সংযম করিয়া), অভিপ্রব্রজ্য (তাহার বা তাহাদের নিকট গমন করিবে), সংস্পর্শং (তাহার সংস্পর্শ), জিগমিষেৎ (পাইতে ইচ্ছা করিবে), বা (অথবা), বাতাৎ (বায়ুযোগে অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা যাহাতে শব্দ কর্ণে প্রবেশ করে সেইরূপে), সংভাষমাণঃ তিষ্ঠেৎ (সম্ভাষণ করিয়া অবস্থান করিবেন)। [এইরূপ করিলে]—প্রিয় হ এব ভবতি (তিনি অভীষ্ট ব্যক্তির প্রিয় হন), অস্য হ এব স্মরন্তি (তাঁহাকেই স্মরণ করে)।

সরলার্থঃ তারপর বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় অভিলাষ সম্পাদনের উপায় বলা হইতেছে। [প্রাণবিৎ ব্যক্তি] যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের প্রিয় হইতে চান, তবে কোন পুণ্য দিনে সেই সব ব্যক্তি এবং দেবতাদের নামে যথারীতি অগ্ন্যাধান করিয়া আগের মত এই বলিয়া ঘৃতাহুতি দিবে 'তোমার বাক্যকে আমি আমাতে অর্পণ করিতেছি ; আমি ঐ অভিলাষে এই আহুতি দিতেছি। তোমার প্রাণকে আমি আমাতে অর্পণ করিতেছি ; আমি ঐ অভিলাষে এই আহুতি দিতেছি। তোমার প্রাণকে আমি আমাতে অর্পণ করিতেছি ; আমি ঐ অভিলাষে এই আহুতি দিতেছি। তোমার চক্ষুকে আমি আমাতে অর্পণ করিতেছি ; আমি ঐ অভিলাষে এই আহুতি দিতেছি। তোমার কর্ণকে আমি আমাতে অর্পণ করিতেছি ; আমি ঐ অভিলাষে এই আহুতি দিতেছি। তোমার মনকে আমি আমাতে অর্পণ করিতেছি; আমি ঐ

অভিলাষে এই আহুতি দিতেছি। তোমার প্রজ্ঞা আমি আমাতে অর্পণ করিতেছি ; আমি ঐ অভিলাষে এই আহুতি দিতেছি। তারপর সে ধূমগন্ধ আঘ্রাণ, যজ্ঞঘৃতে অঙ্গলেপন এবং বাক্য সংযমপূর্বক যজ্ঞস্থান ত্যাগ করিয়া নিজ সাধ্য বিষয়ের নিকট যাইতে চেষ্টা করিবে অথবা বায়ুযোগে (বায়ুদ্বারা শব্দ যাহাতে কর্ণে প্রবেশ করে সেইরূপে) তাহাকে সম্ভাষণ করিবে। [এরূপ করিলে] সে অভীষ্ট ব্যক্তিদের প্রিয় হয় অথবা তাহারা অন্য স্থানে গেলেও তাহাকে স্মরণ করে।

আন্তর যজ্ঞ

১২. অথাতঃ সাংযমনং প্রাতর্দনমান্তরম্ অগ্নিহোত্রম্ ইতি চাচক্ষতে। যাবদ্বৈ পুরুষো ভাষতে ন তাবৎ প্রাণিতুং শক্নোতি। প্রাণং তদা বাচি জুহোতি। যাবদ্ বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবদ্ ভাষিতুং শক্নোতি। বাচং তদা প্রাণে জুহোতি। এতে অনন্তে অমৃতাহুতী জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সন্ততম্ অব্যবচ্ছিন্নং জুহোতি। অথ যা অন্যা আহুতয়োঽন্তবত্যস্তাঃ কর্মময্যো হি ভবন্ত্যেতদ্ধ বৈ পূর্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহুবাঞ্চক্রুঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ অথ অতঃ (অতঃপর) প্রাতর্দনম্ (প্রতর্দন প্রবর্তিত), সাংযমনম্ (সংযমন সংক্রান্ত), আন্তরম্ অগ্নিহোত্রম্ (আন্তর যজ্ঞ), ইতি চ (পাদপূরণে) আচক্ষতে (বলা হয়)। যাবৎ (যতক্ষণ), বৈ পুরুষঃ ভাষতে (মানুষ কথা বলে) তাবৎ (ততক্ষণ পর্যন্ত), প্রাণিতুং (প্রাণনক্রিয়া অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে), ন শক্নোতি (সমর্থ হয় না)। তদা (তখন)—[তিনি] প্রাণং (প্রাণকে) বাচি (বাক্যে), জুহোতি (আহুতি দেন)। যাবৎ (যতক্ষণ), বৈ পুরুষঃ (মানুষ), প্রাণিতি (প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে), তাবৎ (ততক্ষণ), ভাষিতুং (কথা বলিতে), ন শক্নোতি (সমর্থ হয় না)। তদা (তখন) বাচং (বাক্যকে) প্রাণে (প্রাণে), জুহোতি (আহুতি দেন)। এতে (এই দুইটি), অনন্তে (অনন্ত) অমৃতাহুতী (অমৃত আহুতিদ্বয়কে), জাগ্রৎ (জাগ্রৎ অবস্থায়), চ স্বপন্ (নিদ্রিত অবস্থায়) চ সন্ততম্ (নিরন্তর), অব্যবচ্ছিন্নম্ (অবিচ্ছিন্নভাবে), জুহোতি (আহুতি দেন)। অথ (আর), যঃ (যে), অন্যাঃ (অন্য), অন্তবত্যঃ (বিনাশশীল), আহুতয়ঃ (আহুতিসমূহ), তাঃ (তাহারা), কর্মময্যঃ (কর্মময়ী), হি ভবন্তি (হয়)। এতৎ (এইজন্য), হ পূর্বে (পূরাকালে), বিদ্বাংসঃ (তত্ত্ববিদগণ) অগ্নিহোত্রম্ (যজ্ঞ), ন জুহুবাঞ্চক্রুঃ (আহুতি প্রদান করিতেন না)।

সরলার্থঃ ইহার পর প্রতর্দনের অনুষ্ঠিত সংযম (কথিত হইতেছে যাহাকে) জ্ঞানিগণ আন্তর অগ্নিহোত্র বলেন। যতক্ষণ কেহ কথা বলে ততক্ষণ সে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে না। তখন সে প্রাণকে বাক্যে অর্পণ করে (আহুতি দেয়)। যতক্ষণ কেহ শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় ততক্ষণ সে কথা বলিতে পারে না। সেই সময় সে বাক্যকে প্রাণে অর্পণ করে। নিদ্রা, জাগরণ উভয় অবস্থায় সে অবিচ্ছিন্নভাবে এই দুটি অনন্ত অমৃতাহুতি (যে আহুতিদ্বয়ের ফল অমরণ) অর্পণ করে। অন্য যে সকল সান্ত

(অনিত্য) আহুতি আছে সেগুলি কর্মসম্বন্ধীয়। এই জন্যই পূর্বে জ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র করিতেন না।

উক্থের প্রশংসা

১৩. উক্থং ব্রহ্মেতি হ স্মাহ শুষ্কভৃঙ্গারঃ। তদৃগিত্যুপাসীত। সর্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়াভ্যর্চ্যন্তে। তদ্‌যজুরিত্যুপাসীত। সর্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যুজ্যন্তে। তৎ সামেত্যুপাসীত। সর্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় সংনমন্তে। তৎ শ্রীরিত্যুপাসীত। তদ্‌যশ ইত্যুপাসীত। তত্তেজ ইত্যুপাসীত। তদ্‌যথৈতচ্ছস্ত্রাণাং শ্রীমত্তমং যশস্বিতমং তেজস্বিতমং ভবতি, তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্বেষাং ভূতানাং শ্রীমত্তমো যশস্বিতমস্তেজস্বিতমো ভবতি। তমেতমৈষ্টকং কর্মময়মাত্মানমধ্বর্যুঃ সংস্করোতি। তস্মিন্ যজুর্ময়ং প্রবয়তি। যজুর্ময়ে ঋঙ্ময়ং হোতা, ঋঙ্ময়ে সামময়ম্ উদ্‌গাতা। স এষ সর্বস্যৈ ত্রয়ীবিদ্যায়া আত্মা, এষ উ এবাস্যাত্মা, এতদাত্মা ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬

অন্বয়ঃ শুষ্কভৃঙ্গারঃ (শুষ্কভৃঙ্গার নামক মুনি), হ স্ম (পাদপূরণে), আহ (বলেন), উক্থম্ (সামবেদের মন্ত্রবিশেষ—কিন্তু এখানে অর্থ 'প্রাণ') ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি। তৎ (সেই উক্থরূপী প্রাণকে), ঋক্ ইতি (ঋগ্বেদ বলিয়া), উপাসীত (উপাসনা করিবে) [যিনি এইরূপ উপাসনা করেন] অস্মৈ (ইহাকে), হ সর্বাণি ভূতানি (সর্বভূত), শ্রৈষ্ঠ্যায় (শ্রেষ্ঠ বলিয়া), অভ্যর্চ্যন্তে (অর্চনা করেন)। তৎ (সেই উক্ত ব্রহ্মকে), যজুঃ (যজুঃ)—ইতি—উপাসীত (উপাসনা করিবে) [যিনি এইরূপ উপাসনা করেন], সর্বাণি ভূতানি (সর্বভূত) অস্মৈ (ইহাকে), শ্রৈষ্ঠ্যায় (শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া), যুজ্যন্তে (তাঁহার সহিত যুক্ত হয়)। তৎ (তাঁহাকে, উক্থরূপী প্রাণ ব্রহ্মকে), সাম (সামবেদরূপে)—ইতি উপাসীত (উপাসনা করিবে) [যিনি এরূপ উপাসনা করেন], সর্বাণি ভূতানি (সর্বভূত)—হ—অস্মৈ (ইঁহাকে) শ্রৈষ্ঠ্যায় (শ্রেষ্ঠ বলিয়া), সংনমন্তে (সম্যক্ নমস্কার করে)। তৎ (তাঁহাকে), শ্রীঃ (শ্রীরূপে)—ইতি উপাসীত (উপাসনা করিবে)। তৎ (ইঁহাকে), যশঃ (যশরূপে)—ইতি—উপাসীত (উপাসনা করিবে)। তৎ (ইঁহাকে), যথা (যেরূপ), এতৎ [ধনু]। শস্ত্রাণাং (অস্ত্রসমূহের মধ্যে), শ্রীমৎ-তমম্ (সর্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন), যশস্বিতমং (যশস্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ)। তেজস্বিতমং (তেজস্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ), ভবতি (হয়), তথা এব (সেইরূপই), এবং বিদ্বান্ (যিনি এইরূপ জানেন) [তিনি], সর্বেষাং ভূতানাম্ (সর্বভূতের মধ্যে), শ্রীমত্তমঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন), যশস্বিতমঃ (সর্বাপেক্ষা যশস্বী), তেজস্বিতমঃ (সর্বাপেক্ষা তেজস্বী), ভবতি (হন)। তম্ (সেই), এতম্ (এই), ঐষ্টকম্ (যজ্ঞ সম্বন্ধী), কর্মময়ম্ (কর্মময়), আত্মানম্ (আত্মাকে), অধ্বর্যুঃ (যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্), সংস্করোতি (সংস্কৃত অর্থাৎ পবিত্র করেন)। তস্মিন্ (তাহাতে), যজুর্ময়ং (যজুর্বেদীয় কর্মসমূহকে), প্রবয়তি (বয়ন করেন অর্থাৎ সংযুক্ত করেন)। হোতা (ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিক্), যজুর্ময়ে (যজুর্বেদীয় কর্মসমূহে), ঋঙ্ময়ং (ঋগ্‌বেদীয় কর্মসমূহকে), উদ্‌গাতা

(উদ্‌গাতা) ঋঙ্ময়ে (ঋগ্‌বেদীয় কর্মসমূহে), সামময়ম্ (সামবেদীয় কর্মসমূহকে) [প্রবয়তি—বয়ন অর্থাৎ সংযুক্ত করেন]। সঃ এষঃ (সেই ইনি অর্থাৎ প্রাণ) সর্বস্যৈ ত্রয়ীবিদ্যায়াঃ (সমুদয় ঋক্, যজু ও সাম বেদের) আত্মা (আত্মা)। এষঃ উ এব (ইনিই), অস্য আত্মা (ত্রয়ী বিদ্যার আত্মা)। যঃ এবং বেদঃ (যিনি এইরূপ জানেন) [তিনি], এতদাত্মা (এই আত্মা হন), প্রাণরূপী আত্মা হন। অর্থাৎ প্রাণের সহিত একাত্ম হন।

সরলার্থ ঃ শুষ্কভৃঙ্গার (নামক মুনি) বলেন—উক্থই (সামবিশেষ) ব্রহ্ম। উহাকে ঋক্‌রূপে ধ্যান করিবে। (যিনি এরূপ ধ্যান করেন) তাঁহাকে সকল প্রাণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্চনা করে। উহাকে যজুরূপে ধ্যান করিবে। (যিনি এরূপ ধ্যান করেন) সকল প্রাণী তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হয়। উহাকে সামরূপে ধ্যান করিবে। (যিনি এরূপ ধ্যান করেন) তাঁহাকে সকল প্রাণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া নমস্কার করে। উহাকে শ্রীরূপে ধ্যান করিবে। উহাকে যশরূপে ধ্যান করিবে। উহাকে তেজরূপে ধ্যান করিবে। যেমন এই ধনু সব অস্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রীময়, যশস্বী এবং তেজস্বী, তেমনি যে ব্যক্তি ইহা জানেন তিনি প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রীময়, যশস্বী এবং তেজস্বী হন। (তাঁহার) সেই যজ্ঞসাধক কর্মময় আত্মাকে অধ্বর্যু (যজুর্বেদীয় ঋত্বিক) পবিত্র করেন। সেই আত্মাতে তিনি যজুর্বেদীয় কর্মসমূহকে বয়ন (সংযুক্ত) করেন। হোতা (ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্) ঋগ্‌বেদীয় কর্মসমূহ যজুর্বেদীয় কর্মসমূহে সংযুক্ত করেন। উদ্‌গাতা (সামবেদীয় ঋত্বিক্) সামবেদীয় কর্মসমূহ ঋগ্‌বেদীয় কর্মসমূহে সংযুক্ত করেন। তিনি (অর্থাৎ প্রাণ) সমগ্র ত্রয়ীবিদ্যার (ঋক্-সাম-যজুঃ এই বেদত্রয়ের) আত্মা। তিনিই উহার আত্মা। যিনি ইহা জানেন তিনি প্রাণের সহিত একাত্ম হন।

মন্তব্য ঃ 'উক্থ' শব্দ বচ্ ধাতু হইতে আসিয়াছে। উক্থ বাক্যের নামান্তর। উক্থ সামবেদের একটি মন্ত্র। এখানে প্রাণকে বুঝাইতেছে। সেই প্রাণকে বেদরূপে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। কারণ প্রাণব্রহ্মই বেদের আত্মা।

সূর্যের স্তুতি

১৪. অথাতঃ সর্বজিতঃ কৌষীতকেস্ত্রীণ্যুপাসনানি ভবন্তি। যজ্ঞোপবীতং কৃত্বাঽপ আচম্য ত্রিরুদপাত্রং প্রসিচ্যোদ্যন্তমাদিত্যম্ উপতিষ্ঠেত। বর্গোঽসি পাপ্মানং মে বৃঙ্ধীতি এতয়ৈবাবৃতা মধ্যে সন্তম্। উদ্বর্গোঽসি পাপ্মানং ম উদ্বৃঙ্ধীতি। এতয়ৈবাবৃতাঽস্তং যন্তম্, সংবর্গোঽসি পাপ্মানং মে সংবৃঙ্ধীতি। যদহোরাত্রাভ্যাং পাপং করোতি সং তদ্বৃঙ্ক্তে ॥ ৭

অন্বয় ঃ অথ অতঃ (অতঃপর), সর্বজিতঃ কৌষীতকেঃ (সর্বজয়ী কুষীতকের পুত্রের), ত্রীণি (তিনটি), উপাসনানি (উপাসনা), ভবন্তি (আছে)। যজ্ঞোপবীতং (যজ্ঞোপবীত), কৃত্বা (ধারণ করিয়া), অপঃ (জল দ্বারা), আচম্য (আচমন করিয়া), ত্রিঃ (তিনবার), উদপাত্রম্ (জলের পাত্র হইতে), প্রসিচ্য (সেচন করিয়া), উদ্যন্তম্ (উদীয়মান), আদিত্যম্ (আদিত্যকে), উপতিষ্ঠেত (উপাসনা করেন)। বর্গঃ অসি (তুমি বর্গ—অর্থাৎ পাপবিনাশক), মে পাপ্মানং

(আমার পাপকে), বৃঙ্‌ধি (বিনাশ কর) ইতি। এতয়া এব আবৃতা (এইভাবে) মধ্যে সন্তম্‌ (মধ্যস্থিত অর্থাৎ মধ্যাহ্নের সূর্যকে) [উপাসনা করে], উদ্‌বর্গঃ অসি (তুমি উদ্‌বর্গ অর্থাৎ বিশেষরূপে পাপনাশক হও), মে পাপ্‌মানং (আমার পাপকে), উদ্‌বৃঙ্‌ধি (বিশেষভাবে নাশ কর)। এতয়া এব আবৃতা (এই ভাবেই), অস্তং যন্তম্‌ (অস্তগামী) [আদিত্যকে উপাসনা করেন]। সংবর্গঃ অসি (তুমি সম্যক্‌রূপে পাপবিনাশক), মে পাপমানং (আমার পাপকে), সংবৃঙ্‌ধি ইতি (সম্যক্‌রূপে বিনাশ করে)। অহোরাত্রাভ্যাম্‌ (অহোরাত্রে), যৎ (যে), পাপং করোতি (পাপ করে), তৎ (তাহা) সংবৃঙ্‌ক্তে (নাশপ্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ ঃ অতঃপর সর্বজিৎ কৌষীতকির প্রবর্তিত তিনটি উপাসনার কথা বলা হইতেছে। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া জল আচমন ও জলপাত্র হইতে তিন বার জল-সেচনপূর্বক এই বলিয়া উদীয়মান সূর্যের উপাসনা করিবে 'তুমি বর্গ (পাপনাশক), আমার পাপ নাশ কর।' এই ভাবেই মধ্যাহ্ন সূর্যের উপাসনা করিবে। (উপাসনা-মন্ত্র—) 'তুমি উদ্বর্গ (বিশেষরূপে পাপ-বিনাশক), বিশেষরূপে আমার পাপ নাশ কর'; আবার এই ভাবেই অস্তগামী সূর্যের উপাসনা করিবে—'তুমি সম্বর্গ (সম্যক্‌রূপে পাপ-বিনাশক), সম্যক্‌রূপে আমার পাপ বিনাশ কর।' উপাসক দিবারাত্রির মধ্যে যত পাপ করেন (এই উপাসনাদ্বারা) তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

মন্তব্য ঃ (১) যজ্ঞোপবীত ধারণ—প্রাচীনকালে সর্বদা যজ্ঞোপবীত পরিয়া থাকার প্রথা ছিল না। কেবল যজ্ঞাদি সম্পাদনের সময় ইহা ধারণ করিবার নিয়ম ছিল। (২) বর্গঃ—যিনি এই সমস্ত জগৎকে আত্মা মনে করেন এবং তৃণবৎ পরিত্যাগ করেন, তিনি বর্গ—(শংকরানন্দ)।

চন্দ্রের স্তুতি

১৫. অথ মাসি মাস্যমাবাস্যায়াং পশ্চাৎ চন্দ্রমসং দৃশ্যমানম্‌ উপতিষ্ঠেতৈতয়ৈবাবৃতা, হরিততৃণাভ্যাং বাক্‌ প্রত্যস্যতি—যত্তে সুসীমং হৃদয়মধি চন্দ্রমসি শ্রিতং। তেনামৃতত্বস্যেশানে মাহহং পৌত্রমঘং রুদমিতি। ন হাস্মাৎ পূর্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি নু জাতপুত্রস্য। অথ অজাতপুত্রস্য, আপ্যায়স্ব সমেতু তে। সং তে পয়াংসি সমুয়ন্তু বাজাঃ। যমাদিত্যা অংশুম্‌ আপ্যায়য়ন্তি ইতি এতাস্তিস্র ঋচো জপিত্বা মাহস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়িষ্ঠা। যোহস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ, তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়স্বেতি দৈবীমাবৃতমাবর্ত আদিত্যস্যাবৃতমন্বাবর্তে। ইতি দক্ষিণং বাহুম্‌ অন্বাবর্ততে ॥ ৮

অন্বয় ঃ অথ (অতঃপর), মাসি মাসি (প্রতিমাসে), অমাবাস্যায়াং (অমাবস্যা তিথিতে), পশ্চাৎ দৃশ্যমানম্‌ (পশ্চিম দিকে দৃশ্যমান), চন্দ্রমসং (চন্দ্রকে), এতয়া এব আবৃতা (এই রূপেই অর্থাৎ উপবীত দ্বারা আবৃত হইয়া), হরিততৃণাভ্যাম্‌ (দুইটি হরিৎ বর্ণের দূর্বা) [চন্দ্রের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া], বাক্‌ প্রত্যস্যতি (এই বাক্য নিবেদন করিবে)—অমৃতত্বস্য (অমৃতত্বের), ঈশানে (নিয়ন্ত্রী), যৎ তে (তোমার যে), সুসীমং (শোভনাকার, সুন্দর), হৃদয়ং (হৃদয়), চন্দ্রমসি

অধিশ্রিতম্‌ (চন্দ্রমণ্ডলে আশ্রিত) তেন (তাহার দ্বারা—অর্থাৎ তাহার প্রসাদে), মা অহম্‌ পৌত্রম্‌ অঘং রুদম্‌ (আমি যেন পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখে রোদন না করি) অস্মাৎ (ইহার), পূর্বাঃ (পূর্বে), প্রজাঃ (সন্তান), ন প্রৈতি (পরলোকে প্রয়াণ করে না)। জাতপুত্রস্য (যাহার পুত্র জন্মিয়াছে) [তাহার এই উপাসনা], অথ (আর), অজাতপুত্রস্য (যাহার পুত্র হয় নাই তাহার) [উপাসনা] [হে সোম], আপ্যায়স্ব (আপ্যায়িত হও, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও), তে সমেতু (তোমাতে সম্যক্‌ গমন কর অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হও), তে (তোমার) সং পয়াংসি (সমস্ত দুগ্ধ), বাজাঃ [আমার] (অন্নোপজীবী তনয়ের নিকট), সম্‌ উয়ন্তু (সম্যক্‌ গমন করুক)। যম্‌ আদিত্যাঃ অংশুং (যে অংশু বা কিরণকে আদিত্যগণ) আপ্যায়য়ন্তি (আপ্যায়িত করেন অর্থাৎ আনন্দিত করেন), ইতি। এতাঃ তিস্রঃ (এই তিনটি) ঋচঃ (ঋক্‌ মন্ত্র), জপিত্বা (জপ করিয়া) [বলেন]—যঃ অস্মান্‌ দ্বেষ্টি (যে আমাদিগকে দ্বেষ করে) [তাহাকে] অস্মাকম্‌ (আমাদের) প্রাণেন (প্রাণের দ্বারা), পশুভিঃ (আমাদের পশুসমূহের দ্বারা), মা আপ্যায়িষ্ঠা (আমাদের আপ্যায়িত বা আনন্দিত করিও না) যং (যাহাকে), চ বয়ং দ্বিষ্মঃ (আমরা দ্বেষ করি), তস্য (তাহার) প্রাণেন প্রজয়া পশুভিঃ (প্রাণ, সন্তান এবং পশুদ্বারা), [আমাকে] আপ্যায়য়স্ব (আনন্দিত কর), দৈবীম্‌ (দৈবী), আবৃতম্‌ (আবর্তন) আবর্তে (অনুসরণ করি), আদিত্যস্য (সূর্যের) আবৃতম্‌ (আবর্তন), অন্বাবর্তে (অনুবর্তন করি), ইতি—দক্ষিণং বাহুং অন্বাবর্ততে (এই বলিয়া দক্ষিণ বাহু আবর্তন করিবেন)।

সরলার্থ ঃ তারপর প্রতিমাসে অমাবস্যা তিথিতে এইরূপে (উপবীতদ্বারা) আবৃত হইয়া পশ্চিম দিকে দৃশ্যমান চন্দ্রের উপাসনা করিবে। দুইটি সবুজ দূর্বা দ্বারা (অর্চনা করিয়া) চন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলিবে—'হে অমৃতত্বের নিয়ন্তা, তোমার যে সুন্দর হৃদয় চন্দ্রমণ্ডল অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহার প্রসাদে আমি যেন পুত্রশোক ভোগ না করি।' এই রকম উপাসকের সন্তান তাহার পূর্বে মরে না। যাহার পুত্র জন্মিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই (উপাসনা-বিধি)। যাহার পুত্র জন্মায় নাই তাহার সম্বন্ধে (এই উপাসনা বিহিত হইতেছে)—১। (হে সোম) তুমি বৃদ্ধি পাও, তোমাতে বল সঞ্চারিত হউক (ঋগ্বেদ, ১।৯১।১৬, ৯।৩১।৪); ২। 'তোমার যত ক্ষীর, সেইসব অন্নজীবী সন্তানদের নিকট উপস্থিত হউক (ঋক্‌ ১।৯১।১৮); ৩। যে কিরণকে আদিত্যগণ (দেববিশেষ) আনন্দিত করেন। —এই তিনটি ঋক্‌মন্ত্র জপ করিয়া তিনি বলিবেন ঃ 'যে আমাদের দ্বেষ করে তাহাকে আমাদের প্রাণ, সন্তান এবং পশুদ্বারা আনন্দিত করিও না ; আমরা যাহাকে দ্বেষ করি তাহার প্রাণ, সন্তান ও পশুদ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত কর। আমি তোমার আবর্তনক্রিয়ার অনুকরণ করি, আদিত্যের আবর্তনক্রিয়ার অনুকরণ করি।' এই বলিয়া দক্ষিণ বাহু ঘুরাইবে।

মন্তব্য ঃ (১) পূর্বে প্রাণরূপী আদিত্যের উপাসনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এখানে প্রাণরূপী চন্দ্রমাকে স্ত্রীরূপী কল্পনা করা হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহাকে অমৃতত্বের ঈশানী, নিয়ন্ত্রী বলা হয়।

১৬. অথ পৌর্ণমাস্যাং পুরস্তাৎ চন্দ্রমসং দৃশ্যমানম্‌ উপতিষ্ঠেত এতয়ৈবাবৃতা, সোমো রাজাহসি বিচক্ষণঃ পঞ্চমুখোহসি প্রজাপতিঃ। ব্রাহ্মণস্ত একং মুখং তেন মুখেন রাজ্ঞোহৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু, রাজা ত একং মুখং তেন মুখেন বিশোহৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। শ্যেনস্ত একং মুখং তেন মুখেন পক্ষিণোহৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং

কুরু। অগ্নিষ্ট একং মুখেনেমং লোকমৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। ত্বয়ি পঞ্চমং মুখং তেন মুখেন সর্বাণি ভূতান্যৎসি। তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। মাস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষেষ্ঠাঃ। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষীয়স্বেতি দেবীমাবৃতমাবর্ত আদিত্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ততে ॥ ৯

অন্বয় : অথ (অতঃপর), পৌর্ণমাস্যাং (পূর্ণিমা তিথিতে); পুরস্তাৎ (পূর্বদিকে), দৃশ্যমানং (দৃশ্যমান), চন্দ্রমসং (চন্দ্রকে) এতয়া এব আবৃতা (এই প্রকারেই অর্থাৎ উপবীত দ্বারাই আবৃত হইয়া) উপতিষ্ঠেত (উপাসনা করিবে)—[তুমি] সোমঃ রাজা অসি (তুমি দীপ্তিমান সোম), বিচক্ষণঃ (সব যিনি দেখেন), পঞ্চমুখঃ প্রজাপতিঃ অসি (তুমি পঞ্চমুখ প্রজাপতি)। ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ), তে (তোমার), একং মুখং (এক মুখ), তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা), রাজ্ঞঃ (ক্ষত্রিয়গণকে) অৎসি (ভক্ষণ কর), তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) অন্নাদং (অন্ন ভক্ষণকারী), কুরু (কর)। রাজা (ক্ষত্রিয়), তে এক মুখং (তোমার এক মুখ), তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা), বিশো (বৈশ্যগণকে), অৎসি (ভক্ষণ কর), তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা), মাম্ (আমাকে), অন্নাদং কুরু (অন্ন ভোজনকারী কর)। শ্যেনঃ (বাজপক্ষী), তে একং মুখং (তোমার এক মুখ), তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা), পক্ষিণঃ অৎসি (তুমি পক্ষিগণকে ভোজন কর)। তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা), মাম্ (আমাকে), অন্নাদং কুরু (অন্নভোজী কর)। অগ্নিঃ তে (অগ্নি তোমার), তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা) ইমং লোকম্ অৎসি (এই প্রত্যক্ষ বিশ্বকে ভক্ষণ কর)। তেন (সেই মুখ দ্বারা) মাম্ অন্নাদং কুরু (আমাকে অন্ন ভোজনকারী কর)। ত্বয়ি পঞ্চমং মুখং (তোমার পঞ্চম মুখ আছে), তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা), সর্বাণি ভূতানি (স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতকে—ব্রাহ্মণকেও) অৎসি (ভক্ষণ কর), তেন মুখেন (সেই মুখের দ্বারা), মাম্ অন্নাদং কুরু (আমাকে অন্নভোজী কর)। অস্মাকং (আমাদের), প্রাণেন, প্রজয়া, পশুভিঃ (প্রাণ, সন্তানসন্ততি এবং পশুসমূহের সহিত), মা অবক্ষেষ্ঠাঃ ইতি চ (বিনাশ করিও না)। যঃ (যে), অস্মান্ (আমাদিগকে), দ্বেষ্টি (দ্বেষ করে), যং চ (যাহাকে), বয়ং (আমরা), দ্বিষ্মঃ (দ্বেষ করি), তস্য (তাহার), প্রাণেন, প্রজয়া, পশুভিঃ (প্রাণ, সন্তান এবং পশুদের সহিত), অবক্ষীয়স্ব ইতি (বিনাশ কর)। দৈবীং (দৈবী), আবৃতং (আবর্তন, সঞ্চারণ), আবর্তে (অনুসরণ করি), আদিত্যস্য (সূর্যের) আবৃতং (আবর্তনকে), অন্বাবর্তে (অনুসরণ করি), ইতি (এই বলিয়া), দক্ষিণং বাহুং (দক্ষিণ বাহুকে), অন্বাবর্ততে (চালনা করেন)।

সরলার্থ : ইহার পর এইভাবে পূর্ণিমাতিথিতে উপবীত ধারণ করিয়া সূর্যের পূর্বদিকে দৃশ্যমান চন্দ্রের উপাসনা করিবে। (উপাসনা বিধি)—তুমি দীপ্তিমান সোম, তুমি কুশল, পঞ্চমুখ প্রজাপতি। ব্রাহ্মণ তোমার একমুখ। সেই মুখে তুমি ক্ষত্রিয়দিগকে ভক্ষণ কর ; সেই মুখে আমাকে অন্নাদ (অন্নভোজী) কর। ক্ষত্রিয় তোমার এক মুখ ; সেই মুখে তুমি বৈশ্যদিগকে ভক্ষণ কর ; সেই মুখে আমাকে অন্নাদ কর। শ্যেন তোমার এক মুখ ; সেই মুখে তুমি পক্ষীদিগকে ভক্ষণ কর ; সেই মুখে আমাকে অন্নাদ কর। অগ্নি তোমার এক মুখ ; সেই মুখে তুমি এই লোক ভক্ষণ কর, সেই মুখে আমাকে অন্নাদ কর। তোমার একটি পঞ্চম মুখ আছে : সেই মুখে তুমি সর্বভূতকে ভক্ষণ কর ; সেই মুখে আমাকে অন্নাদ কর। আমাদের প্রাণ, সন্তান এবং পশু বিনাশ করিও না। যে আমাদের দ্বেষ করে অথবা আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহার প্রাণ, সন্তান ও পশু বিনাশ কর। আমি তোমার আবর্তনক্রিয়ার অনুকরণ করি, আদিত্যের আবর্তনক্রিয়ার অনুকরণ করি—এই বলিয়া দক্ষিণ বাহু ঘুরাইবে।

মন্তব্য : প্রজাপতি—সৃষ্টির কর্তা তিনি প্রজা সৃষ্টিকারক ও পালকরূপেই উপাসিত হন। প্রজাসংহারক রূপ আমরা উপনিষদে আর কোথাও দেখি না।

১৭. অথ সংবেশ্যঞ্জায়ায়ৈ হৃদয়মভিমৃশেৎ—যত্তে সুসীমে হৃদয়ে হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং, তেন মাহং পৌত্রমঘং রুদমিতি। ন হাস্মাৎ পূর্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি ॥ ১০

অন্বয় : অথ (অনন্তর) [জায়ার সহিত], সংবেশ্যান্ (উপবেশন করিয়া), জায়ায়ৈ (জায়ার), হৃদয়ং (হৃদয়কে), অভিমৃশেদ্ (স্পর্শ করিবেন) [এবং বলিবেন]—সুসীমে (শোভনগাত্রে), (তোমার যে), প্রজাপতৌ (প্রজাপালক), হৃদয়ে অন্তঃ (হৃদয়ের মধ্যে), হিতম্ (অমৃত—অর্থাৎ স্তন্য-দুগ্ধ) [আছে], অহম্ মন্যে (আমি তাহা জানি), তৎ বিদ্বাংসং (সেইরূপ জ্ঞানবান), অহং (আমি), তেন (সেই জ্ঞানের প্রসাদে), পৌত্রম্ (পুত্র সম্বন্ধীয়), অঘং (দুঃখে), মা রুদম্ ইতি (রোদন না করি), অস্মাৎ (ইহার), পূর্বাঃ (পূর্বে), প্রজাঃ (সন্তান), ন প্রৈতি ইতি (পরলোকে প্রয়াণ করে না)।

সরলার্থ : তারপর [ভার্যাসহ] উপবেশন করিয়া ভার্যার হৃদয়ে স্পর্শ করিয়া বলিবে—'তোমার সুন্দর সন্তানপালক হৃদয়ে যে অমৃত আছে, আমি তাহা জানি। সেই সত্যের প্রসাদে আমি যেন পুত্রের বিষয়ে শোক না পাই।' এইরূপ উপাসকের সন্তান তাঁহার পূর্বে মরে না।

মন্তব্য : (১) হৃদয়ে সুসীমে—শোভনাকার স্তনমণ্ডলে (শং)। (২) হৃদয় হতন্—মাতৃস্তনে ভগবান অমৃত দিয়াছেন, এই জ্ঞানের প্রসাদে পুত্রবিয়োগজনিত দুঃখ হইতে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

১৮. অথ প্রোষ্যায়ন্ পুত্রস্য মূর্ধানমভিজিঘ্রেৎ—অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি, হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা ত্বং পুত্র মাহবিথ, স জীব শরদঃ শতম্। অসাবিতি নামাস্য গৃহ্ণাতি ; অশ্মা ভব, পরশুর্ভব, হিরণ্যমস্তৃতং ভব, তেজো বৈ পুত্রনামাসি, স জীব শরদঃ শতম্। অসাবিতি নামাস্য গৃহ্ণাতি। যেন প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পর্যগৃহ্ণাদরিষ্ট্যৈ তেন ত্বা পরিগৃহ্ণামি। অসাবিতি নামাস্য গৃহ্ণাতি। অথাস্য দক্ষিণে কর্ণে জপতি—অস্মে প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিতি। ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহীতি সব্যে। মা চ্ছিত্থাঃ, মা ব্যথিষ্ঠাঃ, শতং শরদ আয়ুষো জীব। পুত্র তে নাম্না মূর্ধানমবজিঘ্রামি। অসাবিতি ত্রিমূর্ধানমবজিঘ্রেৎ গবাং ত্বা হিংকারেণাভি হিংকরোমি ইতি ত্রিমূর্ধানমভি হিংকুর্যাৎ ॥ ১১

অন্বয় : অথ (অতঃপর) প্রোষ্য আয়ন্ (প্রবাস হইতে আগত), পুত্রস্য (পুত্রের) মূর্ধানম্ (মস্তক), অভিজিঘ্রেৎ (আঘ্রাণ করিবেন) [এবং বলিবেন]—অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ (সর্ব অঙ্গ হইতে), সংভবসি (সম্ভূত হইয়াছ), হৃদয়াৎ (আমার হৃদয় হইতে), অধিজায়সে (জাত হইয়াছ), পুত্র (পুত্র), ত্বং (তুমি) [মে—আমার],

আত্মা (আত্মা), মা আবিথ (আমাকে রক্ষা করিয়াছ), সঃ (সেই) [তুমি], শরদঃ শতম্ জীব (শত বৎসর জীবিত থাক)। অসৌ ইতি অস্য (এই পুত্রের) নাম গৃহ্ণাতি (নাম গ্রহণ করেন) [এবং বলেন] অশ্মা ভব (পাষাণের ন্যায় দৃঢ়শরীর হও), পরশুঃ ভব (কুঠারের মত ধারাল হও), অস্তৃতম্ (সর্বত্র বিস্তৃত) হিরণ্যম্ ভব (স্বর্ণের ন্যায় সর্বজনপ্রিয় হও)। পুত্র বৈ তেজঃ নামা অসি (পুত্র, তুমিই তেজ) সঃ শতম্ শরদঃ জীব (শত বৎসর জীবিত থাক)। অসৌ ইতি নাম অস্য গৃহ্ণাতি (ইহার নাম গ্রহণ করিয়া বলেন) যেন (যেরূপ) প্রজাপতিঃ অরিষ্ট্যৈ প্রজাঃ পর্যগৃহ্ণাৎ (প্রজাপতি যেমন কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁহার সন্তানগণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন), তেন ত্বাম্ পরিগৃহ্ণামি (সেইরূপ আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি)। অসৌ ইতি নাম অস্য গৃহ্ণাতি (ইহার নাম গ্রহণ করেন)। অথ অস্য দক্ষিণে কর্ণে জপতি (দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র জপ করিবেন)— ঋজীষিন্ মঘবন্ (হে দ্রুতগামী মঘবন্) অস্মৈ প্রয়ন্ধি ইতি (ইহাকে দান করে)। ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি (শ্রেষ্ঠ ধনসমূহ দাও)। সব্যে (বাম কর্ণে) [মন্ত্র জপ করিবেন] মা ছেত্থা (বংশ ছিন্ন করিও না), মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথা পাইও না) আয়ুষঃ শতং শরদঃ জীব (শত বৎসর জীবিত থাক)। পুত্র (হে পুত্র) তে নাম্না মূর্ধাণম্ অভিজিঘ্রামি (তোমার নাম করিয়া আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করি)। অসৌ ইতি (এই কথা বলিয়া) ত্রিঃ অভিজিঘ্রেৎ (তিনবার আঘ্রাণ করিবেন), [এবং বলিবেন] গবাং হিংকারেণ (গাভীর হিংকারের সঙ্গে) ত্বা অভিহিংকরোমি (তোমার উদ্দেশ্যে হিং শব্দ উচ্চারণ করি)। [এই বলিয়া] ত্রিঃ মূর্ধানম্ অভিহিংকুর্যাৎ (তিনবার হিং শব্দ উচ্চারণ করিবেন)।

সরলার্থ : প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিবে—'তুমি আমার প্রতি অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, আমার হৃদয় হইতে জাত। তুমি আমার আত্মা; তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ। তুমি শত বৎসর জীবিত থাক। তোমার নাম অমুক—।' এই বলিয়া তাহাকে নাম দিবে এবং বলিবে—'পাষাণের মত হও, কুঠারের মত হও, স্বর্ণের মত সর্বজনপ্রিয় হও। হে পুত্র, তুমিই তেজ, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক। তোমার নাম অমুক—।' এই বলিয়া তাহাকে নাম দিবে এবং বলিবে—'যেমন প্রজাপতি তাঁহার সন্তানদিগকে তাহাদের কল্যাণের উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তেমনি আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি। তোমার নাম অমুক—।' এই বলিয়া তাহার নাম উচ্চারণ করিবে। তারপর তাহার দক্ষিণ কর্ণে এই মন্ত্র জপ করিবে—'হে দ্রুতগামী মঘবা, ইহাকে দাও (ঋক্, ৩।৩৬।১০), হে ইন্দ্র সব শ্রেষ্ঠ ধন দাও।' (ঋক্ ২।২১।৬)। বামকর্ণে [এই মন্ত্র জপ করিবে]—'বংশের ধারা ছিন্ন করিও না; ব্যথা পাইও না; হে পুত্র, শত বৎসর জীবিত থাক। তোমার নাম গ্রহণপূর্বক আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করি।' তারপরে নাম গ্রহণপূর্বক তিন বার পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবে এবং বলিবে—'গাভীর হিংকারের সহিত আমি তোমাকে আহ্বান করি' —এই বলিয়া তাহার মস্তকের উপর তিন বার 'হিং' করিবে।

মন্তব্য : প্রাচীনকালে পিতাপুত্রের সম্বন্ধের একটি চিত্র আমরা এই মন্ত্রে এবং পরবর্তী ২।১৫ মন্ত্রে পাই।

ব্রহ্ম প্রকাশ

১১. অথাতো দৈবঃ পরিমর—এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদগ্নির্জ্বলতি। অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন জ্বলতি। তস্যাদিত্যমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদাদিত্যো দৃশ্যতে, অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে, তস্য চন্দ্রমসমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চন্দ্রমা দৃশ্যতে, অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে, তস্য বিদ্যুতমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বিদ্যুদ্বিদ্যোততে, অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বিদ্যোততে, তস্য বায়ুমেব তেজো গচ্ছতি, বায়ুং প্রাণঃ তা বা এতাঃ সর্বা দেবতা বায়ুমেব প্রবিশ্য বায়ৌ মৃত্বা ন মূর্চ্ছন্তে। তস্মাদেব উ পুনরুদীরত ইত্যধিদেবতম্ ॥ ১২

অন্বয় : অথ (এখন) দৈবঃ পরিমরঃ (প্রাণরূপ ব্রহ্মে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের তিরোভাব) [বলা হইতেছে] এতৎ (প্রাণরূপ) বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে (ব্রহ্ম দীপ্যমান হন) যৎ (যখন) অগ্নিঃ জ্বলতি (অগ্নি প্রজ্বলিত হয়), অথ (তখন) এতৎ (এই ব্রহ্ম) ম্রিয়তে (মৃত হন—তিরোহিত হন) যৎ (যখন) ন জ্বলতি (প্রজ্বলিত হন না)। তস্য (তাহার, অগ্নির) তেজঃ (তেজ) আদিত্যম্ এব গচ্ছতি (আদিত্যতে গমন করে), প্রাণঃ বায়ুং (প্রাণ বায়ুতে গমন করেন) এতৎ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে (এই প্রাণরূপী ব্রহ্ম দীপ্যমান হন), যৎ আদিত্যঃ দৃশ্যতে (যখন আদিত্য দৃষ্ট হন), অথ এতৎ ম্রিয়তে যৎ ন দৃশ্যতে (আর ইনি মৃত যখন তিনি দৃষ্ট হন না)। তস্য তেজঃ চন্দ্রমসম্ এব গচ্ছতি (তাহার তেজ চন্দ্রমাতেই গমন করে) প্রাণঃ বায়ুম্ (প্রাণ বায়ুতে গমন করে) এতৎ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে (প্রাণরূপী ব্রহ্মই দীপ্যমান হন) যৎ চন্দ্রমাঃ দৃশ্যতে (যখন চন্দ্র দৃষ্ট হন), অথ এতৎ ম্রিয়তে যৎ ন দৃশ্যতে (তখন ইনি মৃত যখন চন্দ্র দৃষ্ট হন না)। তস্য তেজঃ বিদ্যুতম্ এব গচ্ছতি (তাহার তেজ বিদ্যুতেই গমন করে) প্রাণঃ বায়ুম্ (প্রাণ বায়ুতে গমন করে)। এতৎ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে (প্রাণরূপী ব্রহ্মই দীপ্যমান হন) যৎ বিদ্যুৎ বিদ্যোততে (যখন বিদ্যুৎ চমকিত হয়), অথ এতৎ ম্রিয়তে (আর ইনি মৃত—তিরোহিত হন) যৎ ন বিদ্যোততে (যখন বিদ্যুৎ চমকায় না) তস্য তেজঃ বায়ুম্ এব গচ্ছতি (তাহার তেজ বায়ুতেই গমন করে), প্রাণঃ বায়ুম্ (প্রাণ বায়ুতে গমন করে)। তাঃ বৈ এতাঃ সর্বাঃ দেবতাঃ (এই সকল দেবতারা) বায়ুম্ এব প্রবিশ্য (বায়ুতেই প্রবেশ করিয়া) বায়ৌ মৃতাঃ (বায়ুতে বিলীন হয়) ন মূর্চ্ছন্তে (কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত হয় না)। তস্মাৎ এব উ পুনঃ উদীরতে (তাহা হইতেই পুনরায় উদিত হন) ইতি অধিদেবতম্ (ইহা—এই পর্যন্ত দেবতা সম্বন্ধে বলা হইল)।

সরলার্থ : এখন দেব পরিমর (অর্থাৎ প্রাণরূপী ব্রহ্মে অগ্নি, বাক্ প্রভৃতি দেবগণের তিরোভাব) বলা হইতেছে। যখন অগ্নি জ্বলিতে থাকে তখন এই (প্রাণরূপী) ব্রহ্ম প্রকাশ পান, কিন্তু যখন জ্বলে না তখন তিনি তিরোহিত হন। তখন অগ্নির তেজ আদিত্যে যায়, প্রাণ বায়ুতে যায়। যখন আদিত্য দৃষ্ট হন তখন ব্রহ্ম প্রকাশ পান, কিন্তু যখন তিনি দৃষ্ট হন না তখন ব্রহ্ম তিরোহিত হন। তখন তাঁহার তেজ চন্দ্রে যায়, প্রাণ বায়ুতে যায়। যখন চন্দ্রকে দেখা যায় তখন ব্রহ্ম প্রকাশ পান; কিন্তু যখন দেখা যায় না তখন তিনি অদৃশ্য হন। তখন তাঁহার তেজ বিদ্যুতে যায়, প্রাণ বায়ুতে যায়। যখন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় তখন

ব্রহ্ম প্রকাশ পান, কিন্তু যখন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না তখন তিনি তিরোহিত হন। তখন তাঁহার তেজ বায়ুতে যায়, প্রাণও বায়ুতে যায়। এইসকল দেবতা বায়ুতে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হন বটে, কিন্তু বিনষ্ট হন না। তাঁহারা উহা হইতে আবার বাহির হইয়া আসেন। এই পর্যন্ত দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হইল।

২০. অথাধ্যাত্মম্—এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্ বাচা বদতি, অথৈতন্ ম্রিয়তে যন্ন বদতি, তস্য চক্ষুরেব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চক্ষুষা পশ্যতি, অথৈতন্ ম্রিয়তে, যন্ন পশ্যতি তস্য শ্রোত্রমেব তেজো গচ্ছতি, প্রাণং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যৎ শ্রোত্রেণ শৃণোতি। অথৈতন্ ম্রিয়তে, যন্ন শৃণোতি, তস্য মন এব তেজো গচ্ছতি, প্রাণং প্রাণঃ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যন্মনসা ধ্যায়তি, অথৈতন্ ম্রিয়তে যন্ন ধ্যায়তি, তস্য প্রাণমেব তেজো গচ্ছতি, প্রাণং প্রাণঃ। তা বা এতাঃ সর্বা দেবতাঃ প্রাণমেব প্রবিশ্য প্রাণে মৃতা ন মৃচ্ছন্তে, তস্মাদেব উ পুনরুদীরতে। তদ্ যদি হ বা এবং বিদ্বাংসম্ উভৌ পর্বতাবভি প্রবর্তেয়াতাং তুস্তূর্ষমাণৌ দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চ ন হৈবেনং স্তৃণ্বীয়াতাম্ অথ য এনং দ্বিষন্তি যাংশ্চ স্বয়ং দ্বেষ্টি ত এনং সর্বে পরিম্রিয়ন্তে ॥ ১৩

অন্বয় : অথ অধ্যাত্মম্ (এখন শরীর বিষয় বলা হইতেছে), এতৎ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে (প্রাণরূপী ব্রহ্মই দীপ্যমান হন) যৎ [পুরুষঃ] বাচা বদতি (যখন কেহ কথা বলেন), অথ যৎ ন বদতি (আর যখন কথা বলে না) এতৎ ম্রিয়তে (ইনি মৃত, তিরোহিত)। তস্য তেজঃ চক্ষুঃ এব গচ্ছতি (তাহার তেজ চক্ষুতে গমন করে) প্রাণঃ প্রাণং (প্রাণ প্রাণে গমন করে)। যৎ চক্ষুষা পশ্যতি (যখন চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে) এতৎ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে (এই ব্রহ্মই দীপ্যমান হন), অথ যৎ ন পশ্যতি (আর যখন দেখেন না) এতৎ ম্রিয়তে (তখন ইনি মৃত)। তস্য তেজঃ শ্রোত্রম্ এব গচ্ছতি (তাহার তেজ কর্ণে প্রবেশ করে) প্রাণঃ প্রাণং (প্রাণ প্রাণে যায়)। যৎ শ্রোত্রেণ শৃণোতি (যখন কর্ণ দ্বারা শোনে) এতৎ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে (এই ব্রহ্মই দীপ্তি পায়), অথ যৎ ন শৃণোতি (আর যখন শোনেন না) এতৎ ম্রিয়তে (ইনি তখন মৃত)। তস্য তেজঃ মনঃ এব গচ্ছতি (তাহার তেজ মনেই যায়) প্রাণঃ প্রাণং (প্রাণ প্রাণে যায়)। যৎ মনসা ধ্যায়তি (যখন মন দ্বারা কেহ ধ্যান করে) এতৎ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে (তখন এই ব্রহ্মই দীপ্তি পান), অথ যৎ ন ধ্যায়তি (আর যখন কেহ ধ্যান করে না) এতৎ ম্রিয়তে (ইনি তখন মৃত) তস্য তেজঃ প্রাণং এব গচ্ছতি (তাহার তেজ প্রাণেই যায়) প্রাণঃ প্রাণং (প্রাণও প্রাণে যায়)। তাঃ বৈ এতাঃ সর্বাঃ দেবতাঃ (এই সর্ব দেবতা) প্রাণমেব প্রবিশ্য (প্রাণেই প্রবেশ করিয়া) প্রাণে মৃতাঃ (প্রাণে তিরোহিত হন), ন মৃচ্ছন্তে (কিন্তু বিনষ্ট হন না) তস্মাদেব পুনরুদীরতে (তাহা প্রাণ হইতেই পুনরায় উদিত হয়)। তদ্ যদি হ বৈ এবং বিদ্বাংসম্ (যিনি এইরূপ পরিমরতত্ত্ব জানেন) দক্ষিণঃ চ উত্তরঃ চ উভৌ পর্বতৌ (দক্ষিণ এবং উত্তরস্থিত উভয় পর্বত) তুস্তূর্ষমাণৌ (বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হও) ন হ এব এনং স্তৃণ্বীয়াতাম্ (তাহাকে বিচূর্ণ করিতে পারে না)। অথ যে এনং দ্বিষন্তি (আর যাহারা ইহাকে দ্বেষ করেন), যান্ চ স্বয়ং দ্বেষ্টি (তিনি নিজে যাহাদের দ্বেষ করেন) তে সর্বে এনং পরিম্রিয়ন্তে (তাহারা সকলে চতুর্দিকে বিনষ্ট হয়)।

সরলার্থ : এখন অধ্যাত্ম অর্থাৎ জীব-শরীর সম্বন্ধে বলা হইতেছে। কেহ যখন

মুখ দিয়া কথা বলে তখন ব্রহ্ম প্রকাশ পান, কিন্তু যখন সে কথা বলে না তখন তিনি তিরোহিত হন। তাঁহার তেজ চক্ষুতে যায়, প্রাণবায়ু প্রাণে যায়। যখন কেহ চক্ষু দ্বারা দেখে তখন ব্রহ্ম প্রকাশ পান, কিন্তু যখন দেখে না তখন তিনি তিরোহিত হয়। তাঁহার তেজ কর্ণে যায়, প্রাণবায়ু প্রাণে যায়। যখন কেহ কর্ণদ্বারা শোনে তখন ব্রহ্ম প্রকাশ পান, কিন্তু যখন সে শোনে না তখন তিনি তিরোহিত হন। তাঁহার তেজ মনে যায়, প্রাণবায়ুও প্রাণে যায়। যখন কেহ মনদ্বারা চিন্তা করে তখন ব্রহ্ম প্রকাশ পান, কিন্তু যখন চিন্তা করে না তখন তিনি তিরোহিত হন। তাঁহার তেজ প্রাণে যায়, প্রাণবায়ুও প্রাণে যায়। এই সব দেবতা বা শক্তি প্রাণে প্রবেশ করিয়া প্রাণেই লীন হন বটে, কিন্তু বিনষ্ট হন না। তাঁহারা উহা হইতে আবার উত্থিত হন। যিনি এই তত্ত্ব জানেন দক্ষিণ ও উত্তর দিকের দুই পর্বত তাঁহাকে চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেও চূর্ণ করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে দ্বেষ করে, এবং তিনি যাহাদের দ্বেষ করেন, চতুর্দিকেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব

২১. অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানম্—সর্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ অস্মাৎ শরীরাৎ উচ্চক্রমুঃ তদ্দারুভূতং শিশ্যে। অথৈনদ্বাক্ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্ছিশ্য এব। অথৈনচ্চক্ষুঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছিশ্য এব। অথৈনচ্ছ্রোত্রং প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণ্বচ্ছিশ্য এব। অথৈনন্মনঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণ্বন্মনসা ধ্যায়চ্ছিশ্য এব। অথৈনং প্রাণঃ প্রবিবেশ তত্তত সমুত্তস্থৌ। তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মানমভিসংভূয় সহৈতৈঃ সর্বৈরস্মাৎ লোকাৎ উচ্চক্রমুঃ। তে বায়ুপ্রতিষ্ঠা আকাশাত্মানঃ স্বরীয়ুঃ তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্বেষাং ভূতানাং প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মানমভিসংভূয় সহৈতৈঃ সর্বৈরস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি। স বায়ুপ্রতিষ্ঠ আকাশাত্মা স্বরেতি। স তদ্ভবতি যত্রৈতে দেবাস্তৎ প্রাপ্য তদমৃতা ভবন্তি, তদমৃতা দেবাঃ ॥ ১৪

অন্বয় : অথ অতঃ নিঃশ্রেয়সাদানম্ (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারের কথা বলা হইতেছে)। সর্বা হ বৈ দেবতাঃ (সকল দেবতা অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়সমূহ) অহংশ্রেয়সে (নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য) বিবদমানাঃ (বিবাদ করিতে করিতে) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) উৎচক্রমুঃ (উৎক্রমণ করিল অর্থাৎ বাহির হইয়া গেল)। তৎ (ইহা অর্থাৎ শরীর) দারুভূতং শিশ্যে (কাষ্ঠের ন্যায় পড়িয়া রহিল), অথ (অনন্তর) এনং (ইহাতে) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) প্রবিবেশ (প্রবেশ করিল), তৎ বাচা বদন্ (তাহা অর্থাৎ শরীর বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া) শিশ্যে এব (শুইয়া রহিল)। অথ (অনন্তর) এনং (ইহাতে অর্থাৎ শরীরে) চক্ষুঃ প্রবিবেশ (চক্ষু প্রবেশ করিল)। তৎ (সেই শরীর) বাচা বদন্ (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া) চক্ষুষা পশ্যন্ (চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া) শিশ্যে এব (শুইয়া রহিল) অথ (অনন্তর) এনং (সেই শরীরে) শ্রোত্রম্ প্রবিবেশ (কর্ণ প্রবেশ করিল)। তৎ (সেই শরীর) বাচা বদন্ (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া), চক্ষুষা পশ্যন্ (চক্ষুর দ্বারা

দেখিয়া) শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্ (অর্থাৎ কর্ণের দ্বারা শুনিয়া) শিশ্যে এব (শুইয়া রহিল)। অথ (অনন্তর) এনৎ (এই শরীরে) মনঃ প্রবিবেশ (মন প্রবেশ করিল)। তৎ (এই শরীর) বাচা বদন্ (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া চক্ষুষা পশ্যন্ (চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া) শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্ (কর্ণের দ্বারা শুনিয়া) মনসা ধ্যায়ন্ (মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া) শিশ্যে এব (শুইয়া রহিল)। অথ (অনন্তর) এনৎ (এই শরীরে) প্রাণঃ প্রবিবেশ (প্রাণ প্রবেশ করিল) তৎ (শরীর) ততঃ এব (তখনই) সমুত্তস্থৌ (উঠিয়া বসিল) তে দেবাঃ (সেই দেবতারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) প্রাণে নিঃশ্রেয়সং (প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব) বিদিত্বা (জানিয়া) প্রাণমেব (প্রাণকেই) প্রজ্ঞাত্মানম্ (প্রজ্ঞাত্মা রূপে) অভিসংভূয় (সম্যক্ অনুভব করিয়া) এতৈঃ সহ (এই সকলের সহিত) অস্মাৎ লোকাৎ উৎচক্রমুঃ (এই লোক হইতে উৎক্রমণ করিলেন) তে (তাহারা) বায়ুপ্রতিষ্ঠাঃ (বায়ু প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রাণরূপী বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) আকাশাত্মানঃ (আকাশের ন্যায় সর্বগত আত্মা যাহাদের) স্বঃ ঈয়ুঃ (স্বর্গে গমন করিলেন)। তথা উ এব (সেই রূপেই) এবং বিদ্বান্ (যিনি এইরূপ জানেন)। সর্বেষাং ভূতানাম্ (সমস্ত প্রাণিগণের) প্রাণম্ এব (প্রাণই) প্রজ্ঞাত্মানম্ (প্রাজ্ঞাত্মাকে) অভিসংভূয় (সাম্যক্‌রূপে অনুভব করিয়া) এতৈঃ সর্বৈঃ সহ (এই সকলের সহিত) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করেন)। সঃ (তিনি) বায়ুপ্রতিষ্ঠঃ (প্রাণরূপ বায়ুতে বায়ুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) আকাশাত্মা (আকাশের ন্যায় সর্বগতাত্মা) স্বঃ (স্বর্গে) এতি (গমন করেন)। সঃ (তিনি) তদ্ ভবতি (তাহাই হন) যত্র এতে দেবাঃ (যেখানে এই সমস্ত দেবতা-গণ) তৎ প্রাপ্য (তাহাকে পাইয়া) তদ্ অমৃতাঃ ভবন্তি (অমর হন), তদ্ (অতএব) অমৃতাঃ দেবাঃ (দেবতাগণ অমর)।

সরলার্থ ঃ ইহার পর বাক্ প্রভৃতি অন্য শক্তিগণ কর্তৃক প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারের কথা বলা হইতেছে। অন্য শক্তিগণ আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাদ করিতে করিতে শরীর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন 'শরীর' কাঠের মত পড়িয়া রহিল। এইবার বাক্ শরীরে প্রবেশ করিল। শরীর তখন বাক্‌যন্ত্র দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিল বটে, কিন্তু পড়িয়াই রহিল। তারপর চক্ষু ইহাতে প্রবেশ করিল। শরীর বাক্‌যন্ত্রদ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিল, চক্ষুদ্বারা দেখিল, কিন্তু পড়িয়াই রহিল। তারপর কর্ণ প্রবেশ করিল। তখন বাক্‌যন্ত্র দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিয়া, চক্ষুদ্বারা দেখিয়া এবং কর্ণদ্বারা শুনিয়া শরীর পড়িয়াই রহিল। তারপর প্রবেশ করিল মন। তখন বাক্‌যন্ত্র দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিয়া, চক্ষুদ্বারা দেখিয়া, কর্ণদ্বারা শুনিয়া এবং মনদ্বারা চিন্তা করিয়া শরীর পড়িয়াই রহিল। তারপর প্রাণ ইহাতে প্রবেশ করিল। অমনি শরীর উঠিয়া বসিল। শক্তিগণ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া এবং প্রাণকেই প্রজ্ঞাত্মারূপে (অর্থাৎ চেতনার আধার রূপে) অনুভব করিয়া সকলের সহিত এই লোক হইতে চলিয়া গেল। তাহারা বায়ুপ্রতিষ্ঠ ও আকাশাত্মা হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। এইরূপে যিনি ইহা জানেন তিনি সকল ভূতের মধ্যে প্রাণকেই প্রজ্ঞাত্মারূপে অনুভব করিয়া এই সবের সহিত এই শরীর হইতে বাহির হইয়া যান। তিনি বায়ুপ্রতিষ্ঠ এবং আকাশাত্মা হইয়া স্বর্গে যান। যেখানে এই দেবগণ থাকেন তিনি সেখানে যান। যেমন দেবগণ অমৃত (অমর), সেইরূপ ইনি (সাধক) এই প্রাণস্বরূপকে লাভ করিয়া অমৃত হন।

পিতার পুত্রকে সংপ্রদান

২২. অথাতঃ পিতা পুত্রীয়ং সংপ্রদানমিতি চাচক্ষতে। পিতা পুত্রং প্রেষ্যন্ আহ্বয়তি, নবৈঃ তৃণৈঃ অগারং সংস্তীর্য অগ্নিম্ উপসমাধায় উদকুম্ভং সপাত্রম্ উপনিধায়াহতেন বাসসা সংপ্রচ্ছন্নঃ স্বয়ং শ্যেত এত্য পুত্র উপরিষ্ঠাৎ অভিনিপদ্যতে ইন্দ্রিয়ৈঃ অস্য ইন্দ্রিয়াণি সংস্পৃশ্যাপি বাঽস্যাভিমুখত এবাসীত। অথাস্মৈ সংপ্রযচ্ছতি। বাচং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। বাচং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। প্রাণং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। প্রাণং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। চক্ষুর্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। চক্ষুস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। শ্রোত্রং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। শ্রোত্রং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। অন্নরসান্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। অন্নরসাংস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। কর্মাণি মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। কর্মাণি তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। সুখদুঃখে মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। সুখদুঃখে তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। আনন্দং রতিং প্রজাতিং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। আনন্দং রতিং প্রজাতিং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। ইত্যা মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। ইত্যাস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামান্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা। ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামাংস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। অথ দক্ষিণাবৃৎ প্রাক্ উপনিষ্ক্রামতি তং পিতা অনুমন্ত্রয়তে যশো ব্রহ্মবর্চসম্ অন্নাদ্যং কীর্তিঃ ত্বা জুষতাম্ ইতি অথ ইতরঃ সব্যম্ অংসম্ অন্ববেক্ষতে পাণিনা অন্তর্ধায় বসনান্তেন বা প্রচ্ছাদ্য স্বর্গলোকান্ কামান্ আপ্নুহি ইতি। যদি অগদঃ স্যাৎ পুত্রস্য ঐশ্বর্যে পিতা বসেৎ পরি বা ব্রজেৎ। যদি উ বৈ প্রেয়াদ্ যদেবৈনং সমাপয়তি তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি ॥ ১৫

অন্বয় ঃ অথ অতঃ (অতঃপর), পিতা পুত্রীয়ম্ (পিতা পুত্রকে), সংপ্রদানম্ (সর্বস্ব দান), ইতি চ—আচক্ষতে (বলা হইতেছে)। প্রেষ্যন্ (পরলোক প্রয়াণকারী) [পিতা], পুত্রম্ আহ্বয়তি (পুত্রকে আহ্বান করেন)। নবৈঃ তৃণৈঃ (নব কুশাদির দ্বারা), অগারং (গৃহকে), সংস্তীর্য (আকীর্ণ করিয়া), অগ্নিম্ (অগ্নি), উপসমাধায় (সংস্থাপন করিয়া), উদকুম্ভং (জলপাত্র), সপাত্রম্ [ব্রীহিযবপূর্ণ] (পাত্রসহ), উপনিধায় (তাহার নিকট স্থাপন করিয়া), অহতেন বাসসা (নব বস্ত্রের দ্বারা), সংপ্রচ্ছন্নঃ (নিজেকে সম্যক্‌ভাবে আবৃত করিয়া), স্বয়ং শ্যেত (শ্বেতবস্ত্র পরিহিত) এত্য (আসিয়া, পুত্রকে আহ্বান করিয়া) পুত্রে উপরিষ্ঠাৎ (পুত্রের উপরিভাগে) অভিনিপদ্যতে (নিজেকে স্থাপন করে), ইন্দ্রিয়ৈঃ অস্য ইন্দ্রিয়াণি সংস্পৃশ্য (পুত্রের ইন্দ্রিয়ে নিজের ইন্দ্রিয় স্থাপন করিয়া) অপি বা অস্য অভিমুখতঃ (ইহার সম্মুখে) এব আসীত (উপবেশন করে)। অথ অস্মৈ (অতঃপর ইহাকে), সংপ্রযচ্ছতি (সর্বস্ব সম্প্রদান করে)। পিতা আহ (পিতা বলে)—মে বাচং (আমার বাগিন্দ্রিয়), ত্বয়ি (তোমাতে), দধানি (ধারণ করি, স্থাপন করি), ইতি। পুত্র তে বাচং (তোমার কথা), ময়ি (আমাতে), দধে (ধারণ করি, গ্রহণ করি) পিতা—মে প্রাণং (আমার প্রাণ), ত্বয়ি (তোমাতে), দধানি ইতি (স্থাপন করি)। পুত্রঃ—তে প্রাণং (তোমার প্রাণ), ময়ি দধে ইতি (আমাতে গ্রহণ করি)। পিতা—মে চক্ষুঃ ত্বয়ি দধানি ইতি (আমার চক্ষু তোমাতে স্থাপন করি)। পুত্রঃ—তে চক্ষুঃ ময়ি দধে ইতি (তোমার চক্ষু আমাতে ধারণ করি), পিতা—মে শ্রোত্রং ত্বয়ি দধানি

ইতি (আমার কর্ণ তোমাতে স্থাপন করি), পুত্রঃ—তে শ্রোত্রং ময়ি দধে ইতি (তোমার কর্ণ আমাতে ধারণ করি)। পিতা—মে অন্নরসান্ (আমার অন্নরস), ত্বয়ি দধানি ইতি (তোমাতে স্থাপন করি)। পুত্রঃ—তে অন্নরসং ময়ি দধে ইতি (তোমার অন্নরস আমাতে ধারণ করি)। পিতা—মে কর্মাণি ত্বয়ি দধানি ইতি (আমার কর্মসমূহ তোমাতে স্থাপন করি)। পুত্রঃ—তে কর্মাণি ময়ি দধে ইতি (আমার কর্ম আমাতে ধারণ করি)। পিতা—মে সুখদুঃখে ত্বয়ি দধানি ইতি (আমার সুখদুঃখ তোমাতে স্থাপন করি)। পুত্রঃ—তে সুখদুঃখে ময়ি দধে ইতি (তোমার সুখদুঃখ আমাতে ধারণ করি)। পিতা—মে আনন্দং রতিং প্রজাতিং ত্বয়ি দধানি ইতি—(আমার আনন্দ, রতি ও প্রজাতি তোমাকে স্থাপন করি)। পুত্রঃ—তে আনন্দং রতিং প্রজাতিং ময়ি দধে ইতি (তোমার আনন্দ রতি প্রজাতি আমাতে ধারণ করি)। পিতা—মে ইত্যাঃ (আমার গতিসমূহ), ত্বয়ি দধানি ইতি (তোমাতে স্থাপন করি)। পুত্রঃ—তে ইত্যাঃ ময়ি দধে ইতি (তোমার গতিসমূহ আমাতে ধারণ করি)। পিতা—মে ধিয়ঃ বিজ্ঞাতব্যং কামান্ দধানি ইতি (আমার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ, আমার জ্ঞাতব্য বিষয় এবং কামনাসমূহ তোমাতে স্থাপন করি)। পুত্রঃ—তে ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামান্ ময়ি দধে ইতি (তোমার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ, তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তোমার কামনাসমূহ আমাতে ধারণ করি)। অথ (অনন্তর), দক্ষিণাবৃৎ (প্রদক্ষিণ করিয়া), [পুত্র] প্রাঙ্ (পূর্বদিকে), উপনিষ্ক্রামতি (নিষ্ক্রমণ করেন). তং (তাহাকে—পুত্রকে), পিতা (পিতা), অনুমন্ত্রয়তে (সম্বোধন করিয়া বলেন)—যশঃ (যশ), ব্রহ্মবর্চসম্ (ব্রহ্মজ্ঞানজনিত তেজ), অন্নাদ্যম্ (ভক্ষণীয় অন্ন), কীর্তিঃ (কীর্তি), ত্বা (তোমাকে), জুষতাম্ (তোমার সেবা করুক—অনুসরণ করুক)। অথ (অতঃপর), ইতরঃ (অপর ব্যক্তি অর্থাৎ পুত্র), সব্যম্ (বাম), অংসম্ (স্কন্ধ), অন্ববেক্ষতে (স্কন্ধের উপর দিয়া পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করেন), পাণিনা (হস্তদ্বারা), অন্তর্ধায় [নিজ মুখ] (আবৃত করিয়া), বা (অথবা), বসনান্তেন প্রচ্ছাদ্য (বসনাঞ্চল দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া) [বলেন]—স্বর্গলোকান্ (স্বর্গলোকসমূহ) [এবং] কামান্ (কামনাসমূহ), আপ্নুহি (প্রাপ্ত হও)। সঃ (সে, পিতা), যদি (যদি), অগদঃ (নীরোগ) স্যাৎ (হন)। [পিতা] পুত্রস্য ঐশ্বর্যে (তখন তিনি পুত্রের কর্তৃত্বাধীনে), বসেৎ (বাস করিবেন), বা (অথবা), পরিব্রজেৎ (পরিব্রাজক হইবেন)। যদি (যদি), প্রেয়াৎ [তিনি] (পরলোকে গমন করেন), যৎ এব এনং (যথারূপে পুত্রকে), সমাপয়তি (দান করেন), তথা (সেইরূপ) [পিতা] সমাপয়িতব্যঃ ভবতি (পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়)।

সরলার্থ : এখন পিতার পুত্রকে সম্প্রদানের কথা বলা হইতেছে। পরলোকযাত্রী পিতা নবীন দূর্বা দ্বারা গৃহ আচ্ছাদিত করিয়া অগ্নি স্থাপন করিবেন, উহার নিকট ব্রীহিযবপূর্ণ পাত্রের সহিত জলের কলসী রাখিয়া নূতন শ্বেতবসন পরিয়া পুত্রকে আহ্বান করেন। পুত্র আসিলে পিতা নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ স্পর্শ করিয়া তাহার সম্মুখে উপবেশন করেন। তারপরে তিনি এইভাবে নিজের সর্বস্ব সম্প্রদান করেন। পিতা বলেন, 'আমি তোমাতে আমার বাক্ স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি তোমার বাক্ গ্রহণ করিলাম।' পিতা বলেন, 'আমি তোমাতে আমার প্রাণ স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি তোমার প্রাণ গ্রহণ করিলাম।' পিতা বলেন, 'আমি আমার চক্ষু তোমাতে স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি তোমার চক্ষু গ্রহণ করিলাম।' পিতা বলেন, 'আমি আমার কর্ণ তোমাতে স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি তোমার কর্ণ গ্রহণ করিলাম।' পিতা বলেন, 'আমি তোমাতে

আমার অন্নের আস্বাদন স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি তোমার অন্নের আস্বাদন গ্রহণ করিলাম।' পিতা বলেন, 'আমি তোমাতে আমার কর্মসমূহ স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি তোমার কর্মসমূহ গ্রহণ করিলাম।' পিতা বলেন, 'আমি আমার সুখদুঃখ তোমাতে স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি তোমার সুখদুঃখ গ্রহণ করিলাম।' পিতা বলেন, 'আমি তোমাতে আমার আনন্দ, রতি ও সন্তান স্থাপন করি। পুত্র বলে, 'আমি তোমার আনন্দ, রতি ও সন্তান গ্রহণ করিলাম।' পিতা বলেন, 'আমি তোমাতে আমার গতিসমূহ স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি তোমার বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানের বিষয় এবং ইচ্ছাসমূহ স্থাপন করি।' পুত্র বলেন, 'আমি আমাতে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানের বিষয় এবং ইচ্ছাসমূহ গ্রহণ করিলাম।' তারপর পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুত্র পূর্বদিকে যান। পিতা পশ্চাৎ হইতে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—'যশ, ব্রহ্মতেজ, অন্নাদি এবং কীর্তি তোমাকে অনুসরণ করুক।' অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ পুত্র) নিজের বামস্কন্ধের উপর দিয়া দেখিয়া এবং হাত বা বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিয়া বলেন, 'স্বর্গলোক এবং সব কাম্যবস্তু লাভ কর।' পিতা যদি আরোগ্যলাভ করেন, তবে তিনি পুত্রের কর্তৃত্বাধীনে বাস করিবেন অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু যদি তিনি পরলোক গমন করেন, তবে তিনি পুত্রকে যে পরিমাণে দান করিয়াছেন সেই পরিমাণে পাইবেন অর্থাৎ প্রাপ্ত সম্পত্তি অনুসারে পুত্র তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণতত্ত্ব

২৩. প্রতর্দনো হ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম উপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ। তং হেন্দ্র উবাচ। প্রতর্দন বরং তে দদানীতি। স হোবাচ প্রতর্দনঃ। ত্বমেব মে বৃণীষ্ব যং ত্বং মনুষ্যায় হিত-তমং মন্যস ইতি। তং হেন্দ্র উবাচ। ন বৈ বরোঽবরস্মৈ বৃণীতে, ত্বমেব বৃণীষ্ব ইত্যেবমবরো বৈ কিল ম ইতি হোবাচ প্রতর্দনোঽথো খল্বিন্দ্রঃ সত্যাদেব নেয়ায়। সত্যং হীন্দ্রঃ। স হোবাচ। মামেব বিজানীহি। এতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে। যন্মাং বিজানীয়াৎ। ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রম্ অহনম্। অরুন্মুখান্ যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছং বহ্বীঃ সন্ধ্যা অতিক্রম্য দিবি প্রহ্লাদীয়ানতৃণমহমন্তরিক্ষে পৌলোমান্ পৃথিব্যাং কালখাঞ্জান্। তস্য মে তত্র ন লোম চ মা মীয়তে। স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্মণা লোকো মীয়তে। ন মাতৃবধেন ন পিতৃ-বধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া। নাস্য পাপং চ ন চকৃষো মুখান্নীলং বেতীতি ॥ ১

অন্বয় ঃ ওঁ দৈবোদাসিঃ প্রতর্দনঃ (দেবোদাসের পুত্র প্রতর্দন) যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ (যুদ্ধ এবং পৌরুষ দ্বারা), ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের), প্রিয়ং ধাম (প্রিয় ধামে) উপজগাম (গমন করিলেন)। তম্ (প্রতর্দনকে), ইন্দ্রঃ উবাচ (ইন্দ্র বলিলেন)—প্রতর্দন, তে (তোমাকে, বরং (একটি বর), দদানি ইতে (দিব)। যঃ (সেই প্রতর্দন) হ উবাচ (বলিলেন), যং (যাহা, যে বর), ত্বম্ (আপনি), মনুষ্যায় (মানুষের জন্য), হিত-তমম্ (কল্যাণতম) মন্যসে (মনে করেন) ত্বম্ (আপনি) [সেই বর] মে (আমাকে) বৃণীষ্ব (আপনি মনোনয়ন করুন)। ইন্দ্রঃ তম্ হ উবাচ (ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন)—অবরস্মৈ (অন্যের জন্য), বরঃ ন বৈ বৃণীতে (বর মনোনয়ন করেন না), ত্বম্ এব বৃণীষ্ব (তুমি বর প্রার্থনা কর) প্রতর্দনঃ (প্রতর্দন), হ উবাচ (বলিলেন)—এবম্ (এইরূপ বর), মে (আমার), অবরঃ বৈ কিল (বর হইবে না)। অথ ইন্দ্রঃ (অতঃপর ইন্দ্র), খলু (নিশ্চয়ই), সত্যাৎ এব (সত্য অর্থাৎ বরদানের প্রতিজ্ঞা হইতে), ন ইয়ায় (বিচ্যুত হইলেন না), হি (কারণ), ইন্দ্রঃ সত্যম্ (ইন্দ্রই সত্য)। সঃ (ইন্দ্র) হ উবাচ (বলিলেন)—মাম্ এব (আমাকেই) বিজানীহি (বিশেষভাবে জান)। যৎ মাম্ বিজানীয়াৎ (যে মানুষ আমাকে জানিবে), এতদ্ এব মনুষ্যায় হিততমম্ মন্যে (ইহাই আমি মনুষ্যদের জন্য কল্যাণশ্রেষ্ঠ মনে করি)। ত্রিশীর্ষাণম্ (তিনটি শির যুক্ত), ত্বাষ্ট্রম্ (ত্বষ্ট্রাপুত্র), অহনম্ (আমি বধ করিয়াছি), অরুন্মুখান্ (বেদাধ্যায়হীন), যতীন্ (যতিদিগকে), সালাবৃকেভ্যঃ (নেকড়ে বাঘকে) [অর্থাৎ নেকড়ে বাঘের মুখে] প্রাযচ্ছম্ (দিয়াছি) বহ্বীঃ সন্ধ্যাঃ (বহু সন্ধি), অতিক্রম্য (অতিক্রম করিয়া) দিবি (স্বর্গে), প্রহ্লাদীয়ান্ (প্রহ্লাদীয় অসুরবর্গকে), অন্তরীক্ষে (অন্তরীক্ষলোকে) পৌলোমান্ (পৌলোমান অসুরগণকে), পৃথিব্যাং কালখাঞ্জান্ (পৃথিবীতে কালখাঞ্জ অসুরদিগকে), অতৃণম্ (বধ করিয়াছিল)।

তস্য মে (এইরূপ আমার) তত্র (এইরূপ করিয়াও), না লোম (আমার একটি রোমও) মীয়তে (বিনষ্ট হয় নাই)। সঃ যঃ মাং বিজানীয়াৎ (যিনি আমাকে বিশেষভাবে জানেন), কেন চ কর্মণা (কোন কর্মের দ্বারাই), অস্য (ইহার) লোকঃ (সুকৃতির ফল) ন মীয়তে (বিনষ্ট হয় না)—ন মাতৃবধেন (মাতৃবধ দ্বারাও না), ন পিতৃবধেন (পিতৃবধ দ্বারাও না), ন স্তেয়েন (চৌর্যের দ্বারাও না) ন ভ্রূণহত্যয়া (ভ্রূণহত্যার দ্বারাও না)। অস্য পাপং চকৃষঃ (ইনি পাপ করিতে ইচ্ছুক হইলেও), মুখাৎ নীলম্ [ইহার] (মুখকান্তি) ন বেতি (চলিয়া যায় না) ইতি।

সরলার্থ ঃ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ ও পৌরুষদ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় ধামে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, 'প্রতর্দন, তোমাকে একটি বর দিতে চাই।' প্রতর্দন বলিলেন, 'আপনি যাহা মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করেন, সেরূপ একটি বর আমার জন্য মনোনীত করুন।' ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, 'কেহ অন্যের জন্য বর মনোনীত করে না, তুমি নিজেই মনোনীত কর।' প্রতর্দন বলিলেন, 'তাহা হইলে উহা আর আমার পক্ষে বর হইবে না।' যাহা হউক ইন্দ্র বরদানের প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইলেন না, কারণ ইন্দ্র সত্যস্বরূপ। তিনি বলিলেন, 'আমাকে জান ; আমাকে জানাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর বলিয়া আমি মনে করি। আমি তিন-মাথা বিশিষ্ট ত্বষ্টাপুত্রকে বধ করিয়াছি। আমি অরুন্মুখ (বেদাধ্যায়নবর্জিত) যতিদিগকে সালাবৃকদের (হিংস্রপশুর) মুখে দিয়াছি। অনেক সন্ধি অতিক্রম করিয়া আমি স্বর্গে প্রহ্লাদের দলের লোকদিগকে, অন্তরিক্ষে পুলোমের লোকদিগকে এবং পৃথিবীতে কালাখঞ্জের অনুগামীদের বধ করিয়াছি। এই সব কাজ করিয়াও আমার একটি লোমও বিনষ্ট হয় নাই। যে আমাকে জানে, মাতৃবধ, পিতৃবধ, চুরি, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি কোন কাজের দ্বারাই তাহার পুণ্যকর্মের ফল বিনষ্ট হয় না। (তাহার মনে) পাপকাজ করিবার ইচ্ছা জাগিলেও তাহার মুখ হইতে প্রসন্নতা দূর হয় না।

মন্তব্য ঃ (১) এখানে ও ঐতরেয় উপনিষদে ইন্দ্রই পরম দেবতা—ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইন্দ্র যখন বলেন আমাকে বিশেষভাবে জান তখন তিনি পরমাত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানার কথাই বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের (৪।২৩।২ মন্ত্রে) ঋষি বামদেব ইন্দ্রের মতনই পরমাত্মার নামে কথা বলিয়াছিলেন। ব্যষ্টি আত্মা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাত্মার সহিত এক, যদিও অজ্ঞানীরা এই একাত্মতা জানে না। যাঁহারা এই একাত্মভাব জানেন এবং সেই একাত্মতা অনুভব করেন, তাঁহারা অনেক সময়ই পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মার নামে কথা বলেন। অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একাত্ম অনুভব করেন বলিয়া তাঁহারাই যেন পরমাত্মা এইভাবে কথা বলেন। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনিই যেন পরমাত্মা এইভাবে সকল কথা বলিয়াছেন। (২) ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছিলেন, বৃত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন, যতিদিগকে সালাবকের মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন, অরুন্মুখদিগকে বধ করিয়াছিলেন। (ঐ ৭।৩৫।২)

২৪. স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মাম্ আয়ুঃ অমৃতম্ ইতি উপাস্স্ব। আয়ুঃ প্রাণঃ। প্রাণো বা আয়ুঃ। প্রাণ এবামৃতম্। যাবৎ হি অস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ। প্রাণেন হি এব অমুষ্মিন্ লোকে অমৃতত্বম্ আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া সত্যং সংকল্পম্। স যো মাম্ আয়ুঃ অমৃতম্ ইতি উপাস্তে সর্বম্ আয়ুঃ অস্মিন্ লোকে এতি। আপ্নোতি

অমৃতত্বম্ অক্ষিতিম্ স্বর্গে লোকে। তদ্ধৈক আহুঃ একভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তীতি। ন হি কশ্চন শক্নুয়াৎ সকৃদ্বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দং মনসা ধ্যাতুমিতি একভূয়ং বৈ প্রাণাঃ। একৈকমেতানি সর্বাণ্যেব প্রজ্ঞাপয়ন্তি। বাচং বদন্তীং সর্বে প্রাণা অনুবদন্তি। চক্ষুঃ পশ্যৎ সর্বে প্রাণা অনুপশ্যন্তি। শ্রোত্রং শৃণ্বৎ সর্বে প্রাণা অনুশৃণ্বন্তি। মনো ধ্যায়ৎ সর্বে প্রাণা অনুধ্যায়ন্তি। প্রাণং প্রাণন্তং সর্বে প্রাণা অনুপ্রাণন্তীতি। এবমু হৈতদিতি হেন্দ্র উবাচ। অস্তি ত্বেব প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সমিতি ॥ ২

অন্বয় : সঃ (তিনি, ইন্দ্র), হ উবাচ (বলিলেন), প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা (আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা), তম্ মাম্ (সেইরূপ আমাকে), আয়ুঃ অমৃতম্ (আয়ু ও অমৃত রূপে), উপাস্স্ব (উপাসনা করিবে)। আয়ুঃ প্রাণঃ (আয়ুই প্রাণ), প্রাণঃ বৈ আয়ুঃ (প্রাণই আয়ু)। প্রাণঃ এব অমৃতম্ (প্রাণই অমৃত)। যাবৎ অস্মিন্ শরীরে (যতক্ষণ পর্যন্ত এই শরীরে), প্রাণঃ বসতি (প্রাণ বাস করে), তাবৎ আয়ুঃ (সেই পর্যন্তই আয়ুঃ)। প্রাণেন হি এব (প্রাণের দ্বারাই) [মানুষ] অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে—পাঠান্তর অমুষ্মিন্ লোকে—পরলোকে), অমৃতত্বম্ আপ্নোতি (অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়)। প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পম্ (প্রজ্ঞার দ্বারা সত্য ও সঙ্কল্প লাভ হয়)। সঃ যঃ (সেই যিনি), মাম্ (আমাকে), আয়ুঃ অমৃতম্ ইতি উপাস্তে (আয়ু এবং অমৃতরূপে উপাসনা করেন) সঃ (তিনি), অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে), সর্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণায়ু), এতি (প্রাপ্ত হন), স্বর্গে লোকে (স্বর্গলোকে), অমৃতত্বম্ (অমৃতত্ব), অক্ষিতিম্ (অক্ষয়ত্ব), আপ্নোতি (লাভ করেন)। প্রতর্দন বলিলেন—তৎ (এই বিষয়ে), একে আহুঃ (কেহ কেহ বলেন), প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ), একভূয়ম্ গচ্ছন্তি ইতি (একত্ব প্রাপ্ত হয়)। ন হি (নচেৎ), কঃ চন (কেহ), সকৃৎ (একসঙ্গে), বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুম্ (বাক্ দ্বারা নাম জ্ঞাপন করিতে), চক্ষুষা রূপং (চক্ষুদ্বারা রূপ) [দেখিতে], শ্রোত্রেণ শব্দং (কর্ণের দ্বারা) [শব্দ শুনিতে], মনসা ধ্যাতুম্ (মনের দ্বারা চিন্তা করিতে), ন শক্নুয়াৎ (সমর্থ হইত না)। একভূয়ং বৈ প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ বা ইন্দ্রিয়সমূহ এক হইয়া)। এতানি সর্বাণি (এই সকল) [রূপশব্দাদির] এক + একম্ (একে একে) এব প্রজ্ঞাপয়ন্তি (জানায়)। বাচং (বাক ইন্দ্রিয়), বদন্তীম্ (যখন কথা বলে), সর্বে প্রাণাঃ অনুবদন্তি [তখন] (অন্য সকল ইন্দ্রিয় অনুবর্তী হইয়া কথা বলে)। [যখন] চক্ষুঃ পশ্যৎ (চক্ষু দেখে), সর্বে প্রাণাঃ অনুপশ্যন্তি (সকল প্রাণ অনুবর্তী হইয়া দেখে), [যখন], শ্রোত্রং শৃণ্বৎ (কর্ণ শোনে), সর্বে প্রাণাঃ অনুশৃণ্বন্তি (অনুবর্তী হইয়া শোনে)। [যখন] মনঃ ধ্যায়ৎ (মন চিন্তা করে), প্রাণাঃ অনুধ্যায়ন্তি (অন্য সকল ইন্দ্রিয় অনুবর্তী হইয়া চিন্তা করে), [যখন], প্রাণম্ (প্রাণ বা প্রাণবায়ু), প্রাণন্তং (প্রাণন ক্রিয়া করে), সর্বে প্রাণাঃ অনুপ্রাণন্তি ইতি (অন্য সকল ইন্দ্রিয় অনুবর্তী হইয়া প্রাণনক্রিয়া করে)। ইন্দ্রঃ উবাচ—(ইন্দ্র বলিলেন), এবম্ উ হ এতৎ ইতি (ইহা এইরূপই বটে) [তবে ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে], প্রাণানাং (প্রাণবায়ুসমূহের), নিঃশ্রেয়সম্ ইতি (শ্রেষ্ঠত্ব আছে)।

সরলার্থ : ইন্দ্র বলিলেন, 'আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা (জ্ঞানস্বরূপ)। আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ এবং প্রাণই আয়ু। প্রাণই অমৃতত্ব।

কারণ যতক্ষণ এই শরীরে প্রাণ থাকে ততক্ষণই আয়ু থাকে। প্রাণের দ্বারাই জীব পরলোকে অমৃত লাভ করে। প্রজ্ঞাদ্বারা সত্যসঙ্কল্প লাভ করে। যিনি আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করেন তিনি এই লোকে পূর্ণায়ু লাভ করেন। তিনি স্বর্গলোকে অমৃতত্ব ও অবিনাশিত্ব লাভ করেন।' (প্রতর্দন বলিলেন) 'এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে ইন্দ্রিয়গুলি এক হইয়া যায়, না হইলে কেহ এক সঙ্গে বাক্যদ্বারা নাম জানাইতে, চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিতে, কর্ণদ্বারা শব্দ শুনিতে এবং মনদ্বারা চিন্তা করিতে পারিত না। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয় একীভূত হইয়া একে একে এই সব কাজ করে। যখন বাক্ বাক্য উচ্চারণ করে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্তী হইয়া বাক্য উচ্চারণ করে। যখন চক্ষু দেখে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্তী হইয়া দেখে। যখন কর্ণ শোনে তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্তী হইয়া শোনে। যখন মন চিন্তা করে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্তী হইয়া চিন্তা করে। যখন প্রাণ প্রাণনকার্য করে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্তী হইয়া প্রাণনকার্য করে।' ইন্দ্র বলিলেন, 'তাহাই বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে [প্রাণের] শ্রেষ্ঠতা আছে।'

২৫. জীবতি বাগপেতো, মূকান্ হি পশ্যামঃ। জীবতি চক্ষুরপেতোঽন্ধান্ হি পশ্যামঃ। জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামঃ। জীবতি মনোপেতো বালান্ হি পশ্যামঃ। জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবতি উরুচ্ছিন্ন ইতি এবং হি পশ্যাম ইতি। অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা, ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি। তস্মাৎ এতৎ এব উক্থম্ ইতি উপাসীত। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হি এতৌ অস্মিন্ শরীরে বসতঃ, সহ উৎক্রামতঃ তস্য এষা এব দৃষ্টিঃ। এতদ্ বিজ্ঞানম্। যত্রৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি। তদৈনং বাক্ সর্বৈঃ নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। স যদা প্রতিবুধ্যতে যথা অগ্নেঃ জ্বলতঃ সর্বাঃ দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্ এবম্ এব এতস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। তস্য এষা এব সিদ্ধিঃ। এতৎ বিজ্ঞানম্। যত্রৈতৎ পুরুষঃ আর্তো মরিষ্যন্ আবল্যম্ ন্যেত্য সংমোহং ন্যেতি তদাহুঃ উদক্রমীৎ চিত্তম্। ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন ধ্যায়তি। অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি। তদৈনং বাক্ সর্বৈঃ নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নেঃ জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্, এবম্ এব এতস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ ॥ ৩

অন্বয় : [মনুষ্যঃ] বাক্ অপেতঃ (বাক্‌বিহীন হইয়া), জীবতি (জীবিত থাকে) হি (কারণ), মূকান্ (মূকগণকে) পশ্যামঃ (আমরা দেখি)। [মনুষ্যঃ], চক্ষুঃ অপেতঃ (চক্ষুবিহীন হইয়া) জীবতি (জীবিত থাকে), হি (কারণ), অন্ধান্ (অন্ধগণকে), পশ্যামঃ (আমরা দেখি) [মনুষ্যঃ] শ্রোত্র-অপেতঃ (কর্ণবিহীন হইয়া), জীবতি (জীবিত থাকে), হি বধিরান্ পশ্যামঃ (কারণ আমরা বধিরগণকে দেখি)। [মনুষ্যঃ], মনঃ অপেতঃ জীবতি (মনবিহীন হইয়া জীবিত থাকে), হি বালান্ পশ্যামঃ (কারণ আমরা শিশুদিগকে দেখি)। বাহুচ্ছিন্নঃ জীবতি (মানুষ ছিন্ন-

বাহু হইয়া জীবিত থাকে), ঊরুচ্ছিন্নঃ জীবতি (ঊরুহীন অবস্থায় জীবিত থাকে), ইতি—। এবং হি পশ্যামঃ (কারণ এইরূপও দেখি) ইতি। অথ (আর), খলু—প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা (প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা), ইদং শরীরং (এই শরীরকে) পরিগৃহ্য (ধারণ করিয়া), উত্থাপয়তি (উত্থাপিত করেন), তস্মাৎ এতৎ এব (সেইজন্য ইহাকেই—প্রাণকেই) উক্থম্ (উক্থরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। যঃ বৈ প্রাণঃ (যিনি প্রাণ), সা প্রজ্ঞা (তিনিই প্রজ্ঞা), যা বা প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ (যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ—পরমাত্মা)। অস্মিন্ শরীরে (এই শরীরে), এতৌ (ইহারা উভয়ে—প্রাণ ও প্রজ্ঞা), সহ বসতঃ (একত্র বাস করে), সহ উৎক্রামতঃ (একত্রই উৎক্রমণ করেন—নির্গত হন), তস্য এষা এব দৃষ্টিঃ (তাহার এইরূপ দৃষ্টি), এতৎ বিজ্ঞানম্ (এইরূপ বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান)। যত্র পুরুষঃ (যখন এই পুরুষ) এতৎ (এইরূপ), সুপ্তঃ (নিদ্রিত) কংচন স্বপ্নং (কোন স্বপ্ন), ন পশ্যতি (দেখেন না), অথ (তখন), অস্মিন্ প্রাণে এব (এই প্রাণেই), একধা ভবতি (একীভূত হন)। তৎ এনম্ (তখন এই প্রাণে), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), সর্বৈঃ নামভিঃ সহ (সমুদয় নামের সহিত), অপ্যেতি (গমন করেন)। চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি (চক্ষু সকল রূপের সহিত প্রাণে গমন করে), শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি (কর্ণ সকল শব্দের সহিত গমন করে), মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহ অপ্যেতি (মন সকল চিন্তার সহিত গমন করি)। সঃ যদা প্রতিবুধ্যতে (যখন তিনি জাগ্রত হন), যথা (যেমন), অগ্নেঃ জ্বলতঃ (জ্বলন্ত অগ্নি হইতে), বিস্ফুলিঙ্গাঃ (অগ্নিকণাসমূহ) সর্বাঃ দিশঃ (সকল দিকে), বিপ্রতিষ্ঠেরন্ (নির্গত হয়), এতস্মাৎ (সেইরূপই) আত্মনঃ (আত্মা হইতে), প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ), যথায়তনম্ (যথোচিত আয়তনে অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদিরূপ আশ্রয়ে), বিপ্রতিষ্ঠন্তে (প্রতিষ্ঠিত হন)। প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়শক্তিগণ), দেবেভ্যঃ লোকাঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তুগণ [নির্গত হন]। তস্য এষা এব সিদ্ধিঃ (তাহার প্রশ্নের ইহাই সিদ্ধান্ত, ইহাই বিজ্ঞান), যত্র (যখন) এতৎ পুরুষঃ (এই পুরুষ), আর্তঃ (জরাব্যাধিগ্রস্ত হন), মরিষ্যন্ (মরণোন্মুখ হন), আবল্যম্ ন্যেত্য (দুর্বল হইয়া), সংমোহং ন্যেতি (মূর্ছাপ্রাপ্ত হন), তদা আহুঃ (তখন লোকে বলে)—চিত্তম্ উদক্রমীৎ (চিত্ত বা মন উৎক্রমণ করিতেছে), ন শৃণোতি (ইনি তখন শোনেন না), ন পশ্যতি (দেখেন না), ন বাচা বদতি (কথা বলেন না); ন ধ্যায়তি (চিন্তা করেন না), অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি (তখন তিনি এই প্রাণেই একীভূত হন)। তদা (তখন), বাক্ (বাক্য) সর্বৈঃ নামভিঃ সহ (সকল নামের সহিত), এনম্ অপ্যেতি (প্রাণে গমন করে), চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি (চক্ষু সকল রূপের সহিত ইহাতেই প্রবেশ করে), শ্রোত্রম্ সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি (কর্ণ সকল শব্দের সহিত ইহাতে গমন করে), মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহ অপ্যেতি (মন সকল চিন্তার সহিত ইহাতে গমন করে)। সঃ যদা প্রতিবুধ্যতে (তিনি যখন জ্ঞান ফিরিয়া পান), যথা জ্বলতঃ অগ্নেঃ (যেমন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে), বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ক্ষুদ্র অগ্নিকণাসমূহ), বিপ্রতিষ্ঠেরন্ (নির্গত হয়) এবম্ এব (এইরূপেই), এতস্মাৎ আত্মনঃ (সেই আত্মা হইতে), প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ), যথায়তনম্ (আয়তন অনুসারে) বিপ্রতিষ্ঠন্তে (প্রতিষ্ঠিত হন), প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ (প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণ হইতে ইন্দ্রিয়শক্তিগণ), দেবেভ্যঃ লোকাঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গণ) [প্রতিষ্ঠিত হন]।

সরলার্থ : বাক্যহারা হইয়া জীব বাঁচিতে পারে, কারণ আমরা বোবা লোক দেখিতে পাই। চক্ষুহীন হইয়া জীব বাঁচিতে পারে, কারণ আমরা অন্ধ লোক দেখিতে পাই।

কর্ণহীন জীব বাঁচিতে পারে, কারণ আমরা বধির লোক দেখিতে পাই। মন (অর্থাৎ চিন্তাশক্তি) বিহীন হইয়া জীব বাঁচিতে পারে, কারণ আমরা শিশু দেখিতে পাই। বাহু ও ঊরুছিন্ন হইয়াও লোক বাঁচিতে পারে, কারণ আমরা ঐ রকম লোক দেখিতে পাই। কিন্তু প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, ইহাই শরীরকে ধারণ ও উত্থাপন করে। অতএব ইহাকে উক্থ (ব্রহ্মবাচক ওঁকার) রূপে উপাসনা করিবে। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা, যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ। ইঁহারা একত্র এই শরীরে বাস করেন, একত্র বাহির হন। এই বিষয়ে দৃষ্টি এই, প্রমাণ এই। যখন এই পুরুষ (জীব) ঘুমায় কিন্তু স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণে মিশিয়া যায়। তখন সকল নামের সহিত বাক্, সমস্ত রূপের সহিত চক্ষু, সকল শব্দের সহিত কর্ণ, সকল চিন্তার সহিত মন তাহাতে লীন হয়। যখন সে জাগে, তখন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গগুলি যেমন সকল দিকে যায়, তেমনি এই আত্মা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়গুলি) স্ব স্ব স্থানে যায়। প্রাণ হইতে সব ইন্দ্রিয়শক্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে লোকসমূহ (ইন্দ্রিয়ের চিন্তা বা বিষয়সমূহ) বাহির হয়। এই প্রশ্নের ইহাই সিদ্ধান্ত, ইহাই বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রমাণ। যখন পুরুষ পীড়িত ও মৃত্যু আসন্ন বলিয়া দুর্বল ও মূর্ছিত হয়, তখন লোকে বলে—ইহার মন উৎক্রমণ করিয়াছে—সে শুনিতে, দেখিতে, বলিতে বা চিন্তা করিতে পারিতেছে না। তখন সে এই প্রাণের সহিত মিলিয়া যায়। এই সময় সকল নামের সহিত বাক্, সকল রূপের সহিত চক্ষু, সকল শব্দের সহিত কর্ণ এবং সকল চিন্তার সহিত মন তাহাতে লীন হয়। যখন সে জাগিয়া উঠে, তখন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ যেমন সকল দিকে যায়, তেমনি এই আত্মা হইতে প্রাণসমূহ নিজের নিজের স্থানে যায়। প্রাণ (বা ইন্দ্রিয়সমূহ) হইতে ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ এবং ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ হইতে লোকসমূহ (ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ) বাহির হয়।

২৬. স যদাঽস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি। বাগস্মিন সর্বাণি নামানি অভিবিসৃজতে। বাচা সর্বাণি নামানি আপ্নোতি। প্রাণোঽস্মিন্ সর্বান্ গন্ধান্ অভিবিসৃজতে। প্রাণেন সর্বান্ গন্ধান্ আপ্নোতি। চক্ষুরস্মিন্ সর্বাণি রূপাণি অভিবিসৃজতে। চক্ষুষা সর্বাণি রূপাণি আপ্নোতি। শ্রোত্রম্ অস্মিন্ সর্বান্ শব্দান্ অভিবিসৃজতে। শ্রোত্রেণ সর্বান্ শব্দানাপ্নোতি। মনোঽস্মিন্ সর্বাণি ধ্যানানি অভিবিসৃজতে। মনসা সর্বাণি ধ্যানানি আপ্নোতি। সৈষা প্রাণে সর্বাপ্তিঃ। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ। সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ। অথ খলু যথাঽস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্বাণি ভূতানি একং ভবন্তি তদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪

অন্বয় : সঃ (প্রাণ), যদা (যখন), অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) উৎক্রামতি (অতিক্রান্ত হয়) এতৈঃ সর্বৈঃ এব সহ (সকল ইন্দ্রিয়সহ), উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করে)। বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), অস্মিন্ (ইহাতে অর্থাৎ প্রাণে), সর্বাণি নামানি (সকল নাম), অভিবিসৃজতে (পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সমর্পণ করে)। [প্রাণ] বাচা (বাগিন্দ্রিয়ের সহিত), সর্বাণি নামানি (নামসমূহ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)। প্রাণঃ (প্রাণ-ঘ্রাণেন্দ্রিয়), অস্মিন্ (ইহাতে অর্থাৎ প্রাণে) সর্বান্ গন্ধান্ (সর্বগন্ধ), অভিবিসৃজতে (সমর্পণ করে)। প্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত), সর্বান্ গন্ধান্ আপ্নোতি (সর্ব গন্ধ প্রাপ্ত হয়)। চক্ষুঃ (চক্ষু) অস্মিন্ (এই প্রাণে) সর্বাণি রূপাণি (সকল রূপ) অভিবিসৃজতে (সমর্পণ করে) চক্ষুষা (চক্ষুর সহিত) [প্রাণ] সর্বাণি রূপাণি আপ্নোতি (সকল রূপ প্রাপ্ত

হয়)। শ্রোত্রম্ (কর্ণ) অস্মিন্ (এই প্রাণে) সর্বান্ শব্দান্ অভিবিস্জতে (সকল শব্দ সমর্পণ করে), শ্রোত্রেণ (কর্ণের সহিত) [প্রাণ], সর্বান্ শব্দান্ আপ্নোতি (সকল শব্দ প্রাপ্ত হয়)। মনঃ (মন), অস্মিন্ (এই প্রাণে), সর্বাণি ধ্যানানি (সকল মনন), অভিবিস্জতে (সমর্পণ করে) মনসা (মনের সহিত) [প্রাণ], সর্বাণি ধ্যানানি আপ্নোতি (সকল মনন প্রাপ্ত হয়)। সা এষা (ইহাই), প্রাণে সর্বাপ্তিঃ (প্রাণে সকল সমর্পণ)। যঃ বৈ প্রাণঃ (যাহাই প্রাণ), সা প্রজ্ঞা (তিনিই প্রজ্ঞা), যা বৈ প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ (যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ)। এতৌ হি (তাহারা উভয়ে অর্থাৎ প্রাণ এবং প্রজ্ঞা) অস্মিন্ শরীরে (এই শরীরে) সহ উৎক্রামতঃ (একত্র উৎক্রমণ করেন)। অথ খলু (এখন), যথা (যে রূপে), অস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ (এই প্রজ্ঞাতে) সর্বাণি ভূতানি একং ভবন্তি (সর্বভূত একীভূত হয়), তৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ (তাহা ব্যাখ্যা করিব)।

সরলার্থ ঃ যখন প্রাণ এই শরীর হইতে বাহির হয়, তখন ইহাদের সকলের সহিতই বাহির হয়। [তখন] বাক্ তাহাকে সকল নাম সমর্পণ করে, সে বাকের সহিত সকল নাম ফিরিয়া পায়। প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণ তাহাকে সকল গন্ধ সমর্পণ করে। সে প্রাণ এবং তাহার সহিত সকল গন্ধ ফিরিয়া পায়। চক্ষু তাহাকে সকল রূপ সমর্পণ করে। সে চক্ষুসহ সকল রূপ ফিরিয়া পায়। কর্ণ তাহাকে সকল শব্দ সমর্পণ করে। কর্ণদ্বারা সে সকল শব্দ ফিরিয়া পায়। মন তাহাকে সকল চিন্তা সমর্পণ করে। মনদ্বারা সে সকল চিন্তা ফিরিয়া পায়। এই ভাবে প্রাণে সমস্ত বিলীন হয়। যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা, যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। ইহারা এই শরীরে একত্র বাস করে এবং শরীর হইতে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসে। কি ভাবে প্রজ্ঞাতে সকল প্রাণী আসিয়া মিলিত হয় এখন তাহাই ব্যাখ্যা করিব।

ইন্দ্রিয় ও ভূতমাত্রার পারস্পরিক সম্বন্ধ

২৭. বাগেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্যৈ নাম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা। প্রাণ এবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্য গন্ধঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিত ভূতমাত্রা। চক্ষুরেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্য রূপম্ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা। শ্রোত্রমেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্য শব্দঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা। জিহ্বৈবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্যা অন্নরসঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা। হস্তাবেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তয়োঃ কর্ম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা। শরীরমেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্য সুখদুঃখে পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা। উপস্থ এবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্যানন্দো রতিঃ প্রজাতিঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা। পাদাবেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তয়োরিত্যাঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা। প্রজ্ঞা এবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্যৈ ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামাঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ॥ ৫

অন্বয় ঃ বাক্ এব (বাগিন্দ্রিয়ই), অস্যাঃ (ইহার, প্রজ্ঞার) একং অঙ্গম্ (এক অংশ)। অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছে), নাম তস্মৈ (নাম তাহার)। পরস্তাৎ (বহির্দেশে), প্রতিবিহিতা (বিনির্মিত) ভূতমাত্রা (ভূতভাগ)। প্রাণঃ এব (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই), অস্যাঃ (ইহার, প্রজ্ঞার), একম্ অঙ্গম্ (এক অংশকে), অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছে), তস্য (তাহার), গন্ধঃ (গন্ধ), পরস্তাৎ (বহির্দেশে) প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ)। চক্ষুঃ এব (চক্ষুই), অস্যাঃ (ইহার, প্রজ্ঞার)

একম্ অঙ্গম্ (এক অংশ) অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছেন) রূপম্ (রূপ), তস্য পরস্তাৎ (তাহার বহির্দেশে), প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ) শ্রোত্রম্ (কর্ণই) অস্যাঃ (ইহার, প্রজ্ঞার), একম্ অঙ্গম্ (এক অংশ), অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছে)। শব্দঃ (শব্দ), তস্য (তাহার), পরস্তাৎ (বহির্দেশে) প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ)। জিহ্বা এব (জিহ্বাই), অস্যাঃ (ইহার, প্রজ্ঞার), একম্ অঙ্গম্ (এক অংশ), অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছে), অন্নরসঃ (অন্নরস) তস্যা (তাহার) পরস্তাৎ (বহির্দেশে), প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ)। হস্তৌ এব (হস্তদ্বয়ই), অস্যাঃ (ইহার, প্রজ্ঞার), একম্ অঙ্গম্ (এক অংশ), অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছে) কর্ম (কর্মই) তয়োঃ পরস্তাৎ (তাহাদের উভয়ের বহির্দেশে), প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ); শরীরম্ এব (শরীরই) অস্যাঃ (ইহার, প্রজ্ঞার), একম্ অঙ্গম্ (এক অংশ), অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছে) সুখদুঃখে (সুখদুঃখ) তস্য (শরীরের) পরস্তাৎ (বহির্দেশে), প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ)। উপস্থঃ এব (উপস্থই) অস্যাঃ (ইহার, প্রজ্ঞার), একম্ অঙ্গম্ (এক অংশ) অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছে), আনন্দঃ রতিঃ প্রজাতিঃ (আনন্দ, রতি, প্রজাতি), পরস্তাৎ (বহির্দেশে) প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ)। পাদৌ এব (পাদদ্বয়), অস্যা (ইহার, প্রজ্ঞার) অদূদুহৎ (গ্রহণ করিয়াছে), ইত্যাঃ (গতিসমূহ) তয়োঃ (পাদদ্বয়ের), পরস্তাৎ (বহির্দেশে) প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ)। প্রজ্ঞা এব (মন), অস্যা (ইহার, প্রজ্ঞার) একম্ অঙ্গম্ (এক অংশ), অদূদুহৎ (গ্রহণ করে), তস্যৈ ধিয়ঃ (ধী), কামাঃ (কামনাসমূহ), পরস্তাৎ (বহির্দেশে), প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা (বিনির্মিত ভূতভাগ)।

সরলার্থ ঃ বাক্ ইহার (প্রজ্ঞার) এক অংশ বা একটি ভাব নেয়। নাম উহার (বাকের) ভূতমাত্রা বা বিষয়। প্রাণ ইহার এক অংশ বা ভাব নেয়। উহার (প্রাণের) বিষয় গন্ধ। চক্ষু ইহার এক অংশ নেয়। উহার (চক্ষুর) বিষয় রূপ। কর্ণ ইহার এক অংশ নেয়। উহার (কর্ণের) বিষয় শব্দ। জিহ্বা ইহার এক অংশ নেয়। উহার (জিহ্বার) বিষয় অন্নরস। হস্তদ্বয় ইহার এক অংশ নেয়। কর্ম উহাদের (দুই হাতের) বিষয়। শরীর ইহার এক অংশ নেয়। সুখ-দুঃখ উহার বিষয়। উপস্থ ইহার এক অংশ নেয়। উহার (উপস্থের) বিষয় আনন্দ, রতি ও প্রজাতি (সন্তান সন্ততি)। পাদদ্বয় ইহার এক অংশ নেয়। উহাদের (পাদদ্বয়ের) বিষয় গতি। বুদ্ধি ইহার এক অংশ নেয়। জ্ঞান, জ্ঞাতব্য ও ইচ্ছা উহার বিষয়।

২৮. প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্বাণি নামানি আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া প্রাণং সমারুহ্য প্রাণেন সর্বান্ গন্ধান্ আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্বাণি রূপাণি আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া শ্রোত্রং সমারুহ্য শ্রোত্রেণ সর্বান্ শব্দান্ আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া জিহ্বাং সমারুহ্য জিহ্বয়া সর্বান্ অন্নরসান্ আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য হস্তাভ্যাং সর্বাণি কর্মাণ্যাপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য শরীরেণ সুখদুঃখে আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া উপস্থং সমারুহ্য উপস্থেন আনন্দং রতিং প্রজাতিম্ আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য পাদাভ্যাং সর্বা ইত্যা আপ্নোতি। প্রজ্ঞয়ৈব ধিয়ং সমারুহ্য প্রজ্ঞয়ৈব ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামান্ আপ্নোতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ [জীব], প্রজ্ঞয়া (প্রজ্ঞার দ্বারা), বাচং (বাগিন্দ্রিয়কে), সমারুহ্য

(অধিকার করিয়া), সর্বাণি নামানি (সকল নাম), আপ্নোতি (পায়)। প্রজ্ঞয়া প্রাণং (প্রজ্ঞার দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে) সমারুহ্য (অধিকার করিয়া) প্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা) সর্বান্ গন্ধান্ আপ্নোতি (সকল গন্ধ পায়)। প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য (প্রজ্ঞার দ্বারা চক্ষুকে অধিকার করিয়া), শ্রোত্রেণ সর্বান্ শব্দান্ আপ্নোতি (কর্ণের দ্বারা সকল শব্দ পায়)। প্রজ্ঞয়া জিহ্বাং সমারুহ্য (প্রজ্ঞার দ্বারা জিহ্বাকে অধিকার করিয়া), জিহ্বয়া সর্বান্ অন্নরসান্ আপ্নোতি (জিহ্বার দ্বারা সকল অন্নরস পায়)। প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য (প্রজ্ঞার দ্বারা হস্তদ্বয়কে অধিকার করিয়া), হস্তাভ্যাম্ সর্বাণি কর্মাণি আপ্নোতি (দুই হস্ত দ্বারা সকল কর্ম করে)। প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য (প্রজ্ঞার দ্বারা শরীর অধিকার করিয়া) শরীরেণ সুখদুঃখে আপ্নোতি (শরীরের দ্বারা সুখদুঃখ লাভ করে)। প্রজ্ঞয়া উপস্থং সমারুহ্য (প্রজ্ঞার দ্বারা উপস্থ অধিকার করিয়া) উপস্থেন আনন্দং রতিং প্রজাতিম্ আপ্নোতি (উপস্থের দ্বারা আনন্দ, রতি, প্রজাতি প্রাপ্ত হয়)। প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য (প্রজ্ঞার দ্বারা পদদ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়া), পাদাভ্যাং সর্বাঃ ইত্যাঃ আপ্নোতি (প্রজ্ঞার দ্বারা গতিসমূহ গ্রহণ করে)। প্রজ্ঞয়া এব ধিয়ং সমারুহ্য (প্রজ্ঞার দ্বারা মনকে অধিকার করিয়া)। প্রজ্ঞয়া এব সর্বাণি ধিয়ঃ বিজ্ঞাতব্যং কামান্ আপ্নোতি (মনের দ্বারা সকল মননকার্য সম্পন্ন হয়)।

সরলার্থ ঃ প্রজ্ঞাদ্বারা বাক্‌যন্ত্রকে অধিকার করিয়া জীব বাক্‌যন্ত্র দ্বারা সমস্ত নামকে পায়। প্রজ্ঞাদ্বারা প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) অধিকার করিয়া জীব তাহার দ্বারা সমস্ত গন্ধ অনুভব করে। প্রজ্ঞাদ্বারা চক্ষুকে অধিকার করিয়া জীব চক্ষুদ্বারা সকল রূপ দেখে। প্রজ্ঞাদ্বারা কর্ণকে অধিকার করিয়া জীব কর্ণ দ্বারা সমস্ত শব্দ শোনে। প্রজ্ঞাদ্বারা জিহ্বাকে অধিকার করিয়া জীব জিহ্বাদ্বারা সকল স্বাদ গ্রহণ করে। প্রজ্ঞাদ্বারা হস্তদ্বয়কে অধিকার করিয়া জীব তাহাদের দ্বারা সকল কর্ম সম্পাদন করে। প্রজ্ঞাদ্বারা শরীরকে অধিকার করিয়া জীব শরীরদ্বারা সুখদুঃখ ভোগ করে। প্রজ্ঞাদ্বারা উপস্থকে অধিকার করিয়া জীব উপস্থদ্বারা আনন্দ, রতি ও প্রজাতি লাভ করে। প্রজ্ঞাদ্বারা পাদদ্বয়কে অধিকার করিয়া জীব গতিযুক্ত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া জীব প্রজ্ঞাদ্বারাই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও কাম্যফল লাভ করে।

২৯. ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ্‌নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ। নাহমেতন্নাম প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাণো গন্ধং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। অনত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ। নাহমেতং গন্ধং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষুঃ রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতদ্রূপং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং শ্রোত্রং শব্দং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ। নাহমেতং শব্দং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতা জিহ্বা অন্নরসং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ। নাহমেতমন্নরসং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ হস্তৌ কর্ম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতামন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ। নাহমেতৎ কর্ম প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং শরীরং সুখং দুঃখং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ। নাহমেতৎ সুখং দুঃখং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেত উপস্থ আনন্দং রতিং প্রজাতিং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ। নাহমেতম্ আনন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ পাদাবিত্যাং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতাম্। অন্যত্র মে

মনোঽভূদিত্যাহ। নাহমেতামিত্যাং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাচন সিধ্যেৎ। প্রজ্ঞাতব্যং প্রজ্ঞায়েত ॥ ৭

অন্বয় ঃ প্রজ্ঞাপেতা (প্রজ্ঞারহিত), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), কিংচন নাম (কোন নাম), ন হি প্রজ্ঞাপয়েৎ (জ্ঞাত করায় না)। [মনুষ্যঃ], আহ (লোকে বলে), মে মনঃ অন্যত্র অভূৎ ইতি (আমার মন অন্যত্র ছিল), অহম্ (আমি), এতৎ নাম (এই নামে বক্তব্য), ন প্রাজ্ঞাসিষম্ (জানিতে পারি নাই)। প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাণঃ (প্রজ্ঞারহিত প্রাণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়), কঞ্চন গন্ধঃ ন হি প্রজ্ঞাপয়েৎ (জ্ঞাত করাইতে পারে না), আহ (বলে), মে মনঃ (আমার মন) অন্যত্র অভূৎ (অন্যত্র ছিল), অহম্ এতৎ গন্ধং (আমি এই গন্ধকে), ন প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি (জানিতে অর্থাৎ আঘ্রাণ করিতে পারি না)। প্রজ্ঞাপেতং চক্ষুঃ (প্রজ্ঞারহিত চক্ষু), কিংচন রূপং (কোন রূপ), ন হি প্রজ্ঞাপয়েৎ (জ্ঞাত করাইতে পারে না), আহ (লোকে বলে), মে মনঃ (আমার মন), অন্যত্র অভূৎ (অন্যত্র ছিল), অহং এতৎ রূপং ন প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি (জানিতে অর্থাৎ দেখিতে পারি নাই)। প্রজ্ঞাপেতং শ্রোত্রম্ (প্রজ্ঞাবিহীন কর্ণ), কঞ্চন শব্দং (কোন শব্দ) ন প্রজ্ঞাপয়েৎ (জানাইতে পারে না), আহ (লোকে বলে), মে মনঃ (আমার মন) অন্যত্র অভূৎ (অন্যত্র ছিল)। অহং এতং শব্দং (আমি এই শব্দ), ন প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি (জানিতে অর্থাৎ শুনিতে পারি নাই)। প্রজ্ঞাপেতা জিহ্বা (প্রজ্ঞারহিত জিহ্বা), কংচন অন্নরসং (কোন অন্নরস), ন প্রজ্ঞাপয়েৎ (জ্ঞাত করাইতে পারে না), আহ (লোকে বলে) মে মনঃ (আমার মন), অন্যত্র অভূৎ (অন্যত্র ছিল), অহম্ এতৎ অন্নরসং (আমি এই অন্নরসকে), ন প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি (জানিতে অর্থাৎ আস্বাদন করিতে পারে নাই)। প্রজ্ঞাপেতৌ হস্তৌ (প্রজ্ঞাবিহীন হস্তদ্বয়), কিঞ্চন কর্ম (কোন কর্ম) ন প্রজ্ঞাপয়েতাম্ (জানাইতে পারে না), আহ (লোকে বলে), মে মনঃ (আমার মন), অন্যত্র অভূৎ (অন্যত্র ছিল), অহম্ এতৎ কর্ম (আমি এই কর্ম) ন প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি (জানিতে পারি নাই)। প্রজ্ঞাপেতং শরীরম্ (প্রজ্ঞারহিত শরীর) কিঞ্চন সুখম্ দুঃখং (কোন সুখ এবং দুঃখ), ন হি প্রজ্ঞাপয়েৎ (জ্ঞাত করাইতে পারে না), আহ (লোকে বলে), মে মনঃ (আমার মন), অন্যত্র অভূৎ (অন্যত্র ছিল), অহম্ এতৎ সুখং দুঃখং (আমি এই সুখ দুঃখ), ন প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি (জানিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে পারি নাই)। প্রজ্ঞাপেতঃ উপস্থঃ (প্রজ্ঞারহিত উপস্থ), কাঞ্চন আনন্দং রতিং প্রজাতিম্ (কোন আনন্দ, রতি, প্রজাতি), ন প্রজ্ঞাপয়েৎ (প্রকাশ করিতে পারে না), আহ (লোকে বলে), মে মনঃ (আমার মন), অন্যত্র অভূৎ (অন্যত্র ছিল), অহম্ এতম্ (আমি এই) ন আনন্দং ন রতিং ন প্রজাতিম্ (না আনন্দ, না রতি, না প্রজাতি), প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি (জানিতে পারি)। প্রজ্ঞাপেতৌ পাদৌ (প্রজ্ঞাবিহীন পদদ্বয়), কাংচন ইত্যাং (কোন গতিকে), প্রজ্ঞাপয়েতাম্ (জ্ঞাত করাইতে পারে না), আহ (বলে), মে মনঃ (আমার মন), অন্যত্র অভূৎ ইতি (অন্যত্র ছিল), অহম্ এতাম্ (আমি এই), ইত্যাং (গতিকে), ন প্রাজ্ঞাসিষম্ (জানিতে পারি নাই)। প্রজ্ঞাপেতা কাচন ধীঃ (প্রজ্ঞারহিত কোন চিন্তাশক্তি) ন হি সিধ্যেৎ (সম্ভব হয় না), প্রজ্ঞাতব্যম্ ন প্রজ্ঞায়তে (যাহা জ্ঞাতব্য তাহাও জানা যায় না)

সরলার্থ ঃ প্রজ্ঞাহীন বাক্ কোনও বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। (কোনও বিষয় জানিতে না পারিলে) লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিল, তাই আমি এই নাম জানিতে পারি নাই।' প্রজ্ঞাহীন প্রাণ কোনও গন্ধ প্রকাশ করিতে পারে না। (কোনও গন্ধ অনুভব করিতে না পারিলে) লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিল, তাই আমি এই গন্ধ অনুভব করিতে পারি নাই।' প্রজ্ঞাহীন চক্ষু কোনও রূপ

প্রকাশ করিতে পারে না। (কোনও রূপ দেখিতে না পাইলে) লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিল, তাই আমি এই রূপ দেখিতে পাই নাই।' প্রজ্ঞাহীন কর্ণ শব্দ প্রকাশ করিতে পারে না। (কোনও শব্দ শুনিতে না পাইলে) লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, তাই আমি এই শব্দ শুনিতে পাই নাই।' প্রজ্ঞাহীন জিহ্বা অন্নরসের স্বাদ প্রকাশ করিতে পারে না। (কোনও অন্নরস আস্বাদন করিতে না পারিলে) লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিল, তাই আমি এই অন্নরস আস্বাদন করিতে পারি নাই।' প্রজ্ঞাহীন হস্তদ্বয় কোনও কর্ম করিতে পারে না। (কোনও কর্ম জানিতে না পারিলে) লোকে বলে, 'আমার মনঅন্যত্র ছিল, তাই আমি এই কর্মের কথা জানিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন শরীর কোনও সুখদুঃখ প্রকাশ করিতে পারে না। (কোনও সুখদুঃখ অনুভব করিতে না পারিলে) লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিল, তাই আমি এই সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারি নাই।' প্রজ্ঞাহীন উপস্থ কোনও আনন্দ, রতি বা প্রজাপতিকে প্রকাশ করিতে পারে না। (এইরকম কোনও বস্তুকে জানিতে না পারিলে) লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিল, তাই আমি এই আনন্দ, রতি বা প্রজাতির বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি নাই।' প্রজ্ঞাহীন পদদ্বয় কোনও গতি প্রকাশ করিতে পারে না। (কোনও গতিকে জানিতে না পারিলে) লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিল, তাই আমি এই গতিকে জানিতে পারি নাই।' প্রজ্ঞাহীন চিন্তা সম্ভব নয়, ইহা কোন জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না।

৩০. ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত। বক্তারং বিদ্যাৎ। ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত। ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ। ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত। রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ। ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত। শ্রোতারং বিদ্যাৎ। নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীত। অন্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ। ন কর্ম বিজিজ্ঞাসীত। কর্তারং বিদ্যাৎ। ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত। সুখদুঃখয়োর্বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ। নানন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীত। আনন্দস্য রতেঃ প্রজাতের্বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ। নেত্যাং বিজিজ্ঞাসীত এতারং বিদ্যাৎ। ন মনো বিজিজ্ঞাসীত। মন্তারং বিদ্যাৎ। তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞম্, দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতম্। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুঃ। যদা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো এতন্নানা। তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতাঃ; এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ। ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত, এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। এষ লোকপালঃ। এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্বেশঃ। স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ, স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ৮

অন্বয়ঃ বাচং (বাক্‌কে, বক্তব্যকে) ন বিজিজ্ঞাসীত (বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিবে না), বক্তারম্ বিদ্যাৎ (বক্তাকে অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রেরক আনন্দরূপ আত্মাকে জানিবে)। গন্ধং ন বিজিজ্ঞাসীত (গন্ধকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না), ঘ্রাতারং (আঘ্রাতাকে জানিবে)। রূপং ন বিজিজ্ঞাসীত (রূপকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিবে না), রূপবিদ্যং (রূপবিদ্‌কে), বিদ্যাৎ (জানিবে)।

শব্দং ন বিজিজ্ঞাসীত (শব্দকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিবে না)। শ্রোতারম্ বিদ্যাৎ (শ্রোতাকে জানিবে)। অন্নরসম্ ন বিজিজ্ঞাসীত (অন্নরসকে বিশেষরূপে জানিবে না), অন্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ (অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিবে)। কর্ম ন বিজিজ্ঞাসীত (কর্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিবে না)। কর্তারং বিদ্যাৎ (কর্তাকে জানিবে)। সুখদুঃখে ন বিজিজ্ঞাসীত (সুখদুঃখকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না), সুখদুঃখয়োঃ (সুখ-দুঃখের), বিজ্ঞাতারং (বিজ্ঞাতাকে) বিদ্যাৎ (জানিবে)। ন আনন্দং, ন রতিং, ন প্রজাতিম্ বিজিজ্ঞাসীত (আনন্দ, রতি ও প্রজাতিকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে না), আনন্দস্য রতেঃ প্রজাতেঃ (আনন্দ, রতি এবং প্রজাতির), বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ (বিজ্ঞাতাকে জানিবে)। ইত্যাং ন বিজিজ্ঞাসীত (গতিকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিবে না), এতারং বিদ্যাৎ (গমনকারীকে জানিবে)। মনঃ ন বিজিজ্ঞাসীত (মনকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিবে না), মন্তারং বিদ্যাৎ (মননকারীকে জানিবে)। তাঃ বৈ এতাঃ দশ এব ভূতমাত্রাঃ (এই সব দশটি ভূতমাত্রা), অধিপ্রজ্ঞং (প্রজ্ঞাধিকৃত)। দশ প্রজ্ঞামাত্রাঃ (এই দশ ভূতমাত্রা) অধিপ্রজ্ঞং (প্রজ্ঞার দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধিকৃত)। দশ প্রজ্ঞামাত্রাঃ অধিভূতম্ (দশ প্রজ্ঞামাত্রা ভূতাধিকৃত)। যৎ হি ভূতমাত্রাঃ ন স্যুঃ (যদি ভূতমাত্রা না থাকিত), প্রজ্ঞামাত্রাঃ ন স্যুঃ (প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না)। যৎ বা প্রজ্ঞামাত্রাঃ ন স্যুঃ (যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত), ভূতমাত্রাঃ ন স্যুঃ (তবে ভূতমাত্রাও থাকিত না)। ন হি অন্যতরতঃ (এই দুইটির একটি ব্যতিরেকে অন্যটির) রূপং কিংচন ন সিধ্যেৎ (কোন রূপ, বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সম্ভব নয়)। ন এতৎ নানা (ইনি বহু নহেন)। তৎ যথা রথস্য (যেমন রথের)। অরেষু (অরসমূহে, শলাকাসমূহে), নেমিঃ (চক্রের বেষ্টনী) অর্পিতঃ (প্রতিষ্ঠিত), নাভৌ অরাঃ অর্পিতাঃ (রথনাভিতে শলাকাসমূহ প্রতিষ্ঠিত)। এবম্ এব (এইরূপেই, তেমনই), ভূতমাত্রাঃ (ভূতমাত্রাসমূহ), প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ (প্রজ্ঞামাত্রাসমূহে প্রতিষ্ঠিত), প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ (প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে অর্পিত) সঃ এষঃ প্রাণঃ (এই প্রাণই) প্রজ্ঞাত্মা (প্রজ্ঞাত্মা), আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ (আনন্দ, জরাহীন ও অমৃত)। ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্ (কোন সাধু কর্মের দ্বারা তিনি মহান হন না), ন এব অসাধুনা (কোন অসাধু কর্মের দ্বারা) কনীয়ান্ (ছোট হন না)। এষঃ এব হি (সেই যাহাকে) লোকেভ্যঃ (লোকসমূহ হইতে) উন্নিনীষতে (উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন), এষঃ হি এব (ইনিই) এনং (তাঁহাকে) সাধু কর্ম কারয়তি (সাধু-কর্ম করান)। তং যং (সেই যাহাকে) অধঃ (নিম্নগামী, অধোগতি) নিনীষতে (ইচ্ছা করেন), এষঃ হি এব (ইনিই) এনম্ (ইহাকে) অসাধু কর্ম কারয়তি (অসাধু কর্ম করান)। এষঃ লোকপালঃ (ইনি লোকপাল, লোকসমূহের পালক)। এষঃ লোকাধিপতিঃ (ইনি লোকসমূহের অধিপতি)। এষঃ সর্বেশঃ (ইনি নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা)। সঃ মে আত্মা ইতি বিদ্যাৎ (তিনি আমার আত্মা ইহা জানিবে)। স মে আত্মা ইতি বিদ্যাৎ (তিনি আমার আত্মা ইহা জানিবে)।

সরলার্থ ঃ বাক্‌কে জানিতে চেষ্টা করিবে না (কারণ বক্তা ছাড়া বাক্ ছিন্নসত্তা কল্পনামাত্র, জ্ঞাতব্য বিষয় নহে); বক্তাকে জানিবে। গন্ধকে জানিতে চেষ্টা করিবে না; ঘ্রাতাকে জানিবে। রূপকে জানিতে চেষ্টা করিবে না; দ্রষ্টাকে জানিবে। শব্দকে জানিতে চেষ্টা করিবে না; শ্রোতাকে জানিবে। অন্নরসকে জানিতে চেষ্টা করিবে না; অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিবে। কর্মকে জানিতে চেষ্টা করিবে না;

কর্তাকে জানিবে। সুখদুঃখকে জানিতে চেষ্টা করিবে না; সুখ-দুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিবে। আনন্দ, রতি বা প্রজাতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না; আনন্দ, রতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিবে। গতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না; গন্তাকে (গমনকারীকে) জানিবে। মনকে জানিতে চেষ্টা করিবে না; মন্তাকে (মননকারীকে) জানিবে। এই দশ ভূতমাত্রা (বিষয়-জগতের উপাদান) প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত এবং এই দশ প্রজ্ঞামাত্রা (বিষয়ি-জগতের উপাদান) ভূতে প্রতিষ্ঠিত। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত তবে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিতে পারিত না। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত তবে ভূতমাত্রা থাকিতে পারিত না। এই দুয়ের কেবল একটিতে কোনও রূপ বা বস্তু সম্ভব নহে। অথচ ইহা অর্থাৎ প্রকৃত বস্তু অনেক নহে (একমাত্র)। যেমন রথের নেমি অরসমূহে এবং অরসমূহ নাভিতে স্থাপিত, তেমনি এই ভূতমাত্রাগুলি প্রজ্ঞামাত্রাতে, এবং প্রজ্ঞামাত্রাগুলি প্রাণে স্থাপিত। এই প্রাণই আনন্দময়, অজর ও অমর প্রজ্ঞাত্মা। ইনি সাধু কর্মদ্বারা বর্ধিত হন না, অসাধু কর্মদ্বারা ও হীন হন না। যাহাকে তিনি ইহলোক হইতে উন্নীত করিতে চান তাহাকে (অর্থাৎ সেই দেহাভিমানী জীবকে) সাধু কর্ম করান। আর যাহাকে তিনি অধোলোকে লইয়া যাইতে চান তাহাকে অসাধু কর্ম করান। ইনি লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সর্বেশ। 'তিনি আমার আত্মা'—তাঁহাকে এইরূপে জানিবে। 'তিনি আমার আত্মা'—তাঁহাকে এইরূপে জানিবে। (পুনরুক্তি বাক্যের গুরুত্ব বা বিষয়সমাপ্তির সূচক)।

মন্তব্য : এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২।৪।৭-৯ এবং ৪।৫।৮-১০ মন্ত্রসমূহ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ

৩১. অথ গার্গ্যো হ বৈ বালাকিরনূচানঃ সংস্পৃষ্ট আস। সোঽবসদ্ উশীনরেষু। স বসন্ মৎস্যেষু কুরুপঞ্চালেষু কাশিবিদেহেষ্বিতি। স হাজাতশত্রুং কাশ্যমেত্যোবাচ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। তং হোবাচাজাতশত্রুঃ। সহস্রং দদ্মস্ত ইত্যেতস্যাং বাচি জনকো জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি ॥ ১

অন্বয় : অথ গার্গ্যঃ (গর্গগোত্রীয়), হ বৈ বালাকিঃ (বলাকের পুত্র), অনূচানঃ (অধীত বেদ) [বলিয়া], সংস্পৃষ্টঃ (প্রসিদ্ধ) আস (ছিলেন)। সঃ (তিনি), উশীনরেষু (উশীনরদের মধ্যে), অবসৎ (বাস করিতেন)। সঃ (তিনি), মৎস্যেষু (মৎস্যদেশবাসীদের মধ্যে), কুরুপঞ্চালেষু (কুরুপঞ্চাল দেশবাসীদের মধ্যে), কাশিবিদেহেষু (কাশীবিদেহবাসীদের মধ্যেও), বসন্ (বাস করিয়াছিলেন), ইতি। সঃ (তিনি), হ কাশ্যং অজাতশত্রুম্ (কাশীদেশীয় অজাতশত্রুর) এত্য উবাচ (নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন), তে ব্রহ্ম ব্রবাণি ইতি (আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব)। অজাতশত্রুঃ তং (অজাতশত্রু তাঁহাকে) হ উবাচ (বলিলেন),—এতস্যাং বাচি (এই বাক্যের জন্য), তে (আপনাকে), সহস্রং (সহস্রটি) [গাভী], দদ্মঃ (দান করিতেছি)। জনাঃ (লোকে), জনকঃ (মিথিলাধিপতি জনক) জনকঃ (পালয়িতা, পিতা) ইতি [বলিয়া] ধাবন্তি (ধাবিত হয়)।

সরলার্থ : গার্গ্য বালাকি (অর্থাৎ গর্গগোত্রীয় বলাকতনয়) একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ছিলেন। তিনি উশীনর, মৎস্য, কুরু, পঞ্চাল, কাশী, বিদেহ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ ও বাস করিতেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিব। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন—'এই কথাটুকুর জন্যই তোমাকে আমি সহস্র গাভী দান করিব, (যেহেতু) লোকে—(মিথিলাধিপতি) জনক আমাদের পিতা (অর্থাৎ বিদ্যার উৎসাহদাতা, বিদ্বানের প্রতিপালক)—এই বলিয়া (তাঁহার রাজ্যে) ধাবিত হয়, (আমাকে অব্রহ্মবিৎ ভাবিয়া আমার রাজ্যে আসে না)।

মন্তব্য : (১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।১ ব্রাহ্মণে) অনুরূপ আখ্যায়িকা ও উপদেশ আছে। (২) 'জনক জনক'—জনক শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক এবং দান করিতে ইচ্ছুক বলিয়া 'জনক' শব্দ দুইবার বলা হইয়াছে (শং)।

৩২. সঃ হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদিত্যে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। বৃহন্ পাণ্ডরবাসা অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা ভবতি ॥ ২

অন্বয় : সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—আদিত্যে (সূর্যে), [illegible] এব এষঃ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ), তম্ এব (তাঁহাকেই), অহম্ উপাসে ই[illegible] [illegible]আমি

উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন) মা (আমাকে) এতস্মিন্ (এই বিষয়ে অর্থাৎ আদিত্যস্থিত পুরুষ বিষয়ে) মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ (কোন উপদেশ দিবেন না), অহং এতং (আমি ইঁহাকে), বৃহৎ (বৃহৎ) পাণ্ডরবাসা (শুক্লবাসযুক্ত), অতিষ্ঠাঃ (সর্বাতীত, যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন), সর্বেষাং ভূতানাম্ (সর্বভূতের), মূর্ধা (মস্তক), ইতি বৈ (এই বলিয়া), উপাসে ইতি (উপাসনা করি)। সঃ যঃ হ (সেই যিনি), এতম্ (ইহাকে), এবম্ (এইরূপে), উপাস্তে (উপাসনা করেন), অতিষ্ঠাঃ (সর্বাতীত), সর্বেষাং ভূতানাম্ মূর্ধা ভবতি (সর্বভূতের মস্তক স্বরূপ হন)।

সরলার্থ ঃ বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ আদিত্যমণ্ডলে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। (কারণ আমি ইঁহাকে জানি। আমি ইঁহাকে) মহান, শুভ্রবাস, সর্বাতীত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উপাসনা করি। যিনি তাঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্বোচ্চ ও সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হন।' (কিন্তু এই দেব আপনার পরিজ্ঞাত পরব্রহ্ম নন)।

৩৩. স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ চন্দ্রমসি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। সোমো রাজান্নস্যাত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে অন্নস্যাত্মা ভবতি ॥ ৩

অন্বয় ঃ সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন),—যঃ এব এষঃ চন্দ্রমসি পুরুষঃ (এই যিনি চন্দ্রে অধিষ্ঠিত পুরুষ), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন) —মা এতস্মিন্ মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ (এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না), অহম্ এতম্ সোমঃ রাজা (আমি ইহাকে প্রিয়দর্শন ও দীপ্তিমান) অন্নস্য আত্মা (অন্নের আত্মা বলিয়া), উপাস্তে ইতি (উপাসনা করি)। সঃ যঃ হ (যিনি ইহাকে), এবম্ উপাস্তে (এইরূপে উপাসনা করেন), সঃ অন্নস্য আত্মা ভবতি (তিনি অন্নের আত্মা হন)।

সরলার্থ ঃ বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ চন্দ্রমণ্ডলে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে অন্নের কারণ দীপ্তিমান সোম বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনি অন্নের কারণ (অর্থাৎ অন্নাধিকারী ও অন্নদাতা) হন।'

মন্তব্য ঃ অন্নস্য আত্মা—অন্নের আত্মা, অন্নের কারণ বা স্বরূপ (শং)। চন্দ্রের কিরণে ওষধিসমূহ পুষ্ট হয়। ব্রহ্মের যে গুণকে মানুষ উপাসনা করে তিনি তদ্গুণ-সম্পন্ন হন। চন্দ্রমাতে যে পুরুষ তিনি ব্রহ্মে আছেন, এবং তিনি ব্রহ্মের বিভূতি।

৩৪. স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বিদ্যুতি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। তেজস আত্মেতি বা অহম্ এতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে তেজস আত্মা ভবতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—যঃ এব এষঃ বিদ্যুতি পুরুষঃ

(বিদ্যুতে এই যে পুরুষ), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা এতস্মিন্ মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ (আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন না), অহম্ এতম্ তেজসঃ আত্মা উপাসে ইতি (আমি ইঁহাকে তেজের আত্মা বলিয়া উপাসনা করি), সঃ যঃ হ (যিনি ইঁহাকে), এবম্ এব উপাস্তে (এইরূপে উপাসনা করেন), তেজসঃ আত্মা ভবতি [তিনি] (তেজের আত্মা অর্থাৎ তেজস্বী হন)।

সরলার্থ ঃ বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ বিদ্যুতে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে তেজের কারণ বলিয়া উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইঁহার উপাসনা করেন তিনি তেজের কারণ (তেজস্বী) হন।'

৩৫. স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ স্তনয়িত্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। শব্দস্যাত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে শব্দস্যাত্মা ভবতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ সঃ বালাকিঃ উবাচ (বালাকি বলিলেন), যঃ এব এষঃ (এই যিনি), স্তনয়িত্নৌ (মেঘগর্জনে), পুরুষঃ (পুরুষ), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা এতস্মিন্ মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ (এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না), অহম্ এতম্ (আমি ইহাকে), শব্দস্য আত্মা (শব্দের আত্মা অর্থাৎ শব্দের কারণ বা স্বরূপ), ইতি (বলিয়া), উপাসে (উপাসনা করি), সঃ যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন), শব্দস্য আত্মা ভবতি [তিনি] (শব্দের আত্মা হন)।

সরলার্থ ঃ বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ আকাশে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'এই পুরুষের বিষয় আমাকে শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে শব্দের কারণ বলিয়া উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইঁহার উপাসনা করেন তিনি শব্দের কারণ (বক্তা) হন।'

৩৬. স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আকাশে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। পূর্ণমপ্রবর্তি ব্রহ্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে পূর্যতে প্রজয়া পশুভিঃ। নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরা কালাৎ প্রবর্ততে ॥ ৬

অন্বয় ঃ সঃ হ উবাচ বালাকিঃ যঃ এব এষঃ আকাশে পুরুষঃ তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (বালাকি বলিলেন—যে পুরুষ আকাশে বাস করেন, আমি তাঁহাকে উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—এতস্মিন্ মা মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ (আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন না), অহম্ এতম্ (আমি ইঁহাকে), পূর্ণম্ অপ্রবর্তি ব্রহ্ম (পূর্ণ ক্রিয়াশূন্য ব্রহ্ম) উপাসে ইতি (আমি তাঁহাকে উপাসনা করি), সঃ যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন) সঃ প্রজয়া পশুভিঃ পূর্যতে (তিনি সন্তান ও পশুর দ্বারা পূর্ণ হন), ন উ এব স্বয়ং ন অস্য প্রজাঃ পুরা কালাৎ প্রবর্ততে (তিনি স্বয়ং বা তাঁহার প্রজা পূর্ণ-কালের পূর্বে মরেন না)।

সরলার্থ : বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ আকাশে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম (বৃহদ্ বস্তু) বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনি সন্তান ও পশুদ্বারা পূর্ণ হন। তিনি স্বয়ং বা তাঁহার সন্তান অকালে মরে না।'

মন্তব্য : ব্রহ্ম—এইখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বৃহৎ বস্তু ; আকাশ সীমাহীন, সেইজন্য 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নন।

৩৭. স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বায়ৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হ বা অপরাজয়িষ্ণুঃ অন্যতস্ত্যজায়ী ভবতি ॥ ৭

অন্বয় : সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)'—যঃ এব এষঃ বায়ৌ পুরুষঃ (বায়ুতে এই যে পুরুষ), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (আমি তাঁহাকে উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন না)। অহম্ এতম্ (আমি ইঁহাকে), ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র, পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন), বৈকুণ্ঠঃ (যাঁহার কুণ্ঠা বিগত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি অন্যের দ্বারা কোন রকম বাধাপ্রাপ্ত হন না), অপরাজিতা সেনা (অপরাজেয় সেনা), উপাসে ইতি (আমি তাঁহাকে উপাসনা করি), স যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন), জিষ্ণুঃ [তিনি] (জয়শীল), হ বা অপরাজয়িষ্ণুঃ (অন্যকে জয় করিবার উপযুক্ত শক্তিশালী), অন্যতস্ত্যজায়ী (শত্রুবিজয়ী), ভবতি (হন)।

সরলার্থ : বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ বায়ুতে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ (অর্থাৎ অপ্রতিহত) ইন্দ্র ও অপরাজিত সেনারূপে উপাসনা করি। যিনি তাঁহাকে এই রূপে উপাসনা করেন তিনি জয়শীল, অপরাজেয় এবং শত্রুজয়ী হন।'

৩৮. স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽগ্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হৈবান্যেষ ভবতি ॥ ৮

অন্বয় : সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন), যঃ এব এষঃ অগ্নৌ পুরুষঃ (অগ্নিতে এই যে পুরুষ), অহম্ উ তম্ এব উপাসে ইতি (তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—'মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না), অহম্ এতম্ (আমি ইহাকে), বিষাসহিঃ (দুঃসহ, অসহনীয়) উপাসে ইতি (বলিয়া উপাসনা করি) সঃ যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন), সঃ হ অনু এষঃ বিষাসহিঃ ভবতি (তিনি অন্যের নিকট অনুরূপ দুঃসহ—অসহনীয় হন)।

সরলার্থ : বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ অগ্নিতে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি তাঁহাকে অসহনীয় বলিয়া উপাসনা করি। যিনি এইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করেন তিনি তাঁহার উপাসনার অনুরূপ অসহনীয় হন।'

৩৯. স হোবাচ বালাকি র্য এবৈষোঽপ্সু পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে তেজসঃ আত্মা ভবতি ইত্যধিদৈবমথাধ্যাত্মম্ ॥ ৯

অন্বয় : সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—যঃ এব এষঃ অপ্সু পুরুষঃ (জলে যে পুরুষ আছেন), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (আমি তাঁহাকে উপাসনা করি)। তং হ উবাচ অজাতশত্রুঃ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন না) অহম্ এতম্ (আমি ইহাকে), তেজসঃ আত্মা ইতি (তেজের আত্মা বলিয়া), উপাসে (উপাসনা করি), সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন) সঃ তেজসঃ আত্মা ভবতি ইতি (তিনি তেজের আত্মা হন)। ইতি অধিদৈবতম্ (এই পর্যন্ত দেবতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে), অথ (অতঃপর), অধ্যাত্মং (শরীর সম্বন্ধে) [বলা হইবে]।

সরলার্থ : বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ জলে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি তাঁহাকে তেজের কারণ বলিয়া উপাসনা করি। যিনি এইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করেন তিনি তেজের কারণ হন।'

এই পর্যন্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবগণের কথা বলা হইল। ইহার পর শরীরের অধিষ্ঠাতা দেবগণের সম্বন্ধে বলা হইবে।

৪০. স হোবাচ বালাকি র্য এবৈষ আদর্শে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপো হৈবাস্য প্রজায়ামাজায়তে নাপ্রতিরূপঃ ॥ ১০

অন্বয় : সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন), যঃ এব এষঃ আদর্শে পুরুষঃ (দর্পণে প্রতিফলিত এই যে পুরুষ), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (আমি তাহাকে উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন), মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দিবেন না), অহম্ এতম্ প্রতিরূপঃ বৈ উপাসে ইতি (আমি ইঁহাকে প্রতিরূপ বলিয়া উপাসনা করি), সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপ উপাসনা করেন), অস্য হ এব প্রতিরূপঃ প্রজায়াম্ আজায়তে (তাঁহার নিজের প্রতিরূপ সন্তান জাত হয়), ন অপ্রতিরূপঃ (অপ্রতিরূপ) [প্রজা হয় না]।

সরলার্থ : বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ আদর্শে (দর্পণে) বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে প্রতিরূপ বলিয়া উপাসনা করি। যিনি এইরূপে

তাঁহাকে উপাসনা করেন তাঁহার একটি প্রতিরূপ (নিজের মত) পুত্র জন্মে, অন্যরকম পুত্র জন্মে না।'

৪১. স হোবাচ বালাকিঃ য' এবৈষ প্রতিশ্রুৎকায়াং পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে বিন্দতে পুত্রং দ্বিতীয়াৎ, দ্বিতীয়বান্ ভবতি ॥ ১১

অন্বয় ঃ সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন), যঃ এব এষঃ প্রতিশ্রুৎকায়াম্ পুরুষঃ (এই যে প্রতিধ্বনিতে পুরুষ আছেন), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (তাঁহাকে আমি উপাসনা করি), অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবেন না), দ্বিতীয়ঃ অনপগঃ (দ্বিতীয় এবং গমনশূন্য), ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন), সঃ যঃ হ এতম্ উপাস্তে দ্বিতীয়াৎ (অর্থাৎ ভার্যা হইতে), পুত্রং বিন্দতে (পুত্র লাভ করে), দ্বিতীয়বান্ ভবতি (পুত্রবান হয়)।

সরলার্থ ঃ বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ প্রতিধ্বনিতে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে দ্বিতীয় ও অচল রূপে উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়া অর্থাৎ ভার্যা হইতে পুত্রলাভ করেন। তিনি দ্বিতীয়বান (পুত্রবান) হন।'

৪২. স হোবাচ বালাকি য' এবৈষ শব্দঃ পুরুষমন্বেতি তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরাকালাৎ সম্মোহমেতি ॥ ১২

অন্বয় ঃ সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—যঃ এব এষঃ শব্দঃ পুরুষং অন্বেতি (এই যে শব্দ গমনশীল পুরুষকে অনুগমন করে), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (আমি তাঁহাকে উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন না)। অহম্ এতম্ অসুঃ ইতি উপাসে (আমি তাঁহাকে প্রাণরূপে উপাসনা করি), স যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন), স্বয়ং এব নো অস্য প্রজাঃ ন পুরাকালাৎ সংমোহম্ এতি (তিনি স্বয়ং বা তাঁহার সন্তান কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে মরে না)।

সরলার্থ ঃ বালাকি বলিলেন, 'যে শব্দ [চলনশীল] পুরুষের অনুগমন করে আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে প্রাণ বলিয়া উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইঁহাকে উপাসনা করেন তিনি নিজে বা তাঁহার সন্তান অকালে মরে না।'

৪৩. স হোবাচ বালাকি য' এবৈষ চ্ছায়াপুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। মৃত্যুরিতি বা অহম্ এতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরাকালাৎ প্রমীয়তে ॥ ১৩

অন্বয় ঃ সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—যঃ এব এষঃ ছায়াপুরুষঃ

(ছায়াতে এই যে পুরুষ আছেন), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (তাঁহাকে আমি উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন না), মৃত্যুঃ ইতি বৈ অহম্ উপাসে ইতি (আমি ইঁহাকে মৃত্যুর হেতু বলিয়া উপাসনা করি), সঃ যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপ উপাসনা করেন), স্বয়ং নো এব অস্য প্রজা ন (তিনি নিজে বা তাঁহার সন্তান)। পুরাকালাৎ প্রমীয়তে (কালপূর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন না)।

সরলার্থ ঃ বালাকি বলিলেন, 'এই যে ছায়াপুরুষ, আমি ইঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে মৃত্যু বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনি স্বয়ং বা তাঁহার সন্তান অকালে মরে না।'

৪৪. স হোবাচ বালাকি য' এবৈষ শরীরঃ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। প্রজাপতিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে প্রজায়তে প্রজয়া পশুভিঃ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—যঃ এব এষঃ শরীরঃ পুরুষঃ (শরীরে এই যে পুরুষ), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (আমি তাঁহাকে উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (আমাকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবেন না), অহম্ এতম্ প্রজাপতিঃ ইতি বা উপাসে ইতি (আমি ইঁহাকে প্রজাপতি বলিয়া উপাসনা করি)। সঃ যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন), সঃ প্রজয়া পশুভিঃ প্রজায়তে (তাঁহার সন্তান ও পশুর শ্রীবৃদ্ধি হয়)।

সরলার্থ ঃ বালাকি বলিলেন, 'শরীরে এই যে পুরুষ, আমি ইঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে প্রজাপতি বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সন্তান ও পশুর শ্রীবৃদ্ধি হয়।'

৪৫. স হোবাচ বালাকি য' এবৈষ প্রাজ্ঞ আত্মা যেনৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নয়া চরতি তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ যমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস। স হৈতমেবমুপাস্তে সর্বং হাস্মা ইদং শ্রৈষ্ঠ্যায় যম্যতে ॥ ১৫

অন্বয় ঃ সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—যঃ এব এষঃ প্রাজ্ঞঃ আত্মা (এই যে প্রাজ্ঞ আত্মা), যেন এতৎ সুপ্তঃ স্বপ্নয়া চরতি (যাঁহার দ্বারা এই সুপ্ত পুরুষ স্বপ্নে বিচরণ করেন), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন না)। যমঃ রাজা ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি (আমি ইঁহাকে যম অর্থাৎ নিয়ন্তা রাজা বলিয়া উপাসনা করি), সঃ যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন), অস্মৈ ইদং সর্বং শ্রৈষ্ঠ্যায় যম্যতে (তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এই সকল পদার্থ নিয়মিত হয়)।

সরলার্থ : বালাকি বলিলেন, 'এই যে প্রাজ্ঞ আত্মা যাঁহার দ্বারা জীব সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে নিয়ন্তা ও রাজা বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য সকল বস্তু নিয়মের অনুগত হইয়া কাজ করে।'

৪৬. স হোবাচ বালাকি র্য এবৈষ দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ নাম্ন আত্মা অগ্নেরাত্মা জ্যোতিষ আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্ত এতেষাং সর্বেষাম্ আত্মা ভবতি ॥ ১৬

অন্বয় : সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—যঃ এব এষঃ দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ (এই যে দক্ষিণ চক্ষুতে পুরুষ আছেন), তম্ এব অহম্ উপাসে ইতি (আমি তাঁহাকে উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন) মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দিবেন না)। অহম্ এতম্ (আমি ইঁহাকে), নাম্নঃ আত্মা (নামের আত্মা), অগ্নেঃ আত্মা (অগ্নির আত্মা), জ্যোতিষঃ আত্মা (জ্যোতির আত্মা), ইতি বৈ উপাসে ইতি (এইরূপে উপাসনা করি)। সঃ যঃ হ এতম্ এবম্ উপাস্তে (যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন) এতেষাং সর্বেষাং আত্মা ভবতি (তিনি ইহাদের সকলের আত্মা হন)।

সরলার্থ : বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ দক্ষিণ চক্ষুতে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে নামের আত্মা (শব্দের কারণ বা স্বরূপ), অগ্নির আত্মা ও জ্যোতির আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনি এই সকলের আত্মা হন।'

৪৭. স হোবাচ বালাকি র্য এবৈষ সব্যেঽক্ষন্ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। সত্যস্যাত্মা বিদ্যুত আত্মা তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্ত এতেষাম্ সর্বেষাম্ আত্মা ভবতীতি ॥ ১৭

অন্বয় : সঃ বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন) যঃ এব এষঃ সব্যে অক্ষন্ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ চক্ষুতে বাস করেন), তম্ এব অহম্ উপাসে (তাঁহাকে আমি উপাসনা করি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন), মা মা এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ (আমাকে এইরূপ উপদেশ দিবেন না) অহম্ এতম্ (আমি ইঁহাকে) সত্যস্য আত্মা (প্রাণরূপ সত্যের স্বরূপ), বিদ্যুতঃ আত্মা (বিদ্যুতের স্বরূপ), তেজসঃ আত্মা (জ্যোতির স্বরূপ) উপাসে ইতি (উপাসনা করি)।

সরলার্থ : বালাকি বলিলেন, 'যে পুরুষ বাম চক্ষুতে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না। আমি ইঁহাকে সত্যের আত্মা, বিদ্যুতের আত্মা ও তেজের আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইঁহাকে উপাসনা করেন, তিনি এই সকলের আত্মা হন।'

৪৮. তত উ হ বালাকিস্তূষ্ণীমাস। তং হোবাচাজাতশত্রুঃ। এতাবন্নু বালাকা ই ইত্যেতাবদ্ধীতি হোবাচ বালাকিস্তং হোবাচাজাতশত্রুর্মৃষা বৈ কিল মা সম্বাদয়িষ্ঠাঃ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। স হোবাচ। যো বৈ বালাকি এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা যস্য বৈতৎ কর্ম স বৈ বেদিতব্য ইতি। তত উ হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি। তং হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তৎ স্যাদ্ যৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি। তং হ পাণাবভিপদ্য প্রবব্রাজ। তৌ হ সুপ্তং পুরুষম্ আজগ্মতুস্তং হাজাতশত্রুরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে। বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি। স উ হ তূষ্ণীমেব শিশ্যে। তত উ হৈনং যষ্ট্যা-বিচিক্ষেপ। স তত এব সমুত্তস্থৌ। তং হোবাচাজাতশত্রুঃ। ক্বৈষ এতদ্ বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক্বৈতদভূৎ কুত এতদাগাদিতি। তত উ হ বালাকি র্ন বিজজ্ঞে। তং হোবাচাজাতশত্রু র্যত্রৈষ এতদ্বালাকে পুরু-ষোঽশয়িষ্ট যত্রৈতদভূদ্ যত এতদাগাদিতি। হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যো, হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতন্বন্তি। তদ্ যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিত-স্তাবদণ্ব্যঃ পিঙ্গলস্যাণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্যেতি। তাসু তদা ভবতি। যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি। তদৈনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি। চক্ষুঃ সর্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি। শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি। মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাঽগ্নের্জ্বলতঃ সর্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে। প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ ॥ ১৮

অন্বয় : ততঃ হ বালাকিঃ তূষ্ণীম্ আস (তখন বালাকি নীরব হইলেন)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তখন তাঁহাকে বলিলেন)—বালাকে, এতাবৎ নু ইতি (আপনি কি এই পর্যন্তই জানেন?)। বালাকিঃ হ উবাচ (বালাকি বলিলেন)—এতাবৎ হি (হাঁ—এই পর্যন্তই)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—মৃষা বৈ (বৃথাই), মা (আমাকে), সংবাদয়িষ্ঠাঃ (উপদেশ দিব বলিয়াছিলেন), তে ব্রহ্ম ব্রবাণি ইতি (আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব)। সঃ হ উবাচ (তিনি আরও বলিলেন)—বালাকে বৈ (হে বালাকি) যঃ বৈ এতেষাং পুরুষাণাম্ কর্তা (যিনি এই সব পুরুষের কর্তা), যস্য বা এতৎ কর্ম (এই জগৎ যাঁহার কর্ম), সঃ বৈ বেদিতব্যঃ ইতি (তাঁহাকেই জানিতে হইবে)। ততঃ হ উ বালাকিঃ (তখন বালাকি), সমিৎপাণিঃ (সমিৎহস্তে) প্রতিচক্রমে (তাঁহার নিকট আগমন করিলেন) [এবং বলিলেন], উপায়ানি ইতি (আমি শিষ্যরূপে উপস্থিত হইতেছি)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—যৎ ক্ষত্রিয়ঃ ব্রাহ্মণম্ উপনয়েৎ (ক্ষত্রিয় যে ব্রাহ্মণকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবে)। তৎ এব প্রতিলোমরূপং স্যাৎ (তাহা বিপরীত রূপ অর্থাৎ আচার হইবে), এহি (এস), ত্বা (তোমাকে) জ্ঞপয়িষ্যামি ইতি (উপদেশ দিব)। তং হ পাণৌ অভিপদ্য (তাঁহার হস্ত ধরিয়া) প্রবব্রাজ (লইয়া গেলেন)। তৌ হ (তাঁহারা উভয়ে); সুপ্তং পুরুষং আজগ্মতুঃ (নিদ্রিত পুরুষের নিকট আসিলেন)। তং হ অজাতশত্রুঃ আমন্ত্রয়াং চক্রে (তাঁহাকে অজাতশত্রু সম্বোধন করিলেন)—বৃহন্ (হে বৃহৎ), পাণ্ডরবাসঃ (শুক্লবাস), সোম রাজন্ ইতি (হে সোম রাজা) সঃ উ হ তূষ্ণীম্ এব শিশ্যে (তিনি নীরব হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন)। ততঃ

উ হ (তখন), এনং (ইহাকে), যষ্ঠ্যা (যষ্ঠির দ্বারা), অবিচিক্ষেপ (ধাক্কা দিলেন)। সঃ ততঃ এব সমুত্তস্থৌ (তখন সেই নিদ্রিত পুরুষ উঠিয়া বসিলেন)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন)—বালাকে (হে বালাকি)! ক্ব (কোথায়), এষঃ এতৎ পুরুষঃ (এই পুরুষ) অশয়িষ্ট (শয়ন করিয়াছিলেন)? ক্ব এতৎ অভূৎ (ইনি কোথায় ছিলেন)? কুতঃ (কোথা হইতে), এতৎ আগাৎ ইতি (ইনি আসিলেন)? ততঃ উ হ বালাকিঃ ন বিজজ্ঞে (বালাকি তাহা জানিতেন না)। অজাতশত্রুঃ তং হ উবাচ (অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন), বালাকে যত্র এষঃ এতৎ পুরুষঃ অশয়িষ্ট (যাহাতে এই পুরুষ নিদ্রিত ছিলেন), যত্র এতৎ অভূৎ (যেখানে ইনি ছিলেন), যতঃ এতৎ আগাৎ (যাহা হইতে ইনি আসিয়াছেন) ইতি (তাহা এই)। হৃদয়স্য (হৃদয়ের), হিতা নাম নাড্যঃ (হিতানামক নাড়ীসমূহ), হৃদয়াৎ পুরীততম্ (হৃদয় হইতে হৃদয় বেষ্টনী পর্যন্ত), অভি-প্রতন্বন্তি (বিস্তৃত আছে), তৎ যথা (যেরূপ), কেশঃ (একটি কেশকে), সহস্রধা বিপাটিতঃ (সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে), [সূক্ষ্ম হয়], তাবৎ অণ্ব্যঃ (সেইরূপ সূক্ষ্ম), পিঙ্গলস্য (পিঙ্গল বর্ণ), শুক্লস্য (শুক্ল বর্ণ), কৃষ্ণস্য (কৃষ্ণ বর্ণ), পীতস্য (পীতবর্ণ), লোহিতস্য (লোহিত বর্ণ), অণিম্না (অত্যন্ত সূক্ষ্ম), তিষ্ঠতি [রস দ্বারা পূর্ণ হইয়া] (অবস্থান করেন), তাসু (সেই সমস্ত ক্ষুদ্র নাড়ীসমূহ), তদা (সেই সময়ে=শয়ন কালে), ভবতি (অবস্থান করে)। যদা সুপ্তঃ (যখন তিনি নিদ্রিত), স্বপ্নং ন কংচন পশ্যতি (এবং কোন স্বপ্ন দেখেন না), অথ (তখন) অস্মিন্ প্রাণে এব (এই প্রাণেই), একধা ভবতি (এক হইয়া যায় অর্থৎ প্রাণের সহিত একত্র হয়)। তদা (তখন) এনম্ (ইহাকে) বাক্ সর্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি (বাক সমস্ত নামের সহিত তাঁহাকে পায় অর্থাৎ নামে লীন হয়), চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি (চক্ষু সমস্ত রূপ সহ প্রাণে লীন হয়), শ্রোত্রম্ সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি (কর্ণ সকল শব্দের সহিত প্রাণে লীন হয়), মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহ অপ্যেতি (মন সকল চিন্তার সহিত প্রাণে লীন হয়)। সঃ যদা প্রতিবুধ্যতে (সে যখন জাগরিত হয়), যথা জ্বলতঃ অগ্নেঃ (যেমন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে), বিস্ফুলিঙ্গাঃ সর্বাঃ দিশঃ (স্ফুলিঙ্গসমূহ সকল দিকে), বিপ্রতিষ্ঠেরন্ (বিকীর্ণ হয়), এবম্ এতস্মাৎ আত্মনঃ (এই আত্মা হইতে)। প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ), যথায়তনং (নিজ নিজ স্থানে) বিপ্রতিষ্ঠন্তে (বিবিধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়), প্রাণেভ্যঃ (প্রাণসমূহ হইতে), দেবাঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিগণ), দেবেভ্যঃ লোকাঃ (দেবসমূহ হইতে লোকসমূহ নির্গত হয়)।

সরলার্থ : তখন বালাকি নীরব হইলেন। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ‘আপনি কি তবে এই পর্যন্তই জানেন?’ বালাকি বলিলেন, ‘এই পর্যন্তই।’ অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ‘আপনি তবে বৃথাই আমাকে বলিয়াছিলেন—‘আমি আপনার নিকট ব্রহ্ম-ব্যাখ্যা করিতে চাই।’ তিনি আরো বলিলেন, ‘বালাকি, যিনি এই সকল পুরুষের সৃষ্টিকর্তা, এই অখিল জগৎ যাঁহার কর্ম, তাঁহাকেই জানিতে হইবে।’ তখন বালাকি সমিধহস্তে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, ‘আমি আপনার নিকট উপনীত হইতে চাই।’ অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ‘ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপনয়ন করিবে, ইহা প্রতিলোমরূপ (অর্থাৎ চলিত আচার-বিরুদ্ধ)। আসুন, আমি আপনাকে (উপনয়ন ছাড়াই) শিক্ষা দিব।’ তিনি হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিয়া গেলেন। তাঁহারা দুইজনে কোন একটি নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। অজাতশত্রু সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘ওহে, শুভ্রবাস দীপ্তিমান চন্দ্র!’ সেই ব্যক্তি নীরবে ঘুমাইতেই

লাগিল। তারপর তিনি তাহাকে যষ্টিদ্বারা আঘাত করিলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন অজাতশত্রু বালাকিকে বলিলেন, ‘বালাকি, এই ব্যক্তি কোথায় সুপ্ত ছিল? এ কোথায় ছিল? কোথা হইতে আসিল?’ বালাকি এই সকল বিষয় জানিতেন না। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ‘বালাকি, যাঁহাতে এই ব্যক্তি সুপ্ত ছিল, এ যাঁহাতে ছিল এবং যাঁহা হইতে আসিল, তাহা এই—হৃদয়ের হিতা নামক নাড়ীগুলি হৃদয় হইতে হৃদয়বেষ্টনী পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সব নাড়ী একটি কেশের সহস্রাংশ পরিমাণ সূক্ষ্ম এবং শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও লোহিত বর্ণের অতি সূক্ষ্ম রসে পূর্ণ। জীবাত্মা যখন সুপ্ত থাকে, অথচ যখন কোন স্বপ্ন দেখে না তখন সে এই সব নাড়ীতে অবস্থান করে। তখন সে এই প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়। তখন বাক্ সকল নামের সহিত, চক্ষু সকল রূপের সহিত, কর্ণ সকল শব্দের সহিত এবং মন সকল চিন্তার সহিত তাহাতে লীন হয়। যখন সে জাগ্রত হয় তখন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি এই আত্মা হইতে প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়শক্তি) নিজ নিজ বিষয়ের দিকে ছুটিয়া চলে। প্রাণসমূহ হইতে দেবগণ (জাগতিক শক্তি) এবং দেবগণ হইতে লোকসমূহ (নিঃসৃত হয়)।’

৪৯. তদ্ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায় এবমেবৈষ প্রাজ্ঞ আত্মেদং শরীরমাত্মানমনুপ্রবিষ্টঃ আ লোমভ্যঃ আ নখেভ্যঃ। তমেতমাত্মানম্ এত আত্মানোঽন্ববস্যন্তি। যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাঃ। তদ্ যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতেরাত্মভিঃ ভুঙ্‌ক্তে। এবং বৈ তমাত্মানমেত আত্মানো ভুঞ্জন্তি। স যাবদ্ধ বা ইন্দ্র এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞে তাবদেনমসুরা অভিবভূবুঃ। স যদা বিজজ্ঞে অথ হত্বা অসুরান্ বিজিত্য সর্বেষাং দেবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পরীয়ায়। তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্বান্ পাপ্মানোঽপহত্য সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্যেতি য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥ ১৯

অন্বয় : তৎ যথা (যেরূপ), ক্ষুরঃ (ক্ষুর), ক্ষুরধানে (ক্ষুরাধারে), বিশ্বম্ভরঃ (অগ্নি), বিশ্বম্ভরকুলায়ে (অগ্নির আধার—অরণি-কাষ্ঠে), অবহিতঃ স্যাৎ (গোপনে থাকে), এবম্ এব (এইরূপই), এষঃ প্রাজ্ঞঃ আত্মা (এই প্রজ্ঞাত্মা) ইদং শরীরং (এই শরীরে), আলোমভ্যঃ (লোমসমূহ পর্যন্ত), আনখেভ্যঃ (পদনখসমূহ পর্যন্ত), অনুপ্রবিষ্টঃ (অনুপ্রবিষ্ট আছেন)। তম্ এতম্ (এই আত্মাকে), এতে আত্মানঃ (অন্য আত্মারা), অন্ববস্যন্তি (অনুসরণ করে); যথা (যেমন), শ্রেষ্ঠিনং (কুলশ্রেষ্ঠ) স্বাঃ (স্বজনেরা) [করে]। তৎ যথা শ্রেষ্ঠী (যেমন সেই কুলশ্রেষ্ঠ), স্বৈঃ (স্বজনের সহিত), ভুঙ্‌ক্তে (ভোজন করে), যথা বা (অথবা যেমন), স্বাঃ (স্বজনেরা), শ্রেষ্ঠিনং (কুলশ্রেষ্ঠের সহায়তায়), ভুঞ্জন্তি (ভোজন করে), এবম্ এব (এইরূপে), এষঃ প্রজ্ঞাত্মা (এই প্রজ্ঞাত্মা), এতৈঃ আত্মভিঃ ভুঙ্‌ক্তে (এই সকল আত্মাদের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের সহিত ভোগ করে), এবং বৈ তম্ আত্মানং (সেইরূপ এই প্রজ্ঞাত্মার সহায়তায়), এতে আত্মানঃ ভুঞ্জন্তি (এই সকল আত্মারা ভোগ করে)। সঃ যাবৎ হ বৈ (যেই পর্যন্ত, যতদিন), ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র), এতম্ আত্মানম্ (এই প্রজ্ঞাত্মাকে), ন বিজজ্ঞে (জানিতে পারেন নাই), তাবৎ (ততদিন), এনম্ অসুরাঃ অভিবভূবুঃ (ইন্দ্রকে দৈত্যরা পরাজিত করিয়াছেন)। সঃ যদা বিজজ্ঞে (যখন ইন্দ্র তাঁহাকে অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মাকে জানিতে পারিলেন), অথ (তখন), অসুরান্

হত্বা বিজিত্য (অসুরদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়া), সর্বেষাং দেবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যম্ (সকল দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বারাজ্য), আধিপত্যম্ (আধিপত্য), পরীয়ায় (প্রাপ্ত হইলেন), তথা এব (সেইরূপেই), এবং বিদ্বান্ (এইরূপ জ্ঞানবান), সর্বান্ পাপ্মনঃ (সকল পাপ), অপহত্য (অপহরণ করিয়া), সর্বেষাং ভূতানাং (সর্বভূতের), শ্রৈষ্ঠ্যং (শ্রেষ্ঠত্ব), স্বারাজ্যম্ (স্বারাজ্য), আধিপত্যম্ (আধিপত্য), পর্যেতি (প্রাপ্ত হন), যঃ এবং বেদ যঃ এবং বেদ (যিনি এইরূপ জানেন, যিনি এইরূপ জানেন)।

সরলার্থ : যেমন ক্ষুর ক্ষুরের আধারে অথবা অগ্নি অগ্নির আধারে থাকে, তেমনি এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা 'শরীরই আমি'—এই বোধে ইহার প্রত্যেক নখ এবং লোম পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। এই আত্মারা (অর্থাৎ বালাকির উল্লিখিত পুরুষেরা) তাঁহার অনুসরণ করেন। যেমন আত্মীয়েরা শ্রেষ্ঠীকে (কুলপতিকে) অনুসরণ করে, কুলশ্রেষ্ঠ যেমন আত্মীয়দের সহিত ভোজন করেন, অথবা আত্মীয়গণ যেমন ভরণপোষণের জন্য কুলশ্রেষ্ঠের উপর নির্ভর করে, তেমনি এই আত্মা এই সব আত্মার সহিত বিষয় ভোগ করেন এবং তাঁহারা ভোগের জন্য এই আত্মার উপরই নির্ভর করেন। যতদিন ইন্দ্র এই আত্মাকে জানিতে পারেন নাই তত দিন তাঁহাকে অসুরেরা পরাজিত করিয়াছিল। তিনি যখন ইঁহাকে জানিলেন তখন তিনি অসুরদিগকে জয় করিয়া দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং আধিপত্য লাভ করিলেন। তেমনি যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন তিনি সমস্ত পাপরাশি নাশ করিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও আধিপত্য লাভ করেন।

পরিশিষ্ট ১

পরিচিতিপঞ্জি

[এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত উপনিষদের ভাষ্যকার, টীকাকার বা ব্যাখ্যাকারগণের পরিচয় নিচে দেওয়া হলো। এঁদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভারততত্ত্ববিদরাও আছেন।]

আনন্দগিরি—শঙ্করাচার্য শিষ্য আনন্দগিরির আবির্ভাব কাল হচ্ছে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী। গীতার টীকাকার রূপে ইনি বিখ্যাত। এঁর রচিত আর একখানি গ্রন্থ শঙ্কর-বিজয়-জয়তি।

উইলিয়ামস্, মনিয়র (১৮১৯-১৮৯৯)—প্রসিদ্ধ ভারত-তত্ত্ববিদ মনিয়র উইলিয়ামসের জন্মস্থান ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব বোম্বাই-প্রদেশে। সংস্কৃতে এবং আরো কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়ে তিনি ইংলণ্ডের একটি কলেজে ঐ সব ভাষায় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বার কয়েক ভারতে এসেছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সংস্কৃত-ইংরেজী ভাষার সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন। তিনি অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ এবং আরো নানা গ্রন্থ সম্পাদনা করে বিপুল খ্যাতির অধিকারী হন।

উইলসন, হোরেস হেম্যান (১৭৮৬-১৮৬০)—সংস্কৃতপ্রেমী এই ইংরেজপুরুষ একাধারে ছিলেন ঐতিহাসিক, রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ, মুদ্রাতাত্ত্বিক, অভিনেতা, সংগীত শাস্ত্রবিদ। কলকাতা টাঁকশালে Assay Master-এর পদে নিয়োজিত থাকতেই উইলসনের বিচিত্র প্রতিভা নানাদিকে বিকীর্ণ হয়েছিল। তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীর কাজ করেছেন, ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন মেঘদূত কাব্য, মৃচ্ছকটিক, উত্তররামচরিত ইত্যাদি নাটক। দীর্ঘকালব্যাপী প্রভূত পরিশ্রমের ফলে রচিত বিশালকায় সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান উইলসনের এক স্মরণীয় কীর্তি। হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ে লেখা উইলসনের প্রবন্ধাবলীকে ভিত্তি করে অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনা করেন। উইলসনের আর এক কীর্তি ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদ সম্পাদনা।

কীথ, আর্থার বেরিডেল (১৮৭৯-১৯৪৪) খ্যাতনামা এই ইংরেজ সংবিধানজ্ঞ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্ম এডিনবার্গে, শিক্ষা এডিনবার্গ এবং অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ডেই ইনি সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিক্ষা করেন। কর্মজীবন শুরু সিভিল সার্ভিস দিয়ে, তারপর হন ব্যারিস্টার। ১৯১৪ সালে তিনি সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক রূপে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। আমৃত্যু ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে যেমন আছে সাংবিধানিক আইনের গ্রন্থ, তেমনি আছে ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন, বেদের অনুবাদ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।

ক্ষীরস্বামী—আনুমানিক ৭ম খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীরস্বামীর জন্ম হয়েছিল। কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সমসাময়িক ইনি। শাব্দিক পণ্ডিত এবং অমরকোষের টীকাকাররূপে এঁর খ্যাতি বিদ্যমান।

ডয়সেন, পাউল (১৮৪৫-১৯১৯)—বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডয়সেনের জন্ম বর্তমান পশ্চিম জার্মানীতে। জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে ডয়সেন নানা প্রাচীন ভাষা এবং ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত বেদান্তদর্শনে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন এবং অনর্গল সংস্কৃতে কথোপকথন করতে পারতেন। ডয়সেন ১৮৯২-৯৩ সালে ভারতে এসেছিলেন। নানা গ্রন্থের রচয়িতা ডয়সেন বেদান্তদর্শনের উপর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন।

নিম্বার্কাচার্য—শঙ্কর ও রামানুজের পরবর্তীকালে আনুমানিক ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে একেশ্বরবাদী বৈদান্তিক নিম্বার্ক বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়। নিম্বার্কের জন্ম দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর রচিত নানা গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ' নামে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। নিম্বার্কের মতবাদের নাম 'স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'।

পাণিনি—অনুমান ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান পাঞ্জাবে পাণিনির জন্ম হয়েছিল। অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকার রূপে পাণিনি অমর হয়ে আছেন। রচয়িতার নাম অনুসারে ঐ ব্যাকরণ 'পাণিনি ব্যাকরণ' বলেই বিখ্যাত।

বটলিংক, অটো ফন (১৮১৫-১৯০৪)—জন্ম বর্তমান পূর্বজার্মানীর অন্তর্গত লিপজিগ-এ। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ও আভিধানিক বটলিংক-এর রচনাবলী এবং সাতখণ্ডে সম্পূর্ণ সংস্কৃত জার্মান অভিধান ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান বলে স্বীকৃত। তিনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থাতেই ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ পাণিনির ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। কালিদাসের শকুন্তলা সহ নানা সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সংস্কৃত অভিধান সংকলনের ব্যাপারে তিনি রথ, ওয়েবর প্রভৃতি বিখ্যাত ভারতবিদ্যা বিশারদদের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন।

ম্যাকডোনেল, আর্থার অ্যান্টনি (১৮৫৪-১৯৩০)—এই সংস্কৃতবিদ পণ্ডিতের জন্ম হয়েছিল বিহারের মজঃফরপুরে। ইনি ইংলণ্ডের অকসফোর্ডে ও জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকডোনেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ভাষণ দেন। তাঁর লেখা বেদবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থগুলি পাণ্ডিত্যে সমুজ্জ্বল।

ম্যাক্সমুলার, ফ্রীডরিশ (১৮২৩-১৯০০)—এই সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের জন্ম ও শিক্ষা জার্মানীতে। ১৮৪৬ সাল থেকে ইনি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডে বাস করতে থাকেন এবং ১৮৬৮তে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগ দেন ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকরূপে। ভারত সম্বন্ধে এঁর গভীর অনুরাগ ছিল। নানা প্রাচ্যভাষায় এঁর ব্যুৎপত্তিও ছিল অসাধারণ। ম্যাক্সমুলারের রচনাবলীর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় ৫১টি খণ্ডে প্রকাশিত Sacred Books of the East, যা হল প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মপুস্তকের অনুবাদ। ইংরেজদের জাতীয় সঙ্গীতকে ইনি সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন।

যাস্ক—খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বেদের দুরূহ শব্দের অর্থ লিখে যান—তার নাম নিরুক্ত। সাধারণত যাস্কের নিরুক্ত ও সায়ণাচার্যের ভাষ্য অনুসারেই অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। যাস্কের পূর্বে শাকপূর্ণি, ঔর্ণনাভ, স্থৌলাষ্ঠিবী প্রভৃতি কয়েকজন নিরুক্তকারের নাম পাওয়া যায়। তবে তাঁদের রচিত গ্রন্থ এখন অবলুপ্ত।

রঙ্গরামানুজ—ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের (১২শ শতাব্দী) অনুগামী এবং শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি দশখানি প্রাচীন উপনিষদের উপর ভাষ্য লিখেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় তিনি ঈশ্বরকে ভক্তিরূপে কল্পনা করে ভক্তের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভব বলে ধরে নিয়েছেন।

রথ, ওয়ালটার রুডলফ (১৮২১-১৮৯৫)—খ্যাতনামা জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ও ভাষাতাত্ত্বিক। টুবিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে পরে সেখানেই অধ্যাপনা করেন। বেদের উপর তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা যেমন বহু পাশ্চাত্য-দেশীয়কে বৈদিক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, তেমনি ঐ দুরূহ ধর্মগ্রন্থের সঠিক উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। তিনি তাঁর আমেরিকান শিষ্য হুইটনির সহযোগিতায় অথর্ববেদ সম্পাদনা করেছেন। ১৮৫২ থেকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেন্টপিটার্সবার্গে যে সুবিশাল সংস্কৃত অভিধান রথ আর বটলিংক কর্তৃক প্রকাশিত হয়, তার বেদবিষয়ক অংশের রচয়িতা রথ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)—প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ। জন্ম ও শিক্ষা কলকাতায়। ২৩ বছর বয়সে রাজেন্দ্রলাল কলকাতার Asiatic Society-র সহকারী সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিক রূপে যোগ দেন। তখন থেকেই ঐ সোসাইটির জার্নালে তাঁর গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা শুরু হয়। বহু ভাষাবিদ রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য বিদেশী পণ্ডিতদেরও মুগ্ধ করে। তাঁর লেখা ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত পুস্তকের সংখ্যা ১২৫-এরও বেশী। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একখানা মাসিক-পত্রও তিনি প্রকাশ করেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরসতার মিশ্রণে তাঁর লেখা ও বক্তৃতা অপূর্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠত। তাঁর লেখা প্রবন্ধের গুণেই 'Hindu Patriot' একখানি জনপ্রিয় কাগজ হয়ে ওঠে। রাজেন্দ্রলাল Asiatic Society-র প্রথম বাঙ্গালী সভাপতি। British Indian Association-এর সভ্য এবং পরে সভাপতি হন তিনি। Wards Institution অনেকদিন তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এল. এবং সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর', 'সি. আই. ই' ও 'রাজা' উপাধি দেন।

রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক রামানুজ (জন্ম ১০১৭ খ্রী) বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে এঁর জন্ম। বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে গিয়ে প্রথম দিকে রামানুজ অনেক নিগ্রহ সহ্য করেন। পরে বহু জায়গায় বহু ব্যক্তিকে আপন মতে দীক্ষিত করেন। রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি অনেকেই রামানুজপন্থী হয়েছিলেন। রামানুজ রামায়ণের টীকা এবং নিজের মতানুযায়ী বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা রচনা করেন। শঙ্কর যেমন বৌদ্ধবিরোধী ছিলেন, তেমনি রামানুজ ছিলেন জৈনবিরোধী।

ল্যানম্যান, চার্লস্ রকওয়েল (১৮৫০-১৯৪১)—প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং হার্ভার্ড প্রাচ্যবিদ্যাসংগ্রহ সিরিজ-এর সম্পাদক। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেট ডিগ্রি লাভ করে ইনি সেখানেই স্বনামধন্য হুইটনির কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এরপর আরও কিছুকাল জার্মানীতে শিক্ষালাভের পর প্রথমে আমেরিকার হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে বৃত হন, পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে সংস্কৃতের Wales অধ্যাপক হন। তাঁর সম্পাদনায় প্রাচ্যবিদ্যাসংগ্রহের যে ৩১টি খণ্ড বের হয় তার মধ্যে আছে হুইটনির অথর্ববেদ, কীথ-এর যজুর্বেদ ও ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ। প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যের এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ এর আগে আর হয়নি। ল্যানম্যান প্রণীত সংস্কৃত পাঠমালা একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০)—বেদান্তিক চূড়ামণি শঙ্করাচার্য এক কিংবদন্তি পুরুষ। বর্তমান কেরালা রাজ্যের কালাডিতে জন্ম। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী শঙ্কর বাল্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে সুগভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মাতৃবিয়োগের পর সন্ন্যাস নিয়ে তিনি চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করে ভারত পর্যটনে বেরোন। সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের এক কুৎসিত বিকার দিকে দিকে প্রসারলাভ করছিল। যুক্তি বিচারের শাণিত অসিতে বৌদ্ধদের কূট তর্কজাল ছিন্নভিন্ন করে শংকর একক চেষ্টায় বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। উল্কার মত সমগ্র ভারত এবং সুদূর তিব্বত পরিভ্রমণ করে শঙ্কর বৌদ্ধমত খণ্ডন করতে থাকেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে উপনিষদ, বেদান্ত ও গীতার ভাষ্যের প্রতিষ্ঠা আজও সুদৃঢ়।

শঙ্করের নিজস্ব ধর্মমত বেদান্তভিত্তিক অদ্বৈতবাদ। কিন্তু সাধারণ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শৈবধর্ম। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে তিনি যে চারটি মঠ স্থাপিত করেছিলেন আজও সেগুলি সগৌরবে বিরাজ করছে—উত্তরে বদরিকাশ্রমে যোষীমঠ, দক্ষিণে কন্যাকুমারীতে শৃঙ্গেরীমঠ, পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ আর পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ।

শংকরানন্দ—এঁর অবস্থানকাল নিশ্চিত জানা যায় না। ইনি শংকরাচার্যের অনুগামী এবং শংকর রচিত বিভিন্ন ভাষ্যের টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকার নাম শংকর-দীপিকা।

সায়ণাচার্য—বেদ ও বৈদিক গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকাররূপে প্রসিদ্ধ সায়ণের আবির্ভাবকাল আনুমানিক চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দ, জন্মস্থান দক্ষিণভারতের কর্ণাট রাজ্য। বিজয়নগর রাজ কুলগুরু ও মন্ত্রী মাধব সায়ণের অগ্রজ ছিলেন বলে কথিত আছে। অগ্রজের নির্দেশ ও পরামর্শেই সায়ণ বেদব্যাখ্যার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

হগ, মার্টিন—ডঃ হগ উইলসন ও স্টিভেনসনের সঙ্গে ভারতবর্ষে সংস্কৃতচর্চা ও বেদ প্রচারে খ্যাতিলাভ করেন। তাছাড়া তিনি জোরোস্ট্রিয়ান ধর্মের বিষয় তন্ন তন্ন আলোচনা করেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে প্রাচীন পারসিকগণের ধর্মের যে অনেক সাদৃশ্য ছিল তা তিনি তথ্য ও যুক্তিসহ প্রদর্শন করে গেছেন।

হুইটনি, উইলিয়াম ডুাইট (১৮২৭-১৮৯৪)—সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এই আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিকের অসামান্য দান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে তরুণ হুইটনি যখন বিপুল উদ্যমে এইদিকে আত্মনিয়োগ করেন তার আগে পর্যন্ত খুব উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ এক্ষেত্রে হয়নি। ১৮৫০ সালে হুইটনি জার্মানীর বার্লিন আর ট্যুবিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে ফিরলে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে বৃত হন। রথ-এর সহযোগিতায় হুইটনি অথর্ববেদ সংহিতা সম্পাদনা করেন। তাছাড়া অথর্ববেদের প্রথম থেকে ঊনবিংশ অধ্যায়ের সটীক অনুবাদ করেন। বিখ্যাত পিটার্সবার্গ অভিধানের তিনি অন্যতম প্রধান সংকলক। হুইটনির প্রকাশিত অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের উপর বহুসংখ্যক প্রবন্ধ এবং একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ।

পরিশিষ্ট ২

মন্ত্রসূচি

[নিম্নে ব্যবহৃত উপনিষদসমূহের নামের সাংকেতিক শব্দের অর্থ : ঈ—ঈশ ; ঐ—ঐতরেয় ; ক—কঠ ; কে—কেন ; কৌ—কৌষীতকি ; ছা—ছান্দোগ্য ; তৈ—তৈত্তিরীয় ; প্র—প্রশ্ন ; বৃ—বৃহদারণ্যক ; মা—মাণ্ডূক্য ; মু—মুণ্ডক ; শ্বে—শ্বেতাশ্বতর। কেবলমাত্র ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি উপনিষদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত মন্ত্রাংশ দেওয়া হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে প্রতি উপনিষদের ক্ষেত্রে অধ্যায়গত মন্ত্রসংখ্যার পরিবর্তে ধারাবাহিক সংখ্যা দেওয়া হল।]

	উপনিষদ ও মন্ত্রসংখ্যা
অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব	বৃ ৪৪
অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে	বৃ ২০৬, ২৪৯, ৩০৯, ৩২৭
অগ্নিঃ পূর্বরূপম্	তৈ ৫
অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ	মু ২৬
অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে	শ্বে ২২
অগ্নির্যথৈকো ভুবনং	ক ৯৫
অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখম্	ঐ ৮
অগ্নে নয় সুপথা	বৃ ৩৬০, ঈ ১৮
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিঃ	ক ৮৪
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা	ক ১১৮
,,	শ্বে ৪৬
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে	ক ৮৩
অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ	শ্বে ৮৪
অজাত ইত্যেবং কশ্চিৎ	শ্বে ৭৫
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং	শ্বে ৫৯
অজীর্যতামমৃতানাং	ক ২৮
অণোরণীয়ান্ মহতো	ক ৪৯
,,	শ্বে ৫৩
অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ	মু ৩১
অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি	প্র ৩১
অত্র পিতাঽপিতা ভবতি	বৃ ২৭১
অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে	প্র ৪৬
অথ কবন্ধী কাত্যায়নঃ	প্র ৩
অথ পরা যয়া তদক্ষরম্	মু ৫
অথ যদি দ্বিমাত্রেণ	প্র ৫৬
অথর্বণে যাং প্রবদেত	মু ২

	উপনিষদ ও মন্ত্রসংখ্যা
অথ বায়ুমব্রুবন্	কে ২১
অথ য আত্মা স সেতুঃ	ছা ৫৮৮
অথ যৎ তপো দানম্	ছা ২৬৭
অথ হৈনং কৌসল্যঃ	প্র ৩০
অথ হৈনং ভার্গবো	প্র ১৭
অথ হৈনং শৈব্যঃ	প্র ৫৩
অথ হৈনং সুকেশা	প্র ৬০
অথ হৈনং সৌর্যায়ণী	প্র ৪২
অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং	তৈ ৩
অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ	প্র ৬
অথাধিজ্যৌতিষম্ অগ্নিঃ	তৈ ৫
অথাধিপ্রজম্ মাতা পূর্বরূপম্	তৈ ৭
অথাধিলোকম্ পৃথিবী পূর্বরূপম্	তৈ ৪
অথাধিবিদ্যম্ আচার্যঃ	তৈ ৬
অথাধ্যাত্মম্ অধরা হনুঃ	তৈ ৮
অথাধ্যাত্মং প্রাণো ব্যানঃ	তৈ ২০
অথাধ্যাত্মং যদেতৎ	কে ৩১
অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্	কে ২৫
অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ	প্র ৩৬
অথোত্তরেণ তপসা	প্র ১০
অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ	বৃ ২০৯
অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্	তৈ ৮
অনন্দা নাম তে লোকাঃ	বৃ [illegible]১৮
অনাদ্যন্তং কলিলস্য	শ্বে ৮৯
অনুপশ্য যথা পূর্বে	ক ৬

মন্ত্র	উপনিষদ ও মন্ত্রসংখ্যা	
জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ	মা	৩
জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরঃ	মা	৯
জানাম্যহং শেবধিরিতি	ক	৩৯
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ	শ্বে	৯
জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ	শ্বে	১১
তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ	ঐ	১৪
তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ	ঐ	১৮
তত্ত্বমসি	ছা	৪৯০
তৎ শ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ	ঐ	১৫
ততঃ পরং ব্রহ্মপরং	শ্বে	৪০
ততো যদুত্তরতরং	শ্বে	৪৩
তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য	শ্বে	৯৩
তৎ ত্বচাজিঘৃক্ষৎ	ঐ	১৬
তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ	ঐ	১৩
তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্	বৃ	৩৯৬
তৎসবিতুর্বৃণীমহে	ছা	৩৮০
তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ	তৈ	৪২
তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং	ঐ	২৫
তত্রাপরং ঋগ্বেদো	মু	৫
তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ	তৈ	৪৩
তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ	ঐ	১৯
তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ	কে	২৮,২২
তদুক্তমৃষিণা গর্ভে	ঐ	২৮
তদেজতি তন্নৈজতি	ঈ	৫
তদেতৎ শ্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ	বৃ	৪৫
তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ	মু	৬৫
তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু	মু	১০
তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ	মু	২৩
তদেতদভিসৃষ্টং	ঐ	১২
তদেতদিতি মন্যন্তে	ক	১০০
তদেতদৃচাভ্যুক্তম্	মু	৬৪
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যঃ	শ্বে	৫৬
তদ্ধ তদ্বনং নাম	কে	৩২
তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো	কে	১৬
তদ্ ব্রহ্মতদমৃতং স আত্মা	ছা	৬২৭
তদ্ যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং	প্র	১৫
তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু	শ্বে	৮২
তন্নম ইত্যুপাসীত	তৈ	৬৬
তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ	ঐ	১৭

মন্ত্র	উপনিষদ ও মন্ত্রসংখ্যা	
তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ	শ্বে	১১১
তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্তি	মু	২০
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম	মু	৮
তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব	তৈ	৫৫-৫৮
তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো	ক	১৬
তমভ্যতপৎ তস্য	ঐ	৪
তমশনায়াপিপাসে	ঐ	৯
তমীশ্বরাণাং পরমং	শ্বে	৯৭
তমেকনেমিং ত্রিবৃতং	শ্বে	৪
তং দুর্দর্শং গূঢ়ম্	ক	৪১
তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি	ঐ	২৬
তং হ কুমারং সন্তং	ক	২
তস্মাচ্চ দেবা বহুধা	মু	২৯
তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য	মু	২৭
তস্মাদিদন্দ্রো নাম	ঐ	২৩
তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি	মু	২৮
তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরাম্	কে	২৯
তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ	তৈ	৩৩
তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন	তৈ	৩১
তস্মাদ্বা এতে দেবা	কে	২৮
তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যম্	কে	১৯,২৩
তস্মৈ তৃণং নিদধৌ	কে	২০,২৪
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায়	মু	২২
তস্মৈ স হোবাচ	প্র	৪, ১৮, ৩১, ৪৩, ৬১
,,	মু	৪
তস্য ত্রয় আবসথাঃ	ঐ	২১
তস্যৈ তপো দম কর্মেতি	কে	৩৪
তস্যৈষ আদেশো যদেতৎ	কে	৩০
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা	তৈ	৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪১
তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা	ঐ	৫
তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ	প্র	১৯
তান্ হোবাচ এতাবৎ	প্র	৬৬
তান্ হ স ঋষিরুবাচ	প্র	২
তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ	ঐ	৭
তাভ্যো গামানয়ৎ	ঐ	৬
তাং যোগমিতি মন্যন্তে	ক	১১২
তিলেষু তৈলং দধনীব	শ্বে	১৫
তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ	প্র	৫৮

মন্ত্র	উপনিষদ ও মন্ত্রসংখ্যা	
তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীঃ	ক	৯
তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ	কে	১৭
তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ	প্র	১৬
তেজো হ বা উদানঃ	প্র	৩৮
তে তমর্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা	প্র	৬৭
তে ধ্যানযোগানুগতা	শ্বে	৩
তে যথা ন তত্র বিবেকং	ছা	৪৯২
ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা	ক	১৮
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য	ক	১৭
ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং	শ্বে	২৪
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি	শ্বে	৫৭
দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্	বৃ	৩৩৪
দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ	মু	২৪
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি	ক	৬৮
দূরমেতে বিপরীতে	ক	৩৩
দেবপিতৃকার্যাভ্যাম্	তৈ	২৫
দেবানামসি বহ্নিতমঃ	প্র	২৪
দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং	ক	২১
,,	ক	২২
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া	শ্বে	৬০
,,	মু	৪৫
দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে	শ্বে	৭৭
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা	মু	৪
দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে	বৃ	১৩৫
ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং	মু	৩৫
ন কঞ্চন বসতৌ	তৈ	৬৩
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি	মু	৫২
ন জায়তে ম্রিয়তে বা	ক	৪৭
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি	কে	৩
ন তত্র সূর্যো ভাতি	ক	১০১
,,	শ্বে	১০৪
,,	মু	৪৩
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি	শ্বে	৯১
ন তস্য কার্যং করণঞ্চ	শ্বে	৯৮
ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ	বৃ	১৭৩
ন নরেণাবরেণ প্রোক্তঃ	ক	৩৭
ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি	ছা	৫৬৬
ন প্রাণেন নাপানেন	ক	৯১
ন বা অরে পত্যুঃ কামায়	বৃ	১১৫,৩১৪
নবদ্বারে পুরে দেহী	শ্বে	৫১

মন্ত্র	উপনিষদ ও মন্ত্রসংখ্যা	
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ	ক	২৭
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি	ক	১১০
,,	শ্বে	৭৪
নাচিকেতমুপাখ্যানম্	ক	৭০
নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞম্	মা	৭
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়	শ্বে	৪১,১০৫
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ	ক	৫২
,,	মু	৫৭
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ	মু	৫৮
নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ	ক	৫৩
নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্	ছা	৫৬০
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি	ক	৩৫
নাস্য জরয়া এতজ্জীর্যতি	ছা	৫৭১
নাহং মন্যে সুবেদেতি	কে	১১
নিত্যো নিত্যানাং চেতনঃ	শ্বে	১০৩
,,	ক	৯৯
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্	শ্বে	১০৯
নীলপতঙ্গো হরিতো	শ্বে	৫৮
নীহারধূমার্কানিল	শ্বে	২৭
নেতি অন্যৎ পরমস্তি	বৃ	১১০
নেহ নানাস্তি কিঞ্চন	বৃ	৩০৬
নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং	শ্বে	৭৩
নৈতদ্ ব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি	ছা	৩০৬
নৈব ইহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ	বৃ	৩
নৈব বাচা ন মনসা	ক	১১৩
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ	শ্বে	৪৬
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া	ক	৩৮
নো ইতরাণি যে কে	তৈ	২৬
ন্যগ্রোধফলমত আহর	ছা	৫০১
পঞ্চপাদং পিতরং	প্র	১১
পঞ্চস্রোতোঽম্বুং	শ্বে	৫
পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য	ছা	৫৪৬, ৬২২
পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে	প্র	৫১
পরাচঃ কামাননুযন্তি	ক	৭৩
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ	ক	৭২
পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্	মু	২১
পাঙ্ক্তং বা ইদং সর্বম্	তৈ	২০
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি	ছা	২৩০
পায়ূপস্থেঽপানং	প্র	৩৪
পীতোদকা জগ্ধতৃণা	ক	৩

উপনিষদ ও মন্ত্রসংখ্যা

উপনিষদ ও মন্ত্রসংখ্যা

পরিশিষ্ট ৩

গ্রন্থপঞ্জি

[এ-পর্যন্ত বাংলা এবং ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত উপনিষদ ও উপনিষদ-বিষয়ক গ্রন্থাবলীর একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকা-প্রণয়নে প্রথমে ভাষা অনুযায়ী ও পরে কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই তালিকা প্রস্তুতির ব্যাপারে যে সব প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পুস্তক থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, The Thirteen Principal Upanishads, R. E. Hume.]

ফারসী

দারা শিকোহ্, সির্‌রি আকবর (রহস্যবিদ্যা)। দিল্লী, ১৬৫৬-৫৭। পঞ্চাশখানি উপনিষদের মূল সংস্কৃত থেকে ফারসীতে অনুবাদ।

লাতিন

Anquetil du Perron, Oupnek'hat (Upanishad), 2 vols, Strassburg, 1801-02. ফারসী ভাষায় অনূদিত পঞ্চাশখানি উপনিষদের লাতিন অনুবাদ।

ইংরাজী

William Jones, Isha Upanishad. London, 1799. উপনিষদ গ্রন্থের সর্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ। ১৮০৭ সালে এর পুনর্মুদ্রণ হয়।

H. T. Colebrooke, Miscellaneous Essays, vol. I. Asiatic Research, vol. 8, Calcutta, 1805 ; London, 1837. ঐতরেয় উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ এর অন্তর্গত।

Rammohan Roy, Kena, Isha, Mundaka and Katha Upanishads. Calcutta, 1816-19 ; Collected works, 2 vols. London, 1832. এদেশে সর্বপ্রথম উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ।

E. Roer, Brihadaranyaka Upanishad. Calcutta, 1849 ; Nine Upanishads. Calcutta, 1853. Bibliotheca Indica-র অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।

Albrecht Weber, The Catapatha Brahmana. Berlin, 1885.

E. B. Cowell, Kaushitaki and Maitri Upanishads. Calcutta, 1861-63. শংকরানন্দের ভাষ্য ও ইংরাজী অনুবাদ সম্বলিত।

Rajendra Lal Mitra, Chandogya Upanishad. Calcutta, 1862.

Jibananda Vidyasagar, Nine Upanishads. Calcutta, 1873-75.

F. Max Mueller, The Upanishads, 2 vols. Oxford, 1879. 'The Sacred Books of the East' গ্রন্থমালার ১ম ও ১৫শ খণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন উপনিষদাবলীর ইংরাজী অনুবাদ।

A. E. Gough, The Philosophy of the Upanishads and Ancient Indian Metaphysics. London, 1882.

Subramanya Sastri, Hundred and Eight Upanishads. Madras, 1883.

Lala Sriram, The Metaphysics of the Upanishads. Calcutta, 1885.

Hariratmaja Kesvala, Eleven Upanishads. Bombay, 1886.

W. D. Whitney, The Upanishads and their latest Translation. Boston, 1886. প্রধানত ম্যাক্সমূলর-কৃত অনুবাদের আলোচনা। Bohtlingk's Upanishads, 1890. Bohtlingk-কৃত জার্মান অনুবাদের ইংরাজী অনুবাদ।

Guru Dutta, Isha Upanishad. Lahore, 1888. Mandukya, 1893.

G. A. Jacob, The Mahnarayan Upanishad. Bombay, 1888. Fiftysix Principal Upanishads and Bhagavad Gita. Bombay, 1891.

Tookaram Tatya, Twelve Principal Upanishads. Bombay, 1891.

M. N. Dwivedi, Mandukya Upanishad, 1894. গৌড়পাদের কারিকা ও তার শংকরভাষ্য সমেত। গৌড়পাদের কারিকার এটিই প্রথম ইংরাজী অনুবাদ।

J. Murdoch, Selections from the Upanishads. 1895.

E. W. Hopkins, Ethics of India. Boston, 1895. Notes on the Swetaswatara. Boston, 1901.

Sri Pitambara. Hundred and Eight Upanishads, Bombay. 1895.

S. C. Vasu, Isha Upanishad. Bombay, 1895 ; Isha, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Chhandogya and Brihadaranyaka Upanishads. Allahabad, 1909-11. স্বামী মধ্বাচার্যের ভাষ্য ও ইংরাজী অনুবাদ সমেত।

G. R. S. Mead and J. C. Chattopadhyaya, The Upanishads, 2 vols. Theosophical Society, London, 1896. এই পুস্তকটি ইউরোপে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। পরে এটি ডাচ ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়।

Charles Johnston, From the Upanishads. Dublin, 1896. কঠ, প্রশ্ন ও ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ। The Song of Life, New York, 1901. বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনুবাদ।

T. E. Slater, Studies in the Upanishas. Madrads, 1889.

. T. H. Griffith, The White Yayurveda. Banaras, 1898.

Richard Garbe, The Philosophy of Ancient India, Chicago, 1899.

প্রাচীন উপনিষদাবলীর সারাংশ এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। উপনিষদের ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে গার্বের পাণ্ডিত্য সর্বত্র স্বীকৃত।

Durga Prasad, Kena and Prasna Upanishads. Lahore, 1898-99.

Sitaram Sastri and Ganganath Jha, The Upanishads, 5 Vols. Madras, 1898-1901. ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, প্রশ্ন, ছান্দোগ্য, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয়—এ আটখানি উপনিষদের শংকরভাষ্য সহ প্রাঞ্জল অনুবাদ।

R. R. Bhagavata, Eleven Upanishads. Bombay, 1900.

Sitanath Tattvabhusan, The Upanishads, 2 vols. Calcutta, 1900-04. কোষীতকি ও মৈত্রী সহ তেরখানি উপনিষদের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ।

A. Mahadeva Sastri, Taittiriya Upanishad. Mysore, 1903. Yoga Upanishad. Adyar Library, Madras, 1920. Vedanta Upanishad 1921. Vaishnava Upanishads, 1923.

A. S. Geden, The Philosophy of the Upanishads. Edinburgh, 1906. Paul Deussen-এর উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ।

Annie Besant, The Wisdom of the Upanishads. Banaras. 1907.

L. D. Barnett, Brahma Knowledge (Parts I & II). London, 1907. দ্বিতীয় ভাগে উপনিষদ-সংক্রান্ত বিষয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে Some Sayings from the Upanishads, London, 1905.

M. Bloomfield, Religion of the Veda. New York, 1908. ঋগ্‌বেদ থেকে উপনিষদের যুগ পর্যন্ত প্রাচীন ধর্মের সারগর্ভ আলোচনা এই পুস্তকের অন্তর্গত।

F. T. Brooks, Introduction to the Study of Bhagavad Gita and Upanishads. London, 1910.

Swami Achintya Bhagawan, Eleven Upanishads, Nirnaysagar Press, Poona, 1910. শংকর-কৃত এগারখানি প্রধান উপনিষদের ভাষ্যসহ।

Schrader, Sannyasa Upanishads, Adyar Library, Madras, 1912.

M. Hiriyanna, Kena Uphishad. Mysore 1912.

Mohit Chandra Sen, Mundaka Upanishad. Calcutta, 1913.

K. N. Ayer, Thirty Minor Upanishads, Madras, 1914.

W. G. Old, The Yoga of Yama. London, 1915. কঠোপনিষদের অনুবাদ।

W. S. Urquhart, The Upanishads and Life. . Calcntta, 1916.

Jnanendra Lall Mazumder, Isha Upanishad. London, 1918. আর্থার এ্যাভেলনের (স্যার জন উড্রফের) ভূমিকা সম্বলিত।

Srish Chandra Vidyarnava, Studies in the First Six Upanishads. Panini Office, Allahabad, 1919.

Swami Paramananda, The Upanishads, Vol I. Vedanta Centre Boston, 1916.

R. Gordon Milburn, The Religious Mysticism of the Upanishads. Calcutta, 1919.

Swami Sarvananda, The Upanishads. Sri Ramkrishna Math, Madras, 1920 ঈশ, কেন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

R. E. Hume, The Thrteen Principal Upanishads. London, 1921. দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩১। ইংরেজী অনুবাদ ও তৎসহ ভূমিকায় উপনিষদের দর্শনের বিশদ আলোচনা। পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জি ও বিভিন্ন উপনিষদের পুনরুক্তি সংকলন।

Sree Aurobindo, Isha Upanishad, Arya Publishing House, Calcutta, 1921. Kena Upanishad, Pondicherry, 1952. Eight Upanishads, Pondicherry, 1960. প্রথমোক্ত উপনিষদ দুখানি বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত, বাকী উপনিষদগুলির অনুবাদ মাত্র দেওয়া হয়েছে।

Surendra Nath Dasgupta, A History of Indian Philosophy. London, 1922. এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন উপনিষদাবলীর (খৃীঃ পূঃ ৭০০-৬০০) পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

S. Radhakrishnan, The Philosopny of the Upanishads. London, 1924 ; The Principal Upanishads, London, 1953. রাধাকৃষ্ণণের নিজস্ব ভূমিকা তৎসহ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আলোচনা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

Hari Raghunath Bhagavat, The Upnshads, Poona, 1924. সাতখানি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত।

R. L. Pelly, Katha Upanishad. Calcutta, 1924.

Staya Saibaba, Upanishad Vahini. Anantapur (A. P.), 1924.

S. K. Belvalkar, Four Unpublished Upanishads. Madras, 1925. বাষ্কল, ছাগলেয়, আর্ষেয় ও শৌনক উপনিষদের সর্বপ্রথম অনুবাদ ও প্রকাশ। এছাড়া তিনি Dr. R. D. Ranade-এর সঙ্গে 'Creative Period of Indian Philosophy' নামক আর একখানি পুস্তক সম্পাদনা করেন। এ গ্রন্থে বৈদিক ও পরবর্তী যুগের বিভিন্ন উপনিষদাবলীর তথ্যালোচনা, কালানুক্রমিক বিভাগ এবং কয়েকটি অপ্রকাশিত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ আছে।

A. B. Keith, The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads, vols. 31 & 32, Harvard (U. S. A), 1925.

rish Chandra Vidyarnav and Mohanlal Sandal, Taittiriya and Kaushitaki Upanishads. Panini House, Allahabad, 1925.

.. D. Ranade, A Constructive Survey of Upanishadic Philosophy. Poona, 1926. Bharatiya Vidya Bhavan, 1968. উপনিষদের দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সুদীর্ঘ আলোচনা পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন ও পরিবর্ধন করেন।

I. Winternitz, A History of the Indian Literature. University

of Calcutta, 1927. মূল জার্মান থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ। উপনিষদের বিষয়বস্তুর উপর সারগর্ভ আলোচনা এই পুস্তকের অন্তর্গত।

Y. B. Yeats and Swamy Purohit, The Principal Upanishads, London, 1931.

Swami Madhabananda, Brihadaranyaka Upanishad, 1934.

Suresh Chandra Chakraborty, The Philosophy of the Upanishads, University of Calcutta, 1935. উপনিষদের দর্শনের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

J. Mascaro, The Himalayas of the Soul. London, 1938. প্রধান উপনিষদাবলীর ইংরাজী অনুবাদ।

T. R S. Iyenger, Samanya Vedanta Upanishads. Madras, 1941.

Umesh Misra, Chandogya Upanishad. Poona, 1942.

C. Rajagopalachari, The Upanishads for the Lay Readers. Delhi, 1942.

S. S. Sastri, Vaishanav Upanishad. Madras, 1945.

Swami Prabhavananda and Frederick Manchester, The Upanishads Breadth of the Eternal. Vedanta Press, Hollywood, 1947.

Sivananda Swami, One hundred and twenty Upanishads. Nirnaysagar Press, Bombay, 1948. Ten Upanishads, Calcutta, 1948.

Swami Sivananda, The Essence of the Principal Upanishads, 2nd edition. Divine Life Series, 1950.

Surendra M. Bhowmick, The Upanishads, 2 vols. Calcutta, 1950.

S. Kuppuswami Sastri, Brihadaranyaka Upanishad. Almora, 1950

R. R. Divakar, The Upanishads in Story and Dialogue. Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1950.

Basanta Kumar Chatterjee, Teachings of the Upanishads. University of Calcutta, 1952.

Swami Nikhilananda, The Upanishads. New York, 1952; London. 1957. শংকরভাষ্য সহ এগারখানি প্রাচীন উপনিষদের অনুবাদ ও বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত।

G. Srinivas Murti, Vaishnava Upanishad. Madras, 1952.

Swami Chinmayananda, Aitereya Upanishad. Kozikhode, 1955.

Swami Tattwananda, Upanishadic Stories and their Significance. Adwaita Ashram, Calcutta, 1956.

Swami Gambhirananda, Eight Upanishads, 2 vols. Adwaita Ashram. Calcutta, 1957

Albert Schweitzer, Indian Thought and its Development. Indian Edition, 1960. Mrs. Charles Russell কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত। এতে উপনিষদের ওপর Schweitzer-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

Gobinda Gopal Mukherjee, Studies in the Upanishads. Sanskrit College, Calcutta, 1960.

M. R Desai, Kena Upanishad. Kolhapur, 1962.

Anima Sengupta, Chandogya Upanishad. Kaapur, 1962.

A. G. Krishna Wadiyar, Sakta Upanishad. Madras, 1967.

Swami Ranganathananda, Message of the Upanishads (Isha, Kena and Katha). Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1968. 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার'-এ প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সংকলন।

P. Lal, Avyakta Upanishad. Writers' Workshop, Calcutta, 1969.

Sitanath Goswami, Kena Upanishad. Calcutta, 1970.

Debkumar Das, Isha and Kena Upanishads. Calcutta, 1971.

Chitrita Devi, Upanishads for All. Calcutta, 1973.

জার্মান

T. A. Rixner, Erstes Stuck, Oupnek'hat Tschebandouk Genannt. Nuernberg. 1808. দ্যুপেরঁর উপনিষদের জার্মান অনুবাদ। আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় এর সর্বপ্রথম অনুবাদ।

L. Poley, Abhandlung uber die heiligen Schriften der Indier. Leipzig, 1847. Colebrooke-এর 'Essay on the Sacred Writings of the Hindus'-এর জার্মান অনুবাদ। কঠোপনিষদের অনুবাদও এতে আছে।

Albrecht Weber, Indische Studien, vols. I & II. Berlin, 1849-53. বিভিন্ন প্রাচীন উপনিষদের সারাংশের অনুবাদ ও আলোচনা এতে আছে। The Catapatha Brahmana. Berlin, 1855.

Franz Mischel, Das Oupnek'hat. Dresden, 1882. দ্যুপেরঁর উপনিষদের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণ।

Lucian Scherman, Philosophische Hymnen der ablteren Upanishad's. Strassburg, 1887.

Otto Bohtlingk, Katha, Aitareya, Prasna, Chandogya and Brihadaranyaka Upanishads. Leipzig, 1889-90. Die Kritish Geschictele und ubesetze Upanishaden, 1891. দেবনাগরী অক্ষরে মূল পাঠ এবং তৎসহ জার্মান অনুবাদ এই পুস্তকের অন্তর্গত।

Paul Deussen, Sechzig Upanishad's des Veda. Leipzig, 1897. ষাটখানি উপনিষদের জার্মান অনুবাদ। Die Philosophie der Upanishads. Leipzig, 1899 (উপনিষদের দর্শন—এটি ইংরাজিতে অনূদিত

হয়)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ডয়সনের পাণ্ডিত্য সর্ববিদিত। তাঁর অনূদিত ষাটখানি উপনিষদ প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃত।

R. Garbe, Beitrage Zur Indischen Kultur geschichte. Berlin, 1903.

Otto Wecker, Ten Upanishads. Tubingen, 1905. ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মৈত্রী, ঐতরেয়, কৌষীতকি, কেন, ঈশ, তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর—এই দশখানি উপনিষদের জার্মান অনুবাদ। এই গ্রন্থে উপনিষদাবলীর প্রাক্-পাণিনি ও পাণিনি-উত্তর কালানুযায়ী চারটি বিভাগে ভাগ করে ব্যাকরণগত সঙ্গতি অনুসারে তাদের কালনির্ণয় করা হয়েছে।

H. Jacobi, Uber die altere Auffasung der Upanishad-lehren, Leipzig, 1914,

H. Oldenburg, Die Lehre der Upanishaden und die Anfange des Buddhismus. Leipzig, 1915.

H. Luders, Zu den Upanishads. 1916.

Rachid Bey, Die hohezeit des Erkentnis Arananda Upanishad. Munchen, 1921.

Johannes Hertel, Die Weisheit der Upanischaden Neubiberg, 1921. সম্পূর্ণ 'ঐতরেয়' ও ছয়খানি অন্যান্য প্রাচীন উপনিষদের অংশ-বিশেষের জার্মান অনুবাদ। Mundaka Upanishad, Leipzig, 1924. মুণ্ডক উপনিষদের জার্মান অনুবাদ। ইতিপূর্বে Father Zimmermann সম্পাদিত Mahanarayan Upanishad-এর অনুকরণে এই গ্রন্থে উপনিষদাবলীর কালানুক্রমিক বিভাগ, ভাষা, ছন্দ, অন্যান্য ধর্মের (বিশেষত জৈন ধর্ম) সংগে তুলনামূলক বিচার প্রভৃতির বিদগ্ধ আলোচনা আছে।

Alfred Hillenbrandt, Uber die Upanischaden. Jena. 1921.

Betty Heimann, Die Tiefschlafspekulation der alten Upanishaden. Munchen-Neubiberg, 1922.

Friedrich Heller, Die Mystik Inden Upanishaden. Neubiberg, 1925.

Otto Strauss, Indische Philosophie. Munchen, 1925. তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উপনিষদের বিশদ আলোচনা আছে।

Richard Hauschild, Die Svetasvatara Upanishad. Leipzig, 1927.

Paul T. Hoffmann, Upanishad. Munchen, 1928.

Rodolf Otto, Die Katha Upanishad. Berlin, 1936.

Walter Ruben, Die Philosophie der Upanishaden. Berne, 1947.

F. Weller, Veresuch einer kritik der Kathopanishad. Berlin, 1953.

ফরাসী

Guillaume Pauthier, Isha and Kena Upanishads, Paris, 1831. সংস্কৃত ও ফার্সী মূলসহ ঈশ ও কেন উপনিষদের ফরাসী অনুবাদ।

J. D. Lanjuinais, La Philosophie des Indiens. 1832. দারাপের-এর লাতিন অনুবাদের ফরাসী অনুবাদ।

L. Poley, Kathaka-Oupanichat. Paris, 1835. Collecton des Oupanichats, Paris, 1835-37. দেবনাগরী অক্ষরে মূল শ্লোক এবং তৎসহ ফরাসী অনুবাদ।

Jacquiline Maury, Brihadaranyaka Upanishad. Bonn, 1844; Mundaka Upanishad. Paris, 1852.

C. de Herlez, Kaushitaki Upanishad. Louvain, 1887.

A. F. Herold, L' Upanishad du Grand. Paris, 1894.

P. Regnaúd, Etudes Vediques et post-Vediques. Paris, 1898. কঠোপনিষদের ফরাসী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত।

E. Marcault, Neuf Upanishads. Paris, 1905. Mead ও চট্টোপাধ্যায়-কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ফরাসী অনুবাদ।

Paul Ottramare, La Theosophie Brahmanique. Paris, 1907. এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে উপনিষদের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা আছে।

Pierre Salet, Les Upanishads. Paris, 1920. প্রাচীন উপনিষদসমূহের ফরাসী অনুবাদ ও আলোচনা এ-গ্রন্থের অন্তর্গত।

Emile Senart, Chandogya Upanishad. Paris, 1930. Brihadaranyaka Upanishad. Paris, 1934,

Aliette Silburn, Mandukya Upanishad et Karika de Gaudapada (Les Upanishad, No. 5). Paris, 1944. Swetaswatara Upanishad. Paris, 1948. গৌড়পাদের কারিকা সমেত মাণ্ডূক্য উপনিষদের ফরাসী অনুবাদ।

Lilan Silburn, Aitareya Upanishad. Paris, 1950.

M. Esnoul, Maitrayana Upanishad. Paris, 1952.

B. Tubini, Kaivalya Upanishad. Paris 1952.

Jean Varenne, La Mahanarayana Upanishad. Paris, 1960.

J. A. B. Van Buitenen, Maitrayana Upanishad, 2 vols. 1962.

ইতালীয়

Carlo Formici, It Primo Capitulo-Lella Brahma Upanishad. Kiel, 1897.

Ferdinando Belloni Filippi, Kathaka Upanishad. Pisa, 1905.

G. Carpani, Talavakara et Vajasaneyi Samhita Upanishad. 1935. কেন উপনিষদের ইতালীয় অনুবাদ।

Nicola Zanichelli, Chandogya Upanishad. Bologne, 1937.

ডাচ

Clara Streubel, The Upanishads, 2 vols. Theosophical Society, Amsterdam, 1908. G. R. S. Mead ও জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত ইংরাজী অনুবাদের ডাচ অনুবাদ। শেষোক্ত গ্রন্থটি দুই খণ্ডে লণ্ডন থেকে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত। এ-গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

B. Fadden, Die interpretatic der Kathaka Upanishad. Amsterdam, 1923. কঠোপনিষদের ডাচ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

Van Gelder, Der Atman...Brihadaranyaka. The Hague, 1957.

সুইডিস

A. Butenschon, Kathaka-Upanishad. Stockholm, 1902.

চেক

Rudolf Janicek, The Extracts from the Upanishads. Jaroslav, 1945.

রুশ

A. Y. Syrkin. The Upanishads, Moscow, 1964-67. ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও অন্যান্য বৈদিক উপনিষদের রুশ ভাষায় অনুবাদ।

জাপানী

——The Upanishads Complete: The Doctrine of Brahma, 9 vols. Tokyo, 1922-24, ৩৭ জন পণ্ডিত দ্বারা ১১৬টি উপনিষদের অনুবাদ।

বাংলা

রাজা রামমোহন রায়, কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য উপনিষদ। কলিকাতা, ১৮১৬-১৭। বাংলা ভাষায় উপনিষদের সর্বপ্রথম অনুবাদ। পরবর্তী সংস্করণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা ১৯৭০। হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩।

এল্ পোলে, কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক, প্রশ্ন, ঐতরেয় ও মাণ্ডূক্য। কলিকাতা, ১৮৪৫। পোলে কৃত এই সাতখানি উপনিষদের ফরাসী অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ।

মহেশচন্দ্র পাল, একাদশ উপনিষৎ (শংকরভাষ্য সমেত)। কলিকাতা, ১৮৮১-৮৯। ঋগ্বেদীয় উপনিষৎ, কলিকাতা ১৯১১।

যদুনাথ মজুমদার, ঈশ উপনিষদ। যশোহর, ১৮৯৩।

শ্যামল গোস্বামী, ঈশ উপনিষদ। কলিকাতা, ১৮৯৫।

কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য, উপনিষদের উপদেশ। কলিকাতা, ১৯০৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন (দুই খণ্ড), ব্রহ্মমন্ত্র ও ঔপনিষদ ব্রহ্ম। কলিকাতা, ১৯০৮-১৪। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করেন নি। তবে স্থলবিশেষে নিজমত অবলম্বনে উপনিষদের মানবতাবাদী ব্যাখ্যা করেছেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ত্ব এবং জড় ও জীবতত্ত্ব)। কলিকাতা, ১৯১১।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, বেদান্ত-সমন্বয় ভাষ্য। নববিধান মণ্ডলী, কলিকাতা, ১৯১২। উপনিষদের বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়সাধক বাংলা ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। প্রথমে গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়, পরে এর বঙ্গানুবাদ হয়।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, কঠোপনিষদ। কলিকাতা, ১৯১২।

দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি এগারটি উপনিষদ (শংকর-ভাষ্য সমেত)। কলিকাতা, ১৯১৪; পরবর্তী সংস্করণ, দেবসাহিত্য কুটির, কলিকাতা, ১৯৬৮। এটি বাংলা ভাষায় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, ছান্দোগ্যোপনিষদ। কলিকাতা, ১৯২৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, কলিকাতা, ১৯২৮। এ-গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপনিষদ। কলিকাতা, ১৯২৯। রামমোহন কৃত ইংরেজী উপনিষদসমূহের বাংলা অনুবাদ।

দেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, ব্রহ্মবিদ্যা। কলিকাতা, ১৯৩১।

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, উপনিষদ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) কলিকাতা, ১৯৩৭। ঈশ, কেন প্রভৃতি দশখানি প্রাচীন উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। বাংলা ভাষায় রচিত উপনিষদাবলীর মধ্যে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

মহেন্দ্রনাথ সরকার, উপনিষদের আলো। প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৪০।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪১। ১ম ভাগ—ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি নয়খানি উপনিষদের সটীক অনুবাদ; ২য় ভাগ—ছান্দোগ্য, ১৯৭৪ (৫ম সং); ৩য় ভাগ—বৃহদারণ্যক, ১৯৬৬ (৪র্থ সং)।

সতীশচন্দ্র রায়, উপনিষদের মর্মবাণী। সিলেট, ১৯৪১।

অতুলচন্দ্র সেন, কঠ উপনিষৎ। শাস্ত্রপ্রচার কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২। কেন উপনিষৎ, ১৯৪৬। গৌরগোবিন্দ রায় ও শংকরাচার্য কৃত শব্দার্থ এবং লেখকের বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত। উপনিষৎ নবক, অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি, ১৯৭২। উপনিষদ (১ম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৭৪ (২য় সং)।

অসীমানন্দ সরস্বতী, ঈশ ও কেন উপনিষৎ। সৎগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৪২।

অরূপ (স্বামী প্রেমঘনানন্দ), উপনিষদের গল্প (৪র্থ সং), কলিকাতা, ১৯৪৪। ছোটদের উপযোগী গল্পাকারে উপনিষদের বাণী।

বিধুশেখর শাস্ত্রী, উপনিষৎ। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালা, কলিকাতা, ১৯৪৬।

প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী, উপনিষদ কথা। কলিকাতা, ১৯৪৭।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি, উপনিষদ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯৪৮। হরিদ্বারের ভোলাগিরি আশ্রম থেকে প্রচারিত। ঈশ প্রভৃতি নয়খানি উপনিষদের অনুবাদ।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঈশ, কেন প্রভৃতি আটখানি উপনিষদ (তিন খণ্ড)। রামানুজ ও শঙ্কর অনুগামী বাংলা অনুবাদ সমেত। উপনিষদ (দার্শনিক আলোচনা), কলিকাতা, ১৯৪৯।

রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী, উপনিষৎ ও শ্রীকৃষ্ণ। কলিকাতা, ১৯৫১।

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, উপনিষদের উক্তি। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫৩।

হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, অমৃতের সন্ধানে: উপনিষদের সারমর্ম। প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৫৩।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, তিন খন্ড। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৯৫৩-৫৪। বৈদিক ও পৌরাণিক মোট পঞ্চাশখানি উপনিষদের মূল ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে।

হেমেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী, অমৃতের সাধনা। কলিকাতা, ১৯৫৬।

রাজমোহন নাথ, উপনিষদের সাধন-রহস্য। কলিকাতা, ১৯৫৯।

চিত্রিতা দেবী, উপনিষদ। ঈশ, কেন, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মূলসহ পদ্যানুবাদ। এম. সি. সরকার, কলিকাতা, ১৯৬০। উপনিষৎ-পত্রক, তৈত্তিরীয়, মুন্ডক, প্রশ্ন, মান্ডুক্য ও ঐতরেয় উপনিষদের মূল ও অনুবাদ। সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬৬।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকায়। কলিকাতা, ১৯৬১। উপনিষদের উপর পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এ-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

প্রফুল্লকান্ত বসু, বাংলায় উপনিষৎ (১ম ও ২য় খন্ড)। মহেশ লাইব্রেরী, ১৯৬১। ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি বারখানি প্রাচীন উপনিষদের বাংলা অনুবাদ এবং শংকর, রামানুজ, মধ্ব, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণণের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সমেত।

অনির্বাণ, বেদ-মীমাংসা, প্রথম খন্ড: বৈদিক সাহিত্য। সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬১। উপনিষদ-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচীন উপনিষদগুলির সারাংশ ও লেখকের মন্তব্য সন্নিবেশিত। উপনিষৎ প্রসঙ্গ (কেন ও ঈশ), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।

পুষ্প মুখোপাধ্যায়, উপনিষৎ অর্ঘ্য, উপনিষৎ নির্মাল্য ও উপনিষৎ নৈবেদ্য। কলিকাতা, ১৯৬২। কবিতায় এগারখানি প্রাচীন উপনিষদের অনুবাদ।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী। তীর্থভারতী, ১৯৬২। ছোটদের উপযোগী গল্পাকারে উপনিষদের বক্তব্য। উপনিষদের দর্শন, সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা, ১৯৬৩। উপনিষদের দর্শন, নীতি, বিভিন্ন ভাষ্যের বক্তব্য, পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার প্রভৃতি বহুমুখী আলোচনা এ-গ্রন্থের অংগীভূত।

বিধুভূষণ তর্কবেদান্ততীর্থ, উপনিষৎ সংকলন। বেলঘরিয়া, ১৯৬৩।

স্বামী তত্ত্বানন্দ, উপনিষৎ কথা। কলিকাতা, ১৯৬৫।

অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্ডকোপনিষদের সাধনা। কলিকাতা, ১৯৬৫।

করালীকুমার মধ্যভারতী, মন্ত্রোপনিষৎ। পুরুলিয়া ১৯৬৫।

ব্রহ্মচারী মিধাচৈতন্য, কঠোপনিষদ। বজবজ, ১৯৬৫।

যতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ভাষ্য। কলিকাতা, ১৯৬৬।

প্রফুল্লকুমার দাস, উপনিষদুক্ত ব্রহ্মসাধন। তত্ত্বকৌমুদী, কলিকাতা, ১৯৬৬।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, গল্পে উপনিষৎ। এ মুখার্জি, কলিকাতা, ১৯৭০ (২১শ সং)। ছোটদের উপযোগী গল্পাকারে উপনিষৎ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীরূপ গোস্বামী, ঈশ, কেন প্রভৃতি সাতখানি উপনিষদ। সারস্বত গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা, ১৯৭১। উপনিষদের বাংলা অনুবাদ ও রামানুজপন্থী বৈষ্ণব ব্যাখ্যা।

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, উপনিষদের কথা। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৯৭২। উপনিষদের প্রাথমিক পরিচয় এতে আছে।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, উপনিষদ ভাবনা। কল্যাণী, ১৯৭২।

প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী, উপনিষদাবলী, কলিকাতা। শংকরভাষ্য এবং নারায়ণ ও শংকরানন্দ দীপিকা সমেত প্রাচীন উপনিষদসমূহের বঙ্গানুবাদ।

নীলিমা দত্ত ও যোগেশচন্দ্র দত্ত, জনগণের উপনিষৎ, বহরমপুর।

কুমুদরঞ্জন রায়, কেন উপনিষৎ, কলিকাতা।

পরিশিষ্ট ৪

নির্দেশপঞ্জি